গৌড়ীয়

পরমার্থ এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি অপরা বিদ্যার সমালোচক

পরসাহিত্যপরিষদের সাপ্তাহিক পত্র

পঞ্চম বর্ষ—পূর্ব্বার্দ্ধ

(ভাদ্র ১৩৩৩ হইতে মাঘ ১৩৩৩)

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

সঙ্ঘপতি

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ যন্ত্রে
শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি,এ কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ ৪৪০.

প্রবন্ধ-সূচী

পঞ্চম বর্ষ—পূর্ব্বার্দ্ধ

১ম—২৫শ সংখ্যা

চিত্র-সূচী

—•—

গৌড়ীয়

পরমার্থ এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি অপরা বিদ্যার সমালোচক

পরসাহিত্যপরিষদের সাপ্তাহিক পত্র

পঞ্চম বর্ষ—উত্তরার্দ্ধ

(১৩৩৩ ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ ১৩৩৪)

সসঙ্ঘ সম্পাদক

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

সঙ্ঘপতি

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ যন্ত্রে
শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী পরা বিদ্যাভূষণ বি, এ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ ৪৪১

গৌড়ীয়ের প্রবন্ধ-সূচী

পঞ্চম বর্ষ—উত্তরার্দ্ধ

২৬শ—৫০ শতম সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব

আগামী ২২শে শ্রাবণ ইং ৭ই আগষ্ট রবিবার হইতে ২৫শে ভাদ্র ইং ১১ই সেপ্টেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠে (১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, পরেশনাথ-মন্দিরের দক্ষিণ) ভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের বার্ষিক আবির্ভাব-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে মাসাধিক কাল প্রত্যহ শ্রীমদ্-ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, উপনিষৎ, বেদান্ত, পঞ্চরাত্র-গ্রন্থ প্রভৃতির পাঠ ও ব্যাখ্যা হইবে। এতদ্ব্যতীত বহু শুদ্ধ বৈদান্তিক বৈষ্ণব-পণ্ডিত-মণ্ডলী ভক্তিতত্ত্ব ও বৈষ্ণব-দর্শন সম্বন্ধে বহু গবেষণাময়ী বক্তৃতা করিবেন। সঙ্গীতাচার্য্যগণের সুললিত মহাজন-পদাবলী-কীর্ত্তনে সভাস্থল মুখরিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা, শ্রীবলদেব-জন্মোৎসব, শ্রীকৃষ্ণের-জন্মাষ্টমী, শ্রীনন্দোৎসব, শ্রীরাধাষ্টমী, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব, ভক্তিবিনোদ-ঠাকুরের প্রকটোৎসব, অনন্ত-চতুর্দ্দশী প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ দিবসোপলক্ষে বিশেষ বিশেষ অধিবেশন এবং বিশেষ নির্দ্ধারিত দিবসে 'মহানগর-সংকীর্ত্তন' বহির্গত হইবে। সজ্জনগণ সবান্ধবে এই মাসাধিকব্যাপী শুদ্ধ-নাম-যজ্ঞে যোগদান করুন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৯শে শ্রাবণ, ১৩৩৩, ১৪ই আগষ্ট, ১৯২৬	১ম সংখ্যা

সার কথা

ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, প্রভুরও প্রভু কে?

এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥
(চৈঃ চঃ আদি ৭।১৪)

ভক্তের নিকট ভগবান্ কি গুপ্ত?

মৃগমদ বস্ত্রে বান্ধে, তবু না লুকায়।
'ঈশ্বর-স্বভাব' তোমার ঢাকা নাহি যায়॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।১১৯)

গৌরপ্রেম বন্যা কিরূপ?

উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, সকলই ডুবায়॥
সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবিল জগতের জন॥
(চৈঃ চঃ আদি ৭।২৫-২৬)

প্রভুর কৃপা কি দেশকাল-পাত্রাবদ্ধ?

তাঁ'-সবারে কৃপা করি' প্রভু ত' চলিলা।
সেই ত' পাঠান সব 'বৈরাগী' হৈলা॥
'পাঠান-বৈষ্ণব' বলি' হৈল তা'র খ্যাতি।
সর্ব্বত্র গাহিয়ে বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি॥
সেই বিজলী-খান হৈল 'মহা ভাগবত'।
সর্ব্বতীর্থে হৈল তাঁ'র পরম-মহত্ত্ব॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।২১০-২১২)

সাধুসঙ্গে অপরাধনির্ম্মুক্তি ব্যতীত কি নামোদয় সম্ভব?

সার্ব্বভৌম-সঙ্গে তোমার কলুষ হৈল ক্ষয়।
'কল্মষ' ঘুচিলে জীব 'কৃষ্ণনাম' লয়॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।২৭৬)

গৌরলীলা কি নিত্য নহে?

অদ্যাপিও চৈতন্য এ' সব লীলা করে।
যা'র ভাগ্যে থাকে, সে দেখয়ে নিরন্তরে॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩।৫০৮)

প্রভু-কথিত 'ব্রাহ্মণ'-সংজ্ঞা কি?

সহজ-নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থান হয়।
'মাৎসর্য্য-চণ্ডাল' কেনে ইহাঁ বসাইলা।
পরম-পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলা॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।২৭৫)

মানদ-ধর্ম্মই কি বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নহে?

অহঙ্কার ধর্ম্ম এই কভু ভাল নহে।
বুঝ এই ভাগবতে যেন মত কহে॥
ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি'।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি'॥
এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্মধ্বজী যা'র ইথে নাহি রতি॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।২৬,২৮-২৯)

মঙ্গলাচরণ

"গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ।
গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ তিনের স্মরণ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ-বাঞ্ছিত-পূরণ॥"
(চৈঃ চঃ আদি ১।২০-২১)

আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু সেবার বিঘ্ন-বিনাশ ও অভীষ্টসেবা-সিদ্ধির জন্য গ্রন্থের আরম্ভে শ্রীগুরুদেব, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীভগবানের নমস্কার ও যশঃকীর্ত্তনাদির দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিবার আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন। আচার্য্যের আচরণের অনুবর্ত্তন করাই অনুগামিগণের কর্ত্তব্য। তদনুসারে আমরা আজ নব বর্ষের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ করিতেছি।

সেবা-সাধন-পথ কোটী-কণ্টক-রুদ্ধ। যদিও ভক্তিপথই একমাত্র সমীচীন পথ এবং মঙ্গলপ্রদ ও অকুতোভয় (ভাঃ ৬।১।১৭), যদিও, ভক্তিপথ আশ্রয় করিয়া মনুষ্য চক্ষু নিমীলন পূর্ব্বক ধাবিত হইলেও, কখনও সে প্রত্যবায়গ্রস্ত বা ফলপ্রাপ্তি হইতে ভ্রষ্ট হয় না (ভাঃ ১১।২।৩৫), তথাপি সেই পথ আশ্রয় করিবার পূর্ব্বে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হয়, সাধনপথে চলিতে চলিতেও আমাদের 'দুর্দ্দৈব' নানাবিধ বিঘ্ন উপস্থিত করে। ভক্তি, পদবী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা; উহা নির্ম্মৎসর সাধুগণেরই একমাত্র ভজনীয়। মৎসর পুরুষগণ,—এমন কি দেবতাগণ কোনও ব্যক্তিকে সেই শ্রেষ্ঠা পদবীতে আরোহণ করিতে দেখিয়া মনে করেন যে, 'এই ব্যক্তি ভক্তি-বলে নিশ্চয়ই আমাদিগকেও অতিক্রম করিয়া যাইতেছে, সুতরাং ইহাকে বাধা দেওয়া যাউক্'—এইরূপ বিচার করিয়া দেবতাগণও নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থাপিত করিয়া থাকেন। কিন্তু ভক্তিপথে ঐ সকল বিঘ্ন ভক্তির দৃঢ়তাই সম্পাদন করিয়া থাকে। অন্যের পক্ষে যাহা বিঘ্ন, ভক্তের পক্ষে তাহাই ভক্তিবৃদ্ধিকর বা ভক্তির পরিপোষক।

তথা ন তে মাধব! তাবকাঃ কচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধ-সৌহৃদাঃ।
ত্বয়াঽভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥
(ভাঃ ১০।২।৩৩)

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মাধব, আপনাতে আসক্ত ভক্তগণ কখনও বিপথে গমন করেন না। আপনি তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন। আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া তাঁহারা নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন। বিঘ্নসৈন্যগণের সেনাপতির মস্তককে সোপান তুল্য করিয়া তাঁহারা বৈকুণ্ঠে আরোহণ করেন। সুতরাং ভক্তি-বিঘ্ন-বিনাশনের জন্য একমাত্র গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানেরই শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানেরই প্রকাশ-বিগ্রহ। আমরা তাঁহাকে বন্দনা করিতেছি। তিনি অনুক্ষণ ভগবৎ-কীর্ত্তন ব্যতীত আর কিছু করেন না। তাঁহার কৃপায়ই আমরা ভগবানের স্বরূপ, নাম, রূপ, গুণ, লীলা—সব জানিতে পারি। তাঁহার বাণীই শ্রুতি। তিনি অশ্রৌত কথা বলেন না। তাঁহার কৃপায় মূক ও বাচালতা প্রাপ্ত হয়, তাঁহার কৃপায় জীবের জিহ্বায় শুদ্ধা সরস্বতী বা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী স্ফূর্ত্তি লাভ করেন। তাঁহার কৃপায় জীব হরিগুণ-কীর্ত্তনে অধিকারী হন। তাঁহার শ্রীমুখেই শ্রীহরির 'যশোরত্নভাণ্ডার'। এই অমূল্যনিধি শ্রীহরি একমাত্র তাঁহার প্রিয়তম (শ্রীগুরুদেব) সন্নিধানেই গচ্ছিত রাখিয়াছেন।

"ইষ্টদেব বন্দো মোর নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্যের কীর্ত্তি স্ফুরে যাহার কৃপায়॥
সহস্র-বদন বন্দো প্রভু বলরাম।
যাহার সহস্রমুখে কৃষ্ণ-যশোধাম॥
রক্ষাহারত্ন থুই যেন মহাপ্রিয়-স্থানে।
'যশোরত্ন ভাণ্ডার' শ্রীঅনন্ত-বদনে॥
অতএব আগে বলরামের স্তবন।
করিলে সে মুখে স্ফুরে চৈতন্য-কীর্ত্তন॥
তাঁহার চরিত্র যেবা জনে শুনে গায়।
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য তা'রে পরম সহায়॥
মহাপ্রীত হয় তা'রে মহেশ-পার্ব্বতী।
জিহ্বায় স্ফুরয়ে তা'র শুদ্ধা সরস্বতী॥"
(চৈঃ ভাঃ আদি ১।১১ ১৪, ১৮-১৯)

শ্রীগুরু নিত্যানন্দ সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বতোভাবে অনুক্ষণ গৌরসেবায় মগ্ন। তাঁহার সেই চরিত্র শ্রবণকীর্ত্তনে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর পরম সহায় হন; বৈষ্ণবাগ্রগণ্য মহেশ-পার্ব্বতী মহাপ্রীত হন। বলদেবের কৃপায় যাবতীয় হৃদয়-দৌর্ব্বল্য বা অনর্থ বিদূরিত হয়, সেবোন্মুখ জিহ্বায় তখন শুদ্ধ-ভক্তি-সিদ্ধান্ত-

বাণী নৃত্য করিতে থাকেন। এক গুরুদেবের চরিত্র-শ্রবণ-কীর্ত্তনে যুগপৎ 'গুরু', 'বৈষ্ণব' ও 'ভগবান্' তিনেরই স্মরণ হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের এত মহত্ত্ব। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ও ভগবান্—একই বস্তু, তিনে—এক, একে তিন—পরস্পর অচিন্ত্য- ভেদাভেদ-লীলা।

গুরুর স্মরণ নিষ্কপট হইলেই আমাদের 'বিঘ্নবিনাশ' ও "অভীষ্টপূরণ" হইতে পারে। কপটতাপূর্ব্বক গুরুর স্মরণের ছল বা গুরুব্রুবের স্মরণে বিঘ্নেরই আবাহন করা হয়। "আদৌ গুরুপদাশ্রয়ঃ"। বহির্ম্মুখ জগৎ দুঃসঙ্গে ভরা; এই জন্যই করুণাময় ভগবান্ তাঁহার কোনও প্রিয়তম নিজ-জনকে সাধুশ্রেষ্ঠ মহান্ত-গুরুরূপে প্রেরণ করেন। চতুর্দ্দিকে আমাদিগকে যে সকল দুঃসঙ্গ ঘিরিয়া রহিয়াছে, প্রতিমুহূর্ত্তে, প্রতিক্ষণে যে সকল অসৎসঙ্গ মনোমুগ্ধকর বিবিধ বেশ রচনা করিয়া আমাদিগকে বিপথগামী করিতেছে, সেই দুঃসঙ্গের করাল কবল হইতে উদ্ধার করিতে একমাত্র বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুদেবই সমর্থ। সেই অপ্রাকৃত-বস্তু শ্রীগুরুদেব প্রাণী-রাজ নর বা নরোত্তমরূপে আমাদের দৃষ্টি-সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া, যদি আমরা তাঁহাতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করি ও তাঁহার প্রতি অসূয়া অর্থাৎ প্রাকৃত-জড়তা-বশতঃ মৎসর হইয়া তাঁহাকে নিজের ন্যায় শাসনযোগ্য মনে করি এবং তাঁহাকেই সর্ব্বতোভাবে আমার শাস্তা এবং একমাত্র সেব্য মনে না করি, তাহা হইলে কোটীজন্মেও আমাদের 'বিঘ্ন-বিনাশ' বা "অভীষ্ট-পূরণ" হইবে না। অপিচ প্রবল বিঘ্ন-স্রোত আমাদিগকে উত্তালতরঙ্গ ও নক্রমকরাদি সঙ্কুল অন্যাভিলাষ-সাগরে ভাসাইয়া লইয়া গিয়া তথায় 'হাবু ডুবু' খাওয়াইবে।

জগতে আমার ন্যায় শতকরা কিঞ্চিন্ন্যূন শতজনের কেন-ই বা বিঘ্ন-বিনাশ ও 'অভীষ্টপূরণ' হয় না? ইহার কারণ কি, তাহার অনুসন্ধানে আমরা জানিতে পারি যে, আমরা আমাদের জীবন-গ্রন্থ খুলিবার প্রারম্ভেই মঙ্গলাচরণ করিতে ভুলিয়া যাই অথবা 'অমঙ্গলাচরণকেই' 'মঙ্গলাচরণ' বলিয়া ভাবি। ভগবদভিন্নতনু শ্রীগুরুদেবে আমাদের মর্ত্ত্যবুদ্ধি ও তজ্জন্য অসূয়াবৃত্তি বিদূরিত হয় না। তাই, আমরা তাঁহার চরণে নিষ্কপটে আত্মসমর্পণ করিতে পারি না। বেদবাক্য, ভাগবত-বাক্য, গীতা-বাক্য লঙ্ঘন করিয়া গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি ও ভগবানে ভোগ-বুদ্ধি, শিলা, পাথর, কাঠ, মাটী বুদ্ধি করিয়া থাকি।

লঘুকে বা গুরুব্রুবকে 'গুরু' বলিয়া কল্পনা করিয়া নিলেও বহু বিঘ্ন উপস্থিত হয় ও অভীষ্ট-প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। যথা—

"স্নেহাদ্বা লোভতো বাপি যো গৃহ্ণীয়াদদীক্ষয়া।
তস্মিন্ গুরৌ সশিষ্যে তু দেবতাশাপ আপতেৎ॥"
—শ্রীহরিভক্তিবিলাস ২।৫

অর্থাৎ স্নেহ-বশতঃ বা লোভবশতঃ যে 'গুরু' দীক্ষা দেন এবং ভালবাসার খাতিরে বা কোনরূপ লোভের আশায় যিনি দীক্ষাগ্রহণ করেন, তাঁহারা উভয়েই দেবতার অভিশাপ প্রাপ্ত হন।

"যো বক্তি ন্যায়-রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥"
হঃ ভঃ বিঃ ১।৬২

যিনি (আচার্য্যবেশে) অন্যায় অর্থাৎ সাত্বতশাস্ত্র-বিরোধিনী কথা কীর্ত্তন করেন, যিনি (শিষ্যরূপে) অন্যায়-ভাবে তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অক্ষয়কালের জন্য ঘোর নরকে গমন করেন।

অতএব আমরা নিরন্তর হরিকীর্ত্তনে মগ্ন, অবঞ্চক, পরদুঃখ-দুঃখী, আদর্শ শ্রীগুরুদেবের শরণগ্রহণের জন্য যেন আজ হইতে দৃঢ়সঙ্কল্প ও ব্যাকুল হইতে পারি।

গুরুর সেবকগণ—বৈষ্ণব, ভগবৎ-সেবকগণ—বৈষ্ণব। তাঁহাদের চরণে যেন নিষ্কপটে নিবেদন করিতে পারি—

"বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর,
এ দাসে করুণা করি'।
দিয়া-পদ-ছায়া, শোধহ আমারে,
তোমার চরণ ধরি॥

কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল, 'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ' বলি',
ধাই তব পাছে পাছে॥"

অথবা "কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁ'র দাস"—সকলেই যখন স্বরূপতঃ বৈষ্ণব, তখন যাঁহারা হরিগুরুবৈষ্ণব বিদ্বেষী তাঁহাদিগকেও দূর হইতে বন্দনা করিয়া বলি,—"হে

স্বরূপতঃ কৃষ্ণ-দাসগণ! আপনারা বিরূপগ্রস্ত হইয়া আমাদের সেবাপথে যে বিঘ্নোৎপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, আমরা সেই সকল বিঘ্নকেই আমাদের বিচরণ-ক্ষেত্রের সোপান করিয়া বৈকুণ্ঠ-রাজ্যে আরোহণ পূর্ব্বক আমাদের অভীষ্ট পূরণ করিব।"

সর্ব্বশেষে আমরা অন্বয়জ্ঞান-ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরকে বন্দনা করি। তিনি রাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু, বিপ্রলম্ভাবতার। নিরন্তর কৃষ্ণান্বেষণ-ই যে জীবের স্বরূপধর্ম্ম, ইহা শ্রীগৌর-পাদ-পদ্মে শরণ-গ্রহণ ব্যতীত উপলব্ধির বিষয় হয় না। শ্রীগৌরপদাশ্রিত জনে শ্রীগৌরসুন্দর-প্রদর্শিত সুদীর্ঘ বিপ্রলম্ভই—কৃষ্ণভজন। অত্যন্ত সেবাসৌভাগ্যে মগ্ন থাকিয়াও প্রেমাতিশয্য-হেতু তদ্বিষয়ে অতৃপ্তিই "অভীষ্টপূরণ"; পরন্তু সম্ভোগ গৌরদাসানুদাসগণের নিকট "অভীষ্টপূরণ" নহে।

শ্রীগৌরসুন্দরে কোনও সৌভাগ্যবান্ জীবের যাদৃশী ভক্তি-লাভ হয়, তাঁহার হৃদয়ে শ্রীরাধাপদাম্বুজের প্রেমসুধা-সমুদ্রও তাদৃশভাবেই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

উপসংহারে ঠাকুর লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের মঙ্গলাচরণের ভাষায় "মঙ্গলাচরণ" করিতেছি—

"ভক্তিপ্রেম-মহার্ঘরত্ননিকর-ত্যাগেন সন্তোষয়ন্
ভক্তান্ ভক্তজনাতিনিষ্কৃতি-বিধৌ পূর্ণাবতীর্ণঃ কলৌ।
পাষণ্ডান্ পরিচূর্ণয়ন্ ত্রিজগতাং হুঙ্কারবজ্রাঙ্কুরৈঃ
শ্রীসন্ন্যাসি-শিরোমণির্ব্বিজয়তাং চৈতন্যরূপপ্রভুঃ॥"

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমস্বরূপ শ্রীল রূপ প্রভুর 'বিদগ্ধ-মাধবে'র মঙ্গলাচরণের বাক্যও মস্তকে ধারণ করিয়া লইতেছি—

"সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গম-বিষমসংসার-সরণী-
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরি-লীলা-শিখরিণী।"

গৌড়ীয়ের হরি-লীলা-শিখরিণী ত্রিতাপোৎপাদক বিষম-সংসারমার্গ-ভ্রমণ-জনিত তোমার অসৎতৃষ্ণা সম্পূর্ণরূপে হরণ করুন।

"গৌড়ীয়ের" প্রতি

জয় "শ্রীগৌড়ীয়", বচন অমিয়,
রচন মাধুরী সার।
সরস পরশে, পরম হরষে,
বরষ চারিটী পার॥
শুনি' তব বোল, যত গণ্ডগোল,
বাদবিসম্বাদ শত।
স্তব্ধ হ'ল ক্ষণে, অহি-গরজনে,
ভেক-কোলাহল মত॥
নাশিয়া তিমির, যেমতি মিহির,
বিতরে বিমল কর।
তুমিও তেমন গউড়-গগন
উজলি' অজ্ঞান হর॥
বেদার্থে নির্ম্মল, কদর্থ গরল
মাখায়ে পতনাগণ।
সর্ব্বনাশ তরে, ভুবন ভিতরে,
করিল যখন পণ॥
'মাভৈঃ' শবদে, তুমি সে বিপদে
উদয় হইয়া ক্ষণে।
শুদ্ধ ভক্তিনাদ- অস্ত্রে সে প্রমাদ
নাশিলে নির্ভয় রণে॥
শ্রৌতবাণী-সার শ্রীমুখে তোমার
বহে কি অমিয়-পূর।
সরল সুজনে, সদা সে বচনে
পিয়ে সুধা সুমধুর॥
কিন্তু মায়াজ্বরে জর যে অন্তরে,
তা'রে না পরশ কর'।
বিমুখ মোহনে উন্মুখ পালনে
বিপুল বিক্রম ধর'॥
তোমার স্বরূপ অতি অপরূপ
রূপ রঘুনাথ জানে।
শ্রীজীবানুগত গৌরপদ-রত
সজ্জন সদাই মানে॥
শ্রুতি-স্মৃতি-সার পুরাণাদি আর
পঞ্চরাত্র সুবিধান।
ভাগবত মত অনুভব গত
সিদ্ধান্ত তোমার প্রাণ॥
তুমি গুরুজন, পরমার্থ ধন,
তুমি সে আম্নায় বাণী।

নহ তুমি অন্য,   শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-
নিত্যানন্দ শক্তি-মানি ॥
কৃপা কর' যা'রে   প্রেমের পাথারে
ডুবায়ে তাহারে ছাড়' ।
শ্রবণ-কীর্ত্তনে   ভজন-নর্ত্তনে,
কুটিনাটি সব কাড়' ॥
গুরু-গৌরহরি   প্রভু-গিরিধারী
গান্ধর্ব্বিকা-পদ-প্রিয় ।
শ্রীগৌড়-মণ্ডল,   ভূমি-আখণ্ডল
নমি তোমা' "শ্রীগৌড়ীয়" ।
গলায় বসন,   দিয়া নিবেদন,
মরম-বেদন কই ।
পরমার্থ-প্রিয়   তুমি হে "গৌড়ীয়"
(যেন) তব প্রিয়-প্রিয় হই ॥

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা, কবিভূষণ

নগর-সংকীর্ত্তন

বহুলোক একত্রে মিলিয়া বাদ্য ও নৃত্যাদির সহিত ভগবদ্‌গুণগান পূর্ব্বক নগর-পরিভ্রমণ বা নগরে নগরে ভগবানের নাম-প্রচারই—"নগর-কীর্ত্তন"। ভগবান্—এক অদ্বিতীয় বস্তু। বেদ বলেন, "ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে"—তিনি এক অদ্বয়বস্তু, তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক আর কেহ নাই। ভগবান্ সর্ব্বজীব-প্রভু, সুতরাং তিনি সকলেরই এক—

শ্রীল ঠাকুর হরিদাস কাজীকে বলিয়াছিলেন—

শুন বাপ, সবারই একই ঈশ্বর ॥

নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে ।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে ॥
(চৈঃ ভাঃ আদি ১৬।৭৬-৭৭)

মুসলমান্-শাস্ত্রেও "কালমায়ে শাহাদাত" (সাক্ষ্য-বাক্য) বলেন,—'খোদা' ভিন্ন আর কেহ-ই উপাস্য নাই। তিনি অদ্বিতীয়। তাঁহার আর শরীক্ নাই। হজরত মহাম্মদও 'খোদা' নহেন, তিনি 'খোদাতায়ালা'র 'বান্দা' (সেবক) ও তাঁহারই প্রেরিত পুরুষ।

তাঁহাদের "কালমায়ে তাম্‌জীদ্" (গুণপ্রকাশকবাক্য) বলেন,—"সমস্ত প্রশংসা খোদাতায়ালারই জন্য ইত্যাদি।" তাশাহ্‌হুদ বলেন,—"সমুদয় জিহ্বার প্রশংসা, দৈহিক আরাধনা ও আর্থিক উপাসনা খোদাতায়ালার জন্য নির্দ্দিষ্ট।"

এমতাবস্থায় একমাত্র অদ্বিতীয় সেব্য, আরাধ্য ও কীর্ত্তনীয়—ভগবানের গুণকীর্ত্তনে কাহারও কোনই আপত্তির কারণ হইতে পারে না। যেখানে উপাস্য, প্রভু, ভোক্তা বা "খোদা" এক অদ্বিতীয় পুরুষ, আর সকলেই তাঁহার উপাসক, দাস, সেবক বা 'বন্দা', সেই স্থানে কখনও পরস্পরের মধ্যে **ঐক্যতানের** অভাব হইতে পারে না। জাগতিক জীব সেই একমাত্র অদ্বিতীয় সেব্য পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইলেই 'নিত্যদাস' বা 'বন্দা' অভিমান পরিত্যাগ করিয়া অবৈধরূপে 'প্রভু' বা 'খোদা' সাজিতে অগ্রসর হয়। এইরূপ ভোগবুদ্ধিমূলে জগতে বহু প্রভু ও বহু ভৃত্য দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে প্রভু বা ভোক্তার সংখ্যা অনেক, সেইখানেই সংঘর্ষ ; আর যেখানে প্রভু, ভোক্তা বা খোদা একজন, আর বাদশাহী সকলই তাঁহার দাস—সেবক বা 'বন্দা', সেখানে সংঘর্ষের কোনও কারণ নাই। কারণ সকলেরই উদ্দেশ্য, চেষ্টা ও চিত্তের গতি একপ্রকার। সকলেই এক প্রভুর সন্তান—পারমার্থিক ভ্রাতৃসম্বন্ধ বিশিষ্ট।

"পরমার্থ এক কহে কোরাণে পুরাণে।"

—শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের এই বাক্য হইতে আমরা জানিতে পারি যে, অদ্বিতীয়বস্তু ভগবান্ পরমার্থতঃ সকলেরই এক। বাহ্য মতভেদ বা বিবাদে প্রকৃতবস্তুর কর্ত্তৃসত্তাগত অধিষ্ঠানের (Subjective existence) পরিবর্ত্তন হয় না। কেহ যদি পৃথিবীকে চতুষ্কোণ, কেহ বা ত্রিকোণ বা গোলাকার বলিয়া পরস্পর অনন্তকাল ধরিয়াও বিবাদ করিতে থাকেন, তাহা হইলেও পৃথিবীর যাহা প্রকৃত আকার, তাহার কিছু আসিয়া যাইবে না। কোন ব্যক্তি যদি সূর্য্যের উদয় সম্বন্ধে পশ্চিমদিক, কেহ বা দক্ষিণদিক, কেহ বা উত্তর দিক, আবার কেহ বা পূর্ব্বদিক বলিয়া

নির্ণয় করেন, এইরূপ পরস্পর মতভেদহেতু সূর্য্য কখনও তাঁহার নিত্য উদয়াচল পরিত্যাগ করিবেন না। সুতরাং যেখানে আমরা সকলেই এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের দাস বা 'বন্দা', সেখানে আমাদের উদ্দেশ্যও এক হওয়া উচিত অর্থাৎ আমরা যাহাতে সকলেই নির্ব্বিবাদে তাঁহার নিত্য-সেবক বা 'বন্দা' অভিমান অটুট রাখিয়া তাঁহার সেবাতে নিমগ্ন থাকিতে পারি, তদ্বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

পুরাণ কোরাণ—সকলেই একবাক্যে বলেন যে, পরমেশ্বরের গুণকীর্ত্তন দ্বারাই তাঁহার প্রকৃষ্ট সেবা হয়। সনাতন বৈদিক ধর্ম্মশাস্ত্রের ত' কথাই নাই, ইসলাম শাস্ত্রেও বহুস্থানে 'খোদাতায়ালা'র যশঃকীর্ত্তনের কথা গ্রথিত আছে। আমরা উপরে 'তাশাহ্‌হুদের' যে অনুবাদ উদ্ধার করিয়াছি, তাহাতেও দেখা যায় যে, সমুদয় জিহ্বার প্রশংসা 'খোদাতায়ালা'র জন্যই নির্দ্দিষ্ট।

প্রাচীন বৈদিক যুগেও ব্রাহ্মণগণ সামগানে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া পরমপুরুষ শ্রীভগবানের আরাধনা করিতেন। আমরা শ্রুতিশাস্ত্রে 'উদ্‌গান' 'উদ্‌গাথা' প্রভৃতি শব্দ দেখিতে পাই। কলিসন্তরণোপনিষৎ কলিকালে একমাত্র নামকীর্ত্তনের মাহাত্ম্যই স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌-ভাগবতাদি বেদবিস্তার-শাস্ত্রে সঙ্কীর্ত্তনকেই একমাত্র কলি যুগের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

'জপ' হইতে 'উচ্চকীর্ত্তন' শ্রেষ্ঠ।—

"জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৄন্ পুনাতি চ॥"

—শ্রীনারদীয়ে প্রহ্লাদ-বাক্য

উচ্চকীর্ত্তনদ্বারা একাধারে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা সিদ্ধ হয়। যাঁহাদের কর্ণে উচ্চকীর্ত্তনের ধ্বনি প্রবিষ্ট হয়, তাঁহারাও মঙ্গললাভ করেন; আর কীর্ত্তনকারীরও একাধারে হরিনাম কীর্ত্তন, শ্রবণ ও স্মরণ হয়। আবার নগর-কীর্ত্তনাদি দ্বারা একসঙ্গে বহুজীবের পরমমঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। অনেক সময় ঘরে বসিয়া উচ্চকীর্ত্তন করিলেও সেই ধ্বনি সঙ্কুচিত-চেতন পশুপক্ষী বা আচ্ছাদিত-চেতন বৃক্ষ-লতাদির সৌভাগ্য উদয় করায় না, কিন্তু নগর-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ-তৃণগুল্ম-লতাদিরও সুকৃতি বা সৌভাগ্যের উদয় হয়। ঝারিখণ্ডের পথে মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-প্রচারের কথা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"হরিবোল বলি' প্রভু করে উচ্চধ্বনি।
বৃক্ষলতা—প্রফুল্লিত, সেই ধ্বনি শুনি'॥
ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।৪৫-৪৬

গীতকাণ্ড, বাদ্যকাণ্ড ও নৃত্যকাণ্ড—এই ত্রিবিধ ব্যাপার 'তৌর্য্যত্রিক' নামে অভিহিত। এই তৌর্য্যত্রিক ব্যসন বা কামজ দশবিধ দোষের অন্যতম। কিন্তু ইহাই আবার ভগবৎ-প্রীতির জন্য সাধিত হইলে ভক্ত্যঙ্গ মধ্যে গণিত হয়। নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির চেষ্টাই—'কাম' আর ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইচ্ছাই—'প্রেম'। ভগবৎ-প্রীতির জন্য নৃত্য-গীত-বাদ্যাদির মাহাত্ম্য সনাতন-ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষভাবে স্থাপিত আছে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ৮।১১০ সংখ্যায় নারদীয় পুরাণবাক্যে এইরূপ লিখিত আছে—

"বিষ্ণোর্গীতঞ্চ নৃত্যঞ্চ নটনঞ্চ বিশেষতঃ।
ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণজাতীনাং কর্ত্তব্যং নিত্যকর্ম্মবৎ॥"

—শ্রীহরির উদ্দেশে নৃত্য-গীত ও অভিনয়াদি ব্রাহ্মণ-গণের নিত্যক্রিয়ার ন্যায় অবশ্য কর্ত্তব্য। আরও লিখিত আছে যে, যাঁহারা শ্রীকেশবের প্রীতির উদ্দেশ্যে নৃত্যগীত না করেন,—"বহ্নিনা কিং ন দগ্ধোঽসৌ গতঃ কিং ন রসাতলম্"—তাঁহারা কেনই বা পুড়িয়া মরেন না বা রসাতলে গমন করেন না? সুতরাং হরিচর্য্যার জন্য নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি সনাতন-বৈষ্ণবধর্ম্মের একটী বিশেষ অপরিত্যাজ্য অঙ্গ।

এই ত' গেল সনাতনধর্ম্মশাস্ত্রের আজ্ঞা। আমরা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণেই বা কি দেখিতে পাই, তাহাও বিচার করা যাউক্। আজ চারিশত বৎসরের অধিক দিনের কথা, তখন বঙ্গদেশ সম্পূর্ণ মুসলমান-শাসনের অধীন ছিল। নবদ্বীপে তখন ফৌজদার কাজীর আসন। তাৎকালিক মুসলমান শাসনানুসারে দণ্ডবিধান ও শাসনাদি পরিচালনা কাজিগণের দ্বারাই সম্পাদিত হইত। ইঁহারা সুবাবাঙ্গালায় সুবাদারের অধীন ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপে গার্হস্থ্যলীলার অভিনয় করেন, তখন সেখানকার ফৌজদার ছিলেন—মৌলানা শেরাজুদ্দিন অপর নাম চাঁদকাজি। শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপ নগরের সকল লোককেই সঙ্কীর্ত্তন করিবার জন্য আদেশ দেন। তদনুসারে—

"মৃদঙ্গ করতাল সঙ্কীর্ত্তন মহাধ্বনি।
হরি হরি ধ্বনি বিনা অন্য নাহি শুনি॥"
(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২৩)

—নবদ্বীপের সর্ব্বত্র এইরূপ অবস্থা হইল। মুসলমানগণ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কাজির নিকট আসিয়া নিবেদন জানাইলেন। সন্ধ্যাকালে কাজি ক্রুদ্ধ হইয়া এক নাগরিকের ঘরে আসিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তনের মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং সকলকে বলিতে লাগিলেন,—

"কেহ কীর্ত্তন না করিও সকল নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি' যাইতেছোঁ ঘরে॥
আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগ পাইমু।
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তা'র জাতি যে লইমু॥"

নগরিয়াগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট তাঁহাদের কীর্ত্তন-বাধার কথা জ্ঞাপন করিলে এবং তাঁহারা স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন করিতে পারিতেছেন না জানাইলে, মহাপ্রভু নগরিয়াগণকে বলিলেন—

নগরে নগরে আজি করিমু কীর্ত্তন।
সন্ধ্যাকালে কর সবে নগর মণ্ডন॥
সন্ধ্যাতে দেউটী সবে জ্বাল' ঘরে ঘরে।
দেখ, কোন্ কাজি আসি' মোরে মানা করে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ বলিয়া সন্ধ্যাকালে নগর সঙ্কীর্ত্তনের জন্য তিন সম্প্রদায় রচনা করিলেন। প্রথম সম্প্রদায়ের নর্ত্তক হইলেন ঠাকুর হরিদাস, দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের নর্ত্তক অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু, আর তৃতীয় সম্প্রদায়ের নর্ত্তক গৌরনিত্যানন্দ দুই ভাই। এইরূপে তিন সম্প্রদায়ে নগর কীর্ত্তন করিতে করিতে কাজির গৃহের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাজি নিজগৃহে লুকাইয়া রহিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু কাজির গৃহের দ্বারে বসিয়া থাকিয়া লোক দ্বারা কাজিকে ডাকাইয়া আনাইলেন। কাজি ও মহাপ্রভুর মিলন হইল। কাজি মহাপ্রভুকে সম্মান করিলেন, মহাপ্রভুও কাজিকে সম্মান করিয়া বসাইলেন এবং বলিতে লাগিলেন—"আমি তোমার গৃহের অভ্যাগত; কিন্তু তুমি আমাকে দেখিয়া লুকাইয়া রহিয়াছ, তোমার এ-কিরূপ ধর্ম্ম?" কাজিও প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—"আপনি ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছেন বলিয়া আপনাকে শান্ত করিবার জন্যই আমি লুকাইয়া ছিলাম। আপনি শান্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমিও আপনার সহিত মিলিত হইতে আসিলাম। আমার পরমভাগ্য যে আজ আমি আপনার ন্যায় অতিথি পাইয়াছি। গ্রামসম্বন্ধে শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ঠাকুর আমার 'চাচা' (খুল্লতাত) ও আপনার 'নানা' (মাতামহ) হন। সুতরাং সেই সম্বন্ধে আপনি আমার 'ভাগিনা'। ভাগিনার ক্রোধ 'মামা' অবশ্যই সহ্য করেন, আর মাতুলের অপরাধও ভাগিনা গ্রহণ করেন না।" এইরূপ উভয়ের মধ্যে গূঢ়ার্থসূচক অনেক কথা হইল অর্থাৎ চাঁদকাজি কৃষ্ণলীলায় কংস বা দেবকী-নন্দনের মাতুল ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও কাজির মধ্যে ইস্‌লাম ধর্ম্মাচার সম্বন্ধে অনেক কথা হইল এবং কাজিও শ্রীমহাপ্রভুর বাক্য সুসত্য বলিয়া শিরোধার্য্য করিলেন। কাজি মহাপ্রভুকে একদিনের ঘটনা এইরূপ জানাইলেন—

পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ সাত আইল॥
আসি' কহে,—হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাঞি।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই॥
মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করি জাগরণ।
তা'তে নৃত্য, গীত, বাদ্য,—যোগ্য আচরণ॥
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত॥
উচ্চ করি' গায় গীত, দেয় করতালি।
মৃদঙ্গ-করতাল শব্দে কর্ণে লাগে তালি॥
না জানি কি খাঞা মত্ত হঞা নাচে গায়।
হাসে, কান্দে, পড়ে, উঠে, গড়াগড়ি যায়॥
নগরিয়া পাগল কৈল সদা সংকীর্ত্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই, করি জাগরণ॥
'নিমাঞি' নাম ছাড়ি' এবে বোলায় 'গৌরহরি'।
হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ডী সঞ্চারি'॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড়।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥
হিন্দু শাস্ত্রে 'ঈশ্বর' নাম—মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোকে শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি সব তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তা'রে করহ বর্জ্জন॥
(চৈঃ চঃ আদি ১৭)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই বর্ণনা হইতে জানা যায়, তৎকালে "পাষণ্ডীহিন্দু"গণ—যাঁহারা মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি প্রভৃতি পূজায় সারারাত্র জাগিয়া নৃত্যগীত বাদ্যাদি

করিতেন এবং উহাকেই 'হিন্দুর ধর্ম্ম' মনে করিতেন, তাঁহারাও নিমাই পণ্ডিতের নগর সংকীর্ত্তনের বিরুদ্ধে কাজীর নিকট গিয়া অভিযোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রেমপ্রদ-বিগ্রহ গৌরহরির এমনই বদান্যতা যে, কাজী প্রতিকূল হইয়াও পরে অনুকূল হইলেন। নিমাঞির বিরুদ্ধে হিন্দুগণ অভিযোগ করিলে, কাজি উল্টা তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। গৌরহরির কৃপায় কাজীর মুখে 'হরি' 'কৃষ্ণ' 'নারায়ণ' নাম প্রকাশিত হইয়াছিল। কাজি নিমাঞির নিকট বর চাহিয়াছিলেন,—

"এই কৃপা কর, যেন তোমাতে রহু ভক্তি"। সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু আবার কাজিকে আত্মীয় বোধে বলিয়াছিলেন,—

* * * এক দান মাগিয়ে তোমায়।
সংকীর্ত্তন বাদ যৈছে নহে নদীয়ায়॥"

পাঠকগণ! কাজীর উত্তর শ্রবণ করুন—শুধু উত্তর নয়—প্রতিজ্ঞা।—

'কাজী কহে,—মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে 'তালাক' দিব, কীর্ত্তন না বাধিবে॥"

এখনও শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপের সন্নিকটে চাঁদকাজীর সমাধি পরমসম্মানের সহিত বৈষ্ণবগণের দ্বারা পূজিত হইতেছেন। আজিও তথায় তাঁহার বংশধরগণ বাস করিতেছেন। দেশ দেশান্তর হইতে লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া আজও কাজীর কবরের নিকট সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম ও প্রদক্ষিণাদি দ্বারা কাজির সম্মান করিয়া থাকেন। শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার সময় বৈষ্ণবগণ শ্রীকাজীর সমাধি পরিক্রমা করেন।

অতএব যে স্থানে আমরা পরমপালক অদ্বয়-জ্ঞান-ভগবানের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট, সে স্থানে কাহারও মধ্যে অপ্রীতির কথা থাকিতে পারে না।

মহামান্যা সদাশয়া ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়াও যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের লোকই নির্ব্বিবাদে স্ব-স্ব ধর্ম্মবিশ্বাস প্রচার করিতে পারেন, তজ্জন্য ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছেন। যদি সত্য সত্য এক অদ্বয়জ্ঞান ভজনীয় বস্তুরই আরাধনা হয়, তাহা হইলে একজনের আরাধনার প্রকার ভেদে আর একজনের আরাধনার ব্যাঘাত হইতে পারে না। বাদ্যাদি-সংযোগে 'নগরসংকীর্ত্তন' সনাতন ধর্ম্মের একটী অপরিত্যাজ্য প্রধান অঙ্গ। মনুষ্য মাত্রেরই ইহাতে যোগদান করিবার অধিকার আছে ও যোগদান করা বিধেয়। আমরা জানি যে, "শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজ-সভা"র নগর সংকীর্ত্তন প্রচারকালে বহু সম্মানিত, শিক্ষিত, উচ্চপদস্থ ঈশ্বরপরায়ণ মহোদয়গণ সমস্ত লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া আমাদের বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের সহিত নাম কীর্ত্তন ও নৃত্য করিয়াছেন। বিভিন্নপরিচয়ে পরিচিত ভ্রাতৃগণ আমাদের গৌড়ীয় ও ভাগবতের গ্রাহক আছেন। আত্মধর্ম্মের রাজ্য প্রীতির রাজ্য, সে স্থানে বিবাদ নাই। যেখানে স্বার্থ সেখানেই বিবাদ। অতএব আমাদের বিরূপের ধর্ম্ম বা বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া সকলের স্বরূপের ধর্ম্ম বা প্রীতির ধর্ম্ম আশ্রয় করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ওঁ হরিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

স্থান—শ্রীধাম, মায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ

সময়—১৫ই ফাল্গুন, ১৩৩১, শুক্রবার—সন্ধ্যা

ব্রজেন্দ্রনন্দনই একমাত্র কামদেব। সেই কামদেবের কাম-পরিতৃপ্তির জন্যই অসংখ্য আশ্রয়-জাতীয়-বিচিত্রতার নিত্য প্রকাশ আছে। সেবাবুদ্ধি অপগত হইলেই জীবের ভগবান্ হইতে ভেদ-বুদ্ধি আসে। তখন জীব "হাম্ খোদাই" বুদ্ধি করিয়া কখনও 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র ভ্রান্ত ধারণায় নির্ব্বিশেষ নির্ভেদ-বাদী হয়, কখনও বা ভোগিসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া নারায়ণের ন্যায় ঐশ্বর্য্য ভোগের দুরাশা করিয়া থাকে। সেবাবিস্মৃত-জীবই কখনও 'বাউলে', 'কর্ত্তাভজা', 'সহজিয়া', 'গৌরনাগরী' অভিমান করিয়া নিজকে 'কৃষ্ণ, ও প্রাকৃত স্ত্রীলোকদিগকে 'গোপী' কল্পনা অর্থাৎ নিজ-ভোগ্যা জ্ঞান করে, কৃষ্ণকে সেবা করিবার পরিবর্ত্তে নিজেই সেব্য সাজিয়া বসে, পক্ষান্তরে 'গৌরনাগরী'র আবরণে গৌরাঙ্গকে ভোগ করিবার বুদ্ধি করে; আবার কোনও সেবাবিস্মৃত জীব (অদৈব) বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালনে নিযুক্ত হয়, স্ত্রীর মনোরঞ্জন করাই তাহার প্রধান ধর্ম্ম হইয়া পড়ে, "আমি সৃষ্টি রক্ষা না করিলে, কিরূপেই বা সৃষ্টিকর্ত্তার

স্থান রক্ষা হইবে"—এইরূপ বিচার আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করে। কোন সময়ে বা পতি-লোক পাইবার জন্য গঙ্গাসাগরে স্নান করিতে দৌড়ায়, কখনও গাভীদান, ঘোড়াদান করিয়া থাকে, কখনও বা তীর্থ যাত্রা করে, নানাবিধ কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রতাচরণ করে, কখনও আবার পতঞ্জলীর আশ্রয়গ্রহণ করে, নিজকে 'অমুক্ত' অভিমান করিয়া 'মুক্ত' হইবার জন্য ধ্যান ধারণা করিয়া থাকে। অপ্রাকৃত কামদেবের কামপার্ত্তিরূপ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত আমরা বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু সম্প্রদায়ের খাতায় নাম লেখাইয়া এইরূপ নানাবিধ চেষ্টা করিয়া থাকি। কখনও বা লোকবঞ্চনা করিবার জন্য "আমি বুভুক্ষু বা মুমুক্ষু সম্প্রদায়ের কেহ নহি, আমি পরম ভক্ত"—এইরূপ প্রচার করিয়া জগতে কনক-কামিনী বা প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা আহরণ করিবার জন্য কপট-ভক্তের পোষাকে 'ভগবান' সাজিতে চাই।

সাধুগণ বলেন,—বুভুক্ষা ও মুমুক্ষারূপা পিশাচীদ্বয়ের মনোমুগ্ধকর বেশে লুব্ধ হইয়া উহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে যাইও না। অনিত্য 'পচা-পতি'র জন্য আমাদের গঙ্গাসাগরে স্নান বৃথা।

একমাত্র পরমপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নখশোভা যদি আমাদের হৃদয় আলোকিত করে—যদি এমন সৌভাগ্য হয়—তাহা হইলে আমরা কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের কিঙ্করী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে রাসস্থলীতে দৌড়াইয়া যাইব। তথায় যাইবার সময় আমাদের প্রাকৃত পুরুষ বা স্ত্রীদেহ পঞ্চভূতে মিলিত হইবে। সখীভেকী যেরূপ কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিক্রমে প্রাকৃত পুরুষদেহকে 'সখী' সাজাইয়া আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা করে, কৃষ্ণচন্দ্রের নখশোভার ছটা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে সেরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হয় না। দণ্ডকারণ্যবাসী ষষ্টিসহস্র-ঋষি রামচন্দ্রের শোভায় মুগ্ধ হন। পরে তাঁহারা অপ্রাকৃত গোপীগৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

হে নিজমঙ্গলাকাঙ্ক্ষি ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা কৃত্রিমতা পরিত্যাগ করুন। কৃত্রিম ভেকধারণ, কৃত্রিম ভাবুকতা, কৃত্রিম ভক্তি বা মিছাভক্তি পরিত্যাগ করুন। স্ত্রী-পূজা ও স্ত্রৈণভাব পরিত্যাগ করুন্। শ্রীমতী রাধারাণীর দাস্যে, শ্রীরূপমঞ্জরীর কৈঙ্কর্য্যে আত্মনিক্ষেপ করুন। শ্রীবৃষভানু-নন্দিনী যে প্রকার হরিসেবা করেন, তাঁহার অনুচরীবৃন্দ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা যে প্রকার সেবা করেন, অষ্টসখী-পরিবৃতা বৃষভানুনন্দিনীর সেবায় যে প্রকার মঞ্জরীগণ সততযুক্তা, সেই প্রকার সেবায় কামিনী-চেষ্টাকে নিযুক্ত করুন্।

ভবানী, রুদ্রাণী, ইন্দ্রাণী, রম্ভা, তিলোত্তমা, সরস্বতী প্রভৃতি প্রকৃতিগণ যখন বাহ্যবিচারে মুগ্ধা, তখন তাঁহাদের বিচার,—"আমার নশ্বর পতির নাম রুদ্র, ব্রহ্মা, ইন্দ্র বা অমুক দেবতা, কি মনুষ্য।" কিন্তু হরি-সেবোন্মুখ হইলে তাঁহারাও বুঝিতে পারেন যে,—শ্রীহরিই একমাত্র পতি, শ্রীমতী রাধারাণী কৃষ্ণের প্রিয়তমা, সেই শ্রীমতী ও শ্রীমতীর অনুচরীবৃন্দের কৈঙ্কর্য্যই যথার্থ নিত্য-পতি-সেবা।

যাঁহার যাহা আছে, তিনি যদি তাহার সমস্ত ভগবানে অর্পণ করেন, তবেই তিনি 'মুক্ত'। সর্ব্বস্ব অর্পণে কার্পণ্যই 'বদ্ধতা' বা 'হরিবিমুখতা'।

কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব।

* * *

তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব॥

* * *

বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা তা'তে কর নিষ্ঠা
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।

ঝড়ু ঠাকুর নশ্বরপত্নীতে পত্নী-বুদ্ধি না করিয়া তাঁহাকে দিয়া হরিভজন করাইয়াছিলেন। বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণির কথা সকলেই জানেন। চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলকে বলিয়াছিলেন, "তুমি যদি আমার জন্য এরূপ আসক্ত না হইয়া ভগবানের প্রতি এরূপ আসক্ত হও, প্রাকৃতবস্তুতে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া ঐ চেষ্টা অপ্রাকৃত কামদেবে নিহিত কর, তাহা হইলে তোমার কতই না মঙ্গল হয়।" বিল্বমঙ্গলের প্রতি চিন্তামণির এই উপদেশের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমাদের প্রত্যেকেরই পুরুষ বা ভোক্তা এবং স্ত্রী বা প্রাকৃত-যোষা-অভিমান ত্যাগ করা উচিত। বিল্বমঙ্গলের প্রাকৃত চিন্তামণিতে আসক্তি বা যোষাবুদ্ধি বিদূরিত হইয়া যখন অপ্রাকৃত চিন্তামণিতে সেবাবুদ্ধির উদয় হইল, তখনই ভগবান্ অপ্রাকৃত-চিন্তামণিরূপে বিল্বমঙ্গলের নিকট প্রকটিত হইলেন।

কৃষ্ণকে ভোগ করিবে, কি দুরাশা! ভোক্তা কৃষ্ণ ত' ভোগের বস্তু নন। তিনি ত' 'গৌরাঙ্গ নাগর' নন, যে

তাঁহাকে নাগর ছলনায় কেহ ভোগ করিতে সমর্থ হইবে! জীবের ঐরূপ দুর্বুদ্ধি হরিবিমুখতারই পরাকাষ্ঠা। সোমগিরি গুরুরূপে উদিত হইয়া শিহ্লনমিশ্রের বাহ্যপ্রবৃত্তি অর্থাৎ কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি দূরীভূত করিয়া দিলেন; মিশ্রের নাম হইল 'বিল্বমঙ্গল'।

কামিনীকে যেরূপ কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে, কনকের দ্বারাও তদ্রূপ কৃষ্ণ-সেবাই করিতে হইবে। কনক ভোগ করিতে হইবে না বা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের বাসনায় ফল্গু-ত্যাগও করিতে হইবে না। কনককে 'মোষা বা 'প্রাকৃত' না করিয়া 'চিন্ময়' করিয়া লও। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"- যে কনক হরিভজন করে, তাহা ব্রহ্মজাতীয় কনক। চিন্ময়-কনক হরিভজনের সাহায্য করে, হরিজন ও হরিসেবার আনুকূল্য বিধান করে। হরিসেবার অনুকূলবস্তুকে প্রাপঞ্চিক-জ্ঞানে পরিত্যাগ করা ফল্গুবৈরাগ্য বা জড়-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কি ?

সর্ব্বস্ব কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত কর। সাবধান! 'হরিসেবার' নাম করিয়া কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠা কুটিনাটীর আশ্রয় গ্রহণ করিও না। ঐরূপ চেষ্টা হরিবিমুখতা ছাড়া আর কিছুই নহে। হরিসেবোন্মুখ জীবন্মুক্তপুরুষ যথাসর্ব্বস্ব দিয়া হরিসেবা করেন। যিনি কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট, তিনিই মুক্ত।

জয়দেবের রচিত শ্রীগীতগোবিন্দ বা অষ্টাধ্যায়ী কিম্বা শ্রীপ্রবোধানন্দপাদের রাধারসসুধানিধি, শ্রীল রঘুনাথের বিলাপকুসুমাঞ্জলী, শ্রীল কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃত, শ্রীল চক্রবর্ত্তীর কৃষ্ণভাবনামৃত, শ্রীল রায়ের নাটকগীতি, শ্রীল রূপের বিদগ্ধমাধব, শ্রীচণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী তখন আপনারা পাঠ করিতে পারিবেন,—তখনই ঐসকল কথায় আপনাদের অধিকার জন্মিবে, যখন বাহ্যজগতের ভোগ-প্রধান চিন্তাস্রোত হইতে আপনারা মুক্ত হইতে পারিয়াছেন। ঐ সৌভাগ্যভাণ্ডার আপনাদের জন্যই উন্মুক্ত রহিয়াছে—আপনারাই উহার যথার্থ উত্তরাধিকারী হইবেন। নিষ্কপটে সেবোন্মুখ হইলে, পাঁচপ্রকারের কোন একটী নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপগতরসে আপনাদের স্ব স্ব অধিকার উন্মুক্ত হইবে। 'মুক্ত' না হইলে কৃষ্ণসেবায় অধিকার হয় না। কৃষ্ণ ত' একমাত্র রাধারাণীর বস্তু। রাধারাণীর সেবা ব্যতীত কখনও কৃষ্ণসেবায় অধিকারলাভ হইতে পারে না। মধুররসে স্বাভাবিক নিত্যরুচিবিশিষ্ট রাধারাণীর প্রাণদাসীর কিঙ্করী হওয়ার জন্য ব্যাকুল হউন্। এই পর্য্যন্ত আমার কথা।

পারমার্থিক-গৌড়

প্রথম পরিচ্ছেদ

"গৌড়" শব্দের উৎপত্তি

'গৌড়' শব্দ হইতে 'গৌড়ীয়' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। 'গৌড়' শব্দটী বহু প্রাচীন। 'গৌড়' শব্দের প্রয়োগ আমরা অষ্টাধ্যায়ী পাণিনিসূত্রে মধ্যেও দেখিতে পাই। মহর্ষি পাণিনি ৬।২।১০০ সূত্রে 'গৌড়' শব্দটার উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

"অরিষ্টগৌড় পূর্ব্বে চ"

আধুনিক 'পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, পাণিনি নিরুক্তকার যাস্কেরও বহু পূর্ব্বে উদিত হইয়াছিলেন।

বরাহমিহির 'বৃহৎসংহিতা' গ্রন্থে এক 'গৌড়' শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বাক্য হইতে জানা যায় যে, 'গৌড়', 'পৌণ্ড্র', 'বঙ্গ', ও 'বর্দ্ধমান' স্বতন্ত্র প্রদেশ। কেহ কেহ বলেন, বরাহমিহির খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আবার কিছুদিন পূর্ব্বে কৃষ্ণমিশ্র 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' নাটক মধ্যে লিখিয়াছেন—

"গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী।"

অর্থাৎ অনুত্তম গৌড় প্রদেশের অন্তর্গতই নিরুপমা রাঢ়াপুরী বা রাঢ়দেশ। অতএব কৃষ্ণমিশ্রের উক্তিমতে রাঢ়দেশও গৌড়প্রদেশেরই অন্তর্গত। আবার কূর্ম্ম ও লিঙ্গপুরাণে সূর্য্যবংশীয় শ্রাবস্তীপুত্র মহাতেজা বংশক গৌড়দেশে শ্রাবস্তীনগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—

"শ্রাবস্তীশ্চ মহাতেজা বংশকস্তু ততোঽভবৎ।
নির্ম্মিতা যেন শ্রাবস্তী গৌড়দেশে দ্বিজোত্তমাঃ॥"

এই শ্রাবস্তীপুরীর বর্ত্তমান নাম শেট্ মহেট্। অযোধ্যা প্রদেশের বড়াইচ ও গোণ্ডা জেলা যেখানে রাপ্তীনাম্নী স্রোতস্বিনীর দ্বারা বিভিন্ন হইয়াছে, সেইস্থানে রাপ্তী নদীর পশ্চিমতীরে প্রাচীন শ্রাবস্তীপুরীর ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান।

বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির Journal (১৮৯২এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

অযোধ্যা প্রদেশের প্রতাপগড় জেলার অন্তর্গত 'গৌড়' নামে একটী প্রাচীন পল্লী দৃষ্ট হয়; এখানে বহুপ্রাচীন একটী সূর্য্যদেবের মন্দির বিদ্যমান আছে।

বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশ পাঠকালে আমরা 'গৌড়' শব্দটীর উল্লেখ অনেকেই দেখিতে পাইয়াছি, যথা—

"অস্তি গৌড়-বিষয়ে কৌশাম্বী নাম নগরী"। প্রাচীন কৌশাম্বী নগরী বর্ত্তমানে 'কোশাম্ ইনাম্' ও 'কোশাম্ খিরাজ' নামে দুইটী গণ্ডগ্রামে পরিণত। উহা প্রয়াগ হইতে প্রায় ১৬ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, হিতোপদেশ রচনাকালের গৌড়-জনপদস্থ কৌশাম্বীনগরী পয়াগের পশ্চিম প্রদেশস্থ যমুনাতীর-বর্ত্তী স্থান বিশেষ। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দ-প্রভূতবর্ষের ৭৩০ শকে উৎকীর্ণ তাম্রশাসন পাঠ করিয়া জানাইয়াছেন যে, রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব বৎসরাজকে পরাজয় করিয়া 'গৌড়' অধিকার করেন।

মালবরাজ্যের কিয়দংশ যে এককালে 'গৌড়' নামে অভিহিত হইত, তাহা নরচন্দ্রশূরীর হম্বীর কাব্যে মালব-রাজ উদয়াদিত্যকে 'গৌড়েশ' উপাধিতে অলঙ্কৃত করিবার কথা হইতে জানিতে পারা যায়।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ খান্দেশ ও উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী একটী বিস্তীর্ণ প্রদেশকে 'গোণ্ডাবানা' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। 'চাঁদ কবির পৃথ্বীরাজ রায় সায়' নামক গ্রন্থের মহোবাখণ্ডে এই প্রদেশের অধিকাংশই 'গৌড়' নামে আখ্যাত হইয়াছে।

পুরাতত্ত্ববিৎ কানিংহাম্ সাহেব বলেন, বেতুল, ছিন্দাবাড়া, সিওনী ও মণ্ডলা—এই চারিটী জেলা লইয়া প্রাচীন 'গৌড়প্রদেশ' অবস্থিত ছিল। 'রাজতরঙ্গিনী' পাঠে জানা যায়, পূর্ব্বসাগরের নিকট কাশ্মীররাজ 'ললিতাদিত্য' 'গৌড়মণ্ডল' দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তৎপুত্র জয়াদিত্য গৌড়ের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নামক নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। (রাজতরঙ্গিনী ৪।১৪৭-১৪৯ ও ৪।৪২০-৪২১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

এই সকল বাক্য হইতে প্রমাণিত হইতে পারে যে, বিন্ধ্যাচলের উত্তরাংশে কুরুক্ষেত্র হইতে বঙ্গদেশের পূর্ব্ব-সীমা পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্থান 'গৌড়' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং এই গৌড় দেশ ভিন্ন ভিন্ন রাজন্যবর্গের অধিকারকালে বিভিন্নভাবে বিভক্ত হইয়াছিল।

হিমালয়ের দক্ষিণে বিন্ধ্যের উত্তরাংশ ভারতবর্ষকে 'আর্য্যাবর্ত্ত' বলে। এই আর্য্যাবর্ত্ত মধ্যে 'পঞ্চগৌড়' দেশের উল্লেখ স্কন্দপুরাণোক্ত সহ্যাদ্রিখণ্ডের উত্তরার্দ্ধ প্রথম অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়—

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা উৎকলা মৈথিলাশ্চ যে।
গৌড়াশ্চ পঞ্চধাচৈব পঞ্চগৌড়া প্রকীর্ত্তিতা।"

অর্থাৎ সরস্বতী নদীর তীরবাসী, কনোজ, উৎকল, মিথিলা ও গৌড়—এই পঞ্চস্থানের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ 'পঞ্চগৌড়' বলিয়া কীর্ত্তিত হন। ইহা হইতে বুঝা যায় 'গৌড়' নামক প্রদেশ একটীমাত্র ছিল না, পাঁচটী 'গৌড়' নামক জনপদ বর্ত্তমান ছিল। এই পাঁচটী গৌড়াখ্য জনপদের মধ্যে সরস্বতী নদীতীরস্থ কুরুক্ষেত্র একটী, প্রয়াগ ও কান্যকুব্জের অন্তর্ব্বর্ত্তী একটী, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত গোণ্ডাবানার মধ্যে একটী, মিথিলা ও বঙ্গের মধ্যে একটী এবং অযোধ্যা প্রদেশের মধ্যে একটী—সর্ব্বসাকল্যে এই পাঁচটী 'গৌড়' নামক জনপদ ছিল। এই পঞ্চ গৌড়াধিবাসী ব্রাহ্মণগণই সারস্বত, কান্যকুব্জ, উৎকল, মৈথিল্য ও গৌড় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

একসময়ে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের অধিপতি বুঝাইতে হইলে 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' উপাধি দ্বারাই উহা লক্ষিত হইতে পারিত। কবি কঙ্কণেরও পূর্ব্ববর্ত্তী কবি মাধবাচার্য্য তাঁহার চণ্ডী-মঙ্গলের সম্রাট আকবরকে 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' নামে অভিহিত করিয়াছেন; যথা—

'পঞ্চগৌড়' নামে দেশ পৃথিবীর সার।
'একাব্বর' নামে রাজা অর্জ্জুনাবতার॥

পরবর্ত্তিকালেও এই 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' উপাধি হিন্দু ও মুসলমান রাজাগণের মধ্যে ব্যবহৃত হইত।

পঞ্চগৌড়ের মধ্যে মিথিলা ও বঙ্গের মধ্যবর্ত্তী গৌড়-রাজ্যই বিশেষ প্রসিদ্ধ। কোন কোন পুরাতত্ত্ববিদের মতে বঙ্গপ্রমুখ গৌড়দেশই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাচীন।

সেন-বংশীয় প্রথম নরপতি বিজয় সেন গৌড়ের অধীশ্বর হন। তদ্বংশীয় নৃপতিগণও 'গৌড়েশ্বর' নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, তৎকালে 'গৌড়দেশ'

নামক জনপদ থাকিলেও 'গৌড়' নামে কোন নগর ছিল কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহের স্থল। গৌড়েশ্বর বিজয়সেনের পূর্ব্ববর্ত্তী গৌড়রাজগণ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, কর্ণসুবর্ণ প্রভৃতি নগরে বাস করিতেন।

গৌড়াধিপতি বিজয়সেনের পুত্র বল্লাল সেন। ইনি ভাগীরথীর তীরে 'গৌড়' নামক নগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন আবার ঐ নগরের নাম লক্ষ্মণাবতী রাখেন। মালদহ জেলার অন্তর্গত গঙ্গার প্রাচীনগর্ভে সেই প্রাচীন গৌড়নগর এখনও অবস্থিত রহিয়াছে। লক্ষ্মণ সেন কিছুকাল পরে নবদ্বীপে আর একটী রাজধানী স্থাপন করেন। প্রাচীন গৌড়নগর হইতে সেনবংশীয় ভূপতিগণ সাম্রাজ্য-সিংহাসন শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলে আনিয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলকে 'গৌড়-ভূমি' বলা হয়। হরিমিশ্রের প্রাচীন কারিকায় বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় যে, গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ সেনের পুত্র কেশবসেন যবন ভয়ে গৌড় হইতে পলায়ন করেন। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, কেশবসেনের রাজত্ব-কালেই বোধ হয় বক্তিয়ার খিলিজী গৌড় অধিকার করেন।

মুসলমান রাজগণের অধিকৃত গৌড়নগর হইতে অধিকাংশ হিন্দু-কীর্ত্তিই বিলুপ্ত হইয়া যায়। মুসলমানদের অধিকার কালেও বঙ্গের যাবতীয় নগর অপেক্ষা শ্রীসমৃদ্ধিতে গৌড় নগরই বিশেষ অগ্রগণ্য হইয়াছিল। বঙ্গীয় নবাবগণের পরস্পর কলহে বিশেষ সমৃদ্ধ গৌড়নগর ক্রমে ক্রমে শ্রীহীন ও জনতা শূন্য হইতে লাগিল। এখনও প্রাচীন-গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ দর্শনে এককালে গৌড়নগর যে শ্রী ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি প্রাচীন গ্রন্থেও 'গৌড়' শব্দটীর উল্লেখ পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসলীলা প্রদর্শন করিবার কিছুকাল পরে তদীয় অন্তরঙ্গ নিজজন শ্রীল রূপ-সনাতন প্রভুদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গৌড়ের নিকট গঙ্গাতীরে রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হন—

"ঐছে চলি, আইলা প্রভু রামকেলি গ্রাম।
গৌড়ের নিকট গ্রাম অতি অনুপম॥"

তখন হুসেন সাহা বাদশাহ গৌড়ের অধিপতি ছিলেন। শ্রীল রূপসনাতন তখন উক্ত যবন-রাজ-প্রদত্ত 'দবিরখাস' ও 'সাকর মল্লিক' নাম গ্রহণ করিয়া বাদশাহের মন্ত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। উক্ত হুসেন সাহ বাদশাহকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে 'গৌড়াধ্যক্ষ' ও 'গৌড়েশ্বর' প্রভৃতি আখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, যথা—

গৌড়াধ্যক্ষ যবন রাজা প্রভাব শুনিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া॥

চৈঃ চঃ মধ্য ১ম

অন্যত্র এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়—

আর দিন **গৌড়েশ্বর** সঙ্গে একজন।
আচম্বিতে গোসাঞি-সভাতে কৈল আগমন॥

* * *

সনাতন কহে, তুমি স্বতন্ত্র **গৌড়েশ্বর**।

* * *

এত শুনি **গৌড়েশ্বর** উঠি ঘরে গেলা।

চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ।

অন্যত্র—

এথা **গৌড়ে** সনাতন আছে বন্দিশালে।

চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ

এই স্থানে যেমন 'গৌড়' শব্দে প্রাচীন গৌড়নগর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আবার অন্যত্র 'গৌড়' বলিতে সমগ্র বঙ্গদেশ লক্ষিত হইতে দেখা যায়। যথা—

গৌড়ের ভক্ত আইসে, সমাচার পাইল॥

* * *

গৌড় হইতে সব বৈষ্ণবের আগমন।

* * *

গৌড়ভক্তে আজ্ঞা দিল বিদায়ের দিনে।
প্রত্যব্দ আসিবে রথযাত্রা দরশনে॥

* * *

গৌড়ের ভক্তগণে তবে করিল বিদায়।

চৈঃ চঃ মধ্য ১ম।

* * *

আর যত ভক্তগণ **গৌড়-দেশ-বাসী**।
প্রত্যব্দে প্রভুরে দেখে নীলাচলে আসি'॥

চৈঃ চঃ আদি ১০ম।

গৌড়দেশে পূর্ব্ব শৈলে করিল উদয়।

চৈঃ চঃ আদি ১।৮৫

*

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ **গৌড়দেশে**।

চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।৪২

* * *

শুনিয়াছি **গৌড়দেশে** সন্ন্যাসী ভাবুক।
কেশব-ভারতী-শিষ্য লোক-প্রতারক॥

চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১১৬

* * *

এই মত দুই ভাই **গৌড়দেশে** আইলা।
গৌড়ে আসি অনুপমের গঙ্গা প্রাপ্তি হৈলা॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১।৩৭

* * *

গৌড়দেশে লোক নিস্তারিতে মন হৈল।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।১৭

*

যাহাতে দেখিতে আইসে সর্ব্ব **গৌড়দেশ**।

চৈঃ চৈঃ অন্ত্য ২।২০

সকল বৈষ্ণব যবে **গৌড়দেশে** গেলা।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১১৩

* * *

হেন কালে **গৌড়দেশের** সব ভক্তগণ।
প্রভু দেখিতে নীলাচলে করিলা গমন॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬।১৫৭

* * *

গৌড়দেশে যাইতে তবে ভক্তে আজ্ঞা দিল।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২।৬৫

'গৌড়দেশ' শব্দটী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আরও নিম্ন লিখিত স্থানগুলিতে দৃষ্ট হয়—মধ্য ১৯।২৩৮, ২৫।২৪৮; অন্ত্য ২।৮, ১২।৭, ১৩।৩২, ১৬।৯, ৩৮, ৭৭ এবং 'গৌড়' শব্দটী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নলিখিত স্থানে দৃষ্ট হয়—আদি ১১।০২, ১১।১৪; মধ্য ১।১৩১, ১৪৮, ১৬৬, ২১২, ১৭।১৬, ৫২, ২০।৩; অন্ত্য ১।১৩, ৩৭, ৯৩, ২১৪, ২২১; ২।১৫, ৪০, ৪৪; ৩।১৮৯, ৪।৩, ২৬, ১০৫, ২১৪, ২১৫, ২৭২; ৬।১৭৮, ২৪৮; ৭।৪৭, ৫৪, ১০।৫, ১০৭; ১২।৬৯, ১০৭, ১৭০, ১৭৮।

এই 'গৌড়' শব্দ হইতে 'গৌড়ীয়া' প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নিম্নলিখিত স্থান গুলিতে 'গৌড়ীয়া' শব্দটীর উল্লেখ আছে—আদি ১।১৯, মধ্য ১২। ১২৭, ১৮।১৬৬, ১৭২, ১৭৫; ২০।৮৪, ২৫।১৯৯, অন্ত্য ১।৫৮, ৬।২৪২, ১০।৪৬, ৪৮; ১৩।৩৫, ৭৫; ২০।১৪৩।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের স্থানে স্থানে 'গৌড়ীয়ার নাথ' (অন্ত্য ২০।১৪৩), 'গৌড়ীয় সম্প্রদায়' (অন্ত্য ১০।৪৬) ও গৌড়ভক্ত' প্রভৃতি শব্দ দৃষ্ট হয়। আমরা পর পর পরিচ্ছেদে 'গৌড়ীয় সম্প্রদায়' পরিচয় বর্ণনকালে এই সকল কথা আরও বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিব।

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতেও 'গৌড়' শব্দের এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়,—

"বিপ্র রাজা **গৌড়ে** হইবেক হেন আছে।"

চৈঃ ভাঃ আদি ৩।১০

কেহ বলে, বিপ্ররাজা হইবেক **গৌড়ে**।

চৈঃ ভাঃ আদি ১২।২৬৮

* * *

গৌড়, ত্রিহুত, দিল্লী, কাশী আদি করি'।
গুজরাট, বিজয়নগর, কাঞ্চিপুরী॥
তেলঙ্গ, তৈলঙ্গ, ওঢ্র দেশ আর কত।
পণ্ডিতের সমাজ সংসারে আছে যত॥

চৈঃ ভাঃ আদি ১৩।১৬১, ১৬২।

* * *

শেষখণ্ডে সন্ন্যাসিরূপে নীলাচলে স্থিতি।
নিত্যানন্দ স্থানে সমর্পিয়া **গৌড়**-ক্ষিতি॥

চৈঃ ভাঃ আদি ১।৯১

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকেও 'গৌড়' শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

শ্রীচৈঃ। মুকুন্দ! ময়ি গতে সতি শ্রীপাদ-নিত্যানন্দেন ক গতং।

মকু। গৌড়ে।

(৮ম অঙ্ক)

* * *

সার্ব্বভৌমঃ। তদমূমীয়ন্তে গৌড়ীয়া এবৈতে ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যস্য প্রিয়-পার্ষদাঃ। (৮ম অঙ্কঃ)

'সঙ্গীত-মাধব-নাটকে' শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের পূর্ব্বাশ্রমের পিতৃব্যভ্রাতা শ্রীসন্তোষ দত্ত মহাশয়কে 'গৌড়াধিরাজ মহামাত্য' নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের প্রার্থনায়—

"গৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তাঁর হয় ব্রজ ভূমে বাস।"—

—বাক্যটী এখনও গৌড়দেশবাসীর ও সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের কর্ণে প্রতিনিয়ত ঝঙ্কৃত হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী কালের "ভক্তিরত্নাকর" "নরোত্তম বিলাস" প্রভৃতি গ্রন্থেও 'গৌড়' শব্দের বহু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন, 'গুড়' শব্দ হইতে 'গৌড়' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। 'গুড়' শব্দ 'ষ্ণ' প্রত্যয় করিয়া 'গৌড়' শব্দ সাধিত হয়। পূর্ব্বকালে 'গুড়' হইতে একপ্রকার আসব অর্থাৎ মদ্য প্রস্তুত হইত। শুনা যায়, রোমানের ন্যায় গৌড়-সুরাসব পান-প্রথা গৌড়দেশবাসীর নিকট বিশেষ প্রিয় ছিল।

আবার কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বকালে সূর্য্যবংশীয় রাজা মান্ধাতার 'গৌড়' নামে একটী দৌহিত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাজ্য-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইতে তাঁহার শাসিত রাজ্যের 'গৌড়' আখ্যা হইয়াছে।

এই 'গৌড়' শব্দ হইতে 'গৌড়ব্রাহ্মণ' প্রভৃতি শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের পরম গুরু সাঙ্খ্যকারিকা-ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থলেখকের 'গৌড়পাদ' ও 'মায়াবাদ'-শত-দূষণী' বা "তত্ত্বমুক্তাবলী" গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অপর নাম "গৌড়পূর্ণানন্দ।"

ভক্তিমতী-রমণী

শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় বলিয়াছেন,—

"স্ত্রিয়োবৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্"

অর্থাৎ আমাকে আশ্রয় করিলে স্ত্রীই হউক, বৈশ্যই হউক অথবা শূদ্রই হউক, সকলেই পরাগতি লাভ করে। স্বরূপ-দর্শনে বাহ্য স্থূল-লিঙ্গদেহ দর্শন নাই, সকলেই ভগবানের নিত্য দাস। বিরূপদর্শন হইতেই 'স্ত্রী' 'যোষিৎ' প্রভৃতি দর্শন ও ভোগবুদ্ধির উদয় হয়। বস্তুতঃ একমাত্র ভগবানই ভোক্তা আর সকলই তাঁহার ভোগ্যবস্তু। কোনও বৈষ্ণব-মহাজন গাহিয়াছেন,—

"কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব।"

কামিনী কাঞ্চন জীবের ভোগ্যবস্তু নহে। জগতের যাবতীয় কাঞ্চন শ্রীহরির সেবোপকরণরূপেই নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত; কারণ লক্ষ্মীপতি নারায়ণই সমস্ত ঐশ্বর্য্যের মালিক। জগতের কোন রমণী মানুষের ভোগের বস্তু নহে; এক-মাত্র মাধবই সকলের ভোক্তা। যে সৌভাগ্যবতী রমণীর এইরূপ স্বরূপজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তিনিই ধন্যা ও কৃতার্থা। তাঁহার কায়মনোবাক্য সচ্চিদানন্দ শ্রীহরির সেবা ব্যতীত স্বপ্নেও নশ্বর বস্তুতে আকৃষ্ট হয় না। আমরা এইরূপ পরমপূজনীয়া কৃষ্ণৈকপ্রাণা বৈষ্ণবীশক্তিগণের চরিত্র গৌড়ীয়স্তম্ভে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিব। অধুনা শ্রীরামানুজীয় সম্প্রদায়ের একটী ভক্তিমতী রমণীর চরিত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে শ্রীবিল্লিপুত্তুর নামক নগরে শ্রীবিষ্ণুরথাংশে জাত শ্রীবিষ্ণুচিত্ত নামক জনৈক আলবারের স্বহস্ত-রচিত তুলসী-কাননে এক অসামান্যরূপ-লাবণ্যবতী কন্যা জন্মে। ইঁহার নাম ছিল অণ্ডাল। ইনি অতি মিষ্টভাষিণী ছিলেন বলিয়া ইঁহার আরও একটি নাম হইয়াছিল—গোদা। 'গাং মনোহরাং বাচং দদাতি ইতি গোদা'। শ্রীভগবানের ত্রিশক্তির অন্যতমা ইচ্ছাশক্তি হইতে শ্রী, ভূ ও লীলা বা নীলা—এই শক্তিত্রয় ত্রিমূর্ত্তিতে সতত শ্রীবিষ্ণুসেবারতা। তৃতীয়া নীলাই দুর্গা; ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরী। তাঁহারই অংশে এই কন্যার আবির্ভাব। ইনি অতি শৈশব হইতেই বাল্যোচিত ক্রীড়া ও ক্রিয়াকলাপে কেবল কৃষ্ণা-সক্তির পরিচয় প্রদান করিতেন। ইঁহার পিতা শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণবগণের একজন পূজ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বরচিত পুষ্প-তুলসী-কাননে প্রত্যহ পত্র-পুষ্প চয়ন ও তদ্দ্বারা মাল্যাদি রচনা করিয়া বটপত্রশায়ী শ্রীহরির অর্চ্চনা করিতেন। ঐ কন্যাটি পিতার অগোচরে পূজার পূর্ব্বে তদাহৃত

পুষ্পাদি লইয়া খেলা করিতেন, কখনও বা গলদেশে মাল্যধারণ করিতেন। ইঁহার পিতা একদিন ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া ইঁহাকে তিরস্কার এবং ইঁহার স্পৃষ্ট ঐ পুষ্পাদি ত্যাগ করেন। সেই দিন তিনি স্বপ্ন দেখেন, তাঁহার বটশায়ী শ্রীহরি বলিতেছেন,—"আলোয়ার, তুমি কাহাকে তিরস্কার কর? কাহার স্পৃষ্ট মাল্যাদি অশুচি বোধে ত্যাগ কর? তোমার কন্যা মানুষী নহে, আমার প্রেয়সী, আমার নিত্য-সেবিকা সহচরী। তাহার স্পৃষ্ট বস্তু আমার অধিকতর প্রিয়।" তদবধি আলোয়ার আর এই কন্যার প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিতেন না। অণ্ডালের বয়োন্নতির সহিত তাঁহার ভগবানের একমাত্র দাস্যের নিমিত্ত মনোবৃত্তি প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। শ্রীনারায়ণ ব্যতীত অন্য কোন মর্ত্ত্য-পুরুষের পাণিগ্রহণ—তাঁহার হৃদয়ের কোন দেশে স্থান পাইল না। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপললনাদিগের অত্যাশ্চর্য্য ক্রীড়া তাঁহার আলোচ্য বিষয় হইল। তদ্ভাবভাবিতা হইয়া ভগবৎ-প্রেমলাভকল্পে তাঁহার চেষ্টাসমূহ লক্ষিত হইতে লাগিল। হৃদয়ের ভাব কিছু কিছু বাহ্যে প্রকাশ পাইল। বিষ্ণুচিত্ত গোদার ভাবাদি সন্দর্শনে তাঁহার হৃদগতাভিপ্রায় সংগ্রহ-মানসে উদ্বাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। গোদা মর্ত্ত্য-মানবের সহিত বিবাহের প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া যুগপৎ দুঃখিতা ও ক্রুদ্ধা হইলেন। মর্ত্ত্যজীবের সহিত বিবাহ দিলে আমার জীবনাবসান হইবে, একথা পিতৃসন্নিধানে বলিতেও কুণ্ঠিতা হইলেন না। বিষ্ণুচিত্ত গোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং নারায়ণের কোন্ বিশেষ মূর্ত্তির কমনীয়-ভাবে তাঁহার কন্যা আকৃষ্টা হইয়াছেন জানিবার মানসে অষ্টোত্তর-শত মূর্ত্তির নামোল্লেখ করিলেন। গোদা পরম কৌতূহল-সহকারে সকল অর্চ্চার কথা শ্রবণ করিয়া পরিশেষে শ্রীরঙ্গ-নাথের মাহাত্ম্য ও অনুকম্পার সর্ব্বোত্তমতায় আকৃষ্টা হইয়াছেন, প্রকাশ করিলেন। এদিকে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে সেবকগণ স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া মহাড়ম্বরে শিবিকা, বাদ্যভাণ্ড ও লোকজন লইয়া কন্যাগ্রহণের জন্য অণ্ডাল বা গোদা দেবীর পিতৃভবনে উপস্থিত হইলেন। অণ্ডাল গীতবাদ্যভাণ্ডাদি সহযোগে মণিময় শিবিকায় আরোহণ করিয়া শ্রীরঙ্গে রঙ্গ-নাথের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে নীতা হইলেন। দেবী মণিময় শিবিকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক শ্রীরঙ্গনাথের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া শেষ-শয্যারোহণ পূর্ব্বক শ্রীরঙ্গনাথে বিলীনা হইলেন। আর নরচক্ষুর গোচরীভূতা হইলেন না। বিষ্ণুচিত্ত ও অন্যান্য দর্শকবৃন্দ আনন্দাশ্রু-পরিপ্লুত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন। তখন দৈববাণী হইল,—"বিষ্ণুচিত্ত, তুমি আমাদের শ্বশুর হইলে। তোমাকে আমরা সম্মান প্রদান করি।" পঞ্চ-রাত্রোক্তবিধানমতে বিষ্ণুচিত্ত সমাদৃত হইলে পর তাঁহাকে বিল্লিপুত্তুরে গিয়া জীবনাবশিষ্টকাল বটশায়ীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবার অনুমতি হইল। আধুনিক পণ্ডিতগণের কালবিষয়ক গবেষণা-পাঠে জানা যায় যে, অণ্ডাল শকাব্দের দশম শতাব্দীতে শ্রীরঙ্গে আসিয়াছিলেন। তৎকালে যামুনাচার্য্য শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে ছিলেন। তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, অণ্ডালের ন্যায় কুলশেখরের কন্যাও শ্রীরঙ্গনাথের করগ্রহণ করেন। সুতরাং যামুনাচার্য্যের অন্ততঃ দুই শতাব্দী পূর্ব্বে ইঁহাদের অভ্যুদয়কাল হওয়া উচিত। অণ্ডালদেবী-রচিত তামিল ভাষায় **'তিরুপ্পাভই'** নামক গ্রন্থ আছে। কেহ বলেন, তাঁহার রচিত তামিল-গ্রন্থের নাম **'নাচ্চিয়ার তিরুমড়ি।'**

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
কলিকাতা।

তারিখ—২৯শে শ্রাবণ, ১৩৩৩।

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৬ই ভাদ্র ২৩শে আগষ্ট সোমবার হইতে ৫ই আশ্বিন ২২শে সেপ্টেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার মাসব্যাপী ভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাব-মহোৎসব হইবে। মহাশয় কৃপা করিয়া উৎসবে যোগদান করিলে সভার সদস্য-বর্গ পরমানন্দিত হইবেন; নিম্নে উৎসবের তালিকা সংযুক্ত হইল। নিবেদন ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা (বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিসারঙ্গ) শ্রীরামগোপাল বিদ্যাভূষণ (এম্, এ), শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতরত্ন, আচার্য্যত্রিক)—(শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার সম্পাদকগণ)। শ্রীভক্তিবিনোদ আসন।

উৎসবের তালিকা

সোমবার ৬ই ভাদ্র ২৩শে আগষ্ট		শ্রীবলদেব জন্মোৎসব।
সোমবার ১৩ই "	৩০শে "	শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-উৎসব।
মঙ্গলবার ১৪ই "	৩১শে	শ্রীনন্দোৎসব

রবিবার ২৬শে ভাদ্র ১২ই সেপ্টেম্বর শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।
মঙ্গলবার ২৮শে „ ১৪ই „ শ্রীললিতা-সপ্তমী।
বুধবার ২৯শে „ ১৫ই „ শ্রীরাধাষ্টমী ও শ্রীরঘুনাথ দাসগোস্বামীর আবির্ভাব।
রবিবার ২রা আশ্বিন ১৯শে „ শ্রীজীবগোস্বামীর জন্মোৎসব।
সোমবার ৩রা „ ২০শে „ শ্রীভক্তিবিনোদ জন্মোৎসব।
সাধারণ মহোৎসব।
অনন্ত চতুর্দ্দশী।
মঙ্গলবার ৪ঠা „ ২১শে „ শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব।
বুধবার ৫ই „ ২২শে „ উৎসব-সমাপ্তি।

দৈনন্দিন অনুষ্ঠান।

ঊষায়—অরুণোদয়-কীর্ত্তন। প্রাতে—শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ, ব্যাখ্যা, হরিকথা ও ইষ্টগোষ্ঠী। পূর্ব্বাহ্নে—নগরকীর্ত্তন। মধ্যাহ্নে -মহাপ্রসাদ-সম্মান। অপরাহ্নে -হরিকথা ও সদাচার-শিক্ষা। সন্ধ্যায়--শ্রীচরিতামৃত-ব্যাখ্যা। প্রদোষে—হরিসংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান।

প্রচার প্রসঙ্গ

THE UTKAL MIRROR.

Thursday the 22nd July 1926.

It will be a matter of delight for the people of Orissa to know that a new Vaishnaba Math as a branch of the Sree Chaitanya Math at Navadwip has recently been started at Cuttack under the auspices of the Sree Viswa Vaishnaba Raj Sabha. Excluding the one recently started at Cuttack, the Sabha has already started as many as sixteen branches all over India. The well known Gouriya Math of Calcutta and the Purusottam Math at Puri are two of the branches. The Sabha commands the service of a large number of highly cultured and also highly educated Vaishnabas who are solely devoted to the task of preaching the true Vaishnaba religion. The essential cult of which is *love* and universal brother-hood. We are inclined to believe that religious institutions are much more needed in India than political. India must seek salvation through spiritual culture, and not through material. It is after all, a great pleasure to us to be able to introduce the new Math (called Sachidananda Math) to the people of Orissa. The following are stated to be the objects of the Sabha.

(1) To adopt, practise and propagate pure Vaishnavism as practised and propagated by Sree Chaitanya-deva and thus to eradicate its apparently pure but realy corrupted forms prevailing every where.

(2) To establish or reinstate Maths in different places all over the world, where pure Vaishnavism (the religion of universal love and brotherhood) may be practised and which will serve as centrifuges of devotion

(3) To admit and train the young and the old, the fallen and the hopeless of all sections of all societies as Bramhacharies where by their real and ownselves are developed.

(4) To teach all learners the Vedic Shastras free of costs.

(5) To stop and discourage the prohibited and condemned practice of earning money etc by mechanically explaining the Shastras and singing the pastimes of Sree Krishna,the Supreme Lord, with this end in view preachers (fully awaken and able to awake the sleepers) are sent to all doors where they display their devotional activities by singing and explaining the sublime glories of the Lord which dispel the ignorance of the mind.

(6) To publish rare and costly Shastras at an easily approachable price and with easy notes.

(7) To celebrate the sacred days of appearance and disappearance in this world of the Supreme Lord and His eternal devotees at different places throughout the year to enable the home-sick to obey the injunctions of devotion.

শ্রীগৌড়ীয় মঠের আয়-ব্যয়-তালিকা

শ্রীজন্ম-মহোৎসব, শ্রীবিগ্রহ ও সাধুসেবা এবং প্রচারাদি উপলক্ষে আয়-ব্যয়।

৪৩৯ শ্রীচৈতন্যাব্দ, সন ১৩৩২ সাল

আয়ের তালিকা

বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত—১১৯৪৮৶৫

মাঃ শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী মহারাজ কুলটী, ধানবাদ, পাত্রসায়ের, আঠাংবাড়ী, কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, জাম সেদপুর ও গরুমহিষাণি হইতে — ২৩৮২৷৷/১৫

মাঃ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, গড়বেতা, বিষ্ণুপুর, আমলা সদরপুর, যশোহর, খুলনা, নৈমিষারণ্য, পার্ব্বতিপুর, লালমণিহাট, শক্তিপুর ও জামালপুর হইতে — ২০৯১৷৷৶১৫

মাঃ শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামীপ্রভু, ছাতক ও বালাগঞ্জ হইতে — ৮০৬৮৵১৫

মাঃ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়বন মহারাজ বাটকিয়ারী, সিলেট ও ছাতক হইতে — ৭৪৬৲

মাঃ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ খুলনা, ডুমুরিয়া ও মিক্‌সিমিল হইতে — ৪০০৲

মাঃ শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুর হইতে — ৩৭৬৶৹

মাঃ শ্রীযুক্ত মদনমোহন ভক্তিমধুকর বরহমগঞ্জ হইতে — ১৯৬৷৶১৫

মাঃ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বতমহারাজ — ৮৬৷৶৫

মাঃ শ্রীযুক্ত নরোত্তম দাসাধিকারী ধানবাদ হইতে — ৬২৷৷/০

মাঃ শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী — ২৫৲

মাঃ শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ ঘোষ — ৮৷৶৹

মাঃ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ রায় সাউরী প্রপন্নাশ্রম হইতে — ৭৷৷৶৹

মাঃ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী — ৪৷/০

মাসিক বৃত্তি—৮৮১৷৷০

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ব্রহ্মচারী	১৩৫৲
„ অদ্বয় জ্ঞানানন্দ অধিকারী	৬৫৲
„ বিষ্ণুচরণ প্রহররাজ	৬০৲
„ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী	৫৫৲
„ মঙ্গলময় ব্রহ্মচারী	৫০৲
„ উপেন্দ্রমোহন অধিকারী	৪৫৲
„ এন, জি, ঘোষ	৪৪৲
„ শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩৪৲

শ্রীযুক্ত সত্যপ্রকাশ অধিকারী ৩৪৲
„প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী ৩০৲
„নৃসিংহচরণ নন্দীচৌধুরী ২৬৲
„ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় ২৫৲
„জ্যোতিষচন্দ্র রায় ২০৲
„কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৲
„চুনীলাল দত্ত, শ্রীনিবাস ডালমিয়া ১১৲
„সতীশচন্দ্র দাস ১২৲
„কনকচন্দ্র সর্ব্বাধিকারীর মাতা ১২৲
„বনমালী মল্লিক ১১৲
„সুরেন্দ্রনাথ বেরা ১১৲
„দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় ১১৲
„ পুলিনবিহারী মণ্ডল ১০৲
„ কুমুদকান্ত ভৌমিক ১০৲
„ কালিদাস দত্ত ১০৲
„ সদানন্দ অধিকারী ১০৲
„ বলাইচাঁদ পাল ১০৲
„ প্রাণকৃষ্ণ পড়িয়া ৯৲
„ সর্ব্বানন্দ অধিকারী ৯৲
শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র ঘোষের মাতা ৮৲
„ উপেন্দ্রনাথ সাহা ৮৲
„ দেবেন্দ্রকুমার সাহা ৮৲
„ বলাইচাঁদ মল্লিক ৭৲
„ নৃপেন্দ্রনাথ বসু ৭৲
শ্রীমতী প্রমীলাসুন্দরী বিশ্বাস ৭৲
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র দে সরকার ৬৲
„ প্রবোধকুমার সাহা ৬৲
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ অধিকারী ৫৲
„ এ, চক্রবর্ত্তী ৫৲
শ্রীযুক্ত মাখমলাল বিশ্বাস ৫৲
„ সুরেশচন্দ্র গুহ ৪৲
„ প্রশান্তকুমার সুর ৪৲
ডাঃ নরেন্দ্রকুমার দাস ৪৲
শ্রীমতী কুসুমকুমারী দাসী ৪৲
শ্রীযুক্ত পাণ্ডব মৃধা ৩৲
„ যোগেন্দ্রনাথ আঢ্য ৩৲
„ হরিনারায়ণ নন্দী ২॥০
„ ধীরেশচন্দ্র ঘোষ ২৲
„ প্রকৃতচাঁদ বসু ২৲
„ নরেশচন্দ্র সিংহ ২৲
„ দাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲
„ নরেন্দ্রনাথ বসু ১৲
„ প্যারীমোহন অধিকারী ১৲

আনুকূল্য দাতৃগণ

শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র ভক্তিরত্ন ৩৮৫৲
„ অবিদ্যাহরণ দাসাধিকারী সেবাবান্ধব ২৬৫৲
আচার্য্যত্রিক কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ভাগবতরত্ন ২৪৫৲
শ্রীযুক্ত হরিহর প্রসাদ সাহা ২০০৲
„ নরেশ চন্দ্র সিংহ ১৫০৲
„ রায় হরদৎ রায় চামেরিয়া বাহাদুর ১২৫৲
শ্রীমতী পুরসুন্দরী দাসী ১০৫৲

১০১৲ টাকা হিঃ ৩ জন ৩০৩৲

শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর দাস বিরলা, রামেশ্বর লালা, যোগেশচন্দ্র ঘোষ।

১০০৲ টাকা হিঃ ৭ জন ৭০০৲

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গৌরচরণ সাহা, N. G Ghose, V. D. Sankarnarain Pillai, শীতল প্রসাদ খড়্গপ্রসাদ, গোকুলচাঁদ আগরওয়ালা, যজ্ঞেশ্বর অধিকারী।

শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী ভক্তিগুণাকর ৯৫৲
অজ্ঞাতনামা মাঃ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী ১৫০৲
শ্রীযুক্ত অমূল্য কুমার সরকার ৭৬৲
„ আনন্দ চন্দ্র রাহুত ৭৫৲
শ্রীমতী সৌদামিনী ঘোষ ৭০৲
„ বিনোদিনী মিত্র ৬০৲
শ্রীমতী কাদম্বিনী মিত্র ৪০৲
শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র সিংহ ৩০৲
শ্রীযুক্ত রামরতন শেঠী ২৯৲

৫১৲ টাকা হিঃ ২ জন ১০২৲

শ্রীযুক্ত হরিবক্স গোপীরাম, নৃপেন্দ্র মোহন রায় চৌধুরী।

৫০৲ টাকা হিঃ ৩ জন ১৫০৲

মহারাজা বাহাদুর দিনাজপুর; বিহারীলাল মল্লিক, জীবনকৃষ্ণ মণ্ডল।

২৫৲ টাকা হিসাবে ২২ জন ৫৫০৲

শ্রীযুক্ত গোপীরাম রামচন্দ্র, জয়লাল হরগুলাল, শুকদেও দাস রামপ্রসাদ, শ্রীকিষণ মোহনলাল, রায় হররাম গোয়েনকা বাহাদুর, নীলমণি আঢ্য, দেওয়ানচাঁদ এণ্ড সন্স, যতীন্দ্রনাথ পাল, রাজা হৃষীকেশ লাহা, তুলসীদাস রামমল, আনন্দজী হরিদাস, পূর্ণচন্দ্র বাবিক, আশুতোষ দাস, শশিভূষণ মাইতি, রাজা দামোদর দাস বর্ম্মন, রাজা প্রমথনাথ মালিয়া, মাখনলাল বিশ্বাস, সাক্ষীগোপাল বড়াল, রাধারাণী দেবী, যুগলকিশোরী দেবী, পরমানন্দ ব্রহ্মচারীর মাতা, মেসার্স মোহন রামচন্দ্র, K. Banerj e

২১৲ টাকা হিসাবে ৬জন ১২৬৲

• শ্রীযুক্ত দেলসুখ রায় সাগম, তুলসীপ্রসাদ কোং ক্ষতীমল বাবু, ভগবান দাস বাজাজ, নরেন্দ্রকুমার চাটার্জ্জী, মাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

২০৲ টাকা হিসাবে ১৫ জন ৩০০৲

শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, কমলাপ্রসাদ দত্ত M. A. B.L. সিদ্ধেশ্বর মজুমদার, রায় অনাথনাথ বসু, সুরেশচন্দ্র লাহিড়ী, K. C. Seth, দেবপ্রসন্ন ঘোষ, মণিমাধব মিত্র ভক্তসুহৃৎ, স্যার কৈলাসচন্দ্র বসু, ভবদেব মুখার্জ্জী, জীবনকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর, উপেন্দ্রনাথ বসু, লোকেন্দ্রনাথ বাগচীর মাতা, ত্রৈলোক্যনাথ মৌলিক।

১৮৲ হিসাবে ১ জন

Mr Aruhi Kumar Pillai.

• ১৫৲ টাকা হিসাবে ২০ জন ৩০০৲

শ্রীযুক্ত মণিলাল হরগোবিন্দ, উপেন্দ্রনাথ সাহা, ইন্দ্রকুমার আঢ্য, রণছোড় দাস পুরুষোত্তম, রায় বংশীলাল আবির চাঁদ বাহাদুর, সাধুচরণ কালীচরণ সাহা, গোপালকৃষ্ণ মদনমোহন সাহা, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, গোবিন্দরাইস মিলস, এস, পি, চাটার্জ্জীর মাতা, গোপালচন্দ্র মাজি, রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুরের স্ত্রী, চৈৎরাম রামবিলাস, রাইমোহন রেবতীমোহন রায় চৌধুরী, S. C. Mitra, রামনারায়ণ নিত্যানন্দ নন্দী, ভগবান দাস শিউকিষণ লাল, কৈলাসচন্দ্র দে, রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ রায়, শ্রীনাথ হোড়।

দ্বারিকানাথ কবিরাজ ১৩৲

বনমালী মল্লিক ১২৲

১১৲ টাকা হিসাবে ২০ জন ২২০৲

শ্রীযুক্ত রামগোপাল লক্ষ্মীনারায়ণ, তিনকড়িদাসের স্ত্রী, রামপ্রসাদ চিমন লাল, মগনলাল কুঠারী, সন্তোষকুমার মল্লিক, মুংরীরাম বাংরা, P. S. Subrambina Pillai, রায় ভগবান দাস বগলা বাহাদুর, গোলাপরাও শিউ বক্স, মতিলাল রাধাকিষণ, P. Paramananda Pillai, নিমরাজ মুরলীধর, শ্রীনিবাস রামচন্দ্র, ব্রজলাল তুলারাম, হরসুখ দাস বালকিষণ, সুরজমল নগরমল, নারায়ণদাস বাজাজ, ত্রিভুবন হীরাচাঁদ, রেবতীমোহন রায়চৌধুরী, মুনক্কুরাম আগরওয়ালা।

১০৲ টাকা হিসাবে ৮৯ জন ৮৯০৲ টাকা

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার সাহা, বামাপদ ঘোষ এণ্ড সন্স দেবেন্দ্রকুমার সাহা, সুষেণ বিহারী রায়, **Justice M. N. Mukherjee**, সদানন্দ দাসাধিকারী, হরিশঙ্কর পাল, প্রবোধকুমার বিশ্বাস, **P. N. Biswas**, প্রশান্তকুমার সুর, প্যারীমোহন শীল, দেবীপ্রসন্ন ঘোষ, জীবনকৃষ্ণ দে, হরিদাস সেন, জীবনকৃষ্ণ রায়, শচীন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস, অপ্রাকৃত প্রভুর মাতা, পাঁচুগোপাল গুপ্ত, বিধুভূষণ সিংহ; **B. C. Banerjee, B. N. Ghose**, উদয়চন্দ্র দাস, কালীপ্রসাদ• সরকার, কুমারকৃষ্ণ মিত্র, যোগেন্দ্রলাল আঢ্য, বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, চুনীলাল বর্ম্মন, বঙ্কবিহারী পোদ্দার, Contractor Sukhnadan, বসির আহম্মদ, কালীপদ বারিক, রমণীমোহন দত্তের মাতা, প্রদ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের মাতা, বঙ্কিমচন্দ্র অধিকারী, হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শিবদাস মুখার্জ্জী, সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, A. K. Mitra, অবিদ্যাহরণ দাসাধিকারীর স্ত্রী, ঈশানকালী নন্দি, রায় রেবতীমোহন দাস বাহাদুর, প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত, পুলিনবিহারী সেন, জটাশঙ্কর দয়ারাম, বিহারীলাল মিত্রের স্ত্রী, গোষ্ঠবিহারী মান্না, নরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, P. J. Bhattacharjee,

S. G. Bose. বাহাদুর রায়সাহেব লালা, কিরণচন্দ্র দত্ত, রায় কুমার, এন, গুহ বাহাদুর, হরিচরণ দে, নটবর পোদ্দার, সিদ্ধেশ্বর ঘোষের পিসিমাতা, কুসুমকুমারী দেবী, প্রিয়তমা বসু, কেশবচন্দ্র ভঞ্জ চৌধুরী, নির্ম্মলকৃষ্ণ মিত্র, রামকৃষ্ণ দে, Rai Saheb Janaki Prosad. শরচ্চন্দ্র দাস, Dr. J. N. Maitra. রায় এ, সি, বানার্জ্জী বাহাদুর, তুলসীদাস চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণমোহন শীল, ভিকনচাঁদ চরোরিয়া, যোগেশচন্দ্র দাস, W. C. Banerjee, কালীকৃষ্ণ বসু, সনাতন ব্রহ্মচারী, অনাথবন্ধু দাস, শ্রীমতী শিবসুন্দরী রায় চৌধুরী, মুরলীমোহন রায় চৌধুরী, স্বরজিৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্যারিমোহন ভট্টাচার্য্য, সত্যগৌরাঙ্গ অধিকারী, যশোদানন্দন দাস অধিকারী, M. C. A. K. Paul. গোষ্ঠবিহারী কর, পান্নালাল বক্তারমল, তারিণীপ্রসাদ রায়, নলিনীরঞ্জন ঘোষ, রাজেন্দ্রকুমার নিয়োগী, গণেশচন্দ্র সান্ন্যাল, রাজা প্রসন্নদেব রায়কট, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, কুমুদকান্ত ভৌমিক, লক্ষ্মীনারায়ণ মজুমদার।

৮৲ টাকা হিসাবে ৬ জন ৪৮৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মল্লিক, রামচন্দ্র কুমারের মাতা, উপেন্দ্রনাথ লস্কর, কালীকিশোর পশুপতি ঘোষ, প্রফুল্লনাথ সিংহ খাজাঞ্চি, যামিনীলাল যোগেন্দ্রলাল রায় চৌধুরী।

৭৲ টাকা হিসাবে ৭ জন ৪৯৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত রামজীদাস বাজরিয়া, সুগানাথ নাগ, বরদাচরণ রায়, কানাইলাল, কালকাপ্রসাদ সুকলা, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, আনন্দচন্দ্র শশীমোহন রায়।

৬৲ টাকা হিসাবে ১১ জন ৬৬৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বসু, ওমারসী মুন্সী কোং, প্রমোদিনী দাসী, নৃপেন্দ্রবালা চৌধুরাণী, ত্রৈলোক্যনাথ রায়, প্রবোধকুমার সাহা, হরেন্দ্রচন্দ্র সাহা, কমলা, নৃসিংহচন্দ্র নন্দী, মহেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, রাধাচরণ গোস্বামী।

৫৲ টাকা হিসাবে ৬১ জন ৩০৫৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত, ইষ্টবেঙ্গল সোসাইটি, পরমানন্দ দাস, মাখমলাল বিশ্বাস, নৃপেন্দ্রনাথ বসু, রাধাগোবিন্দ পোদ্দার, জগদ্বন্ধু দত্ত, গোষ্ঠবিহারী দাসের কন্যা, ক্যালকাটা পেপার ট্রেডিং কোং, হীরালাল গদাধর লাল, কুসুমকুমারী দাসী, দেবদত্ত সরাওগী, মণীন্দ্রনাথ দত্ত, রামধন খাঁ, এইচ,এম ঘোষ, সুরেশচন্দ্র ঘোষের স্ত্রী, রামচন্দ্র মজুমদার, হরিনারায়ণ সিংহ, গোষ্ঠবিহারী দাসের স্ত্রী, গোষ্ঠবিহারী বিশ্বাস অধরচন্দ্র মহেশচন্দ্র সাহা, নরোত্তম দাস কর্ষণ দাস, নগেন্দ্রনাথ বানার্জ্জী, ভোলানাথ চাটার্জ্জী, রাজা জানকীনাথ যদুনাথ রায়, শিশুবর বসু, মনভোলা দাসী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ভজহরি বৃন্দাবন সাহা, গোপালচন্দ্র নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র রাণা, ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, B N Mitra ফুলচাঁদ পিরামল, তারাচাঁদ ঘনশ্যাম দাস, হেমলতা, প্রমীলা, ভবানী, রায় হরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী বাহাদুর, সতীশচন্দ্র সাহা, মানবেন্দ্রনাথ বসুর মাতা, সনৎকুমার বসু, সুপচাঁদ মুন্সিরাম উদয়মল চাঁদমল, শচীচরণ রায়, যামিনীকান্ত বসু, সুরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়, গৌরহরি মিত্র, মোহিনীমোহন ঘোষ, সুদর্শন বসু, পুলিনেন্দু বসাক, Dr. K. B. Mondal, রামশরণ রামকুমার পোদ্দার, গঙ্গাদীন সা, যামিনীনাথ মণ্ডল, যোগেন্দ্রনাথ সাহা, ক্ষেত্রনাথ পোদ্দার, বেণীমাধব বিনোদবিহারী নন্দী, ললিতমোহন বৃন্দাবনচন্দ্র সাহা, সুরেন্দ্রমোহন দে, রাধাকান্ত অমৃতলাল সাহা, গোপালকৃষ্ণ কামিনীকুমার ভৌমিক, শ্রীদামচন্দ্র হারাণচন্দ্র সাহা, শ্রীমন্তচন্দ্র দাস, অমূল্যচরণ পাড়ুই, সুরেন্দ্রনাথ রায়, প্রয়াগদাস যমুনা দাস, সারদাপ্রসাদ দাস, সৌরেন্দ্রনাথ দত্ত, নরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুবোধ মিত্র, শৈলেশনাথ, N, C. Ghosh. উপেন্দ্রনাথ মল্লিক, M. C. Mowji. কুমার বৃন্দাবনচন্দ্র লাহা, সতীশচন্দ্র মিত্র; BT. S. M. firm Chetty Bros, ধনলক্ষ্মী বিলাস, শরচ্চন্দ্র চন্দ্র, হরদৎ রায় নন্দলাল, ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, যতীন্দ্রনাথ বসু, নৃপেন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্রকুমার আঢ্য, Dr. U. C. Samanta A. P Ghose গোলাপচাঁদ কোং, কৈলাসচন্দ্র বসু উকীল, রাধানাথ মল্লিক, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, ভগবতীচরণ সাধুখাঁ, নবীনচন্দ্র রামচন্দ্র সাহা, নেৎরাম সাগরমল, শীতলচন্দ্র গোপালচন্দ্র সাহা, কুমারজী ভোজা কোং, হরিদাস ধানজী, মাধবলাল খাইতান, হরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী, উপেন্দ্রনাথ দত্ত, রামেশ্বর লাল দ্বারকা দাস, রাজেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী, আশুতোষ পাল, শুকদেবদাস রামপাল, মুন্নালাল গজানন, কানাইলাল ডাগা, ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত, মহেন্দ্রনাথ শ্রীমানি, হরিদাস সাহা, পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী, ধীরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, অমরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, L. M. Chowdhury অটলকুমার সেন, H. K. Ghose & Co, চন্দ্রমোহন সুর, Mercantile Printing

Works. হরিহর মুখার্জ্জী, সুরেশচন্দ্র সিংহ, কামদেব অধিকারী, শরৎকুমারী ঘোষ, কুমার জীতেন্দ্রনাথ মল্লিক, প্রমীলাসুন্দরী বিশ্বাস, রাধানাথ পাগড়া, হীরালাল গোয়েনকা, কিরণচন্দ্র দত্ত, অমরেন্দ্রনাথ মল্লিক, Mr S. K Roy, B. E বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র দে, নিবারণচন্দ্র ঘোষ, দীনেশচন্দ্র দাস, হেমচন্দ্র সাহা, নীলমণি হালদার, জগন্নাথ সিউদয়াল, ভোলানাথ বানার্জ্জী, রামকুমার ঝুন ঝুন ওয়ালা, রাজা নীলকৃষ্ণ দেবের স্ত্রী, বিপিনবিহারী মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, রেবতীমোহন চৌধুরীর স্ত্রী, রাইমোহন রায় চৌধুরীর স্ত্রী, রমণীমোহন রায় চৌধুরী, ষোড়শী মোহন রায় চৌধুরী, মণিলাল, যোগেন্দ্র দত্ত, মোহন্ত গদাধর রামানুজ দাস, রাইমোহন পোদ্দার, হরেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস, কুসুম কুমারী দেবী, N. C. Chatterjee কৃষ্ণপ্রসাদ দাসাধিকারী, পরম্পদ দাসাধিকারী, নারায়ণী দেবী, শিউ নারায়ণ মুন্দ্রা, রামপ্রতাপ মুন্দ্রা, গঙ্গাজল পণ্ডিত, জেঠমল পণ্ডিত, গঙ্গাজল জেঠমল, লালবিহারী দাস, অন্নদাচরণ সেন, যোগেন্দ্রনাথ সেন।

৪৲ টাকা হিসাবে ৩৮ জন ১৫২ টাকা।

শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন সেন, হীরালাল মণ্ডল, তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলমণি মণ্ডল, নরেন্দ্রনাথ দাস, হরিচরণ দে, সুরেন্দ্রনাথ সরকার, সতীশচন্দ্র দাস, অতুলচন্দ্র সেন, পূর্ণচন্দ্র দাস, পি, সি, দত্তের মাতা, যোগেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, সীতানাথ দাস, শীতলচন্দ্র নাগ, দ্বারকানাথ রাইমোহন চৌধুরী, মহারাজ হরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, সুরেশচন্দ্র গুহ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জী, বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ, আশুতোষ কুণ্ডু, নরনারায়ণ অধিকারী, হারাণচন্দ্র সরকার, চন্দ্র-কিশোর বসাক, ভুজঙ্গভূষণ মিত্র, হরিনারায়ণ নন্দি, অভয়-কুমার নন্দি, দেবেন্দ্রনাথ রায়, দ্বারকানাথ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র পড়িয়া, ফতেচাঁদ, ব্রহ্মচাঁদ, তিলকচাঁদ দাগা, কুশলচাঁদ, চুনীলাল, ডাঃ অটলবিহারী ঘোষ, ললিতকুমার ঘটক, কনকচন্দ্র সর্ব্বাধিকারীর মাতা, পুলিনবিহারী মণ্ডল।

৩৲ টাকা হিসাবে ১২ জন ৩৬৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত দীননাথ দত্ত, কালীকৃষ্ণভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, বসন্তকুমার ঘোষ, নিবারণচন্দ্র সরকার, দীননাথ দে, প্রিয়নাথ হালদার, সুধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, কৈলাসচন্দ্র সাহা, উপেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, রাধানাথ দাসাধিকারী, সুবোধচন্দ্র ঘোষের মাতা, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রফুল্লকুমার সাহা, হরিশচন্দ্র, কেদারনাথ সাহা, কালীনারায়ণ সাহা, মনসাচরণ বসু, কালীকৃষ্ণ, পশুপতি ঘোষ, পাঁচকড়ি বিশ্বাস, গয়াপ্রসাদ ঘোষ, অতুলচন্দ্র চৌধুরী, কালীপ্রসন্ন সরকার, মন্দাকিনী দাসী, যশোদাদুলাল দাস অধিকারী, শ্যামালাল তালুকদার, নীলমণি আঢ্য, অখিলেশ্বর সাহা, চুনীলাল শীল, শ্রীনিবাস ডালমিয়া, চন্দ্রকান্ত দাস, রামরতন বাহেটী, কেদারনাথ সেন।

২॥০ টাকা হিসাবে ৩ জন ৭॥০

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র পাল, ফকিরচন্দ্র নন্দী, মুন্নীলাল রাধাকিষণ, মদনমোহন পট্টনায়ক।

২৲ টাকা হিসাব ২১০ জন ৪২০৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত নটবর প্রধান, সতীশচন্দ্র বোস, হারমোটর রাজা, সিদ্ধেশ্বর দে, গয়ারাম ঘোষ, যশোদাময়ী দাসী, এক্সপ্রেস্ ট্রেডিং কোং, হরিপদ বসু, সুরেশচন্দ্র গুহ, নবদ্বীপচন্দ্র ভক্তিভূষণ, রাজেন্দ্রনাথ বক্সী, দৌলতরাম চোখানী, রাধিকা সরকার, জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাধিকাপ্রসাদ সরকার, কৃষ্ণচন্দ্র বসু, বিমলকৃষ্ণ বানার্জ্জী, কৃষ্ণবিহারী, যোগেন্দ্রনাথ, কানাই লাল সাহা, তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য, সরোজিনী, সিদ্ধেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়, গিরিজাপ্রসন্ন সেন, শ্রীপতিচরণ রায়, যুগলকিশোর রুদ্র, ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, দুর্গাপ্রসাদ, হরিশঙ্কর, বংশীধর, দুর্গাধর, বরদাপ্রসাদ ঘটক, অনন্তলাল পাকড়াসী, চক্রবর্ত্তী ব্রাদার্স, উপেন্দ্রনাথ বক্সী, কৃষ্ণলাল কুণ্ডু, গোবিন্দ রাইস মিলস্, ধর্ম্মদাস অধিকারী, দক্ষিণারঞ্জন মজুমদার, রজনীকান্ত শেঠ, ললিতমোহন পাল, বঙ্কেশ্বর, ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর রায়, মুরলীধর আইদান, মঙ্গলচাঁদ, নন্দলাল, A. Sarkar রাসবিহারী সেন, গৌরমোহন সাধুখাঁ, উপেন্দ্রনাথ সরকার, ত্রিভুবন হীরাচাঁদ, বিপিনবিহারী পাইন, আশুতোষ নাগ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ কাপালী, নরেন্দ্রকুমার দাস, বল্লভ দাস, পূর্ণচন্দ্র সাধুখাঁ, দেবেন্দ্রনাথ পাইন, নবীনচন্দ্র, অখিলচন্দ্র সাহা, ভূতনাথ বসু। ধর্ম্মদাস শেঠ, শ্যামাদাস বাচস্পতি, বরদা কান্ত রায়, দেবেন্দ্র-লাল দত্ত পরেশনাথ সিংহ B N. Sannyal, ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষ, ব্রীজলাল তুলারাম, সত্য নারায়ণ গুমরাজ,

সুকুমার বানার্জ্জী, সরোজিনী দেবী, মন্নু লাল ভজন লাল, বৈরাগ দেবীদাস সা, সিদ্ধেশ্বর মুখার্জ্জী, অপূর্ব্বকৃষ্ণ রায়, বনমালীলাল রায় হুকুমমল হীরালাল, গোপীনাথ মণ্ডল, কেদারনাথ বিশ্বাস, শীতলচন্দ্র নাগ, লছমী নারায়ণ মুরাদিয়া, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোষ্ঠবিহারী মল্লিক খগেন্দ্র নাথ মিত্র, ভুষ্টলাল সাহা, নিত্যানন্দ, দ্বারিকানাথ সাহা, সতীশচন্দ্র সুরেশচন্দ্র চৌধুরী, রাধামোহন সর্দ্দার, রামচন্দ্র কুলচন্দ্র পোদ্দার, হারাণ চন্দ্র নন্দী, গণপৎ রায় শিউমুখরাম, ভীমরাজ শিউদৎ রায়, গণেশ টিম্বার ওয়ার্কস্, নবকিশোর কামিনী কুমার রায়, যতীন্দ্ররাজ দাসাধিকারী নিগূঢ় কামিনী দাসী, কামিনী দাসী বৈষ্ণব দাসের মাতা, সুরজমল গঙ্গাপ্রসাদ, গণেশদাস ভুঝামল, আশুতোষ লাইব্রেরী, রামধন দ্বারকানাথ সাহা, রূপচাঁদ পাল চৌধুরী, গোপালচন্দ্র সাহা, রমানাথ ভট্টাচার্য্য, করুণাকর ব্রহ্মচারী অতুলকৃষ্ণ সাধু খাঁ, রামনারায়ণ নন্দরাম, পঞ্চানন বকসী, হরিদাস পাল, আভাসুন্দরী মহেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত, উমাচরণ রক্ষিত, Oriental Paper Store, K. N. Tagore, রাজনারায়ণ রায়, বিনয়কৃষ্ণ রায়, বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য, A. K. Halder, Kar Co, সতীপদ চক্রবর্ত্তী, শম্ভুচরণ সিংহ কোং, রামকুমার কোং, রাধালাল দাস, বৃন্দনাথ যুগলাল পোদ্দার, অবিনাশ চন্দ্র শীল কোং, শশধর দত্ত ওমরাও সিং, সত্যচরণ পঞ্চানন, সিংহ, চুনীলাল দে, বিপিন বিহারী দত্ত, কুঞ্জলাল দত্ত, অমিয়বালা মিত্র, ভৃগুরাম অধিকারী, হারময় চক্রবর্ত্তী যোগজীবন কোচ, গোপালচন্দ্র দে মদন মোহন পোদ্দার রামগোপাল দত্ত, দিগম্বর হালদার, বরদা কান্ত বসু, আশুতোষ কুণ্ডু, গৌরচন্দ্র তালুকদার এণ্ড কোং, শ্যামলাল পাল চৌধুরী প্রাণনাথ সাহা, দেবেন্দ্রকুমার সাহা, সরসী বালা দাসী, দামোদর জানা, উপেন্দ্র নাথ শিকদারের মাতা, বীরভূম তসর ভাণ্ডার, অক্ষয় কুমার দাঁ, ধর্ম্মদাস সামন্ত, তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শচীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ রায়, সাধু চরণ কালীচরণ সাহা, রূপচন্দ্র যদুনাথ সাহা, কৃষ্ণচন্দ্র কানাই লাল পোদ্দার, দুর্গাচরণ সাহা, নবকিশোর অভয়চরণ সাহা, গোপিনাথ মদন মোহন সাহা, পাল ব্রেদার্স, মধুসূদন ভট্টাচার্য্য, শ্রীনিবাস চন্দ্র ব্যানার্জি, নৃপেন্দ্রনাথ দে, জিতেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জী, সহায়নারায়ণ পাল প্রমীলাসুন্দরী বিশ্বাস, কুসুমকুমারী দাসী, রামচন্দ্র দে, নিকুঞ্জচরণ প্রামাণিক, মুক্তাসুন্দরী রায় চৌধুরী, মন্মথনাথ রায় চৌধুরীর মাতা, মোহিনীমোহন রায় চৌধুরীর স্ত্রী, শৈলেন্দ্র মোহন রায় চৌধুরীর মাতা, শ্রীপতিমোহন রায় চৌধুরীর মাতা, রবীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরীর স্ত্রী, গজেন্দ্র মোহন রায় চৌধুরী, জগৎহরি সাহা, কানাইলাল, হীরালাল রায় চৌধুরী, রাইমোহন রায় চৌধুরী, নগেন্দ্র কুমার রায় যোগেন্দ্র মোহন রায় চৌধুরী, নগেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী, রাধা চরণ দাস, শিশির কুমার মিত্র, ভূপেন্দ্র নাথ মিত্রের পরিবার, কেশবচন্দ্র ভক্তিরত্ন B. D. Mazumder, রাধাবল্লভ দাস, কিরণবালা দেবী, কাদম্বিনী দেবী, রামচন্দ্র দাসাধিকারী, পরমেশ্বর দালাল, ভগবতী চরণ ব্রহ্মচারী, সতীশচন্দ্র রায়, আশুতোষ গুহ, জীবিত নাথ দাস, যতীন্দ্র মোহন সেন, আশারাম সারদা, জানকীনাথ মজুমদার, অতুলচন্দ্র বড়াল, কাশীরাম, ঠাকুরাম, হরদেও দাস জহর লাল, চন্দনমল কল্যাণী চিমনী রায় আগরওয়ালা গৌরহরি দাস কেশবচাঁদ মঙ্গলচাঁদ ঈশ্বরচন্দ্র সাহা প্রহ্লাদ আগরওয়ালা শশীকুমার বানার্জ্জী অনাথবন্ধু সরকার মহেশ চন্দ্র পাল।

১॥০ টাকা হিসাবে ৫ জন ৭॥০

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল বাট, হরলাল কুণ্ডু দিং, নগেন্দ্রনাথ সরকার, হরিপদ মণ্ডল এণ্ড ব্রাদার্স, নির্ম্মলচন্দ্র মুখার্জ্জী,

১।০ টাকা হিসাবে ৪ জন ৫৲

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র সরকারের মাতা, আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, শম্ভুনাথ রুদ্র।

১৲ টাকা হিসাবে ৩৩৪৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাস, রাইভূষণ দাস, উমেশচন্দ্র নিয়োগী, গোপালচন্দ্র মাইতি, কুঞ্জবিহারী ঘোষ, ত্রিকমজী জীবন দাস, গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষ সুরেন্দ্রনাথ কর ও চৌধুরী কোং, হরিদাস মণ্ডল বিপিনচন্দ্র খাঁ, কার্ত্তিকচন্দ্র কালীচরণ ঘোষ, হুসেন আহম্মদ ইসমাইল, বিপিনবিহারী নন্দী, জ্ঞানদাপ্রকাশ খাঁ, কালীপ্রসাদ সরকার, সুরেন্দ্রনাথ সরকার, গোবিন্দচন্দ্র দাস, চণ্ডীচরণ সাধুখাঁ প্রিয়নাথ মাজি, গোপাল চন্দ্র নন্দী, দেবেন্দ্রনাথ বানার্জ্জী, চণ্ডীচরণ সাধুখাঁ, তুলসীচরণ মাজি, মাধবচন্দ্র সাহা, ভবমোহন সাহা, অন্নদাচরণ চক্রবর্ত্তী, হরিদাস দত্ত, ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, দেবেন্দ্র-

নাথ কালিদাস চৌধুরী, গুণেন্দ্রকৃষ্ণ রায়, রামকানাই মদন-মোহন কৈলাসচন্দ্র কুণ্ডু, ..রাজেন্দ্রনাথ দে, প্রিয়গোপাল মুখোপাধ্যায়, উমাচরণ দে গোষ্ঠবিহারী পাল, বিহারীলাল দে, হেমাঙ্গচরণ চক্রবর্ত্তী, পাঁচকড়ি পাল, পোস্তার রাণী মাতা, পরীক্ষিৎচন্দ্র নাথ দালাল, হরিদাস পাল, যশোদালাল পাল, হরিদাস গোবিন্দচন্দ্র সাহা, রাধাবল্লভ নলিনীকুমার দাস, নকড়ি বঙ্কবিহারী পাল, মধুসূদন ঘোষ, জহরলাল আঢ্য, মতিলাল দত্ত, বিপিনচন্দ্র ধর এণ্ড কোং, ঈশানচন্দ্র দে, ভবতারণ হাজরা, গঙ্গানারায়ণ সামন্ত, শরচ্চন্দ্র বসু, সত্যচরণ কুমার এণ্ড ব্রাদার্স নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, রতনচন্দ্র সাধুখাঁ, বলরাম সাহা, শিবচন্দ্র সাহা, দ্বিজেন্দ্রনাথ অধিকারী, M. N. Das, বৃদ্ধ হুনিয়া, লক্ষ্মীনারায়ণ, দ্বিজেন্দ্রকুমার মনোমোহন সাহা, রায় মন্মথনাথ পালচৌধুরী বাহাদুর, গণেশচন্দ্র ঘটক, মতিলাল চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ দে, বিপিন চন্দ্র নন্দী, সুরেন্দ্রকুমার বাগচী, দশরথ সাহা, তারানাথ দত্ত হরিশ্চন্দ্র রামকানাই ভূঞা, মহানন্দ মণ্ডল, রামনাথ মণ্ডল, রামরবি মুখার্জ্জী, গরবিনী দাসী, শ্রীমন্ত সাধুখাঁ, শশিভূষণ সাধুখাঁ, বৈষ্ণবচরণ মণ্ডল, বিশ্বেশ্বর সন্ন্যাসী, বঙ্কেশ্বর রেবতীশ্বর রায়, নগেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রজেন্দ্র লাল পাল সুদর্শন বসুর মাতা, কৈলাসচন্দ্র প্রামাণিক ভিখারী মাহিতি, নরেন্দ্র শেঠ, তিনকড়ি শেঠ, হরিসাধন মণ্ডল, বাহাদুর মল রূড়মল, নেতারাম শিবারাম চৌধুরী, প্রকাশচন্দ্র ঘোষ, P. C Dutt পদ্মরাজ জৈন, সুধাংশুকুমার মুখার্জ্জী, যজ্ঞেশ্বর সাহা, হরি-প্রসাদ বসাক, বিনোদবিহারী সাহা, চন্দ্রকান্ত দে, জানকী নাথ সাহা, অক্ষয়কুমার সাহা, কনকচন্দ্র সর্ব্বাধিকারীর মাতা, গৌরমোহন শশিভূষণ কুণ্ডু, মতিলাল সাহা, অবিনাশচন্দ্র সাহা, মদনমোহন কর্ম্মকার, কিশোরীমোহন সাহা, সতীশ চন্দ্র সাহা, ধরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, অমূল্যচরণ সাধুখাঁ রাধাবিনোদ সোনারিমোহন সাহা, ভূষণচন্দ্র সাধুখাঁ, নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, বৃন্দাবনচন্দ্র বোস, তারাপদ বোস, গিরিশচন্দ্র ভূঞা, চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার পাল, Dr. S. K. Nag, নরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, হরিদাস মণ্ডল চণ্ডীচরণ নন্দী, প্রসন্নকুমার সাহা, রামধন দাস, ঠাকুর দাস, গোবিন্দলাল তারাচাঁদ, ধনঞ্জয় শীল, হরিধন গাঙ্গুলী, রামপ্রসাদ দুর্গা প্রসাদ, গোপেশ্বর পাল, অপূর্ব্বচন্দ্র বিজয়গোপাল ভড় মন্মথমোহন বদরীপ্রসাদ, N. P. De & Co, রমণচন্দ্র দাস মদনলাল চামেরিয়া, ঘোষ কোং N, C. Bose মতিলাল আশ, আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ হালদার যতীন্দ্রমোহন সাধুখাঁ অনাথনাথ মণ্ডলের বাটী রাধাকিষণ মাড়োয়ারী হৃষীকেশ হাজরা গাংজী সাজাহান কোং অনাথ নাথ মণ্ডল নয়ানসি কুমারজী রতনলাল রামরতন বসন্ত লাল শিবলাল রাইমোহন রাই চৌধুরী মনোহরলাল ফুল চাঁদ মনোহর অনাথবন্ধু সামন্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ পাইন S. S. Rattanlal হরিদাস আলুনী রামকৃষ্ণ রক্ষিত মহানন্দ দত্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার নীরোদমোহন রায় Biswas Co, Chowdhury Bros গণপৎ রায় মতিলাল বনবিহারী জগচ্চন্দ্র সাহা রামচন্দ্র উদ্ধবচন্দ্র হরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কালিদাস দীনবন্ধু সাহা রায়, N. C. Mitra, Indo Burma Trading Co. নলিনীনাথ মিত্র Basu & Friends উদয়চাঁদ সামন্ত গোবিন্দচন্দ্র সামন্ত A. K Chakravarty বলদেও সা Mr. Pillai ভগলা সাহা অবনীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনঙ্গমোহন রায় রূপচন্দ্র পাল চৌধুরী দেবেন্দ্রনাথ দেবঘরিয়া ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস সুরেশচন্দ্র মুখার্জ্জী দুলালচন্দ্র রায় চৌধুরী ত্রিলোচন রায় মহেন্দ্রনাথ নন্দী নিবারণচন্দ্র সাধুখাঁ বিপিনবিহারী দত্ত অরুণচন্দ্র মাল নন্দলাল চন্দ পাঁচকড়ি ঘোষ রায় শৈলেন্দ্র নাথ বানার্জ্জী বাহাদুর সুশীলকুমার আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ পড়িয়া শ্যামাচরণ সমাদ্দার দ্বারিকানাথ কর্ম্মকার রসিকলাল পাথারি যোগেন্দ্রনাথ দাস রামগোপাল মহাদেও জগত্তারণ সামন্ত নির্ম্মলকুমার বারীন্দ্রকুমার মণ্ডল হরিপদ ঘোষ এণ্ড সন্স Dr. J. N: Gupta সুধীরচন্দ্র দে নরেন্দ্রনাথ সরকার হেম চন্দ্র পাল রামমোহন নন্দী কোং রামব্রহ্ম পূর্ণচন্দ্র নন্দী গৌরচন্দ্র নন্দী গোপালকৃষ্ণ নিয়োগী শশিভূষণ দত্ত ইন্দ্র নারায়ণ মাইতি সূর্য্যকুমার জানা রাখালচন্দ্র দত্ত কনকচন্দ্র পাল সত্যচরণ পাল Agarti Ghose Co সুরেন্দ্রনাথ রায় বনওয়ারী লাল সাহা অর্জ্জুন দাস হরিরাম পঞ্চানন নফরচন্দ্র সাহা ইসলাম মহম্মদআলী ভূপেশ দাস গুপ্ত দুর্গা চরণ রায় নিমাইচরণ বিশ্বাস Sikdar Nephew & Co হরিপদ শিকদার হারাণচন্দ্র বিশ্বাস চন্দ্রনাথ গোপালচন্দ্র সাহা রামদুর্ল্লভ সাধুচরণ রায় কৃষ্ণচন্দ্র পাল রমণী চূড়ামণী পাল মাধবচন্দ্র কৈলাসচন্দ্র সাহা ডেঙ্গুরচরণ নবীনচন্দ্র সাহা পাঁচকড়ি রায় নবীনচন্দ্র হরিমোহন সাহা সুরজমল হরি-

শ্রীপাদ সুদর্শন সুরেন্দ্রকুমার রায় সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু লছমী নারায়ণ সাহা কামিনী দাসী চন্দ্রকান্ত বসু প্রতাপচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় হরিচরণ কৃষ্ণচন্দ্র বৈশ্য সাহা অরুণচন্দ্র রায় চৌধুরী মতিলাল সাহা প্রতাপচন্দ্র সেন এণ্ড ব্রাদার্স S C. Ghose বামাচরণ গুহ কুঞ্জবিহারী ঘোষ গুণসিন্ধু নস্কর নীলমাধব রজনীকান্ত ঘোষ কেদার বক্স দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষের মাতা, কালিদাস মুখার্জ্জী যতীশচন্দ্র রায় সন্তোষ কুমার রক্ষিত হরিমোহন অনন্তলাল পাল চৌধুরী রসিক লাল পাল চৌধুরী হরেন্দ্রকুমার রায় হরেন্দ্রকুমার সাহা কুঞ্জলাল চৌবে ব্রজেন্দ্রনাথ দে অচ্যুতানন্দ যোগেশচন্দ্র পুলিনবিহারী পাল অবিনাশচন্দ্র মজুমদার উমানাথ গুণনিধি কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য বগলাচরণ বসন্তকুমার রায় মহেশচন্দ্র সেন রজনীকান্ত ঘোষ শিবরাজ মাড়োয়ারী মহেন্দ্রনাথ গাইন এণ্ড কোং বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণ-মোহন রায় অন্নপূর্ণা রাইস মিলস্ রামপ্রসাদ মহাদেব, জগু বাবু কে সি ধর, মোহিতলাল কুণ্ডু যুধিষ্ঠির দালাল ভুবনেশ্বর নাথ দালাল পূর্ণচন্দ্র নাথ দালাল মহেন্দ্র চন্দ্র দে চন্দ্র নাথ কুণ্ডু সাধুচরণ শরচ্চন্দ্র সাহা পঞ্চানন সাহা জানকীনাথ রায় বিনয়কৃষ্ণ সাহা বেণী মাধব দাস ষষ্ঠী গুপ্ত কার্ত্তিক চন্দ্র ঘোষ অঘোর নাথ সরকার ঘোষ কোং অবিনাশ চন্দ্র দত্ত হরিনারায়ণ পাল মধুসূদন রুদ্র যতীন্দ্র মোহন দাস উপেন্দ্র নাথ দাস শিউ পূজন রায় ইন্দ্রামল রায় মধুসূদন শীল দুলালচাঁদ ভূপতি নন্দী ব্রাদার্স নীরোদবরণ দে অজেন্দ্রনাথ দে এণ্ড কোং বলাইচাঁদ শীল সত্যানন্দ দে শ্যামচাঁদ সেন কালীকৃষ্ণ চন্দ্র এণ্ড সন্স পান্নালাল দাস রসিকলাল চন্দ্র মহীতোষ সেন বৃন্দাবন চন্দ্র সাহা দালুরাম ব্রাহ্মণ প্রমথনাথ দে জগত্তারণ দাস সত্যেন্দ্রনাথ দাস শৈল সরকার সতীশচন্দ্র সাহা মুকুন্দ লাল মণ্ডল মাগন বাবু গোপাল বাবু হরিপদ ভুঞা ইন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য শিবকৃষ্ণ লাহা লক্ষ্মীপ্রিয়া দাসাধিকারী পান্নালাল নাগ ক্ষুদিরাম মিত্র কুমারেশ চন্দ্র ঘোষ শৈল বালা মিত্র সনাতন ব্রহ্মচারী বিষ্ণুদাস প্রামাণিক শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী শীতলচন্দ্র মিত্র ফণীভূষণ চাটার্জ্জী গিরিধারী কুণ্ডু শশীভূষণ কর্ম্মকার কালীলাল শীল Dr. K. L Gupta যামিনীকান্ত মিত্র নগেশচন্দ্র সরকার রাজেশ্বর সাহা রামকুমার গুরুচরণ পোদ্দার ইন্দ্রচন্দ্র কুণ্ডু বঙ্কবিহারী পোদ্দার মতিচাঁদ পোদ্দার সাধুচরণ পোদ্দার রামরতন গঙ্গাসাগর পোদ্দার গোলকচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্র সাহা ভগবানচন্দ্র গোলদার রাখালদাস সাহা সাধুচরণ কর্ম্মকার হলধর শ্রীনিবাস শিকদার তারাপ্রসাদ কৃষ্ণপ্রসাদ সুরচাঁদ সাহা ললিত মোহন বৃন্দাবন চন্দ্র সাহা কৃষ্ণচন্দ্র সনাতন পাল যোগেন্দ্র নাথ গৌরচন্দ্র রাম চন্দ্র সাহা হরিদাস সাহা বরদা কান্ত চন্দ্র রতন তারিণীচরণ সাহা রামলাল চণ্ডীচরণ সাহা মধুসূদন সোম বেণীমাধব দত্ত অতুলচন্দ্র কুণ্ডু রাজেন্দ্র চন্দ্র দে সরকার পূর্ণচন্দ্র দে জীবন কৃষ্ণ গোস্বামী কেদার নাথ ঘোষ উপেন্দ্রনাথ দেবের স্ত্রী সুরেন্দ্রনাথ দেব জিতেন্দ্রনাথ নন্দন রাইভূষণ দাস দেবেন্দ্র কুমার সাহা কৃষ্ণলাল দে সুরেন বাবু বিহারীলাল পাঁজা বিজয়গোবিন্দ সাহা শ্রীপতিমোহন রায় চৌধুরী সত্যেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর মাতা নিকুঞ্জ বিহারী সাহা দিগম্বরী রায় চৌধুরাণী নীলমাধব সাহা রায় দুর্গানাথ সাহা উপেন্দ্র নাথ সাহা নন্দহরি বসাক ভুবন মোহন সাহা শশীমোহন বসাক মেধু বসাক গোপালচন্দ্র বসাক রামরূপ পাঠক রাজেন্দ্র পাঠক সহদেব পাঠক শুকলাল পাঠক রাধামোহন পাঠক লালগোবিন্দ পাঠক রামদহ তেওয়ারী নারায়ণ সিং জয়চন্দ্র সিং মনরাখন পাঁড়ে গদাধর মান্না শ্রীনাথ পড়িয়া নটবর পোদ্দার দেবেন্দ্র কুমার সাহা তুপরাম ওসাল যোগেশচন্দ্র সেন বিভূতিভূষণ রায় জেসরাজ রামপ্রতাপ জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লালন চন্দ্র অধিকারী ভগবান দাস শিউ নারায়ণ নন্দলাল ধর বসন্ত কুমার দাস জানকী প্রসাদ দ্বিজেন্দ্র নাথ পাল অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য শরচ্চন্দ্র দাশগুপ্ত হারাণ চন্দ্র মল্লিক শরচ্চন্দ্র গুপ্ত অবিনাশ চন্দ্র রায় অম্বারণ ডুগার নিমাইচাঁদ পাটোয়ারী যোগেন্দ্রনাথ বসু জ্ঞানদা প্রসাদ দত্ত হরিমোহন দাস রাধিকা চরণ চক্রবর্ত্তী বরদা কান্ত গাঙ্গুলী যোগেন্দ্র দত্ত, হরিদাস বিশ্বাস শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী সুরেশচন্দ্র দাস অনিলকুমার বিশ্বাস অবিনাশচন্দ্র ঘোষ জগবন্ধু সরকার রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শশীভূষণ চাটার্জ্জী।

খুচরা প্রণামী	৬৮৫॥৵০
সাবেক তহবিল	৫০৲
মোট জমা	১৬১১১৴৫

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৪ঠা ভাদ্র, ১৩৩৩, ২১শে আগষ্ট, ১৯২৬	২য় সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবে

আহ্বান

বিন্দুপাত সম মহা-কাল-সিন্ধু-জলে
পশিল পলকে আরও একটি বরষ,
উঠিল নূতন চিত্র কত জলে স্থলে,
লুপ্ত পুরাতন কত অনন্তে অবশ!

মায়িক জগতে এই নিত্য অভিনয়।
নহে তাহা নিরাময় ভাগবত-ধামে!
সেবানন্দে গোবিন্দের অভয় অব্যয়,
নিত্য নব ভাবোদয় তথা প্রতি যামে!

ওই শুন, হরিনামে ঘন জয়ধ্বনি,
ভরিয়া অবনি উচ্চে উঠিছে আবার!
সংকীর্ত্তনে সুনিহিত অমৃতের খনি,
গৌর-প্রেম-প্রবাহিণী বহে শতধার!

মরুভূমে আকাঙ্ক্ষার অপার সৈকতে
অনল সমান উগ্র ত্রিতাপ-তপনে,
মিথ্যা-সুখ-মরীচিকা হেরিয়া, সে পথে
ধাবিত এখনো যারা, তা'দের রক্ষণে,—

কৃষ্ণকথা-কলনাদে মৃত-সঞ্জীবনী
সুর-তরঙ্গিণী ওই কি আনন্দ ভরে
করিছে আহ্বান সবে কি কাঙ্গাল ধনী,
যে ভাবে যথায় যেবা অছিঃক অন্তরে।

এস সবে এস ভাই,—কর অবধান,
সপ্রেম-আহ্বান ওই;—শুদ্ধ-ভক্ত-সনে
সম্মিলনে, অকপটে কর যোগদান
মহা-মহোৎসবে 'ভক্তি-বিনোদ-আসনে'!

ভক্তি-বিনোদন শুদ্ধ লক্ষ্য এ-উৎসবে,
নহে ভুক্তি-বিনোদন ইন্দ্রিয়-তর্পণ;
কি ভাগ্য মহেন্দ্র-যোগ মায়ামুগ্ধ ভবে!
এস সবে, হারা'য়োনা সুযোগ এমন।

ভক্ত্যঙ্গের নববিধ একত্র সাধন
দুর্ল্লভ এমন লোকে, দেখ একবার!
এস ভাই, হই ধন্য লুঠি সার ধন—
শ্রীগৌড়ীয় মঠে সদা অবারিত দ্বার!

মানস-পূজা

অপার করুণাময় ভগবান্ বহু অনর্থযুক্ত বদ্ধজীবকে কৃপা করিবার জন্য শ্রীনাম, শ্রীঅর্চ্চা ও শ্রীমহান্তগুরুরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও তাঁহারা প্রপঞ্চাতীতই থাকেন—ইহাই তাঁহাদের ঈশিতা। অক্ষজজ্ঞান বিভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ইহা কিছুতেই ধারণা করিতে পারে না। একমাত্র সেবোন্মুখতায়-ই ইহা উপলব্ধির বিষয় হয়। শ্রীঅর্চ্চা প্রপঞ্চে অষ্টবিধ বিচিত্রতার প্রকটিত হন। যথা—

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥

(ভাঃ ১১।২৭।১২)

শ্রীঅর্চ্চা শিলাময়ী, দারুময়ী, ধাতুময়ী, মৃচ্চন্দনাদিময়ী, চিত্রপটাদি লিখিতা, সৈকতী, মণিময়ী ও মনোময়ী,—এই অষ্টবিধা।

বিষ্ণু-প্রতিমা বা শ্রীঅর্চ্চা বিকৃত-প্রতিফলিত-রাজ্য-জাত কোন নশ্বর বস্তু নহেন। শ্রীঅর্চ্চার দেহদেহীতে কোন ভেদ নাই। ইন্দ্রিয়তর্পণের সহায়ক ভোগ্য মাটী বা কাঠের পুতুল ও অধোক্ষজ সেব্যবস্তু শ্রীঅর্চ্চা এক বস্তু নহেন। যথা—

"প্রতিমা নহ তুমি,— সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৫।৯৬)

"দারুব্রহ্ম" রূপে—সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।১৩৫)

"নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ'—তিন একরূপ।
তিনে 'ভেদ' নাহি,—তিন 'চিদানন্দরূপ'।
দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ'।
জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ স্বরূপে 'বিভেদ'॥
অতএব কৃষ্ণের 'নাম', 'দেহ', 'বিলাস'।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৩৩, ১৩২,১৩৪,)

* * *

"ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে-বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেইত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই, হয় যমদণ্ড্য॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬৬-১৬৭)

অনর্থযুক্ত জীবের বৈষ্ণব-সদ্গুরু-চরণাশ্রয় পূর্ব্বক সাত্বত-পঞ্চরাত্র-বিধানানুসারে অর্চ্চন অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ সম্পত্তি-মত্ত গৃহস্থের পক্ষে অর্চ্চন-মার্গই মুখ্য। বৈষ্ণব-সদ্গুরুর নিকট উপনীত দীক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই স্বহস্তে শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন একান্ত আবশ্যক। অর্চ্চনে শৈথিল্য প্রদর্শন-কারী ব্যক্তির শাস্ত্রে নরক-পাত শ্রুত হয়। দীক্ষিত ব্যক্তি কখনও দেবলাদি দ্বারা অর্চ্চন করাইবেন না। নিজের অভীষ্টদেবকে স্বহস্তে সযত্নে সদ্গুরু-প্রদত্ত মন্ত্রাদি দ্বারা যথাশাস্ত্র অর্চ্চন করিবেন। শ্রীল জীবগোস্বামিচরণ 'অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং' (ভাঃ ৭।৫।১৮) শ্লোকের 'ক্রমসন্দর্ভে' এই কথা বিশেষরূপে বিচার করিয়াছেন।

উপরি-উক্ত অষ্টবিধা শ্রীঅর্চ্চার মধ্যে 'শৈলী', 'দারুময়ী', 'লৌহী', 'লেপ্যা', 'লেখ্যা', 'মনোময়ী ও 'মণিময়ী'— এই সপ্তবিধা প্রতিমাই ভগবদ্ভক্তগণের দ্বারা পূজিতা হন। 'সৈকতী প্রতিমা'-রক্ষণ ও অরক্ষণের প্রীতি-বিরোধ-হেতু প্রীতীচ্ছু নিষ্কাম ভক্তগণের পূজার বিষয় না হইয়া সকাম ব্যক্তিগণের দ্বারাই গৃহীতা হইয়া থাকেন। যথা শ্রীল জীব-গোস্বামিপাদ ক্রমসন্দর্ভে (১১।২৭।১২)—"সৈকত্যা সৈকতীত্যর্থঃ ; এষা তু সকামানামেব ন তু প্রীতীচ্ছূনাং, তদ্রক্ষণয়োঃ প্রীতি-বিরোধাৎ।" বস্তুতঃ নির্ভেদজ্ঞানী বা পঞ্চোপাসকের 'মূর্ত্তি-পূজা'র মূলে 'শ্রীমূর্ত্তির' অনিত্যতা ও চরমে নির্ব্বিশেষত্ব উপলব্ধিই লক্ষ্য থাকায় তাঁহাদের 'মূর্ত্তিপূজার' ছলনা পৌত্তলিকতা মাত্র। ভগবদ্ভক্তের বিগ্রহ-সেবা পৌত্তলিকতা নহে, কারণ তাহা নিত্য সচ্চিদানন্দ ভগবৎ-স্বরূপের সেবা হইতে অভিন্ন।

কনিষ্ঠাধিকারী প্রাকৃত-ভক্তগণের স্থূলবুদ্ধি প্রবল থাকায় তাঁহারা বাহ্যদর্শনে দৃষ্ট শৈলী, দারুময়ী, লৌহী, লেপ্যা, লেখ্যা ও মণিময়ী—এই ষড়্‌বিধ শ্রীঅর্চ্চায় অর্চ্চন করিয়া থাকেন। তবে যে, সময় সময় উক্ত ষড়্‌বিধ অর্চ্চা কোন কোন শ্রেষ্ঠ অধিকারীর দ্বারাও অর্চ্চিত হইতে দেখা যায়, সেইরূপ শ্রেষ্ঠ অধিকারিগণের অর্চ্চন কনিষ্ঠাধিকারীর অর্চ্চনের ন্যায় নহে। উহা 'ভাব-সেবা' বা 'সাক্ষাৎসেবা'।

স্থূলপূজার অর্চ্চা—শৈলী, দারুময়ী, লৌহী, লেপ্যা লেখ্যা ও মণিময়ী; আর মানস-পূজার অর্চ্চা—মনোময়ী প্রতিমা। পঞ্চোপাসক বা নির্ভেদজ্ঞানীর মনোধর্ম্মের ভোগানুকূল ছাঁচে গড়া অনিত্য ও পরিবর্ত্তন-যোগ্য প্রতীক, আর

হরিসুখতাৎপর্য্যপর ভক্তের শুদ্ধমনোময়ী অর্চ্চা পরস্পর পৃথক্। অনর্থপ্রবল বৈষ্ণবপ্রায় বা কনিষ্ঠাধিকারী প্রাকৃত-বৈষ্ণব মনোময়ী অর্চ্চার অর্চ্চনে অধিকারী নহেন। সম্পত্তিমান্ গৃহস্থ ব্যক্তিরও নিষ্কিঞ্চন নিবৃত্তানর্থ ভগবদ্ভক্তের অনুকরণে মনোময়ী অর্চ্চার অর্চ্চন-ছল আত্মবঞ্চনা ও বিত্ত-শাঠ্যের পরিচায়ক। চিন্ময় বুদ্ধির উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত মনোময়ী অর্চ্চার মানসপূজা সম্ভব নহে।

বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ও নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণের জন্য মানস-পূজাই শাস্ত্রে বিহিত রহিয়াছে। ক্রমসন্দর্ভে শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন,—"গৌতমীয়ে—সন্ন্যাসিনাং মুমুক্ষূণাং মানসো-পচারৈঃ পরমিতি। তন্মহিমা যথা শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রীনারায়ণ-বাক্যে। অয়ং যো মানসো যোগো জরাব্যাধি-ভয়াপহ ইত্যাদৌ। যশ্চৈতৎপরয়া ভক্ত্যা সকৃৎকুর্য্যান্মহা-মতে। ক্রমোদিতেন বিধিনা তস্য তুষ্যাম্যহং মুনে ইতি"।

প্রাকৃতবুদ্ধিসম্পন্ন বৈষ্ণবপ্রায় ব্যক্তিগণ অনেক সময় নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণকে স্থূলভাবে অর্চ্চন করিতে না দেখিয়া মনে করেন যে, তাঁহারা বিষ্ণুপূজাবিরহিত বা অর্চ্চনের অসম্মানকারী। পরন্তু তাহা নহে। নিষ্কিঞ্চনগণ মনোময় বিবিধোপচারে মনোময়ী অর্চ্চার সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহারা মনোময়ী অর্চ্চাকে ভাবময়-সচন্দন তুলসী, ধূপ, দীপ, ফল, পুষ্প ও যাবতীয় পূজোপকরণ দ্বারা নিত্য সেবা করেন। কোন কোন সময় অর্চ্চননিষ্ঠ প্রাকৃত ব্যক্তিগণ ভগবদ্ভক্তগণকে বাহ্যে স্থূলভাবে স্নান, তিলকাদি-ধারণ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে না দেখিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধ করিয়া বসেন। শাস্ত্রের মানস-স্নানাদির কথা তাঁহারা জানেন না—

"ধ্যানং যন্মনসা বিষ্ণোর্মানসং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্।"

অর্থাৎ মনে মনে যে বিষ্ণুধ্যান, তাহাই 'মানসস্নান' বলিয়া কথিত। স্মৃতিশাস্ত্রে যে সপ্তবিধ স্নানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মানসস্নানেরই শ্রেষ্ঠতা পরিলক্ষিত হয়; যথা—

"স্নানানাং মানসং স্নানং মন্বাদৈঃ পরমং স্মৃতম্।
কৃতেন যেন মুচ্যন্তে গৃহস্থা অপি বৈ দ্বিজাঃ॥"

অর্থাৎ সপ্তবিধস্নানের মধ্যে মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ 'মানস-স্নানকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই 'মানস-স্নান' দ্বারা গৃহস্থাশ্রমী দ্বিজব্যক্তিগণও সর্ব্ববিধ অনর্থ হইতে মুক্ত হন।

ঐকান্তিক ভক্তগণের কোন সময়েই বিষ্ণুস্মৃতির অভাব হয় না, সুতরাং তাঁহারা নিত্যস্নাত। যিনি সর্ব্বদা হরি-সঙ্কীর্ত্তন করেন, তাঁহাকে অক্ষজ প্রাকৃত স্থূলবিচারে 'স্নানাদি হইতে বিরত' বলিলে বৈষ্ণবচরণে অপরাধকৃত হয়।

শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—

"ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ-তপোদান॥
নিরন্তর কর তুমি বেদ-অধ্যয়ন।
দ্বিজ-ন্যাসী হইতে তুমি পরমপাবন॥"

—চৈঃ চঃ মঃ ১১।১৯০-১৯১

শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি পরার্থ্য তনিবন্ধগ্রন্থের লিখিত অনুষ্ঠানাবলীও গৃহস্থ ধনী বৈষ্ণবের জন্য, সর্ব্বপরিত্যাগী বিরক্ত-বৈষ্ণবগণের জন্য নহে—ইহাই শ্রীহরিভক্তিবিলাসের উপ-সংহারে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ উল্লেখ করিয়াছেন —

"কৃত্যান্যেতানি তু প্রায়ো গৃহিণাং ধনিনাং সতাম্।
লিখিতানি ন তু ত্যক্ত-পরিগ্রহমহাত্মনাম্॥
একান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্নরোচতে॥"

অর্থাৎ ঐকান্তিক ভক্তগণ সর্ব্বদাই পরমপ্রীতিসহকারে প্রভুর কীর্ত্তন স্মরণাদি করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য অনুষ্ঠান নাই। কীর্ত্তন-স্মরণাদির দ্বারাই তাঁহাদের ভাবময়ী মানস-সেবা সাধিতা হয়।

বৈষ্ণবপ্রায় প্রাকৃতব্যক্তিগণের অর্চ্চা-পূজা স্থূল, সঙ্কোচিতানর্থ পুরুষগণের মনোময়ী অর্চ্চার মানসপূজা সূক্ষ্ম এবং নিবৃত্তানর্থ বা মহাভাগবত ঐকান্তিকগণের ভাবসেবা সুসূক্ষ্ম। শ্রীধাম মায়াপুরে যোগপীঠে শ্রীগৌরনারায়ণের পূজা বা শ্রীচৈতন্যমঠের গুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা, নীলাচলে রত্নাকরতটে দারুব্রহ্মের সেবা বা কেশিতীর্থের উপকণ্ঠে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের শ্রীঅর্চ্চাপূজা অনর্থযুক্ত জীবের মঙ্গলের জন্যই প্রকটিত হইয়াছেন। আবার আমরা ক্রম-সন্দর্ভে উদ্ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণোক্ত প্রতিষ্ঠান-পুরনিবাসী জনৈক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের মানসপূজার কথা পাঠ করিয়া থাকি। প্রতিষ্ঠানপুরে একজন সরলবুদ্ধি নিঃস্ব ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি একদা বিপ্রেন্দ্রবর্গের সভায় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া জানিতে পারিলেন যে, ভাগবত-ধর্ম্ম অতি দরিদ্র ব্যক্তিও মনের দ্বারা আচরণ করিতে

পারেন। আঢ্য ব্যক্তির ন্যায় অর্ঘ্যাদি বা দ্রব্যসম্ভার না থাকিলেও মানসপূজার দ্বারা শ্রীভগবানের মনোময়ী অর্চ্চার পূজা হয়। ইহা জানিতে পারিয়া সেই নিঃস্ব সরল ব্রাহ্মণ স্বয়ং মানসপূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি মনে মনেই মহারাজাধিরাজোচিত বহুমূল্য পূজোপচার সংগ্রহ করিয়া তাঁহার মনোময়ী শ্রীঅর্চ্চার অর্চ্চনা করিতে থাকিলেন। একদিন তাঁহার ইচ্ছা হইল, তিনি তাঁহার অভীষ্ট-দেবকে সুবর্ণথালায় ঘৃতসিক্ত পরমান্ন ভোগ দিবেন। এইরূপ বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা করিয়া তিনি মনে মনে ঘৃতসিক্ত পরমান্ন পাক করিলেন এবং মনে মনেই সুবর্ণপাত্রে সেই পরমান্ন স্থাপন করিয়া তাঁহার অভীষ্টদেবের সম্মুখে ধারণ করিলেন। তিনি মানসসেবায় তন্ময় ও সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার হরিসেবোন্মুখ যাবতীয় ইন্দ্রিয়ই হরির প্রীতিসাধনে এতদূর ব্যস্ত হইয়া পড়িল যে, তাঁহার সেবা-পর মনে উপলব্ধি হইল, 'পরমান্ন অত্যধিক তপ্ত রহিয়াছে, এমন কি সেই তপ্ত পরমান্নে প্রবিষ্ট তাঁহার অঙ্গুষ্ঠযুগলও দগ্ধ হইতেছে।' নিরন্তর হরিসুখান্বেষী বিপ্রের "কিরূপে এই তপ্ত-পরমান্ন প্রভুর ভোগে লাগাইব" —এইরূপ দুঃখে সমাধিভঙ্গ হইলে বাহ্যদশায়ও তাঁহার অঙ্গুষ্ঠ তাপদগ্ধ হইয়া জ্বলিতেছে এইরূপ বোধ হইল। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বৈকুণ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া ভক্তের এইরূপ সেবাতন্ময়তার দৃষ্টান্ত দর্শনে হাস্য করিলে লক্ষ্মী প্রভৃতি শক্তিগণ বৈকুণ্ঠনাথকে তাঁহার হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ তদীয় অনুরাগী ভক্তকে বিমানযোগে নিজ সমীপে আনয়ন করিলেন, শ্রীপ্রভৃতি শক্তিগণকে তাঁহার ভক্তের পরমান্নের তাপে দগ্ধ অঙ্গুষ্ঠযুগল দর্শন করাইলেন এবং নিত্যকাল নিজ-সেবাপ্রদান করিয়া তাঁহাকে নিজ সমীপে স্থাপন করিলেন। নন্দমহারাজের নন্দনন্দনের আবির্ভাবে অসংখ্য গোদানও স্থূলজগতের বিচার অতিক্রম করিয়াছিল।

বৈধমার্গে জাতরুচি পুরুষের মানসপূজার এইরূপ প্রকার আমরা দেখিতে পাই। আবার মুক্ত পুরুষগণে রাগমার্গে যে মানসসেবা বা ভাবসেবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা সাক্ষাৎ সেবা। সেই স্থানে কল্পনা কিংবা আরোপ নাই অথবা নৈরন্তর্য্যের অভাবরূপ কোন ব্যাপারও নাই। ঐরূপ সেবায় সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শন, ভগবৎস্পর্শন, ও স্ব স্ব স্বরূপসিদ্ধরসে ভগবানের সর্ব্বতোভাবে অপ্রাকৃত-সেবা সিদ্ধ হইয়া থাকে। সেইরূপ সেবা অজ্ঞজ্ঞান পরিচালিত ব্যক্তি অর্থাৎ প্রাকৃত ব্যক্তিগণের নিকট কনিষ্ঠাধিকারীর স্থূলপূজার ন্যায় প্রতিভাত হইতে পারে; উদাহরণ স্বরূপ—শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের গোপাল-সেবা, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর গোপীনাথের সেবা, চম্পহট্টে দ্বিজ বাণীনাথের শ্রীগৌরগদাধরের সেবা, শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর মহাপ্রভু-প্রদত্ত গোবর্দ্ধনশিলার সাত্ত্বিকসেবা প্রভৃতি। কিন্তু তাঁহাদের ঐসকল সেবা বাহ্য অর্চ্চননিষ্ঠ ব্যক্তিগণের অর্চ্চনের ন্যায় দেখাইলেও তাহা তাঁহাদের অষ্টকালীয় মানস-সেবারই বাহ্যপ্রকাশ মাত্র অর্থাৎ তাঁহারা শুদ্ধ-মন বা বৃন্দাবনে স্ব স্ব নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপে নিত্যকাল যে সকল সেবা করিয়া থাকেন, তাহাই তাঁহারা বাহ্যে প্রকাশ করেন মাত্র। কুলিয়ার চরে নিষ্কিঞ্চন ভাগবতপ্রবর শ্রীপাদ বংশীদাস বাবাজী মহাশয়ের গৌরনিত্যানন্দ-অর্চ্চনও ভাবসেবারই অন্তর্গত। এই সকল রাগমার্গীয় ভাবসেবা ও কনিষ্ঠাধিকারী-প্রাকৃত-ভক্তের বদ্ধাবস্থায় বৈধমার্গীয় অর্চ্চনে আকাশ পাতাল ভেদ। প্রাকৃতভক্ত রাগমার্গীয় ভাবসেবাকে তাঁহাদেরই অর্চ্চনের তুল্য জ্ঞান করিলে অথবা অবৈধভাবে স্বেচ্ছাচারী হইয়া রাগমার্গীয় ভাবসেবার অনুকরণ করিলে মঙ্গলের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িবেন

কালনার শ্রীভগবানদাস বাবাজী মহাশয়ের নামব্রহ্মের সেবাকে 'ভাবমার্গীয় সেবা' বলা যাইতে পারে। তবে ঐরূপ সেবার প্রকার গোস্বামিপাদ ও পূর্ব্বাপর নিষ্কিঞ্চন গৌর-ভক্তগণের চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব কোন বিশেষ ভজনপ্রণালী কোনও বিশেষ মহাজনে পরিলক্ষিত হইলে তাহা সাধারণের অনুকরণীয় না-ও হইতে পারে।

প্রাকৃত বা বৈষ্ণবপ্রায় ব্যক্তিগণ অনেক সময় উত্তম অধিকারীর কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণৈষণা বুঝিতে অসমর্থ হইয়া সেবাসুখতাৎপর্য্যপরায়ণ, 'কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট' উত্তম-ভাগবত-গণকেও বলপূর্ব্বক নিজ মনঃকল্পিত বা ক্ষুদ্রবিচার-বুদ্ধির ন্যায় অন্যায়ের গণ্ডীর ভিতর আনিবার ধৃষ্টতা দেখাইয়া বৈষ্ণবচরণে মহা অপরাধ সঞ্চয় করিয়া থাকেন। কোন কোন ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তি মনে করেন যে, তাঁহারা নিজ বুদ্ধি-বলে গ্রন্থাদি হইতে পূর্ব্বাপর আচার্য্যগণের চরিত্র ও ভজনপ্রণালী সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়া উহার দ্বারা অপর মহাভাগবত বৈষ্ণবগণকেও বিচার করিয়া লইতে পারেন।

এইরূপ বুদ্ধি তাঁহাদের দুর্দ্দৈবেরই পরিচায়ক। মহাভাগবতের চেষ্টা বা অধিকারি-পুরুষের আচরণ প্রাকৃত ব্যক্তির অধিগম্য নহে :—

"অবোধ, অগম্য অধিকারীর ব্যবহার।
ইহা বই সিদ্ধান্ত না দেখি কিছু আর॥
অধিকারী বৈষ্ণবের না বুঝি' ব্যবহার।
যে জন নিন্দয়ে, তা'র নাহিক নিস্তার॥
অধম জনের যে আচার যেন ধর্ম্ম।
অধিকারী বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম্ম।
কৃষ্ণের কৃপায় ইহা জানিবারে পারে।
এ সব সঙ্কটে কেহ মরে, কেহ তরে॥"

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ১০।৩৮২, ৩৮৭-৩৮৯

উত্তমভাগবতের সেবা—স্বারসিকী সেবা। তিনি যাহা অভিলাষ করেন, তাহা কৃষ্ণেরই অভিপ্রেত। তাঁহার যে-টী প্রীতিকর, সে'টী কৃষ্ণেরই প্রীতিকর, তাঁহার যে-টী অপ্রীতিকর, সেইটী কৃষ্ণেরও অপ্রীতিকর। কারণ, ঐরূপ মহাভাগবতের চিত্তবৃত্তি ও কৃষ্ণের মনোবৃত্তি একসূত্রে গাঁথা। ঐকান্তিক শরণাগত ভগবদ্ভক্ত কৃষ্ণের ইচ্ছায় তাঁহার সমস্ত ইচ্ছা মিশাইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার যেটী রুচিকর, কৃষ্ণেরও সেইটীই রুচিপ্রদ। আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণপর ভোগপরায়ণ ব্যক্তি যখন বলেন,—আমার এই জিনিষটী খাইতে ভাল লাগে বা ইচ্ছা হয়, তখন উহাকে 'জিহ্বা বা উদর-লাম্পট্য' শব্দে অভিহিত করা যাইবে। আর যদি কোনও ঐকান্তিক পুরুষ কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার কোন বিশ্রম্ভসেবকের নিকট প্রকাশ করেন—'আমার অমুক বস্তু ভাল লাগে', তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, ঐ বস্তুটী কৃষ্ণ অভিলাষ করিয়াছেন। মাধবেন্দ্রপুরীর ক্ষীর আস্বাদন ও প্রাকৃত-সহজিয়ার প্রসাদসেবার ছল করিয়া জিহ্বা-লাম্পট্যের প্রশ্রয়-প্রদান এক নহে। অনেক সময় কোন কোন প্রাকৃত-সহজিয়া বা বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের আচরণ বুঝিতে না পারিয়া বলিতে পারেন, 'ইনি ভগবানকে না দিয়াই আহার করেন', 'ইনি আমার ন্যায় (গোখরত্ব বুদ্ধি লইয়া) তুলসী-পত্রাদি (প্রাকৃত-সহজিয়ার গাছতুলসী বা পত্রতুলসীবুদ্ধি, চিন্ময়ী হরিপ্রিয়া তুলসীর বাস্তবস্বরূপ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন) দ্বারা ভগবান্‌কে নিবেদন না করিয়াই খাদ্যাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন।" এইরূপ বাক্য ভোগোন্মুখ প্রাকৃতসহজিয়াগণের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবচরণে অপরাধেরই বিজ্ঞাপক। কিন্তু তাঁহাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, তাঁহারা ঠাকুর ঘরে গিয়া যতই ঘণ্টার ধ্বনি করুন, আর যতবারই মন্ত্রপাঠ করুন্ না কেন, তাঁহাদের ভগবান্‌কে দেওয়ার সামর্থ্য নাই। তাঁহাদের ভোগোন্মুখ প্রাকৃত ইন্দ্রিয় কখনই অপ্রাকৃত-ভগবানের নিকট অপ্রাকৃত ভোজ্যসামগ্রী উপস্থাপিত করিতে পারে না। ইহা তাঁহারা ভুলিয়া যান বলিয়াই অর্চ্চনের পূর্ব্বে তাঁহাদের জন্য ভূতশুদ্ধির ব্যবস্থা হইয়াছে; কিন্তু ভগবদ্ভক্তের আনুগত্যে ও ভক্তের সেবাদ্বারা তাঁহাদের সেবোন্মুখতায় উদয়ে চিন্ময়বুদ্ধি প্রবল না হওয়া পর্য্যন্ত ঐরূপ ভূতশুদ্ধি ক্রিয়াও কর্ম্মাঙ্গেরই অন্যতমরূপে পর্য্যবসিত হয়, তাই তাঁহাদের ষোড়শোপচারে পূজা ভগবানের নিকট সাক্ষাৎ-ভাবে পৌঁছে না। বিশেষতঃ তাঁহাদের 'সেবাপরাধ' ও 'নামাপরাধ' প্রতি মুহূর্ত্তেই সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা। শুদ্ধনামপরায়ণ ভগবৎসেবোন্মুখ-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট ঐকান্তিক ভক্তগণের কোনও অপরাধ নাই। সেব্য ও সেবকের মধ্যে যে কিছু প্রতিবন্ধক থাকিতে পারে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও তাঁহাদিগের মধ্যে নাই; সুতরাং তাঁহাদের অপ্রতিহতা সেবাবৃত্তি নিত্যপরিস্ফুট ও উজ্জ্বল থাকায় তাঁহারাই ভগবানের সর্ব্ববিধ অভিলষিতবস্তুর দ্বারা সাক্ষাৎভাবে ও সর্ব্বতোভাবে সেবা করিতে পারেন। তাঁহারাই ভগবান্‌কে সাক্ষাৎভাবে খাওয়াইতে পারেন, কখনও বা কৃষ্ণপ্রীতি-অনুসন্ধান-তৎপর হইয়া গোদা দেবীর ন্যায়—"এই বস্তুটী কৃষ্ণের রুচিকর হইবে কিনা', পরীক্ষা করিবার জন্য নিজে কৃষ্ণসেবার পূর্ব্বেই গ্রহণ করিয়া পরে তাহা কৃষ্ণকে খাইতে দিতে পারেন। ঐরূপ বিশ্রম্ভসেবা, কখনও বা পাল্যজ্ঞানে সেবা, কখনও বা নিজাঙ্গ দ্বারা সেবার সামর্থ্য তাঁহাদের আছে।

শরণাগত ঐকান্তিক ভক্তগণের সর্ব্বত্রই 'ঈশাবাস্য' দর্শন। তাঁহারা কখনও নিজে 'ভোক্তা' সাজিয়া কোনও বস্তু গ্রহণ করেন না। একমাত্র শরণাগত ভক্ত ব্যতীত, জগতের বাদবাকী সকলেই জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশিতভাবে ভগবদ্‌ভোগ্য 'ঈশাবাস্য' জগতের ন্যূনাধিক 'ভোক্তা' সাজিয়া রহিয়াছেন। সুতরাং শরণাগত ঐকান্তিক ভক্ত ব্যতীত অপরাপর সকলেই 'কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট'। ঐকান্তিক শরণাগত ভক্ত জগতের যাবতীয় বস্তুকেই কৃষ্ণোচ্ছিষ্টবস্তু-জ্ঞানে সেবা করিয়া থাকেন। প্রাকৃত-সহজিয়া

কর্ম্মবিজড়িতবুদ্ধি লইয়া মনে করেন যে, তাঁহার অক্ষজ-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তুলসীপত্র, তাঁহার ভোগ্যসামগ্রীর কিয়দংশকে ভগবানের পূজায় (?) নিযুক্ত করিয়া আবার পরবর্ত্তিকালে ঐসকল তাঁহারই ভোগের ইন্ধন বা জিহ্বা লাম্পট্যের অনুকূল করিয়া নিতে পারে। কিন্তু অপ্রাকৃত-ভাগবত মনে করেন যে,—জগতের যাবতীয় বস্তু নিত্যকালই কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। উহা আদি, মধ্য এবং অন্ত্যে নিত্য-কালই কৃষ্ণের ভোগ্য। কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট ব্যতীত জগতে কোনও বস্তুর অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। বিবর্ত্ত-বুদ্ধিক্রমেই বস্তুর কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট জ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইয়া বস্তুর প্রতি ভোগবুদ্ধি উদিত হয়। নিজত্ববাদীকে সেই ভোগবুদ্ধির কবল হইতে ক্রমিক পন্থায় উদ্ধার করিবার জন্যই অর্চ্চনের ব্যবস্থা। কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বদা হরিসেবাপরায়ণ, যাঁহারা বস্তুর স্বরূপ-দর্শনে সমর্থ, তাঁহারা—

"যাহা নদী দেখে, তাঁহা মানয়ে কালিন্দী"।

—তাঁহারা বৃক্ষে উত্তমফল, স্রোতস্বিনীতে নির্ম্মল সলিল, বনরাজিতে প্রস্ফুটিত কুসুম, উদ্যানে স্নিগ্ধ গন্ধবহ প্রভৃতি যাহা কিছু দর্শন ও অনুভব করেন, তাহাকে তাঁহারা নিরন্তর ভোগোন্মুখব্যক্তির ন্যায় আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা বা ভোগবুদ্ধি না করিয়া ঐ সকল বস্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয়ের তর্পণ করিতেছে দেখিয়া উল্লসিত ও আনন্দিত হন এবং "কৃষ্ণের সব শেষ ভক্ত আস্বাদয়"—এই জ্ঞানে কৃষ্ণপ্রেমে কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট আস্বাদন করেন।

পরমহংসকুলাগ্রগণ্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীলগৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের চরিত্রে অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, তিনি অনেক সময়েই দেবলব্রাহ্মণের তুলসী ও মন্ত্রদ্বারা নিবেদিত 'কৃষ্ণপ্রসাদ' নামে পরিচিত বস্তু পরিত্যাগ করিয়াও শ্বপচাদি অবর ব্যক্তির গৃহের শুষ্কান্ন তাহাদের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া উহা সাক্ষাৎ মহাপ্রসাদ দর্শনে গ্রহণ করিতেন। মহাভাগবতের ঐরূপ আচরণ প্রাকৃত ব্যক্তিগণের বুদ্ধির অগম্য। বাহ্যচক্ষে ঐরূপ ভোজ্য সামগ্রী অত্যন্ত নিন্দনীয় ও বাহ্যবিচারে ঐরূপ সামগ্রীতে প্রাকৃত সহজিয়ার বাঞ্ছিত তুলসীপত্র প্রদত্ত হয় নাই। অতএব এরূপ বস্তু কিরূপেই বা তুলসী ও মন্ত্রের দ্বারা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিবেদিত বস্তুকে ত্যাগ করিয়াও গৃহীত হইতে পারে? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে প্রাকৃত সহজিয়াগণ সমর্থ হইবেন না। তবে তাঁহাদের জানিয়া রাখা দরকার যে, তাঁহাদের অক্ষজ-জ্ঞানগম্য 'বিগ্রহ' 'তুলসী' ও 'মহাপ্রসাদ' হইতে ভগবদর্চ্চাবতার সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহ, মাধবতোষণী শ্রীতুলসী ও বিষ্ণু হইতে অভিন্ন তদুচ্ছিষ্ট চিন্ময়-শ্রীমহাপ্রসাদ সম্পূর্ণ পৃথক। শ্রেষ্ঠ অধিকারিগণের আচরণ বুঝিবার প্রাকৃত-ব্যক্তির কোনই সামর্থ্য নাই।

শ্রীচৈতন্যদাস

['শ্রীভক্তিরত্নাকর'—দ্বিতীয় তরঙ্গোক্ত উপাখ্যান অবলম্বনে

ধন্য ধন্য শ্রীচৈতন্যদাস মহাভাগ।
অতুল তোমার শ্রীচৈতন্য-অনুরাগ॥
প্রাণত্যাগ উপক্রম করিলে কান্দিয়া।
কণ্টক-নগরে গৌর-সন্ন্যাস দেখিয়া॥
ঢালিয়া অজস্র অশ্রু শ্রাবণের ধারা।
হা গৌরাঙ্গ! বলি ভূমে হ'লে জ্ঞান হারা॥
লুঠিয়া ভূতলে পড়ি থাকি কতক্ষণে।
অভাগে পাইয়া সংজ্ঞা শুনিলে শ্রবণে॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামে 'চৈতন্য' কেবল।
হইল গোচর ভেদি জন-কোলাহল॥
বিহ্বল পাগল-প্রায় উঠিলে অমনি।
'হা চৈতন্য'! 'হা চৈতন্য'! তুলি' ঘন ধ্বনি॥
দেহ-গেহ ধন-জন ভুলিয়া সকল।
না দেখিয়া পথাপথ অনল কি জল॥
ভবনে কাননে গিরি বনে ভয়ঙ্কর।
করিলে ভ্রমণ কত স্থানে নিরন্তর॥
চৈতন্য-পাগল হেরি প্রেমিক-সজ্জন।
দিলেন 'চৈতন্যদাস' নাম অনুপম॥
আসিয়া আবাসে পুনঃ কতদিন পরে।
সর্ব্বস্ব সঁপিয়া পদে একান্ত অন্তরে॥
হইলে নিমগ্ন গাঢ় গউর-চরণে।
নেত্রে অশ্রু "হা গৌরাঙ্গ" কেবল বদনে

বসিল না গৃহে মন কিছুতেই তবু।
প্রাণ করে দিবানিশা 'হা প্রভু! হা প্রভু!'
ছুটিলে এবার দোঁহে নীলাচল ধামে।
সন্ন্যাস লইয়া প্রভু আছেন যেখানে ॥
লুঠিয়া চরণে সেই সদানন্দময়।
এত দিন দুই জনে জুড়ালে হৃদয় ॥
সচল অচল ব্রহ্ম একত্র হেরিয়া।
মহা-মহা প্রসাদান্ন আনন্দে সেবিয়া ॥
পাইয়া পরম কৃপা—প্রভুর সকাশে।
কি ভাবে হইলে ভোর ভক্ত-সহবাসে ॥
প্রভুর আদেশে পরে আসিলে আবার।
চাখন্দি আবাসে ইচ্ছা পূর্ণ করে তাঁর ॥
কি কৃপা তোমার প্রতি প্রভুর আ মরি।
সাক্ষাৎ শ্রীগৌর-প্রেম দিব্যরূপ ধরি ॥
লক্ষ্মীপ্রিয়া-গর্ভে তব করিল প্রবেশ।
জনমিল পুত্ররত্ন, আনন্দ অশেষ ॥
শ্রীনিবাস সেই পুত্র সাধু-শিরোমণি।
পড়াইলে ভাগবত তাঁহারে আপনি ॥
শিখাইলে সাধুবাক্যে ভক্তিতত্ত্ব-সার।
সাধিলে সংসারে সত্য কর্ত্তব্য পিতার ॥
পিতা পুত্রে গৌরপ্রেমে হইলে বিহ্বল।
জিনিলে সকল সংসারের অমঙ্গল ॥
শ্রীগোপাল ভট্ট পাশে তাঁহারে লইয়া।
কৃতার্থ করিলে কৃষ্ণমন্ত্র দেওয়াইয়া ॥
মরি, মরি, হায়, হায়, তোমার মতন।
নহে গো যে পিতা পুত্র-হিত-পরায়ণ ॥
'পিতা' নহে, 'পীতা' সেই পুত্র-প্রাণ-হর।
হিরণ্যকশিপু সম অসুর অবর ॥
কৃপা কর, কৃপা কর ধরি গো চরণে।
জনমিতে হয় যদি, আসিতে ভুবনে ॥
বৈষ্ণবগৃহেতে জন্ম হউক আমার।
বহির্ম্মুখ ব্রহ্মজন্মে শতেক ধিক্কার ॥

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের উপদেশ

[সুরাট দেশীয় বিদ্যালয়ের জনৈক ভূতপূর্ব্ব শিক্ষককে লক্ষ্য করিয়া; শিক্ষক মহোদয়ের ভার্য্যাবিয়োগের পর কিঞ্চিৎ বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় তিনি দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি কিছু বাঙ্গালাভাষা অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং "শ্রীচৈতন্য-ভাগবত", শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ কিছু কিছু পাঠ করিয়াছেন। সুরাটে থাকা কালে "গৌড়ীয়"ও পাঠ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর ধর্ম্মের প্রতি কিঞ্চিৎ লৌকিকী শ্রদ্ধা হইয়াছে। প্রাকৃত-ভক্ত বা ভক্তাভাসের যেরূপ 'বৈষ্ণব' 'অবৈষ্ণব' চিনিবার ক্ষমতা থাকে না, যেখানে কিছু আপাত-মনোমুগ্ধকর তথাকথিত ধর্ম্মের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সেই স্থানেই রুচি হয়; উক্ত মহোদয়েরও সেই অবস্থা। তিনি মহাপ্রভুর কথিত "খড় ও জাঠিয়া বেটার" (চৈঃ-ভাঃ মধ্য ১০।১৮৪-১৯১) মত শুদ্ধবিদ্ধ সকল সম্প্রদায়েই ঘুরিয়া বেড়ান। পুরীধামে সেইরূপ ভাবে শ্রীল ঠাকুরের নিকট আগমন করিলে শ্রীল পরমহংসঠাকুর তাঁহাকে নিম্নলিখিত উপদেশগুলি প্রদান করেন। এই উপদেশে কোমলশ্রদ্ধ অনেকের বিপথগমন হইতে রক্ষা হইতে পারে, মনে করিয়া তাহা প্রকাশিত হইল।]

(স্থান—পুরীধাম, শ্রীনরেন্দ্র-সরোবর-তীর
সময়—২২শে আষাঢ়, বুধবার, ১৩৩১ অপরাহ্ণ)

পথ দ্বিবিধ,—শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ। শ্রেয়ঃকথা অনেক সময়ে প্রেয়ের ন্যায় প্রাকৃত হৃৎকর্ণরসায়ণ না-ও হইতে পারে। কিন্তু প্রেয়ঃকথা সকল সময়েই ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর। শ্রোতা অধিকাংশ স্থলেই মনে করেন, 'আমি, যাহা ভালবাসি, বক্তার মুখ হইতে তাহাই বহির্গত হউক্; কিন্তু শ্রেয়ঃপন্থী মনে করেন যে, অপাততঃ আমার অরুচিকর হইলেও নিরপেক্ষ সত্যকথাই আমি শ্রবণ করিব।' মানুষের রুচি রকম রকম,—কতকগুলি ব্যক্তি ভাবুকশ্রেণীর, কতকগুলি বিচারক, কতকগুলি সংশয়াত্মা বা সন্দেহবাদী ইত্যাদি। আমরা যে রকম সমাজ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছি, তজ্জাতীয় চিন্তাস্রোত বা রুচিতেই আমাদের অনেকটা ঝোঁক দেখা যায়। অন্যকথা আমাদের নিকট বড়ই বিরুদ্ধ, (revolutionary) অশ্রুতপূর্ব্ব ও আশ্চর্য্য-

জনক বোধ হয়। কিন্তু আমরা যদি মঙ্গল চাই, তাহা হইলে ধৈর্য্যের সহিত শ্রবণ করিব এবং শ্রেয়ঃপন্থা গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য কিম্বা আপাতরমণীয় প্রেয়ঃপন্থা গ্রহণ-ই মানবজীবনের কর্ত্তব্য, তাহাও নিষ্কপটভাবে বিচার করিব। যদি শ্রেয়ঃ-পন্থা চাই, তাহা হইলে অসংখ্য জনমত পরিত্যাগ করিয়াও 'শ্রৌতবাণীই' শ্রবণ করিব। শ্রুতি বলেন,—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" শ্রীমদ্ভাগবতও সেই কথা সমস্বরে কীর্ত্তন করিয়া বলেন,—

"তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥"

আপনি দূরদেশ হইতে আসিয়াছেন, কিন্তু আপনার দেশের সকল লোকের ত' এদিকে রুচি উৎপন্ন হয় না। "গুরু" বৈষ্ণবকেও করা যায়, আবার অবৈষ্ণবকেও 'গুরু' বলা যায়। কিন্তু—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ॥"

আমরা তাদৃশ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিব, যিনি শতকরা শতভাগই (100 %) ভগবানের সেবায় নিযুক্ত আছেন। নতুবা আমি ত' তাঁহার আদর্শে শতকরা শতভাগ (100 %) হরিসেবায় রত হইব না। শ্রীচরিতামৃতও বলিয়াছেন,—

"আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান' না যায়॥"

'Platform speaker' or 'Professional priest' গুরু হইতে পারেন না। আমি বিজ্ঞাপনে পড়িলাম, ঝাড়ুদারের কার্য্যে আমার ভাগবত-পাঠ অপেক্ষা বেশী টাকা পাওয়া যায়, অমনি আমি ভাগবত-পাঠকের কার্য্য ছাড়িয়া ঝাড়ুদারের কার্য্যের জন্য আবেদন-পত্র পেস করিব। মানুষ সর্ব্বক্ষণ যদি হরিভজন না করেন, তাহা হইলে ত' তিনি ভগবানের নামবলে ইতর বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার যত্ন করিতেছেন। এই 'নামবলে পাপবুদ্ধি' একটি মহদপরাধ। তাঁহার যেমন দশটা কাজ আছে, দশ মিনিট বেড়াইতে হয়, পনের মিনিট খাইতে হয়, বিশ মিনিট লোকের সহিত আলাপ ব্যবহার করিতে হয়, তদ্রূপ ভাগবত-পড়াও দশটা কাজের ভিতরে একটা কাজ! ভাগবত-সেবাই যদি তাঁহার কার্য্য হয়, তাহা হইলে তিনি প্রত্যেক পদবিক্ষেপে, প্রত্যেক গ্রাসে, প্রত্যেক নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত হরিসেবা করিবেন। Stipend holder or a contractor cannot explain the Bhagabat. First of all refrain from approaching the professional priest. See whether he devotes his time fully to the Bhagabat or not. পরব্রহ্মে নিষ্ণাত ব্যক্তির সমস্ত সময় সেবাময়। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥"

পুরাণতীর্থ হইলেই যে তিনি ভাগবতের আদর্শ অনুসারে তাঁহার জীবন পরিচালিত করিতে পারিয়াছেন, এমন নহে। স্কুল কলেজের শিক্ষক বা অধ্যাপকের সঙ্গে যে সম্বন্ধ, ভাগবত-ব্যাখ্যাতার সঙ্গে সেরূপ সম্বন্ধ নহে। যে অধ্যাপক ছাত্র-দিগকে মনোরমভাবে পড়া বুঝাইয়া দিতে পারেন, তিনি উত্তম অধ্যাপক বলিয়া বিবেচিত হন। তাঁহার জীবন বা চরিত্র যাহাই থাকুক না কেন, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। ভাগবত-ব্যাখ্যাতার প্রতি সেরূপ দৃষ্টান্ত খাটিবে না। যিনি 'ভাগবত-ব্যাখ্যাতা' হইবেন, তাঁহার নিজের 'ভাগবত' হওয়া চাই। অর্থের লোভ, প্রতিষ্ঠার লোভ বা কোনরূপ পশ্চাৎটান থাকিলে তিনি লোকচিত্ত-রঞ্জক ভাগবত-পাঠক হইয়াও তিনি 'ভাগবত' হইতে বহু দূর। তাঁহার মুখে ভাগবত শ্রবণ করিয়া ভাগবতের বাস্তব সত্যের প্রতি লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্য-সংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়ণা কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

"সতাং প্রসঙ্গাৎ"—কথাটা লক্ষ্য করিবেন: 'হৃৎকর্ণ-রসায়ন' বলিতে বহির্ম্মুখের ইন্দ্রিয়তর্পণজনক নহে, পরন্তু সেবোন্মুখের চিদিন্দ্রিয়-রসায়ন বা সেবালোল্যপর।

প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বের কথা, এই পুরীধামে গোপীনাথ-মিশ্র নামে এক উৎকল পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার নিকট হইতে, ভাগবত-পাঠের পাঠী হইয়া জনৈক স্বাভাবিক ভাগবত, ভাগবত পাঠ করিয়া বিদ্ধ-ভক্তিস্রোতের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া জগতে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের আকর স্বরূপ হইয়াছেন। তিনিই শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীমন্মহা-

প্রভুর পাদপীঠের সন্নিকটে ভক্তি মণ্ডপের তলদেশে শুদ্ধ-ভাগবতালোচনার ভিত্তি স্থাপন করেন। বর্ত্তমান জগতে তাঁহার আনুগত্যেই ভাগবতপাঠ ও হরিকীর্ত্তন সম্ভবপর হইয়াছে। ঢঙ্গকুল না কপট-সমাজ স্ব-স্ব অসদভিপ্রায় লইয়া তাঁহার সেবা করিতে পারেন না।

শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণবের স্থানে পড়িতে হইবে। শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।" যে ব্যক্তি নিজে 'শ্রীমদ্ভাগবত' নয়, তাহার মুখে 'শ্রীমদ্ভাগবত' কীর্ত্তিত হয় না। সেই ব্যক্তি তাঁহার মুখে 'শ্রীমদ্ভাগবত' কীর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া অপর লোকের বিবর্ত্ত উৎপন্ন করে মাত্র। নিজে বঞ্চিত, তাই অপরকেও বঞ্চিত করে। বঙ্গদেশে অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা মৎস্য খান, ভাগবত-নিন্দিত স্ত্রীসঙ্গ, গৃহব্রতধর্ম্ম ও নানা অসদাচরণ করিয়া থাকেন অথচ 'ভাগবতপাঠী' বলিয়া মুখে বলেন, তাঁহাদের জিহ্বায় কি প্রকারে অভিন্ন-ভগবদ্-বস্তু 'ভাগবত' নৃত্য করিতে পারেন? যাঁহার চরিত্র খারাপ, কামের চিন্তা যাঁহার প্রবল, যাঁহার প্রতিষ্ঠা ও অর্থ আবশ্যক, তিনি কখনও শ্রীমদ্ভাগবত পড়েন না,—শ্রীমদ্ভাগবত পড়িবার ছলে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ করেন মাত্র। অথচ এই শ্রেণীর লোক বলেন, -"যাহারা সর্ব্বক্ষণ 'ভাগবত' পড়েন, তাঁহাদিগের হরি-সেবার অর্থ বন্ধ করিয়া দাও, রেলের ভাড়া বন্ধ করিয়া দাও!" পরন্তু ভাগবতদিগকেই সকলে সেবা করিবেন।

যে গুরুদেব সর্ব্বক্ষণ হরিভজন করেন, আমি সৌভাগ্যবান্ হইলে সেই গুরুদেবের চরণাশ্রয় করিতাম। পণ্ডিত কে? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"পণ্ডিতো বন্ধ-মোক্ষবিৎ" (ভাঃ ১১।১৯।৪১)।

আবার আমরা অনেক সময় মনে করি, 'আমাদের 'ভাগবত' পড়িয়া, মন্ত্র দিয়া, ঠাকুর দাঁড় করাইয়া পেটপূজা করাকে যাঁহারা গর্হণ করেন,—যাঁহারা সত্য সত্য ভাগবত পড়েন, ঠাকুর সেবা করেন, জগতের লোককে 'শুদ্ধ বৈষ্ণব' করেন, আমরা কেনই বা না তাঁহাদের গলা টিপিব, আমাদের গর্হিত কার্য্য সমর্থনের কোন উত্তর দিতে না পারিয়া বলিব, তাহারাও ত' শিক্ষা করে, তাহাদেরও ত' অর্থের আবশ্যক হয়!!' পরন্তু বিষয় তাহা নহে, যাঁহারা সত্য সত্য 'ভাগবত' পড়েন, ঠাকুর সেবা করেন, তাঁহাদিগকেই সমস্ত দিতে হইবে, তাঁহাদিগেরই সমস্ত বস্তু, তাঁহারা আমার মত ভোগ করেন না অথবা ঠাকুর সেবার ছল করিয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনাও করেন না। কিম্বা ভগবৎ-সেবোপকরণকে প্রাপঞ্চিকবোধে ত্যাগ করিয়া ফল্গুবৈরাগীর জড়প্রতিষ্ঠা ও সংগ্রহ করেন না।

লোকের কাছে 'নিরপেক্ষ সত্য' বলিলে পাছে উহা লোকের অপ্রিয় হয়,—এই ভয়ে, আমি যদি সত্য কথা কীর্ত্তন পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে ত' আমি শ্রৌত-পন্থা পরিত্যাগ করিয়া অশ্রৌতপন্থা গ্রহণ করিলাম, 'আমি 'অবৈদিক'—'নাস্তিক' হইলাম—সত্যস্বরূপ ভগবানে আমার বিশ্বাস নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের লেখক গ্রন্থের গোড়ায়-ই লিখিয়াছেন,—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ"॥

গুরু কখনও 'প্রেয়ঃপন্থা' স্বীকার করেন না, তিনি—শ্রেয়ঃপন্থী। তাঁহার গুরুর নিকট হইতে তিনি যেরূপ সত্যপথে বিচরণ করিবার শিক্ষা পাইয়াছেন, তাহাই তিনি অপরকে বলেন। গুরুকে কেহ যদি বলেন,—"গুরুদেব! আমি মদ খাইতে চাই"! গুরু যদি শিষ্যকে তাহাতে প্রশ্রয় না দেন, তবেই ত' আমরা 'আমার মনের রুচির অনুকূল বস্তু দিলেন না' বলিয়া তাঁহাকে গুরুপদ হইতে খারিজ করি। আর যিনি আমার ঐরূপ ইন্দ্রিয় যজ্ঞে ইন্ধন প্রদান করিতে পারেন, আমরা তাঁহাকেই গুরুপদে বরণ করিয়া থাকি! আমরা অনেক সময়ে 'গুরু' করি—মঙ্গল বা শ্রেয়ের জন্য নহে; পরন্তু আমাদের প্রেয়োলাভের জন্য। গুরুকরণ কার্য্যটা বর্ত্তমানকালে এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে নাপিত, ধোপা রাখার ন্যায় একটা লৌকিক বা কৌলিক ধারা, আর এক শ্রেণীর মধ্যে একটা 'ফ্যাসন'।

আমার সত্য জানিবা মাত্রই তাহাতে নিষ্ঠাযুক্ত হওয়া উচিত। আমাদের জীবনের সময় যার যতটুকু আছে, উহার একমুহূর্ত্তও বিষয়কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া হরিভজনে নিযুক্ত করা উচিত। খট্টাঙ্গ রাজা জীবনের অবশিষ্ট মুহূর্ত্ত-কাল, অজামিল মাত্র মৃত্যুকালটী হরিভজনে নিযুক্ত করিয়া অভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন। আমরা বলিতে পারি, আমাদের কর্ত্তব্য-কার্য্য বাকী আছে; কিন্তু "বিষয়ঃ" খলু

সম্ভবতঃ স্যাৎ” অন্যান্য কর্ত্তব্যগুলি সব জন্মেই করা যাইবে কিন্তু জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য হরিভজন এই মনুষ্য জন্ম ছাড়া আর অন্য সময়ে সম্পন্ন হইবে না। শিবানন্দ ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক শক্তি-উপাসক ব্রাহ্মণের রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য নামে একটী পুত্র ছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় দুর্গোৎসব আগতপ্রায় দেখিয়া পুত্র রামকৃষ্ণকে কতকগুলি ছাগ মহিষাদি শক্তিপূজার আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য স্থানান্তরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণের ছাগমহিষগুলি লইয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ঠাকুর মহাশয় রামকৃষ্ণকে ছাগমহিষগুলির বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, রামকৃষ্ণ নিষ্কপটে ঠাকুর মহাশয়ের নিকট পিত্রাদেশের কথা ব্যক্ত করেন। ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশে রামকৃষ্ণের চিত্ত ফিরিয়া যায়। তিনি ছাগ ও মহিষগুলি ছাড়িয়া দেন এবং শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে কৃপা লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় দ্রব্যসম্ভার বিশেষতঃ পূজার মহিষছাগগুলির জন্য পথ পানে চাহিয়া রহিয়াছিলেন, মনে করিয়াছেন, আত্মজ এবার 'মায়ের পূজার জন্য উৎকৃষ্ট ছাগ-মহিষ ক্রয় করিয়া বাড়ী ফিরিবে'; কিন্তু পুত্রকে রিক্ত হস্তে আসিতে দেখিয়া বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “রামকৃষ্ণ, তুমি মায়ের পূজার জন্য ছাগ আনিয়াছ কি?” রামকৃষ্ণ উত্তর করিল, “পিতঃ! আমি ছাগমহিষগুলি ক্রয় করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু পথে ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছি। আর আমি আজ একজন পরমবৈষ্ণবের কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি।’ এইরূপ কথায় বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্যের কিরূপ ক্রোধের উদয় হইতে পারে, তাহা আপনারা সকলেই অনুমান করিতে পারিতেছেন। ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “রামকৃষ্ণ, আজ তুমি পিত্রাদেশ লঙ্ঘন করলে! মায়ের পূজার বিঘ্ন জন্মাইলে, আবার অর্থগুলি পগাড় জলে ভাসাইয়া দিয়া আসিলে! তা'র পর তুমি ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়া বৈষ্ণবের শিষ্য' হইতে গেলে! আমাদের যে আর সমাজে মুখ দেখাইবার 'জো থাকিল না। না হয় তুমি কোনও শাক্ত-ব্রাহ্মণকে 'বৈষ্ণব' বিচার করিয়া তাহার শিষ্য হইতে।” তুমি আজ অবিপ্রকে গুরুপদে বরণ করিলে! ইহা অপেক্ষা অধিক অপমানের কথা আর কি আছে? আমাদের মুখে তুমি আজ চুণকালী দিতে অগ্রসর হইয়াছ। তুমি কুলের অঙ্গার হইয়াছ! মায়ের কোপে যে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে।”

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের সত্যকথা শুনিবার কারণ হইয়াছিল; তাই তিনি ঠাকুর মহাশয়ের মুখে সত্য কথা শুনিয়া [illegible] জাগতিক কর্ত্তব্যগুলি অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য জ্ঞানে পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র হরিভজনে নিযুক্ত হইলেন

আমাদের নিশ্বাসের বিশ্বাস নাই। আমার মঙ্গল এই দণ্ডেই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যদি আমি প্রকৃত মঙ্গল চাই, তাহা হইলে আমার মঙ্গলের প্র[illegible]ল জগতের কাহারও কথা শুনিব না—

“গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যাৎ পতিশ্চ ন স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত মৃত্যুম্॥

(ভাঃ ৫।৫।১৮

বাউলিয়া বিশ্বাস

জগদ্‌গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার একএকজন ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া জগতে একএকটি মহতী শিক্ষাপ্রদান ও মহান্ আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। আজ যদি করুণাবতার প্রভু আমাদের, আমাদিগকে এরূপভাবে শিক্ষা প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে জগৎ হইতে ভক্তিধর্ম্ম বিলুপ্ত হইত। উপদেশের কথা যখন কোনও ব্যক্তির চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়া প্রকাশিত হয়, তখন তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যকরী হইয়া থাকে।

কমলাকান্ত বিশ্বাস নামে অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর একজন

ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত শিষ্য ছিলেন। ইনি নবদ্বীপেই বাস করিতেন। শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরী নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে আসিবার কালে দ্বিজ কমলাকান্তকে সঙ্গে করিয়া নীলাচলে লইয়া আসেন। কমলাকান্ত নীলাচলে আসিয়া নীলাচলাধিপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের নিকট একখানা পত্র লিখিয়া পাঠান। পত্রখানিতে কমলাকান্ত স্বীয় গুরু অদ্বৈতআচার্য্য প্রভুকে ঈশ্বরত্বে স্থাপন করিয়া আচার্য্যের কিছু ঋণ হইয়াছে জ্ঞাপন করেন এবং সেই ঋণ-পরিশোধার্থে রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকট হইতে তিনশত মুদ্রা যাচ্ঞা করেন। কোনক্রমে ঐ পত্রখানি শ্রীমন্মহাপ্রভুর হস্তে আসিয়া পড়ে। পত্রখানি পড়িয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং তিনি বাহিরে আসিয়া দুঃখ সহকারে বলেন,—কমলাকান্ত আচার্য্যকে ঈশ্বর বলিয়া স্থাপন করিয়াছে, ইহাতে কোন দোষ হয় নাই, কারণ আচার্য্য প্রকৃতই ঈশ্বর, কিন্তু কমলাকান্ত একদিকে 'ঈশ্বর' বলিয়া অপর দিকে আবার ঈশ্বরের 'অভাব' বা 'দরিদ্রতা' আছে—এইরূপ বিচার করায় আচার্য্যকে লঘু করিবার চেষ্টা প্রদর্শন ও তৎসঙ্গে আচার্য্যের চরণে মহদপরাধ সঞ্চয় করিয়াছে। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী নারায়ণকে জীবজ্ঞানে দরিদ্রবুদ্ধিই 'মায়াবাদ' বা 'বাউল-মত'।

নারায়ণের দরিদ্রতা বা কোন ঋণ থাকিতে পারে না। নারায়ণ ত' দূরের কথা, নারায়ণের দাসানুদাসগণেরও কোনও অভাব নাই। যে নারায়ণ-কিঙ্করগণ ইন্দ্রাধিপত্য সার্ব্বভৌমপদ, এমন কি, অষ্টসিদ্ধি ও মুক্তিকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারেন, তাঁহারা কি দরিদ্র? যে নারায়ণের নিখিল ঐশ্বর্য্য, বৈকুণ্ঠ যাঁহার নিত্যধাম, লক্ষ্মী যাঁহার সেবিকা, যে নারায়ণের ঐশ্বর্য্যের একটু বিকৃত প্রতিফলন মাত্র এই জগতে মহারাজাধিরাজ ও স্বর্গের দেবরাজগণের মধ্যে দেখিতে পাইয়া লোকে মুগ্ধ ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়ে, সেই নারায়ণের আবার দরিদ্রতা! সেই নারায়ণের দাসগণের কোনও অভাব নাই। শ্রীগৌরসুন্দর খোলাবেচা শ্রীধরের দ্বারা জগতে সেই সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যভাগবতে (মধ্য ৯।২৩৮-২৪১) লিখিয়াছেন,—

"বৈষ্ণব চিনিতে পারে কাহার শকতি।
আছয়ে সকল সিদ্ধি দেখয়ে দুর্গতি॥
খোলাবেচা শ্রীধর তা'র এই সাক্ষী।
ভক্তিমাত্র নিল অষ্টসিদ্ধিকে উপেক্ষি'॥
যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ॥
বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে, ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥
কলা মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা।
কোটিকল্পে কোটীশ্বরে না দেখিবে তাহা॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু নারায়ণে "দরিদ্র"-বুদ্ধি যে অসৎমত, তাহা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন—

ঈশ্বরের দৈন্য করি' করিয়াছে ভিক্ষা।
অতএব দণ্ড করি' করাইব শিক্ষা॥
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল,—ইঁহা আজি হইতে।
বাউলিয়া বিশ্বাসে এথা না দিবে আসিতে॥

—চৈঃ চঃ আঃ ১২।৩৫-৩৬

কমলাকান্তের প্রতি মহাপ্রভুর এই দণ্ডের কথা শ্রবণ করিয়া অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং বিশ্বাসকেও সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন,—"কমলাকান্ত, তুমি বড়ই ভাগ্যবান্। কেননা, তোমাকে আজ স্বয়ং ভগবান্ দণ্ডিত করিতেছেন। যাঁহারা জগদ্গুরু বা লোকশিক্ষকের নিকট হইতে কেবল সম্মান আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা আত্মবঞ্চিত। দেখ, পূর্ব্বে মহাপ্রভু আমাকে বড়ই সম্মান করিতেন, আমার মনে তাহাতে দুঃখ হয়। আমি মনে ভাবিলাম, এরূপ সম্মান পাইয়া আমি মহাপ্রভুর শিক্ষ্য-ভাজন হইতে পারিতেছি না; অতএব আমি যোগবাশিষ্ঠ ব্যাখ্যা করিয়া মুক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের অভিনয় দেখাইব। তাহা হইলেই মহাপ্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে কটূক্তি ও দণ্ডপ্রদান করিবেন। তাহাই হইল। মহাপ্রভুর দণ্ড পাইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। মহাপ্রভুর দণ্ড সকলে পাইতে পারে না। ভাগ্যবান্ মুকুন্দ মহাপ্রভুর দণ্ড পাইয়াছিলেন। সেই দণ্ডমধ্যেও মহাপ্রভুর একটী গূঢ়-শিক্ষা নিহিত আছে। মহাপ্রভু শুদ্ধভক্তি-প্রচারক আচার্য্য লীলাভিনয়কারী। তিনি জগজ্জীবকে দেখাইলেন যে, 'যাহারা একসময়ে খুব হরিসঙ্কীর্ত্তনে বা ভক্তিযাজনে মত্ততা দেখায়,

আবার যখন অন্য সময়ে ভক্তিবিরোধী অন্য সম্প্রদায়ে যায়, তখন সেখানে গিয়াও তাহাদের সহিত খুব মিলা মিশা ও সম্ভাষণাদি করে, তাহারা কখনও 'ভক্তি' মানে না। তাহারা একবার দন্তে তৃণ ধারণ করে, আবার পর মুহূর্তেই আমার অঙ্গে শেল-বিদ্ধ করিতে উদ্যত হয়, তাহারা ভক্তির স্থানে অপরাধী। (চৈঃ ভাঃ [illegible])

মুকুন্দ মহাপ্রভুর নিত্য পরিকর। তাঁহার কিছু দোষ হইতে পারে না। তবে মহাপ্রভু তাঁহাকে দিয়া জগজ্জীবকে শিক্ষাপ্রদান করিবার জন্যই এইরূপ লীলা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। অন্যের কা কথা, স্বয়ং শ্রীশচীদেবীও মহাপ্রভুর দণ্ডপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর এই দণ্ডলীলার মধ্যেও আর একটী মহতী শিক্ষা নিহিত আছে। শ্রীগৌরসুন্দরের অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপ অনেক সময়েই নিজ গৃহসংসার ছাড়িয়া অদ্বৈতপ্রভুর সঙ্গেই হরিকথা আলোচনাতেই কাল কাটাইতেন। কিছুকাল পরে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া চলিয়া যান। পরমবৎসলা শ্রীশচীমাতা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, অদ্বৈত আচার্য্যই সর্ব্বদা সংসারের অনিত্যতা প্রভৃতি বলিয়া আমার পুত্রকে ঘরের বাহির করিয়াছেন। ইহা মনে মনে জানিলেও শচীদেবী বৈষ্ণবাপরাধের ভয়ে মুখে কিছু বলিতেন না। কিছুকাল পরে নিমাইও সংসার-সুখ ও লক্ষ্মীদেবীকে পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তরই অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট অবস্থান করিতে থাকেন। ইহা দেখিয়া বাৎসল্যরসময়ী গৌরভগবানের জননী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, বলিলেন,—"এই আচার্য্য গোসাঞি আমার এক চন্দ্রসম পুত্রকে ঘরের বাহির করিয়াছেন, সবে ধন নীলমণি এক নিমাই, ইহাকেও ঘরে স্থির হইতে দিবেন না। অনাথা বলিয়া আমার প্রতি ইঁহার দয়া পর্য্যন্ত নাই। ইনি জগতের নিকট 'অদ্বৈত' বটে কিন্তু আমার প্রতি ইঁহার 'দ্বৈত' অর্থাৎ অসদ্-ব্যবহার।" শচীদেবীর এইমাত্র অপরাধ। মহাপ্রভু জগতে বৈষ্ণব অপরাধের গুরুত্ব শিক্ষা দিবার জন্য অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা না করা পর্য্যন্ত স্বীয় মাতাকে পর্য্যন্ত প্রেমদান করিলেন না। অতএব কমলাকান্ত, তুমিই ভাগ্যবান্।"

অদ্বৈতাচার্য্য কমলাকান্তের দণ্ডদর্শনে মহাপ্রভুকে বলিলেন,—তোমার লীলা বুঝা ভার। তুমি আমাকেও যে প্রসাদ দান কর নাই, আজ তাহা কমলাকান্তকে বিতরণ করিতে বসিয়াছ। মহাপ্রভু অদ্বৈতের বাক্যে হাস্য করিয়া কমলাকান্তকে নিজ সমীপে ডাকাইলেন, তাহাতে অদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুকে বলিলেন, "তুমি ইহাকে দর্শন দিলে কেন? এ ব্যক্তি আমাকে দুইরূপে বিড়ম্বনা করিতেছে। এ ব্যক্তি আমাকে অপ্রাকৃত নারায়ণও বলে, আবার কার্য্যতঃ আমাকে প্রাকৃত অর্থভিক্ষু দরিদ্রও জ্ঞান করে।" মহাপ্রভু কমলাকান্তকে ডাকিয়া বলিলেন,—

> * * বাউলিয়া, ঐছে কেন কর।
> আচার্য্যের লজ্জা ধর্ম্ম হানি সে আচর॥
> প্রতিগ্রহ কভু না করিবে রাজধন।
> বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন॥
> মন দুষ্ট হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
> কৃষ্ণস্মৃতি বিনা হয় নিষ্ফল জীবন॥
> লোকলজ্জা হয়, ধর্ম্ম-কীর্ত্তি হয় হানি।
> ঐছে কর্ম্ম না করিবে কভু ইহা জানি'॥
>
> —চৈঃ চঃ আঃ ১২।৪৯-৫২

পাঠকগণ, কমলাকান্ত বিশ্বাসের প্রতি এই উপদেশ-বাণী হইতে আমরা কি জানিতে পারি? প্রথমতঃ মহাপ্রভু শিক্ষা দিলেন যে, 'দরিদ্র-নারায়ণ'-মতবাদটী অসৎ বা 'বাউলিয়া মত'। নারায়ণত্ব ও দরিদ্রত্ব একসঙ্গে সামঞ্জস্য হইতে পারে না। 'নারায়ণত্ব'—'দরিদ্রতা' নহে, 'দরিদ্রতা'ও 'নারায়ণত্ব' নহে। যদি বল, দরিদ্ররূপী নারায়ণ অর্থাৎ নারায়ণ-স্বরূপতা কিছুকালের জন্য দরিদ্রতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে, তাহাও বলিতে পার না, কারণ নারায়ণ—মায়াধীশ, তিনি মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন বা বশীভূত হন না। খণ্ডবস্তুই আচ্ছন্ন হয়, অখণ্ডবস্তু আচ্ছন্ন হইতে পারে না। উদাহরণ দেখ,—চন্দ্র বা নক্ষত্রাদি খণ্ড খণ্ড জ্যোতিষ্ক সকল নদী বা সরোবরের জলে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে। কিন্তু অনন্ত আকাশ ত' প্রতিবিম্বিত হয় না। অনেক সময় মনে হয়, আকাশ বুঝি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তাহা নহে। আকাশস্থ খণ্ড মেঘগুলিই প্রতিবিম্বিত হয়। অতএব নারায়ণ কখনও মায়া বা দরিদ্রতার দ্বারা অভিভূত হইতে পারেন না। 'নারায়ণ' বা 'ঈশ্বর' জগতে অবতীর্ণ হইয়াও প্রপঞ্চের গুণে বশীভূত হন না, তিনি 'মায়া মিশাইয়া'

আসেন না, প্রপঞ্চে আসিয়াও তিনি প্রপঞ্চাতীত থাকেন, ইহাই ঈশ্বরের ঈশিতা।

কমলাকান্তের দণ্ডলীলাদ্বারা মহাপ্রভুর দ্বিতীয় শিক্ষা এই যে, আপদ্ধর্ম্মে পতিত বা ঋণগ্রস্ত হইবার ছল করিয়া নিজে অথবা শিষ্যাদিদ্বারা রাজা কিম্বা বিষয়ীর নিকট হইতে অর্থযাচ্ঞা করা বা করান আচার্য্যদিগের পক্ষে নির্লজ্জ ব্যবহার ও ধর্ম্মহানিকর আচার। আজকাল কোন কোন আচার্য্যাভিমানী ব্যক্তি বলিয়া থাকেন,—"আপদ্ধর্ম্মকালে সকলই করা যায়। ভাগবত-ব্যবসায়, মন্ত্র-ব্যবসায়, কীর্ত্তন-ব্যবসায় প্রভৃতি করিয়া উদরপূর্ত্তির জন্য আচার্য্যত্ব রক্ষিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভবিষ্যকালে ধর্ম্মজগতে এইরূপ ধর্ম্মবিরোধী আচার প্রবর্ত্তিত হইবে জানিতে পারিয়াই, 'বাউলিয়া-বিশ্বাসে'র দণ্ড-লীলা-দ্বারা জগতে বৈষ্ণবাচার্য্যের আচরণের আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। যে সকল শিষ্য বলিয়া থাকেন, "আমার আচার্য্য আপদ্ধর্ম্মে পতিত, সুতরাং ধর্ম্মবিক্রয় করিয়া অর্থগ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছেন," তাঁহারা যে কার্য্যতঃ নিজ গুরুকেই লঘু করিয়া ফেলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা জানাইয়া দিলেন। ইহা দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও দেখাইলেন যে, আচার্য্যাভিমানিগণেরও যদি আপদ্ধর্ম্ম বা অভাববুদ্ধি থাকে, তাহা হইলে তাঁহারাও আচার্য্যস্থানীয় নহেন। কারণ শরণাগত ব্যক্তির অভাব বা আপদ্বুদ্ধি থাকিতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও জানাইলেন, রাজা স্বভাবতঃ বিষয়ী লোক; বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করিলে চিত্ত দুষ্ট হয়, চিত্ত দুষ্ট হইলে কৃষ্ণ-স্মৃতি-অভাবে জীবন নিষ্ফল হয়। সকল ধর্ম্মলিপ্সুর পক্ষেই ইহা নিষিদ্ধ, বিশেষতঃ ধর্ম্মাচার্য্যদিগের পক্ষে ইহা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ—"এই শিক্ষা সবাকারে সবে মনে রহল।"

অথৈতানি ন সেবেত বুভূষুঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা লোকপতির্গুরুঃ॥

(ভাঃ ১।১৭।৪১)

দ্যূতক্রীড়া, মদ্যাদিপান, স্ত্রী, প্রাণিবধ ও স্বভোগার্থ ক মঙ্গলেচ্ছু পুরুষমাত্রেই সেবা করিবে না, বিশেষতঃ ধর্ম্মশীল ব্যক্তি, প্রজাপালক রাজা, লোকপতি বা সমাজনেতা এবং আচার্য্যের পক্ষে ঐ সকল বিশেষভাবে নিষিদ্ধ।

বর্ত্তমানে ধর্ম্মাচার্য্যাভিমানিগণ মহাপ্রভুর এই শিক্ষা মানেন কি? এমনও শুনিতে পাওয়া গিয়াছে যে, বর্ত্তমানের কোনও কোনও আচার্য্যাভিমানিব্যক্তি "রাজা ও বিষয়ীকে শিষ্য করিয়া তাঁহার প্রভূত অর্থ আত্মসাৎ করিতে সমর্থ হইয়াছি" বলিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া থাকেন। এমনও শুনা গিয়াছে যে, কেহ কেহ সম্পত্তিশালিনী বারবনিতার মৃত্যুর পর উহার অধর্ম্মোপার্জ্জিত সম্পত্তি পাইবার আশায় উহার ও বৃষলীপতির গুরু হইবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন। ইহাই কি মহাপ্রভুর শিক্ষা? এইরূপ আচরণ করিয়াও কি আচার্য্যত্ব সংরক্ষিত হয়? এরূপও শুনা গিয়াছে যে, কোনও একজন কীর্ত্তন-গায়ক একটী রাজপরিবারের আবালবৃদ্ধবনিতাকে শিষ্য করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে প্রতিবৎসর বহু-অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন। যদি প্রকৃত প্রস্তাবে রাজা, বিষয়ী বা বারবনিতাকেও বৈষ্ণব শিষ্য করিয়া তাহাদিগকে অসদাচরণ হইতে সম্পূর্ণভাবে নির্ম্মুক্ত করিতে পারিতেন এবং তাহাদের অর্থ, কায়-মনোবাক্য-প্রাণ—সমস্তই হরিসেবাতে নিযুক্ত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায়, সেই আচার্য্যাভিমানী মহোদয় শিষ্য করিতে না পারিয়া নিজেই রাজা ও বিষয়ীর অধীন হইয়া পড়িয়াছেন। এমন কি, উহারা বাহ্যে লোক দেখাইবার জন্য মালা তিলকাদি ধারণ করিলেও গুরুর সম্মুখে কুক্কুট-ভোজন, মদ্যপান, গঞ্জিকা-সেবন, স্ত্রী-লাম্পট্য প্রভৃতি অসদাচরণ করিতেও কুণ্ঠিত হন না। ইহারই নাম কি গুরুগিরি? শিষ্যানুবন্ধ অর্থাৎ শিষ্যের অধীন হওয়া বা শিষ্যের মন যোগাইয়া চলার নাম গুরুত্ব নহে, উহা অত্যন্ত লঘুত্ব ও মহদপরাধের কার্য্য।

বিষয়ী বা রাজার অন্নগ্রহণ করা আচার্য্যের অনুচিত। কিন্তু আবার আমরা জগদ্গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু, আচার্য্য শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও আচার্য্য শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর চরিত্রে কি দেখিতে পাই? মহাপ্রভু কিছুতেই প্রতাপরুদ্রের সহিত দেখা করিবেন না; কিন্তু যখন প্রতাপরুদ্র সর্ব্বতোভাবে হরি-সেবোন্মুখ হইলেন, মহাপ্রভু ছাড়া যখন তাঁহার আর রাজ্য-সম্পত্তি কিছুই ভাল লাগিল না, যখন তিনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভৃতি শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সঙ্গ-প্রভাবে গৌর-গত-প্রাণ হইলেন, এমন কি বিষয়-সম্পত্ত রাজ্য-সম্পদ্ সমস্ত তুচ্ছ করিয়া মহাপ্রভুর জন্য প্রাণ পরিত্যাগেও কৃতসঙ্কল্প হইলেন, সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণব-

সদাচার গ্রহণ করিলেন, তখনই মহাপ্রভু রাজাকে কৃপা করিয়া তাঁহার সেবা অঙ্গীকার করিলেন। প্রতাপরুদ্র তখন কায়মনোবাক্য ও অর্থের দ্বারা মহাপ্রভুকে ও মহাপ্রভুর ভক্তগণকে সেবা করিতে পারিলেন। এমন কি তখন মহাপ্রভু নিজেই প্রতাপরুদ্রের দ্বারা ভক্তসেবা ও ভক্তি-প্রচার কার্য্যের অনেক আনুকূল্য বিধান করাইলেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর চরিত্রেও আমরা দেখিতে পাই, আচার্য্যপ্রভু দস্যুদলের অধিপতি রাজা বীরহাম্বীরকে 'বৈষ্ণব' করিয়া তাঁহার দ্বারা ভক্তি-প্রচারের অনেক আনুকূল্য করাইয়া লইলেন। কিন্তু, তিনি ত' নিজের ভোগের জন্য কিম্বা আপদ্ধর্ম্ম অথবা স্ত্রী পুত্রাদি প্রতিপালনে কিম্বা ঠাকুর-সেবার ছলে নিজ ভোগ-সাধনের জন্য বীর হাম্বীরের এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বীরহাম্বীরের অর্থের দ্বারা ভক্তি প্রচার বা সর্ব্বতোভাবে হরিসেবাই করাইয়াছিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুও বৈদ্যনাথ ভঞ্জ প্রভৃতি রাজন্য-বর্গকে শিষ্য করিয়া তাঁহাদের দ্বারা শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের আনুকূল্যই করাইয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা কেহই শিষ্যের অধীন হন নাই। পাছে শিষ্য অর্থ-বন্ধ করে, এই ভয়ে তাঁহারা কখনও শিষ্যের মনোরঞ্জন বা শিষ্যের অসদাচরণের প্রশ্রয় প্রদান করেন নাই। নিজে ভোক্তা সাজিয়া বিষয়ীর অন্ন ভোগ করিলে বা কপটতা করিয়া বাহ্যে হরিসেবার ছল দেখাইয়াও বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করিলে মন দুষ্ট হয়। ফলের দ্বারাই কারণ অনুমিত হয়। মন দুষ্ট হইলে তাহা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-কুটিনাটির প্রতিই ধাবিত হইয়া থাকে; কৃষ্ণসেবোজ্জ্বল্যের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণে ভোগ-বুদ্ধির উদয় হয়। শ্রীল ঠাকুর হরিদাস বেশ্যাকে কৃপা করিয়া উহার বেশ্যাত্ব বিদূরিত করিয়াছিলেন। কিন্তু উহার অধীন হইয়া উহার অধর্ম্মোপার্জ্জিত গৃহ বিত্তাদি কিছুই গ্রহণ করেন নাই। শিষ্যের সর্ব্বস্ব গুরুদেবের প্রাপ্য হইলেও বৈষ্ণব-গুরু শিষ্যের গৃহ-বিত্তাদি প্রাকৃত-মলসমূহ স্বয়ং গ্রহণ করেন না। শিষ্যকে প্রাকৃত-অভিমান হইতে মুক্ত করা এবং তাহার প্রাকৃত-মল স্বয়ং গ্রহণ না করাই সদাচারী বৈষ্ণব-গুরুর কর্ত্তব্য; ঠাকুর হরিদাসের ইহাই শিক্ষা।

বাউলিয়া বিশ্বাসের দণ্ডলীলা দ্বারা মহাপ্রভুর তৃতীয় শিক্ষা এই যে, বৈষ্ণবাচার্য্য নিজকে 'ব্রাহ্মণ' বা 'গৃহস্থাশ্রমী' বলিয়া বা বোলাইয়াও কিম্বা আপদ্ধর্ম্মের নাম করিয়াও স্বভোগার্থ বিষয়ীর নিকট হইতে কিছুই গ্রহণ করিতে পারিবেন না। দক্ষিণমার্গীয় গৃহস্থ ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ বা দক্ষিণা গ্রহণ করা প্রবৃত্তি ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বিধি হইলেও উত্তর-মার্গীয় বৈষ্ণবাচার্য্য বিষয়ীর নিকট হইতে বিষয়ীর প্রাকৃত-মল গ্রহণ করিয়া ভক্তি হইতে বিচ্যুত হন না। গৃহস্থাশ্রমী ও ব্রাহ্মণলীলাভিনয়-কারী অদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর দৃষ্টান্ত দ্বারা জগদ্গুরু মহাপ্রভু এই শিক্ষা দিলেন।

মহাপ্রভুর চতুর্থ শিক্ষা এই যে, নাম-মন্ত্রোপদেশ আচার্য্যের কর্ত্তব্য; পরন্তু যে আচার্য্য নাম-মন্ত্রোপদেশাদি করিয়া দক্ষিণার নামে স্বভোগার্থ অর্থাদি প্রতিগ্রহ করেন বা স্বমুখে অর্থাদি যাজ্ঞা না করিলেও শিষ্যকে দালালপদে নিযুক্ত করেন, তাঁহারাও আচার্য্যপদের যোগ্য নন, বরং নামাপরাধী। বাউলিয়া বিশ্বাসকে শাসন করিয়া গুরুর অর্থাভাবের দালালী করা শিষ্য বা গুরুর কর্ত্তব্য নহে, মহাপ্রভু তাহাই শিক্ষা দিলেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (৮।১১১) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষানুসারে শ্রীল গোপাল ভট্টপাদ লিখিয়াছেন,—

"গীত-নৃত্যানি কুর্ব্বীত দ্বিজদেবাদি-তুষ্টয়ে।
ন **জীবনায় যুঞ্জীত** বিপ্রঃ পাপভিয়া ক্বচিৎ॥"

শ্রীল সনাতন গোস্বামিটীকা—"ক্বচিৎ কদাচিদপি **জীবনায় নিজবৃত্ত্যর্থং** ন যুঞ্জীত ন কুর্য্যাৎ। তত্র হেতু পাপভিয়া তথা সতি পাপং স্যাদিত্যর্থঃ।" অর্থাৎ ভগবান্ ও ব্রাহ্মণের প্রীতির জন্যই দ্বিজাতিগণ গীতনৃত্যাদি করিবেন (অর্থাৎ নিজ বা বহির্ম্মুখ লোকের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য নৃত্যগীতাদি করিবেন না); ব্রাহ্মণ কখনও নিজ জীবিকার্থ নৃত্যগীতাদি করিতে পারিবেন না; তাহা করিলে পাপে নিমগ্ন হইতে হইবে।

যাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও আচার্য্য গোস্বামিগণের এই আদেশ ও ব্যবস্থা অমান্য করেন, তাঁহাদের কি "বৈষ্ণব" বা বৈষ্ণব ধর্ম্মের কোন ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দেওয়া অবৈধ আচরণ নহে? আবার যাঁহারা ঐরূপ পাপ-কার্য্যকে হরি-নাম-কীর্ত্তনের ছলনা করিয়া চালাইতে চান, তাঁহারা কি দশবিধ নামাপরাধের অন্যতম 'নামবলে পাপবুদ্ধি'রূপ মহদপরাধ সঞ্চয় করেন না? তাঁহাদের মুখে কীর্ত্তিত নামাক্ষর কি 'নাম' না 'নামাপরাধ'? আর তাঁহারা কি শাস্ত্রীয় বাক্যানুসারে 'পাপী' ও 'নামাপরাধী' সংজ্ঞা পাইবার

যোগ্য নহেন ? নিরপেক্ষ সুধী পাঠকগণ, বাউলিয়া বিশ্বাসের দণ্ডমুণ্ডলীলা ও শ্রীল গোপাল ভট্টপাদের বৈষ্ণব-স্মৃতির বাক্য একসঙ্গে মিলাইয়া বিচার করুন। আমরা কিছু বলিতে চাহি না, বিচারের ভার সুধী সমাজের উপরই ন্যস্ত হইল।

পারমার্থিক গৌড়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"গৌড়ীয়" শব্দের অর্থ ও বিষয়-নির্দ্দেশ

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে 'গৌড়ীয়'-শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে অনেক কথা বলা হইয়াছে এবং 'গৌড়' শব্দ হইতেই যে "গৌড়ীয়" শব্দের উৎপত্তি তাহাও দেখান হইয়াছে। 'গৌড়ীয়' শব্দে গৌড়দেশীয় ব্যক্তিমাত্রকেই বুঝাইলেও তাহার বিশেষ অর্থে গৌড়দেশীয় বৈষ্ণবই লক্ষিত হন। 'গৌড়ীয়' শব্দটী 'গৌড়দেশীয়'—এই অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় ব্যাকরণ-নিষ্পত্তি অনুসারে ইহা একটী বিশেষণ পদ। কিন্তু বিশেষণ পদ হইলেও ইহা অনেক সময় বিশেষ্যপদ রূপেও ব্যবহৃত হয়। কেবলমাত্র 'গৌড়ীয়' শব্দ বলিলেই অনেক সময় "বৈষ্ণব" বুঝায়; আবার 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব' শব্দটীও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

'পঞ্চগৌড়' অর্থাৎ সারস্বত, কান্যকুব্জ (লক্ষ্মণাবতী), মধ্যগৌড়, মৈথিল ও উৎকল-প্রদেশবাসীকে 'গৌড়ীয়' বলা যাইতে পারে। আবার যখন কেবল বঙ্গদেশকে 'গৌড় দেশ'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হয়, তখন একমাত্র বঙ্গদেশীয়ই 'গৌড়ীয়' শব্দে উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কখনও বা উৎকল দেশীয় ভক্তগণকে যে স্থলে 'ওড্র ভক্ত' বলা হয়, সে স্থলে বঙ্গদেশীয় ভক্তগণকে 'গৌড়ীয়' বলা হইয়া থাকে। আবার দাক্ষিণাত্য 'পঞ্চদ্রবিড়' সংজ্ঞায় পরিচিত। বৈদিক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের চারিজন আচার্য্য সকলেই দ্রবিড়দেশে আবির্ভূত হন। আমরা স্থানান্তরে ঐ বৈষ্ণবাচার্য্য-চতুষ্টয়ের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিব। বৈষ্ণবাচার্য্যচতুষ্টয়ের অন্যতম শ্রীরামানুজাচার্য্য দক্ষিণান্ধ্র প্রদেশে মহাভূত পুরীতে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ম্যাঙ্গালোর জিলার পরশুরাম ক্ষেত্রে উড়ুপী গ্রামে, আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্য দক্ষিণাপথের মুঙ্গের পত্তন গ্রামে এবং সর্ব্বজ্ঞ শ্রীবিষ্ণুস্বামী পাণ্ড্যদেশে চন্দনবনে জন্মগ্রহণ করেন। এই আচার্য্যচতুষ্টয়ের আশ্রিত বৈষ্ণবগণ 'দ্রাবিড়ীয়' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু শ্রীমধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়া নিজকে শ্রীমধ্ব হইতে অষ্টাদশ অধস্তনরূপে পরিচয় প্রদান করিবার লীলা প্রদর্শন করেন। তিনি মধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিলেও মাধ্ব-মতস্থ তত্ত্ববাদ-শাখাবলম্বিগণের মত সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেন নাই। ইহার বিস্তৃত বিবরণও পরে প্রকাশিত হইবে। মাধ্বমতস্থ তত্ত্ববাদশাখাবলম্বী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ দ্রাবিড়ীয়। তত্ত্ববাদী বা অপর তিন জন বৈষ্ণবাচার্য্যের আশ্রিত দ্রাবিড়ীয়গণের সহিত গৌরপদাশ্রিত-জনগণের মতের কিঞ্চিৎ পার্থক্য বুঝাইবার বাসনায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত ভক্তগণ 'গৌড়ীয়' আখ্যা গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। চারিজন বৈষ্ণব আচার্য্যের মতের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত মতের যে মূলতঃ কোনও পার্থক্য বা বিরোধ নাই, তাহা এই নিবন্ধের পাঠকগণ ক্রমশঃ স্থির করিবেন।

শ্রীআনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্যের অপর নাম শ্রীগৌড়পূর্ণানন্দ। তজ্জন্য 'মাধ্ব' বা 'গৌড়ীয়' শব্দে গৌড়-ভক্তগণই সংজ্ঞিত হইতে পারেন।

"পারমার্থিক গৌড়ে"র বিবরণ অতিবিস্তৃত ও বিপুল এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠক মাত্রেরই বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। এইজন্য বিভিন্ন অধ্যায়ে এক একটী বিশেষ বিশেষ বিষয় সন্নিবিষ্ট হইবে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে 'বৈষ্ণব' শব্দের উৎপত্তি, বৈদিকশাস্ত্রে "বিষ্ণু" ও "বৈষ্ণব" শব্দের বহুল প্রয়োগ ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের সনাতনত্ব এবং পর পর অধ্যায়ে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিবরণ, 'সম্প্রদায়' কাহাকে বলে, 'পারম্পর্য্য' ও 'আম্নায়' কি, 'আচার্য্য' শব্দের অর্থ কি, কাহারা জগতে 'আচার্য্য' বলিয়া প্রতিষ্ঠিত, গৌড়ীয়ের উপাস্য, গৌড়ীয়ের শাস্ত্র, গৌড়ীয়ের বেদান্তভাষ্য, গৌড়ীয়ের দার্শনিকসিদ্ধান্ত, গৌড়ীয়ের সাহিত্য, ইতিহাস, গৌড়ীয়-যুগের বিবরণ, বিল্বমঙ্গল, জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, বিষ্ণুপুরী প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাত্মগণের সহিত 'পারমার্থিক গৌড়ের কি সম্বন্ধ, অর্চ্চন ও ভজন-প্রণালী, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে ও প্রভুর আবির্ভাবের সমসাময়িক নবদ্বীপ, তথাকার বিদ্যানুশীলন, মহাপ্রভুর গার্হস্থ্যলীলা, মহাপ্রভুর

ভ্রমণলীলা, মহাপ্রভুর শেষলীলা, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও মহাপ্রভুর বিচার, মহাপ্রভুর ব্যবহার, মহাপ্রভুর ভক্ত ও অন্তরঙ্গ ভক্তগণের চরিত্র, প্রভুর অপ্রকটকালীয় ভক্তি-বিচার, গোস্বামিপাদগণের মত, তাঁহাদের গ্রন্থ ও ভজন, রূপানুগ বৈষ্ণব ও বৈধমার্গীয় বৈষ্ণব, শ্রীনিবাসাচার্য্য, ঠাকুর নরোত্তম ও শ্রীল শ্যামানন্দ এবং অন্যান্য অনুবর্ত্তী আচার্য্যগণ যথা :—গোপাল গুরু, মাধুঠাকুর, রসিক মুরারি, শ্রীগঙ্গা-নারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির প্রচার প্রণালী, পদাবলী কীর্ত্তনের আবির্ভাব, পাঠ-কথকতা প্রভৃতির অভ্যুদয় তদ্ব্যভিচার, গুরুগিরি ব্যবসায় ও সম্প্রদায় উপসম্প্রদায়ে উৎপাত্ত, যাবতীয় অপসম্প্রদায়ের নাম ও বিবরণ, শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃ আবির্ভাব এবং তাঁহাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের সেবা, পরবর্ত্তী লেখকগণের পরিচয়, ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণের পরিচয়, গৃহস্থ বৈষ্ণবগণের পরিচয় ও সাময়িক যাবতীয় বিবরণ 'পারমার্থিক গৌড়ের' কলেবরে স্থান পাইবে।

"বুক্কন্তি সারমেয়াঃ !!"

"করীন্দ্র ব্রজমানেঽপি স্তূয়মানে স্বপৌরুষৈঃ।
বুক্কন্তি সারমেয়াশ্চ কা ক্ষতিস্তস্য জায়তে ?"

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ সিদ্ধান্ত-দর্পণগ্রন্থে এই শ্লোকটী প্রকাশিত করিয়াছেন। এই শ্লোকটীর অর্থ এই যে,—গজরাজ দীপ্তশালী হইয়া উপস্থিত হইলে সজ্জনগণ তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু বিষ্ঠাভোজী কুকুরকুল উহাদের স্বাভাবিকী বৃত্তি অনুসারে 'ঘেউ' 'ঘেউ' করিতে ছাড়ে না ; কিন্তু তাহাতে গজরাজের কি ক্ষতি হয় ? হিন্দীভাষায় কবিও বলিয়াছেন,—

হস্তী চলে বাজারমে কুত্তা বুকে হাজার।
সাধুনকো দুর্ভাব নেহি, যও নিন্দে সংসার॥

—বাজার অর্থাৎ নগরের মধ্য দিয়া হস্তী চলিতে থাকিলে যেরূপ হাজার হাজার কুকুর তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শব্দ করিতে করিতে ধাবিত হয়, কিন্তু হস্তী তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করে না বরং অবিচলিত চিত্তে নিঃশঙ্কভাবে স্বীয় গন্তব্যপথে গমন করিতেই থাকে, সেইরূপ সাধুব্যক্তিকে সমস্ত সংসারের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠাভোজী ঘৃণ্যব্যক্তিগণ একত্র হইয়া চীৎকার করিলেও তাহাতে সাধুর কিছু ক্ষতি হয় না ; বরং তিনি পূর্ব্ববৎ সমভাবেই অবস্থান করেন।

পঙ্ক হইতে খরস্রোতা নদীর উদ্ভব হয় ; কিন্তু নদী তাহা ভুলিয়া গিয়া যেন নিজ অস্তিত্ব-বিধাতার গাত্রেই আঘাত করিতে থাকে, তদ্রূপ কোন কোন খলব্যক্তিও বৈষ্ণবগুরুর নিকটে আগমনের অভিনয় দেখাইয়া বৈষ্ণবের ছদ্মবেশ গ্রহণ পূর্ব্বক মনে করে, "আমিও যখন বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়াছি, তখন কেনই বা না আমি গুরুর উপর গুরুগিরি করিব ? বৈষ্ণবগুরু যখন সকলকে কৃষ্ণভক্তি-বরপ্রদান বা আশীর্ব্বাদ করিতে পারেন, তখন কেনই বা না আমি পাষণ্ডতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনকল্পে ব্রহ্ম-শিবাদির বন্দনীয়, সাক্ষাৎ ভগবানের সর্ব্বস্ব সম্মানের পাত্র বৈষ্ণবকে আমার ন্যায় পাপিষ্ঠ, কামুক ও স্তৈনেরও আশীর্ব্বাদের পাত্র জ্ঞান না করিব ? অন্যাসনায় পরিচালিত হইয়া পরিণামশীল রক্তমাংসের থলিকে অলীক "ব্রাহ্মণ"-বুদ্ধিকারী দুর্ব্বাসার ন্যায় মহাভাগবত অম্বরীষকে ক্ষত্রিয়জ্ঞানে অবমাননা না করিব ?" "মুখে কৃষ্ণ প্রবেশিলা ভৃগুর দেহেতে। করাইল ভক্তির মহিমা প্রকাশিতে॥" (চৈ ভাঃ অন্ত্য ১০।২০৩)—অর্থাৎ স্বয়ং কৃষ্ণই ভৃগুর দেহেতে প্রবিষ্ট হইয়া ভক্তের মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য নিজেই নিজের গাত্রে আঘাত করিয়াছেন—শ্রীব্যাসদেবের এই সিদ্ধান্তের অবমাননা করিয়া আমরা অনেক সময়ে মনে করি,—ভৃগু যখন নিজকে 'ব্রাহ্মণ'-জ্ঞানে ক্ষত্রিয়-কৃষ্ণকে (!) পদাঘাত করিতে পারেন, তখন আমিও কেনই বা না তদনুকরণ করিব। স্বরূপ বিস্মৃত হইলে জীবের এইরূপ লাঞ্ছিত 'ধর্ম্ম' হইয়া পড়ে। নিত্যকৃষ্ণদাসই যে জীবমাত্রের ধর্ম্ম, সে তাহা ভুলিয়া যায় ; বৈষ্ণবই যে জগদ্গুরু, নিখিলচেতনই যে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের কিঙ্কর একথা ভুলিয়া গিয়া স্বরূপবিস্মৃত জীবের 'হামখোদাই' বুদ্ধির উদয় হয়।

কোন কোন হরিবিমুখের মুখে এমন কথাও শুনিতে পাওয়া গিয়াছে যে, "আমরা মহাপ্রভুর ব্রাহ্মণ-পার্ষদের বংশধর সুতরাং দাসগোস্বামীকে "আমরা আশীর্ব্বাদ করিতে পারি" ! আবার কাহারও মুখে এমনও শুনা গিয়াছে যে, "আমি নিত্যানন্দের বংশধর, উদ্ধারণ ঠাকুর নিত্যানন্দের

শিষ্য ছিলেন, সুতরাং সেই সূত্রে তিনি আমারও শিষ্যস্থানীয় ; সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিলেও আমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদই করি" ! 'নরোত্তমবিলাস', 'রসিকমঙ্গল' প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে আমরা এইরূপ পাষণ্ডতার অনেক চিত্র দেখিতে পাই। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের উচ্ছিষ্টভোজী কিঙ্কর শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ গুরুদাসগণ এই সকল পাষণ্ডমত খণ্ডন করিয়া জগতে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপন করেন।

কোন সময়ের একটী ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায় যে, একদা একজন দুশ্চরিত্র স্ত্রৈণব্যক্তি কিছু সুবিধা করিয়া লইবার জন্য কোনও একজন বৈষ্ণবগুরুর নিকট উপস্থিত হয়। ঐ ব্যক্তি নিজকে একজন বৈষ্ণবের বংশধর বলিয়া মনে করিত ; কিন্তু দুঃখের বিষয় বৈষ্ণবের অন্তরনিষ্ঠা ত' দূরের কথা, বাহ্যনিষ্ঠাও তাহাতে কিছুই ছিল না। পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণব-গুরুদেব তাহাকে হরিনাম উপদেশ দিয়া বলেন, "তুমি নিরন্তর বৈষ্ণবসেবা, কৃষ্ণসেবা ও নামসঙ্কীর্ত্তন কর।" ঐ ব্যক্তির পূর্ব্বে কোনও বৈষ্ণবের বেশ ছিল না। বৈষ্ণবগণ তাঁহার গলায় তুলসীর মালা পরাইয়া দিলে, সে বলিয়া উঠিল, আমাকে 'হুক্‌ওয়ালা' মালা দিতে পারেন কি, যে মালা পরিয়া দরকার হইলে 'বৈষ্ণব' বোলাইয়া লোক ঠকান যায়, আবার 'বাবু' সাজিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে গমন কালে উহা খুলিয়াও রাখা যায় ? বৈষ্ণব হওয়া ত' কেবল স্বার্থসিদ্ধির সুবিধার জন্য !" যখন উহাকে মালাতিলক পরাইয়া দেওয়া গেল, সে মনে করিল, "আমি ত' 'বৈষ্ণব' হইয়া গেলাম ; সুতরাং মহাপ্রভু যখন বৈষ্ণবসেবা করিতে বলিয়াছেন, তখন আমার নিজের সেবা করিলেই ত' 'বৈষ্ণব-সেবা' হইবে ? কথায় বলে, 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম'— সুতরাং অপর বৈষ্ণবদিগকে নির্য্যাতিত করিয়াও যদি নিজের ভোগটা ষোল আনা করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেই ত' 'বৈষ্ণব-সেবা' হইবে। আর স্বরূপগোস্বামী, ঠাকুর হরিদাস, নামাচার্য্য প্রভৃতি গুরুবৈষ্ণবগণের নিন্দাপূর্ণ এক আধখানা বই বা বৈষ্ণবদের অনুকরণে দুই একটী প্রবন্ধ লিখিতে পারিলেই ত' নিজের 'বৈষ্ণব' নামটা প্রচারিত হইতে পারিবে। আর যখন ছলে কৌশলে কোন রকম করিয়া গুরুদেবের নিকট হইতে 'নাম' (?) পাইয়াছি, তখন নামেরই (?) ত' দরকার। গুরুর আর দরকার কি ? মহাপ্রভু ত' কেবল 'নাম-সঙ্কীর্ত্তন' করিতে বলিয়াছেন, নামবলে যত ইচ্ছা পাপ করিতে থাকিব, 'নাম' আমার ঝাড়ুদার (!) স্বরূপে পাপমার্জ্জনা করিতে থাকিবে আর নামগুরুর চরণে অপরাধ করিতে থাকিলেও 'নাম' যখন অক্ষরমাত্র, তখন সে কি আমাকে উহা দ্বারা লাভপূজা ক্রয় করিতে বারণ করিতে পারে ? আর কৃষ্ণসেবা ! কৃষ্ণ ত' আমার ভিতরই আছেন, মন যখন যা' চায়, তাহা পূরণ করিলেই ত' কৃষ্ণপূজা করা হইবে।"

স্ত্রীপূজাই ত' কৃষ্ণপূজা। গুরুদেব গুরুগৃহে থাকিতে আদেশ করিলে বলিব—"আমার স্ত্রী আমাকে মঠে আসিতে দেয় না। আমি গৌরাঙ্গ ছাড়িতে পারি, কিন্তু স্ত্রীর অঞ্চল, কন্যার সঙ্গ ছাড়িতে পারিব না। স্মার্ত্তসমাজের পদাবলেহন পূর্ব্বক কোনও রূপে একটু জলাচরণীয় হইয়া কন্যাদায় হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারি কি না এবং অজ্ঞাতকুলশীলতারূপ অপবাদ ঘুচাইয়া মানুষ বলিয়া পরিচিত হইতে পারি কিনা, তজ্জন্যই আমার বিপুল চেষ্টা। এই জন্যই আমি সপরিবারে বহুবার বৈষ্ণবের পদধূলি ও বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট (?) গ্রহণের অভিনয় দেখাইয়াও দু'দিন পরে তাহা মুছিয়া ফেলিয়া সেই বৈষ্ণবগণকে "ছোট" বলিতে পারি। বর্জ্জিতধূম্রপান বৈষ্ণবের হুকাবন্ধ ও ত্যক্তগৃহ বৈষ্ণবকে একঘরে' করিবার ভয় দেখাইতে পারি।"

বারিদ সুধাবর্ষণ করিতে থাকিলেও যেরূপ কখনও বেতসীতরুর ফল বা ফুলের উদ্গম হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মার সদৃশ গুরুর উপদেশ বাক্য প্রাপ্ত হইয়াও কপটব্যক্তির কোনও সুবিধা হয় না। অথবা ভাগীরথীর তীরে আম্র, কপিত্থ ও নিম্ব—এই ত্রিবিধ বৃক্ষ এক সঙ্গে থাকিলেও যেরূপ একই ভাগীরথীর একই প্রকার সুমিষ্ট ও পবিত্রজল আহরণ করিয়াও ফলদান কালে কেহ মধুর, কেহ কষায়, কেহ বা তিক্তফল প্রদান করে, তদ্রূপ সদ্গুরুর চরণ প্রান্তে আসিয়া শরণাগত-শিষ্য প্রেমফল লাভ করেন, আর গুরুর নিকটে আগমনের অভিনয়-প্রদর্শনকারী কপটব্যক্তি গুর্ব্বপরাধ, গুরুনিন্দা, পাষণ্ডতা প্রভৃতি বিষই উদ্গীরণ করিয়া থাকে।

কোনও উত্তর-পশ্চিমদেশীয় কবি গাহিয়াছেন,—

"যাকো মান অমান হয়, মানী মানে সোই।
মানহীন জন মানকো কা, জানে প্রভু কোই॥

শিবযুক্ত মস্তক চন্দ্রমা, গ্রাসে রাহু অজ্ঞান।
নীচ নীচতা গংত হয়, লঘু গুরুতা নাহি ভান॥"

মানী ব্যক্তিই মানীর মান জানেন, মানী ব্যক্তিই অমানী ও মানদ-ধর্ম্ম যাজন করিতে সমর্থ। "সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি' মানে"। যাহার মান নাই,—কেবল আত্ম-সম্ভাবিত অর্থাৎ নিজকেই নিজে বড় মনে করে, প্রকৃতপক্ষে তাহাতে বড়'র কোন লক্ষণই নাই, সে মানীর মান কিরূপে জানিবে? শশাঙ্কশেখর শম্ভু শিরোপরি চন্দ্রমাকে ধারণ করেন, কিন্তু রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিতে ধাবিত হয়। কারণ রাহু অসুর ও তমোধর্ম্মাশ্রিত। সে বৈরব-বান্ধবের সম্মাননা কিরূপে জানিবে? পাষণ্ড-প্রকৃতি রামচন্দ্র খাঁ ঠাকুর হরিদাসের বৈষ্ণব-প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব করিয়া নিজে প্রতিষ্ঠাশালী হইবার চেষ্টা করিয়াছিল। বৈষ্ণব চরণে অপরাধের বীজ ক্রমশঃ অঙ্কুরিত হইয়া বিষ্ণুচরণে পাষণ্ডতারূপ ফলে পরিণত হইল। 'পাষণ্ডদলন-বানা' নিত্যানন্দপ্রভু জগাই মাধাইয়ের ন্যায় মহাপাপীকেও উদ্ধার করিলেন, কিন্তু মহাবৈষ্ণব-অপরাধী রামচন্দ্র খাঁকে কৃপা করিবার জন্য স্বগণ সহ উহার আলয়ে গমন করিয়া অযাচিত ভাবে কৃপাদানেচ্ছু হইলেও পাষণ্ড রামচন্দ্র খাঁ উহা গ্রহণ করিল না। আবার পাষণ্ডতার আদর্শ জগতে রাখিবার জন্য পৃথ্বীধারী অনন্ত যাহার অংশের অংশ, সেই নিত্যানন্দ প্রভু যে স্থানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানের মাটী খোদাইয়া ফেলিয়া দিল। সমস্ত স্থান গোময় জলে লেপন করিল। তথাপি উহার মন তুষ্ট হইল না। আবার মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের সাক্ষী স্বরূপ ঈশ্বরপুরী ও রামচন্দ্র পুরীর চরিত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, জগদ্গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী শ্রীগুরুসেবায় আত্মসমর্পণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে নিমজ্জিত হইলেন। অপর রামচন্দ্রপুরী মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্যের অভিনয় দেখাইয়াও গুরুনিন্দক হইয়া পড়িল।

"গুরু উপেক্ষা কৈলে ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়॥"

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮।৯৭

রামচন্দ্র পুরী—

"প্রভু স্থিতি, রীতি, ভিক্ষা, শয়ন, প্রয়াণ।
রামচন্দ্রপুরী করে সর্ব্বানুসন্ধান॥
প্রভুর যতেক গুণ স্পর্শিতে নারিল।
ছিদ্র চাহি' বুলে কাঁহো ছিদ্র না পাইল॥"

"সন্ন্যাসী হইয়া করে মিষ্টান্ন ভক্ষণ।
এই ভোগে হয় কৈছে ইন্দ্রিয় বারণ॥"
এই নিন্দা করি' কহে সর্ব্বলোক স্থানে।

* * *

সহজেই পিপীলিকা সর্ব্বত্র বেড়ায়।
তাহা তর্ক উঠাইয়া দোষ লাগায়॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সকল লীলা প্রকট করিয়া কত প্রকার গুর্ব্বপরাধী, বৈষ্ণবাপরাধী ও পাষণ্ডপ্রকৃতি পরবর্ত্তিকালে জগতে উদিত হইবে, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং—"নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে"। কিন্তু—"ভক্ত-স্বভাব, অজ্ঞ-দোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণ-স্বভাব,—ভক্ত-নিন্দা সহিতে না পারে॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।২১১

"মহান্তের অপমান যে দেশ গ্রামে হয়।
এক জনার দোষে সব দেশ উজাড়য়॥"

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।১৬৩

"সবার করিল গৌরচন্দ্র সে উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার॥
শূলপাণি সম যদি ভক্ত-নিন্দা করে।
ভাগবত-প্রমাণ—তথাপিহ শীঘ্র মরে॥
হেন বৈষ্ণব নিন্দে যদি সর্ব্বজ্ঞ হই'।
সে জনের অধঃপাত সর্ব্বশাস্ত্রে কহি॥
সর্ব্ব মহা প্রায়শ্চিত্ত যে কৃষ্ণের নাম।
বৈষ্ণবাপরাধে সেহ না মিলয়ে ত্রাণ॥"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩।৩৮৮-৩৯০)

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু ভগবানের আদ্য পুরুষাবতার মহাবিষ্ণুর অংশ, প্রধানান্তর্য্যামী পুরুষ; সুতরাং ভগবান্ হইতে অভিন্ন বিষ্ণুবস্তু। সত্ত্বতনু বিষ্ণু সকলের আদি, ও স্বয়ং অনাদি। তাঁহার আদি বা জনক কেহ নাই, তথাপি তিনি বাৎসল্যরস-পুষ্টির নিমিত্ত এবং বাৎসল্যরসের ভক্তগণের স্নেহরস বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত মূলে সকলের পিতা হইয়াও নিজভক্তের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন। অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু শ্রীহট্টের নিকটবর্ত্তী নবগ্রামবাসী কুবের মিশ্রের গৃহে তদীয়

পত্নী নাভা দেবীর গর্ভসিন্ধু হইতে মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে অতি শুভলগ্নে জগজ্জীবের চক্ষু গোচর হন।

কথিত আছে, বৈষ্ণব প্রবর মহাদেবের মিত্র গুহ্যকেশ্বর কুবের কোন সময় শিবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। মহাদেব তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। কুবের মহাদেবের নিকট, "আপনি আমার পুত্র হউন"—এই বর প্রার্থনা করেন। সেই গুহ্যকেশ্বর কুবেরই কুবের মিশ্র সদাশিবাবতার অদ্বৈত প্রভুর জনকাভিমানী। ভগবান্ হইতে অভিন্ন বলিয়াই তিনি অদ্বৈত এবং ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তি উপদেশ করেন বলিয়া তিনি আচার্য্য। আচার্য্য প্রভু গৃহস্থ-ভক্তলীলার অভিনয় করিয়াছেন; চতুর্থাশ্রমীর লীলা প্রদর্শনকারী পরমহংস-কুলরাজ মাধবেন্দ্র-পুরীপাদকে গুরুরূপে অঙ্গীকার করিয়া মহাভাগবত শুদ্ধ-বৈষ্ণবগুরু অঙ্গীকারের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু ভক্তিকল্পবিটপীর একটী প্রধান স্কন্ধ। তাঁহার আরও দুইটি নাম আছে,—'মঙ্গল' ও 'কমলাক্ষ'। পিতামাতার গঙ্গাপ্রাপ্তির পর তিনি শ্রীবৃন্দাবন গমন করিয়া কৃষ্ণারাধনায় নিমগ্ন হন, পরে নবদ্বীপে তাঁহার প্রকট-সময় জ্ঞাত হইয়া তৎপূর্ব্বেই শান্তিপুরে প্রত্যাগমন করেন। শান্তিপুরবাসীরা পরমানন্দে তাঁহার আবশ্যক গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং তাঁহার সম্মতিক্রমে বিশিষ্ট-লোকেরা বিপ্রবর নৃসিংহ ভাদুড়ীর শ্রী ও সীতানাম্নী দুইটি সর্ব্বগুণযুতা সুতার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে তথায় পরমযত্নে রক্ষা করেন। যোগমায়া এবং তদীয়া প্রকাশ মূর্ত্তি, সীতা ও শ্রীরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী হন। এই সময় তথায় প্রায় সর্ব্বস্থলে কৃষ্ণভক্তের অভাব এবং বহির্ম্মুখ জনের প্রভাব তথা বহির্ম্মুখী বিদ্যার বৃথাড়ম্বর প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীঅদ্বৈতের অন্তর অত্যন্ত ব্যথিত হয়। তৎকালে নদীয়ায় শ্রীবাসপণ্ডিতাদি মাত্র দুই-একজন একান্ত ভগবৎপরায়ণ ছিলেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের সুষ্ঠু আলোচনায় কালপাত করিতেন। আচার্য্য প্রভু সন্ধান জানিয়া অমনি তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন। শ্রীবাসের আবাসের সন্নি-কটে একটি বাসস্থান করিলেন এবং শ্রীবাসভবনে গোপনে কৃষ্ণরসাস্বাদনে পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এমন অতুল অমূল্যনিধি এভাবে গোপন রাখিয়া আর তৃপ্তি হইল না। ভগবদ্বিমুখ জীব দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের এবং প্রভুর শুভাগমনেরও যুক্তকাল উপস্থিত। এইবার শ্রীঅদ্বৈত অবিলম্বে তাঁহার আগমন আকাঙ্ক্ষা করিয়া, অহরহঃ তাঁহার শ্রীচরণ-উদ্দেশে গঙ্গাজল ও তুলসী দিয়া ব্রহ্মাণ্ডভেদী গভীর হুঙ্কারে তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপে শ্রীমায়াপুরে পরম শুভক্ষণে শ্রীজগন্নাথমিশ্র-ভবনে শ্রীশচীমাতার কোলে অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভূত হইলেন। এই সময় শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুরে; আমাদের নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসও তথায় উপস্থিত। প্রভুর প্রকট-রজনীতে ফাল্গুনী পূর্ণিমার পূর্ণালোকে, উভয়ে অনুগত ভক্তগণসহ মহানন্দে উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তনে সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন। পরম উৎসাহে সকল বিঘ্ন-বিপত্তির মস্তকে পদাঘাত করিয়া, আচার্য্যপ্রবর পরমার্থ ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। জনসমাজে সুদীর্ঘকাল পোষিত দুর্ব্বুদ্ধি ও দম্ভ-মোহের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া আচারে ও প্রচারে সর্ব্বদা সত্যের মহিমা ঘোষণা করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে যবনকুলে আবির্ভূত শ্রীঠাকুর হরিদাসকে কোটী ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠজ্ঞানে পরমাদরে পিতৃশ্রাদ্ধপাত্র অর্পণ করিয়া তিনি (আচার্য্যপ্রভু) ভক্তিপ্রচারক আচার্য্যের নিরপেক্ষতা ও সদাচার প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু অল্পদিনের জন্য গৌরসুন্দরের গৃহত্যাগোন্মুখ অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপকেও সহকারিরূপে প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তি-গ্রন্থের সজ্জনানুমোদিতা বিশুদ্ধা ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিয়া, বহু পাষণ্ড, পতিত ও অজ্ঞজনসমূহকে পরমভাগবত করিলেন। অগ্রজের গৃহ-ত্যাগের পর শ্রীগৌরসুন্দরও স্বীয় শৈশব ও কৈশোর-লীলা প্রকট করিয়া, অলৌকিক গুণগরিমায় সকলকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি একদিন ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর চরণে শ্রীশচীমাতার বৈষ্ণব-নিন্দারূপ অপরাধ হইয়াছে বলিয়া প্রেমাবিষ্ট অদ্বৈতের অজ্ঞাতসারে তাঁহার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করাইয়া মাতার বৈষ্ণব অপরাধ স্খালনরূপ এক লীলা প্রদর্শন করিলেন। হরিনাম-সংকীর্ত্তনে চারি-দিকে সাড়া পড়িয়া গেল। সাগর-সঙ্গমে সংপ্রদিগ্‌দেশাগত নদ-নদীসমূহের সম্মিলনের ন্যায়, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস-আদি অঙ্গোপাঙ্গগণ আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গপাদপীঠে একত্র হইলেন। সঙ্কল্পের সংসিদ্ধি প্রত্যক্ষ করিয়া আচার্য্যের আনন্দ আর ধরে না। তিনিও শুভযোগে শ্রীপদে মিলিত

হইলেন। তাঁহার আবাসে গদাধরসহ শ্রীগৌরহরি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া দয়া দিলেন, পূজাগ্রহণ করিলেন এবং নিরন্তর দর্শন দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া আসিলেন। আচার্য্য-ঠাকুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরকে ভক্ত ও সাধারণ লোকসমাজে জানাইবার জন্য নানারূপ ছল করিতেন। তিনি (আচার্য্য-প্রভু) একদিন নবদ্বীপ হইতে পলাইয়া শান্তিপুরে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন; তখন গৌরহরি শ্রীবাসভবনে স্বীয় ঈশ্বর-ভাব প্রকাশ করিয়া শ্রীবাসভ্রাতা রামাইকে, শান্তিপুর হইতে শ্রীঅদ্বৈতকে অবিলম্বে আনিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। রামাই সঙ্গে তিনি সস্ত্রীক আসিলেন, কিন্তু 'আসে নাই' এইরূপ বলিয়া পাঠাইয়া, তথায় নন্দন আচার্য্যের ঘরে লুকাইলেন; আর মনে মনে স্থির করিলেন, প্রভু যদি আজ আমাকে লইয়া গিয়া আমার মাথায় শ্রীপদ দান করেন, তবেই জানিব তিনি আমার প্রাণনাথ; তিনি সত্যই আসিয়াছেন। অচিরেই তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তাঁহাকে লইয়া গিয়া মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম দান করিলেন। এই স্থলে তিনি বর লইলেন যে, যেন তিনি বিদ্যা-ধন-কুল ও তপস্যাদির অহঙ্কারে যাহারা মত্ত, তাহাদিগকে ভক্তিতাপেতে দহ্যমান রাখেন এবং অহঙ্কারশূন্য স্ত্রী, শূদ্র, মূর্খ ও অধম চণ্ডালাদি কিম্বা যাহারা যথার্থ উত্তম হইয়াও সেইরূপ অভিমানশূন্য ও দীনহীন, তাঁহা-দিগকেই স্বভক্তি দান করিয়া কৃতার্থ করেন; অতি অধম ব্যক্তিও যেন তাঁহার বিশুদ্ধ নামপ্রেমে মগ্ন হইয়া নৃত্য করে। প্রভু ইহা সর্ব্বসমক্ষে অঙ্গীকার করিলেন। শত শত কণ্ঠের একতান জয়ধ্বনিতে ভূতল ও গগন পূর্ণ হইল। শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গে, শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে, তাঁহাদের আভিন্নবিগ্রহ এই আচার্য্যপ্রবরের কত রঙ্গ—কত লীলা হইল। নিতাইয়ের সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধ, গৌরের সঙ্গে পরস্পরের পূজা ও পদরজঃ গ্রহণ লইয়া দ্বন্দ্ব; কি প্রেমতরঙ্গ তাহাতে উত্থিত হইল। অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বারা জগতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও নির্ভেদজ্ঞান চেষ্টার অকর্ম্মণ্যত্ব কৌশলক্রমে জগতে প্রচার করাইবার জন্য একদিন, যোগবাশিষ্ঠ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে, নিজ অন্তরের ভাব লুকাইয়া ভক্তি অপেক্ষা মুক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপাদন করিলে, মহাপ্রভু অদ্বৈতপ্রভুর প্রতি ক্রোধলীলা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে ভীষণ প্রহার করিতে লাগিলেন। আহা, তাহাতেও কি আনন্দ প্রবাহ বহিল! কিন্তু, এ-আনন্দ এইরূপে আর অধিক দিন রহিল না। শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, নদীয়ার ভক্তগণকে কাঁদাইয়া গৃহত্যাগ করিলেন। তিনি শ্রীঅদ্বৈতের গৃহেই প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ এবং শ্রী-সীতা ও শচীমাতার শুশ্রূষায় তথায় কয়েক দিন অবস্থান করিয়া শ্রীধাম নীলাচলে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার বিরহে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া আচার্য্য প্রভুও তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিলেন; কিন্তু, তিনি সে উদ্যমে তাঁহাকে ক্ষান্ত করিয়া সময়োচিত কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া, 'গৌড়দেশেই থাকিয়া বিশুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম প্রচার দ্বারা লোকমঙ্গলসাধন করিতে নিযুক্ত রাখিলেন। সীতানাথ তাঁহারই আদেশ পালন করিতে লাগিলেন। তবে রথযাত্রার সময় প্রতিবৎসর গৌরভক্তগণ সকলেই শ্রীক্ষেত্রে গিয়া তাঁহাদের সর্ব্বস্বধন শ্রীশচীনন্দনের সেবানন্দে চারিমাস যাপন করিবার সুযোগ লাভ করিলেন। তখন তাহাই সকলের পরম সান্ত্বনা ও আশাস্থল হইল।

অনন্তর, প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় কয়েক মাস তাঁহাদের একত্র মিলনে বিবিধ প্রেমানন্দ হইতে লাগিল। একদা শ্রীনীলাচলে আচার্য্য আপন বাসায় প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া মনে মনে ভাবিতেছিলেন,—প্রভু যদি আজ একাকী আসেন, তবে বড় ভাল হয়; নিরুদ্বেগে প্রাণ ভরিয়া তাঁহার সেবা করি। বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন; মধ্যাহ্নে তিনি একাকীই আসিয়া উদিত হইলেন; অমনি বিষম ঝড় বৃষ্টি ও শিলাপাত আরম্ভ হইল, আর কেহ তথায় আসিতে পারিলেন না। আচার্য্য তখন পরম আনন্দে মেঘবাহন ইন্দ্রের স্তব করিয়া তাঁহার সাহায্যে প্রাণ-প্রভুর মনোমত সেবা করিলেন। প্রভু শ্রীমুখে শ্রীঅদ্বৈতের কত মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। তিনিও উত্তরে বলিলেন,—"আমার সকল শক্তি তোমার প্রতি ভক্তি হইতেই; তুমি আমাকে বর দাও,—'মোরে না ছাড়িবা কোনো কালে"। এই শ্রীক্ষেত্রে একবার শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার প্রিয়ভক্ত শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিরূপ বৈষ্ণব তুমি বাস অদ্বৈতেরে?" শ্রীবাস বলিলেন—"শুক-প্রহ্লাদের মত।" অমনি প্রভু, পুত্রের শাসনে পিতার মত শ্রীবাসকে ক্রোধভরে এক চড় দিয়া বলিলেন—"কী, কি বলিলি শ্রীবাসয়া,—কালিকার বালক শুক-প্রহ্লাদ, তা'দের সঙ্গে তুলনা অদ্বৈতের?

আমার 'নাচা'কে তুই এত বড় বাক্য বলিল? আজ আমাকে তুই বড় দুঃখ দিলি।" এই বলিয়াই তিনি নিকটস্থ পিলুবৃক্ষ লইয়াই আবার তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইলেন। আমাদের আচার্য্য গোসাঞি নিকটেই ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া প্রভুর হস্ত ধরিয়া নিবারণ করিলেন; বালক শ্রীবাসকে ক্ষমা করিতে বলিলেন। প্রভু তখন স্থির হইয়া বসিয়া দৃঢ়স্বরে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বলিলেন—"শুকাদি সকলে তাঁহার বালক। তাঁহার পাছে সকলেরই জন্ম। তাঁহার জন্যই আমার এই অবতার। তাঁহার মহিমা জানে কে?" শ্রীবাস প্রভুর চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; আর বলিলেন—"প্রভু, তুমি না জানাইলে, তোমার অদ্বৈতের তত্ত্ব জানিবে কে? আজ আমি শিক্ষা লাভ করিয়া ধন্য হইলাম।" একবার রথযাত্রা পরিসমাপ্তির পর শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভুকে পুষ্পতুলসী দিয়া পূজা করিলেন, মহাপ্রভু ও পূজাপাত্রের শেষ পুষ্পতুলসী দিয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে "যোঽহংসি সোঽহংসি" মন্ত্রে পূজা করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের ছয়টি পুত্র। তাঁহাদের নাম,—শ্রীঅচ্যুতানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগোপাল, বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ। তন্মধ্যে প্রথম তিন জনই বাল্যাবধি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ও সতত তাঁহার সেবায় রত ছিলেন। অপর তিন জন অন্য-মতাবলম্বী হইয়া পিতার এবং গৌরজন-সমূহের বিরাগভাজন হন। পরমভাগবত, আশৈশব গৌরপদানুরক্ত শ্রীঅচ্যুত বৃহদ্ভক্তির লীলা অভিনয় করেন।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সকাতর আহ্বানেই শ্রীগৌরসুন্দর আসিয়াছিলেন; এখন কার্য্য শেষ হইলে আবার তাঁহারই ইঙ্গিতে তিনি স্বধামে গমন করিলেন। প্রেমের হাট ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার অঙ্গোপাঙ্গ সকলও অগ্র-পশ্চাৎ অদৃশ্য হইলেন। শ্রীঅদ্বৈত আর থাকিবেন কেন? যথাসময় তিনিও অন্তর্হিত হইলেন।

অধিবাস-কীর্ত্তন-মহোৎসব

ধন্য ধন্য পুণ্য ক্ষণ পূর্ণ চন্দ্রোদয়ে।
ভাদ্রে, শুভদিনে হেন, এমনি সময়ে॥
নন্দের আলয়ে প্রভু রোহিণী-নন্দন।
হইলেন অবতীর্ণ ভুবন-পাবন॥
কি আনন্দ নন্দপুরে প্রভুর প্রকটে।
জন্ম-মহোৎসব সেই শ্রীগৌড়ীয় মঠে॥
ভাদ্রের পঞ্চম দিনে অধিবাস তা'র।
ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান ভকতির দ্বার॥
এস সবে, এ উৎসবে কর যোগদান।
সাদরে সেবকগণ করেন আহ্বান॥
শুদ্ধ ভাগবত-মুখে ভাগবত-কথা।
সংকীর্ত্তন আদি আর সেবা-অঙ্গ তথা॥
হ'বে অপরাহ্নকালে; এস ভাই, সবে।
হরিকথামৃতে হও কৃতার্থ এ ভবে॥

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ।

প্রচার প্রসঙ্গ

মেদিনীপুরে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ আনন্দপুর-গ্রামে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদ্বারা বহু সজ্জনব্যক্তির হৃদয়ে সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা জাগরিত করিতেছেন। স্থানীয় মধ্যইংরাজী বিদ্যালয়েও স্বামীজী-মহারাজ একদিন বক্তৃতাপ্রদান করেন এবং স্থানীয় শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র মোদক মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার ভবনে এক বিরাট সভায় শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও বক্তৃতাদ্বারা উপস্থিত প্রায় ত্রিশতাধিক শ্রোতৃমণ্ডলীর বিশেষ আনন্দবিধান করিয়াছেন। শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম-প্রচারে শ্রীযুক্ত গাতকৃষ্ণ বাগ মহাশয়ের আন্তরিক চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাপরায়ণ স্বনাম ধন্য প্রবীণ ভাগবত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয় শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠে নিত্য-লীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসবকালে গমন পূর্ব্বক শ্রীল ঠাকুরের ভজন-কুটীর সমীপে অবস্থান করেন। বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ ও তদনুগ ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের প্রতি ভাগবতবর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যে অচলা ভক্তি, তাহা আমরা তাঁহার একটী সদিচ্ছা হইতেই অবগত হইতে পারিয়াছি। ঠাকুরের ভজনকুটীরের স্মৃতি যাহাতে সংরক্ষিত হয়, তজ্জন্য তাঁহার দৃষ্টি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি উক্ত ভজন-কুটীরের শ্রীমন্দির ও যাবতীয় গৃহগুলির অবিলম্বেই পুনঃ সংস্কার কার্য্য জন্য স্বেচ্ছায় সাগ্রহে সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাসে (১৯।৩১২, ৩১৭) দেবমন্দির সংস্কারের মাহাত্ম্য এইরূপ লিখিত আছে।

"পতিতো দেবোঽথ প্রাসাদো যৈঃ পুনঃ সংস্কৃতো দ্বিজ!
অশোচ্যাস্তে মহাত্মানো ধৃতপাপা মহাধিয়ঃ॥"
যো জীর্ণং বিধিনা দেবং সংস্কুর্য্যাত্মানবো ভুবি।
ফলং দশগুণং তস্য মূলাদত্রাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ যাঁহারা জীর্ণ প্রতিমা বা জীর্ণ দেবমন্দিরের পুনঃ সংস্কার সম্পাদন করেন, সেই সকল ব্যক্তি অশোচ্য, মহাত্মা, নিষ্কলুষ ও মহাবুদ্ধিমান্। হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রেও লিখিত আছে, —এই ভূমণ্ডলে যিনি দেবতা বা দেবমন্দিরের পুনঃসংস্কার করেন, তিনি প্রথমস্থাপন-কর্ত্তা অপেক্ষা নিঃসন্দেহে দশগুণ অধিক ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব আমরা পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মহাবুদ্ধিমত্তা ও পুণ্যকীর্ত্তির বিঘোষণা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না তিনি সত্যসত্যই ভূমণ্ডলে মহাকৃতী পুরুষ ও ধন্যবাদার্হ।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের আয় ব্যয় তালিকা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪শ পৃষ্ঠার পর)

১৩৩২ সালের প্রাপ্তদ্রব্যাদির তালিকা

আটা—

শ্রীযুক্ত কালিদাস সাহা |০
,, সিউগোবিন্দ |০

সুজী—

শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ দে /৫
খুচরা ৬৮৫।৵০

লবণ—

শ্রীযুক্ত সতীচরণ রায় ১॥০ মণ
,, পরমেশ্বর দালাল /২॥০

লঙ্কা—

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রাণা ॥০
,, প্রিয়গোপাল মুখোপাধ্যায় ॥৵০

হরিদ্রা—

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য /২॥০
,, প্রিয়গোপাল মুখোপাধ্যায় /॥৵০

ডাল সংগ্রহ—

শ্রীযুক্ত বলদেব ও রামবিহারীলাল ১২॥০ মণ

৫/ হিসাবে ২ জন ১০/

শ্রীযুক্ত স্বয়ম্বর সিং, হরশঙ্কর, রাধাকিসেন, বেণীপ্রসাদ।

শ্রীযুক্ত কিশোরী, মুকুন্দলাল ২॥০

১।৫ হিসাবে ২জন ২৸০

শ্রীযুক্ত মঙ্গলচাঁদে, রমানাথ নন্দ, শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন সাহা।

শ্রীযুক্ত মাখনলাল ঘোষ ৸০
শ্রীযুক্ত বগলা সা ॥৫
শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ, অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।৫

।০ সের হিসাবে ৩ জন ১।০

শ্রীযুক্ত পৌর্ণমাসী সাহা, মুরারীমোহন নায়ক, শরচ্চন্দ্র ঘোষ, পরমেশ্বর দালাল আমীর সা, মতিলাল, কালীপদ সাধুখাঁ।

/৭॥০ সের হিসাবে ৩ জন ॥২॥০

শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ঘোষ, রামপ্রসাদ নায়ক, দীননাথ দাস।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ পাল /৬॥০
শ্রীযুক্ত রামজীবন যজ্ঞেশ্বর প্রসঙ্গ /৬

/৫ সের হিসাবে ৩ জন ।৫

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু, সত্যচরণ কুণ্ডু, শরচ্চন্দ্র ঘোষ।

/২॥০ সের হিসাবে ২জন /৫

শ্রীযুক্ত গয়ারাম পাণ্ডা, কিশোর সাহা।

শ্রীযুক্ত ভুবন ধর /১

আলু সংগ্রহ—

শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সিংহ ২/মণ
,, সুদর্শন রায় ১।০
,, কৃষ্ণচন্দ্র সাহা ১/
,, নবকুমার ভৌমিক ১/

॥০ সের হিসাবে ৩ জন ১॥০

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু চন্দ্রকান্ত ভৌমিক শ্রীমন্ত দাস।

।৫ সের হিসাবে ২ জন ৸০

শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার নাগ মথুরানাথ ললিতমোহন ঘোষ

।২॥ সের হিসাবে ২ জন ।৫

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস কালীমোহন ভৌমিক।

তৈল সংগ্রহ

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র ,, ১/
শ্রীযুক্ত হরিবকস গোপীরাম ॥০

।৮ সের হিসাবে ৬ জন ২।৮

শ্রীযুক্ত ভগবান দাস মদনলাল নিত্যানন্দ সাহা এণ্ড কোং গোবর্দ্ধন দাস ডুলিচাঁদ বলাইচাঁদ বলাইচাঁদ সাধুখাঁ পি, সি, লাল বিনোদবিহারী সাধুখাঁ।

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস ডালমিয়া ।৩০
শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ কর ।২॥০

।০ সের হিসাবে ৪ জন ১/

শ্রীযুক্ত বামাপদ ঘোষ দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ বেচারাম ভট্টাচার্য্য সুরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় অঘোরনাথ রায়।

/৭॥ সের হিসাবে ৫ জন ৸৭॥

শ্রীযুক্ত চুণীলাল শীল শ্রীশকুমার ঘোষ হরিদাস দে মণ্ডল ভূষণচন্দ্র কুণ্ডু বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্ত্তী।

/৬ সের হিসাবে ৩ জন ।৮

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি টাট, যশোদানন্দন সামন্ত অনাথনাথ দে

/৫ সের হিসাবে ১২ জন ১॥

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সাধুখাঁ বলাই চাঁদ কুমার ব্রাদার্স দে করুণ দাস পরভু দয়াল সন্ন্যাসীচরণ আঢ্য বলভদ্র

মহাপাত্র উমাচরণ দে গোষ্ঠবিহারী পাল পান্নালাল নন্দী কামাখ্যাচরণ শেট গণেশচন্দ্র ঘোষ গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় দয়ালচন্দ্র সাধুখাঁ দেবেন্দ্রনাথ সাধুখাঁ চৈতন্যদাস মাজি।

শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যায় /৪

শ্রীযুক্ত বিধিচাঁদ রামদয়াল /৩৮

শ্রীযুক্ত কালীপদ খাঁ উমাপদ দত্ত এণ্ড কোং /৩॥০

/৩ সের হিসাবে ৩ জন /৯

শ্রীযুক্ত মুরারিপদ সাউ সি টি এস কোং জানকীনাথ সামন্ত।

/২॥ সের হিসাবে ১২ জন ৮০

শ্রীযুক্ত পদ্মহরি পাল এণ্ড সন্স মতিলাল ঘোষ রামব্রহ্ম বন্দ্যোপাধ্যায় হরিপদ সামন্ত রাজকৃষ্ণ রুদ্র দ্বারকালাল মদনলাল হরিদাস সাধুখাঁ কৈলাসচন্দ্র হাজরা উপেন্দ্রনাথ দত্ত ললিতমোহন পাল গোসাই দাস মাজি নিবারণচন্দ্র সাধুখাঁ।

।০ সের হিসাবে ১২ জন ২৮০

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ, বিপীনবিহারী সরকার, রাজমোহন রায়, নৃত্যগোপাল বসু, হরিধন নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, রাইমোহন ভৌমিক, নিবারণ চন্দ্র দাস, অক্ষয়কুমার রাজ, বাবুরাম ভোলানাথ বসু, নিবারণচন্দ্র ভৌমিক, নবদ্বীপচন্দ্র সাহা।

/৭॥০ হিসাবে ২জন ।৫

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র দে, বিধুভূষণ ভৌমিক।

/৫ সের হিসাবে ১৩ জন ১।৫

শ্রীযুক্ত পার্শ্বনাথ দে রহিমবক্স সীতানাথ দে গোপাল চন্দ্র দে ধারা কালীকুমার বর্দ্ধন মনোমোহন সরকার রাধিকা মোহন ঘোষ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ রাইমোহন ভৌমিক অধর চন্দ্র মিত্র রাইমোহন ফণিভূষণ সাহা অমূল্যচরণ সরকার মকরচন্দ্র সরকার কৈলাসচন্দ্র সরকার।

/৩ সের হিসাবে ২জন /৬

শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দে জ্ঞানচন্দ্র দে।

/২॥০ সের হিসাবে ৬৮ জন ১/৫

শ্রীযুক্ত পার্শ্বনাথ চন্দ্র চন্দ্রকান্ত দে. গোপাল মাল হরেন্দ্র চৌধুরী রেবতীমোহন সুর যজ্ঞেশ্বর নাগ অশ্বিনী কুমার দে ভেদী মুখল মাতো. রাজমোহন সেন অম্বিকা চরণ সেন বিপিনবিহারী ক্ষিতীশচন্দ্র ভৌমিক শ্রীহরি সাহা রাধামাধব সাহা খগেন্দ্রনাথ নাগ মহিমচন্দ্র দে নীহার তালুকদার রাধাগোবিন্দ সিংহ।

শ্রীখেলজী হালদার—৬/

৮/ মণ হিসাবে ৬ জন ২৪/ মণ

শ্রীযুক্ত গোকুলদাস হংসরাজ, কেশবজী এণ্ড কোং, গোবিন্দ রাইসমিলস উপেন্দ্রনাথ নস্কর অমরচাঁদ মাধবজি হেমরাজ মদনলাল।

৩/ মণ হিসাবে ২ জন ৬/ মণ

শ্রী যুক্ত ত্রিভুবন হিরাচাঁদ ওকারমল হিরালাল।

২/ মণ হিসাবে ২৬ জন ৫২/ মণ

শ্রীযুক্ত ওয়াদমান ফুলচাঁদ (বর্দ্ধমান) চন্দনমল অভয়মল গাংলী সাজাহান এণ্ড কোং পি, সি, বসু, জহরমল টিকম চাঁদ দামোদর হংসরাজ রায় মন্মথনাথ পাল বাহাদুর দিগেন্দ্রকুমার চন্দ যামিনীনাথ মণ্ডল, রাধাকিষণ মাড়োয়ারী রতনলাল রামরতন সানাহরলাল ফুলচাঁদ মনোহর অনাথবন্ধু সামন্ত বাহাতরমল রূপমল নেতারাম পীতারাম চৌধুরী এ, সি, পাল, ঈশ্বরচন্দ্র জানা, সিদ্ধেশ্বর কর্ম্মকার প্রতাপচন্দ্র গাঙ্গুলী ধ্যধবলাল ধারসী রাজনারায়ণ রায় মনোমোহন কুণ্ডু রামপ্রসাদ মহাদেও গোবিন্দললে বাংরো দাসাধিকারী জনৈকবন্ধু।

১॥ মণ হিসাবে ৪ জন ৬/ মণ

শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ দত্ত গণেশচন্দ্র ঘটক যোগেন্দ্র নাথ সাহা, অনাথবন্ধু জানা।

১।০ মণ হিসাবে ২ জন

শ্রীযুক্ত ত্রিভুবন রামচাঁদ যোগেন্দ্রনাথ দাস।

১ মণ হিসাবে ৪১ জন

শ্রীযুক্ত হিরালাল এণ্ড সন্স দয়ালচাঁদ হরিপদ খাঁ, শ্রীকিষেণ শিউ কিষেণ, বঙ্কবিহারী পোদ্দার, ললিতমোহন পাল পান্নালাল দাস সীতানাথ পান্নালাল দাস হরিপদ ঘোষ পৌর্ণমাসী সাহা সুধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় নয়া নসি কুমারজি অনাথনাথ মণ্ডল রামদয়াল সমাদার বসন্ত লাল শিবলাল ক্ষীরোদপ্রসাদ পাইন এস, এম রতনলাল শ্যামসুন্দর পূর্ণশশী মণ্ডল বলাইচাঁদ পাল অমৃতলাল মিত্র পরমেশ্বর দালাল আমীর সা কৃষ্ণকালী রায় শিবকৃষ্ণ রায়

রসিকলাল শাখারি পূর্ণচন্দ্র দত্ত নিতাইচাঁদ দাস জগত্তারণ সামন্ত নর্ব্বাসকুমার বারীন্দ্রকুমার মণ্ডল রাটানাথ রজলাল সাহা রজনীকান্ত ঘোষ মহেন্দ্রনাথ পাইন এণ্ড কোং নিকুঞ্জপদ মণ্ডল কৃষ্ণমোহন দাস পল্টলাল উদুকচাঁদ প্রমথনাথ দে দীননাথ দাস নীলাম্বর সাহা গোপালকৃষ্ণ মদনমোহন সাহা প্রসন্নকুমার সাহা আনন্দচন্দ্র শশীমোহন সাহা সূর্য্যকুমার গুরুচরণ সাহা প্রবোধচন্দ্র দত্ত প্রমথ নাথ দে।

৸০ সের হিসাবে ২ জন ১৷০ আনা

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ খাঁ দীনবন্ধু কৃষ্ণচন্দ্র বলরাম সাহা।

হোসেন আহম্মদ ইসমাইল——॥৫

॥০ সের হিসাবে ১৫ জন

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর ও চৌধুরী কোং কার্ত্তিকচন্দ্র কালীচরণ ঘোষ কালীপ্রসাদ সরকার মাখনলাল ঘারসি উপেন্দ্রনাথ দত্ত মহম্মদ ফাইট আলি ভাই যামিনীকান্ত গুপ্ত কৃষ্ণমোহন রায় হরিপদ ঘোষ এণ্ড সন্স শরচ্চন্দ্র গৌরচন্দ্র দাস অতুলচন্দ্র দত্ত মহেশচন্দ্র সেন মোসাজি হোসেন ইসমাইল রাধানাথ দীননাথ পাল গোলোকচন্দ্র গঙ্গারাম পাল।

।৫ সের হিসাবে ৮ জন ৩, মণ

শ্রীযুক্ত হরিদাস মণ্ডল ভীমচন্দ্র খান বিহারীলাল পঞ্চানন খাঁ শশধর সামন্ত মন্মথনাথ পাল পরানচন্দ্র দে গঙ্গাসাগর সাহা রামকৃষ্ণ দেবেন্দ্রনারায়ণ শশিভূষণ সাহা রামকৃষ্ণ মদনকুমার সাহা।

শ্রীযুক্ত আবদুল মান্না——।২॥

।০ সের হিসাবে ৬ জন ১৸০ আনা

শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসাদ খাঁ বিপিনবিহারী নন্দী প্রিয়নাথ খাঁ রাইমোহন রায় চৌধুরী চন্দ্রনাথ আনন্দমোহন সাহা যদুনাথ মল্লিক।

শ্রীযুক্ত অনন্তবিহারী শ্যামসুন্দর সাহা——৴৭॥০ সের

৴৫ সের হিসাবে ৩ জন ।৫ সের

শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বসু গুইরাম দত্ত এণ্ড রাদাস নগেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

গৌড়ীয় মঠের আয়ব্যয়-তালিকা

১৩৩২ সাল, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩৯

আয়ের তালিকা

ব্যয়ের তালিকা

	১৬১২১/৫
হাওলাত	২০৬০৷৵১০
	১৮১৮১৷৶১৫
চাউল খরিদ	৪৮৫৸৵১০
বাজার ও তরকারি ইত্যাদি	২৮৭৬৷/১৫
ডাল	৩৩৬৷/৫
তৈল	৩৭৮॥৶০
চিনি গুড়	৯১৩৴১৫
ঘৃত	৪৩২৷৶১০
লবণ	৪২৸৴১১
মশলা	১৪৪৵১৫
কাষ্ঠ ও কয়লা	৫২৮॥/০
দুগ্ধ	১৯২৯৸৴১৫
কেরোসিন	৪৯॥৵১০
মঠগৃহ শুল্কাদি	২৪৫৩॥/১৫
পারিশ্রমিক	১৫৪৫ ।৫
পাথেয়	৩২০৪৶১৫
মেরামতাদি	১২৮৲
ডাকখরচ	১৩৫॥৶১০
বিবিধ	৫১॥৵৫
পত্রগ্রন্থাদি মুদ্রাঙ্কণাদি	৬৩৯৷৶১০
চিকিৎসা	৪১০৷/৫
ময়দা	১৩৩৸৶১৫
পাতা	৭৯৸/০
গ্রন্থাগার	৭১৯৷৵৫
কাপড়	৫৬২/০
	১৮১৮১৷৶১৫

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১১ই ভাদ্র, ১৩৩৩, ২৮শে আগষ্ট, ১৯২৬	৩য় সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

আরম্ভ ৫ই ভাদ্র ২২শে আগষ্ট রবিবার; সমাপ্তি—৬ই আশ্বিন ২৩শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্যের চরিত্র হইতে আমরা পরমার্থ-পথের পথিকসূত্রে বহু শিক্ষা পাইতে পারি। লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নিজ ভক্তগণের চরিত্র দ্বারা পরমার্থ পথের অনর্থগুলি আমাদিগকে বুঝাইয়া না দিলে আমরা কি কোটি-কণ্টক-রুদ্ধ ভক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে পারিতাম? শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং আচরণ করিয়া ও তাঁহার ভক্তগণের দ্বারা বহু শিক্ষা এবং আদর্শ বিস্তার করিয়া জগতে শুদ্ধভক্তি ও গোলোকের গোপ্যবস্তু নামপ্রেম প্রচার করিয়াছেন বলিয়াই আজ তিনি মহাবদান্য। তাঁহার মত দাতা-শিরোমণি জগতে আর কেহ হয় নাই, হইবেও না।

শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য গৌড়দেশ হইতে মহাপ্রভুর সহিত নীলাচলে আগমন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-গমনে ইচ্ছা হইলে শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভু 'সুস্নিগ্ধ', 'পণ্ডিত', 'সাধু' ও 'আর্য্য' বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে মহাপ্রভুর সঙ্গী করিয়া দিলেন। যদিও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাহাকেও সঙ্গে লইবার ইচ্ছা ছিল না, তথাপি শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রেমোন্মত্ত প্রভুকে বনপথে ভিক্ষা করাইবার জন্য এবং তাঁহার বস্ত্র ও জলপাত্র বহন করিবার জন্য বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও একজন বিপ্রকে মহাপ্রভুর সঙ্গে দিয়াছিলেন। ঝারিখণ্ডপথে কাশী যাইবার কালে বলভদ্র মহাপ্রভুকে স্বহস্তে পাক করিয়া প্রত্যহ ভিক্ষা করাইতেন।

—"ভট্টাচার্য্য সেবা করে, স্নেহে যৈছে দাস।"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।৬৫

মহাপ্রভু ভট্টের সেবায় বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া ভট্টের নিকট কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন-লীলা প্রদর্শন পূর্ব্বক ভট্টাচার্য্যকে একদিন বলিলেন, "তোমার প্রসাদে আমি এত সুখ পাইল।" ভট্টাচার্য্য প্রেমসেবা দ্বারা মহাপ্রভুর বিশেষ সন্তোষোৎপাদন করিয়াছিলেন। এইরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য দ্বারা বনপথে সেবিত হইয়া কাশীতে আগমন করিলেন। কাশীতে দিনচতুষ্টয় অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভু মথুরা গমন করেন। একদিন মহাপ্রভু অক্রূরঘাটে বসিয়া আছেন, এমন সময় বৃন্দাবন হইতে একদল লোক কোলাহল করিতে করিতে মহাপ্রভুর নিকটবর্ত্তী হইল। মহাপ্রভু ঐরূপ লোকসংঘট্ট ও কোলাহল দর্শন করিয়া উহাদিগের আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উহারা মহাপ্রভুর নিকট বলিতে লাগিল,—"কালীয়দহের জলে কৃষ্ণের প্রকট হইয়াছে। কৃষ্ণ কালীয়-নাগের শিরে নৃত্য করিতেছেন আর কালীয়নাগের ফণামধ্যে উজ্জ্বলরত্ন ঝলমল করিতেছে, আমরা ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ইহাতে কোনও সংশয় নাই।" এইরূপ তিন দিন যাবৎ লোকসংঘট্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া "আমরা কৃষ্ণদর্শন পাইয়াছি," "আমরা কৃষ্ণদর্শন পাইয়াছি"—এরূপ বলিতে লাগিল। মহাপ্রভু লোকের এইরূপ কথা শুনিয়া হাসিয়া কহিলেন,—"সব সত্য"।

এদিকে মূঢ়লোকের মুখে কৃষ্ণদর্শনের কথা শুনিতে পাইয়া সরলবুদ্ধি বলভদ্র ভট্টাচার্য্যেরও কালীয়দহে কৃষ্ণ দেখিবার সাধ হইল।

—"ভট্টাচার্য্য তবে কহে প্রভুর চরণে।
'আজ্ঞা দেহ' যাই, করি কৃষ্ণদরশনে।"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।৯৯

অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের অনুক্ষণ দর্শন ও সাক্ষাৎ সেবা ছাড়িয়া বলভদ্রের মূঢ়লোকের কল্পিতকৃষ্ণ দেখিবার জন্য হৃদয়ে কৌতূহল জাগিল। মহাপ্রভু বলভদ্রকে 'চাপড়' মারিয়া বলিলেন,—

"মূর্খের বাক্য মূর্খ হৈলা পণ্ডিত হঞা?

* * *

বাতুল না হইও ঘরে রহত বসিয়া।
কৃষ্ণ-দরশন করিহ কালি রাত্র্যে যাঞা।"

পরদিন প্রাতঃকালে কয়েকজন শিষ্টলোক মহাপ্রভুর নিকট আগমন করিলে মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কৃষ্ণ দেখি' আইলা?" শিষ্টলোকগণ মহাপ্রভুর নিকট বৃন্দাবনের ঐ সকল মূঢ়লোকের বিপর্য্যবুদ্ধি ও প্রাকৃত ঘটনা বর্ণন করিয়া বলিলেন, "কালীয়দহে কিছুই হয় নাই। রাত্রিকালে কতকগুলি ধীবর নৌকায় চড়িয়া মসাল হস্তে কালীয়দহে মৎস্য ধরে। দূর হইতে ইহা দেখিয়া লোকের ভ্রম উৎপন্ন হয়। লোকেরা মনে করে, কালীয়নাগের মস্তকে কৃষ্ণ নৃত্য করিতেছেন"—

"নৌকাতে কালীয়-জ্ঞান, দীপে রত্ন জ্ঞানে!
জালিয়ারে মূঢ়লোক 'কৃষ্ণ' করি' মানে!"

পক্ষান্তরে, 'বৃন্দাবনে কৃষ্ণপ্রকট হইয়াছেন এবং লোক-

সকল কৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছেন'—একথাও মিথ্যা নয়। কিন্তু কৃষ্ণ কৃপা করিয়া যাঁহার নিকট তাঁহার নিজস্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন, তিনিই প্রকৃত কৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছেন। আবার কতকগুলি লোকের নিকট কৃষ্ণ উপস্থিত থাকিলেও উঁহাদের চক্ষু উন্মীলন না হওয়ায় উঁহারা কৃষ্ণকে দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছে না; মায়াতে 'কৃষ্ণ' ভ্রম হইতেছে। দূরে পল্লবহীন বৃক্ষ দেখিয়া যেরূপ 'একটী পুরুষ আসিতেছে' এরূপ বিপরীত জ্ঞানের উদয় হয়, ব্রজবাসিগণেরও সেইরূপ জালিয়ার নৌকায় 'কালী'য়-জ্ঞান, তদুপরিস্থিত দীপে 'রত্ন' জ্ঞান এবং মৎস্যধারী জালিয়ায় 'কৃষ্ণ' জ্ঞানরূপ ভ্রম উদিত হইয়াছে।"

অভিন্ন-বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীগৌরসুন্দরের সম্মুখে বৃন্দাবনের প্রাকৃত লোক সকল যাহা বলিয়াছে, সরস্বতী তাহাদের মুখে সত্যই বলাইয়াছেন। তবে—

"মহাপ্রভু দেখি, 'সত্য' কৃষ্ণদরশন।
নিজ-জ্ঞানে 'সত্য' ছাড়ি' 'অসত্যে সত্যভ্রম' ॥"

প্রভুর দর্শনেই লোকের কৃষ্ণ-দর্শন সত্য হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাহাদের বর্ণন ও উদ্দেশ্য বিবর্ত্তাশ্রিত। মূঢ়লোক-সকল কৃষ্ণকে তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ বা ভোগের বস্তু মনে করে। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ তাহা নহেন। কৃষ্ণ অধোক্ষজ বস্তু, তাঁহাকে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে মাপিয়া লওয়া যায় না। আমরা অনেক সময়ে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানগম্যবস্তুকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকি। প্রকৃতপক্ষে উহা 'কৃষ্ণ' নন, 'মায়া' মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ লীলা প্রকাশ করিয়া কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের পরমার্থরাজ্যের প্রবেশ-পথে যে কিরূপ বিবর্ত্ত অর্থাৎ অসত্যবস্তুতে সত্যবুদ্ধির উদয় হয়, তাহা দেখাইলেন। যদিও কৃষ্ণ অন্তর্যামিরূপে প্রত্যেক অণু পরমাণুতে ওতঃ-প্রোতভাবে সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ বিরাজিত রহিয়াছেন, তথাপি আমাদের প্রকৃত দর্শনের অভাবনিবন্ধন আমরা কৃষ্ণকে সম্মুখে পাইয়াও উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, আমাদের প্রকৃত কৃষ্ণদর্শন হইতেছে না। আমরা আমাদের 'অ-কৃষ্ণ-প্রতীতি'-কেই 'কৃষ্ণ-প্রতীতি' বলিয়া ভ্রম করিতেছি; তাই মুখে 'কৃষ্ণদর্শন পাইয়াছি' বলিলেও কৃষ্ণদর্শনের প্রকৃত ফল লাভ হইতেছে না বলিয়া ফলের দ্বারাই কারণ অনুমিত হইতেছে অর্থাৎ আমাদের যে প্রকৃত কৃষ্ণদর্শন ঘটে নাই, তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

অনেক কোমলশ্রদ্ধব্যক্তিই এইরূপ ভ্রমে পতিত হন। প্রকৃত কৃষ্ণের সন্ধান ছাড়িয়া অনেক সময় তাঁহারা মূঢ়লোকের কথায় 'বুজরুকী'কেই 'সত্য' বলিয়া মনে করেন। অনেক সময় প্রকৃত সাধু-গুরু-বৈষ্ণব সম্মুখে অবস্থান করিলেও অনেকের তাঁহাদিগের প্রতি 'সাধু'-'গুরু' বা বৈষ্ণববুদ্ধি না হইয়া যে সকল লোক 'বুজরুকী' দেখাইতে পারে, তাহাদিগকেই 'সাধু' বলিয়া ধারণা হয়। ঐরূপ ধারণা ঠিক নৌকাতে 'কালীয়' জ্ঞান, দীপে 'রত্ন' জ্ঞান ও জালিয়াতে কৃষ্ণ-জ্ঞানের ন্যায় অসত্যে 'সত্য' ভ্রম বা বিবর্ত্ত মাত্র।

কাহারও মনে এইরূপ প্রশ্নের উদয় হইতে পারে যে, মূঢ়লোকের 'নৌকাতে কালীয়জ্ঞান', 'দীপে রত্নজ্ঞান' ও 'জালিয়ারে কৃষ্ণজ্ঞান' প্রভৃতি ভ্রম কি মহাপ্রভুর —"বন দেখি' ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন। 'শৈল' দেখি মনে হয় এই গোবর্দ্ধন॥ যাহা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে কালিন্দী। (চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।৫৫-৫৬)"—এইরূপ মহাভাগবতোচিত ব্রজলীলার উদ্দীপনের সহিত এক নহে? ঐ সকল মূঢ়-লোকেরও ত' কৃষ্ণবিষয়েই ভ্রম হইয়াছে, অপর কোন জাগতিক বিষয়ে ত' ভ্রম হয় নাই; অতএব কেনই বা উহা মহাপ্রভুর "বন দেখি' ভ্রম হয় এই বৃন্দাবনের" সহিত সমান না হইবে?'

মূঢ়লোকের প্রতীতি ও মহাভাগবতের প্রতীতি সম্পূর্ণ পৃথক্। মহাভাগবতের কৃষ্ণলীলাদর্শন বা কৃষ্ণলীলার উদ্দীপন আর জড়লোকের এক বস্তুতে অন্য বস্তু ভ্রম এক নহে। প্রেম-বিবর্ত্ত ও কাম-বিবর্ত্ত কখনও এক নহে। মহাভাগবতের ভোগ্য দর্শন নাই। সর্ব্বত্রই কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি।

"যাহা যাঁহা নেত্র পড়ে না দেখে অন্যমূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁ'র ইষ্টদেব-মূর্ত্তি॥"

মহাভাগবত প্রত্যেক বস্তুকে কৃষ্ণ-সেবার উপকরণ বলিয়া জানেন, তাই তাঁহার প্রত্যেক বস্তু হইতেই কৃষ্ণোদ্দীপন হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ লোক তৎপরিবর্ত্তে প্রত্যেক বস্তুকেই নিজের ভোগ্য জ্ঞান করে। সেই ভোগ্য-জ্ঞান হইতে কৃষ্ণ-বিষয়ক যে প্রতীতির উদয় হয়, উহাও ভোগ্যজ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত বা অন্যতম। উহাদের সেই 'কৃষ্ণজ্ঞান'রূপ-ভ্রমকে 'উদ্দীপন' না বলিয়া 'জড়বিবর্ত্ত অর্থাৎ অসত্য বস্তুতে 'সত্য' ভ্রমই বলা যায়। মহাভাগবতের 'বন' দেখিয়া বৃন্দাবনের স্মৃতির উদ্দীপন জড়লোককে বুঝাইবার

জন্য 'ভ্রম' শব্দে উক্ত হইলেও উহা প্রাকৃত-লোকের ন্যায় 'ভ্রম' বা "বিবর্ত্ত নহে। পরন্তু বাহ্যদশায় যাহাকে সতত কৃষ্ণসেবোপকরণ বলিয়া দর্শন, তাহাকেই অন্তর্দশায় কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন বা কৃষ্ণলীলার সহায়রূপে উপলব্ধি। বাহ্যদশায় মহাভাগবতের বন, শৈল বা নদীদর্শনে ভোগবুদ্ধি হয় না; পরন্তু উহাদিগকে তাঁহার ইষ্টদেবের ভোগ্যবস্তু বা বিচরণক্ষেত্র বলিয়াই জানেন। সেই সেই সেবোপকরণগুলি অদ্বয়জ্ঞান-ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবাস্ফূর্ত্তির সহিত এতদূর সংশ্লিষ্ট যে, তত্তদ্বস্তু প্রেমিক-সেবককে নিরন্তর কৃষ্ণের কথা ও তাঁহার লীলাবৈচিত্র্যের কথাই উদ্দীপন করিয়া দেন। সুতরাং অদ্বয়জ্ঞানানন্দ মহাভাগবতের প্রেমবিবর্ত্ত আর প্রাকৃতলোকের কাম 'বিবর্ত্ত' এক নহে।

আমরা মহাপ্রভুর প্রকাশিত এই লীলা হইতে আরও একটী উপদেশ পাই। পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, মহাপ্রভুর বৃন্দাবনের সঙ্গী বলভদ্র ভট্টাচার্য্য অভিন্নকৃষ্ণচন্দ্রের নিরন্তর কত সেবা করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু বলভদ্রের দ্বারা যে লীলা প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে কি এক মহতী শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাহা আপনারা চিন্তা করিয়াছেন কি? মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্যের দ্বারা দেখাইলেন যে, জীবের প্রকৃত সাধুগুরু-কৃষ্ণের নিকট থাকিয়াও অনেক সময়ে কপটসাধু, মেকীগুরু ও কল্পিতকৃষ্ণের সন্ধানে ছুটিবার লালসা হয়। সাক্ষাৎ কৃষ্ণাভিন্ন সদ্গুরুলাভ করিয়াও অনেকে প্রাকৃতলোকের মুখে 'বুজরুক' গুরুর কথা শুনিয়া মনে করে, "একবার তাহার নিকট গিয়াই দেখিয়া আসি না কেন? এই গুরুকে ত' অনেক দিন সেবা করিলাম, এস্থানে যখন ইন্দ্রিয়ভোগ্য কোন বস্তু পাইতেছি না, তখন যে গুরু তখন তখন 'বুজরুকীয় কৃষ্ণ' দেখাইয়া দিতে পারেন, এত লোক যাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকে, সেই গুরুর কাছেই একবার গিয়া আসি।" আবার কেহ কেহ যে গুরু সেবায় সর্ব্বার্থসিদ্ধ হয়, যে গুরু পাদপদ্মে অষ্টোত্তরশততীর্থ বিরাজিত, যে গুরুসেবা ব্যতীত কৃষ্ণ কখনও তুষ্ট হন না, সেই গুরুসেবা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট আসিয়া বলেন,—"আজ্ঞা দেহ, যাই, করি তীর্থ-দরশনে।" কেহ কেহ গুরুপাদোদকে স্নাত না হইয়া 'গঙ্গাস্নানের' জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন, কেহ বা গুরুসেবা ছাড়িয়া দিয়া নির্জ্জন-ভজন, কেহ বা তীর্থভ্রমণ, কেহ বা গৃহকার্য্য প্রভৃতিতে ব্যস্ত হইয়া পড়েন! অনেক সময় আমরা—

"তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দ-চরণ।"

"বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নান-কেলি,
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।"

"গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥"

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের এই সকল প্রার্থনা মুখে বলিলেও কার্য্যক্ষেত্রে আমরা প্রাকৃতলোকের 'লোকভুলান' কথায় বিশ্বাস করিয়া গতানুগতিকবিচারেই গা ঢালিয়া দিই। 'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ'—ভগবানের এই আদেশবাক্যানুসারে গুরুকে আমরা অভিন্নকৃষ্ণজ্ঞান করিতে পারি না। তাই আমাদের গলার হার গলায় রাখিয়া হারের জন্য 'হাত উতি' করিতে হয়। আমরা রজ্জুতে বা সর্পে 'হার' জ্ঞান করিয়া উহাকেই গলায় জড়াইয়া বসি। দুর্দ্দৈববশে আমাদের এই সকল উৎপাত উপস্থিত হয়।

তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে 'চাপড়' মারিয়া শিক্ষা দিলেন—"মূর্খের বাক্যে মূর্খ হৈলা পণ্ডিত হঞা?" বেদোজ্জ্বলা-বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিই 'পণ্ডিত'। যিনি গুরু-কৃষ্ণের সেবায় সতত নিযুক্ত, তাঁহারই প্রকৃত-বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির উদয় হইয়াছে। সেইরূপ ব্যক্তির কখনও মূর্খ অর্থাৎ গতানুগতিক অসংখ্য প্রাকৃতলোকের বিবর্ত্ত-বুদ্ধি-জাত বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজপাণ্ডিত্য অর্থাৎ গুরু-কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করা উচিত নহে। 'জগতের সমস্ত লোকেরও যদি বিবর্ত্তবশে বুদ্ধিভ্রান্ত হয়, এবং তৎফলে 'অসত্যকে সত্য করিয়া মানে' তথাপি আমি "নিতাই চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য" অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও বৈষ্ণবগণের সেবা হইতে কিছুমাত্র বিচলিত হইব না, যিনি এইরূপ বিচারবিশিষ্ট, তিনিই পণ্ডিত। এইরূপ সহিষ্ণুব্যক্তিই ভজনরাজ্যে অগ্রসর হইতে পারেন।'

অনেক লোক মহাভাগবত, সদ্গুরু ও সাধু-বৈষ্ণবের সেবার অভিনয়, এমন কি তাঁহাদের 'নিত্যসঙ্গী'র (?) অভিনয় দেখাইয়াও, বলভদ্রভট্টাচার্য্যের আদর্শে বিপথগামী হইলে মহাভাগবত বৈষ্ণব বা সদ্গুরু কৃপালাভে বঞ্চিত হন।' আমরা জানি যে, মহাভাগবতকুলভূষণ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল

জগন্নাথ, পরমহংসকুলাগ্রণী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতি মহাত্মগণের সঙ্গে অবস্থান, তঁহাদের বহুবিধ সেবা ও পরিচর্য্যার অভিনয় প্রভৃতি দেখাইয়াও কেহ কেহ দুর্দ্দৈবক্রমে বিপথগামী হইয়াছেন। হইবার কারণ—জীবের স্বতন্ত্রতা। স্বয়ং ভগবান্‌ও অণুচেতনজীবের স্বতন্ত্রতা বা তটস্থধর্ম্ম লোপ করিতে ইচ্ছা করেন না। স্বতন্ত্রজীব-চক্ষুর সম্মুখে ঐরূপ মহাভাগবত বৈষ্ণবগণকে পাইয়াও (?) সেবা করিবার সুযোগলাভ করিয়াও অন্যাভিলাষক্রমে তাঁহাদের উপর 'সাধু-গুরু-বুদ্ধি' করিতে পারেন নাই। অসূয়া-জাত মর্ত্ত্যবুদ্ধি লইয়া মনে করিয়াছেন, বোধ হয়, ইঁহাদের অপেক্ষাও বড় সাধু আছেন!'

আমরা অনেক সময় নিজজ্ঞানে শাস্ত্র পড়িয়া যে সাধুর লক্ষণ বিষয়ক মনোধর্ম্মোত্থ অভিজ্ঞান লাভ করি, আমাদের সম্মুখস্থ সাধুতে সেই সকল লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া প্রকৃত সাধুর চরণে অপরাধ করিয়া থাকি। ইহারই নাম কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি। 'কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ' যে আমার মাপিয়া লইবার বস্তু নহেন, তাঁহারা অধোক্ষজবস্তু। আমরা বাহ্য-দর্শনে সাধুর সন্নিকটে শয়ান, উপবেশন, অবস্থান ও তাঁহার নানাবিধ পরিচর্য্যার অভিনয় করিলেও আমাদের ভোগোন্মুখতা থাকিলে 'সাধু' ও আমার মধ্যে বিরজা-ব্যবধান থাকে। বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের দ্বারা মহাপ্রভু এই শিক্ষা দিলেন। আবার তিনি আরও দেখাইলেন যে, ভগবান্ কৃপা করিয়া যে সকল সুকৃতিমান্ জীবের নিকট তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন, তাঁহাদেরই মহাপ্রভুতে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দনজ্ঞান, গুরুদেবে কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহজ্ঞান উদিত হয়। মহাপ্রভু ভব্যলোকগণের মুখে ইহা প্রকাশ করাইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই লীলায় আমাদের আরও অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই সকল সৌভাগ্যবান্ ভব্যলোকের নিকট কৃপাপূর্ব্বক স্বীয় স্বরূপ প্রকাশিত করিয়া তাঁহাদের দিব্যজ্ঞান ও বিদ্বচ্চক্ষু উন্মীলন করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা বৃন্দাবনের অন্যান্য প্রাকৃত লোকের ন্যায় জালিয়াতে 'কৃষ্ণবুদ্ধি' না করিয়া সাক্ষাৎ কৃষ্ণেই কৃষ্ণজ্ঞান করিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দেখিয়া বলিলেন—

"লোকে কহে,—"সন্ন্যাসী তুমি জঙ্গম নারায়ণ॥
বৃন্দাবনে হৈলা তুমি কৃষ্ণ-অবতার।
তোমা দেখি' সর্ব্বলোক হইল নিস্তার॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু সাক্ষাৎ কৃষ্ণ হইয়াও এই অবতারে আচার্য্যলীলাভিনয়কারী লোকশিক্ষক। ভবিষ্যতে যাহাতে প্রাকৃতজীবগণ ধর্ম্মের নাম করিয়া জীবে নারায়ণ-বুদ্ধিরূপ 'পাষণ্ডতা' প্রচার না করে, তজ্জন্য তিনি ঐসকল ভব্য-লোককে লক্ষ্য করিয়া জগতে শিক্ষা দিলেন,—

"প্রভু কহে,—'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু', ইহা না কহিবা!
জীবাধমে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান কভু না করিবা!
সন্ন্যাসী চিৎকণ জীব, কিরণকণ সম।
ষড়ৈশ্বর্য্যে পূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম॥
জীব, ঈশ্বরতত্ত্ব—কভু নহে 'সম'।
জ্বলদগ্নিরাশি—যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥
যেই মূঢ় কহে,—জীব ঈশ্বর হয় সম।
সেইত' 'পাষণ্ডী' হয়, দণ্ডে তা'রে যম॥"
"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি-দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥"

মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ আপনাকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া, মুখে 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' বলিয়া থাকেন; স্মার্ত্তপ্রথায় গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেই সেই সন্ন্যাসীকে দেখিলে 'নারায়ণ' জ্ঞানে প্রণাম করিয়া থাকেন। এই ভ্রম-প্রথা নিবারণের জন্য মহাপ্রভু কহিলেন,—সন্ন্যাসী জীব বই আর কিছু নয়। তিনি কখনই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণসম হইতে পারেন না। কৃষ্ণ—সূর্য্যতুল্য, স্বপ্রকাশ বিভুবস্তু, আর জীব কৃষ্ণ-সূর্য্যের কিরণকণ সম চিৎকণ অণুবস্তু, সর্ব্বদা কৃষ্ণের বশ্য। তাঁহাকে 'নারায়ণ' বলিলে মহা-অপরাধ হয়। বিকারী জীব ও অবিকারী নারায়ণে সমজ্ঞানই—'পাষণ্ডতা'। যাঁহারা ব্রহ্মরুদ্রাদি জীবতত্ত্বকে পরমেশ্বর নারায়ণের সহিত সমভাবে দর্শন করেন, তাঁহারা বিবর্ত্তগর্ত্তে পতিত পাষণ্ডী—ইহাই শাস্ত্রের বাক্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতের অসংখ্য লোকের জীব ও নারায়ণে সমবুদ্ধিরূপ অপরাধ ও ভ্রমাত্মক গতানুগতিক ধারণা বিদূরিত করিবার জন্য স্বয়ং পরমেশ্বর হইয়াও লোকাচার্য্যরূপে এই প্রকার শিক্ষা দিলেন। তিনি ইহার দ্বারা আরও শিক্ষা দিলেন যে, যাঁহারা ধর্ম্মের নাম করিয়া অথবা কিছু বুজরুকী

দেখাইয়া যেখানে সেখানে নিজদিগকে 'কৃষ্ণ-অবতার' রূপে বলিতে বা বোলাইতে চান, তাঁহাদিগের ঐরূপ চেষ্টা 'পাষণ্ডতা'। তাঁহারা মহা-অপরাধী।

সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনে লব্ধসুকৃতি ভব্যলোকগণ শ্রীগৌরসুন্দরের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাই, তাঁহারা মহাপ্রভুর উক্ত কথার উত্তরে বলিলেন—

'মৃগমদ' বস্ত্রে বান্ধে তবু না লুকায়।
ঈশ্বর স্বভাব তোমার ঢাকা নাহি যায়॥
স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধ আর চণ্ডাল-যবন।
যেই তোমার একবার পায় দরশন॥
'কৃষ্ণনাম' লয়, নাচে, হঞা উন্মত্ত।
'আচার্য্য' হইল সেই, তারিল জগত॥
দর্শনের কার্য্য আছুক, যে তোমার 'নাম' শুনে।
সেই কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, তারে ত্রিভুবনে॥
তোমার 'নাম' শুনি' হয় শ্বপচ পাবন।
অলৌকিক শক্তি তোমার না যায় কথন॥
এই মত মহিমা—তোমার 'তটস্থ' লক্ষণ।
'স্বরূপ'-লক্ষণে—তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

শ্রীগৌরসুন্দর তদ্দর্শনলব্ধ সুকৃতিমান্ জীবের মুখে স্বীয় স্বরূপের কথা জগতের নিকট প্রকাশ করিয়া শিক্ষা দিলেন যে, আসল ও নকল—একবস্তু নহে। জীব বা কোন ঢঙ্গব্যক্তি যদি নিজকে 'নারায়ণ' বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন বা অপরের দ্বারা ঐরূপ পাষণ্ডতা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে উহা সর্ব্বতোভাবে গর্হণীয়; কিন্তু ভগবান্‌কে 'ভগবান্' বলা, আসলকে 'আসল' বলা, প্রকৃত 'সাধু'-'গুরু'-'বৈষ্ণব'কে 'সাধু' 'গুরু' 'বৈষ্ণব' বলিয়া সম্মান ও তাঁহাদের গুণকীর্ত্তন করাই জীবের কর্ত্তব্য, তাহাই জিহ্বার ফল, সমস্ত বেদবেদান্ত অধ্যয়নের একমাত্র ফল। কৃষ্ণ বা প্রকৃত সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপালাভ করিয়া জীব কৃষ্ণসেবোন্মুখ হন, শ্বপচ ও পাবন হইয়া মহাভাগবত ও আচার্য্য হন এবং সমগ্র জগৎ উদ্ধার করিতে পারেন।

শ্রীগৌরসুন্দর একদিকে যেমন বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের আদর্শ প্রকট করিয়া দুর্দ্দৈবগ্রস্ত ব্যক্তিগণের চিত্র প্রদান করিলেন, আবার অন্যদিকে তেমনই তাঁহার অন্তরঙ্গ নিজজন গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী দ্বারা গুরুকৃষ্ণসেবার আর একটী মহান্ আদর্শ জগতে প্রচার করিয়া অনুরাগী গুরুসেবকের কিরূপ গুরুসেবায় দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতা হওয়া আবশ্যক, তাহাও শিক্ষা দিলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীনীলাচলে ক্ষেত্র সন্ন্যাস করিয়া শ্রীগোপীনাথের সেবায় নিমগ্ন ছিলেন। পূর্ব্ব বাসগৃহ পরিত্যাগ করিয়া কোনও ভগবদ্ধামে শুদ্ধ-হরিসেবনোদ্দেশে আজীবন বাস করাকে ত্রিদণ্ড গ্রহণ বা 'ক্ষেত্রসন্ন্যাস' বলে। যাঁহারা এই ক্ষেত্র-সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন, তাঁহারা জাগতিক বিষম বিপদ উপস্থিত হইলেও হরিবসতিস্থল পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবেন না—ইহাই বিধি। নীলাচল হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন গৌড়দেশ হইয়া বৃন্দাবনে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন গৌর-সর্ব্বস্ব গদাধর মহাপ্রভুর সঙ্গ ও সেবা বিচ্যুত হইতেছেন দেখিয়া তিনিও মহাপ্রভুর সঙ্গে চলিলেন। মহাপ্রভু গদাধরকে বলিলেন, তুমি ক্ষেত্রসন্ন্যাস ছাড়িয়া আমার সঙ্গে আসিও না। গদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুকে কি উত্তর দিলেন পাঠকগণ শ্রবণ করুন,—

পণ্ডিত কহে,—"যাহা তুমি, সেই নীলাচল।
ক্ষেত্রসন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল॥"
প্রভু কহে—"ইহা কর গোপীনাথ-সেবন"॥
পণ্ডিত কহে,—"কোটিসেবা তৎপাদ-দর্শন"॥

—চৈঃ চঃ মঃ ১৬।১৩১-১৩২

শ্রীগদাধর শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গলাভের জন্য জীবনের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিপ্রদ শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহের সেবনরূপ প্রতিজ্ঞা বিফল করাইয়া ভগবৎসেবাকেও অতি অনায়াসে হেলায় ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন; শ্রীগদাধরের শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রীতি তাঁহারই সমানধর্ম্মী অন্তরঙ্গ বান্ধব ব্যতীত অপর কোন ভক্তেরই বোধগম্য নয়।

আমরা উপসংহারে আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য (শ্রীল হরি-বল্লভ) চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের 'সারার্থদর্শিনী'র (ভাঃ ৪।২৮।৩৪) একটু অংশ পাঠকগণকে উপহার দিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিতেছি।—

"গুরোঃ সেবায়াং প্রবৃত্তঃ শিষ্যঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদীন্যপি ভোগান্ তদ্ভুখান্ প্রেমানন্দানপি গৃহ্ণান্ তদুচিত-বিধিকৃত্যলমপি নৈবাপেক্ষতে —শ্রীগুরু-সেবয়ৈব সুখেন সর্ব্বসাধ্যসিদ্ধ্যর্থমিত্যু-পদেশো ব্যঞ্জিতঃ।"

—গুরুসেবায় প্রবৃত্ত শিষ্য গুরুসেবার জন্য নিজের ব্যক্তিগত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ আত্মপ্রসাদ বা তজ্জ্য প্রেমানন্দ অর্থাৎ নির্জ্জনভজনানন্দ এমন কি তদুচিত নির্জ্জনবাসাদিকেও কখনও অপেক্ষা করেন না শ্রীগুরুসেবারূপ সুখের দ্বারাই সর্ব্বসাধ্য সিদ্ধ হয়।

যোগমায়া ও মহামায়া

নমি আমি যোগমায়া তব পদাম্বুজে,
বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী তুমি ! বিদ্যাশক্তি
রূপে তুমি বিরাজিতা ভকত-নয়নে ;
চিদ্ধামের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
তুমি না করিলে কৃপা, কে পারে জানিতে
মহিমা অপার তব ? এ ভবমণ্ডলে
'গৌড়-মণ্ডল-ভূমি চিন্তামণি বলি'
যে জানে, তাহার হয় ব্রজপুরে বাস'—
শ্রীমুখের বাক্য এই শ্রীল ঠাকুরের,
উপলব্ধি হয় মাত্র প্রসাদে তোমারি ;
কৃপাপাত্র তব শুদ্ধভক্ত বিনা কেহ,
অপ্রাকৃত বাক্য সেই সিদ্ধান্ত পরম
না পারে বুঝিতে কভু, না পায় সন্ধান।
অকৃপা তোমারি মোহ-তিমির-যামিনী।
অভীষ্ট-দায়িনী নিত্যা কাত্যায়নী তুমি
বৃন্দাবনে ; ব্রজ-জনে দয়া মূর্ত্তিমতী ;
পূজিয়া তোমারে তথা গোপাঙ্গনাগণ,
তোমারি কৃপায় আহা, পাইল সকলে
বাঞ্ছিত পরমলোকে—কৃষ্ণপতি-বর।
জ্ঞান যোগ কর্ম্ম আদি অশেষ বন্ধনে
বদ্ধজীব অসহায় সহে কি সংসারে
শোক তাপ ! সাধু-সঙ্গে তব কৃপা লভি
কর্ম্মভোগ সেই তার শেষ হয় ভবে ;
কর গো ছেদন তবে তুমি সে বন্ধন
চিরতরে। তমোঘোরে দিব্যজ্ঞানালোক
করিয়া প্রকাশ নাশ কর বিঘ্ন শত
শ্রেয়ঃপথে অদ্ভুতম। মুক্ত কর তার
বৈকুণ্ঠের মহাদ্বার ; ভক্তিপথে সার
জিনিয়া মন্দার-দল কোমল নির্ম্মল
পায় সে কমল-পদ কালীয়-লাঞ্ছন
কালভয় হর সদা। চিন্ময়ী স্বরূপা
চৈতন্যরূপিণী ভক্ত-সেবাবিকাশিনী
নিত্যানন্দ-বিধায়িনী তুমি গো ত্রিলোকে ;
অনন্ত মহিমা তব বেদে অগোচর ;
হ্লাদিনীস্বরূপা তুমি চিদানন্দময়ী।
একান্ত দুঃখের শেষে, আনন্দ অশেষ
অপাঙ্গ-ঈক্ষণে তব অনায়াসে পায়
অপায়-আকুল জীব। নাহি জ্বলে আর
ত্রিতাপ কটাহে কভু, পাইয়া বারেক
তোমার করুণা কণা। জন্মমৃত্যু ঘুচি'
টুটি' মহামায়াপাশ পায় সে প্রবেশ
ঊর্দ্ধদেশে—অমৃতের দেশে নিত্যধামে
বৃন্দাবনে। কৃষ্ণ-লীলা পরিকর-সনে
ইন্দ্রিয়-তোষণে তাঁরি করে নিত্যলীলা
নিত্যানন্দময়ী। ওগো তুমিই সে দেশে
নিত্যানন্দ-বিধায়িনী সচ্চিৎরূপিণী
পরানন্দ-প্রদায়িনী। নবদ্বীপধামে
অধিষ্ঠাত্রী তুমিই সে 'প্রৌঢ়মায়া'রূপে ;
'পোড়া মা' প্রাকৃত লোকে বলে তোমারেই,
না জানে স্বরূপতত্ত্ব মোহ-মত্ত জন।
কর কৃপাদৃষ্টি দেবি, বন্দি শ্রীচরণ।

(২)

অন্যদিকে, কে তুমি গো অবিদ্যাজননী,
জড়ানন্দ-প্রদায়িনী বিমুখ-মোহিনী ?
মহামায়া নাম তব বিদিত জগতে।
কৃষ্ণসেবা ভুলি জীব অনাদি-বিমুখ
নিত্যবদ্ধ ; মোহবশে বসে তারা সবে
তব অধিকারে। জড়-অধিষ্ঠাত্রী তুমি।
ভ্রান্ত মৃগ যূথ যথা তৃষ্ণাতুর হায়,
ঊর্দ্ধমুখে বারি আশে ধায় মরুভূমে
মরীচিকা পানে, শেষে হতাশ-জীবনে

হইতে নিধন সেই নীরস প্রান্তরে
অগ্নিময়। মুগ্ধ তথা, তব মায়া হেরি,
না পারি বুঝিতে ঘোর ইন্দ্রজাল তব,
(ছলনা-রূপিণী তুমি মহা-মায়াবিনী)
বহির্ম্মুখ জীবগণ, শান্তি-অন্বেষণে
না ল'য়ে শরণ সেই সদা-শান্তিধাম
পাদপদ্মে গোবিন্দের, মোহান্ধ-হৃদয়ে
মিথ্যা-প্রলোভনময় মন্দিরে তোমার
অশান্তির পারাবার পশে গো সত্বরে
বেগভরে। সুস্বাদরে সতৃষ্ণ সবার
কি মধু-মদির-ধার ঢাল তুমি তবে;
আপাতঃ মধুর তাহা গরল বিষম
বিভ্রম-জনক, তারা জানিতে না পারে;
কহিতে করিতে পান মত্ত হ'য়ে যায়
মোহিনী মায়ায় তব, চায় বারবার;
সর্ব্বনাশ আপনার করে সাধ করি!
পঞ্চরসে ভরি ভোগডালা সাজাইয়ে
ধর তুমি নানারূপে সম্মুখে তাদের
সময় বুঝিয়া; মজে মূঢ়মতি সবে।
মহার্ণবে তরী যথা কাণ্ডারি-বিহীন,
ঘুরে ভবে অনুদিন, উঠে পড়ে বেগে
তরঙ্গে তরঙ্গে জন্ম-মৃত্যুর অশেষ!
না পারে বুঝিতে তব ছলনার লেশ।
কৃষ্ণ ভুলি, ইষ্ট বলি বরিয়া বিষয়ে
বদ্ধ মোহপাশে তব এই জীব হায়,
দেহধর্ম্ম মনোধর্ম্ম সাধিছে কেবল
কবলে তোমার। কাল পরিণাম তা'র
ভাবে না গো একবার, ভাবিতে না পারে
জড়মতি মদিরায়। পূজিয়া তোমায়
'সুখদা' 'মোক্ষদা' বলি' বিভ্রমে বিপুল,
দিয়া বলি ফল ফুল, বণিক্ ব্যাপারে,
বিনিময়ে তারস্বরে চাহে শতমুখে
ভোগের ইন্ধন-বাজি; রসনা ভরিয়া
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া তুলে 'দেহি' 'দেহি' রব
তন্ত্রে মন্ত্রে অভিনব। তুমিই সে জীবে
তুলিয়া ত্রিদিবে কভু, ডুবায়ে নরকে,
পলকে পলকে কোটি কুহক-লীলায়
নাচাও নিয়ত রঙ্গে। তরঙ্গে কালের
কোথাও কভু সে স্থির থাকিতে না পারে,
উঠিলেও বহু উর্দ্ধে পড়ে পুনর্ব্বার
পুণ্যক্ষয়ে। নিদারুণ কর্ম্মের বন্ধন
না ঘুচে কখন; তাপ না হয় নির্ব্বাণ।
কলির সহায় তুমি, কালের কামিনী।
কালচক্রে অনিবার এই জীবগণে
শিশ্নোদর-পরায়ণ, দেহারাম সদা,
কর আবর্ত্তিত বেগে। মোহমন্ত্রে তব
অসুখ অনিত্য— কালবিপ্লুত সম্পদে
বিমুগ্ধ তাহারা শুধু; নিত্য সত্য-ধন
চিরপূর্ণ পূর্ণতম, অনুত্তম যাহা,
না পায় সন্ধান তা'র। রুদ্ধ পথ সেই
প্রভাবে তোমার। 'আবরিকা' শক্তি বলে
আবরি তাদের তুমি স্বরূপ নির্ম্মল,
মিথ্যা অহঙ্কারে কত অভিমান আনি
রাখ ভুলাইয়া। শত ঐশ্বর্য্যে দুর্ল্লভ;
উচ্চ পদ, উচ্চ মান, উচ্চ নাম দিয়া
করিয়া বিভোর, কর লক্ষ্যহারা মূলে।
মুগ্ধ তাহে অন্ধ-নেত্র না দেখে কেহই—
যোগৈশ্বর্য্য ভোগৈশ্বর্য্য সকলি সভয়,
সংক্ষয় সকলি হয় কালের নিশ্বাসে!
অয়ি কুহকিনী মায়া,—মোহজাল তব
কে পারে কাটিতে লোকে? মাত্র সেই জন,
একান্ত শরণ রাধাকান্তের চরণে
কায়মনে যে জনার, পারে অনায়াসে,
দৃঢ় মোহপাশে তব শতধা কাটিয়া,
ত্যজিয়া বিদূরে ছল-ভাব-ভক্তি-আদি
আত্মেন্দ্রিয় সুখচেষ্টা কাপট্য ধর্ম্মাদি,
লভিতে সে অকৈতব ধর্ম্মে সনাতন
অনুপম, শুদ্ধভক্তিপথ অনাবিল;
অখিল প্রভাব তব ব্যর্থ যেই স্থলে।
হরি ব'লে সেই স্থলে আনন্দে পরম,
যোগমায়া-সুরক্ষিত শুদ্ধ-ভক্তগণ,
দুর্ভেদ্য সে আবরণ ভেদিয়া তোমার

হয় দ্রুত অগ্রসর ; সবার উত্তর
সদানন্দময় সেই ভবনে অভয়
পায় দাস্য-যোগ নিত্য গোবিন্দ-চরণে !
ধন্য শক্তি তব দেবি, ভক্তিহীন জনে !

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

ল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

স্থান—বাখরাবাদ, মেদিনীপুর

সময়—৬ই এপ্রিল, ১৯২৬।

আমি নিতান্ত অযোগ্য জীব। অযোগ্য হইলেও কৃষ্ণ-কৃপাকাঙ্ক্ষারূপ আমার একটী কৃত্য আছে। যাঁহার যে পরিমাণে অযোগ্যতা, ভগবানের করুণা তাঁহার প্রতি তত অধিক পরিমাণে বর্ষিত। "দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।"

ভগবানের রূপ দর্শন করিতে হইলে, আমাদেরও রূপ-বিশিষ্ট হইতে হইবে। যদি তাঁহার রূপ দর্শন করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের রূপানুগ হওয়া চাই যেন তিনি তাহাতে প্রীতিলাভ করেন। শ্যাম দেখে শ্যামার রূপ, শ্যামা দেখে শ্যামের রূপ—উত্তরোত্তর রূপ দর্শন ঘটে। আমরা যদি গুণী হই, তাহা হইলে ভগবানের গুণও উপলব্ধি করিতে পারিব।

অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধ-তারকাপালিঃ।
কলিতশ্যামা ললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি॥

(ভঃ রঃ সিঃ মঙ্গলাচরণ শ্লোক)

১। শ্যামা, ২। ললিতা, ৩। বৃন্দাবনেশ্বরী, শ্যামা-নুগা, ললিতানুগা, রাধার অনুগা পরপর পর্য্যায়। রূপ-বর্ণনে যদি তাদৃশ আনুগত্য আসে—আমাদের উত্তরোত্তর যদি সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়—আমরা যদি সর্ব্বসৌন্দর্য্যাকর শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমাদের উত্তরোত্তর সৌন্দর্য্য দেখাইতে পারি, তবে আমরাও তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শন করিবার সৌভাগ্য পাইব।

বর্ত্তমানকালে অনর্থময় অবস্থায় আমাদের দণ্ডকারণ্যের ঋষিগণের ন্যায় রামচন্দ্রের সৌন্দর্য্যপর্য্যন্ত দর্শনের অধিকার হয় না।

আমাদের কুরূপ কোথা হইতে আসিল? আমাদের স্বরূপে ত' কুরূপ নাই। বাহিরের অনর্থ আসিয়া আমাদের নিজের স্বরূপ আবৃত করিয়াছে, যে রূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক ভগবানের প্রীতিবিধান করিব, সে রূপ এখন আচ্ছাদিত হইয়াছে।

প্রেম-ভক্তি সাধারণী-শুদ্ধভক্তি হইতে শ্রেষ্ঠা। ভগ-বানের রূপ গুণ লীলাতে পৌছিতে হইলে, আমার একটী কৃত্য আছে, কিন্তু আমি তাহাতেই অযোগ্য। শ্রীগৌরসুন্দর এই প্রপঞ্চে ৪৮ বৎসর প্রকটকালে স্বয়ং ভজনীয় বস্তু হইয়াও ভক্তের বিচার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। আপনারা সেই আদর্শে ভজনের প্রকার জানিতে পারিয়াছেন—কিপ্রকারে জীব ভজনের রাজ্যে অগ্রসর হইবেন, তিনি তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমার অযোগ্যতাই বড় ভরসা, আর ভরসা—

"আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।"

শ্রীরূপানুগগণও বলেন, আমার প্রভু—শ্রীরূপ। আমি যতই অযোগ্য হই না কেন, তবুও আমার দাস্য নামে একটী কৃত্য আছে। রূপানুগ ঠাকুর মহাশয়ও গাহিয়াছেন,—

শ্রীরূপ-মঞ্জরী-পদ, সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর ভজন-পূজন।
সেই মোর প্রাণ-ধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন॥
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত সেই তপ, সেই মোর মন্ত্র জপ,
সেই মোর ধরম করম॥
অনুকূল হবে বিধি, সে-পদে হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এ দুই নয়নে।
সে রূপ-মাধুরীরাশি, প্রাণ-কুবলয়-শশী,
প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে॥
তুয়া-অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহি,
চিরদিন তাপিত জীবন।

হা হা প্রভো কর দয়া, দেহ মোরে পদ ছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ ॥

আমি অযোগ্য হইলেও পরম ভাগ্যবান্। পূর্ব্বে বৈষ্ণবেরা তাঁহাদের কৃত্য বলিয়াছেন,—আমার কৃত্য-পরিচয়ে বলি যে, আমিও যখন রূপানুগাভিমানিগণের ভৃত্য, তখন রূপানুগগণের পদানুসরণরূপ আমারও একটী কৃত্য আছে। রূপানুগগণ—প্রচারক। শ্রীগৌরসুন্দরের বাণীও আমি শ্রবণ করিয়াছি—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥"

শ্রীগৌরসুন্দরের আজ্ঞা—

"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয় তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ ॥

ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥

জগতে মায়ার কথা প্রবল বেগে চলিতেছে, হরিকথার বড়ই দুর্ভিক্ষ। হরিকথায় লোকের আদৌ উৎসাহ নাই। ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হইলে ধর্ম্ম হইবে না, ইন্দ্রিয়-সুখকে নষ্ট করিলেও ধর্ম্ম হইবে না।

"ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।" বেশীতেও হইবে না, কমেও হইবে না। কিন্তু ভগবানেরই সেবা করা চাই। যে সকল মহাপুরুষেরা ইতঃপূর্ব্বে আপনাদের কাছে হরিকথা বলিলেন, তাঁহাদের যোগ্যতা আমা অপেক্ষা অনেক বেশী। আমি কৃষ্ণেতর বিষয়কার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত। তবে শুধু গুরুর নিকট হইতে যে সকল কথা শুনিয়াছি, তাহা আপনাদের নিকট বলিবার চেষ্টা করি বটে, কিন্তু তাহা আপনাদের কাজে লাগে না, আপনাদের সময় নষ্ট হয় মাত্র।

এই জগতে ভাগ্যের দোষে ভগবানের রূপ-গুণ-লীলা অপ্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহাতে সুপ্রাপ্য হয়, তজ্জন্য শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—নামাশ্রয়ই একান্ত আবশ্যক। নামাশ্রয় দ্বারাই রূপ-গুণ-লীলার স্ফূর্ত্তি হয়। সেই শ্রীরূপেরই প্রিয়কিঙ্কর প্রভুপাদ শ্রীল জীবগোস্বামী বলিয়াছেন,—

"প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যেত, সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নামরূপগুণপরিকরেষু লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতীত্যভিপ্রেত্য সাধনক্রমো লিখিতঃ। এবং কীর্ত্তনস্মরণয়োশ্চ জ্ঞেয়ম্।"
—ভক্তিসন্দর্ভঃ

শ্রীনাম গ্রহণ ব্যতীত আমাদের অন্য কোন কৃত্য নাই। অনর্থ থাকা কালে আমাদের নাম গ্রহণ হয় না। অধিক স্থলেই 'নামাপরাধ' কখনও 'নামাভাস' হয়। অনর্থমুক্ত হইবার জন্য সর্ব্বাগ্রে যত্ন করা উচিত। ভগবানকে নিষ্কপটে ডাকিলেই জীবের অনর্থ-নিবৃত্তি হয়। অন্য কোন উপায় নাই।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥"

শ্রীনামগ্রহণ ব্যতীত আর অন্য কোন সাধন-পন্থা নাই।
"যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা তৎসংযোগেনৈবেত্যুক্তম্।" —ভক্তিসন্দর্ভ।" 'নাম' করিতে করিতে অনর্থ নিবৃত্তি হইবে—'নামাপরাধ' করিতে করিতে অনর্থ নিবৃত্তি হয় না। অনর্থ নিবৃত্তি হইলে ভগবানের রূপগুণলীলা শুদ্ধচিত্তে স্বয়ং প্রকাশিত হন। আমরা তখনই উন্নতোজ্জ্বলরসপ্রার্থী হইয়া 'রসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' পাঠের সুষ্ঠু অধিকার লাভ করিতে পারি।

যাহাতে আমরা অপরাধ না করি, তজ্জন্য আমাদের গুরুপাদপদ্ম হইতে 'অপরাধ-দশক' শ্রবণ করা আবশ্যক। অনবধানতারূপ করালবদন অসুর, গুর্ব্বপরাধরূপ সাগরে আমাদের নিমজ্জিত করে। নামগ্রহণ করা আকাশ-কুসুমের ন্যায় হয়। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর যে শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণন করিয়াছেন, তাহা এইরূপ—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥
(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ৯২ শ্লোক)

অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের 'নামটী'—একবার মধুর, 'বিগ্রহ'টী—দুইবার মধুর, 'বদন'টী—তিনবার মধুর, আর

'হাস্ত'টী—চারিবার মধুর। 'নাম' প্রেমের কলিকাস্বরূপ, ক্রমশঃ বিকশিত ও পূর্ণবিকশিত হইয়া নামরূপগুণলীলা ও বস্তুসিদ্ধিকালে স্বরূপবিলাস প্রদর্শন করিয়া থাকেন। শ্রীনামই বিকশিত হইয়া রূপগুণলীলারূপে প্রকাশিত হন।

নামেতে যাহাদের প্রাকৃতবুদ্ধি, তাহাদেরই নামগ্রহণে রুচি হয় না।

"স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদ মূলহন্ত্রী॥"

পিত্তোপতপ্তরসনায়ই মিশ্রী ভাল লাগে না, অনর্থযুক্ত ব্যক্তিরই 'নাম' ভাল লাগে না—অনর্থযুক্ত ব্যক্তির নামে আগ্রহ হয় না।

শ্রীকৃষ্ণের চতুর্থবার মধুর হাস্তটী তৃতীয় প্রাপ্য বস্তু। গোপীজনবল্লভকে—রূপপাদের আরাধ্য সেই রাধা-গোবিন্দকে আমরা অনেক সময় জড়জগতের কোন খণ্ডিত বস্তু বলিয়া অপরাধ করি। নামাপরাধহেতু 'নাম' হয় না, 'নাম' হয় না বলিয়া প্রেমোদয় হয় না, কৃষ্ণের হাস্তটী দেখিতে পাই না।

যেমন বন্ধ্যার নিকট পুত্রকামনা নিষ্ফলতায় পরিণত হয়, আমার নিকটও তদ্রূপ ফললাভ করা দুরাশা। আপনাদের সুখকর করিয়া কোন কথা আমি আপনাদের নিকট বলিতে পারি না। কৃপা করুন, যেন আমি কোন দিন আপনাদের সেবাপ্রবৃত্তি দেখিয়া ধন্য হইতে পারি।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজের উদ্দেশ্যে লিখিত

প্রভুপাদ-পঞ্চকম্

(প্রেরিত)

শ্রীলেন দাস্যমমলং পরিযন্তি সর্ব্বে
ধর্ম্মেণ মাধবকুলং (১) বশতামুপৈতি।
যস্যাঙ্ঘ্রি পঙ্কজময়ং স্মরতি প্রতপ্তঃ
পান্থঃ স কিং মম দৃশোর্ভবিতা প্রভুস্তু॥

দণ্ডং বিভর্ত্তি বিমলং পরমাক্ষশক্তিং (২)
সর্ব্বান্ বিমোহয়তি যো নরপুঙ্গবাংশ্চ।
চেতোমলং হরতি যং স্পৃহণীয়রূপং
পান্থঃ স কিং মম দৃশোর্ভবিতা প্রভুস্তু॥

প্রেম্ণা চ হৃষ্টহৃদয়ং সরসং বিধত্তে
পাষাণচিত্তমপি যদ্ দ্রবতামুপৈতি।
কো বা ন বেত্তি চরিতং মহনীয়মূর্ত্তেঃ
পান্থঃ স কিং মম দৃশোর্ভবিতা প্রভুস্তু॥

ভক্তানুকম্প্য হৃদয়োহঞ্জিত শুদ্ধভক্তি-
মন্ত্রস্তদং রিপুকুলং স্ববলেন হন্তি।
বিশ্বম্ভরপ্রিয়তনুঃ পরিশান্তমূর্ত্তিঃ
পান্থঃ স কিং মম দৃশোর্ভবিতা প্রভুস্তু॥

মূর্ত্তির্হি যস্য সকলা তনুতে প্রকাশং
নাশং প্রণীয় কলুষং তমসং দিদৃক্ষুঃ।
ভাগ্যং তদস্তি চ নবা বিধুভূষণস্য
পান্থঃ স কিং মম দৃশোর্ভবিতা প্রভুস্তু॥

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী, বেদান্তভূষণ, ভক্তিরঞ্জন।
গোপীনাথবাগ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

(১) বৈষ্ণবকুলম্। (২) যস্য মহানুভবস্য করে মাত্রদণ্ডং কিন্তু যস্য ভক্ত্যা স্বল্পমাত্রপ্রসাদেন নবাগতবহুলোকা ভোজনেন তৃপ্তিমায়ান্তি তথা নবদ্বীপ-পরিক্রম-কালে প্রতিদিনং প্রতি-বেলায়াং সমাগত-যাত্রীন্ প্রচুরপরিমাণ-দ্রব্য-সম্ভারদ্বারা তর্পয়ন্তি তস্য মহানুভবস্য শক্তীয়ম্। —লেখকঃ

—:০:—

প্রাত্যহিক জীবন

আমরা অনেক সময়ে ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশার্থীর মুখে প্রথমেই এই প্রশ্নটী শুনিতে পাই—"আমার কর্ত্তব্য কি? আমি চলিব কিরূপে?" অর্থাৎ ধর্ম্মোন্মুখ ব্যক্তি ধর্ম্ম-জীবনযাপনের প্রারম্ভেই প্রাত্যহিক জীবনের অনুষ্ঠানাবলীর একটী তালিকা ঠিক করিয়া তদনুসারে চলিতে সঙ্কল্প করেন। এরূপ সঙ্কল্প উত্তম। কিন্তু এতৎপূর্ব্বে একটী জানিবার কথা আছে।

আমরা জাগতিক ব্যাপারে দেখিতে পাই যে, বালিকা বিবাহের পূর্ব্বেই পতিগৃহের দৈনন্দিন কৃত্যগুলির তালিকার জন্য ব্যস্ত হয় না। পতির সহিত কিরূপে সম্বন্ধ হইবে সর্ব্বাগ্রে বালিকার ও বালিকার অভিভাবকগণের তদ্বিষয়েই চেষ্টা ও যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। আগে পতির সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন, পতিগৃহে গমন, তা'র পর পতি ও পতির সম্পর্কীয় আত্মীয়বর্গের সেবোপযোগী জীবনযাপনের জন্য চেষ্টা। পতির সহিত সম্বন্ধস্থাপন না করিয়া অর্থাৎ পতি ঠিক না করিয়া যদি কেহ বারবনিতার ন্যায় উদ্দেশ্যবিহীন গৃহকার্য্যগুলি সযত্নেও সম্পাদন করিতে থাকে, তবে সেইরূপ অনুষ্ঠানাবলী সুখ-শান্তি বা মঙ্গলের হেতু না হইয়া অনুষ্ঠানকারিণীকে ইন্দ্রিয়লালসারূপ পাপ ও তজ্জন্য নরকেই নিমগ্ন করে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আমাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

ভগবানই আমাদের নিত্য পতি। শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে সেই পতির সহিত সম্বন্ধ করিয়া দেন। এইজন্য শ্রীগুরুদেবকে "সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা" বলে। সম্বন্ধজ্ঞানের নামই 'দীক্ষা' বা 'দিব্যজ্ঞান'।

পতির সহিত সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে বালিকা যে কিছু গৃহকার্য্যের অভিনয় করে,তাহা পুতুল-খেলা বা লক্ষ্যবিহীন অনুকরণ মাত্র। বালিকার পুতুল-খেলার দ্বারা সত্য সত্য পতির সেবা হয় না, কেবল জ্ঞানহীনা বালিকার সাময়িক মানসিক সন্তোষ হয় মাত্র। আবার পতি-সম্বন্ধবিমুখিনী ব্যভিচারিণী বারবনিতার গৃহকার্য্যগুলিও উহার নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্যই উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু পতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত সাধ্বী গৃহলক্ষ্মীর দৈনন্দিন গৃহকার্য্যগুলির প্রত্যেকটীই পতির সুখান্বেষণ-উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ায় উহা সুশৃঙ্খল, মঙ্গলজনক ও সমগ্র গৃহ-পরিবারের শান্তিবিধায়ক হইয়া থাকে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় (ভাঃ ১১।২।৩৪) ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত ভক্তের দৈনন্দিন অনুষ্ঠান এবং বিষয়ী ও অভক্তের ঠিক সেইরূপ আচরণের মধ্যে কিরূপ আকাশ পাতাল প্রভেদ বর্ত্তমান, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন; "যথা—"বিষয়িণঃ প্রাতরারভ্য মূত্রপুরীষোৎসর্গ- মুখপ্রক্ষালন-দন্তধাবন-স্নান-দর্শন-শ্রবণ-কথনাদি-ব্যাপারাঃ বিষয়-সুখ-ভোগার্থমেব, কর্ম্মিভিস্তু দেবপিত্রাদিপূজার্থমেব ক্রিয়ন্তে তথৈব ভগবদ্ভক্তৈন তে তে ভগবৎসেবার্থমেব কর্ত্তব্যা ইতি তে তেঽপি তেষাং ভক্ত্যঙ্গানি ভবেয়ুরিতি।" অর্থাৎ যেরূপ বিষয়িগণ প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মূত্রপুরীষোৎসর্গ, মুখপ্রক্ষালন, দন্তধাবন, স্নান, দর্শন, শ্রবণ ও কথনাদি ব্যাপার বিষয়সুখভোগের জন্যই করিয়া থাকেন এবং কর্ম্মকাণ্ডরত ব্যক্তিগণও দেবপিত্রাদি পূজার জন্যই তৎ তৎ কার্য্য করেন, ভগবদ্ভক্তগণও তদ্রূপ সেই সেই কার্য্য, সেইরূপভাবে ভগবৎসেবার জন্যই করেন। তাহাতে "মূত্রপুরীষোৎসর্গ হইতে শ্রবণ-কথনাদি" যাবতীয় দৈনন্দিন ব্যাপার ভক্ত্যঙ্গরূপেই পর্য্যবসিত হয়। মূল কথা এই যে, সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত ভগবদ্ভক্ত বিষয়ী ও কর্ম্মকাণ্ডরত ব্যক্তির ন্যায় যাবতীয় কার্য্যই করিয়া থাকেন। ভক্ত, বিষয়ী ও কর্ম্মীর বাহ্যানুষ্ঠানে কোনও পার্থক্য নাই; কেবলমাত্র অন্তরনিষ্ঠায় ও উদ্দেশ্যে ভেদ। সম্বন্ধ-জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি সকল কার্য্যই ভগবানের প্রীতি বা সেবার উদ্দেশ্যে করেন; আর বিষয়ী ও কর্ম্মকাণ্ডরত ব্যক্তি স্ব স্ব ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ-সুবিধার জন্যই তৎ তৎ কার্য্য করেন। যেমন, সাধ্বী স্ত্রী কেশবিন্যাস, বেশ-রচনা, গৃহসংস্কার ও রন্ধনকার্য্য প্রভৃতি যাবতীয় অনুষ্ঠান পতি-সুখের জন্যই করেন; আর নিজসুখতাৎপর্য্যপরা বারবনিতাও তৎ তৎ কার্য্যগুলিই নিজ অর্থাদি-সুখেচ্ছাকৈতবমুখে করিয়া থাকে।

অতএব, আমাদের সর্ব্বাগ্রে সম্বন্ধযুক্ত হওয়াই আবশ্যক। সম্বন্ধের পরে 'অভিধেয়' অর্থাৎ "আমাদের যাহা কর্ত্তব্য" তাহার নির্ণয় ও তদনুষ্ঠান। 'সম্বন্ধ' ও 'অভিধেয়' পরস্পর অচ্ছেদ্য-সম্বন্ধবিশিষ্ট। 'সম্বন্ধ' ব্যতীত 'অভিধেয়' নির্ণয় হয় না। আবার অভিধেয়-যাজন ব্যতীত সম্বন্ধ দৃঢ় হয় না। যেমন কোন বালিকা বিবাহের পরে যদি পতিগৃহে গমন না করে, এবং তথায় গমন করিয়াও পতিসেবা না করে, তাহা হইলে তাহার পতির প্রতি আসক্তি বা সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় নাই জানিতে হইবে। যখন ভার্য্যা পতিগৃহের কার্য্যগুলি অত্যন্ত আপনার বোধে প্রাণপণে করিতে থাকে; নানাপ্রকার অভাব, অসুবিধা, রোগ, শোক অগ্রাহ্য করিয়াও পতিগৃহের যাবতীয় কার্য্য দৃঢ়তা, আসক্তি ও রুচির সহিত অনুষ্ঠান করিতে থাকে; তখনই বালিকার অভিভাবকগণ এবং অপর সকলেও জানিতে পারে যে, ঐ

বালিকার পতির সঙ্গে যথার্থ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। অভিধেয়ের পরই 'প্রয়োজন' সিদ্ধ হয়।

সাধ্বী পত্নী কি চান্? তিনি কখনও অপরের প্রশংসা-প্রাপ্তির জন্য পতিসেবা করেন না। কিম্বা, পতিসেবার পরিবর্ত্তে স্বীয় ইন্দ্রিয়সুখের উদ্দেশ্যে অলঙ্কার বা বেশভূষা কিছুই কামনা করেন না। তিনি চান্ পতির সুখের জন্যই পতির সেবা; পতির প্রীতিই তাঁহার প্রয়োজন। পতির সুখেই তাঁহার সুখ, নিজের সুখ তাঁহার প্রয়োজনীয় বস্তু নহে।

"কুষ্ঠ-বিপ্রের রমণী, পতিব্রতা-শিরোমণি,
পতি লাগি' কৈল বেশ্যার সেবা।
স্তম্ভিল সূর্য্যের গতি, জিয়াইল মৃত পতি,
তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন দেবা॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০।৫৭)

সর্ব্বতোভাবে নিজ স্বার্থ বর্জ্জন করিয়া ভগবৎপ্রীতির অনুসন্ধানই ভক্তজীবনের মূলমন্ত্র। ইহাই সম্বন্ধসক্ত ভক্তের প্রয়োজন।

ভক্তিলাভেচ্ছুর প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য সদ্গুরুপদাশ্রয়। আচার্য্যগণ বলিয়াছেন,—"আদৌ গুরুপদাশ্রয়ঃ"। শ্রুতি বলেন, "ভগবদ্বস্তুর বিজ্ঞানলাভ করিতে হইলে 'সমিৎপাণি' হইয়া বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ভগবত্তত্ত্ববিৎ সদ্গুরুর সমীপে কায়-মনোবাক্যে গমন করিবে" (মুণ্ডকোপনিষৎ ১।২।১২)। "আচার্য্য হইতে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তি পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন" (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬।১৪।২)। "যাঁহার ভগবানে পরাভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমনি শ্রীগুরুদেবেও ঐকান্তিকী ভক্তি, সেই মহাত্মাই শ্রুতির মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।২৩)। শ্রীমদ্ভাগবতেও কথিত হইয়াছে যে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজিজ্ঞাসু ব্যক্তি উত্তম মঙ্গল জানিবার জন্য সদ্গুরুর পদাশ্রয় করিবেন। যিনি শ্রুতিশাস্ত্র-সিদ্ধান্তে সুনিপুণ, কৃষ্ণৈকশরণ এবং প্রাকৃত লোভাদির বশীভূত নহেন, তিনিই সদ্গুরু।

ভক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তিই পারমার্থিক গুরুর পদাশ্রয় করিবেন। পারমার্থিক গুরু-বরণ-কালে ব্যবহারিক বিচার আনিলে প্রকৃত সত্য লাভ হয় না। আচার্য্যগণ বলিয়াছেন, ব্যবহারিক, লৌকিক ও কৌলিক অযোগ্য গুরু পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক গুরুর আশ্রয়গ্রহণ করিবে (ভক্তি-সন্দর্ভ ২১০)। বিষ্ণুস্মৃতি বলেন, "শিষ্যের নিকট হইতে যিনি পরিচর্য্যা বা যশোলাভের বাসনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই 'গুরু'পদবাচ্য নহেন।" "স্নেহবশতঃ বা লোভবশতঃ যে গুরু দীক্ষা দেন এবং ভালবাসার খাতিরে বা লোভের আশায় যিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁহারা উভয়েই দেবতার অভিশাপ প্রাপ্ত হন" (হরিভক্তিবিলাস ২।৫)। "কেহ যদি এই সকল শাস্ত্রের আদেশ না জানিয়া কৌলিক বা লৌকিক প্রথা অনুসারে কোনও অগুরুকেই 'গুরু' বলিয়া বরণ করিয়া থাকেন, তবে তিনি ঐরূপ গুরূপদিষ্ট-মন্ত্রদ্বারা নরকলাভ হয় জানিয়া পুনরায় যথাশাস্ত্র বৈষ্ণবগুরুর নিকট হইতে মন্ত্র-গ্রহণ করিবেন" (হরিভক্তিবিলাস ৪।১৪৪)। যাহাদের সত্যানুসন্ধিৎসা অত্যন্ত কম, তাঁহারা অনেক সময়ে মনে করেন, অসদ্গুরু ত্যাগ করিয়া সদ্গুরু গ্রহণ করিলে গুরু-ত্যাগ-রূপ অপরাধে পতিত হইতে হইবে। কিন্তু আচার্য্যগণ ও নিখিল সাত্বত স্মৃতিশাস্ত্র বলেন, "এরূপ অসদ্-গুরু পরিত্যাগই বিধি" (ভক্তিসন্দর্ভ ২১০ ও ২৩৮ সংখ্যা)। "যে ব্যক্তি আচার্য্যবেশে অন্যায় কথা কীর্ত্তন করেন ও যিনি শিষ্যরূপে অন্যায়ভাবে তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অনন্তকালের জন্য ঘোর নরকে গমন করিয়া থাকেন" (হরিভক্তিবিলাস ১।৬২)। পূর্ব্বাচার্য্যগণের আচরণও এই সকল শাস্ত্র-সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করেন। অনেকে আবার বলিয়া থাকেন—"দুগ্ধ যেরূপই হউক না বা গুরু যাহাই থাকুন না কেন, বিষপ্রদ বিক্রেতা হইতে বা গুরুব্রব হইতে দুগ্ধ বা লব্ধমন্ত্র (?) ত' আর কিছু খারাপ হয় নাই? আর শিষ্যের যদি ভক্তি (?) থাকে তাহা হইলে শিষ্যের কল্পনার বলে অসদ্গুরুও শিষ্যের নিকট 'সৎ' বলিয়া প্রতিভাত হইবে!"—এই সকল কথা সমর্থন করিবার জন্যও বহু বহু মনঃকল্পিত গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্র এই সকল মনোধর্ম্মোত্থ কথার সমর্থন করেন না। শ্রুতির কথা ছাড়িয়া দিয়া স্বার্থপর ব্যক্তিগণের মনঃকল্পিত কথার কখনই আদর হইতে পারে না। 'গুরু যাহাই থাকুন্ না কেন'—এরূপ দুঃসঙ্গবিচার বর্জ্জন করা কল্যাণেচ্ছু পারমার্থিকের বিচার নহে। পরমার্থ-অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি তাঁহার প্রাত্যহিক জীবন শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্যের আদর্শে পরিচালিত করিয়া ক্রমশঃ ভজন-রাজ্যে অগ্রসর হন। শাস্ত্রও বলিয়াছেন, যিনি স্বয়ং

শাস্ত্রানুযায়ী আচরণ করিয়া শিষ্যদিগকে আচারে স্থাপন করেন, তিনিই 'আচার্য্য'। উৎপথগামী কখনও, 'আচার্য্য নহেন। অর্থলোভী, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি, শোককার্ত্ত, আচারহীন, স্ত্রীসঙ্গী ও ভগবানে শরণাপত্তি-রহিত ব্যক্তি কখনই 'গুরু'পদবাচ্য হইতে পারে না। একটী দোহায় কোনও একজন ভক্তকবি লিখিয়াছেন,—

"গুরু-লোভী শিষ্য লালচি, দোনো খেলে দাঁও।
দোনো বপুরা ডুব মরে, চঢ়কে পত্থরকে নাও॥"

অর্থাৎ যে গুরু অর্থলোভী এবং যে শিষ্য সংসারসুখে একান্ত অভিলাষী, ইহারা উভয়ে যদি একত্র পরামর্শ করিয়া ভবসাগরাভ্যন্তরে পাষাণের ন্যায় দৃঢ় জ্ঞাননৌকায় আরোহণ-পূর্ব্বক খেয়া লইয়া যান, তাহা হইলেও উভয়েই নিশ্চয়ই ডুবিয়া মরিবেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই ভবসাগরের পর-পারে যাইতে সমর্থ হইবেন না।

শিষ্যের ভক্তিবলে গুরুর দোষও গুণে পরিণত হয়, এরূপকথা নিতান্ত অসিদ্ধান্তপর। যাঁহার দোষ আছে, তিনি লঘু; তিনি গুরুপদ বাচ্যই নহেন। গুরুর কোনই দোষ থাকিতে পারে না। আর 'শিষ্য' বলিতে শাসনযোগ্য ব্যক্তিকে বুঝায়। যিনি শাসিত হন, তিনি—'শিষ্য', আর যিনি শাসন করেন, তিনি—'গুরু'। গুরু যদি শিষ্যের দ্বারাই শাসিত হইলেন, তাহা হইলে তাঁহার আর গুরুত্ব কোথায়? অতএব ব্যবহারিক জাতি-কুল, প্রাকৃত পাণ্ডিত্য বা লৌকিক আচার অপেক্ষা না করিয়া পরমার্থ-পিপাসু ব্যক্তি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ পারমার্থিক গুরুপাদপদ্মে উপনীত হইবেন।

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥
তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ॥
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈ স্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥

(ভাঃ ১১।৩।২১-২২)

বেদশাস্ত্রের তাৎপর্য্যজ্ঞ, কৃষ্ণসেবৈকনিষ্ঠ, লোভাদির অবশীভূত সদ্গুরুতে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে যাহাতে আত্মপ্রদ হরি পরিতুষ্ট হন, সেইরূপ অনুবৃত্তি দ্বারা গুরুসেবা করিতে করিতে তাঁহার নিকট হইতে শিষ্য ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিবে। গুরুদেবকে ভগবান্ হইতে অভিন্ন অর্থাৎ ভগবানেরই আশ্রয় জাতীয় প্রকাশ-বিগ্রহ জানিবে।

অতত্ত্বজ্ঞ হইয়া কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে, 'শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস' 'অবৈষ্ণব কখনই গুরু হইতে পারেন না,' এইরূপ কথা বলিয়া অত্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলেই ইহার মর্ম্মার্থ বোধগম্য হইবে। ইহা বোধ হয় সকলেই জানেন যে, একমাত্র শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায় ব্যতীত অপর কেহই ভক্তি, ভক্ত, ও ভগবানের নিত্যতা স্বীকার করেন না। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী সম্প্রদায়ের মতে ভক্তির নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় নাই তাঁহারা ভক্তিকে অভীষ্টলাভের উপায় বলিলেও, কেহই 'উপেয়' বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, মুক্তি-লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্তই ভক্তির আবশ্যকতা। মুক্ত হইলে যখন ভগবানের সহিত একীভূত হইয়া যাইতে হয়, তখন কে কাহাকে ভক্তি করিবে? ভক্তি স্বীকার করিতে হইলে 'ভক্তি' ও 'ভক্ত' ও 'ভগবানে'র পৃথক অবস্থান ও নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্র—'মুক্তির পরই প্রকৃত ভক্তি আরম্ভ হয়', ইহাই সিদ্ধান্ত করেন। ভাগবতশাস্ত্র বলেন, আত্মারাম মুনিগণও শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি যাজন করিয়া থাকেন। মুক্ত পুরুষই নিত্য স্বেচ্ছায় শরীরী থাকিয়া ভগবানকে ভজনা করেন। তাঁহারা মুক্তির পরও ভগবান্, ভগবানের অভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব, ভগবৎপার্ষদ ও বৈষ্ণব-গণের নিত্যত্ব, ভগবদ্ধামের নিত্যত্ব, ভগবানের নাম-রূপগুণ-লীলার নিত্যত্ব স্বীকার করেন। অতএব শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ই একমাত্র যথার্থ গুরুকে স্বীকার করেন। যে গুরু আজ আছেন, কালে থাকিবেন না, যে প্রতিমার আজ আবাহন ও পূজা হইতেছে কাল আবার বিসর্জ্জন হইয়া যাইবে অর্থাৎ যাহাদের নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় নাই, তাঁহারা কিরূপে নিত্য হইতে পারেন? নিত্য পদার্থকে আশ্রয় করিয়া ফলপ্রদই পদার্থ লাভ হয়। অনিত্য বস্তুকে আশ্রয় করিয়া কেহ নিত্য বস্তু লাভ করিতে পারে না। শ্রীগুরুদেব নিত্যপদার্থ, তিনি নিত্যকাল ভগবানের আলিঙ্গিত, বিগ্রহরূপে অবস্থান করেন শিষ্য নিত্যকাল তাঁহার আনুগত্যে কৃষ্ণ সেবা করেন। অতএব এইরূপ নিত্যপদার্থ বা বৈষ্ণব গুরুর আশ্রয় করাই কি সকলের কর্ত্তব্য নহে? আবার 'বৈষ্ণব' বলিতে কেহ কেহ যেন বৈষ্ণবের বাহ্যবেশকেই 'বৈষ্ণব' মনে না করেন। রামযাত্রার অভিনয়-কালে 'নারদ ঋষি' সাজিলেও, সে 'প্রকৃত নারদ' নহে। যিনি সর্ব্বক্ষণ নারদ অর্থাৎ নারদের

আনুগত্যে হরিকীর্ত্তনকারী, নিষ্কপট শুদ্ধভক্ত, তিনিই বৈষ্ণব।

আমরা প্রাত্যহিক জীবনের প্রথম উষায় সর্ব্বপ্রথমে সদ্গুরুর পদাশ্রয় লাভ করিবার জন্য ভগবানের সমীপে ব্যাকুলভাবে নিষ্কপটে কাতর প্রার্থনা জানাইব। শ্রীভগবান্ই আমার আর্ত্তি ও শুভেচ্ছা দেখিয়া আমাকে শুদ্ধপথে চালিত করিবার জন্য আমার নিকট মহান্ত গুরু প্রেরণ করিয়া দিবেন। নতুবা আমরা নিজের ক্ষুদ্রবুদ্ধি, বিমুখবৃত্তি ও নিরন্তর আত্মবঞ্চনার প্রচ্ছন্ন প্রবল ইচ্ছায় ভরপূর থাকিয়া কখনও ভোগ-চক্ষে সদ্গুরুর দর্শন লাভ করিতে পারিব না। যে ব্যক্তি আমার মন যোগাইয়া চলিতে পারেন, আমার বঞ্চনাপরা বুদ্ধি আমাকে যাহা 'ধর্ম্ম' বা 'সত্য' বলিয়া ধারণা করাইয়া দিয়াছে, অথবা প্রচলিত জনমত বা গতানুগতিক ব্যক্তিগণ যাহাকে 'ধর্ম্মকর্ম্ম' বলে, সেইরূপ ব্যাপারে যে ব্যক্তি আরও ইন্ধন প্রদান করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই 'সদ্গুরু' মনে করিয়া আমার জীবন বিপথেই পরিচালিত করিব। তখন "আমার ভিতরে কোন দুষ্টবুদ্ধি বা কপটতা নাই"—বাহ্যজ্ঞানে আমি এইরূপ ভাবিলেও আমাকে বঞ্চিতই হইতে হইবে। আমি হরিসেবার পরিবর্ত্তে প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়তর্পণ খুঁজিতে গিয়া কোন প্রাকৃত সহজিয়ার কণ্ঠস্বর, কৃত্রিম হাবভাব, লোকমুগ্ধকর চরিত্র, প্রাকৃত পাণ্ডিত্য, বক্তৃতা, কথকতা, ব্যাখ্যাপ্রণালী প্রভৃতি লোক-বঞ্চনাকর বাহ্যবিষয় দেখিয়াই তাহাকে মহাভাগবত, পরমবৈষ্ণব মনে করিব এবং ঐরূপ প্রচ্ছন্ন অবৈষ্ণবকে গুরুপদে বরণ করিয়া শুদ্ধভক্তিপথ হইতে চিরতরে চ্যুত হইব। যিনি নিষ্কপটে সত্য সত্য শ্রীভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ চান, শ্রীভগবান্ তাঁহার নিকট মহান্ত-গুরুরূপে আবির্ভূত হন। কৃষ্ণৈকনিষ্ঠাই মহান্ত-গুরুর স্বরূপ লক্ষণ। অন্যান্য লক্ষণগুলি তটস্থ বা আগন্তুক। অনেক সময় কপট, অবৈষ্ণব ব্যক্তিও লোক বঞ্চনা করিবার জন্য কৃত্রিমভাবে ঐ সকল লক্ষণ বাহ্যে প্রকাশ করিতে পারেন।

আমরা প্রাত্যহিক জীবনের প্রথম উষার সর্ব্বপ্রথম মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানটী আজ বিবৃত করিলাম। ক্রমশঃ অন্যান্য অনুষ্ঠানাবলীর কথাও প্রকাশ করিব। "আরম্ভসদৃশোদয়ঃ।"

নন্দোৎসব

নীরদ-নিবিড় তিমির নিশীথে,
 নিদ্রিত-পুরে রাখিয়া,
জীবন-কুমারে, গত বসুদেব
 নন্দ-সুতারে লইয়া।

শারদ-সুষমা-সুন্দরী দিবা
 হাস্য-বদনে অমনি,
কান্তের সঙ্গ মিলিল আসিয়া
 ধ্বান্ত-নাশন দ্যু-মণি।

লুপ্ত হইল নিমেষে সকল
 সুপ্তি বিলাস-রচনা,
নন্দ-আলয়ে উঠিল বাজিয়া
 শঙ্খ-নিনাদে বাজনা।

দুন্দুভি-ঘন-গরজে-গভীর
 মন্দ মলয়-পবনে,
পঞ্চমে উঠে কি সঙ্গীত শুভ
 বন্দি-মাগধ-বদনে!

অঙ্কে জননী যশোদার শোভে
 সর্ব্ব শোভার স্বরূপ,
গোলোকের নাথ ভূলোকে আজি গো,
 নন্দ-কুমার অনুপ।

বঞ্জিত শত বসনে ভূষণে
 সজ্জিতা ব্রজ-বনিতা,
কাঞ্চন-থালে আনে উপহার
 নন্দ-ভবনে ত্বরিতা।

উৎসবে সবে ব্রজ-বাসিগণ
 মত্ত বিবিধ বিলাসে।
দুগ্ধ, দধির, ঘৃত, নবনীর
 উৎস বহিছে আবাসে।

ভাণ্ডার শত মোচন করিয়া
 উল্লাসে নিজে নৃপতি,

বিশ্ববাসীরে বিলাইল ধন
বাঞ্ছা যাহার যেমতি।

স্বর্গে দেবতা মরতে মানব
নন্দ-দুলালে হেরিয়া,
নৃত্য করিছে কি সুখে আ মরি,
নেত্র-সলিলে ভাসিয়া!

অম্বর ভেদি উঠিছে সঘনে
নন্দ-যশোদা জয় রে!
ধন্য আজিকে জগতের জীব,
বন্দি চরণ আয় রে!!

পারমার্থিক-গৌড়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"বিষ্ণু" ও "বৈষ্ণব" শব্দ অপৌরুষেয়

"বিষ্ণু" ও "বৈষ্ণব" শব্দ অনাদিকাল হইতেই জগতে প্রচারিত। প্রাগ্‌বৈদ্ধ-যুগের ঐতিহ্যেও "বিষ্ণু", "বৈষ্ণব" শব্দের প্রয়োগ ছিল বৈদিক যুগেও "বিষ্ণু" ও "বৈষ্ণব" শব্দের যথেষ্ট প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদান্ত বা উপনিষৎও বহুস্থানে বিষ্ণুর মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে ঋগ্বেদই প্রাচীনতম বলিয়া বিচারিত। ঋগ্বেদ পৃথিবীর সর্ব্বপ্রাচীনতম গ্রন্থ। ঋক্-সংহিতা সঙ্কলনের বহু পূর্ব্ব হইতেই অপৌরুষেয় মন্ত্রসমূহ গুরু-পারম্পর্য্যে ঋষিগণের হৃদয়ে বিরাজিত ছিল। আমরা ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে এই মন্ত্রটী দেখিতে পাই—

"ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং।
সমূঢ়মস্য পাংসুরে॥ (১ম-২২ সূ-১৭ ঋ)।

অথর্ব্ববেদে ৭।২।৪ সংখ্যায়ও উক্ত মন্ত্রটী দেখিতে পাওয়া যায়। সামবেদ-সংহিতায়ও এই মন্ত্রটী দৃষ্ট হইয়া থাকে।

উক্ত ঋঙ্‌মন্ত্রের 'নিদধে' ক্রিয়াপদে 'লিট্' এর প্রয়োগ রহিয়াছে। পাণিনি বলেন,—'পরোক্ষে লিট্'। ৩।২।১১৫ অর্থাৎ বক্তার অপ্রত্যক্ষ ক্রিয়ায় 'লিট্' হয়. লিটের নামান্তর 'পরোক্ষা'। যেমন রামো বনং জগাম, অর্থাৎ যিনি রামকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেন নাই, এইরূপ বক্তা বহুকাল পরে রামের বনগমনের কথা ব্যক্ত করিতে হইলে, 'লিটের' প্রয়োগ করেন। সুতরাং যে স্থানে প্রাচীনতম ঋঙ্‌মন্ত্র 'ত্রিবিক্রমাবতার' 'বিষ্ণুর' কথা লিট্‌এর প্রয়োগ দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন, সে স্থানে নিশ্চয়ই প্রমাণিত হইতেছে যে, 'বিষ্ণু' কেবল বৈদিক-যুগের দেবতা মাত্র নহেন, পরন্তু তিনি অনাদি, নিত্য, সনাতন, শাশ্বত, বাস্তব বস্তু বা পরমেশ্বর। 'বিষ্ণু'—সনাতন। 'বিষ্ণু'র উপাসকগণও সনাতন। কারণ আমরা প্রথম মণ্ডলের অপর ঋঙ্‌মন্ত্রেই পাই—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্" ॥ (১ম-২২ সূ-২০ ঋ)। এই মন্ত্রে বিষ্ণুর পদকেই পরম বা শ্রেষ্ঠ পদ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। 'দিবীব চক্ষুরাততম্' শব্দে তাঁহার স্বপ্রকাশত্বও প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং "সূরয়ঃ" এই বহুবচনান্ত পদের দ্বারা বিষ্ণুর উপাসকগণের শাস্ত্রত্ব ও বহুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, 'সদা পশ্যন্তি' শব্দের দ্বারা উপাসনা ও বহু উপাসকের নিত্যত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে।

বিষ্ণুমায়া বিমোহিত কতিপয় প্রাকৃত পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি বেদোক্ত 'বিষ্ণু'কে 'সূর্য্যে'র পর্য্যায় শব্দ বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। 'নিরুক্তে'র টীকাকার সৌর-মতাবলম্বী দুর্গাচার্য্য প্রভৃতি অন্যায়ভাবে স্ব স্ব সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। সায়নাচার্য্য ঋগ্বেদ-ভাষ্যে বিষ্ণুর ত্রিপাদ চংক্রমণ সম্বন্ধে বামনাবতারে ত্রিপাদ-চংক্রমণ সম্বন্ধীয় আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া ঋকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকার মহীধরও ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—বিষ্ণুস্ত্রিবিক্রমাবতারং কৃত্বা ইদং বিশ্বং বিচক্রমে বিভজ্য ক্রমতে স্ম। তদেবাহ ত্রেধা পদং নিদধে ভূমাবেকং পদমন্তরীক্ষে দ্বিতীয়ং দিবি তৃতীয়মিতি ক্রমাদগ্নিবায়ু-সূর্য্যরূপেণেত্যর্থঃ। (বাজসনেয়-সংহিতা ৫।১৫ ভাষ্য) অর্থাৎ 'বিষ্ণু' ত্রিবিক্রমাবতার প্রকাশ করিয়া ত্রিপাদে এই বিশ্ব আবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার একপদ পৃথিবীতে, দ্বিতীয় পদ অন্তরীক্ষে এবং তৃতীয় পদ দ্যুলোকে যথাক্রমে অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল।

দ্বাদশাদিত্যের মধ্যে 'বিষ্ণু' নামক একটী আদিত্যের কথা থাকিলেও 'নিরুক্ত' পাঠে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, 'বিষ্ণু' ও 'সূর্য্য' একদেবতা নহেন, কিম্বা পরমেশ্বর 'বিষ্ণু'

কখনই সূর্য্যের নামান্তর নহে। ঋগ্বেদে 'বিষ্ণু' ও 'সূর্য্য'কে পৃথক্ দেবতারূপেই বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্য্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতি শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ॥

(১ম—৯০ সূ-৯ ঋ)

অর্থাৎ মিত্র, বরুণ, সূর্য্য, ইন্দ্র, বৃহস্পতি এবং উরুক্রম-বিষ্ণু, আমাদের কল্যাণ-বিধান করুন। উপরি-উক্ত মন্ত্র হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, 'সূর্য্য' ও 'উরুক্রম-বিষ্ণু' দুইজন পৃথক্ দেবতা। নতুবা পৃথকভাবে উল্লেখ থাকিবে কেন? বাহুল্য ভয়ে আমরা আরও উদাহরণ উদ্ধার করিলাম না।

বৈদিক দেবতাগণ বাসস্থানভেদে ত্রিবিধ—দ্যুলোকবাসী, অন্তরীক্ষবাসী ও ভূলোকবাসী। দ্যুলোকবাসী দেবতাগণের মধ্যে, দ্যু, বরুণ, মিত্র, সূর্য্য, পূষন, বিষ্ণু, বিবস্বত, আদিত্য, উষঃ, অশ্বিন্ প্রভৃতি। এস্থানে আপন যেরূপ 'সূর্য্য' নহেন, 'বিষ্ণু'ও সেইরূপ 'সূর্য্য' হইতে পারেন না।

ত্রিবিক্রমাবতার বিষ্ণুর বিচক্রমন্ আমরা শ্রীমহাভারতেও দেখিতে পাই—"ক্রমণাচ্চাপ্যহম্ পার্থ বিষ্ণুরিত্যভিসংজ্ঞিতঃ। (শান্তিপর্ব্ব ১৩।১৭১)।" প্রাগ্বুদ্ধযুগের পূর্ব্বের কথা মহাভারতাদি ইতিহাসগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যে কালের ঐতিহ্য মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবতপ্রমুখ ইতিহাস-পুরাণাদিতে সন্নিবিষ্ট আছে, তাহারই সামান্য নির্দ্দেশ বৈদিক-সংহিতাদি গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি ঋক্-সংহিতা প্রকাশ-কালের বহুপূর্ব্বের কথা, তজ্জন্যই সংহিতা-কালের পরবর্ত্তিকালে লিখিত পুরাণ ইতিহাসাদি বৈদিক-কালের পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয়ের আলোচনায় পরিপূর্ণ। এতদ্বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা পরে প্রকাশিত হইতেছে।

আরও একটী প্রমাণ হইতে স্পষ্ট জানিতে পারি যে, বেদোক্ত 'বিষ্ণু' সূর্য্যের নামান্তর নহে। কারণ—ঋষিগণ এইরূপভাবে বিষ্ণুর ধ্যানের বিষয় লিখিয়াছেন,—

"ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ
কেয়ূরবান্ কনক-কুণ্ডলবান্ কিরিটী
হারী হিরণ্ময় বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ।"

সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী, পদ্মাসনে আসীন, কেয়ূর ও হেমকুণ্ডলে শোভিত, শিরে মুকুট, গলে হার, শঙ্খ-চক্রধারী, হেমময়তনু নারায়ণকে নিত্যকাল ধ্যান করি।

শ্রীগীতায় বেদ-বিভাগকর্ত্তা বেদব্যাস ভগবদুক্তিতে জানাইয়াছেন,—

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্।

(গীতা ১৫।১২)

অর্থাৎ চন্দ্র, অগ্নি ও সূর্য্যে যে নিখিল-ভুবন-বিকাশী তেজ, তাহা আমি যে পরমেশ্বর—আমারই আংশিক তেজমাত্র।

যেমন কেহ কেহ বেদোক্ত বিষ্ণুকে 'সূর্য্য' বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তদ্রূপ অপর শ্রেণীর বিষ্ণু-মায়া-বিমোহিত-ব্যক্তির মত যে, ঋগ্বেদে 'ইন্দ্র'ই 'বিষ্ণু' নামে অভিহিত হইয়াছেন, কিন্তু বেদেই 'বিষ্ণু' যে 'ইন্দ্র' ও 'সূর্য্য' হইতে পৃথক দেবতা, তাহা স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল, ১৫৫ সূক্ত, ১মা, ২য়া, ৩য়া, ৪র্থী, ৫মী, ৬ষ্ঠী প্রভৃতি ঋক্ দ্রষ্টব্য। উক্ত ঋক্‌সমূহে 'ইন্দ্র' ও 'বিষ্ণু' পৃথক্ দেবতারূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন এবং বিষ্ণুকে "ইনস্য", (১।১৫৫।৪)—অর্থাৎ "সকলের স্বামী" (সায়ন-ভাষ্য দ্রষ্টব্য) "ত্রাতুঃ" (ঐ) অর্থাৎ "পালক" (ভাষ্য দ্রষ্টব্য) "অবৃকস্য" (ঐ) শত্রুরহিত, 'নিত্যতরুণ', 'উরুগায়' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা বৈশিষ্ট্য সাধিত হইয়াছে। ইন্দ্রের বিষয় বলিতে গিয়া ঋগ্বেদ ১।১৫৫।৩ বলিতেছেন,—"যে ইন্দ্র প্রাণিদিগের পুত্রোৎপাদন সামর্থ্য প্রদান করেন" (উক্ত মন্ত্রের সায়ন-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। এতদ্ব্যতীত ঋগ্বেদের বহুস্থানে "ইন্দ্রাবিষ্ণূ" শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। পাণিনি বলেন,—"দেবতা দ্বন্দ্বে চ" (৬।৩।২৬) অর্থাৎ দেববাচক শব্দের দ্বন্দ্বে পূর্ব্বপদের উত্তর 'আনঙ্' হয়। এই সূত্রানুসারে "ইন্দ্রাবিষ্ণূ" পদে আমরা 'ইন্দ্র' ও 'বিষ্ণু' যে দুইটী পৃথক্ দেবতা—তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারি।

বেদে "বিষ্ণু" শব্দটী কত বিভিন্ন স্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে মন্ত্রসহ উদ্ধার করিলাম। ঋগ্বেদে—

১। অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে। পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ॥ ১৬॥ (১ম—২২সূ—১৬ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্য—বিষ্ণুঃ পরমেশ্বরঃ।

২।° ইদং **বিষ্ণু**র্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং। সমূঢ়মস্য পাংসুরে ॥ ১৭ ॥ (১ম—২২সূ—১৭ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্য—বিষ্ণুস্ত্রিবিক্রমাবতারধারী।

৩। ত্রীণি পদা বিচক্রমে **বিষ্ণু**র্গোপা অদাভ্যঃ। অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্ ॥ ১৮ ॥ (১ম—২২সূ—১৮ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্য—গোপাঃ সর্ব্বস্য জগতো রক্ষকো বিষ্ণুঃ।

৪। **বিষ্ণোঃ** কর্ম্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে। ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা ॥ ১৯ ॥ (১ম—২২সূ—১৯ঋ)।

৫। **তদ্বিষ্ণোঃ** পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥ (১ম—২২সূ—২০ঋ)।

৬। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। **বিষ্ণো**র্যৎ পরমং পদম্ ॥ (১ম—২২সূ—২১ঋ)।

৭। মুষায়দ্**বিষ্ণুঃ** পচতং সহীয়ান্বিধ্যদ্বরাহং তিরো অদ্রিমস্তা ॥ (১ম—৬১সূ—৭ঋক্)।

সায়ণ-ভাষ্য—বিষ্ণুঃ সর্ব্বস্য জগতো ব্যাপকঃ।

৮। **বিষ্ণু**র্যদ্ধাবদ্ বৃষণং মদচ্যুতং বয়ো ন সাদন্নধি বর্হিষি প্রিয়ে ॥ (১ম—৮৬সূ—৭ঋ)।

৯। উত নো ধিয়ো গো অগ্রাঃ পূষন্**বিষ্ণ**বেবয়াবঃ কর্ত্তা নঃ স্বস্তিমতঃ ॥ (১ম—৯০সূ—৫ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যঃ—বিষ্ণো ব্যাপনশীলঃ।

১০। শং নো **বিষ্ণুরুরু**ক্রমঃ ॥ (১ম—৯০সূ—৯ঋ)।

১১। **বিষ্ণোর্নু** কং বীর্য্যাণি প্রবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি যো অস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়ঃ ॥ (১ম—১৫৪সূ—১ঋ)।

১২। প্র **তদ্বিষ্ণুঃ** স্তবতে বীর্য্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ। যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা ॥ (১ম—১৫৪সূ—২ঋ)।

সায়ণ ভাষ্য—বিষ্ণোর্ব্যাপনশীলস্য।

১৩। প্র **বিষ্ণবে** শূষমেতু মন্ম গিরিক্ষিত উরুগায়ায় বৃষ্ণে। য ইদং দীর্ঘং প্রয়তং সধস্থমেকো বিমমে ত্রিভিরিৎ পাদেভিঃ ॥ (১ম—১৫৪সূ—৩ঋ)।

সায়ণ ভাষ্য 'বিষ্ণবে'—সর্ব্বব্যাপকায়।

১৪। তদস্য প্রিয়মভিপাথো অশ্যাং নরো যত্র দেবয়বো মদন্তি। উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা **বিষ্ণোঃ** পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ ॥ (১ম—১৫৪সূ—৫ঋ)।

১৫। প্র বঃ পান্তমন্ধসো ধিয়ায়তে মহে শূরায় **বিষ্ণবে** চার্চত। যা সানুনি পর্ব্বতানামদাভ্যা মহস্তস্থতুরর্ব্বতেব সাধুনা ॥ (১ম—১৫৫সূ—১ঋ)।

সায়ণ ভাষ্য—বিষ্ণবে, ব্যাপকায়।

১৬। ত্বেষমিত্থা সমরণং শিমীবতোরিন্দ্রা**বিষ্ণু** সুতপাবা মুরুষ্যতি। যা মর্ত্ত্যায় প্রতিধীয়মানমিৎ কৃশানোরস্তু রসনামুরুষ্যথঃ ॥ (১ম—১৫৫সূ—২ঋ)।

১৭। অধাতে **বিষ্ণো** বিদুষা চিদর্ধ্যঃ স্তোমো যজ্ঞশ্চ রাধ্যো হবিষ্মতা ॥ (১ম—১৫৬সূ—১ঋ)।

১৮। যঃ পূর্ব্যায় বেধসে নবীয়সে সুমজ্জানয়ে **বিষ্ণবে** দদাশতি। যো জাতমস্য মহতো মহি ব্রবৎ সেদু শ্রবোভির্যুজ্যং চিদভ্যসৎ ॥ (১ম—১৫৬—২ঋ)।

(ক্রমশঃ)

"বৈষ্ণব-গৃহিণী"

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন প্রায় চারি-শতাব্দী পূর্ব্বের এইরূপ একটী চিত্র বিজ্ঞজনের নেত্র-সম্মুখে উন্মোচন করিয়াছেন,—

> "বৈষ্ণব-গৃহিণী যত পতিব্রতাগণ।
> দূরে থাকি' প্রভু দেখি' করয়ে ক্রন্দন ॥
> তাঁ' সবার প্রেমধারে অন্ত নাহি পাই।
> সবেই বৈষ্ণবী শক্তি ভেদ কিছু নাই ॥
> জ্ঞান-ভক্তি-যোগে পতির সমান।
> কাহয়া আছেন শ্রীচৈতন্য ভগবান্ ॥"
>
> —চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৮।৯৬-৯৮

বর্ত্তমান জগতের সমাজ-হিতৈষী অনেকেই 'স্ত্রী-স্বাধীনতা', "স্ত্রীপূজা", 'স্ত্রীসম্মান', 'স্ত্রীশিক্ষা', 'মাতৃমঙ্গল' প্রভৃতি মন্ত্রে দীক্ষিত ও অনুপ্রাণিত হওয়াকে বড়ই একটা গৌরব ও আত্মশ্লাঘার বিষয় জ্ঞান করেন। সমাজহিতৈষি-গণের প্রবন্ধে, বক্তৃতায়, আলোচনায় সর্ব্বত্রই স্ত্রীপূজার প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। এমন কি যাঁহারা নিজ মাতা, ভগ্নী ও স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করেন, যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে চিত্রপটাঙ্কিত স্ত্রী-মূর্ত্তি পর্য্যন্তও

দেখিতে নাই, সেইরূপ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারাও আজ স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীপূজার জন্য তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করাকেই পরমার্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন। অনেকে কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠানের কথা শুনিলেই জিজ্ঞাসা করেন,—"আপনাদের ধর্ম্মসম্প্রদায়ে স্ত্রীশিক্ষা বা শক্তিপূজার কোন ব্যবস্থা আছে কি? যদি ঐরূপ কোন ব্যবস্থা থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের সহানুভূতি আছে; নতুবা অন্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে আমাদের কোনই সহানুভূতি নাই।" আমরা অনেকেই—'দারেশ্বরীণো স্বর্গশ্চ পিতৃণামাত্মনস্তথা' প্রভৃতি মনুবাক্যের দোহাই দিয়া, কখনও বা 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা' প্রভৃতি সপ্তশতীর বাক্য আওড়াইয়া স্ত্রীপূজার মন্ত্রে দীক্ষিত হই এবং স্ত্রীপূজার প্রচারক হইয়া পড়ি।

কিন্তু আমরা কি প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধশক্তি পূজা করি? অথবা পূজার নাম করিয়া পূজ্যবস্তুর দ্বারাই স্বীয় পূজা বা ইন্দ্রিয়-তর্পণ করাইয়া লই? 'শক্তি' শব্দে চেতনতা বুঝায়। জড়পূজা বা পুতুল-পূজা কখনও 'শক্তি-পূজা' নহে। রক্তমাংস বা রক্তমাংসের থলিপূজার নাম জড়-পূজা বা পৌত্তলিকতা। জড়াপ্রকৃতিই যদি আমাদের আরাধ্য হয় বা ইন্দ্রিয়-তর্পণ অর্থাৎ ভোগই যদি 'পূজা'রূপে বিবেচিত হয়, তাহা হইলে আমরা আত্মবঞ্চক মাত্র। আমরা জড়-প্রকৃতি বা পুত্তলপূজক নাস্তিক। বর্ত্তমান সমাজহিতৈষিগণ কৃপাপূর্ব্বক এ বিষয় অনুধ্যান করিয়াছেন কি?

নিখিল-চেতনতা বা শক্তির আশ্রয় একমাত্র এক পরম শক্তিমান্ ভগবান। সমস্ত শক্তিই তাঁহার অধীন। বেদ বলেন, সেই শক্তিমানের 'পরাশক্তি' নাম্নী একটী 'শক্তি' আছে। "পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" (শ্বেতাশ্বঃ)। অনন্ত শক্তিবৈচিত্র্য সেই পরাশক্তি হইতেই প্রকাশিত। জড়-শক্তি সেই পরাশক্তিরই ছায়া। গীতাশাস্ত্র জীবকে 'শক্তি' নামে আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সদ্ধর্ম্মবিশ্বাসী মাত্রেই শ্রুতি-প্রস্থান উপনিষৎ ও স্মৃতি-প্রস্থান গীতার সম্মান করেন। সেই শ্রুতি ও শ্রীগীতার বাক্য গ্রহণ করিলে আমরা সকলেই শক্তিমত্তত্ত্ব ভগবানের আশ্রিত শক্তি। কিন্তু আমরা যাহাকে 'শক্তিপূজা' বলি, তাহা কি ঐরূপ শ্রুতি ও স্মৃতির অনুগত শক্তিপূজা? 'পুরুষ' অভিমানে যে শক্তি-পূজার ছলনা, তাহা ত' রক্তমাংসের পূজা বা ভোগ। শক্তিকে শক্তিমত্তত্ত্বের আশ্রিত বা অধীন-তত্ত্ব-জ্ঞানে এবং নিজকেও সেই আশ্রিত তত্ত্বেরই অন্যতমজ্ঞানে যে শক্তিমানের সুখবিধান জন্য পরাশক্তির আনুগত্যে শক্তিমানের পূজা তাহাই প্রকৃত-'শক্তি'-পূজা। যেমন ধনীর অধীনে বহু ধন আছে। ধনীর আশ্রিত ধনকে ধনীর সেবায় নিযুক্ত করাই প্রকৃতপক্ষে ধন ও ধনীর সেবা। তাহা না করিয়া ধনী হইতে ধনকে বিচ্ছিন্ন পূর্ব্বক ধনগুলিকে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যয় করা কদর্য্যবৃত্তি বা বা ধনীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা মাত্র। বাহ্যদর্শনে যাঁহারা স্ত্রীমূর্ত্তিতে আমাদের নিকট প্রকাশিত আছেন, তাঁহারা এবং বাহ্যদর্শনে পুরুষমূর্ত্তিতে আমরা যে সকল ব্যক্তি প্রকাশিত আছি, সকলেই (শ্রীগীতার বাক্য অনুসারে) পরম শক্তিমান্ পুরুষ শ্রীভগবানেরই শক্তি। সুতরাং যদি প্রকৃত শক্তি-পূজার জন্যই আমাদের আগ্রহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের হাড়মাংসের-অভিমান বিস্মৃত হইয়া স্বরূপাভিমানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।

যদি স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রীপূজার ফল নিখিল শক্তিপতি শ্রীভগবানের প্রীতি উৎপন্ন না করে, তাহা হইলে ঐরূপ 'স্ত্রীশিক্ষা' কি 'কুশিক্ষা', ঐরূপ 'স্বাধীনতা' কি 'উচ্ছৃঙ্খলতা' 'অসংযম', 'যথেচ্ছাচারিতা', ঐরূপ 'পূজা' কি শাস্ত্রবিগর্হিত নহে? আমাদের ন্যায় ভোগবুদ্ধি-বিমূঢ় আত্মবঞ্চক "অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ। দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥" (কঠ ২।৫)—ব্যক্তিগণ এখনও কল্পনার নেত্রেও যে শিক্ষাদীক্ষার আদর্শ আঁকিতে পারেন নাই, যে আদর্শ আমাদেরই নিকট আদর্শ-স্থাপন করিতে আমাদের এই বঙ্গদেশে একদিন প্রকাশিত হইয়াছিল—যে আদর্শের এককণা গ্রহণ করিলে জীবের চরম-মঙ্গল লাভ হয়—যে আদর্শে তুচ্ছ ভোগ বা লোক-দেখান-শুষ্ক ত্যাগ নাই—যে আদর্শের নিকট সূর্য্যের সাধ্বীপত্নী সুবর্চ্চলা, শুক্রের পতিব্রতা শতপর্ব্বা, চন্দ্রের রোহিণী, সত্যবানের সাবিত্রী, নলের দময়ন্তী, সগরের কেশিনী, সৌদাসের মদয়ন্তী, চ্যবনের সুকন্যা, অগস্ত্যের লোপামুদ্রা, বশিষ্ঠের পতিব্রতা অরুন্ধতী রাবণের সাধ্বী মন্দোদরীর সতীত্ব ও মহত্ত্বের আদর্শ—যে আদর্শের নিকট সহস্র সহস্র ধাত্রী পান্নার স্বার্থত্যাগের আদর্শ, সহস্র সহস্র দুর্গাবতীর শৌর্য্য, সহস্র সহস্র কর্ম্মদেবীর

সাহসিকতা, সহস্র সহস্র পদ্মিনীর অপূর্ব্ব সতীত্ব-দর্প, চিতর-গ্রন্থে জ্বলন্তানলে জীবনাহুতি প্রদানকারিণী রাজপুত-ললনার ত্যাগ, সহস্র সহস্র সংযুক্তার পাতিব্রত্য, সহস্র সহস্র কৃষ্ণ-কুমারীর আত্মত্যাগ সূর্য্যালোকে খদ্যোতের ন্যায় অথবা তদপেক্ষাও অধিক হীনপ্রভ হয়—ঠাকুর বৃন্দাবন সেইরূপ আদর্শ বৈষ্ণবী শক্তিগণের কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

পাঠকগণ মনে করিবেন না, আমরা এইরূপ কথা বলিয়া কাহারও লঘুত্ব প্রতিপাদন করিতেছি। কোন ব্যক্তি-বিশেষ, সমাজবিশেষ, সম্প্রদায়বিশেষ, বা কোন একশ্রেণীর অধিকারীবিশেষের নিকট তাঁহাদের অধিকারানুযায়ী নল-দময়ন্তী, রোমিও-জুলিয়েট, সাবিত্রী-সত্যবান, পদ্মি দুর্গাবতীর কথা রুচিপ্রদ হইতে পারে কিন্তু সার্ব্বজনীন আত্মধর্ম্মের দিক হইতে বিচার করিলে ঐ সকল মহত্ত্বের মধ্যেও হেয়তা ও সঙ্কীর্ণতা উপলব্ধি হয়। যাঁহারা শ্রুতি শ্রীগীতাবাণী বিশ্বাস করেন, তাঁহারা জানেন, নশ্বর পৃথি লোক বা ইন্দ্রপুরী স্বর্গ আমাদিগের আত্মকল্যাণ প্রদান করিতে পারে না (গীতা ২।৪২-৪৩, ৯।২০-২৯) গীতায়—"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।" (৮।১৬)

অর্থাৎ ব্রহ্মলোক হইতে সমস্ত লোকই অনিত্য। তত্তৎ স্থান হইতেও লোকের পুনরাবর্ত্তন হয়—এই কথা ধার্ম্মিক মাত্রেই জানেন। বৈদিক যুগের বিদুষী মৈত্রেয়ীকে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—"স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায়জায়া প্রিয়া ভবতি॥" (বৃহদাঃ ৪।৫।৬) যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—অয়ি মৈত্রেয়ি, পতির সুখের নিমিত্ত পতি কখনও পত্নী প্রিয় হন না; কিন্তু আত্মসুখের জন্যই পতি পত্নীর প্রিয় হইয়া থাকেন। অয়ি মৈত্রেয়ি! ভার্য্যার সুখের জন্য ভার্য্যা ভর্ত্তার প্রিয় হন না; কিন্তু আত্ম-সুখের জন্যই ভর্ত্তার প্রিয় হইয়া থাকেন।

যে আদর্শ বৈষ্ণবী-শক্তিগণের কথা আমরা উপরে লিপি-বদ্ধ করিয়াছি, তাঁহাদের চরিত্র আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, তাঁহাদিগের স্বাভাবিক জীবনচরিত্রে জীবনের দৈনন্দিন ঘটনায়, প্রতিকার্য্যে, প্রতিপদবিক্ষেপে নিখিলবেদবেদান্ত, নিখিলশ্রুতি-স্মৃতিপুরাণের সারশিক্ষা পাওয়া যায়। কৃষ্ণৈকপ্রাণতাই তাঁহাদের 'জীবাতু' ছিল, নিরন্তর কৃষ্ণগুণগানই তাঁহাদের শিক্ষার চরমফল হইয়াছিল, কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের জন্য অখিলচেষ্টাই তাঁহাদের স্বতন্ত্রতার মূলমন্ত্র ছিল, তাঁহাদের গৃহ, দ্বার, দ্রব্যসম্ভার, সম্পৎ, কলানৈপুণ্য, শিল্প পারিপাট্য ষোলআনা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-জনের সেবার জন্যই নিযুক্ত ছিল, কুসংসঙ্গত্যাগেই তাঁহাদের শৌর্য্য, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়পুত্রকে কৃষ্ণসেবার জন্য অম্লানবদনে ক্রোড় হইতে উঠাইয়া গুরুবৈষ্ণবের হস্তে সমর্পণেই তাঁহাদের আত্মত্যাগ, পতির কৃষ্ণ-ভজনের কণ্টকস্বরূপা না হইয়া সর্ব্বতোভাবে পতির কৃষ্ণসেবায় সহায়তায়ই তাঁহাদের পাতিব্রত্য, আত্মশ্লাঘা, কলহপ্রিয়তা, গ্রাম্য-কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকোলাহল ও হরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তনে নৈরন্তর্য্যই তাঁহাদের সংযম ও ধৈর্য্য, শুদ্ধবৈষ্ণব-সেবানিষ্ঠাই তাঁহাদের আতিথেয়-ধর্ম্ম, শুদ্ধা শ্রীএকাদশী-পালন, শ্রীজন্মা-ষ্টমী সম্মান প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গযাজনই তাঁহাদের ব্রতাচরণ, হরিমন্দির মার্জ্জন, কৃষ্ণপূজার্থ তুলসীচয়ন, বিষ্ণুনৈবেদ্যরন্ধনই তাঁহাদের গৃহকার্য্য বা সংসার পরমহংসকুলের পদরজই তাঁহাদের ভূষণ ও অলঙ্কার ছিল। সে জন্যই শ্রীব্যাসদেব গাহিয়াছেন—

"জ্ঞানভক্তি-যোগে সবে পতির সমান।"

ইহা সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তি। শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণবী শক্তিগণের সম্বন্ধে এরূপ কথা বলিয়াছেন।

তাঁহারা সকলেই পতিব্রতা। তাঁহারা কখনও মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করেন নাই। ইন্দ্রিয়তর্পণ, যথেচ্ছাচারিতাকে "স্ত্রী-স্বাধীনতা" বলিয়া প্রচারের বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহারা কেহই 'গৌরনাগরী' হন নাই। ব্রজনাগরের ভাব আচার্য্য লীলাভিনয়কারী বিপ্রলম্ভাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের উপর বলপূর্ব্বক আরোপ করিয়া অবৈধমার্গ জগতে প্রচার করেন নাই। তাঁহারা—

"দূরে থাকি প্রভু দেখি করয়ে ক্রন্দন।"

দূর হইতে মহাপ্রভুকে দর্শন ও সেবা করিয়াছেন। তাঁহাদের দর্শনে প্রাকৃত স্ত্রীপুরুষ, রক্তমাংস দর্শন নাই। তাঁহাদের দর্শন সুদর্শন।

আচার্য্যলীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু ও ধার্ম্মিকগণের কিরূপ ব্যবহার হওয়া আবশ্যক, তাহা আচরণ করিয়া জগদ্‌গুরুরূপে শিক্ষা প্রদান করিলেন—

"সবে স্ত্রী মাত্র না দেখেন দৃষ্টিকোণে।"

(চৈঃ চঃ আদি ১৫।২৯)

আজকাল তথাকথিত ধার্ম্মিক-ধার্ম্মিকাগণের মধ্যে ঐরূপ আচরণের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেড়শতবর্ষ পূর্ব্বের শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজীর শাসনাবলীর মধ্যে একপও দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেকে গোবিন্দ-দর্শনের ছলনায় যাত্রা মহোৎসব দর্শনের 'নাম' করিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলে হৃদ্‌গতব্যভিচারের সুযোগ করিয়া লন। পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে স্ত্রী-স্বাধীনতার নাম করিয়া কোথায়ও বা ললনাগণের নানাপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা কিংবা মীরাইয়ের দোহাই দিয়া অতিবৈরাগ্যের ছলে ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার-স্রোত প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। কোন কোনও ললনা আবার 'গুরুগোসাঞির (?) পদধারণ, পদসেবন, কেশকলাপ-দ্বারা পদসম্মার্জ্জন প্রভৃতিকেই ভক্তির অঙ্গ বলিয়া শিক্ষা লাভ করেন। যে সকল ব্যক্তি ঐরূপ অন্যায়কার্য্যে প্রশ্রয় দান করেন এবং যাঁহারা ঐরূপ বিগর্হিত-কার্য্যকেই ভক্তি মনে করেন, তাঁহারা ধর্ম্ম হইতে বহুদূরে। ঐসকল অবৈধ ব্যবহার কলির উৎপাত। ইহা ভাগবত ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার সম্পূর্ণ-বিরোধী। শ্রীমাধবীদেবীর নাম শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত-পাঠকমাত্রেই শুনিয়াছেন। শ্রীমাধবী মাতা—

"বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরম বৈষ্ণবী।"

"প্রভু লেখা করে যাঁরে রাধিকার গণ।"

এইরূপ পরমপবিত্রা শুদ্ধা বৃদ্ধা তপস্বিনী বৈষ্ণবী মাতার নিকট ছোট হরিদাস শ্রীগোপাল আচার্য্যের ইচ্ছায় মহাপ্রভুর সেবার জন্য কিছু তণ্ডুল ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ছোট হরিদাসের এইরূপ ব্যবহার জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বর্জ্জন করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণকে শিক্ষা দিলেন,—

"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো বসেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥"

(ভাঃ ৯।১৯।১৫)

মাতার সহিত, ভগ্নির সহিত অথবা দুহিতার সহিতও নির্জ্জনে কখনও বসিবে না। কেন না বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান পুরুষেরও মন আকর্ষণ করিতে পারে।

অতি বৈরাগ্যের ছলনা দেখাইয়া বা মীরাবাই প্রভৃতির দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া অনর্থযুক্ত স্ত্রীগণের গৃহত্যাগাদির চেষ্টা উৎপাত বিশেষ। প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের স্ত্রী ও পুরুষাভিমানীর মধ্যে দশায় পড়া, কপট কম্পাশ্রুপুলক-প্রদর্শনাদি ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল ব্যাপার ভোগপ্রবৃত্তিমূলে জাত বা কামজ বিকার বিশেষ—উহা বিশেষ গর্হণীয়! স্ত্রীলোকের সন্ন্যাসে অধিকার নাই। স্ত্রীলোক গৃহে থাকিয়াই হরিভজন করিবেন। স্বামীকে অঞ্চলধৃক্ 'গৃহব্রত' না করাইয়া তাঁহার প্রকৃত হরিভজনে সহায়তা করিলে ও স্বামীকে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী হইবার সুযোগ দিলেই স্ত্রীরও 'সন্ন্যাস' এবং "সহধর্ম্মিণী" নামের সার্থকতা সম্পাদিত হইবে। আমরা জগন্মাতা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর চরিত্রে ইহার জ্বলন্ত আদর্শ দেখিতে পাই। স্বামী সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে বা হরিভজনে মনোনিবেশ করিলে স্ত্রী কখনও তাঁহার বাধা জন্মাইবেন না এবং নিজেকে কৃষ্ণব্যতীত অপরের ভোগ্য রক্তমাংসের থলি ভাবিয়া কিংবা কৃষ্ণের ভোগ্য বস্তুর জন্য ব্যাকুল হইয়া স্বামীর হরিভজনের শত্রু হইবেন না। "পুরুষ" বা "স্ত্রী" স্বরূপের অভিমান নহে, স্বরূপে সকলেই নিত্য কৃষ্ণদাস। সুতরাং সেই সম্বন্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া নিরন্তর ভগবদ্ভজনেই সকলের প্রবৃত্ত থাকা উচিত। স্ত্রীগণের মধ্যে স্বরূপবিস্মৃতিক্রমে অনেক সময়েই দেহারামতা প্রভৃতি অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। এমন কি স্বামী সন্ন্যাসাদি গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করিলেও অনেক স্ত্রী বেশভূষা ও শরীর মার্জ্জনাদিকার্য্যেই ব্যস্ত থাকেন। এই সকল ভোগোন্মুখতারই পরিচায়ক ও হরিভজনের বিশেষ প্রতিকূল। যাঁহারা হরিভজন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে প্রজল্প ও গ্রাম্য কথা পরিত্যাগ করিবেন। কোন বৈষ্ণব মহাজন বলিয়াছেন,—"বনমানুষ ও অশিক্ষিত ভোগীর হরিভজন হয় না"। বলিবার কারণ, শিক্ষার অভাবে স্ত্রীগণের "অহংমমবুদ্ধি" বড়ই প্রবল। তাঁহাদের জন্যই জগন্মাতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী আদর্শ ভক্তিমতী ললনার চরিত্র কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক শিক্ষা দিয়াছেন। যিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, সমস্ত ঐশ্বর্য্যের যিনি অধিষ্ঠাত্রীদেবী—যিনি সাক্ষাৎ প্রেমভক্তিস্বরূপিণী, তিনি কিরূপ আচরণ করিয়াছেন শ্রবণ করুন—

*   *   *

"কদাচিৎ নিদ্রা-হৈলে শয়ন-ভূমিতে॥

কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন।
কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীর শশীর প্রায় ক্ষীণ॥
হরিনামসংখ্যাপূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সে তণ্ডুল পাক করি' প্রভুকে অর্পয়॥
তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র করেন ভক্ষণ॥
কেহ না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন॥"

শ্রীভক্তিরত্নাকর, চতুর্থ-তরঙ্গ।

ক্রমশঃ বৈষ্ণবী শক্তিগণের আদর্শচরিত্র শ্রীগৌড়ীয়ে প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের অনন্ত ভজনের আদর্শ শিক্ষাবলীর কথা বিবৃত করিব।

প্রশ্নোত্তর-মালা

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু—

অসংখ্য দণ্ডবৎপ্রণতিপূর্ব্বক নিবেদনম্—

প্রভো! আজ আউল, বাউল, সহজিয়া, নাগরীবাদ প্রভৃতি অসংখ্য কুমত রূপ-নিবিড়-অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভারতাকাশে মহা-ভাস্কররূপে সমুদিত শ্রীগৌড়ীয়ের সুস্নিগ্ধ কিরণে সুকৃতিমান্ পুরুষগণ ও ভক্তিরসপিপাসু শ্রীগৌরনিজ জন শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। গৌড়ীয় শ্রীগৌর-সুন্দরের অহৈতুকী কৃপা অযাচিতভাবে দান করিবার জন্য আমার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেও আমার জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত দুষ্কৃতি-বশতঃ সেবাবৃদ্ধির অভাবে আমি সে কৃপা গ্রহণ করিতে অক্ষম। আশা করি, যদি গৌড়ীয় ও গৌড়ীয়ের প্রিয়জনগণ কৃপা পূর্ব্বক তাঁহাদের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত না করেন, তবে একদিন না একদিন গৌরজনানুগত্য লাভ করিয়া অনাদি বহির্ম্মুখতা-জনিত দুর্দ্দশা হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারিব।

কয়েকটী প্রশ্ন মীমাংসা করিতে না পারিয়া চিত্তে অত্যন্ত অশান্তি অনুভব করিতেছি। অগত্যা অনন্যোপায় হইয়া গৌড়ীয়ের চরণে শরণাপন্ন হইলাম। কৃপা পূর্ব্বক শাস্ত্র-যুক্তি-মূলে নিম্নলিখিত প্রশ্ন কয়েকটির মীমাংসা করিয়া দিলে পরম উপকার লাভ করিতে পারি।

প্রশ্ন

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

নাম-বিগ্রহ-স্বরূপ—তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দরূপ॥

শ্রীবিগ্রহ বলিতে কি বুঝিতে হইবে? শ্রীমূর্ত্তিমাত্রকেই 'শ্রীবিগ্রহ' বলা যায় কি না? যে মূর্ত্তি সেবিত না হইয়া বিক্রয়ার্থ কিংবা গৃহশোভার নিমিত্ত রক্ষিত হন, তাঁহাকেও কি শ্রীবিগ্রহ বলা যায়? শ্রীবিগ্রহ চিদানন্দ-স্বরূপ; তথাপি শাস্ত্রে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা কেন? প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলে কি শ্রীবিগ্রহের দেহদেহীতে ভেদ-জ্ঞান করা হয় না? শ্রীবিগ্রহের কোন অঙ্গহানি (অন্ততঃ বাহ্যদৃষ্টিতে) ঘটিলে জলে নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থাই বা কেন?

চণ্ডীদাস ও রামমণি, বিদ্যাপতি ও লছিমা দেবী সংক্রান্ত নানাপ্রকার ঘৃণিত উপাখ্যান লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায় এবং কোন কোন পুস্তকেও লিপিবদ্ধ আছে। ঐ উপাখ্যান শুনিলে গৌরানুগত ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হয়। সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য প্রামাণ্য গ্রন্থাবলম্বনে জানাইয়া সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন।

কেহ কেহ বলেন,—কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞদ্বারাই গৌরের সম্যক্ উপাসনা হয়। গৌরের আচার বিচার গ্রহণ করিয়া শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন করাই গৌরানুগত্যে কৃষ্ণ ভজন। "যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।" শ্রীগৌরসুন্দরও শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

"ইহা হইতে সর্ব্ব সিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর।"

সুতরাং জিজ্ঞাস্য—গৌরের আজ্ঞায় একমাত্র নামে শরণাগত হওয়া ব্যতীত তদানুগত্যের জন্য যদি শাস্ত্রে গৌর-মন্ত্র গ্রহণের অবশ্য ব্যবস্থা থাকে, তবে তাহা জানাইয়া সুখী করিবেন। 'গৌর-মন্ত্র' আছে কিনা তৎসম্বন্ধেও সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া উপকার করিবেন। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

দাসানুদাস—
শ্রীফণিভূষণ বসু।
দ্বিতীয় শিক্ষক, শ্রীপুর হাই স্কুল।

উত্তর

'শ্রীবিগ্রহ' বলিতে নিত্য-ভগবৎ-স্বরূপ বুঝাইলেও সাধারণতঃ প্রপঞ্চে অর্চ্চা বিগ্রহকে লক্ষ্য করে। ভগবান্ মায়াবদ্ধ জীবকে কৃপা করিবার নিমিত্ত অর্চ্চা-বিগ্রহে তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া, সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহার নিত্যবিগ্রহ পঞ্চ প্রকার যথা,—(১) পর

(স্বয়ং ভগবান্), (২) ব্যূহ (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ), (৩) বিভব (মৎস্যকূর্ম্মাদি স্বাংশ অবতারগণ) (৪) অন্তর্যামী (উপাসকের হৃদয়ে অবস্থিত তদীয় উপাস্য বস্তু) ও (৫) অর্চ্চাবতার (অর্চ্চনীয় শ্রীবিগ্রহ)। এই পঞ্চ শ্রীমূর্ত্তি সচ্চিদানন্দময় ও অভিন্ন। পূজাবর্জ্জিত বা অপ্রতিষ্ঠিত, এবং স্মার্ত্তদেবলাদি মায়াবাদিগণের দ্বারা সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে পূজিত প্রতিমূর্ত্তিতে ভগবদ্ভাবসন্নিধির অভাব বশতঃ উহা মায়িক বা অচিদধিষ্ঠান পুত্তলিকা মাত্র; ভগবদ্ভক্তের উপাস্য শ্রীবিগ্রহ নহেন। যথা হঃ ভঃ বিঃ ১৯শ বিলাস ৩০১ সংখ্যাধৃত-ব্রহ্মপুরাণ-বচন,—

"খণ্ডিতে স্ফুটিতে দগ্ধে মানবিবর্জ্জিতে।
যাগহীনে পশুস্পৃষ্টে পতিতে দুষ্টভূমিষু॥
অন্যমন্ত্রার্চ্চিতে চৈব পতিতস্পর্শদূষিতে।
দশস্বেতেষু নো চক্রুঃ সন্নিধানং দিবৌকসঃ॥"

শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিধি তদধিকারীদের জন্য শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১৯শ বিলাসে লিপিবদ্ধ আছে। প্রাণ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিধানের তাৎপর্য্য এই যে,—অন্তর্যামী ভগবান উদাসীন-ভাবে সর্ব্বজীব-হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন; সেবাবৃত্তির উদয়ে সেবাপর চক্ষে জীব ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন; ঐ সেবাপরা বুদ্ধিকে জাগরিতা করিতে হইলে হৃদয়মন্দিরে নিত্য সেব্য-বস্তুর প্রাকট্য সাধনের প্রয়োজন হয়; তাহারই প্রারম্ভ স্বরূপ বহির্জগতে শ্রীঅর্চ্চা-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা।

শাস্ত্র বলেন, শ্রীঅর্চ্চাবতার প্রতিষ্ঠিত হইলে, জগতের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ জগৎ জড়চেষ্টাপরতা হইতে ভগবৎ-সেবায় উন্মুখ হয়। যথা, হঃ ভঃ বিঃ ১৯শ বিলাসে, একাদশ স্কন্ধোক্ত ভাগবত বাক্য,—

"চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্।"
(ভাঃ ১১।২৭।১৩)।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন,-
"প্রকর্ষেণ স্থীয়তেঽস্যামিতি প্রতিষ্ঠা। জীবমন্দিরম্ সর্ব্বজীবানামাশ্রয়ঃ সাক্ষাদহমেবেত্যর্থঃ। অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে অবস্থিতির নামই প্রতিষ্ঠা। আর 'জীবমন্দির' বলিতে—সর্ব্বজীবের আশ্রয়স্বরূপ শ্রীভগবান্। সুতরাং, 'প্রাণ-প্রতিষ্ঠা' বলিতে সর্ব্বজীবের প্রাণস্বরূপ ভগবানকে হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে স্থাপন করা বুঝিতে হইবে।

ভগবান্ শ্রীবিগ্রহে নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং প্রাণ-প্রতিষ্ঠাদির বাস্তব প্রয়োজনীয়তা নাই। তথাপি ঋষিগণ অর্চ্চনমার্গে জড়বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ভোগময়ী বৃত্তি খর্ব্ব করিবার উদ্দেশ্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে হঃ ভঃ বিঃ ১৯ বিংশ বিলাসের ৩য় শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' শব্দের এইরূপ অর্থতাৎপর্য্য উপলব্ধ হইলে, তাহাতে দেহ-দেহীভেদ-জ্ঞান হয় কিনা—এইরূপ প্রশ্নোদয়ের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীবিগ্রহের অঙ্গহানি হইলে জলে নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা (হঃ ভঃ বিঃ ১৮।২৯২—২৯৭) উহা অর্চ্চাবতারের অসুর-বিমোহন ও ভক্তান্তি-বর্দ্ধন-লীলা মাত্র। ঐ বিধি স্মার্ত্তগণের আবাহন-বিসর্জ্জন বা ভাঙ্গাগড়া নহে। উদাহরণ স্বরূপ যথা—ভগবানের ভয়, ক্লেশ নিদ্রা প্রভৃতি অষ্টাদশ প্রকার দোষ লক্ষিত হয় না। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র নন্দন-শ্রীকৃষ্ণের কংস, শিশুপাল-জনিত ভয়, গোচারণ প্রভৃতি লীলায় পরিশ্রম, তজ্জনিত নিদ্রা প্রভৃতি লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ ভগবানে ঐগুলি না থাকিলেও ভক্তগণের সেবা প্রবৃত্তি উন্মেষের নিমিত্তই তিনি ঐগুলি স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহাতে প্রাকৃত বুদ্ধি করিতে হইবে না।

২। চণ্ডীদাস ও রামী, বিদ্যাপতি ও লছিমা দেবী-সংক্রান্ত নানাপ্রকার ঘৃণিত কথা নীচ-প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রচারিত কিম্বদন্তী মাত্র। উহা দ্বারা সহজিয়াগণ নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুসারে ঐ অপবাদগুলি ভক্তরাজ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির স্কন্ধে চাপাইয়া নিজ নিজ ভোগ প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করিবার সুযোগ করিয়া লইতেছেন। সহজিয়াদের অস্পৃশ্য জাল পুঁথিগুলিতেই পরবর্ত্তী কালে ঐ সকল বিষয় স্থান পাইয়াছে। "বৈ-দিগ দর্শনী" নামক একখানা অসংখ্য ভ্রমপরিপূর্ণ সহজিয়াবাদ-প্রচারকারিণী বৈষ্ণববিদ্বেষিণী নবীনা পুস্তিকায় এই সকল কথা স্থান পাইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু—যাঁহার একমাত্র শিক্ষা—"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ, এই বৈষ্ণব আচার। **স্ত্রীসঙ্গী** এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৮৪); যিনি কীর্ত্তনীয়া ছোট হরিদাস বর্জ্জন-লীলা দ্বারা কীর্ত্তনকারী মহাজনদের চরিত্র কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা জীবন্ত ভাবে জগতে প্রচার করিলেন; যাঁহার ভক্তগণ—"স্বপ্নেও ছাড়িল সবে স্ত্রী-সম্ভাষণে।" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।১৪৪); যাঁহার প্রিয়স্বরূপ, রসতত্ত্বাচার্য্য শ্রীল রূপ গোস্বামী—"যখন হইতে আমার মন নব নব রসের আলয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, আহো, তখন হইতেই নারীসঙ্গম **স্মরণ** করিলেও আমার মুখবিকৃতি ও থুৎকার প্রবৃত্তি হয়। (ভঃ রঃ সিঃ দঃ লঃ ৫।৩৯)—এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন;—সেই লোকশিক্ষক জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দর এবং আচার্য্য শ্রীস্বরূপ, রূপ, যে মহাজনবর চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির অপ্রাকৃত রসপদাবলীকে নিত্য কণ্ঠহার স্বরূপে ধারণ করিয়াছেন, সেই চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির চরিত্রে যে কোনও প্রকার অপবাদের অবকাশ থাকিতে পারে না, তদ্বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ ইহা অপেক্ষা আর কি থাকিতে পারে? ঘৃণিত কামুকগণ নিজ চরিত্রানুরূপ মহাজনের চরিত্র কলুষিত করিবার উদ্দেশে এবং নিজ নিজ দুর্ব্বলতা-জনিত পাপ পোষণ করিবার ছলনায় জাল পুঁথি রচনা করিয়া এবং তাহাকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাদৃশ নীতি-বর্জ্জিত অশিক্ষিত সমাজের রিরংসার ইন্ধন যোগাইয়াছে মাত্র।

৩। দেবতামাত্রেরই 'নাম' ও 'মন্ত্র' আছে, গৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান, অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন, তখন তাঁহার মন্ত্র যে অবশ্যই শাস্ত্রে আছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্চ্চাবিগ্রহ তাঁহার সময় হইতে অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে—তদ্বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্চ্চা-বিগ্রহ শাস্ত্রসম্মত। তাঁহার মন্ত্রাদিও নিত্য; নাম, মন্ত্র ও বিগ্রহ অভিন্ন। গৌরসুন্দর বৈকুণ্ঠ বস্তু। অগ্রে কৃষ্ণ ছিলেন, পরে গৌরসুন্দর হইলেন বা অগ্রে গৌর ছিলেন, পরে কৃষ্ণ হইয়াছেন এরূপ নহে, উভয়েই নিত্য। গোলোকের ঔদার্য্য ও মাধুর্য্য প্রকোষ্ঠে গৌর-কৃষ্ণ তদীয় ভক্তবৃন্দের দ্বারা নিত্যকাল সেবিত হইতেছেন। সুতরাং গৌরসুন্দর কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, তাঁহার নাম ও মন্ত্র অনাদি ও নিত্য। রাম, নৃসিংহ, বামন প্রভৃতি ভগবদাবতার-সকলের মন্ত্র শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু "ছন্নঃ কলৌ যদভব স্ত্রিযুগোঽথ স ত্বং"—(৭।৯।৩৮) এই ভাগবতীয় পদ্যানুসারে গৌরসুন্দর প্রচ্ছন্নাবতার বলা যায়, প্রচ্ছন্নাবতারের মন্ত্র, সকল শাস্ত্রে প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া তাঁহার মন্ত্র থাকিতে পারে না এরূপ বিচার সমীচীন নহে। আবার কোন শাস্ত্রই ছন্নাবতারের মন্ত্র প্রকাশ করেন নাই তাহাও নহে। কারণ 'উদ্ধাম্নায়তন্ত্র' 'অনন্তসংহিতা' প্রভৃতি সাত্বত-গ্রন্থে গৌর-মন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে সেই মন্ত্র আম্নায়-পারম্পর্য্যে অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়-পার্ষদ শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত, তাঁহার শিষ্য শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামী, শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামীর শিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী। তিনি শ্রীগোপাল-গুরু গোস্বামীর শিক্ষানুসারে "ভজনপদ্ধতি" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থে 'গৌরমন্ত্রের' উল্লেখ আছে। চিড়িয়াকুঞ্জের কৃষ্ণদাস বাবাজীও "পূজাপদ্ধতি" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহাতে গৌরমন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। কালনা শান্তিপুরের কোন কোন অর্ব্বাচীন পূর্ব্বপক্ষ করিয়া থাকেন যে, শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্চাবিগ্রহ থাকিলেই যে তাঁহার মন্ত্র স্বীকার করিতে হইবে এরূপ বলা যায় না। কেননা গৌরকৃষ্ণ অভেদ সুতরাং কৃষ্ণমন্ত্রের দ্বারাই গৌরবিগ্রহের উপাসনা বা পূজা হইবে। তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে, গৌরমন্ত্রে কৃষ্ণপূজা বা কৃষ্ণমন্ত্রে গৌরপূজার কোন পার্থক্য নাই সত্য কিন্তু তাই বলিয়া গৌরমন্ত্রের নিত্যত্ব নাই এরূপ নহে। গৌরকৃষ্ণে ভেদ-বুদ্ধি অপরাধ-জননী। যাহারা বলেন, আমরা কৃষ্ণমন্ত্র স্বীকার মাত্র করিব, গৌরমন্ত্র স্বীকারের প্রয়োজন নাই, অথবা গৌরমন্ত্র স্বীকার মাত্র করিব, কৃষ্ণমন্ত্রের প্রয়োজন নাই। তাঁহারা উভয়েই ভেদবাদী। এই জন্য জড়বুদ্ধি পরিহার করিয়া নিষ্কপটে গৌর-কৃষ্ণের সেবা করিবার উপদেশ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে দেখা যায়। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২৫শ, ২৭০—

চৈতন্যলীলা অমৃতপুর কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর
দুহে মিলি হয় সুমাধুর্য্য।
সাধুগুরু প্রসাদে তাহা যেই আস্বাদে
সেই জানে মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য॥

অনর্থ-মুক্ত স্বরূপ সিদ্ধ ভক্তগণ অপরাধশূন্য শুদ্ধকৃষ্ণনাম-গ্রহণফলেই সর্ব্বসিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহাদের অর্চ্চন-মার্গে দীক্ষাদির ব্যবস্থা স্বরূপতঃ নাই, কিন্তু কদর্য্যশীল, বিক্ষিপ্ত-চিত্ত, জড়রস-প্রমত্ত ব্যক্তিদিগের জড়প্রবৃত্তি খর্ব্ব করিবার উদ্দেশে পাঞ্চরাত্রিক মার্গে দীক্ষাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন (ভক্তিসন্দর্ভ)। বিশেষতঃ কৃষ্ণনাম একমাত্র মুক্তকুলেরই উপাস্য বস্তু, কিন্তু গৌরনাম বা গৌরমন্ত্র অমুক্ত কুলেরও উপাস্য। গৌরনাম গ্রহণের ফলে আমাদের অপরাধ শীঘ্রই বিদূরিত হয় ও পরক্ষণেই আমরা গৌরাভিন্ন কৃষ্ণনাম গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করি। বদ্ধজীবের কৃষ্ণনামগ্রহণা-পেক্ষা গৌরনামগ্রহণের যোগ্যতা অধিক—এতৎ প্রসঙ্গে "কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার" (চৈঃ চঃ আদি ৮।২৪) "চৈতন্য নিত্যানন্দে নাই এসব বিচার (চৈঃ চঃ আদি ৮।৩১) ইত্যাদি আলোচ্য।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব

গত ৫ই ভাদ্র রবিবার শ্রীশ্রীবলদেব-প্রকটোৎসবের অধিবাস উপলক্ষে—শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহাসমারোহে কীর্ত্তন-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অপরাহ্নে শ্রীমঠে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। বহুদেশ দেশান্তর হইতে সমাগত ও স্থানীয় বহু শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, পণ্ডিত-মণ্ডিত-সভায় শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ, বি, এ, মহোদয় সর্ব্বপ্রথমে উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন। তৎপরে পরিব্রাজকাচার্য্য বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীবলদেব জন্মোৎসবের অধিবাস সম্বন্ধে কিছুকাল বক্তৃতা করিলেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত-শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর "শ্রীশ্রীবলদেব প্রভু" সম্বন্ধে একটী বিস্তৃত বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা গৌড়ীয়-পত্রে পরে প্রকাশিত হইবে। সংকীর্ত্তনের পরে সকলকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীকৃষ্ণজন্মোৎসব-অধিবাস

অদ্য ১১ই ভাদ্র শনিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে বিরাট নগর সংকীর্ত্তন বাহির হইবে, সকলে যোগদান করুন।

আগামী ১২ই ভাদ্র রবিবার দিবস শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠে অপরাহ্ণ কাল হইতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাববিষয়ক বক্তৃতা ও সংকীর্ত্তন মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ সাদরে সকলকে উক্ত উৎসবে আহ্বান করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৮ই ভাদ্র, ১৩৩৩, ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯২৬ | ৪র্থ সংখ্যা।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"
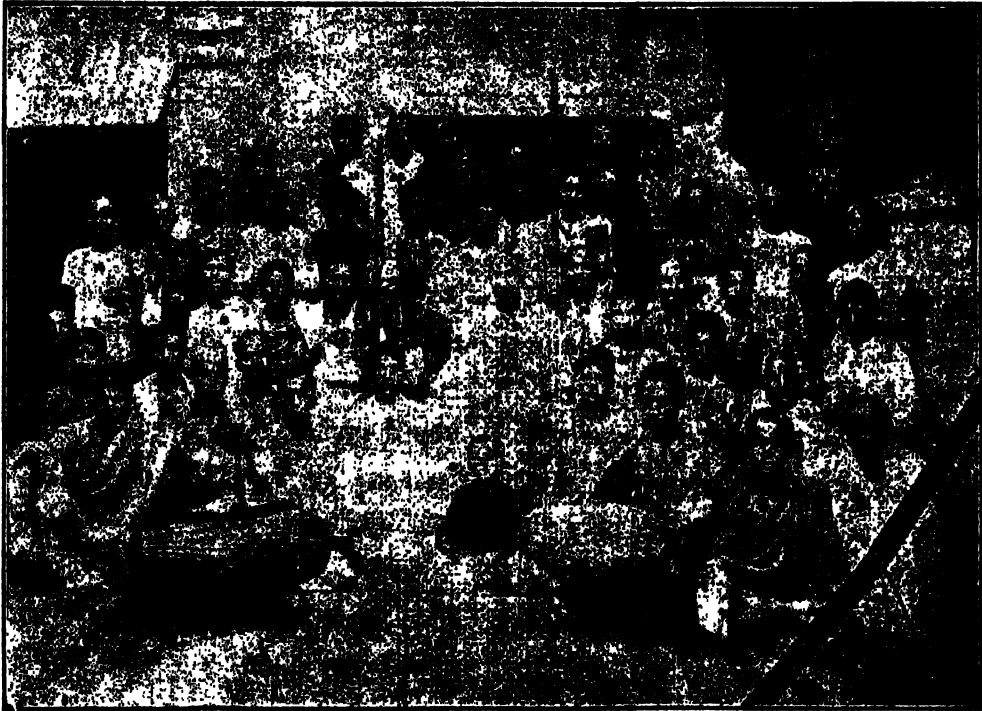
শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ।

আরম্ভ ৫ই ভাদ্র ২২শে আগষ্ট রবিবার ; সমাপ্তি—৬ই আশ্বিন ২৩শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার

ধ্যান ও সঙ্কীর্ত্তন

আমাদের অনেকেরই ধারণা যে 'ধ্যান', 'জপাদি'ই শ্রেষ্ঠ সাধন। অনেকে ভাবেন, হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে বৃথা সময়ক্ষেপ হয় মাত্র কারণ, উহাতে কেবল করণীয় ব্যাপারের আলোচনা ও কথাবার্ত্তা হয়, কিন্তু মন্ত্রজপ বা ধ্যানাদিতে প্রকৃত কৃত্য সাধিত হইয়া থাকে। তাঁহারা বলেন হরিকথা উপপত্তিক (theoretical) আর ধ্যান-জপাদি আনুষ্ঠানিক (Practical)। অনেক সময় এমনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন স্থানে কোন মহাভাগবত বৈষ্ণব হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন বা শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ ব্যাখ্যা করিতেছেন, সেই স্থান হইতে কেহ কেহ উঠিয়া যান। তাঁহাদের 'হরিকথা' পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ঐসকল ব্যক্তি বিনয়ের ভানে বলিয়া থাকেন,—"আমার কিছু কৃত্য আছে, কেবল কথায় 'ত' চিড়া ভিজে না, তাহাতে মন স্থির হয় না, কাজ কর্ত্তে হয়। কেহ কেহ বলেন,—"সন্ধ্যা সমাগত, আমার তর্পণ, মন্ত্রজপ প্রাণায়াম ও ধ্যানাদি কার্য্য আছে।" কেহ বলেন 'হরি', 'হরি', বলিলে কি হইবে? তাহাতে ত আর চিত্ত স্থির হইবে না? প্রাণায়ামাদি ধ্যানধারণা না করিলে চিত্ত স্থির হইবার নয়।" কেহ কেহ বা বলেন, সকল সময় ধ্যান করা যায় না, ধ্যান করিতে করিতে একটা বিরক্তি আসিয়া যায় তাই এক ঘেয়ে ভাব দূর করিবার জন্য অবকাশ সময়ে কীর্ত্তন, গান ও হরিকথা আলোচনাদি কিংবা তৎপরিবর্ত্তে জাগতিক অন্যান্য কথাও আলোচনা করা যাইতে পারে। আবার কেহ কেহ বলেন, কীর্ত্তনাদি দ্বারা চিত্তবৃত্তি ছড়াইয়া পড়ে, নির্জ্জনে ধ্যান দ্বারাই ছড়ান চিত্তবৃত্তি প্রত্যাহৃত হয়। অতএব ধ্যানই শ্রেষ্ঠ।

মনোধর্ম্মিসম্প্রদায়ের মধ্যে 'ধ্যান' ও 'কীর্ত্তন' সম্বন্ধে এইরূপ বিসদৃশ ধারণা বর্ত্তমান। তাঁহারা যাহাকে 'ধ্যান' নামে অভিহিত করেন, তাহা ইন্দ্রিয়তর্পণ মাত্র। অর্থাৎ জগতের কর্ম্মকোলাহলের ভিতর মন যখন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে, তখন সেই পরিশ্রান্ত মনকে কর্ম্মকোলাহল হইতে সাময়িক বিরতি প্রদান করিবার যে চেষ্টা বা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা, তাহাই মনোধর্ম্মিসম্প্রদায়ের 'ধ্যান'। তন্মধ্যে আবার যাঁহারা আত্মেন্দ্রিয় তর্পণরূপ কৈতবকে আরও প্রচ্ছন্নভাবে চালনা করিতে করিতে ঊর্দ্ধসীমায় আরোহণ করাইতে চান, তাঁহারা 'ধ্যান' 'ধ্যেয়' ও 'ধ্যাতার' অস্তিত্বের সর্ব্বতোভাবে বিনাশই ধ্যানের চরম ফল বলিয়া বিচার করেন। যে স্থানে 'ধ্যাতা', ও 'ধ্যেয়ের' নিত্যত্ব নাই, সেই স্থানে ধ্যানটীও একটী অনিত্য উপায় বিশেষ। উহা নিত্য উপেয় নহে। ঐ ধ্যানের ফল 'ধ্যান' নহে, পরন্তু ধ্যানের ফল সর্ব্বতোভাবে ধ্যানের বিনাশসাধন বা চেতনতার স্তব্ধী-করণ, চেতনতাকে বিনাশ বা চেতনতার বৃত্তির স্তব্ধতা সম্পাদনই যদি ধ্যানের ফল হয়, তাহা হইলে ঐরূপ সাময়িক নশ্বর ধ্যানদ্বারা কি লাভ হইল? ইষ্টক প্রস্তরাদির ন্যায় অচেতন অবস্থা বা চেতনবৃত্তির স্তব্ধ ও নিরপেক্ষ ভাব কখনও সাধ্য হইতে পারে না। উহা আত্মবিনাশের চেষ্টা মাত্র।

ইন্দ্রিয়বর্গের অধিপতি মন, পরম চঞ্চল এবং শত শত অনর্থ উৎপাদনক্ষম। প্রগ্রহবিহীন প্রমত্ত অশ্ব যেরূপ, মনের গতিও তদ্রূপ। বাহ্য প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গযোগ কখনও ঐরূপ বলবান্ মনকে বশীভূত করিতে পারে না; গঙ্গোত্রীর প্রবল স্রোতকে বালির বাঁধ যেরূপ ক্ষণিকের জন্য রোধ করিবার মত একটা প্রতীতি মাত্র প্রদর্শন করে, প্রকৃত পক্ষে প্রবল স্রোত ঐ দুর্ব্বল বাঁধকে চুরমার্ করিয়া কোথায় লইয়া যায় তাহা ঠিক থাকে না, তদ্রূপ ধ্যান ধারণাদি দ্বারাও চিত্তের পরিশ্রান্তি-ভাবের ক্ষণিক লাঘব ঘটিলেও তন্মুহূর্ত্তেই চঞ্চলস্বভাব মন ধ্যানীকে নানাপ্রকার বিষয়সাগরে মগ্ন করায়। ধ্যেয়বস্তুর স্থিরতা রাখিতে না দিয়া, ধ্যান প্রতিমূহূর্ত্তে নূতন নূতন ধ্যেয় বস্তু গ্রহণ করে ও পুরাতন ধ্যেয় বস্তুকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেয়। ধ্যানই নিজের মনের উপর 'আধিপত্য' বিস্তার করিতে না পারিয়া বিষয়ের ধ্যানকেই তখন 'ধ্যান' বলিয়া ধারণা করে। চঞ্চল মন ধ্যানীকে জানিতে দেয় না যে ধ্যানী তাহার পাল্লায় পড়িয়া কোথায় চলিয়া আসিয়াছে। মনকে বশীভূত করিতে গিয়া মনের প্রভু সাজিতে গিয়া 'ধ্যানী' মনের বশ্য বা 'দাস' হইয়া পড়ে। প্রাকৃত নায়ক যে প্রকার তাহার প্রিয়তমা নায়িকাকে তাহার অত্যন্ত অনুগত বলিয়া মনে করিলেও প্রকৃত পক্ষে নায়িকারই ক্রীত গোলাম হইয়া পড়ে, তদ্রূপ ধ্যানীও 'মনকে বশীভূত' করিয়াছে' মনে করিলেও

প্রকৃত-প্রস্তাবে মনেরই গোলাম হইয়া যায়। বিষয়ের ধ্যানকেই তিনি 'ধ্যান' এবং বিষয়গুলিই তাঁহার 'ধ্যেয়' এইরূপ আত্মবঞ্চনামূলা প্রতীতি আসিয়া উপস্থিত হয়। কখনও বা ত্রিপুটী বিনাশ বা আত্মবিনাশকেই প্রাপ্য বস্তু বলিয়া আত্ম প্রতারিত হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

যুঞ্জানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্॥

(ভাঃ ১০।৫১।৬০)

অর্থাৎ অভক্তগণ প্রাণায়ামাদি দ্বারা চিত্ত নিরোধ করিয়া থাকেন; কিন্তু হে রাজন উহাদ্বারা তাঁহাদের চিত্ত বিষয়মল শূন্য হয় না বলিয়া তাহা আবার বিষয়াভিমুখী হইয়া পড়ে।

"যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥

(ভাঃ ১।৬।৩৬)

অর্থাৎ মুকুন্দ-সেবাদ্বারা, সদা কাম-লোভাদি-রিপু বশীভূত অশান্ত মন যেমন সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগমার্গ অবলম্বন দ্বারা, তাহা তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না।

প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ।
বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহকর্শিতাঃ॥

(ভাঃ ১১।২৯।২)

অর্থাৎ হে পুণ্ডরীকাক্ষ, প্রায়ই দেখা যায় যে, যে সকল যোগী যোগমার্গে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা মনোনিগ্রহ বিষয়ে ব্যাকুল হইয়া ক্লেশ পাইয়া থাকেন; কারণ উহাদ্বারা তাঁহাদের মনো নিগৃহীত হয় না।

ধ্যানধারণাদি আরোহবাদের চেষ্টা পরমার্থ দুর্লভ মনুষ্য জীবনের অতি মূল্যবান সময় নষ্ট হয় মাত্র। যাহারা দুষ্কৃতিবশে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে রুচিবিশিষ্ট নহেন, তাঁহারাই ঐ প্রকার প্রাণায়ামাদি কার্য্যে সময় যাপন করিয়া থাকেন—

অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতান্ যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্।
ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষপণ-হেতবঃ॥

(ভাঃ ১১।১৫।৩৩)

যাহারা উত্তম যোগ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিযোগে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ সকল চেষ্টাকে ভক্তিপথের বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া থাকেন। মদীয় ভক্তগণ আমাদ্বারাই সমস্ত সাধনের ফল প্রাপ্ত হন। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে ঐসকল সাধন চেষ্টা কাল-ক্ষেপণের হেতু মাত্র। আমার সেবা ছাড়িয়া তাঁহারা সেরূপ বৃথা কাল ক্ষেপণ করেন না।

অন্যের কা কথা, বিবেকী, ঋষি, মুনি ও তপস্বিগণও যদি ভগবৎ শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রসঙ্গ-বিমুখ হন, তবে তাঁহাদেরও সংসার ক্লেশে পতিত হইতে হয়—

অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানা মনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব
যুষ্মৎ প্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি॥

(ভাঃ ৩।৯।১০)

অর্থাৎ যদি বল, অবিবেকীব্যক্তিগণের পক্ষে সংসার ক্লেশ সম্ভব হইতে পারে, বিবেকীগণ ত' মুক্ত তাঁহাদের ভক্তির আবশ্যক কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—হে দেব, ঋষিগণও ভবদীয় শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ হইলে এই সংসারে গমনাগমন করিয়া থাকেন। দিবসে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম ভগবদিতর বিষয়ে ব্যাপৃত হইয়া অত্যন্ত ক্লিষ্ট থাকে, রাত্রিকালেও তাঁহাদের বিষয়সুখের লেশমাত্রও থাকে না, যেহেতু তাঁহারা বাহ্যেন্দ্রিয় ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিদ্রাগত হন বটে, কিন্তু নানা অসদ্বিষয়ে ধাবিত মনোধর্ম্মরূপ স্বপ্নদর্শন দ্বারা তাঁহাদের ক্ষণে ক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হয়। তাঁহারা অর্থের জন্য উদ্যম করিতে পারে না। যেহেতু উহাও তাঁহাদের জন্য দৈব কর্ত্তৃক সকল স্থান হইতে প্রতিহত হইয়াছে। কিন্তু পিপ্পলায়নাদি বৈষ্ণবগণ যে কীর্ত্তন অপেক্ষা স্মরণকেই প্রেমের অধিকতর অন্তরঙ্গ সাধন বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহার রহস্য আছে। সেই স্থানে 'স্মরণ বা ধ্যান', ফলভোগকামীর মন্ত্রাদি জপ বা ফলত্যাগী ব্রহ্ম-সাযুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্যকামীর 'ধ্যান'কে লক্ষ্য করা হয় নাই। সর্ব্বতোভাবে প্রভুর স্ফূর্ত্তি বিশেষের পরিপাকই ধ্যান; নিত্য আরাধ্য বাস্তবস্বরূপ সচ্চিদানন্দ ঘন ভগবান্ অবস্থান করিতেছেন। আমি সেই ভগবানের নিত্যদাস"—এইরূপ ভগবানের সহিত সম্বন্ধই স্মৃতি। এইরূপ ধ্যান-বশতঃ সঙ্কীর্ত্তন, স্পর্শন ও দর্শনাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তিবর্গ চিত্তবৃত্তিতে অন্তর্ভূত হইয়া যায়। সুতরাং এইরূপ ধ্যান হইতে সঙ্কীর্ত্তন

যদি কেহ বলেন, ধ্যানাদির দ্বারাও ত' কামক্রোধাদি মনো-মল বিনষ্ট হইতে পারে, তবে হরিকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? তদুত্তরে বলিতেছেন,—যে প্রকার কোনও কুম্ভস্থ জলকে দ্রব্যান্তর-মিশ্রণ-দ্বারা শোধন করিলে তদ্দ্বারা ঐ কুম্ভস্থ জল মাত্রই শোধিত হইয়া থাকে; কিন্তু অন্য পাত্রস্থ বা নদী-তড়াগাদির জল শোধিত হয় না, আবার কুম্ভস্থ জলও সম্পূর্ণভাবে শোধিত হইয়াছে বলা যায় না, কারণ, মলরাশি সঞ্চিত হইয়া ঐ কুম্ভের তলদেশেই পড়িয়া থাকে; জল কোনও প্রকারে ঈষৎ ক্ষোভিত হইলেই পুনরায় তলদেশস্থ মল জলে মিশ্রিত হয়; তদ্রূপ ধ্যান যোগাদির দ্বারাও সকল জীবের হৃদয় মল শোধিত হইতে পারে না। কেহ কেহ শোধিত হইয়াছে মনে করিলেও কুম্ভস্থ জলের তলদেশস্থ মলের ন্যায় তাহারও কামক্রোধাদি-মল কিছু সময়ের জন্য উপশমিত প্রায় দেখাইয়া পর মুহূর্ত্তেই আবার নিজ স্বরূপ ধারণ করে।

ধ্যান, যজ্ঞ, ব্রত, তপস্যাদি কখনও নাম কীর্ত্তনের সহিত সমান নহে। শ্রীপদ্ম পুরাণে দশবিধ-নামাপরাধ বর্ণন-প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি তপস্যাদির সহিত নাম কীর্ত্তনকে সমান জ্ঞান করেন, তাঁহারা নামাপরাধী। যাঁহারা ধ্যানাদি সাধনকে হরিসঙ্কীর্ত্তনের অন্যতম সাধন বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন, তাঁহাদের বিচারেও ধ্যান সাধনোপায় মাত্র উপেয় নহে। কিন্তু, হরিকীর্ত্তন উপায় ও উপেয়। 'হরিকথা' ও 'হরি' একই বস্তু; উভয়ের মধ্যে কোনও রূপ ব্যবধান নাই।

নির্জ্জনত্ব ও একাকিত্ব ব্যতীত কদাচ ধ্যান সিদ্ধ হয় না। কিন্তু, নির্জ্জনেই হউক অথবা বহুলোক মধ্যেই হউক সঙ্কীর্ত্তন উভয়ত্রই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। কীর্ত্তন, বালক যুবা-বৃদ্ধ পণ্ডিত-মূর্খ, নির্ধন-ধনবান, স্ত্রী পুরুষ—সকলের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু, ধ্যান সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। কীর্ত্তন শুচি, অশুচি স্নাত অস্নাত যে কোন অবস্থায়, গৃহে বনে যে কোন স্থানে সাধিত হইতে পারে। কিন্তু, ধ্যানাদি কার্য্য সেরূপ নহে।

ধ্যান ধ্যেয়ের পরোক্ষেই যুক্তিযুক্ত হয়। কিন্তু, সাক্ষাতে তাহা যুক্তিযুক্ত হয় না। কিন্তু, কীর্ত্তন উভয় ক্ষেত্রেই যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে।

ধ্যান অধিকারী অনধিকারী বিচার অপেক্ষা করে, কিন্তু নামকীর্ত্তনে অধিকারী অনধিকারী অপেক্ষা নাই; কারণ, তাহা মুখোপাসনা, অর্থাৎ জিহ্বাগ্রমাত্র দ্বারাই তাঁহার সেবা করিতে পারা যায়। নামকীর্ত্তন সেবোন্মুখ জিহ্বায় উচ্চারিত হইলে অব্যর্থরূপে পরম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু, ধ্যান বহু ক্লেশ সহকারে সাধিত হইলে কোনও কোনও ব্যক্তির চিত্ত কিছু কালের জন্য নিরোধ করিতে পারে মাত্র। ধ্যানের ফল—চিত্ত নিরোধ তাহা কিছু চরম ফল নহে। কিন্তু, নামকীর্ত্তনের ফল কৃষ্ণপ্রেম, জীবের পরম প্রয়োজন বা চরম ফল।

কেহ কেহ বা বলিতে পারেন সংকীর্ত্তনে লোক-লজ্জা শারীরিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি বহু বহু বিঘ্ন ঘটিতে পারে কিন্তু ধ্যানে অর্থাৎ অন্তশ্চিন্তনে সেরূপ কোনও বিঘ্নাশঙ্কা নাই। তদুত্তর এই যে, বিচিত্রলীলা-কল্লোল-সমুদ্র শ্রীভগবানের স্ফুরিত বিচিত্র প্রসাদ হইতেই সেই বিচিত্র সঙ্কীর্ত্তন-মাধুরী স্ফুরিত হইয়া থাকে। নিজ পৌরুষ বলে উহা কখনও সাধিত হয় না। অতএব ভগবৎপ্রসাদে কুত্রাপিও বিঘ্ন ঘটিতে পারে না। সেবোন্মুখ ব্যক্তির সংকীর্ত্তনের বিঘ্নরাজি অরুণোদয়প্রারম্ভেই নীহার-রাশির ন্যায় সম্পূর্ণ ভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়।

বিচিত্রলীলা-রস-সাগরস্য
প্রভোর্বিচিত্রাৎ স্ফুরিতাৎ প্রসাদাৎ।
বিচিত্র-সংকীর্ত্তন-মাধুরী সা
ন তু স্বযত্নাদিতি সাধু সিদ্ধমেৎ॥

বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৬৬

এক নাম সংকীর্ত্তনের দ্বারাই নববিধ-ভক্তি সাধিত হয়। সংকীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত ধ্যানও হইয়া থাকে। কলি-যুগে লোকের চিত্তবৃত্তি সর্ব্বদাই বাহ্যবিষয়ে প্রধাবিত। সত্যে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম ছিল, লোকের চিত্ত সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকায় অধোক্ষজ বস্তুর ধ্যান অতি সহজেই হইত। কিন্তু একপাদমাত্র ধর্ম্মবিশিষ্ট কলিযুগে ধ্যান সম্ভবপর নহে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত (১২।৩।৫২) বলিতেছেন-

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥"

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—

"ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥"

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ দ্বারা, এবং দ্বাপরে পরিচর্য্যা দ্বারা যাহা লাভ হইত কলিতে একমাত্র হরিকীর্ত্তন দ্বারাই তাহা লব্ধ হয়।

"কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা"

আমরা শ্রীল সনাতন গোস্বামী-প্রভুর শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের একটী শ্লোক উদ্ধার করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি—

"জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিত-নিজধর্ম্ম ধ্যান-পূজাদিযত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥"

শ্রীকৃষ্ণের আনন্দস্বরূপ শ্রীনাম জয়যুক্ত হউন। শ্রীনাম সংকোচকগণের সহিত বিবাদ করুন। শ্রীনামোচ্চারণ দ্বারা বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম, ধ্যান ও পূজাদির জন্য যত্ন সর্ব্বতোভাবে নিবারিত হয়। কোনও প্রকারে নাম একবার উচ্চারিত হইলেও অর্থাৎ নামাভাস হইলেও প্রাণিগণের সম্বন্ধে তাহা মুক্তিপ্রদ হয়। শ্রীনাম পরমামৃত স্বরূপ অর্থাৎ তাহা প্রেমপ্রদ, তাহা একমাত্র আমার জীবন ও ভূষণ।

তীর্থ-যাত্রা

বউর সাথে সুযোগ-মতে
চলেন বুড়ো তীর্থধাম।
'সস্ত্রীক ধর্ম্ম করতে হয়' —
শাস্ত্রবাক্য তার প্রমাণ॥

শাস্ত্র-হ'লো অস্ত্র ভাল
কাটতে ভোগের সরল পথ।
'রথ দেখা আর কলাবেচা'
হ'বে দুটোই যুগপৎ॥

'কলা বেচায়' ষোল আনা
টান্ ত আছেই বারমাস।
রথের নামে এবার সেটা
সত্তের আনা সুপ্রকাশ॥

কোথায় তীর্থ, তীর্থ-পদ
সাধু-সঙ্গ সুমঙ্গল।
'হা হা জগন্নাথ!' ব'লে
প্রানঢালা সে অশ্রুজল॥

উল্টো হ'লো, হায়রে কলি,
সেই সকলি সঙ্গে ধায়।
'খাও', 'নাও', 'এস', 'বস',
'গেল-গেল', 'হায়-হায়'॥

গাঁট্-ছড়াটি-বাঁধা বিয়ের
বর-কনেটি যেন রে।
পাচের সেবাই সর্ব্বক্ষণ,
সেবা আবার আছেন কে॥

গাড়ীর বেঞ্চে গিন্নী বেশ
আরাম ক'রে নিদ্রা যান।
আছেন ব'সে কর্ত্তা মশায়—
কোল পে'তে যে উপাধান

সুখের সকল অনুষ্ঠান
সঙ্গে কারো চমৎকার।
পান, দোকতা তামাক টিকে
কল্কে হুকো কতই আর॥

হায়রে কপাল, কইবো কা'রে,
কালের গতি ভয়ঙ্কর।
তীর্থধামেও তের পুঁটুলী
এ'নে বুড়ো বাঁধেন ঘর।

আছেন বাঁধা যে বাঁধনে,
এক চুলও সে শিথিল নয়।
স্বর্গে গে'লেও সমানে ধান
ভানেন্ ঢেঁকী মহাশয়॥

'ঢেঁকুচ্ কুচ্' কুঁড়ো মে'খে,
কামিনীর সে পদাঘাত।

ঘুচে না ত' কোথাও তা'র
হ'লেও দেহ কুঁপো কা'ত ॥

[১]

হা হা শিবানন্দ সেন,
রাঘব পণ্ডিত বর।

দময়ন্তী-বিরচিত
ঝালি যাঁর শিরোপর ॥

কোথায় তোমারা আজ
যাত্রী নীলাচল পথে।

সচল অচল ব্রহ্ম
নিরখিতে পথে-রথে ॥

প্রাণঢালা পিপাসায়
কোথায় সে আর্ত্তস্বর।

হা গৌরাঙ্গ! হা গৌরাঙ্গ!---
গৌড়-জন-প্রাণেশ্বর॥

শিবাই নিতাই-প্রেমে
কি আনন্দে ভরপুর।

সাথে পত্নী, পুত্র তিন,
চলে নীলাচল-পুর ॥

"মরুক শিবার পুত্র"
দেন গালি অবধূত।

কেঁদে মরে নারী ভয়ে
করে কত কাঁউ মাউ।

রে'গে খুন্ ভাগ্‌নেটা
জ্বলে যেন দাউ দাউ ॥

শিবারে প্রহারে পদ,--
বঙ্গ তাঁ'র অদভুত ॥

অবিকার শিবানন্দ,
কি আনন্দে মরি মরি।

ঢালে প্রেম-অশ্রুধার
নিতা'য়ের পদে ধরি ॥

হরি, হরি, হায়, হায়,
নিত্যলীলা সেই সব।

লুকা'ল মোহান্ধ চক্ষে,
হ'লো আজি অসম্ভব ॥

জনে জনে হে'র দশা
কি দারুণ পথে ধাটে।

বিকায় কৈতব ফল
কেবল ভবের হাটে ॥

খাইয়া সে বিষ-ফল
জ্ব'লে মরে জীবগণ।

কহে কাঁদি 'কৃষ্ণামৃত'
রক্ষা কর গৌর-জন ॥

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ

সময়—শ্রীশ্রীবলদেবের প্রকটোৎসব-অধিবাস

৫ই ভাদ্র, ১৩৩১ রবিবার।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এবচ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ ॥
অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
নমো মহা-বদান্যায় কৃষ্ণ-প্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

বর্ত্তমান সময়ে আমরা এই পৃথিবীতে অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগতে বাস করি। এখানে আমাদের দৃশ্যবস্তুরূপে বহু প্রকার ভেদ আমরা দেখিতে পাই। যে সব বাহ্যরূপ আমরা দেখি, সেই সব বস্তু হ'তে আমাদের নিজের নিজত্ব যে স্বতন্ত্রভাবে অধিষ্ঠিত তা'ও বুঝিতে পারি। আমরা সময় সময় বহির্দৃশ্য বস্তুব্যতীত অন্তর্জগতের সূক্ষ্মবস্তুসমূহের আলোচনাকল্পেও আমাদের অন্তর্বৃত্তিসমূহ পরিচালনা করি। চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা বাহ্যজগতের জ্ঞান সঞ্চয় করি।

হ'য়েছে। ভক্তের ভগবৎ প্রসাদাদি গ্রহণ ভগবানের মন্দির-রক্ষার্থই চেষ্টা।

ভগবান্ বাসুদেব ও বলদেব বসুদেবে প্রকটিত। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥ (ভাঃ ৪।৩।২৩)

কাঠের ঠাকুর, মাটীর ঠাকুর ও মনঃকল্পিত নিরাকার ও সাকার প্রভৃতির মনোধর্ম্মোত্থ বিষয়ের সুষ্ঠু মীমাংসা এই শ্লোকে আছে,—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥ (ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

যা'রা পৌত্তলিকতা, 'বুৎপরস্ত' বা বাহ্য জগতের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকে ভগবানের সেবা বলে মনে করে তাদের কার্য্যের গর্হণ সূচক এই শ্লোক, প্রেয়ঃপন্থিগণ ইন্দ্রিয়পরায়ণ যারা অধোক্ষজ শ্রীভগবান বাসুদেব বা বসুদেব-তনয় বলদেবের নিকট যাইতে চায় না, পাশ কাটিয়ে অক্ষ কথাতে ব্যস্ত থাকতে চায়, তা'রা শ্রেয়ঃপন্থী। রজোগুণে বস্তুর প্রাকট্য, সত্ত্বগুণে স্থিতি আর তমোগুণে ধ্বংস—এই মিশ্র-ত্রিগুণ জাগতিক ব্যাপার। কিন্তু, অবিমিশ্র সত্ত্ব বা বিশুদ্ধ-সত্ত্বই বসুদেব: যেখানে কেবলমাত্র নিত্যসত্য অবিনাশী সত্তা, সেই জিনিষটিকে লক্ষ্য ক'রেই "বাসুদেব" বলা হয়। যেখানে কালক্ষোভ্য ধর্ম্মের যোগ্যতা নাই, সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বে যে বস্তুটি প্রকাশিত হন তিনিই বাসুদেব। বিশুদ্ধ সত্ত্বময় আধার বা ভূমিকায় যাঁ'র প্রাকট্য তিনিই 'বাসুদেব'। 'মনসা' এই বাক্য হ'তে আমরা বুঝতে পারি যে ভক্তি ব্যতীত তাঁর কাছে পৌছান যায় না। কেউ বল্‌তে পারেন আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাসায়নিক; পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তার্কিক। আমি সমস্ত দর্শন অধ্যয়ন ক'রে ফেলেছি; আমি কেন বাসুদেবকে বুঝবো না? যা'রা আমাদের মত সুখে লালিত পালিত হয় নাই, আমাদের ন্যায় রাসায়নিক লেবোরেটারীতে প্রবেশ করে নাই, আমাদের মত তর্কশাস্ত্র পড়ে নাই, তারা বুঝতে পারবে, আর আমরা তা পারবো না? কিন্তু বাসুদেব যে অধোক্ষজ বস্তু। তিনি নদীর জল নন, গাছের ফল নন, বা এই রকম রক্তমাংসের শরীরধারী নায়ক নায়িকা নন; তিনি নিজকে নিজে না জানানোতে কেউ তাঁকে জানতে পারে না। এশক্তিটা তিনি স্বয়ং তাঁর নিজ হা'তে রেখে দিয়েছেন। যে বস্তুকে চোখ্ কাণ দিয়ে বুঝে নিতে পারা যায়, সে জিনিষ তিনি নন। বাহ্য জগতের পরমাণু-বাদ প্রভৃতির ন্যায় তাঁকে যদি বিচার গবেষণা বিশ্লেষণ দ্বারা বুঝে নিতে পারা যে'তো, তবে তিনি বাহ্য জগতেরই অন্যতম বস্তু হ'তেন। বাহ্যবিষয়ের অভিজ্ঞান হ'তে যে জ্ঞান উদয় হয়, সেই জ্ঞান দ্বারা যে বস্তুটি বুঝা যাবে তিনি 'ভগবান' নহেন,—ভোগের বস্তু মাত্র। যাহারা ভগবদ্‌-ভক্তিকে কর্ম্মরাজ্যের একটা প্রকার ভেদ মাত্র মনে করেন তাঁরা অক্ষজজ্ঞানে প্রতারিত হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবান যে বস্তু, সত্য যে বস্তু, তা গ্রহণ করতে পারেন না। অধোক্ষজবস্তু শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করা আবশ্যক। আনু-গত্য ধর্ম্মদ্বারা তাঁকে বুঝা যায়। কেবল অনুকরণ বৃত্তি ত্যাগ করে যদি মহাজনের পথ গ্রহণ করি, তা'র অনুসরণ করি, তবেই মঙ্গল হ'বে। ভগবান্‌কে খাজাঞ্চী করতে চেষ্টা করলে আমাদের কখনও মঙ্গল হবে না। যে দিন খাজাঞ্চী আমার মনের মত জিনিষগুলি যোগাইতে না পারবে সেই দিনই তাকে বরখাস্ত করবো। এইরূপ বিচার হতেই নাস্তিকাবাদ উপস্থিত হয়। আমাদের অনেক সময় মনে হয়, চার্ব্বাক, এপিকিউরাস, হক্সলি, কোমত প্রভৃতি মনীষীরা কত সুক্ষ্ম বিচার করেছেন। তাঁদের অনুসরণ করি। কিন্তু, কোন দিন মনে হয় না—শ্রীব্যাসদেবের অনুসরণ করি: শ্রুতি ব'লেছেন—

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

গুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় না করলে, মঙ্গল হবে না। যে বলদেব-প্রভু কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণসেবা করেন; তাঁর অনুগ্রহ পেলেই আমাদের মঙ্গল হয়। যখন আমরা গুরু-দেবের সঙ্গে তর্কপন্থা আহ্বান করি; যখন আমি নিজজ্ঞানে গুরুকে শোধন বা 'দোরস্ত' করবো, কেবল তার কৃত্রিম অনুকরণ করে নেবো, তাঁর অনুসরণ করবো না,—তখন আমাদের শ্রৌতপন্থার পরিবর্ত্তে অশ্রৌতপন্থা বা তর্ক হইয়া পড়ে এই সকল তর্কবুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে, তাঁর চরণে যখন

আত্মসমর্পণ করি, তখনই শ্রোতপথানুসরণে আমাদের মঙ্গল হয়।

আমার গুরুদেবের কথা বলি। মহাপ্রভুর সময়ের ভক্তগণের ন্যায় নিষ্কিঞ্চন বৈরাগ্যবান, আদর্শভক্ত আর কখনও কেহ হতে পারেন না। এই সাম্প্রদায়িক বিনি অপ-নোদন ক'রেছেন, সেই গুরুদেব আমার অনিকেত অবস্থায় থাকতেন, কা'রো কাছ হ'তে এক ঘটি জল নেবার প্রবৃত্তিও তাঁর ছিল না। সেইরূপ মহাপুরুষের অনুকরণ করবার জন্য আমার মত বড় পাষণ্ড ছিল। তিনি 'কালির অক্ষর কা'কে বলে ভাল করে জানতেন না। কিন্তু তাঁর মত পণ্ডিত কোথাও দেখি নাই। তাঁর চরিত্র দে'খে বুঝা যে'ত—শ্রীমদ্ভাগবত কি উদ্দেশ করছেন। আমরা তাঁর অনুকরণ করতে গিয়ে, তাঁর মত কাদা খে'তে আরম্ভ করলাম, কিন্তু, লাভের মধ্যে তাঁর পাদপদ্মে অপরাধ ব্যতীত আর কিছু করলাম না। ঠাকুর ঘরে গিয়ে নৈবেদ্যের কলাটা খে'য়ে ফেললাম; নারায়ণের পৈতেটা চুরি ক'রে আনলাম। চূণ গোলা ও দুধ দেখতে এক; দুধ খেলে তুষ্টি হয়, পুষ্টি হয়, আর চূণের গোলায় গলা জ্বলে যায়, অধিক খেলে ব্যাধি হয়। অনুসরণ করাতেই প্রমাদ। বলদেবপ্রভু মধুপান করেন, কৃষ্ণচন্দ্র তাম্বুল সেবন করেন। পারকীয় বিচারে রাসলীলা করেন, তাঁদের অনুকরণ করলে সর্ব্বনাশ হ'বে; কিন্তু, অনুসরণ করলে পরম মঙ্গল লাভ হ'বে।

অনেকে মনে করেন, মহাপ্রভু কিরূপ সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রেখেছেন, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মর্য্যাদা অটুট রেখেছেন; কিন্তু, নিত্যানন্দ সমাজে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করেছেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের উভয়ের কার্য্যই এক তাৎপর্য্যময়। নতুবা মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে অত বড় বল্‌তেন না। এই কথাগুলি যিনি বুঝিয়ে দেন তিনি ভগবানের প্রকাশ বিগ্রহ। উদ্দেশে—"সত্ত্বং বিশুদ্ধং" এই শ্লোকের কথা আলোচিত হ'লেই আমরা জানতে পারি তিনি কি বস্তু।

(ক্রমশঃ)

পদ্মাবতী

গৌড়দেশবাসী—ভারতবাসী—ভারতবাসীই বা কেন পৃথিবীবাসী—অথবা সমগ্র বিশ্ববাসী জীবকে সৌভাগ্য-সুযোগ প্রদান করিবার জন্য একদিন এই ভূলোকে, গোলোকের দেবতাগণ আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের এক এক জনের জলন্ত জীবন, সহস্র সহস্র শাস্ত্রের ভূমিকা, বেদ বেদান্তের সারমর্ম্ম, স্মৃতির ব্যবস্থা, পুরাণের উপদেশ রাজিকে বিশ্লেষণ করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান সভ্যজগৎ ঘরের কথায় উদাসীন।

আমরা আজ পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট যাঁহার মহান্ আদর্শ-কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইবার ইচ্ছা করিয়াছি, সেই "বিষ্ণু-বৈষ্ণবাশক্ত" "জগন্মাতা" শ্রীপদ্মাবতী শ্রীশ্রীনিত্যা-নন্দ জননী। রাঢ়দেশে 'একচাকা' নামে একটী গ্রাম আছে, বর্ত্তমানে বীরভূম জেলায় মল্লারপুর ষ্টেশন (নলহাটী লুপ লাইন) হইতে চারি ক্রোশ পূর্ব্বদিকে এই গ্রাম অবস্থিত। প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানে হাড়াই পণ্ডিত নামে অতি 'নিষ্ঠাবান্,' 'মহা-বিরক্ত প্রায়' 'দয়ালু-চিত্ত', ও 'উদার' এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পতিব্রতা পত্নীর নামই—পদ্মাবতী। পতি-পত্নী উভয়েই বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবাই যে জীবের জীবনের ব্রত—ইহা নিয়ত আচরণ দ্বারা শিক্ষা দিয়াছিলেন। গণ্ডগ্রামের ভিতরে বসিয়া তাঁহারা এইরূপ আদর্শ বৈষ্ণব জীবন যাপন করিতে-ছিলেন। কিন্তু মরিচীমালী যেরূপ বিশাল-গগনের এক কোণে উদিতপ্রায় প্রতিভাত হইলেও সমগ্র জগৎ তাঁহার আবির্ভাবের কথা জানিতে পারে, তদ্রূপ একটী ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে সেই ধর্ম্মপ্রাণ দম্পতি বাস করিয়া হরিভজন করিলেও সমগ্র বিশ্বে তাঁহাদের কীর্ত্তি-কিরণ-ছটা বিকীর্ণ হইল। হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতীর বিশুদ্ধ সত্ত্বে জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আবির্ভূত হইলেন।

নিত্যানন্দ জননী পদ্মাবতী একাধারে ত্রেতাযুগের লক্ষ্মণ-জননী সুমিত্রা ও দ্বাপর যুগের বলভদ্র-জননী রোহিণী। হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতী নিত্যকাল বাৎসল্য রসে ভগ-বানের সেবক ও সেবিকা। তাঁহারা বাৎসল্য রসের অবধি, কিন্তু এই অবতারে স্বয়ং ভগবান্, জীব শিক্ষা কল্পে, লোক

শিক্ষক-রূপে অবতীর্ণ। ..তাই তিনি তাঁহার সমগ্র নিজ জনের দ্বারা এক একটী মহান্ আদর্শ স্থাপন করিলেন।

"পরম উদার দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
তাঁর ঘরে নিত্যানন্দ জন্মিলা আপনি॥
সকল পুত্রের জ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দ রায়।
সর্ব্ব সুলক্ষণ দেখি' নয়ন জুড়ায়॥"

তিল মাত্র নিত্যানন্দ না দেখিলে মাতা।
যুগ প্রায় হেন বাসে ততোধিক পিতা॥
তিল মাত্র নিত্যানন্দ পুত্রেরে ছাড়িয়া।
কোথায় হাড়াই ওঝা না যান চলিয়া॥
কিবা কৃষিকর্ম্মে কিবা যজমান ঘরে।
কিবা হাটে কিবা বাটে যত কর্ম্ম করে॥
পাছে যদি নিত্যানন্দ-চন্দ্র চলি' যায়।
তিলার্দ্ধে শতেকবার উলটিয়া চায়॥
ধরিয়া ধরিয়া পুনঃ আলিঙ্গন করে।
ননীর পুতুলি যেন মিলায় শরীরে॥
এই মত পুত্র সঙ্গে বুলে সর্ব্ব ঠাঞি।
'প্রাণ' হইলা নিত্যানন্দ, 'শরীর' হাড়াই॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ৬৫-৬৬,৭১ ৭৫)

এইরূপ মাতা পিতার বৎসল রসে সেবিত হইয়া বালক নিতাই বাল্য লীলায় ব্যস্ত ছিলেন। দৈবাৎ একদিন একজন বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী নিত্য-বৈষ্ণব সেবাপরায়ণ হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইলেন। পরমাদরে হাড়াই পণ্ডিত বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীকে অতি যত্ন ও প্রীতির সহিত ভিক্ষা করাইয়া স্বীয় ভবনে তাঁহাকে স্থান দিলেন। বৈষ্ণব-সাধুকে পাইয়া পণ্ডিত সারারাত্র সন্ন্যাসীর সঙ্গে কৃষ্ণ-কথা কথন-প্রসঙ্গে যাপন করিলেন। উষঃকালে সন্ন্যাসী প্রবর স্থানান্তরে গমনকাম হইয়া হাড়াই পণ্ডিতকে বলিলেন,—"পণ্ডিত, আপনার নিকট আমার একটী ভিক্ষা আছে"। সর্ব্বদা বৈষ্ণব সেবায় ব্যগ্র হাড়াই পণ্ডিত, 'বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ভিক্ষা চাহিতেছেন, ইহা অপেক্ষা গৃহস্থের আর সৌভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে,—এইরূপ বিচার করিয়া সন্ন্যাসী-প্রবরকে বলিলেন,—"মহারাজ, আপনি যাহা চাহিবেন, এ অধম তাহাই সমর্পণ করিবার সৌভাগ্য পাইলে নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবে।"

কৃষ্ণার্থে সর্ব্বস্ব ত্যাগী সর্ব্বস্ব দ্বারা সতত কৃষ্ণসেবা-পরায়ণ বৈষ্ণব-ভিক্ষুক সামান্য প্রাকৃত ভিক্ষুকের ন্যায় কিছু ভিক্ষা করেন না। তাঁহারা অল্পতে সন্তুষ্ট নহেন। কেন না, তাঁহাদের চিত্ত সমগ্র বস্তু দ্বারা স্বরাট্ পুরুষ ভগবানের সেবার জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল। তাঁহারা নিজেরা ভগবানের পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব ডালি দিয়াছেন, তাই তাঁহারা জগতের সকল জীবের সর্ব্বস্বকে ভগবানের পদ-কমলে অঞ্জলি প্রদান করাইবার জন্য প্রতি দ্বারে দ্বারে সেই ভিক্ষাই করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ভিক্ষার গীত এই—

'রাধাকৃষ্ণ' বল,   সঙ্গে চল,
এই মাত্র ভিক্ষা চাই।

বৈষ্ণব সন্ন্যাসীও আজ সেই ভিক্ষাই চাহিয়া বসিলেন। সন্ন্যাসী আজ হাড়াই পণ্ডিতের যথাসর্ব্বস্ব অন্তরাত্মা, প্রাণের প্রাণ, নয়নের তারা, হাতের নড়ি, গলার হার, বুকের ধন, গৃহের মাণিক, 'তাঁহার বলিতে যা কিছু' সেই—নিত্যানন্দ-চাঁদকে ভিক্ষা চাহিলেন। বলিলেন,—"পণ্ডিত! আমি তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ভিক্ষা চাই। আমি পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তীর্থ পর্যটন করিয়া বেড়াইব। আমার সঙ্গে একটী ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারী চাই, তোমার পুত্রকে আমার সঙ্গে দাও।"

হাড়াই পণ্ডিত! তুমিই যথার্থ পিতার আদর্শ। তুমি যদি আজ বৈষ্ণব-সেবার্থ এইরূপ অপূর্ব্ব ত্যাগের আদর্শ না দেখাইতে, তাহা হইলে জগতে 'বৈষ্ণব সেবা' গৃহস্থের—গৃহস্থের কেন সমগ্র জীবের মঙ্গলের উপায়টী ধরাধাম হইতে লুপ্ত হইত। আজ তোমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম নিত্যানন্দ-চন্দ্রকে তুমি বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর হাতে সঁপিয়া দিবার পূর্ব্বে কি বিচার করিলে? তাহা আমাদের বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়,—

"ভিক্ষুকের পূর্ব্বে মহাপুরুষ সকল।
প্রাণ দান দিয়াছেন করিয়া মঙ্গল॥
রামচন্দ্র পুত্র দশরথের জীবন।
পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র তানে করিল যাচন॥
যদ্যপি ও রাম বিনে রাজা নাহি জীয়ে।
তথাপিও দিলেন এই পুরাণেতে কহে॥
সেই ত' বৃত্তান্ত আজি হইল আমারে।
এধর্ম্ম-সঙ্কটে কৃষ্ণ রক্ষা কর মোরে॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ৩।৮৭-৯০)

এইরূপ বিচার পূর্ব্বক হাড়াই পণ্ডিত পদ্মাবতীর নিকট উপস্থিত হইয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ বলিলেন। এবার পাঠক-পাঠিকাগণ মাতৃত্বের আদর্শ স্মরণ করুন। জগতে এইরূপ মাতৃত্বের আদর্শ হইয়াছে কি না জানি না! প্রাচীন ইতিহাসে বহু আর্য্যনারীর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। মাতা শত্রুর পায়ে পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা দিবার জন্য পুত্রকে নিজ হস্তে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত করিয়া দিয়াছেন, স্নেহের অদ্বিতীয় অবলম্বন প্রাণাধিক শিশুপুত্রকে ক্ষিপ্র ঘাতকের তরবারির মুখে সমর্পণ করিয়াছেন—একথাও আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু সে সকল জাগতিক মহানাদর্শের অভিনয়গুলি যদি আমরা সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, তন্মধ্যে প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা, 'স্বার্থত্যাগের নামে অপস্বার্থ, মাতৃত্বের নামে 'নিষ্ঠুরতা' ও 'নৃশংসতা' নেপথ্যে নৃত্য করিতেছে। কারণ, সেখানে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা নাই, তাহা কৈতব-কাম ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদিও উহা সুন্দরমুখস পরিয়া আমাদিগকে অনেক সময় ছলনা করে, তথাপি উহা 'আত্মবঞ্চনা' ও 'পরবঞ্চনাময়ী' প্রহেলিকা মাত্র। আজ পতিব্রতা শিরোমণি পদ্মাবতী বৈষ্ণব পতিকে কি বলিলেন, তাহা ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের অমর-ভাষায় বলিতেছি—

"শুনিয়া বলিলা পতিব্রতা জগন্মাতা।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু সেই মোর কথা॥"

ইহাকেই বলে জননীত্ব, মাতৃত্ব ও পাতিব্রত্য। যদি কাহারও জননী হইতে হয়, তাহা হইলে এইরূপ জননীরই আদর্শ গ্রহণ করা উচিত। যদি কাহারও সহধর্ম্মিণী হইতে হয়, তাহা হইলে এইরূপ পত্নীই হওয়া উচিত। নতুবা বৃথা আত্মেন্দ্রিয় তর্পণের জন্য কৃষ্ণের বস্তুকে নিজের ভোগে লাগাইবার জন্য দশমাস দশদিন গর্ভধারণ করা বৃথা।—

"পিতা ন স স্যাৎ জননী ন সা স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥"

এই ভাগবতের বাণী অক্ষরে অক্ষরে পদ্মাবতীর জীবন-চরিত্রে প্রকাশিত।

জগতের বহির্ম্মুখ জনক-জননী পুত্রকে সন্ন্যাসীর হাতে সঁপিয়া দেওয়া দূরে থাকুক, অনেক সময় পুত্র কোনরূপ সাধুসঙ্গ করিতেছেন, কোনরূপ একটু ভাল হইতেছেন শুনিলেই, পাছে তাহাতে তাঁহাদের ভোগের ব্যাঘাত হয়, ভবিষ্যতে তাহাদের পুত্ররত্ন তাঁহাদিগকে যথেষ্ট ভোগের ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া না দেয়—এই আশঙ্কায় পুত্রকে ধর্ম্মপথে যাইতে শত প্রকারে বাধা দিয়া থাকেন। আর যদি জানিতে পারে যে কোন শুদ্ধ বৈষ্ণব বা সন্ন্যাসীর সঙ্গে পুত্ররত্নটী মিশিতেছেন, তাহা হইলে সেই সন্ন্যাসীকে পারিলে পৃথিবী হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টারও বিন্দুমাত্র ত্রুটী করেন না! বর্ত্তমানে এইরূপ হিরণ্যকশিপু-সদৃশ শত শত পিতা ও কৈকেয়ী সদৃশ শত শত মাতার অসদ্ভাব নাই। আমরা অনেক সময় অনেকেই জনকরাজা, শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভৃতির দোহাই দিয়া গৃহস্থ বৈষ্ণব হইবার জন্য বিশেষ উৎসুক থাকি। কিন্তু যদি কোন শুদ্ধ-বৈষ্ণব সাধু আমাদের কোন আত্মীয় স্বজন বা দুই একটী সন্তানকে আমাদের ন্যায় স্বার্থপর দস্যুর হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্মে অর্পণ করিবার চেষ্টা করেন, তখনই আমাদের বৈষ্ণবতা পরীক্ষা হয়। আমরা তখন ঐ বৈষ্ণব-সাধুর শত্রুতা আচরণ করিতে ত্রুটী করি না। কিন্তু আমাদের ন্যায় এইরূপ প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী মিছাভক্ত তথা বহির্ম্মুখ-জনক জননী অভিমানিগণের চক্ষের সম্মুখে আদর্শস্থাপন করিবার জন্য আজ হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতী—যাঁহারা বাৎসল্য রসের একমাত্র অবধি, তাঁহারা নিজ প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে পরমপ্রীতি সহকারে সন্ন্যাসীর হাতে সমর্পণ করিবার লীলা প্রদর্শন করিলেন।

"সে-ই পিতা মাতা, সে-ই সে দেবতা,
সে-ই গুরু-বন্ধু-জনে।
সে-ই সে শুনায়ে, কৃষ্ণ-কথা কহে,
ভজায়ে কৃষ্ণ-চরণে।

"সে-ই সে পরমবন্ধু সে-ই মাতা-পিতা
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তি-দাতা"॥

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল মধ্যখণ্ড—

পারমার্থিক-গৌড়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১৯। তমু স্তোতারঃ পূর্ব্ব্যং যথাবিদ ঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্ত্তন। আস্য জানন্তো নামচিদ্বিবক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ॥ (১ম—১৫৬সূ—৩)।

২০। তমস্য রাজা বরুণস্তমশ্বিনা ক্রতুং সচন্ত মারুতস্য বেধসঃ। দাধার দক্ষমুত্তম মহর্বিদং ব্রজং চ বিষ্ণুঃ সখিবাঁ অপোর্ণুতে ॥ (১ম—১৫৬সূ—৪ঋ)।

২১। আ যো বিবায় সচথায় দৈব্য ইন্দ্রায় বিষ্ণুঃ সুকৃতে সুকৃত্তরঃ বেধা অজিন্বৎ ত্রিষধস্থ আর্য্যমৃতস্য ভাগে যজমানমাভজৎ ॥ (১ম—১৫৬সূ—৫ঋ)।

২২। সপ্তার্ধগর্ভা ভুবনস্য রেতো বিষ্ণোস্তিষ্ঠন্তি প্রদিশা বিধর্ম্মণি। তে ধীতিভির্মনসা তে বিপশ্চিতঃ পরিভুবঃ পরিভবন্তি বিশ্বতঃ ॥ (১ম—১৬৪সূ—৩৬ঋ)।

ভাষ্য—বিষ্ণোর্ব্যাপকস্য।

২৩। প্রো অশ্বিনাববসে কৃণুধ্বং প্র পূষণং স্বতবসো হি সন্তি অদ্বেষো বিষ্ণুর্বাত ঋভুক্ষা অচ্ছা সুম্নায় ববৃতীয় দেবান্ ॥ (১ম—১৮৬সূ—১০ঋ)।

২৪। ত্বমগ্ন ইন্দ্রো বৃষভঃ সতামসি ত্বং বিষ্ণুরুরুগায়ো নমস্যঃ। ত্বং ব্রহ্মা রয়িবিদ্ ব্রহ্মণস্পতে ত্বং বিধর্ত্তঃ সচসে পুরন্ধ্যা ॥ (২য়—১ম সূ—৩ ঋ)।

২৫। ত্রিকদ্রুকেষু মহিষো যবাশিরং তুবিশুষ্মস্তৃপৎ সোমমপিবদ্বিষ্ণুনা সুতং যথাবশৎ। স ঈং মমাদ মহি কর্ম্ম কর্ত্তবে মহামুরুং সৈনং সশ্চদ্দেবো দেবং সত্যমিন্দ্রং সত্য ইন্দুঃ ॥ (২য়—২২সূ—১ঋ)।

২৬। তান্যো মহো মরুত এবয়াব্নো বিষ্ণোরেষস্য প্রভৃথে হবামহে। হিরণ্যবর্ণান্ ককুহান্ যতস্রুচো ব্রহ্মণ্যন্তঃ শংস্যং রাধ ঈমহে ॥ (২য়—৩৪সূ—১১ঋ)।

২৭। বিষ্ণুং স্তোমাসঃ পুরুদস্মমর্কা ভগস্যেব কারিণো যামনি গ্মন্। উরুক্রমঃ ককুহো যস্য পূর্ব্বীর্ন মর্দ্ধন্তি যুবতয়ো জনিত্রীঃ ॥ (৩য়—৫৪সূ—১৪ঋ)।

সায়ন ভাঃ—স বিষ্ণুরুরুক্রমঃ উরুর্মহাক্রমঃ পাদবিক্ষেপো যস্য সঃ ত্রিবিক্রমাবতারে একেনৈব পাদেন সর্ব্বং জগদাক্রম্যাতিষ্ঠত ॥

২৮। বিষ্ণুর্গোপাঃ পরমং পাতি পাথঃ প্রিয়া ধামান্যমৃতা দধানঃ। অগ্নিষ্টা বিশ্বা ভুবনানি বেদ মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥ (৩—৫৫—১০)।

সাঃ ভাঃ—বিষ্ণুর্ব্যাপ্তঃ গোপাঃ সর্ব্বস্য গোপায়িতা।

২৯। অর্য্যমণং বরুণং মিত্রমেষামিন্দ্রা বিষ্ণুমরুতো অশ্বিনোত। স্বশ্বো অগ্নে সুরথঃ সুরাধা এদু বহ সুহবিষে জনায় ॥ (৪—২—৪)।

৩০। কথা মহে পুষ্টিংভরায় পূষ্ণে কদ্রুদ্রায় সুমখায় হবির্দে। কদ্বিষ্ণবে উরুগায়ায় রেতো ব্রবঃ কদগ্নে শরবে বৃহত্যৈ ॥ (৪—৩—৭)।

৩১। উত মাতা মহিষমন্ববেনদমী ত্বা জহতি পুত্র দেবাঃ। অথাব্রবীদ্বৃত্রমিন্দ্রো হনিষ্যন্ সখে বিষ্ণো বিতরং বিক্রমস্ব ॥ (৪—১৮—১১)।

সাঃ ভাঃ—বিষ্ণো ব্যাপনশীলস্য।

৩২। তব শ্রিয়ে মরুতো মর্জ্জয়ন্ত রুদ্র যত্তে জনিম চারু চিত্রং। পদং যদ্বিষ্ণোরুপমং নিধায়ি তেন পাসি গুহ্যং নাম গোনাম্ ॥ (৫—৩—৩)।

৩৩। ইন্দ্রাগ্নী মিত্রাবরুণাদিতিং স্বঃ পৃথিবীং দ্যাং মরুতঃ পর্ব্বতা অপঃ। হুবে বিষ্ণুং পূষণং ব্রহ্মণস্পতিং ভগং নু শংসং সবিতারমূতয়ে ॥ (৫—৪৬—৩)।

৩৪। উত নো বিষ্ণুরুত বাতো অস্রিধো দ্রবিণোদা উত সোমো ময়স্করৎ। উত ঋভব উত রায়ে নো অশ্বিনোত ত্বষ্টোত বিভ্বানুমংসতে ॥ (৫—৪৬—৪)।

সাঃ ভাঃ—বিষ্ণুর্ব্যাপকঃ।

৩৫। অদত্রয়া দয়তে বার্য্যাণি পূষা ভগো অদিতির্বস্ত উস্রঃ। ইন্দ্রো বিষ্ণুর্বরুণো মিত্রো অগ্নিরহানি ভদ্রা জনয়ন্ত দস্মাঃ ॥ (৫—৪৯—৩)।

৩৬। সজূর্মিত্রাবরুণাভ্যাং সজূঃ সোমেন বিষ্ণুনা। আ যাহ্যগ্নে অত্রিবৎ সুতে রণ ॥ (৫—৫১—৯)।

৩৭। প্র বো মহে মতয়ো যন্তু বিষ্ণবে মরুত্বতে গিরিজা এবয়ামরুৎ। প্র শর্দ্ধায় প্রযজ্যবে সুখাদয়ে তবসে ভন্দদিষ্টয়ে ধুনিব্রতায় শবসে ॥ (৫—৮৭—১)।

৩৮। অদ্বেষো নো মরুতো গাতুমেতন শ্রোতা হবং জরিতুরেবয়ামরুৎ। বিষ্ণোর্মহঃ সমন্যবো যুযোতন স্মদ্রথ্যো ন দংসনাপ দ্বেষাংসি সনুতঃ ॥ (৫—৮৭—৮)।

সাঃ ভাঃ—বিষ্ণোর্ব্যাপকস্য।

উভে লোকৌ পৃথিব্যা "আরভ্য পৃথিবীমন্তরিক্ষঞ্চ বিদ্ম জানীমঃ। হে দেব দ্যোতমান, বিষ্ণো, ত্বমেব পরমস্য স্বর্গা-দেরুৎকৃষ্টলোকস্য। দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠী। পরমং লোকং বিৎসে জানাসি। অতস্তব মহত্ত্বং ন কেনাপি ব্যক্তুং শক্যমিতি ভাবঃ॥"

৬০। ন তে **বিষ্ণো** জায়মানো ন জাতো দেব মহিম্নঃ পরমন্তমাপ। উদস্তভ্না নাকমৃষ্বং বৃহন্তং দাধর্থ প্রাচীং ককুভং পৃথিব্যাঃ॥ (৭-৯৯-২)।

সাঃ ভাঃ—হে দেব, দানাদিগুণযুক্ত বিষ্ণো, তে তব মহিম্নো মহত্ত্বস্য পরং বিপ্রকৃষ্টমন্তমবসানং জায়মানঃ প্রাদুর্ভবন্ জনো ন আপ প্রাপ্নোতি। তথা জাতঃ প্রাদুর্ভূতোঽপি জনো নৈব প্রাপ্নোতি। তব মহত্ত্বস্যাবসানং নাস্তি। ইত্যাদি।

৬১। ইরাবতী ধেনুমতী হি ভূতং সূযবসিনী মনুষে দশস্যা। ব্যস্তভ্না রোদসী **বিষ্ণবেতে** দাধর্থ পৃথিবীমভিতো ময়ূখৈঃ॥ (৭-৯৯-৩)।

৬২। ইন্দ্রা**বিষ্ণু** দৃংহিতাঃ শম্বরস্য নব পুরো নবতিঞ্চ শ্নথিষ্টম্। শতং বর্চিনঃ সহস্রং চ সাকং হথো অপ্রত্য-সুরস্য বীরান্॥ (৭-৯৯-৫)।

৬৩। ইয়ং মনীষা বৃহতী বৃহন্তোরুক্রমা তবসা বর্দ্ধয়ন্তী-ররে বাং স্তোমং বিদথেষু **বিষ্ণো** পিন্বতমিষো বৃজনেষ্বিন্দ্র॥ (৭-৯৯-৬)।

৬৪। বষট্ তে **বিষ্ণবাস** আকৃণোমি তন্মে জুষস্ব শিপিবিষ্ট হব্যম্। বর্দ্ধন্তু ত্বা সুষ্টুতয়ো গিরো মে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥ (৭-৯৯-৭)।

৬৫। নূ মর্ত্তো দয়তে সনিষ্যন্ যো **বিষ্ণব** উরুগায়ায় দাশৎ। প্র যঃ সত্রাচা মনসা যজাত এতাবন্তং নর্য্য-মাবিবাসাৎ॥ (৭-১০০-১)।

সাঃ ভাঃ—উরুগায়ায় বহুভিঃ কীর্ত্তনীয়ায় বিষ্ণবে দশৎ হবীংষি দদ্যাৎ। বিষ্ণুমাবিবাসাৎ নমস্কারাদিভিঃ পরি-চরেৎ॥

৬৬। ত্বং **বিষ্ণো** সুমতিং বিশ্বজন্যামপ্রযুতামেব যাবো মতিং দাঃ। পর্চো যথা নঃ সুবিতস্য ভূরেরশ্বাবতঃ পুরুশ্চন্দ্রস্য রায়ঃ॥ (৭-১০০-২)।

সাঃ ভাঃ—এব যাবঃ এবাঃ প্রাপ্তব্যাঃ কামাঃ তান যাবয়তি প্রাপয়তি স্তোতৃনিত্যেব যাবঃ। বিষ্ণো, ত্বং বিশ্ব-জন্যাং সর্ব্বজনহিতাং অপ্রযুতাং দোষৈর্বিযুক্তাং মতিং সুমতিং অনুগ্রহবুদ্ধিং দাঃ অস্মভ্যং দেহি। ইত্যাদি॥

৬৭। বিচক্রমে পৃথিবীমেষ এতাং ক্ষেত্রায় বিষ্ণুর্মনুষে দশস্যন্। ধ্রুবাসো অস্য কীরয়ো জনাস উরুক্ষিতিং সুজনিমা চকার॥ (৭-১০০-৪)।

সাঃ ভাঃ—সুজনিমা শোভনানি জনিমানি কীর্ত্তন-স্মরণাদিনা সুখহেতু-ভূতানি যস্য তাদৃশো বিষ্ণুঃ।

৬৮। কিমিত্তে **বিষ্ণো** পরিচক্ষ্যং ভূৎ প্র যদ্ববক্ষে শিপিবিষ্টো অস্মি। মা বর্পো অস্মদপ গূহ এতদ্যদন্যরূপঃ সমিথে বভূথ॥ (৭-১০০-৬)।

সাঃ ভাঃ—পুরা খলু বিষ্ণুঃ স্বংরূপং পরিত্যজ্য কৃত্রিম-রূপান্তরং ধারয়ন্ সংগ্রামে বসিষ্ঠস্য সাহায্যং চকার। তং জানন্ ঋষিরনয়া প্রত্যাচষ্টে। * * * শিপিবিষ্টো রশ্মি-ভিরাবিষ্টোঽস্মীতি যন্নাম প্রব্রূষে যৎ এবং প্রখ্যাতরূপস্ত্বং অতোঽস্মাকং এতদ্বৈষ্ণবং রূপং সংবৃতং মা কার্ষীঃ। ইদানীং গূঢ়রূপোঽপি যত্ত্বমস্মাকং সমিথে সংগ্রামে অন্যরূপঃ কৃত্রিম-রূপাৎ। যদস্মদ বৈষ্ণবং রূপং সৌম্যাদিলক্ষণং তাদৃগ্রূপ এব বভূথ ভবসি। তস্মাত্ত্বং গূঢ়োঽপি জ্ঞায়স এবেতি ব্যাখ্যেমেব তস্য রূপস্য গূহনং (সম্বরণং)। অতো বহুতেজস্কং যদ্বৈষ্ণবং রূপং তদস্মাকং প্রদর্শয়েতি তাৎপর্য্যার্থঃ॥

(ক্রমশঃ)

প্রেরিত পত্র

মাননীয়

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয় সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু

মহাশয়,

"হরনাথ-চরিতামৃত" নামক একখানি পুস্তক (শ্রীসত্যচরণ সেন প্রণীত) অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেখিয়া যদি উহার যথাযোগ্য সমালোচনা করেন, তবে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা হয়। অন্যথা অন্যায়ের প্রশ্রয়ে এরূপ দুর্নীতি দিন দিন সংসারে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। এ বিষয়ে কেবল একমাত্র আপনারাই নিরপেক্ষ সমালোচনা

করিয়া সত্যের মর্য্যাদা রক্ষণে সমর্থ। এই বিষম অন্যায়ের প্রতীকারকল্পে আপনাদের ভিন্ন আর কাহার শরণাপন্ন হইব? দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কেহই নাই। তাই বিনীত হৃদয়ে আপনার কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। উক্ত পুস্তকখানিতে অন্য যাহাই থাকুক, বিষয়ের ভাল মন্দ বিচারের ভার সম্পূর্ণ আপনাদের হস্তে। কেবল একস্থানের বিষম এক কলঙ্ক-কালিমা যাহা পাঠ করিয়া আমি কোন ক্রমেই ধৈর্য্য ধারণে সমর্থ হইতেছি না, সে বিষয়ের উল্লেখ করিয়া নিবেদন করিতেছি।

উক্ত পুস্তকের ১২১ পৃষ্ঠার ১৪ ছত্রে লিখিত হইয়াছে---"গৌরলীলার অবসানে প্রভু নিত্যানন্দ বিবাহ করিলেন, সংসারী হইলেন কিন্তু 'নামকীর্ত্তন' ছাড়িলেন না। বিবাহ আবার একটী করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। যখন গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করেন নাই তখন কোন কথাই ছিল না, কিন্তু যখন বৈরাগ্য ধর্ম্মের ভিতর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম মিশাইয়া!!! লইলেন, তখন প্রভু আমার বিবাহ করিলেন—একটি নহে দুইটি। তাঁহার সেই দুইটি পত্নীর মধ্যে একটীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন—বীরভদ্র। সোনামুখীর ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিবার সময় মনোহর দাসের প্রসঙ্গ বলিতে গিয়া আমরা সেই বীরভদ্রের নাম উল্লেখ করিয়াছি। (১৭ পৃষ্ঠার ৮ ছত্র দ্রষ্টব্য)। এই বীরভদ্র পরম বৈষ্ণবের আত্মজ হইলেও ইনি কিন্তু পরম শাক্ত ছিলেন!!! শুধু তাহাই নহে, বৈষ্ণব ধর্ম্মে ইঁহার বিজাতীয় অশ্রদ্ধাও ছিল!!! মনোহর দাসের ভক্তির সুযশ যে সময় সোনামুখী হইতে নানাদেশে বহিয়া যাইতেছিল। বীরভদ্র তাহারই বিঘ্নোৎপাদন কামনায় হাবভাবশালিনী সেবাদাসীরূপিণী নিরীহ সঙ্গিনী দিগকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে নরকের পথে লইয়া যাইবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। (!) যাহা হউক বীরভদ্রের সে চেষ্টা যে ব্যর্থ হইয়াছিল, সে কথা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপর বীরভদ্রের অভক্তি এবং তৎকর্তৃক সেবাদাসী গঠনের ব্যবস্থায় দেশের তখন কি ভীষণ অবস্থা হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারা যায়।" ইত্যাদি

পুস্তকের এই স্থান পাঠ করিয়া আমার মানসিক অবস্থা এতই খারাপ হইয়া পড়ে যে তাহা উল্লেখযোগ্য নহে। যাহারা পুস্তক লিখিতে বসেন, একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া দুই চারিখানি প্রামাণিক গ্রন্থ অনুসন্ধান করাও প্রয়োজন মনে করেন না, অথচ লেখনীর অগ্রে যাহা উপস্থিত হয়, তাহা অবিচারে লিখিয়া যান। এ বিষয়ে আমি আর অধিক কি লিখিব। আপনাদের শরণাপন্ন হইলাম ইহার যথাযোগ্য প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করুন। এই একমাত্র সবিনয় নিবেদন। ৩রা আষাঢ়।

বিনীত নিবেদক—

শ্রীদ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১২৯৫ নং গ্রাহক। গিরিডি।

সমালোচনা

পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হরনাথ চরিতামৃত লেখক শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন মহাশয়ের নিকট যে দুই খানি প্রতিবাদ-পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারই প্রত্যুত্তরে—কবিরঞ্জন মহাশয় দ্বিজপদ বাবুর নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন, পাঠকগণের অবগতির জন্য সেই পত্রখানা নিম্নে প্রকাশিত হইল—

পরম ভক্তি ভাজনেষু—

মহাশয়! আপনার দুইখানা পত্রই পাইয়াছি। শ্রীশ্রীবীরভদ্র প্রভুর সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহা কিংবদন্তির উপর নির্ভর করিয়া নহে। বীরভদ্র প্রভু শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর আত্মজ হইলেও প্রথম জীবনে বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন। শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু যখন বিবাহ করেন, তখন সে বিবাহ বীরাচার-মতে সম্পন্ন হইয়াছিল। (!) বীরাচার-মত বা তান্ত্রিক-মতে বিবাহ সম্পন্নের ফলে প্রভু বীরভদ্রের জন্ম হয়। (!!) প্রাথমিক জীবনে প্রভু বীরভদ্র বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ও শাক্ত ছিলেন। (!!) পরম পূজনীয় কবিরাজ গোস্বামীর অপূর্ব্ব গ্রন্থে তাঁহার প্রথম জীবনের পরিচয় নাই, দিবার প্রয়োজনও ছিল না, যে সময় তিনি

পরম বৈষ্ণব হইয়াছিলেন; সেই সময়ের অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে ঐরূপ ব্যক্ত করা হইয়াছে।

প্রভু বীরভদ্র যে মনোহর দাসের বৈষ্ণব-ধর্ম্ম খর্ব্ব করিবার জন্য সোনামুখী গিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার প্রথম নহে। মনোহর দাস বাঘ্নাপাড়ার সুবিখ্যাত বংশীবদন গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য। সেই বংশীবদনের বহু শিষ্যের গর্ব্ব খর্ব্বের জন্য প্রভু বীরভদ্র প্রথম জীবনে চেষ্টা করেন। আপনি দয়া করিয়া "বংশীশিক্ষা", "বংশীবিলাস", "মুরলী-বিলাস", "রামাই চরিত"—পুস্তকগুলি পাঠ করিলে এ বিষয়ের যাথার্থ্য অবগত হইবেন। হুগলী কলেজের সংস্কৃত-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভাগবতকুমার শাস্ত্রী এম, এ মহাশয়কেও এজন্য পত্র লিখিলে সকল কথা জানিতে পারিবেন। উক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের আদিপুরুষ স্বর্গীয় বংশী-বদন গোস্বামী। ভাগবত-ব্যাখ্যাকার শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয়ের নিকটও আপনি এ বিষয় জানিতে পারিবেন। প্রভু বীরভদ্রের নেড়ানেড়ীর দলের সৃষ্টিও শুধু কিংবদন্তি বলিতে পারি না, এ সকল কথার মীমাংসাও ঐ সকল গ্রন্থে পাইতে পারিবেন।

খড়দহের গোস্বামী মহাশয়দিগের শ্যামসুন্দরের মন্দিরে এখনও কুলকুণ্ডলিনী মূর্ত্তি আছে।

শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুকে আমি যে 'বৈষ্ণব' বলিয়াছি—তাহাও আমার অন্যায় হয় নাই। কারণ সঙ্কর্ষণ-অনন্ত সম্বন্ধে ভাগবতে তাঁহাদিগকে 'বৈষ্ণব'ই বলা হইয়াছে। ভাগবতে আছে অনন্ত-সঙ্কর্ষণ অংশী নহেন, অংশ। অনন্ত নিজেও বলিয়াছেন; প্রভুর ইচ্ছায় তিনি সকল করিয়াছেন। এ অবস্থায় 'বৈষ্ণব' বলিয়া আমি অপরাধী হইয়াছি কিনা বিবেচনা করিবেন।

আমি যেরূপ যাহা প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি, এ অবস্থায় যদি কোনও ত্রুটী হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার সংগৃহীত প্রমাণগুলিই এটীর কারণ। আমি নিজ-জ্ঞান-কৃত অপরাধ করিতে চেষ্টা করি নাই।

(স্বাক্ষর) শ্রীসত্যচরণ সেন। ২৭।৬।২৬

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

হরনাথ-চরিতামৃত লেখক শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন মহাশয় তাঁহার সংগৃহীত জাল ও বিদ্বেষ-মূলক প্রমাণগুলি হইতে বীরভদ্র প্রভু সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সমাজ হৃদয়ে বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। যদিও তিনি স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া বীরভদ্র প্রভুর চরণে, তথা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরণে কোন অপরাধ করেন নাই বলিয়া লিখিয়াছেন, তথাপি অজ্ঞাত অপরাধেরও গুরুত্ব আছে বলিয়া শাস্ত্রে দেখিতে পাই। তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ ও শিক্ষিত ব্যক্তিকে আমরা আরও একটু অনুসন্ধানপর হইয়া কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মূল আচার্য্যের প্রতি মন্তব্য প্রকাশ করিতে দেখিলে একরূপভাবে হৃদয়ে আঘাত পাইতাম না। আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য যে বর্ত্তমান কালে একদিকে যেমন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শুদ্ধভক্তি সাদরে গৃহীত ও আচরিত হইতেছে, অপর দিকে আবার শিক্ষিত-সম্প্রদায় আমাদেরই দুর্দ্দৈবের ফলে শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তির পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া নানা প্রকার অসৎ সিদ্ধান্ত ও চিজ্জড় সমন্বয়বাদের আশ্রয়ে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রতি জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে অপরাধ করিয়া বসিতেছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য, শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থরাজি থাকিতে অন্যান্য অস্পৃশ্য জাল-পুঁথির অসিদ্ধান্ত ও অযৌক্তিক বাক্য কেনই বা অনেকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতেছেন, তাহাও বুঝিয়া উঠা যায় না। ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে এতদূর বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত রহিয়াছে যে, আমরা নিজেরা উহা ধরিতে না পারিলেও আমাদের রুচি, ভাষা, লেখনী প্রভৃতি দ্বারা উহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

শুদ্ধ-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ইহাই বাস্তব বিশ্বাস ও বিচার যে, শ্রীবীরভদ্রপ্রভু সাক্ষাৎ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু, গোলোকে তাঁহার নিত্যকাল প্রাকট্য আছে। তিনি জীব নহেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"ঈশ্বর হইয়া কহায় মহা-ভাগবত।
বেদধর্ম্মাতীত হঞা বেদধর্ম্মে রত॥

অন্তরে ঈশ্বর-চেষ্টা, বাহিরে নির্দম্ভ।
চৈতন্য ভক্তি-মণ্ডপে তিঁহো মূলস্তম্ভ॥
অদ্যাপি যাঁহার কৃপা মহিমা হইতে।
চৈতন্য নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে॥
(চৈঃ চঃ আদি ১১।১১)

স্বয়ং বিষ্ণুবস্তুর জীবের ন্যায় উত্থান পতন নাই। তিনি মায়াধীশ বস্তু। জীবের ন্যায় মায়াবশযোগ্য নহেন। সুতরাং বীরভদ্রপ্রভু পূর্ব্বে একপ্রকার ছিলেন পরে অন্যপ্রকার হইলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ, অযৌক্তিক ও অপরাধজনক। তিনি নিত্যকালই শুদ্ধ-সত্ত্ব। তিনি ঈশ্বর হইয়াও ভক্তিপ্রচারকল্পে মহাভাগবত-লীলাই প্রদর্শন করিয়াছেন। পতনশীল বদ্ধ জীব বা সাধনসিদ্ধ জীবের ন্যায় কোন প্রকার কথা তাঁহার চরিত্রে থাকিতে পারে না।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আদি-লীলা দ্বাদশ পরিচ্ছেদে শ্রীঅদ্বৈতশাখাবর্ণনে অদ্বৈতপ্রভুর পুত্রগণের মধ্যে 'সার' ও 'অসার' দুই ভাগ করিয়াছেন এবং তিনি অসারগুলিকে ত্যাগ করিয়া সারগ্রাহী অদ্বৈতাত্মজগণকেই নমস্কার করিয়াছেন। ইহা দ্বারাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর লেখনীর নিরপেক্ষতা প্রমাণিত হয়। সুতরাং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর লেখনীতে বিপ্রলিপ্সাবৃত্তি থাকিতে পারে না।

"ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
আর্ষ বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব॥" (চৈ চঃ

'বংশীশিক্ষা' 'বংশীবিলাস, মুরলী-বিলাস' প্রভৃতি পুস্তক অত্যন্ত আধুনিক ও অসৎ সিদ্ধান্ত-পূর্ণ জাল পুঁথি। 'মুরলী-বিলাস' নামক পুস্তকখানা ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা ঘোষের লেনে সুর মহাশয়দিগের বাড়ীতে পরলোকগত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের উপস্থিতিকালে কল্পিত হয়। আর 'বংশীশিক্ষা' পুস্তকখানা ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের প্রাগ্‌ভাগেই কুমারটুলী হইতে সৃষ্টি হয়। ঐ সকল জাল পুঁথির অপ্রামাণিকতা বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারেন, এখনও এমন লোক বর্ত্তমান আছেন।

শুনা যায়, 'মুরলী-বিলাসের' সাজান লেখক রাজবল্লভ গোস্বামীর অধস্তনগণ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের লোক ছিলেন না। তাঁহারা অনেকেই বাঘ্‌নাপাড়ার বাউল বলিয়াই নাকি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর পার্ষদ ঠাকুর শ্রীল বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র ঠাকুর শ্রীল রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্য্যন্ত শুদ্ধ-বৈষ্ণবতা ছিল। শুনা যায়, তৎপরবর্ত্তী সময় হইতেই বাঘ্‌নাপাড়ার গোস্বামিগণের মধ্যে নানা প্রকার বৈষ্ণব-বিরোধী-মত প্রবিষ্ট হইয়াছে।

"গাধা ও ভূমি" প্রভৃতি বাদ-প্রতিবাদ-মূলক রহস্যপূর্ণ প্রবন্ধের বর্ষীয়ান্ লেখক পণ্ডিত নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয়ও নাকি কেবলাদ্বৈত মায়াবাদীর মত পোষণ করেন। নিত্যা ভক্তি অস্বীকৃত হওয়ায় শুদ্ধ বৈষ্ণবমাত্রেই এইজন্য তাঁহার মায়াবাদীয় ভাগবত ব্যাখ্যা প্রভৃতি শ্রবণে বিরত থাকেন। যদি তিনি বীরভদ্রপ্রভুর সম্বন্ধে উপরি উক্ত অশ্রাব্য, অযৌক্তিক, অপ্রামাণিক, অপরাধজনক মত পোষণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই সেই মতের আদর করিবেন না।

ডাক্তার ভাগবতকুমার শাস্ত্রী মহাশয় গবেষণাপরায়ণ অধ্যাপক হইলেও তিনি শ্রীযুক্ত কেনেডি সাহেবকে বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল তথ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া অনেকেই সুখী হইতে পারেন নাই। বিশেষতঃ প্রাচীন প্রমাণাবলী থাকিতে আধুনিকগণের মনঃকল্পিত কথা কখনই প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। ডাক্তার শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতা পরলোকগত লেখক বিপিনবিহারী গোস্বামী "দশমূলরস" নামক পুস্তকে পরমপূজ্যপাদ জগদ্‌গুরু আচার্য্যবর্য্য শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর বিরুদ্ধে যে সকল অপরাধজনক কথা লিখিয়াছেন, তাহাতেও শুদ্ধবৈষ্ণবমাত্রেই প্রাণে বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পরলোকগত বর্দ্ধমানের উকীল রাখালদাস সরকার নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও কাল্‌নার শ্রীভগবানদাস বাবাজি মহাশয়ের সঙ্গক্রমে বিপিনবিহারী গোস্বামী মহাশয় বৈষ্ণবধর্ম্মের কথায় প্রবিষ্ট হইলেও পরবর্ত্তীকালে আচার্য্যগোস্বামীর চরণে ঐরূপ অপরাধময় কথার অবতারণা করায় শুদ্ধবৈষ্ণবমাত্রেই তাহাতে দুঃখিত হইয়াছেন। ঠাকুর শ্রীবংশীবদন চট্টোপাধ্যায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সমসাময়িক। কোনও মতে তিনি ১৪০৬ শকে অর্থাৎ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের একবৎসর পূর্ব্বে প্রকটিত হন। বংশীবদনের পৌত্র ঠাকুর শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আউল মনোহর দাস কোন প্রকারেই মহাপ্রভুর পার্ষদ বংশীবদনের শিষ্য হইতে পারেন না। কর্ত্তাভজা দলের

সৃষ্টিকর্ত্তা আউলেচাঁদ ১৬১৬ শকে উলাগ্রামে সর্ব্বপ্রথমে দৃষ্ট হয়। তাহারই শিষ্য-পারম্পর্য্যে মনোহর দাসের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং আউল-সম্প্রদায়ের মনোহর দাস, মহাপ্রভু ও তৎপার্ষদ ঠাকুর বংশীবদনের সময়ের অনেক পরের লোক। বিশেষতঃ আউল-সম্প্রদায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত শুদ্ধবৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ বিরোধী। মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্ত বংশীবদন কখনই বিদ্ধভক্তির প্রশ্রয় দিতে পারেন না। পরবর্ত্তীকালে শুদ্ধভক্তির বিদ্বেষ করিবার জন্য ঐ সকল অপসম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছে এবং নানাপ্রকার কল্পিত পুস্তক রচিত হইয়া তাহাতে অনেক অসামঞ্জস্যকর কথা স্থান পাইয়াছে। আউল সম্প্রদায়ের বংশীবদন মহাপ্রভুর পার্ষদ বা সমসাময়িক লোক নহেন। ইনি অন্য লোক হইতে পারেন। তাঁহার সহিত শুদ্ধবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কোন সম্বন্ধ নাই। মহাপ্রভুর পার্ষদ বংশীবদন ঠাকুর মহাশয় ও তৎপৌত্র ঠাকুর শ্রীরামচন্দ্রের বংশধর পরিচয়াকাঙ্ক্ষী বাঘ্‌নাপাড়ার কেহ কেহ যদি মহাপ্রভুর পার্ষদ বংশীবদনকে অযথা অবৈধভাবে বাউলমতের প্রশ্রয়-দাতা বলিতে চান, তাহা হইলে তাহা কোনও প্রকারে প্রামাণিক, যৌক্তিক বা গৌরবের বিষয় হইবে না।

খড়দহে শ্রীশ্যামসুন্দরের মন্দিরে কুলকুণ্ডলিনী মূর্ত্তি প্রভৃতি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বা শ্রীবীরভদ্র প্রভুর সময়ে স্থাপিত হয় নাই। শ্রীবীরভদ্র প্রভুর পুত্র-প্রশিষ্য-শিষ্যত্রয় স্মার্ত্ত শাসনের করাল কবলে নিগৃহীত হইয়া স্মার্ত্তমতে পঞ্চোপাস্যের অন্যতম ত্রিপুরাসুন্দরীকে শ্রীশ্যামসুন্দরবিগ্রহের সমসিংহাসনে রাখিতে বাধ্য হন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বা নিত্যানন্দাত্মজ শ্রীবীরভদ্র প্রভু বৈষ্ণবতত্ত্ব নহেন, তাঁহারা সাক্ষাৎ বিষ্ণুতত্ত্ব। শ্রীনিত্যানন্দ সমগ্র বিষ্ণুতত্ত্বের অধীশ্বর। তাঁহার পাদপদ্মে সমগ্র বিষ্ণুতত্ত্ব আবদ্ধ। তিনি মূল সঙ্কর্ষণ; তাঁহারই বিলাস পরব্যোম-বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ; এবং কলাবিকলারূপে অর্ণবত্রয়ে মহৎ-স্রষ্টা প্রকৃতির অন্তর্যামী কারণার্ণবশায়ী সমষ্টি জীবান্তর্যামী গর্ভোদশায়ী ও ব্যষ্টি জীব অন্তর্যামী ক্ষীরোদকশায়ী মহা-বিষ্ণুত্রয় এবং দশদেহে কৃষ্ণের সেবক শেষ-সংজ্ঞক শ্রীঅনন্ত-দেব। গর্ভোদকশায়ীই পুরুষসূক্তের স্তবনীয় বিষ্ণু, রাম নৃসিংহাদি লীলাবতারগণের অব্যবহিত কারণ এবং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, সংহারকর্ত্তা রুদ্র এবং পালনকর্ত্তা প্রকাশ-কারণ। অনিরুদ্ধ বিষ্ণু যাঁহাকে, উপনিষদে প্রাদেশ মাত্র পুরুষ বলিয়া কথিত হইয়াছে, যাঁহাকে যোগীরা পরমাত্মা বলেন, মুনিঋষিগণ 'নারায়ণ' বলিয়া নিত্য আরাধনা করেন, সেই অনিরুদ্ধ বিষ্ণু যে মূল সঙ্কর্ষণ বলদেব বা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অংশের অংশ, তাঁর অংশ, তাঁর অংশ -সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বা মূল-সঙ্কর্ষণ বলদেব কখনও বৈষ্ণবতত্ত্ব নহেন। নিত্যানন্দ প্রভু বা বলদেব সর্ব্বাবতারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অভিন্ন বিষয়জাতীয় তাঁন আশ্রয়জাতীয় সেবক নহেন। বলদেব বা নিত্যানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ বা অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের অংশ নহেন,—প্রতিমূর্ত্তি, দ্বিতীয় দেহ বা 'প্রকাশ'। শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবে কোনও ভেদ নাই। শ্রীকৃষ্ণই ভিন্ন আকৃতিতে বলদেব। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তাঁহারও রাসাদি লীলার কথা ভাগবতে বর্ণিত আছে। বিষ্ণুতত্ত্বের অংশী-অংশ বিচার প্রাকৃত খণ্ডবস্তুর ন্যায় নহে। এক মূল দীপ হইতে যে প্রকার বহু দীপের প্রজ্বলন তদ্রূপ। শাস্ত্র বলেন, মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জীব এই সকল তত্ত্বে ভুল করিয়া থাকেন। বিষ্ণুতত্ত্বের সম্যক্ অবগত হইলে জীব মুক্ত হয়। সমগ্র বিষ্ণুবস্তুর অধীশ্বরকে বৈষ্ণব বলা মহা অপরাধ। জীবকে নারায়ণ বলা যেমন অপরাধ, নারায়ণকেও জীবের সহিত সমজ্ঞান করা তদ্রূপই অপরাধ।

শ্রীল চৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য—

> যেই মূঢ় কহে জীব ঈশ্বর হয় সম।
> সেই ত' পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম॥
> "যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি-দৈবতৈঃ।
> সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥"

(হরিভক্তিবিলাসস্য ১ম বিলাসে ৭২ অং ধৃত বৈষ্ণবতন্ত্রম্)।

আমরা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত-বাক্য, প্রমাণ ও যুক্তি উদ্ধার করিয়া ক্ষান্ত হইলাম। ন্যায়-অন্যায়ের বিচারভার সুধী সমাজের উপর।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব

গত ১১ই ভাদ্র শনিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় গৌড়ীয় মঠ হইতে এক বিরাট 'মহানগরসংকীর্ত্তন'

বহির্গত হইয়া কর্ম্মকোলাহলমত্ত কলিকাতাবাসীর সুপ্তচেতন-বৃত্তির উদ্বোধন করিয়া দিয়াছিল। কীর্ত্তনের অগ্রে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর শ্রীহস্তে 'পাষণ্ডদলনবানা' পতাকা ধারণ করিয়া নগরভ্রমণ করিতেছিলেন। মৃদঙ্গ, করতাল, শিঙ্গা, কাঁসর, ঘণ্টা-বাদ্যসহযোগে উচ্চ সংকীর্ত্তন ও উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে শত শত লোক আচার্য্যের অনুগমনপূর্ব্বক নগরপরিক্রমা করিতেছিলেন। সংকীর্ত্তনপিতা গৌরনিত্যানন্দের অশ্রান্ত জয়ধ্বনিতে ও সমবেত কণ্ঠের উচ্চকীর্ত্তনরোলে কলিকাতা মহানগরী মুখরিত হইয়াছিল। কামকর্ম্মকোলাহল প্রমত্ত ব্যক্তিগণ ও গৃহকার্য্যে ব্যস্ত গৃহস্থগণও, ক্রীড়ারত বালকগণও, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধার্ম্মিকগণও কিছুকালের জন্য সমস্ত কর্ম্ম ও সমস্ত অভিমান পরিত্যাগ করিয়া নামসংকীর্ত্তন-দর্শনে আকৃষ্ট ও তৎপ্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা-প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পশুপক্ষীকুলকে শ্রীনামকীর্ত্তনধ্বনি কিছুকালের জন্য উৎকর্ণ করিয়াছিল। শুদ্ধ ভক্ত মুখনিঃসৃত 'শ্রীনাম' বহুজীবের অজ্ঞাত সৌভাগ্যের উদয় করিয়া দিয়াছিল। কয়েকজন ব্রহ্মচারী ও ভক্ত কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বদ্বারে প্রতিগৃহে নগরসংকীর্ত্তনের সঙ্গীত-পত্র বিতরণ করিতেছিলেন। শ্রীনগর-সংকীর্ত্তন শ্রীমঠ হইতে বহির্গত হইয়া শ্যামবাজার, বাগবাজার, চিৎপুর, শোভাবাজার, দরমাহাটা ষ্ট্রীট, নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, বিডন ষ্ট্রীট, মাণিকতলা, ক্রমে সার্কুলার রোড প্রভৃতি স্থান দিয়া গমন করিয়াছিলেন। এই সকল স্থান পরিক্রমা-কালে স্থানে স্থানে শ্রীলক্ষ্মীমন্দির ও শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীমন্দির প্রভৃতিতে গমন করিয়া শ্রীবিগ্রহের অগ্রে নামসংকীর্ত্তন ও নৃত্যাদিও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শুদ্ধ-কীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত মহানগরবাসী তাঁহাদের যোগ্যতানুসারে নাম-সংকীর্ত্তন-পীযূষধারায় প্লাবিত হইয়া নবজীবন লাভ করিয়াছিলেন। নামসংকীর্ত্তন-বন্যায় মহানগর প্লাবিত হইয়াছিল। কেবল যাহারা জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীরূপ অভিমান মঞ্চে আরূঢ় হইয়া নামসংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক গৌরনিত্যানন্দ ও তদনুসরণকারী প্রকৃত শুদ্ধভক্তগণের চরণে অপরাধপুঞ্জ সঞ্চয় করিয়া কৃষ্ণবসতিযোগ্য সহজ নির্ম্মল হৃদয়কে মাৎসর্য্য-চণ্ডাল ও প্রতিষ্ঠা-কুটীনাটী প্রভৃতি হিংস্রজন্তুকুলের আবাসভূমি বা প্রস্তরাপেক্ষাও কঠিন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের হৃদয়েই অভিন্ননামী শ্রীনাম প্রকাশিত এবং তাহাদের চিত্তই শুদ্ধনামধ্বনিতে বিগলিত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী পুরুষ, কুটীরবাসি-দরিদ্র ও প্রাসাদবাসী মহারাজাধিরাজ, নির্দ্ধন, ব্যবসায়ী সকলেরই সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে।

অদ্য ১৮ই ভাদ্র শনিবার দিবস অপরাহ্ণেও একটী বিরাট্ মহানগরসংকীর্ত্তন বহির্গত হইবেন। অদ্য মহানগরীর অন্যান্যস্থানে সংকীর্ত্তন সহ ভক্তগণ পরিভ্রমণ করিবেন। বিশ্ববাসী মাত্রেই শ্রীনাম-কীর্ত্তন বা ভক্তিযাজনে অধিকার। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ সকলকেই নগরসংকীর্ত্তনে যোগদান করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছেন।

গত ১২ই ভাদ্র রবিবার দিবস শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর অধিবাস-উপলক্ষে শ্রীমঠে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত কীর্ত্তনোৎসব, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা, আলোচনা ও মহামহোৎসব প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতার অধিবাসী, বিচারক, অধ্যাপক, শিক্ষক, দেশসেবক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সহস্র সহস্র ব্যক্তি এবং বিভিন্নস্থান হইতে সমাগত শত শত ব্যক্তি শ্রীমঠের উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। মনে হইয়াছিল, শ্রীমঠটি যেন নামসংকীর্ত্তনামৃত-বন্যায় প্লাবিত হওয়ায় সহস্র সহস্র পীযূষপিপাসুপুরুষ তাহাতে অবগাহন ও সন্তরণ করিবার জন্য একত্র সমবেত হইয়াছেন। এইরূপ বিদ্বন্মণ্ডলী-মণ্ডিত মহতী সভায় শ্রীল পরমহংস ঠাকুর জীবের হৃদয়গুহার বহুকালসঞ্চিত অন্ধকাররাশি ভাগবতার্কের উজ্জ্বল কিরণবিস্তারদ্বারা নিরস্ত করিয়া তাহাতে গোলোক-বিহারী মন্মথ-মন্মথ শ্রীকৃষ্ণভাস্করের আবির্ভাবের অরুণোদয় করাইয়া দিতেছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে সর্ব্বকৈতবনির্ম্মুক্ত নিরপেক্ষ কথা শ্রবণ করিয়া সুধীমাত্রেই অনুকরণ ও অনুসরণকারিগণের মধ্যে পার্থক্য, নিরপেক্ষতার অপূর্ব্ব তেজ, শুদ্ধাভক্তির উজ্জ্বলতা, সার্ব্বকালিক হরিসেবার মহীয়সী শক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল মহোদয়ের সুমধুরকীর্ত্তনে ও শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের উচ্চ নামসংকীর্ত্তন ও উদ্দণ্ড নৃত্যে সকলে যোগদান করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। সংকীর্ত্তনের পর চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ সকলকে বিতরিত হইয়াছিল। "যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিসংযোগেনৈব কর্ত্তব্যা" এই আচার্য্যোক্তি-অনুসারে মহাপ্রসাদ সম্মানকালেও প্রতিক্ষণে

ভক্তগণ 'সাধু সাবধান' ধ্বনিতে দিগন্ত কম্পিত করিয়া হরিগুণগাথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন। কৃষ্ণকীর্ত্তন এবং কার্ষ্ণসেবার্থ বাক্য ব্যতীত কাহারও মুখে আর কোন কথা শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল না। কৃষ্ণার্থ অখিলচেষ্ট শুদ্ধ-ভক্তগণ এইরূপ কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর অধিবাসোৎসব সম্যক্‌রূপে যাজন করিয়াছিলেন।

গত সোমবার দিবস শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উপলক্ষে প্রতি বৎসরের ন্যায় শ্রীমঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতপারায়ণ ও কৃষ্ণাবির্ভাবকালে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কৃষ্ণজন্মলীলাপাঠ, কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন, আরাত্রিক, অভিষেক, স্তবপাঠ, শ্রীবিগ্রহের অগ্রে কীর্ত্তন, নর্ত্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। জন্মাষ্টমী-দিবসেও শ্রীমঠে এত লোক হইয়াছিল যে, তিলধারণের স্থান মাত্র ছিল না। কলিকাতার বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

গত ১৪ই ভাদ্র মঙ্গলবার দিবস নন্দোৎসব উপলক্ষে শ্রীমঠে-কীর্ত্তন মহোৎসব, বক্তৃতা, পাঠ, ব্যাখ্যা, আলোচনা, ভক্তসম্মেলন ও মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আদিকবি শ্রীশ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' উৎসব-উপলক্ষে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থের ন্যায় আর গ্রন্থ হয় না। স্বয়ং কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

> "মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
> বৃন্দাবন-দাস-মুখে বক্তা—শ্রীচৈতন্য॥
> কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
> চৈতন্য-লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস॥"

ব্যাসাবতার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের একটী অত্যুৎকৃষ্ট সংস্করণ যাহাতে গৌড়দেশবাসীর দ্বারে দ্বারে প্রচারিত হইতে পারে, তজ্জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

উক্ত গ্রন্থ মধ্যে কি কি থাকিবে? গ্রন্থের প্রতি অধ্যায়ের পূর্ব্বে অধ্যায়টীর কথাসার, তৎপরে মোটা অক্ষরে মূল, মূলের মধ্যে মধ্যে মূল কি কি বিষয় বলিতেছেন—তাহার এক একটী নিদর্শন, প্রতি সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়, টীকা ও সরল বঙ্গানুবাদ, তাৎপর্য্য, ব্যাখ্যা, প্রচলিত শব্দের অর্থ ও উৎপত্তি, পৌরাণিক উপাখ্যানসমূহের তথ্য, স্থান ও পাত্র-সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য, দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও তাহারই ব্যাখ্যা। কঠিন পয়ারের বিস্তৃত ব্যাখ্যা, সম্প্রদায়বৈভব সম্বন্ধে তথ্য, শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবনের প্রতি সিদ্ধান্ত বাক্য যে শ্রীব্যাসদেবের ভাগবত-বাক্যেরই প্রতিধ্বনি, তাহা প্রদর্শনার্থ ব্যাসবাক্যসমূহ উদ্ধার, শ্রুতি প্রমাণ, স্মৃতিপ্রমাণ, পঞ্চরাত্রপ্রমাণ, পুরাণপ্রমাণ, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অন্যান্য গ্রন্থের সহিত শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের সিদ্ধান্ত ও ঐতিহাসিক বর্ণনার সামঞ্জস্য-নির্ণয় প্রভৃতি বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য; এতদ্ব্যতীত গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী, ভূমিকায়, শ্রীচৈতন্যভাগবত, তাঁহার বর্ণন প্রণালী, তাঁহার বক্তব্য বিষয়রাজি, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার ভক্তগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী, শিক্ষা, আচার প্রচার-প্রণালী, সিদ্ধান্ত প্রভৃতির নিদর্শন, সূচীমধ্যে শব্দসূচী, পয়ারসূচী, শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণোদ্ধৃত-গ্রন্থের সূচী, গৌড়ীয় ভাষ্যের বিষয়সূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী থাকিবে। সূচী পড়িলেই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। ডবলক্রাউন ৮ পেজি আকারে, উত্তম কাগজে, নূতন অক্ষরে, জার্ম্মেন মেসিন প্রেসে ছাপা। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের এরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্করণ নাম মাত্র ভিক্ষায় প্রচারার্থ "গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস" যত্ন করিতেছেন।

অনেকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের যথা সময়ে গ্রাহক না হওয়ায় অনুতপ্ত হইয়াছেন। অতএব সকলকে পূর্ব্বেই জানান হইতেছে যে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অপেক্ষা শ্রীচৈতন্যভাগবতের গ্রাহকসংখ্যা অনেক অধিক ও সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থ নিঃশেষিত হইবার সম্ভাবনা। কৃপাপূর্ব্বক যথা সময়ে গ্রাহক না হইলে পরে তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুর আদি লীলা বিস্তৃতভাবে অতি সরলভাষায় বর্ণিত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত সাধারণে পাঠ করিয়া অনেক সময় বুঝিতে পারেন না, কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলেন,—

> "চৈতন্য-মঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন।
> সেহ মহাবৈষ্ণব হয় ততক্ষণ॥"

আরও—

> ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার।
> লিখিয়াছেন ইহা জানি করিয়া উদ্ধার॥

চৈতন্য-লীলামৃত-সিন্ধু দুগ্ধাব্ধি সমান।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারী ভরি তিঁহো কৈল পান॥
তাঁর ঝারীর শেষামৃত কিছু মোরে দিলা।
তবে ত' ভরিল পেট, তৃষ্ণা মোর গেলা॥

এইরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবত গৌড়দেশবাসীর প্রতি গৃহে গৃহে গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় থাকা উচিত। শ্রীগৌড়ীয় মঠ সেই অমৃতসিন্ধু সর্ব্বসাধারণের সুলভ করিবার জন্য প্রকাশ করিতেছেন।

উৎসব-উপলক্ষে "গৌড়ীয় কণ্ঠহার" নামক আর একটী অমূল্য গ্রন্থ হইয়াছেন প্রকাশিত। এই গ্রন্থ সর্ব্ববিষয়ে যে কিরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন না করিলে ভাষা দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। গ্রন্থখানি ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেরই সার্ব্বকালিক সঙ্গীরূপে সঙ্গে থাকা কর্ত্তব্য। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র, যাবতীয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মগ্রন্থাবলী, চারিবৈষ্ণবসম্প্রদায়ে গ্রন্থাবলীর অমূল্য রত্নরাজি, সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত ও প্রত্যেক বিষয় নিদর্শন, স্থাননির্দ্দেশ এবং সরল অনুবাদ সহ এণ্টিক কাগজে, বর্জ্জুস কালিতে মুক্তার ন্যায় ছাপা ও সুরম্য স্বর্ণনামাঙ্কিত সিল্ক-বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন।

রসিককুলচূড়ামণি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রসিকরঞ্জন অনুবাদ, বিস্তৃত গীতা-ভূমিকা ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের লিখিত "টীকা ও টীকাকারের বিস্তৃত বিবরণ", বিস্তৃত বিষয়সূচী, শ্লোকসূচী, অধ্যায়সূচী, গীতা-মাহাত্ম্য, গীতার শেষাংশের সুবোধিনী টীকা প্রভৃতি সম্বলিত আইভরি ফিনিস কাগজে ছাপা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মূল সহিত প্রকাশিত হইয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্যগ্রন্থরাজিও উৎসবোপলক্ষে প্রকাশিত হইয়াছেন ও হইতেছেন। গ্রন্থতালিকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারিভ্যাং নমঃ

শ্রীঠাকুরের পত্রাবলী

(৪র্থ খণ্ড ৪৭শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর ৫।৮।২৯

স্নেহবিগ্রহেষু,—

আপনার ২২শে আষাঢ় তারিখের বিস্তারিত পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আমি তৎকালে শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠে ছিলাম। তৎপরে শ্রীভুবনেশ্বর ও কটকে কয়েক দিন থাকিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসি। আজ প্রায় ১২ দিন হইল তথা হইতে এখানে আসিয়াছি।

আপনি একাকী বারাণসীতে মঠ রক্ষা করিতেছিলেন, তজ্জন্য মনটী ঐরূপ পত্র লিখিতে ব্যস্ত হইয়াছিল বুঝিলাম।

"ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল।"

আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা এবং কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনাম-কীর্ত্তন দ্বারা আমাদের মঙ্গল হয়। সর্ব্বদা কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা-বিশিষ্ট হইলে মায়ার বিবিধ প্রলোভন আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। সর্ব্বদা শ্রবণ, কীর্ত্তন করিবেন, মহাজনগ্রন্থ ও গৌড়ীয় পাঠ করিবেন, তাহা হইলে **সিদ্ধান্ত** গ্রহণবিষয়ে **আলস্য** থাকিবে না।

যে সকল ভক্তগণের সঙ্গে আছেন, তাঁহাদিগের সহিত পরস্পর শ্রীহরিকথা আলাপ করিবেন এবং ভজনের উন্নতির সহিত নিজ-দৈন্য ও হীনতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আপনি জানেন যে 'সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে'। আপনাদিগের নিজ ভৃত্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিবেন, তাহা হইলে আপনাদিগের ভজনবৃদ্ধি হইবে।

কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনামকীর্ত্তন, তিনটী পৃথক অনুষ্ঠান হইলেও তিনটীই একতাৎপর্য্যপর।

নাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবা হয়।
বৈষ্ণবের সেবা করিলে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও কৃষ্ণ-সেবা হয়।
কৃষ্ণসেবা করিলেই নামসংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণবসেবা হয়।
তাহার প্রমাণ এই—"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্"।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলে কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবা ও নামসংকীর্ত্তন হয়। সংসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে ও উহাই লভ্য হয়। অর্চ্চনেও ঐ তিনটী কার্য্য হইতে থাকে। নাম-ভজনেও তাহাই স্পষ্টভাবে হয়।

পূর্ব্ব ইতিহাস—ভজনের অনুকূল বিচারে নিযুক্ত করিবেন অর্থাৎ প্রতিকূল বিষয়গুলি অনুকূলের পূর্ব্বাবস্থা জানিবেন। প্রতিকূল হওয়ায় যে বিপদ উপস্থিত হয়, তাহাই পরক্ষণে ভজনের অনুকূলতা প্রসব করে। সমগ্র পরিদৃশ্যমান জগতের সকল বস্তুই কৃষ্ণসেবার উপাদান। সেবা-বিমুখবুদ্ধি, বস্তুবিষয়ে আমাদিগের মতিবিপর্য্যয় করিয়া ভোগে নিযুক্ত করে। দিব্য-জ্ঞানের উদয়ে সমগ্র জগতে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ দেখিতে পাইলেই **প্রতিষ্ঠার** বিষময় ফল আমাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না।

'চঞ্চল জীবন স্রোত প্রবাহিয়া কালের সাগরে ধায়।' এই বিবেকের সহিত হরিসেবাপ্রবৃত্তি প্রতি পদে পদে আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং কৃষ্ণের যাহাতে আনন্দ, আমার তাহাই সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকার করা কর্ত্তব্য। কৃষ্ণ যদি আমাকে বিমুখ রাখিয়া সুখী বোধ করেন, তাহা হইলে আমার যে দুঃখ তাহাই আমার বরণীয়।

'তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত পরম সুখ' এই উপলব্ধি বৈষ্ণবের—তাহা অনুসরণ করিবার যত্ন করিবেন। আমাদিগের যাবতীয় অনর্থ কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ হইলে উহাই অর্থ বা প্রয়োজনরূপে স্থায়ী মঙ্গলের কারণ হয়। ঠাকুর বিল্বমঙ্গলের পূর্ব্বচরিত্র, সার্ব্বভৌমের কথা, প্রকাশানন্দের কুতর্করূপ যাবতীয় অনর্থ পরিশেষে কৃষ্ণসেবাময় হইয়াছিল। সুতরাং বিগত অনর্থের জন্য কোনও চিন্তা করিবেন না। বর্ত্তমান অনর্থ—শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রবল করিলেই—তাহারা প্রবল হইবে না। আমাদের জীবন অল্পদিন স্থায়ী, সুতরাং মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিষ্কপটে হরিসেবা করিবার যত্ন করিবেন। মহাজনের অনুসরণই আমাদের মঙ্গলের একমাত্র সেতু।

'অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং' শ্লোক আলোচনা করিবেন।

আপনার পত্রখানি শ্রীভক্তিবিলাস ঠাকুরকে পড়িয়া শুনাইয়াছি, তাহাতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

আশা করি, তথাকার সকলেই উৎসাহের সহিত শ্রীহরি-কীর্ত্তনকার্য্য ও বৈষ্ণব-সেবাকার্য্য করিতেছেন। সকলকেই আমার আন্তরিক যোগ্য অভিবাদন জানাইবেন।

প্রাক্তন কর্ম্ম-বিপাকে আমি কখনও সুস্থ, কখনও অসুস্থ হইয়া পড়ি। আমি যখন সুস্থ থাকি মনে করি, তখনই কৃষ্ণবিমুখ হইয়া পড়ি এবং তৎফলে আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্তগণকে নিকৃষ্ট মনে করি। সেই জন্য কৃষ্ণ আমার অবস্থা বিচার করিয়া নানাপ্রকার দুঃখে কষ্টে, অস্বাস্থ্যে ও অসুবিধায় রাখেন। তখন আমি 'তত্তেঽনুকম্পাং' শ্লোকের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করি। কৃষ্ণেতর বিষয়ে প্রমত্ত থাকিলে জগতের অনেকের সহিত ঝগড়া করিতে ইচ্ছা করে। কৃষ্ণসেবায় ব্যস্ত থাকিলে—জগতের লোকসকল আমাকে আক্রমণ করে। আশা করি আপনি ভাল আছেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী।

প্রাপ্তপত্র

পরমভক্তিমান মহাশয়গণ, প্রণিপাতপূর্ব্বক—

আপনাদের শ্রীচরণে নিবেদন এই যে, আপনাদের "গৌড়ীয়" পত্রিকাখানি পাঠে যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিলাম তাহা বর্ণনাতীত এবং সেই আনন্দ চিরভোগ করিবার বাঞ্ছায় পত্রের গ্রাহক হইবার জন্য অদ্য অভিলাষ করিয়াছি। শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা করি, আপনাদের এই ভক্তিপ্রচার জগতে সর্ব্বত্রই সকল লোকের দ্বারা আদৃত হউক। এ পত্রিকাখানি যে কি উপাদানে গড়া তাহা আমার মত ক্ষুদ্র মানবের প্রকাশের শক্তি নাই। না জানি কোন্ সুকৃতি-বলে আপনাদের ঐ পত্রিকাখানি আমার হস্তগত হইল। শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নয়। বহুদিন যাবৎ একটা অব্যক্ত অশান্তি লইয়া কাল যাপন করিতেছিলাম কিন্তু আপনাদের পত্রিকাপাঠে যে একমাত্র শান্তি আনয়ন করিতে পারেন তাহা বেশ অনুভব করিলাম। নিবেদন ইতি।

শ্রীভগবৎসেবাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
টাটানগর।

প্রচার-প্রসঙ্গ

বারাণসীতে—গত ২৮শে জুলাই ১৯২৬ তারিখে কাশী "শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠের" প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয়বন ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি গভস্তিগিরি মহারাজ কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য ও শ্রীযুক্ত ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়ের নিকট দৈববর্ণাশ্রম ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পারমহংস্য ভাগবতধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করেন। পণ্ডিতজী ও মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয় স্বামিজীদ্বয়ের সনাতন ভক্তিশাস্ত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিয়া ও তাঁহাদের অলৌকিক জীবন-দর্শন করিয়া বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন। ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয় কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ ও স্কুলের ছাত্রগণের মধ্যে যাহাতে এইরূপ নিরপেক্ষ সত্য কথা প্রচারিত হয় তজ্জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

গত ১লা আগষ্ট রবিবার শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয়বন মহারাজ ও গিরি মহারাজ বারাণসী ক্যান্টনমেণ্টে পরমভাগবত শ্রীমদধোক্ষজ দাস অধিকারী মহোদয়ের ভবনে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। উপস্থিত শ্রোতৃ-মণ্ডলীর মধ্যে ডাঃ জে, এম, গুপ্ত, আই, এম, এস, কয়েকজন স্কুল শিক্ষক এবং উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্ম্মল প্রেমধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিতরূপে স্বীকার করিয়াছেন।

গত ৪ঠা আগষ্ট স্বামিজীদ্বয় বারাণসীর স্বনামধন্য অনারেবল্ রাজা মতিচাঁদ বাহাদুর সি, আই, ই মহাশয়ের প্রাসাদে বহু উচ্চপদস্থ শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত যুক্তপ্রদেশ বিহারবাসী মহোদয়গণের সম্মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তির কথা কীর্ত্তন ও নাম সংকীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমদ্বন মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ বাগ্মিতায় হিন্দি ভাষাতে নাম সংকীর্ত্তন, 'বৈষ্ণব সেবা' ও 'কৃষ্ণসেবা' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। শ্রীনামপ্রচারে অনারেবল্ রাজা বাহাদুর ও তাহার সুযোগ্য ম্যানেজার মহাশয়ের আগ্রহ ও উৎসাহ প্রশংসনীয়।

জৌনপুরে—সনাতন মঠের উক্ত প্রচারকদ্বয় কতিপয় ব্রহ্মচারী ও পরমভাগবত ভক্তসহ গত ৬ই হইতে ৮ই আগষ্ট পর্য্যন্ত জৌনপুরে হরিকথা প্রচার করেন। জৌনপুরে হরিভক্তি-পরায়ণ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দুবে মহোদয় ও লোকবরেণ্য দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুক্ত স্বরজিৎ কুমার রায় চৌধুরী মহোদয়ের বিশেষ আগ্রহে ও উৎসাহে তাঁহারা রাজভবনে সনাতন 'বৈষ্ণব-ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা ও নামসংকীর্ত্তন করেন। শ্রীমদ্ বন মহারাজ ইংরাজী ভাষায় জীবের সনাতন ধর্ম্ম ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম, সাধু ও সাধুর বেশে অসাধু, ভক্তি ও মিছা ভক্তি, আরোহবাদ ও অবরোহবাদের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবাই যে জীবমাত্রের স্বরূপধর্ম্ম সনাতনধর্ম্ম তাহা অতি প্রাঞ্জল ও হৃদয়-গ্রাহিণী ভাষায় বুঝাইয়া দেন। সভায় যুবরাজ, ম্যানেজার, দেওয়ান, সহরের উকিল, মোক্তার, উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ এবং এতদ্ব্যতীত উচ্চ ইংরেজী-শিক্ষিত উচ্চপদস্থ ভদ্র মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্বামিজীদ্বয়কে এই সকল কথা প্রচারার্থ জৌনপুরে পুনরায় আহ্বান করিয়াছেন। স্বামিজীদ্বয় গাজিপুরে হরিকথা প্রচার করিয়াছেন।

কটকে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও বিশ্ব বৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীঅতুল চন্দ্র গোস্বামী মহোদয় প্রমুখ ভক্তবৃন্দ কটকে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে অবস্থান করিয়া কটক সহরে ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-সম্বন্ধকথা প্রচার করিতেছেন। স্থানীয় বহু উচ্চশিক্ষিত গণ্য মান্য ব্যক্তিগণ প্রচারকগণকে সাদরে তাঁহাদের গৃহে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়া আনন্দের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত কথা ও কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিয়াছেন। অনেকে অবকাশমত শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে গমন করিয়া ও স্বামিজীর মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন এবং অনেকে নগরকীর্ত্তনমুখে ভক্তবৃন্দের অনুরাগভরে কীর্ত্তনাদি শ্রবণ ও তাঁহাদের অনুগমন করিতেছেন।

পরম ভাগবত শ্রীসনৎকুমার রায় (Executive Engineer) ও শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ নন্দী প্রমুখ বহু ভদ্রলোকের আগ্রহাতিশয্যে স্বামিজী গত ২৩শে শ্রাবণ ৮ই আগষ্ট রবিবার রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ২।০ ঘণ্টা কাল, বক্সিবাজার দুর্গামণ্ডপে সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়া আপামর সাধারণ সকলেরই আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। স্বামিজী বহু নিরপেক্ষ সত্য কথা উদাহরণাদি দ্বারা প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং সকলেই হরিধ্বনি ও আনন্দ ব্যঞ্জক ভাব দ্বারা সেই সকল কথা সমর্থন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি তাঁহাদের প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

ঢাকা, মাণিকগঞ্জসহরের পরলোকগত পরমভাগবত প্রসন্নকুমার সেন (হাইকোর্টের উকিল ও এটর্ণি), মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র পরমভাগবত শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন মহাশয় কটক সচ্চিদানন্দমঠে শ্রীবিগ্রহ-সেবা প্রকটের জন্য আনুকূল্য বিধান করিয়া সজ্জন-মণ্ডলীর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

ভ্রম সংশোধন

৫ম খণ্ড ৩য় সংখ্যা ১১ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভে ২৪ পংক্তিতে 'শ্রীগোপাল' স্থানে 'শ্রীভগবান' হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৫শে ভাদ্র, ১৩৩৩, ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯২৬	৫ম সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

শ্রীগৌড়ীয়মঠের ত্রিদণ্ডি-পাদগণ

(কয়েক মূর্ত্তি)

[ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য, শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী, শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী, শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত মহারাজ।]

আরম্ভ ৫ই ভাদ্র ২২শে আগষ্ট রবিবার; সমাপ্তি—৬ই আশ্বিন ২৩শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার

বেদান্তাচার্য্যের সিদ্ধান্ত

আচার্য্য-গণের সিদ্ধান্ত আত্মমঙ্গলেচ্ছু পুরুষমাত্রেরই গ্রহণীয়। বিশেষতঃ সনাতন-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বেদান্তের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি বেদান্তাচার্য্যগণ সনাতন-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সংরক্ষক। মাধ্ব-গৌড়ীয়গণের নিকট শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের 'ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য' বা 'পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন' গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের 'গোবিন্দ ভাষ্য' বিশেষ আদরণীয় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। যাঁহারা এই সকল বেদান্তাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত উল্লঙ্ঘন করিয়া নবীন মত বা দুই তিন শত বৎসরের প্রচলিত গতানুগতিক মতকেই প্রাচীন মত বা মহাজনের পন্থা বলিয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য জগতে প্রচার করিতে চান, তাঁহারা নিশ্চয়ই বেদান্ত বিরোধী নাস্তিক। তাঁহারা মুখে 'বেদ', 'ভাগবত' বা 'ভক্তি' স্বীকার করিলেও তাহাদের ঐরূপ 'মুখে-মানা' কাপট্য লোকবঞ্চনা মাত্র। নিম্নে আমরা আচার্য্য শ্রীমধ্বমুনিকৃত 'ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য' ও গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব কৃত 'গোবিন্দ ভাষ্যে'র কয়েকটী সিদ্ধান্ত সুধী পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি—

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য পাদ 'ব্রহ্মসূত্র'—'লিঙ্গভূয়স্ত্বাত্তদ্ধি বলীয়স্তদপি' (ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৪৫) ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"গুরুপ্রসাদঃ সুপ্রখিতো বা বলবানিতি নিগদ্যতে। ঋষভাদিভ্যো ব্রহ্মবিদ্যাং জ্ঞাত্বাপি সত্যকামেন ভগবাংস্ত্বেব মে কামে ব্রূয়াদ্ভুবং হ্যেবং মে ভগবদ্দৃশেভ্যঃ আচার্য্যাদ্ধৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্টং প্রাপয়তীতি বচনাৎ। অত্র হি ন কিঞ্চন বীয়ায়েতি বিদ্যাধিক্যমুজ্জানাৎ। উপকোশলবচনাচ্চ লিঙ্গভূয়স্ত্বাদ্ গুরুপ্রসাদ এব বলবান্ তর্হি তাবতালমিতি ন মন্তব্যং শ্রোতব্যো মন্তব্য ইত্যাদিস্তদপি কর্ত্তব্যম্। বারাহে চ— গুরু-প্রসাদো বলবান্ন তস্মাদ্ বলবত্তরম্। তথাপি শ্রবণাদিশ্চ কর্ত্তব্যো মোক্ষ-সিদ্ধয়ে ইতি ॥ ৪৫ ॥

আচার্য্যপাদ পূর্ব্বপক্ষ উঠাইয়া বলিতেছেন যে ইতি-কর্ত্তব্যতা মধ্যে গুরুপ্রসাদই কি কেবল বলবান্ অথবা শ্রবণাদিরূপ শিষ্য-প্রযত্ন বলবান্? উত্তর পক্ষে আশঙ্কা-নিরসনার্থ বলিতেছেন,— গুরুপ্রসাদ কেবল ইতি কর্ত্তব্যতা মাত্র, শিষ্যের শ্রবণ কীর্ত্তনাদি-রূপ চেষ্টাই বলবান্—ইহা বলা যায় না। প্রকৃত পক্ষে গুরুকৃপাই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্; কারণ শ্রুতির উদাহরণে গুরুপ্রসাদের বলবত্তাই দৃষ্ট হয়। সত্যকাম ঋষভাদির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণ করিয়াও গুরুর নিকট অভিগমন ও বিশ্রম্ভ-গুরুসেবা দ্বারা ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। যদি শ্রবণাদিই বলবান্ সাধন হইত, তাহা হইলে ঋষভাদির নিকট শ্রবণমাত্রেই সত্যকামের ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইয়া যাইত, গুরুর নিকট পুনর্ব্বার উপদেশ শ্রবণ ও সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সেবা করিবার আবশ্যক থাকিত না। উপকোশল অগ্নির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণ করিয়াও গুরুর নিকট সেই ব্রহ্মজ্ঞান-লাভার্থ অভিগমন করেন। অনন্তর গুরু সত্যকাম উপকোশলকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করিলে, উপকোশল গুরুর আজ্ঞানুসারে নিরন্তর গুরুসেবা-তৎপর হইয়া ব্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভ করেন। এই সকল শ্রুতির উদাহরণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, গুরুপ্রসাদ ব্যতীত ভগবৎপ্রসাদ লাভ হয় না। ইহাতে গুরু কৃপারই প্রাবল্য জানা যায়। যদিও গুরুপ্রসাদেরই প্রাবল্য আছে তথাপি শ্রবণ মননাদিতে উদাসীন হওয়া উচিত নহে। গুরুকৃপায় শ্রবণাদি-সাধন আরও সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইয়া অচিরে ভগবৎ-কৃপালাভের অধিকারী করিয়া দেয়। বরাহ পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, গুরু-প্রসাদই বলবান্ তাহা হইতে বলবত্তর সাধন আর কিছু নাই। তথাপি গুরুপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া তদানুগত্যে অনর্থনিবৃত্তির চেষ্টা করিবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিতেও দেখা যায়—

তাতে 'কৃষ্ণ' ভজে, করে 'গুরু'র সেবন।
মায়া জাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"যে গুরোশ্চরণং সমবহায় ভগবদন্তর্মুখীকর্ত্তুং প্রযতন্তে তে তেষু তেষু উপায়েষু খিদ্যন্তে, অতো ব্যসনশতান্বিতা ভবন্তি, অতএব ইহ সংসারে তিষ্ঠন্ত্যেব, অকৃতকর্ণধরা জলধৌ যথা, তদ্বৎ। "গুরুভক্ত্যা স মিলতি স্মরণাৎ সেব্যতে বুধৈঃ। মিলিতোঽপি ন লভ্যেত জীবৈরহমিকা-পরৈঃ।" (ভক্তিসন্দর্ভ ২০৯ সংখ্যা)

অর্থাৎ যাঁহারা গুরুপাদপদ্ম অবজ্ঞা করিয়া ভগবানের সান্নিধ্যপ্রার্থী, তাঁহারা সেই সেই উপায়ে খিন্ন হন। সুতরাং শত শত ব্যসন আসিয়া গুরুভক্তিরহিত জীবকে ভক্ত-সজ্জায় কেবল সংসারেই বাস করায়। সমুদ্রে কর্ণধার-বর্জ্জিত নৌকার ন্যায় তাহার সংসার হইতে উদ্ধার লাভ ঘটে না। গুরুসেবা দ্বারাই কৃষ্ণলাভ হয়। ভক্তগণ শ্রবণাদি দ্বারা তাঁহার সেবা করেন। আমি অধিক বুঝি, আর অন্য গুরুতে কি অধিক উপদেশ দিবেন—এইরূপ অহঙ্কারে অপরাধ বশতঃ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ তৎপরবর্ত্তী ব্রহ্মসূত্রের

"পূর্ব্ব বিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়ামানসবৎ॥" (ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৪৬)

ভাষ্যে লিখিতেছেন—

"ন চ পূর্ব্বপ্রাপ্ত এব গুরুরিতি নিয়মঃ সমগ্রানুগ্রহকং চেৎ পশ্চাত্তু নঃ প্রকরোতি স্বয়মেব তদা বিকল্পঃ স্যান্মানস-ক্রিয়াবৎ। যথোভয়োর্ধ্যানয়োঃ সমতেঃ পূর্ব্বস্যাচ্চোত্তমো লব্ধঃ স্বয়মেব গুরুর্যদি। গুরুণীয়াদবিচারেণ বিকল্পঃ সময়োর্ভবেৎ। স্বমভাদ্যনুজ্ঞয়া চৈব প্রায়শ্চিত্তমাচ্চ যুজ্যতে ইতি বৃহত্তন্ত্রে। সমর্থানুগ্রহং কশ্চিৎ স্বয়মেব সমো যদি। কুর্য্যাৎ পুনশ্চ গুরুীয়াদবিরোধেন কামতঃ। ধ্যানয়োঃ সময়োর্যদ্বিকল্পঃ কামতো ভবেৎ। এবং গুরোর্দ্বিতীয়স্য বিকল্পো গ্রহণেঽপি চেতি মহাসংহিতায়াম্'' ॥ ৪৬॥

পূর্ব্বসূত্রে আচার্য্য গুরুপ্রসাদেরই বলবত্তা স্থাপন করিয়া এক্ষণে কিরূপ গুরুপ্রসাদে ভগবদ্বিজ্ঞান লাভ হয়, তাহাই বর্ত্তমান সূত্রে নিরূপণ করিতেছেন—

বিচারপূর্ব্বক সদ্গুরুর পাদ-পদ্মে অভিগমন না করিলে ভাবী ফলানুসারে উপাসনার অনুপপত্তি হয়, অতএব সদ্গুরু-বিচার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই স্থানে আচার্য্য আবার পূর্ব্বপক্ষ উঠাইয়া বলিতেছেন যে, 'সন্দেহ হইতে পারে, পূর্ব্বপ্রাপ্ত গুরু স্বীকারেই কি নিয়ম আছে, অথবা পূর্ব্ব গুরু পরিত্যাগ করিয়া অন্য সদ্গুরু গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ?' যদি কেহ বলেন, প্রথম প্রাপ্ত গুরুই স্বীকার করিতে হইবে, কারণ—"প্রথম প্রাপ্ত গুরু পরিত্যাগে রৌরব প্রাপ্ত হয়"—ইত্যাদি প্রমাণে পূর্ব্বপ্রাপ্ত গুরু পরিত্যাগের নিন্দা শ্রুত হইয়া থাকে। অতএব পূর্ব্বপ্রাপ্ত গুরু স্বীকারই নিয়ম, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের মীমাংসায় বলিতেছেন,—পূর্ব্বপ্রাপ্ত গুরুকেই স্বীকার করিতে হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। পরন্তু পূর্ব্বপ্রাপ্ত অন্য সদ্গুরুই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু পুরাতন গুরু হইতে অধিক অনুগ্রহকারী স্বীকার করিবে, তাহা হইতে নিকৃষ্ট গুরু স্বীকার করিবে না। বৃহত্তন্ত্রে লিখিত আছে যে, যদি পূর্ব্ব হইতে উত্তম গুরু লব্ধ হন, তবে তৎক্ষণাৎ সেই গুরুপাদ-পদ্মে উপনীত হইবে; ইহাতে কোন সংশয় নাই। মহা সংহিতাতেও এইরূপ গুরুর বিচার নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব পূর্ব্বপ্রাপ্ত গুরুই গ্রহণ করিবে এইরূপ নিয়ম নাই। উত্তম গুরুর কৃপা লাভ করিয়াই ব্রহ্মোপাসনা সিদ্ধ হয়। এইজন্য শ্রুতিও বলিয়াছেন—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥"

—শ্রীমদ্ গৌড়ীয় সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীজীবগোস্বামিচরণ বলিয়াছেন,—"পরমার্থ-গুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিক-গুর্ব্বাদি-পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ।" (ভক্তিসন্দর্ভ ২১০ সংখ্যা) অর্থাৎ ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক, অযোগ্য গুরুব্রুবকে পরিত্যাগ করিয়াও পরমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

কৌলিক, লৌকিক অযোগ্য গুরুব্রুবগণের অযোগ্য শিষ্যব্রুব সম্প্রদায় স্ব স্ব গুরুর অযোগ্যতাকে 'যোগ্যতা' বলিয়া অবৈধভাবে সমর্থন ও মেয়েলী আচারের অনুসরণ-কল্পে শ্রুতি, স্মৃতি ও ভাগবতাদি সাত্বতশাস্ত্রের বিরুদ্ধে মনগড়া কদর্থ করিয়া বলেন যে, শ্রীল জীবপাদ ব্যবহারিক গুর্ব্বাদি বলিতে "কৌলিক অযোগ্য গুরুব্রুবের কথা বলেন নাই" কিন্তু পিতামাতা প্রভৃতি জাগতিক গুরুবর্গের কথাই বলিয়াছেন। এইরূপ কদর্থের দ্বারা প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় অনেককে বঞ্চনা করিলেও শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যগণ তদ্বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীল জীবপাদ যদি 'ব্যবহারিক গুর্ব্বাদি' বলিতে একমাত্র পিতামাতাকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, তাহা হইলে তাঁহার 'আদি' শব্দ ব্যবহারের সার্থকতা থাকে না, দ্বিতীয়তঃ ঐরূপ সিদ্ধান্ত শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তের প্রতিকূল হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।

দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যান্
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ॥
(ভাঃ ৫।৫।১৮)

যদি 'ব্যবহারিক'-গুরু বলিতে শ্রীজীব গোস্বামী 'পিতা-মাতাকে'ই লক্ষ্য করিবেন, তাহা হইলে তিনি কিরূপেই বা তাঁহার সিদ্ধান্তের সমর্থন-শ্লোকরূপে উপরি-উক্ত ভাগবতীয় শ্লোকটী উদ্ধার করিলেন? উক্ত ভাগবত-শ্লোকে 'পিতা' 'জননী', 'পতি', প্রভৃতি লৌকিক গুরুবর্গের কথা পৃথক পৃথক ভাবে উল্লেখ রহিয়াছে এবং 'গুরু' শব্দটীও পৃথক ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। যদি 'গুরু' বলিতে ব্যবহারিক পিতামাতাই নির্দ্দিষ্ট হইত, তাহা হইলে 'ভাগবত' পৃথক ভাবে আবার স্পষ্ট করিয়া 'পিতা' ও 'জননী' শব্দের ব্যবহার করিতেন না। কেবল তাহাই নহে, 'গুরুর্ন স স্যাৎ' পদের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"বলিঃ শুক্রমিব তং গুরুং ত্যজেদেব—তস্য প্রণামাদ্যাভাবেঽপি ন প্রত্যবায়ী স্যাদিতি ভাবঃ"। অর্থাৎ শুক্রাচার্য্য দৈত্যকুলের বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী গুরু। ইনি মহর্ষি ভৃগুর পৌত্র। কি কুলগৌরব, কি আভিজাত্য, কি পাণ্ডিত্য, কি প্রতিষ্ঠা সর্ব্ববিষয়ে শুক্রাচার্য্য শ্রেষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু সেই দৈত্যকুল-গুরু শুক্রাচার্য্য বলি মহারাজকে বিষ্ণুপাদপদ্মে সমস্ত বস্তু সমর্পণ করিতে দেখিয়া নিজ ভোগ্য-ভাগের অভাব হইবে জানিয়া বলিকে বাধা দিয়াছিলেন। বলি সেই কুলগুরু-শুক্রাচার্য্যকে স্বীকার করেন নাই। তাই শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছেন,—যেরূপ বলি মহারাজ তাঁহার কুল-গুরুব্রুব শুক্রাচার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ যে 'গুরু' সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মোচন করিতে না পারেন, সেইরূপ কৌলিক, লৌকিক, ব্যবহারিক গুরু-ব্রুবগণকে অবশ্য দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিবে। ঐরূপ গুরুকে প্রণতি দ্বারা সম্মান কিংবা তাঁহাদের আচরণের অনুবর্ত্তন না করিলে কখনই অপরাধগ্রস্ত হইতে হইবে না।

অতএব সিদ্ধান্তিত হইল যে, শ্রুতি, শ্রুতিসার-বেদান্ত বা ব্রহ্মসূত্র, বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতের সার সন্দর্ভ এবং সারার্থদর্শিনী-টীকা সমস্বরে অযোগ্য কৌলিক, লৌকিক ও ব্যবহারিক গুরু পরিত্যাগ করিয়া পারমার্থিক সদ্গুরুপাদাশ্রয়ের কথাই বলিয়াছেন। ব্যবসায়ী গুরুগণ ব্যবহারিক। তাঁহাদের পরমার্থের ছলনাও ব্যবসায়ের অন্তর্গত। অতএব উহাও ব্যবহারিকতারই একটী প্রচ্ছন্ন আবরণ।

এইত গেল বেদান্তাচার্য্য বৃদ্ধ বৈষ্ণব শ্রীমধ্বমুনির কথা। আমাদের গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও—

"তন্নির্দ্ধারণানিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্ঘ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্ ॥"
(ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৪১)

এই ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যে "যস্য দেবে পরাভক্তিঃ"—এই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদুক্ত শ্লোকটী উদ্ধার করিয়া ভাষ্যে লিখিয়াছেন, "হরিগুরুভক্ত্যা যেনেয়মাবিষ্কৃতা পঠ্যতে তস্যৈব তদর্থাঃ স্ফুরন্তি, ফলায় চ কল্পন্তে। যেন **জীবিকার্থিনা** [illegible] ছদ্মনা পঠ্যতে তস্য তু নেত্যর্থঃ।" অর্থাৎ যিনি হরি ও গুরুতে ভক্তিবিশিষ্ট হইয়া শ্রুতিপাঠ করেন, তাঁহার নিকটই শ্রুতির অর্থ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত এবং ফলদায়ক হইয়া থাকে। যাহারা জীবিকার্থী হইয়া শ্রুত্যাদি শাস্ত্র পাঠ করেন, তাঁহারা ভগবদ্ভক্তিরহিত। তাঁহাদিগের পাঠ ছলনা মাত্র; তাঁহারা ছদ্মবেশে লোককে বঞ্চনা করেন, সুতরাং তাঁহাদের নিকট শ্রুতির অর্থ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় না এবং তাঁহাদের জীবনও শ্রুতি-তাৎপর্য্যানুসারে পরিচালিত হয় না। বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতও এইরূপ সিদ্ধান্তই কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যে, "শাস্ত্রব্যাখ্যাদি আপবর্গ্য অর্থাৎ ভক্তিলাভের উপায় স্বরূপ; কিন্তু সেই সকলই আবার অজিতেন্দ্রিয়গণের নিকট তাহাদের জীবিকারূপে পরিণত।"

(ভাঃ ৭।১৪৬)

শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুরও বলিয়াছেন,—

"উপশমফলাদ্বিদ্যাবীজাৎ ফলং ধনমিচ্ছতাং
ভবতি বিফলোঽয়ং প্রারম্ভস্তব কিমদ্ভুতম্।"
(বৈরাগ্য শতক)

অর্থাৎ যে বিদ্যা হইতে উপশম অর্থাৎ বহির্বিষয়ে বিরতি লাভ হয়, সেই বিদ্যা হইতে যাহারা ধন প্রত্যাশা করেন, তাঁহাদের চেষ্টা যে নিষ্ফল হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

অতএব আমরা বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ মধ্বমুনি ও গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেবের বেদান্তভাষ্য হইতে আজ দুইটী সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হইলাম,—(১) গুরুকৃপা ও

আচার্য্যসেবনের শ্রেষ্ঠতা এবং তৎসঙ্গে ব্যবহারিক, অযোগ্য গুরু পরিত্যাগে কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় ; (২) শাস্ত্রাদিব্যাখ্যাদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারিব্যক্তিগণ আত্মবঞ্চক ও পরবঞ্চক, শ্রুতিরতাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ, সুতরাং 'গুরু' বা 'আচার্য্য' হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

যাঁহারা বেদান্ত ও বেদান্তাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্বার্থসিদ্ধির জন্য নবীনমত কল্পনা করিয়া অন্ধপথে চলিবেন, তাঁহারা বেদান্তবিরোধী ও মহাজনের পথ হইতে ভ্রষ্টদেহারামী নাস্তিক মাত্র।

সন্দেহ-নিরসন

১। শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টভাবে শ্রীমতী রাধিকাপ্রমুখ গোপীগণের নামোল্লেখ নাই কেন ?

উত্তর—শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত' গ্রন্থে এই প্রশ্নের সুষ্ঠু মীমাংসা করিয়াছেন। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ বলিতেছেন,—"মক্ষিকা যেরূপ স্বমুখে মেরু-ধারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ আমিও গোপীগণের কোন একজনেরও মহিমা এই মুখে বলিতে পারি না। আমার গুরুদেব পরমহংস-কুলশেখর শ্রীল শুকদেব গোস্বামিপ্রভু কৃষ্ণরসাবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রিয়া রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণের নামসমূহ সর্ব্বদাই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি সমর্থা-রতি-বিগ্রহ ব্রজ-গোপীগণের নাম কখনও মুখে উচ্চারণ করিতে পারেন না। প্রশ্ন হইতে পারে শ্রীল শুকদেব গোস্বামিপ্রভু কি গোপীগণের প্রতি গৌরবনিবন্ধন তাঁহাদের নাম উচ্চারণ করিতেন না? তাহা নহে। কারণ তিনি কৃষ্ণরসাবিষ্ট হইয়াই নাম-কীর্ত্তন করিতেন। তাহাতে গৌরব বা মর্য্যাদার অবকাশ নাই। অতি বিস্তৃত, সর্ব্ববিলক্ষণ, পরম-প্রকটিত প্রেমানলশিখার তাপে দগ্ধ গোপীগণের নাম কীর্ত্তন করিলে তাঁহাদিগের স্মরণে তৎসম্বন্ধীয় তীক্ষ্ণ প্রেমানল হইতে সমুত্থিত উচ্চশিখাগ্র-কণিকার স্পর্শমাত্র বৈকল্যের উদয় হয় বলিয়া, তিনি ব্রজগোপীগণের নাম মুখে উচ্চারণ করিতে পারেন না। এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধে গোপী-গণের কথা সামান্যভাবে উক্ত হইয়াছে ; অর্থাৎ তাঁহাদের আচরিত ব্যাপার সমূহ বর্ণিত হইলেও নামগ্রহণাদি দ্বারা বিশেষভাবে বর্ণিত হয় নাই। যেমন (ভাঃ ১০।২১।৫-১১), শ্লোকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামিপ্রভু ব্রজগোপীগণের কথা বলিয়াছেন, যে বেণুরব শ্রবণমাত্রে গোপাঙ্গনাগণ আবেগ-বশতঃ স্ব স্ব কর্ম্ম, লৌকিক ধর্ম্ম, দৈহিক ব্যাপার এবং স্ব স্ব দেহকেও উপেক্ষা করিয়া বেণুগীতাভিমুখে গমন করিয়া-ছিলেন ইত্যাদি। আরও উক্ত হইয়াছে, (ভাঃ ১০।৩০।১৫) কোন গোপী কৃষ্ণ হইয়াছিলেন, কোন গোপী পুতনার ন্যায় লীলা দেখাইয়াছিলেন, কেহ বা বালকৃষ্ণের ন্যায় তাঁহার স্তন পান করিয়াছিলেন, আবার অন্য কেহ বালকের ন্যায় আকার ধারণ করিয়া শকটাকারধারিণী অন্য গোপীকে পদাঘাত করিয়াছিলেন। আরও উক্ত হইয়াছে,—(ভাঃ ১০।৩০।২৬) গোপীগণ পদচিহ্নের অনুসরণে কৃষ্ণ কোন পথে গমন করিয়াছেন, তাহা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের সহিত কোন গোপবধূর পদচিহ্ন মিশিত রহিয়াছে। তখন তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, —"ইহা কোন ললনার পদচিহ্ন ? নিশ্চয়ই ইনি ভগবান্ শ্রীহরিকে আরাধনা করিয়া তুষ্ট করিয়াছেন।" ইত্যাদি (ভাঃ ১০।৩০।৩০) শ্লোকে ঐ শ্রেষ্ঠা গোপীরই প্রতিপক্ষ গোপীগণের উক্তি হইতে চন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোপীগণের কথা শ্রীল শুকদেব গোস্বামিপ্রভু বর্ণন করিয়াছেন। (ভাঃ ১০।৩০।৩৬) শ্লোকে —"বরিষ্ঠং সর্ব্বযোষিতাং' —অর্থাৎ সকলগোপললনার মধ্যে শ্রেষ্ঠা—এই বাক্যদ্বারা গোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকাকেই শ্রীল শুকদেব গোস্বামিপ্রভু লক্ষ্য করিয়াছেন।

অতএব শ্রীল শুকদেব গোস্বামীপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপীগণের চরিত ও লীলা অবশ্যই বর্ণন করিয়াছেন। 'শ্রীরাধা' প্রভৃতি নামের উচ্চারণে শ্রীল শুকদেবের অত্যন্ত প্রেমবৈকল্য উপস্থিত বলিয়াই তিনি বিশেষভাবে তাঁহাদের নাম উচ্চারণ করেন নাই। প্রেমিক-ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত অপরে শ্রীল শুকদেব গোস্বামি প্রভুর চরবগাহী চরিত্র উপলব্ধি করিতে না পারিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া সংসারগতি লাভ করে। মহাভাগবত-গণের আচরণে অনেক সময়েই কৃষ্ণ-বিমুখ-জীব বঞ্চিত হইয়া

থাকে। উহা তাহাদেরই দুর্দ্দৈবের কারণ পরন্তু তাহাতে বাস্তব সত্যের কোন লাঘব হয় না। ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীসার্বভৌমের চরিত্র ও 'নাম' দর্শন করিয়া তদানুগত্যের জন্য ব্যাকুল হন। প্রাকৃত সহজিয়াগণ ও নাস্তিক-সম্প্রদায় কেবলমাত্র বঞ্চিত হইয়া নিজ মঙ্গলের পথে কণ্টক নিক্ষেপ করে।

মুক্তি ও ভক্তি

অবিদ্যাধ্বস্ত-কর্তৃত্বাদি অভিমান পরিত্যক্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থিতির নামই—"মুক্তি" —

"মুক্তির্হিত্বাঽন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।"

(ভাঃ ২।১০।৬)

ঈশ্বরে পরানুরক্তিই—"ভক্তি"। সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত হইয়া ভগবানে ঐকান্তিক শরণগ্রহণ ও নির্ম্মল আত্ম-স্বরূপে অবস্থানপূর্ব্বক সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা যে সর্ব্বেন্দ্রিয়াধিপতি ভগবানের সেবা, তাহাই—"ভক্তি"। যে ভক্তিতে ভগবৎ-সেবাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত অন্য অভিলাষ নাই, যাহা ভোগ বা মোক্ষপিপাসা-নির্ম্মুক্ত, যাহাতে কেবল কৃষ্ণপ্রীতিই লক্ষিত হয়, তাহাই—"শুদ্ধা ভক্তি"।

যেমন কোন ব্যক্তির উদরে শূলবেদনা হইয়াছে, ঐ শূলবেদনা হইতে আরোগ্য লাভের অবস্থাকে 'মুক্তি'র সহিত তুলনা করা যাইতে পারে; আর রোগনির্ম্মুক্ত হইয়া আবার স্বাভাবিকভাবে আহার, বিহার, ভাই, বন্ধু, পিতা, মাতা ও স্ত্রীপুত্রাদির সহিত আলাপ ব্যবহার ও স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ প্রভৃতিকে ভক্তির সহিত উপমা দেওয়া যায়। রোগনির্ম্মুক্ত হওয়াই চরম ফল হইতে পারে না। রোগনির্ম্মুক্ত হইয়া অলস জীবন-যাপন, কিংবা অচেতন কাঠ-পাথরাদির ন্যায় অবস্থান কখনও শ্লাঘ্য ব্যাপার নহে। কোন কোন অর্ব্বাচীন শূলরোগ হইতে চিরতরে মুক্ত হইবার জন্য আত্মহত্যা করিয়া থাকেন। কেবল-মোক্ষকামী ব্যক্তিগণেরও সেইরূপ অবস্থা।

মুক্তি, ভুক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দোঁহার গতি।
স্থাবর-দেহ, দেব-দেহ যৈছে অবস্থিতি॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮।২৫৭)

'ভক্তি' আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি; আর মুক্তি আত্মার শুদ্ধ বা নিরপেক্ষ ভাব।

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র নিখিলশাস্ত্রই সমস্বরে বলেন,—'ভক্তি ব্যতীত মুক্তি হয় না'। 'মুক্তি' 'ভক্তির' মুখাপেক্ষিণী। কিন্তু 'ভক্তি' নিরপেক্ষা। 'শ্রুতি' বলেন—"ত্বমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

অর্থাৎ হে ভগবন্! তোমাকে জানিয়াই জীব 'অমৃতধাম' বা 'মোক্ষ' লাভ করিতে পারে, ইহা ব্যতীত সংসারোত্তরণের দ্বিতীয় পন্থা নাই। এইরূপ 'জ্ঞান' ভগবজ্জ্ঞান বা ভক্তির অঙ্গ বলিয়া উহাও ভক্তি-স্বরূপ। কেবল জ্ঞানে কখনও 'মুক্তি' হয় না।

"ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৪।১০৫)

"কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।২১)

"কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান।
ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্মযোগ জ্ঞান॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১৭)

এতৎপ্রসঙ্গে "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতম্" (ভাঃ ১।৫।১২), "শ্রেয়ঃ সৃতিং" (ভাঃ ১০।১৪।৪), "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ" (ভাঃ ১০।২।৩২) প্রভৃতি শ্লোক আলোচ্য।

অবিদ্যা বা মায়া হইতেই কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দোষ উপস্থিত হয়। কৃষ্ণোন্মুখ 'ভক্তি' হইতে সেই মায়ামুক্ত হওয়া যায়। এতৎ প্রসঙ্গে "মামেব যে প্রপদ্যন্তে" (গীঃ ৭।১৪) ও "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ" (ভাঃ ১১।২।৩৭) শ্লোক আলোচ্য। মুক্তব্যক্তির কৃত্য 'ভক্তি'যাজন। ভক্তিযাজনের পরিবর্ত্তে যদি মুক্তির জন্যই কেবল 'মুক্তি' হয়, তবে উহা আত্মহত্যা বা ভগবদ্বিমুখের দণ্ডস্বরূপ। শ্রীগীতোপনিষৎ "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" (গীঃ ১৮।৫৪)—এই শ্লোকে 'মুক্তি' বা স্বরূপাবস্থানের পর 'পরা ভক্তি' যাজনের কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন।—

"ভট্টাচার্য্য কহে, ভক্তিসম নহে মুক্তিফল।
ভগবদ্বিমুখের হয় দণ্ড কেবল॥
কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে।
যেই নিন্দা যুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে॥

সেই দুইর দণ্ড হয় ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তি।
তার মুক্তি ফলভোগে, যেই করে ভক্তি॥
যদ্যপি মুক্তি হয়ে এই পঞ্চ প্রকার।
সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য আর॥
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার।
তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার॥
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুইত প্রকার॥
ব্রহ্ম-সাযুজ্য হইতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।২৬৩-২৬৯)

কেবল মুক্তিকামীর 'মুক্তি'র আশা আকাশকুসুমের ন্যায় নিরর্থক। কিন্তু ভক্তিপ্রার্থীর 'মুক্তি' করতলগত। যথা শ্রীবৃহন্নারদীয়—

"ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাখ্যাঃ পুরুষার্থা দ্বিজোত্তমাঃ।
হরিভক্তিপরাণান্বৈ সম্পদ্যন্তে ন সংশয়ঃ॥
ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিন্তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা হরি॥"

'মুক্তি' 'ভক্তি'র কিঙ্করী। 'মুক্তি' ভক্তের সেবা করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রতীক্ষমাণ ও তাঁহার কৃপাদৃষ্টির জন্য লালায়িত।

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্য-কিশোর-মূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥"

(শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত ১০৭ শ্লোক)

অর্থাৎ হে ভগবন্! তোমাতে যদি আমাদের ভক্তি স্থিরতরা থাকে, তাহা হইলে তোমার অপ্রাকৃত কিশোর মূর্ত্তি স্বভাবতঃই নির্ম্মল আত্মায় প্রকাশিত হন। ধর্ম্ম ও মুক্তির প্রয়াসে কিছুই প্রয়োজন নাই। 'ভক্তি' থাকিলে 'মুক্তি' স্বভাবতই মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া স্বয়ং আমাদিগকে অবান্তর ফল যে অবিদ্যামোচন, তদ্রূপে সেবা করিতে থাকে। ধর্ম্মার্থকাম সকল যেমন যেমন প্রয়োজন সেইরূপ সময় প্রতীক্ষা করিতে থাকে। তত্তজ্জন্য চেষ্টার প্রয়োজন থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবতে কপিলদেব বলেন,—

সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

(ভাঃ ৩।২৯।১১)

ভগবদ্ভক্তগণকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য বা সাযুজ্যরূপ মুক্তি প্রদান করিলেও তাঁহারা আমার (ভগবানের) সেবা ব্যতীত কিছুই গ্রহণ করেন না।

শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলেন,—

"হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"

(ভাঃ ১০।১৪।৮)

অর্থাৎ যিনি কায়মনোবাক্যে শরণাগত হইয়া জীবনধারণ করেন, তিনি মুক্তিপদে দায়ভাক্ অর্থাৎ তাঁহার সম্বন্ধে অনায়াসে মুক্তিপদ লাভ হয়। অতএব প্রমাণিত হইল কেবলজ্ঞান কখনও মুক্তির কারণ নহে। ভক্তির আনুষঙ্গিক ও অবান্তর ফলই 'মুক্তি'। মুক্তব্যক্তিই ভক্ত।

তবে যে শাস্ত্রের কোন কোন স্থানে মোক্ষসুখের কথা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ কি? যদি এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হয়, তদুত্তরে সাত্বত-শাস্ত্র বলেন,—শাস্ত্রে কোন কোন স্থানে যে, মুক্তিসুখের প্রশংসা করিয়াছেন 'ভক্তি' ঈদৃশ মোক্ষসুখ হইতেও কোটী কোটী গুণ অধিক সুখময়ী, তাহাই বুঝাইবার জন্য। কারণ মোক্ষসুখদর্শন ভিন্ন সাধারণ লোকের নিকট ভক্তিসুখ নিশ্চয় করিবার অন্য নিদর্শন নাই। সাধারণ লোক ত্রিতাপে তপ্ত। তাহারা ত্রিতাপ হইতে উদ্ধার লাভকেই তাহাদের অধিকারোচিত জ্ঞানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া থাকে। তাই, তাহাদের নিকট প্রথমে মোক্ষসুখের উৎকৃষ্ট সুখময়ত্ব বর্ণনা করিয়া পরমোৎকৃষ্ট ভক্তিসুখের কথা বলা হইয়াছে। সেই স্থানে মোক্ষসুখের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন উদ্দেশ্য নহে, পরন্তু তুলনাদ্বারা ভক্তিসুখেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন উদ্দেশ্য। যেমন অত্যন্ত প্রাকৃত লোকের নিকট কর্ম্মশাস্ত্র স্বর্গের শ্রেষ্ঠতা বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু আবার নিবৃত্তিমূলক শাস্ত্রে স্বর্গের অনিত্যতা, পতনভয়, স্পর্দ্ধা, ক্ষয়িষ্ণু ইত্যাদি দোষের কথা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ঐরূপ উক্ত হইলেও যেরূপ প্রাকৃত লোক স্বর্গের জন্যই লালায়িত হয় ও তৎপ্রাপ্তিকেই পরম পুরুষার্থ মনে করে, তদ্রূপ মুমুক্ষুগণও মোক্ষকেই চরম পুরুষার্থ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। বস্তুতঃ 'মুক্তি'

কখনও চরম ফল হইতে পারে না। রোগরূপ দুঃখের অভাব যেরূপ সুখ, তমোময়ী সুষুপ্তি দশাতে যে সুখ, তদ্রূপ। সুখই মোক্ষসুখ। যদি বল,—"আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম"—সুষুপ্তির পর জাগরিত হইলে কি জন্যই বা এইরূপ স্মৃতির উদয় হইয়া থাকে? তদুত্তর এই যে, উহা সুষুপ্তিকালীন সুখবোধের স্মরণ নহে, পরন্তু সুষুপ্তিকালে কোনরূপ স্বপ্ন, মনোরথ ও নিদ্রাবৈকল্যাদি-রূপ দুঃখ ভোগ করিতে হয় নাই। ইহাই উক্ত ভাষাদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সংসারদুঃখাভাবই 'মোক্ষ' বলিয়া কল্পিত। বস্তুতঃ ঐ মোক্ষে কোন সুখ নাই। অনভিজ্ঞগণেরই তাহাতে রুচি। কারণ মোক্ষ অজ্ঞানপক্ষ। সুতরাং বস্তুতঃ সত্তাই নাই। অজ্ঞানময় বন্ধনের যখন কোন সত্তাই নাই তখন মোচনেরও সত্তাভাব। যথা

অজ্ঞানসংজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষৌ
দ্বৌ নাম নান্যৌ স্ত ঋতজ্ঞভাবাৎ।

(ভাঃ ১০।১৪।২৬

অর্থাৎ লোকে অজ্ঞানতা প্রযুক্তই "সংসারবন্ধন", "সংসার-মোচন", এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা প্রকৃত জ্ঞানগর্ভ হইতে পারে না। নিত্যমুক্ত জীবাত্মার "বন্ধন" বা "মুক্তি" কোন কথা হইতে পারে না। জীবাত্মার নিত্যবৃত্তি অর্থাৎ ভগবদ্দাস্য স্বভাবকে জাগ্রত করাই আমাদের প্রয়োজন।

একবার মাত্র পরিহাস বা অবহেলায় অর্থাৎ অপরাধ-নির্ম্মুক্ত হইয়া সম্বন্ধ-জ্ঞানবিহীন ভগবন্নাম (নামাভাস) উচ্চারণ করিলে অনায়াসেই 'মোক্ষ' লাভ হইতে পারে। 'মোক্ষ' যে চরমফল নহে, তৎপ্রমাণও দেখিতে পাওয়া যায় যে, অজামিল ঐরূপ নামাভাসে 'মোক্ষ' লাভ করিয়াও পরে ভগবদ্ভজন করিয়াছিলেন এবং তৎফলে নারায়ণের সেবা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 'সেবা' বা 'ভক্তি' জীবের নিত্য ধর্ম্ম। 'মুক্তি' নিত্য ধর্ম্ম নহে।

নৈয়ায়িকগণের মতে একবিংশতি প্রকারদুঃখ ধ্বংস-রূপ-মোক্ষ, বেদান্তিক-দেশবাদ-মতে অবিদ্যা ও কর্ম্মক্ষয়-রূপ মোক্ষ বিবর্ত্তবাদীর মতে স্বীয় ব্রহ্মাত্মরূপানুভব মোক্ষ স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ সাক্ষাৎ অনুভবরূপ ভক্তিসুখের তুলনায় 'মোক্ষ সুখ' 'নাই' বলিলেই হয়। শ্রীগীতায় (১৪।২৭)—

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ"।

অর্থাৎ আমিই অমৃত অব্যয় স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা।— এই প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, ভগবচ্চরণারবিন্দ-প্রভা-বিস্তারকারী অধিষ্ঠানীয় এবং অমৃত ও অব্যয় ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়-স্বরূপ ভগবৎ-পাদপদ্ম-সেবায় আনন্দ লাভ হয়, প্রভাস্থানীয় ব্রহ্মের অনুভবে কদাচ সেই সুখ লব্ধ হইতে পারে না। কারণ ধর্ম্মীর অনুভবে যাহা লাভ হয়, একদেশ ধর্ম্মের অনুভব তাহা কিছুতেই পাওয়া যাইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম শর্করা পিণ্ডের ন্যায় সুখরূপ ও সুখাধার; 'ব্রহ্ম' কেবল সেই সুখমাত্র কিন্তু সুখাধার নন।

ভক্তিসুখ পরম মহৎ হইয়াও প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন হইতেও নূতন, মধুর হইতেও সুমধুর, অধিক হইতেও পরমাধিকরূপে অনুভূত হয়। কিন্তু ব্রহ্মসুখের তাদৃশ অনুভব হয় না। কারণ উহা সীমাবিশিষ্ট। যেমন স্বর্গকামিগণ স্বর্গের অসীম স্তব করেন, তদ্রূপ সংসার যাতনায় উদ্বিগ্নচিত্ত রসহীন-মুক্তি-পিপাসুগণ বহু প্রকারে 'মোক্ষের স্তব করিয়া থাকেন। গো, ব্রাহ্মণ, যজ্ঞঘাতী দৈত্য সকলও যে 'সাযুজ্য মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন, মোক্ষপর ব্যক্তিগণও যাঁহাদের নিন্দা করিয়া থাকেন, এতাদৃশ দুষ্টগণ-প্রাপ্য বস্তু কি প্রকারেই বা শ্লাঘ্য বলা যায়। 'মুক্তি' হইতে 'ভক্তি'র সর্ব্ব বিষয়ে উৎকর্ষ বিষয়ে বহু বহু পুরাবৃত্তও শ্রুত হয়। দ্বারকায় কোন এক ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার একে একে আটটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই উহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ব্রাহ্মণ ঐ সকল মৃত-পুত্রকে রাজদ্বারে নিক্ষেপ করিয়া রাজার নিন্দা করিতে থাকেন। কৃষ্ণসখা অর্জ্জুন, সখা শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা-শ্রবণে দুঃখিত হইয়া এবং ঐ ব্রাহ্মণকে 'ভগবদ্ভক্ত' জানিয়া ব্রাহ্মণের নবম পুত্রকে নিশ্চয়ই তিনি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবেন, নতুবা অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞামূলা আশ্বাস-বাণী প্রদান করেন। ব্রাহ্মণের নবম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবা-মাত্রই ক্রন্দন করিতে করিতে অদৃশ্য হইল। অর্জ্জুন অনেক অনুসন্ধানেও ঐ বালককে কোথায়ও না পাইয়া অবশেষে স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষার নিমিত্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হন। এদিকে ঐ ব্রাহ্মণও অর্জ্জুনের বহু নিন্দাবাদ করিতে থাকেন। ব্রাহ্মণের এইরূপ ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত অর্জ্জুনের নিন্দাবাদ করিবার একটী গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার পুত্র

মুক্তিপদ লাভ করিয়া ভূমাপুরুষের জ্যোতির্মধ্যে লীন হইয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্তব্রাহ্মণ পুত্রকে মুক্তিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই ঐরূপ ভগবান্ ও অর্জ্জুনের নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন। এদিকে আবার ভগবান্ অর্জ্জুনের নিন্দা শ্রবণ করিতে না পারিয়া ও অর্জ্জুনকে অগ্নি প্রবেশ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অর্জ্জুনকে লইয়া ভূমাপুরুষের নিকট উপস্থিত হন। ভূমাপুরুষ-নারায়ণের জ্যোতির্ম্মধ্যেই সাযুজ্যের অধিকারী লয় প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে দেখিবার জন্য ভূমাপুরুষ উক্ত ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণের পুত্রকে তথায় আনয়ন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীকান্তের অভিলাষ পূর্ণ হইলে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করিলে তিনি উক্ত ব্রাহ্মণের পুত্রকে প্রত্যর্পণ করিলেন। ভগবান ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে ভক্তিপদরূপ দ্বারকাপুরীতে প্রত্যানয়ন করিয়াছিলেন। ইহাতে ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণের মনস্তুষ্টি হইয়াছিল। এই ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, 'মুক্তি'-পদবী হইতে 'ভক্তি'-পদবী কত শ্রেষ্ঠ ও নিঃশ্রেয়সের বরণীয়। ঐ ভূমাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে তৎপুরী পরিত্যাগ কালে বলিয়া ছিলেন, আপনি ইতারিশক্তিদায়ক, আপনার ভক্ত নিষ্ঠ দৈত্যগণকে আমার নিকট প্রেরণ করুন।

শ্রীভগবান্ মহারাজ পৃথুকে বরলোৎকৃষ্ট বর যাচ্ঞা করিতে বলিলে পৃথু মহারাজ ভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন, —"পিতা যেমন পুত্রকে অযাচক হইয়া শ্রেষ্ঠ বস্তু প্রদান করেন, তদ্রূপ আপনিও আমাকে সেইরূপ বর প্রদান করুন।" ভগবান তাহাতে —"ময়ি ভক্তিরস্তু" অর্থাৎ আমাতে ভক্তি হউক এইরূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, "ভক্তিই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠবস্তু। ভগবান্ মুক্তি দিলেও সহজে অত্যন্ত প্রিয় ব্যতীত অপরকে ভক্তি দান করেন না।

পাকার্থ প্রজ্বলিত অগ্নির অন্ধকার-নাশ ও শীত-নাশ যেরূপ অবান্তর ফল মাত্র, সেইরূপ মোক্ষ, আত্মারামত্ব, যোগসিদ্ধি, জ্ঞানাদি ভক্তির অবান্তর ফল মাত্র। ঐ সকল প্রেমের বিরোধী জানিয়া ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না।

নারায়ণপর ভগবদ্ভক্তগণ কোন বস্তু হইতেই ভীত নহেন, তাঁহারা স্বর্গ, মোক্ষ ও নরকে তুল্যার্থদর্শী (ভাঃ ৬।১৭।২৮); ভগবানের চরিতামৃত মহাসিন্ধুমধ্যে পরিভ্রমণকারী বিগতশ্রম ভক্তদিগের মধ্যে কেহ কেহ আপনার পাদসরোজে রমমাণ হংসসমূহের ন্যায় ভগবৎ সংসর্গে পরিত্যক্তাশয় হইয়া মুক্তি পর্য্যন্তও অভিলাষ করেন না (ভাঃ ১০।৮৭।২১) ইত্যাদি সহস্র সহস্র ভাগবতীয় বাক্য এবং প্রাচীন শ্রীনারদ, প্রহ্লাদ ও হনুমদাদির বাক্য সকল যথা —

"যথা ভববন্ধচ্ছিদং তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে" এবং সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণুস্বামীর 'মুক্তগণও স্বেচ্ছায় তনু পরিগ্রহ করিয়া ভগবদ বিগ্রহকে ভজনা করেন এবং "মুক্তোপসৃপ্যা-ব্যপদেশাচ্চ" (ব্রঃ সূঃ ১।৩।২) ইত্যাদি সূত্র ও ভাষ্য-বচন এবং শুকসনকাদি আত্মারাম মুক্তকুলেরও ভগবল্লীলা-কামনাদিরূপ আচরণ, প্রহ্লাদ হনুমদাদির শ্রীভগবৎকর্ত্তৃক দীয়মান মুক্তির প্রত্যাখ্যানরূপ দৃষ্টান্ত 'মুক্তি'র হেয়ত্ব ও 'শুদ্ধা ভক্তি'র শ্রেষ্ঠত্ব ও একমাত্র আশ্রয়ত্বই প্রমাণ

জনকরাজ

পরমধর্ম্মাত্মা সাধুশ্রেষ্ঠ নিমিরাজার বংশে মহাসত্ত্ব মহারাজ জনক আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতার নাম হ্রস্বরোমা। জনকের অপর নাম সিরোধ্বজ। তাঁহার একটি সহোদর ছিলেন, তাঁহার নাম কুশধ্বজ।

যজ্ঞার্থ ভূমিকর্ষণের সময় মহারাজ জনকের লাঙ্গল-পদ্ধতি বা সীতার অগ্রভাগে ভূমিগর্ভ হইতে এক কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেই অযোনি-সম্ভবা কন্যাই সীতা নামে খ্যাত। মহারাজ মহাদেবের নিকট হইতে একটি অতীব গুরুভার ভয়ঙ্কর ধনু পাইয়াছিলেন। পরে, রাজর্ষি জনক পণ করিয়াছিলেন,—যিনি সেই হর-ধনু ভঙ্গ করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই তিনি সীতা সম্প্রদান করিবেন। ক্রমে সীতা প্রাপ্ত-বয়স্কা হইলেন। লোকমুখে তাঁহার অসামান্য রূপ-লাবণ্যের কথা শুনিয়া শত শত মহাবল নরপতি মিথিলায় আগমন করেন, কিন্তু, কেহই সেই মহাধনু ঈষৎ সঞ্চালন করিতেও পারেন নাই। সীতা-লাভও কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। ঘটিবে কেন? তিনি যে স্বয়ং লক্ষ্মী। নারায়ণ ভিন্ন অন্যের সে লক্ষ্মী লাভ হইবে কেন? যথা সময়, বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণই রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া, মিথিলানগরে গিয়া ঐ হরধনু ভঙ্গ করিলেন। জনকরাজ পরমানন্দে

তাঁহার প্রিয়তমা দুহিতা সীতাকে শ্রীরামচন্দ্রের করে সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। পরম ভাগবত জনক, সাক্ষাৎ শ্রীভগবানকে জামাতারূপে প্রাপ্ত হইলেন। সীতারামকে অঙ্কে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

বৈষ্ণব পরমহংস জনকরাজ হরি-ভজন-পর গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। বদ্ধ জীবের মত, মুক্ত বৈষ্ণবগণের গৃহে 'গৃহ' বা বনে 'বন' দর্শন নাই। তাঁহাদের অপ্রাকৃত অনুভূতিতে গৃহে বা বনে সর্ব্বত্রই শ্রীবৃন্দাবন প্রত্যক্ষ হয়। বৈষ্ণব মহাজন গাহিয়াছেন—

"যে দিন গৃহে ভজন দেখি
গৃহেতে গোলোক ভায়।"

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও প্রার্থনায় বলিয়াছেন,—

"গৃহে বা বনেতে থাকে
হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥"

জনকরাজের গৃহবাসও এমনিই ছিল। ভগবদর্পিত নিষ্কপট নিষ্কামকর্ম্মে থাকিয়াও যাহারা নৈষ্কর্ম্ম্য-সংসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা বলিতে স্বয়ং শ্রীভগবানও অগ্রে জনকের নাম করিয়াছেন। বলিয়াছেন—

"কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।"
(শ্রীগীতা ৩।২০)

কালপ্রভাবে অধুনা ভোগসুখতৎপর গৃহব্রত গৃহমেধী ব্যক্তিগণ মনোধর্ম্মে সাধু ও শাস্ত্রকে আপনাদের ভোগবৃত্তির অনুকূলে আবশ্যকমত গড়িয়া লইতে চাহে। তাহারা সাধু-মহাজন এবং দেবতাদিগকেও আপনাদের মনের মত করিয়া সাজাইয়া সেই মনঃকল্পিত ভাবটিকে আপনাদের ভোগেচ্ছা পূরণের যন্ত্ররূপে যথেচ্ছ ব্যবহার করে। গঞ্জিকা প্রভৃতি মাদকদ্রব্য-সেবিগণ সাধু সাজিয়া বলে—"মহাদেব গঞ্জিকা সেবন করেন, আর আমাদের দোষ কি?" এইরূপে, যাহারা মনঃকল্পিত সাধু-শাস্ত্রের দোহাই দিয়া যথেচ্ছাচারে কেবল ইন্দ্রিয় তর্পণ করিতে চাহে, জন্ম জন্ম কাম-কৃমি-পূর্ণ গৃহ-কূপেই মজিয়া থাকিতে চাহে, তাহারা অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতাকে অবাধে প্রশ্রয় দিয়া বলে—"জনকরাজ 'এদিক ওদিক দু'দিক রেখে খেয়েছিলেন দুধের বাটী'" অতএব গৃহ-সুখ-সম্ভোগ ও হরিভজন একসঙ্গে হইবে না কেন? আমরাও দুইদিকই বজায় রাখিব।" এই ভাবেই আমরা পরমহংস বৈষ্ণব মহাজনে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া তদনুকরণে আত্মবঞ্চিত এবং কেবল ঐ "দুধের বাটী"তেই নিমজ্জিত হইয়া মরি।

নিম্নলিখিত—শুক-জনক-সংবাদে, মহাভাগবত মহারাজ জনক যে কেমন 'গৃহী' ছিলেন, তাহা উপলব্ধি হইবে।

জনকরাজ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের শিষ্য ছিলেন। একদা ব্যাসদেব আজন্ম সন্ন্যাসী স্বকীয় পুত্র শুকদেবকে তত্ত্বজ্ঞানলাভ ও কর্ত্তব্য নির্ণয়ের জন্য রাজর্ষি জনক সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। জনকরাজ বিবিধ বিষয়-প্রলোভন বিস্তার করিয়া, বহু পরীক্ষা করিলেও, তাহাতে শুকদেব আত্মযোগ হইতে অণুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। তখন, তিনি (মহারাজ), তাঁহার মাহাত্ম্য সম্যক অবগত হইয়া স্বয়ং মস্তকে অর্ঘ্যবহন করিয়া আনিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। পরে, তাঁহার আগমন উদ্দেশ্য অবগত হইয়া প্রথমতঃ, তিনি তাঁহাকে সংসার-সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। কিন্তু, যখন দেখিলেন, শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী শুকদেব, গুণময়ী প্রকৃতি রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া, তাহার বহু ঊর্দ্ধে পরমহংস-কুল-সেবিত ভাগবতধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তখন, তিনি—সেই ব্যাসশিষ্য সর্ব্ববিৎ জনক-রাজ—শুকদেবকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"পূর্ব্বতন ঋষি-গণ লোকসমূহকে উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে সংযত করিতে সদ্‌শিক্ষা দিবার জন্য এবং তাহাদের ভোগমুখে কর্ম্ম-বন্ধন ছেদন করিবার জন্য, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য প্রভৃতি চারি আশ্রমোচিত ধর্ম্ম সকল সংস্থাপন করিয়াছেন। যথাক্রমে সেই সকল আশ্রম-ধর্ম্মের বিধিবিধানে অবস্থান করিয়া লোক বহু-জন্মের পর কর্ম্মের শুভাশুভ ফল ত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ আত্ম সুখাভিলাষে কিম্বা দুঃখের ভয়ে কোনও কর্ম্ম না করিয়া কেবল ভগবৎ প্রীতিসাধন-লক্ষ্যে জীবনের কর্ত্তব্যবোধে তাহা অনুষ্ঠান করিয়া) মায়া-মুক্তি লাভ করিতে পারে। কিন্তু, যে ব্যক্তি বহুজন্ম এরূপ শাস্ত্র-বিধির বশে ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্যাদি আশ্রম-ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া মনোবুদ্ধ্যাদি বিশুদ্ধ অর্থাৎ কাম-মলমুক্ত ও ভগবদনুরক্ত করিতে পারেন, সেই শুদ্ধাত্মা ব্যক্তি পরবর্ত্তী জন্মে প্রথম আশ্রমেই অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যেই থাকিয়া মায়া-মুক্তি লাভ করেন; তাঁহাকে আর আশ্রমান্তরে প্রবেশ করিতে অর্থাৎ দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারী হইতে হয় না। কারণ, ধর্ম্ম-কর্ম্মের যাহা চরম ফল

সেই ভগবদনুরাগরূপ পরম অভীপ্সিত বস্তু লাভ হইলে আর অন্যত্র অপর ব্যাপার ব্যর্থ মাত্র। রজঃ এবং তমো গুণের যে দোষ তাহা সর্ব্বদা ত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ তাহাদের বশে বিপথ-গত বা ইন্দ্রিয় সুখাসক্ত না হইয়া, সতত সাত্ত্বিক মার্গ-অবলম্বনে যাহাতে অন্তরে পরমাত্ম-স্বরূপ প্রত্যক্ষ হন, তাহাই শ্রেয়স্কামিজনের সর্ব্বথা অনুষ্ঠেয়। এইরূপে সর্ব্বভূতে অন্তরে বাহিরে ভগবদ্দর্শন এবং জগদ্ধাম শ্রীভগবানেই আশ্রিতত্বরূপে সকলকে দর্শন হইলে, সেই দ্রষ্টার আর বনে বা ভবনে কোনও ভেদ থাকে না; তিনি জলে জলচর জীবের মত যে কোনও স্থলে যে কোনও অবস্থায় থাকিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না; কোনও কারণে তাঁহার অসুখ বা উদ্বেগ জন্মে না, তিনিও কাহারও অসুখ বা উদ্বেগের হেতু হন না। তিনিই ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্ম-স্বরূপ শ্রীভগবানকে লাভ করেন। ব্রহ্মন্, এ সমস্তই আপনি সম্যক্ জ্ঞাত আছেন। শ্রীগুরু-প্রসাদে আমি আপনার মহিমা অবগত আছি।" রাজর্ষি জনকের মহিমা জ্ঞাত হইয়া সফলকাম শুকদেবও প্রস্থান করিলেন।

হরিপরায়ণ মহাভাগবত জনকের এই অমূল্য বাক্য মহাভারতে (শান্তি পর্ব্ব ৩২৬ অধ্যায়) চিরোজ্জ্বল ভাবে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার ভুবনমঙ্গল মহচ্চরিত্র আলোচনা করিলে সজ্জন মাত্রেরই সদা উপলব্ধি হয়,—তিনি 'এদিক ওদিক্ দু'দিক্ রাখিয়া দুধের বাটী' খান নাই। মহাভাগবত-গণের কেহ কখনই 'দু'দিক' রাখিতে ব্যস্ত বা 'দুধের বাটী' খাইতে ব্যগ্র হন না। তাঁহাদিগকে তাহা হইতে হয় না। তাঁহারা, অখিল ঐশ্বর্য্য-লক্ষ্মী যাঁহার শ্রীপদ-সেবা লাভের জন্যই সদা লালায়িতা—একান্ত কাঙ্গালিনী, সেই 'লক্ষ্মী-সহস্র-শত-সম্ভ্রম-সেব্যমান' শ্রীগোবিন্দপাদপদ্মেই সর্ব্বান্তঃকরণে রত থাকিয়া সর্ব্বজয়ে সমর্থ হন; সেই দিকেই যথাসর্ব্বস্ব সঁপিয়া দিয়া সর্ব্বদিগ্বিজয়ে অমিতপ্রভাব ধারণ করেন। আর 'দুধের বাটী'র জন্য তাঁহারা ব্যস্ত হইবেন কি? সমস্ত ব্রজগোপগোপীগণের অপরিমিত অমৃত দুগ্ধের যিনি এক-মাত্র ভোক্তা সেই ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীগোবিন্দ স্বয়ং দুগ্ধভাণ্ড বহন করিয়া তাঁহার প্রাণাধিক ভক্তগণকে ভোজন করাইবার জন্য সদা ব্যস্ত। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের দৃষ্টান্ত আলোচ্য।

মহারাজ জনকের ন্যায় পরমহংস মহাভাগবতগণ সংসার লীলাভিনয় দেখাইয়াও তাঁহারা সকল বর্ণ ও আশ্রমের গুরু, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অপরে 'দু'দিক' রাখিতে যাইয়া সেই 'একদিকে'ই অগাধ সংসারসমুদ্রেই নিমগ্ন হন। 'দু'দিক রাখা' কখনও হয় না।

> স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
> বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
> গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
> মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ॥
>
> (ভক্তিরসামৃত সিন্ধু পূঃ বিঃ ৮৭)

বৃহদারণ্যকাদি শ্রুতিতে এবং পুরাণে অনেক স্থলে যে সকল জনকের কথা পাওয়া যায় তাঁহারা সকলেই এই মহা-ভাগবত জনক বলিয়া বোধ হয় না। জনক নামে একাধিক রাজা কালে কালে আবির্ভূত এবং তিরোহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু, এই মহাভাগবত জনক দেবর্ষি নারদাদির মত যুগে যুগে নিত্য বর্ত্তমান।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যার পর)

অক্ষজজ্ঞানে যে বস্তু দেখি তাহা ভগবৎপদ্ম বাচ্য নহে। কিন্তু, এরূপ কথা শুনে, নিরাশ হ'বারও কোনও কারণ নাই—

> "আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
> এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥

অভিজ্ঞান বাদ (Empiricism) দ্বারা কখন বাস্তব সত্যের নিকট গমন করা যায় না। যদি তর্কের স্পৃহা পরিত্যাগ ক'রে—

> "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।"
>
> (গীতা ৪।৩৪)

গীতার এই বাক্যের সম্মান করি, তবেই বাস্তব সত্য পা'ব।

> "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
> জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং।

স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।"

(ভাঃ ১০।১৪।৩

(হে ভগবন, নির্ভেদব্রহ্মচিন্তারূপ জ্ঞান-চেষ্টাকে সম্পূর্ণ দূর করিয়া যাঁহারা সাধুমুখবিগলিত আপনার কথা শ্রবণ করেন ও কায়মনোবাক্যে সাধুপথে থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, ত্রিলোকমধ্যে আপনি দুর্ল্লভ হইয়াও তাঁহাদের নিকট সুলভ হইয়া পড়েন। "ম"কারের অর্থ "অহঙ্কার"; "ন"কারের অর্থ "নিষেধ"। যদি আমরা জড়-জগতের সেবা—নেশার সেবা পরিত্যাগ করি, একান্ত-ভাবে একমাত্র ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হই, তবেই আমাদের মঙ্গল। অতিরিক্ত-জ্ঞান-সংগ্রহ ক'রলে অতিরিক্ত ভোগ-লালসা বৃদ্ধি হয়। যা'দের গায়ে জোর বেশী আছে, তাদেরই কি সত্য উপলব্ধি হ'বে? প্রাকৃত বিজ্ঞানবিৎ কি মনো-বিজ্ঞানবিৎ হ'লেই কি ভগবত্তত্ত্ব বুঝতে পারবে? তা' নয়। 'ভবদীয় বার্ত্তা' অর্থাৎ শ্রীহরির কথা শ্রবণ না করা পর্য্যন্ত, জীবের মঙ্গল হ'তে পারে না। বাহ্য ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তুর কথা আমি বলছি না বা যাতে আমাদের ইন্দ্রিয়-সুখ হয় এরূপ কথাও বল্‌ছি না। যাতে ভগবানের ইন্দ্রিয়ের সুখ হয়—এরূপ কথার নামই 'হরিকথা'। জটা-জুট ধারণ করলে, ত্যাগী সাজ্‌লে, বা বড় গেরস্ত হ'লেই তাকে সাধু বলা যায় না; সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-নিরত ব্যক্তির নামই সাধু। সর্ব্বক্ষণ শ্রীভগবানের সেবার জন্য ব্যস্ত ব্যক্তিই সাধু। নিত্যকাল—সর্ব্বক্ষণ যে সকল চেষ্টার জন্য ব্যস্ত আছেন, সে সকলই যাহার ভগবানের সেবার জন্যই, তিনি সাধু।

মূর্খ তাঁকে (অজিত ভগবানকে) সেবায় জয় করতে পারে, পাণ্ডিত্যাভিমানী তাঁকে জয় করতে পারে না। ভগবদ্ভক্ত ভক্তবাক্যের অনুসরণ করেন, তিনি অনুকরণ মাত্র করেন না। অনুকরণ করাটা খুব সোজা। আমরা অনেক সময় সাধুর অনুকরণ করি; সাধুর অনুসরণ না ক'রে কেবল তাঁহার অনুকরণ করা—তাঁহাকে ভেঙ্‌চানো মাত্র। সাধুর অনুকরণ করতে গিয়ে আমরা দশায় পড়ি, অশ্রু, কম্প, পুলক দেখাই, এবং আরও কত কি ক'রে থাকি। আমরা আবার গৌরসুন্দরের ও গৌরভক্তগণের অনুকরণ করতে গিয়ে ওলাউঠা ভাল করা উদ্দেশ্য নিয়ে কীর্ত্তন করি, ব্যবসায়ী ভাগবত কথক-পাঠক হ'য়ে পড়ি, গুরুসজ্জায় কখনও বা মন্ত্রদাতা গুরু হ'য়ে বসি; ইত্যাদি।

হরিকীর্ত্তন জিনিসটী অত ক্ষুদ্র নয়; যাহার প্রাপ্তিতে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়, জীবের পরম-প্রয়োজন 'প্রেমা' লাভ হয়, সেই জিনিস কখনও ক্ষুদ্র ভোগ বা মোক্ষের জন্য অথবা বণিকের পণ্যের মত ব্যবহার করা যে'তে পারে না। কৈতব বা ছলনা-রাজ্যের প্রধান অধিবাসিনী "মুক্তি"। প্রকৃত মুক্তি লাভ কে করবে? সেই মুক্তি পাওয়াটা, বদ্ধ অবস্থা হ'তে উদ্ধার হওয়া,—স্বভাবকে লাভ করা, যাকে মায়াপাশ নিবদ্ধ করেছে, তার সেই পাশ হ'তে বিমুক্ত হওয়াই যথার্থ মুক্তি।

একটা গল্প বলি। এক সময় একজন কাঠুরে বন হ'তে একটা খুব বড় কাঠের বোঝা মাথায় ক'রে আসছিল; বোঝাটা অত্যন্ত ভার বোধ হওয়ায়, আর দুটি ভাতের জন্যে প্রত্যহ এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ অসহ্য মনে হওয়ায় সে সেইটা মাটীতে ফেলে আক্ষেপ ক'রে ব'লছিল—"পোড়া যমও আমাকে ভুলে আছে; এখনি আমায় এসে নেয় ত বাঁচি।" অমনি সত্যি সত্যি যম এ'সে হাজির। এ'সে বললে—"আমি যম, এই এসেছি। আমাকে ডাকলে কেন?" কাঠুরের তখন চক্ষুঃস্থির, বৈরাগ্য শুকিয়ে গেছে, সেই দেহটার উপরেই বিষম মমতা এসে পড়েছে। সে থতমত খেয়ে বললে—"এই—এই—বলি যম ঠাকুর, এমন কিছু না,—তবে এই বোঝাটা তুলে দেবার জন্যেই তোমাকে ডে'কেছিনু।"

অধিকাংশ ফল্গুত্যাগীর অবস্থাই এইরূপ। তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে সন্ন্যাসী হন না।

বলদেব প্রভুর বল যদি সঞ্চয় করতে পারি, তবেই আমাদের মঙ্গল হবে;—তবেই আমাদের প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ণাশ্রম ও পারমহংস্য-ধর্ম্মের সার্থকতা হ'বে। বাহ্য জগতে নিষ্কিঞ্চনতা ধর্ম্ম এ'সে পড়বে। বাহ্য জগতের কোনও মর্য্যাদা, বা কোনও কথার মধ্যে আমি সংশ্লিষ্ট নই,—এইরূপ বুদ্ধির উদয় হ'বে। যাঁহারা সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবা করেন, সেই সকল সাধুর প্রসঙ্গ হ'তেই আমরা ভগবানের শক্তি সমূহ অবগত হ'তে পারি। কায়মনোবাক্যে বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করতে করতে আমাদের আত্মার ক্রমশঃ

শ্রদ্ধা রতি ও ভক্তির আবির্ভাব হয়। বাহ্য জগতের বিক্রম সমূহ আমাদি'কে আর পরাভূত ক'রতে পারে না।

ভগবান্ আচার্য্য

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি শ্রীচৈতন্য-লীলা গ্রন্থ-পাঠকগণেই গৌরপার্ষদ—শ্রীভগবান আচার্য্যের নাম শ্রবণ করিয়াছেন। ইনি হালিসহরবাসী ছিলেন। ইনি স্বয়ং পরমবৈষ্ণব, সুপণ্ডিত, আর্য্য, বৈরাগ্যপ্রধান এবং একান্তভাবে চৈতন্যচরণে শরণাগত থাকিলেও ইঁহার পিতৃপরিচয়াকাঙ্ক্ষী শতানন্দ খান পরম বিষয়ী, ভগবদ্বিমুখ ছিলেন। একদিকে যেমন শতানন্দ খান বিষয়ী ছিলেন, অপরদিকে ইঁহার অনুজ গোপাল ভট্টাচার্য্য শঙ্করভাষ্য পড়িয়া একজন মায়াবাদী হইয়াছিলেন। ভগবান আচার্য্য বাহ্য-দৃষ্টিতে খঞ্জ ছিলেন। তিনি স্বীয় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মেই অবস্থান করিতেন।

আমরা গৌরভক্তগণের চরিত্র বর্ণনকালে বলিয়াছি যে, শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার এক একটী ভক্তদ্বারা জগতে ভক্তি-পথের পথিকগণের জন্য—সমগ্রজীবের কল্যাণের জন্য এক একটী মহান আদর্শ ও মহতী শিক্ষা সংস্থাপন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার নিত্যসিদ্ধ—নিত্যমুক্ত পার্ষদগণের দ্বারা অনর্থযুক্ত বদ্ধজীবকে প্রবঞ্চনাময় বহুরূপী অনর্থের কবল হইতে সতর্ক করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার অমন্দোদয়া দয়ার উদাহরণ। তিনি বিষয়ী-জীবকে 'মুক্ত' করিবার জন্য তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীরূপসনাতন দ্বারা প্রথমে তাঁহাদের বিষয়ী থাকিবার লীলা, পরে বিষয় হইতে মুক্ত হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও ভক্তের ন্যায় আচরণ করিয়া ভক্তের কৃত্য শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় দয়ালু আর কে?

মহাবদান্য গৌরসুন্দর তৎপার্ষদ শ্রীভগবান্ আচার্য্য দ্বারা আমাদিগকে কি শিক্ষা দিয়াছেন, আমরা আজ তাহারই আলোচনা করিব। তিনি এই আচার্য্য দ্বারা আমাদিগকে অনেক বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই, আচার্য্য নিজে একান্ত শুদ্ধ-ভক্তি-পথাশ্রয়ী ও শ্রীচৈতন্যানুগত-কিঙ্কর হইলেও তাঁহার পিতৃপরিচয়াকাঙ্ক্ষী একজন পরম বিষয়ী ও তাঁহার অনুজ পরিচয়াকাঙ্ক্ষী একজন মায়াবাদী। একজন বুভুক্ষু আর একজন মুমুক্ষু। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন,—

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥

অর্থাৎ ভুক্তি এবং মুক্তি এই দুইটাই পিশাচী। এই দুইটীর কোন একটী যাহাদের হৃদয় অধিকার করিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ে কি প্রকারেই বা ভক্তিদেবীর আবির্ভাব হইবে।

"স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণ-ভক্ত 'নরক' করি' মানে।

কৃষ্ণভক্তের নিকট বিষয়-ভোগ বা প্রাপঞ্চিক কৃষ্ণবিষয় ত্যাগ উভয়ই তুল্য। কিন্তু ভগবান আচার্য্যের পিতা ও অনুজ পরিচয়াকাঙ্ক্ষীর মধ্যে একজন ভোগপিশাচী দ্বারা আক্রান্ত, আর একজন ত্যাগপিশাচী দ্বারা আক্রান্ত ছিলেন। ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান আচার্য্যের চরিত্র দ্বারা আমাদিগকে দেখাইলেন যে, 'বৈষ্ণবতা' শৌক্র-পারম্পর্য্য বা বংশগত ব্যাপার নহে। তিনি যে কেবল ভগবান আচার্য্যের চরিত্র দ্বারা এরূপ দেখাইয়াছেন, তাহাও নহে, তাঁহার বহু পার্ষদ দ্বারা তিনি জগতে প্রাকৃত সহজিয়াগণের ধারণা,—'বৈষ্ণবতা' 'গোস্বামিত্ব' প্রভৃতি শৌক্র-বংশগত ব্যাপার—তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি প্রভুর পিতৃপরিচয়াকাঙ্ক্ষী বিষয় 'বিষ্ঠাগর্ত্তের কীট' হইলেও শ্রীরঘুনাথ সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মূল আচার্য্য ও গোস্বামী-রূপে শ্রীগৌরসুন্দর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ভগবান আচার্য্যের পিতৃপরিচয়াকাঙ্ক্ষী "পরম বিষয়ী" হইলেও ভগবান আচার্য্য—"বিষয়বিমুখ, আচার্য্য, বৈরাগ্য-প্রধান, পরম বৈষ্ণব।" অতএব 'বৈষ্ণবতা' কখনই বংশগত ব্যাপার নহে। 'বৈষ্ণবতা' আত্মার বৃত্তি। উহা প্রাকৃত সহজিয়াগণের হরিবিমুখ চিন্তা-স্রোতোপথ ধারণানুযায়ী শৌক্রবিচার বা পিতৃত্বের মধ্য দিয়া পিতা হইতে পুত্রে সঞ্চারিত হয় না। চিদ্বস্তু কখনও অচিদ্বস্তু দ্বারা পরিবর্দ্ধিত বা সম্বর্দ্ধিত হয় না। প্রাকৃত সহজিয়াগণের ঐরূপ হরিবিমুখিনী বুদ্ধিকে শোধন করিবার জন্যই পরম করুণাময় গৌরসুন্দর আমাদিগকে ভগবান আচার্য্য দ্বারা দেখাইলেন যে, পিতা 'পরমবিষয়ী' থাকিলেও, ভ্রাতা 'মায়াবাদী' হইলেও, সেই কুলে বৈষ্ণব

আবির্ভূত হন। কুল বা বংশ বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতার কারণ নহে। পূর্ব্বদিক সূর্য্যোদয়ের কখনই কারণ নহে।

শ্রীভগবান্ আচার্য্যের দ্বারা মহাপ্রভু আর একটী শিক্ষা দিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শ্রীভগবান আচার্য্য বাহ্যদৃষ্টিতে 'খঞ্জ' ছিলেন। ভগবানের পার্ষদ—যাঁহার দেহ চিদানন্দময়, যাঁহাতে সর্ব্ববিধ সৌন্দর্য্য বর্ত্তমান—যিনি সেবা-সৌন্দর্য্য দ্বারা সর্ব্বাংশ যুক্ত, তাঁহাতে খঞ্জত্ব প্রভৃতি দোষ কিরূপে থাকিতে পারে? কর্ম্মফলবাধ্য জীবই পূর্ব্বজন্মের কৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিবার জন্য নানাপ্রকার পীড়া বা বপুগত দোষ লইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করে। ভগবানের ভক্ত ত আর কর্ম্মফলবাধ্য হইয়া জগতে আসেন না? তবে তাঁহাদিগের ঐরূপ বপুগত দোষ উপস্থিত হইল কিরূপে? ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর অক্ষজ-জ্ঞান-বিভ্রান্ত আমাদের ন্যায় মূঢ় জীবের ভ্রমাপনোদন করিবার জন্য সর্ব্ব-শোভাময়, সর্ব্বরূপবিশিষ্ট নিজজনকে কুদর্শন-প্রমত্ত বহির্ম্মুখ লোক-লোচনের নিকট খঞ্জ সাজাইলেন; ইহার উদ্দেশ্য আছে। তিনি ভক্তের মাহাত্ম্য প্রচারকারী। পাছে অভক্তসম্প্রদায় ভক্তের বপুগত দোষ তাহাদের ভোগময়ী দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া সাধুতে 'অসাধু' বুদ্ধি করে অথবা পাছে মর্ত্ত্যবুদ্ধিক্রমে তাঁহাদিগকে নিজের সহিত সমান জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করে এবং প্রকৃত ভক্তের কৃপা লাভ হইতে বঞ্চিত হয়, তজ্জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার ভক্তের দ্বারা এই লীলা প্রদর্শন করিলেন। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অসুরবিমোহন ও ভক্তার্ত্তিবর্দ্ধন জন্য সর্ব্বকারণ-কারণ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর অনাদি বস্তু হইয়াও ভয়, ক্লেশ, নিদ্রা প্রভৃতি অষ্টাদশ প্রকার (যাহা জীবে পরিলক্ষিত হয়) তাহা অঙ্গীকার করিবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গৌরাবতারে তিনিই নিজ পূজা হইতে ভক্ত পূজার শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিতে আসিয়াছেন। পাছে ভবিষ্যতে অক্ষজ-জ্ঞান-বিভ্রান্ত-জীবসমূহ ভগবদ্ভক্তের জাতিগত দোষ, কর্কশতাদি স্বাভাবিক দোষ, কদর্য্যবর্ণ, কুগঠন, পীড়া-জরাদি-জনিত কুদর্শন প্রভৃতি বপুদোষ প্রাকৃতদৃষ্টিতে দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রাকৃতজীব-জ্ঞান বা আপনাদের সহিত সমান বুদ্ধি করে, সেই জন্যই তিনি ঠাকুর হরিদাসকে যবনকুলে, ঝড় ঠাকুরকে ভূঁইমালী কুলে, উদ্ধারণ ঠাকুরকে স্বর্ণবণিক কুলে অবতীর্ণ করাইলেন; সেই জন্যই তিনি ভগবান্ আচার্য্যকে প্রাকৃত লোক-লোচনের নিকট খঞ্জরূপে দেখাইলেন; আমরা তাঁহার শিক্ষাই শ্রীরূপের উপদেশামৃতে দেখিতে পাই—

> "দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ
> ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
> গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদ-ফেন-পঙ্কৈ
> র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥"

(উপদেশামৃত ৬)।

অর্থাৎ এই প্রপঞ্চে অবস্থিত ভগবদ্ভক্তের নীচবর্ণ, কর্কশতা, আলস্যাদি স্বাভাবিক দোষ অথবা কদর্য্যবর্ণ, পীড়া, কু-গঠন প্রভৃতি বপুদোষ প্রাকৃত দৃষ্টিতে দেখিতে নাই। যেরূপ নীচধর্ম্মপ্রাপ্ত গঙ্গোদক বুদ্বুদ্ ফেন পঙ্কদ্বারা ব্রহ্ম-দ্রবত্ব অর্থাৎ অপ্রাকৃতত্ব কদাপি পরিত্যাগ করেন না, তদ্রূপ আত্মস্বরূপলব্ধ বৈষ্ণবগণ জড়দেহের অনুস্যূত জন্ম বা বিকার-ধর্ম্মের দ্বারা প্রাকৃতত্ব দোষে দূষিত হইবেন না। গঙ্গাজল যেরূপ নিত্য পবিত্র অপ্রাকৃতবস্তু, উহাতে ফেনপঙ্কাদি দৃষ্ট হইলেও কখন নিত্য পবিত্র গঙ্গোদক হইতে পবিত্রতা পরিত্যক্ত হয় না, তদ্রূপ বৈষ্ণবও নিত্য পবিত্র, তাঁহার দেহ অপ্রাকৃত। অক্ষজদৃষ্টি সেই অপ্রাকৃত বস্তুতে যে সকল দোষ দর্শন করে, তাহা দর্শনজনিত দোষ, প্রকৃত পক্ষে দৃশ্যবস্তুতে বিন্দুমাত্র কোনও দোষ স্পর্শ করে নাই।

অতএব ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তি প্রাকৃতদৃষ্টিতে শুদ্ধ বৈষ্ণবের কোন দোষ দর্শন করিয়া তাঁহার চরণে অপরাধ করিলে ভজন হইতে অধঃপতিত হইবেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু দ্বারা এই উপদেশ জগতে প্রচার করিতেছিলেন আবার তাঁহার নিজ পার্ষদ ভগবান্ আচার্য্যের দ্বারাও জগতে এই শিক্ষা দিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীভগবান্ আচার্য্যের দ্বারা কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তির অভিনয় প্রদর্শন করাইয়া আমাদিগকে আরও একটী মহতী শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ আচার্য্য মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। তাঁহাতে কোন প্রকার দোষ স্পর্শ করে নাই। লোক-শিক্ষাকল্পে মহাপ্রভুর ইচ্ছায় ভগবান্ আচার্য্যের এই লীলা। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে ভগবান্ আচার্য্যের অনুজ একজন মায়াবাদী ছিলেন। একদা আচার্য্যের অনুজ—নাম শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য... কাশীতে মায়াবাদী গুরুর নিকট হইতে বেদান্ত অধ্যয়ন

করিয়া নীলাচলে ভগবান আচার্য্যের সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ আচার্য্য অনুজকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করাইবার জন্য যেন বিশেষ ব্যগ্র হইয়া মহাপ্রভুর নিকট লইয়া গেলেন। মহাপ্রভু কৃষ্ণাপরাধী মায়াবাদীকে দেখিয়া অন্তরে সুখী হইতে পারিলেন না। কিন্তু ভগবান্ আচার্য্যের সম্বন্ধে বাহ্যে প্রীতির আভাস মাত্র প্রদর্শন করিলেন—

আচার্য্য তাহারে প্রভুপদে মিলাইল।
অন্তর্যামী প্রভু চিত্তে সুখ না পাইলা॥
আচার্য্য সম্বন্ধে বাহ্যে করে প্রীত্যাভাস।
কৃষ্ণভক্তি বিনা প্রভুর না হয় উল্লাস॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।৯০-৯১)

আর একদিন ভগবান্ আচার্য্য মূল গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভুকে বলিলেন—

বেদান্ত পড়িয়া গোপাল আসিয়াছে এথানে।
সবে মেলি' আইস, শুনি "ভাষ্য" ইহার স্থানে॥

শ্রীল স্বরূপ দামোদর ভগবান্ আচার্য্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া আচার্য্যের প্রতি প্রেমক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—

"বুদ্ধিভ্রষ্ট হইল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে॥
বৈষ্ণব হইয়া যেবা শারীরক-ভাষ্য শুনে।
সেব্য-সেবক-ভাব ছাড়ি' আপনারে 'ঈশ্বর' মানে॥
মহাভাগবত, কৃষ্ণ প্রাণধন যাঁর।
মায়াবাদ-শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তাঁর॥"

ভগবান্ আচার্য্য স্বীয় কৃষ্ণনিষ্ঠার শ্লাঘা জানাইয়া স্বরূপ দামোদরকে বলিলেন,—

"* * * 'আমা সবার কৃষ্ণনিষ্ঠ চিত্তে।
আমা-সবার মন ভাষ্য নারে ফিরাইতে॥'

কিন্তু শ্রীল স্বরূপ দামোদর শুদ্ধভক্তের হৃদয়-বিদারক মায়াবাদের অর্থ নিরূপণ করিয়া আচার্য্যকে বলিলেন,—

"* * * তথাপি মায়াবাদ শ্রবণে।
'চিদ্‌ব্রহ্ম, মায়া মিথ্যা' এইমাত্র শুনে॥
জীবজ্ঞান-কল্পিত, ঈশ্বরে—সকল অজ্ঞান।
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মন-প্রাণ॥

শ্রীল স্বরূপের এই কথা শুনিয়া ভগবান্ আচার্য্য যেন লজ্জা ও ভয়ে ম্রিয়মাণ হইলেন এবং তাঁহার আর বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি অন্য একদিবস গোপালকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

পাঠক! ভগবান্ আচার্য্যের দ্বারা এরূপ লীলা-প্রকাশ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে কি শিক্ষা দিলেন, আপনারা চিন্তা করিয়াছেন কি? আমরা অনেক সময় হরিভজন করিতে আসিয়াও পূর্ব্ব-ইতিহাস ভুলিতে পারি না। কেহ বা পিতা, কেহ বা ছোট ভাই, কেহ বা স্ত্রী-পুত্র আত্মীয় স্বজন, কেহ বা পাড়াপড়শী বা পূর্ব্বসঙ্গীকে 'আমি যে ধর্ম্ম-পথ অবলম্বন করিয়াছি, সেই ধর্ম্ম-পথে তাহারাও আসুক,' এইরূপ শুভানুধ্যানের নাম করিয়া তাহাদের প্রতি পূর্ব্বাসক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকি। এরূপ সঙ্কল্প উত্তম হইলেও কোমল-শ্রদ্ধের ইহাতে অনেক সময়ই অসুবিধা, এমন কি ভজনরাজ্য হইতে বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে। নিজে দৃঢ়ভিত্তিতে সংস্থাপিত না হইয়া—ছোট ভাই, পিতামাতা, ভাইবন্ধু বা স্ত্রীকে আমার পথের পথিক করিতে গিয়া আমি যতটুকু ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়াছিলাম, সেইটুকু হইতে পর্য্যন্ত সরিয়া পড়ি। অপরিপক্কাবস্থায় অপরের মঙ্গল ধ্যান করিতে গিয়া অপরের মঙ্গল করা দূরে থাকুক, নিজেই অমঙ্গলে পতিত হই। তাই সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণ আমাদের পূর্ব্ব-সঙ্গিগণের বহির্ম্মুখতা বা ভক্তিবিরোধিনী বিদ্ধা-চেষ্টা দেখিয়া বাহ্যে প্রীত্যাভাস প্রদর্শন করিলেও অন্তরে উল্লসিত হন না। কারণ, তাঁহারা অন্তর্যামী। তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, এই সকল, আত্মীয়-স্বজন-নামধারী ব্যক্তি 'হরিকথা' শ্রবণ করিতে আসেন নাই; পরন্তু তাঁহাদের যে আত্মীয় স্বজনটি হরি-সেবোন্মুখ হইয়াছেন, প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহাকেই সেবা হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। সাধু-গুরু-বৈষ্ণব আমাদের স্বজনাখ্যদস্যুগণের প্রবৃত্তি বুঝিয়া আমাদিগকে সেই বহির্ম্মুখ সঙ্গ হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন। ইহাই শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পরম কৃপা। মায়ার কবলে কবলিত হইয়া আমরা অনেক সময় এইরূপ প্রকৃত শুভেচ্ছু গুরু-বৈষ্ণবকে আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রতিকূল কার্য্য করিতে দেখিয়া অন্তরে অসন্তুষ্ট হইলেও তাঁহারা আমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্যই সচেষ্ট থাকেন।

আবার অনেক সময় আমরা আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত,

বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয় স্বজনগণকে সর্ব্ববিদ্ গুরু বৈষ্ণবের নিকট লইয়া আসিয়া তাঁহাদের (আত্মীয়-স্বজনবর্গের) যে সকল 'বাহাদুরীর কথা' আছে তাহা সাধু-গুরুগণকে শ্রবণ করাইবার জন্য ব্যস্ত হই। মনে ভাবি, বোধ হয় সাধু গুরুর জ্ঞানের কিছু লাঘবত আছে, ইঁহাদের দ্বারা তাঁহাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার আরও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে।' কোমলশ্রদ্ধ অনেক ব্যক্তির অথবা পরমার্থ-পথে প্রবেশ-লিপ্সু অনেক ব্যক্তিরই এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হইয়া থাকে। এইরূপ বিচার-প্রণালী কৃষ্ণ-সম্বন্ধ জ্ঞানের অভাব হইতেই উৎপত্তি লাভ করে। অনর্থ থাকা কালে আমরা বুঝিতে পারি না যে, শ্রীগুরু ও বৈষ্ণব কোন মর্ত্ত্য জীব নহেন। তাঁহাদের প্রাকৃত-অভিজ্ঞতাবাদিজীবের ন্যায় অপূর্ণ জ্ঞান-ভাণ্ডার নানাস্থান হইতে আহৃত পরিবর্ত্তনশীল খণ্ড-জ্ঞানরাজির দ্বারা পূর্ণ করিতে হয় না। 'গুরু' 'বৈষ্ণব' নিত্যকাল অদ্বয়-জ্ঞানের আশ্রিতবিগ্রহ। তাঁহারা অদ্বয় জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাদের কথাই নিত্য। তাঁহাদের কথা অন্যান্য জীবে শ্রবণ করিলে জীবের মঙ্গল হইবে; অপরের 'বাহাদুরী' বা পরামর্শ শ্রবণ করিবার আবশ্যকতা তাঁহাদের নাই। শ্রীল স্বরূপ দামোদর মূল গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য। তাঁহার দাসানুদাসের কৃপা-লাভ করিলে জগতে অসংখ্য বেদান্তাচার্য্য ও সুদার্শনিকের আবির্ভাব হইতে পারে। শ্রীল স্বরূপদামোদরের কুদার্শনিক মায়াবাদী বা অসুর বিমোহনকারী ভাষ্য শুনিবার আবশ্যকতা নাই। জগতের জীবকুল যাহারা সেইরূপ কুদর্শনে নষ্ট-দৃষ্টি হইয়াছেন দিব্য-জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা সেই সকল বঞ্চিত ব্যক্তিগণের উদ্ধারকল্পেই শ্রীল স্বরূপ দামোদরের আবির্ভাব। তিনি জগদ্গুরু। তিনিই গৌড়ীয়ের অধীশ্বর। তিনি যথার্থই বেদ-মূর্ত্তি। বেদান্ত বেদ্য পুরুষ তাঁহারই করতলগত। অতএব সেইরূপ জগদ্গুরু আচার্য্য বা বৈষ্ণবগণের জ্ঞানের কিছুমাত্র অভাব আছে বা তাঁহাদের কাহারও কোন বাক্য, উপদেশ, মতামত বা মন্তব্য শুনিবার কিছু প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে—এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি যেন ভক্তিপথের পথিকগণের কখনও উদিত না হয়, তজ্জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবান্ আচার্য্যের দ্বারা ঐরূপ লীলা প্রকাশ। যাহাতে 'ভগবান্', 'ভক্তি' ও 'ভক্তের' নিত্যতা স্বীকৃত হয় নাই তাহা 'প্রচ্ছন্ননাস্তিকতা'। বৌদ্ধ-চার্ব্বাক আদি সরল-নাস্তিক। লোকে তাহাদিগকে প্রথম মুখেই নাস্তিক বলিয়া ধরিয়া লইতে পারেন। কিন্তু বিষ-কুম্ভ-পয়োমুখ মায়াবাদ-ভাষ্যের পাণ্ডিত্যাদি চাকচিক্যে প্রলুব্ধ হইয়া জীবের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। যে পাণ্ডিত্য ভগবানের নিত্য ও অস্তিত্ব স্বীকার করেন না—যে পাণ্ডিত্য ভগবানের নিত্যভক্তির উদ্দেশ করেন না, যে পাণ্ডিত্য ভগবানের নিত্য-ভক্তের নিত্য গুণ-কীর্ত্তনে পর্য্যবসিত হয় না, সে পাণ্ডিত্য প্রবল মূর্খতা অতএব ভক্তগণের কখনও মায়াবাদ-ভাষ্য শ্রবণ করা উচিত নহে। কিন্তু মায়াবাদ-ভাষ্য শ্রবণ করিতে হইবে না বলিয়া যেন আমরা প্রাকৃত-সহজিয়ার বিচারে আবদ্ধ হইয়া আচার্য্য-সর্ব্বজ্ঞ মুনির বেদান্ত-ভাষ্য, শ্রীরামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য, শ্রীমধ্বাচার্য্যের পূর্ণপ্রজ্ঞ-দর্শন, শ্রীনিম্বার্কের "বেদান্তপারিজাত-সৌরভ", সূত্র-কর্ত্তা শ্রীব্যাসের অকৃত্রিমবেদান্তভাষ্য, মূল-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল স্বরূপের অনুগ শ্রীবলদেবের গোবিন্দভাষ্য শ্রবণ হইতে বিরত না হই।

(ক্রমশঃ

শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪র্থ খণ্ড ৪৮ সংখ্যার পর)

> হাহন্ত চিত্তভুবি মে পরমোষরায়াং
> সদ্ভক্তিকল্পলতিকাঙ্কুরিতা কথং স্যাৎ।
> হৃদ্যোকমেব পরমাশ্বসনীয়মস্তি
> চৈতন্যনাম কলয়ন্ ন কদাপি শোচ্যঃ ॥৪৩॥

ভক্ত্যানুগ্মী চিত্তবৃত্তি, উপায় বর্জ্জন।
শরণ-আপত্তি এই শঙ্কার লক্ষণ ॥
কর্ম্মাদি কর্ত্তব্য জীবের আছয়ে তাবৎ।
শ্রবণ কীর্ত্তনে শ্রদ্ধা না হয় যাবৎ ॥
বিশ্বাস শ্রীগুরু-শাস্ত্রে স্বরূপ-লক্ষণ।
তটস্থ-লক্ষণে লয় কৃষ্ণের শরণ ॥
সর্ব্বভাবে শরণ লইয়া যেই ভজে।
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা তা'রে কভু নাহি ত্যজে ॥
হে কৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্র ! আমি ত' কপট।
মিছা ভক্তি-চেষ্টা মোর অন্তরে উৎকট ॥
মুখে বলি তব পদে লইনু শরণ।
অন্তরে বিশ্বাস নাই তোমার চরণ ॥

তুমি হে অন্তরযামী বুঝ সে চাতুরী।
অন্যে ফাঁকি দিতে পারে, তুমি ধর চুরি॥
নিষ্কপটে যদি আমি লইতাম্ শরণ।
ভক্তিবীজ অঙ্কুর তবে হইত দর্শন॥
আমার এ চিত্ত-ভূমি ভীষণ প্রান্তর।
অন্যবাঞ্ছা পূতিক্ষারে পরম-উষর॥
ব্যভিচার শূন্য শুদ্ধ-ভক্তি-কল্পলতা।
কেমনে হইবে হায়, অঙ্কুরিত তথা॥
অচতুর মালী, তা'র না জানি' যতন।
শুদ্ধ শ্রবণাদি জল না কৈনু সেচন॥
যদি বল করিতেছ শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তাহে শুন শ্রদ্ধাহীন না লয়ে শরণ॥
শরণ-আপত্তিরূপা জলপাত্র ঝারি।
শ্রদ্ধায় সিঞ্চ শ্রবণ-কীর্ত্তনাখ্য বারি॥
অন্য-অভিলাষে ছিদ্র হৈল মোর ঝারি।
অন্ধ-হেন জলদান অভিনয় করি॥
কর্ম্মাদি আগ্রহে চিত্ত কঠিন হইল।
ছিটে ফোঁটাজলে পরগাছা জনমিল॥
লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি নিষিদ্ধ-আচার।
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা বহু সংখ্যা নাহি তা'র॥
দশ অপরাধ হিংস্র পশু দলে দলে।
ক্রমে ইচ্ছামত পশে আসি' সেইস্থলে॥
তা'র মধ্যে বৈষ্ণব অপরাধ হাতী।
ছারখার কৈল মোর চিত্ত মদে মাতি'॥
চূর্ণ কৈল ভক্তিবীজ দলিয়া চরণে।
প্রেমফল আশা আর করিব কেমনে॥
হে চৈতন্য, তবু এই হৃদয়ে ভরসা।
তোমার নামের গুণে পূর্ণ হবে আশা॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নাম যে করে গ্রহণ।
অচৈতন্য-দশা হ'তে লভে সে চেতন॥
তব নামগ্রাহি-জন লয় তব শিক্ষা।
তোমার কৃপায় তা'র পূর্ণ হয় দীক্ষা॥
তব নামগ্রাহী আর তোমার আশ্রিত।
শোচ্য বলি কভু কোথা না হয় লক্ষিত॥
এই আশা মনে মোর সতত প্রবল।
সর্ব্বার্থহীনের গতি তুমি সে কেবল॥৫৩॥

"আলালনাথ"

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের পাঠকমাত্রেই শ্রীগ্রন্থে "আলালনাথের" কথা পাঠ করিয়াছেন। সমুদ্রতীর দিয়া দক্ষিণে যাইতে পুরী হইতে সাতক্রোশ দূরে আলালনাথ গ্রাম। তথায় আলালনাথ—চতুর্ভুজ বাসুদেব-বিগ্রহ একটী কারুকার্য্যময় সুরম্য প্রস্তরমন্দিরে বিরাজিত রহিয়াছেন। বনমধ্যে একটী ক্ষুদ্রগ্রামে শ্রীআলালনাথের শ্রীমন্দির। অদ্যাপি মন্দিরের নিকটবর্ত্তী এই স্থানগুলি 'অলার পাট্না— 'অল্বর পত্তনম', 'অলাবপুর'—'অল্বরপুর' প্রভৃতি নামে খ্যাত।

'আলালনাথ' শব্দটী 'অল্বরনাথ' বা 'আলোয়ারনাথ' শব্দের অপভ্রংশ. তামিল ভাষায় ভগবৎপার্ষদগণকে 'আলোয়ার বলে। 'আলোয়ার' শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'দিব্যসূরি'। সুতরাং 'আলোয়ারনাথ'—'অল্বরনাথ' বা তদপভ্রংশ 'আলালনাথ' বলিতে 'দিব্যসূরিনাথ' বুঝাইয়া থাকে।

আমরা শ্রীঅনন্তাচার্য্য প্রণীত 'প্রপন্নামৃত'গ্রন্থের ৭৪ অধ্যায়ে দ্বাদশজন অল্বর বা আলোয়ারের নাম দেখিতে পাই—

"কাষার-ভূত-মহদাহ্বয়-ভক্তিসারাঃ
শ্রীমচ্ছঠারিকুলশেখর-বিষ্ণুচিত্তাঃ।
ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু-মুনিবাহচতুষ্কনীন্দ্রাঃ
তে দিব্যসূরয় ইতি প্রথিতা দশোর্ব্ব্যাম্॥
গোদা যতীন্দ্রমিশ্রাভ্যাং দ্বাদশৈতান্ বিদুর্ব্বুধাঃ।
বিসৃজ্য গোদাং মধুরকবিনা সহ সত্তম॥
কেচিদ্দ্বাদশ সংখ্যাতান্ বদন্তি বিবুধোত্তমাঃ॥"

—(১) কাষারমুনি বা সরোযোগী (পয়গই আল্বর) (২) ভূতযোগী (শঙ্খাবতার; পুদত্ত আলবর্), (৩) ভ্রান্তযোগী বা মহদ্ (পে-আলবর্), (৪). ভক্তিসার (তিরুমড়ি সাইপ্পিরাণ আলবর্), (৫) শঠারি, শঠকোপ, পরাঙ্কুশ, বকুলাভরণ (নম্মালবর্), (৬) কুলশেখর (কৌস্তুভাবতার, কুলশেখর আলবর্), (৭) বিষ্ণুচিত্ত (গরুড়াবতার; পেরি ই আলবর্), (৮) ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু (তোণ্ডারড়িপ্পড়ি আলবর্), (৯) মুনিবাহ, যোগীবাহ, প্রাণনাথ (শ্রীবৎসা-

বতার তিরুপ্পাণি আলবর), (১০) চতুর্থবি পরকাল (কার্মুকাবতার, তিরুমঙ্গই আলবর), (১১) গোদা (আণ্ডাল্) নীলালক্ষ্মাবতার, (১২) রামানুজ (লক্ষ্মণাবতার, যংবারুমানার, উদইয়াবার, ইলাই আলবর), (১৩) মধুর-কবি (মধুর কবিগল আলবর)।

কেহ কেহ "গোদা"কে আলোয়ারের মধ্যে গণনা না করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী একাদশ ও মধুর কবিকে লইয়া দ্বাদশ আলবরের সংখ্যা নির্দ্দেশ করেন।

উক্ত আলোয়ার বা দিব্যসূরিগণের মধ্যে কোনও একজন আলোয়ারদাস বর্ত্তমান আলালনাথের চতুর্ভুজ বাসুদেব বিগ্রহ প্রকট করিয়া থাকিবেন। আলোয়ার সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ বলিয়া শ্রীবিগ্রহের নাম 'আলালনাথ' এবং সেই বিগ্রহের নাম হইতে উক্ত স্থানের নামও 'আলালনাথ' হইয়া থাকিবে।

কোনও বৈষ্ণব মহাজন গাহিয়াছেন,—

"গৌর আমার যে সব স্থানে
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে সব স্থান হেরব আমি
প্রণয়ি-ভকত সঙ্গে॥"

সুতরাং গৌর ও গৌরভক্তের পদাঙ্কিত ভূমি বলিয়া আলালনাথ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নিকট মহাতীর্থ ও পরম আদরের বস্তু। একদিকে যেমন আলালনাথ বহুপ্রাচীন-যুগ হইতে বিষ্ণুক্ষেত্র বলিয়া বৈষ্ণবমাত্রেরই বন্দনীয় ও সেব্যস্থান, অপরদিকে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের অধ্যুষিত ভূমি বলিয়া সেই স্থান গৌড়ীয়গণের নিকট আরও অধিকতর আদরের বস্তু। শ্রীমন্মহাপ্রভু অনবসরসময়ে অর্থাৎ স্নানযাত্রার পর নবযৌবনদর্শনের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত যে কয়েক দিবস জগন্নাথের দর্শন হইত না, সেই সময় কৃষ্ণ-বিরহে আলালনাথে অবস্থান করিতেন—

"অনবসরে জগন্নাথ না পাঞা দরশন।
বিরহে আলালনাথ করিলা গমন॥"

চৈঃ চঃ মধ্য ১।১২২

গৌড়ীয় ভক্তগণও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগমনে আলালনাথে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত অবস্থান করিতেন। প্রতিবৎসরই শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণসঙ্গে আলালনাথে গমন করিয়া শ্রীআলালনাথের সমীপে স্তবনৃত্যকীর্ত্তনাদি করিতেন। মহাপ্রভু আলালনাথ পথ ধরিয়া দক্ষিণ দেশে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও ভক্তগণ আলালনাথ পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর সঙ্গে গিয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু মহাপ্রভুর দক্ষিণ যাত্রা কালে আলালনাথ-বিজয়ের কথা এইরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন—

সবাসঙ্গে প্রভু তবে আলালনাথ আইলা।
নমস্কার করি' তাঁরে বহুস্তুতি কৈলা॥
প্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈলা কতক্ষণ।
দেখিতে আইলা তাঁহা বৈসে যতজন॥
চৌদিকেতে সব লোক বলে হরি হরি।
প্রেমাবেশে মধ্যে নৃত্য করে গৌরহরি॥
কাঞ্চনসদৃশ দেহ অরুণ-বসন।
পুলকাশ্রু কম্পস্বেদ তাহাতে ভূষণ॥
দেখিতে লোকের মন হইল চমৎকার।
যতলোক আইসে কেহ না যায় ঘর॥
কেহ নাচে, কেহ গায়—শ্রীকৃষ্ণ গোপাল।
প্রেমেতে ভাসিল লোক স্ত্রী-বৃদ্ধ-আবাল॥

শুনি' শুনি' লোক সব আসি' বহির্দ্বারে।
'হরি হরি' বলি' লোক কলরব করে॥
তবে মহাপ্রভু দ্বার করাইল মোচন।
আনন্দে আসিয়া লোক পাইল দরশন॥
এইমত সন্ধ্যাপর্য্যন্ত লোক আসে যায়।
বৈষ্ণব হইল লোক সবে নাচে গায়॥
এইরূপে সেই ঠাঞি ভক্তগণ সঙ্গে।
সেইরাত্রি গোঁয়াইলা কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥
প্রাতঃকালে স্নান করি' করিলা গমন।
ভক্তগণে বিদায় দিল করি' আলিঙ্গন॥

চৈঃ চঃ মধ্য ৭।৭১-৮১, ৮৭-৯১

দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালেও শ্রীমন্মহাপ্রভু আলালনাথ হইয়া শ্রীক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন—

আলালনাথে আসি' কৃষ্ণদাসে পাঠাইল।
নিত্যানন্দ আদি নিজগণে বোলাইল॥

চৈঃ চঃ মধ্য ৯।৩৩৮

অনবসরকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহ ও একাকী

আলালনাথে গমনের কথা শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপ্রভু স্থানে স্থানে বর্ণন করিয়াছেন, যথা—

> গোপীভাবে বিরহে প্রভু ব্যাকুল হঞা।
> আলালনাথে গেলা প্রভু সবারে ছাড়িয়া॥
>
> চৈঃ চঃ মধ্য ১১।৬৭

শ্রীমন্মহাপ্রভু অনেক সময়ে ভক্তগণকে ক্রোধলীলা প্রদর্শন করিয়া আলালনাথে গমনের ভয় প্রদর্শন করিতেন। কখনও বা লোকসংঘট্ট এড়াইয়া নির্জ্জনে বাস করিবার জন্য আলালনাথে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। পরমানন্দ-পুরী যখন ছোট হরিদাসকে ক্ষমার নিমিত্ত মহাপ্রভুর নিকট আবেদন জানাইয়াছিলেন, তখন মহাপ্রভু অসন্তুষ্টচিত্তে গোবিন্দসহ পুরী ত্যাগ করিয়া আলালনাথে গমনের ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন—

> মোরে আজ্ঞা হয়, মুঞি যাঙ আলালনাথ।
> একলে রহিব তাহা গোবিন্দ মাত্র সাথ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এক সময়ে কাশীমিশ্রকে বলিয়াছিলেন,—

> ইহা রহিতে নারি যামু আলালনাথ।
> নানা উপদ্রব ইঁহা নাহি পাই স্বাস্থ্য॥
>
> চৈঃ অন্ত্য

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর সকল বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, 'আলালনাথ' শ্রীমহাপ্রভুর অতি প্রিয়স্থান। প্রকৃত প্রস্তাবেই 'আলালনাথ সর্ব্ববিষয়ে ভক্ত ও ভজনানন্দি-গণের সেবাস্থান।

শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবক্ষেত্র শ্রীআলালনাথের শ্রীমন্দিরের সন্নিকটে আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখারূপে "শ্রীব্রহ্ম গৌড়ীয়মঠ স্থাপিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যপদাঙ্কিত ভূমির সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্ট নামকীর্ত্তন প্রচারার্থ ভক্তসত্ত্বাবাস বা শুদ্ধভক্তিমঠ সংস্থাপিত হওয়া আবশ্যক আলালনাথে এযাবৎ হরিকথা প্রচারার্থ কোনও শুদ্ধভক্তিমঠ স্থাপিত হয় নাই। যাহাতে শ্রীআলালনাথ হইতে সমগ্র দাক্ষিণদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম আবার প্রচারিত হইতে পারে, তজ্জন্যই গৌরসুন্দরের প্রেরণায় গৌরনিজজনগণের দ্বারা এই মঠ স্থাপিত হইল

"ষাঠীর মাতা"
বা
সার্ব্বভৌম-গৃহিণী

রথযাত্রা কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের প্রাণপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শনে নীলাচল আসিয়াছিলেন; চারিমাস অবস্থিতির পর তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। প্রভু আমার স্বরূপ দামোদর, দামোদর পণ্ডিত, পুরী গোসাঞি, কাশীশ্বর ও ভৃত্য গোবিন্দসহ স্বীয় আশ্রমে আছেন। সুযোগ বুঝিয়া একদিন সার্ব্বভৌম আসিয়া প্রভুর পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন- "প্রভো, এইবার অবসর হ'য়েছে, একটী মাস আমার ঘরে ভিক্ষা করতে হ'বে।" উত্তরে প্রভু বলিলেন—"না, তাহা ধর্ম্ম নহে, তাহা করতে পারি না।" তখন সার্ব্বভৌম বলিলেন—"তবে বিশ দিন।" প্রভু বলিলেন—"না; সন্ন্যাসীর ইহা কর্ত্তব্য নহে।" সার্ব্বভৌম আবার ভয়ে ভয়ে পনেরটী দিনের কথা বলিলেন। প্রভুও আবার বলিলেন "না; তোমার ঘরে ভিক্ষা একই দিবস।" সার্ব্বভৌম এইবার প্রভুর চরণ ধরিয়া, বিনতি করিয়া দশটী দিনের ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। প্রভু তাঁহার কাতরতায় শেষে পাচটী দিনের ভিক্ষা অঙ্গীকার করিলেন। সার্ব্বভৌম আর একটী প্রার্থনা করিলেন যে, প্রভু যেন একা তাঁর গৃহে নিমন্ত্রণে গমন করেন; কারণ, অনেক সন্ন্যাসীকে একত্র নিমন্ত্রণ করিলে অপরাধ হইতে পারে। কি জানি, যদি কাহারও সেবার কোন ত্রুটী হয়। উদ্দেশ্য, তাঁহার প্রাণ-প্রভুকে বিরলে লইয়া প্রাণ ভরিয়া সেবা করিবেন, কাহারও অপেক্ষা থাকিবে না। স্থির হইল, সেই দিনই প্রভু মধ্যাহ্নে তাঁর গৃহে একাকী গিয়া ভিক্ষাগ্রহণ করিবেন। সার্ব্বভৌম তৎক্ষণাৎ গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। এ আনন্দ কর্ম্মীর কর্ম্মসাফল্যের আনন্দ নয়; এ আনন্দ যোগীর যোগসিদ্ধির আনন্দ নয়; এ আনন্দ জ্ঞানীর গুরুতর ব্রহ্মানন্দও নয়। ঐ সকল কোটি কোটি আনন্দ ঐকান্তিক ভক্তের এই আনন্দের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র—অতি তুচ্ছ।

"কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটি ব্রহ্মসুখ তার নহে এক বিন্দু॥"

চৈঃ চঃ আদি ৬।৭৩।

সার্ব্বভৌম শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী —'ষাঠীর মাতা'; তাঁহার একমাত্র সন্তান 'ষাঠী'র নাম হইতেই তাঁহার এই আখ্যা হইয়াছে। তিনিও প্রভুর মহাভক্ত এবং স্নেহে জননী সমা। যেমন পতি, তেমনি পত্নী, যথার্থ 'সহধর্ম্মিণী' নামের যোগ্যা। শ্রীগৌরসুন্দর উভয়েরই প্রাণ হইতে প্রিয়তম; সর্ব্বক্ষণের সেব্যধন; উভয়েরই দেহ, গেহ, গৃহধর্ম্ম—সমস্ত তাঁহারই প্রীতির জন্য, তাঁহারই সেবার জন্য। তথায়, তাঁহারই সুখ-সাধন-চেষ্টা ভিন্ন স্বপ্নেও অন্য চেষ্টা নাই। ভট্টাচার্য্য গৃহে আসিয়াই একমুখ হাসিয়া গৃহিণীকে পরম শুভ-সংবাদ, পরম সৌভাগ্যের কথা জ্ঞাপন করিলেন। গৃহিণীও ইঁহারই জন্য একান্ত উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রভু আসিতেছেন— অখিল-সাধনার পরম দুর্ল্লভ নিধি—নিখিল জগতের একমাত্র সেব্যধন—আজ তাঁহাদের গৃহে আসিতেছেন, সংবাদ শুনিবা মাত্র, আর কথা নাই, অমনি সেই সাধ্বী—তাঁহার সমগ্র শক্তি—সমগ্র প্রাণ মনঃ দেহ উৎসর্গ করিয়া পাক কার্য্যে নিযুক্তা হইলেন। যোগি,—কোথায় তোমার যোগে চিত্তবৃত্তি-নিরোধ বা ইন্দ্রিয়জয়ের অতি ভঙ্গুর অস্তিত্ব? এস, এস, দেখিয়া যাও, তোমার যোগ হইতে কত উচ্চ কোন্ মহাযোগে আজ এই যোগিজনারাধ্যা দেবী একান্ত নিমগ্না সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানহারা। মুনি-মনোমোহিনী মহামায়ার এমন কি প্রলোভনীয় বস্তু আছে, যাহার দ্বারা এই অকৈতব ভগবৎ-সেবারতা সাধ্বীর অণুমাত্রও চাঞ্চল্য বা বিচ্যুতি সম্ভব?

সার্ব্বভৌমের গৃহ আজ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার; অথবা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারেও বুঝি কিছু অভাব আছে। সার্ব্বভৌমের ভাণ্ডার আজ সকল অভাব শূন্য, সর্ব্ববিধ উপাদেয় দ্রব্য সম্ভারে পরিপূর্ণ হইয়া যেন হাসিতেছে। প্রাপ্তবয়স্কা ও বিবাহিতা কন্যা ষাঠীর সাহায্যে তাঁহার মাতা মনোমত আয়োজন একত্র করিয়া বিবিধ বিচিত্র ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিতেছেন। স্বয়ং সার্ব্বভৌমও সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, পাককার্য্যে পত্নীর সহায়তা করিতেছেন। দ্বিতীয় প্রহর মধ্যেই সুশৃঙ্খলায় সুচারুরূপে পাককার্য্য সম্পূর্ণ হইল। কি কি প্রস্তুত হইল; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তাহার পরিচয় দিতেছেন,—

"দশ প্রকার শাক, নিম্ব-তিক্ত-সুক্ত ঝোল।
মরিচের ঝাল, ছানাবড়া, বড়া—ঘোল॥
দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড, বেসর, লাফ্‌রা।
মোচাঘণ্ট, মোচাভাজা, বিবিধ শাকরা॥
বৃদ্ধকুষ্মাণ্ড বড়ীর ব্যঞ্জন অপার।
ফুলবড়ী, ফল মূলে বিবিধ প্রকার॥
নব নিম্ব-পত্র সহ ভ্রষ্ট বার্ত্তাকী।
ফুলবড়ী, পটোল ভাজা, কুষ্মাণ্ড মানচাকী॥
ভ্রষ্ট-মাষ-মুদ্গ সূপ অমৃত নিন্দয়।
মধুরাম্ল, বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়॥
মুদ্গ বড়া, মাষবড়া, কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীর-পুলি, নারিকেল আর যত পিষ্ট॥
কাঞ্জিবড়া, দুগ্ধচিড়া, দুগ্ধ লকলকী।
আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি॥
ঘৃত সিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপা কলা ঘনদুগ্ধ আম্র তাহা ধরি॥
রসালা-মথিত দধি-সন্দেশ অপার।
গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার॥"

(মধ্য ১৫শ পঃ)।

ইহা সংক্ষেপ পরিচয় মাত্র। সর্ব্ববিৎ শ্রীশ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামীও সমস্ত পরিচয় "কহিতে না শকি" অর্থাৎ 'কহিতে শক্তি নাই' বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। ইহা হইতেই অনুমান কর, রন্ধন কলা কুশলা, সকল সদ্ভোজ্য-রচন চতুরা শক্তিমতী ষাঠীর মাতা, আজ শ্রীপ্রভুর সেবার জন্য কি বিরাট্, কি বিপুল, কি চমৎকার উপচাররাজি প্রস্তুত করিয়াছেন। বোধ হয়, শ্রীগান্ধর্ব্বিকা দেবীর শক্তি তাহাতে আবির্ভূতা হইয়া, নন্দরাজভবনে নন্দরাণীর নিদেশ মত নন্দদুলালের রসনাযোগ্য রন্ধনের ন্যায় এই সকল অগণিত উপাদেয় ভোজ্য সংযোগ করিয়াছেন। অপূর্ব্ব সৌরভে সমগ্র ভবন, সমগ্র পল্লী গর গর হইয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে, এই স্থলে আমরা অপ্রিয় হইলেও বাধ্য হইয়া একটা কথা বলিব। আজ কাল সাধুসঙ্গ সচ্ছিক্ষা-বর্জ্জিত অতীব শোচ্যজনসমূহের কেহ কেহ বলেন,—চরিতামৃতাদিবর্ণিত বৈষ্ণবদের এই সব অতি বিস্তার আহার্য্য আয়োজন ব্যাপার, আর কিছুই নহে, উহা মানব-রসনার অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত অত্যুপাদেয় মৎস্যমাংসাদি রচিত

আচার্য্যসমূহের স্থান পূরণার্থই একটা মনঃপ্রবোধক প্রয়াস মাত্র !!! হায়, হায়,—হরি, হরি, হরি,—ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের এমন দুর্দ্দিনও হইল, এমন কথাও কর্ণগোচর হইল ! ইহার উত্তরে ঐ শোচ্য ব্যক্তিদিগকে আমরা কিছু বলিতে চাহি না। তবে তাহাদের ঐ বিষোদ্গারে পাছে কোনও কোমলশ্রদ্ধ কনিষ্ঠভক্তের কোনপ্রকার বিকার উপস্থিত হয়, সেই ভয়েই এই প্রসঙ্গে এইটুকু বলিতেছি ;—দেহারামী দেহাত্মবুদ্ধি গৃহমেধী ব্যক্তিদের আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের বা কুটুম্ব পোষণের জন্য যে রন্ধনাদি ; আর ভগবৎসেবা-সর্ব্বস্ব সজ্জনদের কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতির জন্য যে আয়োজন অনুষ্ঠান ; উভয়ের মধ্যে বিষ্ঠা চন্দন ব্যবধান। ভগবদ্গীতায় শ্রীমুখ-বাক্যেই ব্যক্ত হইয়াছে ;—ভগবৎকৃপায় যে অন্নাদি দ্রব্য সকল অর্জ্জিত হয়, শ্রীভগবানকে অর্পণ করিয়া তাঁহার প্রীতির জন্য জনের তৃপ্তি সাধন করিয়া অবশিষ্ট অংশদ্বারাই সকলকে নিজ প্রয়োজন সাধন করিতে হয়। ইহা হইতেই সকলে অনর্থ-মুক্ত অর্থাৎ ভোগলালসা-বর্জ্জিত হইয়া ভগবৎকৃপা লাভ করেন। অন্যথা, যাহারা কেবল সোদর-পূরণ ও কুটুম্ব-পোষণের জন্যই ঐ অন্নাদি ব্যবহার করে, তাহারা চোর ; সুতরাং দণ্ডস্বরূপ অনন্তকাল অপরিতৃপ্ত ভোগলালসার বশে কেবল পাপ-ভারই ভোগ করে। (৩।১২-১৩)। ভগবদ বিমুখ ব্যক্তিগণ, দেহসুখ-সর্ব্বস্ব কামিগণ, স্ব স্ব ভোগলালসা পূরণার্থই সর্ব্বথা সচেষ্ট ; তাঁহাদের যাবতীয় আয়োজন উদ্যোগ আপনাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য। পরন্তু শ্রীভগবানের উৎসর্গিত-দেহ-মনঃ মহাত্মাদের যাবতীয় চেষ্টা তাঁহাদের প্রাণ-প্রভুর পরিতৃপ্তির জন্য, সেবার জন্য। তাঁহারা চাহেন, জগতের সমস্ত উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় দ্রব্য-সম্ভারে সর্ব্বক্ষণ অখিল-জগতের একমাত্র ভোক্তা শ্রীভগবানের এবং তদভিন্ন তদীয় জনের সেবা করিতে মায়িক লোকের সদাবাঞ্ছিত যে সকল ভোগ-সুখ তাহার প্রতি ঘৃণাভরে থুৎকার প্রদান করিয়া তাঁহারা সতত আত্মানন্দেই পূর্ণ।

যথা সময় সার্ব্বভৌমের বাটীতে শ্রীমন্মহাপ্রভু উপস্থিত হইলেন। সার্ব্বভৌম সমস্ত প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রভু আসিবামাত্র তিনি তাঁহাকে উত্তম আসনে বসাইয়া পাদ প্রক্ষালন করাইয়া দিলেন। ওদিকে প্রভুর ভোজনের জন্য নবনির্ম্মিত রম্য ভবনে ষাঠীর মাতা বত্রিশা কলার এক সুন্দর আঙ্গটিয়া পাতে অতি উৎকৃষ্ট তণ্ডুলের সুপক্ক অন্নরাশি পীত সুগন্ধি প্রচুর গব্যঘৃতে সিক্ত করিয়া সজ্জিত করিলেন। তাহার চারিদিকে সুরভি সমৃদ্ধ-কেয়াপাত বিরচিত বহু দ্রোণায় এবং কলা খোলার বহু ডোঙ্গায় বিবিধ ব্যঞ্জনাদি পারিপাট্যের সহিত সুরক্ষিত হইল। সকলের উপর এক-একটী সুন্দরী তুলসী মঞ্জরী শোভিত হইল। পার্শ্বে স্বতন্ত্র পাত্রে শ্রীজগন্নাথের অমৃতগুটিকা পিঠা পানাদি প্রসাদ সকল সজ্জিত হইল। শুভ্র পীঠোপরি সূক্ষ্ম সুকোমল বসন আসনরূপে শোভা পাইতে লাগিল। আয়োজন সাঙ্গ করিয়া সানন্দহৃদয়ে সাধ্বী অনতিদূরে গিয়া দাঁড়াইলেন। সার্ব্বভৌমও অমনি আনন্দে ডগমগ হইয়া স্মিতমুখ শ্রীগৌরসুন্দরকে অগ্রে লইয়া তথায় আগমন করিলেন

অন্নাদি দেখিয়াই প্রভু বলিলেন,—"অলৌকিক এই সব অন্ন ব্যঞ্জন। দুই প্রহর ভিতরে কেমনে রন্ধন হইল ? শত চুলায় শত জন পাক করিলেও এত দ্রব্য এত শীঘ্র রান্ধিতে পারে না কৃষ্ণের ভোগ লাগান হইয়াছে বোধ হয়,—এই যে উপরে তুলসী মঞ্জরী দেখিতেছি।"—এইরূপে রন্ধন-কারিণী ষাঠীর মাতার উদ্দেশে এবং উদ্যোগ কর্ত্তা সার্ব্বভৌমের প্রতি কত প্রশংসা-বাদ ও ধন্যবাদ দিয়া প্রভু ভোজনে বসিলেন। কত কথা কহিতে কহিতে, ভক্তসহ কত আনন্দ-কোন্দল করিতে করিতে ভোজন করিতে লাগিলেন।

সার্ব্বভৌমের জামাতা' ষাঠী কন্যার ভর্ত্তা অমোঘ কুলীন। সে শ্বশুরালয়েই এইস্থলে বাস করে সে অতি মুখর কটুভাষী একান্ত ভগবদ বিমুখ। প্রভুর ভোজনের সময় পাছে সেই পাষণ্ড আসিয়া কোনও অশান্তি উৎপাদন করে, এই ভয়ে সার্ব্বভৌম লাঠি হাতে লইয়া অতি সতর্কতার সহিত দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন। তিনি প্রভুর পরিবেশনে একটু অন্যদিকে গিয়াছেন, অমনি কোথায় ছিল অমোঘ সহসা একবারে ভোজনকক্ষের দ্বারে উপস্থিত। আসিয়াই প্রভুর ভোজ্যায়োজনে দৃষ্টিপাত করিয়া, শ্লেষবাক্যে বলিয়া উঠিল—"ও বাবা,—এত অন্ন এত ব্যঞ্জন ! এ'তে যে দশ বার জনের পেট ভরে ;—সন্ন্যাসী একলা এত ভক্ষণ করে !" তড়িদ্বেগে তৎক্ষণাৎ ভট্টাচার্য্য তথায় উপস্থিত হইলেন ; লাঠি লইয়া অমোঘকে, মারিতে ধাইলেন। সে

ছুটিয়া পলাইল। রঙ্গ দেখিয়া প্রভু আমার হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু, অমোঘের মুখের সেই কটুবাক্য, সেই নিন্দাবাদ, বজ্রাধিক হইয়া সার্ব্বভৌম ও ষাঠীর মাতাকে দারুণ ব্যথা প্রদান করিল। সার্ব্বভৌম মহাক্রোধে অমোঘকে শাপ গালি দিতে লাগিলেন। আর, তাঁহার সহধর্ম্মিণী ষাঠীর মাতা, সেই একান্ত ভগবৎপরায়ণা সাধ্বী, শিরে ও বক্ষে করাঘাত করিয়া, "ষাঠী রাণ্ডী হউক্—ষাঠী রাণ্ডী হউক!" বারবার এই বলিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অনেক মাতা অনেক সময় পুত্রকন্যার উৎপাতে বিরক্ত হইয়া ও বলে—"এটা মরুক—মরুক! ম'লে বাঁচি!", কিন্তু, সেটা মুখের কথা; সত্য সত্য তখনি তাহার সেই সন্তানের মৃত্যু উপস্থিত হইলে, শঙ্কা ও সন্তাপের আর সীমা থাকে না। তখন বিশ বার বিশালাক্ষী'র মন্দিরে মাথা কুটিয়া জোড়া পাঁঠা মানসিক করিয়া তবে তার তৃপ্তি হয়। কিন্তু, এই মহামতিমবর্তী বৈষ্ণব-গৃহিণীর এই বাক্য মুখের নহে; মর্ম্মের মর্ম্মস্থল হইতে ধ্বনিত! সে বাক্য সত্যও হইল। প্রভু উভয়কে প্রবোধ দিয়া পরিতুষ্ট হইয়া ভোজন করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেও, এই কৃষ্ণনিন্দা-বিষবাণ-বিদ্ধ বৈষ্ণব-দম্পতি উপবাস করিয়া রহিলেন। সারাদিন সেই নিন্দাবাদ স্মরণে শত সহস্র বৃশ্চিকদংশনে জরজর হইয়া, নিন্দাকারী অমোঘকে অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন। অমোঘের আর কি রক্ষা আছে? যথায় সে পলাইয়া আশ্রয় লইয়াছিল, তথায় সহসা বিসূচিকা ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া সে মরণাপন্ন হইল। সত্য সত্যই তাহার মৃত্যু ও ষাঠীর বৈধব্য আসন্ন হইয়া উঠিল। ভট্টাচার্য্যের গৃহে সংবাদ আসিল। ভট্টাচার্য্য অটল, অচল! অধিকন্তু, উল্লাসভরে উত্তর করিল—"ভালই হইয়াছে; দেব সহায় হইয়া আমার কার্য্য করিল।" ষাঠীর মাতাও অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া পতিবাক্য অনুমোদন করিলেন। তাঁহারা স্বস্থান হইতে পদমাত্রও টলিলেন না। অবশেষে, গোপীনাথ আচার্য্যের মুখে সকল সংবাদ জ্ঞাত হইয়া, পরমকারুণিক প্রভু আমার স্বয়ং গিয়া তাঁহার প্রিয়তম ভক্তদম্পতির সম্বন্ধেই সদয় হইয়া সেই পাষণ্ড অমোঘের প্রাণ রক্ষা করিলেন এবং তাহাকে ভক্তিধন দান করিয়া পরম বৈষ্ণব করিলেন।

পাঠক, বৈষ্ণব গৃহিণীর মহিমা প্রত্যক্ষ কর, ভোগসুখ-তৎপরা সাধারণ স্ত্রী হইতে তাঁহার স্থান কত উচ্চে তাহা চিন্তা কর। আমরা বলি, আমাদের গৃহিণীদের বড় ভক্তি। কিন্তু, তাহাদের 'ভক্তি' যতক্ষণ ভোগসুখের সুযোগ বর্ত্তমান বা যতক্ষণ সেই ভক্তির পাত্র ভোগ সুখের পথে অনুকূল ততক্ষণই। তাহাদের দেবগৃহে প্রণাম মন্ত্রই হইয়াছে—ভোগসুখ পুত্রবিত্ত প্রার্থনা। ভগবৎ সেবায়, ভগবৎপ্রীতি সাধন চেষ্টায় এইরূপ সর্ব্বস্বত্যাগের এমন জীবন্ত জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত কৃষ্ণৈকশরণ কৃষ্ণৈকজীবন বৈষ্ণবের গৃহে ভিন্ন অন্য আর কোথায় পাইবে?

দুষ্প্রাপ্য ভক্তিগ্রন্থ-বিবরণ

তত্ত্ববিবেক

শ্রীমদানন্দ তীর্থ বিরচিত দর্শন গ্রন্থ।

ইহাতে ত্রয়োদশটি মাত্র শ্লোক আছে। এই গ্রন্থখানি তত্ত্ব-সংখ্যান নামক শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রণীত অপর একটী গ্রন্থের উপসংহার ভাগ এই গ্রন্থখানিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দৃষ্ট হয়।

স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র ভেদে তত্ত্ব দুই প্রকার; স্বয়ং ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুই কেবল স্বতন্ত্র। অপর সমস্ত তৎপরতন্ত্র। ভাব ও অভাব ভেদে পরতন্ত্র দুই প্রকার। প্রাগভাবধ্বংসাদি ভেদে অভাব তিন প্রকার। তাহা তত্ত্বসংখ্যান গ্রন্থেই উক্ত হইয়াছে। এ সকল কথা আর না বলিলেও চলিত। তবে দুই একটি কথা যাহা নূতন আছে, তাহা বলা কর্ত্তব্য।

অন্যান্য দার্শনিকগণ অন্যোন্যাভাব বা ভেদ বলিয়া আর একটি অতিরিক্ত অভাব স্বীকার করেন। রাম, শ্যাম নহে; বা রাম, শ্যাম হইতে ভিন্ন, ইত্যাদি স্থলে ঐ ভেদ ব্যবহার হয়। তাহা তত্ত্ববিবেককর্ত্তার মতে ভাব এবং অভাব—উভয়স্বরূপ। তাহার অতিরিক্ত সত্তা নাই। সুতরাং, অভাব তিনপ্রকার মাত্র, চারিপ্রকার নহে।

তাৎপর্য্যঃ—যে তিন প্রকার অভাব স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র অভাব স্বরূপ বলিয়া, অভাবের অন্তর্ভুক্ত

হইয়াছে। যাহা কেবলমাত্র অভাব স্বরূপ, তাহাই অভাবের ভেদক। কিন্তু, যাহা ভাব ও অভাব—উভয় স্বরূপ, তাহা অভাবের ভেদক নহে। কারণ ভাব ও অভাব—এই দুইটি পদার্থ ত স্বীকৃতই আছে; সুতরাং ভেদের যে অংশটি ভাব, তাহা ভাবের মধ্যই আছে; এবং যে অংশটি অভাব, তাহা অভাবের মধ্যেই আছে। অতএব আর একটি স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? একটি যে ভেদগত বিচিত্রতা রহিল, তাহা দ্বারাই এস্থলে, শ্যাম ই এবং শ্যাম নহে, দুইটি কথার অর্থভেদও নির্ব্বাহ হইল

নিত্যমুক্ত সংসৃতিযুক ভেদে পরতন্ত্র চেতন ভাব দুই প্রকার। ইহা পূর্ব্বগ্রন্থে বলা হইয়াছে। শ্রী, বা রমা, নিত্যমুক্তা; অথচ পরতন্ত্র; কারণ স্বতন্ত্র নিত্যমুক্ত পূর্ণচৈতন্য শ্রীহরি, বা নারায়ণ, লক্ষ্মী হইতে অনন্তগুণ-সমন্বিত। সংসৃতিক দুই প্রকার মুক্ত এবং অমুক্ত। মুক্ত পরতন্ত্রের, সংসৃতিযুক্ত সমূহ মধ্যে ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ। মুক্ত-সংসৃতিযুক্তব্যক্তিগণকে উত্তরোত্তর শত সংখ্যায় বিভক্ত করা যাইতে পারে। লক্ষ্মী, ব্রহ্মা হইতে অনন্তগুণশালিনী; সুতরাং লক্ষ্মী মুক্ত সংসৃতিযুক্ মধ্যে গণ্য নহেন। তিনি নিত্যমুক্তা।

অমুক্ত-চেতন তিন প্রকার; উত্তম, মধ্যম ও অধম অথবা উচ্চ, মধ্য ও নীচ। মুক্তিযোগ্য চেতন, উচ্চ অমুক্ত; নিত্যাবর্ত্ত সংজ্ঞক চেতন, মধ্য অমুক্ত; এবং নিত্যানিত্য তমোযোগ্য চেতনের নাম নীচ অমুক্ত। অর্থাৎ যাহা মুক্তি লাভ করিতে পারিবে তাহা উচ্চ; যাহা চেতন হইয়াও সংসারাবর্ত্তে পড়িয়া বদ্ধ হইয়া আছে, ও থাকিবে, তাহা মধ্য; এবং যাহা নিত্য ও অনিত্য তমোগুণগত আশ্রয় চেতন তাহাই নীচ অমুক্ত।

অচেতন দুই প্রকার। নিত্য এবং অনিত্য। চেতন মাত্রেই নিত্য। আবার অচেতনও নিত্য আছে। দেশ, কাল, প্রকৃতি, পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়, প্রাণ বায়ু এবং গুণরূপাদি—সকল নিত্য অচেতন। আর, ইহাদের যে বিকার,—যেমন জীবদেহ ও জড়দেহ বৃক্ষাদি,—তাহাই অনিত্য অচেতন। ইহা হইতেই বুঝা যায়,—জীবাত্মাই মানবাদি শরীরে চৈতন্য দান করে। বস্তুতঃ তাহা অনিত্য এবং অচেতন। কারণ, তাহা পঞ্চ মহাভূতের বিকার মাত্র।

নিত্য অচেতন বস্তুমধ্যে যে রূপের উল্লেখ হইয়াছে, গুণ-ক্রিয়া-জাতি-প্রমুখ ধর্ম্মসকল তাহারই অন্তর্গত। সুতরাং, নিত্য অচেতন পদার্থ বর্ণনপ্রসঙ্গে, আর ঐ সকল গুণক্রিয়াদির পৃথক্ উল্লেখ না করিলেও ক্ষতি নাই।

ঐ সকল গুণক্রিয়াদি ধর্ম্মের নামান্তর রূপ আবার দুই প্রকার; বস্তু সর্ব্বাংশাবস্থিত এবং বস্তু একাংশাবস্থিত। যে বস্তুর সর্ব্বাংশাবস্থিত রূপের প্রকারান্তর বা ভেদ নাই, তাহাই নিত্য। বিকার সম্পন্নবস্তুর বিকারই এবং কার্য্য কারণের কার্য্যই খণ্ডিতরূপ। ক্রিয়া এবং সক্রিয় বস্তুমধ্যে ক্রিয়া, গুণ ও গুণীর মধ্যে, গুণ; এবং অংশ ও অংশীর মধ্যে অংশই বিকার; তাহাই খণ্ডিত রূপ। তেমনি জাতি ও বিশেষ, বিশিষ্ট ও শুদ্ধের যাহা বিকার, তাহাই খণ্ডিত রূপ। ইহা কোনও স্থলে একরূপ, কোনও স্থলে নানারূপ। যেমন, একটি বীজ হইতে যখন একটি বৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে, তখন ঐ বীজের বিকার বা খণ্ডিত রূপ এক। আর যখন একটি কুক্কুরীর গর্ভে ত্রিবর্ণের তিনটি শাবক উৎপন্ন হইল, তখন ঐ কুক্কুরীর খণ্ডিতরূপ, এক নহে, বহু। কিম্বা একটি ময়ূরে নানা বর্ণের উপলব্ধি হয়, এ-স্থলেও খণ্ডিতরূপ বহুবিধ। কিন্তু সত্ত্ববতী রমণীর স্তনাগ্র যে কৃষ্ণবর্ণ হয়, সে ক্ষেত্রে খণ্ডিত রূপ এক এইরূপ দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্রই পাওয়া যাইবে।

যতপ্রকার পরতন্ত্রতত্ত্ব, চেতন বা অচেতন, ইহাতে বর্ণিত হইল, সে সমস্তই স্বতন্ত্রপুরুষ শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দে অধীন বলিয়া, সামান্যতঃ পরাধীন বা পরতন্ত্র আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয়মঠে ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব মহামহোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা মহানগরীর সর্ব্বত্র শ্রীমঠের সেবকগণ হরিকথা প্রচার করিতেছেন। গত শনিবার শ্রীমঠ হইতে একটী বিরাট সংকীর্ত্তন বহির্গত হইয়া অপার সার্কুলার রোড, গ্রে-ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বৌবাজার ষ্ট্রীট, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, সুকিয়া ষ্ট্রীট প্রভৃতি রাজপথের মধ্য দিয়া গমনপূর্ব্বক বহু বহু জীবের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয়

করাইয়াছেন। রাজপথ হইতে বহুলোক শ্রীনামসংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন।

গত ১৯শে ভাদ্র রবিবার দিবস শ্রীমঠে বিশেষ অধিবেশন উপলক্ষে একটী বিরাট সভায় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার অন্যতম সম্পাদক ও গৌড়ীয় সম্পাদক সঙ্ঘের সঙ্ঘপতি পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু "বৈষ্ণব" সম্বন্ধে সারগ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীল ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক পরে প্রকাশিত হইবে। বক্তৃতার অন্তে শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল মহোদয় তাঁহার স্বভাব সুলভ মধুরকণ্ঠে 'শ্রীশিক্ষাষ্টক' কীর্ত্তন করেন। নাম-সংকীর্ত্তনের পর সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ—গত রবিবার দিবস শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন অধিকারী মহাশয় বৈষ্ণবস্মৃতির বিধানানুসারে তাঁহার পরলোকগতা মাতাঠাকুরাণীর আত্মার উদ্দেশে মহাপ্রসাদ নির্ম্মাল্যদ্বারা শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীহরিভক্তি বিলাসের বিধানানুযায়ী কীর্ত্তন মহামহোৎসবদ্বারা শ্রাদ্ধের পূর্ণানন্দত্ব সম্পাদন করিয়াছেন।

আগামী ২৬শে ভাদ্র ১২ সেপ্টেম্বর রবিবার শ্রীমঠে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যেশ্বরী শ্রীঅচ্যুতজননী শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাবোপলক্ষে একটী বিশেষ অধিবেশন ও সঙ্কীর্ত্তন মহামহোৎসব হইবে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

মেদিনীপুরে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বৈভব-সাগর মহারাজ বিদ্যাধরপুর, চন্দ্রপুর, মিরগোদা প্রভৃতি স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত আত্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। 'কাজিয়া' নামক একটী গ্রামে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাসস্থান। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ মাইতি মহাশয়ের ঐকান্তিক আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার বাটীতে একটী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভাতে বহুস্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যোগদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী উক্ত সভাতে 'শুদ্ধবর্ণাশ্রমধর্ম্ম' সম্বন্ধে বহুক্ষণ বক্তৃতামুখে কীর্ত্তন করেন এবং বর্ত্তমান অদৈব বর্ণাশ্রমধর্ম্মের নিতান্ত হেয়তা সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে অতি প্রাঞ্জলভাষায় বুঝাইয়া দিয়া বলেন যে, প্রত্যেকে শুদ্ধ বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া শ্রীহরিভজনে নিযুক্ত হইলে পুনরায় আমাদের প্রত্যেকের ও জগতের মঙ্গল উপস্থিত হইবে। স্বামিজীর সারগর্ভ ও শ্রেয়ঃপ্রদ বক্তৃতা শ্রবণে উপস্থিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ পরম-প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

কটকে—শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলন যাত্রা উপলক্ষে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে ঝুলনযাত্রা কালে প্রত্যহ সঙ্কীর্ত্তন মহা-মহোৎসব শ্রীগ্রন্থপাঠ ও হরিকথা আলোচনা হইয়াছে। স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়া শ্রীনামকীর্ত্তন ও হরিকথা শুনিবার অবসর পাইয়া-ছিলেন।

ঢাকায়—ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠেও শ্রীশ্রীঝুলন যাত্রা উপলক্ষে সঙ্কীর্ত্তন মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আনুকরণিক প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ও শুদ্ধভক্তি অনু-সরণকারীর বিচার ও অনুষ্ঠানাবলীর পার্থক্য সুধীসমাজ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন।

বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ—শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে শ্রদ্ধাবান কয়েকজন গৃহস্থভক্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যে সাত্বত-শাস্ত্রানুসারে মহাপ্রসাদদ্বারা তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণের আত্মার তৃপ্তিবিধান করিয়াছেন এবং ভক্তও ভগবানের প্রীত্যর্থে ভক্তিগ্রন্থপ্রচারের ইচ্ছা করিয়াছেন।

ভদ্রকে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বিলাস পর্ব্বত মহারাজ কয়েকজন ব্রহ্মচারীসহ ভদ্রকে হরিকথা প্রচার করিয়াছেন। স্বামিজী প্রত্যহ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতপাঠ ও ব্যাখ্যা এবং নগরসঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা সুপ্ত-জীবের চেতনবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার যত্ন করিয়াছেন। তৎফলে অনেকেরই সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও আদর হইয়াছে। শ্রীহরিকথা প্রচারে স্থানীয় পরমভাগবত শ্রীগদাধর মহান্তি মহাশয়ের উৎসাহ ও যত্ন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পুরীতে—শ্রীল পরমানন্দ ব্রহ্মচারী পুরীধামে মতিবাবুর গৃহে এবং শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভৌমিকের বাটীতে ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিয়া ভক্তগণের আনন্দবিধান করিয়াছেন।

———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১লা আশ্বিন, ১৩৩৩, ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯২৬ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ॐ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সীতাবির্ভাব

গত ২৬শে ভাদ্র রবিবার দিবস শ্রীমঠে মহাসমারোহে অদ্বৈতাচার্য্য-গৃহিণী অচ্যুতজননী শ্রীশ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব মহামহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছেন।

"অদ্বৈত-আচার্য্য-ভার্য্যা জগৎ-পূজিতা-আর্য্যা
নাম তাঁর সীতাঠাকুরাণী।"

(চৈঃ চঃ আঃ ১৩।১১০)

শ্রীকবিকর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশে অচ্যুতজননীর সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

যোগমায়া ভগবতী গৃহিণী তস্য সাম্প্রতম্।
সীতারূপেণাবতীর্ণা শ্রীনাম্না তৎপ্রকাশতঃ॥
তস্য পুত্রোঽচ্যুতানন্দঃ কৃষ্ণচৈতন্যবল্লভঃ।
শ্রীমৎ পণ্ডিত গোস্বামিশিষ্যঃ প্রিয় ইতি শ্রুতম্॥

(গৌঃ গঃ ৮৬-৮৭ সংখ্যা)

অর্থাৎ যোগমায়া ভগবতী অদ্বৈতগৃহিণী সীতারূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন। শ্রীদেবী তাঁহারই প্রকাশ-বিগ্রহ। সীতাদেবীর পুত্র অচ্যুতানন্দ। ইনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পরমপ্রিয় এবং শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর প্রিয়তম শিষ্য বলিয়া বিখ্যাত।

'অচ্যুত' শব্দে 'অধোক্ষজ পুরুষ' শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায়। অচ্যুতকে যিনি আনন্দ প্রদান করেন, তিনিই অচ্যুতানন্দ অর্থাৎ 'অধোক্ষজ-সেবানন্দ-বিগ্রহই' শ্রীঅচ্যুতানন্দপ্রভু। অচ্যুতানন্দকে অপর ভাষায় 'শুদ্ধাভক্তি' বলা যাইতে পারে।

অচ্যুতানন্দ বা ভক্তিজননী যোগমায়া-স্বরূপিণী শ্রীসীতাদেবী। সীতাদেবীর কৃপায় আমরা অচ্যুতানন্দ অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে পারি। সীতাদেবী মহাবিষ্ণুর আশ্রিতা। তিনি স্বরূপশক্তির অংশ। তিনি প্রত্যগ্‌গতি-বিধায়িনী অর্থাৎ জীবকে সেবোন্মুখ করিয়া কৃষ্ণসেবানন্দ-প্রদায়িনী। তাঁহা হইতেই অধোক্ষজ সেবানন্দ প্রাকট্যলাভ করিয়াছে। সেই অধোক্ষজ-সেবানন্দ আবার গৌরগদাধরের চরণে সংলগ্ন। যে গৌরগদাধরের পাদপদ্ম জীবের সাধ্যসার, সেই পাদপদ্মের সন্ধান আমরা অচ্যুতানন্দজননী শ্রীসীতা-দেবীর কৃপা হইতেই প্রাপ্ত হই।

শ্রুতি বলেন,—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে"। অদ্বয় শক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীভগবানের পরাশক্তি নাম্নী একটী শক্তি আছে, তাহাই বিবিধরূপে শ্রুত হইয়া থাকে অর্থাৎ 'স্বরূপশক্তি' একটী হইলেও তাহার প্রভাব অনন্ত। একই স্বরূপশক্তির দ্বিবিধা বৃত্তি।—(১) যোগমায়া ও (২) মহামায়া। যোগমায়া কৃষ্ণকে আনন্দ প্রদান করেন, জীবকে প্রত্যক্‌পথ—শ্রেয়ঃপথ—অমৃতের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেন; আর মহামায়া জীবকে (ভগবৎ) পরাঙ্মুখ করেন—প্রেয়ের পথে চালিত করেন—মৃত্যুর মুখে লইয়া যান। বিমুখমোহিনী মহামায়ার মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া জীব 'প্রেয়'কেই 'শ্রেয়' বলিয়া বরণ করে, মৃত্যুকেই 'অমৃত' বলিয়া গ্রহণ করে, অন্ধকারকেই আলোক বলিয়া জ্ঞান করে। মহামায়ার মোহে মুগ্ধ হইয়া আমরা আমাদের স্বরূপ ভুলিয়া যাই। তখন কৃষ্ণসম্বন্ধ-জ্ঞানহীন হইয়া ভুক্তি বা মুক্তিপিশাচীকেই আমরা আমাদের পরমপ্রয়োজন বলিয়া মনে করিয়া থাকি। মহামায়া আমাদের ন্যায় বিমুখ-জনকে এইরূপভাবে মোহন করিলেও তিনি আমাদিগকে ব্যতিরেকভাবে কৃপাই করিয়া থাকেন। আমাদিগকে সংসার-দাবানলে সন্তপ্ত করিয়া—ত্রিতাপে ক্লিষ্ট করিয়া,—'কেন মোরে জারে তাপত্রয়,' 'কৈছে হিত হয়'—এইরূপ প্রশ্ন করিবার— একটু ভাবিবার সুযোগ প্রদান করেন। তখন আমরা উন্মুখ হই, উন্মুখ হইলেই শ্রীযোগমায়া আমাদের নিকট অচ্যুতানন্দ অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিকে আনিয়া দেন। ভগবদ্ভক্তি আবার পরমসাধ্যসার গৌরগদাধরের পাদপদ্মের সন্ধান বলিয়া দেন। অচ্যুতানন্দের কৃপায় আমরা জানিতে পারি—চৌদ্দভুবনের গুরু শ্রীগৌরসুন্দর। শ্রীগৌরসুন্দর কেবলমাত্র ঈশ্বর নহেন, তিনি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর। সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্ব যাঁ'র পাদপদ্মে অবস্থিত, সেই বিষ্ণুতত্ত্বের মূলপুরুষ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুরও প্রভু। অচ্যুতানন্দের কৃপায়ই আমরা জানিতে পারি—

"ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥"

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক আর কেহ নাই, তিনি একমাত্র পরতত্ত্ব। শ্রীগৌরগদাধরের পাদপদ্ম হইতে আমাদের সাধ্যবস্তুর অবধি লাভ হয়।

অতএব অচ্যুত-জননী শ্রীসীতাদেবীর পাদপদ্মার্চ্চন শ্রেয়ঃকামী জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থে

সীতাঠাকুরাণীর গৌরপ্রীতির কথা আমরা দেখিতে পাই। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বিবিধ উপাদেয় অন্নব্যঞ্জন পাক করিয়া ভিক্ষা করাইতেন। গৌরসুন্দরের আবির্ভাব-সময়ে সীতাদেবী নানাবিধ উপহার লইয়া শান্তিপুর হইতে শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার অতি উজ্জ্বলভাবে বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—

অদ্বৈত-আচার্য্য-ভার্য্যা জগৎপূজিতা আর্য্যা,
নাম তাঁর 'সীতাঠাকুরাণী'।
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা, গেল উপহার লঞা,
দেখিতে বালক-শিরোমণি॥
সুবর্ণের কড়ি-বউলি, রজত মুদ্রা-পাশুলি,
সুবর্ণের অঙ্গদ, কঙ্কন।
দু'বাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মলবঙ্ক,
স্বর্ণমুদ্রার নানা হারগণ॥
ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি, কটি-পট্ট সূত্রডোরী,
হস্ত-পদের যত আভরণ।
চিত্রবর্ণ পট্টসাড়ী, বুনি ফোতো পট্টপাড়ী,
স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বহুধন॥
দূর্ব্বা, ধান্য, গোরোচন, হরিদ্রা, কুঙ্কুম, চন্দন,
মঙ্গল-দ্রব্য পাত্র ভরিয়া।
বস্ত্র-গুপ্ত দোলা চড়ি,' সঙ্গে লঞা দাসী চেড়ী,
বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া॥
ভক্ষ্য, ভোজ্য, উপহার, সঙ্গে লইল বহুভার,
শচীগৃহে হৈল উপনীত।
দেখিয়া বালক-ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল-কান,
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত॥
সর্ব্ব অঙ্গ— সুনির্ম্মাণ, সুবর্ণ-প্রতিমা-ভান,
সর্ব্ব অঙ্গ সুলক্ষণময়।
বালকের দিব্যজ্যোতি, দেখি পাইল বহুপ্রীতি,
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয়॥
দূর্ব্বা, ধান্য দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে,
চিরজীবী হও দুই ভাই।
ডাকিনী শাঁখিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল 'নিমাই'॥
পুত্রমাতা-স্নানদিনে, দিলবস্ত্র বিভূষণে,
পুত্র সহ মিশ্রেরে সম্মানি'।
শচীমিশ্রের পূজা লঞা, মনেতে হরিষ হঞা,
ঘরে আইলা সীতাঠাকুরাণী॥

(চৈঃ চঃ আঃ ১৩।১১০-১১৭)

যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন আচার্য্যগৃহিণী শ্রীসীতাদেবী মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য অদ্বৈত-আচার্য্যের সঙ্গে নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতাদি গ্রন্থেও অচ্যুতজননী সীতাদেবীর গৌরপ্রীতির উদাহরণ দৃষ্ট হয়। আমরা শ্রীঅচ্যুতানন্দ-জননী শ্রীসীতাঠাকুরাণীর পাদপদ্মে অনন্তকোটী প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অচ্যুতানন্দ অর্থাৎ শুদ্ধভাগবৎপ্রীতি যাচ্ঞা করিতেছি। তিনি আমাদিগকে কৃপা করুন।

প্রকটোৎসবে শ্রীজীব

আগামী কল্য ২রা আশ্বিন রবিবার শ্রীগৌরদ্বাদশী ও ত্রয়োদশী দিবসে দুইটী গৌরশক্তি শুদ্ধভক্তি-সংরক্ষক আচার্য্যের আবির্ভাব দিবস। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি রূপানুগবর প্রভুপাদ শ্রীল জীবগোস্বামী ও বর্ত্তমানযুগের শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূলপুরুষ রূপানুগবর আচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্মৃতিপূজা কীর্ত্তন-মহোৎসব-মুখে তদনুগ ভক্তগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-চরণানুচর ত্যক্তগৃহ প্রেমিক কবিগণ "গোস্বামী" নামে অভিহিত। এই গোস্বামিগণের মধ্যে ষড় গোস্বামীর নামই অধিক সুপরিচিত ও ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা সর্ব্বত্র গীত। শ্রীল জীবগোস্বামিচরণ এই ষড় গোস্বামীর অন্যতম। শ্রীল সনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামীদ্বয়ের অনুজ শ্রীবল্লভ। শ্রীবল্লভকে শ্রীমন্মহাপ্রভু "অনুপম" এই নামে অভিহিত করেন। শ্রীঅনুপমের চরিত্রবিষয়ে জানিতে পারা যায় যে, তিনি ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ রামচন্দ্র বলিয়া জানিতেন। শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে অনুপমের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

"অনুপম" নাম থুইল শ্রীগৌরসুন্দর।

* * *

সদা মত্ত 'রঘুনাথ-বিগ্রহ'-সেবনে।
রঘুনাথ বিনা যেই অন্য নাহি জানে॥

* * *

সাক্ষাৎ 'রঘুনাথ'—শ্রীচৈতন্যগোসাঞি।"

এই শ্রীবল্লভ বা শ্রীঅনুপমাত্মজই শ্রীমজ্জীবগোস্বামিপাদ শ্রীজীব গৌড়ে রামকেলিগ্রামে আবির্ভূত হন। শ্রীল জীবের চরিত্রে তাঁহার অতি শৈশবকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ-আসক্তি ব্যতীত অপর চেষ্টা কেহ দর্শন করেন নাই। তিনি বাল্যকালে অন্যক্রীড়া না করিয়া বালকগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধিনী ক্রীড়া করিতেন; ফুল, চন্দন, তুলসীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতেন—

"শ্রীজীব বালককালে বালকের সনে।
শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিনা খেলা নাহি জানে।
কৃষ্ণ-বলরাম মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া।
করিতেন পূজা ফুল-চন্দনাদি দিয়া॥"

—ভক্তিরত্নাকর, ১ম তরঙ্গ

বাল্যকাল হইতেই শ্রীজীবের কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীল রূপসনাতন রাজ্যপাট, গৃহদ্বার—সমস্ত ত্যাগ করিয়া শ্রীগৌর-পাদপদ্মে আত্মবিক্রয় পূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশমত শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী হইয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের অতুল বিষয়-বৈভব ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবগণকে বিতরণ করিলেও অবশিষ্ট যে ধনসম্পত্তি ছিল, তাহাও কম নহে। শ্রীজীব অনায়াসে সেই ধনের উত্তরাধিকারী হইয়া এবং তাঁহার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য ও সৌন্দর্য্য লইয়া জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার লীলা প্রদর্শন করিতে পারিতেন; কিন্তু—

"মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।"

—এই আদর্শ, প্রদর্শনকল্পে লোকশিক্ষক, করুণাসাগর-আচার্য্যগোস্বামী শ্রীজীব সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া জীবগণকে পরম-বিষয় শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণলীলা শিক্ষা দিলেন—

নানারত্ন ভূষা, পরিধেয় সূক্ষ্মবাস।
অপূর্ব্ব শয়ন-শয্যা, ভোজন-বিলাস॥
এসব ছাড়িল কিছু নাহি ভয় চিতে।
রাজ্যাদি-বিষয়-বার্ত্তা না পারে শুনিতে॥

—ভক্তিরত্নাকর, ১ম তরঙ্গ

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ বৃহদ্‌ব্রতী অর্থাৎ আকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী থাকিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। চিরজীবন চিদ্বিলাস সরস্বতীর সহিত তাঁহার বাস।

একদিবস শ্রীজীব তাঁহার প্রাণাভীষ্ট-দেবতা শ্রীগৌর-সুন্দরকে স্বপ্নযোগে দর্শন করিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। আত্মীয়স্বজনগণকে বলিলেন, 'আমি নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতে যাইব'—এইরূপ ছল করিয়া শ্রীজীব চন্দ্রদ্বীপ হইতে শ্রীনবদ্বীপে গমন করিলেন। শ্রীধাম নবদ্বীপ-মায়াপুরে আগমন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা লাভ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দের অনুসরণে শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শন ও পরিক্রমা করিয়া বারাণসীতে গমন করিলেন। গৌরপদাঙ্কপূত বারাণসী-তীর্থে শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট সর্ব্বশাস্ত্র-অধ্যয়নলীলা প্রদর্শন করিয়া বৃন্দাবনে আগমন পূর্ব্বক শ্রীরূপসনাতনের আশ্রিত হইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে বাস করিতে লাগিলেন।

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে সাক্ষাৎ হওয়ার কথা 'ভক্তিরত্নাকর' ব্যতীত অন্য-গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। শ্রীভক্তিরত্নাকর পাঠে জানা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীরামকেলিগ্রামে গমন করিয়াছিলেন, তখন শিশু শ্রীজীব মহাপ্রভুর দর্শনলাভ করিয়াছিলেন।

আচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামিচরণের আচার্য্যোচিত ভক্তি-শাস্ত্র-প্রচার, বৈরাগ্যময় আদর্শ জীবন, সার্ব্বকালিক হরি ও হরিজনসেবা, শ্রীগুরুপাদপদ্মে অচলা শ্রদ্ধা এবং জীবকুলকে হরিভজন করাইবার প্রবৃত্তি আনুকরণিক ভক্তসমাজ ও গোস্বামিব্রুব সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ প্রতিযোগী।

ইনি শ্রীরূপসনাতনাদির অপ্রকটের পর সোৎকল গৌড়-মাথুর-মণ্ডলের গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য-পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সকলকে শ্রীগৌরসুন্দরপ্রচারিত সত্যকীর্ত্তন করিয়া হরিভজন করাইতেন। মধ্যে মধ্যে ইনি ভক্তগণসহ ব্রজধাম পরিক্রমা করিতেন ও মথুরায় বিঠ্ঠল দেব দর্শন করিতে যাইতেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ইঁহার প্রকটকালেই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন। ইনি কিছুকাল পরে গৌড়দেশ হইতে আগত

শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও দুঃখী কৃষ্ণদাসকে যথাক্রমে 'আচার্য্য' 'ঠাকুর' ও 'শ্যামানন্দ'নাম প্রদান করিয়া যাবতীয় গোস্বামি-শাস্ত্রাদিসহ গৌড়দেশে নামপ্রেমপ্রচারার্থ প্রেরণ করেন। প্রথমে গ্রন্থাপহরণ-সংবাদ ও পরে উদ্ধার-সংবাদ শ্রবণ করেন। শ্রীনিবাস-শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র ও তদনুজ গোবিন্দকে 'কবিরাজ' নাম প্রদান করেন। ইনি প্রকট থাকিতে শ্রীল জাহ্নবাদেবী কতিপয় ভক্তসহ বৃন্দাবনে আগমন করিয়াছিলেন। গৌড়দেশ হইতে ভক্তগণ বৃন্দাবনে আসিলে ইনি তাঁহাদের প্রসাদসেবা ও বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন। ইঁহার শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস অধিকারী মহোদয় স্বকৃতগ্রন্থে শ্রীরূপসনাতন জীবপ্রভুগণের গ্রন্থের তালিকা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীভক্তি রত্নাকরগ্রন্থে শ্রীল জীব-গোস্বামিপাদের পঞ্চবিংশতিগ্রন্থের তালিকা দৃষ্ট হয়। যথা—
(১) হরিনামামৃত ব্যাকরণ, (২) সূত্রমালিকা, (৩) ধাতু-সংগ্রহ, (৪) কৃষ্ণার্চ্চাদীপিকা, (৫) গোপালবিরুদাবলী, (৬) রসামৃত শেষ, (৭) শ্রীমাধব মহোৎসব, (৮) সঙ্কল্প-কল্পবৃক্ষ, (৯) ভাবার্থসূচকচম্পূ, (১০) গোপালতাপনীটীকা, (১১) ব্রহ্মসংহিতা টীকা, (১২) রসামৃতটীকা, (১৩) শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিটীকা, (১৪) যোগসারস্তবের টীকা, (১৫) অগ্নিপুরাণোক্ত শ্রীগায়ত্রীভাষ্য, (১৬) পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন, (১৭) শ্রীরাধিকার করপদস্থিত চিহ্ন, (১৮) শ্রীগোপালচম্পূ, (১৯) তত্ত্বসন্দর্ভ, (২০) পরমাত্মসন্দর্ভ, (২১) ভগবৎসন্দর্ভ, (২২) কৃষ্ণসন্দর্ভ, (২৩) ভক্তিসন্দর্ভ, (২৪) প্রীতিসন্দর্ভ, ও (২৫) ক্রমসন্দর্ভ।

অনভিজ্ঞ প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ে শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর বিরুদ্ধে কয়েকটী অপবাদ প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা কৃষ্ণবৈমুখ্য হেতু হরিগুরুবৈষ্ণব-বিরোধমূলে অবশ্যই তাহাদের অপরাধ বর্দ্ধিত হয় মাত্র।

(১) জড়প্রতিষ্ঠাভিক্ষু এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নিষ্কিঞ্চন শ্রীরূপসনাতনের নিকট হইতে জয়পত্র লিখাইয়া গুরুবর্গের (শ্রীরূপসনাতনের) বিমর্য্যাদাজ্ঞাপন করিয়া শ্রীজীবকেও জয়পত্র লিখিয়া দিতে বলেন। শ্রীজীবপ্রভু তাহা শুনিয়া দিগ্বিজয়ীকে পরাজিত করিয়া গুরুর অপবাদকারীর জিহ্বা স্তম্ভিত করিয়া গুরুদেবের পদনখশোভার মর্য্যাদা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রকৃত গুরুদেবতাত্ম শিষ্যের আদর্শ প্রদর্শন করেন। ঐ সকল সহজিয়া বলেন,—শ্রীজীবের এতাদৃশ আচরণে তাঁহার তৃণাদপি সুনীচতা ও মানদধর্ম্মের বিরোধ-হেতু শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু তাঁহাকে তীব্র ভর্ৎসনাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করেন, পরে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর ইঙ্গিতে পুনরায় শ্রীজীবপ্রভুকে গ্রহণ করেন।

ঐ গুরুবৈষ্ণববিরোধিগণ কৃষ্ণকৃপায় যেদিন আপনা-দিগকে গুরুবৈষ্ণবের নিত্যদাস বলিয়া জানিবেন, সেইদিন শ্রীজীবপ্রভুর কৃপালাভ করিয়া প্রকৃত 'তৃণাদপিসুনীচ' ও 'মানদ' হইয়া হরিনামকীর্ত্তনে অধিকারী হইবেন।

(২) কোন কোন অনর্থগ্রস্ত বলেন,—কবিরাজগোস্বামী প্রভুর 'চরিতামৃত' রচনা-সৌষ্ঠব ও অপ্রাকৃত ব্রজরস-মাহাত্ম্যাদর্শনে স্বীয় প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হইবে আশঙ্কায় শ্রীজীবের হিংসার উদয় হওয়ায় তিনি মূল 'চরিতামৃত' খানা কূপমধ্যে নিক্ষেপ করেন, কবিরাজগোস্বামী তাহা শ্রবণ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। তাঁহার শিষ্য 'মুকুন্দ' নামক একব্যক্তি পূর্ব্বে মূল পাণ্ডুলিপি নকল করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া পুনরায় 'চরিতামৃত' প্রকাশিত হইলেন, নতুবা চরিতামৃত গ্রন্থ জগৎ হইতে লুপ্ত হইত।

এরূপ হেয় বৈষ্ণববিদ্বেষমূলা জালকল্পনা নিতান্ত মিথ্যা ও অসম্ভব।

(৩) অপর কোন কোন ইন্দ্রিয়তর্পণতৎপর ব্যভিচারী বলেন,—শ্রীজীবপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামীর মতানুযায়ী ব্রজ-গোপীগণের 'পারকীয়রস' স্বীকার না করিয়া 'স্বকীয়'রসের অনুমোদন করায় তিনি রসিকভক্ত ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার আদর্শ গ্রাহ্য নহে।

প্রকটকালে স্বীয় অনুগতগণের মধ্যে কোন কোন ভক্তকে স্বকীয়রসে রুচিবিশিষ্ট দেখিয়া তাঁহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত তাঁহাদের অধিকার বুঝিয়া এবং পাছে অনধিকারী ব্যক্তিগণ অপ্রাকৃত পরম চমৎকারময় পারকীয় ব্রজরসের সৌন্দর্য্য ও মহিমা বুঝিতে না পারিয়া স্বয়ং তাদৃশ অনুষ্ঠান করিতে গিয়া প্রাকৃতসহজিয়ার বিচারগর্ত্তে পড়িয়া ব্যভিচার আনয়ন করে, তজ্জন্য বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীবপ্রভু 'স্বকীয়'-বাদাভাস স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহাকে অপ্রাকৃত পারকীয় ব্রজরসের বিরোধী বলিয়া বুঝিতে হইবে না, কেননা, তিনি স্বয়ং শ্রীরূপানুগবর,—সাক্ষাৎ শ্রীল কবিরাজগোস্বামীর শিক্ষাগুরুবর্গের অন্যতম।

চিদ্বিলাস-গুরু শ্রীজীব প্রভুর কৃপা ব্যতীত কেহই

অপ্রাকৃতচিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য বা শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত-লীলায় প্রবেশাধিকার পাইতে পারে না। চিদ্বিলাসাচার্য্য জগদ্গুরু শ্রীজীবপ্রভু জীববৃন্দকে অচিদ্বিলাস ও নির্ব্বিশেষ অহংগ্রহোপাসনার করালকবল হইতে রক্ষা করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের চিদ্বিলাসের কথা জানাইয়াছেন। শ্রীজীব-ব্রজলীলায়—শ্রীবিলাসমঞ্জরী।

নির্ব্বিশেষবাদী ফল্গুত্যাগী-সম্প্রদায়, প্রাকৃত-পণ্ডিতম্মন্য হৈতুক তার্কিক-সম্প্রদায় বা অচিদ্বিলাসরত প্রাকৃত-সহজিয়া সম্প্রদায় শ্রীল জীবপ্রভুর সুদার্শনিক সিদ্ধান্ত, বিচার প্রণালী ও পদনখ-শোভা দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া, তাঁহার চরণে অপরাধ করিলেও শ্রীল জীবপ্রভুই জীবগণের একমাত্র চরমমঙ্গলের পথ-প্রদর্শক। তিনি বেদান্তাচার্য্য, গোস্বামী, আচার্য্য, জগদ্গুরু, গৌরপ্রিয়তম, তিনি মুকুন্দপ্রেষ্ঠ, জীবের পরম গতি। তাঁহার পাদপদ্মে অনন্তকোটী প্রণতি। তাঁহার প্রণীত ভক্তিসন্দর্ভের গৌড়ীয়ভাষ্য প্রচারিত হওয়ায় কতিপয় প্রভুবিদ্বেষী ভক্তিশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি মৎসরতা দোষে আত্মঘাতী হইতেছেন। তাঁহাদের দুর্ব্বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া সদ্বুদ্ধি হউক—ইহাই শুদ্ধভক্তগণের প্রার্থনা বা দয়া।

ভক্তিবিনোদ জয়

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

[১]

অমর-দুন্দুভি বাজে কি সহসা
সুদূর সুনীল গগনপাটে ?
অমর-সঙ্গীত আসে কি বহিয়া
মন্দাকিনী হ'তে সুরধুনী-তটে ?

উত্তরে অথবা ঊর্দ্ধদেশে আরো
সপ্তলোক 'পরে বিরজার পার,
বৈকুণ্ঠ হইতে মহোৎসবে কোন
আনন্দ-উচ্ছ্বাস আসে কি তা'র ?

মধুর ! মধুর !—কি মধুর ধ্বনি !—
ঝঙ্কারে কি শত নারদ-বীণা ?
কি সঙ্গীত শুভ !—অমৃত-প্রবাহ
বহে কি মরতে লঙ্ঘিয়া সীমা ?

সঘনে গগন প্লাবিয়া পলকে
পুলক-নিবহে ভরিয়া দেহ,
সহস্র জিহ্বায় কা'র জয়-গান
বহমান ওরে,—জান কি কেহ ?

ওই—ওই শুন !—নহে রে কল্পনা,—
শ্রীগৌড়ীয়-মঠে সদা-নিরমল,
দেবোপম শত সাধু মহাজন
মহা-মহোৎসবে হইয়া বিহ্বল,

সঙ্কীর্ত্তনে শুদ্ধ মৃদঙ্গে গভীর
গাহিতেছে—"**ভক্তি-বিনোদ জয় !**"
সচঞ্চলা আজ সমগ্র নগরী
নাচে গঙ্গাবারি তরঙ্গ-ময় !

ধনেশ, কাঙাল, মূর্খ, জ্ঞানবান্,
আসে শত শত, অবারিত দ্বার।
'দীয়তাং ভুজ্যতাং'—সংবাদ কেবল,
শ্রীমহা-প্রসাদ-সেবা অনিবার !

উন্মুক্ত ভাণ্ডার, সেবক মণ্ডলী
ভাণ্ড ভরি শত মহাস্যামুখে,
শ্রী-মুখ-অমৃত-মধুর প্রসাদ
দেন সবে সার সেবার সুখে।
নাহি বিন্দু স্থান তিল ধারণের,
ভবনে-প্রাঙ্গণে-প্রাসাদ-উপর,
জন সমাগম সহস্র-গণিত,
অগণিত পথে দূর-পরিসর!
পথের ভিখারী, ভাব ভরে সেও
দিয়া হরিধ্বনি তুলে মুখে গ্রাস;
হরি-হরি-বোল! গৌর হরি-বোল!
প্রতি-কণ্ঠে উচ্চ উঠে এ' ভাষ।
উৎসব-উল্লাস সংসারে যতেক,
ইন্দ্রিয়-তর্পণ কেবল তাহাতে;
কর্মকাণ্ড ইহা নহে সে কৈতব,
কৃষ্ণ কার্ষ্ণ-সেবা শুধু প্রাণপাতে
কি দৃশ্য, কি ভাব, দুর্লভ ভুবনে,—
মুগ্ধ নর-নারী নয়নে নিশ্চল
করে দরশন,—আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
জয়-ধ্বনি ঘন বদনে উজ্জ্বল!

'ভক্তিবিনোদ' রূপানুগ-বর
শক্তিধর সে ভক্তপ্রধান!
শুদ্ধা ভক্তি, শুদ্ধ-ভক্তি-তত্ত্ব আর
বিশ্বদায় সে নিধি মগান্;
বিমুখ-সমাজে সবলে তিনিই
কর্ষণ করি ভূমি উর্বর,
রোপলা পুনঃ যে বীজ নূতন
সিঞ্চি, সাধন-বারি অমর;
বিপুল পল্লব শাখ-প্রশাখে
বৃক্ষরাজ এ' তারি প্রকাশ
সুধাফলে শীতা ছায়ায় তা'র
হয় গো আজি কি দুঃখনাশ!
দূর নৈমিষ-অরণ্য হইতে
নীলাচল, কাশী, বঙ্গদেশ,
কোথা নহে আজি প্রভাবে তা'র
দুর্ম্মতি-মল করে নিঃশেষ!
এস এস সবে, যে আছ যথা,
উচ্চে তুলিয়া গভীর তান,
গাও রে সকলে পরাণ সঁপিয়া
ভক্তি-বিনোদ-বিজয়-গান

গাও গাও সবে, গাও রে আজ,
প্রাণ ঢালিয়া তোল রে তান।
পেয়েছ যে নিধি দুর্লভ সবে
নাহি রে দেয় তা'র সমান।
চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া আজি রে
মিশিত যে নিধি শূন্যে, হায়,
কাল প্রভাবে পাষণ্ডের বলে,
বক্ষে ধরিয়া রাখিল তা'য়
কে সে মহাত্মা মহা-ভাগবত?
কোন্ নিধি তাহা বিশ্ব-প্রাণ?
সুধাও জগতে, সমস্বরে সবে
উত্তর তা'র করিবে দান!

ভক্তিবিনোদাবির্ভাব

"নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগ-বরায় তে॥"

আগামী কল্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব-মহামহোৎসব। শ্রীল ঠাকুর ১৭৬০ শকাব্দার ১৮ই ভাদ্র, ইংরাজী ২রা সেপ্টেম্বর ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের আদি-লীলাভূমি শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের অন্তর্গত বীরনগর নামক এক সমৃদ্ধ গ্রামে আবির্ভূত হন। প্রপঞ্চাতীত-বস্তু হরিজনের প্রপঞ্চে অবতরণেরই নামই অবতার। অবতার কথাটী বলিলেই চমকাইয়া উঠিতে হইবে না। অবশ্য পাপিষ্ঠ ঢঙ্গ-সম্প্রদায়ে যেরূপ অবতারের ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়,

তাহা বড়ই দুঃসাহস ও ভগবদ্বিমুখতার পরাকাষ্ঠা। ঠাকুর বৃন্দাবনের জনসুভাষায় বলিতে গেলে তাহাদিগকে এইরূপ বলিতে হয় —

মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপিগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া॥
উদর-ভরণ লাগি, পাপিষ্ঠসকলে।
রঘুনাথ করি' আপনারে কেহ বলে॥
কোন পাপিগণ ছাড়ি' কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া নারায়ণ॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার!

* * *

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর।
যে অধমে বলে, সেই ছার শোচ্যতর॥
দুই বাহু তুলি' এই বলি সত্য করি'।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।৮২-৮৫, ৮৮-৮৯

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই একমাত্র পরতত্ত্ব। তিনিই একমাত্র বিষয়-বিগ্রহ। আর অন্য কেহ বিষয়-বিগ্রহ নহেন। কিন্তু বিষয়-বিগ্রহের আশ্রয়েরও অবতার হয়। ভক্ত-শক্তিও ভগবানের ইচ্ছায় প্রপঞ্চাতীত প্রদেশ হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। ভক্তশক্তি কিছু কৃষ্ণচৈতন্য ব্যতীত অপর বস্তু নহেন। তিনি কৃষ্ণচৈতন্যেরই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ প্রকাশ; তিনিও কৃষ্ণচৈতন্যই। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে গুরু, ঈশভক্ত, ঈশশক্তিকেও কৃষ্ণচৈতন্যসং সংজ্ঞিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কৃষ্ণচৈতন্যাভিন্ন-বিগ্রহ হইলেও আশ্রয়জাতীয় তত্ত্ব- ইহাই ভেদ।

ভগবদ্ভক্ত—সর্ব্বৈশ্বর্য-স্বরূপবিগ্রহ-শ্রীভগবান্। ভগবদ্ভক্তে একাধারে ভগবদ্ধাম, স্বয়ং ভগবান, ভগবানের পরিকর ও ভগবল্লীলার সমাবেশ। ভগবদ্ভক্ত ভগবানের শ্রীমন্দির বা শ্রীধাম। সেই শ্রীমন্দির বা শ্রীধামে ভগবান্ আছেন, ভগবানের সহিত তৎসেবক ভক্ত আছেন এবং লীলা-পুরুষোত্তমের নিত্যলীলা সংঘটিত হইতেছে। অতএব ভক্ত চিদ্বিলাস প্রকটকারী। ভক্তে মূল-আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবও বিরাজিত। মূল-আশ্রয়বিগ্রহের মূল বিষয়-বিগ্রহেরও তথায় নিত্য অধিষ্ঠান। ভক্তের অনন্ত শুদ্ধ চিত্তবৃত্তি-অনুসারে অর্থাৎ আত্মার শুদ্ধ সেবালৌল্যের বিভিন্ন প্রকার-অনুসারে তদনুযায়ী নিত্যস্বরূপ বিগ্রহ-বিশিষ্ট হইয়া ভগবান্ ভক্তের সেবা গ্রহণ করেন। ভক্তদর্শন হইলেই জীবের নিঃশ্রেয়োলাভ হয়। মায়া-মরীচিকা-মুগ্ধ জীবকুলকে নিঃশেষে নিস্তরণ করিবার জন্য ভগবান্ যুগে যুগে তাঁহার ভক্তশক্তি বা নিজজনকে প্রেরণ করিয়া নিজ শুদ্ধসনাতন-ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন।

"কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন।"

কৃষ্ণশক্তি ব্যতীত জগতে সনাতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না, দুষ্টদমন ও শিষ্টপালন হইতে পারে না। আনুকরণিক অন্যাভিলাষী ব্যবসায়ী-সম্প্রদায়ের দ্বারা কখনও সনাতনধর্ম্ম সংস্থাপিত হয় না। তাঁহাদের দ্বারা জগতে বহির্ম্মুখ জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণবিধায়িনী বঞ্চনা-কুহকিনীর তাণ্ডবনৃত্য প্রচারিত হইতে পারে।

জগতের অনেক ব্যক্তিই জগতে অনেক জিনিষ দিয়াছেন। অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন ও বলিতেছেন। কিন্তু ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নৃদেহ প্রকটিত করিয়া জগতে যে

বস্তু—যে দান—যে শিক্ষা দীক্ষা—যে দয়া বিতরণ করিয়াছেন, ইতিহাস তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারে না, কোটি কণ্ঠ তাহা কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারে না, মানবের ক্ষুদ্রবুদ্ধি তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে না, জগতের কোন বস্তু দ্বারা সেই অতুলদানের ঋণ শোধ করা যায় না। ইহা অসমর্থ লেখনীর অতিস্তুতি নহে'—ইহা উচ্ছ্বাসময়ী অতিরঞ্জিত কথা নহে, মানবের ভাষা অতিস্তুতি দ্বারাও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দানের কিয়দংশও প্রকাশ করিতে পারে না।

জগতের লোভনীয় বস্তু যে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব—ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব—সার্ব্বভৌমপদ—সাংখ্যের-ত্রিতাপ নিবৃত্তি—জৈমিনীয় ধারণার ধর্ম্মলাভ, পতঞ্জলীর কৈবল্য, ব্রহ্মবাদীর মুক্তি, সেই সকলও নরকসদৃশ অনুভব করাইতে পারে যে-দান—যে দয়া—যে মহানুভবতা, তাহাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সমগ্র জীবের প্রতি একমাত্র দান। জগতের দানে ভয়, ভোগ ও হিংসা আছে—শোক, মোহ ও ভীতি আছে। কিন্তু ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দান অভয়, অমৃত ও অশোক। ভক্তিবিনোদের দান বৃহস্পতির পাণ্ডিত্যকে পরম মূর্খতা বলিয়া প্রতিপাদন করে, ব্রহ্মার ভগবদ্বিমুখতাময় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আভিজাত্যকে অন্ধ-কপর্দ্দকের ন্যায় তুচ্ছ বস্তু বলিয়া ধারণা করায়, অপুনর্ভব বা মোক্ষরূপ অপবর্গকে ভগবদ্বিমুখতার প্রধান দণ্ড বলিয়া তাহা হইতে দূরে থাকিতে সতর্ক করে আর তৎপরিবর্ত্তে এমন এক বস্তু—এমন এক বাস্তব সত্য—এমন এক পরম শান্তির উৎস—এমন এক অমৃতের অফুরন্ত ভাণ্ডার অনন্ত জীবনের অনন্ত সময়ের জন্য নব-নবায়মান নিত্যমূর্ত্তিতে জীবের সম্মুখে আনিয়া দেয় যে, জীবের নিত্য আত্মস্বরূপের পিপাসা—আত্মস্বরূপের ব্যাকুলতা। লোভ—কামনা,—পরিতৃপ্তির পরিপূর্ণতা একমাত্র তাহাতেই। ভক্তিবিনোদের দান সাক্ষাৎ ভক্তিবিনোদ অর্থাৎ পরম প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেমাকেই প্রদান করে।

ভক্তিবিনোদের গান যে কর্ণ শ্রবণ করিয়াছে, সে কর্ণ জগতের অন্য কোন গান, অন্য কোন কথা শুনিতে পারে না। নিরন্তর সাধু-মুখবিগলিত কৃষ্ণকথা—শ্রৌতবাণী—ভক্তিসিদ্ধান্ত ব্যতীত তাঁহার কর্ণে অন্য কথা তপ্ত-তরল সীসকের ন্যায় অনুভূত হয়। ভক্তিবিনোদের পদ-নখ-সৌন্দর্য্য যিনি দর্শন করিয়াছেন, জগতের এমন কোন সৌন্দর্য্য নাই, যাহা তাঁহাকে মুহূর্ত্তের জন্যও মুগ্ধ করিতে পারে। ভক্তিবিনোদের পদস্পর্শ যিনি করিয়াছেন, জগতে এমন কোনও স্পর্শ-যোগ্য বস্তু নাই, যাহা তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে।

এসকল স্তুতি নহে। ইহারই সাক্ষ্য তাঁহার সেবকগণ আমাদিগকে নিয়তই প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহার সেবকগণ—যথার্থ যাঁহারা তাঁহার দান শিরে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা স্ত্রীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ নহেন—হরিবিমুখ আত্মীয়-স্বজন—পিতামাতা, ভাই, বন্ধু, গুরুর—অভাব অভিযোগ শুনিবার তাঁহাদের সময় নাই—হরিবিমুখ দেশ ও সমাজের বিমুখতাজাত প্রয়োজনীয়তা বা আহ্বান শুনিবার তাঁহাদের অবসর নাই—তাঁহারা নেশার উপাসনা করিবার সময় পান না—ইন্দ্রিয়ের কৈঙ্কর্য্য করিবার কথা স্মরণ হইলে, তাঁহাদের থুৎকার উপস্থিত হয়, তাঁহারা ভুক্তি চান না—তাঁহারা মুক্তি চান না, তাঁহারা চান—ভক্তিবিনোদ বা কৃষ্ণপ্রেমা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শতশত ভক্তিগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রত্যেক সেবক তাঁহার গ্রন্থরাজির এক একটী জলন্ত স্বর্ণাক্ষর। তাঁহার এক একটী ভক্ত—এক একটী "সোণার ছেলে"—যাঁ'রা তাহাদের সর্ব্বস্ব—ষোলআনা কৃষ্ণ-পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া জগতের প্রত্যেক জীবের ষোল-আনা কৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পণ করাইবার জন্য ব্যস্ত। তাঁহারা সকলে মিলিয়া সকলের ঈশ্বর ভগবানের সেবা করিতে চান। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাহিরে যে আচার্য্যলীলার অভিনয় দেখাইয়াছেন, তাহাতে তিনি গোষ্ঠ্যানন্দীরূপেই নিজকে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের কথা জগতের সর্ব্বত্র প্রচারে তাঁহার যে আন্তরিক বিপুল উৎসাহ ছিল, ব্যবসায়ী আনুকরণিক সম্প্রদায়ে সেরূপ হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে উত্থিত ভগবৎপ্রেরণামূলা চেষ্টা কখনও সম্ভব নহে। চঙ্গবিপ্রের ন্যায় তাহাদের ধার করা চেষ্টা, তাহাদিগকে প্রচারকের পরিবর্ত্তে প্রতারক সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিবে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রতিকার্য্য—প্রতিচিন্তা—প্রতি পদবিক্ষেপ শুদ্ধভক্তি প্রচারের অনুকূল ছিল। কি গৌড়মণ্ডল, কি ক্ষেত্রমণ্ডল, কি ব্রজমণ্ডল সর্ব্বত্রই তিনি গৌরসুন্দরের কীর্ত্তিত শুদ্ধভক্তি প্রচারের জন্য অনুক্ষণ চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীগৌর-জন্মভূমি প্রকাশ, ভক্তিশাস্ত্র-পঠনপাঠনমূলে গৌড়-মণ্ডল পরিক্রমা-প্রবর্ত্তন, গৌড়-মণ্ডলের বিভিন্নস্থানে শুদ্ধ-

ভক্তি-কেন্দ্রস্থাপনের প্রস্তাব, ক্ষেত্র-মণ্ডলে মহাপ্রভুর লুপ্ত-স্মৃতির পুনরুদ্ধার, ব্রজমণ্ডলে শুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের পুনঃ প্রবর্ত্তন করিবার জন্য তিনি বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন।

তিনি যে সময়ে বঙ্গদেশে উদিত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে শিক্ষিতসমাজে বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে বিসদৃশ ধারণা ছিল। শিক্ষিত-সমাজ 'বৈষ্ণব' বলিতে 'ব্যভিচারী', 'লম্পট,' অশিক্ষিত' 'ছোটলোককেই' জানিয়া রাখিয়াছিলেন। বৈষ্ণবাচার্য্যের কার্য্য ব্যবসায়ীর হস্তে পতিত হইয়া ভক্তিপ্রচার পণ্য-দ্রব্যরূপে পরিণত হওয়াতে ও ব্যভিচারকেই রাধাকৃষ্ণের 'প্রেমলীলা' বলিয়া ব্যভিচারি-সম্প্রদায়ের দ্বারা ব্যাখ্যাত হওয়াতে লোকে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি আস্থা হারাইয়াছিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নিজকে নামহট্টের সম্মার্জ্জক বা ঝাড়ুদারের পরিচয়ে পরিচিত করিয়া—তৃণাদপি সুনীচতার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া জগতের তদানীন্তন শিক্ষিতসমাজের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মই যে একমাত্র 'সনাতনধর্ম্ম' তাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি নিজকে কখনও সচ্চিদানন্দ প্রেমালঙ্কার, কখনও বা 'চাঁদবাউল' প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত করিয়া মায়াবাদ ও বাউলগণের শুদ্ধভক্তিবিরোধী মতবাদকে নিরাস করিয়াছেন। তিনি পাপিষ্ঠগণের অবতারবাদের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রকারে বাধাপ্রদান করিয়াছেন। 'বিষকিষণ' নামক এক বুজরুক নিজকে মহাবিষ্ণু বলিয়া পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক বহুলোকের অমঙ্গল সাধন করিতেছিল। ঐ ব্যক্তি যোগাদিসাধনে এবম্বিধ শক্তি-সঞ্চয় করিয়াছিল যে, কেহ তাহাকে বাধাপ্রদান করিতে আসিলে বাধাপ্রদানকারী অবশ ও অজ্ঞান হইয়া পড়িত। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নিজে শারীরিক বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়াও উক্ত বুজরুককে চিরতরে দণ্ডিত করিয়া ধর্ম্মজগতের মঙ্গলবিধান করিয়াছিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যখন শ্রীরাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনাদি স্থান পরিদর্শন করিতে যান, তখন তথায় কঞ্জড় নামক দস্যুবৃত্তিজীবিদলের দৌরাত্ম্যের কথা তাঁহার শ্রুতিগোচর হয়। তিনি বিপুল চেষ্টা দ্বারা ঐ প্রবল পরাক্রমবিশিষ্ট সমাজের অকল্যাণকারী সম্প্রদায়-বিশেষকে ন্যায়পথে আনয়ন করিয়াছিলেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার আদর্শ-জীবন দ্বারা দেখাইয়া গিয়াছেন যে, কৃষ্ণৈকশরণ বৈষ্ণবে সমস্ত গুণগ্রাম পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত। বৈষ্ণবের জীবন সর্ব্বদা নির্দ্দোষ। তাঁহার চরিত্রে বা তাঁহার কঠোরশাসনে শাসিত কোন ব্যক্তিই কলিস্থানপঞ্চকের কোন প্রকার বস্তুতে আসক্ত হওয়া দূরে থাকুক, তিনি নিজে কোন দিন একটী সুপারী পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া অন্য ব্যক্তিকে মাদকদ্রব্য বা কোনরূপ নেশায় আসক্ত হইবার শিক্ষাপ্রদান করেন নাই। পরলোকগত নাট্যকুশল গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার নিজ 'চৈতন্যলীলা' নামক নাটকের প্রথম অধিবেশনে শিশির বাবু দ্বারা ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে পরমযত্নে বরণ করিতে আসিলে, তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া পাপপঙ্কে নিমগ্নব্যক্তির মুখে কখনও হরিকথা কীর্ত্তিত হইতে পারে না এবং সেইরূপ ইন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশে হরিকথার ছলনা বা মনোমুগ্ধকর সুর, তাল, লয়, মান কাহারও শ্রবণ করা উচিত নহে—এই কথা শিক্ষা দিয়াছিলেন। একদা 'তত্ত্বমঞ্জরী' পত্রিকার সম্পাদক মৃত রামচন্দ্রের পিতা নৃসিংহবাবু তাঁহাকে চৈতন্যদেবের মত দ্বিতীয় আর একটী নূতন অবতারের কথা জানাইয়া সেই অবতারকে দেখাইবার জন্য তাহাদের বাটী মধুরায়ের গলিতে লইয়া গেলে তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া তথা হইতে চলিয়া আসিয়াছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্মের নখশোভা-দর্শনে অসমর্থ কর্ত্তাভজাদলের হরিবিমুখতা দর্শন করিয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মাচার্য্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার প্রচুর সৌহার্দ্দ থাকিলেও তিনি তাঁহার স্বতন্ত্রতাকে মনোধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত করিয়া নিরপেক্ষতার প্রতিকূলে প্রচার করেন নাই। তাঁহার গীতি ইহার প্রমাণ—

"নিরাকার নিরাকার করিয়া চীৎকার।
কেন সাধকের শান্তি ভাঙ্গ ভাই বার বার॥
তুমি যা' বুঝেছ ভাল, তাই নিয়ে কাট কাল,
ভক্তিবিনা ফলোদয়, তর্কে নাহি জান সার।
সামান্য তর্কের বলে ভক্তি নাহি আস্বাদিলে
জনম হইল বৃথা না করিলে সুবিচার॥
রূপাশ্রয়ে কৃষ্ণ ভজি, যদি হরিপ্রেমে মজি,
তাহ'লে অলভ্য ভাই কি রহিবে বল আর॥"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মনঃশিক্ষাচ্ছলে অহংগ্রহ-উপাসকগণকে বলিয়াছেন,—

"ওহে ভাই, মন কেন ব্রহ্ম হ'তে চায়।
কি আশ্চর্য্য কব কাকে, সদোপাস্য বল যা'কে,
তাঁ'তে কেন আপনে মিশায়॥
বিন্দু নাহি হয় সিন্ধু, বামন না স্পর্শে ইন্দু,
রেণু কি ভূধর রূপ পায়।
লাভ মাত্র অপরাধ, পরমার্থ হয় বাধ,
সাযুজ্যবাদীর হায় হায়॥
এ হেন দুরন্ত বুদ্ধি, ত্যজি' কর সত্ত্বশুদ্ধি,
অন্বেষহ প্রীতির উপায়।
সাযুজ্য নির্ব্বাণ আদি, শাস্ত্রে শব্দ দেখ যদি,
সে সব ভক্তির অঙ্গে যায়॥"

তিনি যোগমার্গের তুচ্ছত্ব প্রদর্শন করিয়া মনঃশিক্ষা-কল্পে আমাদিগকে যোগী হইবার বৃথা চেষ্টা হইতে রক্ষা করিয়াছেন—

"মন, যোগী হ'তে তোমার বাসনা।
যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন, নিয়ম-যম সাধন,
প্রাণায়াম আসন রচনা॥
প্রত্যাহার ধ্যান ধৃতি, সমাধিতে হ'লে ব্রতী,
ফল কিবা হইবে বল না।
দেহ মন শুষ্ক করি', রহিবে কুম্ভক ধরি',
ব্রহ্মাত্মতা করিবে ভাবনা॥
অষ্টাদশ সিদ্ধি পাবে, পরমার্থ ভুলে যাবে,
ঐশ্বর্য্যাদি করিবে কামনা।
স্থূল জড় পরিহরি' সূক্ষ্মেতে প্রবেশ করি',
পুনরায় ভুগিবে যাতনা॥
আত্মা নিত্যশুদ্ধ ধন, হরিদাস অকিঞ্চন,
যোগে তার কি ফল ঘটনা।
কর ভক্তি যোগাশ্রয়, না থাকিবে কোন ভয়,
সহজ অমৃত সম্ভাবনা॥
বিনোদের এ মিনতি, ছাড়ি' অন্য যোগগতি,
কর রাধাকৃষ্ণ আরাধনা॥"

কল্যাণ-কল্পতরুর কৃষ্ণসেবা-সুকল্যাণ-ফল-বিতরণকারী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে মনঃশিক্ষাচ্ছলে কর্ম্মমার্গ হইতে রক্ষা করিবার জন্য গাহিয়াছেন—

"মন, তুমি বড়ই পামর।
তোমার ঈশ্বর হরি, তাঁকে কেন পরিহরি',
কামমার্গে ভজ দেবান্তর॥
পরব্রহ্ম এক তত্ত্ব, তাহাতে সঁপিয়া সত্ত্ব,
নিষ্ঠাগুণে করহ আদর।
আর যত দেবগণ মিশ্রসত্ত্ব অগণন,
নিজ নিজ কার্য্যের ঈশ্বর॥
সে সবে সম্মান করি', ভজ একমাত্র হরি'
যিনি সর্ব্ব-ঈশ্বর ঈশ্বর।
মায়া যাঁর ছায়াশক্তি, তাঁতে ঐকান্তিকী ভক্তি,
সাধি' কাল কাট নিরন্তর॥
মূলেতে সিঞ্চিলে জল শাখা-পল্লবের বল,
শিরে বারি নহে কার্য্যকর।
হরিভক্তি আছে যার, সর্ব্বদেব বন্ধু তাঁ'র,
ভক্তে সবে করেন আদর।
বিনোদ কহিছে মন, রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ,
ভজ ভজ ভজ নিরন্তর॥

মৃত্যু জগতের সকল প্রকার প্রত্যক্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রত্যক্ষ হইলেও জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য ও সৌন্দর্য্যের গর্ব্ব আমাদিগকে এতদূর অন্ধ করিয়া দেয় যে, আমরা ঐ বড় প্রত্যক্ষটীকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। মৃত্যুকে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াও প্রত্যক্ষ করিতে পারি না বলিয়াই আমরা অমৃতের সন্ধানে ধাবিত হই না—কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করি না। জন্মৈশ্বর্য্যাদির অভিমানে মত্ত হইয়া অমৃতের সন্ধান-প্রদর্শনকারিগণকে বিদ্বেষ করি। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে এই চতুর্ব্বিধ অভিমানের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য গাহিয়াছেন—

"মনরে, কেন আর বর্ণ-অভিমান।
মরিলে পাতকী হ'য়ে, যমদূতে যা'বে ল'য়ে,
না করিবে জাতির সম্মান॥
যদি ভাল কর্ম্ম কর, স্বর্গভোগ অতঃপর,
তা'তে বিপ্র চণ্ডাল সমান।
নরকেও দুইজনে, দণ্ড পাবে একসনে,
জন্মান্তরে সমান বিধান॥
তবে কেন অভিমান, ল'য়ে তুচ্ছ বর্ণমান
মরণ অবধি যা'র মান।

সামাজিক মান ল'য়ে, থাক ভাই বিপ হ'য়ে,
বৈষ্ণবে না কর অপমান ॥
আদার ব্যপারী হ'য়ে, বিবাদ জাহাজ ল'য়ে,
কভু নাহি করে বুদ্ধমান ॥"

বিদ্যাবধূজীবনই যাঁহার একমাত্র জীবাতু ছিল, সেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে জড়বিদ্যার নিরর্থকতা শিক্ষাপ্রদানকল্পে লিখিয়াছেন, আমাদের অনেকের ধারণা—বিদ্যা আলোচনা করিতে করিতে আমরা তৎসাহায্যে বহু-ধর্ম্মের তত্ত্ব অবগত হইয়া প্রকৃত সত্য বুঝিয়া লইতে পারিব এবং আমাদের ধর্ম্মপথ নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিব। এইরূপ ভ্রমাত্মক ধারণা যে আমাদের ভগবদ্বহির্ম্মুখতা-জাত, তাহা প্রদর্শনকল্পে তিনি গাহিয়াছেন,—

কৃষ্ণ প্রতি অনুরক্তি, সেই বীজে জন্মে ভক্তি
বিদ্যা হইতে তাহা অসম্ভব।

* * *

ভক্তি বাধা যাহা হইতে, সে বিদ্যার মস্তকেতে,
পদাঘাত কর অকৈতব॥
জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে
জীবকে করয়ে গাধা॥
সেই গাধা হ'য়ে সংসারের বোঝা
বহিনু অনেক কাল।
বার্দ্ধক্যে এখন শক্তির অভাবে
কিছু নাহি লাগে ভাল॥
জীবন যাতনা হইল এখন,
সে বিদ্যা অবিদ্যা ভেল।
অবিদ্যার জ্বালা ঘটিল বিষম
সে বিদ্যা হইল শেল॥"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ধনের অভিমানের অকর্ম্মণ্যতা দেখাইয়া ধনতর্ম্মদান্ধদিগের শিক্ষাকল্পে বলিয়াছেন—

"যদি থাকে বহুধন নিজে হবে অকিঞ্চন,
বৈষ্ণবের কর উপকার।
জীবে দয়া অনুক্ষণ, রাধাকৃষ্ণ-আরাধন,
কর সদা হ'য়ে সদাচার॥"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘৃণা করিতেন কপটতাকে। তাঁহার মূর্ত্তিখানি যেন সরলতার বিগ্রহ ছিল। তিনি সর্ব্বক্ষণ বলিতেন, যিনি পারমার্থিক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি অন্তরে বাহিরে নিষ্কপট হইবেন। কোন প্রকার বুজরুকিকে তিনি ধর্ম্মের 'ধ' বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তিনি মনঃশিক্ষাচ্ছলে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন—

"মন, তুমি বড়ই চঞ্চল।
একান্ত সরল ভক্ত জনে নহ অনুরক্ত,
ধূর্ত্তজনে আসক্তি প্রবল॥
বুজরুকী জানে যেই, তব সাধুজন সেই
তা'র সঙ্গ তোমারে নাচায়।
ক্রূরবেশ দেখ যা'র শ্রদ্ধাস্পদ সে তোমার,
ভক্তি করি' পড় তা'র পায়॥
ভক্তসঙ্গ হয় যা'র ভক্তিফল ফলে তা'র
অকৈতবে শাস্তভাব ধর।
চঞ্চলতা ছাড়ি' মন, ভজ কৃষ্ণ-শ্রীচরণ
ধূর্ত্তসঙ্গ দূরে পরিহর॥"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তথাকথিত ধার্ম্মিকাভিমানিগণের বহু কপটতা ধরিয়া দিয়াছেন। অনেক ধার্ম্মিকম্মন্য ব্যক্তি তাঁহাদের মনের খেয়াল ও উচ্ছৃঙ্খলতাকেই উদারতা মনে করিয়া নিজ নিজ ক্ষুদ্র মনোধর্ম্মের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এইরূপ ব্যক্তিগণই আবার ভগবৎপ্রণীত আত্মধর্ম্ম—যে ধর্ম্ম জীবমাত্রের স্বরূপ ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম নিখিল জীবকে একটী মহা-ঐক্যতানে সংযুক্ত করিয়া দেয়, সেই মহান্ উদার সার্ব্বভৌম সনাতন-ধর্ম্মকে 'সম্প্রদায়িক ধর্ম্ম' বলিয়া ধৃষ্টতা দেখাইয়া নিজ মনোধর্ম্মের পরামর্শ গ্রহণ করাকেই বুদ্ধিমত্তার পরাকাষ্ঠা বলিয়া বিচার করেন। এই-রূপ আত্মবঞ্চিত উদারম্মন্য সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধি ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকগণের বঞ্চনায় যাহাতে আমরা বঞ্চিত না হই, তজ্জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মনঃশিক্ষাচ্ছলে আমাদের নিকট গাহিয়াছেন—

"মন, তোরে বলি এ বারতা।
অপক্ক বয়সে হায়, বঞ্চিত বঞ্চক পায়,
বিকাইলে নিজ স্বতন্ত্রতা॥
সম্প্রদায়ে দোষবুদ্ধি, জানি তুমি আত্মশুদ্ধি,
করিবারে হৈলে সাবধান।

না নিলে তিলক মালা, ত্যজিলে দীক্ষার জ্বালা,
নিজে কৈলে নবীন বিধান
পূর্ব্বমতে তালি দিয়া, নিজমত প্রচারিয়া
নিজে অবতার-বুদ্ধি ধরি'।
ব্রতাচার না মানিলে, পূর্ব্বপথ জলে দিলে,
মহাজনে ভ্রমদৃষ্টি করি॥
ফোঁটা দীক্ষা মালা ধরি ধূর্ত্ত করে সুচাতুরী
তাই তাতে তোমার বিরাগ।
মহাজন পথে দোষ, দেখিয়া তোমার রোষ,
পথপ্রতি ছাড় অনুরাগ॥
এমন দেখহ ভাই, স্বর্ণ ছাড়ি' নৈলে ছাই,
ইহকাল পরকাল যায়।
কপট বলিল সবে, ভর্কিত বা পেলে কবে,
দেহান্তে বা কি হবে উপায়॥"

তিনি কনককামিনী-প্রতিষ্ঠালোভী কপট প্রাকৃত-সহজিয়াগণের লোকবঞ্চনপরা চেষ্টাকে অন্তরের সহিত গর্হণ করিতেন। কামুক ভোগিদিগের লোকের নিকট ভক্তের ভাণ করিয়া ঢং দেখাইবার চেষ্টাকে তিনি কোনও দিন আদর করেন নাই। চন্দে পিপুলচূর্ণ ঘসিতে ঘসিতে ক্রমশঃ বন্ধন হইতে সরলতা আসিয়া পড়িবে, প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃতের উৎপত্তি হইবে, যোষিৎসঙ্গ করিতে করিতে পরে যোষিতে মাতৃবুদ্ধির উদয় হইবে—এইরূপ প্রাকৃত সহজিয়াগণের ধারণাকে তিনি কোনও দিন প্রশ্রয় দেন নাই। ধূর্ত্তগণের ঐসকল চেষ্টা মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের নামে কামুকের কাম বা ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রয়াস। উহা ভক্তি হইতে বহুদূরে। ঐরূপ কৃত্রিম অভ্যাসদ্বারা প্রাকৃত সহজিয়াকুল নরকের পথের যাত্রী হইতেছে। বারবনিতার মুখে রাইকানুর গান, ভাড়াটিয়ার মুখে রাইকানুর গানের নামে প্রাকৃত কামের প্রলাপ, শাস্ত্রজ্ঞানের নামে পশুপক্ষীতে রাইকানুর প্রেমের বিস্তাররূপ চূড়াধারি বিলাস, ভাড়াটিয়া পাঠক কথকের মুখে রাসপঞ্চাধ্যায় বা ভ্রমরগীতাপাঠ প্রভৃতি নরকাগ্নি প্রজ্বলনের ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া দেয় মাত্র। ঐ সকল পাপিষ্ঠ লোকের মুখে কখনও শ্রীহরির নাম উচ্চারিত হন না।

গ্রামোফোনে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সঙ্গীত গীত হইলেও উহা যেরূপ গ্রামোফোনের কোন উপকারে আসে না, উহা যেরূপ গ্রামোফোনের জড়ত্ব বিধ্বংসিত করে না, তদ্রূপ প্রাকৃতসহজিয়াগণের কাঁদাকাটা, লম্ফঝম্প, রাইকানুর গান, ভ্রমরগীতাপাঠ তাহাদিগকে ঘোর নরকের পথে লইয়া যায়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—পরম জীবহিতৈষী—পরমকারুণিক ঠাকুর মনঃশিক্ষাচ্ছলে আমাদিগকে ঐ সকল অসৎসঙ্গ হইতে সাবধান করিবার জন্য গাহিয়াছেন—

"কি আর বলিব তোরে মন।
মুখে বল প্রেম প্রেম, বস্তুতঃ ত্যজিয়া হেম,
শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন॥
অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত, লম্ফঝম্প অকস্মাৎ,
মূর্চ্ছাপ্রায় থাকহ পড়িয়া।
এ লোক বঞ্চিতে রঙ্গ, প্রচারিয়া অসৎসঙ্গ,
কামিনী কাঞ্চন লভ গিয়া॥
প্রেমের সাধন ভক্তি, তা'তে নৈল অনুরক্তি,
শুদ্ধ প্রেম কেমনে মিলিবে।
দশ অপরাধ ত্যজি, নিরন্তর নাম ভজি,'
কৃপা হ'লে সুপ্রেম পাইবে॥
না মানিলে সুভজন, সাধুসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন,
না করিলে নির্জ্জনে স্মরণ।
না উঠিয়া বৃক্ষোপরি, টানাটানি ফল ধরি,
দুষ্ট ফল করিলে অর্জ্জন॥
অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন সুবিমল হেম,
এই ফল নৃলোকে দুর্লভ।
কৈতবে বঞ্চনা মাত্র, হও আগে যোগ্যপাত্র
তবে প্রেম হইবে সুলভ॥
কামে প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই,
তবু কাম প্রেম নাহি হয়
তুমি ত বরিলে কাম, মিথ্যা তাহে প্রেমনাম,
আরোপিলে কিসে শুভ হয়॥
নাটকাভিনয় প্রায়, সকপট প্রেম ভায়,
তাহে মাত্র ইন্দ্রিয়সন্তোষ।
ইন্দ্রিয়-তোষণ ছার, সদা কর পরিহার,
ছাড় ভাই অপরাধ দোষ॥"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রাকৃত সহজিয়াগণের মুখে তৃণাদপি সুনীচতার ভাণ ও অন্তরে 'আমি বৈষ্ণব' এইরূপ হরিবিমুখিনী দুর্ব্বুদ্ধি বা কপটতা ধরিয়া দিয়া প্রকৃত তৃণাদপি সুনীচতার আদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক গাহিয়াছেন—

"আমিত বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী॥
তোমার কিঙ্কর আপনে জানিব
গুরু-অভিমান ত্যজি'।
তোমার উচ্ছিষ্ট পদজল-রেণু
সদা নিষ্কপটে ভজি॥"

দুর্ভাগা প্রাকৃতসহজিয়াগণ তৃণাদপি সুনীচ বৈষ্ণবের এইরূপ দৈন্য দেখিয়া মাৎসর্য্যবশতঃ বৈষ্ণবকে 'নীচ', 'চণ্ডাল' 'যবন', 'আশীর্ব্বাদের পাত্র', 'কল্যাণীয়' প্রভৃতি মনে করিয়া নরকের পথের পথিক হইয়া থাকে। সেই সকল নরক পথিকগণের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিবার জন্য আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন—

"বৈষ্ণব-চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ না সম্ভাষে তারে
থাকে সদা মৌন ধরি'॥"

হিংসাপর দুর্ভাগা প্রাকৃতসহজিয়াগণ নিজের হিংসাবৃত্তি নিজেরা ধরিতে পারে না। ভূতগ্রস্তব্যক্তি নিজের দুরবস্থা নিজে বুঝিতে পারে না।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বর্ত্তমান যুগের বিষম সমস্যা—যে সমস্যার সমাধান জগতে শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ তাঁহাদের বৃহৎ বৃহৎ মস্তক আলোড়ন করিয়াও সমাধান করিতে পারিতেছেন না—যে সমস্যা ভারতের—ভারতের কেন, সমগ্রজগতের কোটিনরনারীর অনুক্ষণ ভাবনার বিষয় হইয়াছে, সেই সমস্যাটি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার প্রাত্যহিক জীবনের একটী সহজ সরল স্বাভাবিক আদর্শ দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণরূপে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ধারণ করিয়াছেন। শাস্ত্রে—সনাতনশাস্ত্রে সেই সমস্যার সমাধান থাকিলেও বিমুখজগৎ তাহা বিপুল শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিতে পারে নাই। কিন্তু ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার জীবন্তজীবনের জীবন্ত অক্ষরে যে গান গাহিয়াছেন, তাহাতে মানবজীবনের সর্ব্ববিধ অভাব অতি সহজ সরল পন্থায় বিদূরিত করিবার সন্ধান আছে। বর্ত্তমান জগৎ সেই সন্ধান—সেই সমস্যার সমাধান শ্রবণ করুন—

"সকল বুঝিয়া আসিয়াছি আমি
তোমার চরণে নাথ।
আমি নিত্যদাস, তুমি পালয়িতা,
তুমি গোপ্তা জগন্নাথ॥
তোমার সকল, আমি মাত্র দাস,
আমারে তারিবে তুমি।
তোমার চরণ, করিনু বরণ,
আমার নহি ত' আমি॥
ভকতিবিনোদ, কাঁদিয়া শরণ,
লয়েছে তোমার পায়।
ক্ষমি' অপরাধ, নামে রুচি দিয়া,
পালন করহে তায়॥
সর্ব্বস্ব তোমার, চরণে সঁপিয়া
পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমিত ঠাকুর, তোমার কুকুর,
বলিয়া জানহ মোরে॥
বাঁধিয়া নিকটে, আমারে পালিবে,
রহিব তোমার দ্বারে।

প্রতীপজনেরে, আসিতে না দিব,
রাখিব গড়ের পারে ॥
তব নিজজন, প্রসাদ সেবিয়া,
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা।
আমার ভোজন, পরম আনন্দে,
প্রতিদিন হবে তাহা ॥
বসিয়া শুইয়া, তোমার চরণ,
চিন্তিব সতত আমি।
নাচিতে নাচিতে, নিকটে যাইব,
যখন ডাকিবে তুমি ॥
নিজের পোষণ, কভু না ভাবিব,
রহিব ভাবের ভরে।
ভকতিবিনোদ, তোমারে পালক,
বলিয়া বরণ করে ॥"

শরণাগত ব্যক্তি নিজের পোষণের চিন্তা করেন না। আগে বাঁচিয়া থাকিব, পরে ধার্ম্মিক হইব এরূপ বিচার শরণাগতের বিচার নহে। ধার্ম্মিক হইতে পারিলেই বাঁচিয়া থাকার সার্থকতা, নতুবা হাপরের ন্যায় নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিবার জন্য এক মুহূর্ত্ত বাঁচিয়া থাকার আবশ্যক নাই। আগে অর্থ-সংগ্রহ করিব, স্ত্রীপুত্রাদির ব্যবস্থা করিয়া দিব, পরে হরি-ভজন করিব বা আগে অর্থসংগ্রহ করিব, পরে সেই অর্থের সাহায্যে হরিকীর্ত্তন করাইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিব এরূপ নাস্তিকতা শরণাগতের নহে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইহাই তাঁহার আদর্শ জীবন দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন। শাস্ত্রে ষড়্বিধা শরণাগতির বিষয় উল্লিখিত আছে। শ্রীল জীবপাদ ভক্তি-সন্দর্ভের ২৩৬ সংখ্যায় লিখিয়াছেন—"আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিরিতি। অঙ্গাঙ্গিভেদেন ষড়্বিধা। তত্র গোপ্তৃত্বে বরণমেবাঙ্গী। অন্যানি ত্বঙ্গানি তৎপরিকরত্বাৎ॥"

এই আচার্য্যবাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জগন্নাথকে গোপ্তৃত্বে বরণই শরণাগতির স্বরূপলক্ষণ। যে সকল ব্যক্তি কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগমার্গে ধাবিত, তাঁহারা অন্ধকারে পদ-নিক্ষেপকারীর ন্যায় এতদূর বাস্তববিশ্বাসহীন যে, তাঁহারা ভগবান্‌কে 'রক্ষাকর্ত্তা' বলিয়া বরণ করিতে পারেন না। যদি রক্ষাকর্ত্তা বলিয়াই বরণ করিবেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্যকৃত্য বিচার থাকিতে পারে না; ভগবৎসেবা স্থগিত রাখিয়া আগে অর্থসংগ্রহ, আগে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত দেশকে উদ্ধার, আগে দেশ ও সমাজের অসুবিধা দূরীকরণ, পরে 'সমুদ্র শুকাইলে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইব' এইরূপ বিচারের বহুমাননও দৃষ্ট হইত না।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃষ্ণকেই গোপ্তৃত্বে বরণ করিয়া অনুকূল বিষয়ের সঙ্কল্প ও প্রতিকূল বিষয়ত্যাগের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি ফল্গুত্যাগীর বিচার অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণসেবার অনুকূল বস্তুকে প্রাকৃত বুদ্ধিতে পরিত্যাগ করেন নাই বা প্রাকৃত সহজিয়াগণের মত কৃষ্ণসেবার ছল করিয়া ভোগের ইন্ধনও সংগ্রহ করেন নাই, তাই তিনি গাহিয়াছেন—

"তুয়া ভক্তি-অনুকূল যে যে কার্য্য হয়।
পরম যতনে তাহা করিব নিশ্চয় ॥
ভক্তি-অনুকূল যত বিষয় সংসারে।
করিব তাহাতে রতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে ॥
শুনিব তোমার কথা যতন করিয়া।
দেখিব তোমার ধাম নয়ন ভরিয়া ॥
তোমার সেবায় কামে নিয়োগ করিব।
তোমার বিদ্বেষিজনে ক্রোধ দেখাইব ॥
এইরূপে সর্ব্ববৃত্তি আর সর্ব্বভাব।
তুয়া অনুকূল হ'য়ে লভুক প্রভাব ॥"

তাঁহার প্রাতিকূল্য-বর্জ্জনবিষয়ে সঙ্কল্প বা দৃঢ়তার উপ-দেশও আশ্চর্য্যজনক—

"তুয়া ভক্তি-প্রতিকূল ধর্ম্ম যা'তে রয়।
পরম যতনে তাহা ত্যজিব নিশ্চয় ॥
তুয়া ভক্ত-বহির্ম্মুখ সঙ্গ না করিব।
গৌরাঙ্গ-বিরোধী জনের মুখ না হেরিব ॥
ভক্তি-বিরোধী গ্রন্থ পাঠ না করিব।
ভক্তির বিরোধিব্যাখ্যা কভু না শুনিব ॥
গৌরাঙ্গবর্জ্জিত স্থান তীর্থ নাহি মানি।
ভক্তির বাধকজ্ঞান কর্ম্ম তুচ্ছ জানি ॥
ভক্তির বাধককালে না করি আদর।
ভক্তিবহির্ম্মুখ নিজ-জনে জানি পর ॥
ভক্তির বাধিকা স্পৃহা করিব বর্জ্জন।
অভক্তপ্রদত্ত অন্ন না করি গ্রহণ ॥

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শিক্ষার মূলমন্ত্র ছিল,—

"তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত
সেও ত' পরম সুখ
সেবা সুখ দুঃখ পরম সম্পদ
নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ ॥"

তদানীন্তন সভ্যজগৎ ও প্রাকৃত সহজিয়াগণের কৃষ্ণ-সম্বন্ধে বিসদৃশ ধারণা দূরীকৃত করিবার জন্য ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ১২৮৬ বঙ্গাব্দে 'কৃষ্ণসংহিতা' নামে এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সেই গ্রন্থ পাঠ করিয়া কোন কোন 'থিওসফি-বাদী' মনে করিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণসংহিতাগ্রন্থে বোধ হয় আধ্যাত্মিকবাদ স্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ থিওসফিবাদ যে জড়বাদেরই অন্যতম, বাস্তবসত্যে—অচিন্ত্য শক্তি লীলা-পুরুষোত্তমের চিদ্বিলাসে বিশ্বাসহীন ব্যক্তিগণেরই যে আধ্যাত্মিকবাদ একটা মনঃকল্পিত ব্যাপার তাহা তিনি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার স্বলিখিত জীবনীমধ্যে কৃষ্ণসংহিতা গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণতত্ত্ব যে অপ্রাকৃত, তাহা এই গ্রন্থে দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কতকগুলি লোক এই বর্ণনাকে আধ্যাত্মিক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিতান্ত ভ্রম।

অপ্রাকৃত ও আধ্যাত্মিকে যে সূক্ষ্ম ভেদ আছে, তাহা প্রায়ই লোক ধরিতে পারে না। অপ্রাকৃতবস্তুর জ্ঞানাভাবই ইহার কারণ।" (স্বলিখিত জীবনী ১৫৫ পৃষ্ঠা)

ঠাকুরের এক একটী গ্রন্থ ভক্তিসিদ্ধান্ত-পয়োনিধির এক একখণ্ড নবনীত। তাঁহার 'জৈবধর্ম্ম' গ্রন্থখানি সমগ্র গোস্বামিগ্রন্থের সার-স্বরূপ; তাঁহার "ভজনরহস্য" রস সাগরের অমৃতখণ্ড; তাঁহার 'আম্নায়সূত্র' ও 'তত্ত্বসূত্র' নিখিল-বেদ-বেদান্তের চুম্বক; তাঁহার 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' গৌরকথাপীযূষরসের সিতপল; তাঁহার 'ভাগবতার্ক মরীচি মালা' সুদর্শন-নেমির উজ্জ্বলপ্রভা; তাঁহার 'চৈতন্য শিক্ষা-মৃত' এরূপ উপাদানে গঠিত—এরূপ বিশ্লেষণসংস্কারে গ্রথিত যে, অত্যন্ত নাস্তিকও যদি মনোযোগ সহকারে সেই গ্রন্থখানি পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহার শুষ্ক মরুতুল্য হৃদয়ে গৌরদাস্য-তরঙ্গিণী প্রবাহিতা হইতে পারে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ অনেকেই মহাবদান্য গৌরসুন্দরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান 'শ্রীনাম' সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের বিস্তৃত লেখনী হইতে সেই সকল সিদ্ধান্ত সংগ্রহ দুরূহ হইয়া পড়ে, এমন কি অনেক সময় বিদ্বৎপ্রতীতির অভাবে সাধারণ ব্যক্তি তাঁহাদের সিদ্ধান্ত বুঝিতে না পারিয়া নামাপরাধ ও নামের পার্থক্য সুষ্ঠুভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তাহাতে পরম কৃপাময় নামের কৃপালাভে বঞ্চিত হয়। পরমকারুণিক শ্রীনাম আচার-প্রচারবান ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীনামতত্ত্বের সিদ্ধান্ত এত পরিষ্কারভাবে—এত বিশ্লেষণ করিয়া মূঢ় অনর্থযুক্ত জীবের জন্য বিচার করিয়াছেন যে, তাহাতে 'নামাপরাধ' হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া জীব সহজেই নামের কৃপা লাভ করিতে পারেন। তাঁহার "হরিনাম চিন্তামণি" গ্রন্থই এই কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 'ছায়ানামাভাস' ও 'প্রতিবিম্বনামাভাসে' কি পার্থক্য, 'শুদ্ধনাম' ও 'নামাপরাধে' কি পার্থক্য, 'নামাভাস' ও 'নামাপরাধে' কি পার্থক্য, 'শ্রীনামে' ও 'নামাভাসে' কি পার্থক্য, 'বর্ণব্যবধান' ও 'তত্ত্বব্যবধান', 'নামাক্ষর' ও 'নাম' প্রভৃতির বিচার নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের মুখে তিনি যেরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন, এরূপ সুষ্ঠু, পরিষ্কার, মূঢ়লোকেরও বোধগম্য-বিচার আমরা আর কোথায়ও দেখিতে পাই না। কেবলমাত্র বৈষ্ণবনিন্দক অর্থাৎ প্রধান নামাপরাধী প্রাকৃত-সহজিয়াকুল এই সকল সিদ্ধান্ত হইতে বঞ্চিত হইয়া 'নামা-

পবাপ-ফলে সংসারগতিদীপ্ত করিতেছে। তাঁহার রচিত শত শত গ্রন্থরাজ ভাগবত সিদ্ধান্তের খনি—ভক্তিসিদ্ধান্তসাগরের কৌস্তভমণি। তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী, উর্দ্দু, উড়িয়া, হিন্দী প্রভৃতি বহু ভাষায় বহু ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে এস্থানে গ্রন্থতালিকা প্রদত্ত হইল না। সজ্জন-তোষিণী পত্রিকা তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। এখনও তাঁহার বহু অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলীর হস্তলিপি বিদ্যমান আছেন। তাঁহার কোন কোন গ্রন্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের ফলে ৮ম ৯ম সংস্করণ পর্য্যন্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া তিনি যে সকল বিগ্রহবিশিষ্ট গ্রন্থ করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল চেতনময় গ্রন্থের স্বর্ণাক্ষর অর্থাৎ তাঁহার অনুগগুলীর আদর্শ জীবন—সেবাবৃত্তি অসংখ্য লোককে চেতন করিতেছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দয়ার কথা যতই আলোচনা করিতে যাওয়া যায়, ততই তাহা নবনবায়মান-চমৎকারিতার অফুরন্ত উৎস খুলিয়া দেয়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপা-সৌরভ মলয়জ চন্দনের ন্যায় যত ঘর্ষিত হয়, ততই অধিক সৌরভ বিতরণ করিতে থাকে। হৃদয়ের অনেক কথা বলিবার বাকী থাকিলেও আমরা বাহুল্য ভয়ে বলিতে পারিলাম না। আমরা আমাদের যোগ্যতানুসারে তাঁহার আচার্য্য-লীলার দিগ্‌দর্শন করিলাম মাত্র। তাঁহার অন্তরঙ্গ ভজনের কথা তিনিই জানেন আর জানেন তাঁর অন্তরঙ্গ নিজজন। তাঁহার 'রূপানুগ-ভজন দর্পণ', তাঁহার 'সিদ্ধি-লালসা' পাঠ করিবার যাঁহাদের অধিকার আছে, তাঁহারাই কিঞ্চিৎ পরিমাণে তাঁহার ভজনের কথা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বর্ষীয়ান্ ভাগবত বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথকে তিনি তাঁহার সদোপাস্যরূপে বরণ করিয়া, অবধূতকুল-শিরোমণি শ্রীল গৌরকিশোরকে তাঁহার সুহৃদ্রূপে গ্রহণ করিয়া নিয়ত তাঁহাদের সঙ্গে বাস, ভাগবতগ্রন্থালোচনা, উচ্চকীর্ত্তন ও স্মরণমননাদি ভজনে অনুক্ষণ নিমগ্ন থাকিয়া তিনি জীবকে সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনের যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কপট প্রাকৃতসাহজিককুলের সম্পূর্ণ প্রতিযোগী।

ঠাকুর আমাদের—"ভক্তিবিনোদ"। ভক্তি যাঁহাতে সমদাত্ত মাধুর্য্যমর্য্যাদা লাভ করেন তিনিই 'ভক্তিবিনোদ'। তিনি—প্রয়োজন। যাহার দ্বারা সেই প্রয়োজন লব্ধ হয়, সেই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি। চরণে আমাদের অনন্তকোটি প্রণাম। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির কৃপায়ই প্রয়োজন উপলব্ধি হয়, ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বা অভিধেয়কে বাদ দিলে আমাদের প্রয়োজনলাভ হইতে পারে না। তিনিই একাধারে সাধ্য ও সাধন, শ্রীগৌরকিশোর—সম্বন্ধ, 'ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী'—অভিধেয় ও 'ভক্তিবিনোদ'ই আমাদের প্রয়োজন। সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজন একসূত্রে গাঁথা; অভিধেয় ব্যতীত সম্বন্ধ হয় না, আর সম্বন্ধ ব্যতীত অভিধেয় হয় না। অভিধেয় সম্পন্ন হইলে সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনলাভ হয়। 'অভিধেয়' 'প্রয়োজন' প্রদান না করিয়া অন্যবস্তু প্রদান করেন না। সেই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি বা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীই পরম প্রবলা। অষ্টবিধা অবলাভক্তি। সবলা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির আশ্রয়ে বাজিত হইয়া থাকেন। অতএব সেই প্রয়োজনের প্রদানকারিণী ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর চরণে আজ আমরা আত্মাঞ্জলি প্রদান করিয়া ভক্তিবিনোদের জয়গান গাহিতেছি—

জয় জয় জয় ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।
হরি-কীর্ত্তন ভজনে যার প্রমোদ প্রচুর॥

গৌড়ীয়মঠ কি করেন?

গৌড়ীয়েশ্বরের কৃপায় গৌড়ীয়মঠের কথা আজ সমগ্র গৌড়দেশে কাহারও অবিদিত নাই—গৌড়দেশ কেন, নৈমিষারণ্য হইতে আরম্ভ করিয়া অযোধ্যা, প্রয়াগ, কাশী, অপরদিকে শ্রীবৃন্দাবন, মথুরা, আবার দাক্ষিণাত্য ও উড়িষ্যা অঞ্চলের সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটভূমি শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপ-ধামে প্রতিষ্ঠিত মূলমঠ শ্রীচৈতন্যমঠের প্রধান শাখামঠ শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা সুপ্রচারিত। গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা বিস্তারিত।

'সত্য' দুইপ্রকারে প্রচারিত হয়—অন্বয়ভাবে ও ব্যতিরেকভাবে। কেবল অন্বয়ভাবে 'সত্য' প্রচারিত হইতে পারে না। ব্যতিরেকভাবে প্রচার অন্বয়মুখে প্রচার অপেক্ষা জগতে অধিকতর উজ্জলভাবে সত্যের প্রকাশ ও

প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে। সত্যযুগে প্রহ্লাদ অপেক্ষা হিরণ্যকশিপু নৃসিংহদেবকে ব্যতিরেকভাবে প্রচার করিয়া নৃসিংহের মাহাত্ম্য জগতে অধিকতরভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন; ত্রেতাযুগে হনুমান্ অপেক্ষা রাবণ শ্রীরামচন্দ্রকে জগতের নিকট অধিকভাবে প্রচার করিয়াছিলেন; দ্বাপরে পাণ্ডব ও যাদবাদি ভক্ত অপেক্ষা কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি ব্যতিরেকভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে অধিক প্রচার করিয়াছিলেন; কলিযুগে জগাইমাধাই, চাঁদকাজি, মায়াবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতী, বিষ্ণুবৈষ্ণবদ্বেষী রামচন্দ্র খান, রামচন্দ্রপুরী এবং পরবর্ত্তিকালে আনুকরণিক ভিন্ন ভিন্ন অপসম্প্রদায় গৌরনিত্যানন্দকে গৌরভক্তগণ অপেক্ষাও ব্যতিরেকভাবে জগতের নিকট অধিকরূপে প্রচার করিয়াছেন। চিরকালই 'সত্য' এইরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে প্রচারিত। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সত্যকথাও জগতে এইরূপভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

এখন জিজ্ঞাস্য, 'গৌড়ীয়মঠ' কি করেন? গৌড়ীয়মঠ কি জগতের সহস্র সহস্র সম্প্রদায়ের মতই আর একটী মণ্ডলী বিশেষ? অথবা "গৌড়ীয়মঠ" কি জগতের অন্যান্য হিতকারী মণ্ডলীর অন্যতম? কিম্বা "গৌড়ীয়মঠ" কি জগতের অন্যান্য অহিতকারী সঙ্ঘের অন্যতম? "গৌড়ীয়মঠ" জগতের কোন্ হিতকর কার্য্য করেন? "গৌড়ীয়মঠ" কি মাতার ন্যায় স্নেহশীল, পিতার ন্যায় পরিপালক, ভ্রাতার ন্যায় সাহায্যকারী? "গৌড়ীয়মঠ" জগতের কি কল্যাণসাধন করেন, সমাজের কি হিতকামনা করেন, মানবজাতির কতটুকু উপকার করেন যে, জগৎ, সভ্যসমাজ বা মানবকুল তাঁহার কথা শুনিবেন?—এরূপ নানা প্রশ্ন আমাদের মনে উদিত হইতে পারে।

"গৌড়ীয়মঠ" সহস্র সম্প্রদায়ের মত আর একটী মণ্ডলী নহেন। গৌড়ীয়মঠ জগতের অন্যান্য হিতকামী বা অহিতকামী মণ্ডলীর ন্যায় হিতকামী বা অহিতকামী নহেন। "গৌড়ীয়মঠ" জগতের ভোগবুক্ত ধারণার হিতকর বা অহিতকর কার্য্য করেন না। "গৌড়ীয়মঠ" জগতের মাতার ন্যায় স্নেহশীল বা নৃশংস, জগতের পিতার ন্যায় পরিপালক বা বিনাশক, জগতের ভ্রাতার ন্যায় সাহায্যকারী বা অনিষ্টকারী নহেন। তবে গৌড়ীয়মঠ কি যে জগৎ তাঁহারই কথা শুনিবে?

গৌড়ীয়মঠের সহিত সমগ্রজগতের কোনও অমিল নাই মাত্র একটী কথায়। গৌড়ীয়মঠ বলেন, গৌড়ীয় মঠের সহিত সমগ্র জগতের মিলও একটী কথায়—অধোক্ষজের সেবাই সমগ্রজীবের ধর্ম্ম। জগতের অধিকাংশ লোকই বলেন অক্ষজের সেবাই জীবমাত্রের ধর্ম্ম। অন্ততঃ মুখে না বলিলে কার্য্যকালে সর্ব্বক্ষণ তাহাই করিয়া বসেন। গৌড়ীয়মঠ বলেন, যাহা সাধ্য, তাহাই একমাত্র সাধন হওয়া উচিত। জগতের অধিকাংশ লোকের মতেই সাধ্য ও সাধন পরস্পর ভিন্ন। গৌড়ীয়মঠ বলেন,—'একতা'—'বিশ্বপ্রেমিকতা' প্রভৃতি কথা দেহ ও মনোধর্ম্মে আসক্ত থাকাকালে কেবল 'আকাশকুসুম' প্রভৃতি শব্দের ন্যায় শব্দমাত্রে পর্য্যবসিত। আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইলেই ঐক্যতান (Harmony) সম্ভব।

এই পার্থক্যটি খুলিয়া বলি—অধোক্ষজের সেবা বলিতে অতীন্দ্রিয় ভগবানের সেবা। দেহ বা মনের তর্পণ বা তর্পণবিরোধ যাহাতে হয়, তাহা অধোক্ষজের সেবা নহে, তাহা অক্ষজের সেবা। মুক্তবায়ু সেবন দ্বারা দেহের তর্পণ হয়, মুক্ত আকাশের দিকে তাকাইয়া প্রমাথি মনকে মুক্তপ্রগ্রহ অশ্বের ন্যায় যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দিতে—প্রকৃতির সুষমায় মনকে স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে দিলে—কাব্যকাননের বিচিত্র কুসুমরাজির মকরন্দ যথেচ্ছ লুটিতে দিলে মনের তর্পণ হয়। তদ্বিপরীত নির্ব্বিশেষভাব তর্পণধ্বংস। উহা অধোক্ষজের সেবা নহে—অক্ষজের সেবা।

জগতের অধিকাংশ লোকই প্রত্যক্ষবাদী হইলেও সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রত্যক্ষটা দেখিয়াও দেখিতে পায় না। জানিয়াও কাজের বেলা ভুলিয়া যায়। চার্ব্বাকের ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রত্যক্ষবাদীও সেই বড় 'প্রত্যক্ষ'টাকে প্রত্যক্ষ করিয়াও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই। সেই বড় প্রত্যক্ষটার নাম—'মৃত্যু'।

এই বড় প্রত্যক্ষটার কথা যদি আমাদের মনে থাকে, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই অমৃতের জন্য লালায়িত হই। শ্রুতি বলেন,—আমরা সকলেই অমৃতের পুত্র—অমৃতের অধিকারী,—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ (শ্বেতাশ্বঃ ২।৫)।

জগতে এই অমৃত পাইবার দুই প্রকার চেষ্টা দেখা যায়। ঐতিহাসিকযুগের রাজকুমারগণের ন্যায় অমৃতের পুত্রাভিমানী কেহ কেহ পিতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পিতৃ রাজসিংহাসনে আরোহণ করিবার চেষ্টা করে, আবার সৎপুত্রগণ

স্নেহশীল বৎসল পিতার উত্তরাধিকারী হইবার জন্য পিতার নিত্যসেবাই তাঁহাদের 'সাধ্য' ও 'সাধন' জ্ঞান করেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ শেষোক্ত প্রণালীকেই সুষ্ঠু ও সনাতন প্রণালী বলিয়া জানেন। সুষ্ঠু কেন? যেহেতু—

"শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥"

—ভাঃ ১.২।১৭

—শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অপ্রাকৃত কথা-শ্রবণকারী মানবের হৃদয়স্থ হইয়া হৃদয়ের পাপবাসনাসমূহ সমূলে ধ্বংস করেন। এই পাপবীজ বা পাপবাসনা বা অবিদ্যাই জীবের সংসারের কারণ।

এই পন্থা 'সনাতন' কেন? যেহেতু—

"ভেজিরে মুনয়োঽথাগ্রে ভগবন্তমধোক্ষজম্।"

—ভাঃ ১।২।২৫

—'অগ্রে' বলিতে প্রাগ্‌বর্ত্তী যুগেরও পূর্ব্বে মুনিগণ মহাজনগণ এই অধোক্ষজ-ভগবানকে এইরূপভাবে ভজনা করিয়াছিলেন।

যাহাতে 'আনন্দ' অর্থাৎ অমঙ্গল উদয় না করায় সেইরূপ দয়ার নাম **"অমন্দোদয়া দয়া।"** উদাহরণ—রোগীকে তেঁতুল খাইতে দিলে বা মাতালকে শৌণ্ডিকালয়ে যাইতে দিলে দয়া করা হয় বটে, কিন্তু উহাতে ভবিষ্যৎ দয়াপ্রাপ্ত ব্যক্তির 'অমন্দ' বা 'অমঙ্গল' উদয় করাইয়া থাকে। রোগীকে তাহার ইচ্ছার ও রুচির প্রতিকূলে চিকিৎসা করিলে, মাতালকে অসৎকার্য্য হইতে রক্ষা করিলে 'অমন্দোদয়া দয়া' করা হয়। 'বন্যা দূর করা, দুর্ভিক্ষ নিবারণ করা, রোগীর শুশ্রূষা করা বা কাহারও মনস্তুষ্টি করা বা কাহাকেও উদ্বেগ দেওয়া কিম্বা কাহারও চেতনার বৃত্তি স্তব্ধ করিয়া দেওয়া—ইহারা সকলেই 'মন্দোদয়া দয়ার' উদাহরণ। মানুষ স্বস্থানে না আসা পর্য্যন্ত ইহা বুঝিতে পারেন না। ঐ সকল কার্য্য দ্বারা প্রকৃতপক্ষে জীবের মঙ্গল হয় না। ক্লেশের মূলচ্ছেদনের নামই—পরোপকার ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ পচা ঘা (Gangrene) রাখিয়া চিকিৎসা করিলে রোগীর উপকার করা হয় না অথবা ইন্দ্রিয়তর্পণ 'বিবোধকল্পে রোগীকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইয়া চিরতরে রোগ দূর করিবার চেষ্টা-রূপ মুক্তিবাদের লোভ দেখাইলেও তাহাতে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় না।

"স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি।
ন রাতি রোগিণেঽপথ্যং বাঞ্ছতো হি ভিষক্তমঃ॥"

সুচিকিৎসক যেরূপ রোগী অপথ্য বাঞ্ছা করিলেও তাহা প্রদান করেন না, তদ্রূপ যিনি স্বয়ং নিঃশ্রেয়ঃ অর্থাৎ চরম-মঙ্গলের বিষয় করগত আছেন, তিনি কখনও অজ্ঞ ব্যক্তিকে কর্ম্মের উপদেশ দেন না। শ্রুতি বলেন—

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎকর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে॥

—(মুণ্ডক ১।২।৯)

—অজ্ঞব্যক্তিগণ বহুবিধ অবিদ্যার মধ্যে থাকিয়াই 'আমরা কৃতার্থ হইয়াছি'—এইরূপ মনে করে। যেহেতু তাহারা কর্ম্মী, কর্ম্মে অনুরাগবশতঃ প্রকৃততত্ত্বে অনভিজ্ঞ। অত্যন্ত আতুর হইয়া কর্ম্মফলে যে কিছু লাভ করে, কিছুকাল পরে সেই স্থান হইতে ভ্রষ্ট হয়। শ্রুতি আরও বলেন—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

(মুণ্ডক ১।৩।৮)

—যাহারা অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া আপনাদিগকে 'বিবেকী' ও 'পণ্ডিত' বলিয়া মনে করে, সেই সকল বিপথগামী অজ্ঞব্যক্তি অজ্ঞব্যক্তিদ্বারা পরিচালিত অপর অন্ধের ন্যায় বিপন্ন হইয়া থাকে।

জগতের অধিকাংশ লোকই নিজগৃহ ভুলিয়া মায়াবিনীর কুহকে গৃহের বিপরীতদিকে ছুটিয়াছে—তাহাতেই তাহাদের এত প্রমত্ততা—ব্যস্ততা—একাগ্রতা—স্থিরসঙ্কল্প যে, বাড়ীর কথা ভাবিবার সুযোগ তাহাদের খুবই কম। কিন্তু গৌড়ীয় মঠের বার্ত্তা—গৌড়ীয়মঠের উড্ডীয়মান অঙ্কিতরক্ত পতাকা সর্ব্বজনের শ্রুতি ও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ঘোষণা করিতেছেন

"কৃষ্ণবল　　সঙ্গে চল
এই মাত্র ভিক্ষা চাই।"

(Back to God and back to home is the message of Gaudiya Math.
"To arrest the pervertedly current tide is the seemingly unpleasant duty of Gaudiya math).

গৌড়ীয়মঠ বলেন, "জগতের সকল মানুষই আমাদের আত্মীয়—বিশ্বের সকল পশুপক্ষী তৃণগুল্মই আমাদের স্বজন, যেখানে যত চেতন সকলেই আমাদের প্রভু, আমরা আমাদের আত্মীয়গণকে মায়াবিনীর কুহক হইতে ঘরের দিকে লইয়া যাইব, কুহকে পতিতকে আরও অধিকতরভাবে কুহকিনীর মায়ায় পাতিত করিবার সাহায্য করিয়া তাহাদের প্রতি আপাতমধুর সহানুভূতি দেখাইব না, তাহারা মায়াবিনীর কুহকে পড়িয়া আমাদের চেষ্টার বিরুদ্ধে উচ্চ চীৎকারে আকাশপাতাল পরিপূর্ণ করিলেও আমরা তাহাদের নিকট অমৃতের বার্ত্তা ঘোষণা করিব।

পৃথিবীর ধারণায় 'ধর্ম্ম' ও ধার্ম্মিকগণের চিন্তাস্রোতে প্রতিকূল বা তাহাদের নিকট আশ্চর্য্যজনক হইলেও আমরা ধর্ম্মকর্ম্ম ভগবৎ প্রণীত সনাতন ধর্ম্ম—যে ধর্ম্মের কথা ঋষিগণ, দেবতাগণ, সিদ্ধগণ, মনুষ্যগণ কেহই জানেন না—যেধর্ম্ম গুহ্য বিশুদ্ধ দুর্ব্বোধ হইলেও একমাত্র অমৃতপ্রাপক যে ধর্ম্ম জীবের পরম ধর্ম্ম—যে ধর্ম্মে জীবমাত্রেরই অধিকার আছে—যে ধর্ম্মের উত্তরাধিকারী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলেই হইতে পারেন, সেই ধর্ম্মের নিত্য আচার ও প্রচার করিব—সেই ধর্ম্মই আমাদের সাধন ও সাধ্য।

জগৎ যে স্রোতে চলিয়াছে,—যে বন্যায় ভাসিয়াছে,—যে দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইতেছে—যে অভাবে, ভয়ে, শোকে, মোহে অভিভূত-ক্লিষ্ট—জর্জ্জরিত হইতেছে, তাহা নিবারণ করিবার—তাহার মূল উৎপাটন করিবার উপায় 'গৃহের দিকে চলা' অশোক, অভয়, অমৃতের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করা। বিদেশে যতদিন থাকিব, গৃহাভিমুখ হইতে বিদেশের দিকে যতদূর অধিকতর দ্রুতবেগে ছুটিতে থাকিব, ততদিন শোক, ভয়, মোহ যাইবে না বরং উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাইয়া মায়ামৃগের ন্যায় ছলনা করিবে। শ্রুতি বলেন,—

"দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি।

(বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)

—দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই ভয়। মর্ত্ত্যধাম হইতে মৃত্যু উঠিয়া যাইতে পারে না—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমবেত জীবের সহস্র চেষ্টায়ও ত্রিতাপকে আণ্ডামান দ্বীপে নির্ব্বাসিত করা যাইতে পারে না, রাবণের চিতার আগুণ কেহ নিবাইতে পারে না, উহা নির্ব্বাপিত করিতে পারে কেবল শ্রীরামচন্দ্রের সুশীতল পাদোদক। শুদ্ধনামবন্যায় জগৎ ভাসিলেই জগতের ক্ষুদ্রবন্যা অতি সহজেই সরিয়া যায়; হরিকথাকীর্ত্তনের সুভিক্ষ হইলেই আনুষঙ্গিক ভাবে ক্ষুদ্র দুর্ভিক্ষ চিরতরে বিদায় গ্রহণ করে। 'শোকমোহভয়াপহা' (ভাঃ ১।৭।৮) ভক্তির উদয়ে জীবের সর্ব্ববিধ ক্লেশের মূল অবিদ্যা বিনষ্ট হয় এবং আত্মা সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে।

'ভক্তি'—অগ্নি তুল্য। অগ্নি যেরূপ স্বর্ণকে বিশুদ্ধ করিতে পারে, অন্য কিছুই সেইরূপ পারে না। ভক্তিযোগ ব্যতীত অন্যান্যচেষ্টা তৈতুল, মৃত্তিকা বা ভস্মদ্বারা স্বর্ণপরিষ্কারের চেষ্টার ন্যায় নিরর্থক।

নামে 'অর্থবাদ' কল্পনা অর্থাৎ 'নামমাহাত্ম্য অতিস্তুতি মাত্র'—এইরূপ ভগবদ্বিমুখতা বুদ্ধি হইতেই আমাদের প্রত্যক্ষগত অন্যান্য চেষ্টায় বিশ্বাস। আমরা মনে করি 'হরিনাম' কীর্ত্তন প্রচার প্রভৃতি চেষ্টা লোকহিতকারিণী নহে। কখনও বা ভাবি, অন্যান্য চেষ্টার সহিত নামকীর্ত্তনপ্রচার চেষ্টা সমশ্রেণীভুক্ত। প্রথমটী 'নামে অর্থবাদ', দ্বিতীয়টী 'অন্য শুভক্রিয়ার সহিত নামের সাম্যজ্ঞানরূপ অপরাধ'। নামে বিশ্বাস ত' দূরের কথা, যদি নামাভাসে মাত্র আমাদের বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে আমরা কখনও বলিতাম না, কীর্ত্তন প্রচার অপেক্ষা বন্যায় সাহায্য করা ভাল—ভগবদ্ভক্তি প্রচার অপেক্ষা দুর্ভিক্ষ দূর করা হাসপাতাল খোলা ভাল। শত শত দুর্ভিক্ষ নামাভাসে কেন, নামাপরাধে দূরীভূত হইতে পারে। কোটী জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যে মুক্তি হয় না, এক নামাভাসে সেই মুক্তি হইতে পারে—ইহা অতিরঞ্জিত কথা নহে—ইহাই একমাত্র বাস্তব কথা। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর নামাচার্য্য শ্রীঠাকুর হরিদাসের দ্বারা ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। গ্রাম্যবার্ত্তাবাহিগণের কুযুক্তিপুষ্ট জৈনবিচার অবলম্বন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব ও চৈতন্যের ভক্তগণ কেহই বন্যা বা দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে ছুটেন নাই, হাসপাতাল খুলেন নাই, কাহাকেও অন্য কিছু উপদেশ দেন নাই, সর্ব্বত্র সকলকে সকল সময়ে বলিয়াছেন—

"কলিকালে নাম বিনা নাহি আর ধর্ম্ম"

* * * *

"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশকাল পাত্র নাহি সর্ব্ব সিদ্ধি হয়॥

যা'রে দেখে তা'রে কহ 'কৃষ্ণ' উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ

* * *

"উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন তা'তে করিলে প্রচার।
স্থির চর জীবের খণ্ডাইলে সংসার॥"

* * *

"ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥

'কীর্ত্তন' ব্যতীত জীবের আর অন্য 'ধর্ম্ম' নাই। এ কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিতে বা শ্রীনামে যাহার যতটুকু অবিশ্বাস অর্থাৎ যাহারা মনে করেন, কীর্ত্তন দ্বারা আমাদের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হইতে পারে না, তাঁহারা ততটুকু পরিমাণে নাস্তিক। একমাত্র কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিপ্রচারে যিনি যতটুকু সাহায্য করিবেন, তিনি তত পরিমাণে আস্তিক, আর যিনি যত পরিমাণে বাধা প্রদান করিবেন তিনি ততপরিমাণে নাস্তিক। "খাইতে শুইতে" যখন সর্ব্বদাই নাম গ্রহণ করিতে হইবে, যখন কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিই জীবের একমাত্র ধর্ম্ম ইহা ব্যতীত যখন অন্য ধর্ম্ম নাই, তখন বন্যা, দুর্ভিক্ষ দূর করিবার বা হাসপাতাল খুলিবার সময় কোথায়? যাহারা প্রত্যক্ষবাদী হইয়াও সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রত্যক্ষটাকে অর্থাৎ 'মৃত্যু'কে ভুলিয়া রহিয়াছে, যাহারা অন্ধ কর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধের ন্যায় মায়াবিনীর কুহকে পড়িয়া লক্ষ্যহীন পথিকের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদেরই 'হরিকীর্ত্তন' ব্যতীত অপর কার্য্যের সময় আছে। 'হরিকীর্ত্তন' ব্যতীত অপর চেষ্টা সংসারের হেতু—পূর্ব্বদিকের উল্টা রাস্তা; আর সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন—বিভিন্ন দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া 'পূর্ব্বমুখী হওয়া' বা 'বাড়ীর দিকে চলা।'

গৌড়ীয় মঠ এইরূপ সার্ব্বকালিক কীর্ত্তনের-প্রচারক। গৌড়ীয় মঠ বলেন না, জগতের সকল চেষ্টা ধ্বংস করিতে, পরন্তু বলেন—মোড় ফিরাইতে। জগতের সকলের সকল বস্তুকে কৃষ্ণে অর্পণ করাইবার জন্যই গৌড়ীয় মঠের ভিক্ষা; জগতের সমুদয় চেষ্টাকে বিষ্ণুপরা করাইবার জন্যই গৌড়ীয় মঠের 'ধুম ধাম', আগে কৃষ্ণার্পণ, তা'র পর 'ভক্তি' আরম্ভ। গৌড়ীয় মঠ বলেন, আগে কৃষ্ণে অর্পণ কর, তার পরে 'ভক্ত' বলিয়া পরিচয় দিও। গৌড়ীয় মঠ বলেন, কীর্ত্তনকারীর 'অনুকরণ' করিও না। অনুকরণের অপর নাম 'ঢং'। 'ঢং' বা 'সং' সাজিলে লোকবঞ্চনা করা যায়, তাহাতে নিজ উপকার বা 'পর-উপকার' হয় না। যাঁহারা কীর্ত্তনকারীর অনুসরণ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে 'নিজ উপকারক' বা 'স্বার্থপর', 'পর-উপকারক' বা 'পরার্থপর'। তাঁহারা নিজ অপস্বার্থে অন্ধ হন না বা লোকবঞ্চনা করেন না বলিয়া তাঁহারাই প্রকৃত 'নিঃস্বার্থপর'। কীর্ত্তন দ্বারাই যুগপৎ স্বার্থপরতা, পরার্থপরতা ও নিঃস্বার্থপরতা সাধিত হয়।

'নামাপরাধ' বা 'নামাভাসে' যে দুর্ভিক্ষনিবারণাদি ভোগ বা 'মুক্তি' লাভ হয়, তাহা অপেক্ষাও কোটী গুণে অধিক নিত্য মঙ্গল-লাভ যাহাতে হয়—জীবের চিরকল্যাণ-কুমুদ যাহাতে প্রস্ফুটিত হয়, সেই 'শ্রীনাম' বিতরণ করিবার জন্য গৌড়ীয়মঠ সচেষ্ট। তাঁহারা সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বিতরণ করিবার জন্য সচেষ্ট।

জগতে অনেকে 'হিতকথা'র বিজ্ঞাপন দিয়া 'অহিত কথা'র প্রচার করেন, কিন্তু আপাতরমণীয় প্রত্যক্ষকে 'হিত' বলিয়া ধারণা করিয়া অনেকেই বঞ্চিত হন। সনাতন শিক্ষায় "কে আমি, কেন মোরে জারে তাপত্রয়। ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়॥"—এই 'কেমনে হিত হয়' কথার উত্তরে যে 'হিতকথা' সনাতন-ধর্ম্মবক্তা গৌরসুন্দর আমাদিগকে বলিয়াছিলেন সেই হিতলাভের একমাত্র উপায় আমাদের কর্ণে পৌঁছিলে আমরা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিকে দুর্ব্বলা মনে করিয়া অন্য উপায়কে সবল মনে করিতাম না। যে দিকে মুখ ফিরাইলে সহজেই ধন পাওয়া যাইবে, সেই দিক পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণামার্গে ভীমরুল বরুলীর দংশন, পশ্চিমমার্গে যক্ষের ভয়, উত্তরমার্গে কৃষ্ণসর্পের হাতে প্রাণ সঁপিবার জন্য ছুটিতাম না। পূর্ব্বদিকে আমাদের বাড়ী, পূর্ব্বদিক হইতে আমরা দ্রুতবেগে দৌড়াইয়া অন্য-দিকে চলিয়া যাইতেছি, পূর্ব্বদিকের লোক যখন আমাদিগকে ফিরাইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন, তখন মরীচিকাভ্রান্ত আমরা বলিতেছি, "তোমাদের কথা শুনিব না, ঐ দেখ আমাদের চোখের সামনে কিরূপ স্বচ্ছবারিপূর্ণ বাপী শোভা পাইতেছে।" ইহা বলিয়া ক্রমশঃ কেবল প্রত্যক্ষ লুব্ধ হইয়া বাড়ী হইতে বিদেশের দিকেই সরিয়া পড়িতেছি। এইরূপ অবস্থায় গৌড়ীয় মঠের কার্য্যকলাপ আমাদের সমশীলব্যক্তিগণের সহিত কখনও আমাদের

ধারণায় বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইতেছে। হইবারও কথা, ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে ; কিন্তু তথাপি গৌড়ীয় মঠ তাঁহার বার্ত্তা লইয়া তাঁহার উজ্জ্বল পতাকা উড়াইয়া, তাহাতে এই বাণী অঙ্কিত করিয়া আমাদের শ্রুতি ও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিতেছেন—

"নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদ-সেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥"
"এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতি-হেতবঃ।
ত এবাত্ম-বিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে॥
যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগ সমন্বিতম্॥"

(ভাঃ ১।৫।৩৪-৩৫)

যে কর্ম্ম ধর্ম্মের নিমিত্ত, যে ধর্ম্ম বিরাগের নিমিত্ত, যে বৈরাগ্য বিষ্ণুর সেবার নিমিত্ত সাধিত না হয়, সেই কর্ম্ম, ধর্ম্ম বা বৈরাগ্যের আচরণকারিব্যক্তি জীবন্মৃত। মানবগণের নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্মসমূহ সংসার বন্ধন বা যোনিভ্রমণের কারণ ; কিন্তু সেই সকল কর্ম্মই আবার পরমেশ্বরের জন্য কৃত হইলে ভগবদ্‌বিমুখতা বিনাশে সমর্থ হয়। ভগবানের সন্তোষের নিমিত্ত যে যে কর্ম্ম এই সংসারে অনুষ্ঠিত হয়, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ ভক্তিযুক্ত যে ভাগবতজ্ঞান, সেই জ্ঞান নিশ্চয়ই সেই ভগবৎসন্তোষজনক কর্ম্মে অব্যভিচারী ফল।

—শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য বিষয় ইহাই। শ্রীগৌড়ীয় মঠ আচার করিয়া প্রচার করেন যে, ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণে 'আত্মোপকার' ও পরোপকার হইতে পারে না। জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণদ্বেষ মুক্তির আবাহনে সেবা হয় না। অনেক আনুকরণিক সম্প্রদায় আছেন, যাঁহারা ভাক্ত সজ্জায় 'ভক্তি'র অনুকরণ করেন, কিন্তু ভক্তি যে আত্মার বৃত্তি, তাহা জানেন না। তাঁহারা কেহ উদরভরণ, কেহ প্রতিষ্ঠা, কেহ বা অন্য কোন উদ্দেশ্যের অনুকরণ দ্বারা লোকবঞ্চনা করেন।

গৌড়ীয় মঠ বলেন, ধর্ম্মের নামে ব্যবসায় করা উচিত নহে। শ্রীহরিকে নিজের ভোগে না লাগাইয়া শ্রীহরির সেবা করাই কর্ত্তব্য। গৌড়ীয়মঠ বলেন, হরিভক্তের অনুকরণ বা যাত্রায় 'নারদ' সাজা, হরিভক্তের অনুসরণ বা প্রকৃত নারদের আনুগত্য হইতে বহুদূরে। গৌড়ীয় মঠের কেবল মনোরম সুর, তাল, লয় হরিকীর্ত্তন নহে, উহাতো গ্রামোফনে বা বারবনিতাতেও আছে। চেতনতা চাই—অমল জীবন চাই—আচার-প্রচার যুগপৎ চাই। গৌড়ীয় মঠ বলেন যে, যিনি চরিত্রবান্ নহেন, তিনি 'মনুষ্য' পদবাচ্যই নহেন, ধার্ম্মিক ত' দূরের কথা। গৌড়ীয়মঠ কলিস্থান পঞ্চক হইতে দূরে থাকেন। কলির স্থানগুলি ভাগবতের মতে এই—(১) তাস-পাশা প্রভৃতি দ্যূতক্রীড়া, ধর্ম্মের নামে ব্যবসায় বা বণিগ্‌বৃত্তি, (২) পান, তামাক, মদ্যাদি বিলাস-সম্ভার গ্রহণ, (৩) অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বা নিজ স্ত্রীতে আসক্তি, (৪) পশুবধ, লোকের নিকট সত্যকথা কীর্ত্তন না করিয়া 'অসত্য' দ্বারা তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করা, জীবের নিকট 'হরিকথা' কীর্ত্তন না করা, হরিকথার পরিবর্ত্তে অন্য পরামর্শ দেওয়া, (৫) লোককে ঠকাইয়া কিম্বা সাধারণের পরিশ্রম-লব্ধ অর্থ গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতিপালন কিম্বা নিজভোগসম্ভার বৃদ্ধি করা, জীবের কায়মনোবাক্য, প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি—সমস্ত বস্তুকে সকলবস্তুর মালিক সকল ধনের অধিপতি শ্রীবিষ্ণুর সেবায় সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত না করা।

শাস্ত্র বলেন, সর্ব্বাপেক্ষা মনুষ্যদেহই ভগবানের প্রিয়, মনুষ্যদেহই পরমার্থদ ও দুর্লভ, অতএব এই দেহ থাকিতে থাকিতে অন্য কোনও বিষয়ে অভিনিবিষ্ট না হইয়া "শোক-মোহভয়াপহা" ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন উপায়কে 'মঙ্গল-জনক' মনে করিয়া বঞ্চিত না হইয়া নিরন্তর ভক্তিযাজনই কর্ত্তব্য। ভগবদ্ভক্তি অবলা, কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি সবলা। সবলার আশ্রিতা হইলে 'ভক্তি' অল্প আয়াসেই জীবকুলকে চরমমঙ্গল প্রদান করে। অতএব অনুক্ষণ কীর্ত্তন প্রচার করিয়া পরমাত্মীয় সূত্রে সমগ্রজীবকে গৃহাভিমুখী করাই যথার্থ বিশ্বপ্রেমিকতা, যথার্থ পরোপকার, যথার্থ দয়া এবং যথার্থ জীবনের কৃত্য। গৌড়ীয় মঠ বিশ্ববাসী সকলকেই আলিঙ্গন করিয়া সকলকে ভগবৎসেবোন্মুখ হইয়া নিরন্তর এই কীর্ত্তনাখ্য ভক্তির প্রচারক হইবার জন্য সকাতরে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন,—

"হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্র-চরণে কুরুতানুরাগম্॥"

জৈনদাসের অনভিজ্ঞতা।

আমুকরণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে আজকাল নিজদিগকে 'আর্য্যাবর্ত্তবাসী' বলিয়া পরিচয় দিয়া 'অনার্য্যোচিত কথা' প্রচার, নিজদিগকে 'হিতকথাপ্রচারকারী' বলিয়া উল্লেখ করিয়া 'অহিতকথাপ্রচার' করিবার চেষ্টা যেন একটা 'কাল-ধর্ম্ম' হইয়া পড়িয়াছে। কয়েকদিন হইল, 'আর্য্যাবর্ত্ত' নামে একখানি নব্য গ্রাম্যবার্ত্তাপত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার সম্পাদক কে আমরা জানি না, তবে তাঁহার উপাধি দেখিয়া মনে হয়, তিনি একজন প্রকৃতিবাদী বা তদনুগত।

প্রকৃতিবাদিগণ 'প্রকৃতি'কেই জগৎকারণ বলেন, তাঁহাদের মতে—"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" (সাংখ্যদর্শন ১।১।৯২) অর্থাৎ কোন প্রকারেই ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না। আচার্য্যগণ প্রকৃতিবাদিগণকে 'নাস্তিক' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রকার ভগবান্ ব্যাসদেব সূত্রে ও নিজকৃত অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে 'প্রকৃতিবাদ' খণ্ডন করিয়াছেন। রামানুজ, মধ্ব, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্কাদি আচার্য্যগণ সকলেই 'প্রকৃতি-বাদ'কে খণ্ডন করিয়া বিষ্ণুর জগৎকারণত্ব স্থাপন করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ও তদনুগত আচার্য্যগণ সকলেই প্রকৃতিবাদকে গর্হণ করিয়াছেন; প্রকৃতিবাদ বেদ-বিরুদ্ধ। শ্রীলরূপগোস্বামিপাদ পদ্মপুরাণের বাক্য উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—

"সর্ব্ববেদবিরুদ্ধঞ্চ কপিলোঽন্যো জগাদ হ।
সাংখ্যমাসুরয়েঽন্যস্মৈ কুতর্কপরিবৃংহিতম্ ॥"

নিরীশ্বর কপিল বৌদ্ধমতাবলম্বী আসুরী নামক অপর ব্রাহ্মণকে-সর্ব্ববেদ বিরুদ্ধ কুতর্ক-পরিপূর্ণ সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন।

প্রকৃতিবাদের অনুগত পরিচয়াকাঙ্ক্ষী আর্য্যাবর্ত্তের সম্পাদক শ্রীগৌড়ীয় মঠের কীর্ত্তন-মহোৎসব সম্বন্ধে তাঁহার অধিকার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া অবৈধভাবে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রকৃতিবাদের দুর্গন্ধময় উদ্গার ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তিনি যদি নিরীশ্বর কপিলের অনুগত না হইয়া দেবহূতিনন্দন শক্ত্যাবেশ ভগবদবতার কপিলের একটীমাত্র কথাও শ্রবণ করিতেন, তাহা হইলে কীর্ত্তনোৎ-সবের পরিবর্ত্তে 'বন্যানিবারণের অধিক প্রয়োজনীয়তা' আছে, এরূপ নাস্তিক্যমতবাদ প্রচার দ্বারা নিজকে আর্য্যা-বর্ত্তের অধিবাসী হইবার অযোগ্য বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টান্বিত হইতেন না। সেশ্বর কপিল কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির বিরোধী প্রকৃতিবাদী ক্ষুদ্র-সাম্প্রদায়িকগণের প্রতি কিরূপ উক্তি করিয়াছেন, তাহা আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই—

"যে ত্বিহাসক্তমনসঃ কর্ম্মসু শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
কুর্ব্বন্ত্যপ্রতিষিদ্ধানি নিত্যান্যপি চ কৃৎস্নশঃ ॥
রজসা কুণ্ঠমনসঃ কামাত্মানোঽজিতেন্দ্রিয়াঃ।
পিতৄন্ যজন্ত্যনুদিনং গৃহেষভিরতাশয়াঃ ॥
ত্রৈবর্গিকাস্তে পুরুষা বিমুখা হরিমেধসঃ।
কথায়াং কথনীয়োরুবিক্রমস্য মধুদ্বিষঃ ॥
নূনং দৈবেন বিহতা যে চাচ্যুতকথা সুধাম্।
হিত্বা শৃণ্বন্ত্যসদ্গাথাঃ পুরীষমিব বিড়্ভুজঃ ॥"
(ভাঃ ৩।৩২।১৬-১৯)

—যাহারা সংসারে আসক্তচিত্ত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে বহুবিধ প্রাকৃত কাম্য ও নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এবং যাহারা রজোগুণদ্বারা কুণ্ঠিতমনা, কামাত্ম, ইন্দ্রিয়াসক্ত এবং গৃহমেধীয় কার্য্যে নিরত হইয়া প্রতিনিয়ত পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া থাকে, সেই সকল পুরুষ সংসারনাশন মধুসূদন শ্রীহরির একমাত্র কীর্ত্তনযোগ্য মহদ্বিক্রম এবং গুণকীর্ত্তনে বিমুখ হইয়া কেবল ত্রিবর্গসাধনেই ব্যস্ত থাকে। দৈব কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া হরিকথারূপ সুধা পরিত্যাগপূর্ব্বক, বিষ্ঠা-ভোজী শূকর যেরূপ ক্ষীরখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া পুরীষ গ্রহণ করে, তাহারাও সেইরূপ কৃষ্ণেতর অসৎকথা শ্রবণ করে।

যাঁহারা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিকে দুর্ব্বলা ভাবেন অথবা যাঁহাদের ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ আছে, যাঁহারা ভগবানের কথাকে 'ভগবান্' হইতে ভিন্ন মনে করেন অথবা 'আভিধানিক শব্দ' মাত্র কিম্বা যাঁহারা মহোৎসবাদি শাস্ত্রানুমোদিত ভক্ত্যাঙ্গকে বন্যা, দুর্ভিক্ষ নিবারণাদি নশ্বর কর্ম্মকাণ্ডীয় তুচ্ছ ব্যাপারের অন্যতম অথবা তাহা হইতে লঘু মনে করেন, সেই সকল ভগবদ্ভক্তিহীন, বাস্তবসত্যে অবিশ্বাসী, নাস্তিক্য-মতবাদ-পোষণকারী দুর্ভাগা ব্যক্তিগণ সত্য সত্যই দৈবকর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া হরিকথারূপ সুধা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষ্ঠা-ভোজী শূকরের ন্যায় তাহাদের স্কন্ধকেই বহুমানন করেন।

যে কীর্ত্তন-মহোৎসবের একটী নামাভাসে কোটি কোটি

জীবের ক্লেশমূল অবিদ্যা বিধ্বংসিত হইতে পারে, সেই কীর্ত্তন-মহোৎসব পরিত্যাগ করিয়া বাস্তবসত্যে বিশ্বাসকারী ব্যক্তিগণ ক্ষুদ্র-কর্ম্মকাণ্ডের ভজনা করেন না। আমরা গ্রন্থ-ভাগবত ও মূর্ত্তভাগবতলীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য এবং তদনুগগণের বিচার-প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া কোনও প্রকৃতিবাদীর ক্ষুদ্রমতকে বহুমানন করিতে পারি না এবং সংসারে ভ্রাম্যমাণ ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট জীবকে কোনও প্রকারেই ঐসকল মহাজন অপেক্ষা কোনও অংশে শ্রেষ্ঠজ্ঞান করিতে পারি না। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈত বা ঠাকুর হরিদাস বা শ্রীরূপসনাতন কীর্ত্তন-মহোৎসব বন্ধ করিয়া, হরিকথা প্রচার স্থগিত রাখিয়া বন্যা-দুর্ভিক্ষের সাহায্য করিবার আদর্শ বা শিক্ষা কলিহতজীবকে প্রদান করেন নাই।

প্রকৃতিবাদীর কথা-অনুসারে ত্রিতাপই যদি জগতের নিত্যধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে মহাপ্রভুর প্রকটকালেও যে 'বন্যা', 'দুর্ভিক্ষ', 'অভাব', 'অসুবিধা' ছিল না বা হয় নাই, তাহা নহে; তখন যে ভারতবর্ষ পরাধীনতার শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল না, তাহাও নহে। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা কি ছিল?

সম্পাদক মহাশয়ের 'শ্রীমদ্ভাগবত' বা 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' পড়া থাকিলে এরূপ নাস্তিক্যবাদ প্রচারের জন্য তিনি ব্যস্ত হইতেন না। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

"ন যত্র বৈকুণ্ঠকথা সুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্ ॥"

— ভাঃ ৫।১৯।২৩

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন ইহার পদ্যানুবাদে লিখিয়াছেন,—

যেখানে তোমার নাহি যশের প্রচার।
যথা নাহি বৈষ্ণবগণের অবতার ॥
যেখানে তোমার যাত্রা মহোৎসব নাই।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই ॥

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।২২১-২২২

সেশ্বর কপিলই বা কি বলিয়াছেন দেখুন,—

যদ্যসদ্ভিঃ পথি পুনঃ শিশ্নোদরকৃতোদ্যমৈঃ।
আস্থিতো রমতে জন্তুস্তমো বিশতি পূর্ব্ববৎ ॥

— ভাঃ ৩।৩১।৩২

জীব সৎপথে থাকিয়াও যদি, যাহারা কেবল উদর-উপস্থের জন্য যত্নশীল, সেই সকল অসাধুব্যক্তির সঙ্গ করে এবং তাহাদের অনিদ্দিষ্টপথে বিচরণ করে, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বের ন্যায়ই নরকে প্রবেশ করিতে হয়।

আমরা সাংখ্যধর্ম্ম প্রচারক সেশ্বর কপিলের এই সকল উপদেশ এবং ভাগবত ও ভক্তগণের এই সকল আদর্শ ও আত্মমঙ্গল-লাভের উপায় পরিত্যাগ করিয়া নাস্তিক্যমত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নই। আধুনিক কোন কোন বাস্তব-সত্যে বিশ্বাসহীন ব্যক্তির ধারণা এই যে, আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্য ও আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক যত শ্রীবিগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দেওয়া যাক! কাহারও বা মত—তাঁহাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক দিনান্তে আধ পয়সার চা'ল কলা মঞ্জুর করা হউক! কাহারও বা মত—ভগবানের 'হাত', 'পা', 'নাক', 'মুখ' কাটিয়া ফেলা হউক, কাহারও বা মত কীর্ত্তনের খোল ও সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা ভাঙ্গিয়া ফেলা হউক, তাহা হইলেই ঐসকল হইতে অর্থ বাচাইয়া (নাস্তিকের মতে বাজে খরচ বাচাইয়া) বা টাকার আদ্যশ্রাদ্ধ নিবারণ করিয়া ভাল করিয়া নরকের পথে যাইবার জন্য—ইন্দ্রিয়-তর্পণের ইন্ধন সংগৃহীত হইতে পারিবে। কিন্তু জগতের যাবতীয় প্রকৃতিবাদীর প্রকৃতিবিমূঢ়-চিন্তাস্রোতের বিরুদ্ধে তাহাদের বিস্ময়োৎপাদন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদনুগত ভক্তগণ বলিয়াছেন, "শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে কনিষ্ঠাধিকারীর একটীবার ঘণ্টাবাদন কোটী কোটী সমবেত কর্ম্মীর কর্ম্ম-কাণ্ডের বিপুল ঘটা, বন্যা-দুর্ভিক্ষ-নিবারণ প্রভৃতির চেষ্টা হইতে জীবের পক্ষে অধিক মঙ্গলকারী।" কারণ ঐরূপ একটীবার ঘণ্টাবাদনে যে ভগবদুন্মুখতা আছে এবং সংস্কৃত-বিনাশের হেতু নিহিত রহিয়াছে, কর্ম্মীর কোটিকর্ম্মে সেই ভগবদুন্মুখতা নাই। একজন ভগবানের দিকে মুখ ফিরাইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আর একজন ভগবানের দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া সহস্রযোজন দূরে সরিয়া যাইতেছে। একজন প্রত্যাগ্‌গতিতে চলিয়াছে, আর একজন পরাক্‌গতিতে চলিয়াছে। ঐ ঘণ্টাবাদনকারী এক অঙ্গুলি পরিমিত অগ্রসর হইলেও ভগবানের দিকেই অগ্রসর হইতেছেন, আর ঐ কর্ম্মী তাণ্ডবনৃত্যে সহস্র যোজন অগ্রসর হইয়া প্রাকৃত লোকের বিস্ময়োৎপাদন করিলেও তত অধিক পরিমাণে নিজগৃহের বিপরীত রাস্তায় ধাবিত হইতেছে। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—

"কলিকালে নাম বিনা নাহি আর ধর্ম্ম।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃপরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৮ই আশ্বিন, ১৩৩৩, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৬	৭ম সংখ্যা

সারকথা

বৈষ্ণব ধর্ম্ম কি সঙ্কীর্ণ ?

শুন বাপ সবারই একই ঈশ্বর।

* * *

নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থ এক কহে কোরাণে পুরাণে॥
এক শুদ্ধ-নিত্য-অখণ্ড-অব্যয়।
পরিপূর্ণ হঞা বৈসে সবার হৃদয়॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৩।৭৬-৭৮)

গঙ্গা স্নানাপেক্ষা বৈষ্ণব সঙ্গ শ্রেয়ঃ কেন ?

গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥
হরিস্থানে অপরাধ তারে হরিনাম।
তোমাস্থানে অপরাধ নাহিক এড়ান॥
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন, মম বৈষ্ণব পরাণ॥

(প্রার্থনা ঠাকুর মহাশয়)

সাধন ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ কি ?

এবে সাধন-ভক্তি-লক্ষণ শুন সনাতন।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণ-প্রেম-মহাধন॥
শ্রবণাদি-ক্রিয়া---তার স্বরূপ-লক্ষণ।
তটস্থ লক্ষণে উপজয়ে প্রেমধন॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১০২-১০৩)

গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম কি ?

গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
অতিথির সেবা গৃহস্থের মূল কর্ম্ম॥
গৃহস্থ হইয়া যদি অতিথি পূজা না করে।
পশু পক্ষী হইতেও অধম বলি তারে॥
যার বা না থাকে কিছু পূর্ব্বাদৃষ্ট দোষ।
সেহো তৃণ জল ভূমি দিবেক সন্তোষ॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪।২১-২৩)

পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভুর উপদেশ কি ?

শুন দ্বিজ যতেক পাতক কৈলি তুই।
আর যদি না করিস সব নিমু মুঞি॥
পরহিংসা ডাকা চুরি সব অনাচার।
ছাড় গিয়া ইহা তুমি না করিহ আর॥
ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লও হরিনাম।
তবে তুমি অন্যের করিবা পরিত্রাণ॥

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।৬৮৫-৬৮৭)

রাগানুগা ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ কি ?

ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা—রাগের স্বরূপ-লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা—তটস্থ লক্ষণ কথন॥
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১৪৬-১৪৭)

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের

বক্তৃতার চুম্বক

[স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, সময়—শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর অধিবাস-উৎসব, ১২ই ভাদ্র ২৯শে আগষ্ট রবিবার]

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥"
"অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে ।
সমস্ত-জগদাধার-মূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ ॥"

অনেকে ভগবদ্বস্তুকে খণ্ডিত জড়বস্তুর ন্যায় চিন্তনীয় মনে করেন, কিন্তু বস্তুটী অচিন্ত্য। তিনি কেবল অচিন্ত্য ন'ন—সেবোন্মুখের চিন্ত্য, চিন্ময়; তিনি অব্যক্ত—অপ্রকাশিত; কিন্তু তাঁহার রূপ আছে। রূপ দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যবস্তু। যাঁহার রূপ নাই, তিনি—অব্যক্ত। যাঁহার রূপ আছে, তিনি—ব্যক্ত। ভগবদ্বস্তুতেই পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের সমন্বয়—এই ভাবটী আবার অচিন্ত্য। তিনি নির্গুণ বস্তু। সগুণবস্তুরই উপলব্ধি হয়, যাহা সগুণ নয়, ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহার উপলব্ধি হয় না। গুণত্রয়ের অতীতবস্তু অথবা নির্গুণ হইয়াও তিনি গুণাত্মা—সকল কল্যাণগুণৈক-বারিধি, তিনি যুগপৎ চিদ্‌গুণে গুণী ও নির্গুণ। সমস্ত গুণই তাঁহাতে আছে। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে অধিগত হ'বার যোগ্যতা যাহার আছে—সেই জগৎকে তিনি ধারণ ক'চ্ছেন। তিনি জগতের আধার-মূর্ত্তি। তিনি মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত—জগৎ তাঁহার মূর্ত্তি নয়,—জগতের অভ্যন্তরে মূর্ত্তিমান্ তিনিই। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের দ্বারা যাহার উপলব্ধি ঘটে, তাহা ভোগের বস্তু। জগৎ তিনি ন'ন—জগৎ তাঁহার আধার। একাধারে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত যে বস্তু—তাহা তিনিই। তিনিই ব্রহ্মবস্তু; তাঁহাকে নমস্কার করি।

অপূর্ণ বস্তুটী পূর্ণে অবস্থিত। আমরা নমস্কার ব্যতীত ('ন—'নিষেধ', ম—'অহঙ্কার')—অর্থাৎ অহঙ্কার না ছাড়িলে তাঁ'র নিকটে যেতে পারি না। জগতের অনন্ত-রূপ, অনন্তগুণ, অনন্তক্রিয়া, অনন্ত নাম আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয়। কিন্তু তিনি ব্রহ্মবস্তু—বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ ব্রহ্ম'। তিনি সীমাবিশিষ্ট কোনও বস্তু ন'ন—তাঁ'কে মেপে বা ভোগ ক'রে নেওয়া যায় না। তাঁ'র সহিত সংশ্লিষ্ট না হ'য়ে কোন বস্তুরই অস্তিত্বের সম্ভাবনা নাই। এমন যে বস্তু, তাঁ'কেই বলি "ব্রহ্ম"। সে বস্তুরই অভ্যন্তরে সকল বস্তু সমাহিত আছে। ভিন্ন বস্তু তাঁরই অন্তর্গত বস্তু মাত্র।

খণ্ড জ্ঞান হ'তে অখণ্ডজ্ঞানে যা'বার রাস্তায় আমরা 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করি, মনে করি উহা—পূর্ণ জ্ঞানের নির্দ্দেশক একটা শব্দ মাত্র। সে জিনিষটী প্রকৃত প্রস্তাবে কি, 'ব্রহ্ম' শব্দ দ্বারা তাহা লক্ষ্য ক'চ্ছি না। 'সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত নরাকার ব্রজেন্দ্রনন্দন'—এইরূপ কথার সহিত খণ্ডিতভাব গ্রহণ ক'রতে হবে না। যে সকল বস্তু—ভগবদ্বস্তু নয়—একমাত্র বরণীয় নয়—যে বস্তুর সহিত সকল বস্তুর সংসর্গ নাই—সে বস্তুতেই আমাদের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাব এসে উপস্থিত হয়—'অণু' ও 'বৃহৎ', 'চিন্ত্য' ও 'অচিন্ত্য', 'নিরাকার' ও 'সাকার' প্রভৃতি শব্দ এসে উপস্থিত হয়।

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্"—সে বস্তুটী 'নির্বিশিষ্ট ন'ন বা সবিশিষ্ট থাকার দরুণ নির্বিশিষ্ট ভাব যে তাঁ' হ'তে নিরস্ত হ'য়েছে এরূপও নয়। ব্রহ্মে অণুত্ব ভাবাভাব আছে—এরূপ ভাব নয়। আবার অণুত্বে অবস্থিত হ'য়ে তাহা বৃহত্ত্ব ধারণ ক'রতে পারেন না—এ কথাও নয়।

ঐরূপ ব্যাপার অচিজ্জগতে অসম্ভব। অচিতের পরমাণুর অভ্যন্তরে বৃহৎ ব্রহ্মও থাকতে পারে না। কিন্তু ইহা অচেতন-শাখার চিন্তাস্রোত মাত্র। চেতন-শাখাতে এরূপ বিচার চেতনতার উপলব্ধির পূর্ণতার অপরাধ মাত্র। শ্রুতি বলেন,—

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥"
(শ্বেতাশ্বঃ ৫।৯)

চেতনের অণুর মধ্যে অনন্তের সেবা ক'রবার সামর্থ্য আছে। চেতনের গঠন এরূপ নয় যে, 'অণু' হ'লে সে অনন্তের সেবা ক'রতে পারবে না। উদাহরণ—বিস্ফুলিঙ্গ আধার প্রাপ্ত হ'লে সমগ্র জগৎ পুড়িয়ে ভস্ম ক'রে দিতে পারে।

আমার অবিদ্যার অস্মিতার অনুভূতিতে 'সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত আমি', 'মনোধর্ম্মযুক্ত আমি' ব্রহ্ম বস্তুকে যে প্রকার

নির্দ্দেশ ক'রবার চেষ্টা করি, কৃষ্ণ তাহা নহেন। 'ভগবৎ' শব্দের দ্বারা তাদৃশ নির্দ্দেশের মধ্যেই কৃষ্ণবিষয়টীকে জান্‌বার সুবিধা হয়। কিন্তু 'ব্রহ্ম' ও 'পরব্রহ্ম' শব্দের দ্বারা 'মনোধর্ম্ম যুক্ত আমি' বস্তুর সম্যক্ অভিধান ক'রতে সমর্থ হয় না।

'ব্রহ্ম' ও 'পরমাত্মা' শব্দ 'ভগবৎ' শব্দের অন্তর্ভুক্ত মাত্র। 'কৃষ্ণ' শব্দটী পরম পরিপূর্ণ বস্তু। তাঁহারই প্রকাশ বলদেব—যাঁ' হ'তে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ প্রকাশিত হ'য়েছেন, যাঁ' হ'তে মহা-বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ প্রকাশিত হ'য়েছেন—যাঁ' হ'তে অর্ণবত্রয়ে ত্রিবিধ পুরুষাবতার প্রকাশিত। এই সকলেরই মূলবস্তু শ্রীবলদেব। আবার বলদেবের মূল স্বয়ংরূপ যে বস্তুটা, সেটী 'কৃষ্ণ' বা 'স্বয়ং ভগবান' ব্যতীত অন্য সংজ্ঞায় কথিত হইতে পারেন না।

কৃষ্ণাবির্ভাব জিনিসটী—প্রত্যেক জীবহৃদয়ে যে শুদ্ধ চেতনের ভাব আছে, তাহাতেই পূর্ণ-চেতনের পূর্ণপ্রকাশ। যদ্যপি আমরা অচিদ্বিষয়ে অভিনিবিষ্ট আছি যদি সে অচিৎভাবটী সঙ্কুচিত ক'রতে পারি, তবে আমাদের মেপে নেওয়া ধর্ম্ম হ'তে ছুটী হ'য়ে যায়। 'আমি' 'অচিৎ ক্ষুদ্র পদার্থ' নহি, 'আমি' 'চিন্ময় ক্ষুদ্র পদার্থ'।

'ভগবান্ নিজে নিজে তাঁ'র যতটুকু সেবা ক'রতে পারেন, তদপেক্ষা অধিক সেবা ক'রতে পারবো'—এই উপলব্ধিটী কোন্ সময়ে হবে, না যখন আমরা সত্য সত্যই কার্ষ্ণ প্রতীতি বিশিষ্ট হ'তে পারবো। যদি কোন দিন কোন কার্ষ্ণের নিকট আমরা পৌঁছিতে পারি, তাহ'লেই সুবিধা হ'তে পারে। 'কার্ষ্ণকেই সাধারণ ভাষায় 'বৈষ্ণব' বলে।

'প্রাভব', 'বৈভব', 'বিলাস', 'অংশ', 'কলা', 'বিকলা' প্রভৃতি সংজ্ঞা 'বিষ্ণু' শব্দে উদ্দিষ্ট হয়। আর 'কৃষ্ণ' শব্দে সাক্ষাৎ 'স্বয়ংরূপ' উদ্দিষ্ট হন—শুধু উদ্দিষ্ট নয়, নাম-নামীতে কোন ব্যবধান থাকে না।

বিষ্ণুর শক্তি—'মায়া' ব'লে ব্যাপারটী সম্প্রতি আমার 'আমিত্বে' এসে উপস্থিত হ'য়েছে। 'অণুচিৎ আমি' 'অণুঅচিৎ আমি'—এইরূপ যখন ধারণা করি, তখন আমাদের মায়াদ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্তাবস্থা—দুর্ব্বলাবস্থায় যে ভাবের দ্বারা চালিত হ'চ্ছি, তা'তে বৈষ্ণবের নিকট যেতে পারি না। মায়িক ইন্দ্রিয়দ্বারা বৈষ্ণবকে ছোট ক'রে ফেলি—বৈষ্ণবকে মেপে নিতে চাই—অমুকের ছেলে—'বৈষ্ণব', অমুকের মাতুল—'বৈষ্ণব'—এরূপ বলি। কখনও বা ব'লে থাকি, বৈষ্ণবধর্ম্ম—ছোটলোকের ধর্ম্ম, 'বৈষ্ণব' ব'লে নিজকে বুঝা 'মূর্খতা'—'সঙ্কীর্ণতা'।

কৃষ্ণপ্রতীতি ত' আদৌ নাই, কার্ষ্ণপ্রতীতির মধ্যেও আমাদের প্রকৃষ্ট ধারণা হ'চ্ছে না। যে স্থলে আপ্তকে গৌণভাবে বিতাড়িত করা হ'য়েছে, সেস্থানে জান্‌তে হ'বে আমরা হেতুবাদী। সত্যের নিকট গমন ক'রলে সত্য সাক্ষাৎ দেখ্‌তে পাই; ব্যবধান দূরক'রে সূর্য্যদর্শন যেরূপ। আত্মবস্তু দ্বারা পরমাত্মবস্তুদর্শনের সামর্থ্য হয়। অনুমিতি দ্বারা আমাদের সত্যদর্শন হয় না। একদেশ-দর্শনে যে সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয়, তাহাতে আমরা বস্তুর বিবর্ত্তমাত্র গ্রহণ করি—বস্তুর সত্যাঙ্গ দর্শন না ক'রে, তা'কে নিজের উপযোগী দর্শনের দ্বারা দর্শন ক'রে থাকি, তা'তেই এক বস্তুতে অপর বস্তুর ভ্রান্তি হয়।

ভগবদ্বস্তুতে—চেতনবস্তুতে যুগপৎ বিরুদ্ধধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয়। বিরুদ্ধধর্ম্মের একদেশ দর্শন বা বিচার ক'রে যদি ডিগ্রী ডিস্‌মিস্ ক'রে বসি, তা' হ'লে আমরা বঞ্চিত হ'লাম মাত্র। কৃষ্ণকে খণ্ডিত, পরিচ্ছিন্ন ব'লে জান্‌লে কৃষ্ণের পূর্ণতার বিচারের হানি হয়। কৃষ্ণকে মুখে পূর্ণ ব'লে কৃষ্ণের নামরূপগুণলীলা স্তব্ধ ক'রবার বিচার যেমন একপ্রকার বঞ্চনা—আমাদের বাহ্যজগতের বিপরীতদর্শন হ'তে উদিত হয়, সহজিয়ার বিচার লইয়া কৃষ্ণকে আমাদের ভোগবুদ্ধির সান্দ্রত্রিহস্ত-পরিমিত ব'লে মনে করাও তদ্রূপ আত্মবঞ্চনা।

পরমকরুণাময় কৃষ্ণচন্দ্র তাঁ'র পরিকরের সহিত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন—ভাগ্যহীন জীবের সে বিচার আসে না। কৃষ্ণ বুঝি জড়ের বস্তু, উদ্ধব নামক ব্যাধ কৃষ্ণকে সংহার ক'রতে সমর্থ, কর্ম্মফলবাধ্য জীব যেমন বিধিবাধ্য হয়, তিনিও বুঝি সেইরূপ—এরূপ বিচার ভাগ্যহীনের। কৃষ্ণ হইতে সকল বিধিই নিরস্ত। তাঁহাতে বিধি কোন কার্য্য ক'রতে পারে না। তিনি সকল বিধির বিধি। কৃষ্ণ অধোক্ষজবস্তু অর্থাৎ তিনি মানবের ভোগ্যবস্তু নহেন, কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা। কৃষ্ণের চক্ষু কর্ণ নাসা জিহ্বা ত্বক্ সমগ্র জগৎ দর্শন করেন, সমগ্র শব্দ শ্রবণ করেন, সকল বস্তুর ঘ্রাণ, আস্বাদন ও সকল বস্তুকেই স্পর্শ করেন।

কৃষ্ণবিমুখতার জন্যই আমাদের বর্ত্তমান ধারণা কৃষ্ণকে দেখ্‌তে দেয় না। কৃষ্ণের মায়ার দুই প্রকার বৃত্তি—(১)

কৃষ্ণকে দেখতে না দেওয়া, (২) কৃষ্ণকে সরিয়ে দেওয়া। এই ভ্রম দূর ক'রতে পারেন একমাত্র—'কার্ষ্ণ'।

কুলীনগ্রামবাসীর প্রশ্নোত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু ব'লেছেন—কৃষ্ণ-সেবা, কার্ষ্ণ-সেবা ও নামসংকীর্ত্তন—এই তিনটাই জীবের কৃত্য। যে বস্তুকে সেবা করা যায়, তিনিই—'সেব্য', যিনি সেবা করেন, তিনিই—'সেবক', সেবকের বৃত্তিই 'সেবন' বা 'ভক্তি'। ভজনীয় বস্তু ভগবান, ভজনকারী ভক্ত এবং ভজনবৃত্তি ভক্তি—এই তিনটাই নিত্য; ইহারা কালক্ষোভ্য নহেন, ভূতাদির ন্যায় জন্মস্থিতিভঙ্গের অধীন নহেন। ভগবানের সেবার জন্য অবিমিশ্রা চেষ্টা না করা পর্য্যন্ত ইহা উপলব্ধির বিষয় হয় না। মিশ্রা চেষ্টাতে ভগবদ্বস্তুর উপলব্ধি হয় না—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

আমার আত্মার নিত্যাবৃত্তি যে ভক্তি, যদি তা'র সন্ধান না পাই, যদি তা' দ্বারা নিত্যবস্তুর সেবা না করি, তা' হ'লে সত্যবস্তুর সন্ধান ক'রলাম না—প্রেয়ঃপন্থাকে বহুমানন ক'রে নরকের দিকেই ধাবিত হ'লাম মাত্র।

'বৈষ্ণব'—নির্কোধ, লম্পট, অত্যন্ত ঘৃণ্য—ইহা ভগবৎ-প্রদত্ত যোগাসম্মান। আমরা জগতের নিকট কপটতা ক'রে ব'লছি, আমরা বিষ্ণুপাসক—কৃষ্ণের দাস; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা ইন্দ্রিয়ের দাস, ভোগী, অকর্ম্মী, কুকর্ম্মী। যে কাল পর্য্যন্ত জীবের ভগবানে অবিমিশ্রা-সেবাবৃত্তি উদিতা না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত তাহার কোনও জ্ঞান হয় নাই, জানতে হ'বে। শ্রীগৌরসুন্দরের কথা আমাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় নাই। কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-সেবাই যে একমাত্র কৃত্য, যতদিন পর্য্যন্ত আমরা ইহা উপলব্ধি ক'রতে না পারি, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা দুর্ব্বল অথবা বঞ্চিত। আমরা আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি হ'তে ছুটী পেতে পারি কখন, যখন আমরা নিষ্কপটে কার্ষ্ণের শরণ গ্রহণ করি। সূর্য্য বহুদূরে অবস্থিত কিন্তু তথাপি সূর্য্যরশ্মি যেমন আমাদের নিকট নির্বাধ হইয়া বহুদূর হইতে একায়েক উপস্থিত হন, তদ্রূপ ভগবানও আমাদের নিকট আবির্ভূত হ'য়ে থাকেন। নিরন্তর যাঁহারা ভগবদুপাসনা করেন, তাঁহাদের আশ্রয়েই, তাঁহাদের শ্রীহস্তদ্বারা উন্মীলিত চক্ষেই আমাদের ভগবদ্দর্শন সম্ভব হয়। যদি যাত্রার দলের সাজা নারদকে 'ভক্তরাজ নারদ' ব'লে মনে করি, খড়ি গোলাকে 'দুধ' মনে করি, তা' হ'লে প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা প্রতারিত হ'ব। যিনি সর্ব্বক্ষণ ভগবদ্‌ভজনের চেষ্টাবিশিষ্ট—যিনি সব দিয়ে ভগবানের সেবা করেন, যিনি সর্ব্বতোভাবে প্রতিপদবিক্ষেপে ভগবানের সেবা ছাড়া কিছুই করেন না, এমন কোনও পুরুষের সেবাই আমাদিগকে কৃষ্ণ দিতে পারেন। অনেকে বহুসা ক'রেও ব'লে থাকে—'অমুকের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হ'য়েছে'। কৃষ্ণপ্রাপ্তি হওয়া মানে, এ জগৎ হ'তে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া। কৃষ্ণ সকল প্রাপ্তির শেষ-প্রাপ্তি। সঙ্কীর্ত্তনরূপী কৃষ্ণ নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তির হৃদয়েরও অন্যবকপুতনা প্রভৃতি ধ্বংস করেন। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আর আমাদের অন্য কৃত্য নাই। গৌরসুন্দর স্বয়ং কৃষ্ণ হ'য়েও কার্ষ্ণের বেশে নানা প্রকারে—নানা ভাবে নানা ভাষায়—'একমাত্র কৃষ্ণের ভজন কর'—ইহা শিক্ষা দিয়াছেন। কৃষ্ণ হ'তে জগৎ উদ্ভূত, কৃষ্ণে জগৎ স্থিত, কৃষ্ণে জগতের লয়। আমরা যখন আবৃত থাকি, তখন কৃষ্ণ তাঁ'র নিজত্ব দেখান না। চক্ষুর্গোলক যখন মেঘখণ্ড দ্বারা আবৃত থাকে, তখন স্বপ্রকাশ সূর্য্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না, কিন্তু তাহা আমাদের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয় না। কৃষ্ণদর্শন হইতে বঞ্চিত থাকাই সেবাবিমুখ জীবের যোগ্যতার তিরস্কার বা পুরস্কার।

মনোধর্ম্মে চালিত—রূপরসে আচ্ছন্ন থাকাকাল পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়তর্পণপর জনের সত্যবস্তু কৃষ্ণের উপলব্ধি হয় না। তাঁ'র নামরূপগুণলীলা কীর্ত্তিত হ'লেও আমরা সে সকল উপলব্ধি ক'রতে পারি না। কখনও অন্যমনস্কতাকি, কখনও বা উহাদিগকে আমাদের ইন্দ্রিয়তোষণ বা ভোগের বস্তু মনে ক'রে আর এক প্রকারে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ি।

আগামী কল্য জীবের শুদ্ধ-আত্ম-সত্তায় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হ'বে। কৃষ্ণ যাঁ'কে দয়া করবেন, তিনিই তাঁ'র আবির্ভাব উপলব্ধি ক'রতে পারবেন। দয়া দুই প্রকার—(১) সাধনাভিনিবেশজ, (২) কৃষ্ণ বা কার্ষ্ণপ্রসাদজ। ভক্তের নিজের সম্পত্তিই কৃষ্ণ। ভক্তই কৃষ্ণকে দিতে পারেন। কৃষ্ণ সেবোন্মুখব্যক্তির আত্মবৃত্তিতেই উদিত হন—

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"

কৃষ্ণের ভক্ত কৃষ্ণকে দ্বারে দ্বারে বিতরণ করেন—তাঁ'রা এতবড় বদান্য। কৃপণ লোক যেমন দুর্গোৎসব করে না,

পাড়ার লোক জোর ক'রে প্রতিমা বাড়ীতে ফেলে যায়, তখন বাধ্য হইয়া তা'র প্রতিমার পূজা করিতে হয়,সেইরূপ আমরা কৃষ্ণভজনোৎসবে রুচিবিশিষ্ট না হ'লেও কৃষ্ণভক্তগণ সকল লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়ে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ 'শ্রীনাম' বিতরণ করেন। ঠাকুর পূজার জন্য কোন বাড়ীতে ঠাকুর ফেলে যাওয়ার ন্যায় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বচেতন-বস্তুর মৃগ্য বাস্তববস্তু শ্রীনাম সকলের দ্বারে দ্বারে বিলিয়েছেন। তৃণ হ'তেও সুনীচ না হ'লে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করা যায় না। নাম-সঙ্কীর্ত্তন মানে কৃষ্ণপ্রাপ্তি—স্থূলসূক্ষ্ম শরীর ছেড়ে দেওয়া—নারদের "অপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ"—বিদেহমুক্তি —জীবদ্দশায় মুক্তি—স্বরূপের সিদ্ধি। কৃষ্ণ যখন বিদেহ-মুক্তি প্রদান করেন, তখনই তিনি বিশেষরূপে আকর্ষণ ক'চ্ছেন জানতে পারা যায়। অচিতের ভোগে ব্যস্ত থাকিলে তাঁহার আকর্ষণ উপলব্ধির বিষয় হয় না। দেহে আত্ম-বুদ্ধি বিবর্ত্তের স্থান। দেহে আত্মবুদ্ধি লইয়া আমরা মায়িকতত্ত্বকে 'কৃষ্ণতত্ত্ব' মনে করি। কৃষ্ণ—মানুষ, কৃষ্ণ—লম্পট, কৃষ্ণ—রাজনীতিজ্ঞ, কৃষ্ণ—ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কৃষ্ণ—আমাদের ভোগবুদ্ধিজাত ধারণার স্বার্থপরতাযুক্ত—এই সকল বিচার কৃষ্ণ বিষয়ে অভিজ্ঞানের অভাব ও ভাগ্য-হীনতার পরিচায়ক। কৃষ্ণই পরমপুরুষ, কৃষ্ণই পরম সত্য, কৃষ্ণই বাস্তব বস্তু, কৃষ্ণই নিখিল বেদপ্রতিপাদ্য বিষয়, কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা।

গৌড়ীয় বুঝিনা কেন ?

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী)

গৌড়ীয় পাঠ করিয়া অনেকেই বলিয়া থাকেন "আমরা গৌড়ীয় বুঝিনা। যাহাতে সাধারণের বুঝিয়া লইবার মত প্রবন্ধাদি বাহির হয়, তাহার ব্যবস্থা হইলে মন্দ হয় না।" এই কথা কয়টাই আজ আমাকে সংকিঞ্চিৎ বলিতে হইবে।

না বুঝিয়া আমরা বহুপ্রকার অপরাধ করিয়া থাকি। সেই অপরাধগুলিও বুঝিনা। নিজেত বুঝিই না, যাঁহারা বুঝেন তাঁহাদের নিকটও বুঝিতে চেষ্টা করি না। চিরকাল গাঁটি বেবুজ হইয়া, নকল বুদ্ধিমান্ সাজিয়া কেবল বোকা লোকের চোখে ধূলি দিয়াই গেলাম।

১। আজকাল দেশময় একটা প্রবাদ কথা ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে, গৃহস্থের সন্ন্যাসীর নিকট মন্ত্রাদি গ্রহণ করিতে নাই। সন্ন্যাসীর শিষ্য হইলে গৃহস্থের ধর্ম্ম ও সমাজ থাকেনা। গৃহস্থ গুরু করাই গৃহস্থের কর্ত্তব্য। তাহার অর্থ, গুরু যদি সন্ন্যাসী হন তবে ইন্দ্রিয়-তর্পণে বাধা পড়ে; আর আমার মত গৃহব্রত, গৃহমেধী হইলে কোন গোলই থাকে না। এই প্রাকৃত জড়বুদ্ধি (গুরুষু-নরমতিঃ) গুর্ব্ববজ্ঞা জনিত নামাপরাধ। শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, কোন আশ্রমেই আবদ্ধ নহেন। ইনি বর্ত্তমানে আমার গুরু, পূর্ব্বে এবং পরে ছিলেন কি থাকিবেন তাহা জানি না; বোধ হয় ছিলেনও না থাকিবেনও না। ইত্যাদি প্রাকৃতসহজিয়াবুদ্ধি নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধিরই পরিচায়ক এই প্রকার অবিশুদ্ধা বুদ্ধি কোন দিনই মঙ্গলজননী নহে। শ্রীগুরুদেব অভিন্ন-শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব (শ্রীবলদেব)। তিনি আমার মত পতিত পাষণ্ডীর জন্য মধ্যে মধ্যে মর্ত্ত্যে প্রকটিত হইয়া জীবোদ্ধার লীলার অভিনয় করিয়া থাকেন। তাঁহার অহৈতুকী করুণার কথা ভুলিয়া, যদি প্রাকৃতবুদ্ধিতে গুরু-দেবকে 'খানা বাড়ীর রায়তের' ন্যায় মনে করিয়া বলিতে চাই, "গুরুদেব! আমিও গৃহস্থ, তুমিও আমার মত গৃহস্থ হও, নতুবা আমি তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অনেক প্রকার অসুবিধায় পড়িব"। শ্রীগুরুদেবকে এই প্রকার অবৈধ আদেশ করাও যাহা, আর "গৌড়ীয় আমাদের বুঝিবার উপযোগী হউন" এই আদেশটাও তাহা। বিচারে কোন প্রভেদ নাই। কারণ শ্রীগুরুদেবও আধুনিক নহেন, শ্রীগৌড়ীয়ও আধুনিক নহেন। নিত্যকালের সম্বন্ধযুক্ত নিত্যবস্তু।

২। গৌড়ীয় কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা প্রচারিত সাময়িক গ্রাম্যবার্ত্তাবহ, দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকাগুলির ন্যায় জড়জগতের চিত্তবিনোদন করিবার জন্য আবির্ভূত হন নাই। এমন কি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব পত্রিকা নামে অনেক মাসিকপত্রিকার বৈষ্ণব বিদ্বেষী অধুনা বহুল প্রচার দৃষ্ট হয়। তাহাতে গ্রাম্য মেয়েলী কথার স্থানও যথেষ্ট আছে। তন্নিবন্ধন সেইগুলিতেও প্রাকৃত রস প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে নিহিত থাকায়, নিরস্ত-কুহক সত্য প্রচারক গৌড়ীয়ের নিকট ধরা পড়িয়াছে।

৩। গৌড়ীয় শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মনোভীষ্টপ্রচারক বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ। যাঁহারা নিরপেক্ষ বিচারপ্রত্যাশী তাঁহারাই গৌড়ীয়ের সেবা করিয়া থাকেন। ভাড়াটীয়া, ভৃতক, ব্যবসায়ী, দোকানদার, গোদাস, অন্যাভিলাষী, প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী গৌড়ীয়ের সেবক নহে। মুখে বাক্য বাগীশ, কাজের বেলায় অন্যরকম—এরূপব্যক্তিও গৌড়ীয়ের লেখক নহেন। গৌড়েশ্বর-অনুগত গৌড়ীয়গণই গৌড়ীয়ের লেখক।

৪। অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকিলেও গৌড়ীয়ের আনুগত্য ব্যতীত গৌড়ীয়ের 'গ' বুঝিবারও উপায় নাই। যিনি যে পরিমাণে গৌড়ীয়ের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন, গৌড়ীয়ের নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তরত্ন তিনি সেই পরিমাণে লাভ করিয়া আনন্দানুভব করিতেছেন। আনুগত্যই গৌড়ীয়ের ধর্ম্ম ও বুঝিবার শ্রেষ্ঠপন্থা।

৫। অগৌড়ীয় বা গৌড়ীয়রুব গৌড়ীয়পাঠে তৃপ্তি বোধ করিতে পারেন না। প্রাকৃত-সহজিয়া-বুদ্ধিরূপ পিত্ত থাকিলে গৌড়ীয়-সিতাখণ্ড তিক্ত বোধ হয়।

৬। শ্রীরূপ, শ্রীজীব, প্রভৃতি গোস্বামিবর্গই গৌড়ীয়-আচার্য্য। তাঁহাদের এবং তদনুগত সেবকবৃন্দের আনুগত্য ব্যতীত গৌড়ীয় বুঝিবার পন্থা নাই।

৭। প্রাকৃত সহজিয়া, চিজ্জড় সমন্বয়বাদ, স্মার্ত্তবৈষ্ণব সমন্বয়বাদ ইত্যাদি অবিশুদ্ধা বুদ্ধি লইয়া গৌড়ীয়পাঠ হয় না—বুঝা যায় না।

৮। কলি পঞ্চক গৌড়ীয় বুঝিতে দেয় না। কলি-পঞ্চক গৌড়ীয়ের আনুগত্য স্বীকার করিতে নিয়তই পরিপন্থী। কারণ গৌড়ীয় কলিবৈরী। তাস, পাশা আদি খেলার চেষ্টা, গঞ্জিকা, তামাক আদির ধূম পান, স্ত্রৈণ ও অবৈধ স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ, জীবহিংসায় প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রাণীবধ করিবার ইচ্ছা এবং ইন্দ্রিয়-তোষণার্থে স্ত্রী-পুত্র ভরণ-পোষণ ছল করিয়া ধর্ম্মব্যবসায়াদি দ্বারা অর্থাদি সংগ্রহের প্রবৃত্তি থাকিতে, গৌড়ীয় বুঝা যাইবে না। এমন কি পড়িবারই ইচ্ছা হইবে না। বর্ত্তমানে উচ্ছৃঙ্খল শব্দটী রূপান্তরিত হইয়া যাহা মনোধর্ম্মিদের নিকট বিবেক বা উদারতা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে, সেই অবিবেকযুক্ত বিবেকই বুঝিতে দিবেনা।

৯। গৌড়ীয়ে যে সমস্ত সিদ্ধান্তরত্ন-দীপাবলী সন্নিবেশিত হইয়া অন্ধ জগজ্জীবের চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দিতেছেন শ্রীমদ্ভাগবতের অত্যন্ত নিগূঢ় তত্ত্বাবলী,—যাহা দেশবিখ্যাত নবীন প্রবীণ ভৃতক পাঠক মহাশয়দের ভাগবতচরণে অপরাধ পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত কোটী জন্মেও অনুভূতির বিষয় হইতেছে না ও হইবে না, সে সকল ভক্তিসিদ্ধান্ত-রত্ন সেবোন্মুখ আপামর পণ্ডিতমূর্খের নিকট অকাতরে বিতরিত হইতেছে।

১০। যে বেদ বেদান্তের নাম মুষ্টিমেয় লোকের শ্রুতি পথে প্রবিষ্টমাত্র ছিল, দৃষ্টিগোচর হইবার মত সৌভাগ্য অনেকের ঘটে নাই, গৌড়ীয়ের কৃপায় সেই বেদ বেদান্ত তত্ত্বসার সিদ্ধান্তপূর্ণ ব্যাখ্যা সমন্বিত হইয়া বঙ্গাক্ষরে বঙ্গভাষায় সকলের সমক্ষে মূর্ত্তিমানরূপে দণ্ডায়মান। ইহা স্বপ্নেও দেখি নাই; আশা করাও দূরের কথা। ইহা অপেক্ষা আর আমরা কত সৌভাগ্য পাইবার মত আশা করিতে পারি, যাহা সুবিবেচকমাত্রেই আশ্চর্য্য বোধ করিবেন। গৌড়ীয়ের সিদ্ধান্ত বুঝিয়া উঠিবার উপায় গৌড়ীয়ই বৈকুণ্ঠবাসী প্রচারক মহান্তরূপে উপদেশ দিতেছেন যে, "হে সংসার কারাগারে নিক্ষিপ্ত অনাদি বহির্ম্মুখ জীবকুল, তোমরা সদ্গুরু পদাশ্রয়ে শ্রৌতপন্থা অবলম্বন কর, অশ্রৌতপন্থা মনোধর্ম্ম ছাড়িয়া, স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধি পরিহার কর, বিরূপের ধর্ম্ম ছাড়িয়া স্বরূপে অবস্থান কর, সম্বন্ধজ্ঞান যুক্ত হও, তবেই সকলের সকল সুবিধা অবশ্যম্ভাবী"। শ্রৌত-পন্থা অবলম্বন ব্যতীত গৌড়ীয়বুঝিবার আশা সুদূরপরাহত।

১১। হরিবিমুখ জগজ্জীবের কুরুচিসম্পাদন মানসে নানাবিধ কুরুচিসম্পন্ন নাটকনভেলের সৃষ্টি। গৌড়ীয় সেই সকল কুরুচি হইতে মনোধর্ম্মিগণকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া ফিরাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে কশাঘাত করিয়া কৃপা করিয়া থাকেন। সুতরাং গৌড়ীয় নিরপেক্ষ বিচারক। সকলের বিভিন্নরুচি সম্পাদনে বাধ্য নহেন। যাহারা নিরপেক্ষ বিচার জগৎ তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজেন তাঁহারাই অবশেষে অন্যগতি না দেখিয়া গৌড়ীয়ের অনুগত হন এবং বুঝেন।

১২। জগতের অসংখ্য জীবকুলের মধ্যে তিনিই ভাগ্যবান, যাহার গৃহে গৌড়ীয় উপস্থিত থাকিয়া বৈকুণ্ঠ-বাণী অহোরাত্র তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইয়া দিয়া শ্রীহরি-উন্মুখী করিয়া দিতেছেন।

১৩। আমরা অনেক সময় গৌড়ীয়ের আনুগত্যের ভান করিয়া মহতের সেবক বলিয়া পরিচয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া

বৈষ্ণবের অনুকরণে বৈষ্ণবসেবা ধারণ করি বটে কিন্তু অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার বজায় রাখিয়া বৈষ্ণবের অনুসরণ করিতে চাই না। পূর্ব্বের স্বভাব সবই ঠিক রাখিয়া গৌড়ীয় বুঝিতে চেষ্টা করি। ইহা হইতে বরং গৌড়ীয়ের প্রতি অবজ্ঞা হেতু অত্যন্ত অসুবিধাকে আহ্বান করিয়া থাকি।

১৪। গৌড়ীয় স্কুল কলেজের পাঠ্য বইয়ের মত নহে যে, কোন প্রকারে মুখস্থ করিয়া সার্টিফিকেট সংগ্রহের ব্যবস্থা হইলে আর ঐ সমস্ত বইয়ের বেশী প্রয়োজনীয়তা থাকিবেনা। গৌড়ীয়-পাঠের অর্থ যথাসাধ্য গৌড়ীয়ের আদেশ পালন করিয়া খাঁটি মানুষ হওয়া গৌড়ীয় এই সুমহান্ উদ্দেশ্য নিয়া কৃতকার্য্য হইয়াই জয়যুক্ত হইতেছেন।

হায়! আমরা কত দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীব! বৈষ্ণবক্রুব, ব্রাহ্মণক্রুব, গোস্বামিক্রুব, বণিক, দেবল, ভৃতক ইত্যাদি অসৎসঙ্গে পড়িয়া, অসতের সেবা করিয়া, এই সুদুর্লভ মনুষ্য জন্ম, সনাতন ধর্ম্ম প্রচারের দেশে পাইয়াও আবার অনন্তকালের নরকযাত্রী হইতেছিলাম। গৌড়ীয় আমাদিগকে সেই নরকের রাস্তা হইতে ফিরাইবার জন্য পর-দুঃখদুঃখী মহাত্মরূপে আমার মত পামরের গৃহেও উপস্থিত হইয়াছেন। আর কেন! এইত আমাদের স্বর্ণ সুযোগ। বুঝি আর না বুঝি গৌড়ীয়ের সেবা করিতেই থাকি। পুনঃ পুনঃ পাঠ ও সাধু সঙ্গে আলোচনাই গৌড়ীয়ের সেবা। এই শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা যে মুক্তিলাভ হইবে, তাহাতেই সকল সুবিধা হইয়া ভুবনমঙ্গল শ্রীগৌরসুন্দরের সেবকের সেবা প্রবৃত্তি পাইব। জানিনা এমন সৌভাগ্য কত দিনে হইবে! তবে সুদৃঢ় বিশ্বাস গৌড়ীয়ের কৃপায় সকলই সম্ভবে।

গৌড়ের নৈমিষ

বৰ্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বাংশে পূর্ব্বস্থলী থানার অন্তর্গত মামগাছী নামে একটী প্রাচীন পল্লী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই মামগাছী গ্রামকে প্রাচীনগণ এবং ভক্তিরত্নাকরের লেখক শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তিঠাকুর, নবদ্বীপের অন্তর্গত 'মোদদ্রুম দ্বীপ' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মামগাছি-গ্রামের প্রান্তদেশেই ভাগীরথী প্রবহমানা। এই গ্রামে এখনও শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের সেবা, শ্রীগৌরনিত্যানন্দের নিত্য পূজা সাধিত হইতেছে। আজও ঠাকুর বৃন্দাবনের বাল্যকালের বিচরণ ভূমি বলিয়া ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীটী নির্দ্দিষ্ট হয়।

শ্রীবাসের গৃহিণী মালিনী দেবীর মামগাছি-গ্রামে পিত্রালয় ছিল। শ্রীনবদ্বীপ নগরের শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়-ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীনারায়ণী দেবীর মামগাছি গ্রামে বিবাহ হয়। মালিনী শেষ বয়সে স্বীয় পিত্রালয়ে আসিয়া বাস করেন। ঐ বংশের কাহারও সহিত শ্রীনারায়ণী দেবীর বিবাহ হয়। শ্রীনারায়ণীর গর্ভে শ্রীবৃন্দাবন দাস আবির্ভূত হন। শিশুকালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় এবং পিতা শ্রীভগবান-চৈতন্যচন্দ্রের সেবা-নিরত হইবার পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করায় তাঁহার কথা বিশেষভাবে কোথায়ও উল্লিখিত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, তিনি সর্ব্বতোভাবে হরিপাদপদ্ম আশ্রয় না করায় পিতৃবংশের পরিচয়ে শ্রীবৃন্দাবনের পরিচয় হয় নাই।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সজ্জনতোষিণী পত্রিকায় "শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন" শীর্ষক প্রবন্ধের মধ্যে লিখিয়াছেন,—"শিশুকালে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তদীয় পবিত্র জননীর সঙ্গে মামগাছী ঠাকুর বাড়ীতে বাস করিতেন। * * * সংস্কৃত বিদ্যা তাঁহার সেই গ্রামেই অধীত হয়। মামগাছী নবদ্বীপধামের অংশ বিশেষ, সুতরাং তথায় বিদ্যানগরের ন্যায় অনেক পণ্ডিতের বাসস্থান ছিল। * * সে গ্রামে এখনও ব্রহ্মাণীস্থল দেদীপ্যমান। সে গ্রামে যে, বিদ্যার বিশেষ চর্চ্চা ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। বিশেষতঃ ঐ গ্রামটী বিশারদ ভট্টাচার্য্য ও দেবানন্দ পণ্ডিত প্রভৃতির বাসগৃহের অতি নিকট, এমন কি একগ্রাম বলিলেও হয়। কাঞ্চনপল্লীবাসী বাসুদেব-দত্ত-ঠাকুর পণ্ডিত ও ধনবান-ছিলেন,—ইহা কবিরাজ গোস্বামী ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি যে সেবা প্রকাশ করেন, তাহা অবশ্য ভদ্রপল্লীর মধ্যে।

সেই মামগাছীর ভদ্রপল্লীতে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর প্রথমে পাঠশালায় বাল্যবিদ্যা অভ্যাস করেন এবং শেষে কোন চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্যলাভ করেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের রচনা ও সিদ্ধান্তসমূহই তাহার প্রমাণ।"

ঠাকুর বৃন্দাবনের বাল্যকালের বিচরণভূমি—শ্রীবাস-পত্নী মালিনীর পবিত্র ভিটা তৃণগুল্মলতাচ্ছাদিত থাকিয়া লুপ্তপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর-বৃন্দাবনের স্থান—সাক্ষাৎ নৈমিষারণ্য। যাহাতে কোন ভক্তিপ্রতীপ ব্যক্তি এস্থানকে কোন প্রকারে কলুষিত বা তাহাদের জীবিকার্জ্জনের ভোগ্যসামগ্রীরূপে পরিণত করিতে না পারে, তজ্জন্যই বোধ হয় ভগবদিচ্ছায় বনস্পতিসমূহ, তৃণগুল্মলতাকুল নৈমিষারণ্যের পবিত্র স্মৃতি ভক্তহৃদয়ে উদ্দীপন করিয়া দিয়া ভক্তিপ্রতীপগণকে নিকটে আসিতে বাধা প্রদান করিতেছেন। ঠাকুর বৃন্দাবন নিত্যানন্দের শেষ ভৃত্য। যেস্থানে ঠাকুর বৃন্দাবন অবস্থান করেন, সে স্থানে তাঁহার ইষ্টদেব নিত্যানন্দরায়ও অবস্থিত। যে স্থানে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বিরাজিত, সেস্থানে নিত্যানন্দ প্রভুর মূল প্রভুর প্রভু মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যকাল বিরাজিত আছেন। নিত্যানন্দপ্রভুর নিকলা ভৃত্য শেষ সেই স্থানে আসন রচনা করিয়া সেই স্থান রক্ষা করিতেছেন। সেই স্থান প্রাকৃত জীবের ভোগের বস্তু নহে—জীবমাত্রেরই সেবার বস্তু।

শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ সেই পবিত্রতীর্থের সংস্কার সেবা করিবার জন্য যত্নবান হইয়াছেন। সেই পবিত্র-ভিটায় শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরনিত্যানন্দ বিগ্রহ স্থানান্তরিত হইয়া অত্যন্ত অযত্ন ও অমনোযোগ-সহকারে এতদিন নামমাত্র সেবিত হইতেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মঠের সেবকগণ ঠাকুর বৃন্দাবনের পবিত্র-ভিটা সংস্কার, তথায় শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ ও শ্রীগৌরনিত্যানন্দের প্রাচীন শ্রীবিগ্রহ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া সেবার ঔজ্জ্বল্য ও শ্রীল ঠাকুরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের পঠন-পাঠন, ব্যাখ্যা ও প্রচার করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছেন। একদিকে যেমন তাঁহারা নিত্যানন্দৈক-প্রাণ বৈষ্ণবের মাহাত্ম্যবর্ণনে সহস্রমুখ শ্রীল-ঠাকুর বৃন্দাবনের রচিত সব্যাখ্যা "শ্রীচৈতন্যভাগবত" গ্রন্থ বঙ্গদেশের প্রতিদ্বারে দ্বারে প্রচারের জন্য যত্নবান হইয়াছেন, অপরদিকে শ্রীল ঠাকুরের আবির্ভাবভূমি—বাল্যবিচরণভূমির সংস্কার সেবা করিয়া শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন—যাঁহার গুণকীর্ত্তনে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শতমুখ হইয়াছেন,—সেই বৃন্দাবন যে বঙ্গদেশে—বঙ্গদেশে কেন, সমগ্র বিশ্বে কতবড়—কত শ্রেষ্ঠ—কত উদার—কত মহান্ বস্তু প্রদান করিয়াছেন—যে বস্তু—যে দান—যে ধন লাভ করিয়া জগতের জীব নিত্যানন্দের অধিকারী হইতে পারেন—নিত্যধনে ধনী হইতে পারেন, সেই দানের কথা জগতের দ্বারে দ্বারে ঘোষণা করিবার জন্যই শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের ঠাকুর বৃন্দাবনের লুপ্তস্থান পুনরুদ্ধার ও তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের বহুল প্রচারে প্রচেষ্টা।

আশা করি, আত্মমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেই এই সেবায় তাঁহাদের যথাসাধ্য আনুকূল্য বিধান করিয়া একাধারে ভক্তরাজ বৃন্দাবনের সহিত তাঁহার উপাস্যবিগ্রহ গৌর-নিত্যানন্দের সেবা অর্থাৎ একাধারে ব্যাসপূজা—গুরুপূজা—মূল আশ্রয়বিগ্রহের পূজার সহিত মূল বিষয়বিগ্রহের পূজার সৌভাগ্য বরণ করিয়া লইয়া মানবজীবনের—জীবের চরমসাধ্য লাভে যত্নবান হইবেন।

গৌড়ীয় পাঠে

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

[পণ্ডিত বিধুভূষণ শাস্ত্রী, বেদান্তভূষণ, ভক্তিরঞ্জন]

ন স্বীকরোষি হে মূঢ়! কাষ্ঠপুত্তলকং শুচিম্। (১)
অমেধ্যঘটিতং যন্ত্রং কস্মাদ্রক্ষসি পূতিকম্॥
ইমং চর্ম্মপুটং তাবৎ স্ববুদ্ধ্যৈব পৃথক্ কুরু।
অস্থি পঞ্জরতোমাংসং প্রজ্ঞাশস্ত্রেণ মোচয়॥
অস্থীন্যপি পৃথক্ কৃত্বা পশ্য মজ্জানমন্ততঃ।
কিমত্র সারমস্তীতি স্বয়মেব বিচারয়॥

বোধিচর্য্যাবতার পঞ্জিকায়াং ৫ম পরিচ্ছেদে।

যমালয়ের নরক আমাদিগকে কল্পনা করিতে হয় কিন্তু আমাদের শরীর প্রত্যক্ষ নরক—মণিরত্ন মালায়াং—

কোবাস্তি ঘোরো নরকঃ স্বদেহঃ।

যে দেহ পরিপোষণের জন্য এত যত্ন করিয়া থাকি, রাক্ষসের ন্যায় কত জীব বধ করিতেও কষ্ট বোধ করি না, সেই দেহের পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয় কারণ তাহার পরিণাম কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্ম—

হন্যন্তে পশবো যত্র নির্দ্দয়ৈরজিতাত্মভিঃ।
মন্যমানৈরিমং দেহমজরামৃত্যু নশ্বরম্॥

(১) অয়ঙ্কাণ্ডচিঃ।

দেবসংজ্ঞিতমপ্যন্তে কৃমিবিড়্‌ভস্মসংজ্ঞিতম্।
ভূতধ্রুক্ তৎকৃতে স্বার্থং কিং বেদ নিরয়ো যতঃ॥

(শ্রীভাগবতে ১০।১০।৯-১০)

অর্থাৎ অজিতেন্দ্রিয়, নির্দ্দয় ব্যক্তিগণ এই নশ্বরদেহকে অজর ও অমর বিবেচনা করিয়া পশুসকল হনন করিয়া থাকে। এই শরীর নরদেব, ভূদেব সংজ্ঞিত হইলেও পরিণামে ইহা কৃমি, বিষ্ঠা কিম্বা ভস্ম-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মৃত্তিকা দ্বারা প্রোথিত হইলে কৃমি, শৃগাল, কুক্কুরাদি দ্বারা ভক্ষিত হইলে বিষ্ঠা এবং পুত্রাদি দ্বারা দগ্ধ হইলে ভস্ম-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

প্রিয়তমা পত্নী, পতিকে কহিয়া থাকেন যে, "তোমায় না দেখিলে থাকিতে পারি না।" সে আগ্রহ কতক্ষণ পর্য্যন্ত? যতক্ষণ শরীরে প্রাণ থাকে; নচেৎ শরীর হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে, যে পতির জীবদ্দশায় তিনি এক দণ্ড না দেখিয়া দশদিক অন্ধকার দেখিতেন, চক্ষের জলে বসন ভিজাইতেন, এক্ষণে প্রাণশূন্য শরীরে সে আগ্রহ নাই, তিনি তখন তাঁহার নিকটে একা থাকিতে ভয় করেন; সে শরীর স্পর্শ করিলে তিনি স্নান করিয়া শুদ্ধ হয়েন; সে শরীর গৃহ হইতে বিদায় হইলে তিনি গোময় দিয়া শুদ্ধ করেন; শুধু সে স্থানটি নহে, বহির্বাটীর দ্বার পর্য্যন্ত! হায়! সাধের শরীর! হায়! জীবের পূঁয, রক্ত দ্বারা পরিপুষ্ট শরীর! হায়! জীব-দ্রোহি! তোমার শরীরের এই মূল্য জানিয়াও কত শত জীব বধ করিতে কিছুমাত্র ক্লান্ত হও না! বধ করিতে বা করাইতে হৃদয়ও কম্পিত হয় না! তোমার শরীর একটা বিড়াল কিম্বা কুক্কুরের শরীরেরও অধম নহে কি? কারণ বধজনিত পাপ বা কষ্টবোধ তাহাদের নাই; কিন্তু তুমি সৃষ্টির প্রধান জীব হইয়াও নিরীহ জীব বধ করিতে তোমার কষ্টও হয় না! তোমার লজ্জাও হয় না! তোমার যে নারকী শরীর এত প্রিয়, যদি একবার তাহার কোন স্থান পচিয়া দুর্গন্ধ হয়, তাহা হইলে তোমার বিরহ-কাতরা প্রেয়সী কি নাকে কাপড় দিয়া দূর হইতে তোমার গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া তোমায় "কেমন আছ" বলিয়া কুশল প্রশ্ন করিবেন না? (১) মাংসাহারি-রাক্ষস! তোমার এ সাধের শরীরের বিষয় চিন্তা হয় না কি? মনুষ্যমাত্রেরই সকল কার্য্যের প্রথমে পরিণাম-চিন্তা করা কর্ত্তব্য। জীববধ করিলে পাপ অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং এই অমেধ্য শরীর-পোষণে ব্যাপৃত থাকিয়া কি মৃত্যুর সময় কেবল পাপ-সঞ্চয় করিয়া লইয়া যাওয়া মনুষ্য-পদবাচ্য জীবের কর্ত্তব্য?

যেঽজ্ঞানিনো মন্দধিয়োঽকৃতার্থা
ভবে পশুং ঘ্নন্তি ন ধর্ম্মশাস্ত্রম্।
জানন্তি নাকং নরকং ন মুক্তিং
গচ্ছন্তি ঘোরং নরকং নরাস্তে॥

শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত পদ্মপুরাণোত্তরখণ্ড-বচনম্।

অর্থাৎ যে মূঢ়, দুর্ব্বুদ্ধি, অকৃতার্থব্যক্তিগণ ধর্ম্মশাস্ত্র না জানিয়া পশুসকল বধ করে, তাহারা স্বর্গ, নরক কিম্বা মুক্তি কাহাকে বলে তাহা জানে না, তাহারা ঘোর নরকে গমন করে।

বৈধ-হিংসা শাস্ত্রে বিধি আছে সত্য, কিন্তু তাহা রাজসিক-গণের জন্য, সত্ত্বগুণাবলম্বী ব্রাহ্মণগণের পক্ষে সে বিধি নাই—

হিংসা নৈব ন কর্ত্তব্যা বৈধহিংসা তু রাজসী।
ব্রাহ্মণৈঃ সা ন কর্ত্তব্যা যতস্তে সাত্ত্বিকা মতাঃ॥

শ্রাদ্ধবিবেক-টীকায়াং গোবিন্দানন্দধৃত বৃহন্মনুবচনম্।

অর্থাৎ হিংসা করা কর্ত্তব্য নহে; বৈধহিংসা রাজসিক, তাহা ব্রাহ্মণগণের কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু তাঁহারা সত্ত্বগুণাবলম্বী।

ক্ষত্রিয়ের মৃগয়া-বিধি আছে সত্য; কিন্তু সে মৃগয়া-জনিত পশুবধেও পাপ হইয়া থাকে এবং এই পাপ জানিয়াই শ্রীকৃষ্ণ, রাজা মুচুকুন্দকে কহিয়াছিলেন—

ক্ষাত্রধর্ম্মস্থিতো জন্তূন্ ন্যবধীর্মৃগয়াদিভিঃ।
সমাহিতস্তৎ তপসা জহ্যঘং মদুপাশ্রিতঃ॥

শ্রীভাগবতে ১০।৫১।৬২

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে অবস্থান করিয়া মৃগয়াদি দ্বারা জন্তু-গণকে বধ করিয়াছ; আমাকে আশ্রয় করিয়া তপস্যাতে সমাহিত-চিত্ত হইয়া সেই পাপ নাশ কর। যজ্ঞের জন্য পশুবধ শাস্ত্রবিধি আছে—

যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
যজ্ঞো হি ভূত্যৈ সর্ব্বস্য তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ॥

মনুঃ ৫।৩৯

বিষ্ণুস্মৃতৌ ৬১ অধ্যায়ে

অর্থাৎ স্বয়ং ব্রহ্মা যজ্ঞের জন্য পশুসকল সৃষ্টি করিয়াছেন;

(১) এ ঘটনা লেখকের স্বচক্ষে দেখা—তাহা দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল।

সমুদায় লোকের মঙ্গলের জন্য যজ্ঞ করা বিহিত হইয়াছে, তজ্জন্য যজ্ঞে পশু বধ করিলে বধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

অন্যত্র কহিয়াছেন—

অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত।

সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদ্যাং ২য় কারিকায়াং ধৃতবচনম্।

অর্থাৎ, পশুবধ করিয়া অগ্নীষোম দেবতার যাগ করিবে যদিও এই যজ্ঞের জন্য পশুবধের আদেশ করিয়াছেন; কিন্তু কলিকালে যজ্ঞ নিষিদ্ধ ; যথা—

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥

শ্রীচরিতামৃতে আদিলীলায়াং ১৭শ পরিচ্ছেদে ধৃত মলমাসতত্ত্বে সন্ন্যাস-নিষেধ-বিচার-বচনম্।

অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমেধ যজ্ঞ, সন্ন্যাস, মাংস দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ এবং দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন, কলিকালে এই পাঁচটি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে।

আরও যজ্ঞেও পশুবধজনিত পাপ কিঞ্চিৎ হইয়া থাকে—

অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত ইত্যনেন তু পশুহিংসায়া ক্রত্বর্থত্বমুচ্যতে ন তু অনর্থ হেতুভাবঃ।

সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদ্যাং ২য় কারিকায়াম্।

'অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত' এই শাস্ত্র দ্বারা "পশুহিংসা যাগের উপকারক" ইহা বুঝায়, কিন্তু "পাপের দ্বারা দুঃখের জনক নহে" এরূপ বুঝায় না।

ইহাকে স্বল্পসঙ্কর পাপ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, যদিও ঐ পাপ সপরিহার, কারণ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সে পাপ দূর করা যাইতে পারে ; কিন্তু অনবধান বশতঃ যদি প্রায়শ্চিত্ত করা না যায়, তাহা হইলে যজ্ঞাদির ফল স্বর্গ-ভোগের সময় ঐ পাপ ভোগ করিতে হ

অবিশুদ্ধঃ সোমাদিযাগস্ত পশুবীজাদিবধসাধনঃ যথা আহ স্ম ভগবান্ পঞ্চশিখাচার্য্যঃ "স্বল্পসঙ্করঃ সপরিহারঃ স প্রত্যবমর্শ ইতি" স্বল্পসঙ্করঃ জ্যোতিষ্টোমাদি জন্মনঃ প্রধানা পূর্ব্বস্য পশুহিংসাদি জন্মনাঽনর্থ হেতুনা অপূর্ব্বেণ। সপরিহারঃ কিয়তাপি প্রায়শ্চিত্তেন পরিহর্ত্তুং শক্যঃ। অথ প্রমাদতঃ প্রায়শ্চিত্তমপি নাচরিতং প্রধানকর্ম্মবিপাকসময়ে ন পচ্যতে।

অর্থাৎ সোমাদি যাগ, পশু ও বীজাদির বধের কারণ হয়, উহাই অবিশুদ্ধি। ভগবান্ পঞ্চশিখাচার্য্য কহিয়াছেন যে, যাগাদি স্বল্পসঙ্কর সপরিহার ও সপ্রত্যবমর্শ। জ্যোতিষ্টোমাদি যাগের দ্বারা উৎপন্ন হয় যে প্রধান অপূর্ব্ব (অর্থাৎ যে ধর্ম্মদ্বারা স্বর্গাদি জন্মে) উহার সহিত পশু-হিংসাদি দ্বারা উৎপন্ন দুঃখের কারণ অল্প পরিমাণ পাপের সংশ্রব থাকে, ইহাকে স্বল্পসঙ্কর অর্থাৎ স্বল্প পাপের সহিত সঙ্কর বলে। সপরিহার, কারণ পূর্ব্বোক্ত পাপ অল্প পরিমাণে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা দূর করা যাইতে পারে। যদি প্রমাদবশতঃ প্রায়শ্চিত্ত-আচরণ করা না যায়, তাহা হইলে প্রধান-কর্ম্মযাগাদির পরিণাম স্বর্গাদি-ভোগের সময় ঐ অল্প পরিমাণ-পাপজন্য দুঃখ ভোগ করিতে হয়। (প্রত্যবমর্শ, কারণ সহিষ্ণুতার সহিত বর্ত্তমান স্বর্গসুখভোগ-আশায় ঐ দুঃখ সহ্য করা)। । উপরোক্ত কারিকায় পঞ্চশিখাচার্য্যের সম্পূর্ণ সূত্র যথা—

"স্যাৎ স্বল্পসঙ্করঃ সপরিহারঃ সপ্রত্যবমর্শঃ কুশলস্য নাপকর্ষায়ালং কস্মাৎ কুশলং হি মে বহ্বন্যদস্তি যত্রায়মাবাপং গতঃ স্বর্গেঽপি অপকর্ষমল্পং করিষ্যতি।" ১৯ সূত্রম্]

সর্ব্বধর্ম্মের মূল যে অহিংসা, তাহা ভগবান্ পঞ্চশিখাচার্য্যও কহিয়াছেন-

"স খল্বয়ং ব্রাহ্মণো যথা যথা ব্রতানি বহূনি সমাদিৎসতে তথা তথা প্রমাদকৃতেভ্যো হিংসাদিনিদানেভ্যো নিবর্ত্তমানস্তামেবাবদাতরূপামহিংসাং করোতি"।

পাঞ্চশিখং সাংখ্যসূত্রম্—২১ সূত্রম্।

অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ মহাব্রত করেন, সেইরূপ লোভাদিপ্রমাদকৃত অহিংসার আচরণ হইতেও নিবৃত্ত হইয়া থাকেন। যেরূপ সকলে নিজের সামান্য কষ্টও ইচ্ছা করেন না, সেইরূপ মহাত্মগণ অপ্রমত্ত হইয়া অনেক কষ্ট উৎপন্ন করেন না। এইরূপে করুণহৃদয় ব্যক্তিগণ সমুদায় ব্রতের মধ্যে অহিংসাকে নির্ম্মল করিয়া থাকেন। যাঁহারা নিজের সুখেচ্ছায় লোভ বা মোহবশতঃ প্রাণীগণকে নষ্ট করেন, তাঁহারা অবিদ্যার মধ্যেই অবস্থান করিয়া থাকেন ; বিবেকজ্ঞান তাঁহারা লাভ করিতে পারেন না। স্ব-সুখান্ধতাই তাঁহাদের বিশেষ মোহের কারণ। অশ্বমেধাদি যজ্ঞে যে স্বর্গসুখ প্রদান করে, বেদ তাহা মূঢ়ব্যক্তিগণকে কহিয়া ভুলাইয়াছেন ; সেই বেদবাক্য বিষলতার ন্যায় আপাতরমণীয় মাত্র, কারণ তাহাতে পশুহত্যাজনিত

পাপ ভোগ করিতে হয়। ইহা ভগবান্ তাঁহার শ্রীমুখে অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন, যথা—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ, নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিংপ্রতি॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ২।৪২-৪৪)

হে পার্থ, যে সকল মূর্খ এই আপাতরমণীয় বেদ-বাক্যকেই পরমার্থফলপ্রদ বলিয়া থাকে, বেদস্থিত অর্থবাদ মাত্রেই রত (অর্থাৎ বেদে কহিয়াছেন যে, মৃত্যুর পর নন্দনকাননে উর্ব্বশী প্রভৃতি সুর-সুন্দরীগণের সঙ্গে বিহার ও সুখসম্ভোগ এবং পারিজাতকুসুমের সৌরভ সেবন এবং স্বর্গের সুধা প্রভৃতি ভোগৈশ্বর্য্যসমুদায় উপভোগই তাহার ফল, এইরূপ ভোগাত্মক নশ্বরফল-উৎপাদনকারী কর্ম্মসমুদায় বাহুল্যরূপে কথিত হইয়াছে); যাহারা স্বর্গাদি ফল হইতে অন্য ফল নাই বলিয়া থাকে, অতএব কামপ্রবণ-চিত্ত, স্বর্গপরায়ণ, স্বর্গফলাবসানে পুনরায় জন্মকর্ম্মাখ্য ফল-প্রদ, ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির সাধনভূত ক্রিয়াপ্রচুর বাক্যকে পরমার্থ-ফলপ্রদ বলিয়া থাকে; ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যে অভিনিবিষ্ট, তদ্দ্বারা আকৃষ্টচিত্ত সেই মূর্খগণের পরমেশ্বরের প্রতি একাগ্রচিত্ত হইয়া সমাধি ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির উৎপত্তি হয় না।

বেদ সত্ত্ব, রজ, তমপ্রধান ত্রিগুণাত্মক বিষয়প্রতি-পাদক; বেদ কহিয়াছেন যে, "স্বর্গকামী অশ্বমেধেন যজেত" অর্থাৎ, স্বর্গকামী ব্যক্তি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন; স্বর্গকামী মানবগণ এই অনিত্য ফলে আশা করিয়া বেদবাক্যে বিমুগ্ধ হইয়া যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যেরূপ মধুপানমত্ত ভ্রমর মধুলোভে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে কেতকীবনে প্রবেশ করিয়া কেতকীকণ্টকদ্বারা স্বীয় শরীর ছিন্ন ভিন্ন করে, কিম্বা নিদাঘকালে প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ড-তাপে তাপিত হইয়া পথশ্রান্ত পথিক বিশ্রামলালসায় আপাততঃ সুশীতল কিন্তু পরিণামে বিষম অনর্থমূল কুপিত ফণিফণাছায়াতলে প্রবেশ করিয়া বিষম বিপদে পতিত হয়, সেইরূপ সুখাভিলাষী মানবগণ আপাততঃ রমণীয় স্বর্গাদি ফলপ্রদ বেদাদিষ্ট কাম্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ঘোরতর সংসারে পতিত হয় এবং বিষয়লোভে আত্মবিস্মৃত হইয়া কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যবিমূঢ় এবং উপায়বিহীন হইয়া পড়ে, তজ্জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন যে,—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ (গীতা ২।৪৫)

বেদসকল ত্রিগুণাত্মক বিষয়-প্রতিপাদক। তজ্জন্য বেদের আপাততঃ মনোরম বাক্যে মুগ্ধ হইয়া পশুহিংসা-সংযুক্ত যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য নহে। যজ্ঞ কেবল রজোগুণান্বিত ব্যক্তিগণ করিয়া থাকেন, তাহাতে প্রকৃত সুখ নাই।

স্বর্গেই বা সুখ কি? কারণ স্বর্গভোগ শেষ হইলে জীব স্বর্গ হইতে নতশির হইয়া ভূমে পতিত হন—

তাবৎ প্রমোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণ পুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন কালচালিতঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।১০।২৬

তজ্জন্য বৈষ্ণবগণ স্বর্গ কামনা করেন না।

তজ্জন্যই কহিয়াছেন যে, স্বর্গ বলিয়া পৃথক স্থান নাই। যে স্থানে মনের সুখ সেই স্থানই স্বর্গ—

দেশঃ স কাচিদপবাস্তি নিরুঢ়া
সৈব সা বসতি যত্র হি চিত্তম্॥

নৈষধচরিতে ৫।৫৭

উপনিষদেও পশুহিংসা নিষেধ করিয়াছেন, যথা -

প্রাণভৃতঃ প্রাণং ন বিচ্ছিন্দ্যাদপি কৃকলাসস্যৈতস্যা এব দেবতায়া অপচিত্যৈ।

বৃহদারণ্যকোপনিষদি ১।৫।৬৮।১৪

দেবতার পূজার জন্য অথবা সম্মাননাজন্য কোন প্রাণীর প্রাণবিয়োজন বা হিংসা করিবে না; এমন কি একটি কৃকলাসেরও নহে। (কৃকলাস অত্যন্ত ঘৃণিত জন্তু বলিয়া উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ একটি ঘৃণিত জন্তুকেও বধ করা কর্ত্তব্য নহে)।

পূর্ব্বে যে মাংসের কথা বলা হইল, তাহাতে মৎস্যেরও কথা বলা হইল, কারণ মৎস্য ভক্ষণ করিলে সর্ব্বমাংস ভক্ষণ বুঝায়—

মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥

মনুঃ ৫।১৫

এখানে "সর্ব্ব" শব্দের অর্থ গো, মেষ, মহিষ, শূকর ইত্যাদি।

হায়! মৎস্যাশী গুরু! একবার চিন্তা কর না যে, তুমি কি করিতেছ। দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াছ কি পূঁয-রক্তপূর্ণ মৎস্যভক্ষণজন্ম! ভক্ষ্যজীবের জন্য তোমার প্রাণ কি কাঁদে না? ক্রমশঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

মহামহোৎসব

গত ২রা আশ্বিন, রবিবার, গৌর-দ্বাদশী-দিবস আচার্য্য-বর্য্য শ্রীল জীবগোস্বামী ও বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূলপুরুষ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জন্মোৎসব-উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব অতি সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত শ্রীগৌর ও গৌরজন মহিমা-সঙ্কীর্ত্তন, হরিকথাকীর্ত্তন ও ধনিদরিদ্রনির্ব্বিশেষে সহস্র সহস্র আবালবৃদ্ধবনিতাকে শ্রীমহা-প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। শ্রীনামধ্বনিতে ভূতল-গগন মুখরিত থাকিয়া সঙ্কুচিত জীববৃন্দকে ও গৌরজনমহিমা-শ্রবণে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের ভক্ত্যুন্মুখী অজ্ঞাত সুকৃতি-সঞ্চয়ের সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছিল। শ্রীমঠের ভবনে—প্রাঙ্গনে—আসনে—জগমোহনে—প্রাসাদোপরে—নিম্নে—সম্মুখে—পশ্চাতে—সর্ব্বত্রই জনতায় পরিপূরিত হইয়াছিল। সকলের মুখেই গৌরজনের কথা আলোচনা, পরিপ্রশ্ন, ইষ্ট-গোষ্ঠী। কোথায়ও বা শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মানকালে ভক্ত ও ভগবানের জয়ধ্বনি, হরিগুণকীর্ত্তন, কোথায়ও বা মহাপ্রসাদ মাহাত্ম্য-বর্ণন, কোথায়ও বা 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' রব—সর্ব্বত্রই কৃষ্ণকোলাহলে প্রমত্ত সেবক ও দর্শকবৃন্দের প্রফুল্লিত বদন, সেবোৎসাহ, প্রাণঢালা অনুরাগ যেন মর্ত্ত্যে গোলোকের দৃশ্য সেবোন্মুখজনগণের প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত করিয়া দিয়াছিল।

সহস্র সহস্র দীন-দুঃখী-কাঙ্গাল শ্রীভগবৎপ্রসাদ সম্মান ও শুদ্ধভাগবতগণের মুখোচ্চারিত শুদ্ধহরিনামের অনুকীর্ত্তন করিবার মহাসৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর স্বয়ং কাঙ্গালগণের প্রসাদ-সম্মান-স্থলীতে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পরিপূর্ণ করিয়া প্রসাদ-সেবনার্থ উৎসাহপ্রদান-সকলের সেবা-পর্য্যবেক্ষণ এবং সকলকেই হরিকীর্ত্তন করিতে উপদেশ প্রদান করিতে-ছিলেন। ভক্তগণও সমবেতকণ্ঠে সকলকে 'গৌর হরি হরিবোল' 'গৌর হরি হরিবোল' এইরূপ উচ্চকীর্ত্তন করিয়া তদনুকীর্ত্তনে উৎসাহিত করিতেছিলেন। এই দৃশ্যটী যেন পাণিহাটী-উদ্যানে মহাপ্রভুর ভক্তগণসহিত দীন-দুঃখী-কাঙ্গালগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ-লীলা দ্বারা তাঁহাদের প্রতি অযাচিত কৃপার স্মৃতি কাহারও কাহারও হৃদয়পটে জাগাইয়া দিতেছিল। শ্রীমহাপ্রসাদ দ্বারা জীবাত্মার কল্যাণসাধন অর্থাৎ তাঁহাদের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয় করাইবার জন্য অহৈতুকী কৃপা আর ফলভোগী কর্ম্মকাণ্ডি-গণের দরিদ্রগণের কিছুকালের জন্য ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা এক নহে। পূর্ব্বোক্তটী 'অমন্দোদয় দয়া', আর শেষোক্তটী 'মন্দোদয় দয়া'। মহাপ্রসাদসেবনে আত্মার মঙ্গল হয়—আত্মা অজ্ঞাতসারে কৃষ্ণোন্মুখ হয়। সম্বন্ধজ্ঞানবিহীন হইয়া নামোচ্চারণ করিলেও নামাভাসরূপ যোগিজ্ঞানিগণের ও দুর্লভ ফলপ্রাপ্তি ঘটে আর কর্ম্মমার্গের চেষ্টায় দুই এক ঘণ্টার ক্ষুন্নিবৃত্তি বা দৈহিক ভোগ সাধিত হয় এবং তৎফলে অনেক সময় দুর্ব্বলের দেহে কিছু সময়ের জন্য পাশবিক বলসঞ্চার করাইয়া তাহাকে নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত করায় কর্ম্মমার্গের ফল পরোপকারের পরিবর্ত্তে হিংসা শব্দে অভিহিত করা যাইতে পারে। আর ভগবদ্ভক্ত-গণ যে 'দয়া' করেন, সেই দয়ায় এই প্রকার মন্দফল উদিত করে না। তাঁহাদের অহৈতুকী দয়ার ফলে বদ্ধজীবের জন্মজন্মান্তরীণ পাপরাশি ধ্বংস করিয়া তাহাদিগকে কৃষ্ণোন্মুখ হইবার সহায়তা করে। কোটি কোটি বন্যা বা কোটিকোটি দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ব্যক্তিকে সাহায্য অপেক্ষা একটী ব্যক্তিকেও যদি শ্রীমন্মহাপ্রসাদ ও শ্রীভগবানের নাম প্রদান করা যায়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জীবে দয়ার আদর্শ। শ্রীল গৌরসুন্দর বা তদীয় ভক্তগণ কর্ম্ম-মার্গীয়গণের ন্যায় বন্যাদুর্ভিক্ষাদি নিবারণ করেন নাই। পরন্তু তিনি দীন-দুঃখী কাঙ্গালগণকে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের প্রসাদ বিতরণ ও তাঁহাদিগকে হরিনাম উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্থাৎ তাঁহাদিগের

প্রতি অমন্দোদয় দয়া বিতরণ করিবার আদর্শ প্রদান করিয়াছেন,—

তবে মহাপ্রভু বৈসে নিজগণ লঞা।
ভোজন করাইল সবাকে আকণ্ঠ পূরিয়া॥
ভোজন করি' বসিলা প্রভু করি আচমন।
প্রসাদ উবরিল, খারে সহস্রেক জন॥
প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীনহীন জনে।
দুঃখী কাঙ্গাল আনি' করায় ভোজনে।
কাঙ্গালের ভোজন-রঙ্গ দেখে গৌরহরি।
'হরিবোল' বলি' তারে উপদেশ করি॥
'হরিবোল' বলি' কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি' যায়।
ঐছন অদ্ভুত লীলা করে গৌররায়॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৪।৪২-৪৬)

৩রা আশ্বিন সোমবার দিবস নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসব ও ৪ঠা আশ্বিন মঙ্গলবার দিবস শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব শ্রীমঠে সুসম্পন্ন হইয়া একমাস-ব্যাপী মহামহোৎসব সমাপ্ত হইয়াছেন।

প্রশ্নোত্তরমালা

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদকমহাশয় সমীপেষু—
মহাশয়,

নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রশ্ন আপনাদের গৌড়ীয় পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

১। বিশুদ্ধ ভক্তি-পন্থী গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের কামিনী-কাঞ্চন পরিত্যাগ, গৃহী, যতীনির্ব্বিশেষে অবশ্য কর্ত্তব্য কিনা?

২। যদি গৃহিগণ বিষয়-কর্ম্মে নির্লিপ্তভাবে নিযুক্ত থাকিয়া শুদ্ধ-ভক্তিপ্রাপ্তির জন্য রসের সাধনায় রত থাকিতে পারে, তাহার বিধান কোথায়? এবং উক্ত গৃহিগণ অপর গৃহি-বৈষ্ণবকর্ত্তৃক দীক্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয় কিনা? বৈষ্ণবের গুরু বৈষ্ণব হওয়া শাস্ত্রসম্মত দেখা যায়, কিন্তু "শাক্তিকে ত্রিতয়ং বিন্যাদীক্ষা স্বামী ন সংশয়" ইহাও দেখা যায়, যতী, উদাসী ও বনবাসী বৈষ্ণব হইলেও গৃহীর গুরু হওয়া বৈষ্ণবগণের সম্মত কিনা—তাহার প্রমাণ কি?

৩। নামাপরাধ ও সেবাপরাধ কি? কোন এক বৈষ্ণব-গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, "যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি দৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্" ইহাই নামাপরাধের প্রমাণ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু এই প্রমাণ শাস্ত্রসম্মত কি? বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উক্ত আছে, "গুরুতত্ত্বং দেবতাঞ্চ ভেদয়ন্ নরকং ব্রজেৎ।" "গঙ্গাগৌরীহরীশানাং ভেদকৃন্নারকী যথা"— ইহাও ব্যাসবাক্য, অতএব ইহার মীমাংসা কি?

৪। শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণবগণের একমাত্র অবলম্বনীয়-শাস্ত্র বলিয়া শ্রুত আছি। তাঁহারা গীতা, বিষ্ণুপুরাণ ও ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণাদি সর্ব্বাগ্র বলিয়া গণ্য করেন দেখা যায়। বস্তুতঃ উপাসনা বৈদিকী, তান্ত্রিকী, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী-মিশ্র এই তিন ভাবে করার বিধান আছে। শুদ্ধ-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়, এই ভাবের কোন এক ভাবের সাধক কি? না, তাঁহাদের উপাসনা এতদতিরিক্ত বিধানমতে?

আপনাদের মতে "অমেধ্য", আমরা যাহাকে অপবিত্র বলিয়া থাকি (বোধ হয় তথাবিধ কিছু) পদার্থ—কি কি?

মধ্যে মধ্যে "পঞ্চসাধন" "মনোধর্ম্মী" প্রভৃতি শব্দে ঐ ঐ পণ্ডিতগণ নিন্দার্থ বলিয়া খ্যাপন করা হয় দেখিতে পাই,—"পঞ্চসাধন" দ্বারা কি শাক্তগণের পঞ্চ 'ম' কার সাধনকে লক্ষ্য করা হয়? "মনোধর্ম্মী" কি শারীর-ধর্ম্মী বা মায়াবাদীই লক্ষ্য?

"পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং"—ইহার শাস্ত্রসম্মত ব্যাখ্যা কি?

বিনীত—
শ্রীরাজকুমার ভট্টাচার্য্য।

উত্তর।

১। বৈষ্ণবগণ পরমহংস। তাঁহারা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা যতী নহেন। তথাপি মানবধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া জগজ্জীবকে সম্মান প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে আপনাকে কোন বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া পরিচয় দেন মাত্র; তিনি আপনাকে গৃহস্থাশ্রমের অন্তর্গত বলিয়াই পরিচয় দেন কিম্বা চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসী বলিয়াই পরিচয় দেন না কেন,—উভয় অবস্থাতে তিনি ভোগী বা ত্যাগী নহেন, কিন্তু হরিসেবায় নিরন্তর ব্যাপৃত। সুতরাং আশ্রমগত পরিচয়ে তিনি গৃহ-

ব্রতগণের ন্যায় ভোগী বা ফল্গু-বৈরাগীর ন্যায় ত্যাগী নহেন। শ্রীল মধ্বমুনি তদীয় তত্ত্বমুক্তাবলী গ্রন্থে বলিয়াছেন—

বৈরাগ্যভোগাবিতি ভক্তিমধ্যে স্থিতাবুদাসীনতয়া খলু দ্বে।
মহাপ্রসাদগ্রহণন্তু নিত্যং ভোগঃ কদাচিৎ খলু ভক্তিরেব॥
অত্যন্তাভিনিবেশেন ভোগী তু বিষয়ং ভবেৎ।
বিরাগস্তদভাবেঽপি স্যাদেব পরমার্থতা॥
(তত্ত্বমুক্তাবলী ১০৬-১০৭)

অর্থাৎ বৈরাগ্য ও ভোগ দুই তত্ত্বই উদাসীন-ভাবে ভক্তি-যোগ-তত্ত্বে অবস্থিত। জগতের যে যে বস্তুকে মহাপ্রসাদ-জ্ঞানে গ্রহণ করা যায়, তাহা ভোগ মধ্যে পরিগণিত হয় না, কিন্তু ভক্তি বলিয়া অবশ্য পরিগণিত হয়। অত্যন্ত অভি-নিবেশের সহিত বিষয়ভোগকে ভোগ বলে। অভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষয়-গ্রহণ-রূপ বৈরাগকে পরমার্থতা বলে।

গৃহব্রত-ভোগীর সহিত গৃহস্থ-বৈষ্ণবের পার্থক্য এই যে—গৃহব্রত ভোগী কনক-কামিনীকে নিজ ভোগের উপকরণ জানিয়া তাহাদের সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু গৃহস্থ-বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত-দর্শনে ঐ দুইটী কাঞ্চ। কৃষ্ণসেবার উপকরণ। তিনি ঐ দুইটী নিজে ভোগ না করিয়া কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত করেন। কোন বৈষ্ণব-মহাজন বলিয়াছেন—

তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব॥

আবার মায়াবাদী ফল্গু-ত্যাগীর সহিত বৈষ্ণব-বতার পার্থক্য এই যে,—ফল্গু-বৈরাগী বা ত্যাগী কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বস্তুকেও জড়-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে 'বৈরাগী' বা 'ত্যাগী' বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, অর্থাৎ শাস্ত্র, শ্রীমূর্ত্তি, নামভজন, মহাপ্রসাদ বা কৃষ্ণসেবার অনুকূল বস্তুর গ্রহণকেও নিজ উদ্দিষ্ট লাভের প্রতিকূল জানিয়া দূরে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু বৈষ্ণব ঐ গুলিকে প্রাকৃত জড়বস্তু না জানিয়া কৃষ্ণ বা কার্ষ্ণ অর্থাৎ বিষয়-জাতীয় সেব্য বা আশ্রয়-জাতীয় সেব্যজ্ঞানে তাঁহাদের সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ব ২য় লহরী ১২৬ শ্লোকে বলিয়াছেন—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

ইহার পদ্যানুবাদ গৌড়ীয় পাঠকগণ অবগত আছেন। যথা—

শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

বৈষ্ণব যে কোন আশ্রমেই থাকুন না কেন, সকল অবস্থাতেই তিনি কৃষ্ণসেবার অনুকূল যথাযোগ্য-বিষয়ের গ্রহণ এবং কৃষ্ণসেবার প্রতিকূল যাবতীয় বিষয় ত্যাগ করিয়া থাকেন।

৮। পঞ্চবিধ রসের আশ্রয়বিগ্রহ বৈষ্ণবগণ রসপঞ্চকের উপাস্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে নিজ নিজ ভাবানুসারে সেবা করিয়া থাকেন। তাহাতে আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিবাঞ্ছা বা ভোগের কোন কথা নাই। উহা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তিসাধনের অপ্রাকৃত চেষ্টা মাত্র। তাহাই 'রস' শব্দে উদ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং অনর্থ-মুক্ত-ভক্তগণ সর্ব্বাবস্থাতেই হরি-সেবা করিতে পারেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনর্থ-যুক্ত ব্যক্তি ব্যবহারিক রসে প্রমত্ত বলিয়া অপ্রাকৃত রসসাধনে তাহাদের যোগ্যতার অভাব। অনর্থমুক্ত গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ শ্রীবাস পণ্ডিত, খোলা-বেচা শ্রীধর, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, রায় রামানন্দ প্রমুখ গৃহস্থ-লীলাভিনয়কারী পরমহংসগণের আনুগত্যে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তি-সাধনে বা অপ্রাকৃত রসসেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারেন। অনর্থ-মুক্ত কৃষ্ণসেবারত বৈষ্ণবগণের নির্লিপ্তভাব স্বাভাবিক। অযুক্ত-ব্যক্তি প্রচ্ছন্ন ভোগী থাকিবার জন্য 'নির্লিপ্ত'র ভাণ করিলেও তিনি জড়বিষয়েই আসক্ত। 'নির্লিপ্ত' বলিতে 'জড়ে উদাসীন ভজনে প্রবীণ' জীবন্মুক্ত বৈষ্ণবগণকে বুঝিতে হইবে। অনেকে ভক্তপ্রতিষ্ঠা ও ভোগের সুবিধার জন্য বলপূর্ব্বক "নির্লিপ্ত" সাজিতে চাহেন। স্বাভাবিক অবস্থা কপটাভ্যাস দ্বারা অর্জ্জন করা যায় না।

সাধারণতঃ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিগণ 'বৈষ্ণব' নামে অভিহিত হন। আবার পঞ্চোপাস্য (শিব, শক্তি, গণেশ, সূর্য্য ও বিষ্ণু) যে কোন একটীর মধ্যে পছন্দানুসারে উপাসনাকারী ব্যক্তিগণের মধ্যেও বিষ্ণুমন্ত্র-দীক্ষা ও বিষ্ণুপূজার অভিনয় দেখিতে পাওয়া যায়। সাত্বত-শাস্ত্রে তাঁহাদিগকে শুদ্ধবৈষ্ণব বলিবার পরিবর্ত্তে 'বিদ্ধবৈষ্ণব' বা 'সামান্যবৈষ্ণব' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বিদ্ধবৈষ্ণব বা 'সামান্যবৈষ্ণব'-দিগের সহিত 'শুদ্ধবৈষ্ণবের' নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। যথা—

(ক) 'বিদ্ধবৈষ্ণবগণ বিষ্ণুকে অন্য দেবতার সহিত

সামান্যজ্ঞান করিয়া 'নামাপরাধ' সঞ্চয় করেন। শুদ্ধবৈষ্ণব-গণ বিষ্ণুকে একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর জানিয়া অন্যান্য দেবতাকে তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভূতিস্থানে সম্মান করেন। শ্রীগীতা (১১।১৫)।

(খ) পঞ্চোপাসকগণের বিষ্ণুমূর্ত্তি—কল্পিত-বিগ্রহমাত্র যথা—সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা। শুদ্ধ বৈষ্ণব-গণের অর্চ্চাবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময় বস্তু, উহা নিরাকার, নির্ব্বিশেষ বস্তুর কল্পিত পঞ্চবিগ্রহের অন্যতম নহেন।

(গ) বিদ্ধবৈষ্ণবগণের সহিত তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সম্বন্ধ নিত্য নহে। যেহেতু, তাহারা ভগবানের সবিশেষ-স্বরূপকে পরতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন না। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ নিজদিগকে ভগবানের নিত্যদাস জানিয়া, তাঁহা হইতে অভিন্ন তদীয় অর্চ্চামূর্ত্তির সেবা করিয়া থাকেন। এই শুদ্ধ বৈষ্ণবগণই 'গুরু' হইবার যোগ্য। "প্রাত্যহিক জীবন"-শীর্ষক প্রবন্ধে এতদ্বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। গৃহিগণ শুদ্ধ-বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেন—ইহাই বিধি। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে আচরণ করিয়া জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন—

> কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
> যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ব-বেত্তা সেই গুরু হয় ॥
>
> চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম

তিনি গৃহস্থলীলায় সন্ন্যাসী ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা-গ্রহণের অভিনয় দেখাইয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য গৃহস্থ বৈষ্ণবের আচরণ দেখাইতে গিয়া সন্ন্যাসী মাধবেন্দ্রপুরীকে গুরুরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীগীতায় (৩।২১) -"যদ্ যদাচরতি" শ্লোক আলোচ্য।

৩। নামাপরাধ দশবিধ—যথা, পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড ৪৮শ অধ্যায়ে, (১)* শুদ্ধনামপরায়ণ সাধুগণের নিন্দা, (২) শিবাদি দেবতায় স্বতন্ত্র ঈশ্বরবুদ্ধি, (৩) শ্রীগুরুর অবজ্ঞা (৪) শ্রুতিশাস্ত্রের নিন্দা, (৫) হরিনাম-মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি মনে করা, (৬) ভগবন্নামকে কল্পিত জ্ঞান করা, (৭) নামবলে পাপাচরণ, (৮) ধর্ম্ম, ব্রত, যাগ, যজ্ঞ এবং অন্যান্য যাবতীয় প্রাকৃত শুভ কর্ম্ম ও ত্যাগের সহিত অপ্রাকৃত নামকে সমান মনে করা, (৯) অর্থ বা প্রতিষ্ঠাদির লোভে শ্রদ্ধাহীন ও নামশ্রবণ-বিমুখ ব্যক্তিকে নাম-মন্ত্রাদি উপদেশ করা এবং (১০) অহং-মম-বুদ্ধি। * "নাম্নো হি সর্ব্বসুহৃদোহ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ।" (পদ্মঃ পুঃ স্বর্গ, ৪৮ অঃ) নাম সর্ব্বসুহৃৎ হইলেও, নামাপরাধ করিলে অধঃপতিত হইতে হয়।

সেবাপরাধ সাধারণতঃ দ্বাত্রিংশৎ প্রকার। বিশেষ বিবরণ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ব বিভাগ দ্বিতীয় লহরী ৫৪সংখ্যার দুর্গমসঙ্গমনী-টীকা ও শ্রীভাঃ ৭।৫।১৮ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

"যস্তু নারায়ণং" শ্লোকটী দ্বিতীয় নামাপরাধের প্রমাণ-স্বরূপে বৈষ্ণব-তন্ত্রে গৃহীত হইয়াছে। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণ ঐ শ্লোকটীকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। "গুরুতন্ত্রং দেবতাঞ্চ ভেদয়ন্ নরকং ব্রজেৎ" এই শ্লোকটীর মীমাংসা এই যে, ভেদদর্শন অর্থাৎ স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে অন্য দেবতাকে উপাসনা করিলে "নারকী" হইতে হয়। যেহেতু, ঐ দেবতাগণ কেহই স্বতন্ত্র ঈশ্বর নহেন, তাঁহারা সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর অধীন তত্ত্ব। ছান্দোগ্য উপনিষদে ৫ম প্রপাঠকে ১।১৫ মন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে,—বাক্যসকল, চক্ষুসকল, শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ,—সকলেই 'প্রাণ' আখ্যা প্রাপ্ত হয়, যেহেতু প্রাণই ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা। তদ্রূপ অন্যান্য দেবতাগণকে ঈশ্বর বলিবার কারণ এই যে, তাঁহাদের একমাত্র নিয়ন্তা অখিলেশ্বর শ্রীবিষ্ণু। যেমন রাজপ্রতিনিধি, রাজকর্ম্মচারী বা রাজপুরুষগণ রাজা হইতে স্বতন্ত্র নহেন তাঁহাদিগকে কেহ রাজসম্বন্ধে রাজা বলিলেও, বস্তুতঃ তাঁহারা রাজা নামে অভিহিত হইতে পারেন না। কিন্তু অঙ্গ যেমন অঙ্গী হইতে অভিন্ন হইলেও, অঙ্গকে কখনও অঙ্গী বলা যায় না; অন্য দেবতাগণও সেইরূপ শ্রীবিষ্ণুর অধীন তত্ত্ব বা অঙ্গরূপে তাহা হইতে অপৃথক্ হইলেও, তাঁহারা কেহই বিষ্ণু বা স্বয়ং ঈশ্বরআখ্যা লাভ করিতে পারেন না। কেহ তাঁহাদিগকে ঐ আখ্যা প্রদান করিয়া পূজা করিলে, তাহা অবৈধ (শ্রীগীতা ৯।২৩।) সর্ব্বমূলাধার, স্বয়ং ঈশ্বর, অঙ্গী শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গেই অন্য দেবতাসকলের অবস্থিতি। (শ্রীগীতা ৭।৭ ১১।১৫)

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত গৌড়ীয় শুদ্ধভক্তগণ সাত্বত তন্ত্র অর্থাৎ পঞ্চরাত্রমার্গে নিজপ্রভুর সেবা করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারা "বৈদিকী" বলিয়া অভিমান করিবার পরিবর্ত্তে আপনাদিগকে 'তান্ত্রিকী' বলিয়া পরিচয়

প্রদান করেন। শ্রীধরস্বামীপ্রমুখ প্রাচীন বৈষ্ণবগণ সাত্বত-তন্ত্রানুযায়ী উপাসনার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়াছেন।

৫। অমেধ্য বলিতে যাহা ভগবানে অর্পিত হইতে পারে না, সেই সকল রাজসিক ও তামসিক দ্রব্যকে বুঝিতে হইবে, সাত্ত্বিক দ্রব্য ভগবানে নিবেদিত না হইলে উহাও অমেধ্য মধ্যে পরিগণিত হয়।

৬। 'পঞ্চসাধন' বলিতে পঞ্চ 'ম' কার সাধন এবং মনোধর্ম্মী বলিতে সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকরূপ মনের ধর্ম্মে অবস্থিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু মনোধর্ম্মীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম॥

অর্থাৎ কৃষ্ণেতর ভোগচিন্তায় রত মন অত্যন্ত চঞ্চল। ঐ মন আজ যাহাকে ভাল বলে, তৎপর দিবস তাহাকেই আবার মন্দ বলিয়া থাকে; সুতরাং তাদৃশ মনোধর্ম্মে অবস্থিত দ্বিতীয়াভিনিবেশযুক্ত ব্যক্তি যে ভাল মন্দ বিচার করেন তাহা ভ্রমপূর্ণ। ইহাই মনোধর্ম্মের অর্থ।

৭। "পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং" শ্লোকের শাস্ত্রসম্মত বিস্তৃত ব্যাখ্যা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অমৃতপ্রবাহভাষ্যে ও অনুভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

প্রেরিত-পত্র

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয় সম্পাদকমহাশয়
সমীপেষু—

মহাশয়,

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বৃহৎ পল্লীগ্রাম আনন্দপুরে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য-মহারাজ প্রায় ৭৮ দিবসকাল যাবৎ প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন ও নামসঙ্কীর্ত্তন এবং সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতাদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইবার জন্য চলিত ভাষাতে বহুলোকের সংশয় ছেদন করিতেছেন। উক্ত প্রচারে প্রায় সমস্ত গ্রামবাসীর বহু-দিনের কুসংস্কার দূর হইয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্বকথা হৃদয় অধিকার করিতেছে। আমরা আশা করি, অন্ততঃ বৎসরে একবার আমাদের দেশে তাঁহারা এইরূপভাবে প্রচার করিলে অধিকাংশ জীবই শুদ্ধভক্তিমার্গানুসরণ করিবে। নিবেদন ইতি—১৩৩৩।১৯ শ্রাবণ।

দাসানুদাস—
শ্রীগতিকৃষ্ণ দাস, (আনন্দপুর)।

কণ্ঠহার

গৌড়ীয়-কণ্ঠহার, নিধি ভাগবত-সার,
শাস্ত্রাসম্মু-মথিত রতন।
কি উজ্জ্বল অবিকার, শোভে প্রতি পদে তার,
দেবতার মুকুট-ভূষণ॥
দুর্লভ সে মুক্তামণি, কৃষ্ণপ্রেমামৃত-খনি,
সুগভীর সাগর ভিতর।
ছিল অতি সংগোপন, সর্ব্ববিৎ সাধুগণ
তুলি যত্নে গাঁথিল সুন্দর॥
শৃঙ্খলায় সুললিত শোভে রত্ন অগণিত
প্রতি রত্ন কোটী রত্নপ্রভ।
অপ্রাকৃত অনুত্তম বৈকুণ্ঠের নিত্য ধন,
নহে নাশ্য ব্রহ্মাণ্ডের বস্তু॥
প্রভাব অদ্ভুত তা'র, ঢালে স্নিগ্ধ সুধাসার
জগতের পূর্ণ-তৃপ্তি-কর।
অবিদ্যা-আময়-অরি অমোঘ সে ধন্বন্তরী,
অনিরোধ, সর্ব্বানর্থ-হর॥
আশ্চর্য্য শকতি পুনঃ ধরে সেই সুনিপুণ
বিচূর্ণ করিতে মহাবলে।
মায়াবাদ নাস্তিকতা ধর্ম্মে শঠ আবলতা
কাম-কল্প-প্রথা ধর্ম্ম-ছলে॥
দাও হরিধ্বনি সবে, এ আনন্দ-উৎসবে,
এস, এস, যে আছ যথায়।
লহ এই কণ্ঠহার ধর কণ্ঠে অনিবার,
সর্ব্বজয় হইবে হেলায়॥
শ্রীকৃষ্ণে অনন্যা রতি, সর্ব্বলোকে এক গতি,
তৃষ্ণা-তাপ-প্রশমন সবে।
অমৃত-আলয় নিত্য, লভিবে পরম বিত্ত,
বিতর্ক-বিকল্প ধ্বংস হ'বে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৫ই আশ্বিন, ১৩৩৩, ২ অক্টোবর ১৯২৬	৮ম সংখ্যা

সারকথা

কৃষ্ণলীলা নিত্য কেন ?

জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ফিরে রাত্রি-দিনে।
সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি' ফিরে ক্রমে ক্রমে॥
এক দুই তিন চারি প্রহরে অস্ত হয়।
চারিপ্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্য্যোদয়॥
ঐছে কৃষ্ণের লীলা-মণ্ডল চৌদ্দ মন্বন্তরে।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ব্যাপি' ক্রমে ক্রমে ফিরে॥
সওয়াশত বৎসর কৃষ্ণের প্রকট প্রকাশ।
তাহা যৈছে ব্রজপুরে করিলা বিলাস॥
অলাতচক্রপ্রায় সেই লীলাচক্র ফিরে।
সব লীলা ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে।
জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর-প্রকাশ॥
পূতনা-বধাদি করি' মৌষলান্ত বিলাস॥
কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান।
তাতে লীলা 'নিত্য' কহে নিগম পুরাণ॥

—চৈঃ চ: মধ্য ২০শ

কৃষ্ণের অহৈতুকী দয়া কিরূপ ?

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেহ কৃষ্ণ তারে দেন স্ব-চরণ॥
কৃষ্ণ কহে,—'আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ।
'অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে,—এই জড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব ?
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥
কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণ-রসে।
কাম ছাড়ি' 'দাস' হৈতে হয় অভিলাষে॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৩৭-৩৮, ৪১

কর্ম্মজ্ঞান-যোগপন্থা ত্যাজ্য কেন ?

সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধনের অনুবন্ধ।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে, 'শ্রীকৃষ্ণ'—সম্বন্ধ॥
বাপের ধন আছে, জানে, ধন নাহি পায়।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তা'রে প্রাপ্তির উপায়॥
'এই স্থানে আছে ধন' বলি' দক্ষিণে খুদিবে।
'ভীমরুল-বরুলী' উঠিবে, ধন না পাইবে॥
'পশ্চিমে' খুদিবে, তাহা 'যক্ষ' এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে,—ধনে হাত না পড়য়॥
'উত্তরে' খুদিলে আছে কৃষ্ণ-'অজগরে'।
ধন নাহি পা'বে, খুদিতে গিলিবে সবারে॥
পূর্ব্বাদিকে তা'তে মাটি অল্প খুদিতে।
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥
ঐছে শাস্ত্র কহে,-কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি'।
'ভক্ত্যে কৃষ্ণবশ হয়, ভক্ত্যে তা'রে ভজি'॥

—চৈঃ চঃ মধ্যে ২০।১৩০।১৩৬

বৈরাগীর কর্ত্তব্য কি ?

বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য—সদা নামসঙ্কীর্ত্তন।
শাকপত্র-ফল-মূলে উদর ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬।২২৪-২২৭

শ্রীলপরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

[স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, তারিখ ৫।৯।২৬]

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চকৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥

সকলকার্য্যের পূর্ব্বেই মঙ্গলাচরণ বিহিত হয়। সুতরাং ভগবানের কথা যাঁ'রা আলোচনা করেন—যাঁ'রা ভগবানে সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করেন, তাঁ'দের পাদপদ্মে শরণ-গ্রহণ করাই আমাদের সর্ব্বমঙ্গলাচরণের আকর। সেই বৈষ্ণব-দিগকে নমস্কার করি। সেই বৈষ্ণবগণ—পতিতপাবন; আমি—পতিত, তাঁ'দের শরণাপন্ন হ'লে তাঁ'রা আমাকে রক্ষা ক'র্বেন। আমি অভাবগ্রস্ত জীব—নানাপ্রকারে অভাবে পিষ্ট হ'চ্ছি. বৈষ্ণবগণ কল্পতরু—তাঁ'রা সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ ক'র্তে সমর্থ। তাঁ'রা যদি কৃপণ হ'তেন, তা' হ'লে আমার অভীষ্ট পূর্ণ হ'ত না। কিন্তু ভগবান্ তাঁ'দের সর্ব্বাপেক্ষা বদান্য ক'রে জগতে প্রেরণ ক'রেছেন। তাঁ'রা বাঞ্ছাকল্পতরু, দয়ার সাগর, পতিতপাবন। তাঁ'রা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধনী। আমরা মঙ্গলপ্রার্থী হ'য়েও যদি বৈষ্ণব ব্যতীত অপরের নিকট গমন করি, তা' হ'লে ত' অভীষ্ট লাভ হবেই না, পুনরায় তা'র উপর আমাদের অমঙ্গলই হ'বে।—

বৈষ্ণবের গুরুত্ব অবৈষ্ণবের লঘুতা অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে আদরণীয়। শাস্ত্র বলেন :—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥

এই শ্লোকের আলোচনামুখে সর্ব্বাগ্রে আমাদের বিচার্য্য এই যে, বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কোন্ জিনিষ আছে? 'বৈষ্ণব' ব্যতীত 'বিষ্ণু' ব'লে একটী বস্তু আছেন আর 'অবৈষ্ণব' ব'লে একটী কথা আছে। যাঁ'রা নিত্যকাল বিষ্ণুর পূজা করেন, তাঁ'রা বৈষ্ণব; যাঁ'রা বিষ্ণুর পূজা করেন না, কিন্তু বিষ্ণুর পূজা করা উচিত, তাঁ'রা 'অবৈষ্ণব'। যাঁরা বিষ্ণু-কথা ব্যতীত ইতর-কথা শ্রবণ, বিষ্ণুস্মৃতি ব্যতীত ইতর-চিন্তা, জগতে খাওয়া-দাওয়া-থাকাকেই 'ধর্ম্ম' মনে করেন, তাঁরা—'অবৈষ্ণব'। বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য, বিষ্ণুর প্রসাদ, বিষ্ণুভক্তের উচ্ছিষ্টই আমাদের নিত্য গ্রহণীয় বস্তু। বিষ্ণুর কথা শুনা ও বলাই আমাদের নিত্যকৃত্য। বৈষ্ণবের অনুগত থাকাই আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য। সেই সকল সেবাবঞ্চিত হ'য়ে যদি আমরা অন্য কাজে ব্যস্ত হই, তবে আমরা 'অবৈষ্ণব' হ'লাম।

আমাদের মনে হ'তে পারে "কেউ বা 'বৈষ্ণব' হয়, কেউ বা নিজ রুচি অনুসারে 'অবৈষ্ণব' হয়—ইহাতে আর দোষ কি? অবৈষ্ণব হ'লে আমাদের নানা অসুবিধা এসে উপস্থিত হয়। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিকাদি ক্লেশ এসে উপস্থিত হয়। ভগবদ্বিমুখতাই ক্লেশের একমাত্র কারণ। অন্যান্য কার্য্য করার দরুণ আমরা ক্লেশ পাচ্ছি। জীবের স্বতন্ত্র-ইচ্ছা ক্রমে ভগবানের উপাসনা বাদ দিয়ে, যা'তে অন্যলোক আমাদের উপাসনা করেন, তদ্বিষয়ে আমাদিগকে চেষ্টান্বিত করাচ্ছে। এইরূপ চেষ্টা নিয়ে আমরা 'কর্ত্তা' সাজ্‌ছি। স্বরূপের উপলব্ধির অভাবক্রমেই এই বিচার এসে উপস্থিত হয়—'আমি কর্ত্তা', 'আমি ভোক্তা', 'আমি ভ্রাতা', 'আমি প্যাতা' ইত্যাদি। যেদিন আমরা সাধুসঙ্গ করি, সেদিনই জান্‌তে পারি, "আমি কর্ত্তা নই—ভগবান্‌ই আমাদের সেব্য বস্তু"।

ভগবানের অনুভূতি এজগতে অতি অল্প। 'আমরা কর্ম্মমার্গে বিচরণ ক'রবো'—এবিচারেই আমরা আগ্রহান্বিত। কর্ম্মমার্গে বিচরণকারী ব্যক্তির নামই 'কর্ত্তা'। আমরা সৎকর্ম্মের দ্বারা সমগ্র জগতের প্রীতিভাজন হ'তে চাই। ভগবানের ভক্ত আমাদিগকে কৃপা ক'রে জানান যে, "ভগবানের সেবাই একমাত্র কৃত্য—দেবতা, পশুপক্ষী মানুষ—সকলেরই কর্ত্তব্য ভগবৎসেবা"। আমাদের মনে হয়, "পাথর হ'য়েছি, পাথরের কার্য্য আছে; গাছ হ'য়েছি, গাছের ফলদান কার্য্য আছে; যখন মানুষ হ'য়েছি, তখন মানুষ হওয়া—শিক্ষিত হওয়া—সভ্য হওয়া—সমাজ, সংসার-গঠন করা—দেশের উন্নতি করা প্রভৃতি বহু কার্য্য আছে।" "আমরা গৃহে থাক্‌বো, নৌকায় চ'ড়বো" ইত্যাদি সঙ্কল্প এসে আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। ইহারই নাম 'অবৈষ্ণবতা'।

বৈষ্ণবের নিকট কথা শুনলে, পাছে তিনি 'বিষ্ণুসেবাই একমাত্র কর্ত্তব্য—এই কথা জানিয়ে দেন,—এ'জন্য তাঁ'র কাছে কথা শুনতেও ভয় হয়। মোহাচ্ছন্ন আমি, আমার ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতা নিয়ে তখন তাহা বৈষ্ণবের ঘাড়ে চা'পাবার

চেষ্টা ক'রে বলে থাকি, "বৈষ্ণব আমার মনের উচ্ছৃঙ্খলতা—আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ-সাধনে যখন প্রশ্রয় দেন না, তখন তিনি সাম্প্রদায়িক বা একঘেয়ে।" যেদিন আমরা "জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশং"—এই শ্রুতির মর্ম্ম বুঝ্‌তে পার্‌বো, সেদিন আমরা দৃশ্যজগতের ভোগময় দর্শন হ'তে মুক্ত হ'ব—সেদিন আমরা পরমাণুবাদীর চিন্তাস্রোত, শুভানুধ্যায়ী বা বিরোধিকুলের চিন্তাস্রোত হ'তে অবকাশ পা'ব। যাঁ'রা ভগবানের সেবা বিশেষরূপে অবগত হ'য়ে নিরন্তর ভগবানের প্রীতির জন্য অখিলচেষ্টায় নিযুক্ত আছেন, তাঁ'দের আনুগত্যে কর্ণের সার্থকতা সম্পাদন ক'র্‌তে পার্‌বো।

কিন্তু যদি অবৈষ্ণবের কথা শুনি—অবৈষ্ণবের পরামর্শ নেই, তা' হ'লে দৃশ্যজগতের প্রত্যেক পরমাণুর সেবা ক'র্‌তে ক'র্‌তে আরম্ভ অবস্থায় আমার অনন্ত কোটি জীবন কেটে যা'বে।

বৈষ্ণবের নিকট শুন্‌তে পা'বো যে, বিষ্ণুর সেবা ক'র্‌লে সমগ্র চেতন ও অচেতন-পরমাণুর সেবা হ'য়ে যায়। বিষ্ণুর সেবাই আমাদের কার্য্য।

বৈষ্ণব—নিষ্কিঞ্চন। তাঁ'কে কোনও বস্তু লুব্ধ ক'র্‌তে পারে না। পরজগতে বা এজগতে লোভের এমন কোনও বস্তু নাই, যা কৃষ্ণপাদনখাগ্রের শোভা হ'তে অধিক লোভনীয় হ'তে পারে। যেখানে আমরা ভগবানের সেবায় লুব্ধ না হই, সেখানেই জানতে হ'বে, মায়া বহুরূপিণী হ'য়ে আমাদিগকে জাপ্‌টে ধ'রেছে—আক্রমণ ক'র্‌ছে।

যিনি অখণ্ডবস্তুর সেবা করেন, তাঁহার আনুগত্য দ্বারাই জীবের মঙ্গল হয়। দরিদ্র ব্যক্তি যদি দাতার বেশ গ্রহণ করে, তা' হ'লে সম্পত্তি তা'র যতটুক, ততটুক হ'তেই সে অপরকে দান ক'র্‌তে পার্‌বে। কিন্তু বৈষ্ণবের সম্পত্তি 'সাক্ষাৎ নারায়ণ'। স্বয়ং নারায়ণ যদি নিজকে নিজে দিয়ে দেন, 'তা' হ'লেও তাঁ'র কিছু দেওয়া বাকী থাকে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সম্পূর্ণভাবেই ভগবান্‌কে দিয়ে দিতে পারেন। তা'তে ভগবানের কিছু ক্ষতি হয় না—

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"

(বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)

গণিতশাস্ত্র হ'তে জান্‌তে পারা যায় যে, কোনও জিনিষ ব্যবকলিত হ'লে সেই বস্তুর অবশিষ্টাংশের অস্তিত্ব থাকে। অখণ্ডবস্তু হ'তে বস্তু গৃহীত হ'লে মূলবস্তুর অখণ্ডত্বের কোনও হানি হয় না। অখণ্ডবস্তু—বাস্তববস্তু যাঁ'র সম্পত্তি, যিনি সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসেবাতৎপর, তাঁ'র অতুলনীয় পাদপীঠের সহিত অন্যবস্তুর তুলনা হয় না।

সেই বৈষ্ণবের সেবা সকলেরই কৃত্য। বিষ্ণুর সেবা অপেক্ষা বৈষ্ণবের সেবার মাহাত্ম্য অধিক। বৈষ্ণবের সেবা-দ্বারাই বিষ্ণুর সেবা হয়।

কৃষ্ণচন্দ্র যখন জগতে উদিত হ'য়েছিলেন, তখন তিনি ব'লেছিলেন—'আমাকে সেবা কর'। শাক্যসিংহের উদয়-কালে বাহ্যজগতের দ্রষ্টা প্রভৃতি বিচারক সম্প্রদায় ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন, "শাক্যসিংহ 'বিষ্ণু' নহেন, আমাদের গুরু পরমযোগি-পুরুষ, আর বিষ্ণু ত' একটী সামান্য বস্তু"। কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে বুদ্ধ—বিষ্ণু। বৌদ্ধ মাত্রেই বৈষ্ণবপর্য্যায়ে গণিত হ'বার যোগ্য; কিন্তু তাহারা তর্কপন্থার আশ্রয় গ্রহণ করায় স্বরূপতঃ বৈষ্ণব হ'লেও তা'দের বৈষ্ণবতা আবৃত। তাই তাহাদের 'বৈষ্ণব'-অভিমান নাই। কৃষ্ণকে তর্কপন্থি-লোকসকল সেবা ক'র্‌তে নারাজ হ'লো। দন্তবক্র, শিশুপাল প্রভৃতি মনে ক'র্‌লেন যে, 'ইনি পূর্ণতত্ত্ব নহেন, সুতরাং আমরাও এঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি'। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত খণ্ডধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে তিনি যে একমাত্র অখণ্ডবস্তু, তাই জানিয়ে 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—এ'কথা ব'ল্লেন। কিন্তু মহাবদান্য গৌরসুন্দর কৃষ্ণ হ'য়েও জীবের মৎসরতা দূর ক'র্‌বার জন্য নিজকে 'কৃষ্ণ' না ব'লে একজন কৃষ্ণের ভক্তমাত্র ব'লে পরিচয় দিলেন। দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ ব'ল্‌ছেন, 'আমার শরণাগত হও'—এ'তে কোন কোন মৎসর তর্কপন্থীর কৃষ্ণকে বুঝ্‌বার অভাব ঘ'টেছিল। কিন্তু গৌরসুন্দর যখন ব'ল্‌লেন, "আমি কৃষ্ণ নই, আমি তোমাদেরই মত একজন; তোমরা মনে ক'র না যে, কৃষ্ণকে ভজন ক'র্‌লে কৃষ্ণেরই স্বার্থসিদ্ধি হ'বে; এতে তোমাদেরই ষোল-আনা স্বার্থ-সিদ্ধি হ'তে পার্‌বে।" তাই তিনি কখনও বা ব'ল্‌লেন, "আমি ক্ষুদ্র জীব, জীবকে 'বিষ্ণু' ব'ল্‌তে নাই"। কেউ তাঁকে 'বিষ্ণু' ব'ল্‌লে আচার্য্যরূপী লোকশিক্ষক কৃষ্ণ কাণে হাত দিলেন। গৌরসুন্দর মৎসর জগতের জীবের উপকার ক'র্‌বার জন্য—তা'দের কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি দূর কর্‌বার জন্য কতপ্রকার অভিনয় ক'র্‌লেন। তাই এখনও জগতের তর্কপন্থি সম্প্রদায় নতশিরে শ্রীগৌরসুন্দরের চরণার্চ্চন ক'র্-

ছেন। শ্রীগৌরসুন্দর জগতে শুকদেবের যে কার্য্য ক'র্লেন, তা'র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ হ'তেও আমাদের নিকট গুরুর অধিক প্রয়োজনীয়তাই জানিয়েছেন। স্বয়ং কৃষ্ণ নিজকে 'ভক্ত' ব'লে প্রচার ক'র্লেন। তা'তে অন্যভক্তগণও জান্তে পার্লেন, 'আমিও ভক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণই আমার আরাধ্য'। কৃষ্ণ ভক্তরূপে কৃষ্ণান্বেষণ শিক্ষা দিয়ে 'জীবের কৃষ্ণান্বেষণ ব্যতীত অন্য কোন কর্ম্ম নাই', তাই শিক্ষা দিলেন। জীবের চোখে আঙ্গুল দিয়ে জানালেন, খণ্ডিত-পদার্থের অন্বেষণে জীবের মঙ্গল হ'তে পারে না। গৌর-সুন্দর কৃষ্ণ হ'য়েও নিজকে বৈষ্ণবের দাসানুদাস ব'লে প্রচার ক'রে তর্কপন্থিগণের উপকার ক'রেছেন—শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশের পরেও যে সকল তর্কপন্থী উদিত হ'য়েছিল—সেই তর্কপন্থিগণের তর্কাগ্নিতে তিনি প্রত্যুত্তররূপে জল প্রদান ক'রেছেন। 'গীতা' প'ড়ে যে সকল ব্যক্তি তর্কপন্থী হ'য়ে গিয়েছিলেন অর্থাৎ পরমকৃপাময় ভগবান্‌কে 'আত্মম্ভরী', 'স্বার্থপর' প্রভৃতি ব'লে ধারণা ক'রেছিলেন, তাঁ'রাও গৌরসুন্দরের চরিত্র দেখে স্বরাট্ পুরুষ কৃষ্ণচরিত্রের মর্ম্ম ও মাধুর্য্য উপলব্ধি ক'র্তে পেরেছেন। শ্রীগৌর-সুন্দর সর্ব্বগুরুগণের গুরু। তিনি জানালেন, গুরু ভগবান্ হ'তে অভিন্ন হ'লেও ভগবদ্ভক্তের প্রধান-তত্ত্বরূপে গুরুতত্ত্বের অবস্থান

পরিকর-বিশিষ্ট গৌরসুন্দরই আমাদের পূজার সামগ্রী। পরিকর বাদ দিয়ে গৌরসুন্দরের পূজা হয় না। বৈষ্ণবের পূজা ব্যতীত জীবের মঙ্গলের আর দ্বিতীয় রাস্তা নাই। বৈষ্ণবের 'অনুকরণ' দ্বারা জীবের মঙ্গল হয় না—'অনুসরণ' দ্বারাই মঙ্গল হয়। কৃষ্ণের অনুকরণ জীবের সম্ভবপর নয়। কৃষ্ণের অনুকরণ ক'র্তে গিয়ে আউল বাউলাদি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হ'য়েছে—মায়াবাদের সৃষ্টি হ'য়েছে—শুদ্ধাদ্বৈতবাদের নামে বিদ্ধাদ্বৈত বা কেবলাদ্বৈতবাদের সৃষ্টি হ'য়েছে।

মহাজন-প্রদর্শিত-পথের কৃত্রিম অনুকরণ—'কর্ম্মকাণ্ড', উহা 'ভক্তি' নহে। ভক্তি—আত্মার বৃত্তি; কর্ম্ম—আত্মার উপাধি যে অনাত্মা, তাহারই ক্রিয়ামুখে ফলভোগময় নশ্বর অনুষ্ঠান মাত্র। ভগবানের সেবা নিত্য, ভগবৎ-সেবক নিত্য, ভগবান্ নিত্য।

কর্ম্মকাণ্ডের লোকের কর্তৃত্বাভিমানে কার্য্যের অনিত্যতা আছে। উহা কর্পূরের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে যায়। কিন্তু ভক্তি আত্মার ধর্ম্ম; উহা নশ্বর নহে, কালে ধ্বংস হয় না। হরিকে পরমাণু-পিণ্ড বা খণ্ডিত অণুচিৎ পরমাণুবস্তু জ্ঞান ক'র্লে ভোগ্যবুদ্ধির উদয়ে বাস্তব বস্তু লাভে বাধা হয়।

গৌরসুন্দরের অন্য উপদেশ নাই—বৈষ্ণবের অন্য কোন কৃত্য নাই—ভগবান্‌কে ডাকা ছাড়া অন্য কোনও কথা নাই। যাঁরা কৃষ্ণকে আহ্বান ক'চ্ছেন, সেই কৃষ্ণকে ডাকা কার্য্যটা স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরের কার্য্যের অন্যতম নহে। পরন্তু কৃষ্ণের যে চিন্ময় শরীর—তাঁ'র সেবা ক'র্বার জন্যই তাঁ'রা ডাকছেন। মনের মনিব আত্মা যখন জাগ্রত হন, নিজ বিষয়-কার্য্য নিজে দেখ্‌তে থাকেন, তখন আত্মার প্রতিনিধি বা নায়েব মন ইতর কার্য্যে ধাবিত হ'তে পারে না। মনিবকে ঠকাতে পারে না, মনিবের আদেশ পালন ক'রে চলে। তখন নায়েব মন যে সকল কার্য্য করে, তা'র প্রত্যেকটাই মনিবরূপী আত্মার ইচ্ছার অনুকূলে। মন যদি কোনও রূপে অন্য কার্য্যে যেতে চায়, তখন জাগ্রত মনিব নায়েবকে বাধা দেয়; তখন বলে, "তুমি নিজে ভাল মন্দের বিচার ক'র্বে, কর্ম্মবীর হ'বে, তোমাকে এসকল বৃথা-কার্য্যে নিযুক্ত হ'তে দেবো না; তুমি পরমাত্মার সেবার সাহায্য কর।"

সমগ্র জীবের ভবরোগ-চিকিৎসক হ'য়ে যে সকল ভগবৎ-পার্ষদ জীবের মঙ্গল-চেষ্টা ক'চ্ছেন, তাঁ'দের কথা শুন্‌লেই জীবের মঙ্গল হ'বে। অনন্ত কোটি বৎসরব্যাপী প্রাণায়াম দ্বারা মনোনিগৃহীত হবে না; ও'সকল চেষ্টা কুঞ্জর-শৌচবৎ।

নায়েব-মন যখন তাহার মনিব-আত্মাকে ঠকাতে চেষ্টা করে, তখনই জীব কর্ম্মরাজ্যের পথিক হয়। বাহ্য-চিন্তা দ্বারা যে সকল ধর্ম্মসাধনপ্রণালী জগতে প্রচারিত হ'য়েছে—যে সকল প্রণালী দ্বারা ভগবদুপাসনাপ্রণালী বিপন্ন হ'য়েছে, তা' হ'তে ত্রিতাপতপ্ত-জীবকে রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। 'পরমাত্ম-বস্তু শ্রীবিষ্ণুর সেবক-সম্প্রদায় বৈষ্ণবকে দিয়ে কর্ম্ম-ফলের কাজ করিয়ে নেবো, সাময়িক শান্তি (Temporary relief) করিয়ে নেবো,—এ সকল সঙ্কীর্ণ, ভোগী মনোধর্ম্মীর কথা। এরূপ মনোধর্ম্মীর কথাগুলিকে আত্মধর্ম্মী দুই শত যোজন দূরে রাখেন। কই আমরা এরূপ কর্ম্মিগণের দ্বারা পৃথিবীর অভাব, অসুবিধা কতটুক মোচন করা'তে পা'চ্ছি? নিজ অহঙ্কারের কর্তৃত্বের নামই মনোধর্ম্ম। গীতা

বলেন, 'অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে'। এই মনোধর্ম্মে চালিত হ'লে জীব ভগবানে শরণাগতি ভুলে গিয়ে কর্ম্মবীর সাজ্‌তে চায়।

জগতের সমস্ত লোকের প্রতিষ্ঠা থাকে থাকুক। তা'দিগকে সে সকল প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত রেখে—নিজের প্রতিষ্ঠা কিছুই নাই জেনে, ভগবান ও ভগবদ্ভক্তের সেবা ক'রবার জন্য আমরা যেন অনন্তকাল প্রস্তুত থাকি। সকল অবৈষ্ণব-বিচার ছাড়িয়া আমরা বৈষ্ণব মহাজনের অনুসরণ পূর্ব্বক ভগবৎসেবায় যেন নিযুক্ত থাকি, তদ্ব্যতীত অন্যান্য চেষ্টায় আমাদের নরক-পাতের ও যমদণ্ডের আশঙ্কা নিবারিত হয় না। সেই জন্য বৈষ্ণবেরই সেবক হওয়া জীবের সাফল্য।

ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও বৈষ্ণবপণ্ডিত

জগতের পণ্ডিতসমাজে দুই প্রকার পণ্ডিত দৃষ্ট হন। এই দুইশ্রেণীর পণ্ডিতের মধ্যে বৈষ্ণবপণ্ডিতের সংখ্যা খুবই কম। সর্ব্ববর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণের আসন সর্ব্বোপরি এবং মূর্খ হইতে পণ্ডিতের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত।

'পণ্ডিত' শব্দের সংজ্ঞা আমরা শাস্ত্রে এইরূপ দেখিতে পাই—

(১) "যঃ ক্রিয়াবান স পণ্ডিতঃ"

(মহাভাঃ বনপর্ব্ব)

যিনি আচারবান্ অর্থাৎ কেবল মুখে শাস্ত্রের কথা আবৃত্তি না করিয়া নিজের জীবন শাস্ত্রানুসারে যাপন করেন, তিনিই পণ্ডিত।

(২) "পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ"

(গীতা ৫।১৮)

যাঁহারা আত্মদর্শী অর্থাৎ যাঁহাদের স্বরূপদর্শন হইয়াছে, সেই সকল সমদর্শিব্যক্তিই পণ্ডিত।

(৩) "পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ"

(উদ্ধবগীতা ২০।৪১)

অর্থাৎ যিনি বন্ধ ও মোক্ষের বিষয় অবগত আছেন, তিনিই পণ্ডিত।

(৪) ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

(ভাঃ ৭।৫।২৪)

অর্থাৎ যিনি শ্রীবিষ্ণুতে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া ব্যবধান-রহিতভাবে শ্রীবিষ্ণুতে শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি যাজন করেন, তিনিই উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছেন অর্থাৎ তিনিই প্রকৃতপণ্ডিত।

(৫) "পণ্ডা বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির্যস্য স এব পণ্ডিতঃ"

আভিধানিকগণ বলেন, 'পণ্ডা' শব্দের অর্থ 'বেদে উজ্জ্বলা বুদ্ধি'; যিনি বেদের সারগ্রাহী—সর্ব্ববেদ তাৎপর্য্য যে শ্রীভগবদ্ভজন, তাহা যিনি অবগত আছেন এবং তাহার দ্বারা যাঁহার বুদ্ধি উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে, তিনিই পণ্ডিত।

'ব্রাহ্মণপণ্ডিত' ও 'বৈষ্ণবপণ্ডিত'—এই উভয়পদের মধ্যেই 'পণ্ডিত' শব্দটী সাধারণ। শাস্ত্র হইতে 'পণ্ডিত' শব্দের যে সংজ্ঞা পাওয়া যায়, তাহা হইতে উপলব্ধি হয় যে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতই হউন, আর বৈষ্ণবপণ্ডিতই হউন, উভয়েই 'ক্রিয়াবান্', 'সমদর্শী', 'বন্ধমোক্ষবিৎ' ও 'বিষ্ণুতে অনন্যভক্তিমান্' হইবেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, 'বর্ণাশ্রমিগণ আত্মপ্রভব পরমেশ্বর বিষ্ণুর ভজন পরিত্যাগ করিলে স্ব স্ব স্থান হইতে বিচ্যুত হন' (ভাঃ ১১।৫।৩)। অতএব ব্রাহ্মণ যদি বিষ্ণুভজন পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার পাণ্ডিত্য বা ব্রাহ্মণত্ব রক্ষিত হইতে পারে না।

কিন্তু অনেকস্থলে বিষ্ণুভজন হইতে বিচ্যুত থাকিয়া অথবা বিষ্ণুভজনের নামে আত্মেন্দ্রিয়যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়াও অনুকরণসূত্রে 'ব্রাহ্মণত্ব', 'বৈষ্ণবত্ব' ও 'পাণ্ডিত্য' রক্ষিত হইবার অভিনয় প্রদর্শিত হয়।

ব্রাহ্মণতা বৈষ্ণবতার সোপানবিশেষ। ব্রহ্মজ্ঞের নাম ব্রাহ্মণ আর ব্রহ্মজ্ঞ-ভগবদুপাসকের নামই 'বৈষ্ণব'।

শ্রুতিতে 'পরা' ও 'অপরা'নাম্নী দ্বিবিধা বিদ্যার কথা কথিত হইয়াছে। ত্রিগুণবিষয়ক আলোচনা অথবা ত্রিগুণের ব্যতিরেক নির্ব্বিশেষ আলোচনা যে-বিদ্যাদ্বারা সাধিত হয়, তাহা 'অপরা বিদ্যা'। আর অধোক্ষজ নির্গুণ-পুরুষোত্তমের কথা যে বিদ্যাদ্বারা অধিগত হওয়া যায়, তাহাই 'পরাবিদ্যা'। ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও বৈষ্ণব-পণ্ডিত উভয়েই পরাবিদ্যার অনুশীলন করেন। তবে পার্থক্য এই যে, ব্রাহ্মণপণ্ডিত পরাবিদ্যার অনুশীলনকারী, আর বৈষ্ণব-

রূপে পরিণত করিয়া ভগবদ্‌বিশ্বাসরাহিত্য অর্থাৎ মূর্খতা বা নাস্তিকতা প্রদর্শন করেন না। বৈষ্ণব পণ্ডিত বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ শ্রীনামকেই সাধন ও সাধ্যসার জ্ঞান করেন। তিনি ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ, যজ্ঞ, বন্যা বা দুর্ভিক্ষ নিবারণ—নানাবিধ কর্ম্মকাণ্ডীয় ধর্ম্মের সহিত শ্রীনামকে সমান বা তদপেক্ষা লঘুজ্ঞান করিয়া মূর্খতা ও নাস্তিকতার অভিনয় দেখান না। বৈষ্ণবপণ্ডিত অর্থ বা প্রতিষ্ঠাদির লোভে শ্রদ্ধাহীন বিমুখব্যক্তিকে কখনও নাম-উপদেশ করেন না। বৈষ্ণবপণ্ডিতের বাত-পিত্ত কফাত্মক চর্ম্ম-ভাণ্ডে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী পুত্রাদিতে 'আমার' বুদ্ধি, কাঠপাথরে কল্পিত ঈশ্বরবুদ্ধি, জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি এবং বিষ্ণুভক্তে আত্মীয় ও পূজ্যবুদ্ধির অভাবরূপ মূর্খতা বা "গো-গর্দ্দভ-ধর্ম্ম" নাই।

মহর্ষি অত্রি আনুকরণিক ব্রাহ্মণপণ্ডিতব্রুব ও বৈষ্ণব-পণ্ডিতব্রুবগণের এইরূপ একটী চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি কি প্রকারে বৈষ্ণবপণ্ডিতাভিমানী হইয়া পড়েন, অন্তরে কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত কিরূপে বাহিরে বৈষ্ণব-পণ্ডিতের পোষাক পরিধান করেন—'অন্তঃশাক্ত বহিঃশৈব' সভাতে কিরূপে নিজকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া প্রকাশ করেন—অন্তরে প্রাকৃত জাড্য, দেহে আত্মবুদ্ধি ও তজ্জাত বৈষ্ণব-বিদ্বেষের পূর্ণভাণ্ড লইয়া বাজে কিরূপে একজন লোক-মনোরঞ্জক দোকানদার সাজিয়া বসেন, সেই চিত্রটী অত্রি ঋষির তুলিকায় সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

> বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং
> শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণপাঠাঃ।
> পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি
> ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতো ভবন্তি॥
>
> (অত্রি-সংহিতা ৩৭৫ শ্লোক)

বেদশাস্ত্রে পরিশ্রম করিয়া ফল উৎপন্ন করিতে অসমর্থ হইলে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মশাস্ত্র আরম্ভ করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে কৃতিত্ব লাভ করিয়া ফলোৎপন্ন করিতে অক্ষম হইলে পুরাণ-বক্তা হন; পুরাণ-বাচনে অসমর্থতা ঘটিলে কৃষির দ্বারাই জীবিকা-নির্ব্বাহ শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন, বলা বাহুল্য, বেদশাস্ত্রপাঠ, ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনা, পুরাণ-শাস্ত্রবাচন প্রভৃতি উদরের জন্য জীবিকা জ্ঞান করায় এবং তদ্ব্যতীত অন্য ব্যবহার অজ্ঞাত থাকায় তত্তজ্জীবিকার অনুপযোগিতা ক্রমে ব্রাহ্মণ কৃষিজীবী হওয়াই ব্রাহ্মণত্বের পরিণাম বুঝেন। আবার তাহাতেও উদর-ভরণে অযোগ্যতা হইলে সকল প্রকার কৃতিত্ব ও পারদর্শিতার অভাবে বৈষ্ণবের গুরু হইয়া অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক আপনাকে 'ভাগবত' বলিয়া প্রচার করাই জীবিকার উপায় স্থির করেন।

স্মৃতিশাস্ত্রে এই প্রকার ভৃতক পণ্ডিতকে অপাংক্তেয় বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।—

> ভৃতকাধ্যাপকো যশ্চ ভৃতকাধ্যাপিতস্তথা।
> শূদ্রশিষ্যো গুরুশ্চৈব বাগ্‌দুষ্টঃ কুণ্ডগোলকৌ॥
>
> (মনু ৩।১৫৬)

যিনি বেতন লইয়া বেদ অধ্যাপনা করেন, যে শিষ্য সেইরূপ গুরুর নিকট হইতে বেদ অধ্যয়ন করেন, যিনি শূদ্রশিষ্য স্বীকার ও শূদ্রকে অধ্যয়ন করান, যে সর্ব্বদা নিষ্ঠুর ভাষী, যে পিতৃ বর্ত্তমানে জারজ সন্তান, যে পিতার মরণের পর পরোৎপন্ন সন্তান, তাহাদিগকে হব্যকব্যে নিযুক্ত করিবে না।

বর্ত্তমান বৈশ্যজগতে পাণ্ডিত্য ও পণ্যদ্রব্য বা ব্যবসায়ের সামগ্রীরূপে পরিণত হইয়াছে। অন্যান্য ব্যবসায় অপেক্ষা পাণ্ডিত্য-ব্যবসায়ে অর্থাগমের স্বল্পতানিবন্ধন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সংখ্যাও ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। বৈষ্ণব পণ্ডিত ত' একেবারে নাই বলিলেই হয়। যাঁহারা 'বৈষ্ণবপণ্ডিত' বলিয়া নিজদিগকে অভিমান করেন, তাঁহারাও তথাকথিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকেই তাঁহাদের আদর্শ করিয়া বাহ্যে বৈষ্ণবের অনুকরণ বা সজ্জামাত্র গ্রহণপূর্ব্বক কার্য্যতঃ কর্ম্মজড়ের পদাবলেহী হইয়া পড়িতেছেন। বৈষ্ণবপণ্ডিতের স্বরূপ-লক্ষণ যে কৃষ্ণৈকশরণতা—যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য দ্বাবিংশ অধ্যায়ে ৭৫ সংখ্যায় কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ অসদ্ভাব থাকা সত্ত্বেও কেবল 'অনুস্বর বিসর্গ পড়া বিদ্যা'কেই 'বৈষ্ণব-পাণ্ডিত্য' বলিয়া বাজারে চালাইবার জন্য অনেকে আগ্রহ-যুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কেহ কেহ আবার আপদ্ধর্ম্মের নাম করিয়া ভাগবতজীবিকা, বিগ্রহজীবিকা প্রভৃতি শাস্ত্র-বিগর্হিত দেবলবৃত্তি চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বৈষ্ণব-পণ্ডিত ত' দূরের কথা, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণও যদি আপদ্ধর্ম্মের নাম করিয়া ঐরূপ হীনকার্য্যে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদেরও পাতিত্য ঘটে—

আপদ্যপি চ কষ্টায়াং ভীতো বা দুর্গতোঽপি বা।
পূজয়েন্নৈব বৃত্ত্যর্থং দেবদেবং কদাচন॥
(শ্রীযামুনাচার্য্যকৃত আগমপ্রামাণ্য-ধৃত পরমসংহিতা-বাক্য)

—বহু কষ্ট-দশাতেও অথবা ভীত, দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন হইয়া কখনও বৃত্তির নিমিত্ত দেবপূজা করিবে না।

যাঁহারা নিজদিগকে 'বৈষ্ণব পণ্ডিত' সাজাইয়া—"নাম-মন্ত্র ভাগবত-ব্যবসায় না করিলে আমাদের কিরূপে চলিবে"? —এইরূপ বিচারসম্পন্ন, তাঁহাদের বিচার অপেক্ষা কি শোকাভিনিবিষ্টতা বা শূদ্রত্ব এবং মূর্খতা অধিক বরণীয় নহে? পাণ্ডিত্য যদি জীবকে শূদ্র ও নাস্তিক করিয়াই দিল, তাহা হইলে ঐরূপ পাণ্ডিত্যের ফল কি? শাস্ত্র বলেন—

ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ।
যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ স কিং ভক্তানুপেক্ষতে॥

অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ ভোজনাচ্ছাদনের জন্য কখনও চিন্তা করেন না, সাক্ষাৎ বিশ্বম্ভর যাঁহাদের প্রভু, সেই সকল ভক্তগণ কি কখনও প্রভুকর্তৃক উপেক্ষিত হইতে পারেন? বৈষ্ণব-পণ্ডিত বলেন—

অশ্নীমহি বয়ং ভিক্ষামাশাবাসা বসীমহি।
শয়ীমহি মহীপৃষ্ঠে কুর্ব্বীমহি কিমীশ্বরৈঃ॥

আমরা বৈষ্ণব-পণ্ডিতের আদর্শ বিশ্বগুরু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীধর পণ্ডিত, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীবক্রেশ্বর, শ্রীদামোদর স্বরূপ প্রভৃতির চরিত্রে জ্বলন্ত আকারে দেখিতে পাই যে, বিশ্বম্ভরের ভক্তগণ, কৈবল্যকে ও নরকসদৃশ দর্শন করেন, ইন্দ্রাধিপত্যকে আকাশকুসুমের মত জানেন, বিধি মহেন্দ্রাদির পদবীকে কীট-পদবীর ন্যায় জ্ঞান করেন, সেই সকল বৈষ্ণব-পণ্ডিতের স্থান যে কত উচ্চে, তাহা জগতের লোক কি করিয়া ধারণা করিবে?

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় পূর্ব্ব প্রাকৃত পাণ্ডিত্যকে শ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় নিযুক্ত করিয়া বৈষ্ণব-পণ্ডিত হইতে পারিলে "তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণঃ" শ্লোক কীর্ত্তন করিতে করিতে বলেন যে, "ভগবান্ জগতে সহস্র সহস্র বিপদ, আপদ, অসুবিধা, ব্যাধি, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি অসুখকর বিষয়গুলি সজ্জিত রাখিয়া এতদূর কৃপাময় হইয়াছেন যে, কৃষ্ণবিস্মৃতজীব কারাগারকে তাহার নিত্য-বাসস্থলী মনে করা রূপ অভিনিবেশের হস্ত হইতে সহজেই পরিত্রাণ পাইবার উপায় খুঁজিয়া লইয়া তাহার পূর্ব্ববাসস্থানে গমনেচ্ছু হইতে পারে; সমস্ত আপাত-প্রতিকূল বিষয়কে তাহার ভগবদ্ভজনের অনুকূলবিষয় জানিয়া জীব কায়মনোবাক্যে বৈষ্ণবপণ্ডিতগণের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে, "বিদ্যা ভাগবতাবধি" অর্জ্জন অর্থাৎ ভাগবত হইতে পারে।"

শ্রীগৌরসুন্দর এককালে বহু বহু বৈষ্ণব-পণ্ডিতের সমাবেশ ও আদর্শ নিত্য জীবনচিত্র লোকলোচনের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকটস্থলী নবদ্বীপে বহু বহু বৈষ্ণবপণ্ডিত এককালে উদিত হইয়াছিলেন। সেই সকল উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক গৌরনিত্যানন্দ সূর্য্য-চন্দ্রকে মধ্য-স্থানে পাইয়া বৈষ্ণবপাণ্ডিত্যের অত্যদ্ভুত মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় তাঁহার সেই ধাম পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছেন। আজও সেই শ্রীধাম সেবোন্মুখ-হৃদয়ে সেই সকল স্মৃতি উদ্দীপ্ত করিয়া দিতেছেন। সেই শ্রীধামে যাহাতে আবার পরাবিদ্যার আলোচনা-কেন্দ্র অথবা ভক্তিশাস্ত্রপীঠ সংস্থাপিত হয়—সেই পীঠে পরাবিদ্যা-পারঙ্গত হইয়া যাহাতে আদর্শ বৈষ্ণবপণ্ডিতগণ কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিসহযোগে জগতের সর্ব্বত্র ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারপূর্ব্বক সমগ্র বিশ্বকে ব্রহ্মজ্ঞতায় ও পাণ্ডিত্যে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন, তজ্জন্য কি শ্রীগৌরসুন্দর ও তদনুরাগী বৈষ্ণবপণ্ডিতগণের পাদপদ্মে আমাদের কাতর প্রার্থনা জানান কর্ত্তব্য নহে? সমগ্র জগৎ বৈষ্ণবপণ্ডিতের অধীন হইলে শোকধর্ম্মের হ্রাস হইবে, জগৎ হইতে ব্রাহ্মণতার নামে দর্পিগবৃত্তি বিদূরিত হইবে। ধ্বংসশীল ক্ষাত্রচেষ্টা হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া, স্বধর্ম্ম অর্থাৎ প্রশান্তভাব ও নির্গুণ ব্রাহ্মণতায় উপনীত হইয়া জীব, ভগবদুপাসক বৈষ্ণব হইতে পারিবেন। তখন বিশ্বকে আর ক্লেশের আগার বলিয়া বোধ হইবে না। এই বিশ্ব পরিপূর্ণ-সুখময় ধাম, বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু স্বরাট্পুরুষ কৃষ্ণের সেবোপকরণ বলিয়া উপলব্ধি হইবে।

"জৈনদাসের অনভিজ্ঞতা"

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৫ম সংখ্যার পর)

কলিহত-জীবের অন্য কোনও কৃত্য নাই, অনুক্ষণ কীর্ত্তন-মহোৎসবই জীবের নিত্য ও পরধর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, যাঁহারা এই কীর্ত্তন মহোৎসব প্রচার করেন, তাঁহারাই 'ভূরিদা' (ভাঃ ১০।৩১।৯)। কীর্ত্তনপ্রচারক বলিয়াই শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু 'মহাবদান্য' বলিয়াছেন। কীর্ত্তনপ্রচারকগণই হৃদয়বান্। কীর্ত্তনপ্রচার স্থগিত রাখিয়া ইতর উপায় দ্বারা জীবের আপাত-কল্যাণের চেষ্টা হৃদয়বত্তার নামে 'হিংসা।' ঐরূপ ক্ষুদ্র হৃদয়বত্তা বা হিংসা-প্রবৃত্তি ক্ষুদ্র পিপীলিকায়, বানরে, পক্ষীতেও দেখা যায়। কিন্তু যিনি সমুপেত-মৃত্যু হইতে উদ্ধার করিতে না পারেন, ভাগবত বলেন, সে ব্যক্তি গুরু নহে, আচার্য্য নহে, পিতা নহে, বন্ধু নহে, দেবতা নহে। (ভাঃ ৫।৫।১৮) তিনি নিজে হিংসিত, বঞ্চিত, তাই অপরকেও হিংসা ও বঞ্চনা করিবার জন্য প্রধাবিত। জগতে সহস্রবার বন্যা, সহস্রবার দুর্ভিক্ষ, সহস্রবার আধি ব্যাধি সহস্র আকারে আবির্ভূত হইবে। কিন্তু যাঁহারা আর্য্যগণের আদর্শ অনুসরণ করিতে শিখিয়াছেন, সেই সকল বুদ্ধিমান্ আর্য্যাবর্ত্তবাসী কুক্কুরের বাঁকা লেজ পুনঃ পুনঃ সোজা করিবার চেষ্টার ন্যায় নিরর্থক কর্ম্মচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া যেন সর্ব্ব ক্লেশের মূল, সর্ব্ব ত্রিতাপের মূল চিরতরে উন্মূলিত করিতে পারে যে শক্তি, সেই শোকমোহভয়াপহা ক্লেশঘ্নী ভক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এ সকল কথা আর্য্যাবর্ত্তের সম্পাদকের নিকট দুর্ব্বোধ্য হইলেও অথবা তাঁহার অধিকারোচিত চিন্তার অতীত বলিয়া মনে হইলেও আমরা শ্রৌতবাণীরই কীর্ত্তন করিব।

উক্ত গ্রাম্যবার্ত্তাবহখানির সহকারী সম্পাদক শ্রীমান্ শ্যামলাল আমাদের ছাত্র ; স্কুলে আমাদের নিকট পড়িয়াছেন, স্কুল পর্য্যন্তই তাঁহার বিদ্যা। তাঁহার বাল-সুলভ চাপল্য ক্ষমার্হ হইলেও তাঁহার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চাটা না করাই ভাল ছিল। শ্রীমানকে কোনও সময়ে বিধবা বিবাহের চাঁদা-সংগ্রহকারী, কোন সময়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রচারক, কোন কোন সময় রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রীগণের সমালোচক, কোন সময়ে স্বদেশভক্ত প্রভৃতি কত কি বহুরূপে দেখিতে পাই। কোনও বাস্তব-সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের চঞ্চলতা-রোগের উপশম হয় না। শ্রীমান্ ও তাঁহার সম্পাদক বন্ধু যে দুইটী উপাধি দ্বারা নিজদিগের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রতি ভক্তসম্প্রদায় আক্রমণ না করেন, এই জন্যই কি তাঁহাদের 'বৈষ্ণব' বা 'আচার্য্য'কে "His Holiness" লেখাতে আপত্তির কারণ হইয়াছে ? "গোস্বামী" নাম লইয়া গৃহব্রত-ধর্ম্ম-যাজন, কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা লোককে হিংসা করা, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক বিপ্লব বা স্ত্রীশিক্ষার জন্য ব্যস্ত হওয়ার কথা আর্য্যাবর্ত্তের ইতিহাসে, আর্য্যগণের চরিত্রে নাই। শ্রীমদ্ভাগবত কিন্তু বলেন,---

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥
(ভাঃ ৫।১৮।১২)

ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে যাঁহার নিষ্কামা সেবাপ্রবৃত্তি বর্ত্তমান, ধর্ম্মজ্ঞান বৈরাগ্যাদি সমস্ত গুণের সহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতেই সম্যক্‌রূপে অবস্থান করেন। হরিভক্তিবিহীন-ব্যক্তি অন্যাভিলাষ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-রত বা গৃহাদিতে আসক্ত ; সুতরাং হরিতে তাহার কেবলা ভক্তি নাই। মনোধর্ম্মের দ্বারা সে অসৎ বহির্ব্বিষয়ে ধাবিত হয়; তাহাতে মহদ্ গুণগ্রামের সম্ভাবনা কোথায় ?

শ্রীমান্ শ্যামলাল বা তাঁহার বন্ধুবরের শ্রীমদ্ভাগবত পড়া থাকিলে এইরূপ অনার্য্যোচিত বৃথা বাক্যব্যয় করিয়া তাঁহারা আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণের নিকট হাস্যাস্পদ হইতেন না। বৈষ্ণবই সমস্ত শ্রেষ্ঠ উপাধি দ্বারা সম্মান-যোগ্য। অপরের কা কথা, স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন, 'স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্" আমার ভক্ত আমার ন্যায় পূজ্য। আরও বলিয়াছেন, "মদ্ভক্তো পূজাভ্যধিকা"—"আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়।" শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,---ভক্তের গুণানুকীর্ত্তনেই বহুপরিশ্রম লব্ধ বেদাধ্যয়নের ফল সার্থকতা লাভ করে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,---ভক্তের গুণগানই জিহ্বার ফল।

প্রকৃতির চিন্তাস্রোতে আচ্ছন্ন হইয়া শ্রীমান্ ও তাঁহার বন্ধুবর কি এই সকল আর্য্যগণের কথার বিরুদ্ধমতবাদ প্রচার করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন ? এরূপ কথা ত' আর্য্যাবর্ত্তবাসীর কথা নহে ? আন্দামান দ্বীপ হইতে এইরূপ কথার প্রচার হইলেই শোভনীয় হইত।

অথবা শ্রীমান্ কি জৈনধর্ম্মপ্রচারক হরিবংশদলের লেখক "গৌরাঙ্গ ছাড়িতে পারি, দাড়ি ছাড়িতে পারি না"—এইরূপ ভক্তগণের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া এরূপ অনালোচিত কথার প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছেন?

গৌড়ীয় মঠের চেষ্টা কীর্ত্তন-মহোৎসব স্থগিত করিয়া বন্যায় সাহায্য করা নহে; পরন্তু জগতের অন্যান্য যাবতীয় হরিবিমুখিনী চেষ্টা স্থগিত করাইয়া প্রত্যেককে অনুক্ষণ হরি-কার্য্যে—হরিকীর্ত্তনে নিয়োগ করা। শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগমনে শ্রীগৌড়ীয় মঠ বলেন, জগতের কোন ব্যক্তির এক কপর্দ্দকও কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুতে ব্যয়িত হওয়া উচিত নহে। গৌড়ীয় মঠ সকলের সর্ব্বস্ব নারায়ণে অর্পণ করাইবার জন্যই এই কৃষ্ণযাত্রা-মহোৎসবের অনুষ্ঠান ও সার্ব্বকালিক হরি-কথা প্রচারের আয়োজন করিয়াছেন।

নাস্তিক সম্প্রদায়—প্রকৃতিবাদী সম্প্রদায়ের কোন দিন সৌভাগ্য হইলে এই সকল কথা বুঝিতে পারিবেন। যত দিন পর্য্যন্ত জীবের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয় না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা 'ভক্তি' অপেক্ষা কর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বা ভক্তির সহিত সমান জ্ঞান করিয়া থাকে। কর্ম্মীসম্প্রদায় ভগবান ও ভগবদ্ভক্তকে সেবা করিবার পরিবর্ত্তে সেব্যবস্তুর দ্বারা নিজের সেবা করিবার দুর্ব্বুদ্ধি করিয়া থাকে। ভক্তকে দিয়া চরকার সূতা কাটাইয়া লইতে চায়, ভক্তের হাতে কোদালি দিয়া তাঁহাকে 'কৃষকে' পরিণত করিতে চায়, রাজা রঙ্গণের ন্যায় ভগবদ্ভক্ত জড়ভরতকে দিয়া পাল্কীর বেহারা করাইয়া লইতে চায়, ভগবানকে 'খাজাঞ্চী' মনে করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অর্থ, মনোরমা স্ত্রী, মুক্তি প্রভৃতি আদায় করিয়া লইতে চায়—এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হরিবিমুখ জীবের স্বাভাবিক। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ এই সকল বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণকে নরক গমন হইতে উদ্ধার করিবার জন্য—ইহাদের ক্লেশমূল অবিদ্যা ছেদন করিবার জন্য—ইহাদের সর্ব্বস্ব হরিসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য কীর্ত্তন মহামহোৎসবের নিত্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে এই কীর্ত্তন মহামহোৎসব প্রচারিত হউক। অন্য সমস্ত কৃত্য পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত জগৎ কীর্ত্তন-মহোৎসবের বন্যায় প্লাবিত হউক। জগতের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, শিক্ষা, গবেষণা, বুদ্ধিমত্তা, প্রাণ, অর্থ, জীবন, যৌবন—সমস্তই কীর্ত্তন-মহোৎসবের জন্য নিযুক্ত হউক। তুণ্ডে তুণ্ডে কোটিকণ্ঠে হরিনাম কীর্ত্তিত হউক। কীর্ত্তনের বিজয়-বৈজয়ন্তী, কীর্ত্তনের উচ্চ রোল, কীর্ত্তনের সহস্র মৃদঙ্গ-করতাল জগতের বধির জীবের কর্ণকুহরে প্রবলবেগে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের সমুদয় দুর্ব্বুদ্ধি বিনষ্ট করুক। তাঁহারা তখনই বুঝিতে পারিবেন যে, কোটি কর্ম্মী একত্র হইয়া যে বন্যা, যে ভয়-শোক-মোহ, যে ত্রিতাপ-অনল, যে ভব-মহাদাবাগ্নি দূরীভূত এমন কি একটুমাত্রও উপশমিত করিতে পারেন নাই বা পারেন না—সামান্য একটু নামাভাসেই সমস্ত ক্লেশের আকর সেই ভবমহাদাবাগ্নি অতি সহজেই নির্ব্বাপিত হইয়াছে। তখনই তাঁহারা আক্ষেপ করিতে করিতে, আত্মশোচনা করিতে করিতে, ক্রন্দন করিতে করিতে কীর্ত্তনকারীর পায়ে লুটাইয়া বলিবেন, "এতদিন না জানিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিয়াছি, কুকুরের পুচ্ছ অবলম্বন করিয়া উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল অপার-জলধি-পার হইবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছি। পরম কারুণিক মহাবদান্য কীর্ত্তন-মহোৎসব প্রচারকারী ভক্তগণের চরণে দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ কতই না অপরাধ করিয়াছি।"—হৃদয়ে যদি সত্য সত্যই কাহারও ঐরূপ অনুশোচনা হয়, তাহা হইলে তিনিও সঙ্কীর্ত্তন-পিতা গৌরনিত্যানন্দের আনুগত্য গ্রহণ করিয়া শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের ভাষায় বলেন—

"জ্ঞান-কাণ্ড, কর্ম্মকাণ্ড,　　কেবল বিষের ভাণ্ড,
　　অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানাযোনি সদা ফিরে,　　কদর্য্য ভক্ষণ করে,
　　তা'র জন্ম অধঃপাতে যায়॥"

অতএব—

উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক-যুবা সকলই ডুবায়॥
সজ্জন দুর্জ্জন পঙ্গু জড় অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥
জগৎ ডুবিল, জীবের হইল বীজ নাশ।
তাহা দেখি' পাঁচ জনের পরম উল্লাস॥
যত যত প্রেম বৃষ্টি করে পঞ্চজন।
তত তত বাড়ে জল ব্যাপে ত্রিভুবন॥

—চৈঃ চঃ আদি ৭ম

পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দর প্রেমবন্যায় জগৎ ভাসাইয়া জীবের কর্ম্মবীজ বিনাশ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রচরণে

যাঁহার বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধা আছে, তিনি সঙ্কীর্ত্তনপিতা গৌরসুন্দরের "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ''—এই আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্য নৈমিত্তিক উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক লোকের হিংসা করিতে ধাবিত হন না।

পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারে খারে।
কৃষ্ণ-মহামহোৎসব বঞ্চিল তাহারে॥
পূতনারে যে প্রভু করিলা মুক্তিদান।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' লোকে করে অন্য ধ্যান॥
অঘাসুর হেন পাপী যে কৈল মোচন।
কোন্ দুঃখে ছাড়ে লোক তাহার কীর্ত্তন॥
যে **কৃষ্ণের মহোৎসবে** ব্রহ্মাদি বিহ্বল।
তাহা ছাড়ি, নৃত্যগীতে করয়ে মঙ্গল॥

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।১৬১-৪

প্রশ্নোত্তরমালা।

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

মহাত্মন্! আমরা ধর্ম্ম লইয়া বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত। আমাদের দেশে একটী মহতী বৈষ্ণব-সভা হইয়াছিল, ঐ সভায় গণ্য মান্য বহুবৈষ্ণব আগমন করিয়াছিলেন। কতিপয় বৈষ্ণব-পণ্ডিতও তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, সভায় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বহুবিধ আলোচ্য বিষয় উত্থাপিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহার সঙ্গতি, পরিণাম ও সিদ্ধান্ত হয় নাই। এই সভায় প্রায় দশ হাজার তথাকথিত বৈষ্ণব উপস্থিত ছিলেন। আমরা নিরক্ষর মহামূর্খ, তাঁহাদিগের বাদবিতণ্ডা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া আছি। কতকগুলি প্রশ্ন লইয়া ভীষণ দুইটী দলের সৃষ্টি হইয়া পড়িল। তাহার এক পক্ষ অপর পক্ষকে ভয়ানকভাবে আক্রমণ করিলে, আমরা উভয়ের নিকট প্রশ্ন-কয়েকটীর মীমাংসা চাহিলাম; তাঁহারা উভয়ে যে সকল মীমাংসা করিয়া আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহার কোন্‌টী সত্য, কোন্‌টী মিথ্যা অথবা ঐ প্রশ্নগুলির সংসিদ্ধান্ত কি? তাহা আমরা মূর্খ, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তাহার পর, শুনিলাম, শ্রীশ্রীপ্রভু * * * মাগুরমারি আসিতেছেন, তিনি আসিলে তাঁহার নিকট মীমাংসা শুনিয়া লইব। তিনি আসিয়াছিলেন, আমরা সকলে তাঁহার নিকট প্রশ্ন ও উভয়ের সিদ্ধান্ত লইয়া উপনীত হইলাম; তিনি কহিলেন "যদি তোমরা প্রকৃত সুসিদ্ধান্ত চাহ, তবে গৌড়ীয়পত্রের সম্পাদক মহাশয়দের নিকট অচিরাৎ লিখ। তাঁহারা আমার বুদ্ধিবিদ্যায় ও সাধনায় জানিতে পারি, জগতে একমাত্র বৈষ্ণব ও মহাভাগবত এবং সর্ব্ববিষয়ে সুপণ্ডিত ও সুমীমাংসাকারী।" মহাত্মন্! তাঁহার শ্রীমুখে আপনাদের গুণানুকীর্ত্তন শুনিয়া আমি অদ্য ঐ প্রশ্ন-গুলি ও তদুভয়পক্ষের যাহা মীমাংসা তাহা পাঠাইলাম। আপনারা আমাদিগকে সুসিদ্ধান্ত লিখিয়া পাঠান বা আপনাদের গৌড়ীয় পত্রে লিখেন, যে প্রকারেই হউক আমাদিগকে জানাইলে আমরা জীবন পাই আর এই দশ হাজার লোক পথভ্রষ্ট হয় না। অলমতিবিস্তরেণ—

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ বর্ম্মন, পোঃ ধূপগুড়ি।
জেলা জলপাইগুড়ি, ৭ঠা ভাদ্র, ১৩৩৩।

প্রশ্ন

১। সদাচার পালন করা কর্ত্তব্য কিনা?

প্রথম পক্ষের উত্তর

১। আচারের সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের বা হরিভজনের কোনও সম্বন্ধ নাই। অতএব দীক্ষিত ব্যক্তির বা ভক্ত্যাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির পক্ষে সদাচার পালন না করিলে কোন ক্ষতি নাই। ভক্তি-দেবী স্বেচ্ছাময়ী, তিনি সদাচারের অপেক্ষা করেন না।

দ্বিতীয় পক্ষের উত্তর

১। দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে সদাচার পালন অবশ্য কর্ত্তব্য। সদাচার পালন না করিলে হরিভক্তি লাভে অধিকারী হইতে পারে না। সদাচার ভিন্ন কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হয় না। সদাচারে চিত্ত শুদ্ধ না হইলে হরিভক্তির আবির্ভাব অসম্ভব।

গৌড়ীয়ের সিদ্ধান্ত

১। 'সদাচার' বলিতে সাধুদিগের আচার বুঝিতে হইবে। যথা শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে (৩।৮)—

সাধবঃ ক্ষীণদোষাস্তু সচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ।
তেষামাচরণং যত্তু সদাচারঃ স উচ্যতে॥

অর্থাৎ দোষহীন ব্যক্তিরাই সাধু। "সৎ" শব্দ সাধু-বাচক; সাধুগণের আচরণই সদাচার বলিয়া অভিহিত।

সদাচার পালনের একান্ত কর্ত্তব্যতাবিষয়েও মার্কণ্ডেয় পুরাণে এইরূপ কথিত হইয়াছে,—

গৃহস্থেন সদা কার্য্যমাচারপরিপালনম্।
ন হ্যাচারবিহীনস্য সুখমত্র পরত্র চ॥

অর্থাৎ গৃহিব্যক্তি সর্ব্বদা আচার পরিপালন করিবে। ইহলোকে ও পরলোকে কুত্রাপি আচারহীনের সুখ নাই।

সাধুদিগের আচরণ শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত- আর॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগতব্যক্তিমাত্রেরই উপরি উক্ত আচরণ পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ভক্তিদেবী নিরপেক্ষা। 'সদাচার' বলিলে কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি অভক্তসম্প্রদায় যাহা ধারণা করিয়া থাকেন, ভক্তিমার্গে তাদৃশ সদাচারের অপেক্ষা নাই। ভক্তিমার্গে সাধ্য ও সাধনের মধ্যে কোন প্রকার ব্যবধান না থাকায়, 'সদাচার' ও 'ভক্তি'র মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে সদাচার স্বতঃই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। 'অগ্রে সদাচার পালনের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে, পরে ভক্তিদেবীর আবির্ভাব হইবে'—এরূপ সিদ্ধান্ত স্মার্ত্তজনোচিত অপসিদ্ধান্ত মাত্র। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তদীয় 'সারার্থদর্শিনী' টীকায় বলিয়াছেন,—

"স্মার্ত্তাদয়ঃ সদাচারাঃ শাস্ত্রজ্ঞা অপি * * * নামাপরাধবলেন ঘোরসংসারমেব প্রাপ্যন্তে"।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, স্মার্ত্তগণ নামাপরাধী, তাঁহারা নিজ নিজ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ স্মৃতি-শাস্ত্রের বিধি পালন করিয়া আপনাদিগকে সদাচারসম্পন্ন বলিয়া অভিমান করিলেও সদাচারী হইতে পারেন না! আবার ভক্তিদেবী সদাচার পালনের অপেক্ষা করেন না বলিয়া অসদাচার বা যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দেওয়া অতত্ত্বজ্ঞ প্রাকৃত সহজিয়াগণের ভোগপরবৃত্তির পরিচয়। উহা বৈষ্ণবস্মৃতি-বিরুদ্ধ-

আচারহীনো রাজেন্দ্র নামত্র নন্দতি ইতি।
লেপ্যোন স্মরণাদীনাং নিত্যত্বেনৈব সেৎস্যতি॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৩।৬ সংখ্যাধৃত ভবিষ্যপুরাণবাক্য)

অর্থাৎ হে রাজন্! আচারহীন ব্যক্তি কি ইহ, কি পর— কোন লোকেই আনন্দলাভ করিতে পারে না। লেখা পুরাণাদির অবশ্যকর্ত্তব্যতা দ্বারাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, সদাচার অবশ্য প্রতিপালন করিতে হইবে।

প্রশ্ন

১। মৎস, মাংস, পিঁয়াজ, রশুন বা আমিষবস্তু ভগবানকে নিবেদন করা চলে কি না? এবং উহা বৈষ্ণবের খাদ্য কি না?

প্রথম পক্ষের উত্তর

১। যাহা যাহা আহার করি, তাহাই ভগবানকে নিবেদন করা যায় এবং গৃহস্থাশ্রমী ব্যক্তির ঐসকল খাদ্য বটে। খাদ্যাখাদ্যের সহিত হরিভজনের কোনও সম্বন্ধ নাই।

দ্বিতীয় পক্ষের উত্তর

১। মৎস, মাংসাদি, আমিষ-বস্তু বৈষ্ণবের অখাদ্য। উহা ভগবানকে নিবেদন করিলে অপরাধ ঘটে। হরিভক্তি লাভ হয় না। বরং অধঃপতন ঘটে।

গৌড়ীয়ের সিদ্ধান্ত

১। বৈষ্ণব নির্গুণ; তাঁহারা প্রাকৃত জড়বস্তু গ্রহণ করেন না। রজস্তম ও মিশ্রসত্ত্বগুণে অপবিত্রতা ও জড়তা আবদ্ধ। মৎস্য, মাংস প্রভৃতি তামসিক দ্রব্য তমোগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রিয় হইতে পারে। কিন্তু ঐ সকল অমেধ্যদ্রব্য ভক্তগণ ভগবানকে নিবেদন করেন না। প্রাচীন স্মৃতি-শাস্ত্রকার মনু বলিয়াছেন,—

যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥

[মনুঃ ৫।১৫]

ছত্রাকং বিড়্বরাহঞ্চ লশুনং গ্রামকুক্কুটম্।
পলাণ্ডুং গৃঞ্জনঞ্চৈব মত্যা জগধ্বা পতেদ্দ্বিজঃ॥

(মনুঃ ৫।১৯)

অর্থাৎ যে যাহার মাংস ভক্ষণ করে, তাহাকে তন্মাংসাদ (তাহার মাংসভোজী) বলে, কিন্তু মৎস্যভোজী সর্ব্বমাংসভোজী। যেহেতু মৎস্য, গরুশূকরাদি যাবতীয় প্রাণিমাংসই ভোজন করে, সুতরাং এক মৎস্য ভোজনে সর্ব্বমাংসই ভুক্ত হয়। অতএব, মৎস্যভোজন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

ছত্রাক (কোড়ক), গ্রাম্য শূকর, লশুন, গ্রাম্য কুক্কুট, পলাণ্ডু এবং গৃঞ্জন অর্থাৎ গাজর—এ সকল বুদ্ধিপূর্ব্বক

ইচ্ছা করিয়া খাইলে দ্বিজাতিরা পতিত হন। শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন,—

যে ত্বনেবংবিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্॥

(ভাঃ ১১।৫।১৪)

অর্থাৎ ধর্ম্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, গর্ব্বিত, সদভিমানী যে সকল অসাধুব্যক্তি নিঃশঙ্কচিত্তে পশুদিগকে হনন করে, সেই সকল পশু পরকালে তাহাদিগকেও ভক্ষণ করিয়া থাকে।

বেদ বলিয়াছেন—"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বানি ভূতানি।" এইবেদ বাক্য দ্বারা পশুহিংসার নিষেধ হইতেছে। মানব-স্বভাব যে পর্য্যন্ত রাজসিক ও তামসিক থাকে, সে পর্য্যন্ত স্বভাবতঃই মানব স্ত্রীসঙ্গলিপ্সা, আমিষ-ভোজন ও আসব-সেবা প্রভৃতি তামসিক কার্য্যে রত থাকে।

জিহ্বা ও উদরবেগগ্রস্ত ব্যক্তিগণই ভগবানের দোহাই দিয়া নানাপ্রকার কদর্য্যদ্রব্য ভক্ষণের প্রশ্রয় দিয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

—চৈঃ চঃ

প্রশ্ন

৩। গৃহস্থ-বৈষ্ণবের পক্ষে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনীয় কি না?

প্রথম পক্ষের উত্তর

৩। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাদি কলিযুগের লোকের পালনীয় নহে। উহা পূর্ব্বযুগের পালনীয় ধর্ম্ম। একালের লোক কেহ উহা পালন করিতে পারে না। কেবল যুগধর্ম্ম হরি-নামই এখন কর্ত্তব্য। হরিভক্তি সাধারণ, উহা সর্ব্বসাধারণের সাধ্য। আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অসাধারণ। অতএব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম একালের লোকের পালন করা অসাধ্য।

দ্বিতীয় পক্ষের উত্তর

৩। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম, উহা সর্ব্ব-সময়ই পালনীয়; না করিলে প্রত্যবায় ঘটে এবং হরিভক্তিতেও অধিকার লাভ করিতে পারে না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম (স্বধর্ম্ম) পালন না করিলে হরিতে বা হরিভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মে না। হরিভক্তির অবিরোধে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করা ভক্ত্যভি-লাষীর পক্ষে কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বভাবজাত, অতএব উহা সকলেরই সাধ্য। ভাগবত-ধর্ম্ম সকলের সাধ্য নহে।

গৌড়ীয়ের সিদ্ধান্ত

৩। দৈব ও আসুর ভেদে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম দ্বিবিধ। হরি-নামপরায়ণ শুদ্ধভক্তগণ ভক্তির অনুকূলে যে আশ্রম-ধর্ম্ম স্বীকার করেন, উহা 'দৈব'। যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে ভাগবত-ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় না, উহাকে 'আসুর' নামে অভিহিত করা হয়। ভক্ত্যভিলাষী কোন ব্যক্তিরই আসুর-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনীয় নহে। 'হরিনাম' গ্রহণ-বলিলে দৈব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম তাহাতেই অন্তর্গত আছে জানিতে হইবে।

প্রশ্ন

৪। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয় গৃহস্থ-বৈষ্ণবের পক্ষে প্রয়োজনীয় কি না?

এখানে 'অর্থ' শব্দে কাহাকে বুঝায়?

প্রথম পক্ষের উত্তর

৪। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত-ব্যক্তির প্রয়োজন নহে। যেহেতু ঐসকল হরিভক্তির বাধক। দীক্ষিতমাত্রেই কেবল কৃষ্ণপ্রেমভক্তিই সাধন করিবে।

'অর্থ'শব্দে যোগের ফল অণিমাদি অষ্টাদশ সিদ্ধিকেই বুঝায়।

দ্বিতীয় পক্ষের উত্তর

৪। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম মুখ্য প্রয়োজন। এবং ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ নৈমিত্তিক প্রয়োজন। উক্ত পুরুষার্থচতুষ্টয় সাধন না করিলে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমলাভে অধিকারী হইতে পারে না। যেহেতু পাপ, পাপের বীজ ও অবিদ্যামুক্ত না হইলে শুদ্ধ-ভক্তিতে অধিকার জন্মে না। শরীর রক্ষার জন্য ধর্ম্ম ও অর্থের প্রয়োজন। কামনা না থাকিলে তাহার কোন চেষ্টা থাকে না। শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি কামনা প্রয়োজন, অন্য কামনা ভক্তির বাধক।

'অর্থ' শব্দে টাকা কড়ি ইত্যাদি সম্পত্তিকে বুঝায়।

গৌড়ীয়ের সিদ্ধান্ত

৪। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গে ভক্তের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু ঐগুলি ভক্তের সেবা করিবার জন্য সর্ব্বদাই তৎপশ্চাৎ বর্ত্তমান থাকে, যথা—

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।"

মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান
ধর্ম্মার্থ-কামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

(কর্ণামৃত ১০৭)

অর্থাৎ হে ভগবন্, তোমাতে যদি আমাদের ভক্তি স্থিরতর থাকে, তাহা হইলে তোমার কিশোরমূর্ত্তি স্বভাবতঃ আসিয়া উদিত হন। ধর্ম্ম ও মুক্তির প্রয়াসে কিছুই প্রয়োজন নাই। কেন না, ভক্তি থাকিলে মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া মুক্তি স্বভাবতঃ স্বয়ং আমাদিগকে অবান্তর ফল যে অবিদ্যামোচন—তদ্রূপে সেবা করিতে থাকে। ধর্ম্মার্থ-কাম সকল যেমত যেমত প্রয়োজন, সেইরূপ সময় প্রতীক্ষা করিতে থাকে। তজ্জন্য পৃথক্ চেষ্টার প্রয়োজন থাকে না।

'অর্থ' শব্দে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণোপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্য।

প্রশ্ন

৫। বেদ ও বেদানুগত পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রসকল প্রামাণিক কি না?

ঐসকল শাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বা গোস্বামিগণের সম্মত কিনা?

বেদ-পুরাণ-শাস্ত্র প্রবৃত্তিমূলক না নিবৃত্তিমূলক?

প্রথম পক্ষের উত্তর

৫। ঐসকল শাস্ত্র কৃষ্ণভক্তের পক্ষে প্রামাণিক নহে এবং সকলগুলি মহাপ্রভুর বা গোস্বামিগণের সম্মত নহে। বেদপুরাণাদি শাস্ত্রসকল প্রবৃত্তিমূলক। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যতীত অন্য কোন শাস্ত্রের প্রমাণ আমি মানি না। হরিভক্তিবিলাসেরও প্রমাণ আমি মানি না।

দ্বিতীয় পক্ষের উত্তর

৫। বেদ ও বেদানুগত পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রসকল প্রামাণিক। উহা মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের সম্মত। বেদাদি শাস্ত্র নিবৃত্তিমূলক। শ্রীহরিভক্তিবিলাস গোস্বামিকৃত। উহা বৈষ্ণবের ব্যবস্থাশাস্ত্র, সুতরাং মাননীয়। বেদাদিশাস্ত্র না মানিলে তাহাকে নাস্তিক বলা যায়।

গৌড়ীয়ের সিদ্ধান্ত

৫। বেদ ও তাহার অর্থ-তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক পুরাণশাস্ত্র এবং সমস্ত পুরাণের সার বেদের অকৃত্রিম ভাষ্য মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত—পরতত্ত্বনির্ণয়ে একমাত্র প্রমাণ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদনুগত গোস্বামিগণের অনুমোদিত। ঐ সমস্ত শাস্ত্র একমাত্র হরিকেই কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা—

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥

(তত্ত্বসন্দর্ভধৃত হরিবংশবাক্য)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সাক্ষাৎ বেদ। শ্রীচৈতন্য আম্নায়িক বেদান্ত। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মুখে মানেন, অথচ বেদ মানেন না, তাঁহারা উভয়েই ভারবাহী; শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ নহেন। সমস্ত শাস্ত্রই নিবৃত্তিমূলক। তবে যে বেদাদি শাস্ত্রের কোথায়ও প্রবৃত্তিমূলক কথা দেখা যায়, উহা অত্যন্ত প্রবৃত্তব্যক্তিগণের ভোগপ্রবৃত্তি খর্ব্ব করিবার উদ্দেশ্যেই কথিত হইয়াছে মাত্র। বস্তুতঃ কোন শাস্ত্রই প্রবৃত্তিমার্গের উপদেশ দেন নাই।

প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।

(মনু ৫।৫৬)

প্রাকৃত-সহজিয়াগণ (মুখে) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মানেন বলিয়া থাকেন, বস্তুতঃ তাহা তাঁহাদের ভোগের সুবিধার জন্য। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের প্রমাণ না মানা অর্থাৎ ব্যভিচারী প্রাকৃত সহজিয়া হওয়া। ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্ত বা পরমহংস-বৈষ্ণবগণও "হরিভক্তি বিলাস মানি না" এরূপ কথা বলেন না। তাঁহারা বিধির অতীত হইলেও তাঁহারা কখনও জগতে উচ্ছৃঙ্খলতা বা ব্যভিচার-প্রচারের প্রশ্রয় দেন না।

প্রশ্ন

৬। বিষ্ণু আমাদের উপাস্য কিনা? (কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষিতের উপাস্য কিনা?)

প্রথম পক্ষের উত্তর

৬। কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষিতের পক্ষে 'বিষ্ণু উপাস্য' নহে।

দ্বিতীয় পক্ষের উত্তর

৬। কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষিতের উপাস্য কৃষ্ণ-বিষ্ণু অভেদাত্মক।

গৌড়ীয়ের সিদ্ধান্ত

৬। কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিতব্যক্তির বিষ্ণুই একমাত্র উপাস্য। ঐশ্বর্য্য প্রকাশ বিষ্ণুর উপাসনা-প্রভাবে জীব মুক্ত হইয়া মাধুর্য্যময় স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের ভজন করিবার উপযোগিতা লাভ করেন। কৃষ্ণ মুক্তকুলের উপাস্য বস্তু। বদ্ধজীব কৃষ্ণোপাসক বলিয়া অভিমান করিলেও বস্তুতঃ কৃষ্ণোপাসক হইতে পারেন না। তাঁহার কৃষ্ণোপাসনা বিষ্ণু-উপাসনারই অন্তর্গত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্তানুগত সৌভাগ্যবান্ জীব

ব্যতীত কেহই কৃষ্ণোপাসক হইতে পারেন না। কৃষ্ণ নিজ হইতে অভিন্ন নিজের অংশ বিভূতি বিষ্ণু দ্বারা অনর্থরূপ অসুরকুলের বিনাশ সাধন করাইয়া ভক্তকে নিজ পাদপদ্মে আকর্ষণ করেন। বস্তুতঃ বিষ্ণু ও কৃষ্ণ অভিন্ন বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় বিগ্রহ। রসগত বিচারে তদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও সাধন-ভক্তদিগের উন্নত-উজ্জ্বল-রসে অধিকার না থাকায় ঐগুলি তাঁহাদের আলোচ্য নহে। অনর্থমুক্ত ভক্তের হৃদয়ে গুরু-কৃপায় রস-তত্ত্বের স্বয়ং-আবির্ভাব হইয়া থাকে।

প্রশ্ন

৭। কৃষ্ণমন্ত্রেদীক্ষিতব্যক্তিমাত্রেই রাগানুগা ভজনের অধিকারী কিনা?

প্রথম পক্ষের উত্তর

৭। কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই রাগানুগ ভজনের অধিকারী বটে।

দ্বিতীয় পক্ষের উত্তর

৭ কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই রাগানুগ ভজনের অধিকারী হইতে পারে না। নিষ্পাপ ব্যক্তিই বৈধী-ভক্তির অধিকারী। ব্রজের ভাবমাধুর্য্যের লোভবিবক্তি রাগানুগ ভজনের অধিকারী। এই লোভ কোটীজন্মের সুকৃতি ফলেও লাভ হয় না। বৈধী ভক্তি সাধন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণের রাগানুগা ভক্তের কৃপালাভের অধিকারী হইতে পারিলে উক্ত কৃপাগুণে রাগানুগা ভজনে অধিকার লাভ হইতে পারে। উহা মহাভাগ্যবানের সাধ্য, সাধারণের নহে

গৌড়ীয়ের সিদ্ধান্ত

৭। কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিতাভিমানিব্যক্তিমাত্রেই যে রাগানুগ ভজনের অধিকারী হইবে, এরূপ বলা যায় না। প্রাকৃত-সহজিয়াদিগের ধারণায় বিষয়-রাগই কৃষ্ণানুরাগ। সুতরাং রাগ-ভজনের দোহাই দিয়া বিশৃঙ্খল-মার্গকে রাগমার্গ বলিয়া প্রচার করা তাহাদের স্বভাব। যেহেতু তাহাতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি হউক বা না হউক, শিশ্নোদর পরায়ণ প্রাকৃত-সহজিয়াদিগের ইন্দ্রিয়-তর্পণে কোন বিঘ্ন উৎপাদন করে না। এইজন্য তাহারা রাগানুগমার্গের অধিক পক্ষপাতী। অনর্থমুক্ত, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট, নিজ সুখদুঃখে উদাসীন নিবৃত্তপর ভক্তই রাগমার্গে অধিকারী। রাগ-মার্গের উপাসকদিগের মধ্যে ব্রজগোপী ও তদনুগ ভক্তগণই শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের চরিত্রাবলম্বনে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন ;—

> আত্মসুখদুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
> কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে সব ব্যবহার॥
> কৃষ্ণ লাগি' আর সব করি' পরিত্যাগ।
> কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥
> নিজ-প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে।
> সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥
>
> (চৈঃ চঃ আদি ৪।১৭৪-১৭৫ ও ২০১)

প্রশ্ন

৮। কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিতব্যক্তিমাত্রেই কর্ম্মজ্ঞানশূন্য শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী কিনা?

প্রথম পক্ষের উত্তর

৮। দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই শুদ্ধা ভক্তিসাধনের অধিকারী বটে।

কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 'এহো বাহ্য' বলিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদে উড়াইয়া দিয়াছেন। সুতরাং ঐ ভক্তি আমাদের সাধনীয় নহে। কর্ম্মজ্ঞানশূন্য ভক্তিই দীক্ষিত সাধারণের সাধ্য বটে।

দ্বিতীয় পক্ষের উত্তর

৮। দীক্ষাগ্রহণমাত্রেই শুদ্ধভক্তিসাধনে অধিকারী হইতে পারে না। প্রথমতঃ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আশ্রয়ে পাপ-প্রবৃত্তির মূল তমোগুণ ও বিষয়-বাসনার মূল রজোগুণ দমন করিতে হইবে। তারপরে ভাগবতধর্ম্মের আশ্রয়ে সত্ত্বগুণ ও অবিদ্যা দূর করিতে হইবে। অতঃপর আত্মজ্ঞান অর্থাৎ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন; বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মিলে এবং ভক্তিতে গাঢ় শ্রদ্ধাবান্ হইলে শুদ্ধা ভক্তিসাধনে অধিকার জন্মে। অতএব সর্ব্বসাধারণ প্রথমেই শুদ্ধা ভক্তিসাধনে অধিকারী নহে। সকল অনর্থের মূল অবিদ্যা। অবিদ্যা মুক্ত না হইলে শুদ্ধভক্তিতে বা রাগানুগা ভক্তিতে অধিকার জন্মে না। অবিদ্যামুক্ত আত্মারাম পুরুষগণই শুদ্ধভক্তি বা অহৈতুকীভক্তির অধিকারী। বাসনাই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। নিষ্কাম বা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকামনা, হইলে কর্ম্মবন্ধন দূরীভূত হয় না। নিষ্কাম বা শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থ-কর্ম্মে হরিভক্তির বাধা জন্মায় না। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃপরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২২শে আশ্বিন, ১৩৩৩, ৯ অক্টোবর ১৯২৬ | ৯ম সংখ্যা

সারকথা

পরমহংস বা বৈষ্ণবের লক্ষণ কি?

শরণাগতের, অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তা'র মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ॥
শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তাঁরে করে তৎকালে আত্মসম॥

(চৈঃ চঃ মধ্য [illegible])

ভক্ত কি কাহারও ধার ধারেন?

কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি'।
দেব-ঋষি-পিতৃগণের কভু নহে ঋণী॥
বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তা'র কভু নহে মন॥
অজ্ঞানে বা হয় যদি 'পাপ' উপস্থিত।
কৃষ্ণ তা'রে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।[illegible])

কৃষ্ণনামগ্রহণকারী কিরূপ?

চণ্ডাল চণ্ডাল নহে, যদি কৃষ্ণ বলে।
বিপ্র নহে বিপ্র, যদি অসৎপথে চলে॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য [illegible])

একমাত্র সত্য কি?

সত্য কৃষ্ণ-নাম-গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে যে জন॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ৩।১৯৫)

বিধি-নিষেধের উদ্দেশ্য কি?

এত বিধি-নিষেধ সকলি ভক্তিদাস।
ইহাতে যাহার দুঃখ সেই যায় নাশ॥
ভক্তিবিধি মূল কহিলেন বেদব্যাস।
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ তাহা করিলা প্রকাশ॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য [illegible]।১৪১-১৪২)

কীর্ত্তন-বিরোধীর প্রতি প্রভু কিরূপ?

সংকীর্ত্তন-আরম্ভেতে আমার অবতার।
কীর্ত্তন-বিরোধী পাপী করিমু সংহার॥
সর্ব্ব পাতকীও যদি করয়ে কীর্ত্তন।
অবশ্য তাহারে আমি করিমু স্মরণ॥
তপস্বী-সন্ন্যাসী-জ্ঞানী যোগী যে যে জন।
সংহারিব যদি সব না করে কীর্ত্তন॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩।৩৯৯-৪০১)

বিষয়ের স্বভাব কি?

তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা-অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায়, যাতে হয় ভব-বন্ধ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬।১৯৯)

কৃষ্ণ কিসে বশ হন?

জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ-বশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক—কৃষ্ণপ্রেম রস॥

(চৈঃ চঃ আদি ১৭।৭৫)

শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব

"শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ" পত্রের গত আশ্বিন মাসের সংখ্যায় "শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া ভজন" প্রাপ্তপত্র শীর্ষক প্রবন্ধে 'গৌরগোবিন্দ দাস' নামক জনৈক অজ্ঞাত-নামা ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়ের সিদ্ধান্ত বুঝিতে অসমর্থ হইয়া 'গৌর-নাগরী' মতবাদ স্থাপন কল্পে, যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ যে সকল যুক্তিকে তিনি অখণ্ডনীয় ও দুর্ভেদ্য ভাবিয়া মনে মনে উল্লসিত হইয়াছেন, সেই সকল যুক্তির নিরর্থকতা ও এক একটী করিয়া শাস্ত্রযুক্তিমূলে খণ্ডন নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে—

প্রবন্ধলেখক লিখিয়াছেন,—"শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গকে 'গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি বলে'—এইরূপ বলিয়াছেন এবং তাহা তাঁহার ভাবানুযায়ী উপযুক্তই হইয়াছে। কিন্তু তিনি শ্রীগৌরকৃষ্ণের মাধুর্য্যমার্গের সাধকের ভাবে কোন বাধাও দেন নাই, উপরন্তু তাঁহাদের ভাবের আনুকূল্যেই বলিয়াছেন, 'যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাঁহার', অতএব শাস্ত্র-প্রমাণে গৌর-নাগরবাদ প্রতিষ্ঠিতই হইতেছে।"

প্রবন্ধলেখক 'নাগরী'মতবাদের ভোগপর চশমা লইয়া ঠাকুর বৃন্দাবনের ভাষার সর্ব্বদিক্ দেখিতে পান নাই। ঠাকুর বৃন্দাবনকে তাঁহার মনগড়া ছাঁচে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। প্রবন্ধলেখকের নিম্নলিখিত কথাগুলি লক্ষ্য করা উচিত ছিল—

"স্ত্রী হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে॥"

ঠাকুর বৃন্দাবন প্রবন্ধলেখক মহাশয়ের কথানুসারে ঐশ্বর্য্যমার্গের উপাসক হইলেও, তিনি "এই অবতারে" শব্দের দ্বারা এবং "বিদিত সংসারে" শব্দের দ্বারা কেবল মাত্র তাঁহার ভাবানুরূপ উপাস্য গৌরসুন্দরকেই লক্ষ্য করেন নাই, পরন্তু তিনি প্রতিপাদন করিতেছেন যে, কৃষ্ণ-অবতারে গৌরসুন্দর 'নাগর'রূপে কথিত হইলেও গৌর-অবতারে নাগরের নামগন্ধও তাঁহাতে আরোপিত হইতে পারে না। ইহা কেবল তাঁহার মত নহে, পরন্তু সংসারে অর্থাৎ সমগ্র জগতে ইহা অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া স্বীকৃত। "যত মহামহিম সকলে" এই বাক্যের দ্বারা তিনি কেবল তাঁহার ব্যক্তিগত ভাবকে লক্ষ্য করেন নাই, পরন্তু জগতে যত মহামহিম ব্যক্তি, তাঁহারা কেহই 'গৌরাঙ্গনাগর'—এরূপ স্তব বলিয়া সিদ্ধান্ত-বিরোধ এবং রসাভাস-দোষ আনয়ন পূর্ব্বক গৌরাঙ্গের বিরোধাচরণ করেন না—ইহাই তাঁহার সুস্পষ্ট উজ্জ্বলভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। যদি কেহ মনে করেন যে, তাহা হইলে ত' স্বতন্ত্র সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের স্বতন্ত্রেচ্ছা ও সর্ব্ব-শক্তিমত্তা খর্ব্ব হয়, সেই জন্যই তিনি বলিতেছেন,—'যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে'। এই বাক্যের দ্বারা 'গৌর-নাগরী'বাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক্, গৌরনাগরীর স্বেচ্ছাচারিতারূপ ইন্দ্রিয়-তর্পণ সমূলে খণ্ডিত হইতেছে অর্থাৎ ঠাকুর বৃন্দাবন বলিতেছেন, স্বতন্ত্র ভগবানের 'স্বেচ্ছাচারিতা' থাকিতে পারে, কিন্তু খণ্ড-জীবের বা খণ্ডতত্ত্বের 'স্বেচ্ছাচারিতা' থাকিতে পারে না। স্বেচ্ছাচারিতা'রই অপর নাম 'ইন্দ্রিয়-তর্পণ' বা শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় 'আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা তার নাম কাম'। গৌরসুন্দর আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী, জীব-শিক্ষা-কল্পে জগতে অবতীর্ণ। গৌরসুন্দর কৃষ্ণ হইয়া শ্রীমতীর ভাব ও চেষ্টা লইয়া জগতে অবতীর্ণ অর্থাৎ তিনি আস্বাদকের ভাব ও চেষ্টা গ্রহণ করেন নাই, তিনি আস্বাদ্যের ভাব ও চেষ্টাই গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ গৌরসুন্দরকে যদি কোনও ব্যক্তি জোর করিয়া (তিনি যাহা চান না) তাঁহার ভাব ও চেষ্টার প্রতিকূলে অতিমাত্র স্বেচ্ছাচারিতাকেই 'ভক্তি' বলিয়া দেখাইতে যায়, তাহা হইলে ঐরূপ ব্যক্তিকে গৌরসুন্দর 'স্বেচ্ছাচারি-কামুক' জ্ঞানে নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করেন। শ্রীলমাধবেন্দ্রপুরীপাদ যখন প্রেম-ভরে 'অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ' শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে ক্রন্দন করিতেন, তখন রামচন্দ্রপুরী তাঁহার নিকট গিয়া বলিয়াছিলেন, 'প্রভো! আপনি যখন আমার গুরুদেব, তখন আপনি ত' সাক্ষাৎ 'ব্রহ্ম', আপনি কেন আবার এইরূপ ক্রন্দনাদি করিতেছেন অর্থাৎ আপনি আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণ করুন)। এইরূপ ছল গুরুভক্তি-প্রদর্শনকারী রামচন্দ্র-পুরীকে 'গুরুদ্বেষী' জ্ঞানে মাধবেন্দ্রপুরী বর্জ্জন করিয়াছিলেন। 'গৌরনাগরী'গণও যদি সেইরূপ গৌরসুন্দরের ভাব ও চেষ্টা, গৌরাবতারের বৈশিষ্ট্যের প্রতিকূলে তাঁহাদের স্বেচ্ছা-

চারিতাকেই 'গৌরভক্তি' মনে করিয়া গৌরকে 'নাগর' সাজাইতে চান, সমস্ত সংসারের মহামহিমগণের আচরণের বিরুদ্ধে স্বমত কল্পনা করিতে চান, তাহা হইলে সেইরূপ চেষ্টাকে কখনই গৌর ও গৌরভক্তগণ প্রশ্রয় দিবেন না। স্বতন্ত্র ভগবানের স্বেচ্ছাচারিতা থাকিলেও—'তথাপি ত স্বভাব সে গায় বুধ-জনে'। তত্ত্ববিৎ পুরুষগণ ভগবানের প্রকট-লীলানুযায়ী ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলার কীর্ত্তন বা সেবা করিয়া থাকেন। অতএব প্রমাণিত হইল যে, শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন কেবল তাঁহার নিজের কথা নয়, সমস্ত মহামহিম অর্থাৎ ভজন পরায়ণগণের উদাহরণ উল্লেখ করিয়া সর্ব্বতোভাবে 'গৌরনাগরী'বাদকে খণ্ডন করিয়াছেন।

আর যদি প্রবন্ধ-লেখকের কথানুসারে "মাধুর্য্যমার্গের সাধকের" 'গৌরনাগরী'বাদ অভীপ্সিত লক্ষ্য হইত, তাহা হইলে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু, ষড়্‌গোস্বামিগণ তাঁহাদের কোন না কোন গ্রন্থে 'গৌরনাগরী'বাদের ইঙ্গিত বা তাহা সমর্থন করিতেন। সর্ব্বজ্ঞ-ব্যাস এই জন্যই 'গৌর নাগরী' মতবাদকে 'দুষ্ট মতবাদ' বলিয়া খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীতোতারাম দাস বাবাজী মহাশয় যে, তাঁহার দোহার মধ্যে 'গৌর নাগরী'বাদ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ বিষয়ে কোনও বাধা নাই। ইহা "তাঁহার ব্যক্তিগত ভাবব্যঞ্জক" কথা মাত্র নহে। প্রবন্ধলেখক মহাশয় লিখিয়াছেন, মহাজনের 'ব্যক্তিগত ভাবকে' শাস্ত্রাজ্ঞা বলা উচিত নহে। এরূপ কথা অভিনব কথা বটে। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলেন,—

"সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য হৃদয়ে করিয়া ঐক্য,
সতত ভাসিব প্রেম-মাঝে।"

সাধু-বাক্য, শাস্ত্র-বাক্য ও গুরু-বাক্য—একটীই জিনিষ। সাধু কখনও অশাস্ত্রীয়, অশ্রৌত কথা বলেন না; সুতরাং তাঁহার বাক্যই শাস্ত্রাজ্ঞা।

"আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ"

সাধুগণের যে উপদেশ, তাহাই শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি।

"সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ"

বেদের প্রমাণ যেমন স্বতন্ত্র, সাধুগণের প্রতিজ্ঞা-বাক্যও তেমনই স্বতন্ত্র-প্রমাণ; তজ্জন্যই তাঁহাদের বাক্য অনাদিকাল হইতে শাস্ত্রের ন্যায় সম্মানিত হইয়া আসিতেছে। মনঃশিক্ষাচ্ছলে "দুঃসঙ্গবর্জ্জনাদি" করিবার আদেশ, কখনও মহাজনের "ব্যক্তিগত ভাব" নহে—উহা নিখিল জীবের প্রতি অমানি-মানদ-মহাজনের কৃপাদেশ;—মহাজনগণ আমাদের ন্যায় বিমুখ-জীবের নিকট ঐরূপ কৌশলেও সত্য কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যে সকল মহাজন শ্রৌতবাক্য কীর্ত্তন করেন না, তাঁহারা 'মহাজন' বা 'সাধু' নামে অভিহিত নহেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

তা'তে ছয়দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি।
মহাজন যেই কহে, সেই 'সত্য' মানি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু সেই তত্ত্ব সার॥

চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।৫৫,৫৭

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুচর গোস্বামিগণই মহাজন। তাঁহারা যে 'গৌরনাগরী'-বাদের সমর্থন করেন নাই, শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস যে 'গৌরনাগরী'-বাদের সমর্থন করেন নাই, সেইরূপ 'গৌরনাগরী'বাদ 'অন্য অন্য শত মহাজন' কেন, বহির্ম্মুখ বা তত্তন্মতবাদিব্যক্তিগণের নিকট 'মহাজন' নামে পরিচিত কোটি কোটি ব্যক্তিও যদি সমর্থন করেন (ইন্দ্রিয়-তর্পণেরই "পোষকতা" করেন), তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর ভাষায় ব্যক্ত হইবে,—

"আর যত মত—সেই সব ছারখার"।

আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ 'মহাজন' খাড়া করিয়াছেন। ব্যভিচারী লম্পটগণও তাহাদের মহাজনের দোহাই দিয়া থাকেন। চোরেরও মহাজন আছে, নিষয়ীরও মহাজন আছে, আবার কৃষ্ণাপরাধী মায়াবাদিগণেরও মহাজন আছে। অতএব সেই সকল সাজান, মহাজন তাঁহাদের মহাজনত্ব দূরে রাখিয়া সপরিকরে বিপ্রলম্ভাবতার গৌরসুন্দর ও বিপ্রলম্ভের পরিপোষ্টা গৌরভক্তগণের আনুগত্যে কৃষ্ণান্বেষণ করিলেই মঙ্গল-লাভ করিতে পারিবেন।

প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন—"শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু, বিপ্র-লম্ভ-রস-বিগ্রহ এবং ভক্তাবতার হইলেও, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং বিরুদ্ধ-ধর্ম্মপ্রিয়-বিষয়ে, স্বীয় গৌরবিগ্রহে কৃষ্ণাভিমান-বশতঃ সম্ভোগবিগ্রহরূপে কোন কোন অন্তরঙ্গ ভক্তকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন,

তাহার প্রমাণ শ্রীচৈতন্যভাগবতের বহুস্থলেই পাওয়া যায়।" প্রবন্ধ-লেখক 'গৌরনাগরী'মতবাদকে ছলেবলে স্থাপন করতঃ কল্পনা ও নিরর্থক-যুক্তি যতই পোষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ততই তাঁহার জালে তিনি কিরূপে যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। রাধা-কৃষ্ণমিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ, এ বিষয়ে কাহারও আপত্তি নাই। শ্রীস্বরূপগোস্বামি প্রভৃতি তাঁহাকে 'রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ' বলিয়াই নমস্কার করিয়াছেন; কিন্তু তিনি গৌরলীলার বৈশিষ্ট্য এবং সেই বিশিষ্টতার নিত্যত্ব উড়াইয়া দিয়া গৌরলীলাকে অনিত্য ব্যাপার বলিয়া সাব্যস্ত করেন নাই। বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরকে সম্ভোগবিগ্রহরূপে স্থাপন করিবার চেষ্টা দেখাইলে, তিনি আর 'গৌর' থাকিলেন না এবং গৌরলীলার নিত্যত্বও রক্ষিত হইল না। সম্ভোগবিগ্রহ বলিবামাত্রই 'গোপবধূটীবিট' কৃষ্ণ লক্ষিত হইল; তখন তাঁহাকে আর 'গৌর' বলা চলে না। বিপ্রলম্ভবিগ্রহ গৌরের ঘাড়ে কল্পনার বশে সম্ভোগবিগ্রহত্ব চাপাইয়া দিলে গৌরলীলাকে অনিত্য বলিয়াই স্থাপন করা হয়। 'গৌরনাগরী'দলের চেষ্টা গৌর-লীলাকে অনিত্য সাব্যস্ত করা বা মায়াবাদীর চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিবর্ত্তবাদিগণ যেরূপ তাঁহাদের বিবক্ষ করিতে পারেন না, অপরাধ নিবন্ধন গৌরকে 'নাগর' সাজাইবার প্রয়াসি-ব্যক্তিগণও সেইরূপ এই সত্য-কথাটি ধরিতে পারেন না। যদি কাহারও ভগবানকে মাধুর্য্যরসের বিষয় করিয়া সেবা করিবার যথার্থ লোভ্য উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মাধুর্য্যবিগ্রহ কৃষ্ণ কি মাধুর্য্যরসের বিষয়কল আলম্বনের পক্ষে যথেষ্ট নহেন? কল্পনাবশে নিজ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য 'শ্রীসন্ন্যাসিশিরোমণি' (চৈতন্য মঙ্গল) গৌর-সুন্দরকে 'ব্যভিচারী' 'লম্পট' করিবার প্রয়াস, "দ্বিজবর"কে (চৈতন্যভাগবত) গোপপুত্র করিবার চেষ্টা বা অপর কেহ যদি গৌরনাগরীর আদর্শে 'যেহেতু মহাপ্রভু কৃষ্ণ, সেই হেতু তাঁহার দ্বারা রথ-চালকের কাজ করাইয়া লওয়া যাক'—এইরূপ বলেন; কেহ বা যদি বলেন,—'মহাপ্রভু যখন কৃষ্ণ, তখন তাঁহাকে গোচারণে গোপালক করিয়া পাঠান যা'ক ইত্যাদি', তাহা হইলে কি ঐরূপ মনগড়া কাল্পনিক-চেষ্টা কল্পনাকারিগণের ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা এবং নিত্যধামের নিত্য বাস্তব লীলায় বিশ্বাস-রাহিত্যই প্রমাণ করিয়া দিবে না? গৌরের হাতে কখন গোচারণের জন্য যষ্টি দিতে হইবে না, রথ চালাইবার জন্য চাবুক দিতে হইবে না, বাঁশী দিতে হইবে না, দ্বিজবরকে গোয়ালার ছেলে করিতে হইবে না, আচার্য্যলীলাভিনয়কারী সন্ন্যাসিশিরোমণিকে জোর করিয়া স্ত্রী-দর্শন করাইবার চেষ্টা করিতে হইবে না, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ লীলার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার চেষ্টাই দেখান' হইবে।

শ্রীগৌরসুন্দর শুদ্ধভক্তগণের আত্মবৃত্তিবলে নিত্যসিদ্ধস্বরূপের ভাবানুযায়ী তদ্ধামের নিত্য-উপাস্য-বিগ্রহ 'রাম', 'নৃসিংহ', 'বরাহ' কিম্বা বলরামে দর্শন দান করিতে পারেন, ইহা কিছু আপত্তির বিষয় নহে; কিন্তু শ্রীমতীর ভাব ও চেষ্টাবিশিষ্ট স্বতন্ত্রসুন্দরকান্তি গৌরসুন্দরের হাতে বাঁশী দিয়া তাঁহাকে জোর করিয়া 'লম্পট' সাজান' আর একটী স্বতন্ত্র-বিষয়। একটীতে স্বতন্ত্র ভগবান নিজভক্তের নিত্যসিদ্ধ ভাবানুযায়ী স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই নিত্যস্বরূপ-বিগ্রহ প্রকট করিয়া ভক্তবৎসল-বিগ্রহে ভক্তকে দর্শন প্রদান করেন, আর একটীতে অনিত্য-বদ্ধ-জীব কল্পনা ও আরোপ-চেষ্টা লইয়া ভগবানের নিত্য স্বরূপবিগ্রহকে বিকৃত করিবার জন্য নিজের খেয়ালকেই বহুমানন করেন। প্রথমটী 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা' বলিয়া 'ভক্তি' বা 'প্রেম', দ্বিতীয়টী 'আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা' বলিয়া 'কাম'। মুরারিগুপ্ত গৌর-সুন্দরকে তাঁহার নিত্যসিদ্ধ ভাবানুযায়ী নবদূর্ব্বাদলকান্তি রামচন্দ্ররূপেই দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাভাব-স্বরূপিণী তপ্তকাঞ্চনবর্ণা বার্ষভানবীর ভাবকান্তিবিশিষ্ট গৌরাঙ্গের হস্তে বংশী প্রদান করিতে পারেন নাই।

কাঞ্চনকান্তি গৌরাঙ্গ মাধুর্য্য-রসের বিষয় হইতে পারে না। একমাত্র বিপ্রলম্ভলীলার পরম গোপীগণই শৃঙ্গার-রসের পরিপূর্ণ বিষয়রূপ আলম্বন। শ্রীগৌরসুন্দর কাঞ্চনপঞ্চালিকার কান্তি ও চেষ্টা লইয়া অবতীর্ণ। সুতরাং ইন্দ্রিয়তর্পণার্থ কেবলমাত্র তাঁহার 'কান্তিটা' স্বীকার করিব, কিন্তু তাঁহার অন্তর-চেষ্টা বা ভাব—যাহা তাঁহার বাহ্যাঙ্গকেও সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত করিয়াছেন, সেই বিপ্রলম্ভ-চেষ্টাকে 'খারিজ' করিয়া সেইস্থানে কল্পনাবশে কৃষ্ণের সম্ভোগময়ী-চেষ্টা জোর করিয়া স্থাপন করিব—এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি গৌররূপ, গৌরনাম ও গৌরলীলার প্রতি বিদ্বেষমাত্র। গৌরই কৃষ্ণস্বরূপে

সম্ভোগরসে 'নাগর', বা 'বিষয়বিগ্রহ'; তখন আর তাঁহাকে 'গৌর' বলা যায় না, তিনি তখন গোপেন্দ্রনন্দন, তিনি তখন নন্দকুলচন্দ্রমা, তিনি তখন গোপীকুলদবন্ধু; আবার কৃষ্ণই গৌরস্বরূপে বিপ্রলম্ভরসে আশ্রয়বিগ্রহ-শ্রীরাধা-ভাবকান্তিময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তিনি তখন 'নাগর' হইতে পারেন না, তিনি কৃষ্ণান্বেষণ শিক্ষাপ্রদাতা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়ের চেষ্টাবিশিষ্ট, লোকশিক্ষক, সন্ন্যাসিশিরোমণি, দ্বিজবর, আচার্য্যলীলাভিনয়কারী। রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অন্তর্দ্ধান করিলে গোপীগণ তদন্বেষণে প্রবৃত্তা হইলেন। অন্বেষণ করিতে করিতে কোনও এক কুঞ্জে কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। কৃষ্ণ নিজকে গোপন করিতে না পারিয়া তাঁহাদের নিকট 'নারায়ণ'রূপে দর্শন করিয়াছিলেন;—(এইস্থলে 'নারায়ণ' কিন্তু কৃষ্ণের বৈলাসমূর্ত্তি পরব্যোমনাথ আত্মগোপনার্থ গোপীদের নিকট নারায়ণরূপ প্রকট নহেন, স্বয়ং কৃষ্ণই করিলেন মাত্র। কিন্তু তথাপি কৃষ্ণকে নারায়ণরূপে দর্শন করিয়া গোপীগণ সেই রূপকে সম্ভোগবিষয়-বিগ্রহ বলিয়া বরণ করিলেন না। আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুদীর্ঘ বিপ্রলম্ভের পর শ্রীমতী রাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়াও বলিয়াছিলেন,—"সেই তুমি, সেই আমি, সে নবসঙ্গম॥ তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন-চরণ॥"—এই সকল প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, গৌরসুন্দর কৃষ্ণস্বরূপ হইলেও, শ্রীমতীর ভাব ও চেষ্টাবিশিষ্ট-কৃষ্ণস্বরূপের প্রতি সম্ভোগবিগ্রহ আশ্রয়োচিত রাধারমণের ভাব ও চেষ্টার অবৈধ-আরোপ হইতে পারে না। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলে ঐরূপ আরোপের দ্বারা রসাভাসদোষ, তত্ত্ববিরোধ ও নানাবিধ অপরাধের সৃষ্টি হইবে।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পতিরূপে গার্হস্থ্যলীলাভিনয়কারী গৌরসুন্দর ভক্তগণকে ঐশ্বর্য্যস্বরূপেই দর্শন-দান করিয়াছেন। নারায়ণরূপ, রাম-নৃসিংহ বামনাদিরূপেই তিনি তত্তৎস্বরূপের উপাসকগণের নিকট আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই শ্রীচৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয়।

গৌরাঙ্গচরণারবিন্দভৃঙ্গ শ্রীনরহরিসরকার ঠাকুরের 'ভজনামৃত' গ্রন্থই প্রসিদ্ধ; তাহাতে তিনি যেরূপ বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্টপ্রচারের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে পরবর্ত্তিকালের তন্নামে রচিত বা প্রক্ষিপ্ত শ্লোকাদিময় নানাবিধ জাল পুস্তিকা কখনই শ্রীল নরহরি ঠাকুরের অভিমত প্রকাশ করিবে না। বর্ত্তমানে যেমন চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির 'পদ' বলিয়া দোহাই দিয়া সহজিয়া-দলের কামানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, তদ্রূপ নরহরি সরকার, শ্রীল কবিরাজগোস্বামী প্রভৃতি মহাজনগণের দোহাই দিয়াও নানাপ্রকার গৌরবিরোধিমতবাদকে শুদ্ধ চিন্তাস্রোতের দলগণের ইতিহাসে 'মহাজনানুমোদিত ভজন' বলিয়া প্রচলিত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

প্রবন্ধলেখক শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতগ্রন্থের ১৩১ সংখ্যক শ্লোক হইতে যে 'গৌরনাগরবর' শব্দটী খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহার কারণ এক একটী করিয়া দেখাইতেছি—

কোনও পদের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে গ্রন্থকারের হৃদগতভাব পর্য্যালোচনা করা বিশেষ আবশ্যক। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভৃতি বেদান্তাচার্য্যগণও এই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন। 'গৌরনাগরী'বাদ যে সরস্বতীপাদের অভিপ্রেত নহে, তাহা তাঁহার লেখনী হইতেই স্পষ্ট জানা যায়। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত লেখক শ্রীল প্রবোধানন্দসরস্বতীপাদ তদীয় "রাধারসসুধানিধি" গ্রন্থে নিজের মনের ভাব এইরূপভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

ধ্যায়ংস্তং শিখিপিচ্ছমৌলিমনিশং তন্নাম-সংকীর্ত্তয়ন্
নিত্যং তচ্চরণাম্বুজং পরিচরন্ তন্মন্ত্রবর্য্যং জপন্।
শ্রীরাধাপদদাস্যমেব **পরমাভীষ্টং** হৃদা ধারয়ন্
কর্হি স্যাং তদনুগ্রহেণ পরমাদ্ভুতানুরাগোৎসবঃ॥

"শ্রীরাধাপদদাস্যই আমার একমাত্র পরমাভীষ্ট—ইহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া অর্থাৎ শিখিপিচ্ছমৌলি শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর ধ্যান করিতে করিতে, তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে, তৎপরিচর্য্যা ও তন্মন্ত্ররাজ জপ করিতে করিতে তাঁহার অনুগ্রহে পরম অদ্ভুত অনুরাগোৎসব কবে লাভ করিব?"—এই বাক্যে গ্রন্থকারের 'পরমাভীষ্ট' যে, 'রাধাদাস্য'—তাহা স্পষ্টরূপেই তাঁহারই লেখনী হইতে জানা যাইতেছে। গ্রন্থকার তাঁহার নিজরচিত অন্যান্য গ্রন্থেও নিজ মনোভাব এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা নবদ্বীপ-শতক ২৮সংখ্যায়—

নবদ্বীপৈকাংশে কৃতনিবসতিঃ শান্তহৃদয়ঃ
শচীসূনোর্ভাবোত্থিত যুগললীলা ব্রজবনে।

ধ্যায়ন্ যামে যামে স্বসমুচিতসেবা-সুখময়ঃ
কদা বৃন্দারণ্যং সকলমপি পশ্যেদ্ভুত রসম ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ :—

"কবে আমি নবদ্বীপে করিয়া বসতি।
শান্ত মনে পাব গৌরভাবোদিত মতি ॥
ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণ সেবা-ধ্যান করি'।
ভজিব ব্রজের রস অদ্ভুত মাধুরী ॥"

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতগ্রন্থেও (৮৮সংখ্যায়) চৈতন্যভক্তির 'ফল' নির্দ্দেশ করিয়া 'গৌর-নাগরী'বাদ সমূলে খণ্ডন পূর্ব্বক লিখিয়াছেন,—

"যথা যথা গৌর-পদারবিন্দে
বিন্দেত ভক্তিং কৃতপুণ্যরাশিঃ।
তথা তথোৎসর্পতি হৃদ্যকস্মা-
দ্রাধাপদাম্ভোজসুধাম্বুরাশিঃ ॥"

অর্থাৎ যত সুকৃতিসম্পন্নব্যক্তি শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে যাদৃশী ভক্তিলাভ করেন, অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয়ে শ্রীশ্রীরাধা-পাদপদ্মের প্রেমরূপ সুধাসমুদ্রও তাদৃশভাবে উদ্গত হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত 'উপক্রম', 'উপসংহার', 'অভ্যাস', 'অপূর্ব্বতা-ফল', 'অর্থবাদ' ও 'উপপত্তি'—এই ছয়টীই শাস্ত্রতাৎপর্য্য-জ্ঞানের লিঙ্গস্বরূপ। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত বা তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ এই ষড়্বিধ লিঙ্গদ্বারা বিচার করিলে 'রাধাদাস্য'ই যে গৌর ভজনের 'ফল' (অর্থাৎ গ্রন্থকর্ত্তার সিদ্ধান্ত), তাহা প্রকৃষ্টরূপে অবগত হওয়া যায়। অধিক কি, প্রবন্ধ-লেখক শ্রীগৌরসুন্দরের বেষ-রচনামাধুর্য্যদ্যোতক চৈতন্য-চন্দ্রামৃতের ১৩২ সংখ্যক শ্লোকে যে 'গৌরনাগরবর' শব্দটী পাইয়াছেন, তাহার পূর্ব্ব ও পর-শ্লোক (১৩০ ও ১৩৪ সংখ্যা) পাঠ করিবামাত্রই শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের হৃদ্গতভাব এবং ১৩২ সংখ্যক শ্লোকে 'গৌরনাগরবর' শব্দটী ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্য স্পষ্টই উপলব্ধি হয়।

বচনগত-বিরোধ-সমাধান-সম্বন্ধে মীমাংসা-দর্শনকার বলিয়াছেন,—"অর্থ-বিপ্রকর্ষ হেতু "শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যার সমবায়স্থলে যথাক্রমে পরপর প্রমাণের দুর্ব্বলতা বুঝিতে হইবে। শ্রুতি-লিঙ্গ বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ" (মীমাংসাদর্শন ৩।৩।১৪)। গৌরভজনের একমাত্র 'ফল' যখন, একমাত্র 'রাধাদাস্য' (ইহা গ্রন্থকার তাঁহার রচিত সমস্ত গ্রন্থেই পুনঃপুনঃ প্রতিপাদন করিয়াছেন; উহাই ষড়্-বিধ লিঙ্গদ্বারা গ্রন্থ-তাৎপর্য্যরূপে প্রমাণিত), তখন 'গৌরনাগরবর' শব্দের উদ্দিষ্ট কখনই 'গৌরনাগরী'বাদ নহে; কারণ তদ্বিপরীত সিদ্ধান্ত করিলে 'প্রকরণ-বাধা' অর্থাৎ গ্রন্থকারের পরমাভীষ্টের বিরোধ পরিলক্ষিত হইবে। যেস্থানে 'বাক্য' গৌরদাস্যের ফল-স্বরূপ 'রাধাদাস্যই' পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদন করিতেছেন, সেইস্থানে 'বাক্য'কে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র 'প্রকরণ'লইয়া বিচার করিলে, 'প্রকরণ-বাধা'রূপ দোষ আসিয়া উপস্থিত হইবে অর্থাৎ প্রকরণ হইতে বাক্যই প্রবল এবং বাক্য হইতে প্রকরণ দুর্ব্বল, অত-এব 'বাক্য' বা প্রবল প্রমাণ ত্যাগ করিয়া কখনও তদপেক্ষা দুর্ব্বলপ্রমাণদ্বারা গ্রন্থকর্ত্তার মনোভীষ্ট-সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইতে পারে না। বিপ্রলম্ভরসপোষ্টা অতএব শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ কখনও 'গৌরনাগরী'বাদের সমর্থন করেন নাই—ইহাই শাস্ত্রযুক্তিমুখে সিদ্ধান্তিত হইল। যদি তথাপি অন্যায়রূপে পূর্ব্বপক্ষ করা হয় যে, 'গৌরনাগরী'বাদই প্রবোধানন্দপাদের উদ্দিষ্ট বিষয় অর্থাৎ গ্রন্থকর্ত্তার বাক্যের 'প্রয়োজন', তাহা হইলেও 'প্রয়োজন'টী কেবল গ্রন্থের এক-দেশে একটী শব্দমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকিতে পারে না। চৈতন্যচন্দ্রামৃত বিচার করিলে দেখা যায়, তাহার উপক্রম বা উপসংহারে কোথায়ও 'গৌরনাগরী'বাদ (পূর্ব্ব পক্ষ-কর্ত্তার মনগড়া প্রয়োজনটী) আদৌ নাই। প্রয়ো-জনটী নিশ্চয়ই গ্রন্থের উপক্রম ও উপসংহারে এবং গ্রন্থমধ্যে পুনঃপুনঃ বর্ণনা-স্থলে অর্থাৎ অভ্যাসদ্বারা স্থাপিত হইবে এবং তৎসম্বন্ধে অর্থবাদাদিও থাকিবে। কিন্তু 'গৌরনাগরী'বাদ সম্বন্ধে সেরূপ কোনও লক্ষণ উক্ত গ্রন্থমধ্যে কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। যেমন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'আউল', 'বাউল, 'সহজ' প্রভৃতি শব্দ দুই একটা স্থানে অন্য অর্থে প্রযুক্ত হইলেও কতিপয় শুদ্ধভক্তিবিরোধী মতবাদিব্যক্তি সেই দুই একটী শব্দ সংগ্রহ করিয়াই তাহাদের মতবাদ জগতে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা গৌরবিরোধ করিতেছেন, তদ্রূপ যদি একটী স্থানে "গৌরনাগরবর" শব্দটী, (যাহা গ্রন্থকর্ত্তা অন্য উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন)" দেখিয়াই কেহ মনে করেন, প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদও

আমাদের ইন্দ্রিয়যজ্ঞের একজন আহুতিপ্রদাতা, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বঞ্চিত ও অপরাধী।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর লিখিত 'জৈবধর্ম্ম' গ্রন্থের ১৩৬ পৃষ্ঠায় "কুলিয়া নিবাসিনী 'গৌরনাগরী'গণ" এইরূপ পাঠের বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধলেখক যে কুতর্ক উঠাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত-সরিতের একবিন্দু তুষ্টরূপে গৃহীত হইলে তাঁহার সেই কুতর্কানল চিরনির্ব্বাপিত হইবে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাক্যের সম্বন্ধেও ঐরূপই সিদ্ধান্ত জানিতে হইবে। "কুলিয়া নিবাসিনী 'গৌরনাগরী'গণ" বলিতে সেই স্থানে গৌরনগর সম্বন্ধিনী মাতৃগণের কথাই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে কখনও 'গৌর-নাগরী' বাদ সমর্থন করেন নাই, তাহা আমরা তাঁহারই লেখনী হইতে দেখাইতেছি—তিনি ১২শ বর্ষ শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকায় 'গৌরকৃষ্ণ অভেদ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"শ্রীগৌরাঙ্গ কে ? যে 'গৌর', সেই 'কৃষ্ণ'—'কৃষ্ণ' স্বয়ং 'গৌর' হইয়া নিজে কৃষ্ণ-রস আস্বাদন করতঃ জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণশূন্য গৌর-উপাসনা একটী নতন-প্রথা হয়, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গের অনুমোদিত নহে। দেখুন, শ্রীগৌরাঙ্গের পরিকরগণ কিরূপ উপাসনা করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রাণের স্বরূপ জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনের দ্বারা গৌরাঙ্গকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের উপাসনাতত্ত্ব বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের আর কোনও সন্দেহ হয় না। সমস্ত গোস্বামিগণের উপদেশ অবজ্ঞাপূর্ব্বক যাহারা কেবল গৌরবাদী হইবেন, তাঁহাদের একটী নূতন পন্থা হইল বলিতে হইবে।"

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের ন্যায় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তদীয় সজ্জনতোষণী পত্রিকায় গৌরভজনের 'ফল' এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"* * কেবল গৌরভজনের দ্বারা পরে গৌরাঙ্গের কৃপায় তাঁহাদেরও কৃষ্ণভজন দৃঢ় হইবে, ইহাই 'ফল' বলিয়া বোধ হয়।"

"শ্রীশ্রীমদ্গৌরাঙ্গলীলা-স্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্রম" গ্রন্থে ১০২ সংখ্যক শ্লোকে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পুনরায় লিখিয়াছেন—

"ভক্তা যে বৈ সকল সময়ে গৌরগাথামিমাং নো
গায়ন্ত্যচ্চৈর্বিগলিতহৃদো গৌরতীর্থে বিশেষাৎ।
তেষাং তূর্ণং দ্বিজকুলমণিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ
প্রেমাবেশং যুগলভজনে যচ্ছতি প্রাণবন্ধুঃ॥"

সজ্জনতোষণী পত্রিকায় "গৌরবিরুদাবলী" নামক অপর কোনও ব্যক্তির রচিত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়াই যে, 'মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে'—এরূপ যুক্তি নিতান্ত বালভাষিতা। অনেক সময়ে অনেক প্রবন্ধ সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইতে পারে, তাহার প্রত্যেকটীই যে সম্পাদকীয় মত প্রকাশ করিবে, ইহা অনুমান করা উচিত নহে। আমরা কখনও শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকায় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ও তাঁহার উপদেশ এবং সিদ্ধান্ত-গ্রহণে যথার্থ সমর্থ-ব্যক্তিগণের লিখিত প্রবন্ধ ছাড়া অন্য প্রবন্ধ পাঠ করি না। 'গৌরবিরুদাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থে নানাপ্রকার অসংমত দেখিতে পাওয়া যায়। 'মায়াবাদ' আদি অপসিদ্ধান্তেরও আভাস তাহাতে স্থান পাইয়াছে। ঐরূপ গ্রন্থ-প্রচার কিছু শুদ্ধ-বৈষ্ণব-পত্রিকার উদ্দেশ্য নহে, পরন্তু ঐরূপ গ্রন্থের অপসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া তত্তৎ অপসিদ্ধান্ত খণ্ডনই ঐসকল গ্রন্থপ্রচারের উদ্দেশ্য। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'গৌরবিরুদাবলী' প্রভৃতির ন্যায় শতশত গ্রন্থের অপসিদ্ধান্তগুলিকেই তাঁহার লেখনীর সর্ব্বত্র এবং তাঁহার সজ্জনতোষণী পত্রিকার সর্ব্বত্র খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কখনও উক্ত গ্রন্থের প্রতিপাদিত বিষয় অনুমোদন করেন না। হরিসেবার অনুকূল বিচারে গৌড়ীয়ের বাক্সে বিজ্ঞাপনগুলি যেরূপ গৌড়ীয়ের সিদ্ধান্তজ্ঞাপক নহে, পরন্তু তাহা যেমন জগৎকে গৌড়ীয়পত্রের সুসঙ্গ প্রদানেরই গৌণ-সহায়, সেইরূপ উদ্দেশ্য গৌরবিরুদাবলী সম্বন্ধেও জানিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের কোনও ব্রহ্মচারী বা সেবক কোনও দিন 'গৌরবিরুদাবলী' পাঠ করেন না। বরং তাহার কুসিদ্ধান্তকে সর্ব্বতোভাবে খণ্ডন করিয়া থাকেন। প্রবন্ধলেখক তাঁহার প্রবন্ধমধ্যে কতকগুলি অপ্রাসঙ্গিক কথার বৃথা অবতারণা করিয়াছেন। অপ্রাসঙ্গিকতা নবীন লেখকগণের বহুদোষের মধ্যে একটী বিশেষ দোষ। যাহা হউক, তিনি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি একটু স্থিরচিত্তে নিরপেক্ষভাবে শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিলে ঐরূপ শত শত বৃথা প্রশ্ন বা কুতর্কের হস্ত হইতে উদ্ধারলাভ করিতে পারিবেন, আশা করি। 'হরিভক্তি তরঙ্গিনী' গ্রন্থখানি কিছু ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের রচিত, প্রকাশিত বা সম্পাদিত গ্রন্থ নহে। সেই গ্রন্থের সকল বিষয়ে তাঁহার সমর্থন আছে—এরূপ কষ্টসাধ্য অনুমান করার আবশ্যকতা কি আছে,

আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তবে ঐ গ্রন্থের অধিকাংশ অংশ, যাহা শ্রীগোস্বামী আচার্য্যগণের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই সকল শ্লোকবাক্য মাত্র তাঁহার সমর্থন আছে। গ্রন্থপ্রকাশকর্ত্তা ভূমিকামধ্যে যে সকল কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া কেহই বুঝিতে বা অনুমানও করিতে পারেন না যে, ঐ গ্রন্থের প্রতিবর্ণ কি-প্রকারে গ্রন্থকর্ত্তা ব্যতীত কোনও ব্যক্তিবিশেষের অনুমোদিত! উক্ত গ্রন্থের ভূমিকালেখক বহুব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়া তৎসঙ্গে লিখিয়াছেন, "পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ও * * * * মুদ্রালিপি শোধনকল্পে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন।"—এই বাক্যদ্বারা কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে, গ্রন্থমধ্যস্থ যাবতীয় বিষয় একমাত্র তাঁহারই অনুমোদিত? তিনি হয়ত অনেক-অংশের মুদ্রালিপি শোধন করেনও নাই (কারণ তৎকার্য্যে অন্য ব্যক্তিরও নাম লিপিবদ্ধ আছে), বহুং অংশ তাঁহার সমর্থন ব্যতীতই মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। আর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরও সেই গ্রন্থের অনুমোদন সম্বন্ধে কোনও কথা ভূমিকায় নাই। কেবল এরূপ লিখিত আছে, 'বৈষ্ণবমাত্রেই অবগত আছেন যে কালের ভজনীয় প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম্মের বিমল প্রচার সময়ে এই ধর্ম্ম সংরক্ষণে ও প্রচারে * * শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ মহাশয় সর্ব্বাগ্রে যে যত্ন করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন, তাহা অতুলনীয়। নিরপেক্ষ বৈষ্ণবমণ্ডলী সকলেই তাঁহাদের নিকট বহু ঋণ-পাশে বদ্ধ। পার্থিব স্বার্থ পরিহার পূর্ব্বক ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ আজকাল বড়ই দুরূহ; কিন্তু এরূপ অপ্রিয়কার্য্য করিতে ইঁহাদের পরাঙ্মুখতা নাই, তজ্জন্য উদারাশয় কোবিদ-মাত্রেই প্রশংসা করিবেন।"—এরূপ উক্তি দেখিয়াই কি মনে করিতে হইবে যে, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উক্ত-গ্রন্থের সকল সিদ্ধান্ত বিষয়ে অনুমোদন করিয়াছিলেন? সেরূপ কথা ভূমিকার কোথায়ও নাই।

প্রবন্ধলেখক স্বধামগত বিপিনবিহারী গোস্বামীর সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে অন্যায়পূর্ব্বক যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তদ্রূপ বালভাষিত কথার আমরা তীব্র প্রতিবাদ করি। ঐরূপ অপ্রাসঙ্গিক কথা লিখিবার তাঁহার কোনও অধিকার নাই। তিনি কোনও ব্যক্তির সিদ্ধান্ত, মত বা ভ্রম-ধারণার বিষয়ে আলোচনা করিতে পারেন; কিন্তু মৃতব্যক্তির চরিত্র লইয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট আলোচনা করা কখনই তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। হয়ত কোনও ব্যক্তি অধিক পরিমাণে মাদকদ্রব্য সেবন করিতেন, হয়ত কোনও ব্যক্তির কোনও বিষয়ে অধিক লোভ ছিল, সেইরূপ কথা লইয়া তাঁহার সম্বন্ধে (বিশেষতঃ কোন মৃতব্যক্তির সম্বন্ধে) সাধারণে অযথা প্রচার করা কখনই উচিত নহে। বক্তৃতা বা কাগজের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে এরূপ কথা প্রচারিত হইলে, সেরূপ চেষ্টাকে বুদ্ধিমানব্যক্তিমাত্রেই ঘৃণা করিবেন। আশা করি, প্রবন্ধলেখক মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ হইতে এইরূপ কথা উঠাইয়া লইবেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কাহারও ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে কোনও কথা কখনও লোকসমাজে প্রচার করেন নাই বা করেন না। তবে তিনি শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম-বিরোধী অসৎমত-বাদের বা বৈষ্ণবতার নামে 'অসত্য', অসচ্চেষ্টা ও চরিত্র-হীনতা প্রভৃতির নিন্দামাত্র, প্রশ্রয় কোনও কালেই দেন না।

স্বধামগত বিপিনবিহারিগোস্বামী মহাশয় তাঁহার 'দশ-মূলরস' নামক পুস্তকে পরমপূজ্যপাদ গৌরপার্ষদ আচার্য্যবর্য্য জগদ্গুরু শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভুকে জাতিবুদ্ধিরূপ ভীষণ অপরাধ করিয়া যেসকল অপরাধময়ী কথা লিখিয়াছেন, তাহা কখনই কোন বৈষ্ণবাচার্য্য সহ্য করিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও তাহা সহ্য করেন নাই। আচার্য্য-বর্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পূর্ব্বাচার্য্যপ্রবর শ্রীল জীব-গোস্বামিপাদের ভক্তিসন্দর্ভের ২৩৮ সংখ্যার —"বৈষ্ণব-বিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য এব। 'গুরোরপ্যবলিপ্তস্যে'তি স্মরণাৎ। তস্য বৈষ্ণবভাব-রাহিত্যেন অবৈষ্ণবতয়া 'অবৈষ্ণবোপদিষ্টে-নে'তিবচনবিষয়ত্বাচ্চ। যথোক্তলক্ষণস্য শ্রীগুরোরবিদ্য-মানতায়াস্তু তস্যৈব মহাভাগবতস্যৈকস্য নিত্যসেবনং পরমং শ্রেয়ঃ।" অর্থাৎ "গুরু বৈষ্ণববিদ্বেষী হইলে, 'গুরোরপ্য-বলিপ্তস্য' শ্লোক স্মরণ করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে। সেই গুরুর বৈষ্ণবতাভাব ও অবৈষ্ণবতা দ্বারা গুরুত্ব থাকিতে পারে না, জানিবে। ভক্ত তাদৃশ গুরুকে 'অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন' বচনের বিষয় জানিয়া তাঁহাকে বিদায় দিবেন। উক্ত-লক্ষণবিশিষ্ট শ্রীগুরুদেবের অবর্ত্তমানে তাদৃশ কোন এক মহাভাগবতের নিত্যসেবা করাই পরম-শ্রেয়ঃ।"—এই বাক্যের যাথার্থ্যই প্রচার করিয়াছেন। আচার্য্যবর্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কোন কালেই ভ্রম-

প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা বা করণাপাটব দোষ নাই। তবে আমরা তদ্দোষচতুষ্টয়ে রঞ্জিত চশমা পরিয়া বৈষ্ণব-চরণে অপরাধময়ী দুর্ব্বুদ্ধি প্রবল করিবার জন্য আচার্য্যেরও সেইরূপ দোষ আছে, মনে করিতে পারি। চলন্ত ট্রেণের আরোহী যেরূপ পার্শ্বস্থিত বৃক্ষ ও বনরাজি দেখিয়া মনে করেন, আমি ঠিকই আছি, গাছগুলিই দ্রুতবেগে দৌড়াইতেছে, তদ্রূপ ভ্রমপ্রমাদ-দোষদুষ্ট বদ্ধজীব আমরা, অনেক সময়ে মনে করিতে পারি, "আমার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, উপযুক্ত-বিদ্যা, সদ্‌যুক্তিতে কখনই ভুলভ্রান্তি থাকিতে পারে না; আমি ঠিকই আছি, আচার্য্য বা গুরুদেবই বেঠিক।" শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আচরণের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে, শ্রীভক্তিবিনোদের ভাষায়ই বলিতে হয়, "বৈষ্ণবের আচরণ বিদ্বচ্চক্ষু ব্যতীত দর্শন করা যায় না।" বৈষ্ণবাচার্য্য বা সদ্‌গুরু বদ্ধজীবকে বহুভাবে কৃপা করিবার জন্য নানা প্রকার কৌশল বিস্তার করেন। জগদ্‌গুরু গৌরসুন্দর ঈশ্বরপুরীকে কৃপা করিবার জন্য তাঁহার শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি ঈশ্বরপুরীর শিষ্য নহেন, ঈশ্বরপুরীই তাঁহার শিষ্য। বৈষ্ণবগুরু কখনও গুরুব্রুবের ন্যায়—"আমি গুরু, তোমরা সকলে আমার শিষ্য"—এরূপ কথা বলেন না। পরন্তু তিনি তাঁহার শিষ্যবর্গকে 'অমানী মানদ' ধর্ম্ম শিক্ষাদান কল্পে বলেন, "আপনারাই আমার গুরুরূপে বহুমূর্ত্তিতে প্রকটমান। অন্বয়ভাবে আপনারাই আমার গুরুবর্গ ও শিক্ষকবৃন্দ, ব্যতিরেকভাবে আপনারাই আপনাদের ভজনোপযোগী সময়ে মাদৃশ নরাধমের প্রলাপিত-বাক্য শ্রবণে ব্যস্ত। তাঁহাদের সহিতই আমি শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শ্রুতবাণী একযোগে কীর্ত্তন করিতে সমর্থ বলিয়া মনে করিতেছি।" ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদের ন্যায় জড়প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী জীবের সৌভাগ্যোদয়ের সুযোগ-প্রদান করিবার জন্য আমাদিগকে নানাপ্রকার কৌশলে হরিভজনে নিযুক্ত করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। কখনও বা আমাদিগকে উচ্চ সম্মান, উচ্চ আসন, এমন কি গুরু-পদবী পর্য্যন্তও প্রদান করিতে কুণ্ঠিত না হইয়া, অমানী-মানদ বৈষ্ণব ঠাকুর আমাদিগকে চৈতন্যমনোঽভীষ্ট হরিকথা কীর্ত্তন শুনিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। যাহাদের দুর্দ্দৈব প্রবল, তাঁহারা এরূপ সুযোগ পাইয়াও বঞ্চিত হইয়াছেন। সুকৃতিমান্ ব্যক্তির মঙ্গল হইয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কখনই গুরুব্রুবকে 'গুরু' বলিয়া আশ্রয় বা তাঁহার সেবা করেন নাই; তবে তিনি "স্বভাবৈস্তৈঃ কর্ম্মজড়ান্ বঞ্চয়ন্ দ্রবিণাদিভিঃ" (হঃ ভঃ বিঃ ৯।১০৩ ধৃত পঞ্চরাত্র-বাক্য)—এই ন্যায়ানুসারে আত্মবঞ্চক ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিয়া ব্যতিরেক ভাবে তাঁহাকে কৃপাই করিয়াছেন।

এই কথাগুলি বিদ্বৎপ্রতীতির সহিত আলোচনা করিলে প্রবন্ধলেখক ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সম্বন্ধে সকল কুতর্কেরই উত্তর ও মীমাংসা পাইতে পারিবেন।

গৌড়ীয় কখনও স্থূললিঙ্গদেহের প্রাকৃত বিচারে আবদ্ধ অক্ষজবিচারক নহেন, তিনি অধোক্ষজ-সেবক; অতএব সত্যের প্রতিই তাঁহার শ্রদ্ধা ভক্তি। বিশ্বের যে কোন স্থানে যতটুকু সত্য থাকুক, গৌড়ীয় সেই পরিমাণে তাহার সমাদর করেন। তিনি অসত্যকে 'সত্য' বলিয়া চালাইবার পক্ষপাতী বা প্রশ্রয়দাতা নহেন। প্রবন্ধলেখক পরলোকগত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়ের "গৌরসুন্দর" গ্রন্থের ১২৮পৃষ্ঠা হইতে যে অংশটী উদ্ধার করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'গৌরনাগরী'-বাদের কোনও কথাই ত' দেখা যায় না। তিনি কি অযথা জোর করিয়া সর্ব্বত্রই 'গৌর নাগরী'বাদ কোথায়ও বিন্দুবিসর্গ না থাকিলেও টানিয়া বাহির করিতে চান? শ্রীলক্ষ্মীদেবী নারায়ণের বক্ষবিলাসিনী; শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের পতিপত্নীভাব বা 'বস' নারায়ণ-শক্তি 'ভূ'শক্তি-স্বরূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়ায় ও গৌর-নারায়ণে থাকিলে, ইহাতে আপত্তি কি? গৌরনারায়ণ তাঁহার গার্হস্থ্যলীলায় এইরূপভাবে বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবা নিত্যকালই গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার পাতিব্রত্যরসে বা নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মীর পাতিব্রত্যরসে মধুর-রস-সাদৃশ্য থাকিলেও তাহা দাস্যের স্তরেই স্থিত।

প্রবন্ধলেখক মহাশয় লিখিয়াছেন, গৌরেন্দ্রিয়-তোষণপর চিচ্ছক্তিস্বরূপিণী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আনুগত্যে যে 'নাগরী' অভিমান, তাহা কখনও আত্মেন্দ্রিয়তোষণপর শাক্তধর্ম্ম বা অবৈষ্ণবধর্ম্ম নহে। অনুকরণপ্রিয়, বাস্তব-সত্যকে কল্পনার সহিত সমন্বয় করিতে প্রয়াসী প্রবন্ধলেখক-মহোদয় যতই কল্পনার রাজ্যে উড্ডীয়মান্ হইবার প্রয়াস করিতেছেন, ততই তিনি নিজের অনভিজ্ঞতা ও ভজন-রাজ্যের যে, কোনও খবর বা কোনও উপলব্ধির কথা তিনি জানেন না, কেবল কতকগুলি বইপড়া বদহজমপর

সিদ্ধান্ত লইয়াই নাড়াচাড়া করিয়া থাকেন মাত্র, তাহারই প্রমাণ প্রতি পদে পদে ভাল করিয়া প্রদান করিতেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্যে 'নাগরী' অভিমান হইতে পারে না; আর তাহা বিষ্ণুপ্রিয়া বা গৌরসুন্দরের ইচ্ছানুরূপ নহে। গৌরসুন্দর কখনও ইচ্ছা করেন না যে, বিষ্ণুপ্রিয়ার কোনও সপত্নী হউক, বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও কখনও ইচ্ছা করেন না যে, তিনি কাহারও সহিত সাপত্ন্য-ধর্ম্ম-বিশিষ্টা হন। সুতরাং তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি কেহ 'নাগরী' সাজিতে যান, তাহা হইলে সেইরূপ কার্য গৌরেন্দ্রিয়-তর্পণ-বাধক হওয়ায় বা তাহাতে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আনুগত্যের অভাবরাহিত্য থাকায়, তাহা নিশ্চয়ই আত্মেন্দ্রিয়তোষণপর শাক্তধর্ম্ম বা অবৈষ্ণবধর্ম্ম মধ্যেই পরিগণিত হইবে। যদি পূর্ব্বপক্ষ হয়, কেনই বা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সাপত্ন্য ধর্ম্মবিশিষ্টা হইতে ইচ্ছা করেন না, গৌরসুন্দরেরই বা কেন তাহা অভিলাষ নহে, —তদুত্তর এই যে, বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী গৌরগণোদ্দেশদীপিকার নির্দ্দেশানুসারে 'ভূ'শক্তি-স্বরূপিণী, যথা—

শ্রীসনাতনমিশ্রোঽয়ং পুরা সত্রাজিতো নৃপঃ।
বিষ্ণুপ্রিয়া জগন্মাতা যৎকন্যা-ভূস্বরূপিণী॥

'শ্রী', 'ভূ' ও 'লীলা'—ইঁহারা নারায়ণের শক্তিত্রয়। 'ভূ'শক্তির শক্তিমদ্বিগ্রহ—শ্রীনারায়ণ, অতএব 'ভূ'শক্তি-স্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পতি শ্রীগৌর-নারায়ণ। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণের পাতিব্রত্যরসে সাপত্ন্যভাব নাই, ইহা পারমার্থিক মাত্রেই জানেন। লক্ষ্মীদেবীর অসংখ্য দাসী আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা নারায়ণের সহিত পত্নীভাব-বিশিষ্টা বা লক্ষ্মীদেবীর সহিত সাপত্ন্যভাব-বিশিষ্টা নহেন—লক্ষ্মীর দাসীমাত্র, তদ্রূপ বিষ্ণুপ্রিয়ার অনুগত-অভিমানে কোন বাধা নাই; কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তত্ত্ববিরোধ করিয়া 'গৌরনাগরী' সাজিবার চেষ্টা করিলে তাহাতে বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্য-ধর্ম্ম-বর্জ্জন ও গৌরেন্দ্রিয়-প্রীতির পরিবর্ত্তে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিরূপ কামেরই প্রাবল্য প্রমাণিত হইবে। প্রবন্ধলেখক আরও লিখিয়াছেন, "ব্রজগোপীগণ যেমন শ্রীকৃষ্ণকে 'প্রাণকান্ত' 'নাগর' বলিয়া সম্বোধন করিলেও তাঁহাদিগের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে ভোগের জন্য আত্মেন্দ্রিয়-তোষণপর কোন অভিলাষ ছিল না, পরন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণের নিমিত্ত অপ্রয়শিরোমণি শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর দ্বারা কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তি করাইয়া ধন্য হইতেন, তদ্রূপ যাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বিষয়বিগ্রহজ্ঞানে নাগররূপে দর্শন করেন, তাঁহাদেরও আত্মেন্দ্রিয়তোষণপর কোন সম্ভোগেচ্ছা নাই, পরন্তু তাঁহাকে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার দ্বারা আনন্দদান করাই তাঁহাদের একমাত্র স্বার্থ, সুতরাং 'গৌরনাগর'-বাদে আত্মেন্দ্রিয়তোষণরূপ কোন ব্যভিচার নাই। 'গৌরনাগরী'-গণ উক্ত সত্যভামা বা কুব্জার ভাবাশ্রিত নহেন, পরন্তু তাঁহারা চিচ্ছক্তিস্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অনুগত।'

এইরূপ কাল্পনিক-যুক্তি-পোষণপর প্রশ্ন গৌড়ীয়মঠের যে কোনও সেবকের নিকট যদি প্রবন্ধলেখক মহোদয় কোনও দিন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা তাঁহার সদুত্তর দিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাঁহার যে কাল্পনিক বুদ্ধিকে মস্তিষ্কে পোষণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা সাধুকৃপায় বিদূরিত না হওয়া পর্য্যন্ত, তিনি সৎসিদ্ধান্ত ধারণে পারিবেন না। প্রবন্ধলেখকের ভুল কোন জায়গায় রহিয়াছে, তাহা তিনি ধরিতে পারিতেছেন না। তিনি কল্পনার বলে মনে করেন যে, যখন গৌরই কৃষ্ণ, তখন বিষ্ণুপ্রিয়াও রাধিকা। পরন্তু তাহা নহে। এইরূপ সিদ্ধান্ত গোস্বামি-শাস্ত্রের কোথায়ও নাই। শ্রীগৌরসুন্দর রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু; সুতরাং ভক্তভাবময়-বিবর্ত্তিনী জগন্মাতা বিষ্ণু-প্রিয়াকে রাধাকৃষ্ণের সেবিকা বলা যাইতে পারে। শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া দেবীকে একজন বৃষভানুনন্দিনীর সহচরী, ভক্ত পরমেশ্বরী নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। শ্রীগৌর-সুন্দর আদিলীলায় যে-স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নারায়ণ-স্বরূপ। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি বৈধপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনী কিন্তু সেইরূপ বৈধবিচারের অন্তর্গত নহেন। সুতরাং বৃষভানবীদেবীর রস বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর উপর চাপাইলে রসাভাসদোষ, তত্ত্ববিরোধ ও সিদ্ধান্তবিরোধ ঘটিবে। তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কখনই ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সেবা হইতে পারে না। কারণ—

"রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত-বিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫ম।৯৭

দ্বিতীয়তঃ ব্রজগোপীগণ শ্রীরাধার সহিত কৃষ্ণের মিলন ইচ্ছা করিলেও শ্রীমতী রাধিকা ব্রজগোপীগণকে কৃষ্ণের সহিত সঙ্গম করাইয়া থাকেন; কিন্তু 'ভূ'শক্তি-স্বরূপিণী

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী কখনও তাঁহার পতির সহিত অপর স্ত্রীর মিলন হউক, ইহা ইচ্ছা করেন না বা 'ভূ'শক্তির শক্তিমত্ত্ব এইরূপ চেষ্টাবিশিষ্ট নহেন। সুতরাং গৌর ও বিষ্ণুপ্রিয়ার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গৌরসুন্দরকে 'নাগর' প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন করা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ ব্যতীত আর কি ? যাঁহারা এইরূপ চেষ্টাবিশিষ্ট, তাঁহারা নিজদিগকে 'গৌরভক্ত' বলিয়া যতই মনে করুন না কেন, প্রকৃত গৌরভক্তগণ তাঁহাদিগকে 'গৌরভক্ত' না বলিয়া 'গৌরভোগী' বলিয়া থাকেন। আর যদি বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্যেই কেহ গৌরভজন করিতে চান, তাহা হইলে বিষ্ণুপ্রিয়ার আদর্শই গ্রহণ করা উচিত। বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী গৌরসুন্দরের প্রেমভক্তি-সহায়কারিণী। তিনি বিপ্রলম্ভবিগ্রহ গৌরসুন্দরের রস-পরিপোষণকারিণী। সন্ন্যাসলীলা প্রকাশ করিবার পূর্বে গৌরসুন্দর তাঁহাকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন—

"তোমার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, সার্থক করহ ইহা,
মিছা শোক না করিহ আর মনে।
এ তোরে কহিনু কথা দূর কর আন চিন্তা,
মন দেহ কৃষ্ণের চরণে॥"

—চৈতন্যমঙ্গল মধ্যখণ্ড

সেই উপদেশ শিরে গ্রহণ করিয়া জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী বিপ্রলম্ভবিগ্রহ গৌরসুন্দরের রসাস্বাদন চেষ্টার সম্যক্ অনুসরণ করিয়াছেন, আমরা তাহা শ্রীল নরহরি ঠাকুরের লেখনীতে এইরূপ পাই—

* * *

কদাচিৎ নিদ্রা হৈলে শয়ন-ভূমিতে॥
কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন।
কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর শশীর প্রায় ক্ষীণ॥
হরিনাম সংখ্যাপূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সে তণ্ডুল পাক করি' প্রভুরে অর্পয়॥
তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র করেন ভক্ষণ।
কেহ না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন॥"

—শ্রীভক্তিরত্নাকর, চতুর্থ তরঙ্গ

বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্য করিতে হইলে এইরূপ বিপ্রলম্ভ ভাবের অনুসরণ করিয়াই নিষ্কপটে কৃষ্ণভজন করিতে হইবে। তাহা না করিয়া কেহ যদি গৌরসুন্দরকে তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণ-বিধায়ক 'নাগর' মনে করেন, তাহা হইলে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া স্বমত কল্পনা করিয়াছেন, জানিতে হইবে।

প্রবন্ধলেখক মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের সর্ব্বশেষভাগে লিখিয়াছেন,—"শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহ, সম্ভোগ-রসবিগ্রহ নহেন—ইহাই তাঁহাদের (গৌড়ীয়ের) ধারণা। শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া অর্চ্চাশ্রীবিগ্রহ—ভজনীয় শ্রীবিগ্রহ নহেন —ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত।"

'শ্রীগৌরসুন্দর' যে বিপ্রলম্ভ-রসবিগ্রহ এবং 'কৃষ্ণ' যে সম্ভোগরস বিগ্রহ, ইহা কেবল গৌড়ীয়ের ধারণা নহে, সমগ্র গোস্বামিশাস্ত্র, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর লেখনী তাহাই প্রতি বর্ণে বর্ণে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। সম্ভোগরস-বিগ্রহ বলিবামাত্রই তিনি আর 'গৌর' থাকিলেন না, তিনি তখন দ্বিভুজ মুরলীধর গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণরূপে সেব্য হইলেন। প্রবন্ধলেখক মহাশয় গৌড়ীয়ের সিদ্ধান্তগুলি বুঝিতে অসমর্থ হওয়াই এরূপ 'এলোমেলো' কথা লিখিয়াছেন। 'গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া অর্চ্চাশ্রীবিগ্রহ' 'ভজনীয় শ্রীবিগ্রহ' নহেন, এরূপ কথা গৌড়ীয় বলেন নাই। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রবন্ধলেখক মহোদয় তাঁহার বিদ্বৎ-প্রতীতির অভাবে এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া পরস্পরের উদ্গার করিয়াছেন মাত্র। গৌড়ীয় বলেন, "অর্চ্চনমার্গে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া পূজিত হন, ভজনমার্গে শ্রীগৌরগদাধর।" অর্চ্চনমার্গে সম্ভ্রমবুদ্ধি বা ঐশ্বর্য্য প্রবল। বৈধ-অর্চ্চনকারী যে রাধাকৃষ্ণের পূজা করেন, তাহাতে প্রকৃতপক্ষে শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণেরই পূজা হইয়া থাকে। কারণ 'ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে' কৃষ্ণের প্রীতি বা সেবা হইতে পারে না। অর্চ্চন-মার্গে সম্ভ্রমবুদ্ধি প্রবলা; বৈধ-অর্চ্চনকারী কৃষ্ণকে তাঁহার উচ্ছিষ্ট কখনও ভোজন করাইতে সাহসী হন না কিংবা অবৈধ-সাহস দেখাইয়া অধিকার লঙ্ঘনও করেন না। সুতরাং তাঁহার সম্ভ্রমরূপা ঐশ্বর্য্য-বুদ্ধিতে যে পূজা হয়, তাহা প্রকৃত-পক্ষে লক্ষ্মীনারায়ণেরই পূজা। কিন্তু ভজনমার্গে এরূপ ঐশ্বর্য্য বা সম্ভ্রমবুদ্ধির প্রাবল্য নাই। অতএব রাগমার্গে শ্রীগৌর-গদাধর সেবিত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকাকার শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে 'ভূ'-শক্তিস্বরূপিণী বলিয়াছেন এবং 'ভূ'শক্তির শক্তিমদ্বিগ্রহ শ্রীনারায়ণ—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। অতএব গৌরবিষ্ণু-প্রিয়ার পূজা যে লক্ষ্মীনারায়ণেরই পূজা, এবিষয়ে আর

সন্দেহ কি? যেরূপ লক্ষ্মীনারায়ণ তত্তৎ উপাস্যের অধিকারীর নিকট তাঁহাদের ভজনীয় বস্তু, তদ্রূপ গৌরবিষ্ণুপ্রিয়াও লক্ষ্মীনারায়ণরূপে ভজনীয় বস্তু। লক্ষ্মীনারায়ণ-ভজনাকারিগণ যেরূপ তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ নারায়ণকে ঘোর পূর্ব্বক সম্ভোগরসবিগ্রহ 'নাগর' সাজাইয়া তত্ত্ববিরোধ করেন না, তদ্রূপ গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার ভজনে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু অন্যায় ও অবৈধরূপে গৌরকে 'নাগর' সাজাইবার চেষ্টা করিলে শুদ্ধ ভজনকারিগণ বলিবেন যে, ঐ সকল ব্যক্তি ভজনবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, কেবল অবৈধ-কল্পনা ও অনুকরণপ্রিয়। ঐরূপ কাল্পনিক চেষ্টার নাম পৌত্তলিকতা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কোনও বৈষ্ণব-মহাজন অর্থাৎ গৌরমনোহভীষ্ট প্রচারক ষড়্‌গোস্বামী, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী, চৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর-বৃন্দাবন—কেহই এরূপ পৌত্তলিকতা প্রচার করেন নাই। কল্পিত মহাজনের কথা কিম্বা আউল-বাউল-সহজিয়াগণের ন্যায় 'মহাজন যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে বলেন নাই, সেই সকল অসৎ সিদ্ধান্ত' মহাজনের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা দেখাইলে তাহাই যে মহাজনগণের সমর্থিত বলিয়া প্রমাণিত হইবে, এরূপ কথা কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন না। অতএব প্রবন্ধলেখকের সকল পূর্ব্বপক্ষগুলিই মহাজনবাক্য ও শাস্ত্রযুক্তিমূলে সম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত হইল। আশা করি, প্রবন্ধলেখক এই যুক্তিগুলি মনোযোগের সহিত অনুধাবন করিবেন এবং তাঁহার যদি কিছু অন্যায় গোঁড়ামি থাকিয়া থাকে, সেইগুলিকে তৎসঙ্গস্থানে দূরে পরিত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষ সত্যের অনুসন্ধানপূর্ব্বক পরমার্থদ মনুষ্যজন্ম সার্থক করিবেন —ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয়

শ্রীকোলদ্বীপ (নবদ্বীপ সহর) হইতে জনৈক প্রবীণ ব্রাহ্মণমহোদয় শ্রীশ্রীমহামন্ত্র-কীর্ত্তন-বিরোধিসম্প্রদায়ের অভিমত শ্রীপত্রে খণ্ডন করিবার জন্য একখানি পত্র লিখিয়াছেন। আমরা "শ্রীমহামন্ত্র কীর্ত্তনীয় কি না?" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীপত্রে এবিষয় বহু পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। জগতে— কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত জগতে বহির্ম্মুখ জীবকুল যে কত প্রকারে কীর্ত্তন বাধা দিবার চেষ্টা করিয়া নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিবার প্রয়াস করিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন যে, কলিযুগ সর্ব্বদোষের আকর হইলেও তাহাতে একটী মহৎ গুণ আছে যে, এই কলিকালে একমাত্র হরিকীর্ত্তন দ্বারাই অতি সহজেই জীবের পরম প্রয়োজন লাভ হয়। কিন্তু দুর্দ্দৈববশে জীব এরূপ সুযোগ পাইয়াও নানাভাবে কীর্ত্তনের বিরোধী হইয়া পড়িতেছে! পূর্ব্বে শুনা যাইত যে, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি ব্রহ্মাভক্ত-সম্প্রদায়ই কীর্ত্তনের বিরোধী অর্থাৎ তাঁহারা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিকে দুর্ব্বলা মনে করিয়া কর্ম্ম-জ্ঞান যোগাদিকে সবল-সাধন জ্ঞান করেন এবং কখনও বা অন্য শুভ-ক্রিয়ার সহিত নামকীর্ত্তনের সাম্য-জ্ঞান, 'নামে' অর্থবাদ বা 'নাম'কে কাল্পনিক-বস্তু বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন। কিন্তু কলির প্রাবল্যে আবার একপ্রকার নূতন কীর্ত্তনবিরোধি-দলের সৃষ্টি হইয়াছে, যাঁহারা নিজদিগকে 'ভক্ত', 'বৈষ্ণব', 'মহাপ্রভুর অনুগত', 'নাম-পরায়ণ', 'নামবিশ্বাসী', 'ভজনানন্দী' প্রভৃতি বলিয়া ও বোলাইয়াও কার্য্যতঃ কলিযুগের একমাত্র সাধন ও সাধ্য শ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রেষ্ঠ-দান 'শ্রীনাম-কীর্ত্তনে'র বিরোধী হইয়া পড়িতেছেন। ইঁহারা বলেন, "কলিযুগের তারকব্রহ্ম-নাম বা মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করা নিষিদ্ধ, 'নামকীর্ত্তন' বলিতে অন্যান্য নামকীর্ত্তন বুঝিতে হইবে।"

হায়! বঞ্চিত আমরা, আমাদের এইরূপ দুর্দ্দৈবের বিষয় জানিয়াই অন্তর্যামী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর গাহিয়াছেন,—

"দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ"

এই জন্যই তিনি "আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়", —এই বাক্যানুসারে স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও নিজ 'হরেকৃষ্ণ'-ষোলনাম বত্রিশ-অক্ষর শ্রীমহামন্ত্র তারকব্রহ্মনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাহার সাক্ষ্য আমরা তাঁহার প্রিয়স্বরূপ শ্রীলরূপগোস্বামীআচার্য্যপাদের লেখনীতে সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাই।

"হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃস্ফুরিতরসনো নামগণনা-
কৃত-গ্রন্থিশ্রেণী সুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ।"

(শ্রীরূপগোস্বামিকৃত চৈতন্যাষ্টক ৫ম)

অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে 'হরেকৃষ্ণ' নামোচ্চারণ করিতে যাঁহার

রসনা নৃত্য করিতে থাকে এবং উচ্চারিত নামের-গণনার নিমিত্ত গ্রন্থীকৃত সুন্দর কটিসূত্রে যাহার উজ্জ্বল বাম-কর শোভিত—ঐইরূপ শ্রীগৌরসুন্দর।

উক্ত শ্লোকের টীকায় গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্যবর্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু লিখিয়াছেন—

"হরেকৃষ্ণেতি মন্ত্রপ্রতীক গ্রহণম্। ষোড়শনামাত্মনা দ্বাত্রিংশদক্ষরেণ মন্ত্রেণোচ্চৈরুচ্চারিতেন স্ফুরিতা কৃতনৃত্যা-রসনা জিহ্বা যস্য সঃ।"

(শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত 'স্তবমালা বিভূষণ'-ভাষ্য)

—'হরে কৃষ্ণ'—এই মন্ত্রমূর্ত্তির গ্রহণ। ষোড়শ-নামাত্মক দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরযুক্ত মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হওয়ায় যাহার জিহ্বা নৃত্য করিতেছে।

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের লেখনীর বর্ণনানে আমরা উৎকীর্ত্তিত-মহামন্ত্র-গৌরসুন্দরের স্তব দেখিতে পাই। চৈতন্য-চন্দ্রামৃতের টীকাকারও 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র যে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয়-নাম, তাহাই তৎটীকার মধ্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের আচরণেও আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার তিন লক্ষ নামের মধ্যে তিনি এক লক্ষ নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতেন। তবে বহির্ম্মুখ-জীব-জগতের কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতারূপ স্বভাবানুসারে তৎকালেও যে উচ্চ-কীর্ত্তন-বিরোধি-সম্প্রদায় না ছিল, এমন নহে। তাহার সাক্ষ্য আমরা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের লেখনীর মধ্যে দেখিতে পাই—

হরিনদী গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দুর্জ্জন।
হরিদাসে দেখি' ক্রোধে বলয়ে বচন ॥
ওহে হরিদাস, একি ব্যাভার তোমার।
ডাকিয়া যে নাম লহ, কি হেতু ইহার ॥
মনে মনে জপিবা, এই সে ধর্ম্ম হয়।
ডাকিয়া লইতে নাম কোন্ শাস্ত্রে কয় ॥
কা'র শিক্ষা হরিনাম ডাকিয়া লইতে।
এই ত' পণ্ডিত-সভা বলহ ইহাতে ॥

তদুত্তরে নামাচার্য্য কি বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রীব্যাস-দেবের লেখনীতে এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে—

জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জ্জপন্ শ্রোতৃন্ পুনাতি চ ॥
জপ-কর্ত্তা হৈতে উচ্চসংকীর্ত্তনকারী।
শতগুণাধিকফল পুরাণেতে ধরি।
শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি' আপনারে সবে করয়ে পোষণ ॥
উচ্চ করি' করিলে গোবিন্দ-সংকীর্ত্তন।
জন্তুমাত্র শুনিয়া, পায় বিমোচন ॥
জিহ্বা পাইয়া ও নর বিনা সর্ব্বপ্রাণী।
না পারে বলিতে কৃষ্ণনাম হেন ধ্বনি ॥
ব্যর্থ জন্ম তাহারা নিস্তরে যাহা হৈতে।
বল দেখি, কোন দোষ সে কর্ম্ম করিতে ॥
কেহ আ-পনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন ॥
দুইতে কে বড় ভাবি' বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় গুন উচ্চ-সংকীর্ত্তনে ॥
নামোচ্চারণমাহাত্ম্যং শ্রবতে মহদদ্ভুতম্।
যদুচ্চারণ-মাত্রেণ নরো যায়াৎ পরংপদম্ ॥
সেই ... শুনি' হরিদাসের কথন।
বলিতে লাগিল ক্রোধে মহাদুর্ব্বচন ॥

ইহার পরের ঘটনা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের পাঠকমাত্রই জানেন এবং সেইরূপ মহামন্ত্রের উচ্চকীর্ত্তন-বিরোধী দুর্জ্জন ব্রাহ্মণব্রুবের সম্বন্ধে ঠাকুর বৃন্দাবনের অভিমত, যাহা পরে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও চৈতন্য-ভাগবতপাঠীর অবিদিত নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে "কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ"—এস্থলে 'কীর্ত্তন' শব্দে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকার এইরূপ বলিয়াছেন.—'উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্'—উচ্চৈঃস্বরে কথন বা উচ্চারণের নামই 'কীর্ত্তন'। 'সদা' শব্দ দ্বারা স্থান, পাত্র বা কালভেদ বর্জ্জিত হইয়াছে। সুতরাং সকল সময়েই সর্ব্বভাবে 'হরিনাম' মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয়। কোন কোন ভক্তবিটল বলিয়া থাকেন যে, "স্বীকার করিলাম না হয় 'মহামন্ত্র' কীর্ত্তনীয়, কিন্তু উহা কেবল সংখ্যা রাখিয়া কীর্ত্তনযোগ্য; খোলকরতালের সহিত কীর্ত্তনীয় নহে।" ঐ সকল ব্যক্তির এরূপ কুতর্ক উঠাইবার কারণ আর কিছুই নহে, কোন ছলে ভুবনমঙ্গল তারকব্রহ্মনামের কীর্ত্তনে বাধা প্রদান করা। ঐরূপ বুদ্ধি 'নামে' ভেদবুদ্ধি হইতেই উত্থিত। গোস্বামিশাস্ত্রের বহুস্থানে অগ্নিপুরাণোক্ত এই বাক্যটী আমরা দেখিতে পাই—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
রটন্তি হেলয়া বাপি তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ॥

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।"—এই মহামন্ত্র যাহারা অবহেলাপূর্ব্বক ও উচ্চারণ করেন, তাঁহারা কৃতার্থ হন—ইহাতে কোন সংশয় নাই।

'রটনা'—শব্দের অর্থ ঘোষণা অর্থাৎ সর্ব্বত্র প্রচার। 'হেলয়া'—শব্দের দ্বারা সংখ্যাদি নির্ব্বন্ধ না থাকিলেও—ইহা বুঝিতে হইবে। সুতরাং 'হরিনাম' মহামন্ত্র খোলকরতালের সহিত কীর্ত্তন, সংখ্যা বা নির্ব্বন্ধের সহিত কীর্ত্তন, মানসিক জপ ও উপাংশু-জপ—সর্ব্বভাবেই নিরন্তর সেবিত। যদি কেহ মনে করেন যে, "হরিনামমহামন্ত্র-জপ সম্বন্ধে যখন সর্ব্ববাদিসম্মত-মত রহিয়াছে, আর তাহার উচ্চকীর্ত্তন-বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে, তখন আমরা ঐরূপ সন্দেহের কার্য্যে না যাইয়া মনে মনেই জপ করিব"—এইরূপ বিচার করিলে শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তনাখ্যভক্তির প্রতি অবিশ্বাস ও ভেদবুদ্ধি করা হইবে। নামকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও তাহাতে শ্রদ্ধারাহিত্য-রূপ নামাপরাধ আসিয়া আমাদিগকে অসৎপথে ধাবিত করিবে। 'নাম' বলিতে একমাত্র 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্রই কলিযুগের তারকব্রহ্মনাম জানিতে হইবে। তারকব্রহ্মনামকে 'নাম' না বলিয়া "আমার ইচ্ছানুসারে আমি অন্য নাম গ্রহণ করিব"—এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হইলে হরিনামে ভেদবুদ্ধি আসিয়া আমাদিগকে নরকের পথের পথিক করিবে। তারকব্রহ্মনামে ও 'গোপাল গোবিন্দ রাম মধুসূদন' প্রভৃতি নামে ভেদবুদ্ধি হওয়া কখনও উচিত নহে।

কতিপয় ব্যবসায়ী প্রাকৃত-সহজিয়া স্বমত কল্পনা করিয়া তারকব্রহ্ম-নামকে কেবলমাত্র জপ্য বলিতেছেন। এই শ্রেণীর ব্যক্তি নিশ্চয়ই নামবিক্রয়ী, সন্দেহ নাই। তাঁহারা মনে করেন,—"মহামন্ত্র-তারকব্রহ্ম নাম যদি সকল জীবের নিকট উচ্চৈঃস্বরে ঘোষিত হন, তাহা হইলে লোক আর তাঁহাদের ন্যায় বণিগ্‌দিগের নিকট হইতে মহামন্ত্রকে গুহ্য-মন্ত্র জ্ঞান করিয়া অর্থ-বিনিময়ে গ্রহণ করিতে আসিবে না, তাঁহাদের ব্যবসার জিনিষ (!) সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িলে তাঁহাদের লোকবঞ্চনাবৃত্তিটী আর চলিবে না। অতএব তারকব্রহ্মনামকে মন্ত্রের ন্যায় গোপনীয় বস্তু রাখিয়া মন্ত্র-ব্যবসায়ের ন্যায় তারকব্রহ্মনামেরও একটী 'নূতন ব্যবসায়' সৃষ্টি করা যাক্"।

অনর্থযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে উচ্চৈঃস্বরে তারকব্রহ্ম-নামের কীর্ত্তনই শ্রেয়ঃ। অনর্থযুক্ত ব্যক্তি যদি তারকব্রহ্মনাম নির্জ্জনে জপের ছলনা দেখাইতে যান, তাহা হইলে সেব্যক্তি হরিনাম জপ করিবার পরিবর্ত্তে হয় বিষয়-জপ, না হয় স্ত্রী-জপ, না হয় বাড়ীর বেগুন-খেতের কথা, গরুবাছুরের কথা কিম্বা সন্দেশ রসগোল্লার কথাই স্মরণ করিবে। অতএব সকল সময় সর্ব্বতোভাবে উচ্চৈঃস্বরে তারকব্রহ্মনাম কীর্ত্তন ব্যতীত আর মঙ্গলের দ্বিতীয় পন্থা নাই। সকলে সদ্‌গুরুর আনুগত্যে সর্ব্বক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে বলুন অথবা মৃদঙ্গ-করতাল সহযোগে সংকীর্ত্তন করিয়া বলুন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

প্রশ্নোত্তরমালা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৬৩ পৃষ্ঠা ৮ম প্রশ্নের পর)

গৌড়ীয়ের সিদ্ধান্ত

৮। জীবমাত্রেই শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী। "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।" ভক্তি-সাধনে চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা নাই অর্থাৎ ভক্তি-সাধনে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে চিত্ত-শুদ্ধির নিমিত্ত পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। ভক্তির আনু-ষঙ্গিক ফলেই চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং শমদমাদি গুণ অথবা অন্য যাবতীয় অনর্থ বা সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞান লাভের নিমিত্ত গুরুকে সাধনানুষ্ঠানের আশ্রম লইতে হয় না। ভক্তি ব্যতীত কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি স্বতন্ত্রভাবে চিত্তশুদ্ধি, সম্বন্ধজ্ঞানোদয়, ও চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে পারে না। এতৎ প্রসঙ্গে চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর নিম্নলিখিত বাক্যগুলি আলোচ্য।

অভিধেয় মধ্যে 'কৃষ্ণভক্তি' অভিধেয় প্রধান।
ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান॥

চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ৮ম অধ্যায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে একেবারে উড়াইয়া দেন নাই। পরন্তু ঐ গুলিকে বাহ্য বলিয়া তদপেক্ষা উচ্চ সিদ্ধান্ত বলিতে বলিয়াছেন মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তই কর্ম্মের

প্রয়োজন। যদি কেহ সুষ্ঠুরূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, হরিভজন না করেন, তাহা হইলে তাঁহার আর কি লাভ হইল? সুতরাং ঐ সকল কর্ম্মকাণ্ডীয় বিধি একমাত্র জীবনোপায় হইলেও উহা বাহ্য। যথা ভাগবতে—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি সম্বন্ধেও সেই কথা অর্থাৎ জ্ঞানের ফল চিত্তশুদ্ধি অর্থাৎ 'আমি জড়বস্তু বা জড়-জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অন্তর্গত নহি, কিন্তু ত্রিগুণাতীত নির্ব্বিকার বিশুদ্ধ-চিদ্বস্তু'—এইরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ করিয়াও যদি কেহ হরিভজন না করেন অথবা প্রচ্ছন্ন হরিবিদ্বেষী বা নাস্তিক্যবাদী হইয়া পড়েন, তাহা হইলে উহা বাহ্য অর্থাৎ ঐরূপ জ্ঞানের ফল বৈকুণ্ঠের বহির্দ্দেশে অবস্থিত জড়বিপরীত কোন তুচ্ছবস্তু সম্বন্ধীয়, পারমার্থিক নহে। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতম্। ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্" প্রভৃতি শ্লোক আলোচ্য।

অনর্থমুক্ত কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ অর্থাৎ সাধনভক্তির পঞ্চমস্তরে অবস্থিত ব্যক্তিগণ শুদ্ধভক্তির সাধন করিতে পারেন। ভক্তির নিষ্ঠা ভূমিকায় আরোহণ করিবার পূর্ব্বে জীবের কর্ম্ম-মিশ্রা বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই সাধনীয় জানিতে হইবে। তৎকালে তাঁহারা (অনর্থযুক্ত ভক্তগণ) আপনাদিগকে শুদ্ধ-ভক্তগণের সহিত সাম্যজ্ঞান করিলেও শুদ্ধভক্তি সাধন করিতে পারেন না; তাঁহাদের অনুষ্ঠান মিশ্রাভক্তিতেই আবদ্ধ থাকে। অতএব অনর্থযুক্ত ভক্তগণ কৃষ্ণৈকশরণ—কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা-বিশিষ্ট—সাধন ভূমিকার পঞ্চমস্তরে অবস্থিত শুদ্ধ সাধন-ভক্তের ন্যায় অমিশ্রাভক্তির সাধনযোগ্যতা লাভ করিতে পারেন না। কেহ নিজ অধিকার না বুঝিয়া বিধি উল্লঙ্ঘন করিলে অধঃপতিত হইয়া ভক্তিমার্গ হইতে অনেক দূরে অবস্থান করিবেন। "স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ" প্রভৃতি শ্লোক আমাদিগকে অধিকার-বিপর্য্যয় দোষ হইতে সর্ব্বদা সংরক্ষণে সমর্থ।

এ সকল বিষয় সম্যক্ জানিতে হইলে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরন্তর শুদ্ধভক্তগণের সঙ্গ একান্ত প্রয়োজনীয়।

শ্রীশ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে
মহামহোৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

তারিখ ১০ই আশ্বিন, ১৩৩৩ সন।

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদনম্,

আগামী ২৯শে আশ্বিন, ইং ১৬ই অক্টোবর, শনিবার হইতে ৪ঠা অগ্রহায়ণ ২০শে নবেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত ঢাকা নগরীতে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার উদ্যোগে মাসাধিকব্যাপী ঊর্জ্জাব্রত (নিয়মসেবা) মহোৎসব হইবে। ৩০শে কার্ত্তিক, ১৬ই নবেম্বর, মঙ্গলবার কীর্ত্তন-মহোৎসব ও পরদিবস বুধবার ১লা অগ্রহায়ণ, ১৭ই নবেম্বর **সাধারণ মহোৎসব** হইবে। প্রত্যহ প্রাতে নগরকীর্ত্তন এবং শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে প্রাতে ও সন্ধ্যায় পাঠ, ব্যাখ্যা, কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি শ্রীহরিসেবার অঙ্গসমূহ অনুক্ষণ অনুষ্ঠিত হইবে। আপনি স্বজনসহ মহোৎসবে কৃপা করিয়া যোগদান করিলে শ্রীসভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন।

প্রত্যহ

ঊষায়—মঙ্গল নীরাজন, অরুণোদয় কীর্ত্তন; টহল ও নগরকীর্ত্তন।

প্রাতে—শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা।

পূর্ব্বাহ্ণে—নগরে শ্রীনাম প্রচার।

মধ্যাহ্নে—মহাপ্রসাদসম্মান ও ইষ্টগোষ্ঠী।

অপরাহ্ণে—হরিকথা, সদাচারশিক্ষা ও বক্তৃতা।

সন্ধ্যায়—শ্রীমঠে কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ।

রাত্রিতে—মহাপ্রসাদ সম্মান ও ইষ্টগোষ্ঠী।

বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা (বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিসারঙ্গ)
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভাগবতরত্ন, আচার্য্যত্রিক)
শ্রীরামগোপাল বিদ্যাভূষণ (এম্, এ)

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ।

[দৈবানুরোধে ও উপবাসদিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য]

উৎসবের তালিকা

শনিবার ২৯শে আশ্বিন ১৬ই অক্টোবর শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের

প্রকটোৎসব। রবিবার ৩০শে আশ্বিন ১৭ই অক্টোবর উর্জ্জাব্রতারম্ভ। সোমবার ১লা কার্ত্তিক ১৮ই অক্টোবর শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্টগোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুত্রয়ের অপ্রকট মহোৎসব। বৃহস্পতিবার ৪ঠা কার্ত্তিক ২১শে অক্টোবর শ্রীমুরারি গুপ্তের অপ্রকট মহোৎসব। সোমবার ৮ই কার্ত্তিক ২৫শে অক্টোবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব। শনিবার ১৩ই কার্ত্তিক ৩০শে অক্টোবর শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর প্রকট মহোৎসব। সোমবার ১৫ই কার্ত্তিক ১লা নবেম্বর শ্রীনরহরি ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব। শনিবার ২০শে কার্ত্তিক ৬ই নবেম্বর শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা, অন্নকূট মহোৎসব, শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব। রবিবার ২১শে কার্ত্তিক ৭ই নবেম্বর শ্রীবাসুদেব ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব। শনিবার ২৭শে কার্ত্তিক ১৩ই নবেম্বর, শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীগদাধর দাস ও শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের অপ্রকট মহোৎসব। মঙ্গলবার ৩০শে কার্ত্তিক ১৬ই নবেম্বর শ্রীপাদ গৌরকিশোর দাস গোস্বামি-মহারাজের দ্বাদশ বার্ষিক অপ্রকট মহোৎসব, কীর্ত্তন-মহোৎসব। বুধবার ১লা অগ্রহায়ণ ১৭ই নবেম্বর **সাধারণ মহামহোৎসব**। শুক্রবার ৩রা অগ্রহায়ণ ১৯শে নবেম্বর শ্রীরাসযাত্রা, উর্জ্জাব্রত-সমাপ্তি; শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর, শ্রীভূগর্ভগোস্বামী ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের অপ্রকট মহোৎসব। শনিবার ৪ঠা অগ্রহায়ণ ২০শে নবেম্বর উৎসব সমাপ্তি।

দ্বাদশ-বৈষ্ণব

ভীষ্মদেব

(২)

ইক্ষ্বাকু বংশধর রাজা মহাভিষ স্বর্গচ্যুত হইয়া, ভূলোকে বিখ্যাত দিলীপের পুত্র রাজা প্রতীপের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল শান্তনু।

এই সময় দ্যু-আদি অষ্টবসু ও বশিষ্ঠের হোমধেনু হরণ করার অপরাধে, তৎকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইলেন। বসুগণের দুষ্কর্ম্মে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাতপাঃ বশিষ্ঠ বলিলেন,—"তোমরা মনুষ্যরূপে মানুষীর গর্ভে গিয়া জন্মগ্রহণ কর।" এই অভিশাপে তাঁহারা অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া ঋষিবরের চরণে লুটাইয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে সচেষ্ট হইলেন। তখন ঋষিবর প্রসন্ন হইয়া কহিলেন,—"তোমাদের মধ্যে প্রধান অপরাধী দ্যু; সে-ই মনুষ্যদেহে দীর্ঘকাল যাপন করিবে; কিন্তু পরম ধর্ম্মাত্মা, সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ এবং দারপরিগ্রহ আদি পার্থিব সুখ-সম্ভোগে বিরত হইবে। আর অপর সপ্তজন জন্মগ্রহণ মাত্রই শাপমুক্ত হইয়া স্বপদ লাভ করিবে।"

অতঃপর এই বসুদেবগণ ভাবিতে লাগিলেন,—তাঁহারা কোথায় কোন্ জনক জননীকে অবলম্বন করিয়া মনুষ্যদেহ ধারণ করিবেন। এইরূপ চিন্তাতুর অবস্থায় তাঁহাদের সহিত গঙ্গাদেবীর সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে দর্শন করিয়া বসুগণ তাঁহার পাদ বন্দনা করিয়া আপনাদের অভিশাপের কথা বলিলেন এবং সকাতরে তাঁহার চরণে প্রার্থনা করিলেন,—"মাগো, আমাদিগকে তুমিই রক্ষা কর। মনুষ্য-লোকে কোন মানবীর গর্ভে আমরা আশ্রয় লইব? তাহা ত' পারিব না মা। তুমি আমাদের জন্য মানুষীরূপে অবতীর্ণা হইয়া আমাদের জননী হও। আর দ্যু-ব্যতীত অন্য সকলকেই তুমিই হইবামাত্র সংহার কর। তাহা হইলেই আমরা ত্রাণ পাইব।"

হরি পদ-সম্ভবা দীন-বৎসলা মাতা গঙ্গা তাঁহাদের বাক্যে সম্মতা হইয়া তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

এখানে মহারাজ প্রতীপ বৃদ্ধ বয়সে উপযুক্ত পুত্র শান্তনুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করিলেন। সর্ব্বগুণান্বিত নবীন যুবক রাজা শান্তনু সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সতত স্বধর্ম্ম-রত থাকিয়া কর্ত্তব্য-পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার যশঃ সৌরভে জগৎ পূর্ণ হইল।

একদা মৃগয়ায় গমন করিয়া মহারাজ পূতসলিলা সুরধুনী-তটে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় সহসা, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় রূপলাবণ্যবতী একটি পরমসুন্দরী যুবতীকে তথায় দেখিতে পাইলেন। বসুগণের প্রার্থনা মত গঙ্গাদেবীই এই রূপ মানবীর ন্যায় দেহ ধারণ করিয়া নরচক্ষুর গোচর হইয়াছেন। ক্রমশঃ

দ্রষ্টব্য

শারদীয়া পূজা-উপলক্ষে 'প্রেস' বন্ধ থাকায় আগামী সপ্তাহে "গৌড়ীয়" প্রকাশিত হইবেন না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃপরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৬ই কার্ত্তিক, ১৩৩৩, ২৩ অক্টোবর ১৯২৬	১০ম সংখ্যা

সারকথা

প্রাকৃত পণ্ডিতকুল হরিবিমুখ কেন ?

রাজা কহে,—শাস্ত্রপ্রমাণে চৈতন্য হ'ন কৃষ্ণ।
তবে কেন পণ্ডিত সব তাঁহাতে বিতৃষ্ণ॥
ভট্ট কহে,—তাঁ'র কৃপা-লেশ হয় যা'রে।
সেই সে তাঁহারে 'কৃষ্ণ' করি' লইতে পারে॥
তাঁ'র কৃপা নহে যা'রে, পণ্ডিত নহে কেনে।
দেখিলে শুনিলেহ তাঁ'রে 'ঈশ্বর' না মানে॥

চৈঃ চঃ মধ্য ১১।১০১-১০৩

অচিন্ত্য-লীলা কি তর্কসাম্য ?

অলৌকিক-লীলা এই পরম নিগূঢ়।
বিশ্বাসে পাইয়ে, তর্কে হয় বহুদূর॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ অদ্বৈত-চরণ।
যাঁহার সর্ব্বস্ব, তাঁ'রে মিলে এই ধন॥

চৈঃ চঃ মধ্য ৮।৩০৯-৩১০

পরমহংসের দর্শন কিরূপ ?

মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁ'র শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ॥
স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তা'র মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তাঁ'র ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি॥

চৈঃ চঃ মধ্য ৮।২৭৩-২৭৪

শাস্ত্রের পরোক্ষ ও সাক্ষাৎ মর্ম্ম কি ?

রাজা কহে,—উপবাস, ক্ষৌর তীর্থের বিধান।
তাহা না করিয়ে কেনে খাইবে অন্ন-পান॥
ভট্ট কহে,—তুমি যেই কহ, সেই বিধি-ধর্ম্ম।
এই রাগমার্গে আছে সূক্ষ্মধর্ম্ম-মর্ম্ম॥
ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞা—ক্ষৌর, উ· সীতাদেবী
·র সহিত অদ্বৈত,
প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা—প্রসাদ-· দিবার জন্য এদেশে
চৈঃ চঃ মধ্য ·বশায়ী ভগবানের

নামকীর্ত্তনকারী

ক্ষণে ক্ষণে ক·কারণ ও উপাদানকারণ; দৃশ্যজগৎ
·'য়েছে যে বস্তু হ'তে তাহাই 'কারণ,'
ক্ষণে ক্ষণে ·ত-কারণ, মৃত্তিকা কুলালচক্র প্রভৃতি
নিরন্তর কর

দ্বিজ-ন্যাসী —মানবজাতি এল কোথা থেকে ?—
অনেকেই অক্ষজজ্ঞানে বিচার করেন-
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টে।
তা'তে'বৈষ্ণবের হ'লো কেমন করে ? ভগবানের
যাহা হৈতে পাইবা·র পরমাণু সমস্ত, দ্রষ্টার জ্ঞান
·ত হবার মুখে 'পরমাণু'রূপে
ভক্তপদ-ধূলি আর ভ· টাকে আবরণ ক'রে একটা
ভক্তভুক্ত-শেষ—এই 'আমি পরমাণু'—এই ব'লে
চৈঃ· তাহার, অভ্যন্তর পরমাণু
·ক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র! কিন্তু-

বিজয়ার সম্ভাষণ

ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী মহামায়ার পূজার অন্তে—বিসর্জ্জনের অন্তে পরস্পর প্রীতিসম্ভাষণ গৌড়দেশবাসীর মধ্যে বহুকাল-যাবৎ একটী বিশেষ প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিজয়ার পর পুত্র মাতাপিতাকে দেখিয়া দণ্ডবৎপ্রণাম, মাতাপিতা পুত্রকে স্নেহাশীর্ব্বাদ, ভ্রাতা ভ্রাতাকে দেখিয়া পরস্পর যথোচিত সম্ভাষণ, বন্ধু বন্ধুকে দেখিয়া আনন্দালিঙ্গন, পরিচিত-ব্যক্তিমাত্রই তাঁহার পরিচিত-ব্যক্তিকে দেখিয়া যথাযোগ্য-আদর-সম্ভাষণাদি করিয়া থাকেন।

আবাহন ও বিসর্জ্জন, ভাঙ্গা ও গড়া, সঙ্কল্প ও বিকল্প জগতের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ইহাই ভাগবতের দার্শনিক ভ. ষায় অক্ষজচেষ্টা বা 'অক্ষজের সেবা' নামে কথিত ৩০শে ...

গোস্বামি-মহ. ... গৌড়দেশবাসীকে অথবা গৌড়দেশবাসী কীর্ত্তন-মহোৎসব প্রিত-চেতন-বিশ্বকে বিভু-চৈতন্য অর্থাৎ সাধারণ মহাম... বা শিক্ষা দিয়াছেন। অধোক্ষজ বা ১৯শে নবেম্বর শ্রীরাসব 'গড়া'-ব্যাপার নাই—চেতনের ধর্ম্মে ঠাকুর, শ্রীভূগর্ভগোস্বামীই—শুদ্ধচেতনের বৃত্তিতে জড়ের মহোৎসব। শনিবার ৮টা অপ্রকট। চেতনের সেবাবৃত্তি সমাপ্তি।

—— ...চেতনের সহিত ...নের আলিঙ্গন—

দ্বাদশ-বৈষ্ণব

...ভীষ্মদেব ... কৃষ্টি, স্নেহ, প্রণয়, সম্বন্ধে যে চেতনের (৯) ... ও অহৈতুকী প্রীতি। ... হিংসা নাই। আর

ইক্ষ্বাকু বংশধর রাজা মহাভিষ ব ... ও জড় কিম্বা চিদাভাস-বিখ্যাত দিলীপের পুত্র রাজা ... তবস্তুর প্রতি যে প্রীতি করিলেন। তাঁহার নাম হইল ... ও হিংসা-পরিপূর্ণ। সেই এক সময় দ্যু-আদি অষ্টবসু ... আলিঙ্গন, সেই দণ্ডবৎপ্রণাম করার অপরাধে, তৎকর্ত্তৃক অ... দুষ্কর্ম্মে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাতপাঃ ... বন্ধু-বন্ধুতে কোলাকুলি হয়, মনুষ্যরূপে মাতৃমীর গর্ভে গি... ...াদ, স্বামী-স্ত্রীতে স্নেহ-ভালবাসার বিনিময় হয়; কিন্তু তাহা জড়ের স্বার্থপর বিষাক্ত বীজাণুবাহী পবনপরিচালিত বলিয়া সেই আপাতমনোহর প্রীতি-সম্ভাষণ-কুসুম-কলিকা অচিরেই ম্লান হইয়া কালের করালগ্রাসে পতিত হয়। যে বন্ধু একদিন তাঁহার বন্ধুবরকে গাঢ়-আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই বন্ধুই আবার তাঁহার বন্ধুবরের প্রাণ-হন্তারক শত্রু হইয়া পড়েন; যে পুত্র পিতার চরণ-যুগল শ্রদ্ধা-বারিতে প্রক্ষালন করিয়াছিলেন, সেই পুত্রই আবার পিতার সন্তাপবিধায়ক হইয়া থাকেন; যে পিতা পুত্রের শিরে স্নেহাশীর্ব্বাদ-বর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই পিতাই আবার পুত্রের অভিশপ্তা হন; যে স্বামী একদিন স্ত্রীর ভুজলতায় আবদ্ধ থাকিয়া জগৎ বিস্মৃত হইয়াছিলেন, সেই স্বামীই আবার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন, স্ত্রীও স্বামীর সমস্ত স্নেহ-সম্ভাষণ বিস্মৃত হইয়া অপর জড়বস্তু-সম্ভাষণে ব্যস্ত হইয়া পড়েন।

শ্রীচৈতন্যদেব চেতনজীবকে এরূপ জড়ের সম্ভাষণ হইতে বিরত থাকিয়া চেতনের সম্ভাষণ শিক্ষা দিয়াছেন। অচেতন-বিশ্বকে তিনি চেতনের নিত্যসম্ভাষণে অনুপ্রাণিত করিবার জন্যই কৃপাপরবশ হইয়া প্রপঞ্চে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়ের ভাব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। তিনি বিজয়া-দশমীতে আশ্রয়-জাতীয়লীলা প্রদর্শন করিয়া যেরূপ যথোচিত সম্ভাষণ আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, আমরা তাহা নিম্নে কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় বিবৃত করিতেছি,—

> "বিজয়া-দশমী—লঙ্কা-বিজয়ের দিনে।
> বানর-সৈন্য কৈলা প্রভু লঞা ভক্তগণে॥
> হনুমান্-আবেশে প্রভু বৃক্ষ-শাখা লঞা।
> লঙ্কাগড়ে চড়ি' ফেলে লঙ্কা ভাঙ্গিয়া॥
> 'কাঁহারে রাবণা' প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
> জগন্মাতা হরে পাপী, মারিমু সবংশে॥
> গোসাঞির আবেশ দেখি' লোকে চমৎকার।
> সর্ব্বলোক জয়-জয় করে বারবার॥"
>
> —চৈঃ চঃ মঃ ১৫।৩২-৩৫

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমদ্ভাগবতদ্বারা আমাদিগকে বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ নিম্নলিখিতভাবে শিক্ষাপ্রদান করিতেছেন;—

> ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
> প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥
>
> —ভাঃ ১১।২।৪৬

—যিনি ঈশ্বরে প্রেম, বৈষ্ণবে মৈত্রী, মূঢ়ে কৃপা ও দ্বেষীকে উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যমভক্ত।

গৌড়ীয়* মূর্ত্তভাগবত-লীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরসুন্দর ও গ্রন্থভাগবতের শিক্ষানুসরণে বিজয়ার সম্ভাষণ উপরিউক্ত-ভাবে সকলকে জানাইতেছেন। কপটতার আশ্রয়ে কর্ম্মীর ন্যায় প্রীতিসম্ভাষণ অথবা নির্ব্বেদ-জ্ঞানীর ন্যায় জীবে ঈশ্বর-কল্পনা করিয়া "নমো নারায়ণায়" রূপ শব্দোচ্চারণ দ্বারা সম্ভাষণের নামে হরি ও হরিজন-বিদ্বেষ কিম্বা প্রাকৃত-সহজিয়ার ন্যায় উত্তম-অধিকারীর অভিনয় বা ছল শ্রীচৈতন্য বা শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ গৌড়ীয়কে শিক্ষাপ্রদান করেন নাই। অধোক্ষজ-পুরুষোত্তমে আত্মবৃত্তিদ্বারা সেবাচেষ্টা বা প্রেম অধোক্ষজের সেবক বৈষ্ণবগণের প্রতি মিত্রতা, অধোক্ষজসেবায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে কৃপা এবং বিদ্বেষীকে উপেক্ষাই যথার্থ নির্ম্মৎসরগণের আচরিত প্রীতি-সম্ভাষণ।

বিজয়াদশমীর দিনে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে এইরূপ প্রীতি-সম্ভাষণেরই আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি ভগবানের প্রতি প্রীতি-চেষ্টা, ভক্তগণের প্রতি মিত্রতা, বালিশে কৃপা এবং রাবণের ন্যায় বিষ্ণু-দ্বেষীর প্রতি ক্রোধলীলা প্রদর্শন করিয়া প্রত্যেককে যথাযোগ্য বিজয়ার সম্ভাষণ-প্রদর্শন-লীলা দেখাইয়াছেন।

আজ আমরা আমাদের কৃপাময় পাঠকপাঠিকা, গ্রাহক-অনুগ্রাহিকাগণের প্রতি আচার্য্যানুসরণে আমাদের প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইতেছি—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥
অহো ন দুর্লভা মুক্তির্ন চ ভক্তিঃ সুদুর্লভা।
গৌরচন্দ্রপ্রসাদস্তু বৈকুণ্ঠেঽপি সুদুর্লভঃ॥
ভজন্তু চৈতন্য-পদারবিন্দং
ভবন্তু সদ্ভক্তিরসেন পূর্ণাঃ।
আনন্দয়ন্তু ত্রিজগদ্বিচিত্রৈঃ
মাধুর্য্য-সৌভাগ্য-দয়া-ক্ষমাদ্যৈঃ॥
সংসার সিন্ধুতরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সঙ্কীর্ত্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-
শ্চৈতন্যচন্দ্রচরণে শরণং প্রযাতু॥
অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্।
ন ভজেৎ সর্ব্বতোমৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ॥
—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৯০-৯১, ২৫

ইহাই আমাদের সকলের প্রতি বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ, আর ইহাই প্রার্থনা—যেন নিত্যকাল আমরা এইরূপ সম্ভাষণই করিতে পারি।

ল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

[স্থান— শ্রীগৌড়ীয়মঠ, সময়—শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-উৎসব, ২৮শে ভাদ্র, ১৩৩৩, ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৬]

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

আজ শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-বাসর। সীতাদেবী শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পত্নী। অদ্বৈতপ্রভু স্বয়ং হরির সহিত অদ্বৈত, ভক্তরূপে আচার্য্য-সূত্রভাবে আচরণ শিক্ষা দিবার জন্য এদেশে এসেছিলেন। অদ্বৈতপ্রভু কারণার্ণবশায়ী ভগবানের উপাদান-কারণ।

কারণ-নির্ণয়ে নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ; দৃশ্যজগৎ কার্য্য, কার্য্য উদ্ভূত হ'য়েছে যে বস্তু হ'তে তাহাই 'কারণ,' যেমন কুম্ভকার নিমিত্ত-কারণ, মৃত্তিকা কুলালচক্র প্রভৃতি উপাদান-কারণ।

পরিদৃশ্যমান জগৎ—মানবজাতি এল কোথা থেকে?—আসে কোথা থেকে? অনেকেই অক্ষজজ্ঞানে বিচার করেন-জীব আসে পিতামাতা হ'তে।

জগতের পরমাণুগুলো হ'লো কেমন করে? ভগবানের শক্তির প্রকার ভেদে অচিতের পরমাণু সমস্ত, দ্রষ্টায় জ্ঞান যেখানে আবৃত হ'য়েছে—আবৃত হবার মুখে 'পরমাণু'রূপে প্রতিভাত হ'য়েছে। সম্পূর্ণ জ্ঞানটাকে আবরণ ক'রে একটা অচিদ্‌বস্তুর পরমাণু স্তব্ধ ক'রে—'আমি পরমাণু'—এই ব'লে আমাদের কাছে আসে। বস্তুতঃ তাহার অভ্যন্তর পরমাণু নহে—বাহিরটা তাহাই ভিতরে সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র। কিন্তু

আমি পাষণ্ড, আমি মনে কচ্ছি—'জগতের উপাদান-কারণ পরমাণু'। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ অদ্বয়জ্ঞান-ব্রজেন্দ্রনন্দন শক্তি দ্বারা পরমাণুরূপে উদিত হ'য়ে তাঁর স্বাভাবিক-স্বরূপ আবৃত ক'চ্ছেন।

আমি ভোক্তৃত্বসূত্রে আমার ভোগের বস্তু—আমার ইন্দ্রিয়ের গ্রহণীয় বস্তু দে'খতে ব'সেছি। বিষ্ণুই যে সমস্ত জগতের একমাত্র মূলকারণ—তাহা বুঝতে না পেরে 'পরমাণুপুঞ্জগঠিত জগৎ'—'পিতামাতা হ'তে জীব উদ্ভূত হ'য়েছে'—আমি এরূপ বল্‌ছি। আমার চেতনকে আচ্ছাদন ক'রেছে—যে কাল পর্য্যন্ত না আমি কোন বিষ্ণুভক্তের নিকট—সর্ব্বক্ষণ বিষ্ণুপরায়ণের নিকট উপস্থিত হ'য়ে শ্রৌতবাণী না শুনি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত 'মেপে নেওয়ার ধর্ম্ম' আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু উপাদান-কারণ বিষ্ণুবস্তু। তাঁহার পত্নী—সীতাদেবী। সীতাদেবী অচ্যুতানন্দের জননী। অচ্যুতের উপাদান-কারণ—নিমিত্তকারণ নহে যে বিষ্ণুবস্তু, তাহা হইতে অচ্যুতানন্দ নামক বৈষ্ণবাগ্রগণ্য আবির্ভূত হ'য়েছেন। উপাদান-কারণ বিষ্ণু-বস্তু হ'তে অচ্যুতানন্দ প্রকটিত হ'য়েছেন। এরূপ কোথায়ও নাই যে অদ্বৈতপ্রভু—'নিমিত্ত-কারণ'। স্বয়ং অচ্যুতানন্দই সে কথা বলেছেন—'চৌদ্দভুবনের গুরু চৈতন্য গোসাঞি'।

শ্রীঅচ্যুতানন্দ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অনুগৃহীত-পাত্র। অন্যান্য অদ্বৈতপুত্রাভিমানীর সহিত তাঁহার মতভেদ হ'য়েছিল। অদ্বৈতপ্রভুর 'পুত্র' ব'লে পরিচয় দে'বার অচ্যুতানন্দ ব্যতীত আরও পাঁচটী ছিলেন। তন্মধ্যে দুইজন অচ্যুতানন্দের অনুগত থাকায় কিছু কিছু বিষ্ণুভক্তি দেখিয়ে ছিলেন, আর তিনজন বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী। অদ্বৈতপ্রভুর পুত্রব্রুব বলরামের সন্তান মধুসূদনের পুত্র রাধারমণ বর্ত্তমান বৈষ্ণব-জগতের সামাজিক বিপ্লবের একজন প্রধান কারণ। সীতাদেবীর গর্ভসম্ভূত শ্রীঅচ্যুতানন্দই জগতের শুদ্ধভগবদ্ভক্তির কথা বিস্তার ক'রেছিলেন। অচ্যুতানন্দের 'অদ্বৈতসন্তান' ব'লে বিচারপ্রণালী ছিল না। 'বাবা-মার কাছ থেকে জন্মগ্রহণ ক'রেছি,' 'নিজের পিতামাতার থেকেই ত' মন্ত্রাদি গ্রহণ করা যে'তে পারে, অন্য গুরুর কাছে যাবার আবশ্যক কি ?'—এরূপ বিচার তাঁহার ছিল না। তিনি গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর কাছে গমন ক'রেছিলেন। একদিন তিনিই সমগ্র উৎকল দেশে শুদ্ধভক্তি প্রচার ক'রেছিলেন। বর্ত্তমানে ব্যবসায়ের কথা ধর্ম্মজগতে প্রবিষ্ট হওয়ায়, আমরা অন্যান্য কথায় ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছি।

শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রচার ক'রেছিলেন—'শুক্রশোণিতজাত দেহ "আমি" নই, পিতামাতা "পুত্র" ব'লে যে জিনিসটা গ্রহণ করেন, তাহা আমার স্বরূপ নহে।' তিনি ব'লেছিলেন—

"বীক্ষ্যতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥"

অদ্বৈতাচার্য্য অদ্বৈতগৃহিণীর পুত্র মাত্রই অচ্যুতের সমান—এরূপ কথা নহে। শুক্রশোণিতজাত সম্পত্তিবিশেষ 'হরি' নহেন। ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে যে অচিতের উপলব্ধি হয়, তাহা 'হরি' নহেন। দরিদ্রকে 'নারায়ণ' জ্ঞান হ'লে 'দরিদ্রতা' নারায়ণ নহে। 'দরিদ্রতা' ও 'সমগ্র-ঐশ্বর্য্য-বত্তা'র সমন্বয় হ'তে পারে না।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

(গীঃ ৩।২৭)

'আমি কর্ত্তা,' 'আমার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি', 'আমার দেহ', 'আমার পুত্র' এইরূপ বিচারপ্রধান হ'লে, আমরা বৈষ্ণবের পাদপদ্ম আশ্রয় ক'র্ত্তে পারি না। অদ্বয়জ্ঞান নহে যে বস্তু, সে বস্তুকে বিষ্ণুতে স্থাপন ক'র্ত্তে গিয়ে আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।

পিতামাতার থে'কে যে জিনিসটা পাওয়া গিয়েছে, সে জিনিসটা "আমি" নহে। জীবের উপাদান-কারণ পিতামাতা নহে। "সংক্লেশনিকরাকরঃ"—সুখভোগ বা দুঃখাপ্তির মূল কারণ পিতামাতা হ'তে পারেন। "কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা জীবাম কেন ক চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ। (শ্বেতাশ্ব ১।১) যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম (তৈঃ উঃ ৩।১)

বাহ্যজগতের বস্তু চেতনকে প্রসব ক'রেছে এরূপ নহে। পরিবারবিশিষ্ট, রূপবান্, লীলাময়, রূপ-গুণ-লীলা-বিভাবিত কৃষ্ণ যেখানে অনুভূতির নিকট আচ্ছাদিত র'য়েছে সেখানেই ক্ষুদ্রজ্ঞান; আমাদের চেতন যে স্থানে বাধা-প্রাপ্ত হ'য়েছে সে স্থানেই খণ্ড ও বিকৃত জ্ঞান। আমরা হাতী, ঘোড়া, ছাগল প্রভৃতি অজ্ঞানানুভূতির দ্বারা প্রতারিত হ'য়ে অদ্বয়-জ্ঞানের অভাব বোধ ক'চ্ছি। মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও

আবরণাত্মিকা বৃত্তিদ্বারা চালিত হ'য়ে জীব অদ্বয়জ্ঞান হ'তে বিচ্যুত হ'য়েছে।

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥
(ভাঃ ২।৯।৩৩)

(১) ভগবানের বিষয় যেখানে আমাদের প্রতীত হয় না, (২) ভগবানের প্রতীতিতে যাহার প্রতীতি নাই, (৩) ভগবানের অনুভূতি ব্যতীত যাহার প্রতীতি হয় না—সেই জিনিষটাই 'মায়া'—'মীয়তে অনয়া ইতি মায়া'।

'আমার ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে অদ্বয়জ্ঞানকে মেপে নে'ব!' 'আমার অস্তিত্ব যেখানে নাই সেখানকার বস্তু আমি মেপে নে'ব।'—এ কথাটী কিরূপ! যেখানে অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাত এসে উপস্থিত হ'য়েছে, সেখানেই মাপামাপি।

অনেকে বিচার করেন, ত্রিপুটিবিনাশের নামই অদ্বয়-জ্ঞান! 'কেন বা কং বিজানীয়াৎ' জড়-নির্বিশিষ্টবাদকে লক্ষ্য ক'রে এরূপ মায়াবাদীয় বিচার শ্লাঘনীয় হ'তে পারে, কিন্তু ইহা বিশুদ্ধ নাস্তিকতা মাত্র। দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শনের নিত্যত্বের ব্যাঘাত ক'রবার জন্য যে নাস্তিকতা উপস্থিত হ'য়েছে, বিষ্ণুভক্তের নিকট গমন ক'রলে এরূপ নাস্তিকতা —মনোধর্ম্মবিক্রম প্রকাশ ক'র্ত্তে পারে না।

চিদ্বিলাসের বিভিন্ন প্রতিফলন জগতে প্রকাশিত। বাহ্য জগতের বস্তু পরিবর্ত্তনশীল; বিষ্ণু পরিবর্ত্তনশীল নহেন। মায়া-বাদী বলেন, সৎ ও অসৎ হ'তে অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞান সমষ্টির নাম ঈশ্বর। ভগবদ্ভক্ত বলেন, কল্যাণগুণবারিধি ঈশ্বর।

যাহাদের বিচারে উপাসনার নিত্যত্ব নাই, তাহাদের বিচারকে নাস্তিক্য বিচার জানিয়া দূর হইতে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করুন। কৃত্রিমভাবে মন নিগৃহীত হ'তে পারে না। ভগবদ্ভক্ত বলেন, হাজার হাজার যম-নিয়ম-প্রাণায়াম দ্বারা মন নিগৃহীত হ'তে পারে না।

ভগবদ্বিমুখগণ বেদবেদান্তের প্রকৃত বিচার, ভগবদ্ভক্তের অনুভূতি প্রভৃতি হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে অপরকে ভগবদ্বিমুখ ক'রবার জন্য ব'লে থাকেন,—মুমুক্ষুদের কথা ও ত' শাস্ত্রে প্রচুর পরিমাণে র'য়েছে।

কৃষ্ণের কীর্ত্তন—সাতশত শ্লোকে শ্রীগীতায় শুনতে পাওয়া যায়—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
(গীঃ—৭।১৪)

যিনি কৃষ্ণপাদ-পদ্ম আশ্রয় করেন, তাঁ'রই মায়া হ'তে উদ্ধার লাভ হয়। জীবের অন্য কোনও কৃত্য নাই—কৃষ্ণারাধন ব্যতীত, অন্য কোনও উপাস্য বস্তু নাই—কৃষ্ণনাম ব্যতীত।

"আন কথা না কহিবে, আন কথা না বলিবে।"

কর্ম্মফলভোগী এক সম্প্রদায় আছেন। কর্ম্মসকল ত্রৈবর্গিক, কুঞ্জর-স্নানের যোগ্য। হাতী কাদা ঘাঁটে, আবার স্নান করে, আবার কাদা ঘাঁটে। 'কৃষ্ণপাদ-পরিচর্য্যা ব্যতীত অন্য কোনও কৃত্য নাই',—আত্মায় যখন ইহা উপলব্ধির বিষয় হয়, ভগবানের পাদপদ্ম সেবাই একমাত্র ধর্ম্ম—সর্ব্ব-জীবের ধর্ম্ম—সর্ব্বকালের ধর্ম্ম'—ইহা যখন উপলব্ধির বিষয় হয়, তখন দুষ্ট মন কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠায় আচ্ছন্ন হ'য়ে তাণ্ডবনৃত্য দেখায় না।

প্রত্যক্ষের অনুমানে আমরা সময় কাটা'চ্ছি। যিনি বুঝতে পারেন, 'কৃষ্ণই সর্ব্বকারণ-কারণ, পঞ্চরসের একমাত্র ভোক্তা, তিনিই কামদেব, আমরা তাঁ'র কামের ইন্ধনমাত্র,' —তাঁহার অক্ষজজ্ঞানে যে প্রত্যক্ষবাদ, অক্ষজজ্ঞানে যে অনুমান, তথাকথিত শ্রৌত-পন্থা—যাহা প্রত্যক্ষবাদ ও অনুমানবাদেরই অন্তর্ভুক্ত তাহাতে স্পৃহা কমে যায়।

আমরা যখন বলি, আমি ভগবদ্ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তখন আমি 'আউল সম্প্রদায়ের' অন্তর্ভুক্ত হই। আউলশব্দে আদি—প্রথম। 'আউল' 'দোয়েম' 'সোহেম' 'চাহারম্' ফার্সি ভাষার সংখ্যাবাচক শব্দ, শ্রেষ্ঠার্থে ব্যবহৃত।

ব্যাসের আনুগত্য ব্যতীত আমরা অন্য কথার মধ্যে থাকবো না। যে স্মৃতিতে বিষ্ণুভক্তির বাধা হ'চ্ছে, সেরূপ স্মৃতিকে আমরা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ কর্‌বো। স্মার্ত্তের অনুগমন করলে বিষ্ণুসেবা হয় না।

'অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥

একমাত্র বৈষ্ণবই গুরু হ'তে পারেন, অন্যের বৈষ্ণব না হওয়া পর্য্যন্ত 'গুরু' হ'বার যোগ্যতা নাই।

অনেকে মনে করতে পারেন, 'আমার স্বতন্ত্রতা আছে—যথেচ্ছাচারিতা আছে—আমি বিষ্ণুভক্তি গ্রহণ ক'রবো না, বাদ বাকী সব কর্‌বো'। জগতে বহু সাধন-প্রণালীর কথা

আছে, কিন্তু একমাত্র মঙ্গল হয় যে নাম-গ্রহণের পন্থায়, তাহাই আমার ভাল লাগ্‌ছে না। নাম-রূপ-গুণ ও লীলা অভিন্ন। ইহাতে যে পার্থক্য স্থাপন করে, সে মনোধর্ম্মী। শ্রীমন্মহাপ্রভু ব'লেছেন,—

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
'এই ভাল' 'এই মন্দ'—এই সব ভ্রম॥

যে কালে আত্মা হরিসেবা করে, তখন আত্মার হরি-সেবা-ধর্ম্মক্রমে মন ও দেহও হরিসেবা ক'র্‌তে বাধ্য হয়। যখন 'নামাভাস' হয়, তখন জীব এই জগৎ হ'তে মুক্ত হ'য়েছে। নামাপরাধ দ্বারা ধর্ম্মার্থকাম লাভ হয়, কখনও বা অধর্ম্ম, অনর্থ ও কামনার অতৃপ্তিও লাভ হয়। বিল্বমঙ্গল বলেন,—

ভক্তিস্তয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোর-মূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থ কামগতয়ঃ সময়-প্রতীক্ষাঃ॥

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১০৭ শ্লোক)

যখন ভগবানের চরণে ভজনের প্রবৃত্তি উদিত হয়, তখন তাহা হাত দিয়ে, পা দিয়ে, মন দিয়ে নয়। মন দিয়ে ক'রলে (ভগবানের সেবার চেষ্টা দেখাইলে) অনেক সময়ে মায়াবাদী হ'য়ে পড়ি। আত্মা দিয়ে ভগবানের উপাসনা হয়। আত্মার বৃত্তি আবৃত হ'লে কখনও ভগবদ্বস্তুকে 'ব্রহ্ম', কখনও বা 'পরমাত্মা' ব'লে সন্তুষ্ট হই। কিন্তু যখন আমাদের ভজনীয় বস্তুকে দর্শন হয়, তখন আমাদের অনুভবের ব্যাপারে অতুল শ্যামসুন্দররূপ দর্শন হয়। আত্মা ভগবানের সেবার—উপকরণ। ভক্তরাজ ঠাকুর নরোত্তম ব'লেছেন—

কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড, কেবলি বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি ভ্রমি' মরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তা'র জন্ম অধঃপাতে যায়॥

যদি অধঃপতিত হ'তে ইচ্ছা করি, তা'হ'লে অপথ কুপথ অবলম্বন ক'রে, কৃষ্ণলীলা অনিত্য মনে ক'রে, সন্দিগ্ধ হ'য়ে কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ডে ধাবিত হই। মহাপ্রভু আমাদিগকে নানাপ্রকার ঘাতপ্রতিঘাত দিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। যা'রা নাক টাক্ টিপতে পারে, বুজরুকী দেখাতে পারে, Athletic feat দেখা'তে পারে, ছলপাণ্ডিত্য ছলাভিজাত্য জাহির কর্‌তে পারে, তা'দিকে আমরা গুরু ব'লে গ্রহণ কর্‌তে পারি। কিন্তু বৈষ্ণব ব্যতীত অপরে 'গুরু' হ'তে পারে না। তা'রা বৈষ্ণবের শিষ্য হ'লে তা'দের কালে মঙ্গল হয়।

অনেকে আবার বৈষ্ণবের দাস না হ'য়েই, বৈষ্ণবের সেবা না ক'রেই বৈষ্ণব হ'য়ে যেতে চায়। আমরা অনেকে অভক্ত' হয়ে নিজদিগে 'ভক্ত' মনে করি। রাসলীলা শ্রবণ কর্‌বার অধিকারী মনে করি। কিন্তু আমি কোথায়? আমি ত' ভক্ত নই, অনুক্ষণ ভগবানের সেবারত নই। কোন সময় পুরুষাভিমান ক'রে স্ত্রীরূপে প্রলুব্ধ হই, কোন সময়ে স্ত্রী অভিমান ক'রে পুরুষে মুগ্ধ হই, আমার ন্যায় পাষণ্ড, পাপিষ্ঠ, নরাধম আবার 'ভক্ত'-শব্দবাচ্য হ'তে পারে? যা'র বাহ্যবিষয়ে বিরতি হ'য়েছে, ভগবানের কথায় লোভ হয়েছে, তা'কেই অনুগ্রহ কর্‌বার জন্য ভগবান্ রাসলীলা বিস্তার ক'রেছেন; কিন্তু—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥

(ভাঃ ১০।৩৩।৩০)

মৃত্যুঞ্জয়ের শুন্‌বার উপযোগী রাইকানুর গান শুন্‌বার অধিকার আমাদের নাই। যতকাল আমরা বাহ্যজগতে আকৃষ্ট হ'য়ে র'য়েছি, ততকাল আমরা মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিতে অভিভূত হ'য়ে ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্যই ধাবিত। বাহ্যজগতের দৃশ্য যখন বাসুদেবময় হ'বেন, তখন না আমরা রাসস্থলীতে যেতে পার্‌বো। তাঁ'র পূর্ব্বে বামন হ'য়ে চাঁদ ধ'র্‌বার উচ্চাশা বাতুলের চেষ্টা মাত্র। এই হাড়মাসের থলি নিয়ে কৃষ্ণ-বক্ষে আরোহণ করা যায় না। যে ঐরূপ ধৃষ্টতা ক'র্‌তে যায়, তা'র অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। যা'রা বিদ্যার মহিমা, আভিজাত্যের মহিমা, সৌন্দর্য্যের মহিমা, ঐশ্বর্য্যের মহিমা 'থুথু' ফেল্‌বার মত ক'রতে পেরেছেন, তাঁ'দের কাণেই কৃষ্ণকথা প্রবেশ ক'রতে পারে।

আমরা চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি আনন্দের উপ-ভোক্তা আর 'কৃষ্ণ বেচারা' হাত-পা কাটা হ'য়ে গিয়ে 'নির্ব্বিশেষ' নিরাকার হ'য়ে থাক্‌বে—একটুমাত্র খেতে পা'রবে না, দেখতে পারবে না, চল্‌তে পারবে না,—এরূপ

বিচার যুক্তিপুষ্ট নহে। 'যখন আমি বলি ভগবান্‌কে বঞ্চনা করব' তখন ভগবান্—'পরমাত্মা'।

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ"।

(শ্বেতাশ্বঃ ৩।১৯)

জড়ের হাত-পা ভগবানের না থাকার দরুণ, যে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবানকে তাঁহার নিত্যচিন্ময় হস্তপদ হইতে চ্যুত করিতে চইবে, এরূপ বক্তৃতা বিশুদ্ধ নাস্তিকতা বা কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

ভোক্তৃত্বাভিমানী আমরা বুভুক্ষু, ভোক্তৃত্বাভিমান প্রদর্শন পূর্ব্বক আমরা চল-ধর্ম্ম বা মনোধর্ম্মবিশিষ্ট মুমুক্ষু।

সূর্য্য দর্শন ক'রে যেমন আমরা বুঝ্‌তে পারি, সমস্ত আলোর মালিক সূর্য্য, তদ্রূপ যাঁরা ভগবদ্দর্শন করেছেন, অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ জানেন যে, সকল শক্তির শক্তিমান্ প্রভুই কৃষ্ণ। তিনি স্বেচ্ছাচারী, তাঁর ইচ্ছাশক্তি কেহ প্রতিরোধ কর্ত্তে পারে না। ভগবান্ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ; আমি তাঁহার আশ্রিত অণু যখন আমি ইহা বুঝ্‌তে পারি, তখন বৃহৎ সচ্চিদানন্দ-সেবাই আমাদের কার্য্য হয়, তখন আমরা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণে আত্মসমর্পণ করি।

শ্রীমাধবগৌড়ীয়-মঠের আয়-ব্যয়-তালিকা

৪৩৯ শ্রীচৈতন্যাব্দ, সন ১৩৩২ সাল

শ্রীবিগ্রহ, প্রচার এবং সাধুসেবাদি উৎসব-উপলক্ষে আয়-ব্যয়।

আয়ের তালিকা।

বিবরণ	টাকা
দৈনন্দিন সেবাভিক্ষা	২৯৮॥১০
মহাপ্রভুর প্রণামী	৫৯৯৸৴১০
প্রণামী মাঃ শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে	৫৬৫
মাসিক চাঁদা	৪৬০৲
উদ্বৃত্ত দ্রব্য বিক্রয়	১৩৭৸৴১০
গত বৎসরের তহবিল	১২৫৲
বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট তালিকা	৩১২২॥০
হাওলাত জমা	৪৩৬৸৵৫
	৫৭৪১৸৵১৫

খরচের তালিকা।

বিবরণ			টাকা
চাউল খরিদ	...	...	১৩০৸০
বাজার তরকারী	...	...	১১৭২।৵০
ডা'ল	...	...	১০০৵০
তৈল	...	...	১৩০।৴১
চিনি, গুড়	...	...	১৭৫॥৴১০
ঘৃত	...	...	২৭৫।১০
লবণ	..	...	৪০।৵১০
মশলা	...	...	১০৩॥১০
কাষ্ঠ, কয়লা	...	...	৩৪০।৴১০
বাসন পত্র	...	...	১৬০৲
দুগ্ধ	...	...	৩০৪॥১০
ময়দা	...	...	৭০৵০
কেরোসীন	...	...	৪৫৲
মঠগৃহ-শুল্কাদি	...	...	৭৮২৵৫
পাথেয়	...	...	৬৫২॥০
ডাক খরচ	...	...	৭২।০
পারিশ্রমিক	...	.	৩৭৫।০
বিবিধ	..	.	৬০৴০
মুদ্রাঙ্কন	...	...	১৬০॥০
গৃহ সংস্কার, আসবাব ইত্যাদি		...	১৭৫।০
চিকিৎসা	...	...	৬০৵০
দধি	...	...	৬০।০
আলো	...	...	৯৫৴০
			৫৭৪১৸৵১৫

সংশ্লিষ্ট তালিকা

মাসিক চাঁদা

নাম	টাকা
ললিত মোহন ঘোষ	২০৲
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	১২৲
দ্বিজদাস দত্ত	১১৲
বিনোদবিহারী গোপ	৯৲
অমৃতলাল সেনগুপ্ত	৭॥০
করুণাকর ব্রহ্মচারী	৬॥০
নিরঞ্জন রায়	৪৲

২৪৲ হিঃ ৩ জন—৭২৲

নদীয়াবাসী সাহা, সীতানাথ সাহা, প্রভাতচন্দ্র বসু

১৩৲ হিঃ ৩জন—৩৯৲

হরিদাস সাহা, বঙ্কিমদাস বানার্জ্জি, মনোমোহন গুহ

১০৲ হিঃ ২জন—২০৲

সতীশচন্দ্র গুহ, কৃষ্ণচন্দ্র দে

৮৲ হিঃ ২জন—১৬৲

কৃষ্ণকিশোর দাসাধিকারী, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র নাথ

৭৲ হিঃ ২জন—১৪৲

জ্যোতিষচন্দ্র রায়, গোপালচন্দ্র কর

৬॥০ হিঃ ৬জন—৩৯৲

উমেশচন্দ্র দত্ত, জগচ্চন্দ্র রায়, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভোলানাথ সাহা, রাধাগোবিন্দ বসাক, রায় শরৎ কিশোর বসু বাহাদুর।

৬।০ হিঃ ২জন—১২॥০

রসিকলাল বসাক, শচীন্দ্রকুমার ঘোষ।

৬৲ হিঃ ৭জন—৪২৲

মদনমোহন বসাক, কে, বি, দে, কৈলাসচন্দ্র সেন, জানকীবল্লভ দত্ত, নবযোগেন্দ্র দাসাধিকারী, ললিত মোহন অধিকারী, বৃন্দাবনচন্দ্র বসাক।

৩॥০ হিঃ ৬জন—২১৲

অতুলচন্দ্র চৌধুরী, চিন্তাহরণ দে ডাঃ, মনোমোহন সেনগুপ্ত, লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, বনবিহারী দাস, হরিনারায়ণ রায়।

৩।০ হিঃ ২জন—৬॥০

বিনয়কুমার রায়, অশ্বিনীকুমার দাশগুপ্ত।

৩৲ হিঃ ৯জন—২৭৲

নগেন্দ্রনাথ দত্ত, উপেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সতীশচন্দ্র নিয়োগী, লোকনাথ ঘোষ, শশাঙ্কমোহন বসু, রাজেন্দ্র শঙ্কর দাসগুপ্ত, বৃন্দাবনচন্দ্র রায়, অক্ষয়কুমার রায়, অনুকূলচন্দ্র সরকার।

২৸০ হিঃ ১১জন—৩০।০

পরিমলকুমার ঘোষ, পূর্ণচন্দ্র সাহা মোক্তার, নির্ম্মলচন্দ্র নাগ, বৈদ্যনাথ শীল, যতীন্দ্রনাথ রায়, শ্যামবল্লভ দে, সুরেন্দ্রনাথ গুহ, ভূপেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, মহেন্দ্রলাল বসাক, পূর্ণচন্দ্র সাহা উকিল, নৃপেন্দ্রনাথ মৈত্র।

২॥০ হিঃ ৬ জন—১৫৲

শ্রীশচন্দ্র গুহ, নবীনচন্দ্র দাস, পাঁচুগোপাল দাস, নৃপতি রঞ্জন রায়, রাধামাধব রায়, জগদীশচন্দ্র বসু।

২।০ হিঃ ২ জন—৪॥০

অখিলেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ধরণীমোহন চন্দ।

২৲ হিঃ ৭ জন—১৪৲

প্রদ্যোতকুমার বসাক, বসন্তকুমার রায়, ডাঃ টি, সি, দত্ত, ধীরেন্দ্রচন্দ্র সেন, মদনমোহন গাঙ্গুলী, ডিঃ কে, রায়, হেমচন্দ্র নাথ।

১৸০ হিঃ ৩ জন—৫।০

সুরেন্দ্রনাথ গুহ, রেলওয়ে মেস, শচীন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত।

১॥০ হিঃ ৩ জন—৪॥০

পূর্ণচন্দ্র দাস, বংশীরাম গোয়ালা, শচীন্দ্র মোহন শীল।

১।০ হিঃ ২ জন—২॥০

ডাঃ মুকুন্দলাল বড়াল, হরিচরণ খান।

১৲ হিঃ ৫ জন—৫৲

উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, কালাচাঁদ সাহা, সুরেন্দ্রমোহন চন্দ, জগচ্চন্দ্র দাশগুপ্ত, ধীরেন্দ্রচন্দ্র রায়।

॥০ আনা হিঃ ২ জন—১৲

নিবারণচন্দ্র নাথ, ভূপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

১০১৲ হিঃ ১ জন

ললিতমোহন ঘোষ	১০১৲

১০০৲ হিঃ ২ জন—২০০৲

জনৈক বন্ধু	১০০৲
প্রিয়নাথ শেঠ	১০০৲

৯০৲ হিসাবে ১ জন

যতীন্দ্রনাথ সেন	৯০৲

৫১৲ হিঃ ১ জন

দীনেশচন্দ্র দে	৫১৲

৩০৲ হিঃ ২ জন—৬০৲

জগত্তারা সেন, রাধাবল্লভ দত্ত।

২৫৲ হিঃ ১২জন—৩০০৲

Messers R. Sim & Co, Mr V. J. Stephen রামচরণ গোপীমোহন মোদক, ভাওয়ারলাল ফতেচাঁদ, সেন এণ্ড কোং, সোনাকান্দা বেলিং ষ্টক, Mr. J. Denald Esq., আনন্দ মোহন পোদ্দার, Staff of M. Sirkur & Son, রমানাথ দাস জমিদার, ক্ষেত্রনাথ পোদ্দার, জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী।

২৩৲ হিঃ ১জন

A. Jacob's Staff ২৩৲

২১৲ হিঃ ১জন

নারঙ্গ রায় নাগর মল ২১৲

২০৲ হিঃ ৮জন—১৬০৲

Mr. V. Stephen, বার্ক মায়ার ষ্টাফ্, আর সিম এণ্ড কোং, ন্যাশেন্স এণ্ড কার্ক ষ্টাফ; তুলারাম বাসরাজ, Mr. Alex Peters Naringanj. Co Ltd. Staff, নীলরতন মুখার্জ্জী, যতীন্দ্রনাথ সেন, চক্রপাণি দাসাধিকারী।

১৮॥০ হিঃ ১ জন

জয়চন্দ্র রায় ১৮॥০

১৮৲ হিঃ ১জন

পূর্ণচন্দ্র জয়চন্দ্র পাল ১৮৲

১৭৲ হিঃ ১জন

অখণ্ড কুমার বসু ১৭৲

১৫৲ হিঃ ৬জন—৯০৲

রামতনু সূর্য্যকান্ত মোদক, সুরেন্দ্র সুন্দর দে সরকার, জহরলাল চম্পালাল, বাল মুকুন্দ ওঙ্কার মল, প্রকাশচন্দ্র সরকার, সুসমাবালা দেবী।

১৪৲ হিসাবে ২জন—২৮৲

গোপালচন্দ্র কর, রায় সাহেব গৌরনিতাই সাহ শঙ্খনিধি।

১২ টাকা হিসাবে ২ জন ২৪৲

প্রতাপচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, আনন্দ মোহন রায়।

১১৲ হিঃ ৩ জন ৩৩৲

কার্ণিদর নাথ মণ্ডল, চুণীলাল ভৈরব দাঁ, Jardine Skiner Staff

১০৲ হিঃ ৩৪ জন ৩৪০৲

জয়নাথ ভৌমিক, জি, সি, সাহা, নিত্যানন্দ রামগোপাল মণ্ডল, রাজেন্দ্রলাল শীল, সিদ্ধেশ্বরী রায়, পার্ব্বতী চরণ সিংহ, অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর, গোপীনাথ দাসাধিকারী, চৈতন্যদাস অধিকারী, বেণীমাধব মুকুটী সুরেশচন্দ্র সেন, স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদ, কাশিরাম রামশঙ্কর সাহা, সেন্টু দালাল, কৃষ্ণচন্দ্র দে, কৃষ্ণকিশোর দাসাধিকারী, আর, সি, এণ্ড কোং, রাধাবল্লভ দত্ত, যোগেন্দ্রচন্দ্র দাস, কানাইয়ালাল গোসাঁইয়া, গোবিন্দচন্দ্র রাইমোহন পাল, গোবিন্দবিহারী সাহা, কৃষ্ণ মৌজি, মোহিনী মিলের ষ্টাফ্।

১০৲ হিঃ ১১ জন ১১০৲

রমাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, যোগেশচন্দ্র গুহ, কে, জি, সাহা এণ্ড কোং, জয়চন্দ্র নাগ, গোবিন্দচন্দ্র দে সরকার, A. S. Woodthrops, Mr. A. D. Boldy, Mr. A. Jacob, Mr. G. S.S. Leith, Jute Supply Agency Co., Mr. Ale Peters Narainganj Co. Ltd.

৮৲ হিঃ ৯জন ৭২৲

Staff of Mr. M. David & Co, রামধন রামেশ্বর দে, শ্রীনাথ পূর্ণচন্দ্র সাহা, হামেদালী মমতাজুদ্দিন, নিতাই বৃন্দাবন সাহা, হরিবাসী বৃন্দাবনচন্দ্র সাহা, রাধারমণ বৃন্দাবন চন্দ্র সাহা, জগন্নাথ যশোদালাল রায় চৌধুরী, কৈলাস নবদ্বীপচন্দ্র সাহা।

৭॥০ হিঃ ১ জন

কৈলাসচন্দ্র সেন।

৭৲ হিঃ ৮জন ৫৬৲

যামিনীকান্ত সাণ্ডাল, হলাসচাঁদ, তারকচাঁদ ছোটলাল, নিত্যানন্দ জগন্নাথ যশোদালাল রায় চৌধুরী, রাধাকিসণ শ্রীনিবাস, জগন্নাথ পূর্ণচন্দ্র সাহা, এস, সি, চন্দ্র, ভূপেন্দ্র নারায়ণ রায়।

৬৲ হিঃ ১ জন

নিত্যানন্দ স্বরূপ দাসাধিকারী।

৫৲ হিঃ ১৭ জন ৮৫৲

Mr. J. H. Looque, Mr. J. Corsie, জগন্নাথ পূর্ণচন্দ্র সাহা, রামদুর্লভ সাধুচরণ রায়, অমৃতলাল মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, রামচরণ কৃষ্ণমোহন দত্ত, সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, Staff of Mr. David & Co, শ্রীশচন্দ্র রায়,

নগেন্দ্রলাল রায়, রামসুন্দর হরিশ্চন্দ্র রায়, বিনয়ভূষণ অশ্বিনী কুমার, পীতাম্বর কৈলাসচন্দ্র পাল, কালীচরণ মোহিনীমোহন রায়, বৃন্দাবন চন্দ্র শশী মোহন রায়, নগরবাসী মোদক, কৃষ্ণ চরণ রাধা বল্লভ পোদ্দার, রজনীকান্ত রাধাকান্ত সাহা, Mr. Killer Watt. Bros. Co. Ltd. Staff of Union Jute Co., মোহনবাসী অমর চাঁদ, শশি ভূষণ দত্ত, রোহিণী নন্দন পোদ্দার, শ্যামলাল দাস, সতীশ চন্দ্র সেন, ব্রজ গোপাল সাহবণিক, কুমুদ কান্ত ভৌমিক, সুরেন্দ্র নাথ চাক্‌লাদার, উমেশ চন্দ্র দত্ত মোক্তার, গঙ্গা চরণ মৈত্র, হরিদাস বসাক, মোহিনী মোহন সিংহ, শ্রীমতী রসেশ্বরী চৌধুরাণী, নবদ্বীপ চন্দ্র সাহা, রাধাশ্যাম দাস, রাই মোহন পোদ্দার, পূর্ণচন্দ্র গুহ, নবীন চন্দ্র রামচন্দ্র সাহা, গোপী নাথ হরিশ্চন্দ্র পোদ্দার, প্রসন্ন কুমার দাস, রোহিণী কুমার রায়, Landle Clerk Staff বিষ্ণুপদ আটা যোগেশ চন্দ্র সরকার, নন্দলাল চৌধুরী, দেবেন্দ্র চন্দ্র কাংস্যবণিক, ব্রজলাল চৌধুরী, ক্ষেত্র মোহন তালুকদার, অমর কৃষ্ণ পাল চৌধুরী, সুরেন্দ্র নাথ চাক্‌লাদার, উপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনারায় রায়, জয়সুখরায় সলিমচাঁদ, বৈকুণ্ঠচন্দ্র মোদক, হরিচরণ মোদক, রাজেন্দ্রচন্দ্র আচার্য্য, শরচ্চন্দ্র দে সরকার, রাম দয়াল মোদক, বিধুভূষণ আচার্য্য, কামিনী কুমার মোদক, ডাক্তার উমেশচন্দ্র ভৌমিক, মধুসূদন দালাল, কৈলাসচন্দ্র মোদক, হরকিশোর কৈলাসচন্দ্র মোদক, রজনী ভূষণ দত্ত, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র সাহা, রাজেন্দ্র মোহন খাঁ ভাদুড়ী, চুনীলাল রায় চৌধুরী, বুধনাথ শুকলাল পোদ্দার, কালীকিঙ্কর দত্ত, সুধীরচন্দ্র রায় জমিদার, অন্নপূর্ণা দাস্যা, রায় শরৎ কিশোর বসু বাহাদুর, হরিদাস সাহা, আনন্দ চন্দ্র রায় জমিদার, যুধিষ্ঠির চন্দ্র বণিক্য, কৃষ্ণ-ভক্তি প্রদায়িনী সভা, বেঙ্গল বেলিং কোং।

৪৲ হিঃ ২৩জন—৯২৲

পাগুব মৃধা, জগনাথপ্রসাদ ক্ষেত্রি, যোগেশচন্দ্র মোদক, ক্ষেত্রমোহন গোপ, রমেশচন্দ্র দাসাধিকারী, মনোমোহন পাল, কুঞ্জবিহারী পাল, চুনীলাল সাহা, জি, বি, আগর অইল, রামচন্দ্র দুর্গাচরণ সরকার, শশীমোহন দত্ত, সীতানাথ নবদ্বীপচন্দ্র সাহা, বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, জীবন কুমার সতীশচন্দ্র মজুমদার, হারাণচন্দ্র পাল. হরসিংহ পুরুষোত্তম দাস, পরশুরাম রাম নারায়ণ, J. N. Co. সাহেব। (নাটোরের মহারাজের কাছারীর আমলাবর্গ) নিত্যানন্দ কটাক্ষদাস, ভবানন্দ চক্রবর্ত্তী, মনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনারায়ণ পাল।

৩৲ হিঃ ৩১জন—৯৩৲

মধুসূদন সাহা, যশোদালাল পাল, সূর্য্যমল ভীমরাজ, গোপীমোহন সাহা, সি, এ, পেনিয়টী, গোবিন্দচন্দ্র গোপালচন্দ্র সাহা, ডাঃ গোবিন্দচন্দ্র দে রায়, কালীদাস সাহা, গোপীনাথ দাস, যতীন্দ্রকুমার দাস, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার, উপেন্দ্রচন্দ্র নাথ, বিপন লাইব্রেরী, প্রহ্লাদচন্দ্র দাস, জগবন্ধু রায়, শ্রীনাথ পোদ্দার, বেনীমাধব পরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিপিন বিহারী কুঞ্জবিহারী সাহা, রামেশ্বর রামগোপাল দে, কৈলাসচন্দ্র বরদাকান্ত সাহা, কেবলকৃষ্ণ গোবিন্দচন্দ্র সাহা, মহিম বাবু ম্যানেজার, কে, জি, সাহা গোসাইদাস পাল, খগেন্দ্র কুমার ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ চাক্‌লাদার, গোপালচন্দ্র কর, মনোমোহন পাইন, মনোমোহন গুহ, দেবেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস, Staff of Rali Bros

১৲ হিঃ ১১০ জন ১৪০৲

জ্যোতিশচন্দ্র রায়, রাধাশ্যাম দে, ধীরেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত, গোপীমোহন সাহা, নন্দলাল সেন, অতুলমোহন দাস, কুঞ্জলাল পীতাম্বর বণিক্য, ললিতমোহন পোদ্দারের স্ত্রী, রাইমোহন পোদ্দার, নিত্যানন্দ কটাক্ষ দাস অধিকারি, রাধারমণ দাসের মাতা, রাজনারাণ দাস, যশোদা নন্দন দত্ত কবিরাজ, যোগেশ্বর পোদ্দার, জয়চন্দ্র চারুচন্দ্র দাস, সুরেন্দ্র কুমার রায়, মতিলাল দাস জমিদার, গঙ্গাসাগর লোকনাথ সাহা, অন্নদা ভাণ্ডার, কালিচরণ রাধাগোবিন্দ সাহা, রাজেন্দ্রকুমার মনীন্দ্র কুমার দাস, ইন্দ্রমোহন দাস, হেমাঙ্গিনী ঘোষ যসন্তকুমার ঘোষ প্রতাপচন্দ্র প্রভুন্নচন্দ্র রায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র ধর, পাঁচুরাম নবীন চন্দ্র পাল, ইন্দ্রনারায়ণ হরচন্দ্র পাল, শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী, গোপালচন্দ্র দে, অনিল কুমার আচার্য্য, নবীনচন্দ্র পাল, রামকুমার প্রাণনাথ ভৌমিক, যোতীন্দ্র মোহন সাহা, শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য, ব্রজেশ্বর রায়, ননীগোপাল পোদ্দার, খেয়া ঘাট, রাস মোহন, লালবিহারী মোদক, রামদয়াল মোদক, মহেন্দ্র মোদক, মেগলাল সাহা, হরিদাস দত্ত, যুধিষ্ঠির বিপিন বিহারী, বরদাকান্ত ধর, অখিলচন্দ্র সাহা, ডাক্তার কামিনী কুমার

ভৌমিক, রায় সাহেব যামিনী কুমার বিশ্বাস, হরিরাম ধর, গোপীনাথ ডাক্তার, কদমালি বেপারী ডাঃ মুকুন্দলাল বড়াল, নবীনচন্দ্র দাস ভৌমিক, জগবন্ধু সেন গুপ্ত, রাজকুমার রায় চৌধুরী, নদীয়াবাসী পোদ্দার, শ্রীশচন্দ্র সেনগুপ্ত কৈলাসচন্দ্র নাথ, সত্তুচন্দ্র বাণিক্য, রাজকুমার নাথ, গোলোকচন্দ্র পোদ্দার, কৃষ্ণচন্দ্র পোদ্দার, হরিদাস পোদ্দার, হরিমোহন বেপারি, কমলাকান্ত কবিরাজ, মদনমোহন বেপারি, হরলাল কালিচরণ সাহা, নগরবাসী চৌধুরী নন্দকুমার নাথ, বিহারীলাল বণিকা, বঙ্কিমচন্দ্র দে, গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী Mr. J. Stiphen. রবিদাস নন্দকুমার সাহা, লক্ষ্মীকান্ত হরিদাস, অশ্বিনী কুমার দীনবন্ধু, অম্বিকাচরণ সেন, নদীয়াবাসী সরকার, রসরাজ গুহ, গোঁসাই দাস ঈশ্বরচন্দ্র মণ্ডল, গৌরচন্দ্র শ্যামাচরণ সাহা, দুর্গাদাস ইন্দ্রমোহন সাহা, মদনমোহন ক্ষেত্রমোহন সাহা, পরশুরাম হরিদাস সাহা, মনোমোহন কর্ম্মকার, গজেন্দ্রলাল বণিকা, শঙ্কর সুলতান, কৈলাসচন্দ্র শ্রীনাথদাস, বিপিনবিহারী রায়, রাজেন্দ্রলাল মথুরামোহন সাহা, রুস্তম সরদার, মকবুল সরদার, আলেপ সরদার, মদনমোহন পোদ্দার, কার্ত্তিকচন্দ্র সোম, Mr. Carbet. নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম, মনমোহন গুহ, রাইমোহন কবিরাজ, শ্রীদামচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্র দাস, অজিতকুমার দাস, নগরবাসী সুর, সর্ব্বমঙ্গলা বস্ত্রালয়, পদ্মনিধি মেডিকেলহল, কটন লাইব্রেরী আলবার্ট লাইব্রেরী, হরেন্দ্রকুমার বসাক, লালমোহন কৃষ্ণমোহন পাল, বংশী সাহা, ফাকিয়া সাহা, বাবুলাল, কাপুড়িয়া, জুঙ্গীলাল কাবরা, রেলী ব্রাদার্স ষ্টাফ, সত্যেন্দ্রমোহন চৌধুরী, সারদা প্রসাদ সেন, রাধাচরণ পোদ্দার, শরৎচন্দ্র বণিক, প্যারিমোহন বণিক্য জগদীশচন্দ্র দাস, সাধুচরণ কুণ্ডু, আনন্দচন্দ্র পাল, কৃষ্ণকুমার ঘোষ, যোগেশচন্দ্র ঘোষ. রোহিনীকুমার সোম, বিনোদলাল পাল, ললিত পালের স্ত্রী, নিকুঞ্জবিহারী পাল, ঈশ্বর মণ্ডল, সাহাজদ্দিন চৌধুরি, নাথ মনমোহন লাল, যশোদালাল কুণ্ডু, নলিনীকান্ত মিত্র, মহেশচন্দ্র শ্যামেন্দ্রমোহন কুণ্ডু, দায়ণী উমাকান্ত রামকান্ত পোদ্দার, বুধাই গৌরকিশোর সুরকিশোর সাহা, J. N. Gossain হরিদাস রায়, প্রিয়নাথ ধর, রামশরণের স্ত্রী যতীন্দ্রনাথ কুণ্ডু, পূর্ণচন্দ্র দাস মোক্তার, নন্দলাল সাহা, গোবিন্দচন্দ্র বণিক্য, রামশরণের স্ত্রী, অশ্বিনীকুমার দাস, উমেশচন্দ্র নিয়োগী, পূর্ণচন্দ্র সাহা, বনবিহারী পালচৌধুরী, মনোমোহন পাল, মেঘরাজ ছকমল, নবকিশোর কামিনীকুমার রায়, মনোমোহন দত্ত, ভূপেন্দ্রমোহন পালচৌধুরী, অক্ষয়কুমার নাথ, গোবিন্দচন্দ্র বণিকা, বনবিহারী কাংস্যবণিক, রামধন কাংস্যবণিক, অশ্বিনীকুমার দাস, J. C. Nag. শ্রীশচন্দ্র রায়, ফটিক কার্ত্তিকচন্দ্র মজুমদার, এম, এন, বানার্জ্জি শিশিরকুমার বসু, যদুনাথ মণ্ডল যামিনীমোহন রায়, মথুরনাথ মৈত্র, পূর্ণচন্দ্র মৈত্র, স্বর্ণকুটীর, অবনীরঞ্জন মজুমদার, গিরীজানাথ বসু, গোপাল ভাণ্ডার।

১॥০ হিঃ ২জন—৩৲

কালীমোহন পোদ্দার, রামদয়াল কার্ত্তিকচন্দ্র সাহা।

১।০ হিঃ ২জন—২॥০

রামকিষণ রায়ত, কালাচাঁদ পুলিন বিহারী সাহা।

১৲ হিঃ ৪৯১জন—৪৯১৲

দাস, মুখার্জি এণ্ড কোং, যতীন্দ্রনাথ সেন, উমেশচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথ চাকলাদার, মতিলাল রায়, কুঞ্জমোহন সাহা, সুরেন্দ্রনাথ বসু, হরিমাধব পাল. কা০ গোপ, খগেন্দ্রকুমার ঘোষ, যোগেশচন্দ্র রায়, রামনারায়ন গোবিন্দচন্দ্র সাহা, বৈষ্ণবচরণ কৃষ্ণধন রায়, হরগোবিন্দ রঘুনাথ পাল, গগনচন্দ্র সাহা, রজনীকান্ত বড়াল, পুলিনবিহারী দাস, বৃন্দাবনচন্দ্র হেমচন্দ্র দাস. সুরেন্দ্রকুমার সেন, হীরালাল গোষ্ঠবিহারী সাহা, অক্ষয়কুমারী সাহা, গৌরচন্দ্র দাস, কেশবলাল দাস, কৃষ্ণমোহন প্যারীমোহন সাহা, অক্ষয়কুমার অজিতকুমার সাহবণিক, ভারতচন্দ্র পাল, গোবিন্দচন্দ্র মোদক, শশীমোহন হরেন্দ্রলাল সাহা, রাইমোহন মোদক, মুরারীমোহন মোদক, বিপিনচন্দ্র বনিকা, চন্দ্রকান্ত নাথ, মনোমোহন নাথ, সুরেশচন্দ্র উকিল, জরিলাল সাহা, অনন্তলাল বণিক, সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, কৃষ্ণমোহন পাল, জীবনকৃষ্ণ চাটার্জ্জী দ্বারকানাথ গোপ, বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় গৌরবিনোদ পাল, বিপিনবিহারী সাহা, রাজবিহারী গোপ, হরলাল পাল, কিশোরীমোহন কুণ্ডু, বঙ্গচন্দ্র পাল, রমণী মোহন ঘোষ শশীমোহন গোপ, অশ্বিনীকুমার দে, রাজচন্দ্র প্রসন্নকুমার দাস, ডাঃ অম্বিকা চরণ দাস, শ্যামলাল সাহা, বসন্তকুমার ধর, মনমোহন নাথ, চন্দ্রকুমার নাথ, রাধিকামোহন সাহা, বিপিনবিহারী সাহা, যুধিষ্ঠিরনাথ কবিরাজ, রাধাবল্লভ পাল, রসিকলাল পাল, মদনমোহন পাল, ধীরেন্দ্রনাথ বসু, গোপালচন্দ্র বসু নগেন্দ্রকুমার রায়, গুরুপ্রসাদ মিত্র, শশাঙ্কমোহন গুহ রায়,

জ্যোতির্ম্ময় রায়, মন্মথনাথ গুহ ঠাকুরতা, সুরেন্দ্রনাথ বসু, কালীপদ সরকার, বৃন্দাবনচন্দ্র বসাক, গৌরচন্দ্র রায়, চারুচন্দ্র গুহ, প্রবোধচন্দ্র রায়, হরকুমার বসু, মনোমোহন গুহ, ডাক্তার ললিতমোহন অধিকারী, বিপিনবিহারী দাস এণ্ড ব্রাদার্স, রবিদাস কৃপানাথ সাহা, ভুবনমোহন সাহা, জগন্নাথ রেবতীমোহন সাহা, হরিমোহন কৈলাসচন্দ্র সাহা, মিহিলাল লক্ষ্মীমোহন সাহা, হরিমাধব বেণীমাধব সাহা, রজনীকান্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস, রাধাচরণ সাহা, সনাতন সাহা, গোপীমোহন দত্ত, আশুতোষ লাইব্রেরী, গদাধর ইন্দুমোহন সাহা, শ্যামবল্লভ পোদ্দার, বামাচরণ চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ নাগ, জগচ্চন্দ্র দাসগুপ্ত, ডাক্তার চারুচন্দ্র সিংহ, উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, এস, সি, ঘটক, শ্রীশচন্দ্র দাস, অতুলানন্দ গুহ, নগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, উপেন্দ্রচন্দ্র চন্দ, রাধাবল্লভ দাসের স্ত্রী, পূর্ণচন্দ্র বসাক, খগেন্দ্রলাল বসাক, যদুনাথ ধরণীনাথ বসাক, যোগীন্দ্রমোহন বসাক, শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরনাথ ঘোষ, জি সি, সেন এণ্ড চান্স, কোহিনুর বাকেট ফ্যাক্টরী, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, উপেন্দ্রনাথ সাহবণিক, ব্রজলাল সাহবনিক, গোষ্ঠবিহারী সাহা, ঈশ্বরচন্দ্র দীনবন্ধু সাহা, কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীমোহন চিন্তাহরণ সাহা, অমৃত বস্ত্রালয়, বিশ্বনাথ বস্ত্রালয়, লোকনাথ বস্ত্রালয়, নলিনী বস্ত্রালয়, নিত্যানন্দ রায়, দীননাথ চক্রবর্ত্তী মোক্তার, শরৎকুমার চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, কৃষ্ণদাস লক্ষ্মীনারায়ন দাস, সাধুচরণ রায়, রাধিকামোহন সাহা, রমণীমোহন রাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, হরমোহন শীল, অক্ষয়কুমার দাস, বনবিহারী সাহা, গজেন্দ্রকুমার মঙ্গলচন্দ্র সাহা, অক্ষয়-কুমার রূপলাল সাহা, কুঞ্জমোহন সাহা, শরচ্চন্দ্র বসাক, মহেন্দ্রলাল বসাক, হরিনাথ দাস, রাইমোহন প্যারীমোহন গোপ, কানাইলাল পোদ্দার, প্রাণবল্লভ সাহা হরিশ গগন বলাইচন্দ্র সাহা, ডাক্তার লালিতমোহন দাস, গোপী-মোহন রায় চৌধুরী, কালীপ্রসন্ন সেন, নন্দকুমার দাস এণ্ড ব্রাদার্স রায় চৌধুরী এণ্ড চান্স, কার্টটাইল ব্রিক ফিল্ড মদনমোহন কেশবলাল দাস, হরিমোহন পাল, নদেরচাঁদ দাস, সীতানাথ দাস, গৌরচন্দ্র কৃষ্ণমোহন দাস, পুষ্পলাল দাস, বৈষ্ণবচরণ রাধাচরণ সাহা, নীলরতন মুখার্জী রায় ব্রাদার্স, ধরণীমোহন চন্দ, দশরথ শরচ্চন্দ্র সাহা, হল-ফান্সেসী, সত্যেন্দ্রনাথ রাজেশ্বর দাস, কৃষ্ণদাস সাহবনিক, জি, ঘোষ, সুখেন্দু রঞ্জন ঘোষ, দ্বিজেন্দ্র নাথ দাস, নলিনী কান্ত রায়ের স্ত্রী ত্রৈলোক্য নাথ রায়, সখা-প্রেস, প্রসন্ন লাইব্রেরী বিনোদ বিহারী বণিক্য। মহেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সীতানাথ শাহবনিক, রেবতীমোহন রায়, বৃন্দারাণী দাস্যা, শশাঙ্কমোহন বসু, হেমচন্দ্র নাগ, কানাইলাল সিংহ, প্রসন্নকুমার রায়, জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী, মনোমোহন মজুমদার, শচীন্দ্রলাল গুহ, নীলকমল চক্রবর্ত্তী, সুশীলচন্দ্র দাস, ঠাকুরদাস সাহা, রমেশচন্দ্র রায় লালমোহন গোপীনাথ পাল রামকমার বসাক ধরনীমোহন বসু নায়েক হরমোহন দে মাখনলাল রায় ভূপতিমোহন দাস আর, কে বসাক অনঙ্গলাল শাহবনিক গোপীনাথ পোদ্দার শ্রীশচন্দ্র গুহ বসন্তকুমার ঘোষ ধুলিচাঁদ অমরচাঁদ গোকুলচন্দ্র বসাকের স্ত্রী নবদ্বীপচন্দ্র বসাকের স্ত্রী ঈশানচন্দ্র বসাকের স্ত্রী লক্ষ্মীকান্ত ভৌমিক, শরচ্চন্দ্র দাস, দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী, মহিম চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, নরচন্দ্র দাস, নবীনচন্দ্র দাস, নিশিভূষণ সেন, প্রকাশচন্দ্র দত্ত গুপ্ত, বিপিনচন্দ্র সাহা হেমচন্দ্র সাহা, চিন্তামনি চৌধুরাণী, হরগোবিন্দ সূত্রধর, গিরীশচন্দ্র দাস, সুরধনী দাস, উপেন্দ্রনারায়ন রায় চৌধুরী, হরিমোহন বণিকা, গোবিন্দচন্দ্র বণিকা কালীমোহন মিত্র, মোহনচন্দ্র বণিকা, নগরবাসী কর্ম্মকার, গিরীশচন্দ্র কর্ম্মকার, প্রসন্নকুমার পাল, হরগোবিন্দ পাল, সুরেন্দ চন্দ্র দাস গুপ্ত দুর্গাচরণ বনিকা কার্ত্তিকচন্দ্র সাহা রাজকুমার সাহা নিশিকান্ত বণিক্য কালাচাঁদ নাথ, অনন্তচন্দ্র পোদ্দার, মদনমোহন পোদ্দার নবীনচন্দ্র লোদ, ভুবনেশ্বরী দেব্যা, মহেন্দ্রচন্দ্র বণিক্য, পূর্ণচন্দ্র দাস, বৈকুণ্ঠচন্দ্র দাস, রাধাকৃষ্ণ রায়, প্যারীলাল সাহা, তারকচন্দ্র দাস, কুঞ্জচন্দ্র দে, হরিমোহন দাস, জগবন্ধু দাস, আনন্দচন্দ্র সাহা, অশ্বিনীকুমার বণিকা, চৈতন্যদাসাধিকারীর মাতা, অনাথবন্ধু গাঙ্গুলীর মাতা, মহিমচন্দ্র দত্ত উকিল, প্রাণকুমার দাস গুপ্ত, বিপিনচন্দ্র সাহা, আনন্দচন্দ্রকুণ্ডু নিশি-কান্ত পাল, রাধাবল্লভ রাধিকামোহন সাহা, দুর্গারাম কৈলাস চন্দ্র জগবন্ধু দত্ত, হেরম্বচন্দ্র রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তুলারাম বাসবাজা সাহেব, গোবিন্দচন্দ্র বসু, তরণীকিশোর গুহ, রাজমোহন দত্ত, রসিকলাল সাহা, মদনমোহন সাহা, তারিণী চরণ সাহা, রেবতীমোহন পোদ্দার, প্যারীমোহন রক্ষিত, মনোমোহন ঘোষ, ভুবনমোহন দাস, হরকুমার নিবারণচন্দ্র দাস হীরালাল সাহা, ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ, নিবারণ চৌধুরী, মরনচাঁদ

বসাক, অক্ষয়কুমার দাস, জ্ঞানচন্দ্র সাহা, বিজয়কুমার দাস প্রসন্নকুমার সেন পোদ্দার, শ্যামসুন্দর দে, বৃন্দাবনচন্দ্র রায়, ব্রজগোপাল বসাক, রাধাবল্লভ দাস, মহিম সনাতন লাইব্রেরী, হারাণচন্দ্র রক্ষিত, মদনমোহন বসাক, সরোজ বসাক, কমলাকান্ত দাস গুপ্ত, চিন্তাহরণ দে, সীতানাথ পাল, গোপীমোহন সাহা, বিনোদবিহারী গোপ, প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী, জগদীশচন্দ্র বসু, বেঙ্গল লাইব্রেরী, বসু মিত্র কোং, কৃষ্ণগোবিন্দ সুবর্ণবণিক গোবিন্দচন্দ্র পাল, চামার গোপীনাথ পাল, কৃষ্ণমোহন রঘুনাথ পাল, সন্তোষ লাইব্রেরী, কামাখ্যাচরণ সরকার, মনোমোহন দাস উকিল, দাস কালীপ্রসাদ, রামচরণ সাহা, হাজারীলাল বেনারীলাল, ইন্দুভূষণ দত্ত, বসন্তকুমার রায়, হরদেও গণেশনারায়ণ বিজয়াকান্ত লাহিড়ী, রাধাকিষণ মল, সুরেন্দ্রচন্দ্র নাগ, নন্দকান্ত বিশ্বাস রামেশ্বর দেওয়ান, কুমার নগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী রজনীকৃষ্ণ চৌধুরী, রামগোপালপুর কাছারী আমলাগঞ্জ, কুমুদকমল নাগ, বিজয়চন্দ্র নাগ, কমলাকান্ত দাস গুপ্ত, রাজেন্দ্রচন্দ্র সেন, রায়সাহেব দেবেন্দ্রনাথ রায়, ঐ স্ত্রী, সরযূবালা গুপ্তা, রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত বসাক, অনুকূলচন্দ্র সেন গুপ্ত, তারকনাথ সেন, শ্রীধর ভাণ্ডার, কালীকুমার দাস, কুঞ্জলাল দাসের মাতা, নবদ্বীপচন্দ্র পোদ্দার রাখালচন্দ্র দত্ত, মাধবচন্দ্র দাস কবিরাজ, গোবিন্দচন্দ্র কবিরাজ, সানন্দচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ পাল, শশধর পাল হরেন্দ্রলাল পোদ্দার, টৌকানী অমরচাঁদ দে, দ্বারকানাথ নন্দী, রোহিণীকুমার ঘোষ, শশধর ঘোষ, গোপালচন্দ্র ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রাধিকামোহন মণ্ডল, শ্রীচরণ গোপ, মহানন্দ তালুকদার, ভারতচন্দ্র সাহা, রাধাবল্লভ কুণ্ডু, জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরেন্দ্রকুমার ঘোষ, পীতাম্বর কৈলাসচন্দ্র পাল, মহাস্তলাল বণিক্য, নিত্যানন্দ কুণ্ডু, গোসাই দাস ঈশ্বরচন্দ্র মণ্ডল, শশীমোহন দে প্রসন্নকুমারনন্দ রাখালচন্দ্র পাল, রাধাবল্লভ দে, কামিনীকুমার পাল, হারাণচন্দ্র রক্ষিত, রামমোহন পাল, হরিদাস ব্রহ্মচারী, পাল ব্রাদার্স কোং, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ পালের মাতা, কৃষ্ণদাসের মাতা, প্রমথ পালের স্ত্রী, যশোদালাল পাল, গোষ্ঠ পালের মাতা, মুরলীধর পাল, নটেন্দ্রকুমার পাল, বিপিনবিহারী ঘোষ, গোষ্ঠ পালের স্ত্রী, যতীন্দ্রনাথ দে, গুরুচরণ নন্দী, কুঞ্জবিহারী নন্দ রাধিকামোহন দত্ত, ত্রিবিক্রমপুর ট্রেডিং কোং, ঐ বাবুরা, রজনীকান্ত বণিক, রামচন্দ্র মোদক, প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চন্দ্রকুমার সেন, গিরীশচন্দ্র ধর, ডাঃ রসিকলাল বৈদ্য, সুধন্য মোহন সুর, রাধিকামোহন আনন্দ মোহন চৌধুরী, সি, আর, সাহা, চামরু কোং, যজ্ঞেশ্বর পাল, বাবুলাল কানু, হরেন্দ্রচন্দ্র নবদ্বীপচন্দ্র রায়, কালীকুমার দে, পরেশচন্দ্র দাস, যমুনা সুন্দরী দাসী, ভগবান গগন গোবিন্দচন্দ্র সাহা, হাজী বোলাকী মোল্লা, আবদুল আবিদ মিয়া, ললিতমোহন দাস গুপ্ত বঙ্কবিহারী দত্ত শম্ভুনাথ নবকিশোর সাহা উমেশচন্দ্র সাহা মাধবপ্রসাদ মনিলাল মুকুল লোকনাথ দত্ত এইচ, ভিলস্ কোং, জে, এল্ মৈত্র কুমুদিনী কান্ত চক্রবর্ত্তী বুলু মোহন রায় অমূল্যকুমার মুখার্জ্জি হরলাল পোদ্দারের ব্যাপারী জীবনকৃষ্ণ বঙ্কবিহারী রায় হরিলাল রায়, রাজ কাছারির আমলাবর্গ, ত্রৈলোক্যনাথ বসু, ললিতমোহন দাস, হরিমোহন নাগ, রসিকলাল বণিক, অক্ষয়কুমার দত্ত, মহেন্দ্রলাল পাল অনাথবন্ধু কর শ্রীনাথ কুণ্ডু রায় সুরেন্দ্রমোহন সরকার হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহিম চন্দ্র দত্ত রাধিকালাল তরফদার সরলা সুন্দরী দাসী রুক্মিণী দাসী রাজকুমার সাহা দুর্গাচরণ বণিক কাশীনাথ দাস গুপ্ত রাখালচন্দ্র বসাক জগৎহরি বসাক প্রেমরঞ্জন ঘোষ শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী উকিল ব্রজকিশোর দে অনুকূলচন্দ্র সরকার গোষ্ঠবিহারী পাল দৌলত মল মোহন মল কিষণ লাল ব্রজলাল সুজন মল আসকর মল চাম্পালাল কুটারী রামকান্ত বঙ্কচন্দ্র তালুকদার, গোপাল রায় সিউরাম খেমানী, হরেন্দ্রলাল পাল, হরলাল কুণ্ডু, রাজমোহন তাকাদার, বেণীমাধব কুণ্ডু, গোপেশ্বর কাংসবণিক, রাই মোহন তালুকদার, দীননাথ লালমোহন পাল, অক্ষয়কুমার তালুকদার, কৃষ্ণপ্রেয়সী দাস্যা, মহেন্দ্রলাল রায় উকিল, হরেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, গৌরহরি পাল, পার্ব্বতীচরণ বসু বীরেন্দ্রনাথ গুহ, নির্ম্মলচন্দ্র নাগ, ডাঃ বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় উমেশ চন্দ্র নিয়োগী, বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ, যামিনীকান্ত মুখার্জ্জী, সুরেন্দ্র নাথ চৌধুরী, শশধর চাটার্জ্জী, কালীকৃষ্ণ চাটার্জ্জি মৃত্যুঞ্জয় আচার্য্য, যোগেন্দ্রনাথ সিংহ, চুয়াডাঙ্গা হাই স্কুল, মন্মথনাথ মৈত্র, নৃপেন্দ্র নারায়ন রায় চৌধুরী, নগেন্দ্র মোহন রায়, সুরেন্দ্র চন্দ্র ঘটক, অনুকূল চন্দ্র গাঙ্গুলী, লোহারাম কুণ্ডু রামসুন্দর সাহা, গৌরচন্দ্র

শুরুচরণ চৌধুরী, রামলাল কর, বসন্তকুমার কুণ্ডু, শ্যামলাল কুণ্ডু, শশধর দাস, কামাখ্যানাথ মিত্র, রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, তারিনীচরণ দাস, মাধবচন্দ্র গোপ, শ্যামাপ্রসন্ন সোম, আশালতা রায়, প্রমথচন্দ্র বসু, বলাইচাঁদ বনিক, শুকলাল বনিক, সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র, বসন্তকুমার ঘোষ, অদ্বৈত দাস অধিকারী, রাধাগোবিন্দ বসাক দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্তকুমার ঘোষ।

মুগ কলাই

সুরেন্দ্র নাথ রায়	।৭ ॥
রামকেশব রাজগোবিন্দ দাস	/১৬০

/৫ হিঃ ২ জন—।০

অখিল চন্দ্র সাহা

মনমোহন মঙ্গল চন্দ্র দাস

মুগের ডাল

রায়সাহেব গৌরনিতাই সাহ শঙ্খনিধি	১৷০
জানকী বল্লভ দত্ত	॥০

মটরের ডাল

ভজয়ালী তপজ্জল হোসেন	/১৬০

/২॥ হিঃ ৩ জন /৭॥

হানিফ মিস্ত্রি, ভাগবত দাস, নিয়াকৎ মিঞা

বুটের ডাল

কৈলাশচন্দ্র সেন	১/০
হরদেও গণেশ নারায়ণ	।৫

॥০ মণ হিঃ ৩ জন ১॥০

মহাভারত সাহা

দীননাথ সাহা

হরিশ্চন্দ্র গগণ চন্দ্র বলরাম

ডাল

।০ সের হিঃ ৩ জন ৬০

বুধুরাম বংশীরাম, প্রয়াগ লালবাবু, রাজ কুমার সাহা।

/৭॥০ সের হিঃ ২ জন ।৫

জগন্নাথ দীন নাথ ব্রজ বিহারী লক্ষ্মীনারায়ন, প্রসন্ন কুমার সাহা।

/৫ সের হিঃ ৬ জন ৬০

গোপী চরণ সাহা, গঙ্গা চরণ সাহা, মাখন লাল সাহা, নিধু ছিদাম দাস, মহানন্দ সাহা, যগলু দাস।

/৩৷০ হিঃ ৩ জন ।১।০

নদীয়া চাঁদ দাস, নন্দলাল বিহারী লাল সাহা, মহানন্দ দাস।

/১ হিঃ ২ জন /৬

বঙ্কচন্দ্র দাস, বংশীবদন মুরলী মোহন।

/২॥০ হিঃ ৪ জন ।০

রাম প্রসাদ রাধা রমন দাস, পুলিন চন্দ্র দাস, মথুরা মোহন দাস, হাবিব সাবিন।

/১। হিঃ ২ জন /২॥০

পরাণ চন্দ্র দাস, দুর্য্যোধন সাহা।

আটা

পুলিন বিহারী দাস	/৫

আলু

/২॥ হিঃ ৪ জন ।০

গোবিন্দ চন্দ্র সাহা, চন্দ্র মোহন সাহা, যশোদা লাল দে, আবদুল হাকিম্ মিঞা।

মসলা

ব্রজ গোপাল সাহবনিক্য—

জিরে	/১
মরিচ	/১
ধনে	/১
মেথি	/॥৵০
গোলমরিচ	/॥৵০
গরম মসলা	/॥৵০
মিছরি	/১।০

চাউল

ভাওয়ার লাল ফতে চাঁদ	১১।০
জয় সুখরাম সলিম চাঁদ	৬৬০
প্রভাত চন্দ্র বসু	৪/০
রাধা কিষন মতিলাল	৩/০
রসিক লাল বসাক	।০

৫/০ হিঃ ২ জন ১০/০

রাধা কান্ত দাস, রাজ মোহন পাল।

২।০ হিঃ ৩ জন ৬৸০

বৈকুণ্ঠ চন্দ্র মোদক, হরি চরণ মোদক, কামিনী কুমার মোদক।

"২/০ হিঃ ৩ জন ৬/০

গোবিন্দ চন্দ্র দে সরকার, চুনী লাল রায় চৌধুরী জমিদার, লাল ভাটএ, ভাদ নাগরা।

১/০ হিঃ ৮ জন ৮/০

গঙ্গা সাগর সাহা, জানকী বল্লভ দত্ত, জগচ্চন্দ্র কার্ত্তিক চন্দ্র দাস, অক্ষয় কুমার দাস, অক্ষয় বাবুর সেপারীবর্গ, দীননাথ গুরুচরণ তীর্থবাসী পাল, দীননাথ গুরুচরণ পাল, যতীন্দ্র নাথ সেন।

॥০ হিঃ ৮ জন ৪/০

রসিক মোহন রায়, রমানাথ রায়, মহাভারত সাহা, লালমোহন গোপীনাথ পাল, গগনচন্দ্র তিলকচন্দ্র দাস, গগন চন্দ্র দে, তিলক প্রতাপ চন্দ্র দাস, নীল কমল দত্ত।

।৫ হিঃ ২ জন ৸০

রাজেন্দ্র কুমার রায়, রাজ কুমার সাহা।

দ্বাদশ-বৈষ্ণব

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৯ম সংখ্যার পর)

মহারাজ যথাবিধি সেই রমণী-রত্নকে-পরিণয়-সূত্রে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে এই মোহিনী মহারাজকে একটি প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন। তাহাতে এই পণ রহিল যে, মহারাজ ঐ কামিনীর ন্যায় বা অন্যায় কোনও কার্য্যে প্রতিকূলতা করিতে পারিবেন না। যে দিন তাহা করিবেন, সেই দিনই রমণী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবেন।

শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে ক্রমে ক্রমে সাতটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। সাত জনকেই তিনি সর্পজননীর মত জন্মমাত্র বিনাশ করিলেন। তাঁহার এইরূপ অভাবনীয় নির্ম্মম আচরণে শান্তনু ক্রমে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইলেন। পরে যেমনি আর একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল, অমনি তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া অতি কাতরে কহিলেন;—"কে তুমি? কি অদ্ভুত আচরণ তোমার! আর সহ্য হয় না,—ক্ষান্ত হও; এ পুত্রটিকে আর নষ্ট করিও না; আমাকে ভিক্ষা দাও!"

রমণী মধুর হাস্যে রাজার মুখ চাহিয়া, সেই পরম সুন্দর পুত্রটিকে তাঁহার কোলে দিয়া কহিলেন;—"হে পুত্রকাম, এই লও,—পুত্র গ্রহণ কর। কিন্তু আজ তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। আমিও চলিলাম। আমি মহর্ষি জহ্নুর কন্যা জাহ্নবী, মানবী হইয়া ছিলাম। ব্রহ্মশাপগ্রস্ত বসুগণকে গর্ভে ধারণ, এবং শাপমুক্ত করিয়া স্বস্থানে প্রেরণ জন্যই আমার এই ভাব অবলম্বন। ইনি অষ্ট বসুর অন্যতম দ্যুতি, ইনিই এখন তোমার পুত্ররূপে রহিলেন। অপর সকলকে আমি উদ্ধার করিয়াছি। আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে।" দেবী অন্তর্হিত হইলেন।

শান্তনু কৌরবদিগের সুরম্য রাজধানী হস্তিনাপুরে থাকিয়া পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি আশৈশব শুদ্ধব্রত, পুণ্যপ্রভ পুত্রের নাম রাখিলেন দেবব্রত।

অল্পকাল পরেই তিনি কিশোর কুমারকে রাজপুরে রক্ষা করিয়া, গঙ্গাতীরবর্ত্তী অরণ্যে গিয়া তপস্যায় রত হইলেন। এই অবকাশে গঙ্গাদেবী পরোক্ষভাবে কৌশলে পুত্র দেবব্রতকে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের নিকট বেদ-বেদাঙ্গ-শাস্ত্র-বিদ্যা, এবং মহর্ষি জামদগ্ন্য সকাশে সমগ্র শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়া তাঁহাকে সর্ব্বলোকের অজেয় করিয়া তুলিলেন। বিষ্ণুপাদরতা জননীর কৃপায় তাঁহার শ্রীহরিতে দৃঢ়া মতি ও ভক্তি জন্মিল। শ্রীহরিকেই তিনি বেদবেদ্য পরম সাধ্যরূপে জানিতে পারিলেন।

একদিন তপস্যারত শান্তনু গঙ্গাকূলে গিয়া দেখিলেন,—গঙ্গার গতি যেন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তিনি সবিস্ময়ে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হঠাৎ দেখিতে পাইলেন,—কে একটি দিব্যকান্তি নবীন বীরপুরুষ বিশাল শরাসন ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব কৌশলে দিব্যাস্ত্রজালে জলপ্রবাহ রোধ করিতেছেন! কি চমৎকার! কি আশ্চর্য্য অস্ত্রশিক্ষা! কি সুন্দর দেবমূর্ত্তি! ইনি যে তাঁহারই সেই গঙ্গাদত্ত পুত্র পূত-চরিত্র দেবব্রত, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি চত্বারিংশৎ বৎসর তপস্যা করিতেছেন; পুত্রকে শিশু দেখিয়া আসিয়াছিলেন, চিনিবেন কেমনে?

এই সময় স্বয়ং গঙ্গাদেবী দেবাত্মা দেবব্রতের হাত ধরিয়া

তপস্যা-সংযত শান্তনুর সম্মুখীন হইলেন। রাজা তাঁহাকে দৃষ্টপূর্ব্বা বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। এ মূর্ত্তি তাঁহার সেই মানবী মূর্ত্তি নহে; দেবীমূর্ত্তি। ভাগ্যবান মহারাজ দেবী-জ্ঞানেই তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। গঙ্গাদেবী কহিলেন,—"মহারাজ, ইনি তোমারি পুত্র দেবব্রত। আমি ইঁহাকে সর্ব্ববিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়া সকলের অজেয় করিয়াছি। তুমি পুত্র সহ গৃহে গমন কর। তোমার কর্ম্ম এখনও শেষ হয় নাই।" দেবী অদৃশ্য হইলেন। মহারাজও পুত্র সহ হস্তিনাপুরে গমন করিলেন। তথায় শুভক্ষণে পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, তাঁহারই উপর রাজ্যশাসন ভার দিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু হায়,সেই দুরত্যয়া ভোগলালসা, সেই সর্ব্বগ্রাসিনী রাক্ষসী, যে তাঁহাকে ব্রহ্মলোকচ্যুত করিয়া ভূলোকে আনিয়াছে, সে ত আজও তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করে নাই! সে-ই আবার তাঁহাকে রমণীর রূপে মুগ্ধ করিয়া বদ্ধ করিল। রাজা একদা যমুনা-তীরে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় আবার এক অমর-কন্যার ন্যায় রূপবতী যুবতী তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিতা হইল। আবার তিনি যন্ত্রাকৃষ্ট পুত্তলের মত তৎপ্রতি ধাবিত হইলেন। তাহার অঙ্গ-সৌরভে বন আমোদিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন,—কামিনী দাসরাজ ধীবরের পালিতা কন্যা; কুমারী; পিতার আদেশে ঘাটে তরণী বাহন করিতেছে।

শান্তনু আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। তিনি তখনই দাসরাজ ধীবরের সন্ধান লইয়া তৎসকাশে উপস্থিত হইলেন; এবং কন্যাটিকে প্রার্থনা করিলেন। দাসরাজ বলিলেন;—"যদি আপনি ধর্ম্মপত্নীরূপে আমার কন্যা সত্য-বতীকে প্রার্থনা করেন, তবে আমি আপনাকে কন্যা সম্প্র-দান করিতে পারি। কিন্তু আপনাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র হইবে, তাহাকেই রাজ-সিংহাসন দান করিবেন।"

শান্তনু স্মর-শরে একান্ত পীড়িত হইলেও, তাঁহার সর্ব্ব-গুণান্বিত পুত্র দেবব্রতকে স্মরণ করিয়া, ধীবরের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। অতীব মনোকষ্টে ভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কিন্তু, সেই দিন হইতেই তাঁহার মনের শান্তি নষ্ট হইল। শরীর ক্রমশঃ কৃশ হইতে লাগিল। ধীবর-কন্যার রূপ-যৌবন তৃষ্ণা তাঁহার প্রাণ শোষণ করিতে আরম্ভ করিল। সুবুদ্ধি সত্যব্রত তাহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি পিতার এইরূপ শোচনীয় পরিবর্ত্তনে অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তখনই, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া, ধীবর-কন্যার কথা অবগত হইয়া, পিতার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।

অবিলম্বে মহামতি সত্যব্রত পাত্র-মিত্র-মন্ত্রী সহ সেই দাসরাজ ধীবর-ভবনে উপনীত হইলেন। দাসরাজ তাঁহাকে যথোচিত সমাদর ও অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। আসন গ্রহণ করিয়া সার্থকনামা সাধু সত্যব্রত, ধীবরের নিকট তাহার কন্যা সত্যবতীকে পিতার জন্য প্রার্থনা করিলেন। দাসরাজ কহিলেন,—"আপনার মত পুত্র থাকিতে, আপনার পিতাকে কন্যাদান করিলে ভবিষ্যতে একটা বিষম অনর্থ উপস্থিত হইবে। আপনি ক্রুদ্ধ হইলে প্রাণরক্ষা করে এমন সাধ্য কাহারও নাই। সুতরাং আপনার পিতাকে কন্যাদান করিলে তাহার গর্ভজাত পুত্রের যখন রাজা হইবার সম্ভাবনা নাই, অধিকন্তু বিপদের আশঙ্কা আছে, তখন ইহাতে আমি কিরূপে সম্মত হইতে পারি?"

দাসরাজের কথা শুনিয়া সত্যব্রত কহিলেন;—"হে দাসরাজ, তুমি আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর। তোমার কন্যার গর্ভে আমার পিতার যে পুত্র হইবে, সে-ই আমাদের রাজা হইবে। আমি রাজ-সিংহাসন চাহি না।"

তখন দাসরাজ আবার বলিলেন,—"তা' হইতে পারে, আপনি মহাত্মা। কিন্তু আপনার পুত্র হইতে বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে।"

কূটবুদ্ধি দাসরাজের বাক্যের মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া, পিতৃ-বৎসল বীরহৃদয় দেবব্রত তৎক্ষণাৎ আসন হইতে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার আয়তোজ্জ্বল নয়ন যুগলে, সুদিব্য বদনমণ্ডলে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি দক্ষিণ বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া মেঘমন্দ্রে দৃঢ়স্বরে সকলের সমক্ষে কহিলেন,—"হে ক্ষত্রিয়গণ, হে দাসরাজ, তোমরা শ্রবণ কর। আমি ইতঃপূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়া সাম্রাজ্য ত্যাগ করিয়াছি। আবার প্রতিজ্ঞা করিতেছি,—আমি অদ্যাবধি আমরণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিব। দার-পরিগ্রহ করিব না। আমি অপুত্র থাকিলেও আমার অক্ষয় স্বর্গ লাভ হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব ।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃপরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

শ্রীহরি সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল ॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৩ই কার্ত্তিক, ১৩৩৩, ৩০ অক্টোবর ১৯২৬	১১শ সংখ্যা

সারকথা

মর্য্যাদারক্ষণসম্বন্ধে প্রভুর মত কি ?

তথাপি ভক্ত-স্বভাব—মর্য্যাদা-রক্ষণ ।
মর্য্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ ॥
মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে লোক করে উপহাস ।
ইহলোক, পরলোক, দুই হয় নাশ ॥
মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন ।
তুমি ঐছে না করিলে করে কোন্ জন ?

(চৈঃ চঃ অ ৪।১২৯-১৩২)

দেহত্যাগ কি কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় ?

সনাতন, দেহত্যাগে কৃষ্ণাদি পাইয়ে ।
কোটিদেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে ॥
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে ।
কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায় কোন নাহি 'ভক্তি বিনে'॥

(চৈ চঃ অ ৪।৫৫-৫৬)

প্রেমি-ভক্তের চেষ্টা কি ?

প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে ।
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, সেহ না পায় মরিতে ॥
গাঢ়ানুরাগের বিয়োগ না যায় সহন ।
তা'তে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ ॥

(চৈঃ চঃ অ ৪।৬১-৬২)

গৌরকৃপালব্ধব্যক্তি কিরূপ ?

ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরা-সম ।
এ-সব বান্ধিতে নারিলেক যা'র মন ॥
দড়ির বন্ধনে তাঁরে রাখিবা কেমতে ?
জন্মদাতা পিতা নারে 'প্রারব্ধ' খণ্ডাইতে ॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হঞাছে ইহারে ।
চৈতন্যপ্রভুর 'বাতুল' কে রাখিতে পারে ?

(চৈঃ চঃ অ ৬।৩৯-৪১)

বৈষ্ণবাচার্য্যের আদর্শজীবন কি ?

আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার ।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার ॥
'আচার', 'প্রচার', নামের করহ 'দুই' কার্য্য
তুমি—সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য ॥

(চৈঃ চঃ অ ৪।১০২-১০৩)

ব্রজগোপীর শুদ্ধপ্রেম কিরূপ ?

প্রেমময় বপু কৃষ্ণ—ভক্ত-প্রেমাধীন ।
শুদ্ধপ্রেম, রসগুণে, গোপিকা—প্রবীণ ॥
গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাস-দোষ ।
অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ ॥

(চৈঃ চঃ ম ১৪।১৫৫-১৫৭)

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

স্থান—নৈমিষারণ্য, শ্রীল সূতগোস্বামীর গদি।
সময়—১৯শে অক্টোবর ১৯২৬, অপরাহ্ণ।

[গৌড়ীয়-ভক্তগণের সহিত সীতাপুরের Executive Engineer Mr. Madan Gopal Sardhana থাকার জন্ম এই বক্তৃতাটী ইংরেজি, হিন্দি ও বাংলা-ভাষা মিশ্রিত হইয়াছিল।]

"শুদ্ধজ্ঞান, শুদ্ধবিরাগ ও ভক্তি এক তাৎপর্য্যময়। ইহাতে স্বীয় ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির পরিবর্ত্তে সকলই নৈষ্কর্ম্ম্য। সুখ ও দুঃখ দুইটী ভিন্ন বস্তু। সুখের জন্য বেড়া'লে দুঃখই আসে। সুতরাং ফলের আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়। কর্ম্ম-কাণ্ড মুক্ত-পুরুষের কৃত্য নহে। কর্ম্মের ফল কখন ভাল, কখন মন্দ। শ্রীমদ্ভাগবত কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশ দেন না। যা'তে জীবের পরম মঙ্গল লাভ হয়, ভাগবত সেই পরমাত্মার কথা কীর্ত্তন করেন। ভাগবতে নৈষ্কর্ম্ম্য ও পারমহংস্য-ধর্ম্মের কথা আছে। ভাগবত শুনতে হ'বে, পড়তে হ'বে ও বিচার করতে হ'বে। অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে 'ভাগবত' কি বলেন, তাহা বিচার্য্য।

ভাগবত ছেড়ে অন্য গ্রন্থ প'ড়লে কর্ম্ম-জ্ঞান মার্গের, সুখ-দুঃখের ও জন্ম-মৃত্যুর বাধ্য হ'তে হয়। তাহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম হ'তে পারে। মোক্ষ-কামী ভোগ ত্যাগ করলেও ঈশ্বর উপাসনা করে না। ভক্তই ভগবানের সেবা করেন

যোগের দ্বারাও ভগবানের ভজন হয় না—তাহাতে 'অণিমা', 'লঘিমা' লাভ হয়। মোক্ষকামীর (Salvationist) এর কথা ছেড়ে দিতে হ'বে। সে কেবল সংসারের সুখ-দুঃখের হাত হ'তে ছুটী চায়, সুতরাং সেও নিজেই ভোক্তা (recipient)।

যিনি কর্ম্ম জ্ঞান বা যোগমার্গ গ্রহণ ক'রেছেন, ভাগবত বলেন, তিনি ভুল পথ অবলম্বন ক'রেছেন। ভক্তি হ'লেই মুক্তি হ'তে পারে, প্রেয়ো বস্তু হ'লে শ্রেয়ো বস্তু নাও হ'তে পারে। কিন্তু শ্রেয়োবস্তুই প্রেয়ঃ হওয়া উচিত। ভক্ত বলেন, আমি আমার ভগবানের সেবাই করবো, তিনি গ্রহণ ও ক'রতে পারেন, নাও পারেন, ইহাই ভক্তি।

কর্ম্মিগণ এজীবনে ও পরজীবনে নিজের ভোগ চায়। *Bhakti* is the function of pure soul. If we regain our real position, then we have the chance of disassociating ourselves from the world.

পৃথিবীর কোন বিষয় আমার চিন্তনীয় নয়। স্বরূপ-লক্ষণে তিনি শুদ্ধ সত্য। সপরিকরে সেই নিত্য বাস্তব সত্যই আমাদের চিন্তনীয় বিষয়। তটস্থ লক্ষণেই জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ লক্ষিত হয়।

ভগবানের আমার ন্যায় হাত, পা', নাক নাই। আমার ইন্দ্রিয়ের পরস্পরে ভেদ আছে। ভগবানে দেহ ও দেহী (Proprietor and properties) ভেদ নাই (identical)—তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা এক। পৃথিবীর প্রাকৃত বস্তুর সংজ্ঞা ভিন্ন, রূপ ভিন্ন, গুণী হ'তে গুণ স্বতন্ত্র। 'কম্বল' শব্দ ও 'কম্বল-বস্তু' এক নহে। পৃথিবীতে রূপীর রূপ পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু ভগবান স্বরাট্। He does not require any other help. He may come upon the scene of anybody and everybody.

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা। তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥ (শ্বেতাশ্বঃ ৩।১৯)। তাঁহার কর্ণ, চক্ষু ইত্যাদি অচিন্ময় নয়—সকলই চিন্ময়! Electron theory বা পরমাণু-বাদে ভ্রান্ত জীব ইহা ধারণা করতে অসমর্থ। Electron theory ও theism এক নহে।

ভগবান নারায়ণ আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রথমে শুদ্ধ সত্য প্রকাশ করেন; সূরিগণেরও বাস্তবসত্য (Absolute Truth) ধারণা (catch) করতে ভুল হয়। মানবের বিচারে ভুল আছে—Absolute Truth এ ভুল নেই। "সত্যং পরং ধীমহি" শ্রীভাগবতের আদি শ্লোকে আছে। জাগতিক অভিজ্ঞতা নিয়ে ভাগবত জানা যায় না। সদ্-গুরুপদাশ্রয় দরকার।

ভাগবতের এই বিশুদ্ধ সত্যের কথা শ্রীল সূতগোস্বামী এই স্থানে শৌনকাদি ষষ্টিসহস্র মুনিগণের নিকট কীর্ত্তন ক'রেছিলেন। Mental activity is to be stupified here. ব্রহ্মার মনোময় চক্র এখানে স্তব্ধ হ'য়েছিল ব'লে এই স্থানের নাম "নৈমিষারণ্য।" এইটী আত্মবিরামের স্থান

অতঃপর চক্রতীর্থ দর্শন করিয়া রাত্রির বিশ্রামের জন্য ভক্তগণ ষ্টেসনের নিকটস্থ কোনও গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পরোপকার

[পণ্ডিত শ্রীনন্দলাল রায় কাব্যতীর্থ, বি, এ।]

"ভারত ভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥"

সাধারণতঃ দেহাত্মবাদী, অহৈতুক তার্কিক ও অন্যাভিলাষী নাস্তিক ব্যক্তিগণের এই অমূল্য বাক্যের অর্থ একান্ত দুরধিগম্য। তাঁহারা দেহ বা দেহের সম্বন্ধকেই সর্ব্বপ্রধান বিবেচনা করিয়া নানা প্রকার মনোধর্ম্মের বশে নানা পথে পরোপকারীর সজ্জায় প্রকৃতই পরবঞ্চনা ও তৎসঙ্গে আত্মবঞ্চনা করিতেছেন। কেহ 'হাসপাতাল', 'পশুচিকিৎসালয়', 'দরিদ্র-নারায়ণ-(!) সেবাশ্রম', 'শব-সৎকার' 'দুর্ভিক্ষ-দমন' 'বন্যা-সাহায্য' 'পশুক্লেশ-নিবারণ' ইত্যাদি নানা প্রকার কার্য্যকেই পরোপকারের আদর্শরূপে সম্মুখে রাখিয়া কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা বা কোন না কোনও অন্যাভিলাষযুক্ত হরিবিমুখতা হরিবিদ্বেষ পোষণ-কল্পে সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখিতেছেন না যে, ইহার শেষ ফল কেবল নিজেন্দ্রিয় তর্পণ। অবশ্য শাস্ত্রে উক্ত কার্য্যসকলের বিধান যথেষ্ট দৃষ্ট হয়, কিন্তু মূঢ় পণ্ডিতম্মন্য আমরা শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ হইয়া মনোধর্ম্মের বশে কদর্থ করিয়া অন্যের উপদেশে পাণ্ডিত্য প্রখ্যাপন করিয়া থাকি। সনাতন ধর্ম্মের মূল বেদ ও তদ্ব্যাখ্যা-স্বরূপ সমুদায় স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্র প্রকৃত সৎসম্প্রদায়াচার্য্য মহাজনের আনুগত্যে অধ্যয়ন না করিয়াই আপনাদিগকে সুবৃহৎ পণ্ডিত অভিমানে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতেছি। অপৌরুষেয় বেদ ও তদনুগত শাস্ত্রাদির তাৎপর্য্য এইরূপ কদর্থিত হইলে শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সংরক্ষণ অথবা তদনুকম্পিত মহাজন-মুখে তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু নিতান্ত অসুর-স্বভাব-বিশিষ্ট আমরা এত মায়া-মোহিত যে, সেইগুলিতে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন না করিয়া আসুরিক প্রবৃত্তি-বশে আপনাদিগের মনোবৃত্তির অনুসরণে ইচ্ছামত অর্থ করিয়া লোকের নিকট প্রচার করিয়া অজ্ঞানদিগকে অধিকতর মোহিত করি। সুতরাং তাহাতে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের সুবিধা ও পর-প্রতারণা কার্য্য যুগপৎ সাধিত হইয়া থাকে। আমরা সর্ব্বদা নানা-শাস্ত্রে উপদেশ পাইয়াও তাহা গ্রহণ করি না, ইহাই ঐশী মায়ার বল। যেহেতু শ্রীগীতাদি-শাস্ত্র বলেন,—

মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

শ্রীচরিতামৃত বলেন,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥"

একটু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলেই প্রতীতি হইবে যে, আমরা যে সমুদায় কার্য্যকে 'পরোপকার' আখ্যা দিয়া থাকি, তাহা কিরূপ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপর। আমাদের পার্থিব ভোগ এবং পারলৌকিক ভোগই একান্ত ভাবে এই সকল কর্ম্মের চরম ফল কিনা প্রত্যেকেই নিজ হৃদয়ে হস্তার্পণ করিয়া চিন্তা করি, আসুন। আবার স্বর্গাদি-লোকে গেলেও নিস্তার কোথায়? "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি'। আব্রহ্ম-ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন' সুতরাং জন্মমরণমার্গেই চিরকাল ঘুরিতে হইবে। এমন কি এইরূপ কর্ম্ম দ্বারা নিতান্ত তুচ্ছ ফল যে, মোক্ষাদি, তাহাও পাইবার নহে। এইজন্য শ্রীগীতা বলিয়াছেন।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্চর্য্যগতিং প্রতি॥

অতএব এইরূপ বুদ্ধিতে কর্ম্মকারিগণ 'মূর্খ' ও 'কর্ম্মজড়' এইরূপ আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। এইরূপ কর্ম্ম দ্বারা যখন অনাদি-সংসার-গতায়াত-প্রবাহ-রোধে অসামর্থ্য

বর্ত্তমান. সুতরাং এইরূপ চেয়ফলদ কর্ম্মাদির জন্য অত্যাগ্রহ প্রকাশ একান্ত নরাধমের কার্য্য।

এই সমুদয় ধর্ম্মগ্লানি নিরসনার্থ শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

ভারত-ভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥

অবশ্য এই কথাটীর নিতান্ত সঙ্কীর্ণার্থ বিচার করিবেন না। যেহেতু অনেকেরই মনে এইরূপ প্রশ্ন হইবে যে, শ্রীমহাপ্রভু বুঝি এই কথা দ্বারা কেবল ভারত ভূমিকে, পরে মনুষ্য জন্মকে শ্রেষ্ঠ প্রমান করিলেন? আদৌ বিশেষ অনুধাবন না করিলেই এইরূপ কদর্থই সম্ভব। শ্রীভগবান্ অবশ্য অসংখ্য কোটি ব্রহ্মাণ্ডে, পৃথিবীরও সর্ব্বত্রই শক্ত্যাবেশাদি-অবতার রূপে আসিয়া তাৎকালিক লোকের শ্রেয় উপদেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন যে স্থানের লোকের যতদূর উপযুক্ততা হয়,তখন তথায় তাহাদের উপযোগী ধর্ম্ম বিধানের জন্য তাঁহার আগমনের আবশ্যকতা হয়। সর্ব্বদেশের ইতিহাস পুরাণ আলোচনা করুন, কোথাও শ্রীভগবান স্বয়ং আসিয়া জীবোপকার করিয়াছেন, দেখিতে পাইবেন না। যীশু বা মহম্মদাদি কেহই আপনাকে 'ঈশ্বর' বলিয়া পরিচয় দেন নাই। যেহেতু তত্ত্বতঃ তাঁহারা স্বয়ং ভগবান নহেন। জম্বুদ্বীপান্তর্গত ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল হইতে অসংখ্য ঋষিগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা দ্বারা ভারতবাসিগণকে পার্থিব জীবনে ভগবৎপ্রাপ্তির প্রথম সোপান-স্বরূপ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে সংস্থাপিত করিয়াছেন। সুতরাং ঐ ধর্ম্মে অবস্থিত পুরুষগণেরই অধিকতর যোগ্যতা দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শনার্থ স্বয়ং ভগবান্ এই ভারতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। এই কারণেই ভারত ভূমিই পুণ্যভূমি এবং এই স্থানের বিবেকবান্ মানবগণই প্রকৃত 'মানব' পদবাচ্য।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

'নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভম।'

এই মানব দেহ ব্যতীত জীবের পরম শ্রেয়োলাভ চর্ঘট হওয়ায় শাস্ত্রের এইরূপ আদেশ। অতএব এই ভারতবাসিগণকেই পরোপকার-ব্রতে দীক্ষিত হইতে শ্রীভগবানের মুখ্য আদেশ। পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশবাসিগণ আরও লক্ষ লক্ষ বর্ষ সাধনা দ্বারাও বেদান্তোপনিষদাদির সম্যক্ জ্ঞান সঞ্চয়ে অসমর্থ। কিন্তু ভারতবর্ষে মহাজনানুগত হইলে তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত সুলভ। এই কারণেই ভারতবাসীর সৌভাগ্যের কথা এইরূপ উজ্জ্বলাক্ষরে লিখিত। 'পর' শব্দ দ্বারা অন্য, অনাত্মীয় প্রভৃতি অর্থ বুঝাইলেও আমরা কিন্তু 'পর' শব্দ দ্বারা 'শ্রেষ্ঠ' অর্থ গ্রহণ করিব। যেহেতু শাস্ত্র বলেন,—

"অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদার চরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥"

আবার অপর পক্ষে বলেন,—

"বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

অতএব দেহাত্মবাদী, অপণ্ডিত, লঘুচিত্ত-ব্যক্তিদিগের অর্থই 'অনাত্মীয় বা অন্য'। 'পর' শব্দের শ্রেষ্ঠার্থই পারমার্থিক। সেই শ্রেষ্ঠ উপকার করিতেই সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্ত-সারগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত বলেন ;—

"এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥"

কায়মনোবাক্যে সর্ব্ব জীবের কল্যাণসাধনই এই মহাবাক্যের উদ্দেশ্য। আবার শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বলেন,—

"প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহপরত্র চ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ॥"

জীবের ইহলোকের ও পরলোকের যুগপৎ শ্রেয়ঃসাধন একান্ত কর্ত্তব্য। এই বাক্য বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, বিবেকিজনগণ কদাপি দেহারামী, ইন্দ্রিয়-তর্পণ-পর বা পরলোকে ভুক্তিকামী এবং মোক্ষাকাঙ্ক্ষী প্রাকৃত-ব্যক্তির আপাতমনোরম কার্য্যকে চরমশ্রেয়ো লাভের পন্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না। বিবেকিগণ বলেন,—

"ভোগা ন ভুক্তা বয়মেব ভুক্তা
স্তপো ন তপ্তং বয়মেব তপ্তাঃ।
কালো ন যাতো বয়মেব যাতা,
স্তৃষ্ণা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণাঃ॥"

শ্রীপ্রেমবিবর্ত্তে পাই,—

'আমি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস'—এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে।
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট, ক্ষুদ্র॥

কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু॥

ইহা জয় করিবার উপায়ও শ্রীভগবান্ স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"

অতএব ;—

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥"

গৌড়ীয়াচার্য্যপ্রবর শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—"ইহ ভক্তিযোগে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকৈব; মম শ্রীমদ্গুরূপদিষ্টং ভগবৎকীর্ত্তন-স্মরণ-চরণ-পরিচরণাদিকমেতদেব মম সাধনমেতদেব মম সাধ্যমেতদেব মম জীবাতুঃ সাধ্যসাধনদশয়োস্ত্যক্তুমশক্যমেতদেব মে কাম্যমেতদেব মে কার্য্যমেতদেব, অন্যৎ ন মে কার্য্যং নাপ্যভিলষণীয়ম্ স্বপ্নেঽপীত্যত্র সুখমস্তু দুঃখং বাস্তু সংসারো নশ্যতু বা ন নশ্যতু তত্র মম কাপি ন ক্ষতিরিত্যেবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরকৈতবভক্তাবেব সম্ভবেৎ"।

এই সমূহবাক্যই আমাদিগকে জন্মসাফল্য শিক্ষা দিয়া পরোপকারের পন্থা দেখাইয়া দিতেছেন। অদেহীর দেহদান, অধনীর ধনদান, অবিদ্বানের বিদ্যাদান যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ অসার্থকজন্মার পরোপকার কোনরূপেই সম্ভব নহে। যে কার্য্যদ্বারা কোনকালে সাংসারিক বা পারত্রিক কোনপ্রকার ত্রিতাপ জীবকে অভিভূত করিতে না পারে, সেই কার্য্যই 'পরোপকার' আখ্যা পাইয়া থাকে। অন্য সমস্তই পরবঞ্চনা-মাত্র। কোন্ ঈশ্বর-বিমুখীর দণ্ডবিধানার্থ শ্রীমায়াদেবী তাঁহার কারাগার মধ্যে যোগ্যতানুসারে যে সকল শাসন বিধান করিয়াছেন, তাহা ভগবদুন্মুখতার-সহায়ক বিচার করিয়া এবং ঐরূপ শাসনের হেতু জানিয়া সর্ব্বরাজরাজেশ্বরের শ্রীচরণ স্মরণ যাহাতে সর্ব্বজীব করিতে পারে, তাহা "পরোপকার', কি কারাবাসীকে কারামধ্যে রক্ষীর অনভিমতে নানাপ্রকার সাহায্য করিয়া তাহাকে দ্বিগুণিত দণ্ডিত করা 'পরোপকার'? এই বিষয়টী বিশেষ চিন্তা করিয়া, আসুন, অগ্রে আমরা নিজ নিজ জীবন সার্থক করি। মহাজনের আনুগত্যই যে জন্ম-সার্থক করিবার প্রধান উপায় তদ্বিষয়ে শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণাদির ঐকমত্য দৃষ্ট হয়। সেই মহাজনই শ্রীগুরুদেব। তিনিই বাঞ্ছা-কল্পতরু এবং পতিতপাবন।

"বাঞ্ছা-কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥"

এই বিষ্ণুময়-জগতে বৈষ্ণব-সদ্গুরুই প্রকৃত কৃপাসিন্ধু। প্রকৃত-দয়ালাভের পাত্র হইলেই তিনি দয়া দেখাইয়া তাঁহার কৃপা-কণাদ্বারা শ্রীভগবানও যাহা সর্ব্বদা দিতে পারেন না, এইরূপ বস্তু (অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌কে) পর্য্যন্ত দান করিয়া থাকেন। এই হেতু শ্রীরূপগোস্বামিচরণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রথমেই মহাবদান্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

যথা—"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবই ভগবৎ-সম্পত্তি প্রদানের মালিক। অতএব এইরূপ দাতা সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডে একেবারেই নাই। অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে লোকের ভোগাদির পরিতৃপ্তি ইহাতে দৃষ্ট হয় নাই বলিয়া অভিযোগ আসিতে পারে, এইজন্য ভগবান্ স্বয়ং শ্রীমুখে প্রকাশ করিতেছেন যে, "তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।" শ্রীলচক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন, 'তেষাং শরীরপোষণভারো ময়ৈব বোঢ়ব্য ইতি।' শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু বলেন, 'মদভিযুক্তানাং বিস্মৃতদেহযাত্রাণামহমেব যোগক্ষেমমপ্রাপ্তাহরণং তৎসংরক্ষণং চ বহামি। অত্র করোমীত্যনুক্ত্বা বহামীত্যুক্তিস্তু তৎপোষণভারো ময়ৈব বোঢ়ব্যো গৃহস্থস্যেব কুটুম্বপোষণভার ইতি ব্যনক্তি।'

তিনি স্বেচ্ছায় যদি আমাদের সর্ব্বপ্রকার ঐহিক ও পারলৌকিক সুবিধা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন এবং কোন প্রকার প্রতিদান অপেক্ষা না করিয়া কেবল আমাদের অনন্যভক্তি বা অকৈতবসেবা অভিলাষ করেন, তবে ইহা অপেক্ষা সুলভতম উপায় আর জগতে কি হইতে পারে? বৈষ্ণব-চূড়ামণি শ্রীশৌনক বলিতেছেন—

"ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ।
যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ স কিং ভক্তানুপেক্ষতে॥"

প্রত্যেক মহাজনের পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্তই এই

বিষয়ে' প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অন্যত্র অনুসন্ধানার্থ যাইতে হইবে না; প্রতি জনপদের প্রতি পল্লীতেই এইরূপ। মহাজনানুগত সেবকের জীবন-পরিচালন-প্রথা প্রত্যক্ষ করিয়া এই বিষয়ের যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যায়। আরও দেখুন, দৈত্যাবতার বৈষ্ণবঠাকুর শ্রীভগবৎসমীপে প্রার্থনা করিতেছেন,—"জীবের পাপ লঞা মুঞি করু নরক ভোগ।" আহা! এতবড় বদান্য আর কোথায় দৃষ্ট হইবে? হে বদান্যম্মন্যগণ! আপনারা কি এরূপ কথা কদাপি প্রাণের সহিত বলিতে পারেন? আবার সেই মহাবদান্যের শরণগ্রহণার্থ অনুরোধ করিয়া কি বলিতেছেন দেখুন,—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

কোন ইতিহাসগ্রন্থে এইরূপ নিঃস্বার্থ-পরোপকার-ব্রত প্রমাণিত করিবার অবসর প্রদর্শন করুন; প্রাকৃত ব্যক্তির মধ্যে অনুসন্ধানে একান্ত বিফলমনোরথ হইতে হইবে। কেবল মহাবদান্যশিরোমণির শ্রীচরণাশ্রিত-দাসই এইরূপ বলিবার এবং কার্য্যে প্রদর্শন করিবার যোগ্য।

প্রাচীনকালে কূপাদিখনন, বৃক্ষাদিপ্রতিষ্ঠা, পান্থশালাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতি ইষ্টাপূর্ত্তকার্য্য, প্রকৃত চতুরাশ্রমী ও পরমহংস অনন্যচেষ্ট শ্রীভগবৎপরায়ণগণের সেবার্থ কৃত হইত, যেহেতু প্রত্যেকব্যক্তিই এইরূপ সাধুগণের, যে কোন প্রকার সেবা করিতে পারিলেই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন। সাধুদিগের অবশ্য কদাপি কোনপ্রকারে ঐরূপ সেবাপ্রাপ্তির চেষ্টা থাকিত না; তথাপি সেই তীর্থপাদের সেবকগণ প্রাকৃত লোককে কৃপা করিবার জন্য ঐ সকল সেবা অঙ্গীকার করিতেন এবং ঐরূপ কর্ম্মকর্ত্তৃগণকে শ্রীভগবচ্চরণে আকর্ষণ করিতে পারিতেন। সেই সমস্ত কার্য্যের হেয় অনুকরণেই বর্ত্তমান সময়ের বদান্যতার ভাণ জগৎকে আচ্ছাদিত করিয়াছে। হায়! কলিহত-জীব আমাদের কি দুর্ভাগ্য! আমাদের জন্য শ্রীভগবানের এই সহজ-উপায়-বিধান সত্ত্বেও, আমরা আত্ম-মূঢ়তাকেই পাণ্ডিত্যে বরণ করিয়া দুর্দ্দশা ভোগ করিয়াও তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। অতএব এক্ষণে আর কালবিলম্ব ব্যতিরেকে সেবাবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া সৎসম্প্রদায় স্বীকার পূর্ব্বক সাধুমহাজনের শরণ গ্রহণ করা আবশ্যক, তিনিই আমাদের জন্ম সার্থক করিয়া পরোপকারের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।' আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। সমস্ত-জ্ঞানিগণের এই বিষয়ে একমত।

গৌড়ীয় পাঠে

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী বেদান্তভূষণ, ভক্তিরঞ্জন)

কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে তিনি বৃথা মাংস ভক্ষণ করেন না; কিন্তু দেবীর প্রসাদ হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। দুর্গাদেবীর সম্মুখে যদি ছাগবলির বিধি থাকে, তাহা হইলে, মহিষবলিরও ত অবশ্য বিধি আছে, কিন্তু ছাগ-প্রসাদভোজী কি মহিষবলি প্রসাদ ভোজন করেন? তাঁহাকে বলিলে কি তিনি নিজের অরুচির জন্য বা লোকাচারের জন্য আপত্তি করেন না? তাহা হইলে সে সময় প্রসাদে ভক্তি থাকে না কেন? এক প্রসাদে রুচি ও অন্য প্রসাদে অরুচিতে তাঁহার পাপ স্পর্শে না; মা যদি পূয, রক্ত ভিন্ন আর কিছু খান না, তাহা হইলে সুরথ রাজা মা'র সম্মুখে এক লক্ষ বলিদান করিয়াছিলেন, এবং মৃত্যুর পর এক লক্ষ খড়্গ তাঁহার উপর পতিত হইত না। তাহা হইলে দেবী এরূপ কথা কহিতেন না যে, "যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বার লালসার জন্য কোন জীব আমার সম্মুখে বধ করে, তাহা হইলে, সে পশুর গাত্রে যত লোম থাকে, হত্যাকারীকে তত বৎসর নরক ভোগ করিতে হয়।"

কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, তিনি স্বহস্তে কোন জীব বধ করেন না, কিন্তু কেহ পাক করিয়া দিলে তিনি তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকেন, কিন্তু মহর্ষি মনু প্রভৃতি মহাত্মগণ ভক্ষককেও ঘাতক বলিয়াছেন—

অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়-বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ॥

মনুঃ ৫।৫১

বিষ্ণুস্মৃত্যৌ ৫১' অধ্যায়ে।

অর্থাৎ যাহার আজ্ঞায় বধ হয়, যে বধ করে, যে খণ্ড খণ্ড করে, যে ক্রয় করে, যে বিক্রয় করে, যে পাক করে, যে পরিবেশন করে ও যে ভক্ষণ করে ইহারা সকলেই ঘাতক।

দুর্গাপূজায় যিনি মন্ত্র বলাইয়া বলিদানের ব্যবস্থা করেন, তিনিও পাপী—

উৎসর্গকর্ত্তা হন্তা চ তথা মন্ত্রস্য বাচকঃ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্র দিবাকরে॥

ভবিষ্য পুরাণে (১)

(১) [বাঁকুড়া—আউসনাড়া গ্রামনিবাসী অস্মদ্দেশ-বিশ্রুত পরম ভাগবত পণ্ডিত কীর্ত্তিচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় হইতে প্রাপ্ত; ভবিষ্যপুরাণ পাঠ কালে এ শ্লোক পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না।] লেখক।

যদি কোন স্থানে মৎস্য, মাংসভক্ষক না থাকে, তাহা হইলে তথায় কে বধ করিবে?

যদি চেৎ খাদকো ন স্যান্ন তথা ঘাতকো ভবেৎ॥

অনুশাসন পর্ব্বণি ১১৫।৩১

শ্রীবৃন্দাবনধামে কেহ মৎস্য মাংস-ভোজী নাই, সুতরাং সে স্থানে কোন জীবও বধ করা হয় না।

জীবে সমজ্ঞান হইলে অন্য মাংস পুত্রমাংসের ন্যায় বোধ হয়—

যথা,কণ্টকবিদ্ধাঙ্গো জন্তোর্নেচ্ছতি তাং ব্যথাম্।
জীবসাম্যং গতো লিঙ্গৈর্ন তথাঽবিদ্ধকণ্টকঃ॥

শ্রীভাগবতে ১০।১০।১৪

যাঁহার গাত্রে কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছে, তিনি যেরূপ অন্যের মুখবিকারাদি চিহ্নে তাহার ব্যথা বুঝিতে পারেন, কারণ তিনি জীবে সমতাভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন (যেহেতু তিনি জানেন যে, তাঁহার শরীর যেমন প্রিয়, অন্য জীবের শরীরও তাহার তেমন প্রিয়), সেইরূপ যাঁহার গাত্রে কণ্টক বিদ্ধ হয় নাই, তিনি অন্যের সে ব্যথা বুঝিতে পারেন না।

পুত্রমাংসোপমং রাজন্! খাদতে যোঽবিচক্ষণঃ।
মাংসং মোহসমাবিষ্টঃ পুরুষঃ সোঽধমঃ স্মৃতঃ।

অনুশাসনপর্ব্বণি ১১৪ অধ্যায়ে

ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠির মহারাজকে কহিয়াছিলেন,হে রাজন্! যে অবিচক্ষণ ব্যক্তি মোহসমাবিষ্ট হইয়া পুত্রমাংসের ন্যায় মাংস ভক্ষণ করে সে পুরুষ অধম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

মৎস্যাশী জীবন্মৃত, সে কখনও সুখী হয় না—

যোঽহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যাত্মসুখেচ্ছয়া।
স জীবংশ্চ মৃতশ্চৈব ন কচিৎ সুখমেধতে॥

বিষ্ণুস্মৃত্যো ৫১ অধ্যায়ে।

যে ব্যক্তি নিজের সুখের জন্য অহিংসক জীবগণকে বধ করে, সে জীবন্মৃত এবং কখনও সুখলাভ করিতে পারে না।

পূর্ব্বে বলা হইল যে "নিজের সুখের জন্য"; নিজের সুখই বা কতক্ষণ? খাইয়া মুখ ধুইয়া ফেলিলেই সুখ হইয়া গেল। তজ্জন্য কহিয়াছেন—

ভক্ষ্য-ভক্ষকয়োঃ প্রীতিরুভয়োঃ পশ্যতান্তরম্।
একস্য ক্ষণিকা প্রীতিরন্যঃ প্রাণৈর্বিমুচ্যতে॥

হিতোপদেশে মিত্রলাভে

ভক্ষ্য ও ভক্ষকের যে প্রীতি, তাহাদের উভয়ের পার্থক্য দেখ যে একজনের (ভক্ষকের) ক্ষণিক আনন্দ; কিন্তু অন্য (ভক্ষ্য) চিরদিনের জন্য প্রাণ হারায়।

ঘাত হইলেই প্রতিঘাত; এ জন্মে যে কোন জন্তুকে বধ করিবে, পর জন্মে হত ভক্ষ্য ভক্ষককে হত্যা করিবে—

যে ত্বনেবংবিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্॥

শ্রীভাগবতে ১১।৫।১৪

যে অসৎ, স্তব্ধ, সদভিমানী ব্যক্তি পশুগণকে হত্যা করে, পরজন্মে হতজীব হন্তাগণকে ভক্ষণ করিয়া থাকে—

এ স্থলে "পরজন্মে" বলিতে, ঠিক পরজন্মে না হইতে পারে; কোন না কোন জন্মে তাহা শোধ লইবে তাহা লীলাময়ের ইচ্ছা। কর্ম্ম অনাদি সুতরাং জীবও অনাদি—

ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নাঽনাদি-
ত্বাদুপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ॥

বেদান্ত দর্শনে ২।১।৩৪

ইহাই হিন্দুধর্ম্মের গভীরত্ব; কারণ মুসলমানগণের ১৩৩৩ সাল, ইংরাজগণের ১৯২৬ সাল, কারণ Bibleএর প্রথমে কহিয়াছেন—In the begining God created the heav.n and the earth.

তাহার পূর্ব্বে কিছুই ছিল না—পরমেশ্বর কোন কর্ম্ম করেন নাই; তিনি নিষ্ক্রিয় হইয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বে ভগবান ছিলেন কি না জানি না; তাহা হইলে অসীমকে সসীম করা কত ক্ষুদ্র হৃদয়ের কার্য্য! সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর কখন নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারেন না। তিনি বিরাট পুরুষ; বেদে যাঁহাকে—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

(ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ... ৮।৪।১৭
সামবেদ ... ... ৬।৪।৪।১
শুক্লযজুর্ব্বেদ ... ... ৩১।১
অথর্ব্ববেদ ... ... ১৯।৬।১)

বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তিনি কখনও কি নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারেন? তিনি লীলাময়, ভাঙ্গাগড়া তাঁহার কার্য্য—

লোকবৎ তু লীলা কৈবল্যম্ ॥

বেদান্ত দর্শনে ২।১।৩২

তবে কেন ভাঙ্গেন কেন গড়েন, সে তাঁহার ইচ্ছা। চিরকালই ত তাঁহার বালকের স্বভাব—

বৎসান্ মুঞ্চন্ কচিদসময়ে ক্রোশ-সঞ্জাত-হাসঃ
স্তেয়ং স্বাদ্বত্ত্যথ দধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ।
মর্কান্ ভোক্ষ্যন্ বিভজতি স চেন্নাত্তি ভাণ্ডং ভিনত্তি
দ্রব্যালাভে সগৃহকুপিতো যাত্যুপক্রোশ্য তোকান্ ॥

শ্রীভাগবতে ১০।৮।২৯

আমি যাহাকে ভালবাসি তাহার কোন দোষই দেখিতে পাইব না; তাহা হইলে মহাপ্রভুর ন্যায় ভক্তভাবে কহিব—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব না পরঃ ॥

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলায়াং শিক্ষাষ্টকে'

"মাংসাসৃক্পূয়বিন্মূত্র স্নায়ুমজ্জাস্থিসংহতি",—নিজের দেহকে, স্ত্রী পুত্রকে ভালবাসিব আর সচ্চিদানন্দ পুরুষ ভগবান্‌কে ভালবাসিব না? তজ্জন্য পাশ্চাত্য অমর কবি কহিয়াছেন যে ভালবাসা অন্ধ—

Love looks not with the eyes, but with the mind. And therefore is wing'd cupid painted blind. [Shakespeare Midsummer nights, dream Act I, Sc. I.]

জীব প্রারব্ধকর্ম্মভোগের জন্য সংসারে আসিয়া থাকে—

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ ॥

পাতঞ্জলদর্শনে ২।১৩

সুতরাং এজন্মের হন্তা কোনজন্মে হত কর্ত্তৃক নিহত হইবে তাহা লীলাময়ই জানেন।

ভূদেব! তোমার কি শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় একটি নিরীহ জীব বধ করিতে প্রাণ কাঁদেও না? মৎস্য কিরূপ আনন্দ পূর্ব্বক জলে খেলা করে তাহা দেখিয়া কি তোমার আনন্দও হয় না? তোমাকে যদি ব্যাঘ্রে আক্রমণ করে, তাহা হইলে কি তোমাকে রক্ষা করিতে কাহাকেও ডাকিতে হয় না? প্রাণ সকলেরই প্রিয়—

প্রাণাযথাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপি বৈ তথা।
আত্মৌপম্যেন ভূতানাং দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ ॥

অনুশাসন পর্ব্বণি ১১৫ অধ্যায়ে

পুনরায় কহিয়াছেন যে শাকদ্বারা যদি ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় তাহা হইলে এই দগ্ধোদরের জন্য কে পাপ করে?

স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে।
অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ ॥

হিতোপদেশে মিত্রলাভে।

ব্রাহ্মণ! তুমি ত ভূদেব, তুমি তোমার খাদ্য ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া খাও কি? তাহা হইলে পূয-রক্ত-পূর্ণ মৎস্যও নিবেদন কর কি? যদি না কর, তাহা হইলে অনিবেদিত দ্রব্য কিরূপ পবিত্র তাহা দেখ নারদ-পঞ্চরাত্রে ১।৪০—

ন দত্বা হরয়ে যস্তু যদি ভুঙ্‌ক্তে দ্বিজাধমঃ।
অন্ন বিষ্ঠাসমং মূত্রসমং তোয়ং বিদুর্ব্বুধাঃ ॥

ভূদেব! ৮৪ লক্ষ জন্মের পর মনুষ্যদেহ—তাহা মৎস্য ভক্ষণের জন্য নহে।—

আহারার্থং সমীহেত যুক্তং তৎ প্রাণধারণম্।
তত্ত্বং বিমৃশ্যতে তেন তদ্বিজ্ঞায় বিমুচ্যতে ॥

শ্রীভাগবতে ১১।১৭৩৪

আহারের জন্য যত্ন করিবে কতক্ষণ পর্য্যন্ত? প্রাণধারণ পর্য্যন্ত; সে প্রাণধারণ কেন? ভগবত্তত্ত্ব চিন্তাজন্য; সে তত্ত্বজ্ঞান হইলে সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিবে।

খায় না কে? শূকরও অমেধ্য দ্রব্য খাইয়া উদর পূরণ করে। ব্রাহ্মণকে বেদে উচ্চস্থান দিয়াছেন, কারণ তিনি বিরাট পুরুষের মুখ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসাদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্‌বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥

ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ... ৮।৪।১৯
শুক্ল যজুর্ব্বেদ ... ... ৩১।১১
অথর্ব্ববেদ ... ... ১৯।৬।৬

ভগবান্‌ও ব্রাহ্মণকে উচ্চস্থান দিয়াছেন, যথা—

যৎসেবয়া চরণ-পদ্ম-পবিত্র-রেণুং
সদ্যঃ ক্ষতাখিলমলং প্রতিলব্ধশীলম্‌।
ন শ্রীর্বিরক্তমপি মাং বিজহাতি যস্যাঃ
প্রেক্ষালবার্থমিতরে নিয়মান্‌ বহন্তি।

শ্রীভাগবতে ৩।১৬।৭

অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণের সেবা করাতেই আমার পদধূলি পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তজ্জন্য আমি সমুদায় লোকের মল নাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি; এবং এরূপ লোভনীয় চরিত্র প্রাপ্ত হইয়াছি যে, যে লক্ষ্মীর কটাক্ষলাভ করিতে ব্রহ্মাদি দেবগণও সমাধি অবলম্বন করেন, আমি বিরক্ত হইলেও সেই লক্ষ্মী আমাকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন না—পুনরায় কহিয়াছেন—

নাহং তথাদ্মি যজমানহবির্বিতানে-
শ্চ্যোতদ্ঘৃতপ্লুতমদন্‌ হুতভুঙ্‌মুখেন।
যদ্‌ ব্রাহ্মণস্য মুখতশ্চরতোঽনুঘাসং
তুষ্টস্য ময্যবহিতৈর্নিজকর্ম্মপাকৈঃ॥

শ্রীভাগবতে ৩।১৬।৮

স্কন্দপুরাণে কুমারিকা খণ্ডে ৪।৯০ চ।

অর্থাৎ যে সকল ব্রাহ্মণ আমাতে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা ঘৃতস্রাবী পায়সাদি রসাস্বাদন পূর্ব্বক ভোজন করিলে আমার যেরূপ রুচিকর আহার হয়, যজ্ঞস্থলে অগ্নির মুখদ্বারা ঘৃত ও পুরোডাশাদি ভোজন করিয়াও আমার সেরূপ তৃপ্তি জন্মে না।

ইহা মৎস্যাহারী ব্রাহ্মণের মুখ নহে; মৎস্যাহারী ব্রাহ্মণের মুখত' পূয-রক্তনির্গমন পয়ঃপ্রণালী বিশেষ।

মৎস্যাহারী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই নহে; তিনি নিষাদ ব্রাহ্মণ; কারণ ব্রাহ্মণ দশশ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—

দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশুর্ম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ॥

অত্রি সংহিতায়াং

পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণপুত্র হইলেই ব্রাহ্মণ হইতেন না, তিনি কর্ম্মানুসারে সেই সেই জাতি হইতেন; কিন্তু এক্ষণ ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই ব্রাহ্মণ, তিনি গরু হইলেও ব্রাহ্মণ; এক্ষণ গোস্বামীর পুত্র হইলেই তিনি গোস্বামী; তিনি গোস্বামীর পূর্ব্বাদ্ধ হইলেও কিম্বা গো+স্বামী হইলেও তিনি গোস্বামী; কিন্তু পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণের হৃদয় কত উচ্চ ছিল! নিজের পুত্রগণকেও কর্ম্মানুসারে তিনি সেই সেই জাতি করিয়া দিতেন, যথা—

পুত্রোগৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃশূদ্রাস্তথৈবচ॥

শ্রীহরিবংশে ১।২৯।৭ (বোম্বাই মুদ্রিত)

অন্যত্র—

গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্বর্ণ্যং প্রবর্ত্তয়িতাভূৎ॥ বিষ্ণুপুরাণে ৪।৮

অন্যত্র—

পুত্রোগৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈবচ।
এতস্যবংশে সম্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ॥

বায়ুপুরাণে পূর্ব্বভাগে ৩০।৪
(এসিয়াটিক সোসাইটি মুদ্রিত)

নাভাগারিষ্ট মুনির দুই পুত্র কর্ম্মবশে বৈশ্য ও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন—

নাভাগারিষ্ট-পুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ॥

হরিবংশে ১।১১।৯

পূর্ব্বে কর্ম্মানুসারে জাতি বিভাগ হইত, যথা—

তপোবীজপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষং চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ॥

মনুসংহিতায়াং ১০।৪২

এই জন্য ভগবান্‌ নিজে যুধিষ্ঠির মহারাজার যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের পদধৌত করিয়া দিবার ভার লইয়াছিলেন—

————কৃষ্ণঃ পাদাবনেজনে॥

শ্রীভাগবতে ১০।৭৫।৫

ব্রাহ্মণ! তুমি কি সেই জাতীয় ব্রাহ্মণ? ব্রাহ্মণের দ্বাদশ ব্রত, যথা—

ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ তপো দমশ্চ
অমাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়া।
দানং শ্রুতঞ্চৈব ধৃতিঃ ক্ষমা চ
মহাব্রতা দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য॥

ভারতে উদযোগ পর্ব্বণি ৪৫ অধ্যায়ে

ভূদেব! যদি ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দাও, তাহা হইলে এই সকল গুণের কয়টা গুণ তোমার মৃতদেহ-ভক্ষণকারী দেহে বর্ত্তমান আছে, চিন্তা করিয়া দেখ।

ব্রাহ্মণের লক্ষণ যথা—

ক্রোধঃ শত্রুঃ শরীরস্থো মনুষ্যাণাং দ্বিজোত্তম।
যঃ ক্রোধ-মোহৌ ত্যজতি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥
যো বদেদিহ সত্যানি গুরুং সন্তোষয়েত চ।
হিংসিতশ্চ ন হিংসেত তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥
জিতেন্দ্রিয়ো ধর্ম্মপরঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥
যস্য চাত্মসমো লোকো ধর্ম্মজ্ঞস্য মনস্বিনঃ।
স্বধর্ম্মেষু চ রতস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

বনপর্ব্বণি ২০৫ অধ্যায়ে

এখানে "হিংসিতশ্চ ন হিংসেত" কথা আছে, এক্ষণ কয়জন ব্রাহ্মণ নিরীহ জলচর মৎস্যগুলি হিংসা করেন না? কত ভাগবতপাঠী ব্রাহ্মণ দেখিয়াছি যে, পূয-রক্তপূর্ণ মৎস্য না হইলে তাঁহাদের দগ্ধোদর পূর্ণই হয় না!

(ক্রমশঃ)

প্রশ্নোত্তর

(প্রেরিত পত্র)

মাননীয় নমস্ত—

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়-পত্র-সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু।

বিবুধপ্রবর! শুভবিজয়ার প্রণাম গ্রহণ করুন। আমি অজ্ঞাধম অদ্য একটী প্রশ্ন করিতেছি,—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকায় অনতিবিলম্বে আমার প্রার্থীত প্রশ্নের যথাযথ সুসিদ্ধান্ত প্রকাশ পূর্ব্বক উপকৃত ও বাধিত করিতে আজ্ঞা হউক। বিষয় বা প্রশ্নটী এই,—

আমাদের শিষ্যদের প্রায়শঃ বাটীতে পূর্ব্ব প্রাচীন গোস্বামী প্রভুগণ-আদিষ্ট শ্রীশ্রীগুরুপাদুকা (কাষ্ঠ নির্ম্মিত) স্থাপিত ও অর্চ্চিত হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু গত বৈশাখ মাসে, আমাদের অনুপস্থিতিতে পূর্ব্বাঞ্চল ঢাকা জেলা নিবাসী শ্রীভাগবত-ব্যবসায়ি-কৃপান্বিত (স্বয়ং উপস্থিত) একজন যুবক কথক ঠাকুর, (শ্রীনবদ্বীপের শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের ছাত্র বলিয়া পরিচিত) ফরিদপুর নগরকান্দা থানার অধীন ভৌমিক বাবুদের বাটীতে দিন পোনর পর্য্যন্ত শ্রীভাগবতকথা বলেন। ঐ ভৌমিক বাবুদের বাটীতে বহুকাল যাবৎ শ্রীশ্রীগুরুপাদুকা (কাষ্ঠনির্ম্মিত) স্থাপিত ও পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

স্বয়ং উপস্থিত কথক ঠাকুর দুই চারিদিন পাঠের পর শ্রীগুরুপাদুকার উপর লক্ষ্য করেন, বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং শ্রীপাদুকাযুগল উক্ত যুবক কথক ঠাকুর অবিলম্বে পরিত্যাগ করিতে পারিবারিককে শাসন করেন। বাবুরা তাঁহার আদেশ পালন করিতে শিথিলতা প্রকাশ করিলে তিনি যারপর নাই রাগান্বিত হইয়া বলেন,—"তোমরা শীঘ্রই পাদুকাপূজা পরিত্যাগ কর,—জলে ফেলিয়া দাও; না হইলে তোমাদের বড় অমঙ্গল ঘটিবে। **যেহেতু কলিকালে পাদুকা পূজার ব্যবস্থা নাই,—শাস্ত্রানভিজ্ঞ গুরুদেরই এই সকল অবৈধ সাধন ভজন প্রচার!!**"

ঐরূপ তীব্র শাসনেও কর্তৃপক্ষ বাধ্য না হওয়ায়, মনোযোগ না করায়, ইহার পর ঐ কথকঠাকুর তাঁহার সঙ্গী **পরিচারক বৈরাগী** (?) বিশেষের দ্বারা 'স্থাপিত শ্রীগুরুপাদুকা জোড়াটী' আসনচ্যুত বা স্থানভ্রষ্ট করেন, ফেলিয়া দিতে আদেশ করেন। এই সময় মাতৃজগতে একটা ভীষণ ব্যাকুলতা, চঞ্চলতা বা হাহাকার পড়িয়া যায়। হৈচৈ পড়িয়া গেল, শ্রীমান্ বাবুদের কাণে গেল এবং কথক মহাশয়কে বহু স্তুতি মিনতি করিয়া তাঁহারা শ্রীগুরুপাদুকা রক্ষা করে,—স্থানান্তরে (কথকের অলক্ষ্যস্থানে) লুকায়িত-ভাবে রাখিয়া অর্চ্চন ও নিত্য অভিষেকাদি করে। স্বয়ং উপস্থিত (অনিমন্ত্রিত বা আবাহন-বর্জ্জিত) কথক ঠাকুরের হাতে নিরীহ গৃহস্থব্যক্তিরা বিশেষ ঠেকায়; যেহেতু সঙ্কল্পিত ভাগবতপাঠ কার্য্যটী উহাঁর হাতে; সুতরাং পায় ধরিয়া ক্ষমা-ভিক্ষা ব্যতিরেকে আর ব্রাহ্মণের কাছে শূদ্রের প্রতিকার বা রক্ষা পাইবার কি আছে?

এক্ষণে এই বিপন্নপক্ষের জিজ্ঞাস্য এই যে, 'কলিতে গুরুপাদুকা স্থাপিত বা অর্চ্চিত—অভিষিক্ত হইতে পারে না এবং করিলে অবৈধ হয়, অমঙ্গল হয় তাহার কোনপ্রমাণ বচন বা শাস্ত্রীয় আখ্যায়িকা আছে কিনা? এইটী উপস্থিত ধর্ম্মবিভ্রাট-ভজনসঙ্কট-দুর্দ্দিন-সময়ে আর্য্যভারতে একমাত্র—'বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ পারমার্থিকপত্র শ্রীগৌড়ীয় ভিন্ন কে সুমীমাংসা—সুসিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হইবে বলুন? **মোটামুটি পঞ্চাশ বৎসরের তীব্র আলোচনায় ত' সকলকেই**

বেশ জ্ঞাত হইয়াছি, মহাশয়! তাই, একমাত্র শ্রীগৌড়ীয় মঠ ব্যতিরেকে আর যে দাঁড়াইবার, কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অথবা সুমীমাংসা পাইবার স্থান নাই, বিশ্বস্ত অথবা সুবিজ্ঞ ব্যক্তি নাই।

আশা করি,—প্রার্থীত-প্রশ্নোত্তর পারমার্থিক-বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তা-প্রকাশক শ্রীগৌড়ীয়পত্রে অবিলম্বেই দেখিতে পাইব এবং তৎসিদ্ধান্ত পাঠে পরম প্রীতিলাভ করিব ইতি।

নিত্যানুগত—

শ্রীগৌড়ীয় গ্রাহক — শ্রীবরদাকান্ত শর্ম্মণঃ—
নং ৩৪৩৪ — (ভক্তিবিশারদ
শ্রীচৈতন্য চঃ গ্রাঃ নং ৮০৭ — শ্রীনবদ্বীপ
শ্রীচৈতন্য ভা......১০৮

উত্তর ও সিদ্ধান্ত

শ্রীকুলিয়া-নবদ্বীপ হইতে একজন বর্ষীয়ান্ ব্রাহ্মণের প্রেরিত উপরি-উক্ত পত্রখানি পাঠ করিয়া শ্রীগৌরপার্ষদাগ্রগণ্য বৈষ্ণবসম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্য ষড়্ গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের শ্রীগুরুদেব পরমহংস পরিব্রাজক-চূড়ামণি শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিচরণের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের একটি সত্যবাণী আমাদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল—

> "কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
> শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
> হা হা ক্ব যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
> চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥"
>
> (চৈতন্যচন্দ্রামৃত ৪৯ সংখ্যা)

শাস্ত্র ও মহাজনের বাক্য যে পরম সত্য তাহা সাধারণ জীবকুল না ঠেকিলে বুঝিতে পারেন না। ভাগবত-ব্যবসায়ী, মন্ত্র-ব্যবসায়ী, নামাপরাধী অতএব বৈষ্ণবাপরাধী গুরুব্রুবগণ অবৈধভাবে বৈষ্ণবাচার্য্যের আসন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া যে কিরূপ শুদ্ধভক্তিমার্গের প্রবেশ পথের দ্বারদেশে কণ্টক নিক্ষেপ করিতেছে, তাহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ কালে কালে প্রত্যক্ষপ্রমাণাবলীর সহিতই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শাস্ত্রে অনেকেই পাঠ করিয়াছেন—

> অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
> শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥

অর্থাৎ দুগ্ধ অতি পবিত্রবস্তু, উহা সেবনে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধানিবৃত্তি হয়; কিন্তু ঐরূপ উৎকৃষ্ট দুগ্ধ সর্পের উচ্ছিষ্ট হইলে যেমন উহা দুগ্ধের ক্রিয়া না করিয়া বিষেরই ক্রিয়া করিয়া থাকে, তদ্রূপ সন্মুখরিত পবিত্র হরিকথামৃতপানে জীবের ভক্তিবৃত্তির উন্মেষ হয়, কিন্তু নামাপরাধী অবৈষ্ণব-ব্যক্তির মুখোদ্গীর্ণ উপদেশাদি বাহ্যআকারে হরিকথার ন্যায় দেখাইলেও উহা 'নামাপরাধ' মাত্র। এইরূপ নামাপরাধ শ্রবণ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। উহা শ্রবণ করিলে মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধের ন্যায় উহা দ্বারা জীবের অমঙ্গলই হইয়া থাকে।

> শূদ্রাণাং সূপকারী চ যো হরের্নামবিক্রয়ী।
> যো বিদ্যা-বিক্রয়ী বিপ্রো বিষহীনো যথোরগঃ॥
>
> (ব্রঃ বৈঃ, প্রকৃতিখণ্ড ২১শ অঃ)

অর্থাৎ বিষ্ণুসেবাহীন শূদ্রগণের পাচক, **হরিনাম এবং বিদ্যা-বিক্রয়ী বিপ্র**, 'বিপ্র' নামে পরিচিত হইলেও, বিপ্রত্ব হইতে ভ্রষ্ট বিষহীন সর্প যেরূপ বাহিরে সর্পাকৃতি থাকিয়া অনভিজ্ঞ লোকের মিথ্যা ভীতি উৎপাদন করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দংশন দ্বারা লোকের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না, সেইরূপ ঐ বিপ্রগণও তাঁহাদের অনভিজ্ঞ মূর্খশিষ্যের ভীতি-উৎপাদন করিলেও প্রকৃতপক্ষে অভিজ্ঞের নিকট কোন বাহাদুরী দেখাইতে পারেন না।

> মৌন-ব্রত-শ্রুত-তপোঽধ্যয়নং স্বধর্ম্ম-
> **ব্যাখ্যা**-রহো জপ-সমাধয় আপবর্গ্যাঃ।
> প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে **ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং**
> **বার্ত্তা** ভবন্ত্যত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্॥
>
> (ভাঃ ৭।৯।৪৬)

অর্থাৎ মৌন, ব্রত, পাণ্ডিত্য, তপস্যা, অধ্যয়ন, স্বধর্ম্ম, **শাস্ত্রব্যাখ্যা**, নির্জ্জনবাস, জপ এবং সমাধি—এই দশটী অপবর্গের হেতু বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু ইঁহারা প্রায়শঃ অজিতেন্দ্রিয় গো-দাসগণের ইন্দ্রিয়-ভোগার্থ জীবনোপায় হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, গ্রাম্যকথা হইতে বিরতি, ব্রত, পাণ্ডিত্য, ভাগবতাদি শাস্ত্রব্যাখ্যা প্রভৃতি দ্বারা গোস্বামিগণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণ করেন, আর ইন্দ্রিয়পরায়ণ গো-দাসগণ ঐসকল দ্বারা নিজের ও তাঁহাদের দেহসম্পর্কীয় ভোগ্য স্ত্রী-পুত্রগণের ইন্দ্রিয়তর্পণ করাইবার চেষ্টা করে।

ন শিষ্যাননুবধ্নীত * * ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত।

(ভাঃ ৭।১৩।৮)

অর্থাৎ প্রলোভনাদি দ্বারা বলপূর্ব্বক অনধিকারী ব্যক্তিকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবে না, শাস্ত্রব্যাখ্যাদ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবে না।

ভৃতকাধ্যাপকো যশ্চ ভৃতকাধ্যাপিতস্তথা।
শূদ্রশিষ্যো গুরুশ্চৈব বাগ্‌দুষ্টঃ কুণ্ডগোলকৌ ॥

(মনু ৩।১৫৬)

অর্থাৎ যিনি বেতন লইয়া বেদ অধ্যাপনা করেন, যে শিষ্য সেইরূপ গুরুর নিকট হইতে বেদ অধ্যয়ন করেন, যিনি শূদ্রশিষ্য স্বীকার ও শূদ্রকে অধ্যয়ন করান, যে সর্ব্বদা নিষ্ঠুর-ভাষী, যে পিতৃবর্ত্তমানে জারজসন্তান, যে পিতার মরণের পর পরোৎপন্নসন্তান, তাহাদিগকে হব্যকব্যে নিযুক্ত করিবে না।

"অপি চাচারতস্তেষামব্রাহ্মণ্যং প্রতীয়তে।
বৃত্তিতো দেবতাপূজা-দীক্ষা-নৈবেদ্যভক্ষণম্ ॥"

(শ্রীযামুনাচার্য্যকৃত আগমপ্রামাণ্যধৃত সাত্বতশাস্ত্রবাক্য)

অর্থাৎ বৃত্তি লইয়া দেবপূজা, দীক্ষা, নৈবেদ্যভোজন— এই সকল আচরণ হইতেই সেই সকল ব্যক্তির অব্রাহ্মণতা প্রতীয়মান হয়।

গীত-নৃত্যানি কুর্ব্বীত দ্বিজ-দেবাদি-তুষ্টয়ে।
ন জীবনায় যুঞ্জীত বিপ্রঃ পাপভিয়া ক্বচিৎ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৮।১১১)

ক্বচিৎ কদাচিদপি জীবনায় নিজবৃত্ত্যর্থং ন যুঞ্জীত ন কুর্য্যাৎ, তত্র হেতু পাপাদ্ভিয়া, তথা সতি পাপং স্যাদিত্যর্থঃ।

(শ্রীল সনাতনগোস্বামি টীকা)

অর্থাৎ দেবদ্বিজের প্রীত্যর্থ দ্বিজাতিরা গীত-নৃত্যাদি করিবেন, কিন্তু কদাচ জীবিকার্থ করিবেন না; জীবিকার্থ নৃত্যগীতাদি করিলে পাপে নিমগ্ন হইতে হয়।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের টীকা—দ্বিজাতিগণ নিজ বৃত্ত্যর্থ কখনও গীত নৃত্যাদি করিবেন না, করিলে পাপে নিমগ্ন হইতে হইবে।

ধনশিষ্যাদিভির্দ্বারৈর্যা ভক্তিরুপপাদ্যতে।
বিদূরত্বাদুত্তমতাহান্যা তস্যাশ্চ নাঙ্গতা ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।১২৮ সংখ্যা)

ধন ও শিষ্যাদি দ্বারা যে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে, উহা কখনও উত্তমা ভক্তির অঙ্গ বলিয়া কথিত হইতে পারে না। কারণ উহাতে শৈথিল্যবশতঃ উত্তমতার হানি হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, 'জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম' অর্থাৎ "জ্ঞানকর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত" এইবাক্যে 'আদি' পদে শিথিলতা প্রভৃতি যাবতীয় ভক্তি-প্রতিকূল অঙ্গ বুঝিতে হইবে। ধন ও শিষ্যাদি দ্বারায় যে ভক্তি হইয়া থাকে, তাহা স্থায়ী হয় না, উহাদের অভাবে শিথিল হইয়া যায়; সুতরাং ধন-শিষ্যাদির দ্বারা লব্ধ-ভক্তিকে কখনই উত্তমা ভক্তির অঙ্গ বলা যাইতে পারে না।

এইরূপ শাস্ত্র ও আচার্য্য-মহাজন-বিগর্হিত-ভাগবত এবং নাম-মন্ত্র-ব্যবসায়কেই ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচাররূপে কলিকালে কোন কোন অনভিজ্ঞ সম্প্রদায়ের মধ্যে গৃহীত হওয়ায় যাবতীয় অনর্থের উৎপত্তি এবং শুদ্ধ-ভক্তি-পথ কণ্টক-রুদ্ধ হইতেছে।

এইরূপ নামাপরাধী ভাগবতব্যবসায়িগণের মুখে ব্যাখ্যাদি শুনিবার রুচি লোকের কেনই যে হয়, তাহা অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, জীবের হরিবিমুখতোত্থ ইন্দ্রিয়-তর্পণ-পিপাসাই উহার একমাত্র কারণ। প্রথমতঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিবার উদ্দেশ্যই জীবের নিত্যসিদ্ধ আত্মস্বভাব কৃষ্ণদাস্য-প্রকটীকরণ, ইহারই নাম প্রেম-সম্পত্তি লাভ। প্রেমে আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-বাঞ্ছা নাই, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছাই প্রেম। ইহাই শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শতমুখে গাহিয়াছেন। কিন্তু প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা ঐ প্রকার ভাগবতাদি-ব্যবসায়ী, তাঁহারা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছু, তাঁহারা কনক-কামিনী বা প্রতিষ্ঠার কোন না কোন একটীর জন্যই ঐরূপ অবৈধবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন; তাঁহারা অভাবগ্রস্ত, স্বভাব বা কৃষ্ণদাস্যে প্রতিষ্ঠিত নহেন, তাঁহারা উপরি-উক্ত ত্রিবিধ বস্তুর কোন না কোন একটীর অভাবে পীড়িত হইয়া শোককারী, অতএব শ্রুতির নির্দ্দেশানুসারে শূদ্র। এই সকল শূদ্র অধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও উত্তম আসনে অধিরোহণ পূর্ব্বক লোক-দেখান' ধর্ম্মের বাক্য-বাগীশ হইলে কি হইবে? তাহার দ্বারা জীবের কখনও মঙ্গল হইতে পারে না। অভাবগ্রস্ত ও শোককারিব্যক্তির মুখে পাঠ শুনিয়া জীবের দ্বিতীয়াভি-নিবেশজ ভয়, শোকাদি বিদূরিত হইতে পারে না। যাঁহারা কেবল ভাবভঙ্গী সুর-তাল-লয়, কথক ও পাঠক, ঠাকুরের

বাহ্য চেহারা, তাঁহারই লোক-চিত্তরঞ্জন করিবার ক্ষমতা, তাঁহার অনুস্বার-বিসর্গ জ্ঞান, তাঁহার কণ্ঠের রাগিনী, সুরের ভাঁজ, তাঁহার কৃত্রিম বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠস্বর, কৃত্রিম অশ্রু-পুলক প্রভৃতিতে অভিভূত হইয়া বঞ্চিত হইতে চান, সেই সকল আত্মবঞ্চিত ব্যক্তিই ঐরূপ নামাপরাধিগণের মুখে ব্যাখ্যাদি শ্রবণ করিবার জন্য লালায়িত হন।

ভাগবত ও নাম-মন্ত্র-ব্যবসায়িগণকে 'নামাপরাধী' বলিবার কারণ এই যে, তাঁহারা অধোক্ষজ ভগবদ্বিগ্রহ শ্রীভাগবত ও শ্রীনামকে প্রাকৃত পণ্যদ্রব্যের ন্যায় কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার লালসায় বিক্রয় করাকেই 'ভক্ত্যঙ্গ' বলিয়া মনে করেন। প্রথমতঃ ইঁহাদের 'অহং মম-বুদ্ধি-রূপ নামাপরাধ, দ্বিতীয়তঃ ভাগবত শাস্ত্রের প্রতি অনাদর-রূপ-অপরাধ, তৃতীয়তঃ অশ্রদ্ধধানে হরিনাম-উপদেশ রূপ নামাপরাধ, চতুর্থতঃ নামবলে পাপ-বুদ্ধি-রূপ অপরাধ, পঞ্চমতঃ ভাগবত-গুরুকে প্রাকৃত বুদ্ধি-রূপ গুর্ববজ্ঞা-রূপ-অপরাধ প্রভৃতি অপরাধ কৃত হইয়া থাকে।

অধিকাংশস্থলেই শুনিতে পাওয়া যায় যে, ঐরূপ ভাগবত-ব্যাখ্যাকারিগণ ভক্তির অনুকূল-প্রতিকূল-বিচারহীন কোমলমতি স্ত্রীসমাজেই বহুমানিত হইয়া থাকেন। উপরি-উক্ত পত্রখানিই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এইরূপ ব্যবসায়ী পাঠকগণের বিগর্হিত-আচরণের চিত্র সময়ে সময়ে প্রত্যক্ষ-জগতেও প্রতিফলিত হইয়া পড়ে। গত কার্ত্তিক-মাসের 'বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ' পত্রে ভাগবত-ব্যবসায়ীর দুইটী চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যথাযথ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ভাগবত-পাঠক মহাশয় নাকি বঙ্গের বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের বহুব্যক্তির নিকট সুপরিচিত এবং প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন অদ্বিতীয় ব্যাখ্যাতা বলিয়া গণিত শুনা যায়! চিত্র দুইটী এই—

"অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী সহজিয়া গোসাঞির বিপদ'.—আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম—(১) পূর্ববঙ্গের কোন বিশেষ গণ্ডগ্রামে ভাগবত পাঠ করিতে গিয়া কোন ভ্রষ্টচরিত্র-সহজিয়া-গোস্বামিপ্রভু রীতিমত প্রহৃত ও মহা অপমানিত হইয়া বিতাড়িত হইয়াছেন—গ্রামের শিক্ষিত যুবকবৃন্দ তাঁহাকে হাতে পাতে কুকার্য্যে ধরা পাকড়া করিয়া উপযুক্ত শাস্তিদানে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এক ধনী যাহার বাড়ীতে এই গোস্বামী-পুঙ্গব পাঠ করিতেছিলেন, তাঁহার চরিত্র-সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়ায় সেই ধনীর শিক্ষিত পুত্ররত্নের সাহায্যে তাঁহার বন্ধুবর্গ এই ভ্রষ্টচরিত্র পাঠক গোস্বামী মহাশয়ের কার্য্য-কলাপের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়াছিলেন—তাহার ফলেই এই ধরা পাকড়া। স্থান, কাল ও পাত্রের নাম এখন করিব না—প্রয়োজন হইলে প্রকাশিত হইবে। সে গ্রামে ভাগবত-পাঠ একেবারেই বন্ধ হইয়াছে। সাধু সাবধান!

(২) শ্রীখণ্ডের নিকট বেলগ্রামনিবাসী জনৈক ভাড়াটিয়া ব্যবসায়ী পাঠক গোস্বামীপ্রভুর নামে আমাদের অনুসন্ধান-সমিতি অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ প্রসঙ্গে একটী বিষম অভিযোগ আনিয়াছেন। শ্রীধামের দণ্ডী টোলপাড়ায় এই কাণ্ড হয়। এই—গোস্বামীপুঙ্গব রাধারমণবাগের মঠের নিয়মিত পাঠক। এক্ষণে এক প্রকার পলাতক। সবিশেষ বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।"

এইরূপ পাঠকগণের মুখে শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তিত হইতে পারে কিনা, সুধীসমাজই বিচার করুন। এই উর্জ্জাব্রত অর্থাৎ নিয়মসেবার একমাস এইরূপ অনেক ভাগবত-ব্যবসায়ী পাঠক ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধন সংগ্রহ করিবার জন্য 'হঠাৎ তপস্বী' সাজিয়া থাকেন। এইরূপ ভাগবত-ব্যবসায়িগণের কণ্ঠের সুর-তান বা নানাপ্রকার ভাবভঙ্গীর অভিনয় শ্রবণ ও দর্শন করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ-সাধনই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সেইরূপ বা ততোধিক ইন্দ্রিয়তর্পণ ত' রঙ্গালয়েও পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক উন্নতির সহিত যেরূপ গ্রামোফোনাদি যন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে ঐরূপ ইন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছু-ভাগবত-শ্রবণকারিগণ তাঁহাদের প্রত্যেকের ঘরে এক একটি গ্রামোফোন ও তৎসঙ্গে রাসপঞ্চাধ্যায় (!!) বা বস্ত্রহরণ (!!) প্রভৃতির এক একটী রেকর্ড রাখিয়া দিলেই ত' তাঁহাদের ভাগবত-শ্রবণ-পিপাসা অল্পব্যয়ে নিবৃত্তি করিতে পারেন।

সদ্গুরুরিত বীর্য্যবতী ভগবদ্বার্ত্তা অচেতন-জীবকে চেতন করিয়া দেয়। জীবকে দ্বিতীয়াভিনিবেশ ও সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে বৈকুণ্ঠের পথের যাত্রী করে, বৈকুণ্ঠের পথের যাত্রী ভয়, ভোগ বা শোকের দ্বারা অভিভূত নহেন। যদি ভাগবত-বক্তার সেই চেতনতাই না থাকিল, সেই জলন্ত আদর্শজীবনই না থাকিল, সেই সুসিদ্ধান্ত পূর্ণ শ্রৌতবাণীই তাঁহার মুখ হইতে নির্গত না হইল, যদি সেই স্থানে তৎপরিবর্ত্তে কাপট্যকেই 'ভক্তি', ইন্দ্রিয়তর্পণকেই 'প্রেম', অর্থলালসা, প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা

ও বিপ্রলিপ্সাকেই 'অদ্বিতীয়া ভাগবত-ব্যাখ্যা' বলিয়া স্থাপন করিবার প্রয়াস হইল, তাহা হইলে সেইরূপ কার্য্য জড়ের কার্য্য ব্যতীত আর কি ?

এই সকল কথার উত্তরের পরিবর্ত্তে ভাগবতব্যবসায়িগণ বলিয়া থাকেন, "প্রকৃত ধর্ম্ম-প্রচারকগণও ত' অর্থ ভিক্ষা করিয়া থাকেন ?"—এইরূপ নিরর্থকযুক্তি বারবনিতাগণ সতী-সাধ্বী-গৃহলক্ষ্মীগণের প্রতিও প্রদান করিয়া বলিয়া থাকে যে, "গৃহলক্ষ্মীগণ আমাদের সাজ সজ্জা, কেশ-বিন্যাস, বসন-ভূষণের প্রতি কটাক্ষ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারাও ত' আমাদের অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে উত্তম উত্তম বস্ত্র, উত্তম-অলঙ্কার সুচারুরূপে কেশ-বিন্যাস প্রভৃতি করিয়া থাকেন ?" সুবুদ্ধি নিরপেক্ষ-বিচারকসম্প্রদায় তদুত্তরে বলেন, "বারবনিতাগণের আচরণ ও গৃহলক্ষ্মীগণের আচরণে অনেকটা বাহ্য সাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত। এক সম্প্রদায় আত্মেন্দ্রিয়তর্পণাভিলাষী, আর এক সম্প্রদায় সেব্যবস্তুর ইন্দ্রিয়-প্রীতীচ্ছু। অভক্তগণ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতীচ্ছু, আর ভক্তগণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতীচ্ছু। শুক্রাচার্য্য দক্ষিণামার্গীয় পুরোহিতগণের ন্যায় শিষ্যের প্রাকৃত মল-স্বরূপ অর্থাদি গ্রহণ করিবার জন্যই ব্যস্ত, আর শ্রীবামনদেব বলিমহারাজের যথাসর্ব্বস্ব ভিক্ষা বা আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাকে বৈকুণ্ঠরাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যস্ত। উভয়ের উদ্দেশ্য ও অন্তর্নিষ্ঠা পৃথক্"।

উপরি-উক্ত পত্রে ভাগবত-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের কৃপান্বিত জনৈক ব্যক্তির কীর্ত্তি-কথা পড়িয়া সাধারণ সুধী-সমাজ কিরূপ বিচার করিয়াছেন জানি না, তবে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের প্রবীণ লেখক ব্যাসাবতার জগদ্গুরু নিত্যানন্দ-ভৃত্য শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন ভাগবতপাঠক দেবানন্দ পণ্ডিতের আখ্যায়িকা-প্রসঙ্গে বলেন,—"গুরু যথা ভক্তিশূন্য তথা শিষ্যগণ"। আমরা এবিষয়ে আর অধিক কিছু বলিবার আবশ্যক বোধ করি না। "আচার ও আচার্য্য" গ্রন্থে বর্ত্তমান ভাগবত-ব্যবসায়িগণের এক একটী অদ্ভুত সিদ্ধান্ত ও পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক ঐ সকল অদ্ভুত সিদ্ধান্তের শাস্ত্রযুক্তিমূলে খণ্ডন পাঠ করিলেই বর্ত্তমান ব্যবসায়ী গুরুব্রুবগণের ভাগবত-শাস্ত্রে নিপুণতার পরিচয় পাইবেন। অদ্ভুত সিদ্ধান্ত পাঠ করিয়া পরম ভাগবত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐরূপ সিদ্ধান্তকারীর প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া লিখিয়াছিলেন—"আশা করি, তিনি যদি শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট শ্রীল জীব গোস্বামীপ্রভুর ষট্সন্দর্ভ-যত্ন পূর্ব্বক পাঠ করিয়া শ্রীচরিতামৃত ভাল করিয়া পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহার এরূপ তত্ত্বভ্রম ঘটিবেনা।" যাহাদের ষট্সন্দর্ভ বা শ্রীগোস্বামিশাস্ত্র দেখা নাই ('অ' 'আ' বর্ণ, 'অনুস্বার-বিসর্গ' দেখা নহে) তাহারাই স্বমত কল্পনা করিয়া বলিয়া থাকেন যে, "কলিকালে গুরু-পাদুকা পূজার ব্যবস্থা নাই! শাস্ত্রানভিজ্ঞ গুরুদেরই ঐ সকল অবৈধ সাধনভজন প্রচার!"

সদুত্তর ও মীমাংসাপ্রার্থী প্রাচীন ব্রাহ্মণ মহোদয় নিম্নলিখিত গোস্বামী ও সচ্ছাস্ত্র প্রমাণাবলী হইতে সৎসিদ্ধান্ত জানিতে পারিবেন।

নিখিল-শাস্ত্র-বিশারদ, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রধান দিক্‌পাল আচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ কি শাস্ত্রানভিজ্ঞ? তিনি কি বলিয়াছেন, সুধীসমাজ দেখুন :—

"তথা পীঠপূজায়াং ভগবদ্বামে **শ্রীগুরুপাদুকা-পূজনমেবং** সঙ্গচ্ছতে। যথা, য এব ভগবানত্র ব্যষ্টিরূপতয়া ভক্তাবতারত্বেন শ্রীগুরুরূপো বর্ত্ততে, স এব তত্র সমষ্টিরূপতয়া স্ববাম প্রদেশে সাক্ষাদবতারত্বেনাপি তদ্রূপো বর্ত্ততে ইতি।" (ভক্তিসন্দর্ভ ২৮৬ সংখ্যা)

বৈষ্ণবস্মৃত্যাচার্য্যবর্য্য—শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ স্মৃতিনিবন্ধগ্রন্থরাজ শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীগুরু-পাদুকাপূজা সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন, তাহাও পাঠকগণ শ্রবণ করুন :—

"পীঠে ভগবতো বামে শ্রীগুরূন্ **গুরুপাদুকাম্।**
নারদাদীন্ পূর্ব্বসিদ্ধান্ বন্দেদন্যাংশ্চ বৈষ্ণবান্॥"
(হঃ ভঃ বিঃ ৬ষ্ঠ বিঃ ৯ম সংখ্যা)

পীঠে শ্রীভগবানের বামদিকে শ্রীগুরুপরম্পরা, **শ্রীগুরু-পাদুকা**, নারদাদি প্রাচীন সিদ্ধ ও অপরাপর আধুনিক বৈষ্ণববৃন্দের অর্চ্চনা করিবে।" এই শ্লোকের দিগ্দর্শনী-টীকায় আচার্য্যবর্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ প্রয়োগ মন্ত্রের সহিত শ্রীগুরুপাদুকা পূজার ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন :—

ভগবতো বাম ইতি বায়ুকোণাদীশানকোণপর্য্যন্ত-দেশে ইত্যর্থঃ। শ্রীগুরূন্ নিজগুরু-পরাৎপরগুরু-মহাগুরু-পরমেষ্ঠিগুরূন্ যজেৎ। কচিচ্চ শ্রীগুরু-পরমগুরু-পরমেষ্ঠি-গুরুভ্যো নম ইত্যাদিঃ। কেচিদত্রাত্মাক্ষরবিন্দুসহিতং

বীজত্বেনাদৌ প্রযুঞ্জতে ঐং গুরুভ্যো নম ইতি। তথা **গুরুপাদুকাশ্চ** শ্রীনারদাদীংশ্চ পূর্ব্বসিদ্ধান্ অন্যাংশ্চাধুনিকান্ ভাগবতান্ যজেৎ। প্রয়োগঃ।—"ওঁ **শ্রীগুরুপাদুকাভ্যো নম** ইত্যাদিঃ।"

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্টপ্রচারক পার্ষদগোস্বামী-আচার্য্যগণ কি কলিকালের কলিহতজীবের হিতার্থ ভগবদভিন্নতনু সদ্গুরুর পাদুকা-পূজার ব্যবস্থা প্রদান করেন নাই? ঐরূপ ব্যবস্থা কি সত্যযুগের জন্য প্রদত্ত হইয়াছে?

এখনও ভারতের বহু স্থানে আচার্য্যগণের শ্রীপাদুকা-পূজার ব্যবস্থা প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে পুরীধামে এখনও গৌরপার্ষদ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্যপরম্পরায় গুরুবর্গের শ্রীপাদুকা পূজার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়।

অবশ্য তাই বলিয়া অসদ্গুরু বা বৈষ্ণববিরোধী গুরুব্রুবের পাদুকা পূজার ব্যবস্থা শাস্ত্রে নাই। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, প্রাকৃত বিষয়ে-প্রমত্ত অসদ্ব্যক্তি কখনই গুরুশব্দ-বাচ্য নহেন। তাঁহাকে 'গুরু' বলিয়া কল্পনাকারীকে ও তৎসেবককে নিরয়ে প্রেরণ করে।

ব্যবসায়ী কথক মহাশয় তাঁহার শিক্ষক মহাশয়ের নিকট হইতে কি ঐরূপ শিক্ষা পাইয়াছেন?

যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥

(হরিভক্তিবিলাস ১।৬২)

যিনি (আচার্য্য বেশে) অন্যায় অর্থাৎ সচ্ছাস্ত্রবিরোধিনী কথা কীর্ত্তন করেন এবং যিনি (শিষ্যরূপে) অন্যায়ভাবে তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অনন্তকালের জন্য ঘোর নরকে গমন করিয়া থাকেন।

সদ্গুরুর পদাশ্রয় করিলে অথবা প্রকৃত বৈষ্ণবের মুখে সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিলে তাঁহার এরূপ অসৎসিদ্ধান্তকেই 'সিদ্ধান্ত-রত্ন' বলিয়া ভ্রান্তি বা বিবর্ত্ত হইত না। সদ্গুরুপদাশ্রয় না করিবার ফলেই নিজে গৃহব্রত হইয়াও পরমহংসবেশী অর্থাৎ ভিক্ষুকাশ্রমগ্রহণকারীকে 'শূদ্র' মনে করিয়া তাঁহাকে স্বীয় পরিচারকপদে নিযুক্ত করিবার দুঃসাহস হইয়াছে। যাহা হউক, এইরূপ কথক পাঠক দ্বারা জগতে হিত-হওয়ার পরিবর্ত্তে কতদূর জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত হইতে পারে এবং এইরূপ ব্যক্তিদের অপরাধের কি প্রায়শ্চিত্তবিধান হইতে পারে, তাহা সুধীসমাজ বিচার করিবেন।

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

প্রচার-প্রসঙ্গ

ধানবাদে—গত ২৯শে সেপ্টেম্বর বুধবার সন্ধ্যা ৬॥ সাড়ে ছয়টা হইতে ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত সব্‌জজ শ্রীযুক্ত গদাধর প্রসাদ ও উকিল শ্রীযুক্ত শিবদাস মুখোপাধ্যায় মহোদয়গণের আগ্রহে অত্রস্থ টাউন হলে কাশী "শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠের" প্রচারক পূজনীয় শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয়বন মহারাজ "সনাতন-দর্শন" সম্বন্ধে শ্রোতৃমণ্ডলীর ইচ্ছানুসারে বাঙ্গালা ভাষায় অতি হৃদয়গ্রাহী ও সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা ও তৎপর দিবস সন্ধ্যায় অত্রস্থ শ্রীহরিমন্দিরে সবজজ বাহাদুর ও অন্যান্য বিহার ও যুক্তপ্রদেশবাসী ভদ্র মণ্ডলীর ইচ্ছানুসারে হিন্দি ভাষায় "শুদ্ধাভক্তি প্রাকট্য-বিধানের সুগম উপায়" বিষয়ক শাস্ত্র-যুক্তি মূলে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান পূর্ব্বক উপস্থিত জনসাধারণের তৃপ্তি বিধান করিয়াছেন। সমাগত শ্রোতৃগণের মধ্যে সকলেই বিদ্ধাভক্তির হেয়তা, শুদ্ধাভক্তির উপাদেয়তা এবং সদ্গুরুচরণে আত্মসমর্পণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যে সকল মহোদয় সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত শর্ব্বরীকান্ত গুপ্ত (Senior Dy. Magistrate), মতিলাল রায় (Retired Land Accuisition Dy. Collector), উকিল শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ, কালিপদ মুখোপাধ্যায়, হাই স্কুলের হেড্ পণ্ডিত মহাশয় প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় ইঁহারা সকলেই দিন দিন ভক্তিপথে অগ্রসর হয়েন, তদ্বিষয়ে আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-মহামহোৎসব

শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠের শাখামঠ ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মূল আচার্য্য ব্রহ্মশিষ্য বৃদ্ধবৈষ্ণব শ্রীমধ্বমুনির

আবির্ভাব-মহামহোৎসব প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবব্রুব প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় আচার্য্যবর্য্য শ্রীমধ্বমুনির খবর খুব কমই রাখেন। যে আচার্য্যের সম্মান আচার্য্য লীলাভিনয়কারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বয়ং প্রদর্শন করিয়াছেন, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিগণ যাঁহাকে "বৃদ্ধবৈষ্ণব" প্রভৃতি বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য-বর্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থে যে শ্রীমধ্বমুনিকে স্বীয় গুরুপরম্পরায় পূর্ব্বাচার্য্যের মধ্যে গণনা করিয়াছেন—

"আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ।
সংসারার্ণবতরণিং যমিহজনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥"

প্রভৃতি শ্লোকে যাঁহার জয়গান করিয়াছেন, সেই মায়াবাদধ্বান্ত-বিনাশক, দ্বৈতবাদগুরু শ্রীমদানন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্যপাদের আবির্ভাব-স্মৃতিমহামহোৎসবে প্রতি বৎসর শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গত ২৯শে আশ্বিন ১৬ই অক্টোবর সেই আচার্য্যপাদের মহামহোৎসব তাঁহার মুণ্ডকোপনিষদ্-ভাষ্যের বাক্যানুসারে ও কলিযুগ-পাবনাবতারী সংকীর্ত্তনৈক-জনক শ্রীগৌরসুন্দরের আচার-প্রচারানুসরণে কীর্ত্তনমুখে সম্পাদিত হইয়াছে।

উষঃকাল হইতে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল। অপরাহ্নেও সংকীর্ত্তনের পর শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের জীবনী, শিক্ষা ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিশেষভাবে আলোচিত হয়। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতী মহারাজ ও শ্রীযুক্ত ভক্তিবিজয়-মহাশয় শ্রীমধ্বাচার্য্যের সম্বন্ধে গবেষণাময়ী বক্তৃতা করেন। স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাভঙ্গের পর সকলকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কাশীতে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপতীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়বন মহারাজ ও শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার সম্পাদক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, গৌড়ীয়-সম্পাদক সজ্জনপতি শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গগোস্বামী প্রভু প্রভৃতি আচার্য্যগণ এক সপ্তাহকাল যাবৎ গৌরপদাঙ্কপূত কাশীধামে শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিতেছেন।

কটকে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ কটকে ও উড়িষ্যা অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত সুনির্ম্মল প্রেমধর্ম্মের বাণী কীর্ত্তন ও বক্তৃতামুখে ঘোষণা করিতেছেন। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠ হইতে নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত '**শ্রীশ্রীশরণাগতি**' গ্রন্থের উড়িয়া অক্ষরে একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। উক্ত শ্রীগ্রন্থ উড়িষ্যার সর্ব্বত্র বিশেষ সমাদৃত হইতেছেন। আশা করি উড়িষ্যাবাসী ঐ গ্রন্থখানি শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং গৌর-কৃষ্ণের পাদপদ্মে শরণাগত হইতে পারিবেন। গ্রন্থটী রাগিনী সহযোগে সঙ্কীর্ত্তনেরও উপযোগী। কটকের স্বনামধন্য উকিল ধর্ম্মানুরাগী উদারচেতা শ্রীযুক্ত মদনমোহন পট্টনায়ক মহাশয় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত '**শ্রীশ্রীকল্যাণকল্পতরু**' নামক অপূর্ব্ব গীতিগ্রন্থখানি উড়িয়া ভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য যত্নবান হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় ভক্তিমান্ ও জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির পক্ষে এরূপ শুদ্ধভক্তি প্রচার এবং মহাপ্রভুর প্রীতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান বাস্তবিকই শোভনীয়। তাঁহার সেবা-চেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিতা হইয়া উড়িষ্যার দ্বারে দ্বারে কল্যাণ কল্পতরুর সুকল্যাণ ফল বিতরণ করিতেছে দেখিলে গৌর ও গৌরভক্তগণ পরমানন্দিত হইবেন। তাঁহার চেষ্টা জয়যুক্ত হউক। তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

গয়ায়—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ও শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী গৌরপদাঙ্কপূত গয়াধামে শ্রীগৌরসুন্দরের গয়াধামগমন-রহস্যের কথা গয়াধামবাসীর নিকট প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারা গদাধরের পাদপদ্ম দর্শন করিয়া এবং সেইস্থানে গৌর-গুণ-কীর্ত্তন করিয়া গৌরকৃষ্ণের স্মৃতিপূজা বিধান করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে যে স্থানে বিচরণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানের আলোকচিত্রও গৃহীত হইয়াছে। অতঃপর তাঁহারা বুদ্ধগয়ায় গমন করিয়া সেই স্থানে শ্রীগৌর-সুন্দর বৌদ্ধগণের নিকট যে হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রচার প্রণালীর অনুসরণ-পূর্ব্বক হরিনাম প্রচার করিয়াছেন। বুদ্ধগয়ার মন্দিরাধ্যক্ষ মোহান্ত নিবিষ্টচিত্তে মহাপ্রভুর সেই সকল অপূর্ব্ব লীলাকাহিনী শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃপরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২০শে কার্ত্তিক, ১৩৩৩, ৬ নবেম্বর ১৯২৬	১২শ সংখ্যা

সারকথা

কৃষ্ণ ও মায়াতে পার্থক্য কি?

কৃষ্ণ—সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৩১)

মর্কটাচারীর প্রতি প্রভুর শিক্ষা কি?

প্রভু কহে,—বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥
ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে 'প্রকৃতি' সম্ভাষিয়া॥
প্রভু কহে,—"মোর বশ নহে মোর মন।"
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।১১৭ ১১৮-১২০, ১২৪,)

প্রভুর জীব-উদ্ধার কি কি প্রকার?

সর্ব্ব-লোক উদ্ধারিতে গৌর-অবতার।
নিস্তারের হেতু তার ত্রিবিধ প্রকার॥
সাক্ষাৎ-দর্শন, আর যোগ্যভক্ত জীবে।
আবেশ করয়ে কাহাঁ হঞা আবির্ভাবে॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।৩-৪)

ভগবানের ভক্তবাৎসল্য কিরূপ?

ঈশ্বর-স্বভাব,—ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্পসেবা বহু মানে আত্ম পর্য্যন্ত প্রসাদ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।১০৭)

বৈষ্ণবের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ কি?

সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণব-লক্ষণ।
সব কহা না যায়, করি দিগদরশন॥
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৭৪-৭৭)

প্রভুর নিত্য-আবির্ভাব-স্থান কি কি?

শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে।
শ্রীবাস-কীর্ত্তনে আর রাঘব-ভবনে॥
এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা 'আবির্ভাব।'
প্রেমাকৃষ্ট হয়,—প্রভুর সহজ-স্বভাব॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।৩৪-৩৫)

সাময়িক প্রসঙ্গ

আজিকার পূতবাসরটী বৈকুণ্ঠ-স্মৃতির সহিত বিজড়িত। আজ শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা। শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিরাজের আরাধনা হরিদাসগণের নিকট কিরূপ শ্লাঘনীয় ও বরণীয়, তাহা ঔদার্য্যবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং এবং গৌর-পার্ষদবর্গ স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। পরমহংস-কুলাগ্রগণী শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামিপাদ শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিরাজ ও শ্রীগোবর্দ্ধনধারী শ্রীগোপালের মাহাত্ম্য আমাদিগকে জানাইয়াছেন। শ্রীগোস্বামিগণ তাঁহাদের অপ্রাকৃত অমর ভাষায় গোবর্দ্ধন-বাস-লালসা গ্রথিত করিয়া শ্রীগোবর্দ্ধনের মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিয়াছেন। শ্রীগোবর্দ্ধন সাক্ষাৎ ভগবন্মূর্ত্তি। গোকুল-বান্ধব গিরিবর গোবর্দ্ধনকে ব্রজবাসিগণ নিত্যপূজা করিয়া থাকেন। শ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভু 'শ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রয়'-দশকে জানাইয়াছেন—

> গঙ্গাকোট্যধিকং বকারিপদজারিষ্টারিকুণ্ডং বহন্
> ভক্ত্যা যঃ শিরসা নতেন সততং প্রেয়ান্ শিবাদপ্যভূৎ।
> রাধাকুণ্ডমণিং তথৈব মুরজিৎ-প্রৌঢ়-প্রসাদং দধৎ
> প্রেয়স্তব্যতমোঽভবৎ ক ইহ তং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ॥

কোটি গঙ্গা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণপাদোদ্ভূত শ্রীশ্যামকুণ্ড এবং অমূল্যমণিস্বরূপ শ্রীরাধাকুণ্ডকে যিনি অবনত মস্তকে ভক্তির সহিত বহন করিয়া বৈষ্ণবরাজ শম্ভু অপেক্ষাও অতিশয় মাননীয় হইয়াছেন এবং যিনি শ্রীগোবিন্দের প্রৌঢ়-প্রসাদভাজন হইয়া হরি-নিজ-জনগণ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্তবনীয় হইয়াছেন, সেই হরিজন-বর্য্য গোবর্দ্ধন-গিরিরাজকে ইহসংসারে কোন্ ব্যক্তি আশ্রয় না করে?

শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু তাঁহার 'গোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনা-দশকে, আরও জানাইয়াছেন যে, শ্রীগৌর ও গৌরজনের কৃপায় অভিষিক্ত পুরুষই গোবর্দ্ধনবাসের যোগ্য।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও গাহিয়াছেন—

> "শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি' যে বা জানে চিন্তামণি,
> তা'র হয় ব্রজ-ভূমে বাস।"

শ্রীল ঘনশ্যাম ভক্তিরত্নাকরের প্রথমতরঙ্গে বলিয়াছেন—

> "নবদ্বীপ বৃন্দাবন দুই এক হয়।
> গৌর-শ্যামরূপে প্রভু সদা বিলসয়॥"

তাই সজ্জনগণ শ্রীশচীসুন্দর দ্বীপে শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনকেই 'ব্রজপত্তন' বলিয়া জানেন। সেই ব্রজপত্তনই শ্রীরাধাকুণ্ড। গোবর্দ্ধন-শ্রীচৈতন্যমঠ সেই শ্রীরাধাকুণ্ডে শোভা পাইতেছেন। তাই, শ্রীআচার্য্য গাহিয়াছেন—

> "শ্রীবার্ষভানবী-দেবি আশ্লিষ্ট দয়িতে সেবি,
> যেন ছাড়ি অপরাধ ঘোর।
> শ্রীব্রজপত্তনে বসি,' গান্ধর্ব্বিকে, দিবানিশি
> গিরিধর, সেবা পাই তোর॥"

শ্রীল দাসগোস্বামীর অমর-গীতিটিও এই স্থানে লিপিবদ্ধ হইতেছে—

> "নিরুপধি-করুণেন শ্রীশচীনন্দনেন
> ত্বয়ি কপটি-শঠোঽপি ত্বৎপ্রিয়েণার্পিতোঽস্মি।
> ইতি খলু মম যোগ্যাযোগ্যতাং তামগৃহ্নন্
> নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্॥

হে গোবর্দ্ধন! অযোগ্য ব্যক্তিকে তুমি নিজসমীপে বাস-প্রদান কর না, ইহা আমি জানি। কিন্তু আমার ন্যায় কপটী ও শঠ অযোগ্য ব্যক্তিরও তোমার নিকটে বাসের যোগ্যতার একমাত্র মুখ্যকারণ শ্রবণ কর। আমি অহৈতুক কৃপাময় তোমার অতিশয় প্রিয় শ্রীশচীনন্দন কর্ত্তৃক তোমাতে সমর্পিত হইয়াছি, এই হেতু আমার যোগ্যতা অযোগ্যতা গ্রহণ না করিয়া নিজ নিকটে নিবাস প্রদান কর।

শ্রীগৌরহরি ও গৌরনিজজনগণের নিষ্কপট পদাশ্রয়ব্যতীত জীবের গোবর্দ্ধন পূজা বা গোবর্দ্ধন বাসে অধিকার হয় না।

আজ শ্রীগুরুনিত্যানন্দের সেবকগণের হৃদয়তন্ত্রীতে বিপ্রলম্ভের পরিপোষ্টা শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের একটী বিরহ-গাথার করুণ সুর প্রতিধ্বনিত হইয়া সেবোন্মুখ-জনগণকে নিতাইয়ের দাস্যে আরও প্রোন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে। আজ ভুগুপ্রাঙ্গণ হইতে কর্ণক্রোড়ে কেবল এই বিরহবেদনা-মাখা বিলাপগীতিই ঝঙ্কৃত হইতেছে—

> "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
> হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥
>
> * * *
>
> পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
> গৌরাঙ্গগুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥"

আজ গৌরদাস্যে পাগল নিতাই'র শেষ ভৃত্য শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের অপ্রকটতিথি। ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীবৈষ্ণবগণের যে কিরূপ অর্চ্চনীয় বস্তু, তাহা গৌরনিত্যানন্দৈক-প্রাণ বৈষ্ণবগণই জানেন। সমগ্র গৌড়দেশবাসীর পক্ষেও ঠাকুর বৃন্দাবন পরম গৌরবের—আদরের ও পূজার বিষয়। তিনি বঙ্গের আদি কবি। অবশ্য গীত রচনায় ঠাকুর বৃন্দাবনের পূর্ব্বে শ্রীচণ্ডীদাস প্রভৃতি মহাত্মগণ ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা কেহই কাব্য রচনা করেন নাই। শ্রীমালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' গ্রন্থও গীতমধ্যেই পরিগণিত। ঠাকুর বৃন্দাবনের গৌরব ঘোষণা করিতে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের সামর্থ্য নাই; তাই, স্বয়ং কবিরাজ গোস্বামী প্রভু সেই ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীকবিরাজ এই আদি কবিকে 'চৈতন্য লীলার ব্যাস' বলিয়া গুরুবৎ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন :—

চৈতন্য লীলাতে ব্যাস—বৃন্দাবন দাস।
তাঁ'র কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ॥

*　　*　　*

চৈতন্য লীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন।
তাঁর আজ্ঞায় করোঁ তাঁ'র উচ্ছিষ্ট-চর্ব্বণ॥

মদীয় আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী ঠাকুর ও শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের গুণে 'ঝুরিতে' 'ঝুরিতে' লিখিয়াছেন—

ভাগবতে কৃষ্ণকথা　　ব্যাসের লেখনী যথা
তাঁ'র মর্ম্ম বৃন্দাবন জানি।
শ্রীচৈতন্যভাগবতে　　বর্ণে অনুরূপ মতে,
গৌর-কৃষ্ণে এক করি' মানি॥

*　　*　　*

শ্রীচৈতন্যভাগবত　　লীলামণি-মরকত,
চৈতন্য-নিতাই-কথাসার।
শুনে সকরুণ কর্ণে,　　সহস্র-মুখেতে বর্ণে,
গ্রন্থরাজ মহিমা অপার॥

শ্রীগৌড়ীয় মঠ শ্রীগুরুকৃপায় সেই পরম কারুণিক ঠাকুরের সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। ঠাকুর বৃন্দাবনের অমর স্মৃতি তৎকৃত গ্রন্থরাজ ও তাঁহার বাল্যলীলা-ভূমি শ্রীমোদদ্রুম এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবাপ্রকাশসেবায় পুনরায় আমাদের হৃদয়ে জাগরূক হইয়া আমাদিগকে নিত্যানন্দের নিষ্কপট-দাস্যে নিযুক্ত করুক।

ঢাকা শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠেও আজ ঠাকুরের গ্রন্থরাজ পাঠ, ব্যাখ্যা ও তদ্‌গুণাবলী-সংকীর্ত্তন-মুখে গীত হইয়া ঠাকুরের বিরহ-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

প্রাপ্ত প্রবন্ধ

মহামহিম বিশুদ্ধ-সত্য-ধর্ম্ম-প্রচারক বাগ্মিপ্রবর
পরম ভাগবত শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার
সুযোগ্যতম সম্পাদক মহোদয়গণ—

মহাত্মগণ!

আমি একজন আপনাদেরই চিরাশ্রিত কৃপাকণা-প্রার্থী ২৫৯১ নং গ্রাহক।

১। অদ্য দুই বৎসর যাবৎ আপনাদের সম্পাদিত ও প্রকাশিত শ্রীপত্রিকা পাঠে পরমানন্দিত হইতেছি। এবং আপনারা যে বিশুদ্ধ-সত্য-ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তাই এ জীবনে বহুদিন যাবৎ শাস্ত্রকাননে পরিভ্রমণ-পূর্ব্বক, মনের সাধে ভগবান্ ও তদীয় ভক্তবৃন্দের শ্রীচরণারবিন্দে অর্ঘ্য দিবার জন্য কিছু পুষ্প চয়ন করিয়া দু'এক খানি মালা গ্রন্থন করিয়াছি। উক্ত গ্রন্থন বিষয়ে শ্রীপত্রিকা, আমার প্রধানতম গুরু এবং মহোদয়দের প্রদত্ত করুণাই এ দীন অল্পমতির একমাত্র সম্বল হওয়ায় সর্ব্বাগ্রে শ্রীপত্রিকায় তাহা প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত করিয়া এ কলুষিত জীবনকে ধন্য করিতে একান্ত ইচ্ছা করি। কারণ মহোদয়গণ সত্য-বিশুদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারক এবং শ্রীপত্রিকার পাঠকগণও সত্যধর্ম্মানুরাগী, ইহাই মাদৃশ বনাকের দৃঢ় ধারণা। একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ অদ্য লিপিবদ্ধপূর্ব্বক মহোদয়দের নিকট পরীক্ষা প্রদান করিতে আসিয়াছি। মহোদয়গণ পাঠপূর্ব্বক এই অভাজনকে স্ব-স্ব অভিমত ও ভ্রম প্রমাদাদি জানাইলে এই অজ্ঞাধম চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিবে ও অশুশোধিত বিষয় গুলি ক্রমশঃ শ্রীপত্রিকাস্থ করিয়া স্বীয় জীবনকে ধন্য বোধ করিবে।

আপনাদেরই চিরানুগত—
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দেব গোস্বামী
(পঞ্চশাস্ত্রী-ভক্তিরঞ্জন-বিদ্যাবিনোদ-পুরাণরত্ন)
সম্পাদক শ্রীশ্রীভক্তি-ধর্ম্ম-মণ্ডল ও শ্রীশ্রীহরিনাম-
প্রচারিণী সভা।

"জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য হরিভক্তি আশ্রয়"

আমরা সকলে সদ্গুরুপদাশ্রয়গ্রহণে জড়ভেদভাব এবং সেবানামবৈষ্ণবাপরাধাদি-বর্জ্জন ও যাবতীয় দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, সাধুসঙ্গে এক মনপ্রাণে শ্রীহরির অভয়চরণারবিন্দে প্রণত হই।

এই প্রহেলিকাময় প্রাপঞ্চিক নরজগতে আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে প্রপীড়িত ও অশান্তিসাগরে নিমগ্ন ভবমহাব্যাধি-গ্রস্ত মায়ামুগ্ধ বদ্ধ জীবগণ সুখ-শান্তির আশায় সকলেই লালায়িত। সেই সুখাভিলাষী আতুর জীবকুল তজ্জন্যই বিভিন্ন বিভিন্ন মার্গের ধর্ম্মোপদেষ্টাদের পদাশ্রিত হয়।

কেহ কর্ম্ম, কেহ জ্ঞান, কেহ যোগ ও কেহ নানাদেব-দেবীর উপাসনাদি নানামার্গের অনুষ্ঠানকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্তিবিমুখতোত্থ চেষ্টা হইতে ঐ সকল অনুষ্ঠান সম্যক্ রূপে অনুষ্ঠিত হইলেও উহা কিঞ্চিন্মাত্রও জীবের আত্মমঙ্গলকর না হইয়া বৃথা শ্রমেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। তাই সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি আছে ;—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১।২।৮ ঋষীন প্রতি সূতোক্তি :—

অর্থাৎ নৈমিষারণ্যে মহাভাগ সূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিবৃন্দকে বলিতেছেন, হে মুনিবৃন্দ! লোকে যাহা ধর্ম্ম নামে প্রসিদ্ধ, তদ্দ্বারা যদি হরিকথাশ্রবণে রতি উৎ-পাদিত না হয়, তবে তাহা নিষ্ফল, সে ধর্ম্ম সম্যক্ রূপে অনুষ্ঠিত হইলেও কেবল বৃথাশ্রমমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। ইহা শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী মহোদয়ও ঘোষণা করিয়াছেন—

কেহ পাপে, কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ।
ভক্তিগন্ধ নাহি যাতে যায় ভব-রোগ॥

চৈঃ চঃ আঃ ৩ পঃ

এই সংসারটী একটা রঙ্গমঞ্চ। এই সংসার-রঙ্গমঞ্চে জীবগণ, প্রাক্তন-কর্ম্মানুসারে অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মে যে যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছিল, সে সেইরূপ ভাবে কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ শূদ্র, কেহ প্রভু, কেহ ভৃত্য, কেহ মানব, কেহ পশু ইত্যাদি বিভিন্ন সাজে সজ্জিত হইয়া বিভিন্ন অভিনয় করিতেছে। আবার ইহজন্মে যে যেরূপ কর্ম্ম করিয়া যাইতেছে, ভাবী জন্মজন্মান্তরেও সে সেইরূপ ভাবেই স্ব স্ব ভোগবাসনোপযোগী দেহ পরিগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মফলসকল উপভোগ করে।

শাস্ত্রপাঠে দৃষ্ট হয়, ঋতু সমাগমে ঋতু-চিহ্নসকল যেমন আপনা আপনি দেখা যায়, প্রাক্তন কর্ম্মফলসকলও তদ্রূপ যথাকালে আপনা আপনি দেহধারিগণ' সম্বন্ধে উপস্থিত হইয়া থাকে, এবং যেমন সহস্র সহস্র ধেনু ও বৎস এক স্থানেই বিচরণ করে বটে, কিন্তু দুগ্ধপানকালে বৎসগণ আপন আপন মাতাকেই লাভ করিয়া থাকে,—

যথার্ত্তু লিঙ্গান্যৃতবঃ স্বয়মেবর্ত্তু পর্য্যয়ে।
স্বানি স্বান্যভিপদ্যন্তে তথা কর্ম্মাণি জন্তবঃ॥

মনু সংহিতা

কিঞ্চ ভূতপূর্ব্বং কৃতং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুতিষ্ঠতি।
যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরং॥

গারুড়ে নীতিসারে—

আবার কর্ম্ম করিয়া ফাঁকি দেওয়ারও সুযোগ নাই। শাস্ত্রবাণী আছে,—

সূর্য্যোঽগ্নিঃ খং মরুদ্দেবঃ সোম সন্ধ্যাহনী দিশঃ।
কং কুঃ স্বয়ং ধর্ম্ম ইতি হ্যেতে দৈহস্য সাক্ষিণঃ॥

অর্থাৎ সূর্য্য, অগ্নি, আকাশ, পবন, চন্দ্র, সন্ধ্যা, দিবা, রাত্রি, দিক্, পৃথিবী এবং ধর্ম্ম ইহারা দেহীদিগের বর্ত্তমান, অতীত ও অনাগত কর্ম্মের সাক্ষ্য ; ইঁহাদের চক্ষুর অন্তরালে কোথায় দুষ্কর্ম্ম অথবা সুকর্ম্ম করিয়া অব্যাহতি লাভ করিবে, তাহাতে আবার যিনি তোমাদের পাপ পুণ্যের ফলদাতা, তাঁহার চক্ষু সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে।

মানব! বর্ত্তমানে আমরা যে সকল কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত আছি, তাহাতে আমরা কিসের পরিচয় করিতেছি ?—

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং।
ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

হিতোপদেশ—

অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন লইয়া ব্যস্ত থাকিলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব রক্ষা হয় না, কেবল মাত্র পশুত্বেরই পরিচয় প্রদান করা হয় মাত্র। ধর্ম্মই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক, তদ্বিহীন হইলে পশুর সমান। সেই ধর্ম্মই হইতেছে, আমাদের আত্মার আত্মা অধোক্ষজ শ্রীহরির

চরণারবিন্দে অহৈতুকী, নিত্যা অপ্রতিহতা ভক্তি। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

"স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে"

প্রাচীন কবি মনঃশিক্ষাচ্ছলে আমাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন—

ওরে মন ! তিল আধ নাহিক চেতন।
রাত্রিদিন সংসার- চেষ্টাতে হইলি ভোর,
ভুলি রৈলি মায়ার কারণ॥
পাইয়া মানুষজন্ম, করহ পশুর কর্ম্ম,
বুঝি দেখ, আপনার মন।
সে আহার নিদ্রা করে, স্বগণ সংহতে চরে,
তবে কিসে নহ সমতুল॥
ধন জন পূর্ব্বজন্ম, যেমন করিছ কর্ম্ম,
ভাসিলে কি পার পাও।
দুর্লভ এ নরতনু শ্রীকৃষ্ণভজন বিনু,
মিছে কেন নিষ্ফল গোঙাও॥

হিন্দুস্থানী কবি গাহিয়াছেন—
এক রাহমে হোতে হেঁয়, তুলসী মূত্ আউর পুত্।
হরি ভজেতো পুত্ হি, নহিতো মত্‌কা মূত্॥

অর্থাৎ হে তুলসি ! মূত্র আর পুত্র এক পথ হইতেই জন্মে। কিন্তু যে পুত্র সংসারে আসিয়া ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করে, তাঁহাকেই প্রকৃত পুত্র বলা যায়, নতুবা ভগবদ্ভক্তিহীন পুত্র মূত্রেরও মূত্র অর্থাৎ তাহাকে মূত্র অপেক্ষাও হীন জানিবে।

আমরা যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণাভিমান বা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থাদি আশ্রমাভিমান করিতেছি, তত্তদ বর্ণাভিব্যঞ্জক লক্ষণ ব্যতীত তত্তদ বর্ণাদির অভিমান করিবার অন্য কি উপায় আছে? যেমন "গলকম্বলমত্বং গোত্বম" অর্থাৎ গো-জাতিকে চিনিতে হইলে, ইতর পশু হইতে ভেদ করিবার উপায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা হয়। কারণ গো-জাতিরই গল-কম্বল আছে, অন্য পশুর নাই। কিন্তু আমাদিগকে পরস্পর চিনিয়া লইবার কর্ম্ম ভিন্ন অন্য আর কি উপায় আছে? তাই কোন প্রচ্ছন্ন বর্ণের জাতি নির্ণয় করিতে হইলে তাহার কর্ম্ম ও আচার দেখিয়াই নির্ণয় করিতে হইবে। ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। যথা,—"প্রচ্ছন্না বা প্রকাশ্যা বা বেদিতব্যা স্বকর্ম্মভিঃ" অর্থাৎ জাত প্রচ্ছন্নই থাকুক, বা প্রকাশিতই থাকুক, বর্ত্তমান কর্ম্মদ্বারাই তাহা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। আরও "মন্বর্থা বিপরীতা যা ন সা স্মৃতিঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ" অর্থাৎ মনুর বিপরীত অর্থ যে স্মৃতি শাস্ত্রে প্রকাশিত হয় তাহা কখনও স্মৃতি নামের উপযুক্ত হইতে পারে না। সেই মনুই বলিতেছেন,—

বর্ণাপেতমবিজ্ঞাতং নরং কলুষযোনিজং।
আর্য্যরূপমিবানার্য্যং কর্ম্মভিঃ স্বৈর্বিভাবয়েৎ॥

অর্থাৎ যদি কোন বর্ণসংস্কার হইতে পরিভ্রষ্ট, অজ্ঞাত-কুলশীল নিকৃষ্ট জাতি হইতে উৎপন্ন অনার্য্য ব্যক্তি হয়, এবং আপনাকে আর্য্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করে, তাহা হইলে তাহার কর্ম্ম বা ব্যবসায় দেখিয়া তাহার বর্ণ বা জাতি নির্ণয় করিবে। পুনশ্চ বলি,—

এই জাতি লইয়া আমরা যে এত চেঁচামেচি করিতেছি, বল দেখি—এইরূপ ভেদ কি সৃষ্টির আদিতে ছিল? তখনত সকলেই এক বর্ণ বা জাতি ছিল, পরে গুণ-কর্ম্মাদি দ্বারা চারিবর্ণবিভাগ হইয়াছে। যথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম্ম-বিভাগশঃ।" তখন কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে আরও শাস্ত্রবাণী—যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে

"এক এব পুরা বেদপ্রণবসর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণো নান্য একোগ্নি বর্ণ এব চ॥"

অর্থাৎ পুরাকালে সর্ব্ববাঙ্ময় প্রণব একমাত্র বেদ ছিল, একমাত্র নারায়ণই সকলের উপাস্য ছিল। ইহা ভিন্ন কেহ আর অন্য কিছুই জানিত না। ইহার জলন্ত প্রমাণ সত্যের তারকব্রহ্ম নাম "নারায়ণপরা বেদা নারায়ণ-পরাক্ষরাঃ। নারায়ণপরা মুক্তির্নারায়ণপরা গতিঃ।" এবং অগ্নিবর্ণ বা জাতি এক ছিল, এই এক বর্ণের নাম হংস যথা—"আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ।" সেই হংসকে কেহ কেহ দুইভাগে বিভক্ত করেন, যাঁহারা এই হংসবর্ণের মধ্যে 'পর' অর্থ বিষ্ণুর ঐকান্তিক উপাসনা দ্বারা 'পর' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাঁহারাই 'পরমহংস' বৈষ্ণব নামে অভিহিত ছিলেন। তদানীন্তন সময়ে সকলের ধর্ম্মই যে একমাত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম ছিল, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহের কি আছে? যেহেতু সকলেই নারায়ণ-উপাসক ছিলেন। আর বৈষ্ণবের লক্ষণ শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়।

যথা—গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজা-পরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥
ইতিহাসসমুচ্চয়ে—

এখনও তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়। যে কোন বর্ণী বা আশ্রমী এই 'বৈষ্ণব' ধর্ম্মে দীক্ষিত হন তিনি আর তাহার পূর্ব্ব বর্ণে পরিচিত না থাকিয়া একমাত্র 'শ্রীবৈষ্ণব দাস' নামে পরিচিত হন। তাঁহার বিষ্ণু বা বৈষ্ণবদাস্য-সূচক নাম হয়।

তাই হিন্দুস্থানী কবি তুলসীদাসও বলিয়াছেন—

চারি জাত্ মিলে হরি ভজিয়ে, এক বরণ হো যায়।
(জ্যায়সা) অষ্টধাতুমে পরশ্ লাগায়ে, এক মূলকে বিকায়॥
দোঁহাবলী—

শাস্ত্রীয় বচন ও অনুসন্ধান করিয়া এতদ্বিষয়ে পরিদৃষ্ট হয়—
যথা—প্রবৃত্তে বৈষ্ণবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
নিবৃত্তে বৈষ্ণবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক পৃথক॥
পাদ্মে।

প্রাচীনকালে যে সকলেই পরমহংসবৈষ্ণবদাস ব্রাহ্মণ বা হংসবর্ণ ছিলেন তদ্বিষয়ে শ্রীমন্মহাভারতের বচনপ্রমাণ স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়—

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতম্॥"

অর্থাৎ আদিকালে কোন বর্ণ বা জাতিভেদ ছিল না, জগৎ ব্রাহ্মণময় ছিল, সুতরাং মনুষ্যমাত্রেই দ্বিজ বা ব্রাহ্মণ নামে সমাখ্যাত ছিলেন পরে সমাজের সুশৃঙ্খলতা সাধন ও অভাবপূরণ উদ্দেশ্যে অথবা গুণকর্ম্মের যখন পরস্পর পার্থক্য হইল, তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি হইল। যেহেতু ব্রাহ্মণের লক্ষণ শাস্ত্রে অবগত হওয়া যায় "মহাভারতে" বনপর্ব্বে অজগর-পর্ব্বাধ্যায়ে সর্পরূপী রাজা নহুষ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "ব্রাহ্মণঃ কো ভবেৎ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কে হইতে পারেন? ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন,—

সত্যং দানং ক্ষমাশীলমানৃশংস্যং তপো দয়া।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ যাহাতে সত্যপরায়ণতা, দানশীলতা, ক্ষমাশীলতা, অনিষ্ঠুরতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও দয়া এই কয়েকটী গুণ লক্ষিত হয়, হে সর্পরাজ! সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ, ইত্যাদি নানাশাস্ত্রীয় বচন রহিয়াছে। পুনরায় কিরূপভাবে সেই ব্রাহ্মণ অন্যান্য বর্ণেতে পরিণত হইয়াছে তৎসম্বন্ধেও প্রাচীন প্রামাণিক ইতিহাস শ্রীমহাভারত বলিতেছেন—

১। "কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাপ্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মরক্তাঙ্গা স্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥

২। গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্ নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ॥

৩। হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচ পরিভ্রষ্টা স্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥

অর্থাৎ যে সকল দ্বিজ রজোগুণ প্রভাবে কামী, ভোগপ্রিয় এবং ক্রোধ-পরতন্ত্র সাহসিক কর্ম্মে অর্থাৎ যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণধর্ম্ম-ত্যাগ হেতু রক্তবর্ণ ক্ষত্রিয় হইলেন। যে সকল দ্বিজ রজস্তমোগুণ প্রভাবে পশুপালন ও কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন, তাঁহারা স্বধর্ম্ম-ত্যাগ হেতু পীতবর্ণ বৈশ্য হইলেন। এবং যে সকল দ্বিজ তমোগুণপ্রভাবে হিংসা-পরতন্ত্র মিথ্যা-প্রিয় লোভী ও শৌচপরিভ্রষ্ট হইয়া, সর্ব্ববিধ কর্ম্মের দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতে লাগিলেন তাঁহারা শূদ্র হইলেন। আরও শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়, "শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং" অর্থাৎ ব্রাহ্মণও শূদ্র এবং শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৪।৪।৫) বর্ণিত আছে, সত্যকাম জাবাল লক্ষণ দ্বারাই গুরুকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণের পরমপূজনীয় শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রও তারস্বরে বলিয়াছেন—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসোবর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"
শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ম স্কঃ

অর্থাৎ শাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের বর্ণজ্ঞাপক যে সকল লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, যদি বর্ণান্তরের ব্যক্তিতেও সেই লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়, তবে তাহাকে সেই বর্ণেই নির্দ্দেশ করিবে। ব্রাহ্মণগণের সম্মানিত শাস্ত্রেও বলিতেছেন—

"ন জাতি পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণ-কারকাঃ।
চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"

অর্থাৎ হে রাজন! জাতি পূজ্য নহে; গুণই কল্যাণকারক। চণ্ডালও যদি বৃত্তস্থ হয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণোচিত কর্ম্ম করেন, তাহা হইলে, তাঁহাকেই 'ব্রাহ্মণ'

বলিয়া দেবতাগণ বলিয়া থাকেন। কেবলমাত্র বক্তৃত বর্ণের জ্ঞাপক। মহাভারতে বনপর্ব্বে যথা—

শূদ্রে তু যদ্ভবেল্লক্ষ্য দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছুদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ।
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ।

অর্থাৎ শূদ্রের যাহা চিহ্ন তাহা কখনই ব্রাহ্মণে থাকিতে পারে না। শূদ্র জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলেই যে শূদ্র হয় তাহা নহে। এইরূপ ব্রাহ্মণ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলেই যে ব্রাহ্মণ হয় তাহাও নহে।

হে সর্প! আমি যে কয়েকটী গুণের কথা বলিলাম, সেই গুণ কয়েকটী যদি শূদ্রেও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে; আর যদি ব্রাহ্মণ জাতিতে উৎপন্ন হইয়াও কেহ এ সকল গুণের ভাজন না হয়, তাহা হইলে তাহাকেও শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। যেমন সর্ব্বাগ্রেই বর্ণশিক্ষার প্রয়োজন পুস্তক পাঠ করিবার অধিকার হয় না এবং বিদ্যার্জ্জন না করিতে পারিলে ভাবী কালে অর্থপ্রাপ্তি, জীবিকানির্ব্বাহ, সুখ, শান্তিও ঘটে না। আবার যেমন পরপীড়নের কৌশল বা আত্মহত্যার উপায় শিক্ষা করিবার জন্যই বর্ণপরিচয় বা বিদ্যাভ্যাস উদ্দিষ্ট নহে, তদ্রূপ জীবের আত্মমঙ্গলের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে 'বর্ণাশ্রমাচারপর' হওয়া একান্ত আবশ্যক সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা যদি বিষ্ণুসেবাপর 'দৈব-বর্ণাশ্রম' না হইয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধের 'অদৈব' বা 'আসুর' বর্ণাশ্রম হয়, তবে তাহা জগজ্জঞ্জালকর ও আত্ম-বিনাশকর কৈতব মাত্র।

প্রশ্নোত্তর মালা

অধীনের বিনীত নিবেদন এই—

প্রার্থনা করি আমাদের আশা পূর্ণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন। আপনারা শ্রীপত্রিকাযোগে দেশের ও সমাজের যে সংস্কার আরম্ভ করিয়াছেন তাহা অতীব প্রশংসার্হ। মনে হয় শ্রীমন্ মহাপ্রভু আপনাদের যোগে তাঁহার ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব জন-সমাজে প্রচার করিতে-ছেন। তাঁহার কার্য্য জয়যুক্ত হউক, এবং আপনারাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অশেষ কৃপালাভ করিয়া জয়যুক্ত হউন। আপনাদের শ্রীপত্রিকায় অত্র সঙ্গীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে যথোচিত সমালোচনা প্রকাশ করিলে জনসমাজের যথেষ্ট উপকার হইবে। আমাদের অবস্থা আপনাদের অবিদিত কিছুই নাই। একবার আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন। শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-চরণে এই কাতর প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে কোটী কোটী দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক সকাতর নিবেদন এই—

আপনার শ্রীপত্রিকায় আমরা মফঃস্বলবাসী অধম পতিত-গণের প্রতি দয়া প্রকাশে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলি প্রকাশ করিয়া তৎসম্বন্ধে সমালোচনা ও মীমাংসা করুন, (পায়ে ধরিয়া এই প্রার্থনা) ইতি ১৩৩৩ সন ১৩ই ভাদ্র।

(প্রশ্ন)

১। (ক) শ্রীবৈষ্ণব শাস্ত্রানুসারে "বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি করিতে নাই" এই বাক্যের তাৎপর্য্য কি?

(খ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম অথবা জাতি-ভেদ কি পরিমাণ রক্ষিত হইয়াছে?

(গ) বর্ত্তমান সময়ে ঐ রূপ জাতি-ভেদ কত দূর পর্য্যন্ত গ্রহণ করা যায়?

(ঘ) বৈষ্ণবের সংজ্ঞা কি?

(ঙ) আত্ম-ধর্ম্ম তটস্থা শক্তিতে স্থিত না হইলে বৈষ্ণবত্ব হয় কি না?

(চ) এতদ্দেশে গোস্বামিগণ মন্ত্র প্রদান করিয়া যে দীক্ষা দেয় ঐ সব গৃহিগণ বৈষ্ণব সংজ্ঞায় পড়েন কি না? পড়িলে কোন্ শ্রেণীর বৈষ্ণব?

২। (ক) বৈষ্ণবের প্রকার মহাপ্রসাদ উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণের গ্রহণীয় কি না?

(খ) এতদ্দেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগের প্রসাদ জাতি-নির্ব্বিশেষে সকল বর্ণের গৃহী বৈষ্ণব এক পংক্তিতে গ্রহণ করিতে পারে কি না? এতৎসম্বন্ধে বৈষ্ণব শাস্ত্রানুযায়ী প্রকৃত সিদ্ধান্ত কি?

৩। (ক) ভেকধারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি কখন কি প্রকারে হইয়াছে?

(খ) ভেকধারী বৈষ্ণবগণ কোন শ্রেণী ও কোন্ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব? তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মের

অন্তর্গত'' কি না? তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মের ব্যতিক্রম আচরণ করেন কি না? করিলে কোন্ কোন বিষয় করেন? কোন সময় হইতে এই প্রথা আরম্ভ হইয়াছে?

(গ) এতদ্দেশে যে ভেকধারী বৈষ্ণবগণ আখড়া স্থাপন করেন ও সেবাদাসী রাখেন, তাহা কোনও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনুমোদিত কি না? এই সব ভেকধারী বৈষ্ণবগণের জল আচরণীয় কি না ও তাঁহাদের সঙ্গ করণীয় কি না?

(ঘ) এতদ্দেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাপোলক্ষে যে মহোৎসব হইয়া থাকে তাহাতে শ্রেণীর বৈষ্ণব বৈষ্ণবীগণকে বৈষ্ণবস্থানে নিমন্ত্রণ করা যায় কি না?

(ঙ) এই শ্রেণীর ভেকধারী বৈষ্ণবগণ দ্বারা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা-কার্য্য হইতে পারে কি না? এবং ঐরূপ সেবার প্রসাদ গৃহী বৈষ্ণবগণের গ্রহণীয় কি না?

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবদাসানুদাসাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীসুরেন্দ্র কিশোর কর, উকিল, বাজিতপুর।

উত্তর

১। (ক) শ্রীব্রহ্মসূত্রকার ও তদ্ভাষ্য-শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থরাজ-কর্ত্তা আদিগুরু শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সর্ব্ববৈষ্ণবের পূজ্য শ্রীপদ্মপুরাণাদি শাস্ত্রে "বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্যস্য নারকী সঃ" প্রভৃতি বাক্যে এবং 'শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস' ঠাকুর বৃন্দাবন তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবত মহাগ্রন্থে—

"যে পাপীষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে পচি মরে॥"

প্রভৃতি অনন্ত বাক্যে যে আদেশ বা উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে সদ্‌গুরুপদাশ্রিত অর্থাৎ যথাবিধি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত পুরুষ কর্ম্মমার্গীয় প্রাকৃত-জীব-বিশেষ নহেন। 'দীক্ষা' শব্দের সংজ্ঞা ও তাৎপর্য্য বৈষ্ণবস্মৃতি-নিবন্ধগ্রন্থ-রাজ শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ ৭ সংখ্যাধৃত বিষ্ণুযামলবাক্য)

অর্থাৎ যেহেতু দিব্যজ্ঞান (সম্বন্ধ-জ্ঞান) প্রদান করে এবং পাপের (পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা) সমূলে বিনাশ করিয়া থাকে, সেইজন্য ভগবৎ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই অনুষ্ঠানকে "দীক্ষা" নামে অভিহিত করেন। আরও দৃষ্ট হয়—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্।"

যেরূপ কোন বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কাংস্য স্বর্ণত্বপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ (বৈষ্ণবী) দীক্ষাবিধানের দ্বারা নরমাত্রেরই বিপ্রতা সাধিত হয়।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা—নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং 'বিপ্রতা'। অর্থাৎ "নৃণাম্" শব্দে দীক্ষিত সকলেই 'দ্বিজত্ব'—শব্দে বিপ্রতা অর্থাৎ ব্রাহ্মণতা (ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদিরূপ দ্বিজত্ব নহে)।

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ২য় খণ্ড ৪র্থ অধ্যায় ৩৭ সংখ্যায়—"**দীক্ষালক্ষণধারিণঃ**" শব্দের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু পুনরায় লিখিয়াছেন,—"দীক্ষায়াঃ সাবিত্র্যাদি বিষয়কায়া ভগবন্মন্ত্রবিষয়কায়াশ্চ যানি লক্ষণানি ক্রমেণ **যজ্ঞোপবীত**-কমণ্ডলু ধারণাদীনি তথা কুশ-শৃঙ্গাদি **তুলসী-মালামুদ্রাদি** ধারণাদীনি তানি ধর্ত্তুং শীল যেষামিতি তথা তে" শ্রীল সনাতনপ্রভুর বৃহদ্ভাগবতামৃতে (২।৩।৪৫) পুনরায় দৃষ্ট হয়—

"তেষাং ভৌতিকদেহেঽপি সচ্চিদানন্দরূপতা"

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণের দেহ প্রাকৃত নহে, তাঁহাদের পাঞ্চভৌতিক দেহও সচ্চিদানন্দরূপতা প্রাপ্ত হয়। শ্রীল-সনাতনগোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া প্রাকৃত জীবকুলকে সতর্ককারী লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যেও দৃষ্ট হয়—

প্রভু কহে,—বৈষ্ণব-দেহ—প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃতদেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১৯১-১৯৩)

পুরুষ যখন শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেন, তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে (শরণাগত পুরুষকে) 'আত্মসম' করিয়া লন।

"শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্ম-সমর্পণ।
কৃষ্ণ তাঁরে করে তৎকালে আত্মসম॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১০৩)

শাস্ত্র বলেন, "নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ',—অদেব কখনও দেবতার অর্চ্চনা করিতে পারে না। দীক্ষিতব্যক্তি বা

বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক বিষ্ণুর নিত্যারাধক। বৈষ্ণবে 'জাতিবুদ্ধি' করিলে একাধারে 'বিষ্ণু', বিষ্ণুর আরাধনা বা ভক্তি ও বৈষ্ণবে প্রাকৃতবুদ্ধি করা হইল। "যিনি বিষ্ণুর উপাসনা করেন, তিনি প্রাকৃত কর্ম্মমার্গীয় ব্যক্তির ন্যায়ই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি প্রাকৃতবর্ণের অন্তর্গত অথবা দীক্ষিত হইবার পরও দীক্ষাভিনয়ের পূর্ব্বের অবস্থায়ই অবস্থিত"—এইরূপ বুদ্ধি অর্থাৎ দীক্ষিত ও অদীক্ষিত ব্যক্তিতে সাম্যবুদ্ধি, এক কথায় নামমহিমা ভক্তিতে অবিশ্বাস অপরাধী জীবেরই ঘোর অপরাধের পরিচায়ক।

"দীক্ষিত ও অদীক্ষিতে—অপ্রাকৃত ও প্রাকৃতে, শ্রীবিষ্ণু-পাদোদক ও কূপজলে, শ্রীশালগ্রামে ও রাস্তার খোয়ায়, শ্রীমহাপ্রসাদ ও ডালভাতে, শ্রীনামমন্ত্র ও আভিধানিক শব্দে সাম্যজ্ঞান করিও না, জীবের অক্ষজজ্ঞানে উভয়ই দেখিতে সমান হইলেও উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল ভেদ"—ইহা কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে "আমি ও আমার" বুদ্ধিযুক্ত প্রাকৃত জীবগণকে জানাইবার জন্যই "বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি করিতে নাই"—এই বাক্য মহাজনগণ বলিয়াছেন।

কিন্তু প্রাকৃত জীবের বদ্ধভাব থাকাকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা কিছুতেই এই আদেশের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন না—বুঝিয়াও বুঝেন না—শুনিয়াও শুনেন না। তাঁহারা প্রত্যক্ষ-জ্ঞান-চালিত অর্থাৎ অক্ষজ-জ্ঞান-প্রতারিত। তাঁহারা মনে করেন, যখন সূর্য্যদেব পূর্ব্বগগন হইতে উদিত হইলেন, তখন নিশ্চয়ই ঐ পূর্ব্বদিক সূর্য্যোদয়ের কারণ বা জনক স্বরূপ। কোনও বৈষ্ণব যখন কোনও উচ্চ বা নীচ কুলে আবির্ভূত হইলেন, তখন প্রাকৃত-দেহাত্মবাদি-লোক সকল মনে করে যে, এই বৈষ্ণবও অমুক নীচের বা উচ্চের সন্তান সুতরাং সেই জাতি-কুলের অন্তর্গত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'বৈষ্ণব' উত্তম বা অধমকুলে অবতীর্ণ হইলেও, তিনি সেই 'উত্তম' বা 'অধম' কোন কুল-বিশেষেরই অন্তর্গত নহেন। বৈষ্ণবকে প্রাকৃত উত্তম-কুল অর্থাৎ কর্ম্মমার্গীয় ব্রাহ্মণ বলিলেও তাঁহাকে পুণ্যের অধীন জীববিশেষ জ্ঞান করাতে তচ্চরণে অপরাধ কৃত হইল। কারণ পাপ-পুণ্য—উভয়ই হেয়তা ও নশ্বরতাযুক্ত প্রাকৃত ব্যাপার। বৈষ্ণব পাপ-পুণ্যের অধীন নহেন। দীক্ষিত বৈষ্ণবের একমাত্র পরিচয় বা অভিমান যে, তিনি বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের দাসানুদাস। পরমহংস বৈষ্ণবগণই—জগদ্গুরু; তাঁহারা বর্ণাশ্রমাতীত। কিন্তু যাঁহারা ভক্ত সাধক অর্থাৎ পরমহংস-বৈষ্ণবের চরণাশ্রয় পূর্ব্বক বিষ্ণুসেবাপর, তাঁহারা দৈববর্ণাশ্রমে অবস্থিত। তাঁহারা বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস-বৈষ্ণবদাস বা পারমার্থিক ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের সহিত প্রাকৃত কর্ম্মমার্গীয় ব্রাহ্মণগণকে সমজ্ঞান করিলে 'বা বৈকুণ্ঠযাত্রী পারমার্থিক ব্রাহ্মণগণ নশ্বর ও প্রাকৃত পুণ্যবানের পদ—যাহা ভগবদ্ভক্তের বিচারে পরিত্যাগের বস্তু—আশা করিতে-ছেন',—এরূপ বিচার করিলে অজ্ঞতা বা অপরাধেরই পরিচয় পাওয়া যাইবে।

(খ) দৈব-বর্ণাশ্রম শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের প্রতিকূল নহে। কারণ রায়-রামানন্দ-সংবাদে "রায়-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য" আদৌ দৈব-বর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্ম্ম-পালনে সেশ্বর নৈতিক বা ধর্ম্ম-জীবনারম্ভ হয় বলিয়াই বিষ্ণুপুরাণের বাক্য দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। তবে অদৈব বর্ণাশ্রমী বা নামমাত্র-বর্ণাশ্রম-পরিপালনকারিগণ যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্ত বাক্যের দোহাই দিয়া বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-বিরোধকেই বা কর্ম্ম-মার্গে বিচরণকেই 'বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম' বলিয়া মনে করেন, তাহা তাঁহাদের বিবর্ত্তজ্ঞান মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও ভাগবত সমস্বরে বলিয়াছেন,—

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রদর্শিত অমল-প্রমাণ-গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত ও গৌরসুন্দর সম্মানিত জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামিপাদ সেই বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কথা এইরূপ ভাবে জানাইয়াছেন—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

শ্রীধর স্বামীর টীকা—শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো মুখ্যঃ ন জাতিমাত্রাৎ। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণ-নিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ। (ভাঃ ৭।১১।৩৫)

অর্থাৎ মনুষ্যগণের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে সকল লক্ষণ কথিত হইল, সেই সেই লক্ষণ যে স্থানে লক্ষিত হইবে, সেই বর্ণেই তাহাকে নির্দ্দেশ করিবে। (কেবল জন্মের দ্বারা বর্ণ-নিরূপিত হইবে না)।

শমাদি-গুণ-দর্শন-দ্বারা ব্রাহ্মণাদি-বর্ণ স্থির করাই প্রধান ব্যবহার। সাধারণতঃ জাতি দ্বারা যে, ব্রাহ্মণত্ব নিরূপিত হয়, কেবল তাহাই নিয়ম নহে। ইহা প্রতিপাদন করিবার

জন্য 'যস্য যল্লক্ষণম্' শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন। যদি শৌক্র ব্রাহ্মণ ব্যতীত অশৌক্র ব্রাহ্মণে অর্থাৎ যাঁহার ব্রাহ্মণ-সংজ্ঞা নাই এরূপ ব্যক্তিতে শমদমাদি গুণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে জাতি-নিমিত্তে বাধ্য না করিয়া লক্ষণ দ্বারা তাঁহার বর্ণ নিরূপণ করিবে। অন্যথা প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে।

স্বভাব বা বৃত্ত অনুসারে বর্ণ-নিরূপণই ভাগবত, ভারত, জগদ্গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু ও যাবতীয় আচার্য্যগণের অভিমত। আচার্য্য শ্রীধরস্বামী বলেন, স্বভাব দ্বারা বর্ণ-নিরূপণই মুখ্য ব্যবহার। শ্রীমন্মহাপ্রভুও স্বয়ং বলিয়াছেন—

"সহজ নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য স্থান হয়॥
মাৎসর্য্য-চণ্ডাল কেনে ইহাঁ বসাইলা।
পরম পবিত্র স্থান 'অপবিত্র' কৈলা॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।২৭৪-২৭৫)

অতএব বিষ্ণুসেবাপরায়ণ নির্ম্মৎসরগণই 'ব্রাহ্মণ'। তাঁহারা বৈষ্ণব পরমহংসগণের আনুগত্যে দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া বিষ্ণুসেবা করিতে করিতে নৈসর্গিক উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন এবং নিরপরাধে অহৈতুক বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা ফলে বর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিত্য স্বধর্ম্ম বা সর্ব্ব-সাধ্য-সার অর্থাৎ সাধনের সিদ্ধি প্রেম-ভক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া লোক-শিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় স্ব-স্বরূপের পরিচয় প্রদান করিতে পারিবেন—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধে
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু বা তদনুগগণ প্রাকৃত বিচারপরায়ণ নাস্তিক ব্যক্তিগণের ন্যায় জাতিভেদ বা 'ছুৎমার্গ পরিত্যাগ' প্রভৃতি কথা লইয়া সময় ক্ষেপণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—বিষ্ণুভক্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনি কর্ম্মমার্গীয় জীব নহেন, তাঁহাতে জাতিবুদ্ধি করিতে নাই। তিনি অভোজ্যান্ন সানোড়িয়াকেও বৈষ্ণব জানিয়া তাঁহার গৃহে ভিক্ষা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার দ্বিতীয় বিগ্রহ নিত্যানন্দ প্রভু দ্বারা শ্রীল ঠাকুর উদ্ধারণ প্রভৃতির পাচিত অন্নও গ্রহণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব যে কোনও কুলোদ্ভূতই হউন না কেন, তিনি পারমার্থিক ব্রাহ্মণ। ইহার সাক্ষ্য তিনিই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য দ্বারা ঠাকুর হরিদাসকে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ-পাত্র প্রদান করাইয়া প্রদর্শন করিয়াছেন।

(গ) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু বা তদনুগ আচার্য্যগণ কেহই ভগবদ্ভক্তিহীন বিশুদ্ধ নাস্তিকতা অবলম্বনে সমাজ হিতৈষিতার নামে যে 'জাতিভেদ বা নামমাত্র জাতিভেদের গণ্ডী গড়িবার বা ভাঙ্গিবার প্রয়াস, তদ্বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করেন নাই। কারণ ঐরূপ প্রাকৃত কর্ম্ম মার্গীয় মনোধর্ম্মোপ চেষ্টার মূলে হরিবিমুখতা ব্যতীত আর কিছুই নাই। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ হরি-বিমুখতার প্রাবল্যকেই 'সমাজ হিতৈষিতার' নাম করিয়া কোন এক সম্প্রদায় নামমাত্র জাতিভেদ রক্ষা করিবার জন্য যত্নবান্ আবার আর এক সম্প্রদায় ঐ নামমাত্র গণ্ডীকে উদ্দাম উশৃঙ্খলতার স্রোতে ভাসাইয়া দিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর। ঐরূপ উভয় চেষ্টাই প্রাকৃত।—

"এই ভাল এই মন্দ সব মনো-ধর্ম্ম"।

অতএব ভক্তগণের উপেক্ষার বস্তু। বর্ত্তমান সময়ে সমাজে বিষ্ণুসেবাপর দৈববর্ণ পুনঃ স্থাপিত হইলে পুনরায় ভারতের ধর্ম্মগগন প্রোজ্জ্বল ভাগবতার্ক মরীচিমালায় সোল্লাসিত হইয়া সমগ্র জগতে পুনরায় নির্ম্মল কিরণ বিকীর্ণ করিবে। দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম শুদ্ধরূপে আচরিত হয় বলিয়াই ভারতের প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপা রহিয়াছে।

(ঘ) বৈষ্ণবের সংজ্ঞা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে :—

গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ, ১ম বিলাসধৃত পদ্মপুরাণ-বচন)

অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজাপরায়ণ ব্যক্তি অভিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক 'বৈষ্ণব' বলিয়া কথিত হন, তদ্ব্যতীত অপরে অবৈষ্ণব।

'গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকঃ' শব্দে—যিনি বিষ্ণুসম্বন্ধে দিব্য-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং বিষ্ণুসেবাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য-জ্ঞানে বিষ্ণু-সেবায় তৎপর হইয়াছেন।

(ঙ) 'আত্মধর্ম্ম' বলিতে 'তটস্থা শক্তি' বুঝায় না। জীব শক্তিকেই 'তটস্থা শক্তি' বলা হয়। তটস্থাবস্থায় প্রকৃত-পক্ষে অবস্থিতি হইতে পারে না। জল ও স্থলের মধ্যস্থিত

সূক্ষ্ম রেখাকে 'তট' বলে। যেমন তটদেশে দণ্ডায়মান-ব্যক্তি হয় জলে, না হয় স্থলে অবস্থান করে কিন্তু ঐরূপ সূক্ষ্ম তটপ্রদেশে দাঁড়াইতে পারে না, তদ্রূপ জীবাত্মাও তটস্থাবস্থায় থাকিতে পারে না। 'জীব' হয় মায়ার প্রতি উন্মুখ হয়, না হয় ভগবদুন্মুখ হইয়া থাকে। 'আত্মধর্ম্ম' বলিতে জীবাত্মার নিত্য-স্বাভাবিক ধর্ম্ম—তাহারই নাম বৈষ্ণবতা বা 'বৈষ্ণব-ধর্ম্ম' যেখানে আত্ম-স্বরূপের বিস্মৃতি, সেই স্থানে জীবের স্বরূপধর্ম্ম যে 'বৈষ্ণবতা', তাহা সুপ্ত।

(চ) প্রশ্নকর্ত্তা 'গোস্বামিগণ' বলিতে কাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টভাবে না জানিলে উত্তর দেওয়া সঙ্কট-জনক। 'গোস্বামী' শব্দে সাধু, শাস্ত্র ও আচার্য্যগণ নিত্যহরিসেবাপরায়ণ ব্যক্তিকেই [illegible] করিয়াছেন। তবে বর্ত্তমান সময়ে যে 'জাতি-গোস্বামিবাদ, 'জাতি বৈষ্ণববাদ' প্রভৃতি কিছুকাল হইল প্রচলিত হইয়াছে, তাহা গোস্বামী বা আচার্য্যগণানুমোদিত নহে। ধর্ম্মের নামে ব্যবসায় বা হরিবিমুখতা-মূলেই এইরূপ নানামত-বাদের প্রচার। 'গৃহব্রত' বা 'গৃহমেধিগণ' কখনও 'গোস্বামী' পদবাচ্য হইতে পারেন না। শাস্ত্রের কোন স্থানে এইরূপ উদাহরণ নাই। তবে সকলেই যখন ভগবদ্ভক্ত উদিত হইতে পারেন (তদ্বংশ কুল বা বর্ণ উহার কারণ নহে, ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাই তাহার কারণ; দৈত্যকুলেও প্রহ্লাদের আবির্ভাব হয়), তখন যদি কোন জাতি গোস্বামী বা জাতি-বৈষ্ণবকুলেও কোন মহাপুরুষ কৃপাপূর্ব্বক উদিত হন, তবে তিনি ক্ষুদ্র কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা বা ধর্ম্মব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের আদর্শে জগতে নিষ্কপটে কৃষ্ণান্বেষণ চেষ্টাই প্রদর্শন করেন। ঐরূপ চেষ্টামূলে কোন প্রাকৃত আদান-প্রদান নাই। ঐরূপ শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির প্রচারক গৃহব্রত-ধর্ম্মের বা কর্ম্মমার্গের প্রচারক নহেন। যদি এইরূপ গোস্বামিগণ এতদ্দেশে কোন ব্যক্তিকে দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, তাহা হইলে ঐরূপ দিব্যজ্ঞান-লব্ধ ব্যক্তি নিশ্চয়ই 'বৈষ্ণব'। কিন্তু জগতে প্রচলিত গোস্বামিব্রুব-গণের নিকট হইতে দীক্ষাপ্রাপ্তির অভিনয়কারী বৈষ্ণবব্রুবগণ প্রাকৃত বুদ্ধি হইতে নির্ম্মুক্ত হন না বলিয়া তাঁহারা 'প্রাকৃত সহজিয়া' বা 'বিদ্ধ-বৈষ্ণব' প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন।

২। (ক) বৈষ্ণবের পক্বান্ন বা তৎপ্রদত্ত শ্রীমহাপ্রসাদ ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণও বাঞ্ছা করেন। যিনি প্রকৃত ব্রহ্মার অধস্তন 'ব্রাহ্মণ', তিনি নিশ্চয়ই শ্রীমহাপ্রসাদকে বিষ্ণু হইতে অভিন্নজ্ঞানে গ্রহণ করিয়া থাকেন—ইহাই শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি শাস্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন।

(খ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদ বৈষ্ণবমাত্রেই পরমাদরের সহিত গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা সমাজকে বিষ্ণুভক্তির অধীন অর্থাৎ অনুকূল না করিয়া ধর্ম্মকে অধীন সমাজের অধীন করিয়াছেন, এক কথায়, যাঁহারা শরণাগতের অনুকূল-বিষয়সঙ্কল্প এবং প্রতিকূল-বিষয়-বর্জ্জন লক্ষণ হইতে অর্থাৎ ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত, তাঁহারাই কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের অধীনতা স্বীকার করিয়া বিষ্ণুভক্তিকে গৌণ মনে করিতে পারেন। তাই, ঐরূপ বিচারের প্রতিকূলে প্রচার করিবার জন্যই আচার্য্যবর্য্য শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর ঠাকুর হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র অর্পণ করাইয়াছিলেন। এতৎ সম্বন্ধে 'বৈষ্ণবশাস্ত্রানুযায়ী' প্রকৃত সিদ্ধান্ত ও প্রমাণ, যথা :—

নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ॥

হে বিপ্রগণ! শ্রীহরির নৈবেদ্য ও অন্নপানাদি যে-কিছু দ্রব্য সেবন করিতে কোন প্রকার খাদ্যাখাদ্য বিচার করিবে না।—

ব্রহ্মবন্নির্ব্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।
বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ॥
কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ।
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রাস্তস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ৯।১১৪ শ্লোকধৃত বিষ্ণুপুরাণ-বচন)

হে দ্বিজগণ! শ্রীহরির নৈবেদ্য ব্রহ্মের ন্যায় নির্ব্বিকার ও বিষ্ণু-সদৃশ। বিষ্ণুর নৈবেদ্যাদি সেবন করিতে যাহার সংশয়াদি চিত্তবিকার উপস্থিত হয়, তাহাকে কুষ্ঠব্যাধিযুক্ত ও পুত্রকলত্রাদিহীন হইয়া নিরয়গামী হইতে হয়, তথা হইতে আর তাহাকে পুনরাগমন করিতে হয় না।

কুক্কুরস্য মুখাদ্ভ্রষ্টং তদন্নং পততে যদি।
ব্রাহ্মণেনাপি ভোক্তব্যং সর্ব্বপাপাপনোদনম্॥

মহাপ্রসাদ-সেবনে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। উহা যদি কুক্কুরের মুখ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াও ভূমিতে পতিত হয়, তথাপি তাহা ব্রাহ্মণগণেরও ভোজনীয়।

অশুচির্বাপ্যনাচারো মনসা পাপমাচরন্।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
(স্কন্দপুরাণ, উৎকল খণ্ড ৩৮।১৯-২০)

কি অশুচি, কি অনাচারী ও মনে মনে পাপাচারী, সকলেরই উহা প্রাপ্তিমাত্রেই ভোজন করা কর্ত্তব্য। তদ্বিষয়ে কোন প্রকার বিচার করা উচিত নহে।

বাকী প্রশ্নগুলির উত্তর পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

বালিয়াটী শ্রীগৌরগদাধর-প্রতিষ্ঠা-মহামহোৎসব

[প্রাপ্ত]

ঢাকা জেলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন বালিয়াটী গ্রামে গত ১৩৩০ সনের ফাল্গুনমাসে উক্ত গ্রামবাসীর ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নে শ্রীশ্রীহরিভক্তি-প্রদায়িণী সভা প্রতিষ্ঠিত হন। বালিয়াটী গ্রামের অধিবাসিবৃন্দের অধিকাংশই বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন সুতরাং তাঁহারা সকলেই ভাগ্যবান। তাঁহাদের শ্রীচরণে আমাদের কোটী কোটী দণ্ডবৎ প্রণাম জানাইতেছি। এক বৎসর কাল অতীত হয়, এই শ্রীশ্রীহরিভক্তি-প্রদায়িণী সভায় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যরাজ ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অপার অনুকম্পায় শ্রীশ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। বালিয়াটীর অনেক গ্রামবাসীই উক্ত শ্রীশ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠের সেবা এতাবৎকাল নানাপ্রকারে করিয়া আসিয়া আপন আপন জীবন ধন্য করিতেছেন এবং আমাদিগকেও হরিসেবায় প্রচুর পরিমাণে উৎসাহিত করিতেছেন; নতুবা আমরা আজ গড্ডালিকা প্রবাহে কোথায় নীত হইতাম তাহা জানি না। কালের গতি অনুসারে প্রায় সকল দেশই ব্যভিচারের করাল কবলে-কবলিত। এ হেন দুর্দ্দিনে স্থানীয় অধিবাসী তাঁহাদের চেষ্টার দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের আনুগত্যে বালিয়াটী গ্রামে এখানে শ্রীশ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠ প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদিগকে যেরূপ সৎসঙ্গ প্রদান করিতেছেন, তাহা ত্রিভুবনে দুর্লভ।

বর্ত্তমানকালে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপাদ সমগ্র বৈষ্ণব-জগতে একমাত্র শুদ্ধতত্ত্বাবৎ ঐকান্তিকশরণ পরদুঃখদুঃখী সুতরাং তিনি গুরুবস্তু গুরুবস্তু কখনও লঘু নহেন। তাই তিনি আমাদের সকলেরই গুরুদেব।

তাই গুরুদেব অপার কৃপাপরবশ হইয়া আমাদিগকে আজ কৃষ্ণধনে ধনী করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিজজনগণকে শ্রীশ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে প্রেরণ করিয়া শ্রীশ্রীগৌরগদাধর মূর্ত্তি স্থাপনের আদেশ প্রদান করেন। ২রা কার্ত্তিক রাত্রিতে শ্রীমায়াপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক কয়েকজন শুদ্ধবৈষ্ণব শ্রীশ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে শুভ বিজয় করিয়া শ্রীশ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ ও শ্রীশ্রীপাদ পূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের সহিত শ্রীশ্রীগদাইগৌরাঙ্গ-মূর্ত্তি অধিষ্ঠান উপলক্ষে সম্মিলিত হইয়া সমগ্র গ্রামবাসীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

তৎপর দিবস ৩রা কার্ত্তিক বুধবার প্রাতে শ্রীশ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠ হইতে পতাকা সুশোভিত হইয়া এক নগরসংকীর্ত্তন বহির্গত হয়। সমগ্র গ্রামবাসী উক্ত কীর্ত্তনে যোগদান পূর্ব্বক সুমধুর স্বরে "হরি বলে মোদের গৌর এলো। এলরে গৌরাঙ্গচাঁদ প্রেমে এলো থেলো॥" গানটী কীর্ত্তন করিয়া করিয়া নগর পরিক্রমা করেন। গ্রামাগ্র খলিলাবাদে গমনপূর্ব্বক প্রতি দ্বারে দ্বারে বিতরণ করেন।

প্রাতে ৭টা হইতে বেলা ঘটিকা পর্য্যন্ত নগরসংকীর্ত্তন চলিয়াছিল। সুকণ্ঠ কীর্ত্তনগায়ক শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী প্রভু নগরসংকীর্ত্তনের মূল গায়ক হইয়াছিলেন। অপরাহ্ণে পুনরায় কীর্ত্তন মহামহোৎসব হইতে লাগিল। বহু লোক এই কীর্ত্তন মহোৎসবে যোগদান পূর্ব্বক মানব জীবন সার্থক করিলেন। সন্ধ্যার পর অধিবাস-মহামহোৎসব উপলক্ষে বহু ভক্ত সমবেত হইয়া মুহুর্মুহুঃ শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের জয়ধ্বনি দিয়া প্রভূত উল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীহরিকথা শুনিয়া আমাদের অনেকেরই অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইল।

শ্রীশ্রীগৌরগদাধর ও শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহ যথাশাস্ত্র অভিষেকাদির পর শ্রীশ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠে অধিষ্ঠিত হইলেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ফাল্গুনী পূর্ণিমা দিবস

যেমন শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর হুঙ্কারে জল-তুলসী কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ঘন ঘন হরিধ্বনির ভিতর দিয়া প্রকটিত হইয়াছিলেন, সেই স্মৃতি ভক্ত-হৃদয়ে পুনরায় জাগিয়া উঠিল। কোজাগরী পূর্ণিমারাত্রি ! ঘন ঘন হরিধ্বনি তাহাতে, উলু উলু ধ্বনি, মহাসংকীর্ত্তন, মৃদঙ্গ, করতাল, ঘণ্টা, শঙ্খ, কাঁসর, ঢক্কা সমবেত স্বরে বাজিয়া দিগদিগন্ত ভেদী এক মহা ঐকতানের সৃষ্টি করিল !

অতঃপর ৪ঠা কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার দিবস শ্রীশ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠের একনিষ্ঠ সেবক পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় প্রদত্ত সুদর্শন শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। উক্ত দিবস শ্রীশ্রীগৌরগদাধর প্রভু বেলা ১১টার সময় শ্রীমন্দিরে মছেড়া নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার রায় চৌধুরী প্রদত্ত সুবর্ণ শ্রীসিংহাসনে শ্রীগৌরগদাধর ও শ্রীরাধাগোবিন্দ অধিষ্ঠিত হইলেন। দ্বিপ্রহর হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত বালিয়াটী ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধ-বনিতা সংকীর্ত্তন মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। অতঃপর সন্ধ্যার সময় শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভু শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধ বিষয়ে বহু কথা সরলভাবে কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর পূর্ব্ব-সঞ্চিত ভ্রান্তি নিরসন করেন। ক্রমাগত তিন দিবস এই বিষয় কীর্ত্তন করেন।

শ্রীশ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠের একনিষ্ঠ সেবক পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় শ্রীশ্রীগৌরগদাধর প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দুইটী সুচারু সুবর্ণ গলপদক প্রদানপূর্ব্বক হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাপাত্র হইয়াছেন। তাঁহার সেবাবৃত্তি বিশেষ প্রশংসার্হ।

শুদ্ধবৈষ্ণব-কৃপাভিখারী
শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী
বালিয়াটী, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।

প্রচার-প্রসঙ্গ

ঢাকায়—ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে গত ২৯শে আশ্বিন শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের প্রকটোৎসব-বাসর হইতে আরম্ভ করিয়া একমাসকাল কীর্ত্তন মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছেন। ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের অপূর্ব্ব সেবা দক্ষতা, শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী-গোস্বামী, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য, শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত প্রভৃতি মহারাজগণের অপূর্ব্ব গুরুগৌরাঙ্গসেবা-প্রবৃত্তি পূর্ব্ববঙ্গবাসীকে শুদ্ধভক্তিকথা শ্রবণ করিবার সুবর্ণসুযোগ প্রদান করিয়াছেন। প্রত্যহ শ্রীনগরসঙ্কীর্ত্তন, নগরে নগরে, দ্বারে দ্বারে শ্রীনাম প্রচার, শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা, সাধারণস্থানে বক্তৃতা ও কীর্ত্তন-মহামহোৎসব প্রভৃতি শুদ্ধ-ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইতেছে। মাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের স্মৃতিপূজার অনুষ্ঠান নিত্যসংরক্ষণ-কল্পে শ্রীমঠ হইতে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের জীবনী-গ্রন্থ "শ্রীমধ্ববিজয়" রচয়িতা শ্রীমধ্বের শিষ্যবৃন্দের অন্যতম পণ্ডিত ত্রিবিক্রম আচার্য্যের পুত্র কবিকুল তিলক পণ্ডিতাচার্য্য শ্রীনারায়ণ প্রণীত শ্রীমণিমঞ্জরী নাম্নী একটী ভক্তগণের আদরণীয় গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন। বঙ্গদেশে এই গ্রন্থের সংস্করণ এ পর্য্যন্ত হয় নাই। গ্রন্থটী সানুবাদ প্রকাশিত হইবেন। গ্রন্থ যন্ত্রস্থ।

গত ১৩ই কার্ত্তিক ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শ্রীনিত্যানন্দাত্মজ "শ্রীবীরভদ্র প্রভুর প্রকট-মহামহোৎসব" সংকীর্ত্তন-মুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রচারকবর্গ ঢাকা করোনেশনপার্কে সর্ব্বসাধারণের নিকট বহু উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের মাসব্যাপী দীর্ঘ মহামহোৎসবে সঙ্কীর্ত্তনমুখে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের স্মৃতিপূজা যথাযথ বিহিত হইতেছেন। মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মূলগুরু বৃদ্ধবৈষ্ণব মধ্বমুনির প্রকটোৎসব যথাবিহিত সম্পন্ন হইয়াছে। অতঃপর গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য-বর্য্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট-গোস্বামী ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুত্রয়ের অপ্রকট-মহামহোৎসব ১লা কার্ত্তিক তারিখে মহা-সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। গত ৪ঠা কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার দিবস শ্রীমুরারিগুপ্ত ঠাকুরের অপ্রকট-মহামহোৎসব ও ৮ই কার্ত্তিক সোমবার রূপানুগ গুরুবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অপ্রকট-মহামহোৎসব বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ের উৎসবের দিবস বক্তৃতামুখে শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ের জীবন-চরিত ও শিক্ষা—আলোচনা এবং সঙ্কীর্ত্তনমুখে তাঁহার 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার' গীতি—কীর্ত্তন এবং শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-

চন্দ্রিকা ও মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছেন। বহু সম্ভ্রান্ত ও ভক্তমহোদয়গণ শ্রীমঠের উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। অদ্য ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শ্রীনিত্যানন্দাত্মজ শ্রীবীরচন্দ্রপ্রভুর প্রকট-মহোৎসব উপলক্ষে একটী বিশেষ অধিবেশন ও সঙ্কীর্ত্তন মহামহোৎসব হইবে।

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক সজ্জনাগ্রগণ্য পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দত্ত মহাশয় 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' প্রকাশের আংশিক আনুকূল্য করিয়া গৌরনিত্যানন্দের প্রতি চারু শ্রদ্ধার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাঁহার সেবার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক—ইহাই শ্রীগৌরনিত্যানন্দের চরণে একমাত্র প্রার্থনা।

ঢাকা মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক, কার্য্যকুশল, গুরুগৌরাঙ্গে ভক্তিমান, ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে মহোদয় শ্রীমঠের উৎসবে সমাগত ভক্তগণের সেবাকল্পে বিশেষ যত্ন ও আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহার সেবাবুদ্ধি-দর্শনে সজ্জনগণ সকলেই তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবেন সন্দেহ নাই।

স্নিগ্ধভক্তাগ্রগণ্য, সজ্জন-প্রবর, বৈষ্ণব-সুহৃদ, গুরুগৌরাঙ্গ-সেবোৎসাহী, পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী মহোদয় গুরু-গৌরাঙ্গ-সেবাকল্পে যেরূপ সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিতেছেন এবং শুদ্ধভক্তি প্রচারের জন্য যেরূপ অক্লান্ত ও আন্তরিক চেষ্টা প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপাশীর্ব্বাদ বলে তাঁহার সেবোন্মুখতা দিন দিন বৰ্দ্ধিত হউক।

বালিয়াটীতে—গত শ্রীনন্দাপূর্ণিমাদিবস বালিয়াটী 'শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠে' শ্রীগৌরগদাধর যুগলমূর্ত্তি অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীঢাকা মাধ্বগৌড়ীয় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য-মহারাজ, শ্রীযুক্ত ভক্তিবিজয় গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী মহোদয়গণ কতিপয় ভক্তের সহিত শুভাগমন করিয়াছিলেন। বালিয়াটী শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, শ্রীযুক্ত পূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী এবং শ্রীরাইমোহন, শ্রীরেবতীমোহন ও শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী প্রমুখ ভক্তবৃন্দের সেবোৎসাহে ও আগ্রহাতিশয্যে বালিয়াটীর মহামহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছেন। নগরসংকীর্ত্তন, বক্তৃতা, পাঠ ও সঙ্কীর্ত্তন মহামহোৎসব অতি সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী মহাশয়ের কীর্ত্তন ও শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের পাঠ ও ব্যাখ্যায় সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন।

কলিকাতায়—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বৈভবসাগর মহারাজ, আচার্য্যবর সুপণ্ডিত গৌরবিজিত সঙ্গীত সুদক্ষ সুকণ্ঠ-গায়ক-প্রবর শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি, এ মহোদয় কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা, শ্রীগ্রন্থ পাঠ ও সংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুনির্ম্মল প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদক বিখ্যাত গায়ক-প্রবর শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি এল ও আদর্শ সেবক সুগায়ক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারিমহোদয় সুললিত গৌরকীর্ত্তনমুখে সর্ব্বত্র গৌরমহিমা প্রচার করিতেছেন।

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শীঘ্রই গৌরপার্ষদ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদকৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হইবেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের ছাপার কার্য্যও ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতের নমুনা পৃষ্ঠা দেখিয়া গ্রাহকগণ শ্রীচৈতন্যভাগবতের গৌড়ীয়-ভাষ্যের সারবত্তার কিয়দংশ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অল্পস্থান-মধ্যে সমস্ত বিষয়গুলি একসঙ্গে দেখান অসম্ভব। সমগ্র-গ্রন্থের ভাষ্যটী যে কিরূপ সুন্দর পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ এবং বিপুলসেবা-সৌষ্ঠব-সাধা, তাহা পাঠকগণ গ্রন্থ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। একরূপ সংস্করণ এযাবৎ আর প্রকাশিত হয় নাই।

(প্রাপ্ত)

উড়িষ্যায়—The cult of pure Vaisnavism with its intense spiritualism, and high and sublime ideal of love and devotion as realised and preached by Lord Gouranga was almost declining on account of the degeneration and selfishness of its latter day-followers. Many evils and corrupt practices crept into it, so much so that people were beginning to abhor the very name of a Vaishnab. Thanks to the Viswa Vaishnaba Rajsabha which has earnestly and vigorously taken up the work of reconstruction and revival with a view to put

an end to all grotesque and monstrous forms called "UPADHARMA" introduced by the self-seeking and degenerate pseudo Vaishnabs. Already its labours have begun to bear fruits and it is expected that in the near future the mission will command world-wide success. The distinguished and devoted band of highly cultured Sanyasi preachers who have sacrificed all that is material at the altar of love and devotion are doing excellent work in this field. Tridandiswami Shree Bhakti Sarbaswa Giri Maharaj is one of this glorious brotherhood of spiritual workers. His recent visit to this historic town has been hailed with delight by all sincere seekers after truth and his presence and activities have created a stir in the pseudo Vaishnab world. He is out with the one idea of preaching the doctrine of love and brother hood realised only through sincere spiritual devotion and not disguised self-love. His is a dedicated spirit and his preachings are not merely lip deep but sincere and profound as practised in his life himself. Since his stay at the Sachchidananda Math at Cuttack, he has been trying his very best to secure the sympathy and co-operation of all communities irrespective of caste and creed to make this Math a permanent religious institution in the capital of Orissa for the propagation of the true Vaishnab religion and dissemination of healthy Vaishnab literature published under the auspices of Viswa Vaishnab Rajsabha. He has approached a number of gentleman at whose places he has given his highly devotional exposition of the SRIMAT BHAGABATA preceded and followed by soul enrapturing Hari Sankirtan. Wherever he has gone he has comforted many a weary soul and dispelled spiritual darkness and ignorance. Are we so degenerate and fallen that we would be loath to receive with open arms one who is one of us but who has dedicated his life and soul to the service of God and humanity?

10. 10. 26.
Dagorpara
P.O. Chandni Chauk.
Cuttack.

Yours Faithfully
Radha Mohan Patnaik.
Sub-Deputy Collector
(on leave)

দ্বাদশ-বৈষ্ণব

[ভীষ্মদেব]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যার পর)

'অদ্য প্রভৃতি মে দাশ,
　　ব্রহ্মচর্য্যং ভবিষ্যতি।
অপুত্রস্যাপি মে লোকা-
　　ভবিষ্যন্ত্যক্ষয়া দিবি॥'
　　　(মহাভাঃ আদি ১০০।৯৬)

দেবব্রতের এই দুষ্কর প্রতিজ্ঞায় সকলে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। দাশরাজ হর্ষে পুলকিত হইয়া কহিল,—"আর আমার বলিবার কিছু নাই। আমি আপনার পিতাকেই কন্যা সম্প্রদান করিলাম।"

শূন্য হইতে দেবগণ দেবব্রতের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন, এবং তাঁহার এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য তাঁহাকে "ভীষ্ম" নামে অভিহিত করিলেন। ভীষ্মদেব, এইবার সেই ধীবর কন্যা লোকমোহিনী সত্যবতীকে কহিলেন,—"মাতঃ, রথে আরোহণ করুন; চলুন আমরা গৃহে যাই।"

ভীষ্মদেব সত্যবতীকে আনিয়া পিতৃকরে সমর্পণ করিলেন। রাজা শান্তনু সকল সংবাদ জ্ঞাত হইয়া, ভীষ্মের অসাধারণ অনুষ্ঠানে অবাক্ হইয়া গেলেন। তিনি আপন তপোবল দিয়া পরমানন্দে পুত্র ভীষ্মকে বর দিলেন,—"হে মহাত্মন, আপন ইচ্ছা ব্যতীত কখনও তোমার মৃত্যু হইবে না!"

যথাসময় সত্যবতী এক একটি করিয়া দুইটি রূপ-গুণবান্ পুত্রের জননী হইলেন। প্রথম পুত্র,—চিত্রাঙ্গদ, দ্বিতীয় পুত্র,—বিচিত্রবীর্য্য। অল্পদিন পরেই রাজা শান্তনু তনু ত্যাগ করিয়া স্বর্গলাভ করিলেন। চিত্রাঙ্গদ রাজা হইয়া অল্পদিন মধ্যেই একটি যুদ্ধে মায়াবী গন্ধর্ব্বগণের দ্বারা নিহত হইলেন। পরে বিচিত্রবীর্য্য রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া, ধর্ম্মশাস্ত্র-কুশল ভীষ্মের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার উপদেশ মত রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। মহামতি ভীষ্মও তাঁহাকে পরম যত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ভীষ্মদেব বাহুবলে কাশীরাজের তিন কন্যাকে

স্বয়ম্বর সভা হইতে আনয়ন করিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা অম্বাকে তাহার প্রার্থনামত তাহার অভীষ্ট জনের নিকট যাইতে অনুমতি দিয়া, অপরা অম্বিকা ও অম্বালিকা নাম্নী দুইটি রূপযৌবনবতী কন্যার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দিলেন।

বিচিত্রবীর্য্য সাত বৎসরকাল সেই সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যা-দ্বয়ের সহিত নিরন্তর বিহার করিয়া, স্বেচ্ছাচারের সাক্ষাৎ ফল-স্বরূপে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত এবং অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মাতা সত্যবতী অতীব শোকাতুরা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে, নিঃসন্তান পুত্রের বংশ রক্ষার জন্য চিন্তিত হইয়া মহাজ্ঞানী ভীষ্মকে আহ্বান করিলেন।

ভীষ্মদেব উত্তর করিলেন,—"মাতঃ, আমাকে কি বলিতেছেন আপনি? মা! আপনার সম্মুখেই যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা আপনি সমস্ত বিদিত আছেন। আমি সে সত্য হইতে কখনও বিচলিত হইতে পারি না। আমি ভুবন-বাঞ্ছিত সমস্ত সুখৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু সত্য ত্যাগ করিতে পারিব না। পৃথিবী যদি গন্ধ ত্যাগ করে, জল যদি রস ত্যাগ করে, অগ্নিশিখা যদি রূপ ত্যাগ করে, বায়ু যদি স্পর্শগুণ ত্যাগ করে, সূর্য্য যদি প্রভা পরিত্যাগ করেন, অনল যদি উষ্ণতা ত্যাগ করেন, আকাশ যদি শব্দগুণ ত্যাগ করে, শীতরশ্মি যদি স্নিগ্ধতা ত্যাগ করে, দেবেন্দ্র যদি পরাক্রম পরিত্যাগ করেন, অথবা স্বয়ং ধর্ম্মরাজও যদি ধর্ম্ম ত্যাগ করেন, তথাপি আমি সত্য ত্যাগ করিতে পারি না।"

মাতা পুত্রের এইরূপ দৃঢ়তা দেখিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন,—"হে সত্যপরাক্রম, তোমার সত্যনিষ্ঠা আমার অজ্ঞাত নহে। তুমি সত্য-প্রভাবে ত্রিলোক সৃষ্টি করিতে পার। আমার অবিদিত কিছুই নহে; কিন্তু, বৎস, আপৎকালে এই ধর্ম্ম তুমি রক্ষা কর। পিতার নাম লোপ করিও না।"

ভীষ্মদেব পূর্ব্ববৎ দৃঢ়তার সহিত আবার বলিলেন,—"মাতঃ আপনি আমাকে বিনষ্ট করিবেন না; রক্ষা করুন। ইহা সাধু-সম্মত কার্য্য নহে। কোন সময়েই সত্যত্যাগ করা উচিত নহে। সত্যই ধর্ম্ম; সত্য ত্যাগে কখনও ধর্ম্ম হয় না; বিশেষতঃ, সত্যসন্ধ ক্ষত্রিয়ের সত্য ভঙ্গ করা পরম অধর্ম্ম। আপনি ইহা হইতে ক্ষান্ত হউন।

তখন উভয়ের সমবেত যুক্তিতে সত্যবতীর অন্যতম পুত্র ব্যাসদেবের দ্বারা বিচিত্রবীর্য্যের উভয় ক্ষেত্রেই সন্তান উৎপাদিত হইল। অম্বিকা হইতে পাণ্ডু এবং অম্বালিকা হইতে ধৃতরাষ্ট্র উৎপন্ন হইলেন। ঐ সঙ্গে একটি দাসী হইতে দৈবযোগে মহাত্মা বিদুরও জন্মগ্রহণ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন। যথাসময় পাণ্ডুই রাজা হইলেন।

যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ, এবং ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধনাদি শত পুত্র হইল। ভীষ্মদেব সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ দ্রোণাচার্য্যের দ্বারা তাঁহা-দিগকে রাজ-ধর্ম্ম ও অস্ত্র বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তি সহ দুর্য্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ অত্যন্ত দুর্জ্জয় ও দুর্বিনীত হইয়া যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডুপুত্রকে বঞ্চিত ও দেশান্তরিত করিয়া আপনারাই রাজ-সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডু পরলোকগমন করিয়াছেন। ভীষ্মদেব, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে অবলম্বন করিয়াই থাকিতে বাধ্য হইলেন। তিনি অন্তরে ধর্ম্মরত পাণ্ডুপুত্রদের পক্ষপাতী ও প্রিয়কারী হইলেও, ভবিতব্যতার বশে বাহিরে পরম অধার্ম্মিক ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদেরই পক্ষাবলম্বন করিয়া প্রয়াণ-কালের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যদুবংশে অবতীর্ণ, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সত্যব্রত পাণ্ডবদের সহায় হইলেন।

উভয়পক্ষে বিবাদ বিসংবাদ ক্রমশঃ গাঢ়তর হইতে লাগিল। পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধনাদি হইতে নানারূপে নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও ধর্ম্ম-পথ-চ্যুত হইলেন না। শেষে ভীষ্মাদি প্রাজ্ঞব্যক্তিদের পরামর্শ মত অর্দ্ধরাজ্য পাণ্ডবদিগকে এবং অর্দ্ধরাজ্য ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগকে দেওয়া হইল। পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে এবং ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ হস্তিনাপুরে বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিনের জন্য শান্তি স্থাপিত হইল। কৃষ্ণসখ পাণ্ডবেরা স্বপ্রভাবে সর্ব্ববিধ সুখৈশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ হইয়া সুন্দরী নগরীতে বাস করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর পরেই তাঁহারা বাহুবলে দিগ্বিজয় করিয়া এক বিরাট রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ময়-দানবের রচিত বিচিত্র যজ্ঞক্ষেত্রে পৃথিবীর সমস্ত করদ ও মিত্র রাজগণ উপস্থিত হইলেন। দুর্য্যোধনাদিও আহূত হইয়া আপনাদের অধীন এবং পক্ষাবলম্বী ভূপতিগণ ও শূরগণ সহ তথায় আগমন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৭শে কার্ত্তিক, ১৩৩৩, ১৩ই নবেম্বর ১৯২৬	১৩শ সংখ্যা

সারকথা

শুদ্ধভক্ত কি সম্ভোগবাদী বা অহংগ্রহোপাসক?

যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ সঙ্গে।
কৃষ্ণ করে মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে॥
কালিন্দী দেখিয়ে আমি গেলাম বৃন্দাবন।
দেখি জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে এক মেলি'।
যমুনার জলে মহারঙ্গে করে কেলি॥
তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে।
একসখী সখীগণে দেখায় সে রঙ্গে॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৮।৩২, ৮০-৮২)

গৌরনাগরবাদ নিরস্ত কেন?

স্ত্রীনাম শুনি' প্রভুর বাহ্য হইলা।
পুনরপি সেইপথে বাহুড়ি' চলিলা॥
প্রভু কহে, গোবিন্দ, আজি রাখিলে জীবন।
স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩।৮৪-৮৫)

মনোময়ী অর্চ্চার মানসপূজা কিরূপ?

ঝড়ু ঠাকুর ঘর যাই' দেখি' আম্রফল।
মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে অর্পিল সকল॥
কলার পাটুয়া খোলা হৈতে আম্র নিকাশিয়া।
তার পত্নী তাঁরে দেন খায়েন চুষিয়া॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬।৩৩-৩৪)

নামাপরাধ সম্বন্ধে প্রভুর মত কি?

অপরাধ ছাড়ি' কর কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭।১৩৭)

ভক্তমধ্যে শৌক্র ছোট-বড় বিচার প্রবল কি?

হরিদাসের কৈল তেঁহ (সনাতন) চরণ বন্দন।
হরিদাস জানি' তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥
হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদ চন্দন॥
তাঁরে বিদায় দিয়া ঠাকুর যদি ঘরে আইলা।
তার * চরণ-চিহ্ন সেই ঠাঞি পড়িলা॥
সেই ধূলি লঞা কালিদাস সর্ব্বাঙ্গে লেপিল।
তার নিকট একস্থানে লুকাঞা রহিল॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১৪, ১১।৬৫, ১৬।৩১-৩২)

শুদ্ধবৈষ্ণবের স্বভাব কি?

প্রভু কহে,—রামানন্দ বিনয়ের খনি।
আপনার কথা পরমুণ্ডে দেন আনি'॥
মহানুভবের এই মত স্বভাব হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনে কহয়॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।৭৭-৭৮)

ঐকান্তিক ভক্ত ও ভগবান্ কিরূপ?

সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুরচরণ।
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজজন॥
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য তারে চুলে ধরি' আনে॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৪৬-৪৭)

মক্ষিকাবৃত্তি কি?

যাহাঁ গুণ শত আছে, না করে গ্রহণ।
গুণ মধ্যে ছলে করে দোষ-আরোপণ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮।৭৯)

---

* (ঝড়ু ঠাকুরের)
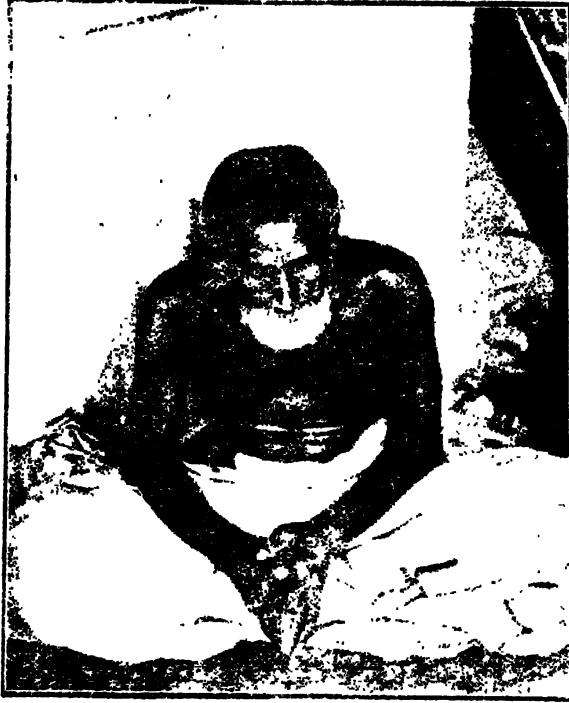
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর

বিরহ-স্মৃতি

দামোদরোত্থানদিনে প্রধানে
ক্ষেত্রে পবিত্রে কুলিয়াভিধানে।
প্রপঞ্চলীলা-পরিহারবন্তং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্ ॥

আমি সেই শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে বন্দনা করি, যিনি শ্রীদামোদরোত্থানৈকাদশী-দিবসে গৌরলীলানিকেতন পবিত্র শ্রীকোলদ্বীপে প্রপঞ্চলীলাসঙ্গোপন করিয়াছেন।

'পৃথিবীর শিরোমণি' গৌরভক্তগণ শ্রীভগবানের নিরঙ্কুশ-ইচ্ছায় প্রপঞ্চের কল্যাণার্থ জগতে উদিত হন। আবার তাঁহারই ইচ্ছায় লোকলোচনের নিকট প্রপঞ্চলীলা গোপন করিয়া থাকেন।

বিকৃত-প্রতিফলিত-রাজ্য প্রপঞ্চের 'আবহাওয়া' বিষ্ণু-বিরোধময়। এই স্থানের স্বাভাবিক অবস্থাই বিষ্ণুবিদ্বেষ, এই স্থানের রেণু-পরমাণু জীবকে বিষ্ণুমায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় দ্বারা অভিভূত করিয়া রেণু-পরমাণুর অন্তর্যামীর স্বরূপদর্শনে বাধা জন্মাইতেছে, এই স্থানের কর্ম্মকুশলতা ও দক্ষতামূলে বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষ, এই স্থানের ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষের ধারণা বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিরোধের এক একটী সোপান, এই স্থানের নীতি, শিক্ষা, দীক্ষা, আচার, ব্যবহার, লৌকিকতা, বৈদিকতা, সকলেরই মূল তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখ, দেখিবে তন্মূলে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সহিত অসহযোগিতা এবং বিষ্ণু ও বৈষ্ণববিরোধীর সহিত সংযোগিতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

মানুষ যখন এইরূপ অবস্থায় বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত হইয়া অকূল-কাল-কল্লোলিনীর উন্মত্ত তরঙ্গে গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় ভাসিয়া যাইতে থাকে, যখন অকূলপাথারে তাহার আশ্রয়ণীয় একটী ক্ষুদ্র তৃণও দৃষ্টিগোচর হয় না, যখন হতাশের দীর্ঘশ্বাসে মরুৎ ভারগ্রস্ত হইয়া পড়ে, যখন নাস্তিকতা-কুজ্ঝটিকায় সাধ্যগগন আবৃত হয় এবং তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে আসিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণবে প্রাকৃতবুদ্ধিরূপ পাষণ্ডতা ভীষণ অশনিসম্পাতের ন্যায় বিকটধ্বনিতে নিখিল-বিশ্বের শান্তি ভঙ্গ করিয়া দেয়, সেই দুঃসময়ে,—দৈব-ভর্ৎসনাকে, অকূলসাগরে পরমস্নেহময়, পরমাত্মীয়রূপে আমাদের অবঞ্চক অবলম্বনস্বরূপ হইবার জন্য কোন্ দয়াদ্র পুরুষ তাঁহার সুকোমল শ্রীকরকমলযুগল প্রসারণ করিয়া দেন?

এই পতিতোদ্ধার, বিপদবান্ধব, পরদুঃখদুঃখিগণই মহাবদান্য বিশ্বম্ভরের নিজজন, তাঁহাদের উদয়ে জগতের নাস্তিকতা-কুজ্ঝটিকা বিদূরিত হইয়া জগৎ নির্ম্মল স্নিগ্ধ-জ্যোৎস্নাধারায় প্লাবিত হয়। তাঁহাদের মহিমা ও গুণ কীর্ত্তন করিতে তাঁহাদেরই সমশীলপুরুষগণ ভাল জানেন,—

"ক্ব তদ্বৈরাগ্যং ক্ব চ বিষয়বার্ত্তাসু নরকে-
স্ফুরদুদ্বেগঃ ক্বাসৌ বিনয়ভরসম্পূর্ণা লহরী।
ক্ব তদ্বেদোহপ্যলৌকিকমপি মহাভক্তিপদবী
ক্ব সা না সংভাব্যা যদবকলিতং গৌরগতিম্ ॥"

(চৈতন্য-চন্দ্রামৃত ২০শ শ্লোক)

গৌরহরিই যাঁহাদের একমাত্র গতি, তাঁহাদের মধ্যে যে অহৈতুক বৈরাগ্য বা ভগবদনুরক্তি দৃষ্ট হয়, তাদৃশ বৈরাগ্য আর কোথায়! বিষয়বার্ত্তা বা গ্রাম্যকথাতে নরকপতনের ন্যায় উদ্বেগই বা কোথায়! সেই বিনয়নম্রতায় পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যলহরীই বা আর কোথায়! সেইরূপ অলৌকিক

প্রভাবই বা আর কোথায়! আর সেইরূপ মহাভাবময়ী চমৎকারিণী ভক্তিপদবীরই বা সম্ভব কোথায়!

তৃণাদপি চ নীচতা সহজসৌম্যমুগ্ধাকৃতিঃ
সুধামধুরভাষিতা বিষয়গন্ধথূথূৎকৃতিঃ।
হরিপ্রণয়বিহ্বলা কিমপি ধীরনালম্বিতা
ভবন্তি কিল সদ্গুণা জগতি গৌরভাজামমী॥

(চৈতন্য-চন্দ্রামৃত ১৮শ শ্লোক)

তৃণ অপেক্ষাও সুনীচতা অর্থাৎ প্রাকৃত-অভিমানশূন্যতা, স্বাভাবিকী স্নিগ্ধ-কমনীয়-মূর্তি, অমৃতের ন্যায় মধুরভাষিতা, কৃষ্ণচৈতন্য-সম্বন্ধরহিত বিষয়গন্ধে থূৎকারিতা, হরিপ্রেমে বিহ্বল হইয়া একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা —এই সকল সদ্গুণ জগতে একমাত্র গৌরভক্তগণেরই হইয়া থাকে।

শ্রীল গৌরকিশোরৈক-প্রাণ গৌরকিশোরপ্রভু উপরি-উক্ত বাক্যদ্বয়ের দেদীপ্যমান মূর্ত্ত-বিগ্রহ ছিলেন। যাঁহারা তাঁহার কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়া তাঁহার চরিত্র দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার জলন্ত জীবন মধ্যেই শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃতের উপরি-উক্ত শ্লোকদ্বয় পাঠ করিতে পারিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত বা শ্রীমদ্ভাগবত কিম্বা যাবতীয় গোস্বামি-শাস্ত্র কি নির্দ্দেশ করেন, কি সত্য প্রতিপাদন করেন, তাহা তাঁহার জলন্ত জীবন সন্দর্শনে সুষ্ঠুরূপে উপলব্ধি হইত। শ্রীল গৌর-কিশোর ছিলেন যেন মূর্ত্ত সাম্বয়ানুবাদ ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত। যাঁহারা তাঁহার পদযুগলপ্রান্তে নিষ্কপটে বসিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তাঁহাদের কখনও কৃষ্ণকৃপা-শ্রীঅবতার-বেদতরুর প্রপক্বফল শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য অর্থাৎ ভক্তি-সিদ্ধান্ত উপলব্ধিতে বিবর্ত্ত উপস্থিত হয় না। তাঁহারা ভাগবতের অন্বয় বিপর্য্যয় করিয়া ভাগবতের কদর্থ এবং তন্মূলে স্বকপোল-কল্পিত-মতবাদপূর্ণ সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসা-ভাসাদিদুষ্ট ভাষ্য বা ব্যাখ্যা প্রচার করেন না। আমরা আজ সেই শুদ্ধভক্তিসাম্রাজ্যের সম্রাট্, শ্রীল গৌর-কিশোরকে বন্দনা করি—

শ্রীগৌড়ধামাশ্রিতশুদ্ধভক্তং
রূপানুগাগ্র্যং নিরবদ্যরূপম্।
বৈরাগ্যধর্ম্মোজ্জ্বল-বিগ্রহং তং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্॥

শ্রীল গৌরকিশোর লৌকিক কালগণনার দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে কার্ত্তিক মাসের শ্রীউত্থান-একাদশী তিথির ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে তদীশ্বরী শ্রীকার্ত্তিকা-দেবীর নিত্যসেবার্থ মহাবিজয় করিয়াছেন।

শ্রীল গৌরকিশোর ফরিদপুরের অন্তর্গত পদ্মাবতী নদীর উপকূলস্থ টাঁপাগোলা নামক স্থানের অন্তর্বর্ত্তী বাগ্যান নামক একটী গণ্ডগ্রামে উদিত হইয়াছিলেন। বিপ্রলম্ভরসের পরিপোষ্টা শ্রীল গৌরকিশোরের কৃষ্ণসেবা-নন্দময়ী চেষ্টা দেখিয়া শ্রীউদ্ধবগীতার (ভাঃ ১১।২।৪০) নিম্নলিখিত শ্লোকটীর সুষ্ঠু তাৎপর্য্য উপলব্ধির বিষয় হইত—

"এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

প্রেমলক্ষণ ভক্তিযোগে ভগবৎসেবাব্রতধারী সাধুগণ তাঁহাদের একান্ত প্রিয় শ্রীভগবানের নাম-সঙ্কীর্ত্তনে জাতা-নুরাগ ও বিগলিত-হৃদয় হইয়া লোকাপেক্ষা না রাখিয়া কখনও উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, কখনও রোদন, কখনও সকরুণ আহ্বান, কখনও গান এবং কখনও বা উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করেন।

এই অবস্থাপ্রাপ্তির এইরূপ অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া মদীয় আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর আমাদিগকে এইরূপ জানাইয়াছেন,— "তাঁহার গলদেশে তুলসীমালা, হস্তে নির্ব্বন্ধিত নাম-সংখ্যার জন্য তুলসীমালা এবং কতিপয় বঙ্গভাষায় লিখিত শ্রীগ্রন্থ আমি দেখিয়াছি। কোন কোন সময়ে গলদেশে মালা নাই, হস্তে সংখ্যা রাখিবার তুলসীমালার পরিবর্ত্তে ছিন্ন-বস্ত্র-গ্রন্থিমালা, উন্মুক্ত কৌপীন, নগ্নভাব, কারণ রহিত বিতৃষ্ণা ও পারুষ্য প্রভৃতি অনেকানেক দৃশ্য আমার নয়ন-গোচর হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়াও অনেক অর্ব্বাচীন, অনেক চতুর সমীচীন, বালক বৃদ্ধ, পণ্ডিত মূর্খ, ভক্তাভি-মানী ব্যক্তিগণ তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই"। এইটী কৃষ্ণভক্তের ঐশীশক্তি। কতশত অন্যাভিলাষী তাঁহার নিকট নিজ নিজ ক্ষুদ্র অভিলাষের পরামর্শ পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু সেই উপদেশগুলিই তাঁহাদের বঞ্চনাকারক।"

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর আরও লিখিয়াছেন,—

"তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধী ব্যক্তির প্রতি কোন বিতৃষ্ণা ছিল না। কৃপা-পাত্রের প্রতিও কোন বাহ্য অনুগ্রহ প্রদর্শন ছিল না। তিনি বলিতেন, আমার বিরাগভাজন বা প্রীতিভাজন জগতে কেহই নাই। সকলেই আমার সম্মানের পাত্র। আরও এক অলৌকিক কথা এই যে, শুদ্ধভক্তিধর্ম্মবিরোধী ছলধর্ম্মপরায়ণ অনেকগুলি প্রাকৃত লোক কিছু না বুঝিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং আপনাদিগকে তাদৃশ সাধুর স্নেহপাত্র জ্ঞান করিয়া কুবিষয়ে প্রমত্ত ছিল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে দূরে ত্যাগ করেন নাই। আবার তাহাদিগকে কোন প্রকারে গ্রহণও করেন নাই।"

শ্রীল গৌরকিশোরের উপরি-উক্ত আচরণের বিষয় শ্রবণ করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবতপাঠী ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ে নিম্নলিখিত ভাগবতীয় শ্লোকটার নির্দ্দিষ্ট তাৎপর্য্য উপলব্ধি হয়, (ভাঃ ১১।২।৪৫)—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

তাই পূর্ব্বে বলিতেছিলাম যে, শ্রীমদ্গৌরকিশোর গোস্বামিপ্রভু সাম্বয়াম্বরবাদ সভাষ্য-শ্রীমদ্ভাগবত।

মহাভাগবতবর গোস্বামিপ্রভু বিবিক্তানন্দী অবধূতের ন্যায় জগতে বিচরণ করিলেও তাঁহার আদর্শ বৈষ্ণবজীবন অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে নিরপেক্ষ সত্যের নীরব প্রচারক ছিল। ছলভক্ত, মিছাভক্ত, বিদ্ধভক্ত, স্ত্রীসঙ্গী ও প্রাকৃত-সহজিয়াগণকে দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিহার, তাহাদের সংশোধন এবং কোমলশ্রদ্ধব্যক্তিগণকে সতর্ক করিবার প্রণালীর মধ্যে তাঁহার একটা বিশেষত্ব ছিল। সেই বিশেষত্বটী সৌভাগ্যবান পুরুষগণই বুঝিতে পারিতেন। সেই বিশেষত্বের নিদর্শন মদীয় আচার্য্যদেবের ভাষা হইতে উল্লেখ করিতেছি—

"কুলিয়ানবদ্বীপপ্রবাসী কোনও বিচক্ষণ কৌপীনধারী জনৈক সম্মানিত পণ্ডিত বাবাজীর আভ্যন্তরীণ চরিত্রে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া একদিন আমার প্রভু কৌপীন-বহির্ব্বাস পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট ধৌত কালপেড়ে সূক্ষ্ম ধুতী চাদর কোঁচাইয়া পরিধান করতঃ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবাজী মহাশয়ের এ অভাবনীয় বেশ পরিবর্ত্তন দেখিয়া ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার প্রভু তদুত্তরে বলেন যে, আমরা চৈতন্যের বেষ গ্রহণ করিয়া কপটতা আশ্রয়পূর্ব্বক পরস্ত্রী-গ্রহণেও পশ্চাৎপদ নহি। সুতরাং বিলাসপর, বৃষলীপতির অনুরূপ বেশ গ্রহণ করিলে সত্যের আদর হইবে। বাবাজী মহাশয়ের এরূপ কৌশলপূর্ণ ব্যবহার ভ্রষ্টাচারি-সম্প্রদায়ে বিশেষ ফলপ্রসব করে।

কোন সময়ে একজন ভাগবতে সুনিপুণ গোস্বামি-সন্তানের অর্থগৃধ্নুতা ও কৌশলে শিষ্যসংগ্রহের পিপাসা তাঁহার সমক্ষে গীত হইতে শ্রবণ করিয়া তিনি তাঁহার ভক্তিপ্রচার-কার্য্যের সবিশেষ তথ্য জানিতে চান। অর্ব্বাচীন গায়কের মুখে গৃহস্থ-গোস্বামী মহোদয়ের অনেক লোককে "গৌর গৌর" বলান ও অসংখ্য শিষ্যসংগ্রহের চাতুরী শুনিয়া বলেন যে, গোস্বামি-সন্তানমহাশয় গোস্বামি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন নাই, তিনি ইন্দ্রিয়শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং "গৌর গৌর" বলান নাই, "টাকা, টাকা, আমার টাকা" বলিয়া চীৎকার করাইয়াছেন মাত্র। উহা কখনই ভজন নহে, পরন্তু উহা সত্যধর্ম্মের আবরণ মাত্র, তদ্দ্বারা জগতের অনিষ্ট বই উপকার নাই।

অনেকে ভগবদ্ভক্তিধর্ম্মের ভাণ করিয়া শাস্ত্রীয় সদাচার লোকচক্ষে দেখাইয়া নিজ বিষয়চেষ্টায় ব্যস্ত হন। তাঁহাদের সেই বিষয়চেষ্টা গোস্বামি-শাস্ত্রে বিষ্ঠার সহ তুলনা করা হইয়াছে দেখাইবার জন্য স্বয়ং ধর্ম্মশালার সাধারণের পুরীষত্যাগের স্থানে আমার প্রভু প্রায় ছয়মাসকাল বাস করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পবিত্র পদানুসরণ করিয়া যাহারা বিষয়-বিষ্ঠাকে আবাহন করে, নিজ প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠার দুর্গন্ধ প্রচার করিবার জন্য তাহাদের শিক্ষার আদর্শস্বরূপ হইয়া তিনি বৈষয়িক স্যাথরের অভিনয় করেন। লোকসকল পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বৈষ্ণবসজ্জায় বিষয়ের আবাহন করিতেছেন এবং তাহা নিতান্ত ত্যাজ্য, ইহা তাঁহার আদর্শজীবনে সকলকে দেখাইয়াছেন।" (সজ্জনতোষণী ১৯শ ৫ম।)

এইরূপ আদর্শ নিষ্কিঞ্চন মহাজন আমাদের পরমগুরু-প্রভুবররূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আজ সেই প্রভুবর কোথায়? আজ তাঁহার বিরহ-বেদনামাখা স্মৃতি একসঙ্গে তাঁহারই অভিন্ন সুহৃদ্বর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের স্মৃতিও জাগাইয়া দিতেছেন। আজ শ্রীল ভক্তিবিনোদ

ও শ্রীল গৌরকিশোরপ্রভুর উপাস্য বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌমবর শ্রীল জগন্নাথপ্রভুবরই বা কোথায়? বিশ্ববিভূষণ এই সকল নির্ম্মৎসর মহাত্মগণ এককালে কোথায় গেলেন?

যদি বর্ত্তমানযুগে এই সকল মহাত্মগণ না আসিতেন, তাহা হইলে আজ জগতের অবস্থা না জানি কি হইত! আর যদি আজ তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদেরই অভিন্নবিগ্রহ আমাদের শ্রীল প্রভুপাদকে না রাখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আমরা আজ কালনদীর স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইতাম, কে জানে? আজ ছলভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও প্রাকৃত-সহজিয়াবাদের ঘোর ঘনঘটা ভেদ করিয়া যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশের জীবকুলকে উদ্ভাসিত করিতেছেন, বৈকুণ্ঠের অমরঅমিয়বাণীর উচ্চকীর্ত্তনে জীবের মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিতেছেন, সেই মহাপুরুষকেশরীই ত' আমাদিগকে বৈষ্ণবপূজা শিক্ষা দিতেছেন। ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবন বৈষ্ণবপূজার মহিমা তাঁহার মহাগ্রন্থে প্রচার করিলেও আজ জগৎ বৈষ্ণব-মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়াছিল। "আমার পূজা হৈতে ভক্তের পূজা বড়"—এই বাক্য শতসহস্রবার পাঠ করিয়াও মৎসর জীবকুল বিষ্ণু-বৈষ্ণবে ভোগবুদ্ধিক্রমে বৈষ্ণবচরণে অপরাধই বরণ করিতেছিল।

কিন্তু হে শ্রীগৌরকিশোরপ্রভু, আজ আমরা নিত্যানন্দ-ভৃত্য ঠাকুর বৃন্দাবনের বাক্যের যাথার্থ্য তোমারই অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় শিক্ষা করিতে পারিতেছি।

আজ তোমার মহা বিজয়তিথিতে কি দিয়া আমরা তোমার পূজা করিব, আমাদিগকে শিখাইয়া দাও। তবে তোমার অভিন্নবিগ্রহ মূর্ত্ত-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর কৃপায় জানিতে পারিয়াছি যে, তুমি বিপ্রলম্ভের পরিপোষ্টা চৈতন্যমনোঽভীষ্ট-প্রচারক। কৃপা কর, যেন সেই রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট শুদ্ধকীর্ত্তনে আমাদের অধিকার হয়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নিজকে শ্রীনামহট্টের 'ঝাড়ুদার' পরিচয়ে পরিচিত করিয়াছেন, আমরা যেন সেই অপ্রাকৃত ঝাড়ুর শতমুখ হইয়া সেই আচার্য্যবরের শ্রীহস্তের যন্ত্রস্বরূপ হইতে পারি। আমরা যেন নিজ স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ করিয়া অনুক্ষণ তাঁহার শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সেবার উপকরণরূপে নিজদিগকে পরিণত করিতে পারি।

হে শ্রীগৌরকিশোর, তোমার পাদপদ্মযুগলে আমাদের চিত্ত সংযুক্ত হউক; হে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণি, তোমার কীর্ত্তন-সেবাই আমাদের নিত্যকৃত্য হউক; হে শ্রীভক্তিবিনোদ, তোমাকেই যেন সর্ব্বার্থশিরোমণি বলিয়াই বরণ করিতে পারি।

প্রার্থনা-বিবৃতি

নিতাই-পদ কমল, কোটি-চন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার-সুখে,
বিদ্যাকুলে কি করিবে তার॥
অহঙ্কারে মত্ত হৈঞা, নিতাই-পদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি মানি।
নিতাইর করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইর চরণ-দুখানি॥
নিতাইর চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই-পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা-চরণের পাশ॥

বিবৃতি

শ্রীপ্রভু নিত্যানন্দ—শ্রীবলদেব অর্থাৎ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ স্বয়ং-প্রকাশ-বিগ্রহ। তত্ত্বশাস্ত্রে প্রাভবতত্ত্ব—বাসুদেব এবং বৈভবতত্ত্ব—সঙ্কর্ষণ। ভগবদ্বিস্তৃতির তিনিই (নিত্যানন্দ-প্রভু) মূলকারণের কারণ; তজ্জন্য তাঁহাকে প্রকাশ-স্বরূপ বলা হয়। সেই সঙ্কর্ষণ রূপেরই অংশ কারণশায়ী বিষ্ণু যাবতীয় বৈকুণ্ঠ এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশক ও সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি নৈমিত্তিক অবতারসমূহের কারণ এবং ভগবানের তটস্থা শক্তির শক্তি-ধর। সেই সঙ্কর্ষণ রূপের ত্রিবিধ পুরুষাবতার—কারণশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী ভগবত্রয়। পুরুষাবতারের

উপলব্ধি হইলেই জীবের খণ্ড, অখণ্ড ও খণ্ডাখণ্ডের আকর বস্তুজ্ঞানে সকল চিদচিদ্‌বৈচিত্র্যের উপলব্ধি ঘটে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতধৃত-শ্রীনিত্যানন্দ-স্তোত্রমুখে যে পুরুষাবতারের লীলা প্রচারিত হইয়াছে, সেই সকল লীলার লীলাময় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু। তিনি সন্ধিনীশক্ত্যধিষ্ঠিত সম্বিৎ-শক্তিমান্ অদ্বয়জ্ঞান-ব্রজেন্দ্রনন্দন এবং হ্লাদিনীসার-সমবেত হ্লাদিনীশক্ত্যধিষ্ঠাত্রী শ্রীবৃষভানুরাজকুমারী এই—উভয়ের মিলনাকাঙ্ক্ষিনী শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী শ্রীবলদেবতত্ত্ব-রূপে কৃষ্ণের গৌরবপাত্র।

চন্দ্রের কিরণ স্নিগ্ধ। কিন্তু প্রচণ্ড-সূর্য্য-কিরণের ন্যায় উগ্র নহে। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীচরণকমল কোটি-চন্দ্রের স্নিগ্ধ-জ্যোৎস্না বিকাশ করে।

জগৎ দ্বিবিধ—চৈতন্যজগৎ ও গুণজাত জড়জগৎ। চৈতন্য-জগতে চিদ্বস্তুর সহিত জীবন পরিদৃষ্ট হয়, আর গুণজাত জড় জগতে তাদৃশ জীবন-রহিত ভাব উদ্ভাসিত হয়। চৈতন্য জগতের স্বভাব বিপর্য্যস্ত হইলে গুণ-সঙ্ক্রমে ন্যূনাধিক অচিৎ-প্রতীতির উদয় করায়। যে কালে বদ্ধ জীব অচিৎ-প্রতীতিময় হইয়া জড়ে প্রভুত্ব বা ভোগবাসনার বশে ক্রীড়া-পুত্তলিকা হন, তৎকালে তাহার অশান্তি ও নিরানন্দ লব্ধ হয়। তীব্র-তাপ-তপ্ত হইয়া যে কালে জীব সুশীতল ছায়ার প্রার্থী হন, সেইকালে বৈভব-প্রকাশ ভগবান্ বিষয় ও আশ্রয়ের সন্ধিস্থলে স্বীয় স্নিগ্ধ-কিরণ-ছায়ায় তপ্ত-জীবকুলের মনোহভীষ্ট পূর্ণ করেন।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর-বিষয়ের আশ্রয়রূপে সেবা করেন। যাবতীয় আশ্রিততত্ত্বের মর্য্যাদাপথের কৃপা-দাতৃরূপে ভগবৎসেবায় জীবকুলকেই অনর্থমুক্ত করেন। সন্ধিনাশক্তির আশ্রয় ছাড়িয়া দিয়াই জীব হ্লাদিনী-শক্তি হইতে বিভিন্নাংশ হইয়াছে। সুতরাং অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবানন্দ-বিধানে পরাঙ্মুখ। অনর্থযুক্ত জীব শ্রীনিত্যানন্দবিমুখ হইয়া অহঙ্কার-বশে রাধা-গোবিন্দের উপাসনা করিতে গেলে তাহার মঙ্গলের পরিবর্ত্তে বিপরীত বিচারই লভ্য হয়। তজ্জন্য শ্রীনিত্যানন্দ-পাদপদ্ম-বিমুখ-জনগণের শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-লাভের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীরূপানুগগণের পরামর্শ ছাড়িয়া দিয়া যিনি অহঙ্কার-রাজ্যে ভ্রমণ করিবেন, তাঁহার 'ন্যূনাধিক অহংগ্রহোপাসনা হইয়া যাইবে।' বিভিন্নাংশ জীব কখনই স্বাংশভ্রমে শ্রীনিত্যানন্দ অতিক্রম করিয়া আপনাকে আশ্রয়জাতীয় কল্পনা করিবে না। শ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্ম-ব্যতীত অনর্থযুক্ত জীবের আর উপায়ান্তর নাই।

যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম অবজ্ঞা করিয়া ভজনরাজ্যে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করেন, তাহার নামভজনের পরিবর্ত্তে নামাপরাধ লভ্য হয়। তিনি বিবেক-রহিত পশু সংজ্ঞা-প্রাপ্ত ও আচারভ্রষ্ট হন অর্থাৎ হরিসেবাবৈমুখ্য তাঁহার বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করে। হ্লাদিনী-সন্ধিনীর বিভিন্নাংশ জীব সম্বিতের সেবাবঞ্চিত হইলেই সচ্চিদানন্দ বস্তুর সহিত সম্পূর্ণ বিচ্যুত হন। সচ্চিদানন্দ-সেবা-বঞ্চিত জীবের ভোগ-প্রাবল্যে অর্থদ-মানব-জন্ম বিফল হয়। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য-রহিত হইয়া বদ্ধজীবের মুখে ভগবন্নাম উচ্চারিত হন না, তাহার চেষ্টা নামাপরাধে পর্য্যবসিত হয়। শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞাক্রমেই আমাদের সেবাচেষ্টা। তদভাবেই যে সেবার ভাণ তাহা 'দম্ভ' নামে সংজ্ঞিত। শ্রীগুর্ব্বানুগত্যই ভক্তির প্রথম সোপান। মর্য্যাদার পথেও শ্রীগুরু-পূজার সর্ব্বাগ্রেই ব্যবস্থা। যিনি গুরুপূজা-রহিত হইয়া যে কিছু চেষ্টা করেন, তাহা সাংসারিক ভোগ-চেষ্টা হইয়া পড়ে।

অবিদ্যাগ্রস্ত জীব হরিসেবাবঞ্চিত হইয়া স্বীয় ভোগ চেষ্টার মূঢ়তাকে বিদ্যা বলিয়া মনে করে, তখন তাহার জড়-প্রতিষ্ঠারূপ আভিজাত্য আত্ম-বঞ্চনার কারণ হয়। পরহিংসা-প্রবৃত্ত ব্যক্তি কখনই শ্রীগুরুদেবের শরণাপন্ন হইতে পারে না। আভিজাত্য ও জ্ঞানাতিশয্য জীবকে 'অতিবাড়ী' করিয়া ফেলে।

যেখানে শ্রৌতপথে গুরুদেবের আনুগত্য নাই, তথায় নশ্বর অনিত্য বর্ত্তমানতাকেই নিত্যজ্ঞান হয়। জীবের স্বরূপবিভ্রান্তিক্রমে ভগবদ্-বৈভব-শক্তির অবহেলন করিয়া বদ্ধজীব নিত্যানিত্যবিবেক-রহিত হন। যে কালে জীব নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ জগদ্‌গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করেন, তখনই তাঁহার সকল বিষয়ে সুবিধা হয়। শ্রীনিত্যানন্দপাদ-পদ্ম হইতেই হ্লাদিনী-সার সমবেত সম্বিদ্বিগ্রহ সেবাসৌখ্য লাভ ঘটিবে। সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দ-চরণাবলম্বন ব্যতীত জীবের আর অন্য কোনও গতি নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিলেই উপাস্যবস্তুর উপাসনা-যোগ্যতা লাভ ঘটিবে। শুদ্ধজীবাত্মায় নিত্যাবৃত্তিভক্তি বিশ্রম্ভগুরুসেবার দ্বারা প্রাপ্য হয়।

অভক্ত নির্ব্বিশেষবাদী মনে করেন, গুরুশিষ্য সম্পূর্ণ অনিত্য; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সেরূপ নহে। বিবর্ত্তবাদ পরিহার করিয়া শক্তি-পরিণাম বুঝিতে পারিলেই শ্রীগুরুদেব ও তদনুগ-নিত্য-সেবকের অধিষ্ঠান নিত্য—কালক্ষোভ্য নহে—ইহা উপলব্ধি হয়। তজ্জন্য জীবের নিত্যবৃত্তিরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুবর শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুপাদপদ্মে সেবাবৃত্তির অভাবে জীবের দুর্গতি লক্ষ্য করিয়া দৈন্যমুখে ঠাকুরমহাশয় শ্রীনিত্যানন্দচরণসেবাভিলাষী হইয়েছেন।

দণ্ড-দর্শন

"ন তথা হ্যঘবান্ রাজন্ পূয়েত তপ-আদিভিঃ।
যথা কৃষ্ণার্পিতপ্রাণ স্তৎপুরুষনিষেবয়া ॥"

(শ্রীভাঃ ৬।১।১৬)

[১]

কৃষ্ণ-প্রেম-প্রবাহিনী ভাগবত-বাণী,
ভ্রান্তি-মল-বিনাশিনী ভাগীরথী-ধারা!
কে রে আত্মহারা আজি কি মদে বিহ্বল
ভুলি সে সকল, তীব্র কি গরল তুমি,
দিতেছ অধরে নিজ, মনসিজ-মোহে
মৃত্যু-সহচর-মহামৎসরতা-বশে,
মজিয়া কি কাম-রসে, কর সর্ব্বনাশ
প্রবৃত্তির-কৃতদাস! কি কঠিন ওরে?
কোথা সে অদোষদিগ্ধ স্নিগ্ধ শমগুণে
সর্ব্বানর্থ-বিনিবৃত্ত বৈষ্ণব পরম
বিষ্ণুতত্ত্ব অনুত্তম;—কোথা তুমি আর
সহস্র-বিকার-বিদ্ধ বদ্ধ মায়াপাশে
বিমূঢ়-হৃদয় হায়;—কি বুদ্ধি লইয়া,
কি নিষ্ঠা কি বিজ্ঞতার পাইয়া প্রশ্রয়,
কর দোষারোপ কা'রে? অখিল জগতে
জীব-মাত্রে হিতৈষণা অহৈতুকী যাঁর,
শ্রুতি শিরোধার্য্য সার সর্ব্বগুণাকর
শ্রীমুখবচন আর,—মহাবাক্যে তাঁর,—
মন্দার-নিন্দিত অরবিন্দে কালিন্দীর
কাল-ভয়-শূন্য, কালকূট-বিন্দু যথা
কালীয় মুখের,—মরি, কর কি বর্ষণ
বিদ্বেষ-বচন বৃথা বিপ্রলিপ্সা-বশে?
মরে কিরে বিষে বিষ-অশন মহেশ
মৃত্যুঞ্জয়? মসি-বিন্দু ক্ষীরসিন্ধু-জলে
করে কি কলঙ্কপাত? নিপাত আপনি
হয় তাহা অচিরাৎ!

[২]

অনর্থ প্রয়াস কেন
আত্ম নাশ-হেতু? কি কর অবোধ, ছি-ছি!
অনপেক্ষ হ'য়ে ভাব দেখি একবার,—
আত্ম-জন কে তোমার সত্য এ সংসারে?
কে সুহৃদ্ স্বার্থহীন সবার ভিতরে,
সর্ব্বস্ব তোমার তরে পারে যে ঢালিতে
হাসিতে হাসিতে ক্ষণে? তোমার কারণে,
দুঃখ-নিবারণে তব, দেবের দুর্লভ
পারে দিতে পরমার্থ মুহূর্ত্তে ইচ্ছায়—
কে সে মহাপ্রাণ ওরে? সমগ্র ভুবন
করিয়া ভ্রমণ তুমি দেখ প্রতি স্থানে,
কে আছে এমন কোথা পিতা, মাতা, ভ্রাতা,
পুত্র, পত্নী, পরিজন, পরজন আর,
ইহলোকে—পরলোকে, দেবতাদি যত
জীবচয়;—কে তাহার মাঝে হেন জন,
কোন্ সাধনায় তব, কি বৈভবে নিজ,
পারে নিঃশ্রেয়স হেন সাধিতে তোমার?
সব অন্ধকার! নাই—নাই কেহ আর,—
বিনা কৃষ্ণ, কার্ষ্ণ-জন অথবা মহান্—
বৈষ্ণবপ্রধান,—অন্য নাহি কেহ কোথা,—
নহে শক্ত কেহ অন্য অণু-মাত্র আর,—
ওই রুদ্ধ দ্বার তব মহা-মুক্তি-পথে
করিতে মোচন বিন্দু! কাল-সিন্ধু মাঝে,
আজি, কালি, কিম্বা পরে, দেখ একে একে
ডুবিছে সকলে ওই আশ্রিত আশ্রয়

অলঙ্ঘ্য নিয়মে এক ! নিয়ন্তা সবার
অনাদি অব্যয় সেই অদ্বয় ঈশ্বর—
পরাৎপরতর তত্ত্ব, পরম-কারণ,
বৃন্দাবন-ধন কৃষ্ণ ! বৈষ্ণব-সত্তম
একাত্ম তদীয়-জন অখিল জগতে,
জীব-হিত-ব্রত নিত্য, নির্ম্মম, করুণ,
অদ্বেষ্টা সকল ভূতে, অহঙ্কার-হীন,
সম-দুঃখ-সুখ, ক্ষমী, সুদৃঢ় নিশ্চয়,
সন্তুষ্ট সতত, যোগী, সঙ্গ-বিবর্জ্জিত,
হর্ষামর্ষভয়-মুক্ত, অনন্য-ভকতি,
তদর্পিত-মনোবুদ্ধি, সর্ব্বগুণাশ্রয়।

[৩]

রে মুগ্ধ-হৃদয় হায়,—কি ভ্রান্তি বিষম !—
সুহৃদ্ এমন তব অদ্বিতীয় লোকে
অভব-সম্ভব,—মাত্র তোমারি মঙ্গলে
অখিল ভূতলে এই আগমন যাঁর,
নাহি কৃত্য অন্য আর, নাহি আকিঞ্চন
ধন-জন তোমাদের তিল মাত্র যাঁর,—
কি বিচার তব সেই মহাত্মার প্রতি ?
একি মতি-বিপর্য্যয় সর্ব্বনাশ-হেতু ?
একমাত্র সুখসেতু নিঃশ্রেয়স-কূলে,
কাণ্ডারী অকূলে সেই সাধু-মহাজন,—
না ল'য়ে শরণ তাঁর চরণ-সরোজে
সর্ব্বানর্থ-হর, কর কটূক্তি তাঁহারে ?
মহাহিতবাক্য তাঁর, তিক্তৌষধ-সম
জ্বরঘ্ন পরম, কিন্তু তীব্র-স্বাদ বলি
কর দ্বেষ-বুদ্ধি তাহে ? না বুঝি বিশেষ,
পরিহরি সেই মহাভেষজ অমোঘ
আপাতঃ-বিরস, হাঁরে, প্রবঞ্চক-মুখে
অশাস্ত্র-বচন যাহা শ্রেয়ঃ প্রতিকূল
পেলব পুষ্পিত-বাক্য, বিষ কুম্ভ যথা
পয়ঃমুখ প্রতারক,—পরম-আদরে
করিছ বরণ তা'ই মরিবার তরে ?
স্বহস্তে হানিছ খড়্গ আপনার গলে
পিশাচী মায়ার ছলে হইয়া মোহিত ?

[৪]

কাঁদেরে ব্যথিত চিত আজি তোর তরে,
রে অবোধ, রে মোহ-মদিরা-মত্ত মন !—
শুন রে বচন মহা-মালিন্য যে রাশি
জন্ম-জন্মান্তরে তব হইয়া সঞ্চিত
হয়েছে পর্ব্বত-সম, করেছে আবৃত
আত্মজ্ঞান ; সেই গ্লানি, সেই আবরণ,
মহা-মেঘ-আস্তরণ মধ্যাহ্ন-ভাস্করে,
করিতে বিদূর সত্য শাসন-তাড়নে
নাহি অন্য কেহ বিনা সেই মহাজন—
আত্মজন একমাত্র যে জন তোমার।
তাঁর তিরস্কার, নহে তিরস্কার কভু,
পুরস্কার সেই ! পদ-প্রহার তাঁহার,
নহে রে প্রহার, উপহার সত্য সেই
পরমার্থ-পদ লোকে বাঞ্ছিত পরম !
নহে আকিঞ্চন কা'র সে পদ-পরশে,
দরশে যাহার হয় শিথিল বন্ধন
মায়াপাশে দুরত্যয় ? হেন ভাগ্যোদয়
হয় কা'র, কত পুণ্যে ?—হরি ! হরি ! হায় !—
কৃপা-দণ্ড মহতের দয়ার অবধি !
কারুণ্য-জলধি মোর প্রভুর চরণে
নীলাচল-ধামে সেই ভাগবতোত্তম
কহিলা যা' সনাতন—মনে কি রে নাই ?
সরোষে জগদানন্দে করি তিরস্কার,
প্রিয়-বাক্যে প্রভু সেই সাধু সনাতনে
গৌরব-বচনে যবে দিলেন সম্মান
যোগ্যদান ; মহাদুঃখে দহিয়া মরমে
প্রভুর চরণে পড়ি বৈষ্ণব-সত্তম
সাশ্রু-আঁখি সনাতন কি কহিলা তবে ?
শ্রীগ্রন্থে অঙ্কিত হের অমর অক্ষরে,—
"জগতে নাহি জগদানন্দ সম ভাগ্যবান্॥"[*]
রথযাত্রা দিনে পুনঃ আর এক দিন,
সুদীন শ্রীবাস যবে সেবা-বিঘ্ন হেরি,
হরিচন্দনের গণ্ডে করিলা প্রহার—
প্রচণ্ড চপেটাঘাত ; অমাত্য-প্রবর

---

[*] শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্য ৪।১৬২।

জ্বলি ক্রোধে ভয়ঙ্কর প্রতিকার-তরে
হইলা তৎপর যবে, করে ধরি তার
কহিলা প্রতাপরুদ্র কি অমূল্য বাণী—
ভাগবত-শিরোমণি ! স্বর্ণবর্ণে ওই
অমূল্য-বচন সেই শ্রীচরিতামৃত
অমৃত-অম্বুধি-বর বহে অনুক্ষণ :—
"ভাগ্যবান্ তুমি ইঁহার হস্তস্পর্শ পাইলা ।
আমার ভাগ্যে নাহি, তুমি কৃতার্থ হইলা ॥" *

উথলে হৃদয় ভরে, আনন্দে আবার
প্রেম পারাবার সেই সংবাদ পরম
করিতে স্মরণ ! পুনঃ কর দরশন
প্রেমাঞ্জন-নিরমল ভক্তি-বিলোচনে : —
'অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়'
নীলাচল-যাত্রা-পথে, শিবানন্দ সেনে
করিলেন পদাঘাত কটুবাক্য বলি ;
কহিলেন—"তিন পুত্র মরুক তাহার ;
ক্ষুধায় আমার অন্ন এখনো না দেয় ;
না পাই বিশ্রাম-স্থল !" পুত্রে গালি শুনি
কাঁদে শিবানন্দ-পত্নী অবোধ ব্রাহ্মণী ।
শ্রীকান্ত ভাগিনা ক্রোধে করে গর গর
বর্ব্বর বালক হায় ! ভাগবত-বর
গৌর-প্রিয় গুণাকর কিন্তু, সেই জন—
মহাসত্ত্ব মহাজন মহাভাগ্যবান্—
পাইয়া শ্রীপদাঘাত পরম আহ্লাদে,
কহিলা কান্তারে—"কেন কাঁদিস্ ব্রাহ্মণি ?
মরুক্ না পুত্র, তাঁর বালাই লইয়া ।"
ধরিয়া চরণে পরে, লইয়া প্রান্তরে,
দিয়া বাসা, শ্রম দূর করিয়া তাঁহার,
প্রেম-গদ-গদ কণ্ঠে কি কহিলা আর,
ভাগবত-মণি সেই ! ওই শুন ভাই,—
অনন্ত অনিলে তাহা চির-বহমান
করে নিত্য সুখদান সুশীল সজ্জনে ;—
"আজি মোরে ভৃত্য করি অঙ্গীকার কৈলা ।
যেমন অপরাধ ভৃত্যের যোগ্য ফল দিলা ॥

শাস্তি-ছলে কৃপা কর এ তোমার করুণা ।
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন্ জনা ॥
ব্রহ্মার দুর্লভ তোমার শ্রীচরণ-রেণু ।
হেন চরণ-স্পর্শ পাইল মোর অধম তনু ॥
আজি মোর সফল হইল জন্ম-কুল-কর্ম্ম ।
আজি পাইনু কৃষ্ণ-ভক্তি, অর্থ, কাম, ধর্ম্ম ॥" *

[৫]

হায় রে, অবোধ চিত্ত, প্রমত্ত প্রমোদে
কাম-কৃমি-কেলি-হ্রদে, মোহ-মদে ভোর,—
নাশিতে মোহের ঘোর যতনে তোমারে
কহি শুন আরবার,—কর অবধান,—
অমিয়-আখ্যান পুনঃ ;—নীলাচলধামে
'ওড়ন ষষ্ঠী'র দিনে দেব জগন্নাথ
পরেন মাড়ুয়া বস্ত্র, প্রথা চিরন্তন ।
আসি তথা একদা সে-উৎসব-বাসবে,
আপন বিচারে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি
দোষ-দরশন তাহে করিয়া, মায়ায়
মোহিত, অহিত-বাক্যে করিলা গর্হণ
শ্রীঅঙ্গ-সেবক-গণে ; স্বরূপের সনে
করিলেন হাস্য-রঙ্গ সে-প্রসঙ্গ ল'য়ে
সন্দিগ্ধ-হৃদয়ে দ্বিজ ; গিয়া নিজ স্থান
করিলা বিশ্রাম । রাত্রে দেখিলা স্বপন ;—
ক্রোধমূর্ত্তি দুই ভাই—কৃষ্ণ-বলরাম,
আসি তথা অবিরাম দুই গালে তাঁর
করেন কর-প্রহার ; দৃশ্য চমৎকার,—
ক্রোধ-দৃষ্টি একে, অন্যে স্নেহবৃষ্টি আর,
দুই চক্ষে দোঁহাকার ভাব ভিন্নরূপ
অপরূপ অতি ! নতি করিয়া চরণে
পড়ি ধরাসনে কান্দে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ;
কহে যুক্ত-বাহু তুলি ভক্তকুলমণি ;—
"কেন মার, কোন্ দোষ করিনু গোসাঞি !"
"তোর দোষ অন্ত নাই !"—কহেন ঠাকুর,—
কঠোরে মধুর কিবা !—"মোর ব্যবহারে
শাস্ত্রদ্বারে অনাচার করিস্ দর্শন ?
করিস্ গর্হণ তুই আমার সেবকে

* শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ১৩।৯৭ ।

* শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্য ১২।২৭—৩০ ।

অস্মিতা-মাদকে মজি' ?—হাঁরে বিদ্যানিধি !
আমাতেও বিধি তোর এত বলবান্ ?"
ছুটিল অজ্ঞান ক্ষণে, পদে রাখি মাথা
কহে পুণ্ডরীক পুনঃ মহাভাগ্যবান্—
কি বাক্য আমরি ওরে, অমিয়-নিধান !—

"যে মুখে হাসিছ প্রভু তো'র সেবকেরে।
সে মুখের শাস্তি প্রভু ভাল কৈলে মোরে ॥
ভাল দিন হৈল আজি মোর সুপ্রভাত।
মুখ কপোলের ভাগ্যে বাজিল শ্রীহাত ॥"
(শ্রীচৈঃ ভঃ ৩।১০।)

বড় অধিকারী বিদ্যানিধি মহাশয়,
না হয় তুলনা তাঁর ভক্তি-ভাব-প্রেম ;
আপনি শ্রীগৌরচন্দ্র যাঁরে স্নেহ করি'
'বাপ পুণ্ডরীক' বলি করেন আহ্বান,
পরম আদরে স্থান দেন নিজ পাশে !
স্বেচ্ছায় তাঁহার ভ্রম করি উৎপাদন,
জীবের মঙ্গলে প্রভু দয়া করি কত
দিলেন এ শিক্ষা। সেই শ্রীকর-প্রহারে
ফুলিল তাঁহার গণ্ড, সাক্ষাৎ সকলে
দেখিল প্রভাতে তাহা, অতি অসম্ভব !
শ্রীহস্তে স্বয়ং প্রভু পুত্রেও আপন
না দেন এমন দণ্ড ; না হয় সম্ভব
স্বপ্ন-ফল হেন কভু প্রত্যক্ষ নয়নে !
ধন্য বিদ্যানিধি,—অহো, ধন্য ভাগ্য তাঁর !
এমন প্রসাদ-দণ্ড মিলে ভাগ্যে কা'র ?

দেবানন্দ দ্বিজবর ;* পয়ঃপান-কারী
ব্রাহ্মণ সে ব্রহ্মচারী ; † কুষ্ঠরোগী আর
বৈষ্ণব-নিন্দায় যাঁর হইল পতন ; ‡
দস্যুগণ সেই পুনঃ দস্যু-সেনাপতি
দুষ্ট দুরাচার অতি দ্বিজ-কুলাঙ্গার,
নিত্যানন্দ যে-সবার উদ্ধার-কারণ ;
ভাগ্যোদয়ে কৃপা-দণ্ড পাইয়া সবাই
প্রভুর চরণে, ধন্য হইল জীবনে ;

গ্লানিমুক্ত কৃষ্ণভক্ত হইল পরম
পতিত-পাবন লোকে। অভিন্ন বৈভবে
ভক্ত ভগবান্, ভৃত্য প্রভু সর্ব্বস্থলে।
জীবের মঙ্গলে ভবে ভক্তও কেবল
লইয়া কারুণ্যরাশি অমল অন্তরে
দেন কৃপাদণ্ড যোগ্যজনে সুবিহিত
অহিত-বারণ, জীব ধন্য হয় তাহে !

[৬]

শ্যামানন্দ-শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ প্রভু
রউনী নিবাসী, শ্যামদাসী পত্নী তাঁর
পতিব্রতা, একদিন দোলায় রাখিয়া
রাকা-শশি-সম পুত্র পরম-সুন্দর
শিশু সুকুমার সুখ-সুপ্ত প্রাতঃকালে,
ছিলেন নিবিষ্ট কৃষ্ণ-সেবা-আয়োজনে
নিভৃত ভবনে। ক্ষণে উঠিল কাঁদিয়া
কুমার, কাতর ক্ষুধাবেগে অতিশয় ;
চঞ্চল-হৃদয় মাতা উঠিয়া অমনি
ত্যজি সেবা-আয়োজন, লইলা তাহারে ;
ধরি বক্ষে স্নেহভরে হইলা মগন
পিয়াইতে স্তন্যরস। আসিলা তথায়
সহসা রসিকানন্দ স্নান সমাপিয়া
ল'য়ে করে ফল পুষ্প তুলসী অমল ;
অতীত প্রহর বেলা ; দেখিল চমকি,—
শিশুকোলে শ্যামদাসী,—ভোগের কারণ
রন্ধনের আয়োজন হয়নি এখনো !
সর্ব্বনাশ ! ধৈর্য্যহারা হইলা রসিক ;
উঠিল লোহিত নেত্র ললাট-ফলকে
ক্রোধাবেশে অকস্মাৎ। কহিলা তাহারে,-
"শ্যামদাসি, পুত্র কোলে বসি এখনও
নিশ্চিন্ত রয়েছ তুমি ?" কাঁপিয়া সভয়ে
কহিলা কামিনী—"বড় কাতর ক্ষুধায়
কান্দিল কুমার, তাই এই কতক্ষণ
ল'য়েছি ইহারে,—এই উঠিব এখনি।"
গর্জ্জিল অশনি ঘোর মুহূর্ত্ত ভিতরে,
কহিলা গভীর স্বরে রসিকেন্দ্র রায় ;—

শ্রীচৈতন্য ভাগবত ২।২১ ; † ২।২৩ ; ‡ ৩।৪ ; ৩।৫

"কি দুর্ম্মতি—হায়, হায় ! আরে শ্যামদাসি,
এত দিনে এই বুদ্ধি হ'ল কি তোমার ?
ছাড়ি মোর প্রাণপতি কৃষ্ণের সেবন,
মায়ার কারণ ভ্রমে হইলা মোহিত ?
মায়াপুত্র কোলে ল'য়ে হ'লে অন্যমন ?
কৃষ্ণস্নেহ হ'তে হ'ল পুত্রস্নেহ বড় ?
ধিক শত !—পুত্রবতি, কর অবধান,—
লবমাত্র কৃষ্ণসেবা ভঙ্গ হয় যাহে
স্নেহপাশে মহাশত্রু সেই পুত্র তব
থাকিবে না কেহ কোলে—মরিবে অকালে।"

কি বজ্র জননী-বক্ষে পড়িল আমরি,
হৃদয় বিদারি অগ্নি মরমে মরমে
ছুটিল পলকে ! রাখি বালকে ভূতলে
ধাইল ললনা ; মুছি নয়নের বারি
করিল সেবার কার্য্য সাঙ্গ সযতনে।
অভিশাপে কিন্তু, সেই অতি ভয়ঙ্কর
অঙ্ক হ'তে একে একে ছয় পুত্র তাঁর
অকালে হইল গত ! শোকের অনলে,
দগ্ধ জাতরূপ সম, শ্যামদাসী এবে
সেবা-অপরাধ-মুক্ত হইয়া সময়ে
হইল নির্ম্মল ; মতি কৃষ্ণের চরণে
দৃঢ়তর ক্রমে ; সতী বুঝিল মরমে,—
হইয়াছে কি সৌভাগ্যে শাপে বর তাঁর।
মহতের রূপ———কি দয়া অপার !
বাঁচিল এবার তাঁ'র প্রভু-কৃপা-বলে
তিন পুত্র গুণাকর কৃষ্ণপ্রেমময়।
ঘোষিল জগত সাধ্বী শ্যামদাসী জয় !*

শাপে বর এমনি সে হইল অমোঘে ;
সার্ব্বভৌম-অভিশাপে বিসূচিকা-রোগে
মরিয়া, বাঁচিল বাছা, কি ভাগ্যে আমরি,
পাইয়া পরশ শিব-ব্রহ্মা-আকিঞ্চন
শ্রীকরকমলে সেই শচী-দুলালের !

হইল চৈতন্যোদয় ; জন্মি দ্বিজকুলে,
যে ধন হারায়ে হায়, জঘন্য জীবন
যাপন করিতেছিল ব্রাহ্মণ-কুমার,
সেই ধন সারাৎসার সর্ব্বশিরোমণি—
শ্রীকৃষ্ণে অনন্যভক্তি—পাইল সহজে !
সঙ্গ-গুণে দণ্ড তাঁর হ'ল পুরস্কার ;
মহাপাপে রুদ্ধ দ্বার খুলিল পলকে !

কহিব রে কত আর ?—কি মোহ তোমার
রে মায়াবিমূঢ় মতি, কা'র প্রতি কর
দোষারোপ ? আত্ম-পরভেদশূন্য যিনি ;
জীবের মঙ্গলে মাত্র প্রয়াস যাঁহার ;
দণ্ড-পুরস্কার আদি প্রসাদ পরম
শ্রেয়ঃ-সম্পাদন-হেতু সকলে সমান ;
করেন প্রার্থনা যিনি প্রভুর চরণে
মুক্তকণ্ঠে অকপট,—"হে প্রভু আমার,
পাপভার সবাকার দিয়া মোর শিরে,
কর মুক্ত সবে তুমি, ভক্তিধন দানে
লহ নিজধামে !"* হায়, হেন মহাজনে,
প্রভু বৃন্দাবনে পুনঃ নিত্যানন্দ-প্রাণ
শেষ-কৃপাধান তাঁর, কি কহ অজ্ঞানে
আত্মনাশ হেতু ? পাপ নাহি যার পর,
বৈষ্ণবের নিন্দা সেই সর্ব্বনাশকর ;
করিতে উদ্ধার তাহে, প্রায়শ্চিত্ত লঘু—
"পদাঘাত শিরে' ‡ যাহা ব্যবস্থা উত্তম
করিলা কৃপায় তিনি, কি ঘোর বিকারে,
বিপরীত-বুদ্ধি-বশে, আরে আত্মঘাতি,
কর তুমি তাহাতেও অন্যায় দর্শন
অবৈষ্ণবের আচরণ ? চাহ যদি ত্রাণ,
হও সাবধান শীঘ্র ; সতর্ক হইয়া,

'রসিক-মঙ্গল' দক্ষিণ বিভাগ, ১১শ লহরী।

* "জীবের পাপ লঞা মুই করি নরকভোগ।
এ সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ১৫।১৬৩)

‡ "এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥"
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮, অন্ত্য ৬ অঃ)

হেরি' সদা এই 'দণ্ডদর্শন' বিজ্ঞানে,
গণিয়া সৌভাগ্যসার সেই পদাঘাত
সর্ব্বানর্থ-নিবারণ তুলে লও শিরে ;
পাইবে অচিরে তবে সেই মহোত্তর
মোক্ষ-পদ-তুচ্ছকর কৃষ্ণের চরণ !
যাচে "কৃষ্ণামৃত" দীন—হে সাধু সজ্জন
সেই পদাঘাত শিরে, সেই পাদরজঃ
পাই যেন সদা, সেবি' শ্রীপদ-পঙ্কজ !

প্রশ্নোত্তর

[১২শ সংখ্যার ৭ ৮ম পৃষ্ঠার প্রশ্নমালা দ্রষ্টব্য]

৩। (ক) 'ভেক' প্রথা বহুপ্রাচীনকাল হইতেই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে। সংস্কৃত 'বেষ' শব্দটা হইতেই অপভ্রংশ 'ভেক' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। মূর্দ্ধণ্য 'ষ'কারের উচ্চারণ অনেকটা 'খ'কারের ন্যায়। এখনও পশ্চিমাঞ্চলে মূর্দ্ধণ্য 'ষ'এর উচ্চারণ 'খ'কারের ন্যায় শুনিতে পাওয়া যায়। তবে 'বেষ' শব্দের 'ব' অন্তঃস্থ 'ব'কার হইলেও কালক্রমে উহা সংস্কৃতানভিজ্ঞগণের দ্বারা 'ভ'কারে পরিণত হইয়াছে। যাহা হউক, প্রকৃত-পক্ষে সংস্কৃত শব্দটা 'বেষ', তাহারই অপভ্রংশ শব্দ 'ভেক'। বহু প্রাচীন বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের ঐতিহ্য আলোচনা করিলেও জানিতে পারা যায় যে, সেই সম্প্রদায়েও ত্রিদণ্ডাদি-বেষ-গ্রহণ-প্রথা প্রচলিত ছিল। বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ে অষ্টোত্তরশত (১০৮) ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস-নাম এবং ঐরূপ ত্রিদণ্ডবেষ-গ্রহণকারী সাতশত (৭০০) আচার্য্যের নাম শ্রুত হয়। সেই সমস্ত নাম জানিতে হইলে শ্রীগৌড়ীয়-মঠ হইতে প্রকাশিত 'গৌড়ীয়-কণ্ঠহার' নামক গ্রন্থ এবং 'বৈষ্ণব-মঞ্জুষা' ৫ম খণ্ড (অপ্রকাশিত) আলোচ্য। ভাবালোপনিষৎ ৬ষ্ঠ খণ্ডে ত্রিদণ্ডবেষের উল্লেখ এবং সম্বর্ত্তক, উদ্দালক, শ্বেতকেতু, দুর্ব্বাসা, ঋভু, নিদাঘ, জড়ভরত, দত্তাত্রেয়, রৈবতক প্রভৃতি বেষধৃক্ পরমহংসগণের নাম দৃষ্ট হয়। শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীগীতা ও বিষ্ণুপুরাণাদি গ্রন্থের বিখ্যাত টীকাকার সর্ব্ব-লোকবরেণ্য শ্রীল শ্রীধরস্বামী তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার মধ্যে বহুস্থানে ত্রিদণ্ডিবেষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—"পূজ্যতমং **ত্রিদণ্ডিবেষম্**" (১০।৮৬।৩ ভাবার্থ-দীপিকা) ইত্যাদি। 'শ্রী'সম্প্রদায়েও এই ত্রিদণ্ডবেষ-গ্রহণ-প্রথা প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের শাখা সম্প্রদায়, যাহা 'রামানন্দী'সম্প্রদায় নামে পরিচিত, তাহাতেও বেষ-গ্রহণ-প্রথা প্রচলিত আছে। শ্রীরামানন্দ শ্রীরামানুজাচার্য্য হইতে চতুর্দ্দিংশতিতম অধস্তন। শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়েও বেষ-গ্রহণ প্রথা বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বৈতবাদগুরু বৃদ্ধবৈষ্ণব শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ব্রহ্মসন্ন্যাসীদের মত একদণ্ডি-বেষ গ্রহণ করিলেও তিনি বৈষ্ণবসন্ন্যাসীই ছিলেন।

শ্রীমদ্গৌড়ীয়সম্প্রদায়ের শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদবর শ্রীল-দামোদরস্বরূপ-গোস্বামীপ্রভু শিখাসূত্রত্যাগপূর্ব্বক যোগ-পট্টব্যতীতই কৌপীন ধারণ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণে 'স্বরূপ' নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যথা,—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (ম ১০।১০৮)—

'নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব' এই ত' কারণে।
উন্মাদে করিল তিঁহ সন্ন্যাস-গ্রহণে॥
সন্ন্যাস করিল শিখা-সূত্রত্যাগরূপ।
যোগ-পট্ট না দিল নাম হইল 'স্বরূপ'॥

অর্থাৎ অষ্টশ্রাদ্ধ, বিরজাহোম, শিখামুণ্ডন, সূত্রত্যাগ প্রভৃতি সন্ন্যাসকৃত্য সমাপন করিয়া গুর্ব্বাহ্বান, যোগপট্ট, সন্ন্যাসনাম ও দণ্ডাদির গ্রহণ অপেক্ষা না করায় শ্রীল পুরুষোত্তমভট্টাচার্য্য প্রভুর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যসূচক 'শ্রীদামোদর-স্বরূপ' নাম রহিয়া গেল। শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য মহা-প্রভুর সন্ন্যাস দেখিয়া কেবলমাত্র শিখাসূত্রত্যাগরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। যোগপট্ট লইবার যে প্রকরণ, তাহা তিনি স্বীকার করিলেন না। কেন না, বিবিক্তানন্দী-লীলাভিনয়-কারী শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্যের কোন প্রকার লোকসংগ্রহ করিবার আবশ্যক ছিল না। কেবল 'নিশ্চিন্তে কৃষ্ণভজন করিব'—এই উদ্দেশ্যেই তিনি বেষ-গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার দেখিতে পাওয়া যায়, কাশীতে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে বৈষ্ণব বা পরমহংসের বেষ-প্রদান করিয়াছিলেন, যথা—

তবে মিশ্র পুরাতন এক ধুতি দিলা।
তেঁহো দুই বহির্ব্বাস কৌপীন করিলা॥

চৈঃ চঃ ম ১০।৭৮

শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং শ্রীরঘুনাথ দাস-গোস্বামী প্রভুকেও কৌপীনাদি প্রদান করিয়াছিলেন। আবার নীলাচলে শ্রীশিখিমাহিতীর পর্ব্বাশ্রমের ভগিনী পরমপূজ্যা শ্রীমাধবীমাতা গৃহে থাকিয়াই চীরখণ্ডদ্বয় গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসলাভ করিয়াছিলেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

মাহিতীর ভগিনী নাম—মাধবীদেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরমা বৈষ্ণবী॥

চৈঃ চঃ অ ২।১০৪

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ত্যাগিগোস্বামিকুলের মধ্যে প্রবোধানন্দী-শাখার মূল পুরুষ ত্রিদণ্ডিগোস্বামিকুলচূড়ামণি শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী। ইনি বৈষ্ণবস্মৃত্যাচার্য্যবর্য্য শ্রীল গোপাল-ভট্টগোস্বামী প্রভুর শ্রীগুরুদেব। ইঁনি নিত্যসিদ্ধ পরমহংস হইয়াও আচার্য্যলীলায় ত্রিদণ্ডিবেষের অভিনয় দেখাইয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ত্যাগিগোস্বামিকুলের মধ্যে গাদাধরী শাখার মূলপুরুষ শ্রীল গদাধর পণ্ডিতগোস্বামীপ্রভু ক্ষেত্র-সন্ন্যাস বা ত্রিদণ্ডগ্রহণ-পূর্ব্বক কৃষ্ণসেবার আদর্শ জগতে প্রচার করিয়াছেন। শ্রীগদাধরপ্রভুর ত্রিহুতবাসী শ্রীমাধব উপাধ্যায় নামে একজন শিষ্য ছিলেন। ইনি পরে পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর নিকট ত্রিদণ্ডবেষ গ্রহণপূর্ব্বক 'মাধবাচার্য্য' নামে খ্যাত হন। শ্রীমাধবাচার্য্যই বেদের পুরুষসূক্তের 'মঙ্গলভাষ্য' প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীল যদুনন্দন দাসপ্রভু মাধবাচার্য্য-রচিত 'কৃষ্ণমঙ্গল' নামে যে গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ঐ পুরুষসূক্তের মঙ্গলভাষ্য সম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (অ ৭।১৬৭) পাঠেই জানিতে পারা যায় যে, শ্রীবল্লভভট্ট শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীপ্রভুর অনুগত হইয়াছিলেন। বল্লভভট্ট তাঁহার গুরুভ্রাতা শ্রীমাধবাচার্য্যের নিকট হইতে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস প্রাপ্ত হন। 'বল্লভদিগ্বিজয়' গ্রন্থে যে মাধ্বসম্প্রদায়ী মাধব-যতি ত্রিদণ্ডীর নিকট হইতে বিষ্ণুস্বামী-মতানুসারী ত্রিদণ্ডি-বেষ-গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীবল্লভাচার্য্যের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা যে পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য ত্রিদণ্ডী মাধবাচার্য্যকেই লক্ষিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই।

চতুঃষষ্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গবিচারে বৈষ্ণবচিহ্ন-ধারণের অন্তর্গত তুর্য্যাশ্রমোচিত বেষ। যাঁহারা এই তুর্য্যাশ্রমোচিত বেষ ধারণ করেন, তাঁহাদেরই মুকুন্দসেবায় সংসার হইতে উদ্ধার হয়। শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য হইতে জানিতে পারা যায় যে, জড়াত্মনিষ্ঠা-নিষেধপূর্ব্বক পরমাত্মনিষ্ঠা বরণ করিবার জন্যই পূর্ব্বতন মহর্ষিগণের অনুমোদিত বেষ গ্রহণ। শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।২৩।৫৭ শ্লোকোক্ত ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর গীতির পুনরাবৃত্তি দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসগ্রহণ লীলা-প্রদর্শন করিবার অব্যবহিত-পরেই রাঢ়দেশে তিনদিন ভ্রমণ করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে,—

পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বেষ ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ॥
এই বেষ কৈল এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণ-নিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া॥

—চৈঃ চঃ ম ৩।৮-৯

'বেষ' দুই প্রকার—বিদ্বৎসন্ন্যাস-বেষ ও বিবিৎসা-সন্ন্যাস-বেষ। (১) বিজিত-ষড়্গুণ প্রভৃতি গুণে যাঁহারা স্বভাব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই বিদ্বৎসন্ন্যাসী, তাঁহারাই পরমহংস বা নিখিল-ব্রাহ্মণগুরু বৈষ্ণব। তাঁহাদের কৌপীনাদি বেষ শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীদাসগোস্বামী প্রভৃতির ন্যায় অত্যন্ত সুলভ। তাঁহারা বর্ণ বা আশ্রমের অন্তর্গত নহেন; সুতরাং বর্ণ-লিঙ্গ-উপবীতাদি বা আশ্রমলিঙ্গ-কাষায়বস্ত্রাদির আবশ্যকতা তাঁহাদের নাই। তাঁহারা বিধিবাধ্য নহেন। তাঁহাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছাক্রমে তাঁহারা কখনও পরমহংসকুলাগ্রণী শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামিপাদের ন্যায় সন্ন্যাসোচিত বেষ বা নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদের ন্যায় ত্রিদণ্ডাদি-আশ্রম-বেষ ধারণ করিতে পারেন, নাও করিতে পারেন। রাগমার্গীয় পরমহংসগণকে যাহাতে কেহ তুর্য্যাশ্রমোচিত কাষায়-বস্ত্র-গ্রহণে বাধ্য করাইবার ধৃষ্টতা না করে, তজ্জন্যই পরমহংস বৈষ্ণব-লীলাভিনয়কারী নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়।"

অর্থাৎ কেবলমাত্র রাগমার্গীয় পরমহংসেরই কাষায়বস্ত্র-

পরিধান-বিষয়ে নিষিদ্ধতা। শ্রীলগোপালভট্ট গোস্বামী পাদ বলিয়াছেন—

"শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং-ইত্যাদি-শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্যে বৈষ্ণবানামেব অচ্যুতগোত্রত্বং পরমহংসত্বঞ্চ বিহিতং, যতো বৈষ্ণবানাং ভাগবতপ্রিয়ত্বং। তস্মাৎ পারমহংস্য-জ্ঞানত্বেন পরমহংসত্বমপি তেষামেব নাত্যেষাং। যতশ্চাতুর্ব্বর্ণানাং মধ্যে ব্রাহ্মণাদেকতরোপি কশ্চিদচ্যুতগোত্রোঽহমিতি ন ব্রূতে। চত্বারঃ সাম্প্রদায়িকা ভেকধারিণস্ত সর্ব্বেঽপ্যচ্যুত-গোত্রোঽহমিতি বদন্তি।"

অর্থাৎ "অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত-বৈষ্ণব মাত্রেরই প্রধান প্রিয়বস্তু। সেই গ্রন্থে অমল-পরম-জ্ঞান পারমহংস্য-ধর্ম্ম গীত হইয়াছে। সেই শাস্ত্রে জ্ঞানবৈরাগ্যসেবিত নৈষ্কর্ম্যলক্ষণ ভক্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।"—এই সকল ভাগবত-বাক্যের দ্বারা বৈষ্ণবদিগের অচ্যুতগোত্রত্ব ও পরমহংসত্ব বিহিত আছে। যেহেতু ভাগবত বৈষ্ণবদিগের নিতান্ত প্রিয়। ভাগবতোদিত পারমহংস্য জ্ঞান দ্বারা বৈষ্ণবদিগের পরম-হংসত্ব সিদ্ধ হয়, বৈষ্ণব ব্যতীত আর কাহারও পরমহংসত্ব সিদ্ধ হয় না। যেহেতু চতুর্ব্বর্ণ মধ্যে ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া কেহই—'আমি অচ্যুতগোত্রীয়'—একথা স্বীকার করেন না। বৈষ্ণবদিগের যে চারিটি সম্প্রদায়, তন্মধ্যে যাহারা ভেকধারী, তাঁহারা সকলেই—'আমরা অচ্যুত গোত্র'—ইহা বলিয়া থাকেন।

(২) যিনি পঞ্চসংস্কার (তাপ, পুণ্ড্র, কৃষ্ণদাস্যসূচকনাম, মন্ত্র ও যাগ) প্রাপ্ত হইয়া সাধন-দ্বারা দম্ভত্যাগী, ভক্তিম , সারল্যগুণে বিভূষিত ও পরহিংসাশূন্য হইতেছেন, তাঁহার বৈরাগ্য-পিপাসার চরিতার্থের জন্য এই শাস্ত্রোক্ত-সংস্কার-ক্রম গ্রহণ পূর্ব্বক বিবিৎসা সন্ন্যাসাধিকারে পরমহংসত্ব লাভ হয়। বিবিৎসা সন্ন্যাসী কিম্বা সন্ন্যাসের সম্পূর্ণ অনধিকারী অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যদি অবৈধভাবে পরমহংসের বেষ গ্রহণ করেন বা অর্ব্বাচীন গুরুব্রুব যদি সেইরূপ অনধিকারী ব্যক্তিকে পরমহংসের বেষ প্রদান করেন, তাহা হইলে উভয়েই পতিত হন। অভক্ত ও অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কৌপীন-গ্রহণে মহা-অনর্থ উদিত হয়। যথা শাস্ত্রবাক্য—

দম্ভায় ভক্তিহীনায় শঠায় পরহিংসকে।
ন দাতব্যং ন দাতব্যং দত্তে তু ধর্ম্মনাশনম্॥

৩। (খ) শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবাচার ও অবৈষ্ণব-নির্দ্দেশ-প্রদর্শন-কল্পে জানাইয়াছেন—

অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥

চৈঃ চঃ ম ২২।৮৪

আচার্য্যলীলাভিনয়কারী জগদ্গুরু লোক-শিক্ষক প্রভু ছোটহরিদাস-বর্জ্জনলীলা দ্বারাও বেষগ্রহণকারী অথবা ভক্তি আশ্রয়কারী ব্যক্তিমাত্রেরই জীবন কিরূপ হওয়া উচিত তদ্বিষয়ে শিক্ষা-প্রদান করিয়াছেন।—

প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারো আমি তাহার বদন॥
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥
প্রভু কহে মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন॥

* * *

মহাপ্রভু—কৃপাসিন্ধু, কে পারে বুঝিতে।
নিজভক্তে দণ্ড করেন, ধর্ম্ম বুঝাইতে॥
দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।
স্বপ্নেও ছাড়িল সবে স্ত্রী-সম্ভাষণে॥ চৈঃ চঃ অ ২য়

যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সকল আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহারা কখনও শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মের অন্তর্গত নহে,—ইহা সুধীব্যক্তিমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

প্রশ্নকর্ত্তা 'ভেকধারী বৈষ্ণব' কোন শ্রেণী ও কোন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব, জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তদুত্তর এই যে,—যাঁহারা জড়াত্মনিষ্ঠা-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সম্পূর্ণ পরমাত্ম-নিষ্ঠ অর্থাৎ মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-সেবনরত, সেই সকল কৃষ্ণৈকশরণ নিষ্কিঞ্চনবৈষ্ণব বিশ্ব-বিভূষণ গোস্বামী বা পরমহংস। তাঁহারা—

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তোবানপেক্ষকঃ।
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥

—ভাঃ ১১।১৮।২৮

অর্থাৎ জ্ঞানবান্, বিষয়-অনাসক্ত ও নিরপেক্ষ মদীয় ভক্তগণ ত্রিদণ্ডাদি-রহিত আশ্রম-চিহ্নাদি ও আশ্রমোচিত ধর্ম্মাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিধি-নিষেধের অতীত হইয়া বিচরণ করেন।

উক্ত শ্লোকের শ্রীস্বামিটীকা, যথা—

"এবং বহুদকাদিধর্ম্মান্ উক্ত্বা পরমহংসধর্ম্মানাহ জ্ঞাননিষ্ঠ ইতি সার্দ্ধৈর্দশভিঃ। বহির্বিরক্তো মুমুক্ষুঃ সন্ যো জ্ঞাননিষ্ঠো বা মোক্ষেঽপ্যনপেক্ষো মদ্ভক্তো বা স সলিঙ্গান্ ত্রিদণ্ডাদিসহিতান্ আশ্রমাংস্তদ্ধর্ম্মাংস্ত্যক্ত্বা তদাসক্তিং ত্যক্ত্বা যথোচিতং ধর্ম্মং চরেদিত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ এইরূপে বহুদকাদি (চতুরাশ্রমিগণের) ধর্ম্ম বর্ণন করিয়া 'জ্ঞাননিষ্ঠঃ' (ভাঃ ১১।১৮।২৮) ইত্যাদি সার্দ্ধদশ-শ্লোকে (আশ্রমাতীত) 'পরমহংসধর্ম্ম' বলিতেছেন। বাহ্য-বিষয়ে বৈরাগ্যযুক্ত যে ব্যক্তি 'মুক্তি'-লাভেচ্ছু হইয়া "জ্ঞাননিষ্ঠ" হন, অথবা মুক্তি-লাভেও অপেক্ষা-রহিত হইয়া আমাকেই (ঐকান্তিক-ভক্তিযোগে) ভজনা করেন, তিনি ত্রিদণ্ডাদিসহ আশ্রমধর্ম্ম-সমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্থাৎ আশ্রমধর্ম্মে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া পরমহংসোচিত-ধর্ম্ম আচরণ করিয়া থাকেন।

কিন্তু যে সকল অজিতেন্দ্রিয় কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপব্যক্তি পরমহংসগণের 'ঢং' বা অনুকরণ করিবার জন্য পরমহংসের সজ্জা বা বেষ গ্রহণ করে, সেই সকল কপট ভেকধারী-ভণ্ড-বা মর্কট-বৈরাগী মেষচর্ম্মাবৃত ব্যাঘ্রতুল্য।

এই সকল আনুকরণিক মর্কট-বৈরাগিগণের ইন্দ্রিয় বহির্বিষয়ে ধাবিত। ইহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিষিদ্ধ কার্য্যে রত। শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈরাগী বা ত্যক্তগৃহের বৈধ ও অবৈধ আচার এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ।)—

বৈরাগী করিবে সদা নাম সংকীর্ত্তন।
মাগিয়া খাঞা করে জীবন-রক্ষণ॥
বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
শাকপত্রফলমূলে উদর-ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণ-নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে।

যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সকল আদেশ প্রতিপালন করেন, তাঁহারাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত। উপরি-উক্ত শ্রীচরিতামৃত বাক্য হইতেই প্রশ্নকর্ত্তা তাঁহার ৩য় অনুচ্ছেদের প্রশ্নের উত্তরগুলি পাইবেন। প্রশ্নকর্ত্তা আরও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "কোন্ সময় হইতে এইরূপ ভেকধারি-গণের মধ্যে ব্যভিচার আরম্ভ হইয়াছে?" তদুত্তর এই যে—

অনাদিবহির্ম্মুখজীব চিচ্ছক্তি হ্লাদিনীর আকর্ষণে আকৃষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত সকল সময়েই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া ভোগরাজ্যে ধাবিত হইতে পারে। উহার কালাকাল নাই। কৃষ্ণই ভোক্তা এবং নিজেই কৃষ্ণভোগ্য—এইরূপ সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভাব হইলেই কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণে ভোগ-বুদ্ধির উদয় হয়। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, রামচন্দ্রপুরী পরম-হংস কুলাগ্রগণ্য ভক্তিকল্পবৃক্ষের মূল-স্বরূপ শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীর 'শিষ্য' বলিয়া অভিমান করিয়াও গুরু ও কৃষ্ণের চরণে অপরাধ করিয়াছিলেন। কালাকৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিবার অভিনয় দেখাইয়াও ভট্টথারী স্ত্রীর লোভে লুব্ধ হইয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর মুকুন্দদাস নামক জনৈক ভেকধারী শিষ্যাভিমানী ভেকের অপব্যবহার করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাসা-চার্য্যাত্মজা হেমলতা-ঠাকুরাণীর রূপ-কবিরাজ নামক জনৈক শিষ্য বৈষ্ণবতা হইতে অধঃপতিত হইয়াছিলেন। বীরভদ্র প্রভুর শিষ্যাভিমানী 'ন্যাড়ানেড়ী'গণ শ্রীগৌরসুন্দরবিগর্হিত আচারেই লিপ্ত হইয়াছিল। অতএব ভগবৎ-বিমুখতাই জীবের অধঃপতনের কারণ। তটস্থশক্তিপরিণত জীবের কৃষ্ণোন্মুখতাবৃত্তিটী যেরূপ নিত্য, কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাবৃত্তিটীও তদ্রূপ তাহাতে অনুস্যূত।

(গ) বৈষ্ণবের সজ্জাগ্রহণকারী যে সকল ব্যক্তি 'আখড়া' করে বা 'সেবাদাসী' প্রভৃতি রাখে, তাহারা সামান্য নৈতিক চরিত্র হইতেই ভ্রষ্ট, তাহাদের বৈষ্ণবতা ত' দূরের কথা! এই সকল কথার উত্তর ছোটহরিদাস-বর্জ্জনলীলার দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুই অতি-স্পষ্টভাবে বর্ণন করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, লোকশিক্ষক আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার চরিত্র দ্বারা বহু-স্থানে শুদ্ধবৈষ্ণবের আচার শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীমন্মহা-প্রভু ও জগদানন্দ-সংবাদে আমরা দেখিতে পাই যে, ভগবান্

শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগের ন্যায় ইন্দ্রিয়-লোলুপ বদ্ধ-জীবের শিক্ষার জন্য বলিতেছেন—

শুনি' প্রভু কহে কিছু সক্রোধ বচন।
মর্দ্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দ্দন॥
এই সুখ লাগি' আমি করিলুঁ সন্ন্যাস।
আমার 'সর্ব্বনাশ'—তোমার 'পরিহাস'॥
পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোরে যেই পাবে।
দারী সন্ন্যাসী করি' আমারে কহিবে॥

—চৈঃ চঃ অ ১২।১১২-১১৮

পুনরায়—

প্রভু কহে, গোবিন্দ, আজ রাখিলা জীবন।
স্ত্রীপরশ হৈলে আমার হৈত মরণ॥

—চৈঃ চঃ অ ১৩।৮৫

ইত্যাদি।

অতএব যাহারা সেবাদাসী রাখে, তাহারা কোন্ শ্রেণীর তাহা সুধী সমাজই বিচার করুন। হয় তাহারা শ্রীগৌর-সুন্দর হইতেও বড় অর্থাৎ মায়া অথবা যদি গৌরসুন্দরের অনুগত বলিয়াই পরিচয় দেয়, তাহা হইলেও গৌরসুন্দরের আচরণের বিরোধকারী ভণ্ড লম্পট মাত্র।

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এই সকল স্ত্রীসঙ্গী ভেকধারী বৈষ্ণবগণের জল আচরণীয় কিনা ও তাহাদের সঙ্গ করণীয় কিনা ?

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু এই স্ত্রীসঙ্গীকে অসৎসঙ্গরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী-প্রভু তাহার সমর্থন-বাক্য-স্বরূপে ভাগবতীয় ৩।৩১।৩৩-৩৫ শ্লোক উদ্ধারপূর্ব্বক স্ত্রীসঙ্গী ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গিগণের সঙ্গের ফল নির্দ্দেশ করিয়াছেন (চৈঃ চঃ ম ২২।৮৪-৮৬ দ্রষ্টব্য)। যদি অসৎসঙ্গ মঙ্গলেচ্ছু জীব-মাত্রেরই করণীয় না হয়, তাহা হইলে ঐরূপ স্ত্রীসঙ্গী আনুকরণিক-গণের সঙ্গও করণীয় নহে।

শ্রীলরূপগোস্বামী প্রভু উপদেশামৃতে লিখিয়াছেন যে,— "এক ব্যক্তির সহিত অপরব্যক্তি ছয়প্রকারে সঙ্গ হইয়া থাকে ; তাহা এই —দেওয়া নেওয়া, গোপনীয় কথা বলা ও গোপনীয় কথা জিজ্ঞাসা করা, অপরকে খাওয়ান এবং নিজে সেই অপরের দ্রব্য খাওয়া।" যদি স্ত্রীসঙ্গিগণ অসৎসঙ্গ বলিয়াই পরিত্যক্ত হইল, তাহা হইলে তাহাদের সহিত এই ছয়প্রকারের সঙ্গ কিরূপে হইতে পারে ? ভক্তিলিপ্সু ব্যক্তিগণ ঐ সকল ব্যক্তির সহিত কোন প্রকারেই সংস্রব রাখিবেন না।

(ঘ) প্রশ্নকর্ত্তা আরও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, মহোৎসবে এই শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে নিমন্ত্রণ করা যায় কিনা ? তদুত্তরে এই যে, যদি কোনও শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যে মহোৎসব হয়, তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই বস্তু গ্রহণ করেন। প্রাকৃতভক্ত বা বৈষ্ণবপ্রায় তাহার ব্যক্তিগত মঙ্গলের জন্য শ্রীঅর্চ্চার সম্মুখে ভোগাদি প্রদান করিলেও তাহার প্রাকৃত-বুদ্ধি-নিবন্ধন তাহা ভগবানের গ্রহণের বিষয় হয় না। একমাত্র ভগবানের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ দ্বারাই জীবের প্রপঞ্চ জয় হয়। আবার সেই মহাপ্রসাদকেও ভোগ্যবস্তুজ্ঞানে গ্রহণ করিলে কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি আসিয়া আমাদিগের ইন্দ্রিয়লালসা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। অতএব শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যে যদি কোনও মহোৎসব হয়, সেই মহোৎসবের শ্রীমহাপ্রসাদ দুরাচার ব্যক্তিগণকে প্রদান করিলে তাহাদের মঙ্গল হইতে পারে। কিন্তু যদি কেবলমাত্র লৌকিকতা বা প্রচলিত-ব্যবহার-রক্ষাকল্পে দেবল-ব্রাহ্মণাদি বা প্রাকৃত বৈষ্ণবপ্রায় ব্যক্তিগণের প্রদত্ত বস্তু দুরাচার বা স্ত্রীসঙ্গিব্যক্তিগণকে প্রদান করা হয়, তাহা হইলে তাহা কর্ম্মমার্গেরই অন্যতম হইয়া পড়ে। প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজে এইরূপ কর্ম্ম-প্রবণতারই প্রসার দেখিতে পাওয়া যায়।

(ঙ) প্রশ্নকর্ত্তা আরও প্রশ্ন করিয়াছেন যে, স্ত্রীসঙ্গী ভেকধারী ব্যক্তিগণের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাকার্য্য হইতে পারে কিনা ? তদুত্তর স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুই প্রদান করিয়াছেন,—

আজ হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা।
ছোট-হরিদাসে ইঁহা আসিতে না দিবা॥
প্রভু কহে মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন॥

আজন্মসেবক ছোট-হরিদাসকে বর্জ্জন করিয়া মহাপ্রভু যে লীলা দেখাইলেন, তাহাই উক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবে। যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু স্ত্রীসঙ্গী প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগীকে দর্শন পর্য্যন্ত করেন না, তখন তিনি কিরূপে তাহার সেবাগ্রহণ করিতে পারেন ? আর তাহার প্রদত্ত-বস্তুই বা কিরূপে অপ্রাকৃত শ্রীপ্রসাদ হইতে পারে ? ইহা হইতে পরবর্ত্তী প্রশ্নেরও উত্তর পাওয়া যাইবে।

নিজস্ব সংবাদদাতার তার—

GAUDIYA, MUTTRA 10-11-26.

Tour Party preached Taxila, Srinagar and Jammu. Public cordially received and appreciated Ban-Maharaja's lecture. Visited Mahaprabhu's Gadi at Kurukshetra where Math soon expected. One party with Tirtha Maharaj proceeding Jaipur and Bombay.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩, ২০ নবেম্বর ১৯২৬	১৪শ সংখ্যা

সারকথা

বৈষ্ণবনির্য্যাণোৎসব-সেবায় ফল কি?

হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন।
যে ইঁহা নৃত্য কৈল, যে কৈল কীর্ত্তন॥
যে তাঁরে বালুকা দিতে করিল গমন।
তার মধ্যে মহোৎসবে যে কৈল ভোজন॥
অচিরে সবাকার হবে কৃষ্ণপ্রাপ্তি।
হরিদাস-দরশনে হয় ঐছে শক্তি॥
(চৈঃ চঃ অঃ ১১।৯১-৯৩)

সৌভাগ্যবান্ কে?

কৃষ্ণকথায় রুচি তোমার বড় ভাগ্যবান্।
যার কৃষ্ণকথায় রুচি, সেই ভাগ্যবান্॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৫।৯)

রায়ের ভজনের কি সকলের অধিকার?

এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত-দেহ তাঁহার॥
তাঁহার মনের ভাব তেঁহ জানে মাত্র।
তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র॥
রাগানুগ-মার্গে জানি রায়ের ভজন।
সিদ্ধ-দেহ-তুল্য, তাতে 'প্রাকৃত' নহে মন॥
রামানন্দ রায় কথা কহিলে না হয়।
'মনুষ্য' নহে রায়, কৃষ্ণভক্তিরসময়॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৫।৪২-৪৩,৫১,৭১)

বক্তা কি গুর্ব্বভিমানী?

সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
যাঁ-সবার চরণ-কৃপা—শুভের কারণ॥
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁর চরণ ধুঞা করোঁ মুঞি পানে॥
শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তক ভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পিলে সফল হৈল শ্রম॥
(চৈঃ চঃ অঃ ২০।১৫০-১৫২)

ভাগবতাধ্যাপকের যোগ্য কে?

যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৫।১৩১)

প্রভুর লীলা কি অন্তবিশিষ্ট?

সহস্র বদনে যবে কহয়ে অনন্ত।
একদিনের লীলার তবু নাহি পায় অন্ত॥
কোটিযুগ পর্য্যন্ত যদি লিখয়ে গণেশ।
একদিনের লীলার তবু নাহি পায় শেষ॥
আকাশ অনন্ত, তাতে যৈছে পক্ষিগণ।
যার যত শক্তি, তত করে আরোহণ॥
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওর-পার।
'জীব' হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার॥
(চৈঃ চঃ অঃ ১৮।১৩-১৪ ও ২০।৭৯-৮০)

সাময়িক প্রসঙ্গ

অনেকেই আত্মধর্ম্মটীর বৈশিষ্ট্য বা অসমোর্দ্ধত্ব বুঝিতে পারেন না—বুঝিতে না পারিয়া তাঁহারা আত্ম ও অনাত্ম ধর্ম্মের সমন্বয় করিবার জন্যই সতত আগ্রহবিশিষ্ট। যে কথাটী গৌড়ীয়ের প্রতিসংখ্যায় প্রতিপৃষ্ঠার প্রতি পংক্তিতে পুনঃ পুনঃ বুঝাইবার জন্য যত্ন করা হইতেছে, অনেকে গৌড়ীয় পাঠ করিয়াও সেই মূল কথাটীই বুঝিতে বা ধরিতে পারেন না। তাঁহারা কেনই বা বুঝিতে পারেন না বা ধরিতে পারেন না, তৎকারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, অনেকেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রাকৃত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার লইয়া অপ্রাকৃত শ্রৌততত্ত্বকে ধারণা করিতে চান। তাঁহাদের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার সহিত—তাঁহাদের পূর্ব্বসঞ্চিত ধারণা ও উপলব্ধির সহিত যদি গৌড়ীয়ের অধোক্ষজ-শ্রৌত-বিচারের মিল না হয়, তাহা হইলে তাঁহারা স্বতঃসিদ্ধ শ্রুতি-প্রমাণকে বা বাস্তব সত্যকেও ভ্রমপ্রমাদময় বলিয়া ধারণা করিয়া তাঁহাদের অভিজ্ঞতা-ভাণ্ডারের প্রত্যক্ষানুমানকেই সত্য ও নির্ভুল মনে করেন। অবশ্য—এইরূপ ভাবে অধোক্ষজ বস্তুকে ধারণা বা বিচার করা হরিবিমুখতার এবং তজ্জন্য মনোধর্ম্মের স্বাভাবিকী রীতি হইলেও তাহা বড়ই বিপদ-জনক অর্থাৎ জীবকুলের বাস্তবসত্য-ধারণার পথের একটী প্রধান প্রতিবন্ধক।

আচার্য্যগণ বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে 'আত্মধর্ম্ম' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই আত্ম-ধর্ম্মে 'অভিজ্ঞতাবাদ' বা প্রত্যক্ষানুমানবাদের বিচার স্থান পাইতে পারে না। যাঁহাদের এই মূলতত্ত্বটী উপলব্ধির বিষয় হয় নাই, তাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মের বিচার বা তত্ত্ব কিছুতেই বুঝিতে পারিবেন না।—দুঃখের বিষয়, অনেকেই এইরূপ ভাবে তাঁহাদের (জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে) আত্মধর্ম্মের মূলতত্ত্বটী বুঝিতে অসমর্থ থাকিয়াও নিজদিগকে কখনও 'বৈষ্ণব' কখনও বা 'বৈষ্ণব-ধর্ম্মের তত্ত্বগুলি ধারণা করিতে সমর্থ' বিচার করিয়া বসেন।

তাঁহারা মনে করেন, প্রত্যেক ব্যক্তি বা সমষ্টিবদ্ধ বহু ব্যক্তি তাঁহাদের বিবিধ অভিজ্ঞতা যথা—প্রচলিত লৌকিক বিচার, পূর্ব্ব হইতে ব্যবহারজগতে প্রচলিত পরমার্থের ধারণা, বহু-গ্রন্থ-কলাভ্যাসোত্থ তাঁহাদের অভিজ্ঞতা বা বিচার-প্রণালীই পরমার্থের অধোক্ষজ-বিচার বা তত্ত্বগুলি বুঝিয়া লইবার মাপকাঠি।

এইরূপ বিচার বা ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে গৌড়ীয়ে প্রকাশ করিবার জন্য অনেক প্রবন্ধ রচনা করেন। কেহ বা ঐরূপ অভিজ্ঞতাবাদের তুলিকায় বিচিত্র মনোধর্ম্মের রংএ রঞ্জিত ঐ সকল প্রবন্ধ-চিত্র গৌড়ীয়ে প্রকাশিত দেখিতে না পাইলে গৌড়ীয়ের প্রতি আক্রমণ ও নানাবিধ ভাবে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ বা তাঁহাদের অভিজ্ঞতা-বাদের সহিত এবং তাঁহাদের অভিজ্ঞতাবাদোত্থ মনো-ধর্ম্মের সহিত গৌড়ীয়ের প্রচারিত ধর্ম্মের মিল দেখিতে না পাইয়া চলন্ত বাষ্পীয় যানের আরোহী যেরূপ নিজের অবস্থা ভুলিয়া গিয়া অচল অটল ভূধর ও বিটপীরাজিকে সচল ও দ্রুতগামী মনে করেন, তদ্রূপ ঐ সকল ব্যক্তিও স্ব স্ব মনো-ধর্ম্মের ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটবাদি বুঝিতে না পারিয়া অপরি-বর্ত্তন-যোগ্য, বাস্তব সত্য বা শ্রৌতবিচারকেই পরিবর্ত্তন-যোগ্য ও ভ্রম-প্রমাদের অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন।

ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সেই সকল ব্যক্তির অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত না করা পর্য্যন্ত ঐ সকল ব্যক্তি কিছুতেই আত্মধর্ম্মের ধারণা করিতে পারিবেন না। কিন্তু একটী আশঙ্কা যে, ঐরূপ অভিজ্ঞতা-বাদের সম্বল লইয়া তাঁহারা অধোক্ষজ পন্থাকে আক্রমণ করিবার প্রয়াসী হইলে অমার্জ্জনীয় বৈষ্ণবাপরাধাদি সঞ্চয় করিয়া শ্রেয়ঃপন্থা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইতে পারেন।

মাধ্বগৌড়েশ্বরেশ্বর ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামি প্রভুকে মাধ্ব-গৌড়েশ্বররূপে অর্থাৎ গৌড়ীয়গণের মালিকরূপে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সেই গৌড়েশ্বর শ্রীস্বরূপদামোদর ভক্তি-সিদ্ধান্ত-পরীক্ষক। তিনি সর্ব্বপ্রথমে পরীক্ষা করিয়া দিলে তৎপরে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা গ্রহণ করেন। যাহা স্বরূপদামোদরের নিকট ভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধী বলিয়া বিচারিত হয়, তাহা কখনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে না, অধিক কি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটই তাহা পৌঁছিতে পারে না। যদি প্রবন্ধাদি লেখা বা গ্রন্থ-রচনা করা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রীতি উৎপাদনের জন্যই হয়, তাহা হইলে আমাদিগের সেই সকল প্রবন্ধ শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্তানু-যায়ী হইল কি না, তাহা পরীক্ষার জন্য স্বরূপদামোদরানুগ ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্যগণের নিকট উপস্থিত করা সর্ব্বপ্রথমে কর্ত্তব্য। এই স্থলে আরও একটী কথা জানিয়া রাখা

আবশ্যক যে, আমরা আমাদের প্রবন্ধ বা রচনাগুলিকে যদি শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তানুকূল অর্থাৎ মহাপ্রভুর প্রীতি-উৎপাদক করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের প্রবন্ধ বা রচনা লিখিবার পূর্ব্বেই নিষ্কপটে বিচার করিতে হইবে যে, 'আমরা কি শ্রৌতপন্থার আনুগত্য করিতে শিখিয়াছি যদি শ্রৌতপন্থার আনুগত্য না করিয়া থাকি, কেবল আমার মনের খেয়াল বা অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যের প্রদর্শনী খুলিয়া বাহাদুরী লইবার জন্যই প্রবন্ধ রচনা করি, তাহা হইলে আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণ হইল বটে, কিন্তু তাহাতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ হইবে না। যেখানে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ সেবা-বিমুখতা, সেখানে আমরা যতই কেন না শব্দাচোর প্রবন্ধ লিপি, অভিধান হইতে বাছিয়া বাছিয়া শব্দবিন্যাস করি, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষিগণের মত আহরণ করি, শাস্ত্র-কাননের অভ্যন্তর হইতে বহু মনোরম কুসুমচয়ন করি, বহুগল্পলহরী সৃষ্টি করি, ভাবের গাম্ভীর্য্য, রচনার পারি-পাট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখি, তাহা কেবল বিষ্ঠাভোজী বায়স-সঙ্ঘের ক্রীড়ার জন্য বিপুল পরিশ্রম ও বায়সংযোগে সৌধ-নির্ম্মাণ-প্রয়াসের ন্যায় হইবে। শুদ্ধমানসসরোবরচারী হংস বা পরমহংসকুল সেই অমেধ্য-সঙ্কুল বায়সক্রীড়াক্ষেত্রে দৃক্‌পাতও করিবেন না।

আমরা কেহ কেহ আবার ঐরূপ প্রবন্ধ বা কবিতা লিখিয়া তৎপশ্চাতে আমাদের নামটী না থাকিলে দুঃখে, শোকে কখনও বা ক্রোধে অধীর হইয়া পড়ি! কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার প্রবন্ধটী ভক্তিসিদ্ধান্তানুযায়ী হইল কিনা, শ্রীল স্বরূপদামোদর গ্রহণ করিলেন কিনা, সেই চিন্তা বা তজ্জন্য যত্নাগ্রহ আমাদের আদৌ নাই। আমরা আমাদের নামটীর জন্যই ব্যস্ত। আমরা মনে করি, আমি কিরূপ সুন্দর প্রবন্ধ বা কবিতা লিখিয়াছি, আমার সেই প্রবন্ধ বা কবিতায় কতই না অভিজ্ঞতা, ভাবুকতা, মনো-ধর্ম্মের উচ্ছলিত লহরীমালা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই প্রবন্ধ বা কবিতাটীর পশ্চাতে যদি আমার নামটীই না থাকিল, 'দূর ছাই তাহা হইলে লোকে আমাকে 'ভক্ত,' 'পণ্ডিত', 'কবি', 'ভাবুক', প্রভৃতি জানিবে কিরূপে' ?

আমার যে দীনতার আবরণে ভণিতা, তাহা ত' কপটতা মাত্র—কেবল উহা আমার অতৃপ্ত জড়প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষার প্রতিফলিত চিত্র। কিন্তু 'বঞ্চিত' আমি তাহা বুঝিতে পারি না। অনেক সময় বাঞ্ছাকল্পতরু বৈষ্ণবগণ আমাকে বঞ্চনা করিবার জন্য আমার ঐরূপ প্রবন্ধ পড়িয়া আমার হৃদগত (বঞ্চিত হইবার) বাঞ্ছা জানিতে পারিয়া আমার সম্মুখে সুখ্যাতি করেন। আমি তাহাতেই বঞ্চিত হইয়া মনে করি যে, আমি সব বুঝিয়া ফেলিয়াছি। এইরূপ জড়তৃপ্তি আসিয়া আমাকে বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিজ্ঞান হইতে দূরে পাতিত করে।

ভক্তিসিদ্ধান্তপরীক্ষক গৌড়েশ্বর স্বরূপদামোদরের আনু-গত্যই গৌড়ীয়ত্ব। অনেকে স্বতন্ত্রভাবে যে সমস্ত প্রবন্ধাদি লেখেন, তাহা 'যদ্বা তদ্বা' লেখক বা কবির মনোধর্ম্মীয় সিদ্ধান্তের অনুরণিকা মাত্র। অনেক সময় এইরূপ অনেক প্রবন্ধ গৌড়ীয়ে প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়। এই সকল প্রবন্ধ-লেখকের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা কীর্ত্তন বা প্রচার করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে স্বরূপ-দামোদরানুগ গৌড়ীয়ের নিকট প্রণিপাত করুন। প্রণিপাত পূর্ব্বক পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত শ্রৌতকথা শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহাদের ইহজন্মের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, পূর্ব্ব পূর্ব্ব লক্ষ লক্ষ জন্মের মনোধর্ম্ম এবং ভবিষ্যৎ কোটি কোটি জন্মে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনীষি প্রবীণ, প্রাচীন, বা মুনিতুল্য পুরুষ হইয়াও যে সকল অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইতে পারে, তাহার একত্র সমষ্টি লইয়া যে জ্ঞান-ভাণ্ডার রচিত হয়, সেই বিপুল অক্ষজজ্ঞান-ভাণ্ডারের অসম্পূর্ণতা, হেয়তা, ভ্রমপ্রমাদ-পরিপূর্ণতা, বঞ্চকতা যে দিন তাঁহাদের প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধি হইবে, সেই দিন তাঁহারা গৌড়েশ্বরের মনোভীষ্ট বুঝিতে পারিয়া তৎপ্রীত্যানুকূলে প্রবন্ধ রচনা করিতে সমর্থ হইবেন এবং সেই প্রবন্ধ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপরীক্ষক শ্রীল স্বরূপ দামোদরপ্রভু পরীক্ষা করিয়া—এই প্রবন্ধটী মহাপ্রভুর সেবাযোগ্য হইয়াছে জানিয়া তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত করিবেন।

আমরা গৌড়ীয়ে পূর্ব্বেই পাঠকগণকে জানাইয়াছি যে, গৌড়ীয়ের অপর ব্যক্তির প্রবন্ধাবলীর জন্য সম্পাদকগণ দায়ী নহেন। আমরা প্রবন্ধলেখকগণের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি। তন্মধ্যে কয়েকটী প্রবন্ধে শুদ্ধভক্তির বিরোধী কথা না থাকিলেও শুদ্ধভক্তির অনুকূল কথা তাহাতে নাই।

যেমন—নিরামিষ ও আমিষ খাদ্যাখাদ্যবিচার, শুষ্কব্রহ্মচর্য্য —ব্যবহারিক বর্ণবিচার ইত্যাদি।

প্রাকৃত বিচারে আমিষ ভোজন অপেক্ষা নিরামিষ ভোজন শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ভগবদ্ভক্তের বিচারে নিরামিষ ও আমিষ-ভোজন, পুণ্য ও পাপ, ভোগ ও ত্যাগ, ইন্দ্রিয়-লাম্পট্য ও শুষ্ক ব্রহ্মচর্য্য সমশ্রেণীর। কারণ যদি হরি-ভজনরহিত ব্যক্তি চিরজীবন নিরামিষ কেন, শুষ্ক পত্র এমন কি, বায়ু ভক্ষণ করিয়াও জীবন ধারণ করেন, তথাপি তিনি জীবহিংসক। তিনি প্রতি নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে অসংখ্য জীব-হিংসা না করিয়া বাঁচিতে পারেন না। হরিভজন-হীন ব্যক্তি জীবন্মৃত। তাঁহার যাবতীয় চেষ্টায় ভয়, ভোগ ও হিংসা আছে, তাঁহার ত্যাগের ছলনায়ও ভোগ, তাঁহার 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' যাজনের বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরেও হিংসার তাণ্ডব নৃত্য। কারণ সে ব্যক্তি যাহা কিছু গ্রহণ করেন, তাহা তিনি ভগবৎসম্বন্ধ-বিবর্জ্জিত হইয়া ভোগ-বুদ্ধিতে অর্থাৎ 'ইহা আমার 'ভোজ্য' বা ভোগ্য, আমি ইহার ভোজনকারী বা ভোক্তা এইরূপ বুদ্ধির সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত যে সকল বস্তু বিশ্বাস্তর্যামী বিশ্বপালক বিষ্ণুর প্রীতিকর, সেই সকল বস্তুর দ্বারাই তাঁহার সেবা করিয়া বিষ্ণুর পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্টের সম্মান বা সেবা করেন। বিষ্ণুর উচ্ছিষ্ট তাঁহার 'ভোজ্য' বা 'ভোগ্য' এইরূপ বুদ্ধি হয় না। যেখানে বিষ্ণুবস্তুতে ভোজ্য বা ভোগ্য বুদ্ধি হয়, সেখানে বিষ্ণুর মহাপ্রসাদ গৃহীত হইল না। বিষ্ণুমায়া জীবকে বিমোহিত করিয়া প্রপঞ্চজয়কারী মহা-প্রসাদ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিল। যে দিন আমরা জানিব যে, মহাপ্রসাদ আমাদিগকে আত্মসাৎ বা গ্রহণ করিতে পারেন, আমরা বিষ্ণু হইতে অভিন্ন বৈকুণ্ঠ বস্তু মহাপ্রসাদকে গ্রাস করিতে পারি না, ভোগ করিতে পারি না—সেই দিনই আমাদের মহাপ্রসাদ বা বিষ্ণুর উচ্ছিষ্টের চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি, মহাপ্রসাদ-সেবা এবং প্রপঞ্চ জয় হইবে। ভক্তগণ এইরূপে মহাপ্রসাদের সম্মান করিয়া বিষ্ণুর সেবার্থ জীবন ধারণ করেন। সুতরাং তাঁহারা পাপপুণ্যের ভাগী নহেন। তাঁহাদের বিধি কেবল বিষ্ণুর প্রীতিচেষ্টা এবং তাঁহাদের নিষেধ কেবল বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তর্পণার্থ অখিল-চেষ্টা-তৎপর হইতে ভুলিয়া না যাওয়া।

শুষ্কব্রহ্মচর্য্য বা ব্যবহারিক বর্ণবিচারাদির সহিত ভক্তির কোন সম্বন্ধ নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—অসুরগণও তপস্যা করিয়া থাকে, শুষ্কব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া থাকে। শ্রুতি পাঠে জানা যায়, বিরোচনও হরিগুরুবিদ্বেষ করিবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন। পুরাণাদি পাঠে জানা যায়, রাবণও ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া বিষ্ণুবিদ্বেষরূপ ফলের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হইয়াছিল। দক্ষ প্রজাপতি ত্রিসন্ধ্যা স্নান, তীর্থ নিষেবন, তপস্যা, কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া তৎসঙ্গে বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি শম্ভুর অবমাননা বা বিদ্বেষ বরণ করিয়াছিল। নির্ব্বিশেষ-মায়াবাদিগণ বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিদ্বেষকল্পে শুষ্কব্রহ্মচর্য্য বা ফল্গুবৈরাগ্যের আবাহন করিয়া থাকেন। আবার দক্ষাদির ন্যায় ব্যক্তি 'মিথুনব্যবায়ধর্ম্মে' (ভাঃ ৬।৪।৫৬) দক্ষতা লাভ করাকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া মনে করেন। সুতরাং ঐরূপ ফল্গুত্যাগ বা ভোগ উভয়ই সম-জাতীয়, বিশুদ্ধনাস্তিকতা মাত্র।

ব্যবহারিক বর্ণবিচার বা অদৈব সামাজিক বিচারের সহিত ভক্তির কোন সম্বন্ধ নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণভজনহীন চারিবর্ণাশ্রমী তাঁহাদের স্ব স্ব কর্ত্তব্য সুষ্ঠুভাবে যাজন করিলেও অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সুষ্ঠুভাবে সদাচারী হইয়া, যজন যাজন অধ্যাপন, ক্ষত্রিয় সুষ্ঠুরূপে প্রজাপালন, বৈশ্য উত্তমরূপে কৃষি বাণিজ্য ও গোরক্ষাদি কার্য্য এবং শূদ্র অতিশয় যত্ন ও পরিপাটীর সহিত উক্ত ত্রিবর্গের সেবা করিলেও ঐরূপ বর্ণধর্ম্ম পালন করিতে করিতেই তাঁহারা হরিভক্তিহীন হইলে রৌরব নরক প্রাপ্ত হইবে। অতএব ঐরূপ বাহ্য বিচারের সহিত নাস্তিকতার সম্বন্ধ থাকিলেও ভগবদ্ভক্তির কোন সম্বন্ধ নাই।

'যত্ন তত্র কবি' বা লেখকগণ অর্থাৎ যাঁহারা একান্ত ভাবে নিষ্কপটে সদ্গুরুপদাশ্রয় পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে অনুক্ষণ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবাতে অধিষ্ঠিত নহেন, তাঁহাদের পদস্খলন অবশ্যম্ভাবী। যেরূপ যাহারা নৃত্যবিদ্যায় অভিজ্ঞ নহে, দৈবক্রমে তাহাদের দুই একটী পদবিক্ষেপ তাললয়ানুযায়ী হইলেও অধিকাংশ স্থলেই তাহাদের বেতালে পা পড়িয়া যায়, কিন্তু যাহারা নৃত্যবিদ্যায় অভিজ্ঞ তাহাদের অজ্ঞাতসারেও যেমন কখনও বেতালে পা পড়ে না, সেই-রূপ যাঁহারা সম্পূর্ণভাবে শ্রৌতপন্থা স্বীকার করেন নাই, দৈবযোগে তাঁহাদের লেখনীতে দুই একটী ভাল কথা বাহির হইলেও প্রায়ই তাঁহাদের লেখনী সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসা-

ভাসাদি দোষদুষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু শ্রীগুরুগৌরাঙ্গে সম্পূর্ণ সেবোন্মুখ ব্যক্তির অজ্ঞাতসারেও সেইরূপ দোষ উপস্থিত হয় না। যাঁহারা নিষ্কপটে শুদ্ধভক্তি আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের আত্মার সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে ভক্তিসিদ্ধান্তটী সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের কখনও সিদ্ধান্ত-বিরোধ উপস্থিত হয় না।

যদি আমরা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হই তাহা হইলে এই সকল কথায় আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। আর যদি প্রতিষ্ঠা খর্ব্বাশঙ্কায় এই সকল সত্য কথাগুলি হৃদয়ে ধারণ করিতে বিরত হই, তাহা হইলে আত্মবঞ্চিত হইব।

শ্রীল ঠাকুরের পত্রাবলী

[২য় লিপি]

(পূর্ব্বে ৫ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যায় ১ম লিপিটী প্রকাশিত হইয়াছেন)

মথুরা—২৪শে কার্ত্তিক ১৩১১

স্নেহবিগ্রহেষু,

আসিয়া অবধি আপনার কোন পত্র পাই নাই ও আপনাকে কোন পত্র লিখিবার অবকাশ পাই নাই। আসিয়া অবধি 'গৌড়ীয়' পাই নাই। গতকল্য শ্রীবৃন্দাবনে তীর্থমহারাজের নিকট ১০ম, ১১শ পাঠ করিলাম এবং ডাকযোগে ১১শ ও ১২শ পাইলাম। * * * 'মণিমঞ্জরী' ঢাকা হইতে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গতকল্য শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামীর সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইল। মধ্য হইতে * * * নামক * * 'ত্রিদণ্ড' সম্বন্ধে কিছু বিদ্রূপাদি করিতেছিল। শ্রীমধুসূদন তাহাকে নিবৃত্ত করাইলেন, এবং আমরাও কিছু শাস্ত্রবিচার বলিলাম। সত্ত্ব সত্ত্ব পলাইল। নতুবা তাহাকে আরও 'শাস্ত্রবিচার শোনান' যাইত।

বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে থাকুন। আমাদের ভ্রমণ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ আমার লিখিবার ইচ্ছাসত্ত্বেও অবকাশ করিয়া উঠিতে পারি নাই। সুতরাং যদি পারি প্রবন্ধ লিখিতেছি। লেখা হইলে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব।

তীর্থ মহারাজ অদ্য বৃন্দাবনে আছেন। * * *

দিল্লীতে 'যন্ত্রমন্ত্র' দর্শন করিলাম, ইহা ভারতীয় প্রাচীন জ্যোতিষীর নভোমণ্ডল দর্শনের ও তাহাদের স্থানগত পরিমিতির ও কাল-যন্ত্রের মানমন্দির। কাশীতে একটী ক্ষুদ্র মান মন্দির আছে বটে, কিন্তু এইটী বৃহৎ। ইন্দ্রপ্রস্থে যোগমায়ার মন্দির ও অনঙ্গপালের ও পৃথ্বীরাজের কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিয়াছি। কুতবমিনারের পরমোচ্চ সোপান ২৪৫ ফিট। * * * হিন্দু-সাম্রাজ্যের হস্তিনাপুর বা পাণ্ডব-নিবাস এবং ইন্দ্রপ্রস্থ প্রাচীন দিল্লীর গৌরব আজও জানাইতেছে। তবে ঐগুলিতে বিজাতীয় লোক থাকায় সেই সকল কীর্ত্তি বিলুপ্তপ্রায়।

কুরুক্ষেত্রে স্যমন্তপঞ্চক, দ্বৈপায়নহ্রদ, ব্রহ্মসরঃ, লক্ষ্মীকুণ্ড ও থানেশ্বরী জগন্নাথের ভবনে মহাপ্রভুর গাদি দেখিতে পাইয়াছি। এই স্থানে মঠ হওয়া আবশ্যক। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বহুদিনের ইচ্ছা ছিল। * * * স্থানীয় একটী লোক বলিল, এই মহাপ্রভুর গাদি বল্লভ-সম্প্রদায়ের; কিন্তু (হিন্দী) ভক্তমালের লেখক শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যপ্রভুর পার্ষদ থানেশ্বরী জগন্নাথকে স্থির করিয়াছেন। সুতরাং বিপ্রলম্ভময় ভগবান্ গৌরসুন্দরের স্থান এই কুরুক্ষেত্র। ইহা বল্লভীয় সম্প্রদায়ের নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের 'আহুশ্চ তে' * শ্লোকের কথিত বাক্য লক্ষ্মীকুণ্ডের তীরে অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু আসিয়াছিলেন

* আহুশ্চ তে নলিননাভ-পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥

(ভাঃ ১০।৮২।৪৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই ভাগবতীয় শ্লোকটী ম ১।৮১ ও ম ১৩।১৩৬ সংখ্যায় ধৃত হইয়াছে

বলিয়াই শ্রীরূপ গোস্বামী 'প্রিয়ঃ সোঽয়ং' + শ্লোক লিখিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে আমরা জম্মু রাজধানীতে অল্পসময়ের জন্য ছিলাম। শ্রীনগর হইতে জম্মুতে আসিতে আমাদের মোটরে তিন দিবস লাগিয়াছিল। পথে অবন্তীপুর এবং ব্রিজব্রেহা অর্থাৎ কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়াছি। ব্রিজব্রেহাতে বহু কৃষ্ণমূর্ত্তি, বিষ্ণুমূর্ত্তি শ্রীনগর যাদুঘরে (Museum) পরিরক্ষিত হইয়াছে। শ্রীনগরে শ্রীমধুসূদন কৌল M. A. Shastry, Research Scholar এর বাড়ীতে গিয়াছিলাম। তিনি আমাদিগকে দুগ্ধ পান না করাইয়া ছাড়িলেন না। কাশ্মীর আম্নায়ের কোন অনুসন্ধান বলিতে পারিলেন না। ইনি আমার সহাধ্যায়ী J. C. Chattarjeeর স্থানে Research Supdt. Officer হইয়া বসিয়াছেন। * * * কাশ্মীর অঞ্চলে আমাদের একটী মঠ ক্রমশঃ হইতে পারিবে। কাশ্মীর প্রদেশে ব্রাহ্মণব্যতীত অন্য কোন হিন্দুজাতি নাই। কৌল সংস্কৃত ভাল বলিতে পারেন। রাওয়ালপিণ্ডি হইতে আমরা দুই দিবস মোটরযোগে শ্রীনগর পৌঁছিয়াছিলাম, কিন্তু জম্মুর পথে ফিরিতে যাইয়া তিনদিন লাগিয়াছিল। শ্রীনগরে মঠ হওয়ার পূর্ব্বে শ্রীর * * * এস্থানে আসিবার আবশ্যকতা নাই। কেননা ঐসকল স্থান একপ্রকার হিন্দুবর্জ্জিত ও আচারপ্রচারহীন। কাশ্মীরী পণ্ডিতগণ সংস্কৃত শাস্ত্রে কুশল বটে, কাশ্মীরের শীতাধিক্যে তাঁহাদের আচার প্রচার অন্যান্যপ্রদেশের হিন্দুদিগের হইতে কিছু ভিন্ন হইয়াছে। যবনদের অত্যাচারও ইহার মূল কারণ। কলিকাতার বর্ষীয়ান্ ঋষিবর মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমান কাশ্মীর রাজের Private Secretary. তিনি কাশ্মীরী পণ্ডিতগণের দরবারে একমাত্র সহায়। মহারাজ হরিসিং পাঁচটী পঞ্জাবী পরিবেষ্টিত হইয়া মুসলমানপ্রিয়। হিন্দুদিগের প্রতি তাঁহার সেরূপ অনুরাগ নাই। বৈদেশিক আচার প্রণালী অর্থাৎ Londonerদের ভাব তিনি অনেকটা পরিহার করিতেছেন। তক্ষশীলা উদ্ঘাটন কার্য্য General Canningham এর সময় হইতে চলিতেছে। কতিপয় প্রাচীন স্থান উদ্ঘাটিত হইয়াছে ও এখনও হইতেছে। Graco-Buddhistic Sculpture প্রদর্শনের জন্য তক্ষশীলাতে একটী ক্ষুদ্র museum (যাদুঘর) আছে। আমরা একখানি Guide খরিদ করিয়াছি, উহা আপনাদের পাঠের জন্য শীঘ্রই প্রেরিত হইবে। মহাভারত-বর্ণিত প্রাচীন ঐতিহ্যের এই সকল স্থান। Rawalpindi জায়গাটী নূতন সহর। তাহার পূর্ব্বে আমরা Lahoreএ ছিলাম। লাহোর রণজিৎ সিংহের সমাধি ও তাঁহার হুজুরীবাগ এবং মোগল-রাজের হস্তান্তরিত দুর্গ ও আলমগিরের মসজিদ দ্রষ্টব্য। এতদ্ব্যতীত সাহাদারা অর্থাৎ জাহাঙ্গীরের সমাধি একটী প্রকাণ্ড কীর্ত্তি। তাহার নিকটবর্ত্তীস্থানে নুরজাহানের সমাধি। লাহোরের পূর্ব্বে আমরা অমৃতসরে ছিলাম। তথায় শিখদিগের কীর্ত্তি 'Golden Temple' (স্বর্ণমন্দির)। শিখদিগের ৪র্থ গুরু রামদাস এই মন্দির ও অমৃতসরোবর নির্ম্মাণ করেন। তিনি তৃতীয়গুরু অমরদাসের জামাতা। ৫ম গুরু অর্জ্জুন রামদাসের পুত্র। ৬ষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ ৫ম গুরুর পুত্র। শিখদিগের ৭ম গুরু হাররায় হরগোবিন্দের পৌত্র। ৮ম গুরু হরিকিষণ ৭ম গুরুর পুত্র। ৯ম গুরু তেজবাহাদুর ৬ষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র। ১০ম গুরু গোবিন্দ ৯ম গুরুর পুত্র। শিখধর্ম্মের প্রবর্ত্তক 'নানক' জনৈক পাটোয়ারী কায়স্থের পুত্র। তিনি নিজে বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন না। আদিগুরুর পুত্রদ্বয় শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীচাঁদ। শ্রীচাঁদ উদাসীন ভক্ত ছিলেন। লক্ষ্মীচাঁদ গৃহব্রতধর্ম্মী ছিলেন। নানকের কিছু বৈরাগ্য থাকিলেও তিনি ভগবদুপাসনার পরিবর্ত্তে মনঃকল্পিত নির্ব্বিশেষবাদের উপাসক ছিলেন। বৈরাগ্যবিশিষ্ট হইলেও তিনি গৃহী ছিলেন। ক্ষত্রিয় বংশের 'লেনা' নামক জনৈক শিষ্যকে স্বীয় pontifical seat (ধর্ম্মযাজকের আসন) প্রদান করেন। লেনা গুরু-অঙ্গদ নামে শিখদিগের ২য় গুরু হইয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য অমরদাস তৃতীয় গুরু। অঙ্গদ বিশেষ কোনও গ্রন্থরচনা না করিলেও নানকের উক্তিসমূহ সংগ্রহ করেন এবং 'গুরুমুখী' নামক নবপ্রচলিত

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥

(শ্রীরূপগোস্বামিকৃত শ্লোক)

—এই শ্লোকটী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ম ১।৭৬, অ ১।৭৯ ও ১১৪ সংখ্যায় ধৃত হইয়াছে।

ভাষা সৃষ্টি করেন। অমর দাসের দৌহিত্রবংশ শিখগণের পরবর্ত্তিগুরুগণ। আদিগুরুত্রয় তাঁহাদের পারমার্থিক চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলেন। ৪র্থ গুরু হইতে ১০ম পর্য্যন্ত গুরুগণ যবনগণের অত্যাচারে উপদ্রুত হইয়া ক্ষাত্রনীতি অবলম্বনে জাতীয়তা রক্ষা করিতে অধিক প্রয়াস পাইয়াছেন। নানকের ভক্তি নিরাকারের উদ্দেশে। দয়ালসিংহ নামক জনৈক শিখ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহিত অনেকটা মিশামিশি করিয়া নানকীয় প্রচারপ্রণালীর সহিত ব্রাহ্মদিগের মিল করিয়াছেন। অমৃতসহরে পূর্ব্বে মুদ্ধক্ষেত্রের স্মৃতি-সংরক্ষণে একটী সুবৃহৎ Khalsa College আছে। উহা Benares Hindu University হইতেও বহুগুণে বৃহৎ। সম্প্রতি হিন্দুগণ Golden Temple এর মত আর একটী Hindu Temple গঠন করিতেছেন। এই প্রদেশে গোলাপের বাগিচা অত্যন্ত অধিক।

মুরাদাবাদ হইতে শম্ভল রেলপথ আছে। শম্ভলগ্রামে * কল্কির আবির্ভাব ভূমি। পৃথ্বীরাজের কীর্ত্তিসমূহ এখনও শম্ভালে যবনের উপদ্রবে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। তবে মন্দিরের অধিকাংশ সকলগুলিই মসজিদে পরিণত হইয়াছে। সাজাহানের পুত্র মুরাদ হইতেই 'মুরাদাবাদ' নামের উৎপত্তি। ইহাই সম্ভলের District Head quarters. এখানে Muradabad metal অর্থাৎ Silverlike metalic ঘটি, dish প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়।

মুরাদাবাদের পূর্ব্বে আমরা নৈমিষারণ্যে (Nimser) † ছিলাম। Misrikhএ সীতার পাতাল প্রবেশের স্থান। Misrikh এর চিড়া অতি উৎকৃষ্ট। ২৲ সের, অতিশয় শুভ্র ও সূক্ষ্ম। শম্ভল হইতে ফিরিয়া মুরাদাবাদ হইয়া আমরা হরিদ্বারে যাই, * * * গঙ্গার ধারে এখানে শঙ্করের একটী মঠ আছে। * * * এখান হইতে হৃষীকেশ যাইবার রাস্তা। আমরা মটোরে হৃষীকেশ পর্য্যন্ত যাইয়া পদব্রজে উচ্চ পর্ব্বতে উঠিয়া লছমনঝোলা গিয়াছিলাম। তথা হইতে মণিকোটী পর্ব্বতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ সাধুদের ভজনের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে দেখিলাম।

সুরযমল ঝুনঝুনওয়ালা ও তৎপুত্র শিবপ্রসাদ এই সকল তপস্বিগণের ১৫০।২০০ কুটীর দূরে দূরে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তথায় কালীকমলেওয়ালার 'আত্মপ্রকাশ' নামক জনৈক শিষ্য সকল সাধুদিগকে প্রত্যহ ভোজন প্রদান করেন। হৃষীকেশে ভরতের মন্দিরই প্রাচীন। কণখলে সতীদেহের অবসানস্থান। উহা হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন স্থান।

এই পত্রখানি বাসুদেবপ্রভুকে এবং অন্যান্য মঠবাসিগণ যাঁহাদের কৌতূহল হয়, তাঁহাদিগকে দেখাইবেন। ভক্তিস্বরূপ গিরি যে ইংরাজী certificate লাভ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া পরমানন্দিত হইলাম। এইরূপ ভাবে স্থানে স্থানে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণ স্ব স্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিলে আমাদের আর আনন্দের সীমা থাকে না। মাধ্বগৌড়ীয়মঠের উৎসব সুচারুভাবে সম্পন্ন হইতেছে জানিয়া সুখী হইলাম। ঢাকার উৎসব সমাপ্ত হইলে ভারতীমহারাজ বোধ হয় কলিকাতায় আসিবেন এবং পর্ব্বত, পুরী ও অরণ্যমহারাজত্রয় পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্নস্থানে আরও কিছুদিন প্রচার করিতে পারেন। স্থানে স্থানে বিভক্ত হইয়া কার্য্য করিলেই সমষ্টিভাবে বৃহৎ কার্য্যের আবাহন হইতে পারিবে। এতৎপ্রদেশের মধ্যে বারাণসীতে মঠ হইয়াছে। নৈমিষারণ্যে মঠ হইতেছে। কুরুক্ষেত্রে মঠ হইবে। মাথুর প্রদেশেও একটী স্থান হইবার সম্ভাবনা আছে। * পরে বোম্বাইপ্রদেশে এবং মান্দ্রাজের কোনও স্থানে দুইটী মঠ হওয়া আবশ্যক। Devotion & Love এর Church (শুদ্ধভক্তি ও প্রেমের প্রচার কেন্দ্র) ভারতের সর্ব্বত্র হওয়া আবশ্যক।

আপনাদের বোধ হয় স্মরণ আছে, মহাপ্রভুর বাণী—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

মহাপ্রভুর নীতি মধ্যে আমরা ক্ষাত্রনীতি, বৈশ্য, শূদ্র ও যবননীতি দেখিতে পাই না। তাঁহার প্রচারিত বাক্য

---

* শম্ভলগ্রামমুখ্যস্য ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ।
ভবনে বিষ্ণুযশসঃ কল্কিঃ প্রাদুর্ভবিষ্যতি॥
(ভাঃ ১২।২।১৮)

† নৈমিশেঽনিমিষক্ষেত্রে ঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ।
সত্রং স্বর্গায়-লোকায় সহস্রসমমাসত॥
(ভাঃ ১।১।৪)

* শ্রীবৃন্দাবনে গত উত্থানৈকাদশীর দিবস "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ" স্থাপিত হইয়াছেন।

হইতে বুঝিতে পারি, তিনি ঋষিনীতির সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমরাও সেই পদানুসরণে ব্রহ্মনীতি ভাগবতধর্ম্ম অবলম্বন করিব।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রার্থনা-বিবৃতি

গোবিন্দ! গোপীনাথ! কৃপা করি রাখ নিজপদে।

কাম-ক্রোধ-ছয়-জনে, লয়ে ফিরে নানা স্থানে,
বিষয় ভুঞ্জায় নানা মতে।

হইয়া মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে॥

অর্থ-লাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণববেশে,
ভ্রমিয়া বুলিয়ে ঘরে ঘরে॥

অনেক দুঃখের পরে, লয়েছিলে ব্রজপুরে,
কৃপাডোর গলায় বান্ধিয়া।

দৈবমায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে,
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া॥

পুনঃ যদি কৃপা করি, এ জনার কেশে ধরি,
টানিয়া তুলহ ব্রজধামে।

তবে সে দেখিয়ে ভাল, নহে বোল ফুরাইল,
কহে দীন দাস নরোত্তমে॥

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের আরাধ্য দেবতা মদনমোহন, গোবিন্দ ও গোপীনাথ। শ্রীকবিরাজগোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের প্রারম্ভে অভিধেয়-বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দদেবের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীল-গোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥"

অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত কল্পতরুর তলে রত্নাগার সিংহাসনে যে শ্রীরাধাগোবিন্দদেব প্রিয়নর্ম্মসখিগণকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া নিত্যকাল সেবিত হইতেছেন, তাঁহাদিগকে আমি স্মরণ করি। প্রয়োজন-বিগ্রহ শ্রীগোপীনাথদেবের সম্বন্ধে লিখিতেছেন,—

"শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥"

গোপীনাথ মাদৃশ গোপললনার অনুগত মণ্ডলীর কল্যাণ বিধান করুন্। যিনি রাসরসে গোপীদিগকে বেণুনিনাদে আকর্ষণ করিয়াছেন, যিনি বংশীবটের তটদেশে অবস্থিত হইয়া রাসক্রীড়ামত্ত, সেই গোপীনাথের কৃপা লাভই মধুররসে জীবের ভজন-পরাকাষ্ঠা। অভিধেয়-বিগ্রহ শ্রীরাধা-গোবিন্দদেব এবং প্রয়োজনবিগ্রহ শ্রীরাধাগোপীনাথ-দেব দয়া করিয়া আমাকে তাঁহাদের অপ্রাকৃত পাদপদ্ম স্থান দি'ন। তাঁহাদের সেবা-প্রবৃত্তি ব্যতীত আমার অন্য বহির্ম্মুখী বৃত্তি বিদূরিত হউক। শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাষ্টকের পঞ্চম পদ্যেও এই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

"অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয়॥"

কাম-ক্রোধ-ছয়-জন—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই রিপুষট্ক জীবকে কৃষ্ণেতর বিষয়ে লইয়া যায়। কৃষ্ণেতরবিষয় মায়ায় অভিনিবিষ্ট করাইয়া কৃষ্ণভোগ্য জীবকে জড়ের ভোক্তা করিয়া তোলে। সে কালে জীব কৃষ্ণপ্রেমে বঞ্চিত হইয়া জড়কামে প্রমত্ত হয়। কাম-ক্রোধাদি কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত না হইলে জীব বিষয়ী হইয়া পড়ে। শ্রীল রূপগোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পশ্চিম বিভাগ প্রেমভক্তিলহরীতে ৬ষ্ঠ শ্লোকে লিখিয়াছেন,—

"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥"

অসৎ কাম প্রভৃতি ছয় রিপুর অসৎ আদেশ প্রতিপালন করিয়া কতই না তাঁহাদের সেবা করিয়াছি! কিন্তু আমার প্রতি তাঁহাদের করুণা হইল না, লজ্জাও হইল না এবং আমাকে পরিত্যাগ করিতে বিরতও হইল না। হে ভগবন্ যদুপতে, এখন কামাদি রিপুবশ্যতা পরিত্যাগ করিয়া অভিজ্ঞ হইয়া আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে আপনার কৈঙ্কর্য্যে নিযুক্ত

করুন। শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিপ্রভু "মনঃশিক্ষায়" ৫ম শ্লোকে লিখিয়াছেন,—

"অসচ্চেষ্টাকষ্টপ্রদবিকটপাশালিভিরিহ
প্রকামং কামাদিপ্রকটপথপাতিব্যতিকরৈঃ।
গলে বদ্ধা হন্যেঽহমিতি বকভিদ্বর্ত্মপগণে
কুরু ত্বং ফুৎকারানবতি স যথা ত্বাং মন ইতঃ॥"

"কাম ক্রোধ-লোভ-মোহ, মদ-মৎসরতা সহ,
জীবের জীবন পথে বসি।
অসচ্চেষ্টা রজ্জুফাঁসে, পথিকের ধর্ম্মনাশে,
প্রাণ লয়ে করে কসাকসি॥
বাটপাড় ছয় জন, অসচ্চেষ্টা রজ্জুগণ
দিয়া গলে করিল বন্ধন।
প্রাণবায়ু গতপ্রায়, রূপরঘুনাথ তায়,
কর ভক্তিবিনোদ রক্ষণ॥"

ভগবান্ বৈকুণ্ঠ বস্তু। তিনি জড়জগতের কোন সীমাবিশিষ্ট বস্তু নহেন। যাবতীয় সীমাবিশিষ্ট বস্তু সেই বৈকুণ্ঠ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে মাত্র। জীব কৃষ্ণবিমুখ হইলে বৈকুণ্ঠসেবা শিথিল হইয়া নিজ পরিমাণবৃত্তি দ্বারা কৃষ্ণেতর বস্তুর উপলব্ধি করে। কৃষ্ণবিমুখ হইলেই জীব মায়ার ভৃত্য হইয়া যায়। আবার ভগবানের সেবা করিতে গিয়া প্রপন্ন হইলে মায়ার বৃত্তি ছাড়িয়া যায়। শ্রীযামুনাচার্য্য বলিয়াছেন, "হে বৈকুণ্ঠলোকনাথ, যাহাতে আপনার ভৃত্যের ভৃত্যের ভৃত্যের ভৃত্য হইতে পারি, এইরূপ আমাকে স্মরণ করুন।—ত্বদ্ভৃত্যভৃত্যপরিচারকভৃত্যভৃত্যভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ।" জীবের নিত্যবৃত্তিই দাস্য। নিত্য ভগবানের দাস্যবিমুখ হইয়া জীব মায়ার প্রভু হইতে অভিলাষ করে, উহাই তাহার মায়াদাস্য। মায়ার দাস হইলেই কৃষ্ণ ভুলিয়া অন্যাভিলাষিতা প্রবল হয়, তখন আর কৃষ্ণভক্তি থাকিতে পারে না। মায়াভিনিবিষ্ট বদ্ধজীবের কৃষ্ণস্মৃতি থাকে না।

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদিবহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুঃখ॥

আবার কৃষ্ণস্মৃতি উদিত হইলে জীবের অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া শুভ আত্মবৃত্তি উদিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।১২।৫৫ শ্লোক)—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি সমং তনোতি চ॥
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্॥

কৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ করিলে জীবের যাবতীয় অমঙ্গল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এবং সর্ব্বশুভ উদিত হয়। গুণরহিত অবিমিশ্র সাত্ত্বিকভাব প্রবল হয়। পরমাত্মভক্তি উদিত হয়। ভগবজ্জ্ঞান, দাস্যবিজ্ঞানে স্বরূপানুভূতি এবং কৃষ্ণসেবা ব্যতীত ইতর ভোগপ্রবৃত্তি বিনষ্ট হয়। শ্রীগীতায়—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

অর্থাৎ জীব নিজবিমুখচেষ্টা দ্বারা মায়া অতিক্রম করিতে পারে না, কিন্তু ভগবচ্চরণে প্রপন্ন হইলে সেই দুস্তারা মায়া হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

বদ্ধজীবের বর্ত্তমান অনুভূতি ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সাহায্যে লব্ধ হয়। স্থূল শরীরে যে ইন্দ্রিয়সমূহ অবস্থিত আছে, তদ্দ্বারাই দৃশ্য জগতের ভোগযোগ্য বস্তুসমূহের ধারণা হয়। বদ্ধাভিমানে জগতের প্রভু হইবার অভিলাষ কৃষ্ণসেবা বাসনা হইতে বিপরীত। জীবের কুণ্ঠা ধর্ম্ম বিগত হইলে আত্মস্বভাব বিকাশিত হইয়া সেবাপ্রবৃত্তি উদিত হয়। জড়েন্দ্রিয় পরিচালনা করিয়া জীবের মাপিয়া লইবার বৃত্তি প্রবল হইলে বৈকুণ্ঠপ্রতীতি হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া সেবাবৃত্তি আবৃত হয়। সে সময় ভগবদ্রূপ, ভগবন্নাম, ভগবদ্দেহোত্থ সুরভি, ভগবানের সুশীতল চরণ, ভগবদধরামৃত আস্বাদন, সেব্যভগবচ্চিন্তা বিপর্য্যস্ত হয়। ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি ভোগতাৎপর্য্যে নিযুক্ত হইলেই অন্যাভিলাষ আসিয়া ভগবৎস্মৃতি হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া সেবাবুদ্ধি রহিত করে। সেইকালে বাহ্যবৈষ্ণব-চেষ্টা ও কপটপরিচয় প্রবল হয়। ইন্দ্রিয়তর্পণের আশা করিয়া রূপ, রস গন্ধাদির গৃহে ভ্রমণচেষ্টা মাত্র লক্ষিত হয়। নিষ্কপট শুদ্ধসেবাপ্রবৃত্তির অভাবেই কৈতব আসিয়া আমাদিগকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাদি চেষ্টাকেই পুরুষার্থরূপে প্রতিপন্ন করে। জন্মজন্মান্তরে স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিতে নিজত্ব স্থাপন করিয়া সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখসাগরে আমরা নিমগ্ন হই। এই সময় মহাবদান্য ভগবান্ বদ্ধজীবের চেষ্টাদর্শনে দুঃখিত হইয়া কৃপারজ্জু গলদেশে বন্ধনপূর্ব্বক স্বীয় ব্রজধামে আকর্ষণ করেন। কিন্তু

আমাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছার অপব্যবহার করিয়া আমরা বিষ্ণুমায়া কর্তৃক বৈমুখ্য ধর্ম্মকে আবাহন করিয়া কৃপাবন্ধন ঘুচাইয়া সঙ্কীর্ণ-সংসারকূপে ডুবিয়া যাই এবং নিজত্ব হারাইতে বসি। আমাদিগের এই বিপত্তি দেখিয়া অহৈতুকী-কৃপাপরবশ হইয়া ভাগ্যহীনের কেশাকর্ষণপূর্ব্বক ভবার্ণব হইতে সংরক্ষণ করিয়া ব্রজধামে আকর্ষণ করিলে আমাদের একমাত্র মঙ্গল ঘটে, নতুবা প্রাণনাশ অবশ্যম্ভাবী। সেবা-ধর্ম্মের বিপর্য্যয়ে ভোগধর্ম্ম আসিয়া আমাদিগকে আপাত-মধুর পরিণামবিষকর কর্ম্মফলভোগবাদে ডুবাইয়া দেয়। তখন আর আমরা আমাদের নিজত্বের উপলব্ধি করিতে পারি না। বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী—মায়ার এই প্রবলা বৃত্তিদ্বয়ের ক্রিয়া আমাদের উপর বিক্রম প্রকাশ করিলে ভগবৎকৃপা-সূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। জন্মজন্মান্তরে ভগবদ্‌বিস্মৃতি ক্রমে স্থূলদেহ ও মন সেবা-বঞ্চিত হইয়া ক্লেশসাগরে ডুবিয়া যায়।

শ্রীমদানন্দতীর্থ-বিরচিত

কর্ম্ম-নির্ণয়

গ্রন্থের বিবরণ

(ভট্টপল্লীনিবাসী শ্রীকানাইলাল পঞ্চতীর্থ-অনূদিত)

এই গ্রন্থে ঋকের সদর্থপ্রতিপাদন দ্বারা, ইন্দ্রাদি-দেবোদ্দেশ্য-বিষয়-ত্যাগ এবং বিষ্ণুমাত্রোদ্দেশ্য-বিষয় সাধনের মহত্ত্ব দেখাইয়া, ঈশ্বর বা যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুরই যে সর্ব্বযজ্ঞ-ভোক্তৃত্বাদি গুণ আছে, প্রথম তাহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরে, অদ্বৈতবাদীদের নির্গুণব্রহ্মবাদ-খণ্ডন, এবং শ্রুতি ও যুক্তি প্রয়োগ দ্বারা অশেষগুণপূর্ণ ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রুতি বলিয়াছেন,—শ্রীবিষ্ণু হইতে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বা করিতেছেন, তাঁহারা কেহই তাঁহার মহিমা সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারেন নাই। সুতরাং পরেও তেমন কেহ তাঁহার তত্ত্ব সম্পূর্ণ জ্ঞাত হইতে পারিবেন না। এইরূপ বহুশ্রুতি তাঁহার মহিমার অসীমতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইহাতে যুক্তিরও একদেশ প্রদর্শন করা হইতেছে।

শ্রীভগবান্ বিশ্বকর্ত্তা, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং, তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞতাদি গুণের সম্ভাবনা অনিবার্য্য। কোনও একটি কার্য্য করিতে হইলে, তৎকার্য্যজ্ঞান পূর্ব্ব হইতে থাকা একান্ত আবশ্যক। অন্ততঃ, যিনি বিশ্বস্রষ্টা, সৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহার যে, কোনও বস্তুজ্ঞানই ছিল না, ইহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। অতএব, নির্গুণবাদ ও অনির্ব্বচনীয়-বাদি-সিদ্ধান্ত যে ভ্রমমূলক তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থে ইহাই সম্প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার সাধক কতকগুলি শাব্দ প্রমাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতাদিতে পাওয়া যায়।

ঈশ্বরে সত্ত্বাদিগুণের অভাববিশেষ লক্ষিত হয়। তাঁহার প্রতি নির্ব্বিশেষবাদীর 'নির্ব্বিশেষ' শব্দের অর্থই প্রকাশ করা দুরূহ হইয়া উঠে। কারণ, প্রত্যক্ষাদি-বিরোধ-প্রযুক্ত, অনির্ব্বচনীয়বাদ নিরাকৃত এবং 'মিথ্যা' শব্দের অভাব-বাচকতা নিশ্চিত হইয়াছে।

স্বতঃসিদ্ধ ঈশ্বরবোধক বেদবাক্য প্রমাণ হইতে পারে না; বেদবাক্য প্রমাণ্য; সুতরাং, ঈশ্বর অসিদ্ধ। ইহা নিরীশ্বরবাদীদের মত।

একটি বালক হাস্য করিল। পরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল—"বালক, তুমি কি হাস্য করিতেছ?" বালক কহিল,—"হাঁ, করিতেছি।" এই উদাহরণে,—বালকের হাসিটি সিদ্ধ; এই সিদ্ধার্থ-প্রতিপাদক ঐ বালকবাক্যটিও প্রমাণ অর্থাৎ সত্য-জ্ঞান সাধক। নিরীশ্বরবাদীর পূর্ব্বোক্ত যুক্তি ইহাতেই খণ্ডিত হয়।

শ্রীবিষ্ণু সর্ব্বগুণযুক্ত। সুতরাং, তিনিই বেদবোধিত কর্ম্মফলদাতা ইন্দ্রাদিদেব-পদবাচ্য। কারণ, ইন্দ্রাদি পদের ব্যুৎপাদ্য তিনিই। শ্রীবিষ্ণুই, পাপরূপ রাগদ্বেষাদি দোষের নিবর্ত্তক। তিনিই ক্ষর ও অক্ষরের অতীত পরম-উপাস্য, ইহা বহুবেদবাক্যদ্বারা প্রতিপাদিত। অতএব, ইহাই যে অভ্রান্ত, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, ঐ সকল আপ্তবাক্যে অকল্পিত (অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ) বাচনিক অর্থের সহিত ইহার (এই সিদ্ধান্তের) বিরোধ লক্ষিত হয় না। একটি শব্দের নানা অর্থের মধ্যে, বাচনিক অবিরোধী অর্থই গ্রাহ্য; কল্পিত তাৎপর্য্য গ্রহণীয় নহে। এ বিষয়ে, এই গ্রন্থে, মীমাংসা-সূত্রাদির সমর্থক বাক্য অনেক পাওয়া যায়।

বিধিবাক্যে লিঙর্থ অবিবক্ষিত। কারণ, শ্রীভগবান্ স্বয়ং গীতাদিগ্রন্থে, কর্ম্ম অপেক্ষা, অদ্বিতীয় মুক্তিসাধন

বলিয়া, জ্ঞানাদির প্রশংসা করিয়াছেন। সুতরাং, রাগ-দ্বেষাদি-পাপনিবর্ত্তক কর্ম্মের আশ্রয় না লইয়া, ভগবজ্জ্ঞান ও ভগবদুপাসনাই সর্ব্বথা অবলম্বনীয়।

মহানাম্নী ঋগাদি ও ভাগবতাদি বাক্য দ্বারাও প্রতিপন্ন হইয়াছে,—ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্য-পূর্ব্বক অনুষ্ঠিতকর্ম্ম, একবিংশতি বৈষ্ণব দিব্যস্থানের অধিকার দান করে।

অচ্যুত-ভাব-বর্জ্জিত নৈষ্কর্ম্ম্য ও অশোভনীয়—ব্যর্থ।

গোবিন্দভাষ্যধৃত ভাগবতশ্লোকানি

ভাগবতীয় শ্লোক	ব্রহ্মসূত্র
২।৯।৩২ ; ৬।৫।৪৭ ; ১।৭।৪-৬	ঐ গোবিন্দভাষ্যভূমিকা
২।২।৩৭ ; ১১।২০।৭	১।১।১
৩।৬।৩৯ ; ১১।২১।৪২	১।১।৪
১।২।১১	১।১।৬
১০।৮।৫	১।১।৭
৯।৪।৬৬	১।১।১৬
১।১।১	১।৩।৩০
১১।১৪।১৬	১।৪।২২
১।১১।৩৮	২।১।২২
১০।৮৭।৩০	২।৩।১৭
১১।২৫।২৬	২।৩।৩৮
১।৩।২৮	২।৩।৪৫
১।১৮।১৪	৩।৩।৯
১১।১০।৪	৩।৩।২৬
৩।৯।৪১	৩।৩।১৭
১১।২০।৩১	৩।৩।২৮
১১।২।৪৫-৪৬	৩।৩।২৯
১২।৩।৫১ ; ৭।৫।২৩-২৪	৩।৩।৩২
৫।১২।১২ ; ১১।১২।১-২ ; ১।২।১৬	৩।৩।৫১
১০।৮৭।১৮	৩।৩।৫৫
২।৩।১০	৩।৩।৬২
১।২।১১-১২	৩।৪।১২
২।২।৩৭ ; ৫।১২।১২	৩।৪।৩৭
১১।২।৫৫ ; ১১।১৪।১৬	৩।৪।৪৩
১১।২।৪১	৪।১।১৪
২।৫।১৩	৪।৪।১৯
২।৮।৬ ; ৯।৪।৬৭ ; ৯।৪।৬৮	৪।৪।২২

প্রচার-প্রসঙ্গ

পূর্ব্ববঙ্গের বিখ্যাত মুদ্রাযন্ত্রালয় ঢাকা মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী ধর্ম্মপরায়ণ সেবোৎসাহী শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে মহাশয়ের সৌজন্য ও বদান্যতায় উক্ত মুদ্রাযন্ত্র হইতে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের 'মণিমঞ্জরী' নাম্নী একখানি দুষ্প্রাপ্য পুস্তিকা গৌড়ীয় ভাষাভাষ্যের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের পুস্তক এই প্রথম প্রকাশিত হইল। তজ্জন্য শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের সেবকগণ ও শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে মহাশয় বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর রচিত শ্রীশরণাগতি গীতি-পুস্তিকার গানগুলি সুললিত ইংরাজী-ভাষায় অনূদিত হইয়া "নদীয়াপ্রকাশ" নামক 'শ্রীভাগবতপ্রেস' হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকার গত ২২শে ও ২৯শে কার্ত্তিকের (১৩৩৩) সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছেন।

কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'শ্রীনামভজন-তত্ত্ব' পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়-বন-মহারাজ কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়া উক্ত মঠের মঠরক্ষক শ্রীযুক্ত অধোক্ষজ দাস-অধিকারী মহাশয়ের সৌজন্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

কলিকাতায়—গত ২০শে কার্ত্তিক শনিবার শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজার দিবস কলিকাতা শ্রীভক্তিভবনে শ্রীশ্রীগিরিধারী জিউর অন্নকূটমহামহোৎসবউপলক্ষে ত্রিদণ্ডী-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভবসাগর মহারাজ, আচার্য্য শ্রীপাদ বাসুদেব পরাবিদ্যাভূষণ বি, এ, প্রমুখ ভক্তগণ গিরিধারী শ্রীবিগ্রহের নিকট শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরী-পাদের শ্রীগোপাল-বিগ্রহের অন্নকূটমহামহোৎসব ও দ্বাপরযুগে ব্রজবাসিগণের গোবর্দ্ধন-পূজার বিষয় পাঠ ও

কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ প্রণবানন্দ-ব্রহ্মচারী প্রভুর সুমধুর কীর্ত্তনে শ্রীলঠাকুর মহাশয়ের সমকালীয় শোভাময় ভক্তি-ভবন মুখরিত হইয়াছিল। ভক্তিভবনস্থ মহোদয়গণের উৎসাহ ও বৈষ্ণব-সেবায় আগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বারাণসীতে—গত ২০শে কার্ত্তিক ৬ই নবেম্বর শনিবার দিবস কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠে মহাসমারোহের সহিত শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতঃকাল হইতেই উষাকীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল। পরে বহু সম্ভ্রান্ত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ-তীর্থ মহারাজের চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে মধ্য চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীর শ্রীগোপাল বিগ্রহের সম্মুখে অন্নকূট-মহোৎসব, ক্ষীরচোরা গোপীনাথের উপাখ্যান পাঠ ও কীর্ত্তন শ্রবণে আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। অবশেষে মহাপ্রসাদ বিতরণ কীর্ত্তনমুখে সমাধা হইয়াছিল। জামালপুর রেলওয়ে হাইস্কুলের সুযোগ্য হেডমাষ্টার ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় বি, এ মহাশয় এই মহামহোৎসবে কায়মনোবাক্যে যোগদান ও আর্থিক সাহায্য করিয়া মঠবাসী ভক্তবৃন্দের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তৎপর শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাদৃষ্টি-প্রার্থনায় উৎসব সমাপ্ত হয়।

ভাগবত মঠে—পণ্ডিত শ্রীপাদ-গৌরদাস-ব্রহ্মচারী মহোদয় বহু সজ্জন-সমক্ষে শুদ্ধাভক্তির কথা প্রচার করিতেছেন। ব্রহ্মচারী মহোদয়ের শ্রীমুখ-নিগলিত হরিকথায় আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই পরমানন্দ লাভ করিতেছেন।

—০—

প্রাপ্ত পত্র

নেয়াইর
১৫ই কার্ত্তিক

সানুনয় নিবেদনমেতৎ :—

মহাত্মন্,

গত ১০ই কার্ত্তিক তারিখ নেয়াইর গ্রামের শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি প্রদায়িনী সভার ১২শ বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হইয়া ১৪ই কার্ত্তিক তারিখে পরিসমাপ্তি হইয়াছে। ঢাকা শ্রীশ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ-শ্রীসভায় যোগদান করিয়া, ১২।১৩।১৪ই কার্ত্তিক 'সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন' বিষয়ে কীর্ত্তন করিয়াছেন, সভাস্থিত হিন্দু-মুসলমান, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই মন্ত্র-মুগ্ধ-প্রায় হইয়া হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন ইতি।

বৈষ্ণব-দাসানুদাস—
শ্রীকালীনাথ দাসগুপ্ত, সম্পাদক।

—•—

শ্রীধাম বৃন্দাবন
২৪শে কার্ত্তিক, ১৩৩৩ সন

আমি গত পরশ্ব এখানে আসিয়াছি। সঙ্গে দেবকী আছে। শ্রীল প্রভুপাদ গতকল্য সাঙ্গোপাঙ্গ সহ এই স্থানে আসিয়াছেন। * * আমি অদ্য অপরাহ্ণে মথুরায় তাঁহার সন্দর্শনে যাইব। গতকল্য শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী মহাশয়ের বৈঠকখানাতে শ্রীল প্রভুপাদ (১) চারিসম্প্রদায়ের ইতিহাস, (২) দশনামী সন্ন্যাসের ইতিহাস, (৩) ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসের ইতিহাস, (৪) গোস্বামী কাহাকে বলে, (৫) কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রাভক্তি, (৬) বিষ্ণুস্বামি, ১ম, ২য় ও ৩য় পর্য্যায়, তাঁহাদের সহিত শিবস্বামিগণের মতভেদ, (৭) মধ্বাচার্য্যের সহিত মহাপ্রভুর মতের পার্থক্য, (৮) শঙ্করের পূর্ব্বেও বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ে দশনামী ও তদ্ব্যতীত আরও ৯৮ নামীয় সন্ন্যাস বর্ত্তমান ছিল, (৯) বর্ত্তমানে সাম্প্রদায়িক বৈভব সম্বন্ধে অজ্ঞতা-নিবন্ধন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ব্যভিচার প্রভৃতি বিষয়ে বহুশাস্ত্রযুক্তি ও গবেষণাপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়কণ্ঠহার গ্রন্থখানি শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয়কে উপহার প্রদান করেন।

দাসাধম—
শ্রীপ্রদীপতীর্থ

বিরহমহামহোৎসব।

শ্রীচৈতন্য মঠে—গৌড় ও ব্রজমণ্ডলের অবধূত-রাজ গৌরজন ওঁ বিষ্ণুপদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামি-মহারাজের অপ্রকটতিথি উপলক্ষে তাঁহার পরম-প্রিয়-নিকেতন শ্রীগৌর-প্রকটস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরে সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য মঠে, শ্রীযোগ-

পীঠে, শ্রীবাস-অঙ্গনে সর্ব্বত্রই সেইদিন শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামিমহারাজের বিরহ-স্মৃতিপূজা সাধিত হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠে—গত শ্রীউত্থানৈকাদশী ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামিমহারাজের অপ্রকট-তিথিদিবস সপার্ষদ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীধাম বৃন্দাবনে সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের আবাহন করিয়াছেন। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-ভক্তিপ্রদীপতীর্থ-মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়বন-মহারাজ, আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ-কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, নিত্যানন্দান্বয় পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু, কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ অধোক্ষজ দাসাধিকারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ এই মঠ প্রাকট্য-সাধনে পরমোৎসাহের সহিত অক্লান্তভাবে সেবা করিয়াছেন। শ্রীমঠ-প্রাকট্যে তিনদিবস পূর্ব্ব হইতেই সংকীর্ত্তনোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীরাধারাণীর রাজ্যে শ্রীরাধামাধবের অন্তরঙ্গ নিজজন শ্রীল গৌরকিশোরের বিরহ মহামহোৎসব মহাসংকীর্ত্তন মুখে সুসম্পন্ন হইয়াছেন। বিস্তারিত বিবরণ আগামী সপ্তাহের গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে—গত ৩০শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার দিবস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামি-মহারাজের দ্বাদশবার্ষিক অপ্রকট মহামহোৎসব উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠে সংকীর্ত্তনোৎসব এবং বক্তৃতা ও শ্রীগ্রন্থ-পাঠ-মুখে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীল গোস্বামিমহারাজের চরিত্র আলোচিত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভবসাগর-মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সহিত শ্রীল গৌরকিশোরের বিরহগাথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীপাদ মুকুন্দবিনোদ বাবাজী মহারাজ ও আচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব-পরাবিদ্যাভূষণ মহোদয়দ্বয়ের বিপুল উৎসাহে ও যত্নে সংকীর্ত্তনোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছেন। গুরু-গৌরাঙ্গের একনিষ্ঠ সেবক আদর্শ ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রণবানন্দ সুললিত সংকীর্ত্তন দ্বারা শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামি-মহারাজের চরণার্চ্চন করিয়াছেন। গত বুধবার ১লা অগ্রহায়ণ দিবস শ্রীমঠে সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছেন।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে—ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে আজ প্রায় একমাস-কাল যাবৎ ভক্ত ও ভগবানের স্মৃতিপূজা সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব-মুখে অনুষ্ঠিত হইতেছেন এবং নিয়মিতভাবে চাতুর্ম্মাস্য ও ঊর্জ্জাব্রত উদযাপিত হইতেছেন। উত্থানৈকাদশী দিবস বৈষ্ণবজগতের একটী পরমোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সর্ব্বসজ্জন-পরিচিত বিশ্রুতকীর্ত্তি বৈরাগ্য-বিগ্রহ অবধূতকুলচূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামিমহারাজের অপ্রকট-তিথি। তদুপলক্ষে ঢাকা মাধ্বগৌড়ীয় মঠে বিপুল আয়োজনে অহোরাত্র গৌরবিহিত সংকীর্ত্তনোৎসব ও তৎপরদিবস সাধারণ মহামহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছেন। এই মহামহোৎসবে সহস্র সহস্র নরনারী—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যোগদান করিয়াছেন। শ্রীএকাদশীর দিবস এবং তৎপরদিবস অহোরাত্র শ্রীমঠে পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দের অবিরাম গতায়াতে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইয়াছিল। সংকীর্ত্তনের উচ্চরোলে শ্রীমঠ মুখরিত হইয়াছিল। মঠের সেবকগণ পরমোৎসাহের সহিত গুরুগৌরাঙ্গের সেবায় কায়মনোবাক্য ঢালিয়া দিয়া সেবার আদর্শ-প্রদর্শন করিয়াছেন। ভূলোকে গোলোকের দৃশ্য উদিত হইয়াছিল। বুধবার দিবস সাধারণ মহামহোৎসব-দিন প্রাতঃকাল হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত সমবেত কণ্ঠে জয়ধ্বনি, 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' শব্দের রোল, চতুর্দ্দিকে অগণিত কণ্ঠের কৃষ্ণ-কোলাহল, সহস্র সহস্র নরনারীর শ্রীমহাপ্রসাদ-সম্মান, দীনদুঃখী ও কাঙ্গালগণকে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে মহাপ্রসাদ ও শ্রীনাম-বিতরণে সমগ্র ঢাকা নগরীকে প্রেম-পীযূষ-প্লাবনে ভাসাইয়া দিয়াছিল।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠে—বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্রে বিপ্রলম্ভরসের পরিপোষ্টা শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামিমহারাজের বিরহ-মহামহোৎসব ভক্তগণের হৃদয়ে অধিকতরভাবে কৃষ্ণান্বেষণ-প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত করিয়া দিউক্। শ্রীপুরুষোত্তম মঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামি-মহারাজের বিজয়-মহামহোৎসব ত সম্পন্ন হইয়াছেন।

সচ্চিদানন্দ মঠে—শ্রীগৌর ও গৌরভক্তগণের পদাঙ্কপূত তীর্থ কটকনগরের শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে গৌর-নিজজন শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামিমহারাজের দ্বাদশ-বার্ষিক নির্য্যাণ-মহামহোৎসব, সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীগ্রন্থাদি পাঠ আলোচনা, ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ-যাজন দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়াছেন। এই বিরহমহামহোৎসবে পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্বগিরিমহারাজের ও অন্যান্য মঠসেবকগণের উৎসাহ ও যত্ন বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে ইতঃপূর্ব্বে উড়িয়া অক্ষরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীশরণাগতিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছেন। এখন উড়িয়া অক্ষরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত গীতাবলী মুদ্রিত হইতেছেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রকাশিত হইবেন।

শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠে—শ্রীযুক্ত হৃদয়চৈতন্য-দাসাধিকারী ও হরিদাস ব্রহ্মচারী মহোদয়দ্বয়ের যত্নে কাশীমঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামি-মহারাজের বিরহমহামহোৎসব বিশেষ পরিপাটীর সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

কুরুক্ষেত্রে—ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ ও গৌর-কৃষ্ণের পদাঙ্কপূত লীলাভূমিতে, গৌরজনের পরমাদরের বিপ্রলম্ভক্ষেত্র শ্রীকুরুক্ষেত্রে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য, শ্রীচৈতন্যের মনোঽভীষ্ট সংস্থাপক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ভক্তগণ সহ শুভাগমন পূর্ব্বক এই স্থান সন্দর্শন এবং এই স্থানে ভক্তগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে "আহুশ্চ তে"—শ্লোক এবং শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের "প্রিয়ঃ সোঽয়ং,"—শ্লোকের মর্ম্মার্থ আস্বাদন ও কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক পরে প্রকাশিত হইবে।

কাশ্মীরে—ভূস্বর্গ আজ ভূবৈকুণ্ঠে পরিণত হইল, কারণ—

যে স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়।
সেই স্থান হয় অতি পুণ্যতীর্থময়॥
(চৈঃ ভাঃ আদি ২।৫১)

* * *

বৈষ্ণবের এই হয় এক স্বভাব নিশ্চল।
তিঁহ জীব নহেন, হন স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
তীর্থ পবিত্র করিতে করে তীর্থভ্রমণ।
সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১০।১৩, ১১)

* * *

কৃষ্ণের উদ্দেশে করে তীর্থ পর্য্যটন।
(চৈঃ ভাঃ আদি ৫।১৮)

* * *

জগতের ভাগ্যে সে তোমার তীর্থ পর্য্যটন।
(চৈঃ ভাঃ আদি ৫।২৮)

কাশ্মীরে, শ্রীনগরে ও জাম্মুতে শ্রীল পরমহংস ঠাকুর সপার্ষদে শুভবিজয় পূর্ব্বক তত্তৎস্থানে স্থানীয় অধিবাসিগণের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচার করেন। জাম্মুতে অনেক বিষ্ণুমন্দির অবস্থিত। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী বাগ্মীপ্রবর শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়বনমহারাজ জাম্মুতে অমরনাথ টেম্পেলের ম্যানেজার লালা রামনাথ মহাশয়ের আন্তরিক চেষ্টা ও যত্নে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত 'ভক্তি'-ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করেন। সভায় বহু গণমান্য পণ্ডিত ও শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। সকলেই এক বাক্যে এইরূপ উচ্চতত্ত্বের কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছেন এবং শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্যতা তাঁহাদের যোগ্যতানুসারে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। এইরূপ দূরদেশের অধিবাসিগণও আজ গৌরজনের কৃপায় শ্রীগৌরকৃষ্ণ-নাম উচ্চারণ করিয়া ধন্য হইতেছেন।

শ্রীধামবৃন্দাবনে—গত ২৫শে কার্ত্তিক ১১ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার দিবস শ্রীধামস্থ ভক্তমণ্ডলীর ঐকান্তিক আগ্রহে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর মহতী সভামধ্যে "শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতার চুম্বক পরে প্রকাশিত হইবে। শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের শুদ্ধভক্তি-প্রচারে নিপুণ ও আন্তরিক চেষ্টা, শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপনে বদ্ধপরিকরতা, শ্রীরূপানুগধর্ম্মের চিরবিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিবার জন্য দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে—ভারতের সর্ব্বত্র, এমন কি পাশ্চাত্য প্রদেশেও নানাভাবে স্বয়ং ও তাঁহার উপযুক্ত ও কৃতিশিষ্যবর্গের দ্বারা এই সকল কথার বহুল প্রচার-চেষ্টা উপলব্ধি করিয়া নির্ম্মৎসর ব্যক্তি-মাত্রেই মুগ্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহাকে বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সংরক্ষক বলিয়া বরণ করিয়াছেন। এই সভায় শ্রীল পরমহংসঠাকুরের অনুগত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয়বনমহারাজও বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

ধানবাদে—ব্রহ্মচারী গৌরগুণানন্দ, শ্রীযতিরাজ ও কামদেব দাসাধিকারী মহোদয় ধানবাদ ও তন্নিকটস্থ বিভিন্নস্থানে হরিকথাপ্রচার এবং আমলাজোড়া প্রপন্না-শ্রমের সেবার জন্য যত্ন করিতেছেন।

ত্রিপুরায়—গত ২০শে কার্ত্তিক শনিবার নারায়ণ-

পুরে অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত স্থানীয় অধিবাসিগণের আগ্রহে অত্রস্থ বাজারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ 'সনাতনধর্ম্ম' সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী ও সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা প্রদানপূর্ব্বক উপস্থিত জনসাধারণের তৃপ্তি বিধান করিয়াছেন।

গত ২৩শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা হইতে ৮॥০ সাড়ে আট ঘটিকা পর্য্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন দাস মহাশয়ের ভবনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ-কীর্ত্তন করেন। স্বামিজীর পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ আনন্দ-প্রকাশ পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের মনের বহুকালের অনেক কুসংস্কারজনিত ভ্রম এবার দূরীভূত হইয়াছে; সমাগত শ্রোতৃগণের মধ্যে সকলেই বিদ্ধাভক্তি ও শুদ্ধাভক্তির পার্থক্য এবং সদ্গুরুচরণে আত্মসমর্পণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন।

গত ২৪শে কার্ত্তিক বুধবার অপরাহ্ণ ৫॥ সাড়ে পাঁচ ঘটিকা পর্য্যন্ত আলিয়ারায় ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বণিক্য মহাশয়ের গৃহে শ্রীপাদ অরণ্যমহারাজ 'সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন'তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়া উপস্থিত জনসাধারণের বিশেষ তৃপ্তিবিধান করিয়াছেন। সমাগত শ্রোতৃগণের মধ্যে সকলেই—'জীব কি, কাহার সহিত তাঁহার নিত্য সম্বন্ধ, প্রেম কি, প্রেমের অধিকারী কে'—এই সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

গত ২৫শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৫ পাঁচ ঘটিকা হইতে ৮॥ সাড়ে আট ঘটিকা পর্য্যন্ত তিতারকান্দিস্থ শ্রীযুক্ত সীতানাথ গাঙ্গুলী মহোদয়ের ভবনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ অরণ্যমহারাজ অতি হৃদয়গ্রাহী ও সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর বিশেষ আনন্দ-বিধান করিয়াছেন।

নিজস্ব সংবাদদাতার তার—

Muttra—15. 11. 26.

Prabhupad's lecture Twelfth at Brindaban highly appreciated. Establishment cermony Krishna Chaitannya math at Nrishinghada Kunja, a magnilicient temple of Brindaban, Chippy Gully, comes off on wednesday. Bhaktas celebrating from today. Party visiting Barshan, Nandagram to-morrow, Jaipur Eighteenth.

— —

Dacca—18. 11. 26. Mahotsab performed successfully. Town Kirtan this morning. Well-preached. Appreciated.

নির্য্যাণ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার আজীবনসভ্য পরম-ভাগবত শ্রীকুঞ্জবিহারী পাইন ভক্তিসুহৃৎ মহাশয় গত ১৭ই কার্ত্তিক বুধবার দিবস স্বধামে গমন করিয়াছেন। শ্রীমহাপ্রসাদ দ্বারা তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র তাঁহার পরলোকগত আত্মার সদ্গতি প্রদান করুন।

—

দ্বাদশ বৈষ্ণব

[ভীষ্মদেব]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১২শ সংখ্যার পর)

সভায় একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইল। তথায় পৃথিবীর সমস্ত রাজা, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি এবং নারদাদি দেবর্ষি ও দেবতাগণও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কে? কাহাকে সর্ব্বপ্রথম অর্ঘ্যদান করিয়া পূজা করা হইবে?—প্রশ্নের বিষয় ইহাই। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতা-মহ ভীষ্মকে বলিলেন,—"হে পিতামহ, আপনিই এ বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্ণয় করুন। বলুন, প্রথম অর্ঘ্য পাইবার উপযুক্ত পাত্র কে?"

মহাজ্ঞানী ভীষ্ম তখন মেঘগম্ভীরস্বরে কহিলেন,—"চারি-দিকে একবার চাহিয়া দেখ যুধিষ্ঠির,—দেখ,—লক্ষ লক্ষ জ্যোতিষ্কসমূহের মধ্যে প্রদীপ্ত প্রভাকরের মত কে এই মহাসভাকে উদ্ভাসিত ও গৌরবান্বিত করিয়া বিরাজ করি-তেছেন! কাহার সমাগমে তিমিরাবৃত প্রদেশে সূর্য্যোদয়ে আনন্দিত—জীবগণের মত এই লোক সকল উল্লসিত—আহ্লাদিত হইয়াছে! এই বিরাট্ সভায় সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ ঐ নক্ষত্র-পুঞ্জ-পরিবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের মত পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বপ্রথম অর্ঘ্যের একমাত্র যোগ্য পাত্র। যাও, অর্ঘ্য আনয়ন কর। পূজা কর তাঁহাকে। এ বিষয়ে আর প্রশ্ন কি করিতেছ?"

শ্রীকৃষ্ণকেই সর্ব্বপ্রথম অর্ঘ্য দেওয়া হইল। তিনিও তাহা যথাবিধি গ্রহণ করিলেন। অমনি সভামধ্যে ঘনাবর্ত্তে সিন্ধুকল্লোলের মত একটি মহাকোলাহল, তুমুল আন্দোলন উত্থিত হইল। দুর্য্যোধন-পক্ষের চেদিরাজ মহাপরাক্রম শিশুপাল স্বগণসহ সভামধ্যে উঠিয়া পাণ্ডবদের এইরূপ অর্ঘ্যদান সম্পূর্ণ অন্যায় হইয়াছে, বলিয়া প্রতিবাদ করিল। নানাবিধ কটুবাক্যে শ্রীকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণানুরাগী ভীষ্ম প্রভৃতি মহাত্মাদিগকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল।

মহারাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণদ্বেষী দুরন্ত শিশুপালকে সান্ত্বনা দিবার জন্য মধুর বাক্যে কহিলেন,—"হে চেদিরাজ, তুমি কাহাকে কি বলিতেছ? কৃষ্ণের মহিমা তুমি কি জান না? ভীষ্মকেও কি চিনিতে পার নাই? নিশ্চয়ই তুমি তাঁহাদের স্বরূপ জ্ঞাত নও; তাই, এরূপ বাক্যপ্রয়োগ করিতেছ! তোমা অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ রাজা, রাজর্ষি এবং মহর্ষিরাও কৃষ্ণকে সর্ব্বোত্তম জানিয়া পূজা করেন। কৃষ্ণের পূজা তাঁহাদের সকলেরই অভিমত। তুমি ধর্ম্মজ্ঞানহীন, তাই তাহার প্রতিবাদ করিতেছ।"

সভামধ্যে উঠিয়া গুরুগম্ভীররবে গাঙ্গেয় আবার বলিলেন,—

"যুধিষ্ঠির, ক্ষান্ত হও। কৃষ্ণবিমুখ, কৃষ্ণদ্বেষী ব্যক্তির সহিত কথা কহাও অনুচিত। কাহার প্রতি বৃথা বাক্য প্রয়োগ করিতেছ? যে যাহা বলে বলিতে দাও। আমরা যোগ্যপাত্রেই অর্ঘ্যদান করিয়াছি। যদি দৈহিক বলের কথাই বল, যদি শ্রীকৃষ্ণকে সামান্য বীরপুরুষ বলিয়াই গণ্য কর, তাহা হইলেও এই মহতী নৃপসভায় এমন কেহ নাই যিনি তাঁহার কাছে পরাজিত হন নাই। কিন্তু, সে কথা তাঁহার পক্ষে অতি সামান্য। তিনি মানব নহেন তিনি অখিল লোকের অধীশ্বর। তিনি যে কেবল আমাদের অর্চ্চনীয়, তাহা নহে। তিনি অখিল লোকে দেবতা-মনুষ্যাদি সকলেরই পূজনীয়! অনন্ত অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যাহারা কখনও সাধুসঙ্গ করে নাই, যাহারা কখনও নিরপেক্ষ সাধুবাক্য শুনে নাই, তাহারা কৃষ্ণের মহিমা জানিবে কিরূপে? আমি বহু জ্ঞানবৃদ্ধ সাধু-মহাত্মার সঙ্গলাভ করিয়াছি। তাঁহাদের শ্রীমুখে আমি সর্ব্বগুণাধার গোবিন্দের অশেষ গুণগাথা শ্রবণ করিয়াছি। সেই সর্ব্ববিৎ ভাগবতগণ আমার সকাশে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ও লীলা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

আমরা স্বচক্ষেও তাঁহার অনেক অলৌকিক ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমরা তাই কথঞ্চিৎ তাঁহার তত্ত্ব অবগত আছি। তিনিই সকলের পূজ্য। আমরা সেই ভূতসুখাবহ জগদর্চ্চিত অচ্যুতের পূজা করিয়া ধর্ম্মসম্মত ও ন্যায়ানুমোদিত কার্য্যই করিয়াছি। আমরা কোনও সম্বন্ধের অনুরোধে বা প্রত্যুপকারের প্রত্যাশায় তাহা করি নাই। কেবল কর্ত্তব্য-বোধেই করিয়াছি।

"তিনি স্বগুণেই সকলের মনোহরণ করেন। স্বভাবতঃই সকলে তাঁহাতে আকৃষ্ট হয়। তাহাতে কোন কারণ প্রত্যক্ষ হয় না। কোন্ গুণের কথা বলিব? এমন কোনও গুণ নাই যাহা শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বোত্তম উৎকর্ষ লাভ করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বোপরি স্থাপন না করিয়াছে!

"শ্রীকৃষ্ণকে মায়ামূঢ় জনেরাই সামান্য মানুষ বা দেবতা জ্ঞান করে। তাহারা জানে না, তিনিই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কর্ত্তা। প্রকৃতি, পুরুষ, এবং তজ্জাত সমস্ত ভূতনিবহের পরম ঈশ্বর তিনিই। তিনিই সর্ব্বমূলাধার। বুদ্ধি, মনঃ ও মহত্তত্ত্ব-আদি সমস্ত বিষয় তাঁহারই একাংশে আশ্রিত। তিনিই সকল আশ্রয়েরও আশ্রয়। চন্দ্রসূর্য্য-আদি সকলেই একমাত্র তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন। যেমন বেদচতুষ্টয়ের অগ্নিহোত্র, ছন্দের গায়ত্রী, মনুষ্যের রাজা, নদীর সাগর, নক্ষত্রমণ্ডলীর চন্দ্র, তেজঃপদার্থের আদিত্য, পর্ব্বত সকলের সুমেরু এবং বিহঙ্গকুলের গরুড় মুখস্বরূপ, সেইরূপ অখিল লোকে শ্রীকৃষ্ণই সকলের শীর্ষস্থানীয়। তাঁহার পূজা কাহার না অভিলষিত? বালক শিশুপাল তাঁহার মহিমা কি জানিবে?"

এই সময় মহাবল সহদেব ভূতলে একটি প্রচণ্ড পদাঘাত করিয়া নির্ভয়ে সেই সভামধ্যে বলিলেন,—"যে ভুবনবন্দিত কৃষ্ণের পূজা সহ্য করিতে পারে না, আমি তাহার মস্তকে এই পদাঘাত করি!" সহদেবের মস্তকে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। এই সময় সেই মহাসভায় মহাত্মা ভীষ্মের সুভাষিত বাক্য সমর্থন করিয়া দেব-ঋষি নারদ কহিলেন,—

> "কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষং নার্চ্চয়িষ্যন্তি যে নরাঃ।
> জীবন্মৃতাস্তু তে জ্ঞেয়া ন সম্ভাষ্যাঃ কদাচন॥"১

(মহাভাঃ সভা ৩৯-৯)।

অর্থাৎ—"যাহারা পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করে না, তাহারা বাঁচিয়াও মৃত, তাহাদের জীবন ব্যর্থ; কৃষ্ণানুরাগী ব্যক্তিগণ তাহাদের মুখদর্শনও করেন না। তাহাদের পাপমুখ দেখিতে নাই।"

(ক্রমশঃ)

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃপরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩, ২৭ নবেম্বর ১৯২৬	১৫শ সংখ্যা

সারকথা

বিদ্যার ফল

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥

চৈঃ ভাঃ আঃ ১৩

বিদ্যার কার্য্য

দিগ্বিজয় করিব বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বর ভজিলে সেই বিদ্যা সত্য কহে॥

ঐ

বিষয়সুখ ও কৃষ্ণদাস্য

যে বিভব নিমিত্ত জগতে কাম্য করে।
পাইয়াও কৃষ্ণদাস তাহা পরিহরে॥
তাবৎ রাজ্যাদি পদ সুখ করি মানে।
ভক্তিসুখ-মহিমা যাবৎ নাহি জানে॥
রাজ্যাদি সুখের কথা সে থাকুক দূরে।
মোক্ষ-সুখ অল্প মানে কৃষ্ণ-অনুচরে॥

ঐ

উচ্চ কীর্ত্তনে নিজ ও পর-উপকার

শুন বিপ্র সকৃৎ শুনিলে কৃষ্ণনাম।
পশু পক্ষী কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম॥
পশু পক্ষী কীট আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে॥
জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে।
উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে পর উপকার করে॥
জপকর্ত্তা হৈতে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনকারী।
শতগুণাধিক ফল পুরাণেতে ধরি॥
শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি আপনারে সবে করয়ে পোষণ॥
উচ্চ করি করিলে গোবিন্দ-সঙ্কীর্ত্তন।
জন্তু মাত্র শুনিয়া পায় বিমোচন॥
জিহ্বা পাইয়াও নর বিনা সর্ব্বপ্রাণী।
না পারে বলিতে কৃষ্ণনাম হেন ধ্বনি॥
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥
দুইতে কে বড় ভাবি বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে॥

চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬

'পাপী' ও বৈষ্ণব 'অপরাধী'

মদ্যপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোন কালে।
পরচর্চ্চকের গতি কভু নাহি ভালে॥
যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে সেই যায় ক্ষয়॥

চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমাদিগের দেহ-ঘরে একজন প্রজা বাস করেন। তাঁহার নাম (জীব-)আত্মা। তিনি যত দিন এই ঘরে বাস করেন, তত দিন ঘরের দরজা জানালা (কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়) গুলি যথারীতি খোলেন বা বন্ধ করেন এবং প্রয়োজনানুসারে ঐগুলি ব্যবহার করেন, কিন্তু এই প্রজা কাহারও সহিত চুক্তি করেন না—কতদিন এই ঘরে বাস করিবেন—কিংবা যাইবার কালে কাহাকেও বলিয়া যান না—কিংবা দরজা জানালা গুলি বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া যান না। ইঁহার গৃহ পরিত্যাগের সময় নাই—তিথি নক্ষত্র নাই, সময় অসময় নাই—মাস-প্রথম, ত্র্যহস্পর্শ, মঘা নাই। পথ ঘাট, স্থান অস্থান নাই। যে ঘরে কত যত্নে বাস করিয়াছেন, যাইবার কালে সেই ঘরের কোন ব্যবস্থাই করিয়া যান না। কিংবা তিনি ছাড়িয়া গেলে এই ঘরের কি দশা হইবে, তাহার চিন্তা একবারও করেন না! কি অদ্ভুত প্রজা!!

রাস্তার ধারে হোটেলে বা সরবতের দোকানে লোক কতক্ষণ থাকে? যতক্ষণ না পেট ভরিয়া খাওয়া হয়, বা তৃষ্ণা নিবারণ করা হয়। তা'র পর? কেহ আর সেখানে অবস্থান করে না।—চলিয়া যায়। কিন্তু এই যে উপরে ঘরের কথা বলা হইল, এই ঘরে কিছু ভোগের জন্য বা কোন বিষয়তৃষ্ণা নিবারণের জন্য আসিয়া, সেই কার্য্য হইয়া গেলে যখন অন্যত্র চলিয়া যাই তখন শোক করি কি?—বা সেই স্থান ত্যাগ করিতে কোন ব্যথা বা আসক্তি বোধ করি কি? —কিংবা অপরেই কি তজ্জন্য শোক প্রকাশ করে?—যদি তাহা না হয়, তবে (জীব-আত্মা) যখন এই দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যান, তখন অপরে শোক করে কেন? এবং আমরাই বা ইহা ছাড়িবার ভয়ে এত ব্যাকুল বা ভীত হই কেন? কেহ কি এ বিষয়ে চিন্তা করেন?

মরা দেহটা যখন আমাদের সম্মুখে পড়িয়া থাকে, তখন আমরা কাঁদি। কেন কাঁদি,—শোক হয় বলিয়া। আচ্ছা, দেহটী যে ভাবে যে অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তাহা ত প্রত্যহই নিদ্রাকালে ঐভাবে পড়িয়া থাকে! তখন আমরা কাঁদি না কেন বা শোকে অধীর হই না কেন?—কারণ, আমরা জানি, ঘুম হইতে আবার জাগিবে—আবার আমাদের সহিত কথা বলিবে—আবার আমাদের চিত্তবিনোদন করিবে—ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান করিবে। কিন্তু মরা দেহটী আর উঠিবে না—আর আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবে না! সুতরাং দেহটী দ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণ বা সুখভোগের সুবিধা হইবে না বলিয়া আমরা কাঁদি!

কেহ কি কখনও দেখিয়াছেন, এই দেহটার মধ্যে কে আছেন, যে থাকার দরুণ দেহটী অমন ভাবে চলা ফেরা করে—আমার সঙ্গে কথা কয়—আমার ভাবের বিনিময়ে ভাব প্রদান করে? কেহ কি জানেন, ঐ দেহের মধ্যে কে, যিনি আমাদিগের সকল ইন্দ্রিয়কে ফাঁকি দিয়া আমাদিগের সকল বুদ্ধিকে ফাঁকি দিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে চলিয়া যান? না—আমরা তাঁহাকে দেখি নাই—বা দেখি না! কিন্তু দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি কি? কিংবা উহা জানিবার জন্য কখনও ইচ্ছা হইয়াছে কি? অনেকে হয় ত জানিবার জন্য ব্যস্ত হই—আকাশে কত তারা, জলে কত মাছ, বাগানে কত ফুল, এক মণ ধানে কত চা'ল, এক টাকায় কত পয়সা,—পর্ত্তুগালের রাজার কয় কন্যা—প্রথম কন্যার পুত্রের কত বয়স—ইত্যাদি কতই না জানি বা জানিবার জন্য এই মানবজীবন ব্যয়িত করি—কিন্তু আসল কথা জানিবার জন্য ইচ্ছা হয় কয়জনার?

আহার, নিদ্রা, ইন্দ্রিয়ের সুখভোগ, ভয়—এই চারিটী ব্যাপারে আমরা বেশ ব্যস্ত! আচ্ছা, এই চারিটী ব্যাপার কি শুধু আমাদিগকেই ব্যস্ত করে? না, পশুপক্ষীদিগকেও ব্যস্ত করে? আমরা সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী বলিয়া দাবী করি! যদি সকল প্রাণীতেই এই চারিটী কাজ সমান ভাবে থাকিল, তবে শ্রেষ্ঠত্ব কোন্ স্থানে? সকল পশুপক্ষীকে আমরা বুদ্ধিবলে বা গায়ের বলে জব্দ করিতে বা ভোগ করিতে পারি বলিয়াই কি আমরা মানুষ শ্রেষ্ঠ! মানুষ কিন্তু তাহাই মনে করে। কিংবা বিদ্যা-বুদ্ধি-বিবেকের জন্য মানুষ শ্রেষ্ঠ, ইহাই কেহ কেহ বলেন। আচ্ছা, যদি তাহাই হয়, তবে এই বিদ্যাবুদ্ধি-বিবেকের বাহাদুরীটা কোথায়?—একের উপর অপরের আধিপত্য বিস্তার—

এককে ভোগের জন্য অপরের প্রবল আকাঙ্ক্ষা—একের মাথায় কাঁটাল রাখিয়া তাহা স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ করাই কি—এই বিবেকবুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব—মানুষ কি এই জন্যই শ্রেষ্ঠ?

মনুষ্যদেহ অপর সকল দেহ হইতে এমন ভাবে গঠিত, উহার ইন্দ্রিয়াদি এমন ভাবে সন্নিবেশিত যে (জীব-আত্মা)—এই দেহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার আত্ম-পরিচয় লাভে সমর্থ হন—এবং তাঁহার সহিত এই দেহের ও অপর দেহের কি সম্বন্ধ, তাঁহার নিত্য-নিবাস কোথায়, কে তাঁহার নিত্যবান্ধব, কে তাঁহার নিত্যপিতা, মাতা, সুত, স্বজন। তাঁহার নিত্যস্বভাব-নিত্যধর্ম্ম-নিত্যকর্ত্তব্য কি, তাহা আত্মা এই দেহপ্রাপ্তিতে জানিতে পারি পরম অর্থ বা ধন লাভ করিতে পারে বলিয়া মনুষ্যজন্ম বা মনুষ্যদেহকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। আমরা এই কথার বিষয় ভাবিয়া দেখি কি?

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে। আমরা বেশ রঙ্গরসে মাতিয়া আছি। বেশ স্ত্রীপুত্রলাভের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছি—করিয়া কতই না বাহাদুরী লইতেছি! বলি, কি, আর কত দিন?—এক দিন ত হঠাৎ এই সব ছুটাছুটি বন্ধ হইয়া যাইবে—একদিন ত এত সাধের বস্তুগুলি অকস্মাৎ বিনা নোটিশে ছাড়িয়া যাইতে হইবে! হায়, হায়, আমাদিগের শ্রেষ্ঠ জন্মের শ্রেষ্ঠত্ব জানিবার অবকাশ কি পাইব না! হায়! হায়! এমন করিয়া কি পশুপক্ষীর অপেক্ষাও হীনভাবে জীবন যাপন করিয়া চলিয়া যাইব? ধিক্ আমাদের শ্রেষ্ঠত্বে ধিক্ আমাদের বাহাদুরীতে—ধিক্ আমাদের চেষ্টাতে!!

শ্রীল পরমহংসঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

[স্থান—শ্রীবৃন্দাবনধাম, শ্রীশ্যামারমণ জিউর মন্দির।
সময়—২২শে কার্ত্তিক, শুক্রবার, অপরাহ্ণ।]

শ্রীধামবাসিগণের চরণসেবা করিবার যোগ্যতা আমার নাই, তবে আপনাদের ইচ্ছা ও শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় গৌরভক্তগণের সেবার জন্য আমি দাঁড়িয়েছি। কেননা, যে গৌরভক্তগণের কৃপাকটাক্ষে সকল আশা—সকল আকাঙ্ক্ষা ও সকল প্রয়োজন অতি সহজে লাভ হ'য়ে যায়, তাঁ'দের শ্রীপাদপদ্ম-স্মরণে আমাদের যে সাফল্য, ত'ার তুলনা আর নাই।

আমরা আমাদের স্বীয় গৌরবে গর্ব্বিত। কখন কোনও কার্য্যারম্ভে পাপ-পুণ্যের বিচার করি, কখনও বা মনে হয়, 'বড় হ'লে অন্যের উপর প্রতিভা বিস্তার ক'রবো'—এ সমস্তই প্রতিষ্ঠা। গৌরভক্ত বলেন, আব্রহ্মস্তম্ব যত আকাঙ্ক্ষা, বস্তুলাভের যত চেষ্টা, ভোগের যে বাঞ্ছা, ভোগের পর যে বিরাগ, তা' সমস্তই অসৎ বা পরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ কালক্ষোভ্য। এরূপ প্রয়াসের লক্ষবস্তু হস্তান্তরিত হ'লে সকলই বিফল ব'লে মনে হয়। কুকুরের লাঙ্গুল সোজা ক'রবার প্রয়াস যেমন ব্যর্থ, তদ্রূপ ভূর্ভুবআদি চতুর্দ্দশ ভুবন ভোগের পরিণতি ও ক্ষণস্থায়ী। কর্ম্মফলবাধ্য ভোগ্যবস্তু পরিবর্ত্তনশীল।

রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ-গ্রহণোপযোগ্য ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে অনেক সময় আমরা অহংগ্রহোপাসক হ'য়ে পড়ি। তখন আমাদের আত্ম-প্রয়াস সুপ্তপ্রায় থাকে। কখন কর্ম্মফলের আশায় পুষ্পিত ত্রিদশপুর বরণীয় বস্তু মনে করি। আবার এই চিন্তা যখন প্রবল হয়, তখন মনকেই 'আমি' ব'লে ভ্রান্ত হই। মনই ভোক্তৃরূপে কার্য্য করে। এই ভোগবৃত্তি আত্মবৃত্তি-ধ্বংসকারক।

আত্মবস্তু জ্ঞানে—স্বয়ংরূপ কৃষ্ণই পরতত্ত্ব বস্তু। শ্রীনারায়ণ তাঁ'র বৈভব-বিগ্রহ এবং বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ বৈভব-প্রকাশ। পরতত্ত্ব কিছু নারায়ণ হ'তে হয় নাই। কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা নিত্য। শ্রীনারায়ণে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের সমগ্র ঐশ্বর্য্য পরিস্ফুট এবং শ্রীকৃষ্ণে নারায়ণের ঐশ্বর্য্যের মধুরিমা বিকশিত। আমরা এ'সব না জেনে আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হ'য়ে বৈষ্ণবের চেষ্টা ও পরতত্ত্ব সম্বন্ধে ভুল করি—তখন সংসারে মিত্রতা, শত্রুতা প্রভৃতিতে ব্যস্ত হই এবং অসতে 'সৎ' ভ্রম হয়।

দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণ সম্পূর্ণ চেতনময়। অচিৎপর বস্তু—অচেতন, ভগবদ্বস্তু—সৎ। ভ্রান্ত হ'য়ে আমরা নিজকে স্বয়ংব্রহ্ম মনে করি। তখন 'সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদ-রহিত প্রভৃতি কুতর্ক হৃদ্দেশ অধিকার করে, তখন

চেতনের বৃত্তি বিলুপ্ত হয়। আত্মা কখন ভোগের জন্য ব্যস্ত হয় না। বদ্ধ মনই মনে করে যে, কৃষ্ণপাদপদ্মে কিছু ভোগের বস্তু আছে। ভগবানের পাদপদ্ম চিন্ময়—আমাদের ভোগের উপকরণ নয়। চেতনার ব্যাঘাত হ'লে চেতনের অস্মিতায় অচেতনকে চেতন ব'লে ভ্রম হয়।

কৃষ্ণই আনন্দ। তাঁহাতে পূর্ণানন্দ আছে। তিনি পূর্ণানন্দময়বিগ্রহ। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে আনন্দে পূর্ণতা নেই—এখানে সমস্ত প্রার্থনা পূরণ হয় না। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে পরিচালিত হ'য়ে মনে করি, অহংগ্রহোপাসনায় বা পতঞ্জলির কৈবল্য-লাভে অখণ্ড আনন্দ আছে। কিন্তু আনন্দ-প্রয়াস আত্মার ধর্ম্ম। মনে যখন আনন্দের প্রয়াস হয়, তখনই আমরা ভোগময় ব্যাপারে উপস্থিত হই। একমাত্র কৃষ্ণ-দর্শনেই কৃষ্ণসেবা নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব'লে ধারণা হয়।

যতদিন পর্য্যন্ত আমরা নানা বিচারে আবদ্ধ থেকে ভোগবাঞ্ছা করি, ততদিন মনে করি যে, জড়েন্দ্রিয় দ্বারা প্রপঞ্চ ভোগ করা যাক্‌। কিন্তু প্রপঞ্চ আমাদের ভোগ্য-বস্তু নহে। যে দিন চিদানন্দ নিরবচ্ছিন্ন নিরন্তর তৈল-ধারার ন্যায় উপস্থিত হ'বে, সে'দিন কৃষ্ণপাদপদ্মে সম্যক বন্ধন হ'বে।

যে-স্থলে সংখ্যাগত এক, দুই, তিন ইত্যাদির উপলব্ধি, সেখানে 'ভেদ-বাদ'। প্রপঞ্চের এই 'ভেদবাদ' চিজ্জগতে পূর্ণ সমতা উপস্থিত করে। তখন জানি, কৃষ্ণই নিত্য চেতনময় বস্তু।

আমাদের নিত্যত্ব, সত্যত্ব, চেতনতা তাঁ'তে পর্য্যবসিত হ'লে (তাঁহাতে ভক্তি হয়। বর্ত্তমানে "ভক্তি", শব্দের নানা অসদ্ভাব এসেছে—যেমন, পিতৃভক্তি, রাজভক্তি, বা পাঠশালার গুরুভক্তি। ভক্তি অর্থে সেবা—"ভজ্ ধাতুঃ সেবায়াম্"; কোন্ বস্তুর mediumএভক্তি সাধিত হ'বে বিচার না হ'লে) আমরা অসুবিধায় প'ড়্‌ব।

> কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
> শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
> হা হা ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
> চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥
>
> (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৪৯)

বর্ত্তমান কাল কলি—বিবাদের যুগ। তাই পরমোজ্জ্বল ভক্তিমার্গ কুতর্কাদি বাগ্‌বিতণ্ডা প্রভৃতি কোটি কোটি কণ্টকে অবরুদ্ধ। এমন অবস্থায় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কৃপা ব্যতীত শুদ্ধা ভক্তির বিচার জানা অসম্ভব। শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রই স্বয়ং কৃষ্ণ—ভগবদ্বস্তু। ভগবদ্ বস্তু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না; যথা (কঠ ১।২।২৩)—

> "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো,
> ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
> যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
> স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥"

ভগবদ্বস্তুর নিত্য অধিষ্ঠান—আনন্দময় অধিষ্ঠান উপলব্ধি না হ'লে সেই বস্তু পাই না। মনোধর্ম্মজীবী নানা প্রকারে ভগবদ্বস্তু না জেনে অন্য বস্তুকে পূজ্য মনে করে। ইন্দ্রিয়জ দর্শনে ভোক্তা-ভোগ্য-ভোগের বিচার না জেনে মনে করে—এইটাই ভোগের বস্তু। মনের দ্বারা ভোগ হয়। কৃষ্ণের সেবা হাড়মাংসে হয় না—চেতনে হয়। পরমাণুবাদে ভগবানের সেবা হ'তে পারে না।

সবিশেষ বিচারে পরতত্ত্ব বস্তু নারায়ণে ও স্বয়ং বস্তুতে পার্থক্য আছে। শাস্ত্রপ্রতিম স্বয়ংরূপ কৃষ্ণে অনন্ত নারায়ণ আছে। কৃষ্ণচন্দ্রই পরতত্ত্ব বস্তু। তাঁ'র স্বয়ংরূপ হ'তে নারায়ণের পরতত্ত্ব। বলদেব বৈভবপ্রকাশ পরমাত্ম-বস্তু। চেতনের বৃত্তি উন্মেষিত হ'লে বুঝ্‌তে কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ বস্তু—আনন্দময় বস্তু। সেখানে মর্য্যাদার অন্তরায় নেই। মর্য্যাদার পূজ্য-পূজক বিচারে সম্যক্ সেবা হয় না। কিন্তু কৃষ্ণ সর্ব্বতোভাবে সেবকের নিত্য সেব্য বস্তু। কৃষ্ণ নশ্বর নহেন। আত্মার নিত্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহার সেবা ক'র্‌তে হ'বে। মনের কল্পনাপ্রভাবে কৃষ্ণসেবা হ'বে না। সম্বন্ধ বা দিব্যজ্ঞান চাই। কৃষ্ণই আরাধ্য ব'লে যাঁ'দের বিচার, তাঁ'র ব্যতীত আমার অন্য কেহ নাই। "কৃষ্ণই একমাত্র আরাধ্য"—এইরূপ প্রতিষ্ঠাই বৈষ্ণবের। ইহাই প্রয়োজন। ভোগ-বাঞ্ছাময়ী জড়প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয় নয়।

সময় খুব সংক্ষেপ। সন্ধ্যারতিরও সময় হ'ল। আজ আর আপনাদের ভজনের অধিক সময় লইব না। কৃষ্ণেচ্ছা হ'লে আবার আপনাদের সেবা করবার প্রয়াস পা'ব। কৃষ্ণের নিত্য সেবকগণের চরণে অনন্ত দণ্ডবৎ।

প্রার্থনা-বিবৃতি

(৯)

"ধন মোর নিত্যানন্দ,　　　পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগল-কিশোর।
অদ্বৈত আচার্য্য বল,　　　গদাধর মোর কুল,
নরহরি বিলসই মোর ॥
বৈষ্ণবের পদধূলি,　　　তাহে মোর স্নান কেলি,
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।
বিচার করিয়া মনে,　　　ভক্তিরস আস্বাদনে,
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ ॥
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট,　　　তাহে মোর মনোনিষ্ঠ,
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।
বৃন্দাবনে চৌতারা,　　　তাহে মোর মন ঘেরা,
কহে দীন নরোত্তম দাস ॥"

এই নবম গীতির দ্বারা শ্রীল ঠাকুর মহাশয় নিজ নৈষ্ঠিক ভজনের বিষয় বর্ণন করিতেছেন। শ্রীরাধাগোবিন্দ এবং শ্রীগৌরলীলার পঞ্চতত্ত্বের সহিত নিজের অবিক্ষেপসাতত্য বলিতে গিয়া নিত্যানন্দকে তাঁহার ভজনবল সম্পত্তি, শ্রীগৌরসুন্দরকে স্বীয় প্রভু, শ্রীঅদ্বৈতকে তাঁহার সম্বল, গদাধরকে স্বীয় বংশ এবং শ্রীগদাধরানুগত নরহরিকে বিলাসসম্ভার ও ভক্তগোষ্ঠীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বর্ণন করিয়াছেন। প্রভু গৌরচন্দ্র সাক্ষাৎ ব্রজরাজনন্দন ও বার্ষভানবীর লীলাবিলাসপর জীবনধন। শ্রীনিত্যানন্দ-সম্বন্ধ ব্যতীত অর্থাৎ শ্রীজগদ্‌গুরু-পাদপদ্ম ব্যতীত বদ্ধজীবের অন্য কোনও সম্পত্তি নাই। তাঁহার পদাশ্রয় করিলেই সকল সম্পত্তি লব্ধ হয়। অথবা অনর্থনিবৃত্তিই শ্রীনিত্যানন্দ-কৃপা। বদ্ধজীব বিষয়কে বহুমানন করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ-মূলক দাস্যের পরিবর্ত্তে প্রাকৃত বস্তুর প্রভুত্ব পরিহার করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে নিত্য প্রভু জানিলেই তাঁহার স্বরূপগত সম্বন্ধ প্রকাশমান হয়। শ্রীগৌরসুন্দরই অভিন্নযুগলকিশোর। তদ্‌ব্যতীত প্রাণহীন দেহের ধারণ। শ্রীরাধাগোবিন্দই প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ। সেই যুগলসেবাকে আশ্রয় করিয়া জীবগণের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত থাকে। সেবাহীন অভক্ত প্রাণহীন চেষ্টা-বিশিষ্ট। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর আচরণই-জীবের হরিভজনের বল। ভগবৎ সেবাই আচার্য্যের শক্তিমত্তা। দুর্ব্বল জড়াভিমানী বদ্ধজীব শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্ন কলেবর কারণার্ণবশায়ীর উপাদান-কারণ শ্রীঅদ্বৈতই শ্রীগৌরসেবা করিবার জীবগণের আদর্শ। তাঁহার জল তুলসী হুঙ্কারে শ্রীগৌরসুন্দর জীবগণকে স্বীয় দাস্যের সুযোগ প্রদান করেন। শ্রীগদাধরাদি শক্তি অন্তরঙ্গা সেবার অধিকারী। শ্রীরূপানুগগণ মধুররসে ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। মধুর রসের সেবকগণের প্রধান শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীগৌরসুন্দরের নয়নাভিরাম হইয়া শ্রীনীলাচলে ক্ষেত্র-সন্ন্যাস প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার অনুগত নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয় ব্রজরসের আনুগত্যে শ্রীগৌরসুন্দরের বিলাসবিগ্রহরূপে গৌড়মণ্ডলে সাহচর্য্য করিয়াছিলেন। শ্রীগদাধর সেই কালে শ্রীনবদ্বীপ-নগরে ব্রজলীলার মধুর রসে শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের হৃদ্‌গত ভাবের পোষণ করেন। চিদ্‌বিলাস-বৈচিত্র্যে অন্তরঙ্গ মধুররসের ভক্তসমাজে নবদ্বীপলীলায় শ্রীনরহরি ঠাকুর মহাশয় নরোত্তমের ভজনাদর্শ। তিনি ব্রজের মধুমতি সখী। শ্রীগদাধরের কুলেই ব্রজের মাধুর্য্যগত সেবাধিকার সহ শ্রীগৌরসুন্দরের উপাসনা বিহিত হয়। বিপ্রলম্ভ-রসাভিব্যক্তিতে ব্রজলীলার সম্ভোগরসের আদর্শ ভ্রম জীবের অনর্থোৎপাদনের হেতু। বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগের পরস্পর যোগ্যতা-বিচারে সম্ভোগের পুষ্টিই বিয়োগ-রস। প্রাকৃত সহজিয়া ও ভজনরহিত কল্পিত রসস্রষ্টাদিগের রসবোধের অভাবে যে অবৈধ সম্মিলন-প্রয়াস বাচালদলে দেখিতে পাওয়া যায়, উহা অজ্ঞতাবিজ্ঞাপী। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীচৈতন্যভাগবতে এরূপ অবৈধ উৎকট প্রয়াস গর্হণ করিয়া বদ্ধজীবকুলকে সতর্ক করিয়াছেন।

"অতএব যত মহামহিম সকলে।
"গৌরাঙ্গনাগর" হেন স্তব নাহি বলে ॥"
(চৈঃ ভাঃ আ ১৫।৩০)

'নদীয়া নাগরী' বাদ বা 'গৌরনাগরী' বাদ গর্হণমুখে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের এই সকল বাক্য নিদর্শনরূপে কার্য্য করে। শ্রীরূপানুগসম্প্রদায় শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী বা শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়-প্রমুখ কেহই শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ-লীলাকে রসাভাস-দোষে দুষ্ট করিবার প্রয়াসের প্রশংসা করেন নাই। পঞ্চতত্ত্বে ঔদার্য্যলীলা প্রকাশিত। সেই ঔদার্য্যের অভ্যন্তরে কৃষ্ণলীলা-মাধুর্য্য প্রকটিত। ঔদার্য্যলীলায় মাধুর্য্যের

বিকৃত প্রতিফলন রসবিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করে ও জীবকে মুক্ত ভূমি হইতে প্রাকৃত ভোগময় রাজ্যে পাতিত করে। শ্রীগদাধর ও নরহরির অন্তরঙ্গভক্তোচিত ব্রজলীলার আনুগত্য শ্রীরূপ গোস্বামী কথিত—

"সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা ব্রজলোকানুসারতঃ॥"
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।১৫১)

—শ্লোকের সমপর্য্যায়ে অবস্থিত। যাঁহারা বৈষম্য দর্শন করেন, তাঁহাদেরই মায়াদেবী স্বীয় বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় দ্বারা আচ্ছন্ন করেন।

বৈষ্ণবকে তাঁহার স্বাভাবিক দৈন্যদর্শনে অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে। বৈষ্ণবের অধমাঙ্গের তলপ্রদেশে যে পদদেশ, তাঁহাকে বহুমানন করিয়া তৎসংশ্লিষ্ট ধূলিকণ বা আবর্জ্জনা-মিশ্রিত পাদোদক-জলে স্নাত হইলে সকল অহঙ্কার ও উগ্র-স্বভাব বিধৌত হইয়া মানজন্য স্নিগ্ধভাব আনয়ন করে। পিতৃলোকের পিপাসা-তৃপ্তির জন্য তদুদ্দেশ্যে জলদানকে সাধারণ লোকে তর্পণ বলে। শ্রীঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন, শ্রীবৈষ্ণবের নামোচ্চারণ করিয়াই আমি তাদৃশ তর্পণ-কার্য্য সামাধা করিব। বৃদ্ধ বৈষ্ণবগণই আমার পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহাদিগের নামই আমার তর্পণের কার্য্য করিবে। উপাধি-চিত জীবের স্বরূপে ভক্তিরসই একমাত্র আস্বাদনীয় বস্তু। এই কথা শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই জানিতে পারা যায়। স্থূল দেহ সূক্ষ্ম-মন—এই উপাধিদ্বয় প্রবল থাকা কালে, জীব কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডে অবস্থান করেন। উপাধিদ্বয়ে আত্মভ্রান্তি বা বিবর্ত্ত হইতেই জীবের কর্ম্মপথে ও জ্ঞানপথে ভ্রমণের রুচি উপস্থিত হয়। উপাধি-বিনির্ম্মুক্তাবস্থায় সুনির্ম্মল আত্মার ভক্তিবৃত্তি। শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত ইতরগ্রন্থ ও শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ন্যাসীদিগের গ্রন্থ কখনই মধ্যস্থ হইতে পারে না। ঐ সকল গ্রন্থ বঞ্চিতগণের বঞ্চনার জন্য মধ্যস্থতা করে মাত্র। পঞ্চতত্ত্বের পঞ্চমতত্ত্ব শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট বা ভুক্তাবশেষ আমার বরণীয় বস্তু। তদ্ব্যতীত অন্য গ্রহণীয় পদার্থ আর নাই। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট বৈকুণ্ঠ বস্তু। তাহাতে মায়ার অবস্থিতি না থাকায় উহাতেই নৈরন্তর্য্য বা নিষ্ঠা। স্থূল সূক্ষ্মজগতে চঞ্চল মন বিচরণশীল হইলে নিষ্ঠার অভাবে বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টে সর্ব্বোত্তমত্ববুদ্ধি থাকে না। পঞ্চতত্ত্বাশ্রিত আমি কোনপ্রকারেই চঞ্চলমনকে তত্ত্ববিরোধী চেষ্টায় কোনও কালেই পরিনিষ্ঠিত করিতে পারি না। আমার বৈষ্ণবের নামে হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠে। সহস্রমুখে তাঁহাদিগের গুণবর্ণনে ও অভিলষণীয় অনুগমনে আমার চিত্ত সর্ব্বদা উৎসাহান্বিত। অনর্থরহিত ব্রজধামে—বৃন্দাবনগোলোকে—চতুঃসীমাবিশিষ্টস্থানে—হরিবিহার-ক্ষেত্রে আমার চিত্ত সর্ব্বদা আবদ্ধ। সেই চত্বরে অর্থাৎ চতুঃসীমা-বিশিষ্ট স্থলাভ্যন্তরে আমার হৃদয় আবদ্ধ অর্থাৎ সেই সীমার বাহিরে চঞ্চলমনের গতি অবরুদ্ধ। এই সকল কথা শ্রীঠাকুর মহাশয়ের নিষ্ঠাবিষয়ক বিনয়মণ্ডিত বাক্য।

চৌতারা—চতুর্দ্দিক বেষ্টিত ক্রীড়াভূমি। মনঘেরা—স্থলে "মনভোরা" পাঠান্তর আছে। 'ভোরা'শব্দের অর্থ 'পরিপূর্ণ'। "আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।"

দ্বাদশ বৈষ্ণব

[ভীষ্মদেব]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪শ সংখ্যার পর)

মহাবিক্রম, মন্দবুদ্ধি শিশুপাল ক্রমশঃ আরও উত্তেজিত হইয়া, সভামধ্যেই একটা অনর্থ ঘটাইবার জন্য অনুগত রাজন্যবর্গসহ মন্ত্রণা করিতে লাগিল। তাহাতে ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির একটু আশঙ্কা প্রকাশ করিলে ভীষ্মদেব আবার কহিলেন ;—"বৎস ভীত হইতেছ কেন? যাহার তেজে মত্ত হইয়া শিশুপাল এত আস্ফালন করিতেছে, তিনিই অচিরে তাহার তেজ হরণ করিবেন। এ-রূপ দুর্ব্বুদ্ধি জীবের আসন্ন মৃত্যুই সূচনা করে। পরমেশ্বর শ্রীহরিই সকলের সংহারকর্ত্তা। সুজনের হৃদয়ে তিনিই সুবুদ্ধি দিয়া সাধুপথে এবং দুর্জ্জনের হৃদয়ে দুর্ব্বুদ্ধি দিয়া অসাধুপথে, ধ্বংসের মুখে প্রেরণ করেন। কোনও ভয় নাই ; কুকুরের আস্ফালন ততক্ষণই, যতক্ষণ না সিংহ জাগরিত হন। আমরা যোগ্যতম জ্ঞান করিয়াই গোবিন্দের পূজা করিয়াছি ; তিনিও সম্মুখে বিদ্যমান্ ; যাহার মরণ নিকট হইয়াছে, সে তাঁহাকে রণে আহ্বান করুক্। সে এখনি মরিবে, দেখিতেও পাইবে।"

অবিলম্বেই শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন-চক্রে, শিশুপাল নিহত হইল। নির্ব্বিঘ্নে, স্বয়ং যজ্ঞেশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, সাধু পাণ্ডবদের যজ্ঞ পূর্ণ হইল। কিন্তু রাজ্যে শান্তি আর অধিক দিন রহিল না। পাণ্ডবদের সুখ-সমৃদ্ধি দেখিয়া দুর্য্যোধনাদি যার-পর-নাই হিংসা-পর হইয়া উঠিলেন। কেবল তাঁহাদের অনিষ্ট-চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যুক্তি করিয়া শীঘ্রই পাণ্ডবদিগকে পাশা-ক্রীড়ায় স্বভবনে আহ্বান করিলেন। রাজধর্ম্ম অনুসারে, পাণ্ডবগণ তথায় আগমন করিয়া দুর্য্যোধন শকুনি প্রভৃতি বিপক্ষগণের সহ ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। পণ রাখিয়া খেলা হইল। নানাবিধ কপটতা অবলম্বনে, দুরভিসন্ধি-পরিচালিত বিপক্ষেরা, পাণ্ডবদিগকে বারম্বার পরাজয় করিয়া, তাঁহাদের ধন জন দেহ সমস্তই জিতিয়া লইলেন; সভামধ্যে সাধ্বী দ্রৌপদীকে আনিয়া যৎপরোনাস্তি অপমান করিলেন। এ-ক্ষেত্রে ভীষ্মদেব উপস্থিত থাকিয়াও, ভবিতব্যতা লক্ষ্য করিয়া, এবং সাধ্বী সতীর লজ্জা-নিবারণে সর্ব্বময় শ্রীকৃষ্ণের আশ্চর্য্য বৈভব-বিস্তার দর্শন করিয়া, স্বয়ং নিশ্চেষ্টভাবেই কৃষ্ণ-চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি লাঞ্ছিতা কৃষ্ণ-শরণাগতা—দ্রৌপদীকেও গূঢ়বাক্যে কহিলেন,—"হে পাঞ্চালি, তুমি এমন বিপন্ন হইয়াও যে পথ নিরীক্ষণ করিতেছ—যে পদ চিন্তা করিতেছ, তাহাই তোমার মত সাধ্বীর সমুচিত আচরণ। পাপের দণ্ড, অন্যায়ের উচিত প্রতিকার, ইহা হইতেই সম্ভব। কে আর কি করিবে?"

এ-ক্ষেত্রে, সাধ্বী দ্রৌপদীর অমিতপ্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া, আপাততঃ ধৃতরাষ্ট্রের কি মনে হইল, ধর্ম্মভয়ে হৃদয়ে সহসা কেমন এক কম্পন আসিল, তিনি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কয়েকটি বর দিলেন। তাহাতেই পাণ্ডবেরা পণমুক্ত এবং দ্রৌপদীসহ রাজলক্ষ্মীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বস্থানে নিরাপদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কয়েক দিবস শান্তিতে অতিবাহিত হইল।

অল্পদিন পরেই দুর্য্যোধনাদির অন্তরের ধূমায়মান বিদ্বেষ-বহ্নি আবার জ্বলিয়া উঠিল। কূট অভিসন্ধি লইয়া আবার তাঁহারা ধর্ম্মপ্রাণ পাণ্ডবদিগকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন। ভীষ্মদেব-বিদুর-আদি মহাত্মারা নিষেধ করিলেও কেহ তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ক্রীড়ায় আহূত হইয়া রাজধর্ম্ম-অনুসারে আবার পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরে আগমন করিতে বাধ্য হইলেন। আবার সেই পণ রাখিয়া দ্যূতযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এবার পণ বড় ভয়ানক। পরাজিত হইলে, দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। কিন্তু, হায়, দুষ্টমতি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের প্রতারণায় এবারেও পাণ্ডবেরাই পরাজিত হইলেন! সাধু-সমাজে হাহাকার উঠিল, দুর্জ্জনেরা পরম আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল। দ্বেষপর দুর্য্যোধনাদির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

সত্য-পালনের জন্য পাণ্ডবেরা দ্রৌপদী ও পুরোহিত ধৌম্য সহ রাজ্য-ত্যাগ করিয়া বন-প্রস্থান করিলেন। অপ্রতিহত কাল-স্রোত বহিয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল। ত্রয়োদশ বৎসরে পাণ্ডবেরা বিরাটনগরে রাজপুরে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। বৎসর অতীত হইলে, দুর্য্যোধন স্বজন-সহ এই স্থলে বিরাট-রাজের গোধন-হরণ করিতে আসিয়া ছদ্মবেশী অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন। শ্রীভগবানের লীলা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সর্ব্ববিৎ ভীষ্মদেবও এ-ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন।

যথাসময় পাণ্ডবেরা পুনর্ব্বার স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহারা অতঃপর সাধুপথে নির্ব্বিবাদে জীবন যাপন করিবার জন্য পাঁচ খানি মাত্র গ্রাম ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু, তাহাতেও সর্ব্বগ্রাসী দুর্য্যোধন মহাদর্পে উত্তর করিলেন,—"আমরা পাণ্ডবদিগকে বিনা রণে সূচ্যগ্র পরিমিত ভূমিও দিব না।" সুতরাং, এবার উভয় পক্ষেই যুদ্ধই অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। আসন্নমৃত্যু দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা ভীষ্ম-বিদুর-কৃপ-আদি কাহারও হিতবাক্য গ্রহণ করিলেন না। তাঁহারা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। অবস্থা বুঝিয়া পাণ্ডবেরাও যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। যদুনাথ শ্রীকৃষ্ণও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্ম-পরায়ণ রাজন্যবর্গ সকলেই দেশদেশান্তর হইতে আসিয়া পাণ্ডবদের সহিত মিলিত হইলেন। সমচরিত্র রাজারাই অপরপক্ষে দুর্য্যোধনাদির সাহায্যে সমাগত হইলেন।

অচিরকাল মধ্যেই উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কৌরব ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের পক্ষে, প্রথমেই ভীষ্মদেব সেনাপতি হইয়া কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। পাণ্ডব পক্ষে সেনাপতি হইলেন পার্থ; তাঁহার শ্বেতাশ্ব-রথে সারথি

—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। এই যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা—তিনি অস্ত্র ধারণ করিবেন না। ভক্তোত্তম ভীষ্মদেব কিন্তু তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন।

যুদ্ধের তৃতীয় দিবসে কৌরবদের অত্যন্ত বলক্ষয় হইতে দেখিয়া, দুর্য্যোধন ভীষ্ম-সকাশে উপস্থিত হইয়া অতীব কাতর বাক্যে কহিলেন,—"হে পিতামহ, বড় দুঃখের বিষয়, আপনি থাকিতে আমাদের এত দুর্গতি হইতেছে! বোধ হয় আপনি পাণ্ডবদেরই হিতার্থী হইয়া, মনোযোগ-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছেন না! এরূপ কার্য্য আপনার যোগ্য নহে। আমি আপনাদের ভরসাতেই এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি।"

উত্তরে ভীষ্মদেব কহিলেন,—"রাজন্,—তোমার ইহা বৃথা অনুযোগ মাত্র! এ যুদ্ধের ফল এইরূপ হইবে। পাণ্ডবগণ জগতে অজেয়; কারণ কৃষ্ণাশ্রিতজনকে জয় করিতে পারে, এমন শক্তি দেব-নরে কাহারও নাই। আমি তোমার মঙ্গলের জন্য এরূপ উদ্যম হইতে নিবৃত্ত হইতে বারম্বার বলিয়াছি। তুমি তাহা গ্রাহ্য কর নাই। এখন আমি আর কি করিব? যথাসাধ্য আমি যুদ্ধ করিতেছি। আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। তথাপি আজ আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আজ তোমরা দেখিবে,—আমি সসৈন্য সবান্ধব পাণ্ডবগণকে সর্ব্বলোক সমক্ষে নিরস্ত করিব।"

ঐ দিন ভীষ্ম ভীষণতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সম্মুখে পাণ্ডব ও তাঁহাদের সহকারী শূরগণ সকলেই ক্ষত-বিক্ষত ও পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবপক্ষে ঘোর হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল। সকলেই সত্রাসে বলিতেছেন,—"ভীষ্মের ভীম-অস্ত্রে আজ আর পাণ্ডবদের রক্ষা নাই।" কালমূর্ত্তি মহাবীর গাঙ্গেয় শরাসন মণ্ডলীকৃত করিয়া আশীবিষ-সদৃশ অগ্নিময় শরনিকর নিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। শরজালে দিগ্‌বিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া, পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণের নামোল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। তিনি অতি চমৎকার যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করিয়া, রথমার্গে ইতস্ততঃ অলাতচক্রের ন্যায় নৃত্য করিতেছেন। তখন, সবিস্ময়ে সকলে এক ভীষ্মকে যেন শত শত রূপে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে মায়াময় মনে করিলেন। এই সময় যে কেহ তাঁহার সম্মুখীন হইলেন, তিনিই তাঁহার অব্যর্থ-অস্ত্রে নিহত হইয়া ভূপতিত হইলেন। আর সহ্য হয় না! পাণ্ডবসৈন্যগণ এইবার রণে ভঙ্গ দিয়া দ্রুত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। বিপন্নের আর্ত্তনাদে ভূতল গগন পূর্ণ হইল।

শ্বেতাশ্ব-স্যন্দনে মহাবীর পার্থকে লইয়া এইবার শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের পুরোবর্ত্তী হইলেন। অমনি ভীষ্মার্জ্জুনে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম বাধিল। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ভীষ্মের নিশিত শায়কে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া বিষাণবিক্ষতদেহ গর্জ্জমান বৃষভদ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। অর্জ্জুন, সমরে সংহারমূর্ত্তি—শান্তনুকুমারকে প্রতি মুহূর্ত্তে অসংখ্য সৈন্য ও প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষদিগকে নিপাত করিতে দর্শন করিয়াও, আচার্য্যের গৌরব রক্ষা করিয়া শ্লথহস্তে শরক্ষেপ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি আরও দেখিলেন, মহাবল ভীষ্মের দুঃসহ প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া, হতাবশেষ পাণ্ডব-চমূ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতেছে। ভীষ্মের অজস্র শরজালে দশদিক্ আবৃত হইয়াছে; দিক্ বিদিক্ ভূমি ভাস্কর কিছুই দেখা যাইতেছে না। বোধ হইতেছে, মহাবীর গাঙ্গেয় আজই সমূলে পাণ্ডবকুল ধ্বংস করিবেন। এ-সকল স্বচক্ষে দর্শন করিয়া, এখনও মোহ-মুগ্ধ অর্জ্জুন কর্ত্তব্য-পালন করিতেছেন না! অমনি মেঘ-মন্দ্রে মহাপ্রভাব বাসুদেব বলিয়া উঠিলেন,—

"চাহি না,—কাহাকেও আমি চাহি না! যাও,—যে যেখানে আছে পলায়ন কর! আমিই একাকী আজ ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি বিপক্ষগণকে সংহার করিয়া ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করিব!"

এই বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শনকে স্মরণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই তরুণার্কবর্ণ মহাচক্র তাঁহার করগত হইল। আর চক্ষের পলকে চক্রপাণি বাসুদেব, রথ পরিত্যাগ করিয়া, প্রচণ্ডবেগে ভীষ্মের প্রতি ধাবিত হইলেন। তাঁহার পদভরে পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল। মহাসত্ত্ব শান্তনব শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপে আগমন করিতে দেখিয়া, ধনুর্ব্বাণ-সহ যোড়হস্তে অবিচলচিত্তে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন;—

"এহেহি দেবেশ জগন্নিবাস
নমোঽস্তু তে মাধব চক্রপাণে।
প্রসহ্য মাং পাতয় লোকনাথ
রথোত্তমাৎ সর্ব্বশরণ্য সংখ্যে॥

ত্বয়া হতস্যাপি মমাস্তু কৃষ্ণ,

শ্রেয়ঃ পরস্মিন্নিহ চৈব লোকে

ত্বত্তাপিতোঽস্ম্যন্ধকবৃষ্ণিনাথ

লোকৈস্ত্রিভির্নীর ভবাভিধানা'

"* * * * * হে কৃষ্ণ,

হে দেবেশ, হে দীনেশ এস কৃপা ক'রে।

"হে ভূতশরণ্য প্রভো, সর্ব্বলোকপতি,

হে জীবজীবন, নাথ, জগৎ নিবাস,

পতিত-পাবন, তব পদে করি নতি ;

এস, এস, অবিলম্বে কর মোরে নাশ।

(ক্রমশঃ

পর-উপকারী কে?

প্রসন্নসলিলা জাহ্নবী তাঁহার পূতধারায় শ্রীধাম নবদ্বীপের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা। নবদ্বীপের প্রায় অর্দ্ধাংশ এক তীরে, অপরাংশ অপর তীরে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যখন গৃহস্থজীবনের আদর্শ স্থাপনচ্ছলে স্বয়ং গার্হস্থ্যলীলার অভিনয় করিতেছিলেন, সেই সময়ে নবদ্বীপে লক্ষ লক্ষ লোকের বসতি ছিল। বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ব্রাহ্মণ নবদ্বীপে আসিয়া বসতিস্থাপন করিয়াছিলেন। এই সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে যদিও অনেকে জড়বিদ্যাধনে ধনী ছিলেন, যদিও বা অনেকে কর্ম্মকাণ্ডে নিপুণ ছিলেন, অনেকেরই কৃষ্ণভক্তি ছিল না। বিশেষতঃ তৎকালে তথায় ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন কতক ব্রাহ্মণব্রুব বাস করিত; তাহারা মদ্যপান, গোমাংস ভক্ষণ, পরস্বাপহরণ, পরদারগমন প্রভৃতি কার্য্যে সাতিশয় আসক্ত ছিল। ইহাদিগের মধ্যে

নবদ্বীপে বৈসে এক ব্রাহ্মণ কুমার।

তাহার সমান চোর দস্যু নাই আর।

এই ব্রাহ্মণ কুমার—

যত চোর দস্যু তার মহা-সেনাপতি।

নামে সে ব্রাহ্মণ, অতি পরম কুমতি॥

ব্রাহ্মণ দয়ার আধার, সরলতার খনি, ক্ষমার আদর্শ, কিন্তু ইঁহার

পরবধে দয়া মাত্র নাহিক শরীরে।

বিশেষতঃ সৎসঙ্গ বর্জ্জন পূর্ব্বক—

নিরন্তর দস্যুগণ সংহতি বিহরে॥

ব্রাহ্মণকুমার প্রতি দিবস এই জাতীয় কুকর্ম্মে লিপ্ত থাকে। পতিতপাবন, অবধূত-শিরোমণি নিত্যানন্দপ্রভু পতিত-উদ্ধারকার্য্যে ও পাষণ্ডদলনকার্য্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বেশে নদীয়ার পথে চলিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গে সুবর্ণ, প্রবাল, মণি, মুক্তা, দিব্যহার প্রভৃতি বহু মূল্যবান্ অলঙ্কার শোভা পাইত। অবধূতের দেহে বহুমূল্য অলঙ্কার দর্শনে

হরিতে হইল দস্যু ব্রাহ্মণের মন।

স্বীয় কার্য্যোদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে নিত্যানন্দ প্রভুকে নির্ব্বোধ পাগল ভাবিয়া

মায়া করি নিরবধি নিত্যানন্দসঙ্গে।

ভ্রময়ে তাঁহার ধন হরিবার রঙ্গে।

কিন্তু লোকা দস্যু বুঝিতে পারিল না বোকা বা পাগল কে? কাহাকে ফাঁকি দিবার জন্য সে বিবিধ ফাঁদ পাতিতেছে। পরমদয়াল নিত্যানন্দ প্রভু দস্যুর মনোবৃত্তি ও চেষ্টা সন্দর্শনে তাহার সকল পরিচয় পাইয়াও তাহাকে ঘৃণা না করিয়া তাহার উদ্ধারের উপায় করিলেন।

হিরণ্যপণ্ডিত নামে নবদ্বীপে এক মহা অকিঞ্চন সুব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সেই ভাগ্যবন্তের গৃহে যাইয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বিরলে বাস করিতে লাগিলেন। দস্যু ব্রাহ্মণ তাহার স্বার্থসিদ্ধির এই সুযোগ পাইয়া

লইয়া সকল দস্যু করয়ে যুকতি।

আরে ভাই সবে আর কেনে দুঃখ পাই।

চণ্ডীমায়ে নিধি মিলাইলা এক ঠাঞি।

ঐ দেখ ঐ অবধূতের গায়ে সোণা মুক্তা হীরা কত বহুমূল্য অলঙ্কার!

আমরা এত কাল দস্যুবৃত্তি দ্বারা কত অলঙ্কার অপহরণ করিয়াছি, কিন্তু এই অলঙ্কারগুলি এত মূল্যবান্ যে এইগুলির মূল্য নির্দ্দেশ করা কঠিন। আজ চণ্ডীমা'র কৃপায় একটা বড় শিকার জুটিয়াছে। হিরণ্য ঠাকুর দরিদ্র লোক—ভাঙ্গা ঘর—লোকজন কেহ নাই। ভাই, সোণায় সোহাগা! একে ত লোকটা পাগল, তার মধ্যে দরিদ্রের বাড়ীতে একা রহিয়াছে। সুতরাং

ঢাল খাঁড়া লই সবে হও সমবায়।

আজি গিয়া হানা দিব কতক নিশায়॥

এই ভাবে দস্যুগণ যুক্তি করিয়া রাত্রিকালে

খাঁড়া ছুরি ত্রিশূল লইয়া জনে জনে।
আসিয়া বেড়িল নিত্যানন্দ যেই স্থানে॥

নিশার অন্ধকারে দস্যুগণ দূরে একস্থানে বৃক্ষান্তরালে রহিয়া এক চর পাঠাইয়া জানিল, নিত্যানন্দ প্রভু ভোজন করিতেছেন। এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া ভক্তগণ কৃষ্ণানন্দে মত্ত হইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। নিত্যানন্দপ্রভুর দাসগণ মধ্যে—

কেহ করে সিংহনাদ কেহ বা গর্জ্জন।
রোদন করয়ে কেহ পরানন্দ রসে।
কেহ করতালি দিয়া অট্ট অট্ট হাসে॥
হৈ হৈ হায় হায় করে কোন জন।
কৃষ্ণানন্দে নিদ্রা নাহি, সবাই চেতন॥

কি মুস্কিলের কথা! লোকটা খাবেত খাক্! খাবার সময় অমন করিয়া পাষণ্ডগুলি আবার চীৎকার নাচানাচি করছে! বড়ই অসুবিধা করলে। চর গিয়া এই সংবাদ দিল। চরমুখে নিত্যানন্দ প্রভু ও তাঁহার ভৃত্যগণের জাগরণের সংবাদ পাইয়া দস্যুগণ ভাবিল, কিছুকাল পরে সকলেই ঘুমাইয়া পড়িবে। তখন স্বচ্ছন্দে চুরি করিবার সুবিধা হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা এই বলিয়া মনকলা খাইতে লাগিল—

কেহ বলে মুঞি নিব মুকুতার মালা।
কেহ বলে মোহার সোণার তাড়বালা॥
কেহ বলে মুঞি নিব কর্ণ-আভরণ।
স্বর্ণচার নিমু মুঞি বলে কোন জন॥

এমন সময় নিত্যানন্দ প্রভুর ইচ্ছায় ভগবতী নিদ্রা আসিয়া সকল দস্যুর চেতনা অপহরণ করিলেন এবং একে একে সকলে মনকলা খাওয়া পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতে নিদ্রার আবেশে ঢলিয়া পড়িল। সকলেই প্রভুর মায়ায় মোহিত ও অচেতন হইয়া তথায় পড়িয়া রহিল, এদিকে দিবাকর কাহারও সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া নিরপেক্ষতার ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার আদর্শ-বিগ্রহরূপে উজ্জ্বলদেহে বৃক্ষান্তরাল দিয়া ভূশায়িত দস্যুবৃন্দের নিদ্রাবিষ্ট নয়নে স্বীয় আগমনবার্ত্তা জানাইলেন। কিন্তু তবুও তাহারা অচেতন। বনের অবেতনভুক্ ভৃত্য কাকগুলি কা কা-রবে যেন কৃতজ্ঞতাবশে দস্যুগণের বিপদ্‌বার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিল। দস্যুগণ তখন ব্যস্ত হইয়া চক্ষু মেলিয়া দেখিল, নিশার অন্ধকার নাই—পথে নির্জ্জনতা নাই। তখন তাড়াতাড়ি বনমধ্যে ঢাল খাঁড়া ফেলিয়া সকলে বিগত রজনীর দুর্ব্বুদ্ধিতা ও পাপ বিধৌত করিবার জন্য গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেল।

দস্যুগণ স্নানান্তে নিজ নিজ স্থানে গমন করিবার পূর্ব্বে পরস্পরকে নিদ্রায় অভিভূত হইবার জন্য দোষারোপ করিতে লাগিল। দস্যুপতি ব্রাহ্মণকুমার ভাবিল, ইহা কাহারই দোষ নহে,—

বুঝিলাম চণ্ডী আজি মোহিলা আপনে।
বিনি চণ্ডী পূজিয়া গেলাঙ তে কারণে॥

সুতরাং—

ভাল করি আজি সবে মদ্যমাংস দিয়া।
চল সবে এক ঠাঞি চণ্ডী পূজি গিয়া॥

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সকল দস্যু মদ্যমাংস দিয়া চণ্ডীপূজা করিল। তাহারা মোহান্ধ—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রভুত্ব বুঝিবে কি করিয়া? পেচক কি কখনও সূর্য্যের কিরণ দেখিতে পায়?

দস্যুগণ চণ্ডীকে তৃপ্ত করিয়াছি ভাবিয়া মনের আনন্দে ও উল্লাসে সেই দিন মহানিশায় যখন সমগ্র জগৎ নিদ্রিত, তখন পুনরায় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে আক্রমণ করিবার জন্য নানা অস্ত্র লইয়া বীরের বেষ নীলবস্ত্রাদি পরিয়া তথায় গিয়া দেখিল, কুটীরের চতুর্দ্দিকে বহু অস্ত্রধারী পদাতিক নিরন্তর হরিনাম করিয়া বেড়াইতেছেন। ইঁহাদের সকলের গলায় মালা ও সর্ব্বাঙ্গে চন্দন। ভিতরে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নিদ্রার অভিনয় করিতেছেন। কোন অবধূতকে দর্শনাভিলাষী কোন ধনীর সহিত এই সকল পদাতিক আসিয়া থাকিবে। সুতরাং ধনী শীঘ্রই চলিয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পদাতিকগণও চলিয়া যাইবে, তখন আমাদের সুবিধা হইবে এইরূপ ভাবিয়া দস্যুপতি বলিল—

অতএব চল সবে আজি ঘরে যাই।
চুপে চাপে দিন দশ বসি থাকি ভাই॥

যখন দস্যুগণ দেখিতে পাইল, পদাতিকগণ চলিয়া গিয়াছে, অবধূত

সর্ব্ব নবদ্বীপে করে স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন ক্রীড়া ভোজন শয়ন॥

তখন

আর বার যুক্তি করি পাপী দস্যুগণ।
আইলেন নিত্যানন্দ চন্দ্রের ভবন॥

সেই দিবস নিশাদেবী যেন ঘোরতমকৃষ্ণাম্বরে স্বীয় দেহ আবৃত করিয়া এবং ধরাপৃষ্ঠে সেই কৃষ্ণাম্বর বিছাইয়া জগদ্বাসী জীবের চিত্তে ভীতি জন্মাইয়া বিহার করিতেছিলেন। ফলে নদীয়ার পথঘাট নির্জ্জন। সেই অন্ধকার নীরবতা ও নির্জ্জনতার আশ্রয়ে দস্যুগণ সেই কুটীরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবামাত্র

সব হৈল অন্ধ কেহ চাহিতে না পারে।
সবে হইলেন হত প্রাণ-বুদ্ধি-মনে।

ফলে

কেহ গিয়া পড়ে গড়-খাইর ভিতরে।
জোঁকে পোকে ডাঁসে তারে কামড়াইয়া মারে॥
উচ্ছিষ্ট গর্ত্তেতে কেহ কেহ গিয়া পড়ে।
তথায় মরয়ে বিছা পোকের কামড়ে॥
কেহ কেহ পড়ে গিয়া কাঁটার উপরে।
সর্ব্ব অঙ্গে ফুটে কাঁটা নড়িতে না পারে॥
খালের ভিতরে গিয়া পড়ে কোন জন।
হস্তপদ ভাঙ্গি কেহ করয়ে ক্রন্দন॥
সেই খানে কারো কারো গায়ে আইল জ্বর।

অকস্মাৎ এই দুরবস্থায় পড়িয়া দস্যুগণ নানা কথা ভাবিতে লাগিল, এমন সময়ে

শিলাবৃষ্টি পড়ে সর্ব্ব অঙ্গের উপরে।
প্রাণ নাহি যায়, ভাসে দুঃখের সাগরে॥

এমন সময়ে ভীষণ বজ্রপাতে সকলে ত্রাসে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে মহাবৃষ্টিতে দস্যুগণ ভিজিতে লাগিল। নিত্যানন্দদ্রোহী আসিয়াছে জানিয়া ক্রোধে ইন্দ্রদেব তাঁহার কোপ ও বিক্রম প্রকাশ করিলেন।

এমন সময়ে দস্যুপতি ব্রাহ্মণকুমারের অকস্মাৎ স্মরণ হইল—নিত্যানন্দ মানুষ নহে। উনি নিশ্চয়ই ঈশ্বর, মনুষ্য কখনই এইরূপ করিতে পারে না। তিনি একদিন আমাদিগকে নিদ্রার ছলে মোহিত করিলেন। অপর দিন পদাতিকে ঘেরিয়া থাকিল। তাঁহার এই সকল অদ্ভুত দয়ার কার্য্য আমি বুঝিতে পারি নাই। এত ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন, হায়! তবু আমার চৈতন্য হয় নাই! আমি যেমন পাপিষ্ঠ, ঠিক তাহার যোগ্য শাস্তি হইয়াছে! আমি স্পর্দ্ধা করিয়া প্রভুর ধন অপহরণ করিবার বুদ্ধি করিয়াছি। হায়

এ মহাসঙ্কটে মোরে কে করিবে পার।
নিত্যানন্দ বহি মোর গতি নাহি আর॥
এত ভাবি দ্বিজ নিত্যানন্দের চরণ।
চিন্তিয়া একান্তভাবে লইল শরণ॥

বিপন্ন অবস্থায় সেই মহানিশায় ব্রাহ্মণকুমার ভূপতিত হইয়া হৃদয়ে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে প্রভু ও উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া জানিল এবং এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিল—

রক্ষ রক্ষ নিত্যানন্দ শ্রীবালগোপাল।
রক্ষা কর প্রভু তুমি সর্ব্বজীব-পাল॥
যে জন আছাড় প্রভু পৃথিবীতে খায়।
পুনশ্চ পৃথিবী তারে হয়েন সহায়॥
এই মত যে তোমাতে অপরাধ করে।
শেষে সেহ তোমার স্মরণে দুঃখে তরে॥
সর্ব্ব মহাপাতকীও তোমার শরণ।
লইলে খণ্ডায় তার সংসার বন্ধন॥
জন্ম জন্ম প্রভু তুমি মুঞি তোর দাস।
কিবা জীও মরো এই হউ মোর আশ॥

ব্রাহ্মণকুমার যখন আর্ত্ত হইয়া সরলভাবে শ্রীনিত্যানন্দের প্রভুত্ব স্বীকার করিল, তখন—

কৃপাময় নিত্যানন্দ-চন্দ্র অবতার।
শুনি করিলেন দস্যুগণের উদ্ধার॥

এইভাবে যখন সকল দস্যুর নিত্যানন্দস্মরণ হইল ও তাঁহার শরণাগত হইল, তখন সকলের জড়চক্ষু ও নিত্যচক্ষু দুইই খুলিয়া গেল। বহির্জ্জগতের ঝড়বৃষ্টি কোথায় মুহূর্ত্তে পলাইয়া গেল। নিশাদেবী তাহার তিমিরাঞ্চল সরাইয়া লইলেন। দস্যুগণ পথ দেখিয়া নিজ নিজ ঘরে গিয়া গঙ্গা-স্নান করিল।

দস্যুসেনাপতি দ্বিজ কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর চরণতলে পড়িলেন। প্রভো! আমায় রক্ষা করুন—উদ্ধার করুন, বলিয়া তিনি প্রভুর সম্মুখে দণ্ডবৎ হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইলেন। তখন তাঁহার—

আপাদমস্তক পুলকিত সব অঙ্গ।
নিরবধি অশ্রুধারা বহে মহাকম্প॥

হুঙ্কার গর্জ্জন নিরবধি করে প্রেমে।
বাহ্য নাহি জানে বিপ্র করয়ে ক্রন্দনে॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রভাব দেখিয়া।
আপনা আপনি নাচে হরষিত হৈয়া॥

দস্যুব্রাহ্মণের এই প্রকার ভাবাবেশ দর্শন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহাকে তাঁহার চিত্তের কথা জিজ্ঞাসা করায় ব্রাহ্মণ অকপটে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। শ্রীনিত্যানন্দকে আক্রমণের বুদ্ধি—তাঁহার দেহস্থ অলঙ্কার অপহরণের চেষ্টা সকলই কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলেন। এবং শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় যে ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার একান্ত স্মরণ করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে যে সকলের উদ্ধার হইয়াছিল, একথা ব্রাহ্মণ বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তখন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ব্রাহ্মণকে বলিলেন—

শুন দ্বিজ যতেক পাতক কৈলি তুই।
আর যদি না করিস্ সব নিমু মুঞি॥
পরহিংসা ডাকা চুরি সব অনাচার।
ছাড় গিয়া ইহা তুমি না করিহ আর॥
ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লও হরিনাম।
তবে তুমি অন্যের করিবা পরিত্রাণ॥
যত সব দস্যু চোর ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম্মপথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া॥

এই বলিয়া নিত্যানন্দ আপন গলার মালা ব্রাহ্মণের গলায় পরাইয়া দিলেন। চতুর্দ্দিকে মহাজয়ধ্বনি হইল। ব্রাহ্মণের সকল বন্ধন দূর হইল; যে ব্রাহ্মণকুমার দস্যু-সেনাপতি বলিয়া পরিচিত ছিল, আজ শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় তিনি ও তাঁহার সঙ্গীয় দস্যুসকলে—

ধর্ম্মপথে আসি লইল চৈতন্যশরণ।

এবং

ডাকা চুরি পরহিংসা ছাড়ি অনাচার।
সবে লইলেন অতি সাধু ব্যবহার॥
সবেই লয়েন হরিনাম লক্ষ লক্ষ।
সবে হইলেন বিষ্ণুভক্তিযোগে দক্ষ॥
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, কৃষ্ণগান নিরন্তর।
নিত্যানন্দ প্রভু করুণা-সাগর॥

শ্রীগৌরনিত্যানন্দের দয়া

কৃষ্ণবলরামই গৌরনিত্যানন্দ।

ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ বলরাম।
কোটি সূর্য্য জিনি দোঁহার নিজ ধাম॥
সেই দুই জগতেরে হইয়ে সদয়।
গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে করিল উদয়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ব জগত আনন্দ॥

চন্দ্রসূর্য্যের যুগপৎ উদয়।

সূর্য্যচন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার॥
এই মত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান।
তমো নাশ করি করে বস্তুতত্ত্বজ্ঞান॥

তমঃ কি ?

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥

কৃষ্ণভক্তির বাধক কি ?

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই হয় এক জীবের অজ্ঞানতমো ধর্ম্ম॥
তাঁহার প্রসাদে এই তমো হয় নাশ।
তমো নাশ করি করে তত্ত্বের প্রকাশ॥
তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি প্রেমরূপ।
নামসঙ্কীর্ত্তন সর্ব্ব আনন্দস্বরূপ॥

বাহিরের চন্দ্রসূর্য্য কি করে ?

সূর্য্যচন্দ্র বাহিরের তম সে বিনাশে।
বাহির্ব্বস্তু ঘট পট আদি সে প্রকাশে॥

দুইভাই কি করেন ?

এক অদ্ভুত সমকালে দোঁহার প্রকাশ।
আর অদ্ভুত চিত্তগুহার তমঃ করে নাশ॥
এই চন্দ্রসূর্য্য দুই পরম সদয়।
জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিল উদয়॥

দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরস পাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তি রস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ॥

চৈতন্যসিংহ কি করেন?

চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহগ্রীব সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার॥
সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয়কন্দরে।
কল্মষ-দ্বিরদ নাশে যাহার হুঙ্কারে॥
প্রথম লীলায় তাঁর বিশ্বম্ভর নাম।
ভক্তিরসে ভরিল ধরিল ভূতগ্রাম॥
কলিযুগে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার।
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার॥
জীবের কল্মষ তমোনাশ করিবারে।
অঙ্গ উপাঙ্গ নাম নানা অস্ত্র ধরে॥
ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।
তাহার কল্মষ নাম সেই মহাতমঃ॥
বাহু তুলি হরি বলি প্রেম দৃষ্ট্যে চায়।
করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাসায়॥
শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন।
তার পাপ ক্ষয় হয় পায় প্রেমধন॥

শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণের অস্ত্র কি?

অন্য অবতারে সব সৈন্য শাস্ত্র সঙ্গে।
চৈতন্য কৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ উপাঙ্গে॥
অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে।
সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে॥
সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য॥
প্রেমনাম প্রচারিতে এই অবতার।
প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তিলোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদগম॥
এই মত চৈতন্যকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্।
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তার কাম॥
এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়॥
দুই হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম-নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে।
নাম-প্রেম-মালা গাঁথি পরাইল সংসারে॥

প্রভুর ভক্তভাবগ্রহণ

এই মত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার॥
আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ॥
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সেই সুখমাধুর্য্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিত্তে॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিব বিবিধ প্রকার॥
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইব লীলা আচরণ দ্বারে॥
এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন।
রাধিকার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার বিনে॥
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥
পিতামাতা গুরুগণ আগে অবতরি।
রাধিকার ভাব-বর্ণ অঙ্গীকার করি॥
নবদ্বীপে শচীগর্ভ শুদ্ধ দুগ্ধসিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণইন্দু॥
একলে ঈশ্বরতত্ত্ব চৈতন্য ঈশ্বর।
ভক্তভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর॥
কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।
আপনা স্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্ত ভাব॥

প্রভুর প্রেমফল বিতরণ

সেই পঞ্চতত্ত্ব মেলি পৃথিবী আসিয়া।
পূর্ব্ব প্রেম ভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া॥
পাঁচে মেলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন।
যত যত পিয়ে তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ॥
পুনঃ পুনঃ পিয়াইয়া হয় মহা মত্ত।
নাচে কান্দে হাসে গায় যৈছে মদমত্ত॥
পাত্রাপাত্র বিচার নাহি নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায় তাঁহা করে প্রেমদান॥
লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার প্রেম শতগুণ বাড়ে॥
উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রীবৃদ্ধ বালক যুবা সকলি ডুবায়॥
সজ্জন দুর্জ্জন পঙ্গু জড় অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥
জগৎ ডুবিল জীবের হইল বীজ নাশ।
তাহা দেখি পাঁচ জনের পরম উল্লাস॥
যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজন।
তত তত বাড়ে জল ব্যাপে ত্রিভুবন॥

প্রেমবন্যায় ডুবিল না কে ?

মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।
নিন্দক পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম॥
সেই সব মহা দক্ষ ধাইয়া পলাইল।
সেই বন্যা তা সবারে ছুঁইতে নারিল॥
তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তন।
জগৎ ডুবাইতে আমি করিল যতন॥

প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের কারণ

কেহ কেহ এড়াইল প্রতিজ্ঞা হৈল ভঙ্গ।
তা সবা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ॥
এত বলি মনে কিছু করিয়া বিচার।
সন্ন্যাস আশ্রম প্রভু কৈলা অঙ্গীকার॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈল আকর্ষণ।
যতেক পালাঞা ছিল তার্কিকাদিগণ॥
পড়ুয়া পাষণ্ডী কর্ম্মী নিন্দকাদি যত।
তারা আসি প্রভু পায় হয় অবনত।
অপরাধ ক্ষমাইল ডুবিল প্রেমজলে।
কেবা এড়াইবে প্রভুর প্রেমমহাজালে॥
মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ।
ইথি লাগি কৃপার্দ্র প্রভু করিল সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাসী বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার।
তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ পাইবে নিস্তার॥

প্রভুর মালাকার ধর্ম্ম

এত চিন্তি প্রভু কৈল মালাকার ধর্ম্ম।
নবদ্বীপে আরম্ভিল ফলোদ্যান কর্ম্ম॥
শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি
ভক্তিকল্পতরু রোপিলা সিঞ্চি ইচ্ছাপানি॥
পাকিল যে প্রেমফল অমৃত মধুর।
বিলায় চৈতন্য মালী নাহি লয় মূল॥
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দ্দিশে।
দরিদ্র কুড়ায়ে খায় মালাকার হাসে।
একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব।
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায় কেহ না পায় রহে মনে ভ্রম॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে॥

হেন প্রভুকে মানে না কে ?

হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হইলে তারে অসুরে গণন॥
অতএব পুন কহোঁ ঊর্দ্ধবাহু হঞা।
চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া॥

স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার॥
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥
চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন।
সেহ মহাবৈষ্ণব হয় ততক্ষণ॥
অতএব ভজ লোক চৈতন্য নিত্যানন্দ।
খণ্ডিবে সংসার দুঃখ পাবে প্রেমানন্দ॥
চৈতন্যরহিত দেহ শুষ্ক কাষ্ঠসম।
জীবিতেই মৃত সেই মৈলে দণ্ডে যম॥
কে বলে এ সব প্রতি নহে এই দণ্ড।
চৈতন্যবিমুখ যেই সেই ত পাষণ্ড॥
কি পণ্ডিত কি তপস্বী, কিবা গৃহী যতি।
চৈতন্যবিমুখ যেই তার এই গতি॥
গৌরলীলামৃতসিন্ধু অপার অগাধ।
কে করিতে পারে তাহা অবগাহ সাধ॥
তাহার মাধুরী গন্ধে লুব্ধ হয় মন।
অতএব তটে রহি থাকি এক কণ॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনামে ভাসাইল নবদ্বীপ গ্রাম॥
নগরে নগরে ভ্রমে কীর্ত্তন করিয়া।
ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া॥

শ্রীচৈতন্যলীলার মাধুর্য্য

পাইয়া মনুষ্যজন্ম, যে না শুনে গৌরগুণ
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।
পাইয়া অমৃতধুনী পিয়ে বিষগর্ত্তপানী
জন্মিয়া সে কেনে না মৈল॥
চৈতন্যগোসাঞির লীলা অমৃতের ধার।
সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্তি হয় শ্রবণে যাহার॥
অচিন্ত্যচরিত্র প্রভুর অতি সুদুর্ব্বোধ॥
অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণ চৈতন্য বিহার।
চিত্রভাব চিত্রগুণ চিত্র ব্যবহার॥
তর্কে ইহা নাহি মানে যেই দুরাচার।
কুম্ভীপাকে পচে সেই নাহিক নিস্তার॥
অদ্ভুত চৈতন্যলীলায় যাহার বিশ্বাস।
সেই জন যায় চৈতন্যের পদ পাশ॥

প্রচার-প্রসঙ্গ

(প্রাপ্ত)

ঢাকায়—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে মাসাধিক ব্যাপী উর্জ্জা-ব্রত (নিয়মসেবা) শেষ হইল। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার সেবকবৃন্দ শ্রীগুরুর আনুগত্যে নিষ্কপটভাবে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গের সেবা আদর্শ দেখাইয়া সুপ্ত-নগরবাসীর হৃদয়ে সেবা-বৃত্তি জাগাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীমঠে প্রত্যহ উষাকীর্ত্তন, নগরকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতপাঠ ও প্রসাদ-বিতরণ—সেবানুষ্ঠান হইতেন। ভাগ্যবান জীবগণ এই সেবায় যোগদান করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এই পাঠ কীর্ত্তনের ফলে সকলেই বুঝিয়াছেন যে, "ভাড়াটিয়া পাঠক ও কীর্ত্তনীয়া, মন্ত্রব্যবসায়ী গুরুব্রুব, শ্রীবিগ্রহ-অর্চ্চনাভিনয়কারী দেবলগণ এবং ফল্গুবৈরাগিগণ যে সকল চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তাহা ভক্তিবিরোধ মাত্র। গুরুদেব শ্রীভগবৎ-প্রকাশবিগ্রহ। তিনি মর্ত্ত্য জন্ম-মরণশীল জীব নহেন, তিনি কোন বর্ণ বা আশ্রমের অধীন নহেন। তিনি পরতঃপরতঃশী অক্রোধ-পরমানন্দ নিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ। তিনি স্বতন্ত্র, যে সে কুলে প্রকট হইয়া জীবোদ্ধার-লীলা করিতে পারেন। কুল বা-বংশপরম্পরায় গুরুত্ব আবদ্ধ নহে। 'গোস্বামী' উপাধি সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসেবাপরায়ণ বিরক্তকুলের; দেহাত্মবাদীর নহে। ভাগবত পাঠ ও হরিকীর্ত্তন জীবের আত্মবৃত্তি। পরিচায়ক—উপজীবিকা নহে। শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, হৃষীকে গোবিন্দ সেবা—অর্থোপার্জ্জনের পন্থা বিশেষ নহে। বাহ্য অশ্রু-পুলকাদি স্বরূপসিদ্ধ নিত্য কৃষ্ণপ্রেমের বিকার নহে—দম্ভ কপটতা মাত্র। শ্রীমহাপ্রসাদ প্রাকৃত অন্ন ব্যঞ্জন নহেন, অর্চ্চা বিগ্রহ জড় বস্তু নহেন। নামাপরাধ নাম নহে। বাহ্যে বৈষ্ণবের বেশ বৈষ্ণবতা নহে; উহা প্রকৃত বৈষ্ণবের অনুসরণ নহে, অনুকরণ মাত্র। •ইত্যাদি ইত্যাদি।"

গত ২৯শে আশ্বিন শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের প্রকটোৎসব, ৪ঠা কার্ত্তিক শ্রীমুরারী গুপ্তের অপ্রকটোৎসব, ৮ই কার্ত্তিক শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অপ্রকট-মহোৎসব, ১৩ই কার্ত্তিক শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর প্রকটোৎসব ও ২০শে কার্ত্তিক শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের অপ্রকট-মহোৎসব, গোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

৩০শে কার্ত্তিক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের দ্বাদশ বার্ষিক অপ্রকট বাসরে অহোরাত্র কীর্ত্তন ও পরদিবস ১লা অগ্রহায়ণ মহামহোৎসব হইয়াছে। মহোৎসবের দিন বেলা ১১টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, ব্রাহ্মণ শূদ্র, ভদ্র অভদ্র, উচ্চনীচ নির্ব্বিশেষে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল। 'দীয়-তাম্ ভুজ্যতাম্' ও উচ্চ হরিধ্বনিতে দিগ্-দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া সর্ব্বপ্রকার অভাবযুক্ত দরিদ্র মর্ত্ত্য জীবের হৃদয়ে সেই সময়ের জন্য বৈকুণ্ঠের স্মৃতি আসিয়াছিল।

স্থানীয় ও বিদেশ হইতে আগত সহৃদয় ব্যক্তিবর্গ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌর-বিহিত কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া ভুবন-মঙ্গলাবতারী শ্রীমদনমোহন ও শ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহ দর্শন এবং বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া নিত্য উৎসবের প্রার্থনা করিতেছেন।

ঢাকা মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী ভক্তসুহৃৎ শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বর্ণ মুকুট ও মধ্ব সম্প্রদায়ের শ্রীনারায়ণ পণ্ডিত বিরচিত মণিমঞ্জরী গ্রন্থ প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবার আদর্শ দেখাইয়াছেন। কমলাপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত গগেন্দ্র চাক্লাদার মহাশয় শ্রীবিগ্রহের স্বর্ণালঙ্কার দিয়া বিরাজ বাবুর অনুগমন করিয়াছেন। মহোৎসবের আংশিক ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া সেবাভূষণ শ্রীযুক্ত উদ্ধব দাস অধিকারী মহোদয় অর্থের সার্থকতা—বিষ্ণুসেবা দেখাইয়াছেন।

বিগত ৪ঠা অগ্রহায়ণ শনিবার দিবস ঢাকা ইণ্টার-মিডিয়েট্ কলেজ হোষ্টেলে শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়-মঠের অন্যতম সভ্য ধর্ম্মপ্রাণ হোষ্টেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বঙ্কিমদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা এম. এ মহোদয়ের বিশেষ যত্নে ও আগ্রহাতিশয্যে শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়-মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেকভারতী মহারাজ বহু ছাত্র এবং অধ্যাপকমণ্ডলী সমক্ষে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধ-ভক্তিসম্বন্ধে নানা সদ্যুক্তিপূর্ণ এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান ও সংকীর্ত্তন করেন। স্বামিজী মহারাজের সুসৌম্য-মূর্ত্তিদর্শনে এবং গুরুগম্ভীর

সুস্নিগ্ধ উপদেশপূর্ণ বাক্যশ্রবণে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ মুগ্ধ ও উপকৃত হইয়াছেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে—গত ৭ই নবেম্বর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সপার্ষদ শ্রীধাম বৃন্দাবনে শুভ বিজয় করিয়া ভক্তগণের নিকট শ্রীরাধা-গোবিন্দসেবার চরম প্রয়োজনের কথা কীর্ত্তন করিয়া নিত্যমঙ্গলের পথ প্রদর্শন করাইতেছেন। তাঁহার শুভ-বিজয়ে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে কিঞ্চিন্মাত্রও রতিবিশিষ্ট পণ্ডিত-সমাজে এক আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার অসীম অপ্রাকৃত পাণ্ডিত্য-প্রতিভা, বিশেষতঃ কৃষ্ণৈকশরণ জীবনের বার্ত্তা শ্রবণাকাঙ্ক্ষায় শ্রীবৃন্দাবনের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয় গত ১১ই ও ১২ই নবেম্বর তারিখে শ্রীশ্যামারমণমন্দিরে এক মহাসভার আহ্বান করেন। প্রথম দিবস ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ ও শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়-বন মহারাজ শ্রীমন্মহা-প্রভুর প্রেমধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করেন। ১২ই শুক্রবার শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার দিন। অল্প সময়ের মধ্যেই এই বার্ত্তা সমগ্র শ্রীধামে ঘোষিত হইল। অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় শ্রীবৃন্দাবনের পণ্ডিতমণ্ডলীমণ্ডিত ও সুধীজন সুশোভিত সভায় শ্রীল ঠাকুর সপার্ষদ উপস্থিত হইলে, সকলেই সসম্ভ্রমে তাঁহাকে বৈষ্ণবোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন। ঠাকুর আসন গ্রহণ করিবার পর প্রথমে কীর্ত্তন ও তীর্থগোস্বামীর কিছুক্ষণ বক্তৃতা হইলে সভাস্থ শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের শ্রীমুখ-বিগলিত হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অতঃপর তিনিও কিয়ৎকাল বক্তৃতা দেওয়ার পর সন্ধ্যারতির সময় হইয়া যাওয়ায় ঐ দিনের মত বক্তৃতা স্থগিত রাখেন (বক্তৃতার চুম্বক পূর্ব্বে প্রদত্ত হইল)।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুর উপবেশন করিলে সার্ব্বভৌম শ্রীমধুসূদন গোস্বামী সভামধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চকণ্ঠে বলেন—

"অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয় আমার আজ নূতন পরিচিত নহেন। তাঁহাকে আমি বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই খুব ভাল রকম জানি। তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মশাস্ত্রে পণ্ডিত আর কেহ নাই। তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভার কথা আমি বিশেষভাবে অবগত আছি। আজ অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে সুললিত অগাধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দিলেন, তাহা আমার বিশ্বাস, দার্শনিক পণ্ডিত ব্যতীত অন্য কেহ কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া আমার বিশেষ আনন্দ হইয়াছে যে, তিনি কেবল পণ্ডিত নহেন—তাঁহার বক্তৃতার প্রতি পদে, প্রতি শব্দে, এমন কি, প্রতি অক্ষরে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্য অতুলনীয়া ভক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার ভাষা হইতে আমি বুঝিলাম যে, তিনি কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছু জানেন না। আজ আমি আর তাঁহাকে কি ধন্যবাদ দিব? আমার এমন কিছু নাই, যদ্দ্বারা তাঁহার উপযুক্ত ধন্যবাদ দিতে পারি—আর আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেও চাহি না। কারণ শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়কে আমি সখ্যভাবে দেখি। তাই সখাকে ধন্যবাদ না দিয়া প্রীতিবাদই আমার দিতে ইচ্ছা হইতেছে। আমরা খুব আশা করি, তিনি আর এক দিবস এইরূপ বক্তৃতা দ্বারা আমাদের আনন্দবিধান করিবেন"।

অতঃপর সভা ভঙ্গ হয়।

নির্য্যাণ

বিগত বৃহস্পতিবার বেলা ১০॥০ ঘটিকার সময় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের আদর্শ সেবক শ্রীপাদ রামবিনোদ ব্রহ্মচারী মহোদয় নিত্যধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। কি করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিষ্কপটে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব সেবা করিতে হয়, তাহার অত্যুজ্জ্বল আদর্শ তিনি জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রপঞ্চে আসিয়াছিলেন, এবং সেই আদর্শ স্থাপন করিয়া নিজধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেবার আদর্শ অনুসরণ করিলেই তাঁহার প্রতি আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইবে। শ্রীগৌরসুন্দরও তাঁহাকে স্বীয় অঙ্কে স্থান দিয়াছেন, ইহা আমাদের আশ্বাসের বাণী।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃপরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩, ৪ ডিসেম্বর ১৯২৬	১৬শ সংখ্যা

সারকথা

মনোধর্ম্মী জীব ও পরদুঃখদুঃখী ঈশ্বরের স্বভাব কি ?

অজ্ঞ জীব নিজ 'হিতে' 'অহিত' করি' মানে।
গর্ব্ব চূর্ণ হইলে, পাছে উঘাড়ে নয়নে॥

* * *

"আমি জিতি"—এই গর্ব্বশৈল মোর চিত্তে।
ঈশ্বরস্বভাব,—করেন সবাকার হিতে॥
আপনা জানাইতে আমি করি' অভিমান।
সে গর্ব্ব খণ্ডাইতে মোরে করেন অপমান॥
আমার হিত করেন, ইঁহো আমি মানি দুঃখ।
কৃষ্ণের উপরে যেন কৈল ইন্দ্র মূর্খ॥
আমি—অজ্ঞ, 'হিত' স্থানে মানি অপমানে।
ইন্দ্র যেন কৃষ্ণের নিন্দা করিল অজ্ঞানে॥

(চৈঃ চঃ অ ৭।১১৫, ১১৮-১২০, ১২৪)

শুদ্ধভক্তসঙ্গের প্রভাব কিরূপ ?

দেহারামী দেহে ভজে দেহোপাধি ব্রহ্ম।
সৎসঙ্গে সেহ করে কৃষ্ণের ভজন॥
দেহারামী—কর্ম্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিকাদি জন।
সৎসঙ্গে কর্ম্ম ত্যজি' করয় ভজন।
তপস্বী প্রভৃতি যত দেহারামী হয়।
সাধুসঙ্গে তপ ছাড়ি' শ্রীকৃষ্ণ ভজয়॥

(চৈঃ চঃ ম ২৪।২০৬, ২০৮, ২১০)

বদ্ধ-জীবের কর্ত্তব্য কি ?

আমি—পরতন্ত্র, আমার প্রভু গৌরচন্দ্র।
তাঁ'র আজ্ঞা বিনা আমি না হই 'স্বতন্ত্র'॥

(চৈঃ চঃ অ ৭।১৪৭)

অভক্ত ও বিদ্ধভক্তের প্রতি প্রভুর ব্যবহার কিরূপ ?

গোপাল ভট্টাচার্য্য * নাম তাঁ'র ছোট ভাই।
কাশীতে বেদান্ত পড়ি' গেলা আচার্য্য ঠাঞি।
আচার্য্য তাঁহারে প্রভুপদে মিলাইলা।
অন্তর্যামী প্রভু চিত্তে সুখ না পাইলা॥
আচার্য্য সম্বন্ধে বাহে করে প্রীত্যাভাস।
কৃষ্ণভক্তি বিনা প্রভুর না হয় উল্লাস॥

* † *

রামদাস † যদি প্রথম প্রভুরে মিলিলা।
মহাপ্রভু অধিক তারে কৃপা না করিলা॥
অন্তরে মুমুক্ষু তেঁহো বিদ্যা গর্ব্ববান্।
সর্ব্বচিত্তজ্ঞাতা প্রভু—সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্॥

(চৈঃ চঃ অ ২।৮৯-৯১, ১৩।১০৯-১১০)

ভক্তের গুরুবুদ্ধি কিরূপ ?

মুকুন্দ কহে,—রঘুনন্দন আমার 'পিতা' হয়।
আমি তাঁ'র 'পুত্র', —এই আমার নিশ্চয়॥
আমা সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।
অতএব পিতা—রঘুনন্দন আমার নিশ্চিতে॥
শুনি' হর্ষে কহে প্রভু—"কহিলে নিশ্চয়।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয়॥"

(চৈঃ চঃ ম ১৫।১১৫-১১৭)

---

* ভগবান্ আচার্য্যের অনুজ।

† রঘুনাথ ভট্টগোস্বামীর সহিত আগত রামানন্দী-সম্প্রদায়ভুক্ত কাব্যশাস্ত্রের পণ্ডিত।

নির্য্যাণ

নিষ্ক্রমণ, নির্গমন, দেহ হইতে জীবাত্মার অপগম, মুক্তি প্রভৃতি অর্থে 'নির্য্যাণ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জীবাত্মা অণু হইলেও ত্রিগুণাত্মক বা সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অধীন নহেন। তবে তাঁহার সম্বন্ধে ঐ সকল বাক্য প্রয়োগ করিবার কারণ কি? এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে আমরা জানিতে পারি যে, কর্ম্মফলানুসারে জীব নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করে এবং জন্ম-মৃত্যুর অধীন হয়। এই স্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, জীব যখন সৃষ্ট হইয়া ছিল তৎকালে তাহার কোন কর্ম্ম ছিল না। তবে কেন তিনি প্রপঞ্চে নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন? এইরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে না। কেননা, জীব নিত্যবস্তু। তিনি কোন নির্দ্দিষ্ট কালে সৃষ্ট হইয়াছিলেন এরূপও নহে, তাহাতে জড়ীয় ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিবিধ কালের ব্যবধান না থাকায়, তাঁহার সম্বন্ধে ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। কর্ম্ম বিনাশযোগ্য হইলেও অনাদি। ব্রহ্ম-সূত্র বলেন,—"কর্ম্মবিভাগাৎ ইতি ন। অনাদিত্বাৎ" অর্থাৎ কর্ম্মবিভাগ ছিল না এরূপ নহে। কেননা কর্ম্ম অনাদি।

উপরিউক্ত বাক্যগুলি মনোযোগ সহকারে আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, কর্ম্মফলবশে জীবের জন্ম ও মৃত্যু হইয়া থাকে। কর্ম্মফল-বশে জীব আপনাকে বদ্ধ মনে করিয়া মুক্তির নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া থাকেন। জ্ঞানি-গণের মতে ব্রহ্মই, অবিদ্যা বা ভ্রমবশতঃ আপনাকে 'জীব' জ্ঞান করিয়া নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সাংসারিক ক্লেশ ভোগ করিতে থাকেন। ভ্রম বিদূরিত হইলেই তিনি সমুদয় ক্লেশ হইতে মুক্ত হন। ইহারই নাম 'নির্য্যাণ' বা 'মুক্তি'। কিন্তু ঐ প্রকার বিচার সুষ্ঠু নহে। বদ্ধ ধারণা হইতেই ঐ সকল ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে। স্থূললিঙ্গ-দেহে আত্মবুদ্ধি হইতে যেরূপ কর্ম্মকাণ্ডের উদ্গম হইয়াছে, তদ্রূপ স্বীয় বদ্ধাভিমান হইতেই মুক্তির চেষ্টাও উদিত হইয়াছে। বস্তুতঃ জীবাত্মা বদ্ধ নহেন।

কর্ম্ম দ্বিবিধ—প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ। এই দুই প্রকার কর্ম্মফলই জন্ম-মৃত্যুর কারণ। যাহার ভোগকাল আরম্ভ হয় নাই, তাহাই অপ্রারব্ধ কর্ম্ম। বর্ত্তমানে যে কর্ম্মের ফল ভোগ হইতেছে তাহাই প্রারব্ধ কর্ম্ম। জ্ঞানিগণের প্রারব্ধ কর্ম্মের নাশ না হওয়ায় তাঁহারা মুক্ত হইতে পারেন না, 'মুক্ত' অভিমান মাত্রই করিয়া থাকেন। প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলে তাঁহাদিগকে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া সুখদুঃখের অধীন হইতে হয়। এই জন্যই শ্রীচরিতামৃতকার শ্রীল গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

"জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥"

প্রারব্ধকর্ম্ম নাশ না হওয়া পর্য্যন্ত জীব মুক্ত হইতে পারেন না। প্রারব্ধকর্ম্ম জ্ঞান বা যোগ দ্বারা নাশ হইতে পারে না। তবে কি উপায়ে প্রারব্ধকর্ম্মের হস্ত হইতে আমরা পরিত্রাণ পাইতে পারিব? তদুত্তরে আচার্য্যপ্রবর গোস্বামী শ্রীল রূপপাদ বলিয়াছেন,—

যদ্‌ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কৃতিনিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাম স্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধ কর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ॥

অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ব্রহ্মচিন্তার ফলে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়াও জীব ভোগ ব্যতীত প্রারব্ধকর্ম্মের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। কিন্তু নিরপ-রাধে 'কৃষ্ণনাম' জিহ্বায় উচ্চারিত হইবামাত্রই জীবের দেহারম্ভক প্রারব্ধ কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়, ইহা বেদ তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন। সুতরাং নিরপরাধে কৃষ্ণনামোচ্চারণ-কারী ভক্তকে আর কর্ম্মী প্রভৃতির ন্যায় জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইতে হয় না। কৃষ্ণভক্তই বস্তুতঃ জীবন্মুক্ত। শ্রীমদ্ভাগ-বতে বর্ণিত হইয়াছে,—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥

তাৎপর্য্য এই যে,—অনাদি কর্ম্মফলে জীব প্রপঞ্চে আগমন পূর্ব্বক প্রকৃতির গুণে চালিত হইয়া নানাবিধ শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। সাধুসঙ্গবলে ঐ সকল মর্ত্ত্যজীব যখন নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া যাবতীয় কর্ম্মকাণ্ডে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক গুরুপাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ করেন, অর্থাৎ ইহকালে বা পরকালে আমি ও আমার বলিতে যাহা

কিছু আছে, সমস্ত গুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই বেদান্ত-বাক্যানুসারে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হন, তখনই তিনি অমৃতত্ব লাভ করিয়া অর্থাৎ মুক্তি বা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া ভগবৎসন্নিধানে তদীয় সেবার নিমিত্ত নিত্যকাল অধিষ্ঠান করেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর শ্রীকৃষ্ণ ভজয়॥

কবিরাজ গোস্বামীর বাক্যটী আলোচনা করিলে জানা যায় যে, ভক্তের দেহ চিদানন্দময়, মাতৃকুক্ষি হইতে যে দেহটী প্রপঞ্চে আগমন করিয়াছিল, তাহা আত্মসমর্পণ করিবামাত্রই অন্যের অলক্ষিতভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তদীয় সারার্থদর্শিনী (৫।১১।১১) টীকায় বলিয়াছেন,—"প্রাকৃতদেহেন্দ্রিয়াদীনামেব ভক্তিসংসর্গেণা-প্রাকৃতত্বং স্পর্শমণিন্যায়েনৈব সাধু ব্যাখ্যায়তে। * * * অচিন্ত্যশক্ত্যা ভক্ত্যুপদেশকাল এব তস্য গুণাতীতানি দেহেন্দ্রিয়মনাংসি মায়া ভক্তিমাহাত্ম্যদর্শনার্থমলক্ষিতমেব সৃজন্তে মিথ্যাভূতানি তান্যত্যলক্ষিতমেব লয়ং যান্তি।" অর্থাৎ স্পর্শমণি দ্বারা যেমন লৌহ স্বর্ণতা প্রাপ্ত হয়, ভক্তি-সংসর্গে তদ্রূপ প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদিও অপ্রাকৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। ভক্তি-উপদেশকাল হইতেই ভগবান ভক্তিমাহাত্ম্য-প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত অচিন্ত্যশক্তিবলে ভক্তের ত্রিগুণা-তীত দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন অন্যের অলক্ষিতভাবে প্রকাশিত করিয়া থাকেন এবং মিথ্যাভূত দেহেন্দ্রিয়াদি অন্যের অলক্ষিত-ভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অন্যের অলক্ষিত বলিবার তাৎ-পর্য্য এই যে, তত্ত্বান্ধব্যক্তিগণ তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাকে পূর্ব্ব পরিচয়ে পরিচিত করেন এবং তাঁহার দেহকেও জন্মমরণশীল, হাড়মাংসের থলি জ্ঞান করিয়া বৈষ্ণব-চরণে অপরাধী হন। তাদৃশ অপরাধ হইতে জীবকুলকে পরিত্রাণার্থ পরদুঃখদুঃখী শ্রীল রূপগোস্বামিচরণ বলিয়াছেন,—"ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।" অর্থাৎ এই প্রপঞ্চে উদিত ভগবদ্ভক্তের প্রাকৃতত্ব দর্শন করিবে না অর্থাৎ তাহাদিগকে প্রাকৃত দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নহে। প্রাকৃতদর্শনের ফলেই বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধিরূপ অপরাধের অবসর হয়। ব্রহ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, দীক্ষামাত্রই জীব মুক্তিলাভ করেন। কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি লাভই সেই মোক্ষ। যথা,—

"দীক্ষামাত্রেণ কৃষ্ণস্য নরা মোক্ষং লভন্তি বৈ।
কিং পুনর্যে সদা ভক্ত্যা পূজয়ন্ত্যচ্যুতং নরাঃ॥"

শ্রীল সনাতন গোস্বামীপ্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃতের টীকায় লিখিয়াছেন,—"মোক্ষয়তি ইতি মোক্ষঃ কৃষ্ণস্তং" অর্থাৎ 'মোক্ষ' শব্দের অর্থ 'কৃষ্ণ', কেননা কৃষ্ণই একমাত্র মোক্ষ-প্রদাতা।

জ্ঞানিগণ 'নির্ব্বাণ' বলিতে 'ব্রহ্মে লীন' বুঝিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মে লীন বা ব্রহ্মসাযুজ্য 'মুক্তি' নহে। মুক্তের লক্ষণ বলিতে গিয়া শুদ্ধাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীল বিষ্ণুস্বামিপাদ সর্ব্বজ্ঞসূক্তবচন উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।" অর্থাৎ মুক্তপুরুষ-গণও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক শরীর ধারণ করিয়া ভগবানকে ভজন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মে লয় হইলে 'শরীর ধারণ করিয়া, এই বাক্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

অতএব যিনি নিজ কায়-বাক্য-মনকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত, তাদৃশ জীবন্মুক্তের দেহও সচ্চিদানন্দময়। স্থূললিঙ্গদেহের ন্যায় উৎপত্তি ও বিনাশশীল নহে। এই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

যেরূপে প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণ।
যেরূপে লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন॥
তাঁহারা যেরূপে প্রভুসঙ্গে অবতরে।
বৈষ্ণবেরে সেইরূপ প্রভু আজ্ঞা করে॥
অতএব **বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু নাই।**
সঙ্গে আইসেন সঙ্গে যায়েন তথাই॥
কর্ম্মবন্ধ-জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে।
পদ্মপুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি কহে॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৯)

"ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে॥"

(পদ্মপুরাণবচন)

জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥

(গীতা ৪।৯)

গীতার এই শ্লোকটী বিচার করিলে জানা যায় যে, সচ্চিদানন্দময় ভগবানের জন্ম-কর্ম্মাদি অপ্রাকৃত, অর্থাৎ কর্ম্মফলবাধ্য জীবের ন্যায় নহে। যাঁহারা তত্ত্ববিচার-ফলে ভগবানের জন্মকর্ম্মাদি লীলার নিত্যত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। ভগবানের দেহ যেরূপ সচ্চিদানন্দময়, ভক্তের দেহও সেইরূপ অণুসচ্চিদানন্দময়। বৃহদ্ভাগবতামৃতে ২।৩।১৩৯ শ্লোকে শ্রীল সনাতন গোস্বামী বলিয়াছেন,—"ভক্ত বৈকুণ্ঠবাসীই হউন কিম্বা যে কোন স্থানেই বাস করুন না কেন, তাঁহার সেবনোপযোগী সচ্চিদানন্দময় দেহ স্বতঃই প্রকাশ পাইয়া থাকে। ভক্তির স্ফূর্ত্তিতে তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ সচ্চিদানন্দরূপতা প্রাপ্ত হয়। তাদৃশ দেহের জন্ম-মৃত্যু ভগবানের সচ্চিদানন্দময়দেহের আবির্ভাব-তিরোভাবের ন্যায়। যাহারা ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব-তিরোভাবকে কর্ম্মফল-বাধ্য জীবের জন্ম-মৃত্যুর ন্যায় মনে করেন, তাঁহারা মুক্তি-লাভের পরিবর্ত্তে পুনঃ পুনঃ প্রপঞ্চক্লেশ লাভ করিয়া থাকেন, মুক্ত হইতে পারেন না।"

ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাব চিচ্ছক্তির আশ্রয়ে হইয়া থাকে, মায়াশক্তির আশ্রয়ে নহে। "অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা" (গী ৪।৬) প্রভৃতি শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। এই স্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে, ভক্ত ও ভগবান্ প্রাকৃত কর্ম্মফলবাধ্য জীবের ন্যায় মায়াশক্তির আশ্রয়ে জন্ম-মরণের বাধ্য না হইলেও আবির্ভাব-তিরোভাবে তাঁহাদের গর্ভযন্ত্রণা ও মৃত্যুজনিত ক্লেশ হয় কি না। তদুত্তরে প্রমেয়রত্নাবলীর টীকাকার কৃষ্ণদেব বেদান্তবাগীশ মহোদয় বলিয়াছেন—"বিড়ালীদন্ত-স্পর্শেন তদর্ভকস্যেব জন্মাদিনা দুঃখং তস্য ন ভবতি।" (প্রমেয়রত্নাবলী ১।৯) অর্থাৎ বিড়ালী তাহার ছানাকে দন্তদ্বারা স্পর্শ করিলে যেমন তাহার ছানার কোন ক্লেশ অনুভব হয় না, পরন্তু মাতৃদন্তস্পর্শজনিত সুখানুভূতিই হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভক্তগণের আবির্ভাবতিরোভাবজনিত কোন প্রকার ক্লেশ নাই।

নির্ব্বিশেষবাদিগণের ধারণায় "ঈশ্বরের দেহ প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকার, সচ্চিদানন্দময় নহে; ভগবান্ যখন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক জড়জগতে আগমন করেন, তখন তিনি জীবেরই ন্যায় পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া আগমন করিতে বাধ্য হন।" অজ্ঞজ্ঞানিগণের ভক্ত ও ভগবানের দেহে অপ্রাকৃত বুদ্ধি হয় না। তাহারা পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, "ভক্ত ও ভগবানের দেহ অপ্রাকৃত হইলে তাঁহাতে জন্ম-মৃত্যু ও মল মূত্রাদি পরিত্যাগ প্রভৃতি হেয়াংশের প্রতীতি কেন হইয়া থাকে?" তদুত্তরে বেদান্তভাষ্যকার শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু পীঠকভাষ্যে বলিতেছেন—

"রামং দাশরথিঞ্চৈব মৃতং শুশ্রাম স্বপ্নয়েতি দাশরথেরপি নাবদেন তত্তত্ত্বম্। এষ বাক্যেষু ভগবদ্বিগ্রহস্য বিনাশোক্তে-রনিত্যত্বং প্রস্ফুটমিতি চেদিয়ো বদন্তি তন্নিরাকরোতি তন্নিতি। লোকে বৈরাগ্যায় মায়য়ৈব তথা ভগবতা প্রত্যায়িতম্। আসুরপ্রকৃতিভিস্তদ্বদথাবদেব গৃহীতম্। ঐন্দ্রজালিকঃ খলু স্বরূপেণ স্থিত এব স্বস্য ছেদাদিকং প্রত্যায়য়ন্ দৃষ্টঃ কিমুত মহামায়ী পরেশঃ স ইতি। কৃষ্ণস্য প্রত্যয়নং মায়িক-মিত্যত্র হেতুমাহ,—রাজন্নিতি। বক্ষ্যমাণং হরের্নির্য্যাণং শ্রুত্বা তদেকান্তী পরীক্ষিৎ অতিখিন্নোঽভূদিতি তস্য মায়িকত্বং ভাবদাহ,—হে রাজন্, অমুভূতঃ মনুষ্যস্যেব যা জননা-প্যয়েহা উৎপত্তিমরণরূপা চেষ্টা পরস্য ময়া বর্ণিতা তৎনটস্য ঐন্দ্রজালিকস্য ইব মায়াবিড়ম্বনামিত্যবেহীতি ন তৎ শ্রুত্বা ত্বয়া খিন্নে ন ভাব্যমিতিভাবঃ।"

তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীবলদেব ও রামচন্দ্রের নির্য্যাণ-শ্রবণে দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভগবানের অপ্রাকৃতদেহের অনিত্যত্ব ও স্বরূপের নিরাকারত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ঐপ্রকার ধারণা মায়াপ্রত্যায়িত অসুরগণের মিথ্যাপ্রতীতি মাত্র। ভগবান স্থূললিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধি ও সংসারে আসক্তি পরিত্যাগ করাইবার উদ্দেশ্যেই জীবসমক্ষে ঐরূপ লীলা স্বয়ং অথবা ভক্তগণের দ্বারা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ভগবান্ শ্রীহরির নির্য্যাণ শ্রবণ করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ খিদ্যমান হইলে ভাগবতবক্তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে রাজন্, পরমেশ্বরের যে মনুষ্যের ন্যায় জন্মমরণাদি দৃষ্ট হইতেছে, তাহা সত্য নহে। উহা নটের ন্যায় মায়াবিড়ম্বনই জানিবে। স্কন্দ-পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

অবিজ্ঞায় পরং দেহমানন্দাত্মানমব্যয়ম্।
আরোপয়ন্তি জনিমৎ পঞ্চভূতাত্মকং জড়মিতি চ॥

অর্থাৎ ভগবানের প্রকৃত্যাতীত দেহ আনন্দাত্মক ও

অব্যয়স্বরূপ। মূঢ়গণ তাহা জানিতে না পারিয়া তাঁহাতে পঞ্চভূতাত্মক জড়ের কল্পনা করিয়া থাকে। মলমূত্রাদি হেয়াংশ প্রতীতি ও অজ্ঞব্যক্তির জড়-ধারণা মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে ভগবদবতার ঋষভদেবের চরিত্রে পুরীষ-পরিত্যাগ প্রভৃতি যে হেয়াংশের প্রতীতি আছে, তাহা "দেবমায়াবিমোহিতা"—এই শব্দের প্রয়োগ দ্বারা করুণাময় পরমভাগবত শ্রীল শুকদেব গোস্বামী 'অজ্ঞপ্রতীতি' স্পষ্টাক্ষরেই জানাইয়াছেন। স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে যে,—

জগজ্জন মলধ্বংসিশ্রবণস্মৃতিকীর্ত্তনা।
মলমূত্রাদিরহিতাঃ পুণ্যশ্লোকা ইতি স্মৃতাঃ॥

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের শ্রবণ কীর্ত্তন জগজ্জনের মল ধ্বংস করে। তাঁহারা মলমূত্রাদি-রহিত পুণ্যশ্লোক বলিয়া কথিত হন। ঋষভদেবের দেহত্যাগ প্রসঙ্গেও কথিত হইয়াছে যে, তিনি নিজের দেহশক্তি পরিত্যাগ করাইবার নিমিত্তই ঐরূপ আচরণ লোকচক্ষে প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

অতএব ভক্তের নির্য্যাণ বলিতে 'জীবচক্ষের অগোচর' বুঝিতে হইবে। এস্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে, ভক্ত যখন নিত্য সচ্চিদানন্দময় বৈকুণ্ঠবস্তু, তখন তাঁহার নির্য্যাণে ভক্তগণ স্থূললিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট কর্ম্মিগণের স্বজন-বিয়োগের ন্যায় কেন শোক প্রকাশ করিয়া থাকেন? তদুত্তর এই যে, ভক্তবিরহজনিত আর্ত্তি ও কর্ম্মিগণের স্বজনবিয়োগজনিত শোক কখনই এক নহে। ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের অবস্থান। তাঁহাদের সঙ্গ একান্ত বাঞ্ছনীয়। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

"বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন আনন্দিত অনুক্ষণ
সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ।"

সেই নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইয়াই জীব নরকের দ্বারস্বরূপ গৃহে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ভগবদ্ভক্তই কৃপাপূর্ব্বক সংসারানলপীড়িত জীবকুলকে স্ব-সঙ্গ প্রদান করিয়া পরমানন্দ প্রদান করেন। সুতরাং পরদুঃখ-দুঃখী পরমবান্ধব ভগবদ্ভক্তের বিচ্ছেদ যে ক্লেশজনক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? শ্রীরায় রামানন্দ-মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণভক্ত বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর॥"

(চৈঃ চঃ ম ৮।২৪৮)

ভক্তবিরহে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শোকপ্রদর্শন-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন,—

কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা—কৈলা সঙ্গ ভঙ্গ॥
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শকতি তাঁরে নারিল রাখিতে॥

(চৈঃ চঃ অঃ ১১।৯৪-৯৫)

কর্ম্মিগণের মৃতদেহ পঞ্চভূতের সমষ্টি—প্রাকৃত মাত্র; সুতরাং অশুদ্ধ। এতজ্জন্য তাঁহাদের ঐ দেহ স্পর্শ করিলে স্নানাদি করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। এমন কি কর্ম্মিগণই মৃত দেহের সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে গৃহাদি ও গোময় লেপন প্রভৃতি দ্বারা সংস্কার করিয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তের অপ্রাকৃত দেহে ঐরূপ প্রাকৃত অশুদ্ধ বিচার করিলে বৈষ্ণবাপরাধ মাত্রই সঞ্চিত হয়। ভক্তের নির্য্যাণে বৈষ্ণবগণের ব্যবহার কি প্রকার তাহা স্বয়ম্ শ্রীগৌরহরি শ্রীহরিদাস নির্য্যাণে প্রদর্শন করিয়াছেন,—

হরিদাস ঠাকুরে তবে বিমানে চড়াঞা।
সমুদ্রে লঞা গেলা কীর্ত্তন করিয়া॥
আগে মহাপ্রভু চলেন নৃত্য করিতে করিতে।
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ সাথে॥
হরিদাসে সমুদ্রজলে স্নান করাইলা।
প্রভু কহে,—"সমুদ্র এই মহাতীর্থ হইলা॥"
হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিলা প্রসাদ-চন্দন॥

(চৈঃ চঃ অ ১১।৬২-৬৫)

ভারবাহী কর্ম্মিগণের বুদ্ধি জড়জাত দেশ, কাল ও পাত্রে আবদ্ধ। তাঁহারা জড়চিন্তা ব্যতীত জড়াতীত চিন্তা করিতে পারেন না। তাঁহাদের ধারণা, এই স্থূলদেহই জীবিতাবস্থায় চিৎ, মরিয়া গেলে উহাই আবার অচিৎ। এরূপ ধারণা লইয়া যখন তিনি ঈশ্বর পূজা করিতে বসেন, তখন তিনি পার্থিব জড়বস্তুতে ঈশ্বর আবাহন করিয়া তাহাতেই ছল-চিন্ময়ত্ব আরোপ করেন। আবার বিসর্জ্জন সময়ে উহাকেই অচিৎ পার্থিব জড়বস্তুজ্ঞানে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান্—এই তিনটীই নিত্য বাস্তববস্তু, অনিত্য অবাস্তববস্তু নহেন। সুতরাং

তাহাতে কর্ম্মিগণের ভাঙ্গাগড়া-বুদ্ধির প্রাকৃতবিচার স্পর্শ করিতে পারে না।

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥"

সুসিদ্ধান্ত-সমাহৃতি

"ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয়।"
—চৈঃ চঃ মধ্য ২৩।১১

ঋষভদেব—ঋষভদেব দুইজন। একজন শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত দ্বাবিংশ অবতারের অন্যতম অষ্টম অবতার, যিনি প্রশান্তদিগকে সর্ব্বাশ্রমপূজ্য পারমহংস্য পন্থা উপদেশার্থ আগ্নীধ্রপুত্র নাভি হইতে তৎপত্নী মেরুদেবীর গর্ভসিন্ধুতে উদিত হইয়াছিলেন। ইঁহার কথা শ্রীমদ্ভাগবত ১।৩।১৩ ও ৫।৩য়-৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। ইনি চিরস্থায়ী ও বিস্তৃতকীর্ত্তি এবং মুনিচেষ্টাযুক্ত প্রাভবাবস্থ অবতারগণের অন্যতম। এই ঋষভদেবই ভগবদাবেশাবতার মধ্যে গণিত হইয়াছেন।

দ্বিতীয় ঋষভদেব চতুর্দ্দশমন্বন্তরাবতারের মধ্যে নবম। ইনি দক্ষসাবর্ণ্য-মন্বন্তরে আয়ুষ্মান্ হইতে অম্বুধারার গর্ভে আবির্ভূত হইয়া 'ঋষভ' নামে বিখ্যাত হইবেন এবং তৎকালীন 'অদ্ভুত' নামক ইন্দ্রকে সর্ব্বসম্পৎসমৃদ্ধা ত্রিলোকী ভোগ করাইবেন। ইঁহার কথা শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টমস্কন্ধ ১৩।২০ শ্লোকে বর্ণিত আছে।

শ্রীমদ্ভাগবত ১।৩।১৩ ও ৫।৩য়-৬ষ্ঠ অধ্যায়ে যে ঋষভদেব অর্থাৎ লীলাবতার বা চিরস্থায়ী বিস্তৃতকীর্ত্তি মুনিচেষ্টাযুক্ত প্রাভবাবস্থ অবতার ঋষভদেবের কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেই ভগবদাবেশাবতারের সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা বুঝিতে না পারিয়া কুতর্কপ্রবণ অসারগ্রাহিগণের হৃদয়ে কোন কোন পূর্ব্বপক্ষের উদয় হইতে পারে, তদাশঙ্কা করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তবিদ্ আচার্য্যগণ যে সকল সুসিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাই নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

অসারগ্রাহিগণের কুতর্ক উত্থাপন করিবার আশঙ্কা এই যে, ভাগবতে ৫।৫।৩২ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে যে, ঋষভদেব 'আজগর'-নামক ব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক একস্থানে শয়ন-করিয়াই আহার, পান ও মলমূত্র পরিত্যাগ এবং পরিত্যক্ত পুরীষেই অবলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন; তাহাতে তাঁহার শরীর পুরীষপ্রলিপ্ত হইল। আবার ইহার পরবর্ত্তী গদ্যে (৫।৫।৩৩) লিখিত আছে যে, "কিন্তু তাহা হইলেও উহাতে কোন বীভৎসভাব প্রকাশ হইবার আশঙ্কা ছিল না, কারণ ঐ পুরীষে দুর্গন্ধের লেশমাত্র ছিল না। ঋষভদেবের সেই পুরীষসৌরভে সুরভিত হইয়া বায়ু চতুর্দ্দিকে দশযোজন পর্য্যন্ত স্থান সুবাসিত করিল।" পরবর্ত্তীগদ্যে (৫।৫।৩৪) লিখিত আছে যে, "ঋষভদেব কখনও বা শয়ন করিয়াই গো, মৃগ ও বায়সতুল্য আচরণ করিয়া পান, ভোজন ও মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করিতেন।" আবার ৫।৬।৭ ও ৮ সংখ্যার গদ্যে শ্রীঋষভদেবের অপ্রকটসম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে,—"ঋষভদেব পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে একদা দক্ষিণ কর্ণাটের কোঙ্ক, বেঙ্কট ও কুটক প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে কুটকাচলের সমীপবর্ত্তী উপবনে উপস্থিত হইলেন। * * অবশেষে বায়ুবেগে সেই কাননস্থ বংশদণ্ডসমূহের পরস্পর সংঘর্ষণজনিত ভীষণদাবানল প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহার দেহের সহিত (তেন সহ) সমগ্র কাননকে ভস্মীভূত করিল।

এই সকল ভাগবতীয় বর্ণন শ্রবণ করিয়া অবিদ্বৎ-প্রতীতিযুক্ত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে ভগবান্ বিষ্ণুর অপ্রাকৃত দেহে প্রাকৃতবুদ্ধি হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া বিদ্বৎ-প্রতীতিযুক্ত লোকমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আচার্য্যগণ জীবকুলকে অপরাধের হস্ত হইতে উদ্ধারার্থ নিম্নলিখিত সুসিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

বৃদ্ধবৈষ্ণব শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্যে (৫।৬।৮) লিখিয়াছেন—

জ্ঞানানন্দাত্মকো দেহো ঋষভস্য মহাত্মনঃ।
তাদৃশেনৈব মনসা ক্রমংস্তু কুটকাচলে।
দাবাগ্নিমনুবিশ্যাথ তত্রস্থঃ প্রাদহজ্জগৎ।
এবমগ্নেরভিব্যক্তস্তস্থৌ বিষ্ণুঃ সনাতনঃ॥

শ্রীমধ্বমুনির এই সিদ্ধান্তবাক্য হইতেও উপলব্ধি হয় যে, ঋষভদেবের দেহ প্রাকৃত নহে, তাহা সচ্চিদানন্দময়। তিনি কুটকাচলে ভ্রমণ করিতে করিতে দাবাগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়া জগৎ প্রকৃষ্টরূপে দগ্ধ করিয়াছিলেন। 'প্রকৃষ্ট'-শব্দের দ্বারা তিনি আশ্রিত জগতের অবিদ্যা দহন করিয়াছিলেন, ইহাই সূচিত হইতেছে। 'বিষ্ণু' এবং 'সনাতন'

শব্দের দ্বারা শ্রীমধ্বমুনি শ্রীঋষভদেবের নির্গুণতা, জগন্মঙ্গলকরত্ব, অনাদিত্ব ও নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। তাঁহার দেহ নশ্বর নহে, তাহা অপ্রাকৃত ও নিত্য।

পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, ঋষভদেব যখন ভগবান্ বিষ্ণু হইতে অভিন্ন এবং তাঁহার দেহ 'অপ্রাকৃত' ও 'সচ্চিদানন্দময়,' তখন তাঁহাতে পুরীষ পরিত্যাগ প্রভৃতি হেয়াংশের প্রতীতি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তরে বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু তৎকৃত 'সিদ্ধান্তরত্নে'র ১ম পাদ ৬৫-৬৮ অনুচ্ছেদে এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়ছেন—

ঋষভদেবে যে হেয়াংশ কথিত হইয়াছে, তাহা—অজ্ঞব্যক্তির যেরূপ প্রতীতি হইয়াছিল, তাহারই বর্ণনা মাত্র; কেন না, তাঁহার চিন্ময়দেহে তাদৃশ হেয়াংশ অসম্ভব। শ্রীমদ্ভাগবত (৫।৬।১১ শ্লোকের) "দেবমায়া-বিমোহিতাঃ" এই বাক্যের দ্বারা অজ্ঞপ্রতীতি স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়াছেন। আবার, (ভা ৫।৫।১৯ শ্লোকে) "ইদং শরীরং মম দুর্বিভাব্যং" অর্থাৎ 'আমার এই মনুষ্যশরীর—অবিতর্ক্য' এই উক্তি দ্বারা স্বয়ং ঋষভদেবও তাহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; বিশেষতঃ, তৎসেবক সিদ্ধজীবেরই যখন হেয়াংশযোগের অভাব কথিত হইয়াছে, তখন তাঁহার সম্বন্ধে ও' কথাই নাই। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—"যে ভগবদ্ভক্তগণ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-দ্বারা জগজ্জনের চিত্তমল ধ্বংস করেন, যাহারা মলমূত্রাদিরহিত, তাঁহারাই 'পুণ্যশ্লোক' বলিয়া কথিত হন।"

আবার ভা ৫।৫।৩২-৩৩ গদ্যে ঋষভদেব নিজ পুরীষাদি হেয়বস্তুসকলকেও যে উপাদেয়রূপে জানাইয়াছিলেন, তাহা অসদাচারীদিগের কদাচারের পোষকতা-সম্পাদনের জন্যই বুঝিতে হইবে; তাহা না হইলে অর্হৎগণ তাঁহাকে স্বধর্ম্মোপদেষ্টা জানিয়া তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিত না। ভগবান্ ঋষভদেব যে অধর্ম্মকে পৃষ্ঠদেশে রাখিলেন, বৈদিক আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ উহাকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া গ্রহণ করিল। শ্রীল শুকদেব বলিয়াছেন যে, (ভাঃ ৫।৬।৯।) ঋষভদেবের চরিত্র শ্রবণ করিয়া 'কোঙ্ক,' 'বেঙ্ক,' 'কুটক' দেশের রাজা 'অর্হৎ' কলিযুগে অধর্ম্মমার্গ অর্থাৎ বেদবহির্ভূত চিহ্নধারী জৈনাদি পাষণ্ডসম্প্রদায়পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিবেন। এই জন্যই ভগবানের নিজমায়া দ্বারা তৎরূপের অন্যরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। ইহাতে পরম স্বতন্ত্র ভগবানে বৈষম্য দোষও ঘটিতেছে না; কেন না, শ্রীভগবান্ স্বরূপতঃ শুদ্ধচিন্ময় অথচ তটস্থস্বভাব জীবকে তাহার স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার-ফলে তৎকৃত কর্ম্মানুসারেই ফলপ্রদান করিয়া থাকেন।

এইরূপে ভগবানের চিন্ময়দেহে হেয়াংশের অভাব বুঝাইয়া দিয়া "দাবানলস্তদ্বনমালেলিহানঃ সহ তেন দদাহ" (ভাঃ ৫।৬।৮) অর্থাৎ তাঁহার দেহের সঙ্গে ভীষণ দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া সমগ্র কাননকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল'—এই অংশের সঙ্গতি করিতেছেন। উক্ত বাক্যের অর্থ অন্যরূপ, যথা—'তেন সহ'—এস্থলে 'কর্ত্তৃসাহিত্যে তৃতীয়া' অর্থাৎ কর্ত্তা দাবানল ঋষভদেবকে সহায় করিয়াই বনকে দগ্ধ করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা কেবলমাত্র দাবানলই বন দগ্ধ করে নাই, পরন্তু ঋষভদেবও করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, দাবানল কেবলমাত্র বনই দগ্ধ করিয়াছিল, আর ঋষভদেব বনবাসিদিগের অবিদ্যাকে দগ্ধ করিয়াছিলেন। (ভা ৫।৫।২৮) "ঋষভদেব পুত্রদিগকে উপদেশ দিয়া পারমহংস্য ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন"—এইরূপ যে উক্তি দেখা যায়, তাহাতে তদ্ধর্ম্মের কেবলমাত্র অনুকরণই দেখা যায়, এবং তাঁহার দেহত্যাগ-প্রকারও—যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাও—তৎসেবকদিগের দেহাসক্তি পরিত্যাগ করাইবার জন্যই জানিতে হইবে।

কেশাবতার-খণ্ডন—শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৭।২৬ শ্লোকে) বিষ্ণুপুরাণে ও মহাভারতে কেশাবতারের উল্লেখ আছে। শ্রীহরি (ক্ষীরোদশায়ী) আপনার মস্তক হইতে শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ দুইটা কেশ উৎপাটন করিয়াছিলেন। কেশদ্বয় যদুকুল-স্ত্রী রোহিণী ও দেবকীতে প্রবিষ্ট হইলে প্রথম শ্বেতকেশ হইতে বর্ণানুসারে বলদেব ও দ্বিতীয় কৃষ্ণকেশ হইতে কৃষ্ণ উৎপন্ন হইলেন। এইরূপ বর্ণন বিষ্ণুপুরাণে ও মহাভারতে দৃষ্ট হয়:—

> ভূমেঃ সুরেতরবরূথবিমর্দ্দিতায়াঃ
> ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ।
> জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্যমার্গঃ
> কর্ম্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি॥ (ভাঃ ২।৭।২৬)

অসুর-স্বরূপ নৃপতিগণের সৈন্যসমূহ দ্বারা এই পৃথিবী নিপীড়িতা হইলে ধরার ভারনাশের জন্য সেই সিতকৃষ্ণ-কেশ অংশরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া নিজ মহত্ত্বসূচক কার্য্য করিবেন।

উপরি-উক্ত শাস্ত্রবচনগুলি বিচার করিলে রামকৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী ভগবানের অংশ, ইহাই নিশ্চিত হয়। বস্তুতঃ এরূপ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ। এতদ্বিষয়ে আচার্য্যগণের সুসিদ্ধান্ত নিম্নে বিবৃত হইতেছে :—

১। শ্রীধর-স্বামী (ভাবার্থ-দীপিকা ২।৭।২৬) বলিতেছেন,—'সিতকৃষ্ণকেশ' অর্থে শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ কেশ-বিশিষ্ট শ্রীহরি। শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের দ্বারা ভগবানের শোভাই দ্যোতিত হইয়াছে। উহা বয়ঃপরিণামজনিত নহে। কেননা ভগবদ্দেহ অবিকারী। বিষ্ণুপুরাণে যে ভগবানের দুইটী কেশ উৎপাটনের কথা এবং মহাভারতে যে তাহা হইতে রামকৃষ্ণের আবির্ভাবের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য 'কেশাবতার' মাত্র নহে, কিন্তু অসুরগণের ভারাবতরণরূপ কার্য্য। ঐ ভারাপনোদন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অতি সামান্য। উহা তাঁহার কেশদ্বয়ই করিতে সমর্থ। এই বাক্য স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত এবং শ্রীরামকৃষ্ণের বর্ণসূচনার্থ কেশোদ্ধার কার্য্য অবগত হওয়া যায়। অন্যথা পূর্ব্বাপর বিরোধ উপস্থিত হয়। (১।৩।২৮ শ্লোকে "এতেচাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্") শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহার সহিত ও বিরোধ উপস্থিত হয়।

২। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু (লঘুভাগবতামৃত পূর্ব্বখণ্ড ৭৭ শ্লোকে) 'কেশাবতার'-খণ্ডনমুখে বলিয়াছেন—

"নৈবং ভোঃ শ্রূয়তামস্য পদ্যস্যার্থো বিধীয়তে।
কলয়া শিল্পনৈপুণ্যবিশেষবিধিনা সিতাঃ।
বদ্ধাঃ কৃষ্ণা অতিশ্যামাঃ কেশা যেনৈতিবিগ্রহঃ।
স এবেত্যস্য বৈদগ্ধীবিশেষোৎকর্ষ ঈরিতঃ॥
কিংবা যঃ কলয়াংশেন স্যাৎ সিতশ্যামকেশকঃ।
স এবাত্রাবতীর্ণোঽভূৎ শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ॥"

"ওহে বিরুদ্ধার্থ-বাদিগণ, তোমরা কৃষ্ণকে ক্ষীরোদশায়ী ভগবানের অংশাবতার বলিতে পার না।' এই ভাগবতপদ্যের (২।৭।২৬ শ্লোকের) অর্থ বলিতেছি শ্রবণ কর। 'কলয়া' (কলা দ্বারা) শব্দে শিল্পনৈপুণ্যবিশেষ-বিধান-দ্বারা, 'সিত' অর্থে 'বদ্ধ', 'কৃষ্ণ' অর্থে 'অতিশয় শ্যামবর্ণ' 'কেশ'। ইহা দ্বারা তাঁহার রস-চাতুর্য্যের উৎকর্ষই বর্ণিত হইল। অথবা যিনি কলা দ্বারা অর্থাৎ অংশের দ্বারা, শ্বেতকৃষ্ণকেশ অর্থাৎ শ্বেতকৃষ্ণকেশকলাপে সুশোভিত ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু, তিনি (সেই ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু) যাঁহার অংশে আবির্ভূত, সেই লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।" শ্রীরূপপাদ লঘুভাগবতামৃত পূর্ব্বখণ্ড ৭৮ শ্লোকে আরও বলিয়াছেন—

"বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে মার্কণ্ডেয় ঋষি বজ্রকে বলিয়াছেন,—'প্রলয়াব্ধিস্থিত এই পুরুষ তোমার পিতা অনিরুদ্ধ'। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ীর অবতার হইলে মার্কণ্ডেয় মুনি বজ্রকে ঐরূপ বাক্য বলিতেন না; কেননা, কৃষ্ণ বজ্রের পিতা নহেন, কিন্তু প্রপিতামহ। অতএব কৃষ্ণকে ক্ষীরোদশায়ীর শ্বেতকৃষ্ণকেশদ্বয়ের অবতার বলিয়া যে ভ্রম ছিল, তাহা সুদূরপরাহত হইল।"

৩। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভীয় সর্ব্বসম্বাদিনীতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে—এই ভাগবতের (১১।২১।৪২ শ্লোকের) চূর্ণিকায় 'কেশ'শব্দ ব্যাখ্যানে মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশের বাক্যসকল উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—

"স দেবানভ্যনুজ্ঞায় তত্রৈব ত্রিদশালয়ে।
জগাম বিষ্ণুঃ স্বং দেশং ক্ষীরোদস্যোত্তরাং দিশম্॥
তত্র সা পার্ব্বতী নাম গুহাদেবৈঃ সুদুর্গমা।
ত্রিভিস্তস্যৈব বিক্রান্তৈর্নিত্যং পর্ব্বসু পূজিতা।
পুরাণং তত্র বিন্যস্য দেহং হরিরুদারধীঃ।
আত্মানং যোজয়ামাস বসুদেবগৃহে প্রভুঃ॥"
(হরিবংশ ৫৬।৪৯-৫১)

অর্থাৎ বিষ্ণু দেবতাদিগকে স্বর্গে যাইতে আদেশ করিয়া স্বয়ং ক্ষীরোদসাগরের উত্তর দিকে গমন করিলেন। তথায় দেবতাদিগের সুদুর্গমা 'পার্ব্বতী' নাম্নী এক গুহা আছে। বিষ্ণুর পরাক্রমশালী তিনজন পুরুষের দ্বারা প্রতিপর্ব্বে সেই গুহা পূজিতা হন। উদারবুদ্ধি শ্রীহরি স্বীয় পুরাণ-দেহ তথায় বিন্যস্ত করিয়া বসুদেবগৃহে আত্ম-যোজনা করিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, পালনকর্ত্তা গুণাবতার বিষ্ণু ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ দেবতাগণের প্রার্থনায় তাঁহাদের সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং স্বীয় অংশী ও অবতারী বাসুদেবে আত্মযোজন করিলেন বা মিলিত হইলেন। বাসুদেবের দেহে থাকিয়া তিনি অসুরকুল ধ্বংস করিয়া

থাকেন। অসুরকুল বিনাশ, পৃথিবীর ভারাপনোদন প্রভৃতি কার্য্য স্বয়ং ভগবানের নহে।

শ্রীল জীবগোস্বামিচরণ তদীয় কৃষ্ণসন্দর্ভ-গ্রন্থে (২৯ সংখ্যায়) শ্রীধরস্বামিপাদের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত অঙ্গীকার করিয়া এই প্রকার তাৎপর্য্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন-

"হে দেবগণ, তোমরা আমাকে অবতীর্ণ করাইবার নিমিত্ত কেন এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ? আমি 'অনিরুদ্ধ' নামক পুরুষের প্রকাশবিশেষ ক্ষীরোদসমুদ্রস্থিত শ্বেতদ্বীপাখ্য ধামের ঈশ্বর। আমার কেশদ্বয় অর্থাৎ শিরোধার্য্য বা নিরতিশয় পূজ্য যে বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণ তাঁহারা উভয়েই স্বয়ং অবতীর্ণ হইবেন। ভূভারহরণ তাঁহাদের দ্বারাই হইবে, উহা তাঁহাদের পক্ষে অতি সামান্য কার্য্য মাত্র।

মুক্তাফল টীকায় এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে,—'ক' অর্থাৎ সুখ, 'ঈশ' শব্দের অর্থ স্বামী। ক+ঈশ সুখ-স্বামী বা একমাত্র সুখপ্রদাতা শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁহাদিগকে আপনার নিকট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন অর্থাৎ অনিরুদ্ধ বিষ্ণু তাঁহাদিগকে আপনার নিকট প্রকট করিয়াছিলেন।

যাঁহারা 'সিতকৃষ্ণ'পদে 'শুক্লকৃষ্ণকেশ'—এরূপ অর্থ করেন, তাঁহাদের বিচার শুদ্ধ নহে; কেননা, দেবতা মাত্রেই জরাবর্জ্জিত, ইহা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। অবিকারী ভগবানের জরাজনিত কেশের শুক্লতা কখনই সিদ্ধান্তিত হইতে পারে না। আবার তাঁহার কেশ যে স্বভাবতঃই শ্বেতকৃষ্ণ, তাহারও কোনও শাস্ত্রপ্রমাণ নাই; এই নিমিত্ত নৃসিংহপুরাণে কৃষ্ণাবতার-প্রসঙ্গে 'কেশ' শব্দের প্রয়োগ না করিয়া 'শক্তি' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, যথা নৃসিংহপুরাণে—

বসুদেবাচ্চ দেবক্যামবতীর্য্য যদোঃ কুলে।
সিতকৃষ্ণে চ মচ্ছক্তী কংসাদ্যান্ ঘাতয়িষ্যতে॥

অর্থাৎ 'যদুকুলে বসুদেব হইতে দেবকীতে অবতীর্ণ হইয়া আমার সিত ও কৃষ্ণশক্তিদ্বয় কংসাদি অসুরবর্গকে নিহত করিবে।' এস্থলে কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন যে, 'অংশ' উপলক্ষ করিয়াই 'কেশ' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহা নহে; কেননা, শ্রীকৃষ্ণ নিখিলশক্তির আশ্রয় ও আদিপুরুষ। এতদ্বিষয়ে সংশয় উৎপন্ন হইলে দৃঢ়সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার বহু হেতু বর্ত্তমান আছে। 'কৃষ্ণ', 'বিষ্ণু' প্রভৃতি শব্দ-সকলের যে অর্থ প্রতীতি হয়, তন্মধ্যে কোনও বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। শ্রীভগবানই ঐ সকল শব্দের বাচ্য। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে কাহারও শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। আবার শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোনও ভগবদবতারের জন্মদিন 'জয়ন্তী' আখ্যায় অভিহিত হয় না। এইজন্য মহাভারতে কীর্ত্তিত হইয়াছে—

ভগবান্ বাসুদেবশ্চ কীর্ত্ত্যতেঽত্র সনাতনঃ।
শাশ্বতং ব্রহ্মপরমং যোগিধ্যেয়ং নিরঞ্জনম্॥

অর্থাৎ এই জয়ন্তী-বাসরে সনাতন ভগবান্ বাসুদেব কীর্ত্তিত হয়েন। তিনিই যোগীদিগের ধ্যেয় অঞ্জনরহিত নিরুপাধিক শাশ্বত পরমব্রহ্ম। ভগবৎস্বরূপ যে কালাতীত এবং কাল তাঁহার অধীন, তিনি কালের অধীন নহেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের (২।৯।১০ "ন যত্র কালপ্রভবেৎ পরঃ প্রভুঃ" (অর্থাৎ যে পাদপদ্মের উপর শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাদিরও কর্ত্তা কাল পর্য্যন্ত প্রভুত্ব করিতে সমর্থ হয় না) প্রভৃতি-বাক্যে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। তবে যে প্রভাসখণ্ডে 'কেশ'কে 'বাল'রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং সেই কেশের শুক্লত্ব ও কালকৃত পালিত্যের লক্ষণ অর্থাৎ বার্দ্ধক্যহেতু ঐ কেশ শুক্লবর্ণ হইয়াছে, এইরূপ যে বর্ণন দেখা যায়, তাহা দেবী-গণের শুষ্কবৈরাগ্যপ্রতিপাদন-প্রকরণের অন্তর্বর্ত্তী; সুতরাং 'দেবতামাত্রেই জরাবর্জ্জিত'—এই শ্রুতিসিদ্ধ মুখ্য অর্থের প্রমাণ অপেক্ষা প্রকরণগত প্রমাণ বলবান্ নহে। প্রভাস-খণ্ডের ঐরূপ উক্তি ছল উক্তি ("অভিপ্রায়ান্তরেণ প্রযুক্তস্যার্থান্তরং প্রকল্প্য দূষণং ছলম্" অর্থাৎ অন্য অভিপ্রায়ে শব্দের অন্য অর্থ কল্পনা করিয়া যে দোষ প্রদর্শিত হয়, তাহার নাম ছল) মাত্র। গরুড়পুরাণাদিতেও এরূপ ছলোক্তি দেখা যায়, যথা—

"ব্রহ্মা যেনেত্যারভ্য বিষ্ণুর্যেন দশাবতারগহনে ক্ষিপ্তো মহাসঙ্কটে রুদ্রো যেন কপালপাণিরভিতো ভিক্ষাটনং কারিতঃ ইত্যাদৌ তস্মৈ নমঃ কর্ম্মণে।"

অর্থাৎ 'ব্রহ্মা যাহার দ্বারা'—এইরূপ বর্ণন আরম্ভ করিয়া বিষ্ণু দশাবতারগহনে অর্থাৎ কখনও মৎস্য, কখনও কূর্ম্ম, কখনও বরাহ প্রভৃতি রূপগ্রহণ জন্য মহাসঙ্কটে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। রুদ্রকে কপালপাত্র হস্তে ভিক্ষা করিতে হইয়াছে। অতএব সেই কর্ম্মকে নমস্কার। এস্থলে কর্ম্ম-

প্রভাবে তাঁহাদের ঐরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, এরূপ বর্ণন করা শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট বিষয় নহে। কিন্তু কর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে কর্ম্মমহিমা প্রতিপাদনের জন্য শব্দসাম্যের দ্বারা ছলে ঐরূপ উক্তি হইয়াছে। পরন্তু প্রভাসখণ্ডের কেশাবতার-প্রসঙ্গ শিবশাস্ত্রোক্ত বলিয়া বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ। বিষ্ণুতত্ত্ববিচারে ঐ শাস্ত্রের উপযোগিতা নাই। বিশেষতঃ প্রভাসখণ্ড স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত। স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকেয় প্রতি শ্রীশিববচন, যথা—

"শিবশাস্ত্রেঽপি তদ্গ্রাহ্যং ভগবচ্ছাস্ত্রযোগি যৎ ইতি।"

অর্থাৎ ভগবচ্ছাস্ত্রের অনুকূল শিবশাস্ত্রের বচন সকলই গ্রহণীয়। শিবের এই নিজবচন হইতেই তাঁহার বাক্যের অপ্রামাণ্য সূচিত হইয়াছে। সুতরাং বিষ্ণুতত্ত্ববিচারে উহার অনুপযোগিতা যুক্তিযুক্ত। পদ্মপুরাণে ও মৎস্যপুরাণে শিব-প্রতিপাদক পুরাণসকলের তামসত্ব নির্ণীত হইয়াছে। প্রভাসখণ্ডের উক্তগ্রন্থে চন্দ্রের কলঙ্কপ্রাপ্তির কারণ বর্ণন করিয়া শ্রীকৃষ্ণাবতার-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং বিষ্ণু এইরূপ উল্লিখিত হওয়ায় উক্তগ্রন্থের নিজবাক্যের সহিতই পূর্ব্বাপর বিরোধ লক্ষিত হইতেছে। অতএব কেশাবতারের তাৎপর্য্য শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণুর কেশাবতাররূপে নির্দ্দেশ করা নহে। অথবা কেশের শুভ্রত্ব ও কৃষ্ণত্ব জরাজনিত এরূপও নহে; উহা বক্তার ছলোক্তি মাত্র। কিন্তু ভগবত্তত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞতা বশতঃই ঐরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। স্কন্দপুরাণের বক্তা রোমহর্ষণ-সূত ভাগবত অধ্যয়ন করেন নাই; কারণ তিনি শ্রীবলদেবকেও অবজ্ঞা করিয়া ভগবত্তত্ত্বে অনভিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন। 'কেশ' শব্দের অর্থ অংশু বা জ্যোতিঃ; যথা মহাভারতে শান্তিপর্ব্ব ৩৪১ অধ্যায় ৪৮ শ্লোকে—

"অংশবো যৎপ্রকাশন্তে মমৈতে কেশসংজ্ঞিতাঃ।
সর্ব্বজ্ঞাঃ কেশবং তস্মান্মামাহুর্দ্বিজসত্তমাঃ॥"

অর্থাৎ আমাতে যে জ্যোতিঃ বিরাজিত তাহার নাম 'কেশ'। সেই হেতু সর্ব্বজ্ঞ মুনিগণ আমাকে "কেশব", বলিয়া থাকেন। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় গোবিন্দ সূরির পুত্র শৈব নীলকণ্ঠও 'ভারতভাবদীপে' লিখিয়াছেন,—

"কেশৈঃ কেশবৎ সূক্ষ্মৈঃ সূর্য্যাদিরশ্মিভিস্তদ্রূপেণ বা বাতি গচ্ছতীতি কেশবঃ। * *
কেশবশব্দ জপফলমন্ধস্য চক্ষুঃ প্রাপ্তিঃ॥"

অর্থাৎ 'কেশ' শব্দে কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম সূর্য্যাদির রশ্মিবৎ—তদ্রূপে যিনি গমন করেন অর্থাৎ "যদাদিত্যগতং তেজঃ" প্রভৃতি গীতাবচন-অনুসারে সূর্য্যচন্দ্রাদিতে যে তেজঃ লক্ষিত হয়, তাহা ভগবানেরই। 'কেশব'শব্দের জপফলে অন্ধব্যক্তিরও জ্ঞানচক্ষু লাভ হয়।

অতএব শ্রীকৃষ্ণাবতার-প্রসঙ্গে যে যে স্থানে 'কেশ' শব্দের প্রয়োগ আছে, সে সব স্থলে তাহার 'জ্যোতিঃ' অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। বিষ্ণুপুরাণে "শুক্লকৃষ্ণ-কেশদ্বয় উৎপাটন করিলেন"—এই বাক্যের দ্বারা শুক্ল কৃষ্ণজ্যোতিঃ শ্রীবাসুদেব সঙ্কর্ষণের অবতার সূচিত হইয়াছে। মহাভারতোক্ত 'কেশব' শব্দে শ্রীমথুরার কেশবস্থান নামক মহাযোগপীঠের অধিপতি শ্রীকেশব বুঝিতে হইবে। তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। মহাভারতে যে শ্বেত ও কৃষ্ণকেশদ্বয় উৎপাটন করেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, দেবতাগণ পৃথিবীর ভারহরণের নিমিত্ত অনিরুদ্ধ বিষ্ণু বা ক্ষীরোদশায়ী ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি শুক্ল ও কৃষ্ণকেশ অর্থাৎ জ্যোতিঃ প্রদর্শন করিয়া কৃষ্ণবলরামের ভাবী অবতারের বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছেন। অনিরুদ্ধ বিষ্ণু কৃষ্ণ-বলরামের অংশ। অংশে অংশীর তেজঃ বিদ্যমান থাকে।

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও শ্রীলঘুভাগবতামৃত (পূর্ব্বখণ্ড ৭৭ শ্লোকের) টীকায় 'কেশ'শব্দের অর্থ অংশু বা জ্যোতিঃ বলিয়াছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও ভাঃ ২।৭।২৬ শ্লোকের টীকায় কেশাবতার-খণ্ডনমুখে কুসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীল জীবগোস্বামিচরণের কৃষ্ণসন্দর্ভের বিচারের মধ্যেই পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের বিচারবাশি অন্তর্ভুক্ত থাকায় সেই সকল আর পৃথক্‌ভাবে লিপিবদ্ধ হইল না।

সেবাদর্শ

লেখনী স্তব্ধা—বাণী রুদ্ধা—ভাষা অসমর্থা। প্রভুপাদের পরমপ্রিয় রামবিনোদ—কুঞ্জদা'র স্নেহস্নাত রামবিনোদ—সকলের হৃদয় অধিকৃত রামবিনোদ—গ্রন্থভাণ্ডারের সংরক্ষক রামবিনোদ—বিশ্বস্ত সেবক রামবিনোদ—সর্ব্ব সেবাকার্য্যে

সদা পরমোৎসুক রামবিনোদ—সেবাদর্শ রামবিনোদ—সেবাস্নিগ্ধ রামবিনোদ—স্থির-শান্ত-মৃদু-নিরীহ—বৈষ্ণবসদ্গুণ-বিভূষিত রামবিনোদ—বৈরাগ্যবান্ রামবিনোদ—সেবাময়-বিগ্রহ রামবিনোদ—অসৎসঙ্গ ত্যাগে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রামবিনোদ—মায়িক বন্ধন-ছেদনে বজ্রাদপি কঠোর রামবিনোদ—প্রাকৃতজনক-জননীর স্নেহ-ধিক্কারকারী রামবিনোদ—হরিজন-প্রেমাসক্ত—গুরুবৈষ্ণবসেবা-মগ্ন রামবিনোদ—গৌরবিহিত সঙ্গীত-নিপুণ রামবিনোদ—নিত্যানন্দ-রামাভিন্ন গুরুদেবের নয়নানন্দবর্দ্ধক রামবিনোদ—গুরু-প্রসাদ-প্রবর্দ্ধিত রামবিনোদ—বিভু-ভক্তিবিনোদের বৈভব-বিলাস রামবিনোদ—সর্ব্বকণ্ঠে গীত—সর্ব্ব জিহ্বায় উচ্চারিত—সকলের অকৃত্রিম স্নেহ-ভালবাসা-শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভাজন রামবিনোদ—প্রভুপাদের চিহ্নিত সেবক রামবিনোদ—গুণমণি, গুণখনি রামবিনোদ! তুমি আমাদিগের মধ্যে নাই—একথা ত' কিছুতেই ভাবিতে পারিতেছি না—এখনো ত' তোমার স্নিগ্ধ-কমনীয়-সেবাময় সুন্দর মূর্ত্তিখানি নয়নাগ্রে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আমরা কি সত্য সত্যই তোমার সঙ্গ-বিরহিত!

যদি তাহাই হয় তাহা হইলে এত শীঘ্র আমাদিগকে তোমার সঙ্গদান হইতে বঞ্চিত করিবার কারণ কি? অথবা বিপ্রলম্ভরসপরিপোষ্টা শ্রীগুরুদেবের সেবক তুমি তোমার এরূপ লীলা কি কৃষ্ণেতর বিষয়ের নশ্বরতার বিজ্ঞাপনী এবং জীবকুলকে অধিকতর ভাবে বিপ্রলম্ভতনু ভগবানের সেবায় অধিষ্ঠিত অর্থাৎ কৃষ্ণানুসন্ধানে প্রমত্ত করাইবার ভঙ্গী?

তোমার অভীষ্টদেব প্রভুপাদ আজ সপার্ষদ আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য বিজয়ে বহির্গত হইয়াছেন—ভূতলে শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপন করিতেছেন—কিন্তু তারযোগে তোমার সংগোপনবার্ত্তা শুনিয়া তিনিও আজ তোমার বিরহে কাতর—তিনি তারযোগে তাঁহার হৃদয়বেদনা জানাইয়াছেন—প্রতি পত্রে জানাইতেছেন, কৃষ্ণদা' আজ তোমার বিরহে ব্যথিত হইয়া কোন প্রকারে প্রভুপাদকে সান্ত্বনা প্রদান করিতেছেন—ভারতবর্ষের বিভিন্ন মঠ হইতে ভক্তগণ তোমার বিরহ-বেদনায় কাতর হইয়া পত্রী লিখিতেছেন। এই জন্যই বোধ হয় রায় রামানন্দ-মুখে শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছিলেন—

"দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর?
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর॥"

আজ তোমার বিরহ যুগপৎ আমাদের হৃদয়ে আমাদের প্রভুপাদের চারিটী আদর্শসেবা-বিগ্রহের উজ্জ্বল মূর্ত্তি জাগ্রত করিয়া দিতেছে। তোমরা চারিটীই প্রভুপাদের পরমপ্রিয়—গুরুসেবার জ্বলন্ত আদর্শ—গুরুকৃষ্ণসেবার্পিতাত্মা—কৃষ্ণভোগের সর্ব্বোপযুক্ত নৈবেদ্য—গোলোকপতির রাতুল-যুগলচরণের অর্ঘ্য—অনাঘ্রাত-অমলকোমলমঞ্জুলকুসুমকলিকা।

কোথা সেই ভুবনবিভূষণ ভুবনেশ্বর, কোথা সেই ভাগবতপর ভাগবতজনানন্দ, কোথা সেই গুরুগৌরাঙ্গের জয়গানকারী জয়গৌরাঙ্গ! কোথা সেই নিত্যানন্দরামের মনোঽভিরাম রামবিনোদ! আজ যুগপৎ তাঁহারা হৃদয়ে উদিত হইয়া যেন বলিয়া দিতেছেন—গুরুদেবের মুখনিঃসৃত কথা অনুকীর্ত্তন করিয়া আরও দৃঢ়ভাবে জানাইয়া দিতেছেন—হে জীব, তোমাদের একমুহূর্ত্তও হরিসেবা ব্যতীত অন্য কার্য্য করিবার অধিকার নাই—সর্ব্বদা শ্রীগুরু আনুগত্যে ব্যাকুলভাবে কৃষ্ণানুসন্ধানতৎপরতাই জীবের একমাত্র কৃত্য।

রামবিনোদ, তোমার এ মহতী শিক্ষা যেন হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারি। কৃপা কর, যেন জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তোমার আদর্শে শ্রীগুরুসেবা করিতে করিতেই এদেহ পতন হয়। অন্যাভিলাষ যেন ক্ষণকালের জন্যও হৃদয়ে উদিত না হয়।

কীর্ত্তনসেবা-পরায়ণ রামবিনোদ! তুমি যে গান কয়েকটী অনেক সময়েই বিরলে বসিয়া প্রাণের নিষ্কপট-আবেগে গান করিতে সেই শ্রীভক্তিবিনোদপ্রভু ও শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা যেন আজ হৃদয়তন্ত্রীতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে—কর্ণে ঝঙ্কৃত হইতেছে। আজ তোমারই গাওয়া গানে তোমাকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর—

"বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর,
এ দাসে করুণা করি;
দিয়া পদছায়া, শোধহ আমারে,
তোমার চরণ ধরি॥"

"প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
এ অধমে কর দয়া আপনার বলি'॥"

"কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া
এ অধম দাস কেন না গেল মরিয়া ॥"

শোকশাতন

[পরম পূজ্যপাদ শ্রীপ্রামবিনোদ প্রভুর অপ্রকটে

আদর্শ গুরুর সেবক হে গৌরাঙ্গজন !
রাখিয়া আদর্শ সেবার শুদ্ধসনাতন ॥
চলিলে স্বধামে তব হে বৈকুণ্ঠদূত !
হাসিয়া অমন্তা হাসি কিবা অদভুত ॥

শ্রীগুরু-পদারবিন্দে লভিয়া শরণ ।
কিরূপে যাপিত হ'বে আশ্রিত জীবন ॥
শিখা'লে তুমিই তা'র করিয়া আচার ।
শ্রীগুরু-মহিমা ভবে করিলে প্রচার ॥

মায়ার কুহকে হায়, মুগ্ধ জীবকুল ।
চাহে না শুনিতে তা'র কোথা রহে ভুল ॥
ভাবিয়া তাদের দশা ব্যথিত অন্তরে ।
কত না ডেকেছ 'কৃষ্ণে' ভাস' অশ্রুনীরে ॥

মধুর অমিয় ভাষে ডাকি' জনে জনে ।
বলেছ', "হে ভাই, তো'রা ভজ কৃষ্ণধনে ॥
কৃষ্ণ বিনা আর বন্ধু কে আছে সবার ।
কৃষ্ণের চরণ পদ্ম সর্ব্বসুখাধার ॥

"জীবন সমাপ্তিকালে করিব ভজন ।
কখন এমন নাহি কহে বিজ্ঞজন ॥
মরণ অবশ্য ভাই, জানহ নিশ্চয় ।
সর্ব্বস্ব ত্যজিয়া লহ কৃষ্ণ-পদাশ্রয় ॥"

জীবের বেদনা-ক্লিষ্ট শ্রীমুখে তোমার ।
শুনিয়া মঙ্গলবাণী বড় সে আশার ॥
নাচিয়া উঠিত হিয়া অতীব পাষাণ ।
রাক্ষসী মায়ার মোহ করিত প্রয়াণ ॥

প্রথম সাক্ষাতে মনে পড়ে একদিন ।
ডাকিয়া কহিলে মোরে হ'য়ে কত দীন ॥
"হে ভাই, কি নাম তোমার, কোথা তব ঘর ?
কি কার্য্যে যাপহ দিবা, কহ অতঃপর ॥"

শুনিয়া হইনু স্তব্ধ, না সরে বচন ।
কহিনু, "শ্রীপাদপদ্মে মম আগমন ॥
বিষয়-মদান্ধ আমি কিছু নাহি জানি ।
মম পরিচয় ভাল জানহ আপনি ॥"

অমনি গম্ভীর তাঁ'র হইল বদন ।
কহিতে লাগিলা, "জীব কৃষ্ণদাস হন ॥
নিত্য কৃষ্ণদাস্য তাঁ'র নিত্য পরিচয় ।
কৃষ্ণের বসতিস্থল তাঁ'র ধাম হয় ॥

"শ্রীগুরুসেবনে মিলে কৃষ্ণপ্রেমধন ।
শ্রীগুরু-সেবায় ভাই, দেহ প্রাণ-মন ॥"
আরও কতই কথা করিলে কীর্ত্তন ।
অনর্থ-পীড়িত-চিত্ত, না হয় স্মরণ ॥

কেহ বা আচরে শুধু, না করে প্রচার ।
অথবা প্রচারে কেহ, না করে আচার ॥
আচরি' প্রচারি' দুই আদর্শ সেবার ।
সাধিলে জীবের হিত, সেবা-অবতার ॥

বর্ণিতে নাহিক শক্তি তব গুণ-গণ ।
অবিদ্যাকৈতবপূর্ণ মলময় মন ॥
(হে) বৈষ্ণব ঠাকুর, কর করুণা-ঈক্ষণ ।
তবানুসরণে যেন যায় এ জীবন ॥

সেবায় বিমুখ আমি বিষয়ী দুর্জ্জন ।
শ্রীগুরু-সেবায় প্রীতি নাহি এক কণ ॥
বৈষ্ণবচরণে করি কত অপরাধ ।
ক্ষমিয়া সকল প্রভো, কর পরসাদ ॥

গুরুবৈষ্ণবসেবাভিখারী—
শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

প্রশ্ন

মাননীয়

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়পত্র-সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়!

আমি অজ্ঞাধম, অদ্য কয়েকটী প্রশ্ন করিতেছি, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় অনতিবিলম্বে আমার প্রাথিত প্রশ্নের যথাযথ সুসিদ্ধান্তপ্রকাশ-পূর্ব্বক উপকৃত ও বাধিত করিবেন।

কয়েকটী বিষয় লইয়া এস্থানে বৈষ্ণববৃন্দের মধ্যে বিষম আন্দোলন চলিয়াছে। তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিখিলাম :—

(১) আখড়াদি স্থানে "এক সিংহাসনে শ্রীগৌরনিতাই শ্রীবিগ্রহদ্বয় এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ যুগলবিগ্রহ স্থাপিত আছেন"—ইহা বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-মতে দূষণীয় কিনা জানিতে ইচ্ছা করি।

(২) শ্রীশ্রীগৌরনিতাই শ্রীবিগ্রহ-দ্বয় এক সিংহাসনে রাখিতে পারা যায় কি না? রাখিলে কোন সিদ্ধান্ত-বিরোধ হয় কি না?

(৩) শ্রীমতী রাধারাণীর চরণে শ্রীতুলসীপত্র প্রদান করা যাইতে পারে কি না?

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর চরণে তুলসী দেওয়া যায় কি না? পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে শ্রীগদাধরাদি শক্তিতত্ত্ব, শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্ততত্ত্ব এবং শ্রীগুরুদেবের চরণে তুলসী দিয়া পূজা করা যাইতে পারে কি না?

(৪) ভিক্ষালব্ধ উষ্মতণ্ডুলদ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগ রন্ধন করিতে পারা যায় কি না? ইহার বিস্তারিত সুমীমাংসা একমাত্র পারমার্থিকগৌড়ীয় পত্রিকা ভিন্ন আর কাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিব? এই শ্রৌতপন্থাবমাননকারী বিবাদ-বহুলযুগে শ্রীগৌড়ীয়ের শরণগ্রহণ ভিন্ন আর অন্য কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া তাঁহার শ্রীচরণেই শরণাগত হইলাম।

বিনয়াবতদাস—

শ্রীমনোমোহন রায় চৌধুরী

পোঃ বাজিয়াটী, জিঃ ঢাকা।

উত্তর

(১) শ্রীভগবান্ রসময়; সুতরাং তাঁহার উপাসনাও রসময়ী। অতএব কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে ভগবদুপাসনা ব্যতীত জীবের প্রতিপদে অনন্ত অপরাধে নিমজ্জিত হইবার সম্ভাবনা। রসতত্ত্বে অনভিজ্ঞ গুরুব্রুবগণের উপদেশে চালিত বা স্বতন্ত্রভাবে স্বমতকল্পনা করিয়া ভগবানের উপাসনা-চেষ্টা দেখাইতে গিয়া বদ্ধজীব শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবচরণে অপরাধ সঞ্চয় করেন। নিম্নলিখিত কারণে শ্রীগৌরনিতাইর সহিত শ্রীরাধাগোবিন্দের যুগলবিগ্রহ একসিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অর্চ্চিত হইতে পারেন না।

(ক) শৃঙ্গাররসময় মূর্ত্তি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ শৃঙ্গাররসেরই উপাস্যবস্তু। অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীল গৌরসুন্দরের সহিত তাঁহাদের একসিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিবার কোন বাধা নাই। কিন্তু শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু কৃষ্ণাগ্রজ শ্রীবলদেব। কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার সখ্যমিশ্রিত বাৎসল্যভাব। সখ্যরস মধুররসের মিত্র হইলেও বাৎসল্যরস মধুররসের শত্রু; যথা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু উঃ ৮ লঃ ৪০ শ্লোকে —

"শুচেঃ সপক্ষগন্ধোঽপি কথঞ্চিদ্যদি বৎসলে।
ক্বচিদ্ভবেত্ততঃ সুষ্ঠু বৈরস্যায়ৈব কল্পতে।"

অর্থাৎ শুদ্ধবৎসলরসে যদি কথঞ্চিৎ শৃঙ্গাররসের গন্ধও থাকে, তাহা হইলে ঐ বৎসলরস বিরসতা প্রাপ্ত হয়। অতএব শ্রীবলদেব বা নিত্যানন্দের সহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলমূর্ত্তির আরাধনারূপ অনুষ্ঠানে রসাভাসদোষ উপস্থিত হয় বলিয়া উহা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও মহাপরাধজনক।

(খ) চিদ্ধামের হেয় প্রতিফলিত রাজ্য এই জড়জগতের ব্যাপারেও দেখা যায় যে, জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া কখনও শৃঙ্গারবিলাসাদি করেন না। গরুড়পুরাণে ত্রয়স্ত্রিংশ প্রকার পিতার উল্লেখ আছে; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহার অন্যতম। সুতরাং পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সমক্ষে কনিষ্ঠের শৃঙ্গাররসগত কোনও প্রকার ব্যবহার থাকিতে পারে না।

(গ) শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ নিত্যলীলাপরায়ণ। তাঁহাদের অর্চ্চাবিগ্রহ ও নাম তাহা হইতে অভিন্ন। "নিতাইগৌর রাধে শ্যাম" প্রভৃতি নবকল্পিত রসাভাসপূর্ণ 'ছড়া' যেরূপ 'নামাপরাধ', শ্রীবিগ্রহের রসাভাসদোষযুক্ত উপাসনাও সেইরূপ ভগবৎসেবা নহে—সেবাপরাধ।

(ঘ) মধুর রসের উপাসকগণ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে শ্রীমতী রাধিকার কনিষ্ঠা ভগিনী অনঙ্গমঞ্জরীরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। আবার তিনিই (নিত্যানন্দপ্রভুই) সন্ধিনী শক্তির শক্তিমত্তত্ত্ব কৃষ্ণাগ্রজ শ্রীবলরাম। গৌরলীলায় শ্রীবলদেবই 'পাষণ্ডদলন ও প্রেমপ্রচারণ' এই দুই কার্য্য দ্বারা গৌরসুন্দরের মনোহভীষ্ট পূর্ণ করেন। বলদেবস্বরূপে কৃষ্ণলীলার সহায় এবং অনঙ্গমঞ্জরীরূপে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনপ্রয়াসিনী সন্ধিনী মূর্ত্তি শ্রীবলদেব মূর্ত্তিভেদে বহুপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। কৃষ্ণাগ্রজ অভিমানে শ্রীবলদেবের—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্যমিশ্র সখ্যভাব ব্যতীত শৃঙ্গাররসগত কোন চেষ্টা নাই। বলদেব শ্রীকৃষ্ণের গৌরবের ভাই। তিনি সখা হইলেও সুহৃদ্ সখা। সুহৃদ্-বর্গ কৃষ্ণাপেক্ষা বয়োধিক ও বাৎসল্যগন্ধবিশিষ্ট।

(২) শ্রীশ্রীগৌরনিতাই শ্রীবিগ্রহদ্বয় একই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অর্চ্চিত হইতে পারেন, তাহাতে কোনও বাধা নাই।

(৩) কৃষ্ণ যেরূপ সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বের অংশী, শ্রীমতী রাধারাণীও তদ্রূপ লক্ষ্মীগণের অংশিনী। সখীগণ তাঁহা হইতে অভিন্ন তাঁহার কায়ব্যূহস্বরূপ। তুলসীদেবী শ্রীমতী রাধারাণীর আনুগত্যে কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। এতদ্বিষয়ের সুমীমাংসা অনন্ত-সংহিতায় এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে—

> পূর্ণাশক্তিরভিন্না চ শ্রীমতী বার্ষভানবী।
> বৈভবরূপিণী তস্যা বৃন্দাদেবী প্রকীর্ত্তিতা।
>
> * * *
>
> নিত্যং শ্রীতুলসীদেবী সেবতে বার্ষভানবীম।
> অন্যোহন্যমেষ বিশ্রব্ধভাবস্তয়োরবস্থিতঃ॥
> অন্যেষান্ত ততস্তস্মিন্নাধিকারঃ কদাচন।
> মোহাৎ প্রবর্ত্তমানস্ত ভবেত্তত্রাপরাধবান্॥
> দদ্যাৎ শ্রীতুলসীং তস্মাৎ শ্রীদেব্যাঃ করপল্লবে।
> শুদ্ধো হি বৈষ্ণবো নিত্যং পাদয়োর্ন কথঞ্চন॥

তাৎপর্য্য এই যে—পূর্ণাশক্তি শ্রীমতী বার্ষভানবীর বৈভবরূপিণী তুলসীদেবী বিশ্রব্ধভাবে শ্রীরাধারাণীর সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাই বলিয়া বৈষ্ণব শ্রীতুলসীদেবীকে (এক কৃষ্ণশক্তিকে) অপর কৃষ্ণশক্তি (শ্রীমতী রাধারাণীর) চরণে নিক্ষেপ করিতে পারেন না। মোহবশতঃ কেহ কোন দিন শ্রীমতী রাধারাণীর চরণে তুলসী অর্পণ করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করিবেন না। অতএব শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ শ্রীমতীর করপল্লবেই তুলসী অর্পণ করিয়া থাকেন। এই প্রকার সিদ্ধান্তের দ্বারা স্বরূপশক্তি শ্রীমতী রাধারাণীকে যেন কেহ জীবকোটির অন্তর্ভুক্ত না করেন। এ স্থলে অচিন্ত্যভেদা-ভেদতত্ত্বই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠকগণ অবগত আছেন যে, পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে স্বয়ংরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু, স্বয়ংপ্রকাশ নিত্যা-নন্দপ্রভু ও অংশরূপ অদ্বৈতপ্রভু—প্রভু-বিষ্ণুতত্ত্ব; অপর দুইটি তদাশ্রিত শক্তিতত্ত্ব। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্র-নন্দন, নিত্যানন্দপ্রভু তাঁহারই দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলদেব। বলদেবই সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বের মূলপুরুষ, তাঁহা হইতেই পরব্যোমে চতুর্ব্যূহ লীলা প্রকটিত হইয়াছে। দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ সঙ্কর্ষণ হইতেই কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু। তাঁহার অবতার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু উপাদানকারণ বিষ্ণু। মহাবিষ্ণু হইতে অভিন্ন বলিয়াই তিনি অদ্বৈত—

> "অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাৎ" (চৈঃ চঃ ১।১২৫০)

শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈতপ্রভু বিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইলে তাঁহাদের চরণে তুলসী দেওয়ার পক্ষে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? বক্রেশ্বরশাখায় শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামীর শিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্রগোস্বামী যে অর্চ্চন-পদ্ধতি লিখিয়াছেন, তাহাতে ঐ সকল বিষয় সুষ্ঠুরূপে মীমাংসিত হইয়াছে। সেই পদ্ধতি-অনুসারে অদ্যাবধি শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও প্রভুদ্বয়ের চরণে তুলসী অর্পণ পূর্ব্বক অর্চ্চন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু শুদ্ধবৈষ্ণবগণ শ্রীবাসগদাধর প্রমুখ শক্তিতত্ত্বের চরণে তুলসী প্রদান করিয়া কোন দিন অপরাধময়ী অর্চ্চন-প্রণালী প্রচার করেন নাই। শ্রীগুরুদেবও অচিন্ত্য ভেদাভেদপ্রকাশ গৌরশক্তিতত্ত্ব; সুতরাং শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে অপর শক্তি শ্রীতুলসীদেবীকে নিক্ষেপ করিয়া শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তানুগ ব্যক্তিগণও কখনই তত্ত্ববিরোধ বা পাষণ্ডতা করেন না। শ্রীঅনন্ত-সংহিতায় বলিয়াছেন,—

> তুলস্যা বিষয়ং তত্ত্বং বিষ্ণুমেব সমর্চ্চয়েৎ।
> সা দেবী কৃষ্ণশক্তির্হি শ্রীকৃষ্ণবল্লভা মতা॥
> অতস্তাং বৈষ্ণবীং দেবীং নান্যপদে সমর্পয়েৎ।
> অর্পণে তত্ত্বহানিঃ স্যাৎ সেবাপরাধ এব চ॥
> অতত্ত্বজ্ঞস্তু পাষণ্ডো গুরুক্রুবস্য পাদয়োঃ।
> অর্পয়ন্ তুলসীং দেবীমর্জ্জয়েন্নরকং পদম্॥

অর্থাৎ কৃষ্ণশক্তি তুলসীদেবী কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়া। তদ্দ্বারা একমাত্র বিষ্ণুরই অর্চ্চন করিতে হইবে। অন্য বৈষ্ণব-পদে কদাচ তুলসী অর্পিত হইতে পারে না। অর্পণ করিলে তত্ত্ববিরোধ ও সেবাপরাধ হইয়া থাকে। গুরুব্রুব পাষণ্ডগণই ঐরূপ অপরাধজনক কার্য্যে ব্রতী হইতে পারে। এতদ্বিষয়ে অধিক জানিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীল ধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর "অর্চ্চনপদ্ধতি" অথবা শ্রীল জীবগোস্বামীর "কৃষ্ণার্চ্চন-পদ্ধতি" আলোচ্য।

(৪) সিদ্ধ বা আতপ তণ্ডুল এই দুইটিই জড় বা বা অবিষ্ণুবস্তু। অবিষ্ণুবস্তুদ্বারা বিষ্ণুপূজা হইতে পারে না। অপ্রাকৃতভাবের সহিত প্রদত্ত না হইলে ভগবান কোন বস্তুই গ্রহণ করেন না। অপ্রাকৃতভাব বলিতে কৃষ্ণসেবাপর 'নিগুর্ণ' বুঝিতে হইবে। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে —"মৎসেবায়াস্তু নির্গুণা" অর্থাৎ "আমার সেবায় যে শ্রদ্ধা, তাহা নির্গুণা।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'সারার্থ-বর্ষিণী' (গীতার) ৯।২৬ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,

"তেন মদ্ভক্তভিন্নো জনস্তাৎকালিক্যা ভক্ত্যা যৎ প্রযচ্ছতি, তৎ তেনোপহৃতমপি পত্রপুষ্পাদিকং নৈবা-শ্নামীতি দ্যোতিতম্। তত্তশ্চ মদ্ভক্ত এব পত্রাদিকং যদ্দদাতি, তৎ তস্যাহমশ্নামি সপ্রেমচিত্তমূপভুঞ্জে। কীদৃশম্? ভক্ত্যা উপহৃতং, ন তু কস্যচিদনুরোধাদিনা দত্তমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ, মদ্ভক্তস্যাপ্যপবিত্রশরীরত্বে সতি নাশ্নামীত্যাহ — প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধান্তঃকরণস্য মদ্ভক্তং বিনা নান্যঃ শুদ্ধান্তঃ-করণঃ।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমার ভক্তব্যতীত কোন ব্যক্তি যদি তাৎকালিকী ভক্তির সহিত (লৌকিকী বা প্রাকৃত শ্রদ্ধার সহিত) পত্রপুষ্পাদি কোনও দ্রব্য প্রদান করেন, তাহা আমি গ্রহণ করি না; কিন্তু একমাত্র আমার ভক্ত পত্রপুষ্পাদি যাহা কিছু প্রদান করেন, তাহাই আমি গ্রহণ করিয়া থাকি। কেননা, তিনি আমার সেবার নিমিত্ত ভক্তির সহিত ঐ সকল উপহার প্রদান করিয়াছেন। কাহারও অনুরোধে বা উপরোধে প্রদান করেন নাই। "প্রযতাত্মনঃ" বলিতে শুদ্ধান্তঃকরণ। আমার ভক্ত ব্যতীত অন্যের অন্তঃকরণ শুদ্ধ অর্থাৎ নির্গুণ নহে। "ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণঃ" প্রভৃতি ভাগবত-বচনই তাহার প্রমাণ। আমার পাদপদ্মসেবা পরিত্যাগে অসামর্থ্যই শুদ্ধচিত্তের লক্ষণ।

ভারবাহী স্মার্ত্তগণ 'সিদ্ধ', 'আতপ' প্রভৃতি জড়বস্তু সম্বন্ধে যে শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার করেন, ভক্তের বিচার তাহা হইতে স্বতন্ত্র। স্মার্ত্তগণ অপ্রাকৃত বা নির্গুণ স্ব-স্ব-রূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া স্থূললিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধিপূর্ব্বক অবিষ্ণুবস্তু-সম্বন্ধে যে প্রাকৃত বিচার করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা বিষ্ণুবস্তু-বিষয়ে প্রযোজ্য নহে। শ্রীপাট খানাকুল কৃষ্ণনগরে নিত্যানন্দপার্ষদ দ্বাদশগোপালের অন্যতম শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তির উষ্ণ চাউলের অন্ন ও উষ্ণ চাউল ভাজা মুড়ির ভোগ অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে। মহাপ্রভুর পার্ষদ মঙ্গলবৈষ্ণবের শিষ্য শ্রীনৃসিংহবল্লভ মিত্র ঠাকুরের স্থাপিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্চ্চামূর্ত্তির উষ্ণ চাউলের অন্ন ভোগ হইয়া থাকে। এ সকল বিষয়ে ভক্তগণের কোনও প্রকার সন্দেহ থাকিবার কারণ নাই। সম্পত্তিশালী গৃহস্থগণের বিত্তশাঠ্য করিয়া উষ্ণ চাউলের ভোগ প্রদান করা বিধি নহে,—পরন্তু সেবাপরাধ। কিন্তু ভক্তের ভিক্ষালব্ধ নির্গুণ-তণ্ডুলের ভোগ হইবার কোন বাধা থাকিতে পারে না। তাহাতে প্রাকৃত বিচার বা জড় জাতি-সামান্যবাদ অর্থাৎ 'এটী সিদ্ধ', 'এটী আতপ' এইরূপ বিচার স্থান পাইতে পারে না। বৈষ্ণবপ্রায় ব্যক্তিগণ কনিষ্ঠাধিকারে থাকিয়া যে অর্চ্চনাদি করিয়া থাকেন, তাহা বাস্তবিক নির্গুণ নহে। কিন্তু তাহা নির্গুণোদ্দেশক বলিয়া ঐরূপ অর্চ্চনেরও প্রশংসা করা যাইতে পারে। তাঁহারা সাত্ত্বিকভাব অবলম্বনপূর্ব্বক সত্ত্বগুণযুক্ত দ্রব্যকে পবিত্র জানিয়া ভগবান্‌কে সমর্পণ করিবেন—ইহাই বিধি। কিন্তু ভক্তকৃপাবলে অপ্রাকৃতবুদ্ধির উদয় হইলে, তাঁহাদের কনিষ্ঠাধিকারগত শুদ্ধাশুদ্ধির বিচারও সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হয় এবং তাঁহারা তখন মধ্যমাধিকারে 'শুদ্ধবৈষ্ণব' বলিয়া পরিগণিত হন।

—০—

পারমার্থিক গৌড়

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যার পর]

। বষট্ তে বিষ্ণবাস আ কৃণোমি তন্মে জুষস্ব শিপিবিষ্ট হব্যং। বর্দ্ধন্তু ত্বা সুষ্টুতয়ো গিরো মে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥ (৭।১০০।৭)।

সাঃ ভাঃ—শিপিবিষ্টঃ বিষ্ণুঃ।

৭০। যদিন্দ্রেণ সরথং যাথো অশ্বিনা যদ্বা বায়ুনা ভবথঃ সমোকসা। যদাদিত্যেভির্ঋভুভিঃ সজোষসা যদ্বা **বিষ্ণো**-র্বিক্রমণেষু তিষ্ঠথঃ॥ (৮।৯।১২)।

৭১। যদ্বা যজ্ঞং মনবে সম্মিমিক্ষথুরেবেৎ কাণ্বস্য বোধতম্। বৃহস্পতিং বিশ্বান্দেবাঁ অহং হুব **ইন্দ্রাবিষ্ণু** অশ্বিনাবা-শুহেষসা॥ (৮।১০।২)।

৭২। যৎ সোমমিন্দ্র **বিষ্ণবি** যদ্বা ঘ ত্রিত আপ্ত্যে। যদ্বা মরুৎসু মন্দসে সমিন্দুভিঃ॥ (৮।১২।১৬)।

সাঃ ভাঃ—বিষ্ণবি বিষ্ণৌ।

৭৩। যদা তে **বিষ্ণুরোজসা** ত্রীণি পদা বিচক্রমে। আদিত্তে হর্য্যতা হরী ববক্ষতুঃ॥ (৮।১২।২৭)।

সাঃ ভাঃ—বিষ্ণুর্ব্যাপনশীলঃ।

৭৪। ত্বাং **বিষ্ণুর্বৃ**হন্ ক্ষয়ো মিত্রো গৃণাতি বরুণঃ। ত্বাং শর্দ্ধো মদত্যনু মারুতম্॥ (৮।১৫।৯)।

৭৫। বিদ্মা হি রুদ্রিয়াণাং শুষ্মমুগ্রং মরুতাং শিমীবতাম্। **বিষ্ণোরেষস্য** মীহ্লুষাম্। (৮।২০।৩)।

সাঃ ভাঃ—বিষ্ণোর্ব্যাপ্তস্য।

৭৬। অগ্নয়ে **বিষ্ণবে** বয়মবিষ্যন্তঃ সুদানবে। শ্রুধি স্বয়াবন্ৎ সিন্ধো পূর্ব্বচিত্তয়ে। (৮।২৫।১২)।

সাঃ ভাঃ—বিষ্ণবে স্বমহত্ত্বেন সর্ব্বব্যাপকায়।

৭৭। উত নঃ সিন্ধুরপাং তন্মরুতস্তদশ্বিনা। ইন্দ্রো **বিষ্ণু**-র্মীঢ়্বাংসঃ সজোষসঃ। (৮।২৫।১৪)।

৭৮। আ প্র যাত মরুতো **বিষ্ণো** অশ্বিনা পূষন্মাকীনয়া ধিয়া। ইন্দ্র আযাতু প্রথমঃ সনিষ্যুভির্বৃষা যো বৃত্রহা গৃণে। (৮।২৭।৮)।

সাঃ ভাঃ—**বিষ্ণুঃ** স্ববলেন সর্বতো ব্যাপ্তঃ।

৭৯। আ শর্ম পর্ব্বতানাং বৃণীমহে নদীনাম্ আ **বিষ্ণোঃ** সচাভুবঃ। (৮।৩১।১০)।

৮০। অগ্নিনেন্দ্রেণ বরুণেন **বিষ্ণুনাদিত্যৈ**রুদ্রৈর্ব্বসুভিঃ সচাভুবা সজোষসা উষসা সূর্য্যেণ চ সোমং পিবতমশ্বিনা॥ (৮।৩৫।১)।

৮১। অঙ্গিরস্বন্তা উত **বিষ্ণুবন্তা** মরুত্বন্তা জরিতুর্গচ্ছথো হবম্। সজোষসা উষসা সূর্য্যেণ চাদিত্যৈর্যাতমশ্বিনা॥ (৮।৩৫।১৪)।

৮২। বিশ্বেত্তা **বিষ্ণুরাভরদুরুক্রমস্ত্বেষিতঃ।** শতং মহিষান্ ক্ষীরপাকমোদনং বরাহমিন্দ্র এমুষম্॥ (৮।৬৬।১০)।

সাঃ ভাঃ—উরুক্রমো বহুগতিঃ।

৮৩। অধি ন ইন্দ্রৈষাং **বিষ্ণো** সজাত্যানাম্। ইতা মরুতো অশ্বিনা॥ (৮।৭৩।৭)।

৮৪। সখে **বিষ্ণো** বিতরং বিক্রমস্ব দ্যৌর্দেহি লোকং বজ্রায় বিষ্কভে। হনাব বৃত্রং রিণচাব সিন্ধূনিন্দ্রস্য যন্তু প্রসবে বিসৃষ্টাঃ॥ (৮।৮৯।১২)।

৮৫। সুতা ইন্দ্রায় বায়বে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ। সোমা অর্ষন্তি **বিষ্ণবে**॥ (৯।৩৩।৩)।

৮৬। ত্বমিন্দ্রায় **বিষ্ণবে** স্বাদুরিন্দো পরি স্রব। নৄন্‌ৎ-স্তোতৄন পাহ্যংহসঃ॥ (৯।৫৬।৪)।

৮৭। সুত ইন্দ্রায় **বিষ্ণবে** সোমঃ কলশে অক্ষরৎ। মধুমাঁ অস্তু বায়বে॥ (৯।৬৩।৩)

৮৮। অপ্সা ইন্দ্রায় বায়বে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ। সোমো অর্ষতি **বিষ্ণবে**॥ (৯।৬৫।২০)।

সাঃ ভাঃ—বিষ্ণবে সর্ব্বজগদ্ব্যাপিনে।

৮৯। মৎসি সোম বরুণং মৎসি মিত্রং মৎসীন্দ্রমিন্দো পবমান **বিষ্ণুম্**। মৎসি শর্দ্ধো মারুতং মৎসি দেবান্মৎসি মহামিন্দ্রমিন্দো মদায়॥ (৯।৯০।৫)।

৯০। সোমঃ পবতে জনিতা মতীনাং জনিতা দিবো জনিতা পৃথিব্যাঃ। জনিতাগ্নের্জ্জনিতা সূর্য্যস্য জনিতেন্দ্রস্য জনিতোত **বিষ্ণোঃ**॥ (৯।৯৬।৫)।

৯১। পবস্ব বাজসাতমঃ পবিত্রে ধারয়া সুতঃ। ইন্দ্রায় সোম **বিষ্ণবে** দেবেভ্যো মধুমত্তমঃ॥ (৯।১০০।৬)।

৯২। **বিষ্ণুরিত্থা** পরমমস্য বিদ্বাঞ্জাতো বৃহন্নভি পাতি তৃতীয়ম্। আসা যদস্য পয়ো অক্রত স্বং সচেতসো অভ্যর্চ্চন্ত্যত্র॥ (১০।১।৩)।

সাঃ ভাঃ—বিষ্ণুর্ব্যাপনশীলঃ।

৯৩। আহং পিতৄন্‌ৎসুবিদত্রাঁ অবিৎসি নপাতং চ বিক্রমণং চ **বিষ্ণোঃ**। বর্হিষদো যে স্বধয়া সুতস্য ভজন্ত পিত্বস্ত ইহাগমিষ্ঠাঃ॥ (১০।১৫।৩)।

সাঃ ভাঃ—বিষ্ণোর্ব্যাপিনঃ।

(ক্রমশঃ)

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত, সম্বন্ধ সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩, ১১ ডিসেম্বর ১৯২৬	১৭শ সংখ্যা

সারকথা

'ভক্তি' শব্দের অর্থ কত প্রকার?

'ভক্তি' শব্দের অর্থ হয় দশবিধাকার।
এক—সাধন, প্রেমভক্তি—নবপ্রকার॥
রতিলক্ষণা, প্রেমলক্ষণা, ইত্যাদি প্রচার।
ভাবরূপা, মহাভাবলক্ষণরূপা আর॥
শান্তভক্তের রতি বাড়ে প্রেম পর্য্যন্ত।
দাস্যভক্তের রতি হয় রাগদশা অন্ত॥
সখাগণের রতি হয় অনুরাগ পর্য্যন্ত।
পিতৃমাতৃস্নেহ আদি অনুরাগ অন্ত॥
কান্তাগণের রতি পায় মহাভাবসীমা।
'ভক্তি' শব্দে কহিলুঁ এই অর্থের মহিমা॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৪।৩০-৩৫)

বিধি ও নিষেধ কি?

মুদ্রার সহিত নৈবেদ্যের যেন বিধি।
বেদরূপে আপনে বলিলা গুণনিধি॥
বিনে সেই বিধি, কিছু স্বীকার না করে।
সকল প্রতিজ্ঞা চূর্ণ ভক্তের দুয়ারে॥
শুক্লাম্বর তণ্ডুল তাহার পরমাণ।
অতএব সকল বিধি ভক্তির প্রমাণ॥
যত বিধি-নিষেধ—সকলই ভক্তি-দাস।
ইহাতে যাহার দুঃখ, সেই যায় নাশ॥
ভক্তি বিধি-মূল কহিলেন বেদব্যাস।
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ তাহা করিলা প্রকাশ॥

(চৈঃ ভা মধ্য ১৬।১৩৮-১৪২)

স্বতন্ত্র পূজকের গতি কি?

তোমারে লঙ্ঘিয়া কোটি দেব ভজে।
সেই দেব তাঁহারে সংহারে কোন ব্যাজে॥
যে তোরে লঙ্ঘিয়া করে মোরে নমস্কার।
সে জন কাটিয়া শির করে প্রতিকার॥
সূর্য্য-সাক্ষাৎ করিয়া রাজা সত্রাজিত।
ভক্ত-বশে সূর্য্য তান হইলা বিদিত॥
লঙ্ঘিয়া তোমার আজ্ঞা আজ্ঞা ভঙ্গ দুঃখে।
দুই ভাই মারা যায়, সূর্য্য দেখে সুখে॥
বলদেব-শিষ্যত্ব পাইয়া দুর্য্যোধন।
তোমারে লঙ্ঘিয়া তার সবংশে মরণ॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৯।১৭৬, ১৯৬-১৯৯)

শিবপ্রতি ব্যবহার কিরূপ?

সকৃৎ যে জন বলে 'শিব' হেন নাম।
সেহ কোন প্রসঙ্গে না জানে তত্ত্ব তান॥
শ্রীবদনে কৃষ্ণচন্দ্র বলেন আপনে।
শিব যে না পূজে সে বা মোরে পূজে কেনে॥
মোর প্রিয় শিব-প্রতি অনাদর যা'র।
কেমতে বা মোরে ভক্তি হইবে তাহার॥
অতএব সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণ পূজি তবে।
প্রীতে শিব পূজি' পূজিবেক সর্ব্বদেবে॥

(চৈঃ ভা অন্ত্য ৪।৪৭৬, ৪৮০-৪৮২, ৪৮৪)

"ভবানী-ভর্ত্তা" (!)

যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা "ভবানী-ভর্ত্তা" শব্দটীর প্রসঙ্গ অবগত আছেন। একদা কাশ্মীর-দেশীয় কোন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নিজকে সরস্বতীর বরপুত্র মনে করিয়া বিদ্যাগর্ব্বে অত্যন্ত স্ফীত হইয়া শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত কথা করিতে আগমন করেন। শ্রীগৌরসুন্দর প্রাকৃতবিদ্যার হেয়তা এবং "অমানী-মানদ-লীলা" প্রদর্শন-কল্পে উক্ত পণ্ডিতকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া তদ্বর্ণিত গঙ্গার মাহাত্ম্যসূচক একটী শ্লোকের পঞ্চবিধ আলঙ্কারিক দোষ নির্দ্দেশ করিলেন। সেই শ্লোক মধ্যেই "ভবানী-ভর্ত্তা" শব্দটী দৃষ্ট হয়।

আলঙ্কারিক পণ্ডিতগণ "ভবানী-ভর্ত্তা" শব্দটী মধ্যে "বিরুদ্ধমতি-কৃতদোষ" নির্দ্দেশ করেন। কারণ "ভবানী" শব্দে ভব অর্থাৎ মহাদেবের পত্নী; সুতরাং "ভবানী-ভর্ত্তা" বলিলে "শিবপত্নীর ভর্ত্তা" এইরূপ বিরুদ্ধ অর্থ বা দ্বিতীয়মতি উদিত হয়।

ব্রাহ্মণের পত্নীকে ব্রাহ্মণী বলে, 'ব্রাহ্মণকে দান কর' না বলিয়া 'ব্রাহ্মণীর ভর্ত্তাকে দান কর' বলিলে ব্রাহ্মণীর দ্বিতীয়-ভর্ত্তা-জ্ঞান উপস্থিত হয়। বিদ্যাগর্ব্বিত দিগ্বিজয়ীর মুখ হইতে "ভবানী-ভর্ত্তা" শব্দটী নিঃসৃত করাইয়া শ্রীগৌরসুন্দর জীবের দুর্দ্দশার কথা ইঙ্গিতে শিক্ষা দিয়াছেন।

যদি আমরা আমাদিগের অবস্থা অনুসন্ধান করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, আমরা প্রায় সকলেই 'ভবানী-ভর্ত্তাভিমানে' মত্ত রহিয়াছি। এই ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান বহির্ম্মুখ-জীবের পক্ষে নিসর্গ হইয়া পড়িয়াছে।

কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধির নামই ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান। এই ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান বহুরূপী হইয়া জগদ্রঙ্গমঞ্চে নৃত্য করিতেছে, জীব এই মায়াবীনটের মায়ায় মুগ্ধ। তাই আপনাদের দুর্দ্দশা বুঝিতে পারিতেছে না, কখনও বা 'বুঝিয়াও বুঝিব না, শুনিয়াও শুনিব না, জানিয়াও জানিব না' এইরূপ আত্মঘাতিনী বুদ্ধির কবলে কবলীকৃত হইয়া পড়িতেছে।

'ঈশাবাস্য' জগতকে কৃষ্ণাভিন্নজ্ঞানে—"আমার দ্রষ্টা, আমার পরিচালক, আমার ভোক্তা, আমার সেব্য, ব্যাপক, বিভু বা বিষ্ণুবস্তু, চেতনবস্তু, স্বপ্রকাশ বস্তু, স্বরাট্ বস্তু," এইরূপ জ্ঞান না করিয়া তাঁহাকে "ইদম্"-জ্ঞানে অর্থাৎ 'আমি তাঁহার দ্রষ্টা', 'আমি তাঁহার পরিচালক', 'আমি তাঁহার ভোক্তা,' 'আমি তাঁহার সেব্য,' 'আমি তাঁহাকে মাপিয়া লইতে পারি', 'আমি তাঁহাকে ইচ্ছামত ভাঙ্গিতে গড়িতে পারি,' এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধিই ভবানী-ভর্ত্তৃত্বাভিমান।

আর একটু সোজা ভাষায় খুলিয়া বলি,—'আমি ভবানী-ভর্ত্তৃত্বাভিমানী কেন?' আমি অনেক সময় মনে করি, আমি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি, বহু দেশ পর্য্যটন করিয়াছি, বহু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, বহু ধর্ম্মশাস্ত্রের তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি, বহু সাধু দেখিয়াছি, বহু সাধুর সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করিয়াছি, আমার পলিত কেশ, আমার বহুদর্শিতা, বহুজ্ঞতা ও প্রবীণতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, সুতরাং আমি বিষ্ণু বা বিভুবস্তুকে নিশ্চয়ই মাপিয়া লইতে পারি, বিভুবস্তুর সেবক বৈষ্ণবকে আমার জড়ীয় বহুজ্ঞতানির্ম্মিত ধর্ম্মের ধারণার ছাঁচে ঢালিয়া ইচ্ছামত গড়িয়া পিটিয়া লইতে পারি—বৈষ্ণবকে সংশোধিত করিতে পারি ইত্যাদি। চক্ষুকর্ণাদি দৃক্‌সাহায্যে দ্রষ্টা বা জড়ের ভোক্তাভিমানী জড়সঙ্গী হইয়া আমি যাহাকে 'ধর্ম্ম' বলিয়া বিচার করিয়াছি, আমার সেই করণাপাটবমলসম্পৃক্ত অভিজ্ঞতাবাদই বিভুবস্তুকে মাপিয়া লইতে সমর্থ—এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধিই ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান।

উক্ত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত একটী ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমানীর আদর্শ মাত্র। আমরা জগতে এইরূপ বহু বহু 'ভবানীভর্ত্তা' সাজিয়া রহিয়াছি। দিগ্বিজয়ী মনে করিয়াছিলেন, যেহেতু তিনি সরস্বতীর বরপুত্র সুতরাং তিনি বিষ্ণুকান্তা সরস্বতীকে সম্পূর্ণভাবে তাঁহার করতলগত অর্থাৎ ভোগের বস্তু করিতে সমর্থ। ইহারই নাম শাক্তেয়বাদ বা ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান। একদিকে মুখে স্বীয় স্বার্থোদ্ধারের জন্য নিজকে সরস্বতীর বরপুত্রাভিমান অর্থাৎ সরস্বতীকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন, অপর দিকে কার্য্যতঃ তাঁহাকেই ভোগ্যা বা যোষাজ্ঞান। এইরূপ 'মা' ও পরক্ষণে সেই মায়ে 'বামা'বুদ্ধির নামই ভবানীভর্ত্তৃত্ববাদ।

ভবানী-ভর্ত্তৃত্বাভিমানিগণ নিজদিগকে যতই চতুর মনে করুক্ না কেন, তাহাদের চাতুর্য্য বায়সের বিষ্ঠাভোজনের ন্যায়। ভক্তি ও ভক্তবিঘ্নবিনাশন প্রহ্লাদ-হ্লাদদায়ক

প্রভুই শ্রীনৃসিংহদেব, সেই নৃসিংহকান্তা শ্রীসরস্বতী। তিনি পরাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সেই স্বরূপশক্তিরই ছায়া-শক্তি অপরা বা জড়াবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী প্রাকৃতসরস্বতী। সেই ছায়াস্বরূপিণী মায়া বিষ্ণুতে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট, শাক্তেয়বাদী বা ভবানীভর্তৃত্বাভিমানী জনগণকে ছলনা করিয়া থাকে। ভবানীভর্তৃত্বাভিমানী ব্যক্তিগণ মনে করে, বুঝি তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা চতুর; কিন্তু তাহাদের ঐ প্রকার আত্মবিনাশক চাতুর্য্য যে মায়াশক্তিদ্বারা সংঘটিত হয়, সেই মায়াশক্তিরও পরিচালক বিভু বিষ্ণুবস্তু যে তাহাদের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে অধিক চতুর ইহা তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তাই তাহারা বহু পরিশ্রম করিয়া অবশেষে যে 'রাঙ্গা ফলটী' লাভ করে, সেইটী ভাঙ্গিয়া দেখিলে তাহারা দেখিতে পায় যে, তাহাদের ভাগ্যে অসারতা পরিপূর্ণ একটা মাকাল ফল লাভ হইয়াছে, তাহারা আত্মবঞ্চিত হইয়াছে।

কোন কোন ব্যক্তি বলেন যে, শুদ্ধভগবদ্ভক্তিপ্রচারক-গণের বিদেশীয় ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা প্রচার করিলে বা তাহাদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাঁহাদিগের কোন প্রকার ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জনের সহায়তা করিলে ভক্তিপ্রচারকের নিরপেক্ষতার হানি হয়। কেহ কেহ এরূপও বলিয়া থাকেন যে, ভক্তগণ যদি অট্টালিকায় বাস করেন, যানে আরোহণ করেন, বিষয়ী নির্ব্বিষয়ী, সাধু অসাধু, স্বদেশীয় বিদেশীয় নির্ব্বিশেষে সকলের নিকট হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ব্যবহার সাধারণ ব্যক্তির সহিত সমান হইয়া পড়ে।

এইরূপ চিন্তাস্রোত ভবানীভর্তাভিমানের পরিচায়ক। ভবানীভর্ত্তাভিমানিগণের একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে, তাঁহারা চিজ্জড়সমন্বয়বাদী। তাঁহারা গুরুপত্নী ও নিজ কামিনীকে সমান জ্ঞান করেন, তাঁহারা চিদ্বিলাস ও জড়-বিলাসকে, ভক্তি ও কর্ম্মকে, ঈশ্বর ও জীবকে, স্বরূপশক্তি ও ছায়াশক্তিকে, বাস্তব বস্তু ও বিকৃত প্রতিফলনকে সমপর্য্যায়ে গণনা করিয়া থাকেন।

'ভব'—ঈশ্বর, স্বতন্ত্র শ্রীগুরুদেব। 'ভব' শ্রীবিষ্ণু হইতে অভিন্ন। গুরুদেবের স্বরূপও তাই। 'ভব' শ্রীসঙ্কর্ষণ বিষ্ণুর সেবায় সতত আবিষ্ট।

'ভব' স্বীয় পত্নীদ্বারা বিষ্ণুর সেবা করান। ভবানী বিষ্ণুর সেবার উপকরণ।

"পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লঞা।
সঙ্কর্ষণ পূজে শিব উপাসক হঞা॥"
(চৈঃ ভাঃ আদি ১।২০ ও ভাঃ ৫।১৭।১৬)

সেইরূপ বিষ্ণুসেবাপরায়ণা ভবানীর দ্বিতীয় ভর্ত্তা কল্পনা আলঙ্কারিকগণের মতে যেরূপ বিরুদ্ধমতিকৃত দোষ, সুদার্শনিকগণের মতেও তদ্রূপ উহা বিবর্ত্তজ্ঞানোত্থশাক্তেয়বাদ বা কৃষ্ণের ভোগ-বুদ্ধি। ঐরূপ বিবর্ত্তবুদ্ধি লইয়া আমরা ভবপত্নীর ভরণ-পোষণকর্ত্তা হইতে ধাবিত হই। 'ভব'ই তৎপত্নীকে উপযুক্তভাবে পালন করিতে পারেন, আমা-দিগের এরূপ জ্ঞান তিরোহিত হয়। আমরা মনে করি, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের কোন প্রকার উপকরণ আবশ্যক নাই, তাঁহারা নির্ব্বিশেষ ও বিলাসরহিত থাকিবেন, আর আমরা সবিশেষ ও বিলাসযুক্ত থাকিব! এইরূপ অন্তরে লুক্কায়িত বিষ্ণু-বিরোধময় কৈতব হইতেই ভবানীভর্তৃত্বাভি-মানের উদয় হয়। বস্তুতঃ 'ভব' অর্থাৎ গুরু-বৈষ্ণবই সর্ব্ববিধ ভোগ্য উপকরণের মালিক—ভবের পত্নী যেরূপ বিষ্ণুসেবার উপকরণ, অক্ষজ দ্রষ্টার চক্ষে ভোগ্য-সামগ্রী বলিয়া প্রতিভাত ও যাবতীয়-গুরু-বৈষ্ণবের বস্তু ও কৃষ্ণসেবার উপকরণ। সেই কৃষ্ণসেবার উপকরণে ভোগী কর্ম্মী বা জড়ভোগত্যাগী ফল্গুবৈরাগীর যে ভোগ বা মাপিয়া লইবার বুদ্ধি হয়, তাহারই নাম 'ভবানীভর্তৃত্বাভিমান'।

এই ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমানিগণকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণী 'ভোগী' আর এক শ্রেণী 'ত্যাগী'; কিন্তু কার্য্যতঃ উভয়েই দৃক্‌সাহায্যে দ্রষ্টা বা জড়ের ভোক্তা, জড়সঙ্গী।

ভবানীভর্ত্তা মনে করে যে, তাহার চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক্-বাক্-পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থাদি ইন্দ্রিয় কৃষ্ণের ভোগ্যবস্তু ভোগ করিবার জন্যই তাহাকে প্রদত্ত হইয়াছে। ভবানীভর্ত্তা কখনও সৎকর্ম্মী হইয়া মনে করে, চক্ষুর্দ্বারা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শন করিব, ভূধর-সাগর-কানন-উপবন-প্রভৃতির শোভাদর্শন করিবার জন্য পর্য্যটক হইব, কখনও বা অসৎকর্ম্মী হইয়া মনে করে, পরস্ত্রীর রূপ দর্শন করিব, কখনও বা প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া মনে ভাবে, নিষ্কপট সেবাদ্বারা নিজকে শ্রীরূপের আনুগত্যে সুরূপ করিয়া কৃষ্ণের নেত্রোৎসব বিধানের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণকে 'ইন্দ্রিয়ভোগ্য প্রাকৃত বস্তুর অন্যতম জ্ঞানে—শ্রীবিগ্রহকে ক্রীড়াপুত্তলি জ্ঞানে

তাহাকে নানা সাজসজ্জায় বিভূষিত করিয়া নমশীল নিৰ্ব্বিশেষকুলের সহিত নিজ নেত্রোৎসব বিধান করিব, কখনও বা নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া মনে করে, নিত্যরূপবান্ ভগবানের— নিত্য দ্রষ্টার অপ্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রামকে বিনাশ(?) করিয়, আমরা তাঁহার দৃশ্য হইবার পরিবর্ত্তে দ্রষ্টা সাজিয়া বসিব! ভগবান্ স্বরাট্, ভগবান্ স্বয়ং প্রকাশ, ভগবান্ স্বতন্ত্র, ভগবান স্বেচ্ছাময়, ভগবান্ অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত, ভগবানে সর্ব্বাবিধ বিরোধিগণ সুন্দররূপে সমঞ্জসতা প্রাপ্ত, ভগবানের অচিন্ত্যভেদাভেদ প্রকাশ জগৎ—ঈশাবাস্য ও সত্য—এইরূপ সুদর্শনজনিত বিচার 'ভব' অর্থাৎ গুরুবৈষ্ণবানুগত্যকারী ব্যক্তিগণের হৃদয়ে স্থান পাইলেও যাহারা ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমানী অর্থাৎ বৈষ্ণবের বস্তুকে ভোগ করিতে প্রয়াসী, সেই সকল ব্যক্তির হৃদয়ে স্থান পায় না।

সাংখ্যকর্ত্তা আর একপ্রকার ভবানীভর্ত্তার আদর্শ। সাংখ্যের ঘনিষ্ঠমিত্র, পাতঞ্জলও ভবানীভর্ত্তারই প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি। 'ভব' ও 'ভবানীর' অন্তর্যামী বা উপাস্য সঙ্কর্ষণ। সঙ্কর্ষণই কারণ-সাগরে কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু বা প্রথম পুরুষাবতার। সঙ্কর্ষণই চিদচিজ্জগতের কারণ। জড়া প্রকৃতি এই পুরুষের অঙ্গাভাসে ক্ষুব্ধ হইয়াই গৌণ নিমিত্তকারণরূপে অবস্থিত। ঐ পুরুষই প্রকৃতির পরিচালক, পুরুষই বিশ্বের মুখ্য নিমিত্তকারণ, পুরুষই অন্যদেহে বিশ্বের উপাদান কারণান্তর্যামী পুরুষ। পুরুষই বিরাটের অন্তর্যামী, পুরুষই ব্যষ্টি ও সমষ্টিজীবের অন্তর্যামী, কিন্তু সাংখ্যকার ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমানে ইহা স্বীকার করিতে নারাজ। প্রকৃতির অন্তর্যামী পুরুষ—ভবের অন্তর্যামী পুরুষকে খারিজ করিয়া নিজেই প্রকৃতির ভোক্তা অর্থাৎ 'ভবানীভর্ত্তা' সাজিবার জন্য ব্যস্ত। প্রকৃতির আর একজন ঈশ্বর, প্রভু বা পতি আছেন, ইহা স্বীকার করিলে ত' প্রকৃতিকে ভাল করিয়া ভোগ করা যায় না। তাই, প্রকৃতির কোন পতি নাই, প্রকৃতি স্বৈরিণী অতএব আমার ভোগ্যা—এইরূপ প্রচ্ছন্ন ভোক্তৃত্বাভিমানই 'ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান'। তবে এইরূপ ভবানীভর্ত্তাভিমানে চতুরতা আছে—চতুরতা আছে বলিয়াই সাধারণ লোকে সহজে উহার কপটতা ধরিতে পারে না। যেমন কোনও কামুক অপরপুরুষ-ভোগ্যা সুন্দরী ললনাকে দেখিতে পাইয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হয় এবং তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, পথিমধ্যে যদি কোন রাজকর্ম্মচারীর সহিত তাহার অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হইয়া পড়ে, তখন ঐ ধূর্ত্ত অপহরণকারী বলিয়া থাকে, "এই স্ত্রীটি অনাথা, ইহার স্বামী নাই, আমি ইহাকে আশ্রয় প্রদান করিবার জন্যই লইয়া যাইতেছি।" প্রকৃতিবাদীর চেষ্টাও ঐরূপ। প্রকৃতিবাদী বলেন, "প্রকৃতির অন্তর্যামী কোনও পুরুষ নাই, কোনও প্রকারেই ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না, অতএব প্রকৃতিই জগৎকারণ।"

যাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী শক্তি বা প্রকৃতিকে সর্ব্বকারণকারণ বলিয়া বলেন, তাঁহারও এক প্রকার ভবানীভর্ত্তা। যদি তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদের ক্ষমাগুণ ও সত্যানুসন্ধিৎসা-বিষয়ে বৈমুখ্য হইতে বিচ্যুত না হইয়া সদ্‌যুক্তিগুলি শ্রবণ করেন এবং নিরপেক্ষভাবে বিচার করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের ঐরূপ চেষ্টার মূলে ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান ছাড়া আর কিছু নাই। কারণ যাঁহারা প্রথমে শক্তিকে 'মাতা' বলিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারাই সম্মুখে বলিয়া থাকেন যে, সিদ্ধিকালে তাঁহাদের শিবত্ব লাভ হয়; কিন্তু শাস্ত্র বলেন, শিব বা ভবের পত্নীই ভবানী। যিনি একবার মাতা, তিনি কখনও আমাদের পত্নী হইতে পারেন না। পরমপূজ্যা মাতাকে 'ভোগ্য'-জ্ঞান করাই, ভবানীকে ভোগের বস্তু জ্ঞান করাই 'ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান'।

ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমানে জগৎ পরিব্যাপ্ত। ভবানীভর্ত্তার অভিমান করিয়া আমরা মনে করি, 'ভব' ত' বিরাগীপুরুষ, সে বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে, মাটিতে শুইবে, বৃষ্টিতে ভিজিবে, রৌদ্রে পুড়িবে, যাবতীয় ক্লেশ সহ্য করিবে, তাহার আবার পত্নীর আবশ্যক কি? যাবতীয় ভোগের বস্তু ত' আমাদেরই ভোগের জন্য। আমরা পাষণ্ডতা করিবার জন্য তাহার পত্নীকে—গুরুপত্নীকে ভোগ করিব—ভবানীভর্ত্তা হইব! এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃই আমরা মনে করিয়া থাকি, "বৈষ্ণবের কৃষ্ণসেবোপকরণের কোনও আবশ্যক নাই, যাবতীয় কৃষ্ণসেবোপকরণগুলি—যাহা যাহা দিয়া কৃষ্ণের সেবা করা যায়, সেই সব বস্তুগুলি আমাদের ভোগের জন্য থাকিবে। ভবানীকে দিয়া ভব বিষ্ণুসেবা করেন। আমরা তাহা করিতে দিব না, আমরাই ভবানীর ভর্ত্তা হইব।" বৈষ্ণব অট্টালিকায় থাকিয়া কৃষ্ণসেবা করেন, বৈষ্ণব যানে চড়িয়া কৃষ্ণসেবা করেন, বৈষ্ণব কনকের দ্বারে মাধবের সেবা করেন,

বৈষ্ণব প্রসাদ সেবা করিয়া কৃষ্ণসেবা করেন, বৈষ্ণব জগতের যাবতীয় সুন্দরবস্তু—বৈজ্ঞানিক জগতের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ উপকরণদ্বারা কৃষ্ণসেবা করেন, বৈষ্ণব ভিক্ষালব্ধ অর্থদ্বারা কৃষ্ণসেবা করেন এবং কৃষ্ণসম্বন্ধী যাবতীয় বস্তুর সেবা করেন, বৈষ্ণব কর্মীর ন্যায় ভবানী-ভর্তৃত্বাভিমানে বিষ্ণুসেবা ছাড়িয়া দিয়া কেবল ভূতানুকম্পাকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন না, বরং উহাকে অধঃপতনের কারণ বলিয়াই জানেন। কিন্তু যাহাদের ভবানীভর্তৃত্বাভিমানই প্রবল, তাঁহারা এই সকল কথা ধারণা করিতে পারেন না। তাঁহারা মনে করেন, 'বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের কোনও বস্তু থাকিতে পারিবে না, আমরা সকলই আত্মসাৎ করিব!' কিন্তু তাঁহাদের অপেক্ষাও অধিকতর সুচতুর ভগবান সেই ভবানীভর্তৃত্বাভিমানিগণের জন্য ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। ভবানী-ভর্তৃত্বাভিমানিগণ কোনকালে আসলবস্তু পায় না—ছায়া লইয়াই টানাটানি করে এবং ছায়াকে বাস্তববস্তুজ্ঞানে তাহার সমশ্রেণীর ভর্তৃত্বাভিমানিগণের সহিত পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া ঘোর তামসী যোনিতে পতিত হয়। রাবণ ভবানীভর্তার অভিমান করিয়াছিল, সেই অভিমান বশে সে বিষ্ণুশক্তির ভর্তা হইবার দুরাশা করিয়াছিল। সেই দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া সীতাহরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু ফলকালে তাহার ভাগ্যে কি ঘটিল! সে ছায়া বা মায়াসীতাকে হরণ করিয়া মনে করিল, "আমি ভবানীভর্তা হইয়া পড়িয়াছি। ভগবানের ভোগের বস্তু ভোগ করিতে পারিয়াছি।" ছায়া লইয়া বৃথা টানাটানি করিয়া অবশেষে রাবণ তাহার বন্ধুগণের সহিত নিহত হইল। ভবানীভর্তার এইরূপ পরিণাম।

ভবানী-ভর্তাভিমানিগণ সম্ভোগবাদী। অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভরস তাঁহাদের নিকট আমল পায় না। তাঁহারা বৈধমার্গে শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থ-নিবৃত্তি প্রভৃতি বা রাগানুগ-সাধনমার্গে লোভমূলা শ্রদ্ধা, লোভমূলক সাধুসঙ্গ, লোভমূলা ভজনক্রিয়া, আসক্তি প্রভৃতির কোনও ধার না ধরিয়াই এক লাফেই রাসস্থলীতে যাইতে চান। তাঁহারা সাধন না করিয়াই সিদ্ধ হইতে চান। তাঁহারা সকলেই পরম দুর্লভ কৃষ্ণপ্রসাদজ ভাবের অধিকারী, প্রেমের পঞ্চম স্তরাতিক্রান্ত অনুরাগ-সম্পদে সম্পত্তিবান্ বিল্বমঙ্গল ঠাকুর হইয়া যাইতে চান। তাঁহারা সকলেই গোপী হইতে চান, কিন্তু তাঁহাদের বাহ্য আরোপ কল্পনা অপরাধমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। বাহ্যে তাঁহাদের ঐরূপ কৃত্রিমভাবে কল্পনা করিলে কি হইবে? অন্তরে যে তাঁহাদের ভর্তাভিমান প্রবল। তাঁহারা বাহিরে প্রকৃতি সাজিলেও, মনোধর্ম্মের দ্বারা নিজকে প্রকৃতি কল্পনা করিলেও অন্তরের পুরুষাভিমান তাঁহাদিগকে 'ভবানীভর্তা' সাব্যস্ত করিয়া দেয়। তাঁহারা কৃষ্ণের প্রকৃতি বা ভোগ্য সাজিতে গিয়া কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি করিয়া বসেন। 'গোপী' সাজিতে গিয়া গোপীর আনুগত্যের পরিবর্ত্তে গোপীভর্তাভিমানে নরকের পথে অধঃপাতিত হইয়া পড়েন। গোপীভর্তার পদকমলের দাসানুদাস হইবার সৌভাগ্য তিরোহিত হয়।

গৌরনাগরীবাদ ভবানীভর্তৃত্বাভিমানেরই আর এক-প্রকার চিত্র; পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ভবানীভর্তাভিমানের মূলে জড়সম্ভোগবাদ বা শাক্তেয়বাদ। জড় সম্ভোগবাদী বা শাক্তেয়বাদীর ধারণা—'কৃষ্ণ আমার খানাবাড়ীর রাইয়ত।' সম্ভোগবাদী বা শাক্তেয়বাদীর বা আরোহবাদীর নিকট অজিতকৃষ্ণ জিত হন না, অবরোহবাদীর নিরুপাধিক প্রেমেই অজিতকৃষ্ণ জিত হন। নিরুপাধিক প্রেমে নিজসুখবাঞ্ছার গন্ধমাত্র নাই। কৃষ্ণেচ্ছাপূরণ করাই প্রেমভক্তির স্বরূপ। সম্ভোগ-বিষয়বিগ্রহতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার তিনটী বাঞ্ছা পূরণ করিবার জন্য আশ্রয়ের ভাব অঙ্গীকার করিয়া বিপ্রলম্ভরসে স্বীয় নিত্য গৌরস্বরূপ প্রকটিত করেন। তাঁহার সেই স্বতন্ত্রেচ্ছাময়ী লীলার পরিপোষণচেষ্টাই নিরুপাধিকা প্রীতি। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলে যে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছাপ্রণোদিত ছলনাময়ী সেবাপ্রবৃত্তি, তাহা স্বেচ্ছাচারিতা বা শাক্তেয়বাদ। তাহাই অপর ভাষায় 'ভবানীভর্তৃত্বাভিমান'। আশ্রয়-জাতীয়ের আনুগত্যই শুদ্ধ জীবাত্মার নির্ম্মল অবস্থিতি। শ্রীগৌরসুন্দর ইহা শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং বিষয়তত্ত্ব হইয়াও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যাভিমান অর্থাৎ শ্রীরাসভানবী বা গোপীর কিঙ্করী অভিমান করিয়া বলিলেন,—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্রপুরুষ। তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহারই অনুগমন আমার একমাত্র ধর্ম্ম। আমি স্বেচ্ছাচারিণী নহি যে, তাঁহার অভিলাষের প্রতিকূলে আমার কোন সেবাপ্রবৃত্তি দেখাইতে পারি। কিন্তু শাক্তেয়বাদী ভবানীভর্ত্তাভিমানিগণ বলেন যে, আমি যাঁহাকে নাগর বলিব, তাঁহার অভিলাষ যাহাই থাকুক না কেন, তাঁহার সুখ হউক, দুঃখ হউক, তাহাতে আমার কিছুই আসিয়া যায় না, আমি তাঁহার অভিলাষের প্রতিকূলে আমার সেবাপ্রবৃত্তি দেখাইতে পারি। আমাকে তাঁহার আলিঙ্গন করিতেই হইবে। তিনি ইচ্ছা না করিলেও আমি তাঁহাকে বলপূর্ব্বক 'নাগর' সাজাইব। তিনি আশ্রয়ের ভাবে বিপ্রলম্ভরসে মত্ত থাকিলেও আমি তাঁহাকে জোর করিয়া সম্ভোগরসে প্রমত্ত করিব। তিনি এই অবতারে দৃষ্টি-কোণে কখনও স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন বা কর্ণে 'স্ত্রী'হেন নাম শ্রবণ করিতে না চাহিলেও আমি আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছামত স্বৈরিণী নাগরী সাজিয়া তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইব; বলিব, আমি তাঁহার অভিলাষ বা সুখ দুঃখ বুঝি না, আমাকে তাঁহার আলিঙ্গন করিতেই হইবে। আমার আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তীচ্ছার অর্থাৎ জড়সম্ভোগেচ্ছার সমর্থনকল্পে মাঝখানে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে (!) দাঁড় করাইয়া বলিব যে, আমার নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা নাই, আমি বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্যে নাগরী হইয়াছি। এইরূপ বলিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকেও স্বেচ্ছাচারিণী সাজাইবার চেষ্টা করিব। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী যে ঔদার্য্যবিগ্রহ গৌরসুন্দরের প্রেমভক্তিদানলীলার সহায়কারিণী অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দর জগতে যে প্রেমভক্তি প্রদান করিতেছেন, প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও সেই গৌরসুন্দরের ইচ্ছার অনুকূল চেষ্টাই করিতেছেন, তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কোনপ্রকার সেবা-প্রবৃত্তি বা স্বেচ্ছাচারিতা দেখাইবার চেষ্টা নাই, সেই কথাটী ভুলিয়া গিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে গৌরেচ্ছা-পূর্ত্তিময়ী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে একটা কামপ্রমত্তা রমণী ও গৌরসুন্দরকে একজন বেরসিক সম্ভোগরসপ্রমত্ত 'নাগর' সাজাইতে চেষ্টা করিব। এইরূপ অপরাধময়ী চেষ্টা ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমানের প্রকার বিশেষ।

এইরূপে আমরা যে কতপ্রকারে ভবানীভর্ত্তা সাজিয়া রহিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না, এস্থলে দিগ্দর্শন করা হইল মাত্র। মূলকথা, যাহারা গুর্ব্বানুগত্য পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুবস্তুতে কোন না কোন প্রকারে ভোগবুদ্ধি-বিশিষ্ট, তাহারাই ভবানীভর্ত্তাভিমানী। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অসূয়ারহিত নিষ্কপট-সেবার ফলে আমাদের যে শুদ্ধা বৃত্তির উদয় হয়, সেই শুদ্ধা বৃত্তি বা সেবোন্মুখ দৃক্সাহায্যে বস্তু দর্শন করিতে শিখিলেই আমাদের ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান বিদূরিত হইয়া গোপীভর্ত্তার পদকমলের দাসানুদাস-অভিমান বা স্বরূপের অভিমান এবং তৎসম্বন্ধে সমস্ত বস্তুকে কৃষ্ণসেবোপকরণ বলিয়া তৎপ্রতি পূজাবুদ্ধির উদয় হয়।

সহজ ও কৃত্রিম

স্বভাব বা স্বরূপগত চেষ্টাই 'সহজ' বৃত্তি; আর অভাব বা বিরূপগত চেষ্টাই 'কৃত্রিম'তা। আমরা অনেক সময়েই 'সহজ' ও 'কৃত্রিম' এই পরিভাষাদ্বয়ের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে বিরত হই অর্থাৎ কখনও বিবর্ত্তবুদ্ধিক্রমে সহজকে 'কৃত্রিম' ও কৃত্রিমকে 'সহজ' বলিয়া মনে করি; কখনও বা সহজ ও কৃত্রিমের সমন্বয়বিধানে প্রয়াসী হই। কিন্তু ইহাদের পরস্পরের গতি ভিন্নমুখিনী। সহজটী প্রত্যক্পথে পরিচালিত, আর কৃত্রিমটী পরাক্পথে ধাবিত। স্বরূপগত সহজবৃত্তির নামই 'ভক্তিমার্গ' বা 'সেবা', আর বিরূপগত নৈসর্গিকী চেষ্টা বা কৃত্রিম চেষ্টার নামই অভক্তিমার্গ, কাম, কৈতব বা অপরাধ।

সহজ-ব্যাপারই কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে, আর কৃত্রিম চেষ্টা কৃষ্ণকে শতযোজন দূরে রাখে। সহজ ও কৃত্রিমের মধ্যে বাহ্য আকারগত বিশেষ পার্থক্য নাই, কিন্তু স্বরূপগত আকাশ-পাতাল ভেদ।

ব্রজবাসিজনগণের কৃষ্ণের প্রতি সহজ অহংতা মমতা অর্থাৎ প্রীতি। নন্দযশোদার কৃষ্ণের প্রতি সহজ-বাৎসল্য, কান্তাগণের নন্দনন্দনের প্রতি সহজ-কাম অর্থাৎ প্রেম। এই সহজপ্রীতিই 'রাগাত্মিকা ভক্তি' নামে অভিহিত। এই রাগাত্মিকা ভক্তি বা ব্রজবাসিগণের সহজ আচরণের

কথা শ্রবণ করিয়া যাঁহাদের সহজ রুচি উদিত হয়, অর্থাৎ যাঁহারা সেই অপ্রাকৃত সহজধর্ম্মিগণের সেবায় লৌল্যবিশিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের অনুগ অর্থাৎ তাঁহাদের আচরণের অনুসরণকারী হন, তাঁহারাই রাগানুগ। কিন্তু যাঁহারা শুদ্ধসত্ত্ব আত্মস্বরূপের নিশ্চল অপ্রাকৃত সহজ ব্যাপারটী উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাঁহারা সহজের অনুসরণ করিতে না পারিয়া 'আনুকরণিক' হইয়া পড়েন। ঐরূপ অনুকরণ সহজতাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া কৃত্রিমতারূপ হেয়তা আনিয়া দেয়। এই কৃত্রিমতা হইতেই জগতে নানা অনর্থ উদিত হয়।

সহজ ও কৃত্রিমের পার্থক্য বুঝিতে না পারিলে সাধনরাজ্যে বিষম বিপত্তি ঘটে। সাধকমাত্রেরই এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। নতুবা তাঁহার যাবতীয় চেষ্টা ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় বিফল হইবে।

মানুষ অনুকরণপ্রিয়। অতি শিশুকাল হইতেই আমরা অনুকরণ-কার্য্যটী অভ্যাস করিয়া থাকি। যাঁহারা মনোবিজ্ঞান আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এই কথাটী ভাল বুঝিতে পারিবেন। জগতের অভিজ্ঞতার সমষ্টি অনুকরণ-প্রিয়তা স্বভাব হইতেই সঞ্চিত হয়। কিন্তু এই অনুকরণ-ক্রিয়াটী অনুসরণ বা আনুগত্যের বিকৃত-প্রতিফলিতা চেষ্টা। অনুকরণে কপটতা আছে, কৃত্রিমতা আছে, আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা আছে, দাম্ভিকতা আছে; কিন্তু অনুবর্ত্তন, অনুসরণ বা আনুগত্যে ঐরূপ কপটতা, কৃত্রিমতা বা দাম্ভিকতা নাই। শিষ্য যখন গুরুর অনুবর্ত্তন করেন অর্থাৎ আনুগত্য করেন, তখন, তাঁহার অনর্থাবস্থায় যে কৃত্রিমতারূপ কষায় তাঁহার হৃদয়ে ঈষৎ পরিমাণে বিরাজিত থাকে, সেইটুকুও গুরু-কৃপায় বিধৌত হইয়া যায় এবং তাঁহার হৃদয়ের সহজ ভাবটী প্রকটিত হইয়া পড়ে। এইরূপে সহজভাব প্রকটন-চেষ্টার নামই সাধনভক্তি বা অবরোহপন্থায় ভগবদনুশীলন।

যাঁহারা সহজভাবের অনুবর্ত্তন না করিয়া, কৃত্রিমভাবে তাঁহার অনুসরণ করেন, তাঁহারাই 'প্রাকৃত সহজিয়া'।

শুদ্ধজীবাত্মার সহজ স্থায়ীভাবে যদি বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারিবিধ সামগ্রীর মিলন হয়, তাহা হইলেই অকৃত্রিম সহজভক্তিরসের উদয় হইয়া থাকে। আর যদি কৃত্রিমরতির সহিত জড়ীয় বিভাবাদি সামগ্রীর মিলন হয়, তাহা হইলে আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তিকর হেয় জড়রসের অভ্যুদয় হয়।

কৃষ্ণ অপ্রাকৃতরসের বিষয়-আলম্বন আর গোপীগণ অপ্রাকৃতরসের আশ্রয়-আলম্বন। শ্রীবলদেবাভিন্নবিগ্রহ নিত্যানন্দপ্রভু বিষয়-আলম্বন ও শ্রীঅভিরাম, শ্রীসুন্দরানন্দঠাকুরাদি দ্বাদশগোপাল তাঁহার আশ্রয়-আলম্বন। শ্রীনিত্যানন্দের সহিত শ্রীঅভিরামাদির চেষ্টা তাঁহাদের ব্রজলীলার সখ্যভাবগত সহজ চেষ্টা। কেহ কেহ যদি লোকের নিকট প্রেমিক বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য কিম্বা ব্যক্তিগত মানসিক বিকার চরিতার্থ করিবার জন্য শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের জয়মঙ্গল চাবুক দ্বারা প্রহার করিবার ন্যায় হস্তে একটী চাবুক গ্রহণ পূর্ব্বক সকলকে প্রহার করিতে থাকে, তাহা হইলে এরূপ 'মৎলবী পাগলামী' কৃত্রিমতা এবং বিষ্ণুবৈষ্ণবচরণে অপরাধের পরিচয়ই প্রদান করিবে। অনেক সময় এইরূপ মৎলবী পাগল অর্থাৎ ধর্ম্মের নামে ভণ্ড-ব্যক্তিগণ এইরূপ নানাচেষ্টা দেখাইয়া থাকে। কেহ বা হাতে একগাছি যষ্টি লইয়া, কেহ বা হাতে একটী বাঁশী গ্রহণ করিয়া, কেহ বা মাথায় চূড়া পরিধান করিয়া, কেহ বা বালগোপালের বেশে সজ্জিত হইয়া, কেহ বা প্রাকৃত-রক্তমাংসের শরীরকে গোপীর বেশে সাজাইয়া, কেহ বা মহাপ্রভুর ন্যায়, দিব্যোন্মাদদশা হইয়াছে, জানাইবার জন্য নানাপ্রকার কৃত্রিম প্রজল্প বকিয়া নিজেকে অপরাধের চরম সীমায় উপনীত করিয়া থাকে।

ইহারা রসিককুলচূড়ামণি শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সিদ্ধান্তকেও কৃত্রিমতার বলে অতিক্রম করিতে প্রয়াসী বলিয়া মনে হয়—

"অতোঽপি যথোত্তর-স্বাদুবৈশিষ্ট্যভাঞ্জি স্নেহমান-প্রণয়রাগানুরাগমহাভাবাখ্যানি ভক্তিকল্পবল্ল্যা ঊর্দ্ধোর্দ্ধপল্লবগামীনি ফলানি সন্তি। ন তেষামাস্বাদ-সম্পদৌষ্ম্যশৈত্যসংমর্দ্দসহঃ সাধকস্য দেহো ভবেদিতি ন তেষাং তত্র প্রাকট্যসম্ভব ইতি"।

অর্থাৎ ইহারও পর (শ্রদ্ধা হইতে প্রেম পর্য্যন্ত যে ক্রম তৎপর) উত্তরোত্তর স্বাদু (প্রেমভক্তির গাঢ়ত্বের তারতম্য-বৈচিত্র্য) স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব নামক যে যে কয়েকটী ভক্তিকল্পলতিকার ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর পল্লবগামী ফলরাজি উক্ত হইয়াছে, এই সাধকদেহ

তাহাদের আস্বাদনের যোগ্য নহে, সাধকদেহে তাহাদের প্রাকট্যেরও সম্ভাবনা নাই।

শ্রীনিত্যানন্দাত্মজ বীরভদ্র প্রভু ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু; তিনি তাঁহার সহজভাববশতঃ, মস্তকে চূড়া পরিধান করিতেন। ক্ষুদ্রজীবকুল বিষ্ণুর অনুকরণ করিতে গিয়া জগতে 'চূড়াধারী সম্প্রদায়' নামে একটী বিষ্ণু-অপরাধী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিল। অপ্রাকৃত সহজ-রসিক রায় রামানন্দাদি নিত্যসিদ্ধকুলের সহজভাবের অনুকরণ করিতে গিয়া নানাবিধ অনর্থ উৎপন্ন হইয়াছে। 'সহজ' ও 'কৃত্রিম' এই দু'টীর মধ্যে যে পরস্পর বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা সদ্‌গুরুর আনুগত্যাভাবে জীবের হৃদয়ঙ্গম না হওয়ায় আত্মার সহজধর্ম্ম যে নিত্যশুদ্ধসনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম, সেই শুদ্ধধর্ম্মরাজ্যে নানাবিধ কলির উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। ঠাকুর হরিদাসের সহজপ্রেমচেষ্টা অনুকরণ করিতে গিয়া চঙ্গবিপ্রের কৃত্রিমতা প্রকাশিত হইয়াছিল। জাতরুচি ভাবুক ও রসিক ভক্তগণের "ব্রজবধূসহ কৃষ্ণ-বিক্রীড়িত" শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ সহজধর্ম্মের অনুগমন চেষ্টার কৃত্রিমতা করিতে গিয়া আধুনিক প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাকৃতসাহজিক সম্প্রদায়ের গ্রাইকাম্বর রসগান, রাসপঞ্চাধ্যায় শ্রবণকীর্ত্তন (?) অপ্রাকৃত সহজচেষ্টার অনুকরণ—অনুসরণ নহে, অনুকরণে ক্রমোল্লঙ্ঘন, ব্যাভিচার উচ্ছৃঙ্খলতা ও কৃত্রিমতা বিদ্যমান—অনুসরণে তাহা নাই—কেবল নিষ্কপট আনুগত্য আছে। কৃত্রিমতার পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ পরমপ্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম হইতে ত' চিরতরে বঞ্চিত হইতেছেনই, অপিচ ভীষণ অপরাধে নিমজ্জিত হইতেছেন। অতএব সাধকমাত্রেরই 'সহজ' ও 'কৃত্রিম'—এই দুইটী বিষয়ে যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা সদ্‌গুরু-পাদপদ্ম হইতে জানিয়া লওয়া আবশ্যক এবং সতত সতর্ক থাকিয়া ক্রমপন্থায় সহজের অনুগমন এবং কৃত্রিমতার সঙ্গ পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

সুসিদ্ধান্ত-সমাহৃতি

মৌষললীলা—বিচারের অবয়ব পঞ্চপ্রকার, যথা—(১) বিচার, (২) সংশয়, (৩) সঙ্গতি, (৪) পূর্ব্বপক্ষ ও (৫) মীমাংসা। সম্প্রতি আমাদের বিচারের বিষয় 'মৌষললীলা'। মৌষললীলা মহাভারতের মৌষলপর্ব্বে, বিষ্ণুপুরাণ ৫।৩৭শ অধ্যায়ে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।৩০শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীহরি স্বধামে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া মৌষললীলাছলে নিজ পার্ষদগণকে স্বধামে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাই মৌষললীলার তাৎপর্য্য। তথাপি তদ্বিষয়ে অক্ষজদ্রষ্টার হৃদয়ে যে সকল সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, তাহার সুমীমাংসা এই স্থানে বিবৃত হইতেছে। মহাভারততাৎপর্য্য-নির্ণায়ক ও বেদের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে ঐরূপ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত হইয়াছে—

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বসারথী দারুককে কহিলেন,—

> ত্বন্তু মদ্ধর্ম্মমাস্থায় জ্ঞাননিষ্ঠ উপেক্ষকঃ।
> মন্মায়ারচনামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ॥
>
> (ভা ১১।৩০।৪৯)

হে দারুক, তুমি আমার ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক মদীয়লীলা-তত্ত্বজ্ঞ হইয়া বাহ্যদৃষ্টিজাত শোকমোহাদিতে উপেক্ষমান হও এবং সম্প্রতি প্রকাশিত মৌষলাদিলীলাকে আমার মায়ার ইন্দ্রজালের ন্যায় রচিতা জানিয়া চিত্তক্ষোভ হইতে নিবৃত্ত হও। 'তু' শব্দের দ্বারা অন্য প্রাকৃত ব্যক্তি মোহ-প্রাপ্ত হউক, কিন্তু তোমার পক্ষে সেইরূপ মোহ নিশ্চয়ই উপযুক্ত নহে, ইহাই সূচিত হইতেছে।

অন্যত্রও বর্ণিত হইয়াছে—

> রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা
> মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য।
> সৃষ্ট্বাত্মনেদমনুবিশ্য বিহৃত্য চান্তে
> সংহৃত্য চাত্মমহিম্নোপরতঃ স আস্তে॥
>
> ভা ১১।৩১।১১

অর্থাৎ মৌষললীলায় হরির নির্য্যাণ শ্রবণ করিয়া ঐকান্তিকভক্ত মহারাজ পরীক্ষিৎ অত্যন্ত খিন্ন হইলে ভাগবত-বক্তা শ্রীশুকদেব গোস্বামী তাঁহাকে লীলাতত্ত্বসিদ্ধান্তদ্বারা সান্ত্বনাপ্রদান পূর্ব্বক বলিতেছেন, 'হে রাজন্, পরমকারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার পার্ষদ যাদবগণের যে সাধারণ জীবের ন্যায় দেহপরিগ্রহ ও ত্যাগাদি চেষ্টা, তাহা কেবল মায়াকৃত অনুকরণমাত্র, স্বরূপতঃ ঐরূপ কোন ব্যাপার নাই। যেমন কোনও ঐন্দ্রজালিক নিজ ও পরের মিথ্যা জন্ম ও মৃত্যু দেখাইয়া থাকে, তদ্রূপ ভগবান্‌ও

স্বয়ংই এই মুনিশাপনিবন্ধন মহোৎপাত-কলহাদিরূপ বৈকল্য সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া মর্ত্ত্যগণের সহিত কিছুকাল খেলা করিয়া অন্তে সংহার পূর্ব্বক নিজ মহিমা-প্রভাবে বিরত হইয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন। এই শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকত্রয় এবং আচার্য্যগণের ব্যাখ্যাও তৎসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের টীকায় শুদ্ধাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীবল্লভস্বামি-চরণ লিখিয়াছেন—

"আবির্ভাবতিরোভাবরূপাশ্চেষ্টাঃ মায়য়া অনুকরণমাত্র-মবেহি, নটো যথা অবিকৃত এব নানারূপৈর্জন্মাদীন্ বিড়ম্বয়তি তদ্বৎ॥"

অর্থাৎ (ভগবান্ ও তাঁহার পার্ষদবর্গের) আবির্ভাব-তিরোভাবরূপা চেষ্টা প্রাকৃতের অনুকরণ মাত্র। উহা সত্য নহে। নট যেরূপ স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই লোকচক্ষে নানারূপে জন্মমৃত্যুর অভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকে, সপার্ষদ ভগবানও তদ্রূপ।

বৃদ্ধবৈষ্ণব আচার্য্যপ্রবর শ্রীমন্মধ্বমুনি ভাগবততাৎপর্য্যে (৩।৪।২৯) স্কন্দপুরাণবচন উদ্ধারপূর্ব্বক এরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, যথা—

পৃথিবীলোকসংত্যাগো দেহত্যাগো হরেঃ স্মৃতঃ।
নিত্যানন্দ-স্বরূপত্বাদন্যথৈবোপলভ্যতে॥
দর্শয়েজ্জনমোহায় সদৃশীং মৃতকাকৃতিম।
নৈবভগবান্ বিষ্ণুঃ পরজ্ঞানাকৃতিঃ স্বয়ম্॥

তাৎপর্য্য এই যে, 'হরির দেহত্যাগ' বলিতে প্রপঞ্চ-লীলার সংগোপন বুঝিতে হইবে। কেননা, ভগবান্ নিত্যানন্দস্বরূপ। তাঁহার দেহত্যাগ বলিতে প্রপঞ্চ পরিত্যাগ ব্যতীত অন্য অর্থ গৃহীত হইতে পারে না। ভগবান্ বিষ্ণু প্রকৃতির অতীত পরমজ্ঞানময় বিগ্রহ। তিনি বিমুখজন-মোহনার্থ ইন্দ্রজালিকের ন্যায় দেহত্যাগাদির অভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যচরণ মহাভারততাৎপর্য্য গ্রন্থে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাও এ স্থলে উদ্ধৃত হইল—

দেহত্যাগানুকারেণ হরিণা তদিহাচ্যুতঃ।
মোহয়িত্বা অসুরানন্ধং তমঃ প্রাপয়িতুং প্রভুঃ॥
চিদানন্দৈকদেহোঽপি ত্যক্তং দেহমিবাপরম্॥
সৃষ্ট্বা স্বদেহোপমিতং শয়ানং ভুবাগাদ্দিবম্॥
(মহাভারত তাৎপর্য্য ৩২ অধ্যায় ৩৩ ৩৪)

তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীহরি যে দেহত্যাগাদি প্রপঞ্চলীলার অনুকরণ করিয়াছেন, তাহার কারণ মায়াধীশ প্রভু অচ্যুত অসুরগণকে মোহিত করিয়া অন্ধতমোলোকে প্রেরিত করি-লেন। সুতরাং তাঁহার দেহ কেবল চিদানন্দময় হইলেও তিনি নিজদেহোপম অপর দেহের ন্যায় একটি দেহ সৃষ্টি-পূর্ব্বক সেই দেহকে পৃথিবীপৃষ্ঠে অন্য দেহের ন্যায় শায়িত করিয়া পরিত্যাগ করেন এবং স্বয়ং বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

অন্যত্র মহাভারত-তাৎপর্য্যে (২।৮৩)—

মুষলে শস্ত্রপাতেন ভিন্নত্বগ্ রুধিরস্রবঃ।
অজানন্ পৃচ্ছতি স্মাত্মানংস্তমুং ত্যক্ত্বা দিবঙ্গতঃ॥
ইত্যাত্মসুরমোহায় দর্শয়ামাস নাট্যবৎ।
অবিচ্ছিন্নমেবেশঃ কুহকং বিদিতঃ সুরাঃ॥

এই শ্লোকেরও তাৎপর্য্য এই যে, শস্ত্রপাতদ্বারা ত্বক ভিন্ন হইয়া রুধির-পতন, তনুত্যাগ প্রভৃতি প্রাকৃত ব্যাপার ভগবান্ অসুরমোহনার্থ ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দিব্যসূরিগণ ভগবানের অন্তর্দ্ধানলীলাকে কুহকের ন্যায় মিথ্যা জানিয়া থাকেন।

তত্ত্ববাদশাখায় শ্রীমন্মধ্বমুনির অষ্টাদশ অধস্তন শ্রীমদ্বিজয়-ধ্বজতীর্থপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধ ৩১শ অধ্যায়ে ৬ষ্ঠ শ্লোকের পদরত্নাবলী টীকায় পুরাণবচন উদ্ধার পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

জগতাং মোহনার্থায় ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
দর্শয়ন মানুষীং চেষ্টাং তথা মৃতকবদ্বিভুঃ॥
প্রকাশয়েদ্দেহোঽপি মোহায় চ তরাত্মনাম্।
মায়য়া মৃতকং দেবস্তদা সৃষ্ট্বা প্রদর্শয়েৎ॥
কুতো হি মৃতকং তস্য মৃত্যভাবাৎ পরাত্মনঃ।

তাৎপর্য্য এই—পুরুষোত্তম, অপরিচ্ছিন্ন, ভগবান্ যে মর্ত্ত্য, পরিচ্ছিন্ন, মায়িক মনুষ্যের ন্যায় নির্য্যাণাদিলীলার অভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা জগতের মোহোৎ-পাদনের নিমিত্তই। অহো, ভগবান্ তরাত্মাদিগের মোহোৎ-পাদনার্থ মায়ার দ্বারা মৃতশরীর সৃষ্টি করিয়া এই মৌষললীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার মৃতদেহ (!) কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যেহেতু তিনি পরাৎপর পরমাত্মা, তাঁহার দেহত্যাগ বা মৃত্যু নাই।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য শিষ্টাগ্রগণ্য শ্রীরামানুজের শিষ্য-পরম্পরাগত শ্রীবীররাঘবাচার্য্যপাদ শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩১।১১ শ্লোকে 'শ্রীভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকা' টীকায় বলিয়াছেন—

"হে রাজন্! পরন্তু পরমপুরুষস্ত তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহাঃ তনুভৃৎসু যাদবাদিষু জননাপ্যয়েহাঃ। উৎপত্তিমরণরূপাশ্চেষ্টা মায়াবিড়ম্বনমনুকরণমাত্রমিত্যবেহি যদ্বা, ইতরতনুভৃত্তুল্য জননাপ্যয়েহাঃ জন্মনো গর্ভসম্বন্ধপ্রদর্শনমপায়স্ত দেহত্যাগ-রূপত্বপ্রদর্শনমিত্যেবংবিধাশ্চেষ্টা মায়াবিড়ম্বনং মোহনমাত্র-মিত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ হে রাজন্, পরমপুরুষ ভগবানের যাদবগণের মধ্যে উৎপত্তিমরণরূপা চেষ্টা মায়াবিড়ম্বন অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক-লীলার অনুকরণ মাত্র জানিবে। ইতরদেহধারি-মনুষ্যগণের ন্যায় গর্ভসম্বন্ধ ও দেহত্যাগ প্রভৃতি এতাদৃশী চেষ্টা অসুর-বিমোহন মাত্র। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ অসুরগণের সমক্ষে যে তাহাদেরই ন্যায় জন্মমরণাদি-লীলা প্রদর্শন করেন, তাহাতে তাহারা ভগবানের অপ্রাকৃতত্ব ও নিত্যত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া মর্ত্ত্যজীব-জ্ঞানে রাবণ, কংস-শিশুপালাদির ন্যায় তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে। কখনও বা তাঁহার অপ্রাকৃত দেহকে প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকারমাত্র ধারণা করিয়া পরতত্ত্বকে নিরাকার নির্বিশেষরূপে স্থাপন করে। ঐরূপ সিদ্ধান্তকারিগণ যে ভগবন্মায়ায় বিমোহিত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত-গণ তাহাতে বিচলিত হন না। পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, "ভগবানের এইরূপ বিমোহন-লীলার তাৎপর্য্য কি? জীবের মঙ্গলের নিমিত্তই ভগবানের অবতার; ভগবান্ অবতীর্ণ হইলে যদি জীবগণ তাঁহাতে বিমোহিতই হইলেন, তাহা হইলে ভগবানের অবতার কিরূপে মঙ্গলময় হইল?" এতদুত্তরে বেদ বলিয়াছেন,—

"এষ হ্যেবৈনং সাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষত এষ উ এবৈনমসাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে।" (কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩.৮)

অর্থাৎ যাঁহারা ভক্ত ও ভগবানে বিদ্বেষভাব পোষণ করেন না, অথচ যাঁহাদের পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ ভোগবাসনা ও সম্পূর্ণ রূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই—এরূপ ব্যক্তিগণকেও প্রয়োজক কর্ত্তা ভগবান্ এইরূপ সাধুকর্ম্মে মতি প্রদান করেন, যাহাতে তাঁহারা যমলোক হইতে উর্দ্ধলোকে গমন করিতে পারেন। আর যাহারা ভক্ত ও ভগবদ্বিদ্বেষী হইয়া সর্ব্বভোগ-বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভুক্তি মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে ভগবানের প্রতি তাৎকালিকী ভক্তি প্রদর্শন করে, তাহাদিগকে অধোলোক অর্থাৎ আসুরী যোনিতে নিক্ষিপ্ত করিবার বাসনায় অসাধু বা অপরাধজনক কর্ম্মেই মতি প্রদান করিয়া থাকেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্" ও "তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান সংসারেষু নরাধমান্" শ্লোক দুইটী আলোচ্য। ভগবানের ঐরূপ অসুর-বিমোহন-লীলায় কোন প্রকার পক্ষ-পাতিত্ব দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। ব্রহ্মসূত্রে কথিত হইয়াছে, "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ" (২।১।৩৪) অর্থাৎ ভগবানে বৈষম্যজনিত দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। যেহেতু কর্ম্মফলদাতা ভগবান কর্ম্মফলানুসারে জীবকে সুখ-দুঃখ প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাতে প্রয়োজক কর্ত্তা ভগবানে দোষারোপ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

বৃহদারণ্যকও বলেন—

সাধুকারী সাধুর্ভবতি, পাপকারী পাপো ভবতি ইত্যাদি, (বৃহদাঃ ৬।৪।৫)। বিষ্ণুপুরাণ ১।৪।৫১-৫২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সম্বন্ধ তত্ত্বাচার্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামীপ্রভু কৃষ্ণসন্দর্ভে বলিয়াছেন,—একাদশ স্কন্ধের শেষভাগে যাদবগণের অন্যথা ভাব শুনা যায় অর্থাৎ মৈরেয় মধুপান করিয়া যাদবগণের বুদ্ধিনাশ ঘটিলে তাঁহারা পরস্পর কলহ করিয়া যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন; ভগবৎ-পার্ষদদিগের এই প্রকার প্রাকৃত লোকের ন্যায় আচরণ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন, এই সকল পার্ষদ-বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম প্রকৃত নহে, উহা ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় মায়া-কল্পিত। তবে শ্রীমদ্ভাগবতে কেন ঐ সকল বৃত্তান্ত বর্ণিত হইল, এইরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ গণের বাক্য কখনও বিফল হয় না, ইহা জানাইবার জন্যই গোব্রাহ্মণের হিতের নিমিত্ত অবতীর্ণ ভগবান্ ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। কেবল এই স্থলে নহে, অন্যত্রও এই প্রকার মায়া-বিস্তার দেখা যায়। বৃহৎ অগ্নিপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা সীতা মায়াকল্পিতা। সীতাহরণ লীলা যেমন মায়িকী, মৌষল (ও মহিষী-হরণাদি) লীলাও তদ্রূপ। মৌষললীলার মায়িকত্ব শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৩০।৪৯

শ্লোকে ভগবদ্বচন হইতেই জানা যায়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দারুককে বলিতেছেন—

"হে দারুক, তুমি আমার ধর্ম্মে অর্থাৎ ভগবদ্ধর্ম্মে বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠ ও উপেক্ষক হইয়া এই সকল আমার মায়া-রচিত বলিয়া শান্তি লাভ কর।" এই শ্লোকের বিশেষ ব্যাখ্যা এই প্রকার,—শ্রীকৃষ্ণ দারুককে বলিলেন, হে দারুক, তুমি জ্ঞান-নিষ্ঠ অর্থাৎ মদীয় লীলা-তত্ত্বজ্ঞ, 'মদ্ধর্ম্ম' অর্থে আমার স্বভক্ত-প্রতিপালনকারিতা ও নিজতুল্য-পরিকর-সঙ্গিত্ব-রূপ স্বভাব, 'আস্থা' বলিতে বিশ্বাস অর্থাৎ অধুনা প্রকাশিতা মৌষলাদি লীলাকে ইন্দ্রজালের মত আমার মায়ারচিত জানিয়া উপেক্ষক অর্থাৎ বহির্দৃষ্টিজাত এই শোকে উপেক্ষাপূর্ব্বক উপশম অর্থাৎ চিত্তক্ষোভ হইতে নিবৃত্তি লাভ কর।

যাদবগণের দেহত্যাগই যখন ইন্দ্রজালের ন্যায় মায়িক, তখন সঙ্কর্ষণাদিতে অঙ্গগণের অন্তর্ধান প্রভৃতি সংসারের অনিত্যতার উদাহরণস্বরূপ ও তাহাদের দেহত্যাগাদির কথা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও মায়িক লীলা বর্ণনের অন্তর্ভুক্ত। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৩১।৫ শ্লোকে) কথিত হইয়াছে যে, যোগিগণ আগ্নেয়ী যোগধারণায় নিজদেহ দগ্ধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ লোকাভিরাম ধারণা-ধ্যানের মঙ্গলস্বরূপ নিজ তনু দগ্ধ না করিয়া স্বীয় ধামে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই শ্লোকের ভাবার্থদীপিকায় শ্রীধরস্বামিপাদ এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

"যোগিনো হি স্বচ্ছন্দমৃত্যবঃ স্বাং তনুমাগ্নেয্যা যোগধারণয়া দগ্ধ্বা লোকান্তরং প্রবিশন্তি ভগবাংস্তু ন তথা কিন্তু অদগ্ধ্বৈব স্বতনুসহিত এব স্বকং ধাম বৈকুণ্ঠাখ্যমাবিশৎ। তত্র হেতুঃ লোকাভিরামাম্ লোকানামভিরামোঽভিতো রমণং স্থিতির্যস্যাং তাম্। জগদাশ্রয়ত্বেন জগতোঽপি দাহ-প্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ ধারণায়া ধ্যানস্য চ মঙ্গলং শোভনং বিষয়ং ইতরথা তয়োর্নির্বিষয়ত্বং স্যাৎ। দৃশ্যতে চাদ্যাপি তদুপাসকানাং তথৈব তদ্রূপসাক্ষাৎকারঃ ফলপ্রাপ্তিশ্চেতি ভাবঃ। ইচ্ছাশরীরাভিপ্রায়েণ বা যথাশ্রুতমেবাস্তু তত্রাপি তু লোকাভিরামামিত্যাদীনাং বিশেষণানামানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ তদপ্যদগ্ধ্বা তিরোধায় নির্গত ইত্যেব সাম্প্রতম্॥"

অর্থাৎ যোগিগণের মৃত্যু তাঁহাদের ইচ্ছাধীন। তাঁহারা যোগধারণাবলে নিজ তনুকে দগ্ধ করিয়া লোকান্তরে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু ভগবান সেরূপ করেন না। তিনি নিজ তনুকে দগ্ধ না করিয়াই স্বকীয় ধাম বৈকুণ্ঠে প্রবিষ্ট হন। তাহার কারণ, তিনি লোকাভিরাম অর্থাৎ তাঁহাতে লোক সকলের সর্ব্বতোভাবে অবস্থিতি। সুতরাং তাঁহার তনু জগতের আশ্রয়স্বরূপ। সেই তনু দগ্ধ হইলে জগদ্দাহ-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। শ্রীকৃষ্ণরূপই ধারণা-ধ্যানের মঙ্গল অর্থাৎ সুন্দর বিষয়। এই রূপের অনিত্যত্ব সিদ্ধান্ত করিলে ধারণা ও ধ্যান—উভয়েরই নির্বিষয়তা উপস্থিত হয়। অদ্যাপি দেখা যায়, উপাসকগণ শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করেন এবং দর্শনের যে ফল তাহাও প্রাপ্ত হন।

অতএব সিদ্ধান্তিত হইল যে, অপ্রাকৃতদেহ যাদবগণের দেহত্যাগাদি অসম্ভব। যাদবদিগের কথা দূরে থাকুক, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রতিপালিত, তাঁহাদেরও পর্য্যন্ত দেহনাশ সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং যাদবগণের নিধনাদি তাত্ত্বিক লীলানুগত নহে, মায়িক। তাঁহাদের স্বশরীরে নিজলোকে গমন অতীব সঙ্গত। (কৃষ্ণসন্দর্ভ ১২৩ হইতে ১২৫ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।)

রূপানুগ ভক্তরাজ শ্রীবিশ্বনাথ শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।৪।৩ শ্লোকের সারার্থদর্শিনী টীকায় লিখিয়াছেন, ভগবান্ বাৎসল্য-রসের সাগরস্বরূপ। তিনি পূর্ব্বে পুত্রপৌত্রাদির প্রতি অতিশয় স্নেহযুক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে পালন করিয়াছেন—আর এখন সেই প্রদ্যুম্নাদি নিজ পরিকরগণের বিনাশ কিরূপে সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন? তদুত্তরে বলিতেছেন, স্বাত্মমায়া। এখানে 'স্বাত্ম' শব্দের দ্বারা ভগবানের স্বরূপ-ভূতা হ্লাদিনী স্বরূপা মায়া নহেন। কারণ সেই স্বরূপভূতা মায়া ভগবান্‌কেও মোহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু মায়াধীশ ভগবান্‌কে তাঁহার আশ্রিতা মায়া বিমোহিত করিতে পারে না বলিয়া ভগবান্ দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার নিত্যভূত লীলাপরিকর প্রদ্যুম্নাদি যাদবগণ দ্বারকা-পুরীতে অবস্থান করিতেছেন এবং প্রদ্যুম্নাদিতে পূর্ব্বপ্রবিষ্ট দেবতাগণ যাদবগণের অঙ্গসমূহ হইতে সেই সেই রূপে প্রভাসতীর্থে আগমনপূর্ব্বক ভোজন, পান এবং স্বলব্ধ আজ্ঞানুসারে স্বর্গে গমন করিলেন। সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি ভগবানের ব্যূহ। অতএব সেই যাদবগণ সকলেই আমার গণ, সর্ব্বদা আমারই প্রিয়পাত্র এবং আমার ন্যায় সদ্গুণযুক্ত। যেরূপ লক্ষ্মণ ও ভরত নিজ নিজ

অপ্রাকৃত ধাম হইতে স্বেচ্ছাক্রমে প্রপঞ্চে প্রকটিত হন, সেইরূপ যাদবগণও জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পদ্মপুরাণের এই উক্তি হইতে এবং দেবগণের চিতার্থে আমরাও মনুষ্যতা লাভ করিয়াছি।” হরিবংশে অক্রুরের এই উক্তি হইতেও যাদবগণ যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকর তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। এই কারণবশতই শাস্ত্র প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট কার্ত্তিক প্রভৃতি দেববর্গের অধিকার-মধ্যে বিনাশে অযোগ্যহেতু এই মৌষললীলা মায়িকী। কিন্তু মায়িকী হইলেও ইহা সর্ব্ববিধ মায়িক সৃষ্টির ন্যায় নহে। যেহেতু ইহা শ্রীকৃষ্ণলীলারত্নস্বর্কর্ত্তী ব্যাপার এবং অচিন্ত্যযোগমায়ার অনুমোদিত কার্য্য। অতএব ইহাকে নিত্য বলিয়াই জানিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে—প্রপঞ্চে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলায় এই ব্যাপারটী অসুরমোহনার্থ সাধিত হয়। গোলোকে অপ্রকট লীলার মধ্যে এরূপ কোন হিংসা বা বধজনিত রক্তপাত ব্যাপার নাই। প্রকট-লীলায় ইহার অভিব্যক্তি বলিয়া ইহা নিত্য। ইহাদ্বারা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ পাষণ্ডগণ মোহিত হয় বলিয়া এই লীলাও মায়িকী।

বেদান্তভাষ্যকার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ তদীয় গীতাভাষ্যের দ্বাদশ অনুচ্ছেদেও স্কন্দপুরাণের বচন উদ্ধারপূর্ব্বক উপরি-উক্ত আচার্য্যবর্গের সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়াছেন। তজ্জন্যই তাঁহার উক্তি পৃথগ্‌ভাবে এ স্থলে উদ্ধৃত হইল না।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীশ্রীচরিতামৃত মধ্য ২৩শ পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন—

> মৌষললীলা আর কৃষ্ণ-অন্তর্দ্ধান।
> কেশাবতার আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান॥
> মহিষীহরণ-আদি সব মায়াময়॥
>
> (চৈঃ চঃ মধ্য ২৩।১১২)

প্রেরিত পত্র

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।

হে সুধীবৃন্দ! আপনাদের শ্রীচরণে কোটী কোটী প্রণাম। শ্রীভগবানের শ্রীচরণে যে কত অপরাধ করিয়াছি এবং করিতেছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। বহু শাস্ত্র পাঠ করিয়া যে কি ফল পাইয়াছি তাহা আপনাদের একখানা গৌড়ীয়ে সবিশেষ বুঝিতে পারিলাম। এতকাল যাবৎ যে সকল অর্থকরী এবং মনোরম্য পুস্তকসমূহ পাঠ করিয়াছিলাম, তাহাতে কেবল ভগবদ্বহির্ম্মুখতা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে অধঃস্তরে নামিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু পূর্ব্বজন্মের কোন সঞ্চিত সুকৃতি ছিল, যদ্দ্বারা “শ্রীভগবানের দানস্বরূপ” আপনাদের অমৃতপত্রি “শ্রীগৌড়ীয়”খানি পাঠ করিতে অধিকার পাইলাম। জানি না এ হেন রত্ন এতকাল কোন মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত ছিল। শ্রীপত্রের এক একটী অক্ষরে এক একটী উপদেশামৃত। প্রতি বাক্যে করুণা এবং প্রত্যেক বাক্যেই আপনাদের মহানুভবতার পরিচয় প্রকৃষ্টরূপে দেখা যাইতেছে। জীবের দুঃখে আপনাদের প্রাণ এমনও কাঁদে? ধন্য আপনাদের জীবন। সার্থক আপনাদের শিক্ষা এবং আপনাদের ন্যায় পুণ্যাত্মা পুরুষকে বক্ষে ধারণ করিয়া মা ধরিত্রীও ধন্যা।

কিন্তু এত কাতরতা-এত সাধাসাধনাতেও যে হতভাগ্য জীবসকলের ঘুমের ঘোর ছুটিতেছে না, এইটাই দুঃখের বিষয়। যখনই আপনাদের এই অহৈতুকী কৃপার কথা মনে করি, তখনই যে কি একটা অপূর্ব্ব ভাব প্রাণে উদিত হয়, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মনে হয় যে নিজ প্রাণ বলি দিয়াও যদি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধার সঞ্চার জীবের হৃদয়ে করিতে পারিতাম, তবে যেন আমার জীবন সার্থক হইত! এ অধম অকৃতীর কেবল একটু সহানুভূতি ছাড়া আর কিছুই যে দিবার নাই। তবে যতদিন বাঁচিব, কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিব যে, হে প্রভো! শ্রীগৌড়ীয় সেবকবৃন্দের এ প্রাণঢালা পরিশ্রম, এ পরদুঃখকাতরতা যেন বৃথা না যায়। যেদিন ঘরে ঘরে আপনাদের এই ভক্তিরসরাজ্যের বিজয় বৈজয়ন্তীস্বরূপ শ্রীগৌড়ীয় পত্রখানি শোভমান দেখিতে পাইব, সেই দিন জানিব যে, জগতে আবার একটা নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীচরণে নিবেদন— অনুগ্রহপূর্ব্বক এই বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে সমুদয় কাগজগুলি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন, নিবেদন ইতি।

ভবদীয় শ্রীচরণরেণুপ্রার্থী—
শ্রীদিগম্বর চৌধুরী, প্যাটার্ণসপ অফিস
হেড্‌ ক্লার্ক, জামসেদপুর, টাটানগর।

[পত্রলেখক মহোদয়ের সহিত আমাদের পরিচয় নাই। তবে তাঁহার সত্যানুরাগ দর্শনে মনে হয়, তাঁহার প্রতি

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বিশেষ কৃপা সঞ্চারিত রহিয়াছে, নতুবা হৃদয়ে এরূপ বল থাকিতে পারে না। বলদেব নিত্যানন্দের কৃপা ব্যতীত জীবের হৃদয়ে দৌর্ব্বল্যরূপ অনর্থ উপশমিত হয় না। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার মঙ্গলবিধান করুন। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বলবতী হউক, ইহাই প্রার্থনা। (গৌঃ সঃ)।

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ২২শে নবেম্বর সোমবার সন্ধ্যা ছয়টা হইতে সাড়ে আট ঘটিকা পর্য্যন্ত পাউলদিয়ার শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহোদয়ের ভবনে পূজনীয় শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশঅরণ্য মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "শ্রীসনাতন শিক্ষা" হইতে "জীবের সহিত ভগবানের যে নিত্যসম্বন্ধ," তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর বিশেষ আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। তৎপর দিবসদ্বয় ও রক্ষিত মহোদয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "রায় রামানন্দ-সংবাদ" পাঠ করিয়াছেন। সমবেত শ্রোতৃগণের মধ্যে সকলেই প্রেমভক্তিলাভের ক্রম-পন্থাগুলির বিষয় বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন।

২৫শে নবেম্বর বৃহস্পতিবার দিবস অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটা হইতে আট ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ অরণ্যমহারাজ "সনাতন-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে অতি হৃদয়গ্রাহিণী ও সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন।

গত ২৬শে নবেম্বর শুক্রবার অপরাহ্ণ পাঁচটা হইতে আট ঘটিকা পর্য্যন্ত শিবাজদীঘার শ্রীযুক্ত রামমণি দত্ত মহোদয়ের গদিতে সর্ব্বসাধারণের আগ্রহাতিশয্যে ত্রিদণ্ডী-পাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশঅরণ্য মহারাজ "বিদ্ধাভক্তি ও শুদ্ধা-ভক্তি এবং বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-সদাচার" সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ ও সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীর বিশেষ তৃপ্তি বিধান করিয়াছেন।

গত ২৭শে নবেম্বর শনিবার অপরাহ্ণ পাঁচটা হইতে সাড়ে আট ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত মহানন্দ দত্ত মহোদয়ের ঐকান্তিক আগ্রহে পূজনীয় শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশঅরণ্য মহারাজ রজের হাটাতে "সনাতন-দর্শন" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। সমাগত শ্রোতৃগণের মধ্যে সকলেই শুদ্ধা ভক্তির উপাদেয়তা এবং সদ্গুরুচরণে আত্মসমর্পণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

গত ২৮শে নবেম্বর রবিবার দিবস অপরাহ্ণ ১২॥ সাড়ে বারটা হইতে ২॥ আড়াই ঘটিকা পর্য্যন্ত নিমতলীর শ্রীযুক্ত উমেশ-চন্দ্র পাল মহোদয়ের বিশেষ আগ্রহে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশঅরণ্য মহারাজ "শুদ্ধা ভক্তি" সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত উমেশবাবু স্বামিজীর হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা শ্রবণে তাঁহার নিকট (১) "বর্ত্তমান জগতে যেরূপভাবে শ্রীহরিকীর্ত্তন চলিতেছে সেইটীই কি প্রকৃত শ্রীহরিকীর্ত্তন? (২) যাঁহারা শ্রীহরিকীর্ত্তন রসের পর অন্যরস পান করিবার জন্য ব্যস্ত হয়েন, তাঁহারা কি বৈষ্ণব? (৩) তাঁহাদের মুখে শ্রীশ্রীহরিকীর্ত্তন শ্রবণ করিলে বদ্ধজীবের মঙ্গলোদয় হয় কি?" এই তিনটী প্রশ্নের সদুত্তরপ্রার্থী হন। অতঃপর সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর ঐকান্তিক আগ্রহাতিশয্যে স্বামিজি সেই বিরাট সভাতে শাস্ত্রযুক্তি মুখে উল্লিখিত প্রশ্নত্রয়ের সুমীমাংসা করিয়া দিয়া তাঁহাদের বহুকালের সঞ্চিত নানাপ্রকার কুসংস্কার ও সন্দেহ দূরীভূত করিয়া সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন হইয়াছেন। সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী বিদ্ধা ভক্তির হেয়তা ও শুদ্ধা ভক্তির উপাদেয়তা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

গত ২৯শে নবেম্বর সোমবার সন্ধ্যা ৫॥ টা হইতে ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত তালতলার বাজারে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহোদয় এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন পাল মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে পূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশঅরণ্য মহারাজ "মনুষ্যজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য যে একমাত্র হরিভজন"—তৎ-সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিমূলে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সভাতে অনেক শিক্ষিত গণ্যমান্য ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্বামীজির বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

পাউলদিয়ার স্বনামধন্য ধর্ম্মানুরাগী উদারচেতা শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহোদয় এবং নিমতলীর স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র পাল মহাশয় বিশুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার-বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান্ হইয়াছেন। তাঁহারা সত্যপ্রচারে উৎসাহবান্ হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাশীর্ব্বাদভাজন হউন।

নির্য্যাণ

গত ১৪ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার কলিকাতা জোড়াবাগান-নিবাসী শ্রীযুক্ত মণিমাধব মিত্র ভক্তিসুহৃৎ মহাশয় স্বধাম-গমন করিয়াছেন। ভক্তিসুহৃৎ মহাশয় শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার একজন আজীবন সভ্য ছিলেন। শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র তাঁহার পরলোকগত আত্মার মঙ্গল বিধান করুন। তাঁহার পরিবারবর্গ শুদ্ধভক্তগণের শ্রীমুখে শ্রীহরিকথা ও হরিকীর্ত্তন-শ্রবণে সর্ব্বাবস্থায় শ্রীহরি-ভক্তি-আশ্রয়ই যে জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য এবং "তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো" এই ভাগবতীয় শিক্ষাই যে কল্যাণতম—ইহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। শ্রীমায়াপুরচন্দ্র উক্ত পরিবারবর্গের হরিসেবাবৃত্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের আত্যন্তিক মঙ্গলবিধান করুন, ইহাই গৌরনিত্যানন্দের চরণে প্রার্থনা।

সমালোচনা

চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ নির্ব্বিশেষ মতবাদ হইতে প্রসূত। কৈতবময়ী চিজ্জড়সমন্বয়বুদ্ধি আপাত-সর্ব্বসামঞ্জস্যবিধায়িনী ও সর্ব্ববিমুখমনোমোহিনীর ভাবভূষায় জীবের নিকট উপস্থিত হইয়া জীবকুলকে প্রকৃত সত্য হইতে ভ্রষ্ট করে। বিষ্ণুই যে সর্ব্বকারণ কারণ, নিত্য চিদ্বৈভব গোলোকবৈকুণ্ঠ ও অচিদ্বৈভব চতুর্দ্দশভুবন প্রভৃতির নিত্য কারণ, প্রাকৃতরাজ্য বা দেবীধামের মুখ্য-নিমিত্ত-কারণ, উপাদানকারণ সকলই যে বিষ্ণু, তাহা ছলনাময়ী, আপাত সামঞ্জস্যবিধায়িনী মায়াবিজৃম্ভিতা চিজ্জড়সমন্বয়বুদ্ধি আমাদিগকে বুঝিতে দেয় না। বুঝিতে দেয় না বলিয়াই আমরা ঐরূপ মোহিনীর চটুল বাগ্বিলাসে মুগ্ধ হইয়া নাস্তিকতা ও আস্তিকতাকে, ভক্তি ও অভক্তিকে, জড় ও চিৎকে, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতকে, অক্ষজ ও অধোক্ষজকে, সান্ত ও অনন্তকে, মায়া ও মায়ীকে, কৈতব ও সত্যকে, কাম ও প্রেমকে একপর্য্যায়ে গণনা করি।

বিষ্ণুই নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ—এই উপলব্ধি হইলে, চতুর্ব্যূহতত্ত্বের যথার্থ জ্ঞানলাভ হইলে আমাদিগের বিষ্ণুর আবেশাবতার কপিলকে জীবকোটীর অন্তর্গত নাস্তিক কপিলের সহিত সমবুদ্ধি, মোহনশাস্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবতকে সমপর্য্যায়ে ফেলিবার চেষ্টা এককথায় জাতিসামান্যবাদ বা চিজ্জড়সমন্বয়বাদ আসিয়া উপস্থিত হয় না। সঙ্কর্ষণ-বিষ্ণুকে শ্রীরুদ্রের অন্তর্যামী উপলব্ধি হইলে স্বতন্ত্র রুদ্রোপাসনার 'পাষণ্ডিত্ব' আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে না। আমরা তখন শ্রীরুদ্রের হরিজনত্ব উপলব্ধি করি এবং শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও তদনুগ শ্রীধরস্বামীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া শুদ্ধভক্তিমার্গ গ্রহণ করি। কর্ম্ম, জ্ঞান,যোগের সহিত ভক্তির সমন্বয় কল্পনার চেষ্টা না দেখাইয়া ভক্তির মুখ্য অভিধেয়ত্ব ও নিরপেক্ষত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি এবং কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিকে ভক্তিমুখনিরীক্ষক জানিয়া তাহাদের তাৎকালিক উপযোগিতা বিচার করি।

জনৈকব্যক্তি গৌড়ীয় ৫ম খণ্ডের ১১শ সংখ্যায় শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের শ্রীনৈমিষারণ্যের বক্তৃতার চুম্বক পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন যে, তিনি ঐ প্রবন্ধের তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু বুঝিতে না পারিলেও তিনি কার্য্যতঃ কিছু অধিক বুঝিয়াছেন বলিয়াই যেন তাহার যুক্তিদ্বারা ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, উক্ত প্রবন্ধে (১) কর্ম্মের নিন্দা করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার মতে গীতায় কর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপিত হইয়াছে। (২) তিনি আরও বলেন, "ভক্তি কি কর্ম্মদ্বারা প্রকাশিত হয় না? শ্রীভগবানের নামস্মরণ এবং নামপ্রচার এসকল কি কর্ম্ম নয়? (৩) ভগবচ্চিন্তা কি কর্ম্মের অন্তর্গত নহে? (৪) ভাগবত পড়া কি কর্ম্ম নয়? (৫) ভগবানের সেবা কি কর্ম্ম নয়? তিনি আরও বলেন, (৬) কর্ম্মবিরোধিলোকের ভক্তিলাভ অসম্ভব! কারণ ভক্তি কর্ম্মেরই অঙ্গ! (৭) ভক্তি জ্ঞানের সাধন মাত্র! (৮) জ্ঞান ভিন্ন শত যুক্তিতেও মুক্তি হইবে না। (৯) নৈষ্ঠিক ভক্তিদ্বারাও হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইতে পারে না। (১০) ভক্তিদ্বারা কখনও মুক্তির সম্ভাবনা নাই অতএব কর্ম্ম জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ! এইরূপ অনেক মনঃকল্পিত কথা তিনি বলিয়াছেন এবং তাঁহার এই সকল সঞ্চিত মনোধর্ম্মের জ্ঞানভাণ্ডার লইয়া তিনি 'বক্তৃতার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি নাই'— মুখে স্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ তিনি অন্যরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহা হউক তিনি কৃপা করিয়া যে শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য জানিতে চাহিয়াছেন, তজ্জন্য বিশেষ ধন্যবাদার্হ। তবে একটী কথা এই যে, অতি মূল্য-

বান্ হিরণ্ময় কুম্ভও যদি অপরবস্তুদ্বারা পরিপূর্ণ থাকে, তাহা হইলে সেই স্থানে অমৃতবিন্দু ক্ষরিত হইলেও পাত্রে স্থান প্রাপ্ত না হইয়া গড়াইয়া পড়িয়া যায়। এই জন্যই গীতাশাস্ত্রে ভগবান্ বলিয়াছেন—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।"
"শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে জ্ঞানম্।"
"ন অভক্তায় কদাচন।"
"ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং।" ইত্যাদি॥

প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা দ্বিবিধ;—(১) বৃথাপ্রশ্ন প্রজল্প বা লৌকিক ও ব্যবহারিক ধর্ম্মজিজ্ঞাসা, ২) পরিপ্রশ্ন বা ভগবৎস্বরূপ—তদ্গুণ তদ্বিভূতি-বিষয়ে বিজ্ঞানলাভার্থ শ্রৌত-সিদ্ধান্ত-জিজ্ঞাসা, বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। বেদান্তদেশিক শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" (১।১।১) সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"মীমাংসা-পূর্ব্বভাগ-জ্ঞাতস্য কর্ম্মণোঽল্পাস্থির-ফলত্বাত্-পরিতনভাগাবসেয়স্য ব্রহ্মজ্ঞান-স্যানন্তাক্ষয়ফলত্বাচ্চ পূর্ব্ববৃত্তাৎ কর্ম্মজ্ঞানাদনন্তরং তত এব হেতোর্ব্রহ্ম জ্ঞাতব্যমিত্যুক্তং ভবতি। * * তথা চ বেদান্ত-বাক্যানি কেবল-কর্ম্মফলস্য ক্ষয়িত্বং, ব্রহ্ম-জ্ঞানস্য চাক্ষয়ফলত্বং দর্শয়ন্তি,—"তদ্ যথেহ-কর্ম্ম-জিতো লোকঃ ক্ষীয়তে"। (ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৮।১।৬)। "অন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি।" বৃহদারণ্য-কোপনিষৎ, ৩।৮।১০)। "ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং কর্ম্মভিঃ।" (কঠোপনিষৎ, ২।১০)। "প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ।" (মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।২।৭) "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্ম-জিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ, নাস্ত্যকৃতঃ (২) কৃতেন, তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" "তস্মৈ স বিদ্বান্ উপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্ত-চিত্তায় শমান্বিতায়, যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং, প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্। (মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।২।১২-১৩)। "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং, ন পুনর্মৃত্যবে।" (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।১।১)। তদেকং পশ্যতি, ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি, (ছান্দোগ্য ৭।২৬।২)। "স স্বরাড়্ ভবতি, তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি।" (নৃসিংহ-পূর্ব্বতাপনী ১।৬)। "তমেব বিদিত্বাতি-মৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে-ঽয়নায়।" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩।৮)। "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি" (শ্বেতাশ্বতর ১।৬) ইত্যাদীনি।"

বৈদান্তিকগণ এইরূপ বহু বহু শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ দ্বারা কর্ম্মবাদকে খণ্ডন করিয়াছেন। বেদে যথেষ্ট কর্ম্মনিন্দা শুনিতে পাওয়া যায়, যথা—(মুণ্ডক ১।২।৭-৯)—

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি॥

—যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যাহা অনুষ্ঠিত হয় নাই, তাদৃশ যজ্ঞরূপ প্লব (তরণী) ভবসমুদ্র উত্তরণের নিমিত্ত দৃঢ় নহে। কেননা, ঐ সকল যজ্ঞ মধ্যে অষ্টাদশ পুরুষোক্ত কর্ম্ম ভগবদুদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া উহা অপকৃষ্ট। যে সকল অবিবেকি-ব্যক্তি উহাকেই চরম কল্যাণলাভের উপায় মনে করিয়া উহাতেই আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

—যাহারা অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া আপনাদিগকে বিবেকী পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই সকল নিম্নগামী অজ্ঞব্যক্তি অন্ধব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত অপর অন্ধের ন্যায় বিপন্ন হইয়া থাকে।

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎকর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে॥

—অজ্ঞব্যক্তিগণ বহুবিধ অবিদ্যার মধ্যে থাকিয়াই "আমরা কৃতার্থ হইয়াছি"—এইরূপ অভিমান করে; যে হেতু তাহারা কর্ম্মী, কর্ম্মে অনুরাগবশতঃ প্রকৃত তত্ত্বে অনভিজ্ঞ। এই জন্যই তাহারা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া কর্ম্মফলে যে স্বর্গাদিলোক লাভ করে, পুণ্যক্ষয় হইলে সেই স্থান হইতে চ্যুত হয়।

তবে যদি পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, বেদে যদি কর্ম্মের নিন্দাই থাকিল, তাহা হইলে বেদ এরূপ বিপুল কর্ম্মের তালিকা

প্রদান করিলেন কেন? আর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাদি স্মৃতি কর্ম্মের প্রশংসাই বা করিলেন কেন? তদুত্তর এই যে, শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতি একসূত্রে বাধা। তাঁহারা কখনও পরস্পর পরস্পরের বিরোধী নহেন। তবে যখন আমরা শ্রৌতপন্থা পরিত্যাগ করিয়া আমাদের মনোধর্ম্মের ছাঁচে ঐ সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অনুকূল আকারবিশিষ্ট করিয়া লই, তখনই আমরা শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য-বিজ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকি। শ্রীগীতা কর্ম্মসঙ্গীদিগকে 'অজ্ঞান অর্থাৎ অবিবেকী' (৩।২৬) বলিয়াছেন এবং 'অকৃৎস্নবিদ্‌' ও মন্দাঃ প্রভৃতি (৩।২৯) বলিয়া তাহাদের নিন্দাই করিয়াছেন। পাছে ঐ সকল অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গী অকৃৎস্নবিৎ মন্দমতি মূঢ় ব্যক্তিগণ সৎকর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া 'ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ' হইয়া পড়ে, এই জন্যই বিদ্বানব্যক্তিদিগকে বলিয়াছেন যে, ঐ সকল মন্দমতিগণের বুদ্ধি বিচলিত না করিয়া উহাদিগকে ক্রমশঃ বিষ্ণুতে কর্ম্মার্পণ শিক্ষা দিয়া ভক্তিপথে পরিচালিত করাই কর্ত্তব্য। গীতা ৩।২৬ ও ৩।২৯ শ্লোকের স্বামিটীকা দ্রষ্টব্য। কেবল-কর্ম্মে প্ররোচনা গীতার উদ্দেশ্য নহে; পরন্তু কর্ম্মাসক্তগণকে কর্ম্মার্পণ শিক্ষা দিয়া শুদ্ধজ্ঞান ও ভক্তিতে আনয়ন করাই গীতার উদ্দেশ্য, যথা শ্রীগীতায়—

> "ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা
> নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥
> যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
> শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ॥"

(৩।৩০-৩১)

—অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন অধ্যাত্মচেতা হইয়া নিষ্কাম এবং 'এসকল কার্য্যের ফল ও এই সকল কর্ম্ম আমার'—এইরূপ প্রাকৃত অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ কর এবং সন্তাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ কর। যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াহীন হইয়া সর্ব্বদা এই ভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তিলাভ করেন।

অতএব কর্ম্মে আসক্ত করা ভগবানের অভিপ্রেত নহে। কর্ম্ম হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে আকর্ষণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

> যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
> তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ (গীঃ ৩।৯)

স্বামিটীকা:—"যজ্ঞো বিষ্ণুঃ "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইতি শ্রুতেঃ, তদারাধনার্থাৎ কর্ম্মণঃ অন্যত্র তদেকং বিনা, লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ কর্ম্মভির্ব্বধ্যতে, ন ত্বীশ্বরারাধনার্থেন কর্ম্মণা অতস্তদর্থং বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং মুক্তসঙ্গো নিষ্কামঃ সন্ কর্ম্ম সম্যগাচর।"

'যজ্ঞ' শব্দের 'বিষ্ণু' অর্থই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। তাঁহার আরাধনার্থ কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি ব্যতীত অন্যচেষ্টাই বন্ধনের কারণ। অতএব হে কৌন্তেয়, তুমি বিষ্ণুর প্রীতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য মুক্তসঙ্গ অর্থাৎ মুক্ত হইয়া সম্যক্‌রূপে ভক্তিসাধ্য চেষ্টাকে নিয়োগ কর।

শ্রীভগবানের এই বাক্য হইতেও স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ করা ভগবানের অভিপ্রেত নহে। জীবের যাবতীয় কর্ম্মচেষ্টাকে বিষ্ণুসেবার্থ নিয়োগ করিয়া কর্ম্মপন্থাকে ভক্তিপথে পর্য্যবসিত করাই ভগবানের উদ্দেশ্য।

শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও জানা যায় যে, নৈষ্কর্ম্মই কর্ম্মের চরম উদ্দেশ্য। বালককে লাড্ডু দেখাইয়া ঔষধ খাওয়াইবার ন্যায় বেদে নৈষ্কর্ম্মের উদ্দেশেই কর্ম্মবিধান যথা—

> পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
> কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥

(ভাঃ ১১।৩।৪৪)

এতৎপ্রসঙ্গে সন্দর্ভ ও স্বামিটীকা দ্রষ্টব্য। উক্ত শ্লোকের শ্রীধর ও শ্রীজীবের সংক্ষিপ্ত-তাৎপর্য্য নিম্নে বিবৃত হইতেছে—"সত্য অর্থকে সঙ্গোপন করিবার জন্য উহাকে অন্যপ্রকার করিয়া বর্ণনের নাম পরোক্ষবাদ। বেদতাৎপর্য্য দুর্জ্ঞেয়। এই কর্ম্মময় বেদ পরোক্ষবাদপূর্ণ এবং অজ্ঞ, অশান্ত, বালস্বভাবতুল্য জীবগণের অনুশাসন। যেরূপ পিতা ব্যাধিগ্রস্ত সন্তানের আরোগ্য জন্য লাড্ডু প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্যপ্রদানের প্রলোভন দেখাইয়া ঔষধ সেবন করান, পরে রোগ বিগত হইলে মিষ্টাদি দ্রব্য প্রদান করেন, তদ্রূপ কর্ম্মসমূহের বিধানে ফলের প্রলোভন দেখাইয়া পরে কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির বিধানই বেদ-তাৎপর্য্য।" শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন যে, পিতা যেরূপ বালককে মিষ্ট লাড্ডু প্রভৃতি দ্বারা প্রলোভন দেখাইয়া ঔষধ পান করান ও মিষ্টাদি প্রদান করেন, অথচ ঔষধের জন্য তাদৃশ প্রলোভনের বস্তু তত প্রয়োজনীয় নহে, কেবলমাত্র আরোগ্যই ঔষধের মুখ্য প্রয়োজন, তদ্রূপ বেদও গৌণ-বাহ্য-তুচ্ছফলদ্বারা প্রলোভন দেখাইয়া কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৩রা পৌষ, ১৩৩৩, ১৮ই ডিসেম্বর ১৯২৬	১৮শ সংখ্যা

সারকথা

গৌরদর্শনের ফল কি?

স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধ, আর 'চণ্ডাল', 'যবন'।
যেই তোমায় একবার পায় দরশন॥
কৃষ্ণনাম লয়, নাচে, হঞা উন্মত্ত।
'আচার্য্য' হইল সেই, তারিল জগৎ॥
দর্শনের কার্য্য আছুক,যে তোমার 'নাম' শুনে।
সেহ কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, তারে ত্রিভুবনে॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।১২১-১২৩)

প্রকৃতশাস্ত্র কাহাকে বলে?

প্রভু বলে আজি পড়িলাম কৃষ্ণনাম।
সত্য কৃষ্ণচরণকমল গুণধাম॥
সত্য কৃষ্ণনামগুণ শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে যে জন॥
সেই শাস্ত্র সত্য কৃষ্ণভক্তি কহে যায়।
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায়॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।১৯৪-১৯৬)

কেবল বিষ্ণুপূজক কি শুদ্ধ বৈষ্ণব?

মোর পূজা মোর নাম গ্রহণ যে করে।
মোর ভক্ত নিন্দে যদি, তারে বিঘ্ন ধরে॥
মোর ভক্ত প্রতি প্রেমভক্তি করে যে।
নিঃসংশয় বলিলাম মোরে পায় সে॥
মোর ভক্ত না পূজে, আমারে পূজে মাত্র।
সে দাম্ভিক নহে মোর প্রসাদের পাত্র॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৬।৯৫-৯৬, ৯৮)

গৌরকৃষ্ণের শুদ্ধসেবা কিরূপ?

গোবিন্দ কহে—'আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক্, কিবা নরকে গমন॥
'সেবা' লাগি কোটি 'অপরাধ' নাহি গণি।
স্ব-নিমিত্ত 'অপরাধাভাসে' ভয় মানি॥
নিরুপাধি প্রেম যাহা, তাঁহা এই রীতি।
প্রীতিবিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি॥'

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০।৯৫-৯৬, আদি ৪।২০০)

রাগভক্তির স্বরূপ ও তটস্থলক্ষণ কি?

বৈধিভক্তি-সাধনের কহিলুঁ বিবরণ।
রাগানুগা-ভক্তির লক্ষণ শুন, সনাতন॥
রাগাত্মিকা-ভক্তি—'মুখ্যা' ব্রজবাসী-জনে।
তার অনুগত ভক্তির 'রাগানুগা' নামে॥
ইষ্টে 'গাঢ়-তৃষ্ণা'—রাগের স্বরূপ-লক্ষণ।
ইষ্টে 'আবিষ্টতা'—তটস্থ-লক্ষণ কথন॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১৪৩-১৪৪, ১৪৬)

কৃষ্ণরতি কয় প্রকার?

মধুর-রসে ভক্তমুখ্য—ব্রজে গোপীগণ।
মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ, অসংখ্য গণন॥
পুনঃ কৃষ্ণরতি হয় দুইত প্রকার।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা, কেবলা-ভেদ আর॥
গোকুলে 'কেবলা'রতি—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন।
পুরীদ্বয়ে, বৈকুণ্ঠাদ্যে 'ঐশ্বর্য্য' প্রবীণ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১৯১-১৯৩)

গৌরনাগরী 'পৌত্তলিক' কেন?

"যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ
বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে॥" (ভাঃ ৬।৪।৩১)

'গৌরাঙ্গনগরীর পৌত্তলিকতার বিশ্লেষণ'-শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া হংসগুহ্যস্তোত্রোক্ত উপরি-উক্ত উক্তির সার্থকতা উপলব্ধি হয়। বিশ্লেষণকারী (?) প্রবন্ধের প্রথমপংক্তিতে লিখিয়াছেন,—'আজকাল বৈজ্ঞানিক যুগ। বৈজ্ঞানিক যুগ বিশ্লেষণ করাই তত্ত্বনির্দ্ধারণের পথ।' প্রচলিত বঙ্গভাষায় 'অদ্য' অর্থে 'আজ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং অনদ্যতনে 'কাল' শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। অনদ্যতন দ্বিবিধ—(১) অনদ্যতন-অতীত, (২) অনদ্যতন-ভবিষ্যৎ। যে স্থানে 'হ্যস্তনী'র প্রয়োগ না হইয়া 'শ্বস্তনী'র প্রয়োগ হয়, তাহাই অনদ্যতন-ভবিষ্যৎ। সুতরাং দেশজভাষায় যে 'আজকাল' শব্দের প্রয়োগ, তাহার অর্থ 'বর্ত্তমান' বা 'অধুনা।' 'অধুনা বৈজ্ঞানিক যুগ' বলিলে জড়নিষ্ঠ ও চিন্নিষ্ঠ পুরুষগণের হৃদয়ে দুইটী পরস্পর বিভিন্ন ভাবের উদয় হয়। এই উভয়বিধ ব্যক্তির বিশ্লেষণ-প্রণালীও ভিন্ন; সুতরাং তাঁহাদের উদ্ঘাটিত তত্ত্ববস্তুও পরস্পর ভিন্ন। সাধারণ-দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি হইতে জড়নিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের শ্রেষ্ঠতা থাকিলেও সেই ব্যক্তি সাধারণ পর্য্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ ব্যক্তি 'জল'কে 'তত্ত্ববস্তু' জ্ঞান করে, আর সাধারণকোটান্তর্গত শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সেই জলকে 'হাইড্রোজেন' ও 'অক্সিজেন' গ্যাসের সম্মিলিত-পদার্থ বলিয়া বুঝিতে পারেন। এই উভয়ের মধ্যে প্রাকৃত মস্তিষ্ক-পরিচালনা-শক্তির ন্যূনতা ও আধিক্যই তাহাদের তর-তমতা স্থাপন করিয়াছে। কণভুকের 'বিশেষ' পদার্থের বিশ্লেষণ বা ঈশ্বরকৃষ্ণ ও পঞ্চশিখাচার্য্যের বিশ্লেষণ-প্রণালী কিম্বা আধুনিক স্বল্পবাহিরদিয়া ও কাগ্‌নারীর হাইড্রোসিস-চিকিৎসাদি-বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ-প্রণালী 'বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-প্রণালী' বলিয়া প্রচলিত থাকিলেও উহার দ্বারা তত্ত্ববস্তুর নির্দ্ধারণ হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত বা ভক্তভাগবত শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তত্ত্ববস্তুর যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং" (ভাঃ ১।২।১১) এবং 'তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণ' (চৈঃ চঃ আ ১।৯৬) প্রভৃতি বাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে। জড়বৈজ্ঞানিকের তত্ত্ববস্তু (?) ও চিদ্বৈজ্ঞানিকের তত্ত্ববস্তুকে সমপর্য্যায়ে গণনা করিলে চিজ্জড়-সমন্বয়বুদ্ধিরূপ 'মায়াবাদ'-অপরাধ সংঘটিত হয়।

গৌরনাগরীর পৌত্তলিকতার বিশ্লেষণ যখন ঐরূপ বৈজ্ঞানিকগণের আদর্শে সংঘটিত হইয়াছে, তখন উগ জড়বিশ্লেষণ-প্রণালীর অনুকরণ এবং তাহার হেয়তাসংপৃক্ত অর্থাৎ তাহাতেও চিজ্জড়সমন্বয়বাদ, মায়াবাদ প্রভৃতি দোষ স্পর্শ করিয়াছে। আমরা এই বৈজ্ঞানিক যুগের চিদ্বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্লেষণ-প্রণালীর অনুসরণে তাহা এক একটী করিয়া প্রদর্শন করিব।

বর্ত্তমান যুগ বৈজ্ঞানিক যুগ; কেননা, বর্ত্তমান যুগে ভাগবতার্ক উদিত হইয়াছেন। সেই ভাগবতার্কের মরীচি-মালায় জীবকুলকে উদ্ভাসিত করিবার জন্য আবার গৌড়-দেশের পূর্ব্বশৈলে সাবরণ গৌরনিতাই দুইভাইও প্রকটিত হইয়াছেন। এই ভাগবতার্কই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণদ্বারা 'বাস্তববস্তু' (ভাঃ ১।১।২) আবিষ্কার ও নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-প্রণালীতে একটী এরূপ বৈশিষ্ট্য আছে যে, যাহা জড় বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্লেষণ-প্রণালীতে নাই বা থাকিতে পারে না। 'তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ' এই বাক্যে সেই বিশ্লেষণ-প্রণালীটী পরিস্ফুট হইয়াছে অর্থাৎ সাধারণ মনীষী বা সূরিগণের বিশ্লেষণ-প্রণালী আরোহবাদমূলে স্থাপিত; কিন্তু ভাগবতের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-প্রণালী অবরোহবাদ-মূলে সম্প্রতিষ্ঠিত। সর্ব্বজ্ঞ পূর্ণসনাতনপুরুষ ভগবান্ সেবোন্মুখ ব্রহ্মার হৃদয়ে তাহা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। চতুঃশ্লোকীতে সেই বিজ্ঞানের কথাই উক্ত হইয়াছে (২।৯।৩০-৩১)। শ্রীগীতোপনিষদেও (৯।১) সেই বিজ্ঞানের সন্ধান প্রদত্ত হইয়াছে। বৃদ্ধবৈষ্ণব পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীআনন্দতীর্থ সেই বিজ্ঞানের কথা বলিতে গিয়া শ্রৌতপন্থার আনুগত্য অর্থাৎ আচার্য্য ব্যাসের আনুগত্য প্রদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন—

"যেন যেন যথা জ্ঞাত্বা নিয়তং মুক্তিরাপ্যতে।
তদ্বিজ্ঞানমিতি প্রোক্তং জ্ঞানং সাধারণং স্মৃতম্॥"

অর্থাৎ যে যে উপায়ে, যেভাবে জানিলে সর্ব্বদা মুক্তি

অর্থাৎ বিষ্ণুপদ লাভ করা যায়, তাহা 'বিজ্ঞান' নামে কথিত এবং সাধারণভাবে 'জ্ঞান' নামে খ্যাত হয়।

শ্রীধর-স্বামিপাদ 'বিজ্ঞান'-শব্দে 'অনুভব', শ্রীমধ্বাচার্য্য শ্রীবিজয়ধ্বজ 'বিজ্ঞান'-শব্দে 'স্বানুভব', অস্মৎসম্প্রদায়ের আচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীবগোস্বামিচরণ 'বিজ্ঞান'-শব্দে 'ভগবদুপলব্ধি', শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'অপরোক্ষানুভব' প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা ব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আম্নায় স্বীকার করি; সুতরাং শ্রীভগবান্ বিজ্ঞান-সহিত যে পরম গুহ্যজ্ঞান ব্রহ্মার সেবোন্মুখ-হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন, আদিগুরু ব্রহ্মা তাঁহার সেবোন্মুখ-শিষ্য শ্রীমধ্বাচার্য্যের হৃদয়ে যে বিজ্ঞান প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্রীমধ্ব হইতে যে বিজ্ঞান আম্নায়-পারম্পর্য্যে শ্রীল মাধবেন্দ্র লাভ করিয়াছিলেন, শ্রীমাধবেন্দ্র হইতে শ্রীঈশ্বরপুরী, আবার ব্রহ্মার হৃদয়ে বিজ্ঞানপ্রদাতা সনাতন পুরুষ ভগবান্ জগতে বৈজ্ঞানিকপ্রণালীর আদর্শ স্থাপন-কল্পে স্বয়ং জগদ্গুরু হইয়াও যে শিষ্যলীলাভিনয় করিয়াছিলেন, সেই জগদ্গুরু গৌরসুন্দর হইতে তাঁহার দ্বিতীয়-স্বরূপ শ্রীস্বরূপদামোদর—যিনি মহাপ্রভুর 'প্রিয়ঙ্কর' নামে খ্যাত, সুতরাং রসাভাসাদি ভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধের তিরস্কর্ত্তা, সেই স্বরূপদামোদরের মিত্র শ্রীরূপসনাতন প্রভুদ্বয় এবং রূপানুগ শ্রীজীব রঘুনাথ যে বিজ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাই আমাদের সম্বল। শ্রীচৈতন্যভাগবত-মহাগ্রন্থের রচয়িতা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনকেও আমরা বৈজ্ঞানিক বলিয়াই জানি, কারণ তিনি সাক্ষাদ্ ব্যাসাবতার। শ্রীভগবৎপ্রোক্ত বিজ্ঞান তাঁহার হৃদয়ে নিত্য প্রকাশিত। সেই বৈজ্ঞানিক-কুলচূড়ামণি আদিকবির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-প্রণালীও আমাদের শিরোধার্য্য।

আমরা বৈজ্ঞানিক যুগে বাস করিতেছি। বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূলপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই যুগকে বিশেষ বৈজ্ঞানিক যুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—'পূর্ব্ব বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তিত মতসকলে একটু একটু বৈজ্ঞানিক ভাবের অভাব থাকায় তাঁহাদের পরস্পর বিজ্ঞানভেদে সম্প্রদায়ভেদ হইয়াছে। সাক্ষাৎ পরতত্ত্ব শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু * * * সেই সকল সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ করিয়া স্বীয় অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক অতি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মত জগৎকে কৃপা করিয়া অর্পণ করিয়াছেন। (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, ৯ম পরিচ্ছেদ)।

হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সংমিশ্রণকারী রসায়নশাস্ত্র-পারদর্শী অশ্রৌত তর্কপন্থী বৈজ্ঞানিক কিম্বা স্বল্পবাহিরিদিয়া ও কাগ্‌মারীর জড়রসরসিকগণের রাসায়নিক গবেষণায় যে অসম্পূর্ণতা, হেয়তা, পরিবর্ত্তনশীলতা, নশ্বরতা, জগদ্ধ্বংস-কারিতা, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবাদি দোষ বিশুদ্ধ-বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে উদ্ঘাটিত হয়, তাহা অচিন্ত্য-ভেদাভেদাত্মক বিশুদ্ধ-বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের অনুবর্ত্তনকারী ব্যক্তিগণে নাই; সুতরাং হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বিশ্লেষণ-প্রণালীর আদর্শে বিশ্লিষ্ট প্রবন্ধের বিশুদ্ধ-বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আমরা এই বিশুদ্ধ-বৈজ্ঞানিক যুগে বিশুদ্ধ-বৈজ্ঞানিকগণের অনুবর্ত্তী হইয়াই সম্পন্ন করিব।

প্রথমে জিজ্ঞাস্য, বিশ্লেষণ করিবেন কে? ক্ষীর ও অম্বু সংমিশ্রিত থাকিলে হংস তাহা হইতে ক্ষীর বিশ্লেষণ করিতে পারেন। কিন্তু হংসের ন্যায় প্রাতিভাত অপর পক্ষীর সেরূপ ক্ষমতা ভগবান্ কর্ত্তৃকই প্রদত্ত হয় নাই। শ্রীমন্মহাভারত বলেন—

"অনুসৃত্য তু শাস্ত্রাণি কবয়ঃ সমবস্থিতাঃ।
অপীহ স্যাদপীহ স্যাৎ সারাসারদিদৃক্ষয়া॥
বেদবাদানতিক্রম্য শাস্ত্রাণ্যারণ্যকানি চ।
বিপাট্য কদলীস্তম্ভং সারং দদৃশিরে ন তে॥"
(মহাভাঃ শাঃ পঃ ১৯ অঃ ১৬-১৭)

পণ্ডিতাভিমানিব্যক্তিগণ 'ইহা এই প্রকার', 'ইহা এই প্রকার'—এইরূপে সারাসার নির্ণয় করিতে গিয়া শাস্ত্রসমূহের অনুসরণ করেন। কিন্তু শাস্ত্র ভগবদ্বাক্য, তাহা জড়বিদ্যা বা অক্ষজজ্ঞানের সাহায্যে উপলব্ধ হয় না। অক্ষজজ্ঞানিগণ আপনাদিগকে 'পণ্ডিত' বা 'তত্ত্ববেত্তা' অভিমান করিলেও বস্তুতঃ তাঁহারা বেদবাক্যের অবমাননাই করিয়া থাকেন। কদলীস্তম্ভ বিপাটন করিতে করিতে যেমন তন্মধ্যে কোন সারই লক্ষিত হয় না, তদ্রূপ বেদাবলেহনকারী বেদবাদিগণ অক্ষজজ্ঞানে বেদ-আরণ্যকাদি শাস্ত্র আলোচনা করিতে গিয়া সারগ্রহণের পরিবর্ত্তে ভারবাহীই হইয়া পড়েন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি মরে॥"

'পৌত্তলিকতা' শব্দের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-প্রণালী দেখিয়া মনে হয় যে, উহা অত্যন্ত জড়নিষ্ঠ, ভারবাহী, অতত্ত্বজ্ঞ বৈজ্ঞানিকক্রুবগণের কুনাট্য মাত্র। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, পণ্ডিত সার্ব্বভৌম মহাশয় কখনই এইরূপ অদূরদর্শিতা, অতত্ত্বজ্ঞতা, ভারবাহিতা ও কুপাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিতে পারেন না। তবে কি ইহা স্বল্পবাতিরদিয়ার হাইড্রোসিল-বিজ্ঞানজ্ঞ মৃত মহাশয়ের অনুকরণে কাগ্‌মারীর রাসায়নিকগবেষণার নমুনা?

'পৌত্তলিক' শব্দটী বঙ্গভাষায় 'পুতুল' শব্দ হইতে সৃষ্ট হয় নাই; পরন্তু উহা সংস্কৃত শব্দ। 'পুত্তলি' শব্দ পূজনার্থে 'কণ্‌' প্রত্যয় করিয়া 'পৌত্তলিক' শব্দ নিষ্পন্ন। 'পুত্তলি', 'পুত্তলিকা', 'পুত্তলক' প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত সাহিত্যে ও শাস্ত্রে নব্য ব্রাহ্মধর্ম্ম সৃষ্টির বহু বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে। উত্তরকামাখ্যাতন্ত্রে 'পুত্তলি' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, যথা—"মৃন্ময়ীং **পুত্তলিং** কৃত্বা দীপাদিভিরলঙ্কৃতাম্‌।" প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কবি কালিদাস 'দ্বাত্রিংশৎ **পুত্তলিকা**' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। স্মার্ত্তরঘুনন্দন তাঁহার অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের বহুস্থানে 'পুত্তলক' 'পুত্তলিকা' প্রভৃতি শব্দোদ্ধৃত শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিয়াছেন। শুদ্ধি-তত্ত্বে দেখিতে পাওয়া যায়—"আচারাৎ যোগাত্বাচ্চ শরপত্রৈঃ '**পুত্তলকং**' কৃত্বা ইত্যাদি"। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন ও সেই সংস্কৃত 'পুত্তলি' শব্দটী তাঁহার বঙ্গভাষায় রচিত শ্রীগ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছেন—'**পুত্তলি**' করয়ে দেহ দিয়া বহুধন।" (চৈঃ ভাঃ আ ২।৬৫)।

জড়নিরাকারবাদী নব্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণ 'পৌত্তলিক' কথাটী ব্যবহার করিলেও ব্রাহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মশিষ্য শ্রীনারদ বেদব্যাসকে যে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিতে বলিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মসূত্রভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে বহুশতাব্দী পূর্ব্বে 'পৌত্তলিকতার' প্রকার নিরূপিত হইয়াছে। পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদও ব্রাহ্মের শত শত বাক্য উদ্ধার করিয়া শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময়ী শ্রীমূর্ত্তির বিরোধী পৌত্তলিকবাদ নিরাস করিয়াছেন।

> যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
> স্বধীঃ কলত্রাদিষু **ভৌম ইজ্যধীঃ**।
> যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
> জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥ (ভা ১০।৮৪।১৩)

শ্রীমদ্ভাগবতপ্রোক্ত "ভৌমে ইজ্যধীঃ", পদদ্বয় কি পৌত্তলিকতানিষেধমুখে প্রচারিত হয় নাই? তাহা হইলে শ্রীভাগবতধর্ম্ম কি জড়নিরাকারবাদীর ব্রাহ্মধর্ম্ম? ভাবার্থদীপিকাকার 'ভৌম ইজ্যধীঃ' পদের "ভুবি বিকারে ইজ্যধী দেবতাবুদ্ধিঃ"—এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। ভাগবতচন্দ্র চন্দ্রিকাকার "পার্থিব প্রতিমাদৌ দেবতাবুদ্ধিঃ" এবং বৃহৎ-ক্রমসন্দর্ভকার "ভৌমে মৃন্ময়ে শিবলিঙ্গদুর্গাপ্রতিমাদৌ ইজ্যধীঃ" এইরূপ ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। বৈষ্ণবতোষণী ও সারার্থদর্শিনী বৃহস্পতি-সংহিতাবাক্য উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন,—

> "অজ্ঞাত ভগবদ্ধর্ম্ম-মন্ত্রবিজ্ঞানসম্বিদঃ।
> নরাস্তে গোখরা জ্ঞেয়া অপি ভূপালবন্দিতাঃ॥"

চিৎ-সবিশেষব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের এই সকল বাক্য সূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করিলে জানিতে পারা যায় যে, জড়নিরাকারবাদ-প্রচারক ব্রাহ্মগণ যাহাকে 'পৌত্তলিকতা' বলেন অথবা কোন বিশেষ সম্প্রদায় যাহাকে 'বুৎপরস্ত' বলেন এবং অপর সম্প্রদায় যাহাকে 'Idolatry' বলেন, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে 'পৌত্তলিকতা' নহে। তাঁহারা নিজেরাই পৌত্তলিক। তবে একটী কথা সত্য যে, ঐ সকল সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষবাদী পঞ্চোপাসক প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া যে 'পৌত্তলিক' শব্দ প্রয়োগ করেন, তাহা যথার্থ। উহা দ্বারা এক পৌত্তলিক আর এক পৌত্তলিকের নিন্দা করেন মাত্র। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ যে 'ভৌমে ইজ্যধীঃ' অর্থে "ভৌমে মৃন্ময়ে শিবলিঙ্গদুর্গাপ্রতিমাদৌ ইজ্যবুদ্ধিঃ"—এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সমীচীনই হইয়াছে; কারণ ঐরূপ 'ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা'-প্রয়াসজাত মনোধর্ম্মের ছাঁচে গড়া মূর্ত্তিসমূহ "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমান্ অপাবৃতঃ" (ভা ৪।৩।২৩)—এই ন্যায়ানুসারে বিশুদ্ধ সত্ত্বে অর্থাৎ শুদ্ধ নির্ম্মল সেবোন্মুখ জীবাত্মস্বরূপে স্বয়ং-প্রকটিত অধোক্ষজ সচ্চিদানন্দস্বরূপ-বিগ্রহের প্রকটন বা অবতার নহে। নিরুপাধিক বসুদেব যে প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনে স্বপ্রকাশ অধোক্ষজবিগ্রহের অবতার দর্শন করেন এবং বহির্জ্জগতে লোকহিতার্থ প্রকটিত করেন, তাহাই শ্রীবিগ্রহ। আর উপাধিক সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক

মন—যাহা অপরা প্রকৃতির অন্তর্গত বলিয়া 'প্রাকৃত' বা সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বান্তর্গত প্রাকৃত দ্রব্যের পদার্থের অন্যতম অর্থাৎ "ষোড়শকস্তু বিকারঃ' এই কারিকাবচনানুসারে মহদাদি প্রকৃতি-বিকৃতির বিকার বলিয়া প্রাকৃত বা ভৌম, সেই ভৌমবস্তুজাত প্রতিমামাত্রই 'পুত্তলি' বা 'পুত্তলিকা' এবং সেই পুত্তলির উপাসকগণই পৌত্তলিক।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর -যাঁহাকে পণ্ডিত সার্ব্বভৌম মহাশয় 'শিক্ষাগুরু' বলিয়া গৌরব(?) অনুভব করেন—'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে'র পঞ্চম বৃষ্টির ৩য় ধারায় এবং 'জৈবধর্ম্মে'র ১১শ অধ্যায়ে 'নিত্যধর্ম্ম ও ব্যবহারস্ত অর্থাৎ পৌত্তলিকতা-শীর্ষক প্রস্তাবে কতপ্রকার 'ভৌমে ইজ্যধী' অর্থাৎ পৌত্তলিকতা হইতে পারে, তাহা শুদ্ধ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণদ্বারা সুষ্ঠুভাবে নিরূপণ করিয়াছেন। শ্রীভাগবতধর্ম্ম বা শুদ্ধ সবিশেষ ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ব্রাহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মশিষ্য শ্রীমন্মধ্বচার্য্য -যিনি সচ্চিদানন্দ-নিত্যবিগ্রহ স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া জগদ্গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক আচার্য্যরূপে সম্মানিত হইয়াছেন এবং যে জন্য অস্মৎসম্প্রদায় 'ব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, সেই ভাগবতসম্প্রদায় বা সাত্বতপঞ্চরাত্রসম্প্রদায় তথা পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণের বিচার অবলম্বন ও অনুসরণেই বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের স্বপ্রকাশ-নিত্যবিগ্রহে অনাদর বা ভোগবুদ্ধিপূর্ব্বক মনঃকল্পিত মূর্ত্তি ও নামগুণ-লীলা-সৃষ্টিকারী গৌরনাগরীর কল্পনা ও ভোগবুদ্ধি-গর্হণমুখেই 'পৌত্তলিকতা' শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে।

অনভিজ্ঞ সম্প্রদায়ে 'পৌত্তলিকতা' কথাটী প্রচলিত ছিল বলিয়াই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর "শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত" ও "জৈবধর্ম্মে" 'ভৌমে ইজ্যধী' এই অপ্রচলিত কথাটী ব্যবহার না করিয়া 'পৌত্তলিকতা' শব্দ ব্যবহারপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে তাঁহাদের ব্যবহৃত ভাষার সাহায্যে সুষ্ঠুরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, "গৌরনাগরী পৌত্তলিক কেন?" তদ্বিষয়ে শত শত যুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে। শ্রীল জীবগোস্বামিচরণ শিবলিঙ্গদুর্গাদি প্রতিমাদিতে পূজ্যবুদ্ধিকারি-ব্যক্তিগণকে 'পৌত্তলিক' বলিয়াছেন এবং শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর "শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে" পঞ্চবিধ পৌত্তলিকের নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে,—(১) কল্পিত মূর্ত্তি ধ্যান বা পূজাকারি-ব্যক্তিগণ পৌত্তলিক, (২) পঞ্চোপাসকগণ পৌত্তলিক, (৩) নির্ব্বিশেষ ও জড় নিরাকারবাদিগণ পৌত্তলিক, (৪) চাকচিক্যবিশিষ্ট বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধিকারিগণ পৌত্তলিক, (৫) জীবে ঈশ্বর জ্ঞানকারি ব্যক্তিগণ পৌত্তলিক।

পৌত্তলিকতা—দ্বিবিধ, যথা, (১) স্থূলপৌত্তলিকতা, (২) সূক্ষ্ম বা মানস পৌত্তলিকতা। স্বতন্ত্র ও স্বপ্রকাশ-বিগ্রহবান্ ভগবানের নামরূপ-গুণলীলা বৈশিষ্ট্য-ধ্বংসকারী বা নিজ-ভগবদ্বিমুখ কল্পনাপ্রভাবে ভোগপর মনোধর্ম্মে ভগবানের নামরূপগুণলীলা-সৃষ্টি-প্রয়াসি-ব্যক্তিগণ স্থূল-পৌত্তলিক না হইলেও মানস-পৌত্তলিক। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী শুদ্ধবৈজ্ঞানিকগণের সুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ঐ সকল মানস-পৌত্তলিকের পৌত্তলিকতা ধরা পড়িয়া যায়। যেমন সচ্চিদানন্দময়ী শ্রীমূর্ত্তির সেবকগণের অনুকরণে পঞ্চোপাসকগণ মূর্ত্তি কল্পনা করেন তাঁহাদিগের কল্পনাকে শ্রীজীবগোস্বামিপ্রমুখ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানবেত্তা মনীষিগণ 'ভৌমে ইজ্যধী' বা 'পৌত্তলিকতা' বলিয়াছেন, তদ্রূপ বিশুদ্ধসত্ত্ব গৌরসেবকগণের সদাসেবোন্মুখ হৃদয়ে যে অপাবৃত অধোক্ষজ স্বয়ংপ্রকাশ গৌরনারায়ণ বা বিপ্রলম্ভতনু মহাভাবময়ী শ্রীগৌরমূর্ত্তি প্রকটিত হন বা আশ্রিত জগতে স্বয়ং স্বতন্ত্রেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া নিজস্বরূপবিগ্রহ প্রকাশিত করেন, তাহার বিকৃত অনুকরণ করিতে গিয়া মাটীয়া-বুদ্ধিসম্পন্ন গৌরনাগরী গৌরাঙ্গের কল্পিত মূর্ত্তি বা নামরূপগুণলীলা-সৃষ্টি করিবার প্রয়াস করেন বলিয়া 'গৌরনাগরী' ও পৌত্তলিক। যেমন কল্পনাকারী বা মায়াবাদীর কল্পিত মূর্ত্তি ভগবানের নিত্যস্বরূপবিগ্রহ অর্থাৎ যে অধোক্ষজ শ্রীবিগ্রহ বিশুদ্ধসত্ত্বে স্বয়ংপ্রকাশিত হন, তাহা হইতে পৃথক্ অর্থাৎ কাল্পনিক পুত্তলমাত্র, তদ্রূপ গৌরনাগরীর কল্পিত মূর্ত্তি অর্থাৎ স্বতন্ত্রেচ্ছাময় শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার যে মহাভাবময়ী, কাঞ্চন-পঞ্চালিকার ভাবকান্তি-সুবলিতা শ্রীমূর্ত্তি বা দ্বিভুজ শ্রীবিগ্রহ শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীবাস, শ্রীস্বরূপদামোদরাদি বিশুদ্ধসত্ত্বগণে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, সেই স্বয়ংপ্রকাশিতা শ্রীমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে মূঢ় ভোগপরের মনগড়া নূতন কল্পিত মূর্ত্তি ভোগবুদ্ধিজাত পুত্তলমাত্র; সুতরাং সেইরূপ ভোগময়ী কল্পিত মূর্ত্তির উপাসকগণ 'পৌত্তলিক'।

ভগবানের স্বরূপশক্তিগত সন্ধিনীপ্রভাব হইতেই শুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপ নিত্যতত্ত্ব বর্ত্তমান। সেই শুদ্ধস্বরূপে ভগবান্ নিত্যপ্রকাশিত। শুদ্ধ সত্ত্বগণের স্বরূপানুরূপ-সেবাভেদে আরাধ্যবস্তুর নামরূপ গুণলীলাভেদ। আরাধ্যবস্তু শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তের স্ব-স্ব-রূপানুরূপ সেবনোপযোগী যে বিগ্রহে অবতীর্ণ হন, তাহা কিছু আরাধ্যবস্তুর অভীষ্টের প্রতিকূল নহে; কারণ সেখানে সেবকের ভোগবুদ্ধিজাত মনোধর্ম্মের অবসর বা কোনও প্রকার কল্পনা নাই। তাই লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের পরাবস্থাবর্ণনে এই সুপ্রসিদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সার শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রবাক্যটী দৃষ্ট হয়—

"মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ॥"

বৈদূর্য্যমণি যেরূপ দ্রব্যান্তর-সম্বন্ধ-স্থিতিভেদে নীল-পীতাদি বর্ণভেদে দৃষ্ট হইয়া রূপভেদ লাভ করে, সেইরূপ ভক্ত-ভাবনানুসারে ধ্যানভেদে এক অদ্বিতীয় অচ্যুতের ধ্যানে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা লক্ষিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও (৩।৯।১১ শ্লোকে) দৃষ্ট হয়—

"ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥"

হে নাথ, (গুরুমুখে) ভবদীয় কথা শ্রবণানন্তর লোকে আপনার সেবা-প্রাপ্তির পথের সন্ধান পান। আপনি আপনার নিজজনের ভক্তিযোগপূত হৃৎপদ্মে সর্ব্বদা বিশ্রাম করেন। হে উত্তমঃশ্লোক, ভক্তবৃন্দ স্ব স্ব-(সিদ্ধদেহ-ভাবগত)-ভাবনানুযায়ী যে সকল নিত্যস্বরূপ বিভাবনা করেন, আপনি তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য সেই সেই স্বরূপের প্রকট করিয়া থাকেন।

শ্রীপঞ্চরাত্র বা ভাগবতমার্গের এই সার শ্লোকদ্বয় শ্রৌতপন্থী শ্রীমূর্ত্তিসেবক ও আরোহবাদী, মনোধর্ম্মী, কল্পনাকারী পৌত্তলিকের পার্থক্য অতি সুন্দর ভাষায় নিরূপণ করিয়াছেন। টীকায় "শ্রুতেক্ষিতপথঃ"—'শ্রুতং শ্রবণেন ঈক্ষিতঃ পন্থা যস্য সঃ' অর্থাৎ যে ভগবানের সেবাপ্রাপ্তির পথের সন্ধান শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত শ্রবণ অর্থাৎ শ্রৌতপন্থায় আবিষ্কৃত হয়। এই বিশেষণটীর দ্বারা ভগবানের কাল্পনিক মূর্ত্তি সৃষ্টি করিবার প্রয়াস সর্ব্বতোভাবে খণ্ডিত হইয়াছে।

একই ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বভক্তের ধ্যান-অনুরূপ অর্থাৎ সেবোন্মুখ-ভক্তের স্বরূপানুরূপ সেবাভেদে নানারূপ বিগ্রহে প্রকাশিত হন বলিয়া তিনি প্রাকৃতসহজিয়া বা ঈশ্বরে ভোগবুদ্ধিকারি-ব্যক্তির ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু হন না। ভক্তবাৎসল্যবশতঃ তিনি ভক্তের বাঞ্ছিত স্বরূপবিগ্রহ প্রকট করিয়া ভক্তের সেবা গ্রহণ করেন; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি আত্মবঞ্চক বা পরবঞ্চক ভক্ত-ব্রুবের ইন্দ্রিয়তর্পণের নামে সেবার ছলনায় বা মায়ায় মুগ্ধ হন না, কারণ তিনি মায়াধীশ। পরতত্ত্ব কখনও মানুষের 'খেয়ালে'র কবলে কবলীকৃত হইয়া বিরূপগ্রস্ত পশুজীবের ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তুবিশেষে পরিণত হন না। পুতুলকে যেরূপ মানুষ ইচ্ছামত 'ফরমায়েস' দিয়া প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে, তাহাকে যথেচ্ছ ভোগ করিতে পারে, স্বরাট্ পরমেশ্বরকে সেরূপ ভোগ করা যায় না। পঞ্চোপাসক কর্ম্মিসম্প্রদায় বা নির্ব্বিশেষবাদি-জ্ঞানিসম্প্রদায় অধিরোহবাদের সাহায্যে যে গৌরাঙ্গের বা ভগবানের মূর্ত্তি (?) সৃষ্টি করেন, গৌরনাগরীর গৌরাঙ্গসৃষ্টিও (?) তাহারই প্রকারভেদ, এই জন্য তাহা 'পৌত্তলিকতা'।

গৌরনাগরী নিম্নলিখিত কারণে পৌত্তলিক,—

(১) গৌরনাগরী 'শ্রুতেক্ষিতপথ' শ্রীগৌরসুন্দরের কল্পিত নাগরমূর্ত্তি সৃষ্টি করিবার প্রয়াস করেন বলিয়া তিনি অধিরোহবাদী পৌত্তলিক।

(২) শুদ্ধসত্ত্বভক্তগণের ইচ্ছা বা ধ্যানই সেবা; তাহা স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ। সেই বৃত্তিতে ভগবানের নিত্য অভ্যুদয়। শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তি বা নিরুপাধিক প্রেমের সহিত অবিশুদ্ধ মনোধর্ম্ম ও ঔপাধিক কাম বা স্বেচ্ছা-চারিতাকে সমপর্য্যায়ে গণনা হইতেই গৌরনাগরীর ভগবানের নামরূপগুণলীলা সৃষ্টি করিবার প্রয়াস। এই কারণেই তিনি জড়সমন্বয়বাদী বা পৌত্তলিক।

(৩) যেমন পঞ্চোপাসক বা মায়াবাদিগণ তাঁহাদের কল্পিত বা সৃষ্ট প্রতীককে ভক্তগণপূজিত শ্রীবিগ্রহের সহিত সমান জ্ঞান করেন—পরস্পর যে আকাশপাতাল পার্থক্য, তাহা কিছুতেই বুঝিতে চান না, গৌরনাগরীও তদ্রূপ গৌরসুন্দরের যে নামরূপগুণলীলা সৃষ্টি করেন, তাহা হইতে শ্রীরায় রামানন্দাদি ভক্তগণের নিকট প্রকাশিত

শ্রীগৌরসুন্দরের স্বরূপবিগ্রহ পৃথক্। কিন্তু গৌরনাগরী ইহা কিছুতেই বুঝিবেন না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন; এই জন্যই গৌরনাগরী গৌরভোগী পৌত্তলিক।

(৪) ব্যাস-নারদাদি বিদ্বজ্জন এবং শুদ্ধসত্ত্বনিরুপাধিক ভক্তবৃন্দ পরানন্দসমাধি-সময়ে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবানের যে নিত্যরূপ দর্শন করেন, তাঁহাদের হৃদয়স্থিত সেই স্বরূপবিগ্রহের লোকমঙ্গলার্থে বহির্জগতে প্রকাশই শ্রীবিগ্রহ বা শ্রীমূর্ত্তি। তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনাদি তথা অপরাপর নিরুপাধিক রাগমার্গীয় ভক্তগণ শ্রীগৌরসুন্দরের যে নামগুণরূপলীলা অর্থাৎ রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ দর্শন ও বহির্জগতে প্রকট করিয়াছেন, শ্রীগৌরসুন্দরের সেই নিত্যস্বরূপের সেবায় প্রমত্ত না হইয়া স্বেচ্ছাচারিতা-বশে শ্রীগৌরসুন্দরকে গড়িবার চেষ্টার নামই 'পৌত্তলিকতা'।

(৫) গৌরনাগরী কৃষ্ণস্বরূপের নিত্যা ঔদার্য্যময়ী লীলাকে অনিত্যা মনে করেন, কারণ তিনি ঔদার্য্যলীলাকে স্বস্থানচ্যুত করিয়া সেই স্থানে অরসজ্ঞ ও অনর্থাধি-ব্যক্তির ন্যায় মাধুর্য্যলীলা স্থাপন করিতে প্রয়াসী। তিনি শ্রীভগবৎস্বরূপের নিত্য মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও ঔদার্য্যলীলার নিত্যবৈশিষ্ট্য সংরক্ষণে পরাঙ্মুখ। গৌরনাগরীর ধারণা যে, তিনি ঔদার্য্যকে নষ্ট করিয়া সেই স্থানে মাধুর্য্য সংস্থাপন করিতে পারেন। গৌরনাগরীর এইরূপ ঔদার্য্য বিধ্বংসিত করিয়া তাঁহাতে মাধুর্য্য সংস্থাপনচেষ্টা বা ঔদার্য্যে মাধুর্য্য ভ্রম উপস্থিত হয় বলিয়া গৌরনাগরী কল্পনাপ্রিয়, কল্পিত গৌরগঠনকারী, বিবর্ত্তবাদী ও পৌত্তলিক।

(৬) গৌরনাগরী মনে মনে ভাবেন যে, "বৈকুণ্ঠস্থ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধৃক্ নারায়ণকে ধরিয়া তাঁহার চতুর্ভুজের দুইটী ভুজ ছেদন (!) করিয়া দেওয়া হউক। শঙ্খচক্রগুলি তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হউক। সেই স্থানের হাতী ঘোড়া রথ সমস্তই পোড়াইয়া দেওয়া হউক। নারায়ণের সারূপ্যলাভকারী চতুর্ভুজ সেবকগণকেও ধরিয়া ধরিয়া তাঁহাদিগের হস্তাদি পরিচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে 'গোপী' সাজাইয়া দেওয়া হউক আর নারায়ণের হাতে বাঁশী দেওয়া হউক। লক্ষ্মীকে বিদগ্ধা রমণী সাজান হউক। কারণ ভগবানের লীলা ত' আমাদের ন্যায় 'ভক্ত-খিটেলে'র স্বেচ্ছাচারিতার অধীন।"—এইরূপ অপরাধময় বিচারের বশবর্ত্তী হইয়া গৌরনাগরী গৌরসুন্দরকে নাগরী-লম্পট, সন্ন্যাসিশিরোমণিকে 'রাসক্রীড়াবন্ত', লোকশিক্ষক গুরুকে 'কামুক', গুরুপত্নীকে 'কামুকী', ব্রজনাগরীভাবে প্রমত্ত মূর্ত্তিকে বিপ্রাদিপরপত্নীরত নাগর, দ্বিজবরকে 'গোপ' বলিয়া কল্পনা করেন। গোপবধূটীবিট্ কৃষ্ণকে সন্ন্যাসী সাজাইয়া দেওয়া বা গোয়ালাকে দ্বিজবরে পরিণত করা বা গোপীজনবল্লভকে সঙ্কেতস্থানে গমন বা রাসস্থলীতে যাইতে বাধা দেওয়া যেরূপ ক্ষুদ্র জীবের সামর্থ্যাতীত, তদ্রূপ গৌরসুন্দরের হাতে নাগরী চিত্তহারিণী বংশিকা প্রদান করা, বিপ্রলম্ভতনু ঔদার্য্যবিগ্রহ গৌরকে 'নাগরেন্দ্র' বা 'রসরাজ' প্রভৃতি সম্ভোগময় বিশেষণে বিশিষ্ট করাও ক্ষুদ্রজীবের অপরাধ পরাকাষ্ঠা ও স্বেচ্ছাচারিতার চরম সীমায় আরোহণ-প্রচেষ্টার পরিচয়। গৌরনাগরী গৌরসুন্দরের এইরূপ কল্পিত নামরূপলীলা-সৃষ্টিকারী বলিয়া 'পৌত্তলিক'।

'গৌরনাগরী'বাদ কেবল পৌত্তলিকতা-দোষে দুষ্ট এরূপ নহে, তাহাতে ঔদার্য্যে মাধুর্য্যভ্রমরূপ বিবর্ত্তবাদরূপ দোষ, তাহাতে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা বা শাক্তেয়বাদরূপ দোষ, তাহাতে রসাভাসদোষ, সিদ্ধান্তবিরোধরূপ দোষ, তাহাতে গৌরে ভোগবুদ্ধিরূপ দোষ, তাহাতে রূপানুগত্য পরিহাররূপ দোষ, তাহাতে প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর চরণে অশেষ অপরাধরূপ দোষ, তাহাতে নিজভোগবুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা জগদ্গুরুর ঘাড়ে ন্যস্ত করা রূপ অপরাধ, জগদ্গুরুতে 'মর্ত্ত্যবুদ্ধি'-রূপ অপরাধ, সর্ব্বজীবের গুরুবর—মহামহিমকুলের মুকুটমণি—সর্ব্বসাত্বতশাস্ত্রকর্ত্তৃগণের অগ্রণী শ্রীব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের প্রচারিত 'শাস্ত্র সিদ্ধান্ত-লঙ্ঘন'রূপ দোষ, ষড়্গোস্বামীর শিক্ষার বিরুদ্ধে অভিনব মতবাদ কল্পনা করা রূপ 'অতিবাড়ী'-দোষ, শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যনামরূপ গুণলীলা ও স্বেচ্ছাবশে মনঃ-কল্পিত মায়াকে সমজ্ঞানরূপ 'চিজ্জড়সমন্বয়'-দোষ প্রভৃতি অসংখ্য অসংখ্য দোষ দেখান যাইতে পারে। আমরা বারান্তরে বিশুদ্ধ-বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গৌরনাগরী মত-বাদরূপ বিস্ফোটকের অস্ত্রোপচার করিয়া সুধীসমাজে তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিব—বিস্তারিতভাবে উদ্ঘাটিত করিব।

—•—

সুসিদ্ধান্ত-সমাহৃতি

জয়-বিজয়—বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয়বিজয় পরমভাগবত, দিগম্বর সনকাদি মুনিগণকে ভগবদ্দর্শনে বাধা প্রদান করিয়া তাঁহাদের ক্রোধ উৎপাদন করেন এবং তাঁহাদের অভিশাপে বৈকুণ্ঠ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অসুরযোনি প্রাপ্ত হন (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১৪।২৯-৩৪)। ক্রমে তিন জন্মে ইঁহারাই হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, কুম্ভকর্ণ-রাবণ এবং দন্তবক্র-শিশুপালরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এস্থলে সংশয় এই যে, ভগবৎ-পার্ষদ জয়বিজয়ের বৈকুণ্ঠ হইতে পতন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আত্মারাম সনকাদি মুনিগণেরই বা কি প্রকারে ক্রোধ উৎপন্ন হইল? এই সন্দেহ নিরাকরণার্থ পূর্ব্ব ও পর মহাজনগণ যেরূপ সুসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে—

আচার্য্য শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১৬।২৯। শ্লোকের ভাবার্থদীপিকায় বলিয়াছেন,—

"ইদমত্র তত্ত্বং—যদ্যপি সনকাদীনাং ক্রোধো ন সম্ভবতি, ন চ ভগবৎপার্ষদয়োঃ তয়োঃ ব্রাহ্মণপ্রাতিকূল্যং ন চ ভগবতঃ স্বভক্তোপেক্ষা, ন চ বৈকুণ্ঠ-গতানাং পুনর্জ্জন্ম, তথাপি ভগবতঃ সিসৃক্ষাদিবৎ কদাচিৎ যুযুৎসা সঞ্জনি; তদপ্যেষামল্প-বলত্বাৎ স্বপার্ষদানাঞ্চ তুল্যবলত্বেঽপি প্রাতিকূল্যানুপপত্তেঃ এতৌ এব ব্রাহ্মণনিবারণে প্রবর্ত্ত্য তেষু চ ক্রোধমুদ্দীপ্য তচ্ছাপব্যাজেন প্রতিপক্ষৌ বিধায় যুদ্ধকৌতুকং সম্পাদনীয়ম্।"

অর্থাৎ এই স্থানে জয়-বিজয় সম্বন্ধে তত্ত্ব বিচারিত হইতেছে। যদিও আত্মারাম সনকাদি ঋষিগণের ক্রোধ সম্ভবপর হয় না, ভগবৎপার্ষদ জয়বিজয়ের ব্রাহ্মণগণের প্রতি প্রাতিকূল্যাচরণ এবং ভগবানেরও স্বভক্তগণের প্রতি উপেক্ষা, তথা বৈকুণ্ঠগত ভক্তগণের পুনর্জ্জন্ম অসম্ভব, তথাপি ভগবানের সৃষ্টিকরণেচ্ছার ন্যায় কখনও যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা উদিত হইয়াছিল। কিন্তু তুল্যবলশালী ভগবৎপার্ষদব্যতীত অন্য মর্ত্ত্যজীবের বল অল্প, আবার পার্ষদ-গণের বল তুল্য হইলেও তাঁহাদের ভগবানের প্রতি প্রাতি-কূল্য ভাব হইতে পারে না। এই কারণবশতঃ তিনি আত্মারাম মুনিগণের ক্রোধ উৎপাদনপূর্ব্বক তাঁহাদের শাপচ্ছলে স্বপার্ষদ জয়বিজয়কে প্রাতিকূল্য-ভাবান্বিত করিয়া যুদ্ধকৌতুক সম্পন্ন করিতে হইবে—এইরূপ বিবেচনা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ শ্রীনারায়ণ যুদ্ধ-কৌতুক অনুভব করিবার জন্যই জয়বিজয়কে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী না হইলে যুদ্ধ হয় না। পার্ষদ ব্যতীত ভগবানের তুল্যও কেহ হইতে পারে না। তজ্জন্যই ভগবান্ জয়বিজয়কে অবতীর্ণ করাইলেন। অসুর-ভাবাপন্ন না হইলে শ্রীভগবানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা অসম্ভব বলিয়া শাপচ্ছলে তাঁহাদিগকে অসুরদেহে প্রবিষ্ট করাইয়া আবির্ভূত করাইলেন।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের অধস্তন শ্রীপাদ বীররাঘব শ্রীমদ্ভাগবতের ১৫শ অধ্যায়, ৩৪ শ্লোকের ভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকায় লিখিয়াছেন,—এই দুইজন দ্বারপাল পরব্যোমবাসী নিত্য-সিদ্ধ ভগবৎপরিকরগণের তুল্য হইলেও বিশেষ সুকৃতিবলেই দ্বারপালাধিকার লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ ইঁহারা সাক্ষাৎ ভগবৎপরিজন নহেন; সুতরাং ভগবদভিপ্রায়ও অবগত নহেন। নতুবা ভগবদ্ভক্ত প্রাতিকূল্যভাববিহীনতা ও প্রবেশনিবারণ-ভাবশূন্যতাহেতু সাক্ষাৎ ভাগবতপরিকরগণের পূর্ব্বোক্ত নিত্যজ্ঞানক্রিয়ৈশ্বর্য্যাদি প্রমাণবলে ভগবানের অভিপ্রায় জানিবার ক্ষমতা সিদ্ধ হইতেছে। বিশেষতঃ ভগবদুদ্দেশক অনুষ্ঠান বিশেষ হইতেও ভগবানের অনুচরত্ব লাভ ঘটে। যেমন অনন্ত ও গরুড় ব্যতীত নাগ ও পক্ষীজাতীয় বহু ভক্ত বর্ত্তমান, সেইরূপ সুকৃতিবশে বহুজীব নিত্যসিদ্ধ না হইয়াও ভগবৎপরিজনতুল্যরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এস্থলেও পূর্ব্বকথিত (শ্রীভাগবত ৩।১৫।১৪ শ্লোকে) "যে বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুতুল্য পুরুষগণ বাস করেন, যাঁহারা ফলাকাঙ্ক্ষারহিত নিষ্কামধর্ম্মদ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করেন", —এই বাক্যে সাধারণভাবে বৈকুণ্ঠবাসীর কথা বলিয়াছেন এবং ৩২ শ্লোকে "সুমহতী পরিচর্য্যার ফলে এই বৈকুণ্ঠে আগমনকারী সাধুদিগের মধ্যে থাকিয়া তোমাদের স্বভাব এরূপ বিরুদ্ধ কেন?" এই বাক্যেও জয়বিজয় যে নিত্যসিদ্ধ ভক্ত নহেন, কিন্তু কোনও বিশেষ সুকৃতিবলেই বৈকুণ্ঠের দ্বারপালত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায়; বৃহদ্ভাগবতামৃতে ২।৪।১৯৪ শ্লোকে শ্রীসনাতনগোস্বামিপ্রভুর টীকায়ও 'ইঁহারা সাধনসিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ নহেন,—এরূপ বাক্যের উল্লেখ আছে। আর অষ্টমস্কন্ধে (৮।২১।১৬) যে নন্দ, সুনন্দ, জয়, বিজয়, প্রবল, বল, কুমুদ, বিষ্বক্‌সেন, গরুড় প্রভৃতি

পার্ষদবর্গমধ্যে যে জয়বিজয়ের উল্লেখ আছে, তাঁহারা বামনদেবের পার্ষদ এবং পূর্ব্বোক্ত শাপাভিভূত জয়বিজয় হইতে ভিন্ন, ইহাও নিশ্চিত। শাপাভিভূত জয়বিজয়ের সহিত বামনদেবের পার্ষদ জয়বিজয় একই ব্যক্তি—এরূপ সিদ্ধান্ত যথার্থ নহে; কেননা, কৃষ্ণাবতারে শাপগ্রস্ত জয়বিজয়ের মোচন হয়। বামনাবতারে আবার তাঁহাদের পার্ষদত্বলাভ সিদ্ধ নহে অর্থাৎ অসম্ভব বলিয়া ঐ অনুমান সঙ্গত নহে। অতএব ত্রিপাদবিভূতিবর্ত্তী যে সকল নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ আছেন, এই শাপগ্রস্ত জয়বিজয় তাঁহাদের হইতে ভিন্ন অন্য-জীব। অন্য প্রমাণের সহিতও এই বাক্যের বিরোধ নাই।

(শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ১৫৫ অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন,—কারূষ-দেশাধিপতি শিশুপাল, দন্তবক্র পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠনাথের দ্বারপাল জয়বিজয় ছিলেন। (ভাঃ ৭।১।৩৪ শ্লোকে) প্রাকৃত দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-হীন বৈকুণ্ঠপুরবাসিগণের প্রাকৃত দেহসম্বন্ধ কিরূপে হইতে পারে, যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নানুসারে যায় তাঁহারা অপ্রাকৃত-দেহ-বিশিষ্ট। সাধুগণের অপ্রাকৃতদেহের ন্যায় তাঁহাদের দেহেরও বিনাশ নাই তাহা ভগবানের নিজ উক্তি (৩।১৬।২৯) হইতেই জানা যায়। ভগবান্ নিজানুগত দ্বারপালদ্বয়কে বলিলেন, "তোমরা মর্ত্ত্যলোকে গমন কর। তোমরা ভীত হইও না। তোমাদের মঙ্গল লাভ হউক। উত্তরার গর্ভে পরীক্ষিতের অবস্থানকালে আমি (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র যেরূপ বিফল করিয়াছিলাম, সেইরূপ জয়বিজয়কেও ব্রহ্মশাপরূপ ব্রহ্মাস্ত্রখণ্ডনে সমর্থ হইয়াও আমি তাহা খণ্ডন করিলাম না।" ভগবানের এই উক্তি-অনুসারে বুঝা যায় যে, জয়বিজয় সনকাদির শাপচ্ছলে কেবল শ্রীভগবানের লীলার নিমিত্তই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পাদ্মোত্তর খণ্ডের গদ্যানুসারে জানা যায় যে, শ্রীহরি নিজভক্তচিত্ত বিনোদনের জন্য এবং যুদ্ধাদি ক্রীড়ানিমিত্ত তাঁহার দুর্ঘট-ঘটনাকারিণী ইচ্ছায় জয়বিজয়ের স্বভাবসিদ্ধ অণিমাদি ঐশ্বর্য্যযুক্ত পরম জ্যোতির্ম্ময় দেহ পার্থিবগুণময় দেহে তিনবার প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন।) শ্রীমদ্ভাগবতের (৭।১।৪৫) শ্লোকে কথিত হইয়াছে,—

"তাবত্র ক্ষত্রিয়ৌ জাতৌ মাতৃস্বস্রাত্মজৌ তব।
অধুনা শাপনির্ম্মুক্তৌ কৃষ্ণচক্রহতাংহসৌ॥"

শ্রীনারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, 'সেই জয়বিজয় তোমার মাতৃস্বসার (যুধিষ্ঠির-মাতা কুন্তীর ভগ্নী শ্রুতশ্রবার) গর্ভে ক্ষত্রিয়রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কৃষ্ণচক্রে তাহাদের পাপ হত হওয়ায়, তাহারা এখন শাপনির্ম্মুক্ত।' এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর-স্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—

"কৃষ্ণচক্রেণ হতমংহো যয়োঃ তৌ। তয়োঃ পাপমেব হতং ন তু তাবিত্যর্থঃ॥" অর্থাৎ "কৃষ্ণচক্রে হত হইয়াছিল পাপ যাহাদের, সেই জয়বিজয় পার্ষদদ্বয়ের।" এই বাক্যে তাহাদের পাপই হত হইয়াছিল, তাঁহারা হত হন নাই—ইহাই তাৎপর্য্য।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১৬।২৬ শ্লোকের) টীকায় এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—

(ভগবান্ কহিলেন,—) 'হে বিপ্রগণ! আপনারা যে আমার পরমভক্ত জয়বিজয়ের প্রতি অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমারই কৃত। আমি এই পরম ভক্তদ্বয়ের আসুরভাব সিদ্ধ করিবার নিমিত্তই আপনাদিগকে বৈকুণ্ঠে আনিয়া শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ দ্বারপালদ্বয়কে পরমভক্ত আপনাদের প্রতি প্রাতিকূল্যাচরণে প্রবৃত্ত করিয়া এবং আত্মারাম-চূড়ামণি আপনাদের ক্রোধোদ্রেক করিয়া আপনাদের দ্বারা শাপ প্রদান করাইয়াছি। এস্থলে আমার পার্ষদদ্বয়ের অথবা আপনাদের কোনও অপরাধ নাই। (সনকাদি ঋষিগণ কহিলেন,—হে ভগবন্,) আপনি ভক্তবৎসল, সুতরাং এই ভক্তদ্বয়ের প্রতি এতাদৃশ দুঃখপ্রদানে প্রবৃত্তি আপনার কিরূপে হইল? (তদুত্তরে ভগবান্ কহিলেন,—) হে বিপ্রগণ, আপনারা সর্ব্বজ্ঞ, অতএব সকলই জানেন, আমার বলা বাহুল্য মাত্র। জয়বিজয়ের প্রেম-বিজৃম্ভিত কোন প্রকার ইচ্ছাবিশেষই ইহার কারণ। (তাঁহারা আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন—) হে প্রভুবর, আপনি দেবতাগণেরও অধিদেব বৈকুণ্ঠনাথ, মর্ত্ত্যলোকের সামর্থ্য অতি অল্প, আমরা যদি আপনার প্রতিকূল না হই, তাহা হইলে আপনার যুদ্ধসুখ হইবে না, অতএব আমাদিগকে কোন প্রকারে প্রতিকূল-ভাবান্বিত করিয়া যুদ্ধসুখ অনুভব করুন। আপনার স্বতঃ পরিপূর্ণতাতে আমরা আপনার অণুমাত্র ন্যূনতাও সহ্য করিতে পারি না। অতএব আপনি স্বীয় ভক্তবাৎসল্যগুণ খর্ব্ব করিয়াও অস্মদংশ কিঙ্করদ্বয়ের

প্রার্থনা উঠপূর্ণ করুন। ভগবদ্ভক্তগণের চিত্তবিনোদনার্থ ভগবানেরও তৎকালে ঐ প্রকার বাসনা উদয় হইয়াছিল। মহতের চরণে অপরাধ করিয়া বৈকুণ্ঠ হইতে পরম-সিদ্ধগণেরও অধঃপতন হয়, অতএব মর্ত্ত্যলোক হইতে যে বৈষ্ণবাপরাধহেতু সাধকাভাস-জীবের পতন হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? সাধকভক্তদিগকে মহদপরাধ হইতে সাবধান করিবার নিমিত্তই ভগবানের এই প্রকার লীলা।

"আর্ত্তিলিপি"

(প্রাপ্ত)

[শ্রীমদ্গৌরপার্ষদপ্রবর শ্রীমল্লোকনাথ গোস্বামিবংশাবতংস প্রবীণ পণ্ডিত শ্রীপাদ রমানাথ ভট্টাচার্য্যগোস্বামী মহোদয় নিম্নলিখিত 'আর্ত্তিলিপি'খানি গৌড়ীয়-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। সাধারণের অবগতির জন্য পরে ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইবে।]

"রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।"

ভো ভোঃ শ্রীগৌরাঙ্গচরণকমল মকরন্দ-পানানন্দিতমনো-মধুপা মহোদয়া! ভবদ্ভিঃ প্রদীয়তাং সদয়ং দয়ালুভিঃ ক্ষণকালং কর্ণযুগলাবকাশঃ শ্রীমদ্দীনজনভাষিতেষু, কিং নামাত্র নিবেদ্যতে, যদিদানীং দর্শং দুঃসহসন্তাপং নিরন্তরমন্তঃ-প্রদেশং, নাবলোক্যতে তন্নির্ব্বাপণপদং যদ্যদবলম্ব্যতে মন্দমতিভিস্তদেব চন্দনতরুচ্ছায়া বিষদ্রুমসমাশ্রয়বদ্বিকমেব তনোতি হৃদয়বেদনং, প্রতিদিনমুপচীয়তে বৈষ্ণবসাম্রাজ্যে দুর্দ্দশাভারো বিরল প্রচার সাধুজনস্তাদৃগ যত্র চিত্তং দৃঢ়ব্রতং পতিতত্বঃখাপনোদনায় লীয়তে শনৈঃ শনৈর্বিষ্টগোষ্ঠী ন শ্রূয়তে কুত্রাপি সর্ব্বসন্তাপহারিণী হরিকথা প্রবর্ত্ততে সর্ব্বতো গ্রাম্যবার্ত্তা পরিদৃশ্যতে সমন্তাচ্ছিদ্রান্বেষণাসংসারাবাদবিমুখানাং বিলাসদাসকুলানাং ভোগলালসাকুলানাং তাণ্ডবলীলাভিনয়-শ্চরনিরয়-মার্গ-প্রবর্ত্তকঃ বিমনাঃ সজ্জনসঙ্ঘঃ প্রীতিমাংশ্চ দুর্জ্জনসম্প্রদায়ঃ। যা তু তাবদত্র কশ্চিদুপালম্ভ্যঃ সর্ব্বথা প্রভবতি বলবান্ কলিরেব কাল এষ কলুষবিবর্দ্ধনঃ, পরমেতদতিদুঃসহং যদধুনা মহাজনত্বেনাভিমতা মহাত্মানো-ঽপি স্বয়ং কলুষ-বিষ-প্রবাহ-সংমগ্নাঃ পরানপি পথমূঢ়ান্ প্রদর্শয়ন্তি মাদৃশান্ তন্মার্গামিতি! সাম্প্রতং কার্ত্তিক-মাসিক-শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-পত্রে "গৌরাঙ্গনাগরী-পৌত্তলিকতা-বিশ্লেষণ"-বিষয়কঃ কশ্চিৎ প্রবন্ধঃ শ্রীধামবৃন্দাবনসমাশ্রিত-শ্রীমন্মধুসূদন গোস্বামিসার্ব্বভৌমমহোদয়-বিরচিতত্বেন প্রকাশ-মাপ্তঃ পরমেব বিস্ময়ভারমাবহতি মাদৃশাং, যদ্যপি তৎ-পত্র-সম্পাদকৌ শ্রীমদ্রসিকমোহন-শ্রীহরিদাস-গোস্বামিনৌ কিয়ন্তং কালমালোচয়তস্তাদৃগন্যাপারং সর্ব্বথাশুদ্ধবৈষ্ণবতত্ত্ব-বিগর্হিতং সজ্জনহৃদয়বেদন-জননং তথাপি পণ্ডিতকুলললাম-ভূতঃ সার্ব্বভৌমমহোদয়ঃ সর্ব্ব-বৈষ্ণবজন-সমাশ্রয়মতিক্রম্য শ্রীমন্মহাপ্রভোঃ স্বাভিলাসরূপং শ্রীরূপগোস্বামিপাদং কথং নাম পাদং পাতয়িতুমর্হতি গর্হণীয়ায়াং তত্ত্ববিরুদ্ধায়াং পদ্ধতৌ কামুককুল-কলঙ্কিতায়াং নাস্তিকানাং পশ্চিমে বয়সীতি প্রত্যক্ষতো বিদিতং স্বচিন্তিতমপি ন বিশ্বসনীয়ং ভবতি মাদৃশাং সরলচেতসাং কিং পুনঃ পত্রাবগতং। যচ্চৈতত্ত্বপরং নাম তত্রৈব চেষ্টিতং তদা তৎ 'স্থবির-লগুড়পাত'-ন্যায়মন্তরেণ কিং পুনঃ সম্ভাবনীয়ং কারণান্তরং, যথা তথা বা ভবতিদানীং ক্ষতে ক্ষারবদতিদুঃসহং সঞ্জাতমিদং যৎস্মর্য্যমাণমেব মর্ম্মাণ্যুৎপাটয়তীব সচেতসাং. কিং পুনরুচ্যমানম্,—অহো! কো নাম সহৃদয়ঃ সাক্ষিত্বয়ন্ তাদৃশামপি মহাত্মনামেতাদৃশীং মন্দমতিং স্বতো বিগর্হিতামপ্রণালীং বারয়িতুং প্রভুর্ভবেৎ। অহো পরমসন্ত দুর্দ্দিনং সমায়াতং গৌড়ীয়বৈষ্ণবানাং, ক্ব তাবদস্তি গৌড়জন-শরণ-চরণ, নবদ্বীপ-গগন-মণ্ডল-মণ্ডন, পাষণ্ড-বাদ জলদ-খণ্ড-বিখণ্ডন-প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ড, শ্রীমন্ গৌর-সুন্দর! ক্ব চ নামাসে. নাম সুধাবিকিরণ করণ-শীতকিরণ! শ্রীমন্নিত্যানন্দপাদ! ক্ব বা কলৌ শুদ্ধভক্তিসাম্রাজ্য-সংস্থাপন-ব্যস্তমানস শ্রীমদদ্বৈতদেব! কুত্র বা শ্রীগৌরসর্ব্বস্ব সর্ব্বলোক-নাথ লোকনাথ! লোকনাথপ্রিয়তম শ্রীলনরোত্তম! শ্রীখণ্ডমণ্ডন শ্রীনরহরিপ্রভুবর! শ্রীমুকুন্দপাদ! শ্রীরঘুনন্দন দেব! প্রভবন্তোঽপি ভবন্তঃ কথং ন বারয়ন্তীদৃশাদ্ দুর্ব্বিনয়াদস্মান্ ভবদ্বংশ্যাভিমানিনঃ কুল-দূষকান্। কথং ন মনসি সঞ্চার্য্যতে সুমতিরস্মাকং, সন্মার্গাবলম্বিনী, কো নাম বিনা ভবদ্ভির্মায়াবাদ-বারিদ-জাল-মলীমসে মোহান্ধতমঃ-সুসংবৃতে নাস্তিক্য-কণ্টকাবলি-গহন-প্রতিরুদ্ধ-বিশুদ্ধ-ভক্তি-

মার্গপ্রচারে বৈষ্ণবজগতি শিবন্তরমপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তাকুলিত-লোচনান্ বিশ্বাসাবলম্বিতভোগতৃষ্ণা শ্বপচ-রমণী-কমনীয়-কোমল-করান্ শনৈঃ শনৈর্বিষম-বিষময়-বিষয়কূপ-নিপাতিত-কলেবরান্ মুহুঃসহ ততস্তাবরুদ্ধনিঃশ্বাসান্ অস্মান্ ত্যক্তৰ্জীবিত-কল্যানম্লধিয়স্তারয়িতুমত্যঃ প্রভবতি হৃদ্দিননিষ্পীড়িতান্।

কুত্র বা শ্রীরূপানুগবর শ্রীজীব! শ্রীবদুনাথ! শ্রীবিশ্বনাথ! শ্রীবলদেব! ভবন্তোঽপি কিং ভাবিনীমিমামস্মদ্দুর্গতিং বালোকৈব্য প্রজ্ঞালোচনৈঃ পূর্ব্বমেব লোকলোচনবিষয়ীভূত-পদমাশ্রিতা অথবা কে নাম বয়ং নানাপরাধে ভবতাং প্রভবিষ্ণবঃ সর্ব্বদা পরিস্থিত-ভাব-পদ পঙ্কজ-স্মরণ-ভোগ-সক্তচেতসঃ পুণ্যশ্লোক-বংশ্যাভিমানিত্বেন কেবলং কলঙ্ক-পঙ্ক-লেপ-সমর্পণ কুশলাঃ পাপীয়াংসঃ। অস্মিন্নামপি শাস্ত্রে শ্রীবৃন্দাবননিবাসাঃ সার্ব্বভৌমমহোদয়া গুরুকুলপ্রভবা বহবো গোস্বামিমহোদয়াস্তৈরপি ন নিবার্য্যতে কথমস্মানিবনযান্ নবীনানসো শ্রীগোপীনাথপাদাদিকারি-বংশ্য অন্যঃ পণ্ডিত-রাজঃ সম্মতিং প্রদানেন। তথ! কিং সর্ব্বৈরস্মাক-মেতাদৃশী দুর্গতিরনিবার্য্যাগতেয়ানাম্।

ইতস্ততঃ বঙ্গেষু শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য শ্রীল প্রাণগোপাল-গোস্বামিমহোদয়ৌ যদাপি শুদ্ধবৈষ্ণবপক্তিতঃ পরিভ্রষ্টৌ বিষয়-ভোগ-লালসয়া কেবলমর্থসংগ্রহমেব মুখ্যতয়া করণীয়ং পরিগণ-য়ন্তস্তথাপি তয়োরপি নৈতাদৃশে কর্ম্মণি মতং কদাচিদবগম্যতে।

মদীয়-পিতৃব্য-মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-শ্রীমৎকৃষ্ণকমল-ভট্ট তর্কবাগীশমহোদয়স্য চরণার্চ্চনপটীয়সা শ্রীমতা বিশ্বেশ্বর কৃষ্ণেন রাধাবিনোদেনাপি নাবিগত গুরুসেবনা গৌরাঙ্গ নাগরী-বাদসমর্থনায় স্বনিষ্ঠা। তদ্ কৈবেদং বা কথ-মত্রাবলম্বিতং মৌনব্রতং, সর্ব্বৈরস্মাভিঃ কুলগৌরবসংরক্ষণং কাময়মানৈঃ সত্যপরনৈর্বিহিতজগদ্গুরু শ্রীগৌরনিত্যানন্দা-দ্বৈত-লোকনাথ-প্রমথ পঞ্চবর্গ-পদাঙ্কানুসরণৈর্গদাচারপ্রচার-বৈরাগ্য-ভূষণৈর্জড়প্রতিষ্ঠাশা-বিমুখৈর্ভবিতব্যমাশাস্মহে চ সু-ধিয়ামত্র সদয়ং দৃষ্টিসমর্পণং শ্রীমদ্গৌরাঙ্গদেবানুকম্পয়া চ সর্ব্বেষাং স্বাগতানাং ক্রমশঃ সৎসিদ্ধান্তানুরাগ ইতোপর্য্যন্ত-পল্লবিতেন।

শ্রীগৌরগণাগ্রগণ্য-শ্রীমল্লোকনাথ-গোস্বামিবংশ্যস্য —

শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মণঃ

আর্ত্তিলিপিরেষা।

প্রচার-প্রসঙ্গ

বোম্বাই সহরে —গত ২৪শে নবেম্বর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সপার্ষদ সুদূর বোম্বাই সহরে শুভবিজয় করিলে শ্রীবল্লভ সম্প্রদায়াচার্য্য গোস্বামী গোকুলনাথজী মহারাজ শ্রীল পরমহংস ঠাকুরকে বৈষ্ণবাচার্য্যোচিত সম্মান ও অভিনন্দন প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীবালকৃষ্ণ-মন্দিরে বহুক্ষণ শাস্ত্রালাপ করিয়া পরমানন্দ প্রকাশ করেন। পরদিবস প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত গোকুলনাথ গোস্বামীজীর প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমানাথ শাস্ত্রী শ্রীল ঠাকুরের শ্রীমুখ-বিগলিত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ ও শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, পুষ্টিমার্গ ও মর্য্যাদামার্গের পার্থক্য এবং চিদ্রসের মাধুর্য্য ও জড়রসের হেয়তা সম্বন্ধে অন্যূন দুই ঘণ্টাকাল সংস্কৃত ভাষায় আলোচনা শ্রবণ করিয়া ঠাকুরের অত্যদ্ভুত অপ্রাকৃত পাণ্ডিত্য-প্রতিভার নিকট মস্তক অবনত করেন। বোম্বাই নগরে দুই দিবস অবস্থান করিয়া শ্রীল পরমহংস ঠাকুর শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-ভূমি উড়ুপী যাত্রা করেন।

বাগ্মিপ্রবর, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয়বন মহারাজ, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দের সহিত বোম্বাই নগরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমল ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিয়া আপামর সর্ব্বসাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিতেছেন। স্থানীয় বিদ্বৎপরিষদের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মোহনলাল হরিশঙ্কর দোবে মহোদয়ের আগ্রহে গত ২৭শে নবেম্বর প্রায় দুই সহস্র শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও উচ্চশিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে তাঁহাদের অনুমোদনসূচক পুনঃ পুনঃ আনন্দধ্বনির মধ্যে স্বামীজি 'সনাতন ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বহুগবেষণাময়ী বক্তৃতা করেন। পরদিবস বোম্বাইয়ের স্বনামখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস শেঠ ওয়েষ্টফিল্ড ভবনে স্বামিজী মহারাজকে আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক সপরিবারে তাঁহাদের মুখে কীর্ত্তন শ্রবণ করেন। ৩০শে নবেম্বর স্থানীয় শ্রীনরনারায়ণ মন্দিরে গোস্বামী যাদবজী মহারাজের বিশেষ আগ্রহে শ্রীকীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী সহ স্বামীজি বহু উচ্চ ইংরজী শিক্ষিতা মহিলা-সভায় "My Mothers of Bombay" সম্বোধন করিয়া

বহুক্ষণ ইংরেজী ভাষায় জগতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করেন।

২রা ডিসেম্বর শ্রীস্বামী নারায়ণ-মন্দিরে শ্রীঅখণ্ডানন্দ ও শ্রীচৈতন্যানন্দ ব্রহ্মচারীদ্বয়ের ইচ্ছায় শ্রীমদ্ বনমহারাজ মানব-জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে হিন্দিভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়া সকলের আনন্দ বিধান করেন। শ্রীগুরুপ্রসাদ-প্রোদ্ভাসিত গৌড়োদয়াচলের উদীয়মান জ্যোতিষ্ক পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়বন মহারাজ তথাকথিত শত শত যুগাচার্য্য ও ধর্ম্মপ্রচারকগণের ছলনাময়ী কৈতব-প্রভাকে খদ্যোতের ন্যায় ম্লান করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রদেশের সন্ধিস্থল মুম্বাই নগরে সর্ব্বমঙ্গলকারিণী স্বরূপবিকাশিনী ভক্তিসিদ্ধান্ত-জ্যোৎস্নাধারা বর্ষণ করিতেছেন। [illegible] সম্বন্ধে মাত্র দুই তিনটী অভিমত নিম্নে প্রকাশিত হইল।

TO THE EDITOR, GAUDIYA.

Dear Sir,

The Mahasabha of Shri Shraut Smart Dharma Pratisthapak Vidvad Parishad was held at the Madhavbag on 27th November, 1926 at 8-30 p. m. (S. T.) On this auspicious occasion Swami Tridandi delivered a lecture in English viz.

A RELIGIOUS PREACHER IN BOMBAY.

His Holiness Tridandi Swami Bhakti Hriday Ban Maharaj of Gaudiya Math, Calcutta, delivered a highly cultured lecture on "The Eternal & Universal Religion of all Souls" in lucid English before a big and educated audience at the Shraut Smart Dharma Pratisthapak Vidvad Parishad at Madhavbag on the 27th of November last. The depth of knowledge and the way of exposition of His Holiness were so appealing and enrapturing --the thundering yet sweet voice was so very attractive that the audience were kept spell-bound, so to say, in as much as the whole spacious compound of the Parishad was filled in a minute and not an inch was left vacant.

They say that "The Right Light comes from the East", and so we should deem of our Swamiji who comes from the Eastern Corner of India to the Western extremity of the country and the Vidvad Parishad—why only Vidvad Parishad? whole Bombay is proud—not only Bombay, India—the world—should boast of such a spiritual giant, a luminary of the spiritual firmament, who will surely be enriching and ameliorating the spiritual atmosphere of the present day. The Bombay Public heartily welcome His Holiness and believes that he will deliver a series of lectures.

A hearty vote of thanks to the president and the lecturer from the Mantri, Mr. Mohanlal H. Duve, terminated the proceedings.

Yours faithfully,
Mohanlal H. Duve.

THE BOMBAY CHRONICLE.

Friday, December, 3, 1926.

A Religious Preacher in Bombay.

His Holiness Tridandi Swami Bhakti Hriday Ban Maharaj of Gaudiya Math, Calcutta, delevered a highly cultured lecture on "The Eternal and Universal Religion of all Souls" before a big audience at the Shraut (শ্রৌত) Smart (স্মার্ত্ত) Dharma Pratisthapak Vidvad (বিদ্বৎ) Parishad at Madhav Bag on the 27th of November last. The depth of knowledge and the method of exposition of His Holiness very much impressed the audience.

THE INDIAN NATIONAL HERALD

Wednesday, December 8, 1926.

"Gaudiya Math in Bombay."

A correspondent writes: -The Gaudiya Math of Calcutta has sent his Holiness Bhakti Hriday Ban Maharaj here in Bombay to ring the bell of alarm so that the sons of the world may not hastily jump into the depth of utter materialism. Hence, His Holiness, who has sacrificed his life at the altar of universal brotherhood and love, is delivering religious lectures in different quarters of the city. On Sunday last, his spiritual discourses on the name of Godhead were indeed instructive. A series of lectures on Eastern Philosophy will ere long follow at Madhavbag—the dates will be announced in time. (Daily Paper)

কটকে—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের সুযোগ্য প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্বগিরি মহারাজ কটক র্যাভেন্স কলেজে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত আর্ত্তবল্লভ মোহান্তি মহাশয়ের উদ্যোগে গত ২৭শে নবেম্বর শনিবার দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সংকীর্ত্তনাদি করেন। উক্ত কলেজের অধ্যাপক এবং বহু ছাত্রবৃন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিলুপ্তপ্রায় শুদ্ধভাগবতধর্ম্মের কথা আবার কটকে প্রচারিত হইতে দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করেন এবং মাঝে মাঝে এই প্রকার কীর্ত্তনাদি দ্বারা তাঁহাদের চিত্তমার্জ্জনের জন্য স্বামীজি মহারাজকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন।

গত ১লা ডিসেম্বর তারিখে স্বামীজি মহারাজ কটকের সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ শ্রীতুলসীপুর মঠে তত্রত্য মোহান্ত মহারাজের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ ও কীর্ত্তনাদি করেন। মোহান্ত মহারাজ পাঠকীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিয়া প্রচারকবৃন্দকে পুনঃ পুনঃ উৎসাহিত করেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পাত্ররাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি মহারাজের ভারতের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণচ্ছলে তীর্থ স্থান-সমূহকে তীর্থীভূত করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তনোপলক্ষে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের প্রচারকবৃন্দ গত ২রা ডিসেম্বর বৃহস্পতি-বার তারিখে এক আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। স্থানীয় বিদ্বন্মণ্ডলী, উকিল, ডেপুটী এবং কটকের সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণের প্রায় সকলেই এই মহামহোৎসবে যোগদান করিয়া-ছিলেন। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রাধামোহন পট্টনায়ক মহাশয় এই মহোৎসবের ব্যয়ভার বহন করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়া-ছেন। শ্রীপাদ জগদানন্দ অধিকারী মহাশয়ের সুললিত কীর্ত্তন শ্রবণে সমবেত জনমণ্ডলী পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে আবার শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত গীতাবলী গ্রন্থখানিও 'উড়িয়া অক্ষরে' প্রকাশিত হইতেছেন। কটকের শ্রীগোপালজিউ মঠের বদান্যবর, ধর্ম্মোৎসাহী মোহান্ত মহারাজ এই গ্রন্থ প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া সজ্জন মাত্রেরই বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার এই কীর্ত্তি জগতে ঘোষিত হইয়া উড়িষ্যাবাসীর ঘরে ঘরে এই গ্রন্থ বিরাজ করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত মদনমোহন পট্টনায়ক মহোদয়ের সাহায্যে শ্রীকল্যাণ-কল্পতরু গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়া উড়িষ্যাবাসীর পরম কল্যাণ বিধান করিতেছেন দেখিয়া আমরা পরম আনন্দিত। শ্রীশরণাগতি গত ইতঃপূর্ব্বেই উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে।

জামগ্রামে—হুগলী জেলার জামগ্রামনিবাসী পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত ঈশানকালী নন্দী মহাশয়ের আগ্রহাতি-শয্যে কলিকাতার শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার (গৌড়ীয় মঠ) অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গত ১৪ই হইতে ২০শে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ৭ দিন শ্রীমদ্ভাগবতের প্রহ্লাদ-চরিত্র পাঠ করিয়াছেন। স্থানীয় বহু শ্রোতা পাঠ-কীর্ত্তনাদি শ্রবণে প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন। ভৃতকপাঠক ও ভাগবতসেবকের মুখে পাঠের পার্থক্য তাঁহারা বেশ বুঝিয়াছেন। ভেকধারী তথাকথিত সাধু ও প্রকৃত সাধু, নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ, ভক্তের শ্রীবিগ্রহসেবা ও দেবলের পূজা, মন্ত্রবিক্রয়ী বিত্তাপহারক গুরুব্রুব ও শিষ্যের সন্তাপহারী গুরুদেব, গুপ্তি-বাউল ইন্দ্রিয়দাস, গো-দাস ও কৌপীনশরণ ত্যক্তগৃহ গোস্বামী স্ত্রীসঙ্গী গৃহব্রত ও হরিভজনপরায়ণ গৃহস্থ ইত্যাদি নকল ও আসলের পার্থক্যের কথা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। জামগ্রামের নন্দীপরিবার বিখ্যাত। ইঁহাদের গৃহে বহু-কাল হইতে শ্রীলক্ষ্মীজনার্দ্দনের বিগ্রহ সেবিত হইয়া আসিতেছেন। জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রেরও পুত্রদিগের প্রতি বিশেষ মমতা দৃষ্ট হয় (মামকাঃ পাণ্ডবাঃ)। আর ঈশান-বাবু প্রাকৃত দৃষ্টিতে অন্ধ হইলেও শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরু-দেবের পাদপদ্মাশ্রয়ে প্রকৃত চক্ষুষ্মানের ন্যায় শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব সেবায় সর্ব্বস্ব নিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে অচলা শ্রদ্ধা, তত্ত্বমীমাংসা ও শ্রীহরিনামে রুচিদর্শন ও শ্রবণ করিলে অনেকেই ভক্তিপথে চলিতে প্রবৃত্ত হইবেন। 'সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ'—এই বাক্য তিনি প্রত্যক্ষ আচার ব্যবহারে দেখাইতেছেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার মূলমঠ শ্রীচৈতন্যমঠ, শাখামঠ শ্রীগৌড়ীয় মঠ (কলিকাতা), শ্রীপুরুষোত্তমমঠ (পুরী) বাৎসরিক মাসব্যাপী হরিসেবানু-

স্নানাদিতে ইনি প্রতিবৎসর উপস্থিত থাকিয়া শ্রীহরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন।

বিশেষ আনন্দের বিষয় যে তিনি ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি গ্রন্থের ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া নামাশ্রিত বৈষ্ণবজগতের বড়ই মঙ্গল করিয়াছেন।

—•—

(প্রাপ্ত-পত্র)

কোটি কোটি প্রণামান্তে নিবেদনমেতৎ—

বিগত ১৬ই অগ্রহায়ণ ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত পাথুরিয়া গ্রামে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশঅরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ স্থানীয় ধর্ম্ম-প্রাণ জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভবনে শ্রীশ্রীচরিতামৃত গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং ১৭ই তারিখে 'সনাতন ধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামিজী মহারাজের শ্রীমুখবিগলিত সারগর্ভ কথা শ্রবণ করিয়া সভাস্থ সকলেই বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছেন। গার্হস্থ্য ধর্ম্মা-শ্রিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের পরিব্রাজকাচার্য্যো-চিত সম্মান-প্রদান বিশেষ প্রশংসার্হ।

১৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে পূজ্যপাদ স্বামিজী মহারাজ সাচার গ্রামে শুভাগমন করেন। প্রথমে সাচার নিবাসী জনৈক (গৃহব্রত, জাতি-)গোস্বামীর (কপট) আগ্রহে প্রচারকগণ তাঁহার গৃহে উপস্থিত হন। (শাস্ত্রানভিজ্ঞ উক্ত গৃহব্রত জাতি-)গোস্বামী প্রচারকগণকে তাঁহাদের গৃহাভ্যন্তরে আনিয়া অপদস্থ করিবার দুরভিসন্ধি প্রদর্শন করিলে নির্ম্মৎসর সত্যধর্ম্মের প্রচারক অমিততেজা সন্ন্যাসী মহারাজ উক্ত জাতি গোস্বামীকে বলেন, "যদি আপনি সংস্কৃত হইয়া থাকেন, তবে আসুন শাস্ত্রীয় বিচার হউক।" (শাস্ত্রজ্ঞানলেশহীনজাতি-)গোস্বামী নিরুত্তর। তৎপর-দিবস পূজ্যপাদ স্বামিজী মহারাজ স্থানীয় স্বনামখ্যাত জমিদার স্বর্গীয় শ্রীদুর্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ সেন ও জামাতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র সেন মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরে শ্রীগ্রন্থপাঠ ও ব্যাখ্যার ব্যবস্থা করেন। সাচার গ্রামের পূর্ব্বোক্ত (প্রাকৃত সহজিয়া ও অনভিজ্ঞ) জাতি-গোস্বামী মৎসরতার বশবর্ত্তী হইয়া গ্রামস্থ ব্যক্তিগণকে প্রচারকগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করেন। এদিকে অপরাহ্ন ছয় ঘটিকার সময় শ্রীপাদ সন্ন্যাসিমহারাজ গৌরচন্দ্রিকা কীর্ত্তন করিয়া এবং সকলের হৃদয়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব বিরাজ করুন—এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া 'জৈবধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। শ্রোতৃবর্গ বিশেষ মনোযোগের সহিত বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছেন, এমন সময় পূর্ব্বোক্ত মৎসর জাতিগোস্বামীর চাঞ্চল্য দেখিতে পাইয়া সন্ন্যাসী মহারাজ গুরুগম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আপনি একটু ধৈর্য্য ধারণ করুন, আমাকে বৈষ্ণববৃন্দের সেবা করিতে দিন, বক্তৃতা-অন্তে যাহারও কোন কথা থাকিলে আমি অবশ্যই তাহার সমাধান করিব।" লজ্জায় ও উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের বাধায় কোনও প্রকারে উক্ত জাতি-গোস্বামী বক্তৃতার শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া প্রচারক-গণের বিরুদ্ধে মুর্খোচিত কতিপয় দুর্ব্বাক্য বলিয়া তাঁহাদের দুর্দ্দশা প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামিজী মহারাজ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সভা-সমক্ষে বলিলেন, "হিমালয় হইতে আরম্ভ করিয়া কুমারিকা পর্য্যন্ত নিখিল শুদ্ধ বৈষ্ণবকে এবং শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থরাজকে মধ্যস্থ করুন, মুর্খোচিত বাক্য পরিহার করিয়া শাস্ত্রীয় বিচার হউক। আমি ইহার সুমীমাংসার জন্য এইস্থানে রহিলাম।" অতঃপর স্বামিজী মহারাজ সভাস্থ শ্রোতৃ-মণ্ডলীর নিকট শাস্ত্রীয় সুমীমাংসা এক একটী করিয়া প্রদান করিলে সভাস্থ সকলেই স্বামিজীর সারগর্ভ সত্যবাক্য, নিরপেক্ষ সত্যপ্রচারে দৃঢ়তা এবং তৎসঙ্গে প্রাকৃত সহজিয়া-কুলের মৎসরতা, দুর্ব্বলতা, ভয়, ক্ষোভ, হিংসা-প্রবৃত্তি, গৃহ-মেধীর কদাচার ও ব্যভিচারকেই বৈষ্ণবতা বলিয়া স্থাপন-চেষ্টা এবং বঞ্চনা-দ্বারা বহু কোমলশ্রদ্ধ জীবের প্রতি হিংসা তথা তাঁহাদের বৈষ্ণবাপরাধরূপ পাষণ্ডতা বুঝিতে পারিলেন। সভামধ্যে অগণিত কণ্ঠে পাষণ্ডদলনবানা শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের জয়ধ্বনি বিঘোষিত হইতে থাকিল। চতুর্দ্দিকে স্বামিজী মহারাজের জয়-জয়কার হইল।

তৎপর তত্রত্য হাইস্কুলের হেড্মাষ্টার শ্রীযুক্ত অনাথচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্বামিজীকে তাঁহার ব্যক্তিগত কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহার সুমীমাংসা করিয়া তাঁহার

সঙ্কোচ বিধান করিলেন। অতঃপর "হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাচ্চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম"— এই শ্লোকটী সকলকে আহ্বান করিয়া শ্রবণ করাইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামিজী সভাভঙ্গ করেন। ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ সেন, শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসাদ সেন ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন মহাশয়গণের সৌজন্য ও শুদ্ধসনাতন ধর্ম্ম-প্রচারে প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গত ২১শে অগ্রহায়ণ নোয়াগাঁও নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সরকার মহাশয়ের ভবনে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত বিমল সনাতন ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। গ্রামস্থ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের শুদ্ধ হরিকথা শ্রবণ আগ্রহ বিশেষ প্রশংসনীয়।

এই পত্রটী আপনাদের গৌড়ীয় পত্রে স্থান পাইলে বিশেষ আনন্দিত হইব।

প্রণত বৈষ্ণবপদরেণু প্রার্থী—
জনৈক গৌড়ীয়-গ্রাহক।
নৈয়ায়ির, ত্রিপুরা।

নির্য্যাণ

'গৌড়ীয়' পত্রের গ্রাহক শুদ্ধভক্তিপ্রচারোৎসাহী শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত বলহরি দাস মহাশয়ের ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী গত ২০শে অগ্রহায়ণ সোমবার দিবস শ্রীধাম বৃন্দাবনে ব্রজরজঃ লাভ করিয়াছেন। উক্ত ভক্তিমতী রমণী বাহ্য বিচারে স্ত্রীজাতি হইলেও বৈষ্ণব-সদাচার-পালনে বিশেষ যত্নবর্ত্তী ছিলেন। তিনি শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী বিরচিত 'শ্রীসৎক্রিয়াসারদীপিকা' গ্রন্থ-অনুসারে গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের যাবতীয় ক্রিয়া সম্পাদন করিতেন। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত বলহরি ডাক্তার মহাশয় বৈষ্ণব-স্মৃতি-বিধানানুসারে সহধর্ম্মিণীর শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পাদন করাইবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন। অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরি পরলোকগত আত্মার মঙ্গল-বিধান করুন।

সমালোচনা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৭শ সংখ্যার পর)

হরিভক্তিতাৎপর্য্যহীন সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম এবং জ্ঞান সকলই বৃথা। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনারদগোস্বামীর উক্তিতে আমরা দেখিতে পাই—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥

(ভাঃ ১।৫।১২)

যখন উপাধিরহিত নির্ম্মল জ্ঞানও ভগবদ্ভক্তিবর্জ্জিত হইলে অপবর্গসাধনে অসমর্থ হয়, তখন ফলকালে ও সাধন-কালে উভয়ত্র দুঃখরূপ কর্ম্ম বা নিষ্কাম কর্ম্ম ও যদি সর্ব্বেশ্বর বাসুদেবে সমর্পিত না হয়, তাহা হইলে উহা সর্ব্বতো-ভাবে নিষ্ফল হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

প্রশ্নকারী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—নিষ্কাম কর্ম্মে আর ভক্তিতে কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত, আমাদের ন্যায় কোটি কোটি অনর্থযুক্ত মনোধর্ম্মী জীব হইতে সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ বিদ্বৎকুল-চূড়ামণি শ্রীল নারদগোস্বামিপ্রভু ও প্রবীণতম আচার্য্য শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ সমস্বরে বলিতেছেন—

তদা শশ্বৎ সাধনকালে ফলকালে চ অভদ্রং দুঃখরূপং যৎ কাম্যং কর্ম্ম যদপ্যকারণং অকাম্যং তচ্চেতি। তদপি কর্ম্ম ঈশ্বরে নার্পিতং চেৎ কুতঃ পুনঃ শোভতে? বহির্ম্মুখত্বেন সত্ত্বশোধকত্বাভাবাৎ (শ্রীধর টীকা)।

অর্থাৎ সাধনকালে এবং ফলকালে উভয়ত্র দুঃখরূপ যে কাম্যকর্ম্ম এবং যাহা অকারণ অর্থাৎ অকাম্য কর্ম্ম তাদৃশ নিষ্কাম কর্ম্মও যদি ঈশ্বরে অর্পিত না হয়, তবে উহার সফলতা কোথায়? কেননা, তাদৃশ কর্ম্ম কৃষ্ণোন্মুখ কর্ম্ম নহে বলিয়া সত্ত্বশুদ্ধির বা অন্তঃকরণ শুদ্ধির অভাবহেতু তাহাতে বহির্ম্মুখতা বর্ত্তমান। এইরূপ সিদ্ধান্ত গীতাশাস্ত্রের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। কাম্যকর্ম্ম ত' দূরের কথা, নিষ্কাম কর্ম্মও যদি ভগবৎ-প্রীতি অর্থাৎ ক্রমশঃ ভক্তি পর্ব্বে প্রযুক্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মমলবিনাশক্রমে শুদ্ধভক্তি চেষ্টায় পর্য্যবসিত না হয়, তাহা হইলে সেইরূপকাম্যকর্ম্ম

অথবা নিষ্কাম কর্ম্ম উভয়ই বন্ধনের কারণ। এই জন্যই শ্রীগীতা যজ্ঞ অর্থাৎ বিষ্ণুর জন্য কর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন এবং—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥

(গীঃ ৯।২৭-২৮)

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! তুমি যাহা কিছু কর, যাহা কিছু আহার কর, হোম কর, দান কর বা তপস্যা কর, তৎসমস্তই আমাতে সমর্পণ কর। কর্ম্ম অন্যসঙ্কল্পসহকারে কৃত হইয়া গেলে ব্যবহারিক মতে কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণ অবশেষে নামমাত্র আমাতে অর্পণের ছল দেখায়, কিন্তু তাহার নাম কর্ম্মার্পণ নহে। কর্ম্মকেই মূলে আমাতে অর্পণ করিয়া ভক্তিরূপে অনুষ্ঠান কর। তাহা হইলেই নিখিল কর্ম্মের ফল যে শুভাশুভ তদ্বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া আমাতে সমস্ত কর্ম্মার্পণরূপ সন্ন্যাস লাভপূর্ব্বক আমার স্বরূপগত সেবাপ্রাপ্ত হইবে।

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥ (গীঃ ১৮।৫৭)

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! বুদ্ধিযোগকে আশ্রয়পূর্ব্বক— পরমাত্মারূপ আমাতে চিত্তস্থাপন করতঃ চিত্ত দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সন্ন্যাস করিয়া মৎপর হও।

শ্রীগীতায় ভগবান্ পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণপ্রাপ্তি বা সেবার উদ্দেশ্যেই যাবতীয় ক্রিয়া কর্ত্তব্য—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

(গীঃ ১৮।৬৪-৬৫)

হে অর্জ্জুন! তুমি আমার অত্যন্ত আত্মীয় তোমার হিতের জন্য সর্ব্বগুহ্যতম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ দিতেছি; তুমি মদ্গত-চিত্ত, মদ্ভক্ত ও মদ্যাজী এবং আমার শরণাগত হও, তাহা হইলেই নিশ্চয়ই আমাকে পাইবে। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, সেই জন্য আমার এই প্রতিজ্ঞাবাক্য তোমাকে বলিলাম।

পূর্ব্বে ভগবদর্পিত অর্থাৎ ভক্ত্যপেক্ষ কর্ম্মজ্ঞানযোগাদির অভিধেয়ত্ব সামান্যরূপে কথিত হইলেও শ্রীগীতার সর্ব্বশেষ আজ্ঞা কৃষ্ণভক্তিই একমাত্র অভিধেয় ও বিধি।

পূর্ব্ববিধি ও পরবিধির মধ্যে পরবিধিই বলবতী।
পূর্ব্ব আজ্ঞা,—বেদ-ধর্ম্ম, কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান।
সব সাধি' অবশেষে আজ্ঞা—বলবান্॥
এই আজ্ঞাবলে ভক্তের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ ক'রি' সে কৃষ্ণেরে ভজয়॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৫৯-৬০)

কাহারও প্রশ্ন হইতে পারে, যদি শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদিনির্ম্মুক্তা শুদ্ধা ভক্তিই শ্রীগীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য্য, তবে শ্রীগীতার বিভিন্ন স্থানে কর্ম্মজ্ঞানযোগাদির উপদেশ-দানের প্রয়োজন কি? এইরূপ সংশয় আশঙ্কা করিয়া আচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বলিতেছেন—

"ততশ্চ তারতম্যজ্ঞানার্থমেব বহুধোপদিশ্যাপি মহোপসংহারবাক্যস্থস্য স্বস্যোপদেশস্য পরমত্বং নির্দিশ্য শোকপরিত্যাগেন তমেতমেবোপদেশং স্বং গৃহাণেতি দ্বয়োর্বাক্যয়োরেকার্থপ্রবৃত্তত্বমপি স্পষ্টম্।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তারতম্য-জ্ঞানের জন্যই শ্রীগীতাশাস্ত্রে বহুপ্রকারে উপদেশের অবতারণা করা হইয়াছে। কারণ বহুবিধ সাধন ও তৎফল উল্লেখ না করিলে শুদ্ধভক্তির ও শ্রীকৃষ্ণভজনের সর্ব্বোত্তমত্ব প্রদর্শন করা যায় না। বহুবিধ বস্তুর মধ্য হইতেই যেমন কোনও একটী বিশেষ বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব দেখান যায়, কিন্তু কেবলমাত্র একটি বস্তুর অবস্থানে বা উল্লেখে সেই বস্তুর উৎকর্ষ প্রকাশিত হয় না, শ্রীগীতায় কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি উপায় উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য ও তদ্রূপই বুঝিতে হইবে।

সদ্গুরু বা সচ্ছাস্ত্র কখনও কর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি হিংসা করেন না। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য্য।

(ক্রমশঃ)

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃপরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১০ই পৌষ, ১৩৩৩, ২৫শে ডিসেম্বর ১৯২৬	১৯শ সংখ্যা

সারকথা

অজ্ঞাত বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডনের উপায় কি?

শুন ভাই বিষ করি যে মুখে ভক্ষণ।
সেই মুখে করি যবে অমৃত গ্রহণ॥
বিষ হয় জীর্ণ দেহ হয়ত অমর।
অমৃত-প্রভাব এবে শুন সে উত্তর॥
না জানিয়া তুমি যত করিলা নিন্দন।
সে কেবল বিষ তুমি করিলা ভোজন॥
পরম অমৃত এবে কৃষ্ণ-গুণ-নাম।
নিরবধি সেই মুখে কর তুমি পান॥
যে মুখে করিলা তুমি বৈষ্ণব-নিন্দন।
সেই মুখে কর তুমি বৈষ্ণব বন্দন॥
সবা হৈতে ভক্তের মহিমা বাড়াইয়া।
সংগীত কবিত্ব ভক্তি মত কর গিয়া॥
কৃষ্ণ-যশ-পরানন্দ অমৃতে তোমার।
নিন্দা বিষ যত সব কারণে সংহার॥
এই সত্য কহি তোমা সবারে কেবল।
না জানিয়া নিন্দা যেবা করিল সকল॥
আর যদি নিন্দা কর্ম্ম কভু না আচরে।
নিরন্তর বিষ্ণু বৈষ্ণবের স্তুতি করে॥
এ সকল পাপ ঘুচে এই সে উপায়।
কোটি প্রায়শ্চিত্তেও অন্যথা নাহি যায়॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।৪৪৯-৪৫৮)

কৃষ্ণপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায় কি?

কৃষ্ণ-সেবা হৈতে বৈষ্ণবের সেবা বড়।
ভাগবত-আদি সব শাস্ত্রে কৈল দঢ়॥
এতেক বৈষ্ণব-সেবা পরম উপায়।
ভক্ত সেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণপায়॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।৪৮৫, ৪৮৭)

সদ্গুরুকৃপালব্ধ বৈষ্ণব কি পূর্ব্ব-ইতিহাসদ্বারা বিচার্য্য?

এই দস্যু দুই মহাভাগবত করি।
গণের সহিত নাচে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
এ দুয়েরে পাপী হেন না করিহ মনে।
এ দুয়ের পাপ মুক্তি লইনু আপনে॥
এতেক যতেক কৈল এই দুই জনে।
করিলাম আমি ঘুচাইলাম আপনে॥
ইহা জানি এ দুয়েরে সকল বৈষ্ণব।
দেখিবে অভেদ দৃষ্ট্যে যেন তুমি সব॥
শুন এই আজ্ঞা মোর সে হয় আমার।
এ দুয়ের শঙ্কা করি যে দিবে আহার॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যত মধু বৈসে।
সে হয় কৃষ্ণের মুখে দিলে প্রেমরসে॥
এ দুয়ের এই মাত্র দিবে সেই জন।
তার সে কৃষ্ণের মুখে মধু সমর্পণ॥
এ দুই জনেরে যে করিবে পরিহাস।
এ দুয়ের অপরাধে তার সর্ব্বনাশ॥
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ কান্দে মহাপ্রেমে।
জগাই মাধাই প্রতি করে পরণামে॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩।৩১৫, ৩১৬, ৩২০-২৬)

বৈষ্ণব-নিন্দকের গতি কি?

সন্ন্যাসীরে উদ্ধারিলা চৈতন্য গোসাঞি॥
বৈষ্ণব-নিন্দকে কুম্ভিপাকে দিলা ঠাঞি॥
নিন্দায় না বাড়ে ধর্ম্ম, সবে পাপ লাভ।
এতেকে না করে নিন্দা সব মহাভাগ॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩।৩১০-৩১১)

গৌরনাগরী 'গৌরভোগী' কেন ?

"গৌরাঙ্গনাগরীর পৌত্তলিকতা-বিশ্লেষণ" নামক প্রবন্ধে যেরূপ পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা তাহার বিশেষ প্রশংসা করিতে পারিলাম না। প্রবন্ধের প্রারম্ভিক প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে—'নাগরী' শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট। নগরে ভবা —'নাগরী'। নগরে উৎপন্ন কিংবা নগরে স্থিতা স্ত্রী—'নাগরী'।"

শ্রীল কবিরাজগোস্বামী যাঁহাদিগকে 'ঘট্টাটিয়া মূর্খ' বলিয়াছেন, শ্রীল স্বরূপদামোদরপ্রভু যাঁহাদিগকে 'যদ্বা তদ্বা কবি' কিংবা 'গ্রাম্যকবি' বলিয়াছেন, রসিকভক্তগণ যাঁহাদিগকে 'কুরসিক' বা 'প্রাকৃত সাহিত্যিক' প্রভৃতি বলিয়া থাকেন, তাঁহারাও 'নাগরী' শব্দের এইরূপ অসংলগ্ন অসম্পূর্ণ অর্থ শ্রবণ করিয়া 'প্রচুর সমৃদ্ধিমান্ অপ্রাকৃত-বৈষ্ণব-সাহিত্যভাণ্ডার, প্রাকৃত সাহিত্যভাণ্ডার অপেক্ষাও অনেকাংশে দরিদ্র'—এইরূপ ভ্রান্তবুদ্ধিতে চালিত হইয়া আনন্দ-নৃত্য করিতে করিতে সমগ্র ভাগবত সাহিত্যের অর্থাৎ ভক্তিবৈভবের চরণে অপরাধ করিবেন।

প্রাকৃত-শব্দ-শাস্ত্রবেত্তৃগণও জানেন,—"বিদগ্ধে নগরোদ্ভবে চ নাগরঃ" (মেদিনী); "নাগরী—বিদগ্ধা নারী"—এইরূপ অর্থে সংস্কৃত-কাব্য-নাটকাদি-শাস্ত্রে 'নাগরী'-শব্দের ভূরি ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; প্রায় সর্ব্বত্রই 'নাগরী' শব্দে 'বিদগ্ধা নারী' অর্থাৎ যে কামিনী গোপনে গোপনে প্রেমাসক্তা হয়, এরূপ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যদিও যোগবৃত্তিতে 'নগরে ভবা—নাগরী অর্থাৎ নগরে জাত স্ত্রী নাগরী'—এরূপ অর্থ হয়, তথাপি প্রবন্ধ-লেখকেরই 'গৌরাঙ্গ' শব্দের মুখ্য অর্থ প্রকাশার্থ উদ্ধৃত 'রূঢ়ির্যোগমপহরতি'—এই ন্যায়ানুসারে 'নাগরী' শব্দে 'বিদগ্ধা বা রসিকা রমণী'ই বুঝাইয়া থাকে।

কুমারভট্টকারিকা বলেন,—"লব্ধাত্মিকা সতী রূঢ়ির্ভবেদ্যোগাপহারিণী। কল্পনীয়া তু লভতে নাত্মানং যোগবাধতঃ॥" প্রকৃতি এবং প্রত্যয়গত অর্থের অপেক্ষা না করিয়া শব্দ-বোধের কারক যে শব্দশক্তি, তাহাই 'রূঢ়ি' নামে অভিহিত হয় অর্থাৎ প্রকৃতিপ্রত্যয় ব্যতীত আকৃতি সম্পন্ন হয় না, অথচ প্রকৃতিপ্রত্যয়ার্থকে আদর না করিয়াই স্বয়ং একটী স্বতন্ত্র অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। যেমন,—'গৌরাঙ্গ' শব্দে যৌগিকবৃত্তিতে—যাহার অঙ্গ 'গৌর' অর্থাৎ 'শ্বেত' বা পীতবর্ণ। 'গৌরাঙ্গ' শব্দের এইরূপ প্রকৃতি-প্রত্যয়জাত অর্থ গ্রহণ করিলে শ্বেত বা পীত বর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রকেই 'গৌরাঙ্গ' বলা যাইতে পারে। এস্থলে একটী গল্প বলি:—১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্মুখে কোনও এক ব্যক্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলিতেছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ নামপ্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসাইয়াছেন। সেই সময় সেই স্থানে স্বনামপ্রসিদ্ধ রেভারেণ্ড কে, সি, ব্যানার্জ্জি উপস্থিত ছিলেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির মুখে 'গৌরাঙ্গ' নামটী শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 'পূর্ব্বে মাত্র একজন গৌরাঙ্গ নাম-প্রচার করিয়াছেন, এখন শত শত গৌরাঙ্গ যীশুখৃষ্টের নাম প্রচার করিতেছেন।" তদুত্তরে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন, এক গৌরাঙ্গই—মহাপ্রভু; তিনিই সঙ্কীর্ত্তনের পিতা। আধুনিক ভৃত্য গৌরাঙ্গসকল সেই সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতা কৃষ্ণবর্ণ পরমপুরুষেরই খোলকরতাল বাহকমাত্র।

উপরিউক্ত ঘটনাটী হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, রেভারেণ্ড কে, সি, ব্যানার্জী যৌগিকবৃত্তিতে যাহাদিগকে 'গৌরাঙ্গ' বলিয়া মনে করেন, আর রূঢ়িবৃত্তিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মগণ, ইদানীন্তন স্ত্রী-বালক-যুবা-বৃদ্ধ ও নিখিল আর্য্য-সন্তানগণ তাঁহাদিগকে 'গৌরাঙ্গ' না বুঝিয়া শ্রীগৌড়োদয়াচলের শচীগর্ভসিন্ধুসমুত্থিত পূর্ণশশধর শ্রীগৌরহরিকেই 'গৌরাঙ্গ' বলিয়া জানেন। অতএব যোগবৃত্তি ও রূঢ়িবৃত্তির মধ্যে রূঢ়িবৃত্তির অধিকতর প্রবলতা ও অপ্রতিহতা। দ্বিতীয় উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন—'মণ্ডং পাতি'—এই বাক্যে মণ্ড—'পা' ধাতুর উত্তর 'ড' প্রত্যয় করিয়া 'মণ্ডপ' আকৃতি সম্পন্ন হইয়াছে। ইহার প্রকৃতিপ্রত্যয় জাত অর্থ 'মণ্ড' অর্থাৎ 'মাড়'পানকারী; কিন্তু 'মণ্ডপ' শব্দে যৌগিক-বৃত্তিতে 'মাড়পানকারী' অর্থ প্রকাশিত হইলেও, উহা কখনও ঐরূপ অর্থে প্রযুক্ত হয় না। 'মণ্ডপ' শব্দে গৃহবিশেষকেই বুঝাইয়া থাকে। আবার যেমন 'কৃষ' ধাতু 'ণ' প্রত্যয় করিয়া 'কৃষ্ণ'—এই শব্দাকৃতি নিষ্পন্ন হয় এবং ইহার প্রকৃতি-প্রত্যয়জাত অর্থ গ্রহণ করিলে আকর্ষক বস্তু (সূর্য্যাদি) মাত্রকেই 'কৃষ্ণ' বলা যাইতে পারে; কিন্তু রূঢ়িবৃত্তিতে 'কৃষ্ণ' শব্দে সকলেই 'যশোদানন্দন'কেই লক্ষ্য করেন।

'নাগর' বা 'নাগরী' শব্দও তদ্রূপ। নগরে জাত পুরুষ বা নগরে উৎপন্না স্ত্রীমাত্রকেই 'নাগরী' বলা গেলেও অথবা শুঠী (সিজেগাছ) বা প্রচলিত ভাষায় দেবনাগর অক্ষর, মৃণ্ময় কলস প্রভৃতি বুঝাইলেও 'নাগর' বা 'নাগরী' শব্দটী উচ্চারণ করিবামাত্রই রসশাস্ত্রনিপুণগণ 'বিদগ্ধপুরুষ' বা 'বিদগ্ধা রমণী'কেই বুঝিয়া থাকেন। তাই বৈষ্ণবসাহিত্যের সর্ব্বত্রই 'গোপবধূটিবিট্ নন্দনন্দন' ও 'পারকীয়া ব্রজবধূগণ'কে উদ্দেশ করিয়াই 'নাগর' ও 'নাগরী' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। এমন কি প্রাকৃত সাহিত্যেও 'নাগরভূপ' (নাগরচূড়ামণি), 'নাগরালি' (চাতুরী), 'নাগরিট' (উপপতি, লম্পট) প্রভৃতি শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। প্রত্যেক স্থানেই এই সকল শব্দ রূঢ়িবৃত্তিতেই প্রযুক্ত হইয়াছে আর বৈষ্ণবসাহিত্যে ত' কথাই নাই। বৈষ্ণবসাহিত্যের সর্ব্বত্রই চতুর, রসিক, বিদগ্ধপুরুষকেই 'নাগর' বলা হইয়াছে এবং বিদগ্ধা পারকীয়া ললনাকেই 'নাগরী' বলা হইয়াছে। বিশ্লেষণকারী 'গৌরাঙ্গনাগরী' শব্দে 'গৌরাঙ্গের পত্নী'—'শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী'—এইরূপ যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা সমগ্র বৈষ্ণবরসশাস্ত্র বিরুদ্ধ। বিশ্লেষণকারী তাঁহার প্রবন্ধের উপসংহার বাক্যে 'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ'—কবিবরের এই বাক্য উদ্ধার করিয়া নিজকেই একমাত্র 'রসিক' বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিলেও ষষ্ঠী সরস্বতী বক্তার কথিত বাক্য দ্বারাই বক্তাকে নিতান্ত 'কুরসিক' বা 'বেরসিক' বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। এই জন্যই কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে, এই বিশ্লেষণকারী বা রসিক মহোদয় কি কাণ্ডারীর অনভিজ্ঞ জড় বৈজ্ঞানিক বা জড়রসবিলাস কুরসিক? নতুবা 'গৌরাঙ্গনাগরী' বলিতে 'গৌরাঙ্গের স্বকীয় পত্নী'—এইরূপ রসশাস্ত্রবিরুদ্ধ অর্থ করিবেন কেন?

গৌরনাগরীর রূঢ়িবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া যোগবৃত্তিতে নাগরী' শব্দের ব্যাখ্যাপ্রয়াস দেখিয়া আমাদের আর একটী গল্প মনে পড়িয়া গেল। একদা জনৈক প্রবীণ বৈয়াকরণ কোনও একটী বনপথ দিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে গমন করিতেছিলেন। এমন সময় কয়েকজন পথিক বৃদ্ধ পণ্ডিতকে একাকী ঐরূপভাবে বনপথে চলিতে দেখিয়া আহ্বান করিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়, সন্ধ্যা সমাগত; এই স্থানে ব্যাঘ্রাদির বিশেষ ভয় আছে; অতএব বনপথে না চলিয়া নিকটস্থ গ্রামের আশ্রয় গ্রহণ করুন।" পণ্ডিত মহাশয় তাহাতে একটু তাচ্ছল্যসূচক হাস্য করিয়া বলিলেন,—"তোমরা ত' মূর্খ লোক, কখনও ব্যাকরণ পড় নাই, কিরূপেই বা 'ব্যাঘ্র' শব্দের অর্থ জানিবে? জান, 'ব্যাঘ্র' শব্দটী 'বি' পূর্ব্বক, 'আ' পূর্ব্বক 'ঘ্রা' ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে 'ড' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং ব্যাঘ্র হইতে কোনও ভয়ের কারণ নাই। যে বিশেষরূপে আঘ্রাণ করিয়া থাকে, তাহাকেই 'ব্যাঘ্র' বলে। যদি আমার সহিত কোনও সময় ব্যাঘ্রের সাক্ষাৎ হয়, তবে সে আমার এই পরম পুণ্যময় ব্রাহ্মণ-শরীরটী বিশেষরূপে ঘ্রাণ করিবে মাত্র, তাহাতে আপত্তি কি? পরোপকার করাই ত' ধর্ম্ম।"—ব্রাহ্মণের এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই সেই কাননাভ্যন্তর হইতে একটী ব্যাঘ্র প্রবলবেগে আসিয়া বৃদ্ধ বৈয়াকরণের উপর লাফাইয়া পড়িল এবং বৈয়াকরণের ঘাড়ের রক্তপান করিতে আরম্ভ করিল। ব্যাঘ্রের কবলে কবলিত বৈয়াকরণ তখন "ঘ্রা ধাতুঃ খাদনেঽপি কচিদ্ বর্ত্ততে" অর্থাৎ কখনও কখনও 'ঘ্রা' ধাতু 'ভক্ষণ' অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আজ বুঝিতে পারিলাম, ইহা বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। 'গৌরনাগরী'র 'নাগরী' শব্দের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা তথা 'গৌরনাগরী'-মতবাদ সুসিদ্ধান্তশার্দ্দূলের দ্বারা অদ্দিত ও খণ্ড বিখণ্ডিত হইবে জানিয়াও 'গৌরনাগরী' কেনই বা পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইতেছেন না?

বিশ্লেষণকারী লিখিয়াছেন,—'যাঁহারা ললিতমাধবনাটককে 'নাটক' বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান; তাঁহাদের রূপানুগত্যে ভজনের দর্প করা বিড়ম্বনা মাত্র।' আচ্ছা এই 'ললিত-মাধব' নাটকই 'নাগরী' শব্দের কি অর্থ করিয়াছেন, দেখা যাউক। 'নাগরী' বলিতে এস্থানে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু কাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছেন?—

(প্রবিশ্য) দেবী। মাধবি! নিশ্চিতং ইতো বৃন্দাবনাদেষা হংস্যা নীতা স্বরসৌগন্ধিকমালা।

মাধবী। অথ কিং। **নাগরী**সঙ্গমসৌরভ্যভাবোদ্গারিণীং এনাং মালাং তর্কিত্বা ত্বামত্র নীতাহসি।

(ললিতমাধব নবম অঙ্ক ৩৪শ সংখ্যা)

শ্রীগৌরসুন্দর-সম্মানিত অপ্রাকৃত রসিক-কবিশেখর শ্রীবিদ্যাপতি তাঁহার পদাবলীর সর্ব্বত্র রূঢ়িবৃত্তি অনুসারে

অর্থাৎ 'বিদগ্ধ নায়কনায়িকা' অর্থেই 'নাগর' ও 'নাগরী' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন,—

"কতহু যতনে বিধি করি অনুমান।
'নাগর' 'নাগরী' করল নিরমাণ॥
অখিল ভুবন মাহা তুহু বর নারী।
সুপুরুখ নাহ তোহে মিলল মুরারি॥"

অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীচণ্ডীদাসের পদেও দেখিতে পাওয়া যায়,—

"তুমি ত' 'নাগর' রসের সাগর
যেমত ভ্রমর রীত।
আমি ত' দুখিনী কুল কলঙ্কিনী
হইনু করিয়া প্রীত॥"

শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপ্রভু 'নাগর' শব্দ কি অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাও বিচার করা যাউক—

"রাসাদি-বিলাসী, ব্রজ-ললনা-নাগর"
(চৈঃ চঃ আঃ ৭।৮)

"নাগররাজ' * * পরনারী বধে সাবধান।"
চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৯)

বিশ্লেষণকারীও লিখিয়াছেন, 'নাগর' শব্দের মুখ্যার্থ— চতুর। বিবাহিত পতি সম্বন্ধে কি কখনও 'চতুর' এইরূপ বিশেষণ প্রযুক্ত হইতে পারে? বিদগ্ধ পরপুরুষই বিদগ্ধা-পরনারীর সহিত চাতুরালী বা নাগরালী করিয়া থাকে। বিশ্লেষণকারীর এইরূপ বে-রসিক ও কু-রসিকের ন্যায় কু-পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবার কারণ কি? এইরূপ বেরসিকতা লইয়াই কি তিনি নিজকে 'রসিক' বলিয়া দর্প করিতে চান? অথবা রায় তারকচন্দ্র সাধু বাহাদুর কর্ত্তৃক গৌরনাগরীর অশ্লীল পুস্তক অগ্নি-দগ্ধ হইবার পরই কি 'নাগরী' শব্দের এইরূপ নূতন অর্থ সৃষ্টি হইয়াছে? অর্থাৎ যখন 'গৌরনাগরী' শব্দে গৌরাঙ্গের সৌন্দর্য্যমুগ্ধা পরস্ত্রী (!) কথাটী কোন প্রকারেই রক্ষা করা গেল না—এমন কি অবশেষে উহা অগ্নিসাৎ পর্য্যন্ত হইল তখন 'গৌরনাগরী' শব্দটী কোন প্রকারে রক্ষা করিবার জন্য অর্থাৎ উহা হইতে অশ্লীলতার অংশ সরাইয়া লইয়া 'গৌর-নাগরী' শব্দে 'গৌরাঙ্গের স্বকীয়া পত্নী' এইরূপ বৈষ্ণব-রসশাস্ত্র-বিরুদ্ধ অভিনব অর্থ কল্পিত হইয়াছে?

আবার বিশ্লেষণকারী যে 'গৌরাঙ্গনাগরী' শব্দে 'গৌরাঙ্গের বিবাহিতা পত্নী' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহাই বা রক্ষা হয় কিরূপে? কারণ তাঁহাদের নাগরীধর্ম্ম-প্রচারক পত্রের যে সংখ্যায় 'গৌরনাগরী' বা 'নদীয়া নাগরী' শব্দের 'গৌরাঙ্গের বিবাহিতা পত্নী বা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার নদীয়ানগরোদ্ভূতা কিঙ্করী' এইরূপ অর্থ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, পত্রের সেই সংখ্যায়ই (৩১৪ পৃষ্ঠায়) 'নদীয়ানাগর' শব্দটী পরস্ত্রী-লম্পট এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে যথা—

"নদীয়া-নাগর, রসের সাগর,
যুবতী-মরম-চোর।
সে সনে চাতুরী, করে ঠারাঠারি,
যৌবন নহে অঙ্কুর॥"

কথা বা যুক্তির উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া একস্থানে 'নাগর' বা 'নাগরী' শব্দে স্বদারব্রত বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা সতী সাধ্বী পত্নী এইরূপ মনগড়া অর্থ করিবার চেষ্টা, আবার অপর স্থানে 'নাগর' বা 'নাগরী' শব্দে 'লম্পট', 'পরপুরুষ' ও 'পরস্ত্রী' এইরূপ অর্থে 'নাগর' ও 'নাগরী' শব্দ প্রয়োগ করিয়া শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটকে শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু যাঁহাকে 'দ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ', শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর যাঁহাকে 'সুগন্ধম্পালাদ্বিজবর', শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর যাঁহাকে 'সন্ন্যাসিশিরোমণি' প্রভৃতি স্তবে বন্দনা করিয়াছেন, সেই জগদ্গুরু আচার্য্য-শিরোমণি লীলাভিনয়কারী পুরুষকে 'নদীয়ানগরের বিপ্রাদি পর-পত্নীরত, যুবতী ধর্ম্মনাশকারী লম্পট' কল্পনা করা কি অপরাধের চরমসীমা নহে? হরি-বৈমুখ্যের শেষ সীমায় উপনীত না হইলে কি জীব কখনও গুরু বা গুরুপত্নীকে 'কামুক' ও 'কামুকী' বলিয়া ভাবনা করিতে পারে? তাঁহাদিগকে ঐরূপ বিশেষণে বিশিষ্ট করা দূরে থাকুক, স্বপ্নেও যদি গুরু ও গুরুপত্নীর প্রতি ঐরূপ মর্ত্ত্যবুদ্ধি উদিত হয়, তবে নিশ্চয়ই জানিতে হইবে আমরা অত্যন্ত দুর্দ্দৈবগ্রস্ত হইয়াছি। একটী উদাহরণ দিয়া এ কথাটী আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝান যাইতে পারে।

মনে করুন, কোন বালিকা বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষক ও অধ্যক্ষ বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থ তাঁহার ধর্ম্ম-পত্নীর সহিত আগমন করিয়াছেন এবং উভয়েই বালিকাগণকে নিজ সন্তানসম স্নেহ, বাৎসল্যভরে নানাবিধ সৎ-

শিক্ষা প্রদান, স্নেহ-সম্ভাষণ, আশীর্ব্বচন প্রভৃতি প্রদান করিতেছেন সেই সময় যদি কতকগুলি 'এঁচড়ে পাকা' দুর্ব্বিনীতা বালিকা গুরু ও গুরুপত্নীর প্রতি আত্যন্তিকী গুরুভক্তি বা সেবা প্রদর্শন ছলে তাহাদের আত্মেন্দ্রিয়-তোষণ ও স্ব-স্ব অসংযত রিপুর উত্তেজনা গুরু ও গুরুপত্নীর ঘাড়ে চাপাইবার জন্য তাঁহাদের উভয়কেই বলিয়া বসে—'হে আচার্য্য ও আচার্য্যানি! আপনারা যখন (আমাদের চক্ষুর অন্তরালে) স্বগৃহ মধ্যে উভয়ে পতি ও ভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন তখন আমরা আপনাদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন কল্পে অদ্য এই স্থানেই ফুল-শয্যা রচনা করিয়া দিতেছি। কারণ যদিও আপনারা আমাদিগকে নীতিশিক্ষা প্রদান করিবার জন্যই আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন তথাপি আমাদিগের কর্ত্তব্য আপনাদিগকে গার্হস্থ্য সুখ প্রদান করিয়া সুখী করা। আর আপনারা এরূপ সেবা স্বীকার করিলে আমরাও আপনাদের প্রয়োজনীয় সেবায় নিযুক্ত থাকিব। কিম্বা হে আচার্য্য! আপনি যখন আমাদিগের ন্যায় নারী জাতির পতি সুতরাং "নাগর" এবং আপনার সৌন্দর্য্য যখন আমাদিগের চিত্তও আকর্ষণ করিয়াছে তখন আপনি যেরূপ আপনার পত্নীর সহিত বাস করিয়া থাকেন আজ আপনার সৌন্দর্য্য-মুগ্ধা বালিকাগণও তদনুরূপভাবে বিভাবিত হইতে ইচ্ছা করেন। যদি কেহ আপনার বা আমাদের ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষ করে, তখন আমরা তাঁহাদিগকে হয় 'বেরসিক' বলিয়া উড়াইয়া দিব; নয় বলিব 'আমরা আমাদের কপট বেশী আচার্য্যের বিবাহিত সতী-সাধ্বী পত্নীর আনুগত্যেই আচার্য্যের সহিত ঐরূপ ব্যবহারের আদর করিয়াছি'।

গৌর-নাগরীর বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্যে (?) নাগরী সাজিবার যুক্তিও এইরূপ। গৌরনাগরী বলেন, গৌরই যখন কৃষ্ণ তখন বিষ্ণুপ্রিয়াও রাধিকা! রাধিকা ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পার্থক্য এইমাত্র যে রাধিকা পারকীয়াভিমানিনী ব্রজনাগরী-শিরোমণি ছিলেন, আর বিষ্ণুপ্রিয়া স্বকীয়াভিমানিনী নদীয়া-নাগরী! যেমন ব্রজনাগরীরন্দ রাধিকার আনুগত্যে গোপনারীগণ সম্ভোগরসময়-বিগ্রহ রাধাবল্লভ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ বিধান করিয়াছেন, তদ্রূপ আমরাও বিষ্ণুপ্রিয়াকে 'গৌরনাগরী-শিরোমণি' (!) কল্পনা করিয়া এবং আমাদিগকে তদনুগত গৌরনাগরী সাজাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্যে (?) গৌরাঙ্গের (যিনি বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ হইলেও আমাদিগের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য সম্ভোগ বিগ্রহ সাজিতে বাধ্য) ইন্দ্রিয়তর্পণ (গৌরাঙ্গের প্রকৃতপক্ষে 'ইন্দ্রিয়তর্পণ' কি, তদ্বিষয়ে উদাসীন হইয়া আমাদিগের আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছা বা বাসনাকেই গৌরাঙ্গের ইন্দ্রিয়তর্পণ বলিয়া বলপূর্ব্বক স্থাপন করিয়া) সাধন করিব।

কিন্তু গৌরনাগরীর পক্ষে দুঃখের বিষয় এই যে, সম্ভোগ-রসময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই অর্থাৎ ব্রজনাগরই গৌরসুন্দররূপে উদিত হইলেও উভয় লীলাই নিত্য লীলা। উভয় লীলার যে পরস্পর বৈশিষ্ট্য তাহাও নিত্য। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে যিনি সম্ভোগবিগ্রহ ব্রজনাগর বা রসরাজ, তিনিই গৌরস্বরূপে বিপ্রলম্ভবিগ্রহ বিরক্তাধিরাজ, সন্ন্যাসি-শিরোমণি ঔদার্য্য-লীলা-প্রকটকারী মহাভাববিগ্রহ। সুতরাং 'কৃষ্ণ' ও 'গৌর' এই উভয় লীলা যদি নিত্য হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই উভয় লীলার লীলা-পুরুষোত্তমের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা নিত্য হইবে। সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ অপ্রাকৃত নবীন মদন শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্ত্তিধর, গোপীকুমুদ বন্ধু নন্দকুলচন্দ্রমা শ্যামসুন্দরের যেরূপ বংশীবাদনাদি দ্বারা গোপীচিত্ত হরণাদি লীলা নিত্য, বিপ্রলম্ভরসময়-বিগ্রহ মহাভাবময়ী লীলার প্রকটকারী দ্বিজবর ও সন্ন্যাসি-লীলাভিনয়কারী শচীসুনু নবদ্বীপসুধাকর গৌরসুন্দরের ও সেইরূপ বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীকে গৃহে সংস্থাপন করিয়া নিজের কৃষ্ণাম্বেষণ-লীলার অভিনয় নিত্য।

যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন, রাধানাথ কৃষ্ণ ত' শ্রীমতী রাধিকাকে বৃন্দাবনে রাখিয়া মথুরায় গমন করিয়াছিলেন, মহাপ্রভুও সেইরূপ বৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপ হইতে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্ররূপ দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন। তাহার মীমাংসা শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃতে সুষ্ঠুভাবে স্থাপন করিয়াছেন। বৃহদ্ভাগবতামৃতে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করিলেও সর্ব্বদাই শ্রীমতী প্রমুখ ব্রজনাগরীগণের জন্য উৎকণ্ঠা ও তদ্বিরহ জনিত বিলাপাদি করিতেন, এমন কি নিদ্রাদি-লীলাতেও শ্রীমতীর নাম করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেন। (শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ১।৬।৩৯)। কিন্তু গৌরসুন্দর ত' কখনও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে গৃহে কৃষ্ণ ভজনের উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক (তদ্বিপরীত) ঐরূপ লীলা প্রদর্শন করেন নাই।

বরং শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দর অধিরূঢ়-মহাভাবে কৃষ্ণের জন্য উদ্‌ঘূর্ণা প্রলাপাদিতে 'কাহা যাঙ কাহা পাঙ, মুরলীবদন' এইরূপ আশয় জাতীয় ব্রজনাগরীর চেষ্টাই প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ নিজজন স্বরূপ দামোদর, শ্রীরামানন্দাদি ও মহাপ্রভুর ভাবানুকূল সঙ্গীতাদি দ্বারাই গৌরসুন্দরের প্রীতি বিধান করিয়াছেন। তাঁহারা (গুর্ব্বপরাধী শ্রীরামচন্দ্রপুরী কিংবা) গৌরনাগরীর ন্যায় (আচার্য্য বা) মহাপ্রভুর চেষ্টার বিরুদ্ধ মহাপ্রভুকে তখন সম্ভোগরসের 'নাগর' সাজাইবার চেষ্টা করেন নাই বা সেই মহাভাবময়বিগ্রহকে 'রসরাজ', 'নাগরেন্দ্র' প্রভৃতি বলিয়াও সম্বোধন করেন নাই।

আর যদি শ্রীগৌরসুন্দর সম্ভোগরসের বিগ্রহের অর্থাৎ ব্রজনাগরের লীলাই প্রদর্শন করিবেন, তাহা হইলে ব্রজলীলার নিত্যসিদ্ধা গোপী-শ্রীগদাধর (রাধিকা), শ্রীস্বরূপ দামোদর (ললিতা), শ্রীরামানন্দ (বিশাখা), মহাপ্রভুর সম্মুখে থাকিয়াও কেনই বা তাঁহাকে 'রসরাজ' বা 'নাগর' বলিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার বিপ্রলম্ভময়ী-লীলারই পরিপোষক অর্থাৎ (তাঁহারাও নাগররূপে গৌরসুন্দরকে উপভোগ করিয়া রসাভাস করিবার পরিবর্ত্তে) কৃষ্ণান্বেষণলীলারই সহায়ক হইয়াছিলেন।

প্রাকৃত দৃষ্টান্তেও দেখিতে পাওয়া যায় যে কোন বালিকার পিতা বালিকার জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে যুবাধর্ম্মে আসক্ত থাকিয়া গৃহমেধীয় সুখ অনুভব করেন, কিন্তু সেই এক ব্যক্তিই যখন আবার পিতা হইয়া নিজ কন্যাকে পিত্র্যুচিত শিক্ষা প্রদান করেন, তখন যদি কন্যারত্নটি "যেহেতু আমার পিতা তাঁহার যৌবনলীলায় যুবাধর্ম্মে আসক্ত ছিলেন, সুতরাং আধুনিক পিতৃ-লীলায়ও তাঁহার গ্রাম্যসুখাদির ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য হইতেছে"—এইরূপ বিবেচনা করিয়া পিতাকে গ্রাম্যসুখলোলুপ পুরুষ এবং মাতাকে গ্রাম্যসুখলোলুপা কামিনী মনে করেন এবং পূজনীয়া মাতার আনুগত্যে পূজনীয় পিতার গ্রাম্যসুখের উপকরণ হইবার জন্য মাতার নিকট আবেদন বা ইচ্ছাপোষণ করেন, তাহা হইলে উক্ত বালিকার ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধিমূলা চেষ্টা কি বালিকাকে একটি আত্মেন্দ্রিয়তর্পণাভিলাষিণী কামুকী বলিয়া সাব্যস্ত করিবে না? গৌরনাগরীর বুদ্ধিও ঐ ইন্দ্রিয়তর্পণপরায়ণা বালিকারই মত। কারণ গৌরনাগরী মনে করেন, কৃষ্ণ যখন দ্বাপরলীলায় রসরাজ, ব্রজনাগরীগণের সহিত সম্ভোগরসে প্রমত্ত তখন বিপ্রলম্ভময়ী গৌরলীলায়ও তাঁহাকে অর্থাৎ লোকশিক্ষকলীলাভিনয়কারী পুরুষোত্তমকে বলপূর্ব্বক 'রসরাজ' নাগর বা লম্পট সাজাইয়া দিতে হইবে এবং সেই প্রেমপ্রদাতা আচার্য্যের প্রেমভক্তি প্রদান-লীলার সহায়কারিণী বিপ্রলম্ভস্বরূপা মহেশ্বরী আর্য্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতাকে নাগরী-শিরোমণি (!) অর্থাৎ (শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচার্য্য বিষয়ের বিরুদ্ধে) প্রেমভক্তি-শিক্ষা-প্রদাত্রীকে ব্যভিচার ও লাম্পট্য শিক্ষা দিবার শিক্ষয়িত্রী, মুখপাত্রী ও অগ্রগণ্যা সাজাইয়া তাঁহার আনুগত্যের ছলে নিজদিগের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া লইতে হইবে! এইরূপ চেষ্টা কি গৌরসুন্দর বা কৃষ্ণকে ভোগ করিবার চেষ্টা নহে?

কোথায় শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের ন্যায় নানা অনর্থযুক্ত ভোগোন্মুখ জীবগণকে অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য কৃষ্ণভজনপর দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আদর্শ স্থাপনকল্পে নদীয়ানগরে গার্হস্থ্যলীলার অভিনয় করিলেন, দৃষ্টিকোণেও নদীয়ানগরের স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন কিম্বা 'স্ত্রী' হেন নাম শ্রবণ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনের লীলা দেখাইয়া (চৈঃ ভাঃ আদি ৫ ২৯) নিজ জগদ্‌গুরুত্ব লীলার বৈশিষ্ট্য প্রচার করিলেন এবং অনর্থমুক্ত জীবগণকে রাগমার্গে কৃষ্ণভজনের আদর্শ-প্রদর্শনকল্পে সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলার পর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়ালম্বনের অনুগাভিমানে কৃষ্ণান্বেষণলীলা প্রদর্শন করিলেন আবার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের গার্হস্থ্যলীলায় মহালক্ষ্মীস্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তি-প্রদান-লীলার সহায়কারিণীর আদর্শ এবং শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাস-লীলার পর গৌরেচ্ছাপূর্ত্তিময়ী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতা শ্রীগৌরসুন্দরেরই প্রদর্শিত লীলার অনুসরণপূর্ব্বক সাক্ষাৎ বিপ্রলম্ভ-স্বরূপা শ্রীমূর্ত্তিতে দীপ্তিমতী থাকিয়া জগজ্জীবকে—নদীয়ার স্ত্রীগণকে বিপ্রলম্ভরসময়মূর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার আদর্শ শিক্ষা দিলেন, আর আমরা আজ সেই লোকশিক্ষক জগদ্‌গুরু ও লোকশিক্ষয়িত্রী মহার্য্যা মহেশ্বরীর শিক্ষা অনুসরণ করা দূরে থাকুক, আমরা গুরু ও গুরুপত্নীকে নাগরেন্দ্র ও নাগরশিরোমণি অর্থাৎ 'কামুকাগ্রগণ্য' ও কামুকীর আদর্শনারী সাজাইয়া সেই ছলে স্ব স্ব জড়-সম্ভোগ-পিপাসা তৃপ্তি করিবার কপটতার উদ্দেশে সচেষ্ট

হইতেছি। এইরূপ চেষ্টা কি বশ্যবস্তু হয়া ঈশ্বরবস্তুকে—শিষ্য নাম গ্রহণ করিয়া গুরুকে—অনুচৈতন্য হইয়া বিভু-চৈতন্যকে—মায়াবশীভূত হইয়া মায়াধীশ বিষ্ণুবস্তুকে ভোগ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি নহে?

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর—যাঁহাকে পণ্ডিত সার্ব্বভৌম মহাশয় নাকি শিক্ষাগুরুরূপে স্বীকার (?) করিয়া গৌরবানুভব করেন, সেই সিদ্ধান্তাচার্য্য লিখিয়াছেন—বৃন্দাবনের প্রকটান্তর ধামরূপ শ্রীধাম নবদ্বীপে শচীগর্ভে যিনি উদিত হইয়াছিলেন, সেই প্রাণনাথ নিমানন্দকে সাক্ষাৎ নন্দীশ্বরপতির পুত্র বলিয়া জান—কৃষ্ণ হইতে কোন ক্রমেই তাঁহাকে তত্ত্বান্তর মনে করিও না। নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া একটি পৃথক ভজনলীলা দেখাইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে **'নবদ্বীপনাগর' মনে করিয়া ব্রজ-ভজন পরিত্যাগ করিও না।** * * * রসমার্গে তিনি শ্রীরাধাবল্লভরূপে একমাত্র ভজনীয় এবং শচীনন্দনরূপে সেই ব্রজরসের একমাত্র গুরুরূপে উদিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার ভজন কর। অষ্টকালীয় কৃষ্ণলীলার উদ্বোধক ভাবস্বরূপ গৌরলীলা সকল লীলার অগ্রেই স্মরণ কর। (জৈবধর্ম্ম, সজ্জনতোষণী পত্রিকায় প্রকাশিত ১ম সংস্করণ ৩৫৩ পৃষ্ঠা, ২য় সংস্করণ ৮২০ পৃষ্ঠা ও তৃতীয় সংস্করণ ৬২১ পৃষ্ঠা।)

যাঁহারা "কুলিয়া-বাসিনী নদীয়া-নাগরী" শব্দ ব্যবহার করায় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে নাগরীমত-সমর্থনকারী (?) মনে করিয়া ভ্রান্ত হন, তাঁহারাও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপরি-উক্ত লেখনী পাঠে ভ্রমপঙ্ক হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়।

বিশ্লেষণকারী লিখিয়াছেন,—"নাগর শব্দের লক্ষ্যার্থ চতুর। নাগর শব্দের প্রতিযোগী শব্দ 'গ্রাম্য' বা 'বন্য'। যাঁহারা আমার প্রাণ গৌরাঙ্গকে 'নাগর' বলিতে নারাজ, প্রকারান্তরে তাঁহারা তাঁহাকে 'গ্রাম্য' বা 'বন্য' বলিতে-ছেন।" মহামহিমাগ্রগণ্য শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন কি তবে তাঁহার প্রভুর প্রভুকে 'বন্য' ও 'গ্রাম্য' বলিবার প্রশ্রয় দেওয়ার অপরাধে অপরাধী? বিশ্লেষণকারীর এই কথা শুনিয়া পঞ্চমবর্ষীয় বালকও হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না। যাঁহারা লোকশিক্ষক জগদ্গুরুকে 'চতুর' বা লম্পট না বলিয়া আদর্শ শিক্ষক বলিয়া বর্ণন করেন, তাঁহারাই বিশ্লেষণকারীর মতে অন্যায়াচরণ করিয়া থাকেন। অথবা কলিকালে সমস্তই বিপরীত।

বৃন্দাবনবিহারী কৃষ্ণচন্দ্রই গৌড়ারণ্যবিহারী গৌরসুন্দর, বনই কৃষ্ণের ধাম, এই জন্য কৃষ্ণের অপর নাম বনবিহারী। কাননে উপবনে, বেতসিকুঞ্জে, কদম্বমূলে, যামুনতটে, গোধন ও গোপালক সঙ্গে বিহার করিতে বৃন্দাবনচন্দ্র সর্ব্বদাই ভাল বাসেন। ফলফুল কিসলয়ই বনবিহারীর পরম সম্পত্তি, বনফলই তাঁহার আদরের খাদ্য, বনফুলমালাই তাঁহার ভূষণ, মালতি-মাধবী-কুঞ্জই তাঁহার ক্রীড়াক্ষেত্র, বনবাসী রাখাল ও বনবাসিনী গোপীগণই তাঁহার সখা ও সঙ্গিনী; তাই গোপীগণ নিজদিগকে 'বন্যা' বলিয়া অভিমান করিতে গৌরব অনুভব করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবতোষণীতে গোপীগণ বলিতেছেন,—

"অহো! **বন্যা** বয়ং নির্ব্বুদ্ধিত্বেন তদুক্তৌ বিশ্বাসিত্বাঃ স্মঃ"

শ্রীরাধাভাব-বিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দর নিজকে এইরূপ 'বন্যা' গোপী অভিমান করিয়া কুরুক্ষেত্ররূপ নীলাচল হইতে বৃন্দাবনরূপ সুন্দরাচলে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয় বিহার-স্থলীতে জগন্নাথরূপ শ্রীকৃষ্ণকে বিহার করাইবার জন্য লইয়া গিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জ্বলন্ত অক্ষরে ঐ বর্ণনা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কোন বৈষ্ণব মহাজন গাইয়াছেন,—

> কবে গৌর**বনে**, সুরধুনীতটে,
> হা রাধে হা কৃষ্ণ বলে।
> কাঁদিয়া বেড়াব, দেহসুখ ছাড়ি,
> নানা লতা তরুতলে॥

এই জন্যই আমাদের দৃঢ় প্রতীতি হয় যে, বিশ্লেষণকারী বৃন্দাবনীয় কোন ব্যক্তি নহেন, কারণ যদি তিনি বৃন্দাবনবাসী হইবেন, তাহা হইলে 'বন্য' শব্দটির প্রতি তাঁহার এইরূপ বিসদৃশ ধারণা বা ঘৃণা কেন? বৃন্দাবনবাসিগণ বৃন্দাবন ও গৌরবনকে অভিন্ন জ্ঞান করেন। তাঁহারা অন্তর ও বাহ্য উভয় দেহেই বনে বাস করিয়া বনবিহারীর সেবা করেন।

নন্দ-নন্দন-শ্রীকৃষ্ণ নন্দগ্রামে নিত্য অবস্থান করিয়া ব্রজবাসিগণের ক্ষীর, সর, নবনীত গ্রহণ করেন। নন্দগ্রামের দুলালকে—গোঠে মাঠে বিচরণকারী গোপালবরকে সাধারণ প্রাকৃত গ্রাম্য ব্যক্তির সহিত সমজ্ঞান করা অপরাধ মাত্র। বৃন্দাবনবাসী কেহই এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধিযুক্ত থাকিতে পারেন না।

যদি বল, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীশ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতে—

"গৌরনাগরবরো নৃত্যন্নিজৈর্নামভিঃ" বাক্য মধ্যে "গৌরনাগরবর" শব্দ ব্যবহার করিলেন কেন? উত্তর এই যে, গৌরই নাগরবর অর্থাৎ কৃষ্ণ; 'নৃত্যন্নিজৈর্নামভিঃ' (অর্থাৎ নিজ নামের সহিত নৃত্যশীল—এই বাক্যের দ্বারা গৌরসুন্দর কৃষ্ণ হইলেও আশ্রয়জাতীয় লীলার অভিনয়-কারিকৃষ্ণ, অর্থাৎ সম্ভোগ-রসময় বিগ্রহরূপে লীলা প্রকট না করিয়া কৃষ্ণান্বেষণলীলা বা বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহরূপের-লীলা প্রকটকারী। গৌরই কৃষ্ণ স্বরূপে সম্ভোগরসে নাগর বা বিষয় বিগ্রহ, আবার কৃষ্ণই গৌরস্বরূপে বিপ্রলম্ভরসে আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীরাধাভাবকান্তিময়-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। গৌরসুন্দরেরই কৃষ্ণস্বরূপে রসরাজত্ব এবং কৃষ্ণেরই গৌরস্বরূপে মহাভাবত্ব। এই রসরাজ ও মহাভাব উভয় লীলাই নিত্য। গৌরসুন্দরই কৃষ্ণস্বরূপে নাগর বা রসরাজ বটে, কিন্তু গৌর-লীলা বা মহাভাবত্বাভিমানে রসরাজত্বাভিমান নাই। এই সূক্ষ্ম ভেদটি গৌরনাগরী ধরিতে পারেন না। গৌরনাগরী বিবর্ত্তবাদী বা নির্ব্বিশেষবাদীর মত মনে করেন গৌর-সুন্দরই যখন নাগর বা কৃষ্ণ, আবার নাগর বা কৃষ্ণই যখন গৌর, তখন গৌরলীলাকে নাগরলীলা বলিতে আপত্তি কি? নির্ব্বিশেষবাদী যেরূপ শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈত-বাদ এবং শ্রীরায় রামানন্দ বা শ্রীগৌরসুন্দরের অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত-লীলাকে কেবলাদ্বৈতনির্ব্বিশেষবাদ মনে করিয়া জড় বিবর্ত্তে পতিত হয়, তদ্রূপ গৌরনাগরীরাও নাগর-লীলায় ও মহাভাব-লীলায় বিবর্ত্তবুদ্ধি উপস্থিত হয়। অদ্বয়জ্ঞান বস্তুতে আশ্রয় জাতীয় ভাবের অভাব নাই, ইহা জানাইবার জন্যই গোলোকস্থ ঔদার্য্য প্রকোষ্ঠস্থিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্য গৌরলীলার প্রপঞ্চে অবতরণ। প্রপঞ্চে অবতীর্ণ মহাভাবময়ী লীলাটি কখনই জড় সম্ভোগবাদী গৌর-নাগরীর ভোগ্য নহেন।

শ্রীগুরুবন্দনা

প্রভু মোর শ্রীভকতি- সিদ্ধান্ত সরস্বতী
এই বড় ভরসা অন্তরে।
ভবকূপে ছিনু পড়ি, দেখি তেঁহ কৃপা করি,
উদ্ধারিলা অবোধ অধমে॥
মায়ার নফর হঞা গুরুর আসন লঞা
সাধুবেশে গুরু কুরু যত।
হরে শিষ্যবিত্ত, হায়, ভাগবত ব্যবসায়
কনককামিনী-দাস্যে রত॥
গোস্বামী ভাবিয়া মনে এহেন গোদাস গণে
বঞ্চিত এ-অধমে আপনি।
কেশে ধরি উঠাইলে সুসিদ্ধান্ত জানাইলে
অমায়ায়, করুণার খনি॥
কত ভাগ্য এ-জনার, নহে গো সে বলিবার,
মিলাইলে কি নিধি কাঙ্গালে।
দস্যুর কবল হ'তে, আনি কোন্ মতাপথে
পাদপদ্মে কি মধু পিয়া'লে॥
জয় জয় জয় গুরু ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু
অভিন্ন গৌরাঙ্গ পরকাশ।
জগজ্জীবে কৃপা করি তাঁর শক্তি অবতরি
ভেদাভেদ-অচিন্ত্য-বিলাস॥
তুঁহু করুণার সিন্ধু, পতিত জনার বন্ধু,
তুয়া বিনে গতি নাহি আর।
অতীন্দ্রিয় দাস গায়, রাখ প্রভু রাঙ্গা পা'য়
লইল শরণ দীন ছার॥

শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
১৪ ঠাকুরদাস পালিতের লেন,
কলিকাতা।

শ্রীল ঠাকুরের পত্রাবলী

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র
(ত্রিচি) মাদ্রাজ
৫ই ডিসেম্বর, ১৯২৬

স্নেহবিগ্রহেষু

মথুরা হইতে ২৪শে কার্ত্তিক তারিখে আপনাকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহার পরবর্ত্তিকালের ভ্রমণবৃত্তান্ত আপনি জানিতে চাহিয়াছেন। এ কয়েকদিন শ্রীমান্‌ রামবিনোদের বিরহে নিতান্ত কাতর থাকায় পত্র দিতে পারি নাই। তাঁহার সহসা শ্রীব্রজধামে অভিযান হইবে জানিতে না পারায় ভ্রমণ স্থগিত করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে ফিরিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু শ্রীউড়ুপীক্ষেত্র দর্শন করিবার আকর্ষণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই নাই বলিয়া দাক্ষিণাত্য প্রদেশে কয়েকটী স্থান দর্শন করিলাম। অনেকগুলি স্থানের অনুসন্ধান করিবার ও দেখিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছা স্বতন্ত্র বলিয়া মাদৃশ গৌরবিমুখজনের তাহা ভাগ্যে ঘটিল না। আর্য্যাবর্ত্তে স্থানে স্থানে ভ্রমণে শারীরিক অসুস্থতা এবং শ্রীরামবিনোদের আমাদিগের বর্ত্তমান ভূমিকা হইতে মহাপ্রয়াণ আরও কিছুদিবস ভ্রমণের অন্তরায়রূপে উপস্থিত হওয়ায় শীঘ্রই শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিব এক্ষণে স্থির করিয়াছি। পূর্ব্বপত্রে মথুরায় উপস্থিতি কথা পর্য্যন্ত লিখিয়াছি, তাহার পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি এখন সংক্ষেপে জানাইতেছি।

আমি ২৬শে কার্ত্তিক শুক্রবার দিবস পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনে যাই। পূর্ব্বদিবস শ্রীরাধারমণ ঘেরার অন্তর্গত শ্রীশ্যামারমণ মন্দিরে শ্রীল বনমহারাজের এবং শ্রীল তীর্থমহারাজের বক্তৃতা হইয়াছিল। আমি ঐ দিবস উপস্থিত হইতে পারি নাই। দ্বিপ্রহরে শ্রীকৃষ্ণগোপাল দীক্ষিত শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জের মহান্ত শ্রীগৌড়দাসকে আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। শ্রীগৌড়দাস তাঁহার কুঞ্জের সকল ভার আমাদিগকে গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। আমি তাঁহার প্রস্তাবের অনুমোদন করি। বৈকালে শ্রীশ্যামারমণ মন্দিরে তীর্থমহারাজের বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম ও সমাগত অনেকগুলি গৌড়ীয় ভদ্রলোক আমাকে কিছু হরিকথা বলিবার জন্য অনুরোধ করেন। আমি তাঁহাদের বাক্য উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অল্পক্ষণের জন্য কিছু বলিয়াছিলাম। আমার সেদিনের বক্তব্য-বিষয়ের সার এই যে, মর্য্যাদা পথে যে বৈধ উপাসনা প্রতিষ্ঠাযুক্ত ভক্তগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা পরতত্ত্বপর। জড় প্রতিষ্ঠার সহিত বৈধী উপাসনা কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞাপক হইলেও উহা স্বয়ংরূপের গৌণী উপাসনা মাত্র। মর্য্যাদাময়ী উপাসনায় পূজ্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণ হইলেও উহা জীবের বিশ্রম্ভযুক্ত মাধুর্য্যময়ী উপাসনার সহিত এক নহে। উপাসনা-বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে উপাসকের সাধ্যপ্রতীতি, সাধ্য অনুভব এবং সাধ্য অস্তিত্বের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য অবস্থিত, তাহা তারতম্য বিচারে উপেক্ষণীয় নহে। তদুপলক্ষে আমি কতিপয় বিচার অবতারণা করিয়া দেখাইবার প্রয়াস করিয়াছিলাম। স্বয়ংরূপ পরতত্ত্ব হইলেও স্বয়ংরূপপ্রতীতি বৈধপরতত্ত্ব-নির্দ্দেশকারিব্যক্তিগণের উৎক্রান্ত ধারণায় অবস্থিত। বৈধভক্তগণের বাহ্যজগতের গুণত্রয়সম্বন্ধ পরতত্ত্ববিচারে কিঞ্চিৎ শ্লথ হইলেও শুদ্ধ ভক্তিপথে অবস্থিত জনগণ পরতত্ত্ব সহ স্বয়ংরূপের সর্ব্বদা নিত্যবৈশিষ্ট সংস্থাপন করেন। স্বয়ংরূপ হইতে যে পরতত্ত্ব বৈভব প্রকটিত তাহা মর্য্যাদাপর বিচার ও মর্য্যাদাপর বৈধ ভক্তগণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই মাধুর্য্যময় অনুরাগ পথে প্রবেশ করিতে অসমর্থ ন। এই অসমর্থতানিবন্ধন তাঁহারা কেহ কেহ সর্ব্ব-কারণকারণ আকরবিগ্রহ স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনকে স্বয়ং প্রকাশতত্ত্বের একমাত্র উৎপত্তি স্থান বলিয়া ধারণা করিতে অক্ষম হন। তাঁহাদের বিচারে শ্রৌতপন্থা কিয়ৎপরিমাণে উপেক্ষিত হওয়ায় কৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশ বস্তুকে তাঁহার পরতত্ত্বজ্ঞানে স্থাপন করিয়া স্বয়ংরূপ ভূমিকাকে বৈভব-প্রকাশরূপ বিচারে আবদ্ধ করেন। শ্রীবার্ষভানবীর অনুগ্রহ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণলীলায় রস-সমুদ্রের অমৃতবিন্দুপানে কাহারও অধিকার নাই। তজ্জন্য গোপীর কৈঙ্কর্য্যাভাবে শ্রী ও তদনুগত শ্রীসম্প্রদায়ের শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাসৌন্দর্য্য দর্শনে অধিকার নাই। এই সকল বিচার না বুঝিয়াই বর্ত্তমানকালে নদীয়া-নাগরীসম্প্রদায় কৃষ্ণবৈভবপ্রকাশ বিগ্রহের অবতার বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মের সেবায় বঞ্চিত হইতেছেন এবং আপনাদিগকে গৌরনাগরী প্রভৃতি

কল্পিত অভিমানে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। জড়রসে অবস্থিত হইয়া গৌরনাগরী দল গৌরসুন্দরকে মাধুর্য্য রসাশ্রয় কৃষ্ণ হইতে পৃথক্‌রূপে স্থাপনপূর্ব্বক আপনাদিগকে কল্পিত জড়-রস হইতে অতিক্রান্ত জ্ঞানে কৃষ্ণসেবা ছলনায় গৌরহরির বৈভবপ্রকাশপর কাল্পনিক ঐশ্বর্য্যপর নারায়ণসেবা করিবার জন্যই ব্যস্ত হইতেছেন। উহাতে মধুর রসের উজ্জ্বলতার অভাবমাত্র লক্ষিত হয়। অনুজ্জ্বল মধুর রস স্বকীয় বিচারে অবস্থিত সুতরাং উহা দাস রসেরই প্রকারভেদ মাত্র। অনেকে নারায়ণের স্বকীয় বৈধ পতিপত্নীগত রসকে মধুর রস বলিয়া ভ্রান্ত হন। যাহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রকৃতপ্রস্তাবে কৈঙ্কর্য্য করিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপ ভ্রান্তি হইতে শতসহস্রযোজন দূরে উজ্জ্বলরসে অবস্থিত। সুতরাং স্বকীয় মধুরপ্রতিমরসকে বিশুদ্ধ দাস রস বলিয়াই জানেন। দাস্যরসে দাসের হৃদয়ে গৌরব, মর্য্যাদা ও বিধি এবং বিশ্রম্ভের অভাব যেরূপ প্রবল, উজ্জ্বলরসে মাধুর্য্যময় বিগ্রহাভিন্ন ঔদার্য্যলীলাবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য চিদানন্দ স্বরূপাবস্থিত ভক্তগণের হৃদয়ে তাদৃশ ভাব প্রবল হইবার পরিবর্ত্তে অত্যন্ত বিশ্রম্ভময় অনুরাগপরতা লক্ষিত হয়। বৈধহৃদয় ভক্তাভিমানী বৈষ্ণব ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বা উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থ পাঠে যে মধুর রসপর্য্যায়ে স্বকীয় বিচারের ধারণা করেন, তাহা তাঁহাদের অপ্রাকৃত রাজ্যে শ্রীরূপানুগত্যের অভাব মাত্র। তাঁহারা বলেন যে, স্বকীয় বিচারে লক্ষ্মীর অথবা লক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া মাতার শ্রীগৌরানুরাগ, শ্রীসত্যভামার বা শ্রীকমলার দ্বারকাপতি বা পরব্যোমপতির প্রতি মর্য্যাদা সদৃশ হওয়ায় উহাই উজ্জ্বল রসের বিষয়াশ্রয়ের মধুর রস জাতীয়। সুতরাং গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার স্বকীয় বিচারই উজ্জ্বল রস। কিন্তু রুচি-প্রধানপথে অনুন্নত অনুজ্জ্বল দাস রসে মধুর-রস-ভ্রান্তি 'মধুর রস' বলিয়া স্বীকৃত হয় না। শ্রীসনাতনগোস্বামীর বৃহদ্ভাগবতামৃত ও শ্রীরূপগোস্বামিকৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণির আশ্রয় গ্রহণ করিলে সাধারণ জড় আলঙ্কারিকের বুদ্ধি সম্মার্জ্জিত হইতে পারে ও গৌর-নাগরীভাবের দৌরাত্ম্য অশাস্ত্রীয় বুঝা যায়। আমার সে দিবস অনেকগুলি কথা বলিবার ছিল কিন্তু বৈধ-বিচারে শ্রীমূর্ত্তির সেবনকাল উপস্থিত হওয়ায় আমি ঐগুলি বিশদভাবে বুঝাইয়া বলিবার অবকাশ পাই নাই।

বক্তৃতায় বিষয়টী দুর্বোধ্য হইল বলিয়া গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয় ধন্যবাদমুখে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন।

ঐ সকল কথা সম্পূর্ণ করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলেও আমি তৎপরদিবস শ্রীশ্যামারমণ মন্দিরে উপস্থিত হইয়া সকল কথা জানাইতে পারি নাই। কোন সময়ে এই সকল কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার বাসনা রহিয়াছে। আমরা সেই রজনীতে শ্রীরাধারমণ ঘেরায় বাস করিয়া প্রাতে ভক্তবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত বলহরি দাস মহাশয়ের সহিত কিছু আলাপ করিয়া টঙ্গায় শ্রীমথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করি।

(ক্রমশঃ)

প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ

মাননীয় শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু—

মহাশয়,

আমার সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবন্নতি গ্রহণ করিবেন। আমি নিম্ন লিখিত কয়েকটী প্রশ্ন লইয়া বড়ই সংশয়গ্রস্ত। আশা করি, কৃপা পূর্ব্বক প্রশ্নগুলির আপনাদের শ্রীপত্রিকায় যথাযথ মীমাংসা প্রদান করিয়া আমার এবং মাদৃশ অনেকের সংশয় দূরীভূত করিবেন। আমি নিয়মিতরূপে আমার সহ-কর্ম্মীর নামীয় পত্রিকা পাঠ করি, নিবেদন ইতি।

শুদ্ধবৈষ্ণব দাসানুদাস—

শ্রীপ্রেমচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়

এসিষ্টেণ্ট ষ্টেশন-মাষ্টার

সিন্দরি ষ্টেশন, পোঃ সিনি, জেলা সিংহভূম।

৫।১১।২৬

১। মনুষ্যের কৃত কর্ম্মাকর্ম্মের বিচার এবং তৎফল এই পৃথিবীতেই শেষ হয়, না অন্যত্র কোথাও হয়, অন্যত্র হইলে সে স্থান স্থূল না সূক্ষ্ম ?

২। মৃত্যুর অব্যবহিত পরে জীবের গন্তব্য কোথায় হয় ? এবং জননী-জঠরেই বা কিরূপে পুনরায় প্রবেশ হয় ?

৩। জন্মান্তর সম্বন্ধে মূল্যবান যুক্তি কি ?

৪। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সুন্দর সুন্দর যুক্তি কি ?

৫। মাত্র জড়বস্তুই খণ্ডিত হইবার যোগ্য জানি। চৈতন্যবস্তু কি প্রকারে খণ্ডিত হইয়া জীবাখ্যা প্রাপ্ত হয়?

৬। জীব একই চৈতন্যাংশ হইয়া নিত্য বদ্ধ, নিত্য মুক্ত—দুই প্রকার সংজ্ঞা কি প্রকারে লাভ করে?

উত্তর

১। পৃথিবীতে তিন শ্রেণীর লোক দৃষ্ট হয়, যথা—কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত। গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বৃহদ্ভাগবতামৃত দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম অধ্যায়ে এই ত্রিবিধ লোকের গতি যেরূপ নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

কামিনাং পুণ্যকর্ম্মণাং ত্রৈলোক্যং গৃহিণাং পদম্।
অগৃহাণাঞ্চ তস্যোর্দ্ধ্বং স্থিতং লোকচতুষ্টয়ম্॥
ভোগান্তে মুহুরাবৃত্তিমেতে সর্ব্বে প্রয়ান্তি হি।
মহর্ষীদিগতাঃ কেচিন্মুচ্যন্তে ব্রহ্মণা সহ॥
কেচিৎ ক্রমেণ মুচ্যন্তে ভোগান্ ভুক্ত্বার্চ্চিরাদিষু।
লভন্তে যতয়ঃ সদ্যো মুক্তিং জ্ঞানপরা হি যে॥
ভক্তা ভগবতো যে তু সকামাঃ স্বেচ্ছয়াঽখিলান্।
ভুঞ্জানাঃ সুখভোগাংস্তে বিশুদ্ধা যান্তি তৎপদম্॥
বৈকুণ্ঠং দুর্ল্লভং মুক্তৈঃ সান্দ্রানন্দচিদাত্মকম্।
নিষ্কামা যে তু তদ্ভক্তা লভন্তে সদ্য এব তৎ॥
তত্র শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জ সাক্ষাৎ সেবাসুখং সদা।
বহুধানুভবন্তস্তে রমন্তে ধিক্ কৃতামৃতম্॥

(বৃঃ ভাগবতামৃত ২।১।৯-১৩)

অর্থাৎ ফলকামনাযুক্ত পুণ্যকর্ম্মা গৃহীদিগের পক্ষে ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক—এই তিনটি লোক প্রাপ্য বলিয়া স্থির হইয়াছে। সেই তিন লোকের উপরিস্থিত মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক এই চারিটি লোক অগৃহী অর্থাৎ নৈষ্ঠিক • ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতিদিগের প্রাপ্য। যাঁহারা নিষ্কাম স্বধর্ম্মাচারী গৃহস্থ, তাঁহারাও মহর্লোকাদি চতুষ্টয়ে গমন করেন। সকাম হইলে সকলেই সেই সেই ধাম ভোগ করিয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন। যাঁহারা নিষ্কাম, তাঁহারা তাঁহাদের প্রাপ্য স্থান ভোগ করিয়া কর্ম্মক্ষয়ান্তে মুক্ত হন। এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার জীব আছেন, তাঁহারা মুমুক্ষু। জ্ঞানী ও যোগী ভেদে মুমুক্ষুগণ দুই প্রকার। সগর্ভ ও নিগর্ভ ভেদে যোগীগণ পরমপদ প্রাপ্ত হন, পরমপদ বলিতে সপ্তলোকাতীত অবস্থাবিশেষ বুঝিতে হইবে। ঐ স্থানও সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ভেদে দুই প্রকার। এই দুই প্রকার মুমুক্ষুদিগের মধ্যে কেহই সবিশেষ পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ হন না। নির্ব্বিশেষ পরমপদই ইঁহাদের প্রাপ্য। যোগপর ব্যক্তিগণ তেজোময় অবস্থারূপ অর্চ্চিরাদিমার্গে অষ্টাদশ সিদ্ধি ভোগ করিতে করিতে শান্ত হইলে মুক্তি লাভ করেন এবং জ্ঞানপর ব্যক্তিগণ দেহান্তেই পরমপদ-রূপ মুক্তি লাভ করেন। ইহার নাম সদ্যোমুক্তি। সকাম ও নিষ্কাম ভেদে ভগবদ্ভক্তগণ দ্বিবিধ, সবিশেষ পরমপদই তাঁহাদের প্রাপ্য স্থান। সকাম ভক্তগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রপঞ্চান্তর্গত শ্বেতদ্বীপ ও লক্ষ্মীপতির বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুলোকে যে সমস্ত ভোগ আছে, তাহার আস্বাদন করিতে করিতে বিশুদ্ধ ভগবৎ-সেবাকাম হইয়া সবিশেষ পরমপদরূপ পরব্যোম নামক বৈকুণ্ঠে গমন করেন। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভোগাভিলাষের সহিত ভজন কিরূপে হইতে পারে? তদুত্তর এই যে,—যাঁহারা ভোগাভিলাষরূপ অনর্থকে অনর্থ জানিয়া গর্হণ করিতে করিতে শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান করেন এবং ভোগ-পরিত্যাগে অসামর্থ্যপ্রযুক্ত বিষয় ভোগ করেন, তাঁহারা ভক্ত এবং যাঁহারা ইন্দ্রিয়-তর্পণরূপ ভোগকেই প্রাপ্য জানিয়া তদর্থে চেষ্টাবিশিষ্ট হন, তাঁহারা কর্ম্মনিষ্ঠ ভোগী। অন্যাভিলাষরহিত নিষ্কাম ভগবদ্ভক্তগণ প্রপঞ্চ পরিত্যাগ মাত্রেই সেই বৈকুণ্ঠ-(কুণ্ঠধর্ম্ম রহিত চিদ্ধাম) লোক প্রাপ্ত হন।

সেই বৈকুণ্ঠলোকে চিত্তত্ত্ব ও চিদানন্দ ঘনীভূত হইয়া প্রকাশিত আছে। নিষ্কাম ভগবদ্ভক্তগণ সেই স্থান লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসেবাজন্য বিবিধসুখ অনুভব করেন। ঐ সেবাসুখের নিকট মুক্তিও তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

এখন প্রশ্ন এই যে, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তভেদে ত্রিবিধ শ্রেণীর মানবগণ যে নিজ প্রাপ্য স্থান লাভ করেন, তাহা স্থূল না সূক্ষ্ম? তাহার উত্তর, এই যে, ভক্তগণ যে স্থান লাভ করেন তাহা স্থূল বা সূক্ষ্মের

অতীত সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্রূপ-বৈভব। সেই ধামের বিষয় বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ
সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে-
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ॥

(ভাঃ ২।৯।১০)

অর্থাৎ সেই বৈকুণ্ঠধামে রজঃ ও তমোগুণ নাই। রজঃ ও তমোমিশ্রিত সত্ত্বও নাই। সেখানে শুদ্ধ-সত্ত্ব বর্ত্তমান, সে স্থানে কালের বিক্রম নাই, অন্যান্য রাগ-দ্বেষাদি ত' দূরের কথা। তথায় লৌকিক সুখদুঃখাদির হেতুভূতা মায়া পর্য্যন্ত নাই। সুরাসুরবন্দিত ভগবৎ-পার্ষদগণ সর্ব্বদা তথায় বিরাজ করিয়া থাকেন।

ভক্ত ব্যতীত কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগিগণের প্রাপ্য স্থান যথাক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর; সুতরাং কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী সকলেই সূক্ষ্মদেহে তথায় অবস্থান করেন এবং ভোগকাল সমাপ্ত হইলে তথা হইতে পুনরাবর্ত্তন করিয়া মর্ত্ত্যলোকে অর্থাৎ স্থূল প্রপঞ্চে জন্মগ্রহণ করেন। "আব্রহ্ম-ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন" (গীতা ৮।১৬) প্রভৃতি শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ-শরীর পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, শরীরস্থ পঞ্চ বায়ু, বুদ্ধি ও মনঃ এই সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট। ইন্দ্রিয়বর্গ প্রত্যক্ষের অগোচর। স্থূলদেহসংলগ্ন যে চক্ষুরাদি, ঐ সকল প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয় নহে, ইন্দ্রিয়ের গোলক বা বাসস্থানমাত্র। মৃত্যুর পরে স্থূলদেহের স্থূল ভূতগুলি পড়িয়া থাকে, উপরি-উক্ত ১৭টী সূক্ষ্ম অবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গ-দেহ নির্গত হয়। সুতরাং সূক্ষ্মদেহের জ্ঞানেন্দ্রিয় বা কর্ম্মেন্দ্রিয় স্থূলদেহের অনুরূপ, সূক্ষ্ম, স্থূল ইন্দ্রিয়ের অগোচর। সদানন্দযোগী তাঁহার বেদান্তসারের ৩৭ অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন,—

তদানীং সূক্ষ্মাভির্মনোবৃত্তিভিঃ সূক্ষ্মবিষয়াননুভবতঃ। প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ॥

অর্থাৎ তৎকালে (জীব) সূক্ষ্ম-মনোবৃত্তিদ্বারা সূক্ষ্ম-বিষয়সমূহ ভোগ করিয়া থাকেন। অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম-পরায়ণ মানবগণ রৌরবাদি নরক লাভ করে; তদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

২। ভগবদ্ভক্তগণ প্রপঞ্চ পরিত্যাগ মাত্রেই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে সবিশেষ পরমপদ বৈকুণ্ঠপ্রাপ্ত হন, তাহা নারদের বাক্য হইতেই জানা যায়—

প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্।
আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ॥

(ভাঃ ১।৬।২৯)

অর্থাৎ ভগবৎকৃপায় আমার ভগবানের সেবনোপযোগী দেহ লাভ হইলে প্রারব্ধ কর্ম্ম ধ্বংস হওয়ায় পঞ্চভূতাত্মক শরীরেরও পতন হইল; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সিদ্ধি ও সাধনকালে মুক্ত ও ভগবদ্ভক্তগণের দ্বিতীয়াভিনিবেশের অভাবহেতু সকল সময়েই বৈকুণ্ঠ-প্রতীতি জাগ্রত থাকে, সুতরাং তাঁহাদের অপ্রকটকালের অব্যবহিত পরে বৈকুণ্ঠ-লোক গমনের কোনপ্রকার বাধা নাই। কিন্তু কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগিগণ মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যে যে অবস্থা প্রাপ্ত হন, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে—

দ্বাবেব মার্গৌ প্রথিতাবর্চ্চিরাদির্বিপশ্চিতাম্।
ধূম্রাদি কর্ম্মিণাঞ্চৈব সর্ব্ববেদবিনির্ণয়াৎ॥
অগ্নির্জ্যোতিরিতি দ্বৈবৈবার্চ্চিষঃ সংপ্রতিষ্ঠিতঃ।
অগ্নির্গত্বা জ্যোতিরেতি প্রথমং ব্রহ্ম সংব্রজন্নিতি॥
একস্মিংস্ত পরে সংস্থো দ্বিদ্বপোঽগ্নেঃ সুতো মহান্।

(৪।৩।১ ব্রহ্মসূত্রের মধ্বভাষ্যধৃত ব্রহ্মতর্কবচন)

অর্থাৎ জ্ঞানিগণের অর্চ্চিরাদিমার্গ ও কর্ম্মিগণের ধূম্রাদি-মার্গ—এই দুই প্রকার প্রসিদ্ধ মার্গ বেদে নির্ণীত হইয়াছে। জ্ঞানিগণ প্রথমে অগ্নির জ্যোতিতে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ ব্রহ্মকে লাভ করেন; ইহাই অর্চ্চিরাদি মার্গ, এবং কর্ম্মীরা প্রথমে ধূম্রাদিতে প্রবিষ্ট হইয়া স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রবচন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, জ্ঞানী ও কর্ম্মী ভেদে উভয়বিধ জীবই দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে অগ্ন্যাদি অর্চ্চি-(তেজঃ) মার্গ ও ধূম্রাদি মার্গে যথাক্রমে নীত হইয়া নিজ নিজ গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত হয়। ভগবানই তাহার প্রেরক।

এখন বিচার্য্য এই যে, লোকান্তরগত জীবসমূহ পুনরায় কিরূপে জননীজঠরে প্রবেশ করে? এতদুত্তরে বেদ বলেন,—

দিবঃ স্বার্ণূন্ গচ্ছতি স্বার্ভ্যঃ 'পিতরং পিতুর্ম্মাতরং মাতুঃ শরীরং শরীরেণ জায়তঃ' ইতি সংমিতম্ অথাসম্মিতং স্বার্ভ্যো জায়তে পিতুর্ম্মাতুরন্তরে বা গর্ভে বা বহির্ব্বা।

(৩।১।২৮ মধ্বভাষ্যধৃত* পৌত্রায়ণশ্রুতি)। অর্থাৎ স্বর্গ হইতে নির্গত হইয়া জীব স্থাবর শরীরে প্রবেশ করে, স্থাবর হইতে পিতৃশরীরে গমন করে, পিতৃশরীর হইতে মাতৃশরীরে প্রবিষ্ট হয়, তদনন্তর শরীরের সহিত জন্মগ্রহণ করে। অন্যান্য শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, কর্ম্মীরা ব্রীহি, যব, ওষধি, বনস্পতি ও তিলরূপে উৎপন্ন হইয়া পিতৃশরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক মাতৃশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এই শ্রুতির অর্থবিচারে মধ্বানুগ শ্রীপাদ জয়তীর্থ মুনি "তত্ত্বপ্রকাশিকা" টীকায় বলিয়াছেন,—

কর্ম্মী স্বর্গান্নির্গতশ্চিরেণৈব দেহং প্রাপ্নোতি আকাশাদ্বায়ুং, বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি, ধূমো ভূত্বাভ্রং ভবতি, অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবত্যাদৌ বহুস্থানপ্রাপ্তিশ্রবণাৎ।

অর্থাৎ কর্ম্মিগণ স্বর্গ হইতে নির্গত হইয়া আকাশকে প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে ধূম্র, ধূম হইয়া মেঘ, মেঘ হইয়া বারি বর্ষণ করে, বর্ষণ হইতে স্থাবরাদি অর্থাৎ পূর্ব্ব শ্রুতিকথিত ব্রীহি, যব, ওষধি-রূপতা প্রাপ্ত হইয়া পিতৃশরীরে প্রবিষ্ট হয়। তদনন্তর মাতৃশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া শরীরের সহিত জন্ম গ্রহণ করে।

বাকী প্রশ্নগুলির উত্তর পরবর্ত্তিসংখ্যায় প্রদত্ত হইবে।

প্রাপ্ত পত্র

মাননীয় বিশুদ্ধ সত্যধর্ম্মপ্রচারক পরমভাগবত শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়গণ সমীপেষু—

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়গণ,

অসংখ্য প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদন :—আজ হৃদয়ের বড় আশা লইয়া আপনাদের শ্রীচরণে উপস্থিত হইয়াছি। আপনাদের ন্যায় শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাপ্রাপ্ত মাননীয়গণ এ অধীনের অভিলাষপূরণে সম্পূর্ণরূপে ক্ষম। তাই আজ করযোড়ে আপনাদের নিকট দীন দরিদ্রের এই ব্যথা জানাইতেছি।

আমি আপনাদের শ্রীপত্রিকার একজন ৩৫২২ নং গ্রাহক। আজ প্রায় এক বৎসর যাবৎ আপনাদের সম্পাদিত বিশুদ্ধ ভাষ্যাদি সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত ও প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থাদি ভক্তিভরে আগ্রহের সহিত পড়িতেছি, আপনাদের শ্রীপত্রিকা পাঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশগুলি যথার্থ দেখিতে পাই। যাঁহারা ভগবৎপ্রসাদে সাংসারিক জড়ভাব হইতে উন্মুক্ত হইয়া ভবাদৃশ শুদ্ধবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের ত কথাই নাই, যাঁহারা গৃহাশ্রমে থাকিয়া দৈব বর্ণাশ্রম অবলম্বনে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতিও আপনাদের করুণার অভাব নাই দেখিয়া আজ আমার ন্যায় হরিবিমুখেরও প্রাণে আশার সঞ্চার হইয়াছে এবং আপনাদের প্রকাশিত শ্রীগ্রন্থাদি ও শ্রীপত্রিকার আলোচিত বিষয়গুলি পাঠে পরমানন্দ পাইতেছি।

আপনারা যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথাবলম্বিগণের শ্রেষ্ঠতম ও একমাত্র আদর্শ তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ে আচার ও প্রচার বিষয়ে আপনারাই একান্ত যত্নবান্। এই বিশ্বাসে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইদানীন্তন তদ্দেশীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের আচরণের মধ্যে আপনাদের শ্রীপত্রিকাপাঠে উপলব্ধ স্থান হইতে যে প্রতিকূলভাবগুলি দেখিয়া দারুণ ব্যথা পাই তাহা জানাইতে অগ্রসর হইতেছি।

আমাদের এখানে বৈষ্ণবগণের একটী মণ্ডলী আছেন। ইহা ন্যূনাধিক শতবৎসরকালব্যাপী চলিয়া আসিতেছেন। মণ্ডলীস্থ বৈষ্ণবগণ নিয়মিতভাবে স্থান হইতে স্থানান্তরে গৃহিভক্তগণের বাটীতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থাদি আলোচনা করিয়া থাকেন। যখন যখন এইরূপ আলোচনা হয়, তখন তখন উৎসব ও মহাপ্রসাদাদির সুবন্দোবস্ত হয়। আমার বাটীস্থ ও পল্লীস্থ অনেকেই এই "মণ্ডলীতে" নিয়মিত ভাবে যোগদান করেন। এইরূপ উৎসব প্রতি মাসে খুব কমপক্ষে তিন চারি দিনের কম হয় না। বোধ হয় আপনাদের শ্রীপত্রিকায় "প্রাকৃত সহজিয়া" বলিয়া যে আখ্যা দিয়া থাকেন, তাঁহারা এই শ্রেণীর।

আপনাদের শ্রীপত্রিকা ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি পাঠে ইঁহাদের যে অসামঞ্জস্য ভাবগুলি দেখিতে পাই, তাহা নিম্নে লিখিলাম—

১। পান, তামাকাদির যথেষ্ট সুবন্দোবস্ত।

২। শ্রীগ্রন্থাদি পাঠের সময় ব্যাখ্যায় ভুল বা মনোধর্ম্মের প্রাবল্য ও মণ্ডলীস্থ শ্রোতৃগণের মধ্যে অন্যান্য আলোচনার আধিক্য।

৩। মহাপ্রসাদে ডাল ভাত বুদ্ধি, কোথাও প্রশংসা—কোথাও নিন্দা।

৪। মণ্ডলীস্থ অধিকাংশ বৈষ্ণবগণের মৎস্যাদি অমেধ্য ভক্ষণ ও 'লোক-দেখান' বৈষ্ণব বেশ। আচারহীনতা যথা :—কামস্ত্রীসঙ্গ, ঈশ্বর-সেবামূলে ভোগ-বাসনার চরিতার্থতা, ইন্দ্রিয়সেবায় ও স্ত্রীপুত্রাদিসংরক্ষণে লোভের বশে দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার। এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণবগণের অনাচরণীয় বহু কুটিনাটী।

এই সমস্ত প্রতিকূলাচরণে আমি বড়ই ব্যথিত হইয়া মণ্ডলীস্থ আমার পরিচিত দুই চারিজনকে আপনাদের নিখুঁতভাবে আলোচিত,—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধ নামধর্ম্ম কিরূপ ভাবে সাধন করিতে আপনারা উপদেশ করিয়াছেন তাহা জানাইয়াছিলাম। তাঁহারা আপনাদের সদুপদেশ গ্রহণে ইচ্ছুক, কিন্তু বোধ হয় মণ্ডলীতে সেরূপ শুদ্ধভাবে নামধর্ম্মের আলোচনার অভাব হেতু, তাঁহারা যথার্থ শুদ্ধভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না।

যদি আপনারা আপনাদের স্বভাব-সুলভ কৃপা প্রকাশে এ দাসের বেদনা দূর করেন, তবে এ দাস আপনাদের শ্রীপত্রিকা ও শ্রীগ্রন্থাদি পাঠে যেমন বল পায়, তেমন আবার শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সঙ্গ পাইয়া জীবনে শ্রীহরি-বিমুখতার হাত হইতে রক্ষা পাইবে এবং বহু পথভ্রষ্ট জীবও উপকৃত হইবে। কারণ সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্রবাক্য ব্যতীত এই কলিযুগে একমাত্র নামধর্ম্ম সাধনার অন্য কোন উপায় নাই।

আশা করি আপনারা,—

"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের এই অমৃতবাণীর সার্থকতা রক্ষা করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম যাহাতে শুদ্ধভাবে আলোচিত, আচরিত ও প্রচারিত হন, সে বিষয়ে সদুপদেশ দানে যত্ন করিবেন। অলমতি বিস্তরেণ।

২৯শে অগ্রহায়ণ আপনাদের চিরানুগত সেবক—
১৩৩৩ সাল। শ্রীরামকৃষ্ণ দিণ্ডা
পোঃ কাকুগেছিয়া, গ্রাম সিমুলিয়া, মেদিনীপুর।

—•—

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীধাম বৃন্দাবনে—শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ শ্রীধামস্থ শ্রীশ্যামসুন্দর জীউ মন্দিরে গত ১২ই ডিসেম্বর রবিবার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতে শ্রীশ্রী সনাতনশিক্ষা পাঠ ও তাঁহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতঃপর কতিপয় ভক্তের সহিত গৌরবিহিত শুদ্ধ শ্রীনাম সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রায় শতাধিক বিরক্ত বাবাজী, মহান্ত, গোস্বামী, শ্রীত্রিদণ্ডী মহারাজের শ্রৌতসিদ্ধান্তানুমোদিতা গবেষণাময়ী সুললিতা ব্যাখ্যা অপরাহ্ণ ৩ তিন ঘটিকা হইতে ৬ ছয় ঘটিকা পর্য্যন্ত (তিন ঘণ্টাকাল) অতি নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে না পারিয়া শ্রীপাদ ত্রিদণ্ডী গোস্বামীজীর শ্রীমুখে আরও সপ্তাহকাল ঐরূপ সুসিদ্ধান্তপূর্ণা শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার জন্য সাতিশয় আগ্রহ ও পরম লৌল্য প্রকাশ করিয়াছেন। গোস্বামীজী শ্রীধামস্থ ভক্তবৃন্দের অনুরোধে শ্রীধামে অকাতরে শ্রীগোস্বামী ও আচার্য্যগণের অনুসরণে ভক্তিসিদ্ধান্ত পীযূষধারা বিতরণ করিতেছেন।

নৈমিষারণ্যে—শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক ও গৌড়ীয় পত্রের সম্পাদক-সঙ্ঘের সভাপতি নিত্যানন্দান্বয় পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু—যে পরম পবিত্রক্ষেত্রে শ্রীবলদেবকৃপাপ্রাপ্ত শ্রীল সূত-গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, যে স্থানে শ্রীবলদেব ধর্ম্মধ্বজি-লোমহর্ষণ-সুতকে সংহার করিয়া বাস্তব সত্যের মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন, অনুসরণ ও অনুকরণকারী, আসল ও মেকি, ঢঙ্গ ভাগবতবক্তা ও নির্ম্মৎসর নিষ্কিঞ্চন ভাগবতবক্তার পার্থক্য ঋষিজনসমক্ষে প্রচার করিয়াছিলেন, যে স্থান অভিন্ন শ্রীবলদেব শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পদাঙ্কপূত হইয়া সর্ব্বতীর্থশিরোমণিরূপে বিরাজ করিতেছেন, সেই শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দপদাঙ্করঞ্জিত সর্ব্বভাগবতমার্গীয় সাধুজনসেবিত পরম পবিত্রতীর্থে—শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মদনগোপাল সর্দ্দার মহোদয় ও স্থানীয়

অনেক সুধীব্যক্তি শ্রীগোস্বামীপ্রভুকে ভাগবতধর্ম্ম প্রচারার্থ বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। যে স্থানে সত্যের কীর্ত্তন, সে স্থানে ভগবদিচ্ছায়ই সত্যকে অধিকতর উজ্জ্বল-ভাবে সম্প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অপাশ্রিতভাবে অসত্যেরও ছায়াময়ী মূর্ত্তি অবস্থান করে। ভগবদ্বিরোধী অর্ব্বাচীন আর্য্যসমাজিগণ তথায় ভাগবতার্কের উজ্জ্বল প্রভা সহ্য করিতে না পারিয়া উলূকের ন্যায় মাৎসর্য্যভাবযুক্ত ব্যবহার প্রকাশ করিলেও শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত করিয়া ভাগবতমরীচিমালীর প্রোজ্জ্বল কিরণে সকলকে উদ্ভাসিত করিতেছেন;

কলিকাতায়— পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবৈভবসাগর মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানপূর্ব্বক কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে হরিকথাপ্রচার ও শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা দ্বারা বহু ত্রিতাপসন্তপ্ত জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল বিধান করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডি গোস্বামি-কুলচূড়ামণি শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামীপাদ রচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত অন্বয়মুখে সরল ব্যাখ্যা, প্রতি শ্লোকের উদ্দিষ্ট বিষয় নির্দ্দেশ, বঙ্গানুবাদ সহিত তথা শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী বিরচিত শ্রীনবদ্বীপশতকের বঙ্গানুবাদ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদসহিত প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত "Vaishnavism : Real and Apparent" নামক পুস্তকের প্রাপ্তিস্বীকার ও তৎসম্বন্ধে পাশ্চাত্য-দেশের বিভিন্ন অধ্যাপক ও পণ্ডিত মণ্ডলীর অভিমত নিম্নে প্রকাশিত হইল।

University of Illinois Library, (Urbana, Illinois) হইতে ২৭শে অক্টোবর ১৯২৬ তারিখের পত্রে P. L. Windsor, Librarian মহোদয় লিখিয়াছেন :—

I desire to thank you for your generosity in presenting to the University Library a copy of "Vaishnavism". This work will soon be permanently added to our library and made available for the use of students and members of the faculty.

Again thanking you,
I am
very respectfully yours,
(Sd.) P. L. Windsor.

The University of Chicago হইতে ২রা নভেম্বর ১৯২৬ তারিখের পত্রে Board of Trustees এর সহকারী সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন :—

The University is to-day in receipt of the volumes entitled "Vaishnavism,—Real and Apparent", and "Navadwipa Panjika". Please accept the thanks of the University for this **thoughtful** gift.

Yours very truly,
(Sd.) John D. Maulds.
Asst. Secretary.

University of Michigan হইতে ৪ঠা নভেম্বর ১৯২৬ তারিখের পত্রে Registrar মহোদয় লিখিয়াছেন :—

Thank you kindly for your letter of October 6 notifying us that you are forwarding to the University of Michigan, a copy of "Vaishnavism, —Real and Apparent" together with a copy of "Nabadwipa Panjika" in Bengali. We shall be glad to place them in the general Library in accordance with your wishes.

Thanking you again for your kindness and assuring you of our hearty co-operation,

I am
Yours very truly,
(Sd.) J. M. Smith.
Registrar.

United States, Department of the Interior Bureau of Education, Washington হইতে ৩রা নভেম্বর ১৯২৬ তারিখের পত্রে Chief Clerk মহোদয় লিখিয়াছেন :—

I thank you for your courtesy in sending us the pamphlets entitled, 'Vaishnavism'. They will be deposited in the Library of this office so as to be available to persons interested in them.

Cordially yours.
(Sd.) L. A. Kalbach.
Chief Clerk.

The Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland হইতে Librarian মহোদয় তাঁহার ৬ই নভেম্বর ১৯২৬ তারিখের পত্রে লিখিয়াছেন :—

I beg to acknowledge with thanks the

receipt of a copy of "Vaishnavism: Real and Apparent", and Navadwipa Panjika.

A gift to the Library of this University.

(Sd.) M. P. Raney.
Librarian.

College de France 11 Rue Poussin Paris XVI হইতে Prof. L. Finot Chev de la Legion d'honneur মহোদয় লিখিয়াছেন :—

Please accept my best thanks for the kind sending of your **very instructive** pamphlet "Vaishnavism" which I perused with much interest and sympathy.

Yours very truly,
(Sd.) L. Finot.

সংস্কৃত ভাষা-পারদর্শী ও সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ-সম্পাদক অধ্যাপক W. Caland মহোদয় Utrecht হইতে ৬ই অক্টোবর ১৯২৬ তারিখের পত্রে লিখিয়াছেন :—

My dear Sir,

Receive my kindest thanks for sending me your paper on "Vaishnavism: Real and Apparent." I have read your paper with great pleasure which attests a deep faith and high vision.

Yours faithfully,
(Sd.) W. Caland.

শুদ্ধশ্রাদ্ধ

গত ১লা পৌষ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত পলিতা গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত অটলবিহারী অধিকারী মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় মঠে তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতির ব্যবস্থানুযায়ী শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, মহোদয়ের পৌরোহিত্যে সম্পাদন করিয়াছেন।

সমালোচনা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৮শ সংখ্যার পর)

স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি।
ন রাতি রোগিনোঽপথ্যং বাঞ্ছতো হি ভিষক্তমঃ॥

যিনি নিঃশ্রেয়স্ অর্থাৎ আত্যন্তিক কল্যাণবিষয়ে স্বয়ং অভিজ্ঞ, সেইরূপ ব্যক্তি কখনও অজ্ঞ ব্যক্তিকে নিশ্চয়ই কর্ম্মের উপদেশ প্রদান করেন না। শ্রেষ্ঠবৈদ্য রোগিকুল কুপথ্য বাঞ্ছা করিলেও তাহা প্রদান করেন না। অতএব কর্ম্মাসক্ত করা কখনও শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

বদ্ধজীবের কর্ম্মপ্রবৃত্তি স্বাভাবিক। বদ্ধজীব হয় অকর্ম্ম বা কুকর্ম্ম করিবে, না হয় সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। ঐরূপ সৎ বা অসৎ কর্ম্মের প্রবৃত্তি উভয়ই বদ্ধাভিমান হইতেই উদিত হয়। এই জন্যই গীতা ভাগবতাদি শাস্ত্রে কর্ম্মার্পণ অর্থাৎ বিষ্ণুর সেবার উদ্দেশ্যে কর্ম্মনিয়োগের ব্যবস্থা। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির অনুশীলনক্রমে ক্রমশঃ ঐ সকল জীবের নিত্য কৃষ্ণে শুদ্ধা নিশ্চলা ভক্তি লাভ হয়—

শ্রদ্ধালুর্মৎকথাঃ শৃণ্বন্ সুভদ্রা লোকপাবনীঃ।
গায়ন্ননুস্মরন্ জন্ম কর্ম্ম চাভিনয়ন্ মুহুঃ॥
মদর্থে ধর্ম্মকামার্থানাচরন্ মদপাশ্রয়ঃ।
লভতে নিশ্চলাং ভক্তিং ময্যুদ্ধব সনাতনে॥

(ভাঃ ১১।১১।২৩—২৪)

টীকা চ—"মদর্পণেন কর্ম্মভির্বিশুদ্ধসত্ত্বস্যান্তরঙ্গাং ভক্তি-মাহ—শ্রদ্ধালুরিতি" ইত্যেষা। অভিনয়ন্ জন্মকর্ম্মলীলয়ো-র্মধ্যে যেঽংশা নিজাভীষ্ট ভাবভক্তগতাস্তান্ স্বয়মনুকুর্ব্বন্ ভগবদ্গতান্ ভক্তান্তরগতাংশ্চ তানন্যদ্বারানুকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। কিঞ্চ, যো ধর্ম্মো গোদানাদিলক্ষণস্তমপি মদর্থে মদীয় জন্মাদিমহোৎসবাঙ্গত্বেনৈব; যশ্চ কামো মহাপ্রসাদবাসাদি-লক্ষণস্তমপি মদর্থে মদীয় সেবাদ্যর্থং মন্মন্দিরবাসাদিলক্ষণ-ত্বেনৈব; যশ্চার্থো ধনসংগ্রহস্তমপি মদর্থে মৎসেবামাত্রোপ-যোগিত্বে নৈবাচরন্ সেবমানঃ মদপাশ্রয় আশ্রয়াশ্বরশূন্যচেতাশ্চ সন্ তামেব কথা শ্রবণাদিলক্ষণাং ভক্তিং ময়ি নিশ্চলাং সর্ব্বদাব্যভিচারিণীং লভতে, তৎসুখেন কৈবল্যাদাবপ্যনা-দরাৎ। ন চ ভজনীয়স্য চলতয়া বা সা চলিষ্যতীতি মন্তব্যমিত্যাহ—সনাতন ইতি।

(ক্রমশঃ)

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃপরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৭ই পৌষ, ১৩৩৩, ১লা জানুয়ারী ১৯২৭ | ২০শ সংখ্যা

সারকথা

নিত্য সত্য কি ?

জগতে যতেক দেখ, "মিছা" করি সব লেখ,
'সত্য' এক সবে ভগবান্।
সত্য আর বৈষ্ণব, তা-বিনে যতেক সব,
'মিছা' করি করহ গেয়ান॥
মিছা সুত-পতি-নারী, পিতা-মাতা যত করি,
পরিণামে কেবা বা কাহার।
শ্রীকৃষ্ণচরণ বহি, আর ত' কুটুম্ব নাহি,
যত দেখ এ মায়া তাঁহার॥
কিবা নারী পুরুষ, সভারি সে আত্মা এক,
মিছা-মায়াবন্ধে হয়ে দুই।
শ্রীকৃষ্ণ সভার পতি, আর সব প্রকৃতি,
এই কথা না বুঝয়ে কোই॥

(চৈঃ মঃ মধ্যখণ্ড)

নৈষ্ঠিক ভজন কিরূপ ?

না করিহ অসৎচেষ্টা, লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠা,
সদা চিন্ত গোবিন্দ-চরণ।
সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে,
প্রেমভক্তি পরম কারণ॥
অসৎসঙ্গ-কুটিনাটী, ছাড় অন্য পরিপাটী.
অন্যদেবে না করিহ রতি।
আপন আপন স্থানে, পিরীতি সভাই টানে,
ভক্তিপথে পড়য়ে বিপত্তি॥
আপন ভজন-পথ, তাতে হব অনুরত,
ইষ্টদেব স্থানে লীলাগান।
নৈষ্ঠিক ভজন এই, তোমারে কহিল ভাই,
হনুমান্ তাহাতে প্রমাণ॥

(শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

আচার্য্যগোস্বামীর আচরণ কিরূপ ?

গীতা-ভাগবত কহে আচার্য্য-গোসাঞি।
জ্ঞান, কর্ম্ম নিন্দি' করে ভক্তির বড়াঞি॥
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে কৃষ্ণভক্তির ব্যাখ্যান।
জ্ঞান-যোগ-তপ-ধর্ম্ম নাহি মানে আন॥
তাঁর সঙ্গে আনন্দ করেন বৈষ্ণবের গণ।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণপূজা, নামসংকীর্ত্তন॥
কিন্তু সর্ব্বলোক দেখি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ।
বিষয়ে নিমগ্ন লোক দেখি পাইল দুঃখ॥
লোকের নিস্তার হেতু করেন চিন্তন।
কেমনে এ-সর্ব্বলোকের হইবে তারণ॥

(চৈঃ চঃ আদি ১৩।৬৪-৬৮)

গৌরাঙ্গ কি নাগর ?

যশোদানন্দন—হৈলা শচীর নন্দন।
চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব করে আস্বাদন॥
মাধুর্য্য রাধাপ্রেমরস আস্বাদিতে।
রাধাভাব অঙ্গী করিয়াছে ভালমতে॥
গোপীভাব যাতে প্রভু করিয়াছে একান্ত।
ব্রজেন্দ্র-নন্দনে মানে আপনার কান্ত॥
তিঁহো শ্যাম—বংশীমুখ গোপীবিলাসী।
ইহোঁ গৌর—কভু দ্বিজ, কভু ত' সন্ন্যাসী॥
অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি।
ব্রজেন্দ্র-নন্দনে কহে প্রাণনাথ করি॥

(চৈঃ চঃ আদি ১৭।২৭৫-২৭৭,৩০২-৩০৩)

গৌরনাগরী ভেদবাদী কেন ?

তত্ত্ববাদগুরু বৃদ্ধবৈষ্ণব পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমদানন্দতীর্থ জড়ভেদবাদ বা প্রচ্ছন্নবৌদ্ধবাদ নিরাস কল্পে শুদ্ধদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। ধর্ম্মবর্ম্মা সনাতনপুরুষ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার আচার্য্যলীলায় সেই শুদ্ধদ্বৈতবাদগুরুর সিদ্ধান্ত অনেকাংশে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের অনুকূল জানিয়া তাহা স্বীকার করেন। সুখময়ধাম শ্রীমদানন্দতীর্থ আচার্য্যচরণ পঞ্চভেদবাদ স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া তিনি কখনও জড়ভেদবাদ স্বীকার করেন নাই। জড়ভেদবাদিগণ প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট নাস্তিক। জড়ভেদবাদিগণই কখনও নিজদিগকে ফলভোগী কর্ম্মী, কখনও বা ফলত্যাগী নির্ভেদজ্ঞানী বলিয়া অভিমান করেন। এই উভয় অভিমানই জড়ভেদবাদের স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্নাবস্থা। জড়ভেদবাদিগণ তাঁহাদের কল্পনারই মূর্ত্তপ্রতীক গড়িয়া উহার আরাধনায় ব্যস্ত হন; তাই, তাঁহারা 'পৌত্তলিক।' জড়ভেদবাদী চতুর্ব্যূহতত্ত্ব বুঝিতে অসমর্থ। বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ কি প্রকারে নিত্যপ্রকটিত হইয়াও তাঁহাদের সত্ত্বতত্ত্ব, মায়াধীশত্ব ও ঈশিতা রক্ষা করেন, তাহা জড়ভেদবাদী বুঝিতে অসমর্থ। জড়ভেদবাদী শক্তিপরিণামবাদ বুঝিতে পারেন না—চিন্তামণি হেমভার প্রসব করিয়াও কি প্রকারে তাহার স্বরূপের অবিকৃতত্ব রক্ষা করে, তাহা তাঁহার করণাপাটবদোষদুষ্ট হৃষীকের দ্বারা ধারণা করিয়া উঠিতে পারেন না। প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমান-খণ্ডনে আশ্রয়াসিদ্ধি, হেত্বসিদ্ধি বা স্বরূপাসিদ্ধি তথা বিরোধ, অনৈকান্তিক বা ব্যভিচারদোষ, কালাত্যয়োপদিষ্ট বা বাধদোষ, সৎপ্রতিপক্ষদোষ প্রভৃতি-দ্বারা শ্রীমদ্ আচার্য্যপাদ প্রচ্ছন্নজড়ভেদবাদীর মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। যাঁহারা জড়ভেদবাদী তাঁহারা 'বৈষ্ণব'-পদবাচ্য নহেন। অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ববস্তু শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর প্রতীতির অভাব হইতেই কিংবা ভগবান্‌কে চিদচিদ্ বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ-জ্ঞানের অভাব হইতেই দ্বিতীয়াভিনিবেশজ জড়ভেদবাদ উৎপত্তি লাভ করে। জীবকুলকে এই জড়ভেদবাদের করাল কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই সনাতনপুরুষ শ্রীভগবান্ অমিতবলশালী হনুমদ্ভীম-পবনাবতার শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞমধ্বাচার্য্যের দ্বারা শুদ্ধদ্বৈতবাদ প্রচার করাইয়াছিলেন; আবার অন্যদিকে শিবস্বামি-সম্প্রদায়ের জড়ভেদবাদোত্থ কেবলাদ্বৈতবাদরূপ ভ্রম অপনোদন বা অপবর্গপথের বিঘ্ন বিনাশের জন্য সর্ব্বজ্ঞ শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও তদনুগ শ্রীনৃসিংহচরণার্চ্চনপর শ্রীধরস্বামিচরণের দ্বারা শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রচার করাইয়া জড়ভেদবাদ নিরাস করাইয়াছেন। কেশবতনয় শ্রীল লক্ষ্মণদেশিকের শক্তি-সিদ্ধান্ত এবং শ্রীমন্নিম্বানন্দাচার্য্যের চিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদও জড়ভেদবাদের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তীক্ষ্ণধার পরশুস্বরূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন, সর্ব্বজ্ঞসূক্ত, পারিজাত-সৌরভ ও বোধায়নবৃত্ত্যনুসারী শ্রীভাষ্য সর্ব্বসম্বাদিনীর সর্ব্বচিৎসমন্বয়কারিণী বিশুদ্ধবৈজ্ঞানিকপ্রণালীতে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া 'অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত' নামক এক সুরম্যসৌধ-স্বরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। সেই সৌধাভ্যন্তরে অদ্বয়জ্ঞানব্রজেন্দ্রনন্দনের রত্নসিংহাসন, সম্মুখে 'অকিঞ্চনা শুদ্ধভক্তি' নাম্নী এক দ্যোতমানা দিব্যসুন্দরী শান্ত-দাস্য সখ্য-বাৎসল্য-প্রীতিপ্রেম-পঞ্চকের বৈয়াসকিবিরচিত উজ্জ্বলরস-পঞ্চপ্রদীপহস্তে আরাত্রিক-সেবায় অভিরতা। আর শ্রীমন্দিরের উচ্চচূড়ায় গভস্তিনেমীর হস্তভূষণ সুদর্শন ও সর্ব্বোপরি সেবাবিলাস-মলয়ানিলান্দোলিতা প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত-বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মানা।

সেই অদ্বয়জ্ঞানের নির্ব্বিলাস ও নিঃশক্তিক প্রতীতিই ব্রহ্ম। জড় মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট সূক্ষ্ম আত্মময় প্রতীতিই পরমাত্মা এবং অদ্বয়জ্ঞানের পূর্ণ সবিশেষ প্রতীতিই ভগবান। ঐশ্বর্য্যপ্রধান ভগবৎপ্রকাশের নামই কমলাপতি শ্রীনারায়ণ; আর মাধুর্য্য-প্রধান স্বয়ংরূপ ভগবদ্‌বিগ্রহের নামই রাধাকান্ত শ্রীকৃষ্ণ। ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি অঙ্গীভূত করিয়া শ্রীপতির সমস্ত ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য-ধর্ম্মের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া যিনি লীলাপুরুষোত্তমরূপে বিরাজ করেন, তিনিই স্বয়ংরূপ অদ্বয়বস্তু। সেই অদ্বয়তত্ত্বই যখন আবার অত্যন্ত করুণা-পরবশ হইয়া তাঁহার মাধুর্য্যধর্ম্মকে আশ্রয়-ব্যপদেশে প্রাভব-বৈভব-বিলাসময় ঔদার্য্য দ্বারা সমুজ্জ্বলিত করিয়া তাঁহার গোলোকস্থ নিত্য ঔদার্য্য-প্রকোষ্ঠ হইতে প্রপঞ্চে উদিত হন, তখনই তিনি আমাদের নিকট শ্রীরাধা-ভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর।

কিন্তু জড়ভেদবাদরূপ-ধূলি-ধূসরিত-লোচনে এই

অন্বয়জ্ঞানে জড়ভেদজ্ঞান উপস্থিত হয়। জড়ভেদবাদী কখনও বা ভগবদ্ভক্তগণের বিকৃত অনুকরণে নির্ব্বিশেষ-চিন্মাত্র-ব্রহ্মকে পুত্তলিকারূপে গঠন করিয়া উঁহাকে ভোগের বস্তুরূপে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হন, কখনও বা শুদ্ধসত্ত্বে প্রকটিত নিত্যস্বরূপবিগ্রহের অবতারকে ভোগের বস্তু মনে করিয়া স্বরাট্ বৈকুণ্ঠবস্তুকে ইচ্ছামত গঠন করিবার প্রয়াস প্রদর্শন করেন, কখনও বা অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে পরিচ্ছিন্ন মনে করিয়া জড়ভেদজ্ঞানের অভিজ্ঞতা হইতে অনুমিতি সাধনপূর্ব্বক ঈশ্বরসাযুজ্যকে আলিঙ্গন করিতে চান, কখনও আবার হিরণ্যগর্ভ বা বৈরাজান্তর্যামী মহাবিষ্ণুর উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া প্রাকৃত বিরাট্‌রূপে আত্মহারা হইয়া পড়েন। কখনও 'অভ্যুদয়কে' 'নিঃশ্রেয়স' 'অপূর্ব্ব'কেই 'ঈশ্বর', অপ্রমেয় বস্তুকে প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজনাদি ষোড়শ পদার্থের অধিগম্য বস্তু অথবা অপ্রাকৃত বস্তুকে জহৎস্বার্থা, অজহৎস্বার্থা, নিরূঢ়া বা আধুনিকাদি লক্ষণার অধিগত বস্তু মনে করিয়া থাকেন, কখনও বা ব্যূঢ়-বিকল্পা বা তরঙ্গরঙ্গিণীরূপা অনিষ্ঠিতা সাধনক্রিয়াকে কামানুগা সাধনভক্তির সহিত সমান স্থান করেন, কখনও ঔদার্য্যে মাধুর্য্য-ভ্রম করেন, কখনও প্রাতীতিক জ্ঞানকে বাস্তবিক, কখনও কর্ম্মিজ্ঞানীর সত্ত্বাভাসজ বা রত্যাভাসজ ভাব কিংবা পিচ্ছিলচিত্ত বা অভ্যাস-পরায়ণজনের নিঃসত্ত্ব ভাবকেই দীপ্ত-উদ্দীপ্তাদি অষ্টসাত্ত্বিক বলিয়া বিবর্ত্তে পতিত হইয়া জড়ভেদবাদী 'প্রাকৃত সহজিয়া' প্রভৃতি নাম ধারণ করেন।

সুসূক্ষ্ম বিচারপরায়ণ সুধীবৃন্দই একমাত্র উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে গৌরনাগরী উপরি-উক্ত জড়ভেদ-বাদের বহুতরঙ্গভঙ্গের বিবর্ত্তে পতিত হইয়া কিরূপে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন। গৌরাঙ্গনাগরীর কৃষ্ণে ও গৌরসুন্দরে ভেদবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। ভেদধিক্কারকারী অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের তত্ত্ব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলে চিদ্রাজ্যে কখনই জড়ের ব্যবধান উপস্থিত হইতে পারে না। ঔদার্য্যবিগ্রহ দ্বিজকুলাধিরাজপতি শ্রীগৌরসুন্দরকে বিপ্রাদি-পরপত্নী-রত লম্পট না সাজাইতে পারিলে শ্রীগৌরসুন্দরের কিছু অভাব থাকিয়া যায়, এইরূপ জড়ভেদবাদোত্থ অভিজ্ঞতার অনুমিতি হইতে মহাভাববিগ্রহচিত্ত গৌর-সুন্দরকে যে নাগর বা রসরাজ সাজাইবার প্রযত্ন হইয়াছে, তাহা জড়ভেদবাদীর অত্যন্ত 'মোটা বুদ্ধি'র পরিচয় মাত্র। এই জড়ভেদবাদী শ্রীগৌরশ্যামের অচিন্ত্য-ভেদাভেদের পরম-রহস্যটি বুঝিতে পারেন না। গৌরনাগরীর বুদ্ধি জড়ভেদবাদে বিজড়িত হওয়ায় তিনি কিছুতেই ধারণা করিতে পারেন না যে, শৃঙ্গাররসরাজ শ্রীশ্যামসুন্দরই ঔদার্য্যলীলা প্রকট করিবার জন্য মাধুর্য্যকে স্বয়ং ঔদার্য্য দ্বারা গ্রহণ করিবার লীলা-প্রদর্শনোদ্দেশে রসরাজ স্বরূপের ভাব ও কান্তিকে মহাভাব-স্বরূপের ভাব ও কান্তি দ্বারা সম্পূর্ণভাবে সুবলিত করিয়া শ্রীগৌরসুন্দররূপে লীলা প্রকটকারী। শ্যামগোপরূপের সর্ব্বাঙ্গ যখন কাঞ্চন-পঞ্চালিকার গৌরকান্তিতে আবৃত, তখনই শ্রীশ্যামরায়—শ্রীগৌরসুন্দর। আবার দ্বিজরাজ গৌরসুন্দরই যখন গোপেন্দ্রসুতরূপে লীলাপ্রকটকারী তখন তিনি অপ্রাকৃত শৃঙ্গার-রসরাজবিগ্রহ ধীরললিতনায়ক নন্দনন্দন। 'গৌর' 'কৃষ্ণ' উভয়ই স্বয়ংরূপবিগ্রহ, উভয়ই নিত্য, অর্থাৎ 'গৌর' 'কৃষ্ণে'র প্রকাশ বা বিলাস নহেন, কিম্বা 'কৃষ্ণ'—আগে, 'গৌর'—পরে, এরূপও নহেন। গোলোকে মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য প্রকোষ্ঠে উভয় লীলা নিত্যকাল বিরাজিত এবং ব্রহ্মাণ্ডেও সেই গোলোকস্থ লীলাদ্বয়েরই অবতরণ। "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ"—এই কথাটির তাৎপর্য্য জড়ভেদবাদী বুঝিতে না পারিয়াই নানাপ্রকার উৎপাত উপস্থিত করিয়াছেন। যেরূপ মাধুর্য্যবিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রে মাধুর্য্য-ধর্ম্মেরই সম্প্রকাশ, কিন্তু তাই বলিয়া কৃষ্ণে ঔদার্য্যের অস্তিত্ব নাই, কিংবা লীলাপুরুষোত্তম-স্বয়ংরূপ নন্দনন্দন কৃষ্ণে যখন প্রাকৃত নীতির অভাব পরিলক্ষিত হয়, তখন কৃষ্ণ অপূর্ণ—এরূপ কল্পনা করা যেরূপ অর্ব্বাচীনতা, তদ্রূপ যে মাধুর্য্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণেরই গৌর-স্বরূপে ঔদার্য্য-ধর্ম্ম সম্প্রকাশিত, তাহাতে মাধুর্য্য-ধর্ম্মের অস্তিত্ব নাই, এরূপ অনুমিতিও স্থূলবুদ্ধির পরিচায়ক। জড়ভেদবাদীর স্থূল হইতে স্থূলতর বুদ্ধি এই কথাটি বুঝিয়া উঠিতে পারেন না যে, যেখানে ঔদার্য্যের অভিমান সেখানে আশ্রয়মুদ্গতমাধুরী বিষয়বিগ্রহসহ অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তাঁহাতে সেই লীলায় মাধুর্য্যের অভিমান অপ্রকাশিত কিম্বা যেখানে আশ্রয়ালম্বনের অভিমান সেখানে বিষয়া-লম্বনের অভিমান অব্যক্ত। আবার যেখানে বিষয়ালম্বনের অভিমান, সেখানে আশ্রয়ালম্বনের অভিমান অপ্রকাশিত। বিষয়ালম্বনের, আশ্রয়ালম্বনের অভিমানেই কৃষ্ণ শ্রীগৌরস্বরূপে

প্রকটিত। আবার আশ্রয়ালম্বনের বিষয়ালম্বনের অভিমানেই গৌর নিত্যব্রজনাগর নন্দনন্দনরূপে উদিত।

বিশ্লেষণকারী লিখিয়াছেন,—"শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সমর্চ্চন সর্ব্বভাবে আবশ্যক।" কিন্তু বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে বিশ্লেষণকারীর 'সমর্চ্চন' শব্দটী কতটুকু অস্তিত্বসংরক্ষণ করিবে, তাহাই বিবেচ্য। জগদ্‌গুরু শ্রীগৌরসুন্দরের বৈধ পত্নীর অর্চ্চন অবশ্য কর্ত্তব্য। বৈধমার্গে গৌরভক্তগণ গৌর-নারায়ণ ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অর্চ্চন অবশ্যই করিবেন, নতুবা তাঁহাকে বৈষ্ণবপদ হইতে শুদ্ধবৈষ্ণব সমাজ খারিজ করিবেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে আমাদিগকে প্রেমভক্তি-প্রদাত্রী প্রেমভক্তি-স্বরূপিণীর 'সমর্চ্চন' করিতে হইবে, 'সমর্চ্চনে'র নাম করিয়া ভবা-ভর্ত্তৃত্বাভিমান বা বিষ্ণুবস্তুতে ভোগবুদ্ধি করিতে হইবে না। অর্থসংগ্রহ, দগ্ধোদর-পরিপালন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভ্রাতৃবংশ্য বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক পুত্তলিকা-প্রদর্শনীর ন্যায় বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রদর্শনী (?) খুলিবার চেষ্টা কখনও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার "সমর্চ্চন" নহে, উহা বিষ্ণুর প্রিয়াকে ভোগ (?) করিবার দুর্ব্বুদ্ধি বা বিশ্রবানন্দনের সমধর্ম্মিতা। কলিকাতা সহরের মটোর বাসের (Motor Bus) নাম কেহ কেহ 'বিষ্ণুপ্রিয়া', 'লক্ষ্মীজনার্দ্দন' প্রভৃতি কত কি রাখিয়াছেন। যাহারা বিষ্ণুপ্রিয়াকে (?) তাহাদের যানস্বরূপে কিংবা ভোগের ইন্ধনসংগ্রহ করিবার বস্তুরূপে পরিণত করিয়াছেন কিম্বা মোহিনী, কামিনী, রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি প্রাকৃত ভোগ্য নামের ন্যায় নাম ও নামীর মধ্যে পরস্পর ভেদ বা অভেদ আছে জানিয়া 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নামটাকেও তদ্রূপ আভিধানিক শব্দ মাত্র মনে করিয়াছেন, তাহারা কি বিষ্ণুপ্রিয়ার সমর্চ্চন করিতেছেন? আবার যাঁহারা জড়ভেদবাদী পৌত্তলিকগণের ন্যায় কল্পনা-প্রভাবে বিষ্ণুপ্রিয়ার 'কাঞ্চনা' নাম্নী সখী সৃষ্টি করিয়া উঁহাকে কীর্ত্তনরস-প্রমত্ত শ্রীগৌরসুন্দরের ইন্দ্রিয়তর্পণে বাধা জন্মাইবার জন্য শ্রীবাসঅঙ্গনে প্রেরণ করেন, তাঁহারা কি বিষ্ণুপ্রিয়ার সমর্চ্চনকারী? গৌরসুন্দরের প্রেমভক্তিপ্রদানলীলার সহায়কারিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতা কি কখনও শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তনানন্দে বাধাপ্রদানকারিণী হইতে পারেন? আর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া যদি শ্রীরাধিকাই হন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ একমাত্র শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর জন্য রাসস্থলী পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমতীর অন্বেষণে ধাবিত হইয়াছিলেন, শ্রীগৌরসুন্দর তদ্বিপরীত লীলা প্রদর্শন করিয়া অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে স্বমন্দিরে রাখিয়া কেনই বা অভিন্ন-রাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্ত্তনানন্দে মত্ত থাকেন? আর কাঞ্চনা প্রভৃতি কাল্পনিক কামিনী কোন সিদ্ধান্তানুযায়ীই বা বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরকে আনয়ন করিতে শ্রীবাস-অঙ্গনে গিয়া উপস্থিত হন? কাঞ্চনা কি শ্রীবাসের শাশুড়ীর দশা অবগত নহেন? অতএব কাঞ্চনা প্রভৃতি কাল্পনিক নায়িকা কি পৌত্তলিক গৌরনাগরীর কল্পনা-প্রসূতা পুত্তলিকামাত্র নহে? শ্রীগোস্বামিপাদগণ কি এরূপ কল্পনাপ্রভাবে কৃষ্ণলীলা গ্রথিত করিয়াছেন? বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধবাদি নাটকে কিম্বা কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ যে সকল রাধাপ্রিয় সখীগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কি ঐরূপ কল্পনাজাত? কল্পনাজাত বস্তুই পুত্তলি এবং কল্পনাকারীই পৌত্তলিক। যদি শ্রীগৌরসুন্দরকে শৃঙ্গাররসরাজ মূর্ত্তিরূপে প্রকাশ করাই গৌররসরসিকগণের সিদ্ধান্ত হইবে, তাহা হইলে গৌররস-রসিক আচার্য্যপাদগণ কিম্বা শ্রীরায় রামানন্দ, নরহরি সরকার ঠাকুর প্রভৃতি গৌরশক্তিগণ তদ্বিষয়ে লীলাগ্রন্থ প্রচার করিলেন না কেন? শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের "শ্রীভজনামৃতে" ঐরূপ কল্পনার প্রভাবত' দেখা যায় না, তবে কি ভোগোত্থ কল্পনার ছাঁচে গড়া পুত্তলি-পূজাই অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-তর্পণই গৌরনাগরীর মতে বিষ্ণুপ্রিয়া-সমর্চ্চন?

বিশ্লেষণকারী লিখিয়াছেন,—"ভক্তবরেণ্য সর্ব্ব-সভাজন-ভাজন শ্রীভক্তিবিনোদ মহাশয় এই কালে সর্ব্বপ্রথমে মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ধামে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণববৃন্দকে ধন্য করেন ও কণ্টক-কোটীরুদ্ধ ভক্তিমার্গকে নিষ্কণ্টক করিয়া ভ্রমবাত্যাপরাঙ্মুখ জীবের চিত্তভ্রমরকে শ্রীগৌরাঙ্গের যুগল-পদারবিন্দ-মকরন্দপানের সৌভাগ্য প্রদান করেন"। বিশ্লেষণকারীর উক্তবাক্যে ইতিহাস ভ্রম হইয়াছে। প্রায় তিনশত-বৎসর পূর্ব্বে শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম শ্রীখেতরি গ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল শ্রীমূর্ত্তির সেবা প্রচার করেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পূর্ব্বাচার্য্যের আদর্শ অনুসরণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ ভিটায় শ্রীমায়াপুরে মহাযোগপীঠে প্রকটকাললীলোচিতা শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবা

প্রকটিত করেন। শ্রীপাট খেতরিগ্রামে শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত (১) গৌরাঙ্গ, (২) বল্লবীকান্ত, (৩) শ্রীকৃষ্ণ, (৪) ব্রজমোহন, (৫) রাধারমণ, ও (৬) রাধাকান্ত—এই ছয় শ্রীবিগ্রহের যুগলসেবা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন, তবে কালপ্রভাবে তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের হস্তে পতিত হইয়া ষট্ শ্রীবিগ্রহের অন্যতম শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তিটি শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছেন। যাহা হউক, শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ই শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীমূর্ত্তি সেবা প্রচার করেন।

বিশ্লেষণকারী আরও লিখিয়াছেন,—"যাঁহারা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের স্থাপিত গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া যুগলের পূজনকে অবহেলন করেন, অর্থাৎ অনুচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদের যে শেষে শ্রীমন্মহাপ্রভুতে ঘোর অপরাধ হইবে তাহা সম্ভবপর।" বিশ্লেষণকারীর এই কথা আমরাও সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি, তবে গৌরসুন্দরকে সম্ভোগ-বিগ্রহ রসরাজ-নাগর সাজাইয়া এবং বিষ্ণুপ্রিয়াকে নাগরী-শিরোমণি সাজাইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণার্থ যে কল্পিত গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার অর্চ্চনপদ্ধতি সৃষ্টি করা হয়, তাহা কখনই শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার সমর্চ্চন প্রণালী নহে। উহা গৌরভোগবাদ মাত্র। অদ্যাপি শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীযোগপীঠে শুদ্ধভাবে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়াযুগল সমর্চ্চিত হইতেছেন এবং গৌর-চরণাশ্রিত শুদ্ধভক্তমাত্রেই শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার সমর্চ্চন করিয়া থাকেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীউপদেশামৃতের অনুবৃত্তির পরিশিষ্টে লিখিয়াছেন,—

ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, নাশিয়া জগৎভ্রম,
বসাইল গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া।
মহাজন-পথ ধরি, রাধাকৃষ্ণ সদা স্মরি,
ব্রজে ভজে নিজ হিয়া দিয়া॥
প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী, রাধাকৃষ্ণ-গৌরবিণী,
নারায়ণী—বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী।
লক্ষ্মীদেবী—লক্ষ্মীপ্রিয়া, নীলাদেবী—ধাম হিয়া,
তিন শক্তি রাধাকৃষ্ণ সেবি॥
গোপী-অনুগত হয়ে, মানসে সেবিল ত্রয়ে,
রাধাকৃষ্ণ গৌর-ভগবানে।
এবে যে নূতন মত, নাগরিয়া কল্পিত,
ভক্তির নাশক ভক্ত মানে॥
ভকতিবিনোদ নিজ, প্রভুপদ-সরসিজ,
আপনে জানিয়া গৌরভৃত্য।
নরোত্তম পদ স্মরি, মায়াপুরে প্রিয়াহরি,
বসাইল জানি নিজ কৃত্য॥

দিব্যসূরি শ্রীল জগন্নাথ ও তদনুগ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৈধমার্গীয় ভক্তগণের জন্য নবধাভক্তিস্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অর্চ্চনের অত্যাবশ্যকতা প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কখনও বলেন নাই যে, শ্রীনারায়ণের শ্রী-ভূ-লীলাশক্তির অন্যতমা বিষ্ণুপ্রিয়া ভূ-শক্তিস্বরূপিণী নহেন, তিনি শ্রীমতী রাধিকা। তাঁহারা এইরূপ মতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামী বলিয়াছেন যে, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিই ব্রজ-লীলার বৃষভানুরাজা এবং শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ব্রজলীলার বার্ষভানবী। একদিকে যেমন, যাঁহারা শ্রীগৌর-নারায়ণের বৈধপত্নী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর বৈধমার্গে সমর্চ্চন অস্বীকার করেন, তাঁহারা প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া অর্থাৎ নবধা-ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধী, শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের চরণে অপরাধী ও বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূলপুরুষ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরণে অপরাধী, তদ্রূপ যাঁহারা বৈধপতিপত্নীভাবকে নাগরী বা সাপত্ন্যভাব কল্পনা করেন, তাঁহারাও ভক্তির পাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত। 'দাড়িওয়ালা' বাউল প্রকৃতির কতিপয় লোক যখন গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-পূজাকে রাধাকৃষ্ণসেবা মনে করিয়া ভ্রান্ত হইয়াছিলেন, তখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দুঃসঙ্গ জ্ঞানে তাহাদিগকে কৌশলে দূরে রাখিয়াছিলেন। তাই ঠাকুর শ্রীজৈবধর্ম্মে লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণ নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া একটি পৃথক ভজনলীলা দেখাইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে 'নবদ্বীপনাগর' মনে করিয়া ব্রজভজন পরিত্যাগ করিও না।" (জৈবধর্ম্ম ৬২১ পৃঃ ৩য় সংস্করণ)

শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ আরও লিখিয়াছেন,—"গৌরাঙ্গের যুগল দুইপ্রকার—অর্চ্চনমার্গে একপ্রকার ও ভজনমার্গে অন্যপ্রকার। অর্চ্চনমার্গে শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া পূজিত হন; ভজনমার্গে শ্রীগৌরগদাধর। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীকে ভক্তগণ সাধারণতঃ ভূশক্তি বলিয়া বলেন। তত্ত্বতঃ

তিনি হ্লাদিনীসারসমবেত-সম্বিৎশক্তি, অর্থাৎ ভক্তি-স্বরূপিণী—শ্রীগৌরাবতারে শ্রীনামপ্রচারের সহায়রূপে উদিত হইয়াছিলেন। শ্রীনবদ্বীপধাম যেরূপ নবধাভক্তি-স্বরূপ নয়টি দ্বীপ, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ও তদ্রূপ নবধাভক্তির স্বরূপ।" (জৈবধর্ম ৩য় সংস্করণ ২৬২ পৃঃ)

বিশ্লেষণকারী যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে "সিদ্ধান্তবিৎ" ও "শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পরমান্তরঙ্গ ও শ্রীগৌরাঙ্গভক্তবৃন্দের আদর্শ মহাপুরুষ" বলিয়া তাঁহার প্রবন্ধ মধ্যে স্বীকার করিয়াছেন। সেই সিদ্ধান্তাচার্য্য কখনও সিদ্ধান্তবিরোধ করিয়া প্রেমভক্তিপ্রদাত্রী, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে 'নাগরী' বা 'চতুরা রমণীর অগ্রগণ্যা' বলিয়া জগতে অপরাধসঙ্কুলসিদ্ধান্ত প্রচার করেন নাই।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সাক্ষাৎ বিপ্রলম্ভস্বরূপা। শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল ও শ্রীমদ্ভক্তিরত্নাকরের নিম্নলিখিত লেখনী হইতেই তাহা প্রমাণিত হইবে। সন্ন্যাসলীলা প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে যে বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহাতে সুস্পষ্টরূপে মহেশ্বরীর স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে—

"তোর নাম **বিষ্ণুপ্রিয়া, সার্থক করহ ইহা,**
মিছা শোক না করিহ চিতে।
এ তোরে কহিল কথা, দূর কর আন-চিন্তা,
মন দেহ কৃষ্ণের চরিতে॥
আপনে ঈশ্বর হঞা, দূর করে নিজ মায়া
বিষ্ণুপ্রিয়া পরসন্নচিত।
দূরে গেল দুঃখ-শোক, আনন্দে ভরল বুক,
চতুর্ভুজ দেখে আচম্বিতে॥"
(শ্রীচৈতন্যমঙ্গল মধ্য খণ্ড)

* * *

"কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন।
কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর শরীরপ্রায় ক্ষীণ॥
হরিনাম-সংখ্যা পূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সে তণ্ডুল পাক করি প্রভুকে অর্পয়॥
তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র করয়ে ভক্ষণ।
কেহ না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন॥"
(শ্রীভক্তিরত্নাকর চতুর্থ তরঙ্গ)

বৈষ্ণব পরম বঞ্চক। বঞ্চক বলিতেছি কেন, যেহেতু তিনি জগতের কনককামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ অসৎসঙ্গী ব্যক্তিগণকে কৌশলে দূরে রাখেন। যাহাতে তাহারা তাঁহার ভজনের বিঘ্ন জন্মাইতে না পারে তজ্জন্য ভজনচতুর বৈষ্ণব তাঁহার কৌশলটিও আবার অসৎব্যক্তিগণকে জানিতে দেন না। অসৎব্যক্তিগণ বাহ্য দৃষ্টিতে বৈষ্ণবের অতি সন্নিকটে উপস্থিত হইলেও, এমন কি সদ্বিধভাবে পরস্পর সঙ্গ করিতেছেন, দেখা গেলেও উভয়ের মধ্যে একটি মহাপরিখা-বিরজা ব্যবধান থাকে। একজন দেবীধামে, আর একজন বিরজা ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন। যাহারা বঞ্চিত বা বঞ্চিত হইবার জন্যই অভিলাষী, সেইরূপ ব্যক্তির নিকট বৈষ্ণব কখনও নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন না। ভজনচতুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মাতাল, সহজিয়া প্রভৃতিকে 'বড় ভক্ত' বলিয়া প্রশংসা করিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিতেন, জাতিগোস্বামীকে তাঁহাদের অভীপ্সিত উচ্চ আসন প্রদানপূর্ব্বক এবং মায়াবাদী নাস্তিক, কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত প্রভৃতিকে বহুবিধভাবে প্রতিষ্ঠা দিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার পাদকমলের সুশীতল ছায়া হইতে কোটি যোজন দূরে রাখিতেন, কিন্তু উহা তাঁহাদিগকে জানিতে দিতেন না। ঐ সকল ব্যক্তি বৈষ্ণবের নিকট হইতে কনককামিনী-প্রতিষ্ঠা-নিমগ্ন হইয়া নিজদিগকে বড়ই গৌরবান্বিত মনে করিতেন এবং বঞ্চিত হইতেন; কিন্তু তাঁহারা যে শূন্য অঞ্চলে গ্রন্থিবন্ধন করিয়াছেন অর্থাৎ বঞ্চিত হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিতেন না। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ বা শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ প্রমুখ ভজনচতুর বৈষ্ণবচূড়ামণি-গণকে প্রাকৃত সহজিয়াগণ—বঞ্চিত ব্যক্তিগণ অনেক সময়েই তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের অনুমোদনকারী বলিয়া ভ্রান্ত হইতেন।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুগতাভিমানী পরলোকগত শিশির বাবু—যিনি শ্রীচৈতন্যভাগবতকে তাঁহার হৃদয়ের বস্তু মনে করিতেন, তিনিই বা কি প্রকারে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শ্রীগৌরকিশোরকে 'নাগর' বলিয়া কল্পনা করিবেন, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না, তবে পরবর্ত্তিকালে কোন কোন ব্যক্তি হয়ত, মহাত্মা শিশির বাবুকে লোকলোচনের

নিকট হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্যই তাঁহার নাম দিয়া ঐরূপ অপসিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া থাকিতে পারেন। বর্ষীয়ান্ শ্রীযুক্ত সার্ব্বভৌম গোস্বামী মহারাজের লেখনী হইতেও কেহ এরূপ লেখক 'শিশিরকুমারের বিদ্বেষ বা সিদ্ধান্তবিৎ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রচারিত সত্যের 'প্রতিকূল বিচার, আশা করেন নাই। আমাদের খুব বিশ্বাস, এরূপ বৈষ্ণবসুসিদ্ধান্তবিদ্বেষমূলক প্রবন্ধ বৃদ্ধিমান্ প্রবীণ পণ্ডিত শ্রীসার্ব্বভৌম মহাশয়ের লেখনী প্রসূত নহে। আর যদি তাঁহার লেখনীপ্রসূতই হয়, তবে শ্রীমল্লোকনাথ-গোস্বামি-বংশ্য পণ্ডিত শ্রীপাদ রমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী মহাশয় আর্ত্তিলিপিতে যে কথা লিখিয়াছেন, সেইরূপ কোন কারণ বশতঃই হইবে।

শ্রীল ঠাকুরের পত্রাবলী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৯শ সংখ্যার পর)

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীমান্ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জের মহান্ত শ্রীগৌড়-দাসকে সঙ্গে লইয়া মথুরায় আগমন করেন। শ্রীগৌড়-দাসের সহিত মুন্সী মুন্নালাল, কিশোরপুরার শ্রীকৃষ্ণগোপাল দীক্ষিত এবং মহান্তের হৃদয়বন্ধু শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শর্ম্মা পণ্ডিত জগন্নাথ নামক সুপ্রসিদ্ধ উকীলের সহিত পরামর্শ করিতে আগমন করেন। মহান্ত শ্রীগৌড়দাস পণ্ডিত জগন্নাথ প্রসাদকে তাঁহার পক্ষ হইতে একখানি অর্পণনামা মুসুবিদা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। পণ্ডিত জগন্নাথ প্রসাদের পরামর্শমত শ্রীগৌড়দাস অর্পণনামার পরিবর্ত্তে তম্লিক-নামা অর্থাৎ স্থায়ী বন্দোবস্তনামের মুসুবিদা করিবার জন্য উকীলমহাশয়কে অনুরোধ করেন। তদনুসারে নিম্নলিখিত মুসুবিদা উর্দ্দু ভাষায় লিখিত হইয়া শ্রীগৌড়দাস পরমানন্দের সহিত স্বাক্ষর সংযোগ পূর্ব্বক রেজেষ্ট্রী করিতে গেলে রেজেষ্ট্রী আফিস বন্ধ থাকায় সে দিবস রেজেষ্ট্রী হইল না। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবাবু ও অপ্রাকৃতপ্রভু ইংরেজী ভাষায় দলিলের মুসুবিদা হইবার প্রস্তাব করেন তাহাতে শ্রীগৌড়দাস বলিলেন আমি উর্দ্দু ভাষা ভাল বুঝিতে পারি সুতরাং দলিলের মুসুবিদা উর্দ্দু ভাষায় হওয়া আবশ্যক। উর্দ্দু ভাষায় দলিল লেখা হইলে এপক্ষের প্রার্থনামত পণ্ডিত জগন্নাথপ্রসাদ ইংরাজী অনুবাদ করিয়া উহাদের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিলেন। শ্রীগৌড়দাস আপনা হইতেই বলিলেন যে, আমি দলিলের মর্ম্ম বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়াছি। সেবার সকল ভার আপনাদিগের থাকিল এবং বাড়ী মেরামতের চিন্তা ও ঠাকুর সেবার জন্য অর্থ চিন্তা আজ হইতে আর আমার করিতে হইবে না। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবাবু মাসিক ১৫৲ পনর টাকা ও আমার থাকিবার একটি ঘর দিবার কথা উল্লেখ করিয়া যে দলিল দিতেছেন উহার জন্য ও আমি দাবী করিতেছি না। তথাপি আমার পরামর্শদাতৃগণের ইচ্ছামত উহা লইতেছি মাত্র। আপনাদিগের সহিত আমার কোন দিন মনের অমিল হইবে না। সুতরাং আপনাদের ঐ প্রকার দলিলের কোনও প্রয়োজন নাই। শ্রীগৌড়দাস উকীল বাবুকে আরও বলিলেন যে আমি এই প্রকার দলিল সম্পাদন করিয়া ভাল করি নাই কি? উকীল বাবু বলি-লেন যে, একভিলও অন্যায় করেন নাই, উহাই করা আপনার ঠিক হইয়াছে। আপনি যখন দেবালয় মেরামত করিয়া রাখিতে পারিবেন না এবং সেবা পূজাদি চালাইতে পারিবেন না, তখন এইরূপ উপযুক্ত হস্তে সেবাভার দেওয়াই সমীচীন। গৌড়দাস শ্রীবৃন্দাবনে ফিরিয়া গেলেন। পর দিবস রবিবার দলিল রেজেষ্ট্রী হইল না। তৎপর দিবস শ্রীগৌড়দাস আনন্দচিত্তে শ্রীরামচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া সব-রেজিষ্ট্রারের নিকট উপস্থিত হইলেন। লেখক মুন্নালালও তথায় উপস্থিত থাকিলেন। সবরেজিষ্ট্রার সাহেব উর্দ্দু দলিলদ্বয় সমস্ত পাঠ করিয়া শ্রীগৌড়দাসকে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিলেন। শ্রীগৌড়দাস বিশেষ আনন্দ ও উৎফুল্লচিত্তে দলিলটীর রেজেষ্ট্রী কার্য্য সম্পাদন করিলেন। শ্রীগৌড়দাস দলিল বিষয় সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন জানিয়া সব-রেজিষ্ট্রার সাহেব তাঁহার উপস্থাপিত দলিল রেজেষ্ট্রী করিলেন। গৌড়দাস কিশোরপুরার স্বর্গীয় ব্রজকিশোর দীক্ষিতের নিকট এবং তাহার পুত্রদ্বয় গোপীনাথ ও কৃষ্ণগোপাল দীক্ষিতের নিকট তাহার নিজের দুরবস্থা ও ঠাকুরের সেবা চালাইতে অসমর্থতা জানাইয়া তাহার কুঞ্জের সকল ভার লইবার প্রস্তাবনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেই অনুরোধবশে আমাদের ভারতবর্ষীয় তীর্থ পর্য্যটন স্থগিত

করিয়া কয়েক দিবস গৌড়দাসের অনুরোধ রক্ষা করিতে ব্যস্থিত হইল। শ্রীচৈতন্যমঠের কৃত্য বিভিন্নস্থানে প্রাচীন সেবা সংরক্ষণ। সুতরাং এই শ্রীব্রজমোহনের কৃপায় সেই সেবাকার্য্যের ভার শ্রীচৈতন্যমঠের ভক্তগণ গ্রহণ করিলেন। শ্রীগৌড়দাসের হস্তে শ্রীব্রজমোহনের সেবার নিতান্ত দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল। সেই লোকটী পরবুদ্ধিদ্বারা চালিত হইয়া সেবা কার্য্যে নিতান্ত অসমর্থ হইয়াছিল এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবের শুদ্ধাচার হইতে ভ্রষ্ট হইতেছিল। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের পরামর্শ অনুসারে গৌড়দাসের ভগবৎ-সেবা-প্রবৃত্তি ক্রমশঃ ন্যূন হইতে পারে বিবেচনা করিয়া আমরা শ্রীবিগ্রহের সেবা ভার গ্রহণে স্বীকৃত হইলাম এবং সে অসৎ স্ত্রী ও পুরুষলোকদিগের কথায় ধর্ম্মহীন হইয়া পড়ে বলিয়া তাহাকে পরমার্থ পথে চলিবার জন্য ও সাধুসঙ্গ লাভের পথে যাইবার সুযোগ দিতেছিলাম। সেই দিবস মথুরায় কংস-বধ-লীলার অভিনয় হইয়াছিল। বলবান্ চৌবে মহারাজগণ প্রত্যেকে এক একখণ্ড বৃহৎ লগুড় হস্তে লইয়া আমাদের বাসার নিকটস্থ কংসটীলায় কংস বধ করিবার জন্য এবং কংসের হাড় মাংস সংগ্রহ কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ দেখাইতে লাগিলেন। বহুলোকের তথায় সমাবেশ হইল। শ্রীকৃষ্ণ ও রাম একটী হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া মথুরা-বাসী চৌবেগণকে কংস বধ করাইতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণগোপাল দীক্ষিতের শ্বশুর মহাশয় মথুরার একজন প্রধান ব্যক্তি। তিনি আমাদিগকে বিশেষ যত্ন করাইয়া তাঁহার বাটীতে বসাইলেন ও গৃহে সাধুসমাগমে তাঁহার চিত্তের বিশেষ উল্লাস পরিলক্ষিত হইল।

শ্রীচৈতন্যমঠের পক্ষ হইতে শ্রীগৌড়দাসের হস্ত হইতে শ্রীকৃষ্ণগোপাল দীক্ষিত মহাশয়কে শ্রীনৃসিংহ দাস কুঞ্জের সেবাভার দিবার জন্য ব্যবস্থা করা হইল। শ্রীমন্দিরের সেবাভার গ্রহণ করিয়া দ্বাদশী দিবসে কুঞ্জ-ভার গ্রহণ উৎসব ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ স্থাপন উৎসব করিবার সকল উপদেশ দেওয়া হইল। তদনুসারে তিনি সেই সকল ব্যবস্থা করাইলেন ও শত ব্রজবাসী ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব নিমন্ত্রণ করিলেন।

আমরা প্রাতঃকালে শ্রীমথুরা হইতে কুশীকল্যাণে যাত্রা করিলাম। ট্রেণে অধিক ভিড় ছিল না। তথায় নামিয়া শ্রীকীর্ত্তনানন্দের ব্যবস্থা মত তিন খানি একা সংগ্রহ করিয়া আমরা কশিকল্যাণ হইতে শ্রীযাবটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথে জল কাদা থাকায় মোটর বা লরিযান গ্রহণ করিতে পারা যায় নাই। শ্রীযাবট, উচ্চ টীলার উপর শ্রীঅভিমন্যু মল্লের গৃহ দর্শন করিলাম। সেখানে জটিলা, কুটীলার মূর্ত্তি এবং শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা দর্শন করিলাম। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ডিপাদের লিখিত—

> বংশী করান্নিপতিতা স্খলিতং শিখণ্ডং
> ভ্রষ্টঞ্চ পীতবসনং ব্রজরাজসূনোঃ
> যস্যাঃ কটাক্ষ-শরঘাত বিমূর্চ্ছিতস্য
> তাং রাধিকাং পরিচরামি কদা রসেন॥

—শ্লোকের উদ্দিষ্ট অট্টালিকার শিখরদেশে আরোহণ পূর্ব্বক নন্দগ্রামের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। শ্রীধামের অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণলীলার উদ্দীপনের সম্পূর্ণ সহায়, ভোগময় পৌত্তলিকতাবর্জ্জিত চিন্ময় ভাবের বেগময়ী স্রোতস্বতী ভক্তগণের চিত্তে প্রবহমানা হইতে লাগিল। আমরা ক্রমশঃ ব্রজগোপীগণের গৃহে তক্র প্রভৃতি প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদের প্রচুর স্নেহের ভাজন হইলাম। ব্রজ-গোপীগণের বাৎসল্য ও পালনী শক্তি অনির্ব্বচনীয়া। ব্রজেন্দ্রনন্দনের অপার করুণাবলে ব্রজবনিতাগণ শ্রীবার্ষ-ভানবীর হৃদগত কৃষ্ণান্বেষণপরা চেষ্টা-বিশিষ্টা হইয়া পাল্য-জনে অপ্রতিহতা করুণা বিস্তার করিতে সর্ব্বদা রতা। এই-রূপ স্নেহ জগতে একটী বিরল ব্যাপার। তত্তৎস্থান প্রভাব বলিয়াই আমি ক্ষান্ত হইতেছি। আমরা শ্রীযাবট হইতে শ্রীনন্দগ্রামে গেলাম। পথিমধ্যে গাজীপুর প্রভৃতি কয়েকটী বর্দ্ধিষ্ণু পল্লী ও দেবমন্দিরাদি আমাদের দৃষ্টিপথে সমাগত হইল। শ্রীনন্দগ্রামের দেবসেবা ও উচ্চ পর্ব্বতো-পরি অবস্থিত। এখানে ব্রজবাসী পাণ্ডার উৎপাত বড় বেশী। শ্রীনন্দগ্রাম হইতে আমরা শ্রীবৃষভানুপুরীর দিকে অগ্রসর হইলাম। সেখানেও পাণ্ডা শ্রেণীর উৎপাত অত্যন্ত বেশী বোধ হইল। যে কয়েকটী গৃহত্যাগীপ্রতিম কৌপীনধারীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল, তাঁহারা কেহ বা কৃষ্ণসেবার আবরণে দুগ্ধের প্রত্যাশাও সুরভিগণের তৃণ-সংগ্রহে ব্যস্ত। পরমার্থবিষয়ে মনোযোগ অল্পই দৃষ্ট হইল। কেহ বা ছড়া গানে প্রমত্ত থাকিয়া শ্রীবার্ষভানবীর কৈঙ্কর্য্য হইতে বিভিন্ন পথে ধাবিত। কেহ বা বিচার তর্কে প্রমত্ত। শ্রীবৃষভানুরাজার গৃহ বলিয়া একটী স্থান পাণ্ডা দেখাইতে লাগিলেন। এই স্থানে আমাদের সঙ্গী শ্রীমদন

বাবু এক্কা উল্টাইয়া কঠিন প্রস্তরের উপর পড়িলেন। কিন্তু শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর অপার কৃপাবলে তিনি এতাদৃশ বিপদেও পরমোৎসাহে উচ্চ গিরিশৃঙ্গে আমাদের সহিত আরোহণ করিতে লাগিলেন। আমরা জয়পুররাজের বৃহৎ মন্দির এবং পরমেশ্বরী শ্রীবার্ষভানবীর শ্রীমন্দির দর্শন করিয়া বৃষভানুরাজার পিতৃগৃহ দেখিলাম। শ্রীবৃষভানুপুরের অধিবাসী কয়েকটী ভক্ত আমাদিগকে তথায় রাত্রিতে বাস করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ জিদ্ করিতে লাগিলেন কিন্তু আমাদিগের ভাগ্যক্রমে তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা তথা হইতে 'সঙ্কেতে'র পথে সন্ধ্যার প্রাক্কালেই যাত্রা করিলাম। পথে আসিতে আসিতে প্রদোষকাল বাধিত হইল। শুনিলাম পথটী বিপৎসঙ্কুল। অনেক সময় এই সকল নির্জ্জনপথে দর্শনপ্রার্থীদের বিপদে পড়িতে হয়। আমাদের তিনখানি এক্কার মধ্যে একখানি বহু দূরে পিছনে পড়িল। সঙ্কেত ষ্টেসন হইতে রেলে উঠিয়া আমরা রাত্র দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই মথুরা ক্যাণ্টনমেণ্টে আসিয়া পৌছিলাম। শ্রীবনমহারাজ ও অপ্রাকৃত প্রভু আমাদের সঙ্গে ছিলেন।

প্রাতে মথুরা হইতে ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠে সেবাভার-গ্রহণোৎসব করিতে যাত্রা করিলেন। আমি শ্রীঅধোক্ষজ দাসাধিকারীর সহিত মধ্যাহ্নে অনতিবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের উৎসবে যোগদান করিলাম। কীর্ত্তনাদি মহাসমারোহে সম্পন্ন হইবার পর সমাগত শত শত বঙ্গবাসী ভক্ত ও ব্রাহ্মণ শ্রীমহাপ্রসাদের সম্মান করিলেন। সেই দিবস আমাদের শ্রীশ্রীগুরুদেবের তথায় শ্রীঅপ্রকট-মহোৎসবের ব্যবস্থা হয়। সেবাভার-গ্রহণোৎসব সমাপন করিয়া আমরা শ্রীরাধারমণ ঘেরায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মধুসূদন গোস্বামীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ উপলক্ষে গিয়াছিলাম। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত অতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই দিবস সেবাভার গ্রহণোৎসবে যোগদান করিয়া আমাদের পরমানন্দ বিধান করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠে সংরক্ষিত হইবার জন্য কতিপয় দ্রব্য ও গ্রন্থ প্রশংসিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের সেবার সুষ্ঠুতা পর্য্যবেক্ষণের জন্য শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু-শ্রীল তীর্থমহারাজ ও ব্রহ্মচারী দেবকীনন্দন তিনমূর্ত্তি তথায় রহিলেন। দেখিলাম, শ্রীগৌড়দাস মহাত্মা তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া শ্রীসেবার উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত হইল বলিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন এবং বলিলেন আমি অদ্যই মিউনিসিপালিটী ও অন্যান্য স্থানে আমার এস্থান হইতে অবসর গ্রহণের পত্র দিব। অদ্য হইতে সকলভার গ্রহণ আপনারা করিলেন, আমার আর কোন ও দায়িত্ব থাকিল না। শ্রীব্রজমোহন আপনাদিগেরই ঠাকুর এবং শ্রীব্রজমোহনের মন্দির যেরূপ ভাবে সংস্কার করিতে হয় করিতে থাকুন। আপনারা এই ভার গ্রহণ করিলেন তাহাতে শ্রীবৃন্দাবনবাসী সকলেই বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন এবং আমিও যোগ্যপাত্রে সেবাভার অর্পণ করিয়া চিন্তাহীন হইলাম। ইহাতে আমার আর অধিকার-বুদ্ধি রহিল না। সমস্তই আপনারা করিতেছেন ও করিবেন।

(ক্রমশঃ)

কু-রাদ্ধান্ত-ধ্বান্ত-ভাস্কর

প্রথমা প্রভা

"শ্রীগৌরাঙ্গ-বিজয়ম্"—শীর্ষক সংস্কৃত ভাষায় শ্লোকাকারে লিপিবদ্ধ একখানি ব্যবস্থাপত্র (?) আমরা কটক হইতে প্রাপ্ত হইলাম। শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ বসু এম, এ, মহাশয় কৃপা পূর্ব্বক তৎসঙ্কলিত উক্ত পত্রখানি গৌড়ীয় পত্রে সমালোচনার জন্য (for favour of discussion and expression of opinion") আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণের সুবোধার্থে উক্ত পত্রের সমালোচনা বঙ্গভাষায় গ্রথিত করিয়া পরে তাহার সংক্ষেপ-সার সংস্কৃত-কারিকায় লিপিবদ্ধ হইবে। শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতেও শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয় উহার একখানি প্রতিলিপি শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় দৃষ্ট হয়,—
"নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্ম রক্ষণ নাহি যায়" (চৈঃ চঃ)
বাস্তব সত্য—নিরপেক্ষ, শুদ্ধা ভক্তি দেবী—নিরপেক্ষা, বাস্তবসত্যোপাসক বা শুদ্ধ ভক্তগণ সকলেই—নির্ম্মৎসর ও নিরপেক্ষ। তাই নির্ম্মৎসর সাধুগণের লক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

"সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।"

নিরপেক্ষ সমালোচনায় কোনও মনোধর্ম্মী ব্যক্তি বিশেষ বা মতবাদ-পোষণকারী সম্প্রদায়-বিশেষের সঙ্কীর্ণতা, মতবাদ প্রতিষ্ঠাশা বা ইন্দ্রিয়-তর্পণ সংরক্ষিত বা অর্দ্ধীকৃত হইলেও তাহাতে জগতে সত্য-সূর্য্যের নির্ম্মল আলোক বিস্তৃত ও সজ্জন-হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধিত হয়। অতএব কাহারও কোন সঙ্কীর্ণতা বা মতবাদ থাকিলেও তিনি যদি অমর্ষহীন ও সাহসী হইয়া শ্রোতৃপন্থায় অবতীর্ণ বাস্তব সত্যের সিদ্ধান্ত গুলি শ্রবণার্থ তাঁহার কর্ণযুগলের অবকাশ প্রদান করেন, তবে আশা হয়, তিনিও 'সত্যভাষণকে' 'নিন্দা', 'বন্ধুকে' 'শত্রু', 'উপকারকে' 'অপকার' মনে করিয়া আত্মবঞ্চক হইবেন না।

১। সমালোচনার্থ প্রাপ্ত পত্র খানির সর্ব্বশীর্ষদেশে যে নামটী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা শুনা যায়, বর্ত্তমান মহাশয়েরই গুরুদেবের নাম। তন্নিম্নে শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের নাম। শ্রীভক্তিশাস্ত্র বলেন, নাম-নামী—অভিন্ন, মায়াবাদী বলেন—নাম-নামী—ভিন্ন। শ্রীভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারী শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্—নিত্য। সেই নিত্য বস্তুর শ্রীনাম শ্রীনামি-গণেরই অবতার, যেমন গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের শ্রীঅর্চ্চা, গুরুবৈষ্ণব-ভগবানেরই অবতার, তদ্রূপ শ্রীনামও শ্রীনামীরই অবতার। যদি তাহাই হয়, তবে কি প্রকারে শ্রীগুরুমূর্ত্তির পাদদেশে বা তন্নিম্নে শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি সংস্থাপিত হইতে পারে! শ্রীহরি-ভক্তি-বিলাসাদি শাস্ত্রে শ্রীভগবদর্চ্চার পার্শ্বদেশেই শ্রীগুরুর অর্চ্চাদি সংস্থাপন ও পূজার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। যেমন "শ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ" প্রভৃতি বাক্যে শ্রীগুরুদেবের শ্রীনাম শ্রীভগবানের শ্রীনামের পার্শ্বেই বিরাজিত। আচার্য্য শ্রীল জীব গোস্বামী শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (২১৬ সংখ্যায়) লিখিয়াছেন,—

"শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদ-দৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে"। তদনুগ শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও শ্রীগুরুদেবাষ্টকে লিখিয়াছেন,—

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।

শ্রীগোস্বামিসিদ্ধান্তে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীভগবানের অচিন্ত্য ভেদাভেদ-প্রকাশ বা আশ্রয় জাতীয় ভগবান্ বলা হইয়াছে। শ্রীগুরুদেব বিষয়জাতীয় ভগবান্ নহেন। 'অ-গুরু' বা 'গুরুব্রুবকে' গুরু বলিয়া স্থাপনপ্রয়াসী অর্ব্বাচীন হরিবিমুখ-ব্যক্তি-সকল কখনও তাঁহাদের কল্পিত গুরু বা গুরুব্রুবকে 'স্বয়ং ভগবান', কখনও বা ভগবান্ হইতেও বড় সাজাইয়া তাঁহার সহিত রাসক্রীড়া (!) তাঁহার পায় তুলসী, (!) তাঁহাকে ভগবানের উপর সংস্থাপন, তাঁহাকে বিষয়-বিগ্রহ—ভগবদবতার প্রভৃতি বলিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস এই সকল ব্যক্তিদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩।৪৭৭-৭৮) —

"গর্দ্দভ শৃগাল তুল্য শিষ্যগণ লইয়া।
কেহ বলে, আমি রঘুনাথ ভাবিয়া॥
কুক্কুরের ভক্ষ্য দেহ ইহারে লইয়া।
বলয়ে ঈশ্বর বিষ্ণু-মায়ামুগ্ধ হইয়া॥"

"আদৌ গুরুপূজা"—এই ন্যায়ানুসারে শ্রীগুরুদেবের আরাধনা সর্ব্বাগ্রে বিহিত হইলেও শ্রীভগবানের মস্তকের উপর শ্রীগুরুদেবকে সংস্থাপনের ব্যবস্থা নাই। শ্রীভগবানের পার্শ্বেই শ্রীগুরুদেব নিত্য পূজিত হন।

২। উক্ত ব্যবস্থাপত্রের শীর্ষদেশে—"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম"—এইরূপ একটী শ্লোক (?) বা কবিতা (?) লিপিবদ্ধ আছে। ব্যবস্থাপত্র লেখক একজন সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং একটি ধর্ম্মসমিতি-সম্পাদক বলিয়া পরিচয়প্রদানকারী। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি উহার কিরূপ অর্থ ও সিদ্ধান্ত করিবেন, জানা নাই। তবে মনে হয়—ঐরূপ বাক্য কোন প্রকারেই রক্ষিত হইতে পারে না। কবিতার প্রথম পংক্তিতে "রাধে" শব্দ এবং দ্বিতীয় পংক্তিতে 'হরে' শব্দ দেখিয়া মনে হয়—ঐ দুইটীই সম্বোধনের পদ। 'রাধা' ও 'হরা' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ 'লতা' শব্দের ন্যায়, সুতরাং তাহাদের সম্বোধনের একবচনে 'রাধে' ও 'হরে' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত সম্বোধন পদদ্বয় দৃষ্টে মনে হয়, কোনও ব্যক্তি রাধাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—'হে রাধে! তুমি ভজনা কর' 'হে হরে! তুমি জপ কর!' তদ্রূপভাবে গৌর বা শ্যামকেও বলা হইয়াছে—'হে গৌর! তুমি ভজনা কর', 'হে শ্যাম! তুমি ভজনা কর'। 'হে কৃষ্ণ! তুমি জপ কর', 'হে রাম! তুমি জপ কর'। কিন্তু আবার 'নিতাই' শব্দটি—দেখিয়া মনে হয়, এইটি সংস্কৃত শ্লোক না হইয়া, বাংলা কবিতাও হইতে পারে।

তাহা হইলে বোধ হয়, এইরূপ অর্থ—হে রাধে! তুমি নিতাই, গৌর ও শ্যামকে ভজনা কর!" "হে হরে! তুমি কৃষ্ণ ও রামকে জপ কর!" কিন্তু উভয় প্রকার অর্থ করিলেই নানা প্রকারে তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত বিরোধ উপস্থিত হয়। ক্ষুদ্র জীব ভজনীয় বস্তুর প্রতি 'তুমি ভজনা কর', 'তুমি জপ কর' এইরূপ আদেশ প্রদান করিতে অসমর্থ। "হে রাধে! তুমি নিতাইকে ভজনা কর" এরূপ বাক্যও রসাভাস-দুষ্ট ও অপরাধময়।

যদি বল, "মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে। উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ"—এই ন্যায়ানুসারে তুমি লেখকের ব্যাকরণ কোন দোষ ধরিতে পারিবে না।" এরূপ বাক্যও বলিতে পার না। কারণ লেখক সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ 'নাম', 'মন্ত্র', 'বেদ' বা 'শ্রীবিগ্রহ' কল্পনা করিবার কাহারও অধিকার নাই। নাম কল্পনা বা সৃষ্টি করিবার প্রয়াস ভগবদ্বিরোধ ব্যতীত আর কি? 'বিষ্ণু' নামটী কাল্পনিক নহে—উহা শ্রৌতপারম্পর্যে বৈকুণ্ঠ হইতে আগত বাস্তব শাব্দিক অবতার। কোনও ব্যক্তি যদি অজ্ঞাতভাবে বিষ্ণুকে সঙ্কেত করিয়া "বিষ্ণায় নমঃ"—এইরূপ বাক্য বলিয়া ফেলেন, তাহাতে শ্রীনাম শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার বা বর্ণব্যবধানাদির অপেক্ষা না করিয়াই ঐ ব্যক্তির পক্ষে নামাভাস এমন কি শুদ্ধ নামও হইতে পারেন। কিন্তু 'ভজ নিতাই গৌর' ইত্যাদি নবসৃষ্ট পদ্যকে যে 'মহানাম' বলা হয়, তাহা ত শ্রৌতপারম্পর্য্যাগত নহে। যিনি ঐ নাম প্রচার করিলেন, তিনি কি তাঁহার গুরুর নিকট হইতে ঐ নাম শ্রবণ করিয়াছিলেন? আবার নাম-প্রচারকের গুরুবর কি সেই নামটী তাঁহার শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছিলেন? যদি ঐরূপ শ্রৌত-পন্থায় আদিগুরু শ্রীভগবান্ হইতে নামটী জগতে অবতীর্ণ না হইয়া থাকেন, তবে ত তাহা মনের কল্পনাজাত সংজ্ঞা অথবা ছড়া মাত্র। শ্রীতারকব্রহ্মনাম যাহা স্বয়ং ভগবান্ সনাতন পুরুষ শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, নামাচার্য্য শ্রীঠাকুর হরিদাস প্রচার করিলেন—সেই নাম কি কল্পিত নাম? শ্রৌতপন্থানুগমনের আদর্শপ্রচারকল্পে শ্রীগৌর-সুন্দর ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সম্বিৎশক্তিমদ্বিগ্রহ ও সন্ধিনী-শক্তিমদ্বিগ্রহ হইয়াও বেদে যে নাম উক্ত হইয়াছে—যে নাম তিনিই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা নারদকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন—সেই কলিসন্তরণোপনিষৎ ও ব্রহ্মনারদীয় পুরাণোক্ত শ্রীনামই জগজ্জনের নিকট প্রচার করিলেন।

যদি পুনরায় কুতর্ক উঠাইয়া বল, নূতন কল্পনা করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। কেবল সকলের নিকট "তোমরা 'নিতাই,' 'গৌর,' রাধা ও 'শ্যাম'কে ভজনা কর এবং 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' এই মহামন্ত্র জপ কর"—এইরূপ প্রচার করাই উদ্দেশ্য; ইহাও বলিতে পার না। কারণ তাহা হইলে তোমার নিজস্ব কল্পিত বাক্যকে 'মহানাম' বলিয়া প্রচার করিবার আবশ্যক কি? ঐরূপ বিপ্রলিপ্সার পরিচ্ছদে আবৃত বাক্যদ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শ্রীনাম বা ভজনপ্রণালী প্রচারিত না হইয়া কল্পিত বাক্য বা নামাপরাধ প্রচারেরই সদুদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে; মহাপ্রভুর প্রচারিত বেদপ্রসিদ্ধ 'তারকব্রহ্ম'নাম কেবল 'নাম'শব্দেই প্রসিদ্ধ, নবকল্পিত বাক্যকে 'মহানাম' বলিবার চেষ্টা কি আধুনিক কাহারও কাহারও নিজেকে মহাপ্রভু হইতে বড় প্রতিপন্ন করিবার জন্য "মহামহাপ্রভু" প্রভৃতি বোলাইবার চেষ্টার ন্যায় অপরাধময়ী প্রবৃত্তি নহে?

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত 'মহামন্ত্র' কলিযুগের 'তারকব্রহ্ম-নাম' থাকিতে নবকল্পিত অপর বস্তুকে 'মহানাম' বলিবার আবশ্যকতা কি? তাহার দ্বারা কি একাধারে তারক-ব্রহ্ম নামে—শ্রুতি-কথিত নামে—শ্রীগৌরনিত্যানন্দাদ্বৈত শ্রীনামাচার্য্য ঠাকুরহরিদাস-প্রচারিত ও কীর্ত্তিত শ্রীনামে অবিশ্বাস—শ্রীনাম ও নামীর চরণে অপরাধের বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইতেছে না? শ্রুতি-স্মৃতি ও মহাজনানুমোদিত শ্রীনামকেই একমাত্র আশ্রয় করিবার পরিবর্ত্তে মনগড়া অপর নাম কল্পনা ও মহামন্ত্র শব্দের অনুকরণে নবকল্পিত ছড়াকে 'মহানামাদি' আখ্যা প্রদান করা কি একপ্রকার পৌত্তলিকতা নহে? আশা করি, সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল সুধীবৃন্দ নিরপেক্ষ সত্যকথা ও শাস্ত্রীয় যুক্তিগুলি কৃপা-পূর্ব্বক অবধারণ করিবেন। নিরপেক্ষ সত্যালোচনার সময় সহিষ্ণুতা বা ধৈর্য্যগুণ হইতে বিচ্যুত হইলে নিজের পায় নিজেই কুঠারঘাত করিবার যত্ন করা হইবে। সত্য নিরপেক্ষ; ভক্তি—নিরপেক্ষা—

আবার বলি—
"নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্ম রক্ষণ নাহি যায়।'

শ্রীশ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য

ব্রহ্মার সৃষ্ট মনোময় চক্রের নেমি যে প্রদেশে কুণ্ঠিত হয়, সেই মুনিপূজিত পবিত্র তপোবনই নৈমিষ। ব্রহ্মা নিখিলজীবের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব। ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত যাবতীয় জীব অপেক্ষা ব্রহ্মার পরমায়ুকাল বহুপরিমাণে অধিক। ব্রহ্মা সমগ্র সৃষ্ট জীবের আদিপুরুষ। ভগবানের অনন্ত-গুণের মধ্যে পঞ্চাশটি গুণ সর্ব্বজীবে বিন্দু-বিন্দুরূপে বর্ত্তমান; কিন্তু ব্রহ্মাতে আরও পাঁচটী অধিক গুণ সর্ব্বজীব-অপেক্ষা অনেকাংশে অধিক পরিমাণে বিরাজিত। অতএব দেবতা মনুষ্যাদি প্রাকৃত জীবের বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, বল, পরমায়ু অভিজ্ঞতা, গবেষণা, বহুদর্শিতা, প্রবীণতা, শিক্ষা, দীক্ষা ও যাবতীয় সাধন-সম্পৎ অপেক্ষা ব্রহ্মার সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা। সেই ব্রহ্মারও ইন্দ্রিয়জ্ঞান যে স্থলে গমন করিয়া প্রাকৃতজ্ঞানসীমার অবধি লাভ করে অর্থাৎ যে স্থানে জীবের মনোধর্ম্মের ঘূর্ণায়মান চক্র বা অভিজ্ঞতাবাদীর জ্ঞান স্তব্ধ হয়, সেই স্থানই নৈমিষ। সেই নৈমিষক্ষেত্রে মহাভাগবত গোস্বামিগণের শ্রীমুখে বাস্তবসত্যের শ্রৌতসিদ্ধান্ত কীর্ত্তিত হয়। কেহ কেহ বলেন, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু নিমিষকালমধ্যে এই অরণ্যে দানবদল নিহত করেন বলিয়া এই স্থানের নাম 'নৈমিষারণ্য' হইয়াছে। মানবের কামাদি শত্রুগণই দানব। ভক্তি-বাসনাবিশিষ্ট পুরুষগণ যে স্থানে শ্রৌতপারম্পর্য্যাগত হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনাদির দ্বারা প্রাকৃতবিষয়-ভোগবাসনা পরিহার করেন, সেই স্থানই শ্রীমদ্ভাগবতোদ্যানের ক্ষেত্র নৈমিষারণ্য। এই নৈমিষারণ্যের অপর নাম অনিমিষ-ক্ষেত্র। 'অনিমিষ' শব্দে বিষ্ণু। বিষ্ণুর ঈক্ষণ প্রাকৃত চক্ষুর আবরণপত্রের ন্যায় অর্থাৎ নিমেষ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না। বিষ্ণুক্ষেত্র অপ্রাকৃত; তথায় জীবের অবিদ্যা তজ্জাতবৈভব বৈকুণ্ঠবস্তুকে আবরণ করিতে সমর্থ হয় না। আবার কেহ কেহ বলেন, যেস্থানে ভক্তি-বিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেবের আবাসস্থান, সেই স্থানই অনিমেষক্ষেত্র বা নৈমিষারণ্য। এই নৈমিষারণ্যকে 'বৈষ্ণব-ক্ষেত্র'ও বলা হয় (ভা ১।১।২১)। সমগ্র বিষ্ণু ও বৈষ্ণবতত্ত্বের মূলপুরুষ শ্রীবলদেব দ্বাপরযুগে এই স্থানকে পদাঙ্করঞ্জিত করিয়া ধর্ম্মধ্বজিত্ব-সংহার এবং সেবোন্মুখ বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে চিদ্বলের সঞ্চার করিয়াছিলেন। তাঁহারই কৃপোদ্ভাসিত উগ্রশ্রবা-সূত এই স্থানে ষষ্টিসহস্র ব্রাহ্মণ ঋষিগণের নিকট ব্যাসাসনে উপবিষ্ট হইয়া গুরুগোস্বামিরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রৌতসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই স্থানে পারমহংসী সংহিতা কীর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া এই স্থানের নাম পরমহংস বা বৈষ্ণব-ক্ষেত্র। বৈষ্ণবগণই একমাত্র পরমহংস, কারণ তাঁহারা নিরস্তকুহক বাস্তবসত্য-কীর্ত্তনকারী শ্রীমদ্ভাগবতের উপাসক। এই শ্রীমদ্ভাগবতেই—"পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে" (ভা ১২।১৩।১৮)। যাঁহারা নিরস্ত-কুহক অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতা শুদ্ধভক্তিতে পরিনিষ্ঠিত নহেন, তাঁহাদের পরমহংসত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। অপর ব্যক্তির মিছা-পরমহংসাভিমান বায়সের ময়ূরপুচ্ছ-ধারণের ন্যায় বিপ্রলিপ্সার অভিনয়মাত্র। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে উপক্রম, অভ্যাস ও উপসংহার শ্লোকে কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীমদ্গীতা-গ্রন্থে এই পারমহংস্য ধর্ম্মের আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। গীতার সারশ্লোক—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—পারমহংস্য-ধর্ম্মেরই সঙ্কেত করিতেছেন। বৈষ্ণবধর্ম্মের আর নাম পারমহংস্য ধর্ম্ম। বৈষ্ণবশাস্ত্রের অপর নাম পারমহংসী-সংহিতা। বেদের সংহিতাংশ অভ্যুদয়বাদী কর্ম্মিগণের আদরের বস্তু; আর বেদতরুর পক্কফল 'তারাঙ্কুর' শ্রীমদ্ভাগবতে নৈষ্কর্ম্ম্যবাদী পরমহংসরসিককুলের নিত্য সেবনীয় বস্তু।

এই পরমহংসক্ষেত্র শ্রীনৈমিষারণ্যে বৈষ্ণবসাম্প্রদায়িক-আচার্য্যচতুষ্টয় শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন। শুদ্ধাদ্বৈত-বাদাচার্য্য সর্ব্বজ্ঞ শ্রীবিষ্ণুস্বামী এইস্থানে শ্রীমদ্ভাগবতের কথা একদিন বৃহদ্রূপে প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীবিষ্ণু স্বামীর অনুগত শ্রীনৃসিংহচরণসেবানন্দী ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীধর এইস্থানেই শ্রীমদ্ভাগবতের ভাবার্থদীপিকা প্রচার

করেন। তাই তিনি ভাবার্থ-দীপিকার সর্ব্বপ্রথমেই প্রণাম করিতেছেন,—"ওঁ নমো ভগবতে **পরমহংসা-স্বাদিতচরণকমলচিন্মকরন্দায়** ভক্তজনমানসনিবাসায় শ্রীকৃষ্ণায়।"

বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অষ্টোত্তরশতনামী ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসীর একটী নাম 'পরমহংস'। পরমহংসোপনিষৎ, জাবালোপনিষৎ প্রভৃতি শ্রুতি ত্রিদণ্ডিগণের আশ্রমাতীত অবস্থাকেই "পারমহংস্য" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

দ্বাপর যুগের রোহিণীনন্দন বলদেবই কলিযুগে পদ্মাবতী-সুত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হইয়া তীর্থভ্রমণচ্ছলে শ্রীনৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অদ্বৈতাগ্রগণ্য শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু—"পরমহংসের পথে তুমি অধিকারী"—এইরূপ বাক্য বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। সেই পরমহংসলীলাভিনয়কারী সমগ্র বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের একমাত্র মালিক শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পদাঙ্কপূত ভূমিই পরমহংসক্ষেত্র।

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টসংস্থাপক ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুরের শিক্ষা-ইচ্ছায় ও শ্রীমন্নিত্যানন্দাম্বয় পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামীপ্রভুর সেবা-সৌকর্য্যে পারমহংসীসংহিতা-কীর্ত্তনস্থলী পরমহংসজন-সেবিত বৈষ্ণবক্ষেত্র শ্রীনৈমিষারণ্যে শ্রীশ্রীগৌরপ্রকটস্থলী শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরের শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠের শাখামঠ-স্বরূপে "শ্রীশ্রীপরমহংস মঠ" সংস্থাপিত হইয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রভু লিখিয়াছেন,—

"দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত—ভক্তিরসপাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখের বাণীও এই—
'যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।'

যে ভাগবত পরমহংসকুলের পরম জীবাতু—যে ভাগবত "গ্রন্থরূপে কৃষ্ণ অবতার"—যে ভাগবত একমাত্র নৈমিষারণ্য-বাসীরই অর্থাৎ অক্ষজজ্ঞানাতীত ভূমিকায় আরূঢ় ব্যক্তিরই **উপলব্ধির বিষয়—যে ভাগবত বৈষ্ণবক্ষেত্রে প্রাকৃত বর্ণ-**বিচারাদি-ব্যবধানরহিত মহাভাগবত গোস্বামীর মুখেই শ্রোতব্য—যে ভাগবত একদিন নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা-প্রাপ্ত শ্রীসূতগোস্বামীর মুখে প্রচারিত হইয়াছিল—যে ভাগবতের ভাবার্থ একদিন শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় আচার্য্য শ্রীধর স্বামি-চরণের মুখে ব্যক্ত হইয়াছিল—যে 'ভাগবত' ভাগবত ব্যতীত অপরে কীর্ত্তন করিবার অধিকারী নহেন—যে ভাগবত একমাত্র সেবোন্মুখতা ব্যতীত অক্ষজপাণ্ডিত্যে কখনই উপলব্ধি হয় না—যে ভাগবত ব্যাসসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য—যে ভাগবতের আচার ও প্রচার করিবার জন্যই সাক্ষাৎ গৌরসুন্দরের আচার্য্য-লীলা—যে ভাগবতামৃত বিতরণ করিবার জন্যই শ্রীস্বরূপ-রূপ বা ষড়্গোস্বামীর নানাবিধ গ্রন্থ-প্রণয়ন—আচার্য্য-গোস্বামিগণ যে ভাগবতের মূর্ত্ত-বিগ্রহস্বরূপ—সেই পারমহংসী সংহিতা ভাগবত আজ গৃহব্রত বিষয়ীর ইন্দ্রিয়তর্পণ বা বণিকের পণ্যদ্রব্যরূপে পরিণত! ভাগবতকে সেবা করিবার পরিবর্ত্তে আজ ভাগবতে ভোগ-বুদ্ধি! শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টের তর্পণ সাধন করিবার পরিবর্ত্তে আজ স্ব-স্ব ভোগোন্মুখ মনোধর্ম্মের ইষ্ট বিষয়ের তর্পণ চেষ্টা!

আজ ভাগবতধর্ম্মের এইরূপ গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া পরদুঃখদুঃখী গৌরজন শ্রীগৌরমনোঽভীষ্ট পূর্ণ করিবার জন্য অর্থাৎ "দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস। তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ॥" শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর এই বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিবার জন্য শ্রীনৈমিষারণ্যে শ্রীভাগবতবিশ্ববিদ্যালয় বা 'শ্রীপরমহংস মঠ' স্থাপন করিলেন।

যাঁহারা একান্তভাবে মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় না করিয়া বা বৈষ্ণবের স্থানে ভাগবত না পড়িয়া ভাগবত অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করেন, তাঁহাদের ভাগবত-পঠন-পাঠন-প্রণালী অপেক্ষা শ্রীপরমহংসমঠের ভাগবতধর্ম্ম প্রচারের একটী বৈশিষ্ট্য আছে। যাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্ম-মধুপ পরমহংসগণের পদান্তিকে উপনীত হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই, তাঁহারা সেই বৈশিষ্ট্যটী উপলব্ধি করিতে পারিবেন কিনা, সন্দেহ।

শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি প্রভু শ্রীনৈমিষারণ্যে শ্রীশ্রীপরমহংস মঠের প্রচারক রূপে ভাগবতকথা কীর্ত্তন **করিতেছেন। স্থানীয় সজ্জনবৃন্দের সকলেই পণ্ডিত গোস্বামি-**

প্রভুর নিম্বৎসর-ধর্ম্মপ্রচারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। ধর্ম্মপ্রাণ, পরমোৎসাহী ঠাকুর সাহেব টীকম্ সিং পরমহংসমঠের গৃহ নির্ম্মাণাদি কার্য্যের এবং সর্ব্বপ্রকারে গোস্বামি-প্রভুর বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। Executive Engineer শ্রীযুক্ত মদন গোপাল সাদানা, শ্রীযুক্ত কানাইয়া সিং, গভর্ণমেণ্ট প্লীডার শ্রীযুক্ত বিমলা প্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত সজ্জন ব্যক্তিগণ ভাগবতবিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনের জন্য বিশেষ উৎসাহের সহিত সেবা করিতেছেন। তাঁহাদিগের এইরূপ সাধ্বী চেষ্টা জীবমাত্রেরই আদর্শ স্থানীয়।

— ০ —

সমালোচনা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যার পর

শ্রীধরটীকা। "শ্রদ্ধালু" ইত্যাদি শ্লোকে আমাতে অর্পিত কর্ম্মসমূহদ্বারা বিশুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্তি লাভের কথা বলিতেছেন। 'অভিনয় করিয়া,' অর্থাৎ আমার জন্ম-কর্ম্মলীলার মধ্যে যে সকল অংশ নিজ অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগত, সেইগুলি স্বয়ং অনুকরণ এবং ভগবদ্গত ও অপর ভক্তগত যে সকল অংশ, তাহা অন্যের দ্বারা অনুকরণপূর্ব্বক।

আরও গাভিপ্রদানাদি লক্ষণযুক্ত যে ধর্ম্ম, তাহাও আমার উদ্দেশে অর্থাৎ আমার জন্মমহোৎসবাদির অঙ্গরূপে আচরণ করিয়া; বৃহৎ অট্টালিকায় বাস প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত যে কাম, তাহাও আমার মন্দিরবাসস্থাননির্ম্মাণাদি লক্ষণময়ী আমার সেবার উদ্দেশেই আচরণ করিয়া; ধন-সংগ্রহরূপ যে অর্থ, তাহাও কেবলমাত্র আমার সেবার উপযোগিরূপে আমার উদ্দেশেই আচরণ অর্থাৎ আমার সেবা করিতে করিতে, আমি ব্যতীত অপর সকলেরই আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে আমাতে শ্রবণাদি লক্ষণময়ী ও সর্ব্বদা অব্যভিচারিণী ভক্তি লাভ করেন, তখন তাদৃশ ভক্তিসুখ লাভ করিয়া কৈবল্যাদি মুক্তিতেও আমার শুদ্ধ-ভক্তের অনাদর হয়। ভজনীয় বস্তুকে অনিত্য বোধ করিয়া ভক্তিকে অনিত্য মনে করিতে হইবে না। এইজন্য 'সনাতন' শব্দের প্রয়োগ অর্থাৎ ভজনীয় বস্তু ভগবান্—সনাতন, সুতরাং ভগবদ্ভক্তিও—সনাতনী বা নিশ্চলা॥

(ভক্তিসন্দর্ভ ৭২-৭৩ সংখ্যা)

শ্রীজীবগোস্বামিচরণ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১০১ সংখ্যায় লিখিয়াছেন,—শ্রীভগবৎসমর্পিতকর্ম্মণোঽপ্যনাদরেণ তু দর্শিতম (ভাঃ ১২।১৪)—"তস্মাদেকেন মনসা" ইত্যাদি। গীতোপনিষৎসু চ ভক্ত্যসামর্থ্য এব তদ্বিহিতম্ (গীঃ ১২।৮-১১) অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানে সমর্পিত কর্ম্মেরও অনাদর-পূর্ব্বক কেবলাভক্তি বিহিত হইয়াছে। শ্রীগীতায়ও (১২।৮-১১) কেবলাভক্তির অনুষ্ঠানে অসমর্থাবস্থায়ই ভগবানে কর্ম্মার্পণ বিহিত হইয়াছে।

প্রশ্নকর্ত্তা লিখিয়াছেন—"ভক্তি কি কর্ম্মদ্বারা প্রকাশিত হয় না?" ভোগময় প্রাকৃত কুদর্শনোত্থ এইরূপ অসৎ সিদ্ধান্তকে নিরাশ করিবার জন্য জগদ্গুরু শ্রীল গৌরসুন্দর

কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্ম ত্যাগ, সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হইতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥

অর্থাৎ কাম বা কর্ম্ম কখনও ভক্তি বা প্রেমের জনক নহে। কর্ম্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রে কর্ম্মের উপদেশ ও প্রশংসা বর্ত্তমানে থাকিলেও চরমে কর্ম্মের নিন্দা ও কর্ম্মত্যাগের ব্যবস্থাই সর্ব্বশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণ দ্বারা কৃষ্ণে কখনই প্রেমভক্তি হইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মার্পণ ইত্যাদি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়; চিত্তশুদ্ধ হইলে সৎসঙ্গবলে অনন্যকৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধোদয় হইলে শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ 'সাধনভক্তি' হয়। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি সাধন করিতে করিতে অনর্থের যত নিবৃত্তি হয়, প্রেমের ততই অভ্যুদয় হয়। সুতরাং কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণ হইতে অনিবার্য্যরূপে কৃষ্ণভক্তির উদয় হইবার সর্ব্বত্র সম্ভাবনা নাই; কেন না, (শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি) সৎসঙ্গজনিত 'শরণাপত্তি' লক্ষণা শ্রদ্ধার অপেক্ষা করে॥

শ্রীগীতায়ও এই কথা উক্ত হইয়াছে—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

(গীঃ ১৮।৬৬)

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বলেন, সর্ব্বশব্দেন নিত্যপর্য্যন্তা ধর্ম্মাঃ। 'পরি'শব্দেন তেষাং স্বরূপতোঽপি ত্যাগঃ সংগিতঃ অর্থাৎ 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' শ্লোকের 'সর্ব্ব' শব্দের দ্বারা নৈমিত্তিক কর্ম্ম ত'দূরের কথা নিত্য সন্ধ্যা বন্দনাদি ধর্ম্ম পর্য্যন্ত 'পরিত্যাগের বিষয় উক্ত হইয়াছে।

'পরি'শব্দের দ্বারা ধর্মসকলের স্বরূপতঃ ত্যাগ সমর্থন করিতেছেন। অর্থাৎ ধর্মত্যাগ দুইপ্রকারে সাধিত হয়—স্বরূপতঃ ত্যাগ এবং ফলতঃ ত্যাগ। অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত পরিত্যাগের নাম 'স্বরূপতঃ ত্যাগ,' ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানের নাম 'ফলতঃ ত্যাগ'

ভক্তি নিরপেক্ষা এবং অন্যান্য সাধন ভক্তির অপেক্ষাযুক্ত। ভক্তি কখনও কর্ম্মের দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে না। ভক্তি জীবের নিত্যসিদ্ধা আত্মবৃত্তি। সুতরাং নিত্যসিদ্ধ, নিরপেক্ষ, শুদ্ধ, অনন্য, কেবল বা অনুকূল অভিধেয় দ্বারাই নিত্যসিদ্ধ স্বপ্রকাশবস্তুর উদয় হয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন—

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভকর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞানতমো ধর্ম্ম॥

(চৈঃ চঃ আদি ১।৯৪)

শুভ বা অশুভ কর্ম্ম যদি ভক্তির অনুকূল না হয়, তাহা হইলে তাহাও অজ্ঞানতমো ধর্ম্ম মাত্র। ভোগময় প্রাপঞ্চিক দর্শনে জড় অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কেহ কেহ জ্ঞানকে ভক্তির জনক বলিয়া মনে করেন এবং কর্ম্মের বিরক্তিকে ভক্তির প্রসূতি বলিয়া বাধিতে পতিত হন, কিন্তু জ্ঞান ও বিরক্তি ভক্তির পূর্ব্বপুরুষ নহে। ভক্তি হইতেই শুদ্ধ জ্ঞান ও ভগবদিতর ব্যাপারে বিরক্তি উৎপাদন করে। যথা—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥

(ভাঃ ১।২।৭)

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ

(ভাঃ ১১।২।৪২)

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ সমাহিতঃ।
সধ্রীচীনেন বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ জনয়িষ্যতি॥ ইত্যাদি

(ভাঃ ৪।২৯।৩৭)

বাস্তববস্তুর সহিত প্রতিবিম্বিত বস্তুর কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিলেও বস্তু দুইটী যেমন পৃথক, ভক্তি ও কর্ম্ম তদ্রূপ বহির্দৃষ্টিতে একইরূপে প্রতিভাত হইলেও কর্ম্ম ও ভক্তি এক নহে। কর্ম্ম ও ভক্তির মধ্যে পার্থক্য এই যে, একটী দেহ ও মনের নশ্বর কার্য্যবিশেষ; অপরটী আত্মার নিত্য ক্রিয়া। একটীর ফল ইন্দ্রিয়তর্পণ বা কাম, অন্যটী কৃষ্ণেন্দ্রিয়ভোগ্য প্রেম। একটী খণ্ডকালের অন্তর্গত, অপরটী নিত্য। স্থূল-লিঙ্গদেহ দ্বারা কর্ম্ম কৃত হয়। কিন্তু ভক্তি প্রাকৃত দেহ ও মনের দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। ভক্ত বা ভগবৎকৃপায় জীবের আত্মবৃত্তি জাগরিত হইলে তিনি তদ্দ্বারা ভগবানের প্রতি যে চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তাহাই ভক্তি। ভক্তি এই প্রকার আত্মার বৃত্তি হইলেও জীব যে কাল পর্য্যন্ত জড়জগতের সহিত সম্বন্ধ রাখেন, তৎকালপর্য্যন্ত তাঁহার আত্মার ক্রিয়া দেহে ব্যক্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ আত্মা যখন ভক্তিযোগে ভগবানের উপাসনা করিতে থাকেন, তখন বাক্য ঐ ভক্তির সহযোগে স্তবরূপে ব্যক্ত হয়, মন ভগবদ্ধ্যানের ধ্যান করিতে থাকে; দেহ হাস্য, পুলক, অশ্রু প্রভৃতি ভাববিকার প্রকাশ করিতে থাকে; ইন্দ্রিয়সকল তখন ব্যাকুল হইয়া নিজ নিজ বিষয়ের মধ্যে ভগবানকে দর্শন করিতে থাকে; হস্ত যাহা কিছু আহরণ করিতে পারে, তাহা ভগবানকেই প্রদান করিয়া তৃপ্ত হয়; পদ নৃত্য ও সাধুপ্রতিষ্ঠিত স্থান সকলে বিচরণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করে। জিহ্বা, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল ভগবৎকথা কীর্ত্তন ও শ্রবণাদি করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। এই সমুদয় বাহ্য ক্রিয়াকে 'ভক্তি' বলা যাইতে পারে না। যাঁহারা সদ্গুরুচরণাশ্রয়পূর্ব্বক ভক্তির যথার্থ তাৎপর্য্য ও অপ্রাকৃতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কেবলমাত্র বাহ্য আচরণ লইয়া টানাটানি করেন, তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ ভক্তগণের আচরণের সহিত বহির্দৃষ্টিতে প্রায় এক হইলেও 'এক' নহে। উভয়ের মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য বর্ত্তমান। এই জন্যই শ্রীধরস্বামিপাদ ভাঃ ৭।৫।২৪ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—

"বিষ্ণৌ ভক্তিঃ ক্রিয়তে সা চাপি নৈব সতী যদি ক্রিয়েত নতু কৃতা সতী পশ্চাদর্প্যেত।"

অর্থাৎ কৃষ্ণে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক শ্রবণকীর্ত্তনাদি নবধা-ভক্তির অনুশীলন করিতে হইবে। কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাযুক্ত হওয়াই আত্মসমর্পণের লক্ষণ। ভগবানের প্রতি অখিল-চেষ্টাবিশিষ্ট হইয়া নামস্মরণ, নামকীর্ত্তন, নামপ্রচার, ভগবচ্চিন্তা, ভাগবতপাঠ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করা কর্ম্ম নহে। খোসা লইয়া টানাটানি করিলে যেমন প্রকৃত বস্তু লাভে বঞ্চিত হইতে হয়, তদ্রূপ ভোগপর-বুদ্ধি লইয়া দাম্ভিকগণের ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান 'কর্ম্ম' অর্থাৎ

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির প্রয়াসমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

> মৌনব্রত-শ্রুত-তপোঽধ্যয়নং স্বধর্ম-
> ব্যাখ্যারহোজপ-সমাধয় আপবর্গ্যাঃ।
> প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং
> বার্ত্তা ভবন্ত্যত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্॥
>
> (ভাঃ ৭।৯।৪৬)

অর্থাৎ হে পরমপুরুষ মৌন, ব্রত, পাণ্ডিত্য, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, ধর্ম্মব্যাখ্যা, নির্জ্জনবাস, জপ, সমাধি, এই দশটী অপবর্গ লাভের উপায় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু ইহারা প্রায় অজিতেন্দ্রিয় দাম্ভিকগণের জীবনোপায় হইয়া থাকে।

বস্তুদ্বয়ের সৌসাদৃশ্যপ্রতীতি আর স্বরূপতঃ সর্ব্বাংশে ঐক্য কখনও এক নহে। যেমন বারবনিতা ও সতী সাধ্বী গৃহলক্ষ্মীর বেশরচনায় সৌসাদৃশ্য আছে কিন্তু উভয়ের অন্তরনিষ্ঠা এক নহে, যেমন রাস্তার গোবায় ও শ্রীশালগ্রামে বহির্ম্মুখদৃষ্টি সৌসাদৃশ্য দর্শন করে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উভয়ের স্বরূপ এক নহে। তদ্রূপ কর্ম্ম ও ভক্তিতে বাহ্য সৌসাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ে স্বরূপতঃ আকাশ পাতাল ভেদ। একটী কাম বা জীবের ভোগোদ্দেশ চেষ্টার পরিচয় আর একটী প্রেম বা ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা—সেবার পরিচয়। তাই ভাগবত পাঠ, ভগবৎসেবা, নামপ্রচার ও কর্ম্মকাণ্ড এক নহে। উপরি-উক্ত ভাগবতীয় শ্লোকে এই কথা ব্যক্ত হইয়াছে। তবে যদি ভাগবত পড়া, ধর্ম্মার্থকামের জন্য হয়, তাহা হইলে উহা কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত।

কৃষ্ণসেবাতাৎপর্য্যবিশিষ্ট ভক্তগণের ভাগবতপাঠ ও ব্যবসায়ীর ভাগবতপাঠে ভক্তি ও কর্ম্মের ন্যায় বাহ্য-সৌসাদৃশ্য থাকিলেও এক নহে। শুদ্ধভক্তের ভাগবত-পাঠে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ হয় বলিয়া তাহা ভক্তি আর ব্যবসায়ীর ভাগবতপাঠে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ হয় বলিয়া তাহা গর্হিত কর্ম্মকাণ্ড। ভগবৎভক্তের শ্রীবিগ্রহসেবা ও দেবলের শ্রীবিগ্রহার্চ্চনের ছলে বাহ্য সৌসাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ে এক নহে। একটী ভক্তি—অপরটী কর্ম্মকাণ্ড।

প্রশ্নকারী লিখিয়াছেন কর্ম্মবিরোধী লোকের ভক্তিলাভ অসম্ভব। কিন্তু সনাতনধর্ম্মবক্তা আচার্য্যগণ ও সনাতনপুরুষ সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—কর্ম্মকাণ্ড সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের ভক্তিরাজ্যের দ্বারদেশে পর্য্যন্ত উপস্থিত হইবার সামর্থ নাই, প্রবেশ ত' দূরের কথা। অধিক কি ভগবানের সমর্পিত কর্ম্মেরও অনাদর পূর্ব্বক কেবলা ভক্তি সাত্বত শাস্ত্রে উদ্দিষ্ট হইয়াছে। এ বিষয়ে সহস্র সহস্র প্রমাণ দেখান যাইতে পারে।

প্রশ্নকারী নির্ব্বিশেষবাদিগণের মতাবলম্বন পূর্ব্বক বলেন যে ভক্তি নিরুবশেষ জ্ঞানের সাধন মাত্র। নির্ব্বিশেষবাদিগণ অভক্ত সুতরাং কখনও ভক্তির স্বরূপ অবগত নহেন। তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডকেই ভক্তি মনে করেন। কিন্তু ভক্তি ঐরূপ দেহ ও মনের ক্রিয়া বিশেষ নহে। ভক্তি আত্মার নিত্যা অপ্রতিহতা স্বাভাবিকী বৃত্তি। ভক্তির ফল কৃষ্ণপ্রেমা বা অদ্বয়জ্ঞান। অদ্বয়জ্ঞান ও নির্ব্বিশেষবাদিগণের নির্ভেদ অজ্ঞান এক নহে। একটী জীবের পরমপুরুষার্থ আর একটী ভগবদ্বহির্ম্মুখতার দণ্ড।

ভক্তি ব্যতীত কখনও মুক্তি হইতে পারে না। এই কথাই সনাতন পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতাশাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" শ্লোক আলোচ্য। শ্রীগৌরসুন্দরও এই কথাই বলিয়াছেন। ভক্তিবলেই মুক্তি হয় এবং মুক্ত হইয়াই জীব কৃষ্ণ ভজন করেন।—

> ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি, ভক্ত্যে মুক্তি হয়।
> তবে মুক্তি পাইলে অবশ্য কৃষ্ণ ভজয়॥
> ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত, গুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণ ভজে।
> শুষ্ক জ্ঞানে জীবন্মুক্ত অপরাধে অধো মজে॥
>
> (চৈঃ চঃ মধ্য ২৪।১৩৪,১২৫)

এতৎ প্রসঙ্গে ভাগবতীয় ১০।২।২৬ ও ১০।১৪।৪ শ্লোক আলোচ্য।

> জ্ঞানী 'জীবন্মুক্ত দশা' পাইনু করি মানে।
> বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥
> কেবল-জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।
> কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে॥
>
> (চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ)

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৪শে পৌষ, ১৩৩৩, ৮ই জানুয়ারী ১৯২৭	২১শ সংখ্যা

সারকথা

শ্রীনামগ্রহণের প্রণালী কি ?

তৃণ হৈতে নীচ হঞা সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসনা-তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে॥
কাটিলেও তরু যেন কিছু না বলয়।
শুকাইয়া মরে, তবু জল না মাগয়॥
এই মত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিবে।
অযাচিত-বৃত্তি কিম্বা শাক-ফল খাবে॥
সদা নাম লবে যথা লাভেতে সন্তোষ।
এই মত আচার করে ভক্তিধর্ম্ম পোষ॥

(চৈঃ চঃ আদি ১৭।২৬-৩০)

ভক্তের ভগবান্ কিরূপ ?

ভক্ত বাড়াইতে নিজ ঠাকুর সে জানে।
কি না বলে, কি না ক'রে ভক্তের কারণে॥
জগন্ত অনন্ত প্রভু ভক্ত লাগি খায়।
ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায়॥
ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে।
ভক্তের সমান নাহি অনন্ত ভুবনে॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০।৪৭-৪৯)

আরোহচেষ্টার কি ফল ?

বহুশাস্ত্রে বহুবাক্যে চিত্তে ভ্রম হয়।
সাধ্য-সাধন শ্রেষ্ঠ না হয় নিশ্চয়॥

(চৈঃ চঃ আদি ১৬।১১)

কাম ও প্রেমে পার্থক্য কি ?

কাম, প্রেম,—দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥
কামের তাৎপর্য্য—নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত' প্রবল॥
অতএব কাম-প্রেম বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র, কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৪।১৬৪-১৬৬,১৭১-১৭২)

মহাপ্রভুর শিক্ষা কি ?

কৃষ্ণ ভজিবারে যার আছে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয়দাস॥
সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবানে।
বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে॥
সাজি বহে ধুতি বহে লজ্জা নাহি করে।
সম্ভ্রমে বৈষ্ণবগণ হাতে আসি ধরে॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২।৫৬ ৫৮)

শরণাগতের বিশ্বাস কি ?

ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন অন্নছত্র।
ঈশ্বরের আজ্ঞা থাকে মিলিব সর্ব্বত্র॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২।৪৭)

গৌরনাগরী লীলাবিনাশিনী কেন ?

সর্ব্বজ্ঞসূক্তে বেদান্তভাষ্যকার বিষ্ণুস্বামি-ত্রিদণ্ডিপাদ বৌদ্ধযুক্তি বিনাশ করিয়া লীলা স্থাপন করিয়াছেন খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে। আবার শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীধরসমর্থনে যে লীলার দার্ঢ্য সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহাই আজ গৌরকুল-কলঙ্কিনী নাগরীর সম্প্রদায় ধ্বংস করিতে বসিয়াছেন। ধ্বংসকারিগণের এই বিচার পাঠ্য।

সাত্বত শাস্ত্রের 'সাধ্য' ও 'সাধন' বিচারের সিদ্ধান্তে জানা যায় যে, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি সাধনের ন্যায় ভক্তিমার্গে সাধ্য ও সাধন, উপায় ও উপেয়ের ভেদ নাই। শ্রীবেদান্তভাষ্য বলেন,—

"সর্ব্বাপ্ত নিয়মা যতয়ো যমকর্ত্তৃহেতিং
জহুঃ স্বরাড়িব নিপানখনিত্রমিন্দ্রঃ॥"

অর্থাৎ যত্নশীল যোগিসন্ন্যাসিগণ সহচরস্বরূপ মনকে পরমাত্মা ও ব্রহ্মস্বরূপে সংলগ্ন করিয়া অভেদের সাধনভূত যে জ্ঞান তাহাতেও আর প্রয়োজন নাই—এই বোধে উহা ত্যাগ করেন। দরিদ্র ব্যক্তি যেরূপ কূপ খনন করিতে করিতে ধন পাইয়া সমৃদ্ধিশালী হইলে কর্ম্মকার দশায় গৃহীত কূপ-খননের সাধনভূত খনিত্রকে (খোন্তা) ত্যাগ করে, তদ্রূপ উক্ত ব্রহ্ম ও পরমাত্মসাধক সন্ন্যাসিগণও সাধ্যপ্রাপ্তিতে সাধনে আর আদর করেন না। পরন্তু ভগবদ্ভক্তগণ সাধ্যলাভ করিয়া সাধনে আরও দ্বিগুণিত আদরযুক্ত হন। কারণ ভক্তগণের সাধনও যাহা সাধ্যও তাহাই।

বিশ্লেষণকারী কি ভক্তিকে কর্ম্মজ্ঞানযোগাদির ন্যায় বিচার করিয়াছেন ? 'কর্ম্ম' সাধন হইলে ভুক্তিই সাধ্য হয়, 'জ্ঞান' সাধন হইলে নির্ব্বেদমুক্তি সাধ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, আর 'যোগ' সাধন হইলে কৈবল্যাদি ঈশ্বরসাযুজ্যই সাধ্য বলিয়া গৃহীত হয়। অর্থাৎ কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি অভক্তি-মার্গে উপেয়লাভে উপায় সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু গোস্বামিসিদ্ধান্ত বলেন,—"ভগবদ্ভক্তাস্তু সাধ্যপ্রাপ্তৌ সাধনে দ্বিগুণিতাদরা ভবন্তি।" অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণ সাধ্যপ্রাপ্তিতে সাধনে আরও দ্বিগুণিত আদরযুক্ত হন।

একশ্রেণীর বিবর্ত্তবাদী বলিয়া থাকেন, "বৈষ্ণবেরা কতকগুলি চাকর চাকরাণী ছাড়া আর কিছুই নহে। কারণ তাহারা ইহজগতেও 'দাস' অর্থাৎ ভগবানের অধীন থাকিতে চান, আবার পরলোকে গিয়াও অধীনস্থ থাকারূপ অবস্থাকে বরণই করেন। যদি ইহলোক পরলোক উভয়-লোকে অধীনই থাকিতে হইল, তাহা হইলে লাভটা কি হইল ?" বিবর্ত্তবাদীর এইরূপ বিচার-চাঞ্চল্য তাঁহার অন্তরে লুক্কায়িত প্রচ্ছন্ন জড়সম্ভোগবাদেরই অভিজ্ঞাপক। এইরূপ বিচারের বশবর্ত্তী হইয়া ভক্তিরাজ্যের সাধ্য ও সাধনে ভেদ স্থাপন করিতে হইবে না।

ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তভাব অঙ্গীকারে তাঁহার স্বয়ংরূপত্ব, পরাৎপরত্ব বা মূল ভগবত্তা কমিয়া যায় নাই। গৌরলীলায় সাধনসিদ্ধের লীলা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু লীলা-প্রদর্শনকারিগণ সিদ্ধ।

শ্রীকৃষ্ণের সান্দীপনি মুনির নিকট অধ্যয়ন ও তৎসেবাদি কি সিদ্ধলীলা না সাধনলীলা ? নন্দনন্দন কি মানুষের ন্যায় জন্মমরণশীল বস্তু ? তিনি জন্মলীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া বা জনকজননী স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া কি তিনি জন্মাদিব্যাপারের অন্তর্গত ? ঐরূপ কল্পনা করার নামই কল্পবাদ। শ্রীললিতমাধবনাটকে শ্রীউদ্ধব বলিতেছেন,—"শিষ্যাচারপ্রচারচাতুরীয়ং চানূর-মর্দ্দনস্য" (৪র্থ অঙ্ক ৬ সংখ্যা) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের গুরুসেবাদির অভিনয় শিষ্যাচারপ্রচারের চাতুরী অর্থাৎ শিষ্যগণ কিরূপ বিশদ্ধ হইয়া শ্রীগুরুদেবের সেবা করিবেন ইহা শ্রীভগবান্ জগদ্গুরু হইয়াও স্বয়ং আচরণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন।

শ্রদ্ধা হইতে আসক্তি পর্য্যন্ত যে ক্রম তৎপর্য্যন্তই সাধন আর স্থায়ীভাব বা রতি হইতেই সাধ্যভূমিকা। সাধন-ভূমিকায় ভাবাভাব হেতু অনর্থ নিষ্কাসন। সাধনের উচ্চ হইতে উচ্চতর ক্রমে উন্নীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অনর্থনিবৃত্তিও ক্রমে একদেশবর্ত্তিনী, বহুদেশবর্ত্তিনী, প্রায়িকী, পূর্ণা, ও আত্যন্তিকী হইয়া থাকে। কিন্তু সাধ্য ব্যাপারে ভাবাভাব-রূপ অনর্থের গন্ধ মাত্র নাই।

কৃষ্ণের গৌরলীলায় সাধক অর্থাৎ অনর্থযুক্ত জীবের পক্ষে অধিক উপযোগিতা আছে। সাধকের দিক হইতে নবদ্বীপ-লীলার অধিক উপযোগিতা আছে বলিয়াই গৌরলীলাকে করুণামূলে সাধন-লীলা বলা যাইতে পারে। তদ্দ্বারা গৌর-লীলার মর্য্যাদা কিছু কম করা হইল না। কারণ বিচারটী

সাধকের দিক্ হইতে অর্থাৎ উহাতে সাধক জীবের সম্বন্ধাপেক্ষা অধিক উপযোগিতা আছে বলিয়াই নবদ্বীপ-লীলা সাধন-লীলা হইয়া উহাই সাধ্য-লীলাও বটে। নবদ্বীপ-লীলাকে কেবল সাধন-লীলা বলা হয় নাই। গৌরলীলা সাধন ও সাধ্য উভয় লীলা। ঔদার্য্যলীলায় প্রবিষ্ট জীবের নিকটই মাধুর্য্য-লীলার সৌন্দর্য্য প্রকাশিত; সর্ব্বোত্তম ঔদার্য্যের অভ্যন্তরেই মাধুর্য্য অবস্থিত। অধিকন্তু জীবের পক্ষে তাহারই অধিকতর উপযোগিতা আছে। এরূপ বিচার নয় যে, সাধক গৌরভজন করিতে করিতে গৌরভজন ছাড়িয়া দিয়া কৃষ্ণলীলায় চলিয়া যাইবে। জড়ভেদবাদীর এইরূপ বিচার। অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদিগণ বলেন যে, গৌরের আনুগত্যে গৌরসুন্দরের কৃষ্ণস্বরূপের প্রতীতি হইবে অর্থাৎ ঔদার্য্যে প্রবিষ্ট ব্যক্তিদিগেরই ঔদার্য্য-লীলায় প্রদর্শিত মাধুর্য্যে প্রবেশাধিকার। পতিত জীবের পক্ষে গৌরলীলা আগে, আর মুক্ত জীবের পক্ষে কৃষ্ণলীলা আগে। সম্ভোগের সৌন্দর্য্য বা ঔজ্জ্বল্য পুষ্টি করিতে গিয়াই ঔদার্য্য-লীলার প্রকাশ। কৃষ্ণলীলার ভাবময় অবস্থাই গৌরলীলা। একটী সম্ভোগময় আর একটী বিপ্রলম্ভময়। এই বিপ্রলম্ভময়ী গৌরলীলা গৌরের কৃষ্ণস্বরূপের সম্ভোগময়ী লীলারই ঔজ্জ্বল্য এবং চমৎকারিতা প্রদর্শনকারিণী ও পুষ্টিকারিণী। সম্ভোগময়ী কৃষ্ণলীলা ঔদার্য্যপরাকৃষ্ট যোগ্য জীবের পক্ষে উপযোগী। আর অযোগ্য জীবের পক্ষে বিপ্রলম্ভময়ী গৌরলীলা অধিক উপযোগী হইয়াও যোগ্য জীবের একমাত্র আশ্রয়ণীয়। কারণ সিদ্ধির চরম বা সর্ব্বোত্তমাবস্থা শ্রীগৌরলীলাতেই প্রকাশিত।

ঔদার্য্য, মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য এই ত্রিবিধ চিদ্বিলাসের বৈচিত্র্য নষ্ট করিবার জড়ভেদপরা বুদ্ধি হইতেই অনর্থপ্রসূ গৌরনাগরীবাদ উৎপত্তি লাভ করিয়াছে।

গৌরনাগরীর কৃষ্ণে ও গৌরে ভেদবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। কৃষ্ণই যে বিপ্রলম্ভ-স্বরূপে শ্রীগৌর বা মহাভাব-চিত্ত, আবার গৌরই যে তাঁহার সম্ভোগময় স্বরূপে নাগর বা রসরাজ,—এ কথা গৌরনাগরীর ধারণায় নাই। তাই গৌর-নাগরী মনে করেন যে, গৌরের হাতে যদি বাঁশী না দেওয়া যায়, দ্বিজরাজ গৌরকে, যদি গোপালকে পরিণত না করা যায়, সন্ন্যাসিশিরোমণি গৌরকে যদি 'চেলচোর' সাজান না যায়, তাহা হইলে গৌরই যে 'কৃষ্ণ' ইহা প্রমাণিত হয় না, কিম্বা গৌরের পূর্ণভগবত্তায় কিছু কমতি থাকিয়া যায়! গৌর কৃষ্ণ নহেন—এরূপ সন্দেহ বা নাস্তিক্যবাদ হইতেই ঐরূপ লীলাবিপর্য্যয়-চেষ্টা। শুনা গিয়াছে যে, শ্রীখণ্ডের গৌরনাগরীগণের নাট্যশালার যবনিকাপটে 'ভাগীরথীতীরে গৌরসুন্দর প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন এবং স্নানার্থে জলে অর্দ্ধমগ্না কয়েকটী স্ত্রীমূর্ত্তি অর্দ্ধনগ্নাবস্থায় শ্রীগৌরসুন্দরের দিকে সচকিত একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া গৌরসুন্দরকে তাঁহাদের নেত্রোৎসব বিধানের যন্ত্রবিশেষ বা গৌরসুন্দরকে বলপূর্ব্বক তাঁহাদের ভোগের সামগ্রীরূপে পরিণত করিবার চেষ্টা প্রদর্শনপূর্ব্বক' একটী চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে। এইরূপ ভোগপিপাসোত্থ কল্পনাচিত্র কি পৌত্তলিকতা নহে? ইহা কি গৌরে ভোগবুদ্ধি নহে? ব্রজ-ললনা-নাগর শ্যামসুন্দরের কৈশোর লীলার অনুকরণে সেই সম্ভোগ-ময় বিগ্রহের লীলা কল্পনা প্রভাবে দ্বিজরাজ গৌরসুন্দরে আরোপ করিয়া দ্বিজরাজকে চেলচৌর্য্যাপরাধে অপরাধী করিবার পাষণ্ডতাময়ী চেষ্টা হইতে কি এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হয় নাই? তাদৃশ লাম্পট্যে মগ্নজন কখনই গৌরভক্ত শব্দবাচ্য হইতে পারেন না।

প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় যেরূপ স্ব-স্ব-জড়কামচেষ্টা কৃষ্ণের ঘাড়ে চাপাইয়া কৃষ্ণকে ভোগ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি করে, গৌরনাগরীও কি তদ্রূপ স্ব-স্ব-জড়ভোগপিপাসা গৌরসুন্দরের উপর আরোপ করিয়া গৌরকে ভোগ করিবার চেষ্টায় প্রণোদিত হন নাই? যেমন এক সম্প্রদায় মনে করেন যে, প্রাকৃত স্ত্রী পূজায় রাধাকৃষ্ণের পূজা হইয়া যায়, কিম্বা ফ্রান্স দেশীয় অগস্ত কোম্‌তের (Comte) মতে যেরূপ স্ত্রীপূজা বা কাল্পনিক বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনের বিচার দেখিতে পাওয়া যায়, গৌরনাগরীর গৌর-মূর্ত্তি কল্পনাও কি সেইরূপ মতবাদসমূহেরই প্রকারান্তর নহে?

গৌরনাগরীর মত এই যে, গৌরে লম্পটিনী নাগরীর জড়ভোগোন্মুখ কল্পনার সকল ভাবের সমাবেশ করিতে হইবে। এইরূপ কাল্পনিক বিচার নিতান্ত জড়বুদ্ধি মূলক এবং লীলা-বৈচিত্র্য-বিনাশ-প্রচেষ্টা-মূলে উদ্ভূত।

"মৎকণ্ঠে কিং নখরশিখরা দৈত্যরাজোঽস্মি নাহং
মৈবং পীড়াং কুরু কুচতটে পূতনা নাহমস্মি।
ইত্থং কীরৈরনুকৃতবচঃ প্রেয়সা সঙ্গতায়াঃ
প্রাতঃ শ্রোষ্যে তব সখি কদা কেলিকুঞ্জে মৃজন্তী॥"

উপরি-উক্ত শ্লোকে শ্রীমতী রাধিকা রসের পুষ্টি প্রদর্শন করিবার জন্যই নিজকে হিরণ্যকশিপু বোধ ও কৃষ্ণকে রহস্য করিয়া শ্রীনৃসিংহ এবং নিজকে পূতনা বোধ করিতেছেন। বেরসিক ঐশ্বর্য্যধাতুপ্রধান স্বকীয়বাদী-অভিমানকারী সমাজ যদি শ্রীমতীতে তত্তৎ ভাব আরোপ করেন, তাহা হইলে উহা তাঁহাদের রসশাস্ত্রানভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিবে। সম্ভোগবাদীর গৌরকে 'নাগর' বা 'রসরাজ' বলিয়া সম্বোধন কি তাঁহাদের চিত্তজন্য ভাব!

শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীকূর্ম্ম, শ্রীবরাহ—ইঁহারা সকলেই তত্ত্বতঃ এক অর্থাৎ সকলেই স্বাংশ এবং লীলাবতার। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যদি নৃসিংহলীলায় শ্রীরামচন্দ্র-লীলা, রামচন্দ্র-লীলায় বরাহ বা কূর্ম্ম-লীলা বসাইবার চেষ্টা দেখাইয়া লীলার প্রতি কালক্ষোভ্য ভাবের আরোপ করেন, তবে তাহা ব্যক্তিগত অপরাধোত্থ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রদান করিলেও সেইরূপ ব্যাপারে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীসীতাদেবী, শ্রীলক্ষ্মীজী কিম্বা শ্রীনৃসিংহ বা শ্রীপ্রহ্লাদের কোনও রূপ সহানুভূতি, অনুমোদন বা সম্বন্ধ নাই।

গৌরসুন্দর তাঁহার যে স্বরূপে ও যে লীলায় গোচারণ করেন, বংশী ধারণ করেন বা বিদগ্ধচাতুর্য্যাদি নায়ক-চরিত্র প্রদর্শন করেন, তাহা সেই গৌরসুন্দরেরই সম্ভোগময় কৃষ্ণস্বরূপ, কিন্তু তাহা রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ বা গৌরস্বরূপ নহে। যদি কৃষ্ণ ও গৌর দুইজন পৃথক্ ব্যক্তি হইতেন, তাহা হইলে বলা যাইতে পারিত যে, এক ব্যক্তিতে বৈদগ্ধ্যাদি ভাব বর্ত্তমান, আর এক ব্যক্তিতে সেইটা নাই, সুতরাং তিনি পূর্ব্ব ব্যক্তি হইতে ছোট। শ্রীগৌরসুন্দর আশ্রয়ালম্বনের লীলা প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে আশ্রয়জাতীয় তত্ত্ব বলা হইতেছে না; পরন্তু তাঁহাকে বিষয়বিগ্রহ জানিয়া আশ্রয়জাতীয় লীলার প্রকটকারী ও বিতরণকারী ঔদার্য্যবিগ্রহরূপে দর্শন করিবার কথাই বলা হইতেছে। যেরূপ মুরো কলু নারদ সাজিয়া অভিনয় করিতেছে তৎকালে যদি কেহ তাহাকে 'নারদ' না জানিয়া 'মুরো কলু' জানেন, তাহার অভিনয় দর্শনের ফললাভ হয় না। ভগবান্ তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছায় তাঁহার যে লীলার যে স্বরূপটী যে প্রকার বিচিত্রতায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাকে সেইরূপ ভাবেই গ্রহণ না করিয়া আরোহবাদমূলে নিজের খেয়াল পরিতৃপ্ত করিবার চেষ্টা কি জড়কাম নহে? শ্রীল স্বরূপগোস্বামিপ্রভুর 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ'—এই পদটী ভাল করিয়া বিচার করিলেই গৌরনাগরীর ভ্রম ঘুচিতে পারে। স্বতন্ত্র লীলাময় যে ভাব প্রদর্শন করিতেছেন না, সেই ভাব তাঁহাতে কল্পনার দ্বারা আরোপ করা কিম্বা যে ভাব প্রদর্শন করিতেছেন, সেই ভাবের বিপর্য্যয় করা পাষণ্ডতা মাত্র। যদি কেহ কৃষ্ণকে কুঞ্জবনে বনফুল দিয়া সাজাইবার পরিবর্ত্তে প্রবল পরাক্রান্ত মার্কিন সেনাপতিরূপে সাজাইয়া 'বড়' করিতে চায়, তাহা হইলে তাহার যেরূপ কৃষ্ণের অনুকূল সেবা করা হয় না, তদ্রূপ গৌরনাগরীর সম্ভোগের আবরণে গৌরসেবাও তদ্রূপ হাস্যাস্পদ ও বিপর্য্যয়-বুদ্ধ্যুত্থ।

ভগবান্ অবিচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন অনন্তলীলাময়, তাঁহাতে সকলই সম্ভব—এ কথা সত্য; কিন্তু তাঁহার লীলাবৈশিষ্ট্য, লীলার বৈচিত্র্য ও মর্য্যাদা বিপর্য্যয় করিবার অধিকার কাহারও নাই। সংখ্যাগত আনন্ত্যে permutation এবং combination (পরস্পর বিনিময় ও মিলন) সম্ভবপর হইলেও সসীম বুদ্ধি তাহা সাধন করিতে অসমর্থ। উহা সম্ভাবিত হইলেও স্বরূপ বা স্বয়ংরূপ হইতে স্বতন্ত্র-গুণ-বিক্ষিপ্ত কাল্পনিক বিরাড়্দৃষ্টি পরিচয় মাত্র। ভগবানে সকল সম্ভব হইলেও ক্ষুদ্র জীব তাঁহাকে তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু বা তাহার খানাবাড়ীর রাইয়ত করিতে পারে না।

গৌরনাগরী জড়-ভেদবাদী বলিয়াই একদিকে যেমন বিপ্রলম্ভবিগ্রহ গৌরসুন্দরকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ জ্ঞান করিয়া তাঁহার মনগড়া 'গৌর' সাজাইবার ইচ্ছা করিতেছেন, তদ্রূপ বিচারের বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি মনে করিতেছেন, 'শ্রীললিতা বিশাখাদি যদি শ্রীগৌরসুন্দরের ঔদার্য্যলীলায় সাধকের লীলাভিনয় করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ-ভূমিকা হইতে সাধনভূমিকায় টানিয়া আনা হইল'—এরূপ বিচার নিতান্ত স্থূলবুদ্ধির পরিচায়ক। তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, কৃষ্ণলীলার শ্রীললিতা-বিশাখাই গৌরলীলার দামোদরস্বরূপ ও রায় রামানন্দ, আবার গৌরলীলার শ্রীস্বরূপদামোদর ও রায় রামানন্দই ব্রজলীলার শ্রীললিতাবিশাখা। যেমন কৃষ্ণেরই গৌরস্বরূপ আবার গৌরেরই কৃষ্ণস্বরূপ। গৌর ও কৃষ্ণলীলায় এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ রহস্যটি বর্ত্তমান। আবার সৌভাগ্যবান্ ভক্তগণ একইকালে শ্রীগৌরসুন্দরের ভজন ও শ্রীকৃষ্ণের যুগপৎ

ভজন করিতে পারেন কিন্তু তাহা জড়বুদ্ধি থাকাকালে চিন্তনীয় হইতে পারে না।

যদি কেহ কল্পনাপ্রভাবে শ্রীগৌরকে গৌর রাখিয়া কৃষ্ণলীলার পরিকর ললিতাবিশাখাকে তাঁহাদের কৃষ্ণলীলোপযোগি সেবা শ্রীগৌরসুন্দরে বিহিত করিবার চেষ্টা করেন এবং বলেন যে গৌরের হাতে পাঁচনবাড়ি দিয়া গরু চরাইয়া লওয়া বা নদীয়ার নাগরীদ্বারা স্বকীয়া বা পারকীয়া সেবার যখন সঙ্গতি আছে, তখন কথিত দৌরাত্ম্য বা 'নিতাই গৌর রাধে শ্যাম' ছড়া কেন সঙ্গত হইবে না, শুদ্ধভক্ত তখন তারস্বরে বলেন—'অসঙ্গত অবৈধকার্য্য পরিহার কর।'

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জড়ভেদবাদীর মনোধর্ম্ম নিরাস করিয়া গৌরকৃষ্ণের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-রহস্যটি এইরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন—

"কৃষ্ণ ও গৌরকিশোর—ইঁহারা পৃথক্‌তত্ত্ব ন'ন, উভয়ই মধুর রসের আশ্রয়। একটু ভেদ এইমাত্র যে, মাধুর্য্যরসে দুইটি প্রকার আছে অর্থাৎ মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য; তন্মধ্যে মাধুর্য্য যেখানে বলবৎ, সেইখানে কৃষ্ণস্বরূপ, এবং ঔদার্য্য যেখানে বলবৎ, সেখানে শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপ। মূল বৃন্দাবনেও কৃষ্ণপীঠ ও গৌরপীঠ—এই দুইটি পৃথক্ প্রকোষ্ঠ আছে। কৃষ্ণপীঠে যে সমস্ত নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্ষদ মাধুর্য্যপ্রধান ঔদার্য্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণগণ; শ্রীগৌরপীঠে সেই সকল নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্ষদগণই ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্য ভোগ করিতেছেন। কোনস্থলে উভয়পীঠে স্বরূপ-ব্যূহদ্বারা তাঁহারা বর্ত্তমান; * * * সাধনকালে যাহারা, কৃষ্ণ ও গৌর, উভয়ের উপাসক, সিদ্ধকালে তাঁহারা কায়দ্বয় অবলম্বনপূর্ব্বক উভয়পীঠে যুগপৎ বর্ত্তমান—ইহাই গৌরকৃষ্ণের অচিন্ত্যভেদাভেদের পরম রহস্য।" (জৈবধর্ম্ম ৩য় সংস্করণ—৩১২-৩১৩ পৃষ্ঠা)

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্যেও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"গৌরকৃষ্ণে ভেদ যাঁ'র সেই জীব ছার।
শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ কভু না হয় তাহার॥
দাস্যরস-পরাকাষ্ঠা গৌরাঙ্গ ভজনে।
'মহাপ্রভু-শ্রীগৌরাঙ্গ' বলে সাধুজনে॥
মধুর প্রেমেতে যাঁ'র হয় অধিকার।
রাধাকৃষ্ণরূপে গৌরভজন তাঁহার॥
রাধাকৃষ্ণ ঐক্য মোর শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
যুগলবিলাস ঐক্যে স্বতঃ নাহি ভায়॥
দাস্যপরিপাকে যবে জীবের হৃদয়ে।
শ্রীমধুররস উদে মূর্ত্তিমান হ'য়ে॥
সে সময় ভজনীয় তত্ত্ব গৌরহরি।
রাধাকৃষ্ণরূপ হয়ে ব্রজে অবতরি॥
নিত্যলীলারসে সেই ভক্তকে ডুবায়।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা ব্রজধাম পায়॥
নবদ্বীপে ব্রজে যেই নিগূঢ় সম্বন্ধ।
এক হ'য়ে দুই হয় নাহি দেখে অন্ধ॥
সেই ত' সম্বন্ধ গৌরে কৃষ্ণে জ্ঞান সার।
মধুর রসেতে গৌর যুগল আকার॥"
(শ্রীধাম-মাহাত্ম্য ১৮৭-১৮৮ পৃষ্ঠা, ২য় সংস্করণ)

উপরি-উক্ত পদ্যে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'দাস্যরস পরাকাষ্ঠা গৌরাঙ্গভজনে', 'মধুরপ্রেমেতে যার হয় অধিকার, রাধাকৃষ্ণরূপে গৌরভজন তাঁহার' এবং 'মধুর রসেতে গৌর যুগল আকার'' প্রভৃতিবাক্যে গৌরনাগরীর জড়ভেদবাদ নিরাস করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গভজন দাস্যরসপরাকাষ্ঠা। যাঁহারা মহামহেশ্বরী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে সত্যভামা বা রুক্মিণী জানিয়া তদানুগত্যে গৌরভজন করিতে চান, তাঁহাদের গৌরাঙ্গভজনও দাস্যরসপরাকাষ্ঠা। কিন্তু যাঁহারা গৌরাঙ্গকে 'নাগরী লম্পট' সাজাইয়া কাল্পনিক ভজনপ্রণালী সৃষ্টি করিতে চান, তাঁহাদিগের চেষ্টা গৌরভজনের নামে গৌরবিমুখতা বা গৌরে ভোগবুদ্ধি; উহা মধুর রস নহে শুদ্ধভক্ত হইতে তাহা 'দূর দূর' নামে অভিহিত হয়। আবার যাঁহারা মধুররসের অধিকারী, তাঁহারা বিপ্রলম্ভমূর্ত্তি গৌরের প্রদর্শিত ও প্রদত্ত আশ্রয়ালম্বনগণের অনুসরণে উন্নতোজ্জ্বল-রসের কৃষ্ণভজন করেন।

কৃষ্ণলীলা সর্ব্বদাই সম্ভোগময়ী; তদ্রূপ গৌরলীলাও সর্ব্বদাই বিপ্রলম্ভময়ী। কৃষ্ণের যেরূপ গোকুল, দ্বারকা ও মথুরালীলা, তদ্রূপ গৌরসুন্দরেরও নবদ্বীপলীলা, ভ্রমণলীলা এবং ক্ষেত্রাবস্থানলীলা। ঐশ্বর্য্যপ্রধান বিচারে নবদ্বীপের প্রাগ্‌ভাবলীলা—দ্বারকেশলীলা, শ্রীঈশ্বরপুরীর সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর মাধুর্য্যমিশ্রিত ঐশ্বর্য্যবিচারে নবদ্বীপের শেষভাগের লীলা—মথুরেশলীলা আর মাধুর্য্যপ্রধান-লীলাই বিপ্রলম্ভময়ী ব্রহ্মগিরি ও শ্রীনীলাচললীলা বা শ্রীকুরুক্ষেত্রলীলা

এবং গোপীভাবে সম্ভোগময়ী সুন্দরাচলগমন, জগন্নাথ-মুখে মুরলীদর্শন এবং অন্তর্দ্দশালীলা-কথন কিন্তু এই ত্রিবিধ বিভাগের লীলাই ঔদার্য্যময়ী লীলা অর্থাৎ তাহাতে জীবের প্রতি করুণা, উদারতা বা দানরূপ কার্য্য রহিয়াছে। কৃষ্ণান্বেষণ-লীলা বা বিপ্রলম্ভই ঔদার্য্য মধ্যে পর্য্যভিব্যক্ত।

ঔদার্য্যলীলা অযোগ্য বা সাধক জীবের পক্ষে সমধিক উপযোগী, আবার সিদ্ধের যে ইহাতে উপযোগিতা নাই, তাহাও নহে। সিদ্ধগণ এই লীলার সহায়ক, পুষ্টিসাধক ও আস্বাদক। সুতরাং শ্রীগৌরলীলা সাধ্য ও সাধন সম্পত্তি উভয়ই; কিন্তু কৃষ্ণলীলায় একমাত্র সিদ্ধগণেরই উপযোগিতা ও অধিকার আছে বলিয়া উহা সিদ্ধ সম্পত্তি বা সাধ্যভক্তাভিনয়কারী অনর্থপরভোগীর দুষ্প্রাপ্য।

অতএব গৌরভজন ও কৃষ্ণভজনবিচারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনর্থযুক্ত ও অচিদাশিতাবুদ্ধিবিশিষ্টব্যক্তিগণের রাধাকৃষ্ণভজনে সামর্থ্য নাই; অধিক কি অনর্থযুক্ত বৈধভক্তের রাধাকৃষ্ণভজনে যোগ্যতা নাই। তাঁহারা (অনর্থযুক্ত বৈধভক্তগণ) যে রাধাকৃষ্ণের ভজনের চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তাহার ফলে তাঁহাদের নারায়ণ-সামীপ্য লাভ মাত্র হয়, কৃষ্ণসামীপ্য ঘটে না; সুতরাং তাঁহাদের কৃষ্ণভজনের চেষ্টা প্রকৃত পক্ষে কৃষ্ণভজন না হইয়া নারায়ণ-ভজনই হইয়া পড়ে।

"গোপী অনুগত বিনা ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥

অনর্থযুক্ত ব্যক্তি যে গৌরানুগত্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন করেন, তাহাই বাস্তবিক সাধনভূমিকায় গৌরভজন। গৌরানুগত্যে রাধাকৃষ্ণ-ভজনকারীকে নারায়ণ-সামীপ্য লাভ করিতে হয় না, রাধাকৃষ্ণই তাঁহার প্রাপ্য বস্তু হন। আবার গৌরকৃপালব্ধ মধুররসাশ্রিত সিদ্ধভক্তগণ রায় রামানন্দ প্রমুখ নিত্যসিদ্ধা গৌরশক্তিগণের ন্যায় বিপ্রলম্ভরসে যে রাধাকৃষ্ণের ভজনা করেন, তাহাই তাঁহাদের সিদ্ধাবস্থায় গৌরভজন। অনর্থযুক্ত অবস্থায় গৌর ভগবানে একান্তভাবে প্রপন্ন হইলে গৌরসুন্দর সাধকের অনর্থ অপসারিত করিয়া সাধককে নিজ ভজনমুদ্রা প্রদান বা তাঁহারই রসরাজস্বরূপ যে শ্যামগোপরূপ, তাহা প্রদর্শন করান। শ্রীমন্মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে ব্রজের নিত্যসিদ্ধা গোপী-জ্ঞানে তাঁহার নিকট গৌরনাগর (?) রূপ প্রদর্শন করিবার পরিবর্ত্তে শ্যাম গোপরূপই প্রকট করিয়াছিলেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রায় রামানন্দ-বাক্যে—

"পহিলে দেখিলুঁ তোমার সন্ন্যাসি-স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ॥"

গৌর যদি নাগরই হইবেন, তাহা হইলে রায় রামানন্দ গৌরবর্ণ দ্বিজরাজ সন্ন্যাসিশিরোমণি গৌরের হস্তে নাগরী-চিত্তহারিণী বংশিকা বা নেত্রভঙ্গী প্রভৃতি বিদগ্ধভাব না দেখিয়া প্রথমে তাঁহার সন্ন্যাসিলীলা এবং তৎপরে শ্যাম-গোপরূপ বিষয়বিগ্রহস্বরূপের ব্রজললনা নাগরলীলা দর্শন করিলেন কেন? অতএব শ্রীরামানন্দ প্রভুর বাক্য দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে যে, দ্বিজরাজ বা সন্ন্যাসিলীলায় নাগরাভিমান নাই; কিন্তু সেই সন্ন্যাসিশিরোমণি দ্বিজরাজেরই আবার নন্দকিশোর-গোপলীলায় নাগরাভিমান আছে। যে স্বরূপ কাঞ্চন পঞ্চালিকার বর্ণে অর্থাৎ আশ্রয়ের বর্ণে সুবলিত, যে স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে আশ্রয়ের ভাবে বিভাবিত, যে স্বরূপে দ্বিজবরের লীলা অভিব্যক্ত, তাহাতে বিষয়বিগ্রহ বা শৃঙ্গাররস-মূর্ত্তবিগ্রহের বর্ণ শ্যামলতা এবং জাতির উচ্চত্ব ও নীচত্ব বিচাররহিত ভাব যে 'গোপত্ব', তাহা থাকিতে পারে না। বিষয়বিগ্রহ ও আশ্রয়বিগ্রহের বর্ণ তাঁহাদের সেব্য-সেবক-ভাবের অভিমানানুযায়ী পরস্পর পৃথক্। সেবৌজ্জ্বল্য তাঁহার একটী স্বতঃসিদ্ধ নিত্যরূপে প্রকটিত। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়বিগ্রহ বা মূর্ত্তিমতী সেবাসুষমা-পরাকাষ্ঠা হিরণ্মণিদ্যুতিতে প্রকাশিত অর্থাৎ আশ্রয় বিগ্রহের বর্ণ গৌর, এই জন্যই শ্রীমতীর বর্ণ হেমবর্ণ। বিষয়বিগ্রহ হইয়াও আশ্রয়াভিমানী শ্রীবলদেবের বর্ণ শ্বেতবর্ণ। আবার বিষয়বিগ্রহের বর্ণ শ্যামবর্ণ। নবনীরদ-কান্তি শ্রীশ্যামসুন্দর বা নবদূর্ব্বাদলকান্তি শ্রীরঘুকুলতিলক রাম তাহার প্রমাণ। বিষয়বিগ্রহ শ্রীশ্যামসুন্দরের যে স্বরূপ কাঞ্চন-পঞ্চালিকার ভাব ও কান্তিতে সম্পূর্ণরূপে সুবলিত হইয়াছে, সেই স্বরূপকে মহামহিমগণ 'রসরাজ শ্যামসুন্দর' না বলিয়া 'মহাভাবচিত্ত শ্রীগৌরসুন্দর' বলিয়া থাকেন। শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী অলঙ্কার-কৌস্তুভ গ্রন্থের পঞ্চম কিরণে বলিয়াছেন,—

যদ্যপি ভগবান্ সর্ব্বরসকদম্বসম্বলিতঃ তথাপি মূর্ত্তঃ শৃঙ্গার এব সাবর্ণ্যাৎ তদৈব তত্ত্বাচ্চ॥

তথা হি—রসঃ শৃঙ্গারনামায়ং শ্যামলঃ কৃষ্ণদৈবতঃ।
এবঞ্চ সর্ব্বেষামেব রসানাং বর্ণা দেবতাশ্চ বোদ্ধব্যাঃ॥
এইস্থানে 'সুবোধিনী' বলেন,—

সাবর্ণ্যাদিতি শ্রীকৃষ্ণস্য যো বর্ণঃ স এব বর্ণঃ শৃঙ্গাররসস্য। এতেন রসানাং সাকারত্বমভিপ্রেতম্। তথা চ—হ্লাদিনী-শক্তেবৃর্ত্তিরূপা লক্ষ্মীপ্রভৃতয়ো যথা সাকারাস্তথাহ্লাদিনী-শক্তেবৃত্তিরূপা এতে রসা অপি সাকারা এবেতি ভাবঃ॥

যদিও শ্রীভগবান্ নিখিলরসসম্বলিত পুরুষোত্তম, তথাপি তিনি মূর্ত্তশৃঙ্গার। শ্রীকৃষ্ণের যে বর্ণ শৃঙ্গাররসের বর্ণও তাহাই। যথা, শাস্ত্রবচনে দৃষ্ট হয় যে, শৃঙ্গারনামা এই রস শ্যামবর্ণ ও শ্রীশ্যামসুন্দরই তাহার দেবতা। এইরূপ সকল রসেরই নির্দ্দিষ্ট বর্ণ ও দেবতা আছে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিরূপা লক্ষ্মীপ্রভৃতি যেরূপ চিন্ময় আকারবিশিষ্টা, তদ্রূপ হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিরূপ রস সকলও চিন্ময়বিগ্রহবিশিষ্ট।

অতএব "পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিত," (শ্রীরূপ) "রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত" (শ্রীস্বরূপ) দ্বিজরাজ শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরে "নবাম্বুধরমণ্ডলীমদবিড়ম্বিদেহদ্যুতি," "সুরেন্দ্রনীল-দ্যুতি" (শ্রীরূপ) শ্রীশ্যামগোপরূপের নাগরত্ব আরোপ করিলে রসাভাস বা রসবিরুদ্ধ দোষ উপস্থিত হইবে।

গোপী ব্যতীত অন্যের শ্যামগোপরূপ দেখিবার অধিকার নাই; অধিক কি সত্যভামা প্রভৃতি মহিষীগণেরও নাই। সেই শ্যামগোপরূপ বিষয়বিগ্রহই আশ্রয়ের ভাবকান্তি সুবলিত হইয়া শ্যামগোপরূপের প্রদাতৃরূপে অমন্দোদয়দয়-মহাবদান্য। শ্যামগোপরূপ দর্শনে বঞ্চিত ব্যক্তিগণকে কৃপা করিবার জন্যই শ্যামসুন্দরের গৌরসুন্দরলীলা প্রকটন। আবার রসবিচারে গৌরলীলা কৃষ্ণলীলা হইতে একটী পৃথক্‌লীলাও নহে; তাহা কৃষ্ণলীলারই পরিশিষ্ট। অধিরূঢ় মহাভাবের পরাকাষ্ঠাবস্থাতে অর্থাৎ প্রেমবিলাসবিবর্ত্তাবস্থা-নাম্নী চিন্ময় লীলাবিলাসের পরমচমৎকারিণী সর্ব্বোত্তমাবস্থায় যেরূপ আশ্রয়ের বিষয়ের ভাবে সর্ব্বতোভাবে তন্ময়তা পরিলক্ষিত হয়, তদ্রূপ বিষয় শ্রীকৃষ্ণও যখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর ভাবে সর্ব্বতোভাবে তন্ময় হন, অর্থাৎ তাঁহার অন্তর্ব্বাহ্য যখন গৌরাঙ্গী-গান্ধর্ব্বাময় হইয়া পড়ে অর্থাৎ কাঞ্চনপঞ্চালিকা যখন শ্যামসুন্দরকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করেন, তখনই শ্যামসুন্দরের রসরাজাভিমানের পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণভাবে গৌরাঙ্গীর অভিমানে প্রমত্ততা। বিষয়বিগ্রহের সেই অভিমানে নাগরাভিমান নাই। কোন বে-রসিক জড় সম্ভোগবাদী ব্যক্তি যদি সেই সময় তাঁহাকে 'নাগর' বলিয়া সম্বোধন করিতে যান, তাহা হইলে তাহা তাঁহার গৌরানুরাগের পরিবর্ত্তে গৌরবিরোধমাত্রই জানিতে হইবে।

বিপ্রলম্ভতনু গৌরসুন্দর সেই রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া যখন কৃষ্ণবিরহিণীর ভাবে বিলাপ করিতে থাকেন,—

"হা হা কৃষ্ণ-প্রাণধন, হা হা পদ্মলোচন,
হা হা দিব্য-সদ্‌গুণ-সাগর।
হা হা শ্যামসুন্দর, হা হা পীতাম্বরধর,
হা হা **রাসবিলাস-নাগর**॥
কাঁহা গেলে তোমা পাই, তুমি কহ তাঁহা যাই,
এত কহি' চলিলা ধাঞা।
স্বরূপ উঠি' কোলে করি', প্রভুরে আনিল ধরি,'
নিজ স্থানে বসাইলা নিঞা॥"
(চৈঃ চঃ অ ১৮।৬০-৬১)

—সেই সময় যদি জড়-সম্ভোগবাদী নাগরী সাজিয়া গৌরসুন্দরকে 'রসরাজ-নাগর' বলিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক তাঁহার (নাগরীর) ইন্দ্রিয়োৎসব বিধানার্থ অনুরোধ করেন, তখন তাহা কি তাঁহার গৌরপ্রীতি না গৌরে ভোগবুদ্ধি? এইরূপ রসবিরুদ্ধ ব্যাপার জড়-সম্ভোগবাদী বেরসিক সমাজেই 'গৌরভজন' বলিয়া সমাদৃত হয়। বঙ্গনাগরীর ভাবে প্রমত্ত বিপ্রলম্ভবিগ্রহকে সম্ভোগবিগ্রহ 'রসরাজ-নাগর' বলিয়া সম্ভাষণ করা নিতান্ত জড়-সম্ভোগবাদের পরিচায়ক। কিন্তু আমরা গৌরনাগরীর এতাদৃশ বিরুদ্ধ আচরণের পরিবর্ত্তে ব্রজনাগরীশিরোমণি শ্রীমতীর কিঙ্করী-অভিমানী শ্রীস্বরূপগোস্বামিপ্রভুর চরিত্রে কি দেখিতে পাই?

"স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি, গীতগোবিন্দ-গীতি,
শুনি' প্রভুর জুড়াইল কাণ।"

বিপ্রলম্ভের পরিপোষ্টা গৌরজনগণ কখনও গৌর-সুন্দরের ইন্দ্রিয়তর্পণে বাধা দিয়া নিজেন্দ্রিয়তর্পণ করিতে যান নাই। যদি গৌর 'নাগর'ই হইতেন, তাহা হইলে শ্রীস্বরূপদামোদর বা শ্রীরামানন্দাদি গৌরশক্তিগণ তাঁহাকে কেনই বা 'নাগর' বলিয়া সম্বোধন করেন নাই?

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রভু তাঁহার গ্রন্থের বহুস্থানে 'ব্রজবিলাসী নাগর', 'রাসবিলাস নাগর', 'নাগররাজ' প্রভৃতি বিশেষণে রসরাজ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে বিশিষ্ট করিলেন; কিন্তু কোথায়ও ত' 'গৌরনাগর' শব্দটা উল্লেখ করেন নাই। তাহা হইলে কি রূপানুগ শ্রীকবিরাজ গোস্বামী অপেক্ষাও গৌরনাগরীগণ সমধিক রসনিপুণ রসিক হইয়া 'অতিবাড়ী' হইয়া পড়িয়াছেন?

গৌরনাগরী নিম্নলিখিত কারণে লীলা-বৈচিত্র্য-ধ্বংস-প্রয়াসী—

(১) গৌরলীলা সর্ব্বদাই বিপ্রলম্ভময়ী আর কৃষ্ণলীলা সর্ব্বদাই সম্ভোগময়ী—একথা গৌরনাগরী বুঝিয়াও বুঝিবেন না।

(২) গোলোকে বা মূল বৃন্দাবনে কৃষ্ণপীঠ ও গৌরপীঠ নামে নিত্যসিদ্ধ পৃথক্ প্রকোষ্ঠ আছে। সেই নিত্যসিদ্ধ প্রকোষ্ঠদ্বয়ের স্বতঃসিদ্ধা লীলারই ভৌম ব্রজে ও ভৌম নবদ্বীপে অবতরণ। গৌরনাগরী এই নিত্যসিদ্ধ লীলাদ্বয়ের একাকার করিয়া গৌরলীলাকে অনিত্য মনে করেন অর্থাৎ জড় ইন্দ্রিয়-তাড়নায় রসবোধান্ধ হইয়া গৌরলীলা ও কৃষ্ণ লীলার পরস্পর বৈশিষ্ট্য দর্শন করিতে কুণ্ঠিত হন।

(৩) গৌরনাগরী সন্দেহবাদী ও অতত্ত্বজ্ঞ বেরসিক। কারণ তিনি মনে করেন, গৌরকে গৌরলীলায় রসরাজ না সাজাইতে পারিলে অর্থাৎ লীলা-বৈচিত্র্য ধ্বংস (!) করিতে না পারিলে গৌরের পরমেশ্বরত্ব সিদ্ধ হয় না। তাঁহার ধারণা যেন ক্ষুদ্র জীবই পরমেশ্বরের পরমেশ্বরত্ব সংস্থাপন করিতে সমর্থ; পরমেশ্বরের স্বতঃসিদ্ধ ঐশ্বর্য্য বা স্বতঃ কর্ত্তৃত্ব নাই! তজ্জন্যই কেহ কেহ বলেন, গৌড়দেশে অবতার গড়াইবার কারখানায় বিগত অর্দ্ধশতাব্দীতেই এক ডজন অবতার তৈয়ারী হইয়াছে!

(৪) গৌরনাগরী গৌর ও কৃষ্ণকে অন্তরে দুইটী পৃথক্ তত্ত্ব বলিয়া জানেন। অন্তরে গৌরকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ মনে করার দরুণই তিনি গৌরের কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণের গৌরলীলার বৈশিষ্ট্য দর্শন করিতে অসমর্থ।

(৫) গৌরনাগরী ধারণা করিতে পারেন না যে, গৌর-ভক্তগণ যুগপৎ শ্রীগৌরসুন্দরের ও শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিতে পারেন।

(৬) 'বিষয়' ও 'আশ্রয়' উভয়েই 'আলম্বন' শব্দবাচ্য হইলেও 'বিষয়' ও 'আশ্রয়' শব্দ দ্বারা যে আলম্বন মধ্যে পরস্পরে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-রহস্য স্থাপিত, বিষয়ালম্বন-লীলা-বৈচিত্র্য ও আশ্রয়ালম্বনলীলা-বৈচিত্র্য-বৈশিষ্ট্য যে গৌরের হাতে বাঁশী প্রদান করিলে বা গৌরকে রসরাজ বলিলে রক্ষিত হইতে পারে না, তাহা গৌরনাগরী বুঝিতে অসমর্থ।

(৭) গৌরনাগরী মিথ্যা উপমানের (false analogy) আশ্রয় গ্রহণ করিয়া লীলা-বৈচিত্র্য ধ্বংস-প্রয়াসী।

(৮) গৌরনাগরী কল্পনাকে ও নিত্যসিদ্ধা লীলাকে এক মনে করেন। গৌরনাগরী মনে করেন, যেহেতু সর্ব্ব-প্রধানা যূথেশ্বরী শ্রীমতীর বিবিধা নিত্যসিদ্ধা সখী আছেন, তদ্রূপ গৌরনারায়ণের বৈধ পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ারও কাঞ্চনা প্রভৃতি সখী কল্পনা করা যাউক। 'সখী' ও 'দাসী' শব্দের পার্থক্য, 'স্বকীয়' ও 'পারকীয়' শব্দের পার্থক্য, কেবলা, মিশ্রা ও ঐশ্বর্য্য রতির পরস্পর পার্থক্য, সাধারণী, সমঞ্জসা, সমর্থা ও মধুররতিপ্রতিম দাস্যরতির পার্থক্য, বৈকুণ্ঠ-লীলা, পুরলীলা ও ব্রজলীলার পার্থক্য, মহিষী ও গোপীর পার্থক্য, দ্বারকেশ লীলা, মথুরেশ লীলা ও গোকুলনাগরেন্দ্র লীলার পার্থক্য গৌরনাগরী বুঝিতে অসমর্থ হইয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছা-প্রণোদিত কল্পনামূলে যে ভক্তির নামে অভক্তি-চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তাহাতে তিনি একজন লীলাবিধ্বংস প্রয়াসী বিবর্ত্তবাদী বলিয়া পরিচিত হন।

আমরা এই সব বিষয় বারান্তরে আরও বিস্তারিত ভাবে শাস্ত্রযুক্তিমূলে আলোচনা করিব। সহস্র প্রকারে গৌরনাগরী মতবাদ খণ্ডিত হইবার যোগ্য।

শ্রীল পরমহংসঠাকুরের পত্রাবলী

মহান্ত গৌড়দাস প্রদত্ত দলিলটী এই :—

দলিল গ্রহীতা—

(১) শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ

(২) ,, পরমানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩) ,, অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী

জেলা নদীয়া প্রাচীন নবদ্বীপ-শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য-মঠের সেবাইৎত্রয়—সদ্গুরু পিতা শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ, পেশা ঠাকুরসেবা--

দলিল দাতা—

শ্রীগৌড়দাস মহান্ত, শ্রীল সুখরাম দাসজীর চেলা, জাতি গৌড়ীয়বৈষ্ণব।

সাং চিপিগলী, মৌজা শ্রীবৃন্দাবন, জেলা মথুরা।

পেশা—ঠাকুরসেবা।

কস্য তমলিকনামা বা স্থায়ীবন্দোবস্ত পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে--আমি শ্রীল সুখরাম দাসজীর চেলা শ্রীগৌড়দাস মহান্ত. জেলা মথুরা, শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ চিপগলী মহল্লায় অবস্থিত শ্রীল ঠাকুর ব্রজমোহন মহারাজ মন্দিরের সেবাইৎ-সূত্রে উক্ত মন্দির, তৎসংলগ্ন দ্বিতল ভগ্ন ইমারত, চক ও পাকা ইঁদারা এবং নিম্ন তপশীলের জায়গা জমিতে একায়েক অন্য কাহারও নিরংশে নির্দ্দায় ও নির্ব্যূঢ় স্বত্বে স্বত্ববান্ আছি। সম্প্রতি মন্দিরের আয় হ্রাস পাওয়ায় উক্ত ইমারতাদি ভগ্ন অবস্থাপন্ন এবং তজ্জন্য শ্রীল ঠাকুরজীকে রীতিমত ভোগরাগ দিতে বা মেরামতাদি করিতে আমি অসমর্থ বিধায়, এবং এরূপ অবস্থায় আরও কিছুকাল থাকিলে ইমারতাদি একেবারে ভূমিসাৎ হইবার আশঙ্কা বিধায় অস্মৎ সম্প্রদায়ে অনুরাগী শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীধাম বৃন্দাবনে উপনীত হইলে তাহার নিকট উক্ত সেবাকার্য্যে আমার অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে ঐ মন্দির প্রভৃতি তাঁহার অধিকারে লইয়া সেবাদি ও মেরামতাদি কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া আমাকে ভারমুক্ত করিতে আমি অনুরোধ করি। তদনুসারে তিনি স্বীকৃত হইলে আমি পূর্ণ স্বজ্ঞানে অস্মৎসম্প্রদায়ের মূল তীর্থস্থান নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য-মঠকে অর্থাৎ উক্ত মঠের সেবাইৎত্রয় শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের চেলা--(১) শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, (২) শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী ও (৩) শ্রীযুক্ত অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারীদিগকে উক্ত মন্দির ও তৎসংলগ্ন ইমারতাদি যাহার মূল্য আন্দাজ ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা—উহা বন্দোবস্ত করিয়া প্রকাশ করিতেছি যে, অদ্য হইতে উক্ত ঠাকুরজীর সমস্ত স্বত্ব পরিচালন, মেরামতাদি, সেবাদি স্থলাভিষিক্তগণ ক্রমে পরিচালক সেবাইৎরূপে উক্ত মহোদয়-গণের উপর নির্দ্দায় নির্ব্যূঢ় স্বত্ব সহিত ন্যস্ত হইল। অতঃপর আমি, আমার উত্তরাধিকারী, বা স্থলাভিষিক্ত কেহ উক্ত সম্পত্তিতে কোন দাবি বা দাওয়া করিতে পারিব না, বা পারিবে না, করিলে নামঞ্জুর হইবে। এতদর্থে সুস্থ মনে সুস্থ শরীরে সজ্ঞানে এই স্থায়ী বন্দোবস্তনামা পত্র সাক্ষিগণের সমক্ষে রীতিমত সহিযুক্ত করিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩৩৩.........অগ্রহায়ণ।

তপশীল—চৌহদ্দী।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মঠের উৎসব শেষ করিয়া আমরা শ্রীরাধা-রমণ ঘেরায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণের জন্য উপস্থিত হইলাম। তিনি কৃপা করিয়া শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজকে তাঁহার সঙ্গীয় ভক্তগণের সহিত নিজ পূর্ব্বাবাসে কয়েক দিবসের জন্য আশ্রয় দিয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহার নিকট আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য যাইবার আবশ্যক ছিল। আরও আমি শুনিয়াছিলাম যে, তিনি গৌরনাগরীবাদ সমর্থন করিয়া নাগরীয় পৌত্তলিকতার প্রতিপক্ষে একটি প্রতিবাদ গৌরাঙ্গ নাগরীদিগের মুখপত্রে নিজনাম স্বাক্ষরিত করিয়া প্রচার করিয়াছেন। একথা সত্য কি না জানিবার জন্য আমার বিশেষ কৌতূহল হইয়াছিল। একদিন কুলিয়া নবদ্বীপে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌরমন্ত্র লইয়া বিতণ্ডা মুখে একটী সভা হইয়াছিল। সেই সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীযুক্ত বনমালীলাল গোস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীদামোদর লাল গোস্বামী এবং সার্ব্বভৌম গোস্বামী মহাশয় সেই সভায় উপস্থিত থাকিয়া মন্ত্র-বিবাদি-দলকে শিক্ষা মুখে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন। আমার স্মরণ হয়, সেই সভায়ও গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয় ব্রজ-নাগরীর তুল্য নদীয়ানাগরীগণের কথা উত্থাপন করেন। উক্ত গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য শ্রীমান্ প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারীর সহিত আমরা যখন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয়কে গৌর-নাগরীবাদের প্রতিষ্ঠান অবৈধ একথা বলি, তৎকালে গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আমি জানিতাম না যে, শুদ্ধভক্তসম্প্রদায় গৌরাঙ্গ-নাগরীবাদকে অপকৃষ্ট ব্যভিচার বলিয়া মনে করেন। যাহা হউক এ সকল

বিষয় তিনি ভবিষ্যতে বিশেষভাবে আলোচনা করিবেন বলিয়াছিলেন।

একদিন টাকীর যতীন্দ্র বাবুর সহিত আমার নদীয়া-নাগরীবাদ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। যতীন্দ্র বাবু, নদীয়ানাগরীবাদে কোনও প্রকারে শিশির বাবু সংশ্লিষ্ট নহেন—এরূপ কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "শিশির বাবুর অনুগত রসিকবাবু যদি গৌরাঙ্গ-নাগরীবাদ সমর্থন করেন, তজ্জন্য শিশির বাবুকে ঐ মত-বাদের প্রবর্ত্তক বলিয়া জানিবার কারণ নাই। দেনুড়ের শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর কুণ্ডু, শ্রীহট্টের কয়েকটী কবিতা লেখক বিষ্ণুপ্রিয়ার উক্তিমূলে যে সকল কবিতা লেখেন, তাহা সমর্থন করিতে গিয়া যে রসিকবাবু নদীয়ানাগরী বা গৌরাঙ্গ নাগরীবাদ ন্যূনাধিক প্রচার করেন, তাহা নিতান্ত অবৈধ।" একদিন মুর্শিদাবাদ কাশীমবাজার মহারাজের প্রাসাদে তাঁহাদের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মিলনী উপলক্ষে সমাগত শ্রীখণ্ডের কতিপয় ঠাকুরসন্তানগণের ও তাঁহাদের অনুগত একজন ভেকধারী বাবাজীর সহিত গৌরনাগরীবাদ সম্বন্ধে আমার কয়েকটী কথা হইয়াছিল। তাহাতেও আমি প্রমাণ পাইয়াছিলাম যে, গৌরভক্তির নামে গৌরাঙ্গ বা নদীয়ানাগরীবাদ সংক্রামকব্যাধির ন্যায় তাঁহাদের মধ্যে অবৈধভাবে ব্যাপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কতিপয়বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীখণ্ডের রাধিকানন্দ ঠাকুর কাকামহাশয়ের সহিত কথোপকথনে এবং পত্র ব্যবহারেও জানিতে পারি যে, ঐ ব্যাধির বিষময় ফল শ্রীখণ্ডে গৌরভক্তির ছলনায় প্রসার-লাভ করিয়াছে। উক্ত খুড়ামহাশয় আমাকে ঐ উপসম্প্র-দায়ের মত খণ্ডন করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। আমি যে সময় শ্রীখণ্ডে উক্ত ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে গিয়াছিলাম, তখন গৌরনাগরীবাদের নানা বিষময়ী কথা শ্রবণ করিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। এ ঘটনাটি কাশীমবাজার সম্মিলনীর প্রায় ৫।৭ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ বর্ত্তমান কাল হইতে ১৬ বৎসর পূর্ব্বে। আমার সহিত গোলোকগত শ্রীমান্ মন্মথনাথ রায় ভক্তিপ্রকাশ ও শ্রীমান্ বসন্তকুমার ঘোষ ভক্ত্যাশ্রম এবং শ্রীমান্ অনন্তকুমার দাস ও শ্রীমান্ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী ছিলেন। তাঁহারাও গৌর-নাগরীবাদের দৌরাত্ম্যের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। কাশীমবাজারের বৃথা রিহতার কথা শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচরণে নিবেদন করিলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া গৌরনাগরী উপসম্প্রদায়ের সহিত কোনও প্রকার সহানুভূতি না রাখিতে আমাকে উপদেশ দেন এবং তদুদ্দেশে সর্ব্বতোভাবে প্রতিবাদ করিবার আদেশ করেন। যেরূপ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৈষ্ণববিদ্বেষ নিবারণের জন্য পরম উৎসাহের সহিত আমাকে বালি-খাইতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা অধিক উৎসাহের সহিত গৌরনাগরীবাদের অকর্ম্মণ্যতা ও দৌরাত্ম্য প্রশমন করিবার জন্য আমাকে বিশেষ ভাবে বলেন।

আমি গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয়কে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের গৌরনাগরী অপসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভি-মতের কথা সে দিবস উল্লেখ করিয়াছিলাম। গোস্বামী মহাশয় গৌরনাগরীর মুখপত্রে গৌরনাগরী কি প্রকারে সমর্থন করিয়াছেন, আমি অদ্যাবধি তাহা দেখিবার সৌভাগ্যলাভ করি নাই। তজ্জন্যই তাঁহার সহিত কথোপ-কথনে জানিতে পারিলাম যে, তিনি নাগরীবাদিগণের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া নাগরীবাদ পোষণ করেন। তবে তাঁহার গৌরনাগরীবাদে কোনও বাধা প্রবেশ করে নাই বলিলেন। পারকীয় বিচারের গৌরাঙ্গনাগরীবাদ তিনি পোষণ করেন না। পরন্তু স্বকীয় অনুজ্জ্বলরসকে শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি পাঠ করিয়া তাঁহার মধুর রস বলিয়া ধারণা আছে। তিনি বলেন, পারকীয় ভাব ব্যতীত স্বকীয় বিচারেও মধুর রসের উন্নতোজ্জ্বল অবস্থা থাকিতে পারে। রাগানুগাব্যতীত ব্রজের মধুররস অন্যত্র সম্ভাবনা নাই, এই গোস্বামিসিদ্ধান্তের বিচারানুকূলে আমি তাঁহাকে বলিলাম, স্বকীয় মধুররস দাস-রসেরই প্রকারান্তর মাত্র। যেখানে ঈশ্বর বিচার প্রবল, তথায় সম্প্রসারিত বিশ্রম্ভের অবকাশ নাই, সুতরাং ঐশ্বর্য্যমিশ্রারতিতে যে স্বকীয় বিচারও বৈধ-শাসনোপ-যোগী ভাবসমূহ বর্ত্তমান, তাহাতে দাসরস ব্যতীত অন্য-বিচার সংলগ্ন করা অনিপুণতা মাত্র। গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সহিত ঐ সম্বন্ধে আমার যে কথা হইল, তাহাতে তিনি বৃন্দাবনীয় মধুররসের সহিত উত্তরকালীয় শ্রীরূপগোস্বামিলিখিত নাটকাবলম্বনে শ্রীসত্যভামা প্রভৃতির গোপীত্ব স্থাপন করিয়া মহিষীদিগের ভাব ও গোপীগণের ভাবের একত্বপ্রয়াসী জানিতে পারিলাম। ব্রজব্যতীত পারকীয় রসের উল্লাস নাই, এ কথা শ্রীনীলমণি

প্রভৃতি গ্রন্থরাজে ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সুষ্ঠুভাবে উক্তি পাঠ করা সত্ত্বেও গৌরনাগরীবাদ সমর্থন করিতে গিয়া সার্ব্বভৌম গোস্বামী মহাশয় ঐরূপ কথা বলিবেন—আমার এরূপ ধারণা ছিল না। মহিষীগণের রস ও পরব্যোমে লক্ষ্মীগণের নারায়ণ উপাসনায় ব্রজগোপীগণের ন্যায় মধুর রস অবস্থিত—এরূপ শ্রেণীর কতিপয় কথা তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হওয়ায় তাঁহার সহিত শুদ্ধভক্তগণের মতভেদ হইল জানিয়া আমরা প্রসঙ্গান্তর উপস্থিত করিলাম। কিয়ৎক্ষণপরে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া সেই রজনীতে আমরা শ্রীমথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করি।

(ক্রমশঃ)

সুসিদ্ধান্ত-সমাহৃতি

"ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয়"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২৩।১১২

শ্রীমদ্ভাগবত (৯।১০।১০) শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, রাক্ষসাধম রাবণ বৃকের ন্যায় রাম-বনিতা সীতাকে অপহরণ করিলে রামচন্দ্র প্রিয়তমা-বিরহিত হইয়া স্ত্রীসঙ্গিগণের যে পরিণামে এইরূপ দুঃখদ গতি হয় ইহা প্রকাশ করিয়া দীনের ন্যায় ভ্রাতার সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

রাবণের সীতাহরণ, সীতাবিরহে ভগবান্ রামচন্দ্রের ক্রন্দন, অপরোক্ষে বালীবধ ও লক্ষ্মণবর্জ্জন প্রভৃতি ঘটনা সম্বন্ধে সাধারণের সংশয় অপনোদনার্থ পূর্ব্ব ও পরমহাজনগণের সিদ্ধান্ত নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ মহাভারত-তাৎপর্য্যে বলিয়াছেন,—

বসুদেব-সুতো নায়ং নায়ং গর্ভেঽবসৎ প্রভুঃ।
নায়ং দশরথাজ্জাতো ন চাপি জমদগ্নিতঃ॥
নাস্মানং বেদমুগ্ধোঽয়ং দুঃখী সীতাঞ্চ মার্গতে।
বদ্ধঃ শক্রজিতেত্যাদি লীলৈষাঽসুরমোহিনী॥
কুতো দুঃখং স্বতন্ত্রস্য নিত্যানন্দৈকরূপিণঃ॥
নৈব স আত্মাত্মবতামধীশ্বরো ভুঙ্‌ক্তে হি দুঃখং ভগবান্ বাসুদেবঃ।
ন স্ত্রীকৃতং কশ্মলমশ্নুবীত ন লক্ষণং চাপি জহাতি কর্হিচিৎ॥

(মহাভাঃ তাৎপর্য্য ২।১৭৮,৮০, ৮২, ১৩৪)

অর্থাৎ এই ভগবান্ মায়াধীশ, তিনি বসুদেব-তনয় নহেন অথবা তিনি দশরথ কিম্বা জমদগ্নি হইতে উৎপন্ন হন নাই। সেই আত্মবস্তুকে "ইনি মুগ্ধ, ইনি দুঃখী, ইনি সীতা-অন্বেষণে প্রবৃত্ত" এরূপ বুঝিতে হইবে না। ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক বন্ধনাদি লীলা অসুর-বিমোহিনী, অর্থাৎ রাবণ ও তদনুগত অসুরস্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাহাতে মোহিত হন, কিন্তু হনুমান, বিভীষণ-প্রমুখ ভগবদ্ভক্তগণ তাহাতে মোহিত না হইয়া ভগবানের এতাদৃশী অসুরবিমোহিনী লীলার তাৎপর্য্যে বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাহাতে দৃঢ়-আসক্ত হন। ভগবান নিত্যানন্দস্বরূপ ও স্বতন্ত্র পুরুষ। তাঁহার দুঃখ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সেই ধীরগণের আত্মা, সমগ্র জগতের অধীশ্বর ভগবান্ বাসুদেব দুঃখ ভোগ করেন না, অথবা স্ত্রীজন্য মোহও প্রাপ্ত হন না এবং তিনি কখনও লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করেন নাই। উক্ত গ্রন্থে আরও কথিত হইয়াছে,—

যৎ পাদ পঙ্কজ-পরাগ-নিষেবকানাং
দুঃখানি সর্ব্বাণি লয়ং প্রয়ান্তি।
স ব্রহ্মবন্দ্য চরণোজনমোহনায়
স্ত্রীসঙ্গিনামিতি গতিং প্রথয়ংশ্চচার॥

(মহাভাঃ তাৎপর্য্য ২।১৩৫)

অর্থাৎ যাঁহার পাদপদ্ম-রেণুনিষেবন-ফলে যাবতীয় দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ হইয়া থাকে, সেই ব্রহ্মবন্দ্য-চরণ ভগবান্ রামচন্দ্র স্ত্রীসঙ্গিগণের গতি জানাইবার ও অসুর-বিমোহন করিবার উদ্দেশ্যে ঐরূপ লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যানুগ শ্রীবিজয়ধ্বজতীর্থপাদ শ্রীমদ্ভাগবত ৯।১০।১১ শ্লোকের পদরত্নাবলী টীকায় বলিয়াছেন ;—

ইতোপি শ্রীরামঃ সাক্ষান্নারায়ণাবতার এব ন দেবদত্তাত্রয়তমঃ।' তস্য প্রিয়া-বিয়োগাদিনা দুঃখপ্রকটনম্ সুরজনমোহনায় মানুষাবতার-দেবতাজন-শিক্ষণায় চ।

অর্থাৎ রামচন্দ্র সাক্ষাৎ নারায়ণের অবতার। দেবদত্তাদির ন্যায় কোন দেব বা মনুষ্য নহেন ; তাঁহার প্রিয়-বিয়োগাদিজনিত দুঃখপ্রকাশ অসুর-বিমোহন ও দেব মনুষ্যবর্গের শিক্ষার নিমিত্ত জানিতে হইবে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য ভক্তরাজ বিশ্বনাথ শ্রীমদ্ভাগবত ৯।১০।১০ শ্লোকের সারার্থদর্শিনী টীকায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

অধমেন রাবণেন বৃকেণেব অসমক্ষং পরোক্ষত এবাপযাপিতায়াং অপহৃতায়াং সত্যাং প্রিয়য়া প্রেমবত্যা সীতয়া বিযুক্তঃ বিপ্রলম্ভশৃঙ্গাররসাশ্রয়ালম্বনীভূতঃ প্রেমাণমেব বিপ্রলম্ভরসময়ীভূতমাস্বাদয়ন্ তদনুভাবসাত্ত্বিকসঞ্চার্য্যাদিকং বিলাপমূর্চ্ছোন্মাদাদিকং প্রকটয়ন্নেব চচার। কথম্ভূতঃ? ইতীত্যনেনৈব প্রকারেণ স্ত্রীসঙ্গিনাং গতিং বিলাপাদি দুঃখোদর্কাং প্রথয়ন্ বহির্দৃশিনো প্রখ্যাপয়ন্নিতি প্রথামাত্রমেতন্ন তু বস্তুত ইত্যর্থঃ। অন্তর্দর্শিনস্তু, চিন্ময়েঽস্মিন্ মহাবিষ্ণৌ জাতে দাশরথে হরাবিতি রাম-তাপনী-শ্রুত্যাদিপ্রমাণেন চিদানন্দময়মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়শরীরস্থ পরব্রহ্মণস্তস্য দুঃখ-সম্ভাবনাপি শাস্ত্রযুক্তি-প্রতিকূলেতি পঞ্চমস্কন্ধীয় কিংপুরুষবর্ষ রামপ্রসঙ্গব্যাখ্যাতযুক্ত্যা জানন্ত্যেব।

অর্থাৎ রামচন্দ্রের অসমক্ষে অধম রাবণ কর্তৃক সীতা অপহৃত হইলে প্রেমবতী প্রিয়ার সহিত তাঁহার যে বিরহ উপস্থিত হয়, তাহা শৃঙ্গার (অনুজ্জ্বল) রসগত বিষয় ও আশ্রয়-ভূত প্রেমমাত্র। সেই বিপ্রলম্ভরসাস্বাদনই যে অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের সহিত বিলাপ, মূর্চ্ছা, উন্মাদ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাবের উদয় হয়, তাহা প্রকাশপূর্ব্বক বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। আবার ঐ প্রকার লীলাদ্বারা বহির্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের নিকট স্ত্রীসঙ্গিদিগের যে পরিণাম দুঃখপ্রদ তাহাই প্রচার করিয়াছিলেন সীতাহরণাদি জন্য ক্রন্দনাদি বস্তুতঃ সত্য নহে। অন্তর্দর্শিগণ শ্রীমদ্ভাগবত ৫।১৯।৪ শ্লোকে কিংপুরুষবর্ষে রামবর্ণনপ্রসঙ্গে ব্যাখ্যাত যুক্তি দ্বারা অবগত হন যে, চিদানন্দময় মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও দেহবিশিষ্ট পরমব্রহ্মের দুঃখসম্ভাবনাদি শাস্ত্রযুক্তিবিরুদ্ধ।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবত ৫।১৯।৪ শ্লোকের টীকায় যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহারও মর্ম্মানুবাদ এস্থলে প্রদত্ত হইল।

ভগবান্ মনুষ্যাকারে যে প্রপঞ্চ-লোকের গোচর হইয়াছিলেন, তাহা কেবল রাবণ-প্রমুখ রাক্ষসগণের বধের নিমিত্ত নহে, কিন্তু মর্ত্ত্যলোক-শিক্ষার জন্য তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ধার্ম্মিক ও ভক্তভেদে মর্ত্ত্যলোক দুই প্রকার, ধার্ম্মিকগণের নিকট নিজের ধার্ম্মিকত্ব ও ভক্তগণের নিকট প্রেমবশ্যত্ব প্রদর্শন দ্বারা ধর্ম ও প্রেম শিক্ষা দিবার জন্যই তিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ইহাই তাৎপর্য্য, নতুবা স্ব স্বরূপে রমমাণ পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্রে সীতাবিরহ-জনিত দুঃখ কিরূপে হইতে পারে? কিন্তু তিনি ঐরূপ আচরণের দ্বারা ধার্ম্মিকগণকে শিক্ষা দিলেন যে, তাঁহারা কখনও স্বীয় সতী ভার্য্যাকে উপেক্ষা করিবেন না পরন্তু তাঁহার নিমিত্ত ক্লেশও সহ্য করিবেন। আবার ভক্তগণকে শিক্ষা দিলেন যে, স্থায়ী ভাবরূপপ্রেমে বিপ্রলম্ভরসাস্বাদ-জনিত বাহিরে দুঃখের ন্যায় প্রতিভাত হইলেও বস্তুতঃ উহা দুঃখ নহে, কিন্তু পরম পরমানন্দময়। আত্মারামত্ব ও দুঃখিত্ব—এই দুইটী বিরুদ্ধ ধর্ম্ম যুগপৎ কিরূপে ঘটিতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—সীতা ভগবান্ রামচন্দ্রের স্বরূপশক্তি, সুতরাং তাহা হইতে অভিন্ন, তাঁহার (সীতার) সহিত বিলাসে আত্মারামত্বের হানি হইতে পারে না। এ স্থলে সন্দেহ এই যে, সীতা যদি স্বরূপশক্তি হইলেন, তবে তাঁহার সহিত রামচন্দ্রের বিরহ কিরূপে সম্ভব হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—একই পরমতত্ত্ব চিচ্ছক্তি-বৃত্তিভেদে হ্লাদিনী ও সম্বিতের সার প্রেমদ্বারা (প্রেম আস্বাদন নিমিত্ত) দুইরূপে অবস্থান করেন, হ্লাদষড়ৈশ্বর্য্যময় ও কেবলহ্লাদময়। প্রথমটি পরমেশ্বর ও দ্বিতীয়টি ভক্তনামে অভিহিত হন। ভক্ত-সংজ্ঞক দ্বিতীয় তত্ত্বটি পুনরায় প্রেমদ্বারা বৃত্তিভেদে দাস, সখা, পিতা ও প্রেয়সী এই চারিভাগেই বিভক্ত হইয়া অবস্থান করেন। ঐ দাসাদি বৃত্তি-চতুষ্টয় স্থায়ীভাব প্রাপ্ত হইলে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারিটি সামগ্রীযোগে রসরূপে পরিণত হয়। ঐ রস পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ব দুইটিকে (পরমেশ্বর ও ভক্ত) বিষয় ও আশ্রয়ভাবে ভাবান্বিত করিয়া বিরহ ও মিলন সংযোগে কভু সুখ কভু বা দুঃখ প্রদানপূর্ব্বক স্বীয় অসাধারণ অপার মাধুর্য্য আস্বাদন করাইয়া কোন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের চমৎকারিতা সম্পাদন করেন। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুও এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় বলিয়াছেন যে, সীতাবিরহজনিত দুঃখ লীলামাধুর্য্যের অন্তর্গত, বস্তুতঃ উহাতে কোন প্রপঞ্চগত দোষ স্পর্শ করে নাই।

সীতাহরণাদি ব্যাপার মৌষললীলার ন্যায় মায়িক। মহাভারত-তাৎপর্য্য গ্রন্থে ৫ম অধ্যায় ৩৫ ও ৩৭ শ্লোকে

কথিত হইয়াছে—শ্রীরামচন্দ্র পরমেশ্বর, সীতাদেবীও পরমেশ্বরী। ভগবান্ রামচন্দ্র যে যে বিবিধপ্রকার লীলা সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করেন, স্বরূপশক্তি সীতাদেবীও তাঁহার সহায়কারিণী হন। সীতাদেবীকে হরণ করিবার জন্য রাবণ তাঁহার সমক্ষে আগমন করিলে সীতাদেবী নিজ মায়া-প্রতিকৃতি রাবণের অগ্রে স্থাপন করিয়া কৈলাসে গমন করেন ও তথায় হরগৌরী কর্ত্তৃক অর্চ্চিতা হন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু কৃষ্ণ-সন্দর্ভের ১২৩ অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন "বৃহদগ্নিপুরাণাদৌ রাবণকৃতায়াঃ সীতায়া মায়িকত্বং" অর্থাৎ বৃহদগ্নিপুরাণাদিতে রাবণকর্ত্তৃক সীতাহরণ ব্যাপারের মায়িকত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীচরিতামৃতকার শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী সীতা-হরণ ও সীতার অগ্নিপরীক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, চরিতামৃতপাঠকগণ তাহা অবগত আছেন, তথাপি নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল ;—

প্রভু কহে এ ভাবনা না করিহ আর।
পণ্ডিত হঞা মনে না করহ বিচার॥
ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা চিদানন্দমূর্ত্তি।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয় তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি॥
স্পর্শিবার কার্য্য আছুক না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ॥
রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়া-সীতা পাঠাইল॥
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥
বিশ্বাস করিহ তুমি আমার বচনে।
পুনরপি কুভাবনা না করিহ মনে॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।১৯১-১৯৬)

সীতার অগ্নিপরীক্ষা সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর বাক্য—

পতিব্রতা-শিরোমণি জনকনন্দিনী।
জগতের মাতা সীতা রামের গৃহিণী॥
রাবণ দেখিয়া সীতা লইল অগ্নির শরণ।
রাবণ হৈতে অগ্নি কৈল সীতা আবরণ॥
মায়াসীতা রাবণ নিল শুনিল আখ্যানে।
শুনি মহাপ্রভু হৈলা আনন্দিত মনে॥
সীতা লঞা রাখিলেন পার্ব্বতীর স্থানে।
মায়াসীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে॥
রঘুনাথ আসি যবে রাবণ মারিল।
অগ্নিপরীক্ষা দিতে সীতারে আনিল॥
তবে মায়াসীতা অগ্নি কৈল অন্তর্দ্ধান।
সত্য সীতা আনি দিল রাম বিদ্যমান॥

(চৈঃ চঃ ৯।২০২-২০৭)

লক্ষ্মণ-বর্জ্জন সম্বন্ধে শাস্ত্রার্থ-নির্ণায়ক সম্প্রদায়ানুসার শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন ;—

ন বৈ স আত্মাত্মবতাং সুহৃত্তমঃ
সক্তস্ত্রিলোক্যাং ভগবান্ বাসুদেবঃ।
ন স্ত্রীকৃতং কশ্মলমশ্নুবীত ন
লক্ষ্মণঞ্চাপি বিহাতুমর্হতি॥

(ভাঃ ৫।১৯।৫)

অর্থাৎ যিনি ত্রিভুবনের কোন বিষয়েই আসক্ত নহেন, সেই ধীরদিগের আত্মা ও পরমবন্ধু ভগবান্ বাসুদেব কখনই স্ত্রীর নিমিত্ত মোহ-প্রাপ্ত হইতে পারেন না, আবার রাম-অবতারে লক্ষ্মণ-বর্জ্জন ও যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না।

শ্রীমন্মধ্বমুনিও স্বীয় মহাভারত-তাৎপর্য্য গ্রন্থের (২।১৩৪) শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া নিজ সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়াছেন।

অলক্ষ্যে বালীবধ প্রসঙ্গে মহাভারত-তাৎপর্য্য (৬।১৯-২০) গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, বালী আমার (রামচন্দ্রের) ভক্ত, সে আমাকে দেখিবামাত্র নিশ্চয়ই আমার পাদপদ্মে পতিত হইবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রণতব্যক্তিকে বধ করা উচিত নহে, আবার সুগ্রীবের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া বালীবধের প্রতিজ্ঞাও করিয়াছি, অগ্রে প্রণত জনের বধ-কার্য্য অভিপ্রেত নহে এবং প্রণত জন বধ্যও নহে। এই জন্য শ্রীরামচন্দ্র তাহার অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাকে বধ ও পরমা গতি প্রদান করেন। মহাভারত-তাৎপর্য্যের মূল শ্লোকও নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

ভক্তো মমৈষ যদি মামভিপশ্যতীহ
পাদৌ ধ্রুবং মম সমেষ্যতি নির্ব্বিচারঃ।

যোগ্যো বধো ন হি জনস্ত পদানতস্ত
স্বাজ্যার্থিনা রবিসুতেন বধোঽর্থিতশ্চ।
তস্মাদদৃশ্যতনুরেব নিহন্মি শক্র-
পুত্রং স্থিতি তমদৃশ্য তয়া জঘান॥

(মহাভাঃ-তাৎপর্যা ৬।১৯-২০)

--

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

(উত্তর)

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৯শ সংখ্যার পর]

৩। স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন মূঢ়ব্যক্তিগণ চার্ব্বাকের আনুগত্যে অন্নরসের বিকার পঞ্চভূতাত্মক দেহকেই আত্মা বলিয়া নির্ণয় করে। কেহ বা ইন্দ্রিয় সমষ্টিকে, কেহ বা প্রাণবায়ুকে আত্মা বলিয়া স্থির করে। বৌদ্ধগণের ধারণা উপরিউক্ত চার্ব্বাকগণের ধারণা হইতে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম বলিয়া তাহারা বুদ্ধিকেই আত্মা বলিয়া নিরূপণ করে। ইহারা সকলেই নাস্তিক। নাস্তিকেরা জন্মান্তর স্বীকার করে না, জন্মান্তর স্বীকার না করিলে বৈদিক কর্ম্ম ও তত্তৎকর্ম্মের ফলভোগ অস্বীকার করিতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে ফলদাতা ঈশ্বরেরও অস্তিত্ব অস্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। জন্মান্তর সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইলেই চার্ব্বাক প্রভৃতির আনুগত্যে ঈশ্বরবিস্মৃতি-রূপ পরম অপরাধ জন্য আচ্ছাদিত চেতন বা স্থাবরযোনি-প্রাপ্তি হয়। আত্মা স্থূল লিঙ্গদেহ হইতে ভিন্ন, নিত্য ও সনাতন, স্থূলদেহের ন্যায় তাহার জন্ম, মৃত্যু, হ্রাস, বৃদ্ধি নাই, ইহা শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণে পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে। শাস্ত্রানুসারে যাঁহারা জীবাত্মাকে নিত্য বলিয়া জানেন, তাঁহারা নাস্তিকগণের আনুগত্যে জন্মান্তরবাদকে উড়াইয়া দিতে পারেন না। জন্মান্তর স্বীকার না করিলে জীবের বন্ধন, মুক্তি, ভুক্তি-মুক্তি-চেষ্টা, পাপ-পুণ্যাদি কর্ম্ম ও তাহার ফল সকলই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। মানবের যদি পুনর্জ্জন্ম না থাকে, কেবল মরিবার জন্যই তাহার সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভোজনার্থ শস্য উৎপাদন, বাস করিবার নিমিত্ত গৃহ-নির্ম্মাণ, লজ্জা নিবারণার্থ বস্ত্রপরিধান, স্ত্রী-পুত্র-পরিবারাদির সুখের নিমিত্ত চেষ্টা তথা নিজের ও আত্মীয়গণের ভাবী উন্নতি-কল্পনার বিভাবনা, ইহকালে ও পরকালে সুখের আশা প্রভৃতি ব্যাপারে মানব কেন এত বিব্রত হয়? কই,—মানব ব্যতীত যাহাদের জন্ম মৃত্যু নাই, সেই সকল জড়পদার্থের মধ্যে ঐরূপ চেষ্টা ত' দেখা যায় না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৃষ্ণ-সখা অর্জ্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত আত্মীয়বর্গকে দর্শন করিয়া শোকাবিষ্ট হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে জীবাত্মা সম্বন্ধে যে উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা এতৎ প্রসঙ্গে আলোচ্য, যথা—

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্॥

(গীঃ ২।১২)

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বে তুমি আমি অথবা এই রাজন্যবর্গ কেহই ছিলেন না এবং পরেও আমরা সকলে থাকিব না এরূপ নহে। কেননা জগৎসৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বচেতন-মূল আমি (ভগবান্) যেরূপ নিত্য, অন্যান্য চেতনগণও তদ্রূপ নিত্য। এই কথা বলিয়া পুনরায় বলিতেছেন,—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি ধীরস্তত্র ন মুহ্যতে॥

২।১৩)

অর্থাৎ এই স্থূল দেহে যেরূপ যথাক্রমে কৌমার, যৌবন ও জরা প্রভৃতি অবস্থা লক্ষিত হয়, তদ্রূপ দেহান্তর-প্রাপ্তিও একটি অবস্থা বিশেষ, ধীর ব্যক্তি তাহাতে মোহিত হন না। দেহান্তরপ্রাপ্তির নামই জন্মান্তর অর্থাৎ জীবাত্মা জরাগ্রস্ত দেহকে পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মফলানুসারে অন্য দেহকে অবলম্বন করে, ইহাই জন্মান্তররহস্য। জন্মান্তর সম্বন্ধে প্রয়োজন হইলে বহু শ্রুতি ও স্মৃতিবচন প্রমাণ-স্বরূপে উদ্ধৃত হইতে পারে।

৪। (ক) মানবের যুক্তিশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠবৃত্তি, সেই বৃত্তি যথাযথ চালিত হইলেই সত্য আবিষ্কৃত হয়। কোনও স্থলে সূক্ষ্মতা পরিত্যাগ করিলেই ভ্রম উদিত হয়। যুক্তির কার্য্যে ব্যাপ্তির বিশেষ প্রয়োজন, নতুবা যুক্তি অনেক দূর যাইতে সমর্থ হয় না। যে দুইটি পক্ষ অবলম্বন করিয়া সাধ্য বিষয় নির্ণয় করিতে হইবে, আদৌ সেই দুইটি বিষয় শুদ্ধ হওয়া চাই যথা—পর্ব্বত যে বহ্নিমান্ তাহা ধূম দৃষ্টে

অনুমিত হয়, এস্থলে যেখানে ধূম থাকে, তথায় অগ্নি বর্ত্তমান এইটি শুদ্ধ পক্ষ হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ যে ধূম দৃষ্ট হইতেছে, সেটি বাস্তবিক ধূম হওয়া চাই; কুজ্ঝটিকা প্রভৃতি না হয়। এই দুইটি পক্ষ সিদ্ধ হইলে পর্ব্বত যে বহ্নিমান তাহা অবশ্য সত্য হইবে। যুক্তিগত অনুমানে এইটি প্রধান ক্রিয়া। জগৎব্যাপারে যেরূপ সৌন্দর্য্য ও সুষ্ঠু সন্নিবেশ লক্ষিত হয়, তাহাকে প্রথম পক্ষ করিয়া অন্য পক্ষকে এই বলিয়া জান যে, ঘটনাক্রমে যাহা যাহা হয় তাহাতে এত সুষ্ঠুতা বা বিচিত্রতা থাকিতে পারে না, ইহা কেবল বিচারপূর্ণ কোন চৈতন্যকর্ত্তৃক হইয়া থাকে। এই দুইটি পক্ষ দ্বারা স্থির করিতে হইবে যে, কোন বৃহৎ চৈতন্য কর্ত্তৃক এই জগৎ রচিত হইয়াছে।

(খ) যদি বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা পরমাণু-সংযোগক্রমে চৈতন্যের উৎপত্তি হ, তবে তাহাতে উৎপত্তির একটা না একটা উদাহরণ কোন দেশের না কোন দেশের ইতিহাসে দৃষ্ট হইত।

(গ) যেখানে মানব আছে, সেখানেই ঈশ্বরবিশ্বাস আছে। ঈশ্বরবিশ্বাস মানবপ্রকৃতির সত্তা-নিষ্ঠ ধর্ম্ম। যদি বল যে, মূর্খতা বশতঃ প্রথমাবস্থায় জাতিনিচয়ে ঈশ্বর-বিশ্বাস থাকে পরে যুক্তিক্রমে তাহা দূরীভূত হয়, তাহার উত্তর এই যে ভ্রম সর্ব্বত্র এক প্রকার হয় না। সত্যই সর্ব্বত্র এক। দশে দশ মিলিলে কুড়ি হয়, ইহা সর্ব্বত্রই সত্য; কিন্তু দশে দশ মিলিত হইলে পঁচিশ হইবে, এরূপ মিথ্যা ফল সার্ব্বত্রিক হইতে পারে না। ঈশ্বরবিশ্বাস দূরদ্বীপবাসি-দিগের মধ্যেও লক্ষিত হয়। অতএব মানবজীবন যদি উচ্চ হইতে বাসনা করে, তাহা হইলে ঈশ্বর ও পরলোক না জন্মান্তর স্বীকার করা কর্ত্তব্য। যে জীবন কয়েক দিনেই সমাপ্ত হয়, তাহার সম্বন্ধে কখনই আশা-ভরসা দৃঢ় হয় না। মানবের ঈশ্বরবিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়া তাহাদের এতদূর উচ্চ আশা-ভরসা ও দূরলক্ষ্য থাকে। স্থানাভাব বশতঃ অত্রস্থলে অধিক যুক্তি প্রদর্শিত হইল না।

৫। মায়ার রাজ্যে মায়ার দ্বারা বস্তু খণ্ডিত হইয়া যেরূপ অংশ নামে অভিহিত হয়, বিষ্ণুতত্ত্বে সেরূপ মায়াবশ-যোগ্যতা না থাকায় অংশ হইলেও বিষ্ণুতত্ত্ব বা বস্তুত্বে খণ্ড হয় না। শক্তির তারতম্য বশতঃই অংশ অংশীর ভেদ হইয়া থাকে। বেদ বলিয়াছেন—

"আত্মা হি পরমঃ স্বতন্ত্রোঽধিগুণো
জীবোঽল্পশক্তিরস্বতন্ত্রো হ ব।"

(১।২।১২ মধ্বভাষ্যধৃতভাল্লবেয়শ্রুতি)

অর্থাৎ পরমাত্মা বস্তু স্বতন্ত্র অর্থাৎ মায়াধীশ তত্ত্ব এবং অধিক।

৬। চৈতন্যাংশ জীব ভগবানের তটস্থা শক্তির পরিচয়। তটস্থশক্তিবশতঃ তাহার স্বরূপে বদ্ধ ও মুক্ত হইবার যোগ্যতা নিত্য অনুস্যূত আছে। চৈতন্য বস্তুর ধর্ম্ম এই যে, তিনি নিত্য স্বতন্ত্র ইচ্ছাময়। বৃহৎ চেতনময় বস্তুর এই স্বতন্ত্রতা অপ্রতিহত। অণুচৈতন্যজীবেও ঐ স্বতন্ত্রতা অণুপরিমাণে বর্ত্তমান। স্বতন্ত্রতা শক্তির অপ-ব্যবহার ও সদ্ব্যবহারই বন্ধ এবং মুক্তির কারণ। সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় কোন জীবই কোন কর্ম্ম করে নাই, তবে কতকগুলি জীব মুক্ত ও কতকগুলি জীব বদ্ধ অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর ক্লেশের অধীন কিরূপে হইল এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না, কেন না বেদান্তে কথিত হইয়াছে—

"কর্ম্মাবিভাগাৎ ইতি ন অনাদিত্বাৎ"

অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে কোন কর্ম্মের বিভাগ ছিল না এরূপ নয়, কেন না তাহা অনাদি।

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠে গত ১১ই পৌষ ১৩৩৩, ২৬শে ডিসেম্বর ১৯২৬, রবিবার দিবস শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীশ্রীশালগ্রাম জিউ সংকীর্ত্তনমহামহোৎসবমুখে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিষ্ঠা-বাসরদিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে রাত্র দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত অনুক্ষণ শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও মহামহোৎসবানন্দ চলিতেছিল। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভবসাগর মহারাজ শ্রীমঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সহস্র সহস্র শ্রোতার সম্মুখে 'শ্রীবিগ্রহ', 'শ্রীবৈষ্ণব' ও 'শ্রীমহাপ্রসাদ' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

স্থানীয় সম্ভ্রান্ত প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ জমিদার পরমভাগবত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাহাড়ী মহাশয় প্রায় একঘণ্টাকাল শ্রীগৌড়ীয়মঠ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়া বলেন যে,—বর্ত্তমান কালে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ যেরূপ শুদ্ধ আচারনিষ্ঠা এবং নিরপেক্ষ সত্য-প্রচার-প্রচেষ্টা

প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাতে আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভাই একমাত্র প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের নিত্যমঙ্গল ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন।"

স্থানীয় বহু বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই মহোৎসবকার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। স্থানীয় ব্রাহ্মণ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রনাথ পাহাড়ী, শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ পাহাড়ী, কবিরাজ শ্রীযুক্ত সীতানাথ দাস, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার পাহাড়ী, শ্রীযুক্ত দাশরথি গিরি ও শ্রীযুক্ত রুদ্রনারায়ণ গিরি, ভদ্রা নিবাসী শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু, শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু বাবু প্রভৃতি ধর্ম্মপরায়ণ সজ্জনগণ শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠা-মহামহোৎসবসেবায় নানাভাবে সহানুভূতি প্রদর্শন ও আনুকূল্য প্রদান করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা বিশেষ ধন্যবাদার্হ। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রাধানাথ পাহাড়ী মহাশয়ের সৌজন্য ও শ্রীমঠের প্রতি শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মঠ সেবকগণ কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ উড়িষ্যাপ্রদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্য প্রচারের জন্য বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীশরণাগতি, শ্রীকল্যাণকল্পতরু গ্রন্থের উড়িয়া অক্ষরে দুইটী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। কটকের স্বনামধন্য উকিল পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রীমন্মহাপ্রভু ও বৈষ্ণব মহাজনগণের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহারই অর্থানুকূল্যে সাধক-কণ্ঠমণি গ্রন্থের একটী উড়িয়া অক্ষরে সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। গ্রন্থ যন্ত্রস্থ। বৈষ্ণবধর্ম্মানুরাগী শ্রীযুক্ত সুবোধ বাবুর এইরূপ সৎসাহিত্য প্রচারের চেষ্টাবিশেষ প্রশংসনীয়।

ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন গ্রামে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ বক্তৃতা, শ্রীগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা ও হরিকথা কীর্ত্তনমুখে শ্রীগৌরসুন্দর প্রচারিত শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন। গত ২রা পৌষ উক্ত জেলার ঘোষপাড়া নামক একটী পল্লীর হরিসভাতে স্থানীয় সভার সম্পাদক ও মতলবগঞ্জ উচ্চ ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রভৃতি সজ্জনগণের উদ্যোগে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। সেই সভায় বহু শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে ত্রিদণ্ডিস্বামিজী "গুরুসেবা" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজীর মুখে শাস্ত্রীয় শ্রৌত সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ের অন্ধকার বিদূরিত হয়। সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী স্বামীজীর জয়গুণগান করিয়া রাত্রি প্রায় ১২ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ করেন।

গত ৩রা পৌষ মতলববাজারের নিকটবর্ত্তী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন পাল মহাশয়ের গৃহে স্থানীয় ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ এক সভার আহ্বান করেন। স্বামীজী ভগবৎকৃপা সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতাদ্বারা উপস্থিত সজ্জনবৃন্দের আনন্দ বিধান করেন। স্থানীয় সজ্জনগণ সমস্বরে বলিয়া উঠেন যে, স্বামীজী এরূপ নিরপেক্ষ ও শুদ্ধ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া মতলববাসীর নবজীবন প্রদান করিলেন।

গত ৪ঠা পৌষ মতলবগঞ্জের নিকটবর্ত্তী বোয়ালিয়াকান্দি গ্রামে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রলাল সাহা মহাশয়ের ভবনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্বামিজীর মুখে শুদ্ধ হরিকথা শ্রবণ করিয়া সত্যানুসন্ধিৎসু নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষব্যক্তিমাত্রেই পরম সন্তোষলাভ করিয়াছেন।

আশিকাঠি নিবাসী পরমভাগবত পণ্ডিত শ্রীপাদ নীলকান্ত মিশ্র মহোদয় শুদ্ধভক্তিপ্রচারে বিশেষ সহানুভূতি ও আন্তরিক বৈষ্ণবসেবা-প্রবৃত্তি-প্রদর্শন করিয়া শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও তদীয় নিজজনগণের কৃপা ও আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। শ্রীবলদেবপ্রভু তাঁহার হৃদয়ে বলসঞ্চার করুন, ইহাই প্রার্থনা।

বিশেষ আনন্দের সংবাদ এই যে, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অন্যতম সম্পাদক, আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টি, শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক, আচার্য্যত্রিক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয় Poona Bhandarkar Oriental Research Institute এর সভ্যপদে বৃত হইয়াছেন।

মুদ্রাকরপ্রমাদ

গত সপ্তাহের পত্রে ১১শ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ১ম পঙ্‌ক্তিতে 'মূর্খং বদতি' স্থানে 'মূর্খো বদতি' হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১লা মাঘ ১৩৩৩, ১৫ই জানুয়ারী ১৯২৭	২২শ সংখ্যা

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য

দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড় ভাগবত-শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত—ভক্তিরসপাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১৯৮-১০০)

প্রভু কহে, আমি জীব, অতি তুচ্ছ জ্ঞান।
ব্যাসসূত্রের গম্ভীর অর্থ, ব্যাস ভগবান্॥
তাঁর সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে।
অতএব আপনে সূত্রার্থ করিয়াছে ব্যাখ্যানে॥
যে সূত্রকর্ত্তা, সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মূল অর্থ, লোকের হয় জ্ঞান॥
প্রণবের যেই অর্থ, গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয়॥
ব্রহ্মারে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিলা।
ব্রহ্মা নারদে সেই উপদেশ কৈলা॥
নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিলা।
শুনি' বেদব্যাস মনে বিচার করিলা॥
"এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যানুরূপ।
'ভাগবত' করিব সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ॥"
চারিবেদ উপনিষদে যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিলা সঞ্চয়॥
যেই সূত্রে যেই ঋক্—বিষয়-বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকে নিবন্ধন॥
অতএব ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত।
ভাগবত-শ্লোক, উপনিষৎ কহে 'এক' মত॥
ভাগবতের সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ॥
"আমি—সম্বন্ধ তত্ত্ব, আমার জ্ঞান—বিজ্ঞান।
আমা পাইতে সাধনভক্তি—'অভিধেয়' নাম॥
সাধনের ফল—'প্রেম' মূল প্রয়োজন।
সেই প্রেমে পায় জীব আমার 'সেবন'॥
অতএব ভাগবতে এই 'তিন' কয়।
সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনময়॥
এই—সম্বন্ধ, শুন 'অভিধেয়' ভক্তি।
ভাগবতে প্রতি শ্লোকে ব্যাপে যার স্থিতি॥
অতএব ভাগবত—সূত্রের 'অর্থ'রূপ।
নিজকৃত সূত্রের নিজ 'ভাষ্য'-স্বরূপ॥
গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ-আরম্ভন।
'সত্যং পরং'—সম্বন্ধ, 'ধীমহি'—সাধনে প্রয়োজন॥
'কৃষ্ণভক্তি রসস্বরূপ'—শ্রীভাগবত।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব॥
অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র-শ্রুতির অর্থ-সার॥
(চৈঃ চঃ ম ২৫।৮৯-৯৮, ১০০-১০২, ১২৯, ১৩১, ১৩৬, ১৪০, ১৪৩, ১৪৬,)

(ক্রমশঃ)

কু-রাদ্ধান্ত-ধ্বান্ত-ভাস্কর

দ্বিতীয়া প্রভা

"বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি ।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে ॥"

শুদ্ধভক্তিবিঘ্ন বিনাশন শ্রীনৃকেশরী জয়যুক্ত হউন্। শ্রীমূলসঙ্কর্ষণ-বলদেব-নিত্যানন্দপ্রভু------স্বয়ং-প্রকাশতত্ত্ব। তাঁহারই বিলাস বিগ্রহ পরব্যোমে শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ। মহা-সঙ্কর্ষণই আবার অর্ণবত্রয়ে মহাপুরুষত্রয়রূপে অবস্থিত। দ্বিতীয় পুরুষাবতার বা ঋক্‌সূক্তের স্তবনীয় "সহস্র-শীর্ষ-সহস্রপাৎ" পুরুষই শ্রীনৃসিংহাদি-লীলাবতারগণের অব্যবহিত কারণ। অতএব শ্রীনৃসিংহদেব শ্রীমূলসঙ্কর্ষণ বা পাষণ্ড-দলনবানা নিত্যানন্দপ্রভুরই কলাবিকলারূপে শুদ্ধভক্তির যাবতীয় বিঘ্নবিনাশসাধন করিয়া প্রকৃষ্টরূপে শুদ্ধভক্তকুলের আহ্লাদবর্দ্ধনকারী। শ্রীনৃসিংহদেব অংশি-শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর অংশ। শ্রীগৌর-যশো-রত্নভাণ্ডার সন্ধিনীশক্তিমদ্বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর ন্যায় শ্রীনৃসিংহদেবের জিহ্বায়ও শুদ্ধা সরস্বতী, বক্ষে হ্লাদিনীর অংশরূপা লক্ষ্মী এবং হৃদয়ে সম্বিদ্বিগ্রহ শ্রীগৌরকৃষ্ণ। আমরা সেই পাষণ্ডদলনবানা শ্রীনিত্যানন্দের অংশাবতার ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীভগবানের কৃপা শিরে গ্রহণপূর্ব্বক কণ্টককোটিরুদ্ধ ভক্তিপথের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে ইচ্ছা করি।

মনীষিগণ বলেন, বিচারের অবয়ব পঞ্চপ্রকার (১) বিষয়, (২) সংশয়, (৩) পূর্ব্বপক্ষ, (৪) সিদ্ধান্ত ও (৫) সঙ্গতি। বিচারযোগ্য বাক্যের নাম—বিষয়। একধর্ম্মীতে বিরুদ্ধ নানাবিধ অর্থবিমর্শের নাম—সংশয়। প্রতিকূল অর্থই—পূর্ব্বপক্ষ। প্রামাণিকরূপে অভ্যুপগত অর্থই—সিদ্ধান্ত। পূর্ব্বোত্তর অর্থদ্বয়ের অবিরোধই—সঙ্গতি। 'সঙ্গতি' আবার 'শাস্ত্রসঙ্গতি', 'উপোদ্ঘাত-সঙ্গতি,' 'প্রসঙ্গসঙ্গতি,' 'আক্ষেপ-সঙ্গতি' প্রভৃতি ভেদে বহুবিধ। উক্ত পঞ্চবিধ অবয়বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিচার ও শাস্ত্রীয় মীমাংসা আবশ্যক। কিন্তু মনীষিগণের এইরূপ বিচারপ্রণালীর মধ্যেও অনেক সময় অজ্ঞাতসারে একদেশদর্শিতা ও মতবাদ প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে। তজ্জন্য সর্ব্বমূলে বিদ্বৎপ্রতীতিবিশিষ্ট মহাজন-গণের অবরোহবাদমূলে বিচারিত, স্বতঃপ্রকাশ, পূর্ণ-বৈজ্ঞানিক ও অবিমিশ্র সত্যের নির্ম্মলপ্রভা গ্রহণে উন্মুখীন্ হওয়া আবশ্যক।

"শ্রীগৌরাঙ্গবিজয়ম্" ব্যবস্থাপত্রে (?) শ্রীগৌরসুন্দরকে 'সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক'রূপে স্থাপন করিয়া যে শ্রীগৌরাঙ্গের বিজয় বা সর্ব্বোৎকর্ষ বৃদ্ধি করিবার প্রয়াস হইয়াছে, তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৌরববৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাকে খর্ব্ব করিবারই চেষ্টা প্রদর্শিত হইয়াছে। কারণ—(১) শ্রীমন্মহা-প্রভু—পরতত্ত্ব, স্বয়ংরূপ বা উপাস্যবস্তু, তিনি আচার্য্যমাত্র নহেন। (২) শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে কোনও দাস বা মহাপ্রভুর দাসের দাসই সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক ও সম্প্রদায়-সংরক্ষক হইতে পারেন। (৩) শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলসৎসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক ও সম্প্রদায়সংরক্ষক আচার্য্যগণের প্রভু। (৪) শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্ব প্রভুগণেরও প্রভু। যে নিত্যানন্দপ্রভু সমগ্র আচার্য্য বা গুরুকুলের, শ্রীশেষপ্রমুখ বাগ্মি-কীর্ত্তনকারিসম্প্রদায়ের একমাত্র প্রভু, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহারই প্রভু। ভক্তিশাসন ও আচার-কার্য্যে অগ্রণী শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুরও প্রভু। (৫) শুদ্ধাদ্বৈত-সম্প্রদায়াচার্য্য সর্ব্বজ্ঞ শ্রীবিষ্ণুস্বামী, সম্প্রদায়-সংরক্ষক শ্রীধরস্বামিচরণ প্রভৃতি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়াই সম্প্রদায়াচার্য্যরূপে উদিত হইয়াছিলেন। বিশিষ্টাদ্বৈতসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীমদ্রামানুজ, শুদ্ধদ্বৈতবাদ-সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীমন্মধ্ব, চিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীনিম্বার্ক সকলেই শ্রীনিত্যানন্দদাসের কৃপায় সাম্প্রদায়িক আচার্য্যতা লাভ করিয়াছেন। অধিক কি প্রাগাচার্য্য শ্রীরুদ্র, শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীব্রহ্মা, শ্রীচতুঃসন—যাঁহারা সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী প্রভৃতির মূল গুরু এবং কলিযুগে সাত্বত চতুঃসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, তাঁহারা সকলেই শ্রীনিত্যানন্দদাসের কৃপায় সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকতা লাভ করিয়াছেন। মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর বিলাস-বিগ্রহ মহাসংকর্ষণই শুদ্ধাদ্বৈতসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক শ্রীরুদ্রের উপাস্য। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ভাগবততাৎপর্য্যে (২।১০।৪৩ সংখ্যায়) যে বামনবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা হইতে আবার জানা যায় যে, সঙ্কর্ষণের অংশ বা কলা শ্রীনৃসিংহই রুদ্রের অন্তর্য্যামী পুরুষ। যথা—"নৃসিংহো রুদ্রসংস্থিতঃ"। সর্ব্বজ্ঞসূক্তে শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীধরস্বামীর বহু বাক্য হইতেও দৃষ্ট হয় যে, শুদ্ধাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীসর্ব্বজ্ঞ-মুনি ও তদনুগ স্বামিপাদ উভয়েই শ্রীনৃসিংহ-উপাসক।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কলা শ্রীল গর্ভোদশায়ীই ব্রহ্ম-সম্প্র-

দায় প্রবর্ত্তক শ্রীব্রহ্মার কাছে ও বেদোপদেষ্টা গুরু। "শেষাৎ সনৎকুমার সাংখ্যায়নাদি-দ্বারেণ" (ভাবার্থদীপিকা ৩।১।১) —এই স্বামিবাক্যানুসারেও জানা যায় যে, নিত্যানন্দ প্রভুই শেষরূপে চতুঃসনে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহাদিগকে অদ্ধ সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। নিখিল সত্তাবিস্তারিণী শক্তির শক্তিমদ্ বিগ্রহই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। যখন বৈকুণ্ঠে বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহলীলা প্রকটিত হন, তখন রমাদেবীও 'নিযত্য' 'সুনীতি', 'কৃতি', 'শান্তি' নামে খ্যাতা হইয়া তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। অতএব লক্ষ্মীদেবী বিভিন্ন স্বরূপে শ্রীমন্নিত্যানন্দরামেরই সেবিকা। সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দ হইতেই শ্রীদেবীর সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তন-প্রবৃত্তি। সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রভুই শ্রীগৌরসুন্দর। সুতরাং তাঁহার ভৃত্যের ভৃত্যবর্গ সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিতে সমর্থ, সেই স্বয়ংরূপ পরমেশ্বর গৌরতত্ত্বকে কেবলমাত্র "সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক" বলিলে তাঁহাকে খর্ব্ব করিবার [illegible] হয়। ইহা কূপমণ্ডুকের সুবিস্তৃত সমুদ্রের আংশিক দর্শন মূলে ভ্রান্ত সঙ্কীর্ণ ধারণা মাত্র।

পূর্ব্বাপর সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য আলোচনা করিলে সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয় যে, বিষ্ণুশক্তি বা বিষ্ণুদাসগণের দ্বারাই সর্ব্বকালে সম্প্রদায়প্রবর্ত্তনকার্য্য সাধিত হইয়াছে। যদিও সনাতন ধর্ম্মের মূল সনাতন পুরুষ শ্রীভগবান - "ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং" (ভাঃ ৬।৩।১৯) "ধর্ম্মো জগন্নাথাৎ সাক্ষান্নারায়ণাৎ" (মহাঃ ভাঃ শান্তি ৩৪৮।৫৪) প্রভৃতি বাক্যে 'শ্রীসনাতনধর্ম্ম' শ্রীভগবানেরই প্রণীত বলিয়া কথিত হইয়াছে, তথাপি—"অকর্ত্তা চৈব কর্ত্তা চ কার্য্যং কারণমেব চ" (মহাঃ ভাঃ শান্তি ৩৪৮।৬০) এবং "নৈবেশ্বরস্য পরং দ্রষ্টুমর্হন্তি সূরয়ঃ" (ভাঃ ২।১০।৪৫) প্রভৃতি শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীভগবান ধর্ম্মমূল হইলেও সম্প্রদায়প্রবর্ত্তনাদি ব্যাপারে তাঁহার সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব নাই। তৎশক্ত্যাবিষ্ট পুরুষগণ দ্বারাই তিনি সেই কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। যদি অন্যথা হইত, তাহা হইলে "ব্রহ্মসম্প্রদায়", "চতুঃসন-সম্প্রদায়", "রুদ্রসম্প্রদায়" ও "শ্রীসম্প্রদায়" নাম না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে ঐ সকল সম্প্রদায় 'গর্ভোদশায়িসম্প্রদায়' 'শেষসম্প্রদায়' 'সঙ্কর্ষণ-সম্প্রদায়' বা "নারায়ণ-সম্প্রদায়" প্রভৃতি নামেই খ্যাত হইতেন। যদি পূর্ব্বপক্ষ হয়, বিধিভক্তি প্রচার লক্ষ্মীব্রহ্মাদি বিষ্ণুশক্তি বা বিষ্ণুজনদ্বারা সম্ভব হইলেও রাগভক্তিপ্রচারে একমাত্র কৃষ্ণেরই সামর্থ্য, তদ্ব্যতীত অন্য কাহারও নাই—এই বিচারযুক্ত বলা যাইতে পারে না, কারণ উন্নতোজ্জ্বলরসপ্রদান ও সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তন এক কথা নহে। সম্প্রদায়প্রবর্ত্তনরূপ কার্য্য শাস্ত্র-শাসন, আনুগত্য-অঙ্গীকার, বিধিধর্ম্ম পালনাদি মূলে অবস্থিত, উহা রাগমার্গীয় ব্যাপার নহে। উহা ঐশ্বর্য্যভাবাত্মক ব্যাপার, বিষ্ণু বা বিষ্ণুশক্তির কার্য্য বিশেষ। কৃষ্ণ বা বিদগ্ধ স্বতন্ত্রেচ্ছ স্বয়ংরূপের ঔদার্য্যের সহিত তাঁহার বৈভবপ্রকাশ বা বিলাস বিষ্ণুতত্ত্বের কার্য্যকে একাকার করিয়া জ্ঞানাভিজ্ঞতা প্রদর্শন করেন না। কৃষ্ণ বিষয় ও গুরুদেব আশ্রয় জাতীয় তত্ত্ব, তিনি বিষয় জাতীয় তত্ত্ব হয়েন। বিষয় তত্ত্ব হইয়াও শ্রীগৌরসুন্দর আশ্রয়লীলাভিনয়কারী, আশ্রয়তত্ত্বমাত্র নহেন। **তাঁহাকে সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক গুরু মাত্র জানিলে তাঁহার সম ও প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বিতীয় প্রকাশ আছে, এরূপ প্রতীতি অবশ্যম্ভাবী। সে ক্ষেত্রে অদ্বয়-জ্ঞান তত্ত্বের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয়াভিনিবেশ-জন্য সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি পরমেশ্বরের পরতত্ত্বে সন্দেহবাদের গৌণ ধারণা উপস্থিত হয়।** স্বয়ংরূপ ভগবদ্বিগ্রহ আশ্রয়জাতীয় গুরুগণের যে গুরু সেবা গ্রহণ করিবার অনুমোদন করেন, শুদ্ধ সম্প্রদায়ের অনুসরণীয় ব্যাপার।

দ্বিতীয়তঃ অনর্পিতচর-প্রেম-প্রদাতা ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংই সাত্বত চতুঃসম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রীমাধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়া প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। "তিনি প্রকৃতপক্ষে কোনও সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই বা সম্প্রদায় স্বীকারের আদর্শও প্রদর্শন করেন নাই, কেবল জগজ্জীবকে গুরুসেবার আবশ্যকতা শিক্ষাপ্রদানার্থই ঐরূপ শিষ্যাচার-প্রচার-চাতুরী প্রদর্শন করিয়াছেন।"—এরূপ বাক্যও যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ তাহা হইলে—

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ"

—এই বাক্যের সহিত উপরি কথিত যুক্তির সঙ্গতি হয় না। তাদৃশ যুক্তি গ্রহণ করিলে লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রৌতপ্রণালীর বিরুদ্ধাচার-প্রচারক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হয়। আনুগত্যধর্ম্মপরায়ণ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ও আনুগত্যধর্ম্মবিহীন স্বেচ্ছাচারী মনোধর্ম্মি-

গণের গুরুগ্রহণপ্রণালীকে এক মনে করিলে তাদৃশ বিচারে ভ্রম প্রবেশ করিবে। একমাত্র বৈষ্ণবসম্প্রদায়েই গুরু বা আম্নায়াঙ্গীকার প্রণালী প্রকৃত পক্ষে গৃহীত হইয়াছে। এ বিষয়ের বিস্তৃত বিচার বেদান্ততত্ত্বসার ও শ্রীভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

"গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়কে মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত বলা যাইতে পারে না। যদি গুরুপ্রণালিকাই ধরিতে হয়, তাহা হইলে তিনি শেষবার শঙ্করসম্প্রদায়ী শ্রীমৎ কেশবভারতীর নিকট দীক্ষিত হওয়ায় এই সম্প্রদায়কে সেই শঙ্করসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তই বা বলা না যাইবে কেন?"—অনভিজ্ঞতাক্রমে এরূপ পূর্ব্বপক্ষ উঠাইলে সম্প্রদায়-বৈভববিজ্ঞানে অপ্রবিষ্টতাই প্রমাণিত করে। শ্রীচৈতন্যভাগবতপাঠে জানা যায় যে, শ্রীগৌরসুন্দর শঙ্কর-সম্প্রদায়ী শ্রীমৎ কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে কেশবভারতীর কর্ণে সন্ন্যাসমন্ত্র প্রদান করিয়া কেশবভারতীকেই সন্ন্যাসপ্রদান বা পরাত্মনিষ্ঠায় পরিনিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। একাধারে কেশবভারতীকে কৃপা ও শাস্ত্রীয় বিধিমার্গ-আচার-প্রচারার্থই শ্রীগৌরসুন্দরের এইরূপ অভিনয়। চৈঃ ভাঃ ম ২৮।১৫৪ ১৫৭

"সর্ব্ব-শিক্ষাগুরু—গৌরচন্দ্র বেদে বলে।
কেশব-ভারতী-স্থানে তাহা কহে ছলে॥
প্রভু কহে, স্বপ্নে মোরে কোন মহাজন।
কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিল কথন॥
বুঝ দেখি তাহা তুমি হয় কিবা নহে।
এত বলি' প্রভু তাঁ'র কর্ণে মন্ত্র কহে॥
ছলে প্রভু কৃপা করি' তাঁ'রে শিষ্য কৈল।
ভারতীর চিত্তে মহা বিস্ময় জন্মিল॥"

আরও শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যই সন্ন্যাসের যাবতীয় বিধিযোগ্য কার্য্য সম্পাদন করেন। (চৈ ভাঃ মঃ ২৮।১৩৩-১৩৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয়তঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবিষ্ণুস্বামি সম্প্রদায়ের বিকৃত পরিণতিক্রমে শাঙ্করসম্প্রদায়ের দশনামী সন্ন্যাসনামের অন্যতম 'ভারতী'—এই নাম গ্রহণ না করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'—এই ব্রহ্মচারিনামই প্রচার করেন। ইহা হইতেও জানা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শঙ্করসম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই, পরন্তু শঙ্করসম্প্রদায়ি-সন্ন্যাসিগণকে কৃপা করিয়া নিজ পাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী, শ্রীকেশবভারতী প্রভৃতি সকলেই তাঁহার কৃপায় উদ্ভাসিত।

তৃতীয়তঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাক্য হইতেও জানা যায়,—

পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বেষ-ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ॥
—(চৈঃ চঃ মধ্য ৩।৮১)

কেবলাদ্বৈতবাদ-ধ্বান্তমার্ত্তণ্ড শুদ্ধদ্বৈতবাদগুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বা ভক্তিকল্পতরুর মূল শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী দশনামীর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে যেমন মায়াবাদী বা শঙ্করের অনুগত বলা অযৌক্তিক, সেইরূপ বিচারেও শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শঙ্করসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান করা নিতান্ত অজ্ঞতা।

শ্রীগৌরসুন্দর কলিযুগে সাত্বত চতুঃসম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায় স্বীকার করিবেন বলিয়াই জগদ্গুরু হইয়াও শ্রীঈশ্বরপুরীকে দীক্ষাগুরুরূপে বরণ করিবার লীলা এবং সর্ব্বত্র সকল সময়ে শ্রীঈশ্বরপুরীর প্রতি গুরুচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। গয়ায় শ্রীঈশ্বরপুরীর সহিত সাক্ষাৎ সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু ঈশ্বরপুরীকে বলিয়াছিলেন,—

সংসার সমুদ্র হৈতে উদ্ধার' আমারে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে॥
কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত-রসপান।
আমারে করাও তুমি, এই চাহি দান॥
(চৈঃ ভাঃ আ ১৭।৫৪-৫৫)

শ্রীঈশ্বরপুরীর আবির্ভাবভূমি দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে লীলা প্রচার করিয়াছিলেন (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।৯৮-১০২), তাহাতেও তাঁহার হৃদগত ভাব শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন জগজ্জীবকে জানাইয়াছেন। শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে দশাক্ষর মন্ত্র গ্রহণলীলার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।১০৬-২৮), তাহা হইতেও জানা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শঙ্কর মায়াবাদের প্রতিযোগী তত্ত্ববাদ এবং তত্ত্ববাদের চরম উদ্দেশ্য যে প্রেমভক্তি, তাহা জগজ্জীবকে জানাইবার জন্যই শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন। যদি বল, 'শ্রীমন্মহাপ্রভু-মধ্বমতকে অঙ্গীকার করিলেন কেন?'—তদুত্তর এই যে, মধ্বমত বা তত্ত্ববাদের বিশেষ গুণ এই যে, উহা মায়াবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদরূপ ভ্রমকে অধিক স্পষ্টরূপে খণ্ডন

করে। শুদ্ধদ্বৈতবাদের ভিত্তিতে অবস্থিত হইলে অভেদ-বাদরূপ পীড়া অনেক দূরে থাকে। দুর্ব্বল মানবের নিশ্চিত মঙ্গলের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শুদ্ধদ্বৈতবাদ অর্থাৎ মধ্বমত অঙ্গীকার করিয়াছেন। অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উদিত হইয়াছেন। তথাপি ঐ অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত বিচার করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যেখানে 'ভেদ' ও 'অভেদ'—এই উভয় বাদই স্বীকৃত সেই স্থানেও ভেদবাদই প্রবল। 'ভেদাভেদ' শব্দদ্বয়ের মধ্যে 'ভেদ' কথাটীর প্রাবল্য না থাকিলে 'ভেদ' শব্দটী ব্যবহারের কোনও সার্থকতাই থাকে না। তবে উহা প্রাকৃত ধারণার অচিন্ত্য। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু মায়াবাদ-ধিক্কারকারী তত্ত্ববাদ বা শুদ্ধদ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়া একদিকে যেমন অভেদবাদরূপ পীড়া হইতে জীবকুলকে দূরে রাখিবার জন্য শুদ্ধদ্বৈতবাদের অধিকতর উপযোগিতা প্রচার করিলেন, অপরদিকে তেমনই নিজকে একজন নবীন পন্থার স্রষ্টিকর্ত্তা প্রচার না করিয়া সাত্বতসম্প্রদায় ও শ্রৌতপন্থা-গ্রহণকারীর লীলাদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের সনাতনত্ব ও সংসাম্প্রদায়িকত্ব প্রমাণ করিলেন। এইরূপ লীলাদ্বারা শ্রীসনাতনধর্ম্মশাস্ত্রের পূর্ব্বাপর বাক্যের সহিত সঙ্গতিও সাধিত হইল—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥

এই স্থানে কোন কোন অর্ব্বাচীন ব্যক্তি অজ্ঞতাসূচক বাক্য বলিয়া থাকেন যে,—"শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর ভক্তিভাব-প্রবণতার প্রাধান্য দর্শন করিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করেন। হয়ত' তৎকালে বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের কোনও অদৃশ ভক্তিমান বৈষ্ণব তাঁহার নয়ন-গোচর হইলে তিনি তাঁহাকেই গুরুত্বে বরণ করিতেন, মাধ্বসম্প্রদায়ের ভক্তিবিহীন ব্যক্তিকে কেবল সম্প্রদায়ানুরোধে গুরুত্বে বরণ করিতেন না।"

এইরূপ মূর্খতাবিজৃম্ভিত যুক্তিতে বহু ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে। ভক্তিবিহীন ব্যক্তি 'গুরু'পদবাচ্যই নহেন। 'গুরুত্ব জাতি বা বংশগত ব্যাপার নহে'—ইহা প্রচার করিবার জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু সদ্গুরুগ্রহণ-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বর্ত্তমানে ইহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। আমরা কেবল উপরি-উক্ত ব্যর্থ যুক্তির প্রতিপক্ষে বলিতে চাই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু যদি কোনও বিশেষ কারণ বশতঃ অর্থাৎ একমাত্র মধ্বসম্প্রদায়কেই স্বীকার করিবার উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী না হইয়া কেবল পুরুষবিশেষের ভক্তিপ্রবণতা দেখিয়াই তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিতেন, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, তৎকালে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যসম্প্রদায় ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাললোক মাত্রই ছিলেন না। কারণ, তাহা না হইলে অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুই বা কেন শ্রীমাধ্ব সম্প্রদায়ের শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীকে 'গুরু' বলিয়া স্বীকার করিবার লীলা প্রদর্শন করিবেন? আবার সেইরূপ ভ্রম শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুরই বা কেন হইবে? তিনিই বা কেন শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ের শ্রীমল্লক্ষ্মীপতিতীর্থ বা শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীকে গুরুরূপে গ্রহণ করিবার লীলা প্রদর্শন করিবেন? অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে, যেখানে তত্ত্ববাদের চরম উদ্দেশ্য প্রেমভক্তির, বিচার হইতে বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, সেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে কোনও প্রকারে স্বীকার করেন নাই। তাই তিনি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অনুগতাভিমানী তদানীন্তন মধ্বাচার্য্য শ্রীরঘুবর্য্যতীর্থের মতবাদকে খণ্ডন করিয়া তত্ত্ববাদ-গুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের শুদ্ধমতগ্রহণকারী অর্থাৎ তত্ত্ববাদের চরম উদ্দেশ্য উপলব্ধিকারী শ্রীঈশ্বরপুরীকে গুরুরূপে গ্রহণ করিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। যদি শ্রীমধ্বসম্প্রদায়-কেই শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীকার না করিবেন, তাহা হইলে লোক-শিক্ষক প্রভুত্রয় যুগপৎ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায় হইতেই গুরু-বরণলীলা-প্রদর্শন করিলেন কেন? এমন কি সন্ন্যাসলীলা করিবার পরও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরীকে 'গুরু' বলিয়া প্রচার করিতেন এবং শ্রীঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীপরমানন্দপুরী প্রমুখ আচার্য্যগণকে দর্শন করিতেন। শ্রীঈশ্বরপুরীর শিষ্য গোবিন্দকে গুরুর আদেশক্রমে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিবার সময় "গুরোরাজ্ঞা হ্যবিচারণীয়া" প্রভৃতি বাক্য বলিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে, শ্রীপরমানন্দপুরীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরী ও মাধবেন্দ্র-পুরীর সম্বন্ধে কিরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতেন, তাহা শ্রীচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠকের অবিদিত নাই। শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট প্রভৃতি যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালাভের পূর্ব্বে শ্রীসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন, তাঁহারাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালাভের পর

ব্রহ্মসম্প্রদায়ানুগত্যে মধ্বের উপাস্য গৌরকৃষ্ণের ভজনলাভ করিয়াছিলেন। আর যদি শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্বসম্প্রদায় স্বীকার না-ই করিবেন, তাহা হইলে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীমাধবসম্প্রদায়ের শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদকে প্রেমামর-তরুর 'প্রথম অঙ্কুর' বলিয়া বর্ণন করিবেন কেন? গৌড়ীয়-সম্প্রদায়াচার্যবর্য্য-মহামহোপদেশকাগ্রণী অকৃত্রিম বেদান্ত-ভাষ্য-শ্রীমদ্ভাগবতের সন্দর্ভ অর্থাৎ গূঢ় ও সারোক্তি প্রকাশক, সিদ্ধান্ত-সাম্রাজ্য-রক্ষকৈকসেনাপতি, শ্রীরূপানুগবর শ্রীমজ্জীব গোস্বামিচরণ তাঁহার সন্দর্ভের প্রারম্ভে—

"বিবিচ্য ব্যলিখদ্‌গ্রন্থং লিখিতাদ্‌-বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ।"

—এই বাক্যে জানাইয়াছেন যে, বৃদ্ধবৈষ্ণব পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-বিলিখিত সিদ্ধান্তই সন্দর্ভের মূল। কারণ দাক্ষিণাত্যনিবাসী শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ সেই আকরগ্রন্থ হইতেই বিশেষ বিচারপূর্ব্বক সার সংগ্রহ করেন। তত্ত্বসন্দর্ভটীকায় শ্রীবিদ্যাভূষণ প্রভু লিখিয়াছেন,—মধ্বাচার্য্যচরণৈরিতি অত্যাদরসূচকবহুত্বনির্দ্দেশঃ, স্ব-পূর্ব্বাচার্য্যত্বাদিতি বোধ্যম্"।

গৌরপার্ষদ শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামী প্রভুও শ্রীগৌর-গণোদ্দেশদীপিকায়—(২১-২৬ সংখ্যায়) আম্নায়পারম্পর্য্য-বর্ণনপ্রসঙ্গে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্গকে ব্রহ্মমাধ্বসম্প্রদায়ের অধস্তনরূপে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীও তাহাই করিয়াছেন। গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য 'শ্রীগোবিন্দভাষ্য,' 'প্রমেয়রত্নাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়াই বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। এস্থানে কোন কোন আচার্য্যবিরোধী ব্যক্তি আচার্য্য বিদ্বেষকল্পে বলিয়া থাকেন,—"শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট দার্শনিক পণ্ডিত হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ নহেন" (!!) এইরূপ যুক্তি আচার্য্যে মর্ত্ত্য-বুদ্ধিজাত অসূয়াধর্ম্ম হইতেই প্রসূত হইয়াছে। 'নিত্য পার্ষদ' বলিতে পূর্ব্বপক্ষকারী কি বলিতে চান? পরবর্ত্তিকালে আবির্ভূত হইলেই যে নিত্য পার্ষদত্বে ব্যাঘাত ঘটিবে, এরূপ সিদ্ধান্ত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বহির্ভূত। পরবর্ত্তিকালে প্রকটিত হইয়াও ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু, শ্রীল ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর—ইঁহারা সকলেই নিত্যসিদ্ধ, ইঁহারা মহাপ্রভুর নিত্যসঙ্গী ও নিত্যসিদ্ধ গৌরজন। সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণ কেহই শ্রীভগবানের প্রকটলীলার সমকালে উদিত হন নাই, কিন্তু তাঁহারা তত্তৎসম্প্রদায়ে নিত্য-ভগবৎ-পার্ষদ বলিয়াই পূজিত। শ্রীব্যাসশুকাদি সম্প্রদায়াচার্য্যগণ পরবর্ত্তিকালে উদিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের নিত্য ভগবৎপার্ষদত্বে বাধা হয় নাই, বিশিষ্টাদ্বৈতসম্প্রদায়ের আলোয়ার ও মূল আচার্য্যগণকে নিত্য ভগবৎপার্ষদরূপেই গণনা করা হইয়াছে। অর্ব্বাচীন পূর্ব্ব-পক্ষকারীর ন্যায় কোন ভক্তিপথের পথিকই এপর্য্যন্ত "আচার্য্যগণ ভগবানের নিত্যপার্ষদ নহেন" এরূপ অভক্তোচিত অসূয়াবিজ্ঞাপি-বাক্য বলিয়া গুর্ব্ববজ্ঞারূপ অপরাধের আবাহন করেন নাই। যদি কোন আচার্য্য ভগবানের সহিত এককালে উদিত না হইয়া ভগবদিচ্ছায় ভগবানের মনোহভীষ্ট-সংস্থাপন-কল্পে পরবর্ত্তী কালে উদিত হন, তাহা হইলে তাঁহার বাক্যে ভ্রম, প্রমাদাদি দোষ আছে—এইরূপ অপরাধময়ী যুক্তি গ্রহণ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিতলেখক শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রমুখ আচার্য্যগণের কোন কথায়ই বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। কারণ পূর্ব্ব পক্ষকারীর মতানুসারে তাঁহারা পরবর্ত্তী কালে যে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের প্রত্যক্ষে সংঘটিত না হওয়ায় তাহাতে কেবলমাত্র ক্ষুদ্র মানবোচিত পাণ্ডিত্য-প্রতিভার পরিচয়মাত্রই বর্ত্তমান রহিয়াছে। গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর ভাষ্যরচনা বা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর চরিতামৃত রচনা কিম্বা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের ভাগবত-গ্রন্থন শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমদনগোপাল ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুরই জানিতে হইবে, নতুবা "এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদন মোহন" এইরূপ বাক্য প্রাকৃত সহজিয়ার মনোধর্ম্মোত্থ আত্মম্ভরিতার ন্যায় বিনয়ের ভাণে বাকচাতুর্য্য-মাত্র সাব্যস্ত করিতে হয়। শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর বাক্যের সহিত নিত্য পার্ষদগণের বাক্যের ভেদ বুদ্ধি স্থাপন করিলে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকেও অবমাননা করা হয়, কারণ শ্রীমদ্ বলদেবের বাক্যে কোন অযৌক্তিকতা থাকিলে তদা-নীন্তন ব্যাসাসনে উপবিষ্ট শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীমদ্ বিদ্যা-ভূষণ প্রভুকে জয়পুরের গলতার গাদিতে প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে সম্প্রদায়সংরক্ষক আচার্য্যের আসন প্রদান পূর্ব্বক জগতে ভ্রান্ত মত প্রচারের সহায়তা করিতেন না। যে কার্য্যে চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সম্পূর্ণ অনুমোদন আছে,

তৎপ্রতিকূলে পরবর্ত্তী কালের আচার্য্যসেবাবিমুখ, অনভিজ্ঞ প্রাকৃত সাহজিক সম্প্রদায়ের মনোধর্ম্মের বিচার কোন মতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। অতএব সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধান্তিত হইল যে, লোক-শিক্ষক জগদ্‌-গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা করিয়া শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-সম্প্রদায়কেই অঙ্গীকার করিয়াছেন, অতএব গৌড়পূর্ণানন্দের আম্নায়-পারম্পর্য্যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় 'ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়' নামেই পরিচিত।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের পত্রাবলী

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২১শ সংখ্যার পর)

মথুরা ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেসন হইতে আমরা আগ্রার গাড়ীতে উঠিলাম। আচিনারা জংসনে যদিও জয়পুর যাইবার পথ, তথাপি সে সময় গাড়ী না পাওয়ায় আমরা আগ্রা পৌঁছিলাম। ষ্টেশন হইতে আগ্রা দুর্গে প্রবেশ করিয়া তথাকার স্থানসমূহ দর্শন করিলাম। বিপত্নীক সম্রাট্ সাজাহান কারারুদ্ধ অবস্থায় গৃহ হইতে যেরূপ সর্ব্বদা মমতাজ বেগমের সমাধি দর্শনে ব্যস্ত এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার পত্নীচিন্তায় বিব্রত থাকিতেন, তাহা স্থান প্রদর্শকগণের মুখে শ্রবণ করিয়া আমরা হরিবিমুখ জীবকুলের ভগবদ্বিস্মৃতির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত অনুভব করিলাম। চিন্তামণির শ্রীবিল্বমঙ্গলকে উপদেশ দিবার ন্যায় বিলাসরত-জনগণকে অনিত্য ভাবনা হইতে মুক্ত করিবার বর্ত্ম প্রদর্শক গুরুর অভাব আমাদের অনুভবনীয় বিষয় হইয়াছিল। সম্রাট্ আকবরের সময়ে ধর্ম্মনির্ব্বিশেষ-বৈষম্য নিরাকরণের উদ্দেশে প্রশংসিত সম্রাটের দুর্গাভ্যন্তরে হিন্দুনিবাস ও যমুনাস্নানার্থ মুদভ্যন্তরে সুরঙ্গসমূহ দর্শন করিলাম। আগ্রার দেওয়ানী আম ও দেওয়ানী খাস্ প্রভৃতি হর্ম্ম্যসমূহ বাস্তবিক ইহজগতে ঐশ্বর্য্যের ছটার আদর্শ বিজ্ঞাপিত করিতেছে। সম্রাট্‌দিগের বিলাসভার-সম্পুষ্ট ঐশ্বর্য্যদর্শন করিয়া শ্রীনারায়ণের বৈকুণ্ঠের বিকৃত প্রতিফলনের আংশিক শোভা আমাদের হিরণ্যকর্ণের চিন্তনীয় বিষয় হইল। যাঁহারা সর্ব্বশক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীমন্নারায়ণ-বিগ্রহের বিচিত্র নিত্য বিলাসৈশ্বর্য্য কল্পনামাত্র মনে করেন, তাঁহারা এই জড়জগতের ঐশ্বর্য্যসমষ্টিকে শ্রীনারায়ণ-ধামের প্রতিফলিত বিকৃত ঐশ্বর্য্যকণ জানিলে বিশ্বাস হারাইতে না পারেন। আমরা মস্জিদের জাগতিক দর্শনে ঐশ্বর্য্যগত শোভাসমূহ নিরীক্ষণ করিলাম। জাগতিক চেষ্টায় অতীতের স্মৃতি আমাদের নশ্বর জগতের তুচ্ছত্ব অনুভব করাইতে করাইতে "ইতি নিশ্চিত্য কুরুষ্ব মনঃস্থিরং ন যদিদং জগদিত্যবধারয়" এই প্রবাদটী স্মৃতিপথে উদিত হইতে থাকিল। দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া আমরা প্রাচীন আগ্রার অপরাপর কীর্ত্তি-দর্শনে ভ্রমণ করিতে করিতে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের শ্বশুরমহাশয়ের সমাধি 'ইতমদ্দৌল্লা' নামক একটী বৃহৎ নানা স্থপতিকার্য্য-বিশিষ্ট সৌধ সন্দর্শন করিলাম। ইহা সম্রাজ্ঞীর পিতার সংরক্ষিত দেহের প্রাচীনাবাস। তথা হইতে সম্রাট্ আকবরের সমাধি শিকন্দরার পথে গমন করিলাম। শিকন্দরা একটী প্রকাণ্ড সমাধিমন্দির। ইহা রক্তাভ-গিরিখণ্ড দ্বারা নির্ম্মিত সুবৃহৎ কয়েক স্তরবিশিষ্ট প্রাচীনকালের কীর্ত্তি। আমরা সর্ব্বোচ্চ প্রদেশে আরোহণ করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের অগ্রহার তীর্থের প্রাসাদমালা দর্শন করিলাম। এই সকল সমাধি পরজগতের অপূর্ব্বস্মারক ও উদ্দীপক এবং ইহজগতের নশ্বরতা ও অভাবপ্রদর্শক আদর্শবিশেষ। তথা হইতে আগ্রার বিপিনমালার মধ্য দিয়া ষ্টেসনে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। রাত্রে রেলে নির্দ্দিষ্ট আসন লাভ করিয়া উষাকালে জয়পুর ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানটীতে অতিরিক্ত শীতের প্রকোপ। সুতরাং প্রাভাতিক সমীরণ আমাদের বিতৃষ্ণা উৎপাদন করিল। ষ্টেসন হইতে রাজপথ দিয়া গমনকালে একটী ব্যাঘ্রকে পালিত পশুর ন্যায় জনৈক ব্যক্তি লইয়া যাইতেছে, দেখিলাম। জয়পুরের রাজপথগুলি অপরাপর নগরের পথসমূহকে তিরস্কার করে। শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহাধিষ্ঠিত নগরীর প্রশংসাবাদ অবিসংবাদিত বলিয়াই মনে হয়। আমরা Edward memorial পান্থনিবাসে দ্বিতলোপরি একটী গৃহে দিবসদ্বয়ের জন্য যোগ্য শুল্কে অধিকার লাভ করিলাম। পান্থনিবাসটী বিশিষ্ট অভ্যাগতের উপযোগী বলিয়াই বোধ হইল। ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ শ্রীধামবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ হইতে বেলা ১০ ঘটিকার সময় জয়পুর ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিলেন। ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বনমহারাজ ব্রহ্মচারীজীকে আনিবার জন্য ষ্টেসনে গিয়াছিলেন। শ্রীসজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী

ভগবন্নৈবেদ্য নির্ম্মাণ করিয়া আমাদিগকে ১১টার মধ্যেই শ্রীপ্রসাদ দিলেন। প্রসাদ পাইবার অব্যবহিত পরেই আমরা রাজবর্ত্মের অপর পারে অবস্থিত বা প্রাচীন দ্রব্য-প্রদর্শনী ও পশুশালা দর্শনে বাহির হইলাম। Museum গৃহে প্রাচীন জয়পুরাধিপতি নৃপগণের চিত্র ও বহুবিধ দ্রব্য দর্শন করিলাম। প্রাচীন দ্রব্যাগার প্রত্নতত্ত্বের ও বর্ত্তমান কালীয় তত্তৎপ্রদেশের শিল্পকার্য্যের উৎকৃষ্ট প্রদর্শনী। প্রাচীর-গাত্রে-শ্রীমদ্ভাগবত-লিখিত —

"এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা" ॥

(ভাঃ ১০।২২।৩৫)

এই শ্লোকটি অঙ্কিত দেখিয়া হৃদয়ে প্রভূত আনন্দ লাভ করিলাম। পশুশালায় নানাবিধ ভগবদ্বিমুখ-ভাববিশিষ্ট প্রাণী সংরক্ষিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। মানবেতর প্রাণীগণকে গুহাবদ্ধ ও পিঞ্জরাবদ্ধ দেখিয়া শ্রীমদ্ভাগবতীয় অর্থদ মানবজন্মের কথা আমাদের হৃদয়ে জাগরূক হইল। একটী বৃহৎ অজাকে অর্দ্ধপুরুষ ও অর্দ্ধস্ত্রীদেহে নিরীক্ষণ অবকাশ হইল। তাহার স্তন হইতে দুগ্ধ দোহন রূপ ব্যাপার আমাদিগকে একই শরীরে পুংস্ত্রীর যুগপৎ সমাবেশ প্রদর্শন করাইয়া জীবাত্মার উভয়বিধ জড়াবস্থানের বৈচিত্র্য-নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত করিল। পুরূরবা-তনয় ঐলের স্ত্রীপুংস্ত্ব যুগপৎ সিদ্ধ হইবার ব্যাঘাত নাই বুঝা গেল। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ একই বৃক্ষে জনক-জননীর সমাধান দর্শন করেন। প্রাণীজগতে কতিপয় নিম্নশ্রেণীর মধ্যে উভয়বিধ কারণ সমাবিষ্ট থাকিলেও উন্নত জীবে তাদৃশ বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় না।

আমরা রাজপ্রাসাদ ও শ্রীগোবিন্দ-দর্শনে প্রয়াস করিলাম। সে সময় শ্রীগোবিন্দের দ্বার অনুদ্ঘাটিত থাকায় বর্দ্ধমান-নিবাসী জনৈক মন্দিরের সেবকের সহিত কথোপকথন হইল। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দের জনৈক সেবায়েৎ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। তথা হইতে আমরা যন্ত্রমন্ত্র দর্শন করিলাম। ইহা মধ্যযুগীয় নভোমণ্ডল দর্শন-পরিমিতি ও কালবিষয়ক অভিজ্ঞানের আদর্শ। দিল্লীতে জয়পুররাজের যে নভঃপরিদর্শন ও কালজ্ঞানের যন্ত্র সমূহ আছে, ইহা তদপেক্ষা অনেক বৃহৎ জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের মানমন্দির। এই সকল পূর্ব্বকালীয় মানমন্দিরে যোগ্য লোকের অভাব-হেতু পরিদর্শনকারীর তত্তৎযন্ত্র ব্যবহারের সুবিধা হয় না। এই সকল বুঝাইবার জন্য জ্যোতিষী পণ্ডিতের অভাব দিল্লীতে ও এখানেও (জয়পুরে) দেখিলাম। তথা হইতে আমরা অম্বরের দিকে অগ্রসর হইয়া পথিমধ্যে শ্রীগোবিন্দজীউর পূর্ব্বাবস্থিতির শ্রীমন্দির দর্শন করিলাম। জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী অম্বর, পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। এখানে মোগল সম্রাট্ আকবর মধ্যে মধ্যে আগমন করিতেন। সম্প্রতি স্থানটী জনতা রহিত। প্রাসাদগুলি কোনও প্রকারে রক্ষিত হইতেছে। গিরির উচ্চশৃঙ্গে দেওয়ানী আম ও দেওয়ানী খাস্ অবস্থিত। এখানে একটী দেবী, মন্দিরে অধিষ্ঠাত্রীরূপে বিরাজমানা। অম্বর হইতে প্রত্যাগত হইয়া সন্ধ্যায় আমরা শ্রীগোবিন্দের আরাত্রিক দর্শন করিলাম। বহুযাত্রী শ্রীগোবিন্দ-দর্শনে উৎসুক হইয়া স্ব-স্ব-ভাবের সহিত দর্শনের উৎকণ্ঠা দেখাইতেছেন। শ্রীশ্রীগোবিন্দ-দর্শনান্তর আমরা ভাস্কর-খচিত বিবিধ মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। পরদিবস প্রাতেও ঐ স্থানে প্রকটিত মূর্ত্তিসমূহ দেখিয়া শ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর গৌড়দেশে শুভাগমনের ব্যবস্থা করিলাম। বৈকালের গাড়ীতে আজমীর যাত্রা করিতে গিয়া গাড়ীতে বিলক্ষণ জনতার মধ্যে বিশেষ অসুবিধা বোধ করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে শ্রীপাদ বন-মহারাজ ও ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনানন্দ আমাদিগের বাসস্থানের জন্য মধ্যাহ্নে আজমীরে প্রেরিত হইয়াছিলেন। আজমীর ষ্টেসনে তাঁহাদের সন্ধান পাইতে আমাদের একটু উদ্বেগ-লাভ করিতে হইয়াছিল। এখানে রেলওয়ে কুলীর বিশেষ উৎপাত। বিশেষতঃ পুষ্কর-স্নানের জন্য লক্ষ লক্ষ লোক এই সময় আজমীরের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াছিল ও বাসস্থান-সমূহ দুষ্প্রাপ্য করাইয়াছিল। আমরা উক্ত ব্রহ্মচারী ও বনমহারাজকে সঙ্গে লইয়া রাত্রের গাড়ীতেই চিতোরগড় হইয়া প্রাতে মৌলি ষ্টেসনে উপস্থিত হই। মৌলি ষ্টেসনেরই নামান্তর 'নাথদ্বারা রোড'। এই চিতোরগড় পূর্ব্বস্মৃতির স্মারক। একদিন উদয়পুরের রাণা এই চিতোরে সূর্য্যবংশোচিত শৌর্য্যবীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মৌলি হইতে মোটর-লরী যোগে আমরা মধ্যাহ্নে নাথদ্বারাভিমুখে যাত্রা করি। নাথদ্বারার দুই মাইল পূর্ব্বেই গোশালার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে লরী অক্ষম হইয়া পড়ে। আমাদের ২।৩ জনকে শ্রীনাথদ্বারা লইয়া যাইবার জন্য শ্রীনাথদ্বার হইতেই এক

খানি মোটর আসিয়াছিল। আমরা শ্রীনাথদ্বারা পৌছিলাম বটে, কিন্তু দ্রব্যাদি ও সঙ্গীয় ভক্তগণের সকলকেই অক্ষম লরীতেই বেলা ৩টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

পরা ও অপরা বিদ্যা

[পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল রায় কাব্যতীর্থ, বি, এ]

'ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে'— ফল দেখিয়া তাহার কারণ অনুমিত হয়। কোন ব্যক্তি শোকগ্রস্ত হইলে প্রিয়জন-বিয়োগাদি, কোন দেশে দুর্ভিক্ষ ঘটিলে অজন্মাদি এবং কাহারও ব্যাধি জন্মিলে স্বাস্থ্যনিয়মের ব্যতিক্রমাদি কারণরূপে অনুমিত হওয়া সুপ্রীকৃতসম্মত। শৈশবাবধি শ্রুত হইয়া আসিতেছি—

বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্যাতি পাত্রতাম।
পাত্রত্বাদ্ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মস্ততঃ সুখম্॥

বিদ্যা বিনয় দান করে, বিনয় কোন ব্যক্তিকে আশ্রয় করিলে তাহার যোগ্যতা আইসে, সুযোগ্য ব্যক্তির ধন অনায়াসলভ্য, তাহা হইতে সে ধর্ম্ম ও তৎপরে সুখ লাভ করিয়া থাকে। সতত সুখান্বেষী মানবের ইহাই তৎপ্রাপ্তি-ন্যায়। কিন্তু অস্মদীয় দুরদৃষ্ট বশতঃ অধুনাতন কথঞ্চিৎ লিখন-পঠনাভিজ্ঞ বিদ্বন্মানগণের বিনয় দৃষ্ট হয় নাই কেন? যদিও কদাচিৎ দৃষ্ট হয়, তাহা পরীক্ষা করিলে বিনয়ভাণ বা বিনয়াভাসের রূপান্তর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় অথবা রাজকীয় শিক্ষাবিভাগ প্রতিবর্ষে কত অগণ্য পরিমাণে ডক্টর, মাষ্টার, পি, আর, এস্, বিদ্যাচঞ্চু, চূড়ামণি, শাস্ত্রী, তীর্থ, আচার্য্য প্রভৃতি উৎপাদন করাইতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বিদ্যাফল বিনয়ের অসদ্ভাব দেখিয়া হতাশ হইবার কারণ দেখা যায় না। আবার 'সর্ব্বে গুণা বিনয়মাশ্রয়ন্তি' সমস্ত সদ্গুণই বিনয়কে (বিনয়ী মানবকে) আশ্রয় করে। ঐ প্রকার উপাধিগ্রস্ত তথাকথিত বিদ্বান্‌গণ-মধ্যে বিনয়, যোগ্যতা, ধন, ধর্ম্ম বা সুখ প্রভৃতির অসদ্ভাবে কিরূপে 'বিদ্বান্'-শব্দের সার্থকতা থাকিতে পারে? স্কুল, কলেজ, চতুষ্পাঠী প্রভৃতিতে প্রদত্ত বিদ্যার ফলে আজ ঔদ্ধত্য ও অযোগ্যতার প্রসারে ধন ও ধর্ম্ম সুদূরে অবস্থিত। সুখের কণামাত্রের আস্বাদনলাভ স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। এইরূপ বিদ্যার চাতুর্য্যে পৃথিবী কম্পমানা; সদ্গুণাবলীর যোগ্যতা নিতান্ত সুদূরপরাহত। সুতরাং পরবর্ত্তী ফলগুলির উল্লেখ না করাই উত্তম। যদিও কতিপয় স্থানে ধনাদির আগম লক্ষিত হয়, কিন্তু তাহাতে দম্ভাদির সাহচর্য্যে আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিসাধন ব্যতীত ধর্ম্মাদি ফল কদাপি পরিদৃষ্ট হয় নাই। অতএব বিদ্যাবানের অবিনয় দর্শনে দোষাকরত্বের অনুমান অসঙ্গত নহে। বিনয়ই যখন সমস্ত সদ্গুণের আধার, সুতরাং আধারাভাবে আধেয়গণ অবস্থান করিতে পারে না। বিনয়ের সহিত অন্যগুণগণ মিলিত হইলে 'শ্রী'দেবী স্বয়ং অনুসন্ধান-পূর্ব্বক ঐরূপ যোগ্যপাত্রে কৃপাবলোকন করেন। তখন ধনের সদ্ব্যবহার দ্বারা সহজেই ধর্ম্ম অর্জ্জিত হইয়া ঐহিক ও পারত্রিক সুখ প্রদানে সামর্থ্য লাভ করে। এইরূপই যদি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য হয়, তবে এখন এইরূপ বিপরীতভাবে জগৎ পূর্ণ কেন? এত অধিক বিদ্বানের সমবায়ে কোথায় মর্ত্যতল সুখসমৃদ্ধির আবাসভূমিতে পরিগণিত হইবেন, না সর্ব্বদা নানাপ্রকার অভাবে প্রপীড়িত হইয়া অশান্তির আগার হইবেন? শ্রীদেবী স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া যাঁহাদিগের সেবায় ব্যস্ত হইবেন, তাঁহারা আজ দারিদ্র্যের কঠোর কশাঘাতে জর্জ্জরিত কেন? অথবা বিদ্যাবান হইয়াও সুখলেশ কর্ত্তৃক বঞ্চিত কেন? তবে কি প্ররোচনার নিমিত্ত ঐরূপ শ্লোকের অবতারণা? অথবা অস্মাদৃশ আবদ্ধাক্ষ মূঢ়ব্যক্তিবর্গের মহাজন-বাক্যের সারমর্ম্ম-গ্রহণের শক্তি কোথায়? অতএব ইহাকে প্ররোচোক্তিরূপে অনুমান করা আশ্চর্য্য-জনক নহে। বিদ্যা-প্রশংসায় দেখিতে পাই—

বিদ্যা নাম নরস্য রূপমধিকং প্রচ্ছন্নগুপ্তং ধনং
বিদ্যা ভোগকরী যশঃসুখকরী বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ।
বিদ্যা বন্ধুজনো বিদেশগমনে বিদ্যা পরা দেবতা
বিদ্যা রাজসু পূজ্যতে ন হি ধনং বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ॥

'বিদ্যাহীন ব্যক্তি পশুর সমান' এই বাক্য বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি শৈশবেই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ বিদ্যালাভ করিয়াও আমাদের পশুত্ব মোচন হইল কৈ? আমরা কেহ পরপদাবলেহী শ্বধর্ম্মী, কেহ বিড়্‌ভোজী শূকরধর্ম্মী, কেহ বা কণ্টকভোজী উষ্ট্র বা ভারবাহী খরধর্ম্মী। প্রত্যেকেই স্ব-স্ব-অবস্থা পর্য্যালোচনা

করিয়া উক্ত পশুবর্গের স্বভাবের সহিত তুলনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, আমরা উক্ত প্রকার কোন না কোন পশুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই চলিতেছি, অথবা পশুগণের দোষানুকরণেই পটুত্ব প্রদর্শন করিয়া তাহাদের বিশিষ্ট গুণাবলীর অনাদর পূর্ব্বক তাহাদিগের অপেক্ষাও হেয় জীব মধ্যে পরিগণিত হইয়াছি।

শ্রীগরুড়পুরাণ বলেন :—

যে বালভাবান্ন পঠন্তি বিদ্যাং যে যৌবনস্থা অধনা অদারাঃ।
তে শোচনীয়া ইহ জীবলোকে মনুষ্যরূপেণ মৃগাশ্চরন্তি॥

যাঁহারা বাল্যে বিদ্যাভ্যাস করেন না, যৌবনাবস্থায় নির্ধন ও অকৃতদার থাকেন, তাঁহারা এই প্রাণিজগতে শোচনীয় মনুষ্যাকৃতিতে পশুরূপে বিচরণ করিয়া থাকেন। আরও বলেন,—

বিদ্যা নাম কুরূপরূপমধিকং প্রচ্ছন্নমন্তর্দ্ধনং
বিদ্যা সাধুজনপ্রিয়া শুচিকরী বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ।
বিদ্যা বন্ধুজনার্ত্তিনাশনকরী বিদ্যা পরা দেবতা
বিদ্যা ভোগযশঃকুলোন্নতিকরী বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ॥

তথাকথিত বিদ্যাবানের শুচিতা, আর্ত্তিনাশনশক্তি, সাধুজনপ্রিয়তা কোথায় অন্তর্হিত হইল? কেন এইরূপ বিদ্বান্‌গণ প্রকৃত সাধুদিগের ঘৃণাস্পদ হইয়াছেন? ইহার মূল কারণ কি অনুসন্ধেয় নহে?

শব্দশাস্ত্রে বিদ্যাশব্দের অর্থ লিখিত আছে,—'বিদ্যা—জ্ঞানম্।' 'তত্ত্ব মোক্ষে ধীঃ।' 'পরমার্থসাধনীভূতা বিদ্যা ব্রহ্মজ্ঞানরূপা।' মুক্তিবিষয়ে বুদ্ধির নাম বিদ্যা। পরমশ্রেয়ঃ-সম্পাদনে যোগ্যবিদ্যা ব্রহ্মজ্ঞানরূপা। শ্রুতিতে বিদ্যার প্রকারভেদ বর্ণন করিতেছেন—

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ॥ তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ব-বেদঃ, শিক্ষাকল্পঃ ব্যাকরণং নিরুক্তশ্ছন্দোজ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" (মুণ্ডক)

'পরা ও অপরা নামে দুই বিদ্যাই জ্ঞাতব্য। ব্রহ্মজ্ঞ-ব্যক্তিগণ তাহা জানেন। বেদচতুষ্টয় ও শিক্ষাদি ষড়ঙ্গই অপরা বিদ্যা। যাহা দ্বারা সেই অক্ষর-পুরুষ জ্ঞাত হয়েন, তাহাই পরা বিদ্যা।' এই অপরা বিদ্যার প্রকারভেদও পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে, যথা—

"অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ॥
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তু॥"

ষড়ঙ্গ, চতুর্ব্বেদ, মীমাংসা, ন্যায়বিস্তর, ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ, এই চতুর্দ্দশ বিদ্যা। আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ব বেদ ও অর্থশাস্ত্র এই বিদ্যাচতুষ্টয়যোগে অষ্টাদশ প্রকার অপরা বিদ্যা নামে অভিহিত হয়। আমরা দেখিতে পাই, এই অপরা বিদ্যার উন্নতিক্রমে কেবল শ্রীভগবানের অপরা শক্তি মায়ার মোহাবরণ বৃদ্ধি লাভ করিয়া মানবকে দাম্ভিক, আত্মাভিমানী ও ইন্দ্রিয়তর্পণ-পরায়ণ করিয়া থাকে। কদাচিৎ কোন সুকৃতিমানের অদৃষ্টফলে বা জন্মান্তরীয় তপোবলে এই বিক্ষেপাত্মিকা মায়ার প্রভাব হইতে অব্যাহতি ঘটিয়া থাকে। শ্রীমৎ প্রকাশানন্দ সরস্বতী, শ্রীমদ্ বাসুদেব সার্ব্বভৌম, দিগ্বিজয়ী শ্রীযুক্ত কেশব কাশ্মীরী প্রভৃতি মহোদয়গণ এই অপরা বিদ্যার মোহে গুর্ব্বভিমান-বশতঃ জীবকুল কিরূপে শ্রীভগবদৌদার্য্যবিগ্রহকেও অবজ্ঞা করিতে পারে, তাহার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এমন কি শ্রীমন্নিমাই পণ্ডিত কৃপানিধি ভগবান কিয়দ্দিবস পণ্ডিতবিজয়-লীলায় অপরা বিদ্যার আশ্চর্য্য প্রভাব প্রদর্শনে জীবগণকে সাবধানতা শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরাণের (৬।৫।২৪ ৭০) বিধান আলোচনা করিলে জানিতে পারি—

দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরং চ যৎ।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥
দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে বৈ ইতি চাথর্ব্বণী শ্রুতিঃ।
পরয়াত্বক্ষরপ্রাপ্তিঋগ্বেদাদিময়াপরা॥
যত্তদব্যক্তমজরমচিন্ত্যমজমব্যয়ম্।
অনির্দ্দেশ্যমরূপঞ্চ পাণিপাদাদ্যসংযুতম্॥
বিভুং সর্ব্বগতং নিত্যং ভূতযোনিমকারণম্।
ব্যাপ্যাব্যাপ্যং যতঃ সর্ব্বং তদ্বৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ॥
তদ্‌ব্রহ্ম পরমং ধাম তদ্ধ্যেয়ং মোক্ষকাঙ্ক্ষিণাম্।
শ্রুতিবাক্যোদিতং সূক্ষ্মং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥
তদেতদ্ ভগবদ্বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ।
বাচকো ভগবচ্ছব্দস্তস্যাদ্যস্যাক্ষরাত্মনঃ॥
এবং নিগদিতার্থস্য সতত্ত্বং তস্য তত্ত্বতঃ।
জ্ঞায়তে যেন তজ্জ্ঞানং পরমং যৎ ত্রয়ীময়ম্॥

শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম, এই উভয়ই জ্ঞাতব্য। শব্দব্রহ্মে নিষ্ণাত ব্যক্তি পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন। আথর্ব্বণী শ্রুতি বলেন,—"পরা ও অপরাভেদে দুই বিদ্যাই জ্ঞাতব্য। পরা বিদ্যাদ্বারা অক্ষর-ব্রহ্মের প্রাপ্তি হয়। অপরা বিদ্যা ঋগ্বেদাদি-ময়ী। যাহা অব্যক্ত, অজর, অচিন্ত্য, অজ, অব্যয়, অনির্দ্দেশ্য, অরূপ এবং অপাণিপাদ; যিনি বিভু, সর্ব্বগত, নিত্য, ভূতযোনি, অকারণ, ব্যাপী ও অব্যাপী, এবং যাহা হইতে সমস্তই উদ্ভূত হইয়াছে; পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই সন্দর্শন করেন। তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই পরমধাম, তাহাই মোক্ষাভি-লাষীদিগের ধ্যেয়; ইহাই শ্রুতিবাক্যোদিত সেই বিষ্ণুর সূক্ষ্মপদ। পরমাত্মার সেই স্বরূপ ভগবৎশব্দবাচ্য এবং ভগবৎশব্দ সেই আদ্যক্ষরাত্মার বাচক। এই প্রকারে নিরূপিত অর্থ, ঈশ্বরের স্বরূপ যাহা দ্বারা জানা যায়, তাহাই পরম জ্ঞান বা পরা বিদ্যা। কিন্তু ত্রয়ীময়জ্ঞান— অপরা বিদ্যা।

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণের সিদ্ধান্তরত্নাদিতে এবং শ্রীজীব-গোস্বামীপাদের 'সর্ব্বসংবাদিনী' প্রভৃতি গ্রন্থে এই পরা বিদ্যার ফলস্বরূপে শ্রীমতী ভক্তিদেবীই অভিহিতা হইয়া থাকেন। অতএব অষ্টাদশ অপরা বিদ্যার অনুশীলনমাত্রেই বিদ্যাফল-সম্পত্তির উদয় অসম্ভব। পরা বিদ্যার আলোচনাক্রমে ফলাগম অবশ্যম্ভাবী। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, "তৎকর্ম্ম হরি-তোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।" শ্রীহরির সন্তোষকর কর্ম্মই প্রকৃতকর্ম্ম এবং যাহাতে শ্রীহরিতে অব্যভিচারিণী মতি জন্মে, তাহাই বিদ্যা। সুতরাং পরা বিদ্যার সংস্পর্শ মাত্রই সর্ব্বসদ্‌গুণরাজি মানবকে আশ্রয় করে, ইহা প্রতি-পাদিত হইতেছে,—ভাঃ ৫।১৮।১২ "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্য-কিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।" শ্রীভগবানে যাঁহার নিষ্কিঞ্চনা সেবাপ্রবৃত্তির উদয় হইয়াছে, ধর্ম্মজ্ঞান বৈরাগ্যাদি সমস্ত সদ্‌গুণের সহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতেই সম্যগ্‌রূপে অবস্থান করেন।

বর্ত্তমান বিবাদযুগে ব্যাসাবতার শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন দাসঠাকুর পুনঃপুনঃ দৃঢ়রূপে ঐরূপ মীমাংসাবাক্যই উদ্ঘোষিত করিয়াছেন। যথা—

"তাহারে যে বিদ্যা বলি মন্ত্র অধ্যয়ন।
কৃষ্ণ-পাদপদ্মে যে করায় স্থির মন॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য় অঃ)

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবৃত্তি রয়॥

দিগ্বিজয় করিব বিদ্যার ফল নহে।
ঈশ্বর ভজিতে সেই বিদ্যা সত্য কহে॥
(ঐ আদি ১৩শ অঃ)

পড়ে কেন লোক কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে?
(ঐ আদি ১২শ অঃ)

তাহারে সে বলি কর্ম্ম ধর্ম্ম সদাচার।
ঈশ্বরে যে প্রীতি জন্মে, সম্মত সবার॥
(ঐ অন্ত্য ২য় অঃ)

শ্রীমদ্‌ রামানন্দ-রায়-মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলাইতেছেন,—

প্রভু কহে, কোন্ বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার?
রায় কহে 'কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥'"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম)

এই সমুদয় মহাজনবাক্য ও প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনাদি দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, পরা বিদ্যাই প্রকৃষ্ট বিনয়, (তৃণাদপি সুনীচতা, তরুবৎ সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদ স্বভাব) যোগ্যতা, সর্ব্বধনসার প্রেমমহাধন, এবং সর্ব্বশেষে পরমানন্দ সুখ প্রদান করিতে একান্ত সমর্থ।

বর্ত্তমান স্কুল, কলেজ বা ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি বণিক্‌-প্রতিষ্ঠানসমূহ এই পরা বিদ্যার কণামাত্রেরও সন্ধান রাখেন না এবং তথা হইতে প্রাপ্তি-সম্ভাবনাও দুরাশামাত্র। অপরা বিদ্যাদিগমের উপায়স্বরূপ আরোহ-প্রণালী বা তর্কবাদ কদাচ ইহাতে কার্য্যকরী নহে। শ্রীবেদান্তসূত্রে ব্যাসদেব বলেন, "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ," তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। মহা-ভারতে ধর্ম্ম-যুধিষ্ঠির-সংবাদে প্রথম পাণ্ডব বলিতেছেন, "তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ"। কাঠকশ্রুতিতে ধর্ম্মরাজ যম নচিকেতাকে বলিতেছেন, "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।" হে প্রিয়তম, তুমি যে ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কারিণী মতি লাভ করিয়াছ, শুষ্ক তর্ক দ্বারা তাহাকে অপনয়ন করা উচিত নয়, কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন, তাঁহাদের দ্বারা উপদিষ্ট হইলে ইহাদ্বারা পরতত্ত্বানুভব সম্পা-দিত হয়। ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২২।১০) শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলিতেছেন,—

অনাদ্যবিদ্যাযুক্তস্য পুরুষস্যাত্মবেদনম্।
স্বতো ন সম্ভবেদন্যস্তত্ত্বজ্ঞো জ্ঞানদো ভবেৎ॥

শ্রীমদুদ্ধবকে শ্রীভগবান্ উপদেশ দিতেছেন, 'অনাদি

অবিদ্যাযুক্ত পুরুষের আত্মজ্ঞান আপনা হইতে সম্ভব নহে। এই নিমিত্ত অজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞ গুরু জ্ঞানদাতৃরূপে স্বীকার্য্য।'

শ্রুতিও তদনুগত পুরাণাদি ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দিতেছেন,—

আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ। (ছাঃ ৬।১৪।২) তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ (মু ১।২।১২)

আচার্য্যের আশ্রিত ব্যক্তি বিদ্যালাভ করেন। সেই পরবস্তুর বিজ্ঞান (প্রেমভক্তি সহিত জ্ঞান) লাভ করিবার জন্য তিনি সমিধ্ হস্তে বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্গুরুর সমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবেন।

বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম তবাহমস্মি ত্বং মাং পালয়। অনর্হতে অমানিনে নৈব মা দা গোপায় মাং শ্রেয়সী তেহ-হমস্মি॥ (ছাঃ ব্রাঃ)

বিদ্যা ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন,—'আমি তোমার, তুমি আমাকে রক্ষা কর। অযোগ্য পাত্রে তুমি আমাকে অর্পণ করিও না, আমি তোমার কল্যাণ-সাধিকা।' মনুসংহিতা ও ইহারই প্রতিধ্বনি করিতেছেন—

বিদ্যা ব্রাহ্মণমেত্যাহ শেবধিস্তেঽস্মি রক্ষ মাম্।
অসূয়কায় মাং মাদাস্তথা স্যাং বীর্য্যবত্তমা॥ ২।১১৪

এস্থলে 'ব্রাহ্মণ'-শব্দের অর্থ শ্রুতিই বলিতেছেন,—

য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ। (বৃঃ আঃ ৩।৮।১০)

হে গার্গি, যিনি এই অক্ষর-ব্রহ্মকে জানিয়া ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। কেবল সূত্রধারী দাম্ভিক ঈশভক্তিহীন ব্রাহ্মণব্রুব এই সংজ্ঞার লক্ষ্য হন নাই। আবার—

বিদ্যয়া সার্দ্ধং ম্রিয়েত ন বিদ্যামূষরে বপেৎ। (ছাঃ ব্রাঃ)

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি বরং বিদ্যা লইয়া ইহলোক ত্যাগ করিবেন, তথাপি অপাত্রে স্থাপন করিবেন না। মনুও বলেন,—

বিদ্যয়ৈব সমং কামং মর্ত্তব্যং ব্রহ্মবাদিনা।
আপদ্যপি হি ঘোরায়াং ন ত্বেনামিরিণে বপেৎ॥ (মনু ২।১১৩)

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি বরং বিদ্যা লইয়া মরিবেন, কিন্তু ঘোর বিপৎকালেও অপাত্রে দান করিবেন না। আরও শ্রুতি-বাক্যে (কঠ ১।২।২৩) পাই—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥

এই পরমাত্ম-বস্তু বহুতর্ক, মেধা, বহুশ্রবণ দ্বারা লভ্য নহে। কিন্তু যখন জীবাত্মা ভগবানের প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া পরমাত্মার কৃপা যাচ্ঞা করেন, তখন তাঁহারই নিকট সেই পরমাত্মা শ্রীগুরুদেবরূপে স্বয়ংপ্রকাশতনু প্রকটিত করেন।

বিদ্যা স্বয়ংপ্রকাশবস্তু, সুতরাং তাহার প্রদান কার্য্য শ্রীভগবত্তনুর পক্ষেই সম্ভব। অন্যথা নহে। অতএব শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩।২১ উপদেশ দিতেছেন—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

অতএব কর্ত্তব্যজিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তম শ্রেয়ঃ অবগত হইবার জন্য সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। যিনি শব্দব্রহ্মে অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্রসিদ্ধান্তে সুনিপুণ এবং পরব্রহ্মে নিষ্ণাত অর্থাৎ যিনি অধোক্ষজের অনুভূতি লাভ করিয়াছেন ও প্রাকৃত ক্ষোভাদির বিষয়ীভূত নহেন, তিনিই সদ্গুরু। এইরূপ গুরু পরা বিদ্যা শিক্ষাদানের একমাত্র যোগ্যব্যক্তি।

আবার শিষ্যগুণও শ্রুতি-স্মৃতিতে ব্যক্ত করিয়াছেন—

তস্মৈ স বিদ্বান্ উপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥ (মু ১।২।১২)

সেই বিদ্বান্ (ব্রহ্মজ্ঞ) গুরুদেব সম্যগ্রূপে প্রশান্তচিত্ত ও সংযতেন্দ্রিয় উপস্থিত শিষ্যকে যে ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সত্য-স্বরূপ অক্ষর-পুরুষকে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা বলিয়া-ছিলেন। মনুও (২।১১৫) বলিতেছেন,—

যমেব তু শুচিং বিদ্যা নিয়তং ব্রহ্মচারিণম্।
তস্মৈ মাং ব্রূহি বিপ্রায় নিধিপায়াপ্রমাদিনে॥

যে বিপ্রকে পবিত্র, সংযত, ব্রহ্মচারী বলিয়া অবগত হইবে, বিদ্যারূপ নিধির রক্ষক তাহার নিকট আমাকে ব্যক্ত করিবে।

এইস্থানে শ্রুতিকথিত 'বিদ্বান্', 'সূরি', 'ধীরা'দি শব্দ ও গীতার 'পণ্ডিত', 'বুধা'দি শব্দ সমপর্য্যায়ে বিশেষভাবে আলোচ্য।

এই পরা বিদ্যাই শ্রীভগবান্ বিষ্ণু আদিগুরু ব্রহ্মাকে

চতুঃশ্লোকী ভাগবতরূপে প্রদান করিয়াছিলেন এবং তখন হইতে সম্প্রদায়ক্রমে উহা সুরক্ষিত হইয়াই আসিতেছে। অতএব পদ্মপুরাণে বিধান দিতেছেন—

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।"

সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্রগণ বিফল হয় অর্থাৎ তাহাদিগকে জপ করিলেও ফল প্রদান করে না। অতএব উক্ত ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের শিষ্য-পরম্পরাক্রমে আগত ব্রহ্মবিদ্যা শ্রীভগবান্ স্বয়ং উজ্জ্বলরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাভিমানী অথচ অবিদ্যাভ্রান্ত মাদৃশ মানবগণ যতদিন না উক্ত সম্প্রদায়ের শ্রোত্রীয় ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুর শ্রীচরণ কায়মনোবাক্যে আশ্রয় করিবে, ততদিনই পুনঃ পুনঃ গতায়াতরূপ যন্ত্রণাভোগ তাহাদের অবশ্যম্ভাবী কিন্তু শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক অঙ্গীকার করিবামাত্রই দেখিতে পাইব, সমুদায় মোহ বিদূরিত হইয়াছে এবং অধ্যয়নাভাবেও বিদ্যার ফলপরম্পরা অনাহূতভাবে স্বয়ং আগমন করিয়াছে। শ্রীঠাকুর মহাশয় তাঁহার অপ্রাকৃত গীতাবলীর একস্থানে বলিয়াছেন—

নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার-সুখে
বিদ্যা-কুলে কি করিবে তার।

অর্থাৎ যিনি শ্রীমন্নিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে মতি সমর্পণ করেন নাই, সুতরাং প্রাকৃত জড়সুখকে ইষ্ট বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন, সেই অবিদ্যান্ধ মূঢ়ের শাস্ত্রাদি পাঠে ধিক্ ও তাহার উচ্চবংশে জন্মাভিমানে ধিক্

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শরণাগতিতে গাহিয়াছেন,—

জড়বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে,
জীবকে করয়ে গাধা॥"

অহো কি দুর্ভাগ্য! অথবা ভক্তিবিমুখিনী শ্রীমায়াশক্তির কি অদ্ভুত প্রভাব! মাদৃশ জীবাধম অদ্যাপি বিদ্যাভিমানে রত থাকিয়া শ্রৌতপন্থী কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুদেবের অন্বেষণে একান্ত বিমুখ। শ্রীভাগবতধর্ম্মের ব্যবসায়ে বা ব্যভিচারে ইদানী ভারতবর্ষ একবারে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, তা দেখিয়া ভগবান্ মাদৃশ জীবাপসদের প্রতি করুণাপ্রকাশ পূর্ব্বক তদীয় অভিন্ন-তনু, বিশুদ্ধসাত্বতধর্ম্মের একমাত্র রক্ষক, শ্রীভগবৎপার্ষদপ্রবর, পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী চিদ্বিলাস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে প্রকট করিয়াছেন। প্রভুপাদ স্বয়ং সপরিকরে আসমুদ্রহিমাচলচিহ্নিত ভারতবর্ষের অথবা পৃথিবীর প্রত্যেক মানবকে কৃপাপীযূষ দানার্থ তারস্বরে আহ্বান করিতেছেন এবং বিজয়যাত্রাচ্ছলে দ্বারে দ্বারে প্রেমামৃত-সম্পত্তি লইয়া সতত ভ্রমণ করিতেছেন। কিন্তু নিষ্পোষ নারকী আমরা, তদীয়াহ্বানেও উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া অপরা শক্তির মোহকে জ্ঞানরূপে কল্পনাপূর্ব্বক সর্ব্বদা বিড়ম্বিত হইতেছি। তাঁহার "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" এই শ্রৌতবাণী আমাদের কর্ম্মকোলাহলাক্রান্ত কর্ণকুহরে স্থান পাইতেছে না। অহো দুর্দ্দৈব! অহো মায়ার মোহিনী শক্তি! ধিক্ আমাদের মানব-জন্মে! ধিক আমাদের বিদ্যাভিমানে!! এবং শত ধিক্ আমাদের গৃহমেধীয় মনঃকল্পিত ধর্ম্মে!!!

সমালোচনা

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ২০শ সংখ্যার পর]

এই সকল সিদ্ধান্ত সনাতন পুরুষ শ্রীগৌরসুন্দর জীবের মঙ্গলের জন্য শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছেন। তথাপি বহির্ম্মুখ জীব দাম্ভিকতা বশতঃ স্ব স্ব মনোধর্ম্ম-প্রসূত চিন্তা ও মোহনপর শাস্ত্ররাজির বাক্যকেই বহুমানন করিয়া নিজের পায়ে নিজে কুঠার-নিক্ষেপ করিতে ভালবাসে। তাহাদের বুঝা উচিত যে, শ্রীভগবানের উপদেশ বা শ্রৌতবাণী তাহাদিগের মনোধর্ম্মের চিন্তা প্রণালী অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ।

প্রশ্নকর্ত্তা আরও বলিয়াছেন যে, নৈষ্ঠিক ভক্তির দ্বারা হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইতে পারে না। এই সকল আশ্চর্য্য সিদ্ধান্ত জীবের বহির্ম্মুখতার পরাকাষ্ঠার পরিচয় প্রদান করে। কারণ শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন যে, একমাত্র ভক্তিমার্গেই নিঃশ্রেয়ো লাভ হয়। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির দ্বারা কখনও জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল হইতে পারে না। প্রবন্ধ-বিস্তার ভয়ে আমরা শত শত সমর্থন-শ্লোক উদ্ধার করিতে পারিলাম না। গীতা ৬।৪৬-৪৭, ভাগবত ১।১।১৪।২৬,

১১।২০।২৯-৩০,৩২-৩৩, ১১।২৯।১১, ৬।১।১৫, ৬।৩।২২, ইত্যাদি বহু বহু শ্লোক আলোচ্য।

জ্ঞানাভ্যাসানাদরং বিধত্তে (ভা ১১।২০।৩০)—
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥
ভক্ত্যৈব দৃষ্টে সাক্ষাৎকৃতে॥ (ভক্তিসন্দর্ভ ৮০ সংখ্যা)

পরশ্লোকে জ্ঞানাভ্যাসের অনাদর বিধান করিতেছেন—হে উদ্ধব, আমি নিখিল বস্তুর আত্মা; আমাকে দেখিলে হৃদয়স্থ অহঙ্কারগ্রন্থি নির্ভিন্ন হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ কর্ম্মফল-ভোগ ক্ষীণ হয়।

'দৃষ্টে' অর্থাৎ কেবলমাত্র ভক্তিযোগ-প্রভাবে আমার সাক্ষাৎকার হইলে।

তদেবং সতি তস্যাপ্যনেকবিধ-শ্রেয়োবদনে হেতুমাহ (ভা ১১।১৪।৯)—
মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথা কর্ম্ম যথা রুচিঃ॥
তৎ প্রকৃতীনাং মায়াগুণময়ত্বাৎ মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ। অনেকান্তং নানাবিধং শ্রেয়ঃ পুরুষার্থং তৎ সাধনঞ্চ মতঃ॥
(ভা ১১।১৪।২০)—ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥
(ভক্তিসন্দর্ভ ৭৬-৭৭)

এইরূপ হইলে (অর্থাৎ ভক্তির প্রাধান্য সত্ত্বেও) একমাত্র এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠপন্থা ভক্তিকে অনাদরপূর্ব্বক ভক্তি ব্যতীত যে অপরাপর বহুবিধ তথাকথিত মঙ্গলোপায়-নির্দ্ধারণ, তাহার কারণ উল্লেখ করিতেছেন—

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ উদ্ধব, আমার দৈবমায়ায় মোহিত বুদ্ধি পুরুষগণ নিজ নিজ কর্ম্ম ও রুচি অনুসারে নানাপ্রকার মঙ্গলের উপায়ের কথা বলিয়াছেন।

সেই জীবগণের প্রকৃতি বা নিসর্গ মায়িক সত্ত্বরজস্তমো-গুণমূলক হওয়ায় তাহাদের বুদ্ধি আমার মায়া কর্ত্তৃক বিমোহিত। 'অনেকান্ত' শব্দে যাহা হইতে নানাবিধ সুবিধা বা পুরুষার্থ এবং তৎপ্রাপ্তির উপায়, তাহা।

হে উদ্ধব, তীব্র সাধনভক্তিদ্বারা আমাকে যেরূপ বশ করা যায়, আসন-প্রাণায়ামাদিরূপ যোগ, তত্ত্ববিচাররূপ সাংখ্য, অহিংসাদিরূপ ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা ও সন্ন্যাস—এই সকল উপায়দ্বারা আমাকে সেরূপ পাওয়া যায় না।

—:*:—

প্রচার-প্রসঙ্গ

"JAMMU AND KASHMIR GOVERNMENT."

To

MR. K. B. VIDYABHUSAN,

Calcutta.

No. 1266, dated Srinagar / Jammu, the 29-11-1926.

Sir,

I am very glad to acknowledge the receipt of the marginally noted booklets so kindly presented by you.

1. Vaisnavism.
2. Thakur Bhaktivenode
3. The revival of Bhagabat learning.

I have gone through them and found them very interesting. I wish you every success in the holy Mission undertaken by you and hope that you will very kindly favour me with further literature.

Yours faithfully,
Sd. MADHU SUDAN KAUL,
Superintendent,
Research Dept., Srinagar.

"THE INDIAN DAILY MAIL, BOMBAY."

Religious Lecturer at Madhav Bhaug.

His Holiness Bhakti Hriday Bon Maharaj, religious Preacher from Calcutta Gaudiya Math, has come down to Bombay and is delivering lectures in different parts of the City. His Holiness will ere long deliver a series of lectures in English, on Eastern Philosophy at the Madhav Bhaug. The dates will be announced later.

The Bombay Chronicle.

Bombay City & Suburbs.

Spiritual Discourses.

The Gaudiya Math of Calcutta has sent His Holiness Bhakti Hriday Bon Maharaj who deli

vered a discourse on the name of Godhead last Sunday, will deliver a series of lectures on Eastern Philosophy at Madhav Bhaug. The dates will be announced later.

THE TIMES OF INDIA—1. 1. 27.

Lectures of Bon Maharaj—Bon Maharaj of Calcutta Gaudiya Math delivered a lecture at the temple of Goswami Shree Gokulnathji Maharaj of Bombay. The Swami explained in detail what "Prem" or spiritual love was and showed the difference between spiritnai love and earthly love.

To the Editor, the GAUDIYA

Sir,

Will you kindly publish the following in your esteemed magazine and oblige.

Orissa is pre-eminently the land of Vaisnavism. Nearly four hundred years have elapsed since Lord Gauranga graced it with his benign presence and flooded it with his immortal love. Prince and peasant, the rich and the poor, all kissed the dust of his feet.

Unfortunately in this degenerate age the religion of Chaitanya Mahapravu has been sadly misinterpreted owing to ignorance and want of culture. The land of Prataprudra and Rai Ramananda has become the victim of shames and spurious imitations of the so-called Vaisnavas.

We are however glad to learn that the work of Renaissance is well in the hand of the Viswa Vaisnab Rajsabha of Calcutta. Tridandi Swami Vakti Sarvaswa Giri Maharaj a worthy and devout disciple of His Holiness Paramhansa Paribrajaka Vakti Sidhanata Saraswati Maharaj, the guiding star of this movement, is now in our midst. On the 21st instant he delivered a highly cultured lecture on the universality and all-embracingness of the religion of Lord Gauranga at a Harisabha convened at the compound of the Raja of Darpan. There was much enthusiasm and the lecture was highly appreciated. We wish we had enough of such religious discourses. The Swamiji is full of love for his fellowmen and it is only desirable that the country gave him its hearty support and cooperation.

ADWAIT CHARAN DAS, (M.A., B.L.)
Cuttuck.

শুদ্ধভাগবতবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন,—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেক-ভারতী গোস্বামী মহারাজ, পরমভাগবত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে জেলা জলপাইগুড়ীর বোদাগ্রামে কতিপয় ভক্ত সহ শুভবিজয় করেন। ২৬ শে রবিবার হইতে ৩০শে বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত ৫ দিন বহুশত নরনারীর সম্মুখে স্বামীজি সনাতনধর্ম্ম বা জীবের নিত্যধর্ম্ম, ও ভগবদ্ভজনপ্রণালী সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ-মুখে বহু তত্ত্বোপদেশ করেন। বলা বাহুল্য, স্বামীজির উপদেশে পথবিভ্রান্ত নরনারী বৈষ্ণবাচার অবলম্বনপূর্ব্বক শুদ্ধভাবে শ্রীভগবদ্ভজনের প্রয়াসী হইয়াছেন।

সদাচার-পরায়ণ প্রাচীনভক্ত শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাল চৌধুরী মহাশয় স্বামীজিকে গৃহে আহ্বানপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তনমুখে পরিবারবর্গসহ নিজকে এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে কৃতার্থ করিয়াছেন। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সাহা মহোদয়ের সেবাবৃত্তি অতীব প্রশংসার্হ। সদ্ধর্ম্ম-পরায়ণ, সত্যপ্রিয় শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সহোদরদ্বয়ের আগ্রহেই আজ বোদার ভাগ্যাকাশ শুদ্ধভক্তিকিরণ-বিকাশে মেঘোন্মুক্ত।

৩১শে শুক্রবার বোদাবন্দর হইতে ৫ মাইল দূরে সাকোয়া গ্রামে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত অনাথশরণ বক্সী মহাশয়ের আগ্রহে স্বামীজি দুইদিন সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তাহাতে বহু হিন্দু মুসলমান অভূতপূর্ব্ব আনন্দানুভব করেন। বিশেষ দ্রষ্টব্যের বিষয় এই যে, স্থানীয় বন্দরবাড়ীনিবাসী সম্ভ্রান্ত বহু মুসলমান মৌলবীগণ পর্য্যন্ত স্বামীজির নিকট হইতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথা শুনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ত্রিপুরায়—গত ৭ই পৌষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্যমহারাজ রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ শ্যামসুন্দর হরিসভায় "সম্বন্ধ জ্ঞান" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং তৎপর দিবস পরমভাগবত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নীলকান্ত মিশ্র মহাশয়ের ভবনে গ্রামের জনসাধারণের সহিত ভক্তিকথা আলোচনা করিয়া তত্রস্থ সজ্জনগণের আনন্দবিধান করেন।

গত ১০ই পৌষ তারিখে শ্রীল স্বামীজি ইব্রাহিমপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে "সাধুসঙ্গ ব্য[illegible] বদ্ধ জীবের ভগবদনুভূতিলাভের উপায়ান্তর নাই" —এতৎ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়া জনসাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করেন। তাঁহারা সকলেই বক্তৃতার সার উপলব্ধি করিয়া স্বামীজির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান হইয়াছেন। ১৪ই পৌষ তারিখে ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র কর্ম্মকার মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে চান্দপুর নূতনবাজার কালীবাড়িতে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়, উক্ত সভায় শ্রীস্বামীজি মহারাজ "সনাতনধর্ম্ম" সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু শিক্ষিত গণ্যমান্য ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই উক্ত বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। ১৬ই তারিখে চাঁদপুর নূতনবাজারের নিকটস্থ শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার কুণ্ড মহাশয়ের বাড়ীতে স্বামিজী মহারাজ সন্ধ্যা ৮টা হইতে রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত 'শ্রীনামতত্ত্ব' সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। পরদিবস শ্রীধর কুণ্ড মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'শ্রীরূপশিক্ষা' পাঠ করা হয়। পাঠান্তে রসাভাস ও সিদ্ধান্তবিরোধদোষদুষ্ট কীর্ত্তনকারীর ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে স্বামিজী মহারাজ অনেক কথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের মঙ্গলবিধান করেন

কলিকাতার কয়েকটী বাঙ্গলা এবং ইংরাজী সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, গত ১৭ই পৌষ ১৩৩৩, ১লা জানুয়ারী ১৯২৭ শনিবার রাত্রিতে পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুরমহাশয়ের শ্রীপাট শ্রীখেতুরী গ্রামে শ্রীঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ছয় বিগ্রহের অন্যতম শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া এবং শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া শ্রীবিগ্রহের অদর্শন ঘটিয়াছে। পরদুঃখদুঃখী শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীপাট খেতুরীতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিষ্ণুপ্রিয়া যুগলের শ্রীঅর্চ্চা স্থাপন ও তাঁহাদের যথাবিহিত পূজা প্রচার করিয়া জগজ্জীবকে নবধা ভক্তির সহিত শ্রীভগবানের অর্চ্চনের অত্যাবশ্যকতা শিক্ষা প্রদান করেন।

গত ২৩শে পৌষ ১৩৩৩ তারিখের আর একটী সংবাদপত্রে এরূপ প্রকাশ,—"নূতন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্ব্বে এই-রূপ ঘটনার কারণ কি? বিগ্রহের অঙ্গে বিশেষ কোন মূল্যবান জিনিষপত্রও ছিল না। কাজেই সাধারণ লোকের দ্বারা এই কার্য্য সংঘটিত হয় নাই। নিশ্চয়ই কোন দুর্ব্বৃত্তের দল বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মচিন্তায় বাধা দিবার জন্যই এইরূপ ঘৃণ্য কাজ করিয়াছে। এবিষয়ে তদন্ত করিয়া প্রকৃত দোষীদিগকে বাহির করিয়া কঠোর দণ্ড দেওয়া কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য।"

গত ৫ই জানুয়ারী বুধবার ১৯২৭ তারিখের 'Forward' নামক ইংরেজী দৈনিক কাগজে Associated Pressএর উদ্ধৃতাংশে এবং অন্যান্য ইংরেজী বাংলা সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, হঠাৎ এরূপ অপ্রত্যাশিত অশুভ ব্যাপার সংঘটিত হওয়ায় রাজসাহীতে বিশেষ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে।

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস

শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-কৃপাভাজন, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিবর শ্রীপাদ ধন্যাতিধন্যপ্রভু গত ২৩শে নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৪০, ২৭শে পৌষ, ১৩৩৩ শুভ-গৌরাষ্টমী তিথিতে শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাসলীলায় সন্ন্যাস-বিধিযোগাকৃত্যসম্পাদনকারী শ্রীশ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের ভবনে শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরস্থ শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীচৈতন্য মনোহভীষ্ট সংস্থাপক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের কৃপাশীর্ব্বাদ স্বরূপ শ্রুতি-স্মৃতি-প্রতিপাদ্য 'পরাত্মনিষ্ঠা'রূপ পূজ্যতম ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসবেষ' প্রাপ্ত হইয়া অষ্টোত্তরশত ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাস-নামের অন্যতম——"ভক্তিসার" সংজ্ঞায় মণ্ডিত হইয়াছেন। তিনি এখন সজ্জনসমাজে "পরি-ব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিসার মহারাজ**" নামে খ্যাত হইলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৮ই মাঘ ১৩৩৩, ২২শে জানুয়ারী ১৯২৭	২৩শ সংখ্যা

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ২২শ সংখ্যার পর]

যাহ ভাগবত পড়, বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর, চৈতন্য চরণে॥
চৈতন্য ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবেত জানিবে সিদ্ধান্ত সমুদ্র তরঙ্গ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।১৩০-১৯)

আমি সে বৈষ্ণব, ভক্তিসিদ্ধান্ত জানি।
আমি সে ভাগবত অর্থ উত্তম বাখানি॥
ভট্টের মনেতে এই ছিল দীর্ঘগর্ব্ব।
প্রভুর বচন শুনে সে হইল খর্ব্ব॥
ভাগবতের টীকা কিছু করিয়াছি লিখন।
আপনে মহাপ্রভু যদি করেন শ্রবণ॥
প্রভু কহে, ভাগবতার্থ বুঝিতে না পারি।
ভাগবত-অর্থ শুনিতে আমি নহি
অধিকারী॥

শ্রীধরস্বামী প্রসাদে ভাগবত জানি।
জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি॥
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত-ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি, কর কৃষ্ণসংকীর্ত্তন॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭।৫০-৫১,৭৫,৭৬, ১২৭, ১৩০)

বৈষ্ণব পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন।

*   *   *

বৈষ্ণব পণ্ডিত ঠাঞি ভাগবত পড়িলা॥
ভাগবত পড় সদা লও কৃষ্ণ নাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্॥
রূপগোস্বামির সভায় করে ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় মন॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩।১১৩,১১৭, ১২১, ১২৬)

ইহার সত্যত্বে প্রমাণ শ্রীভাগবতে।

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৯।১০৭)

সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তোমার নিশ্বাসে সব বেদ-প্রবর্ত্তন॥
তুমি বক্তা, ভাগবতের তুমি জান অর্থ।
তোমা বিনা অন্যে জানিতে নাহিক সমর্থ॥
প্রভু কহে,—কেনে কর আমার স্তবন।
ভাগবতের স্বরূপ কেনে না কর বিচারণ॥
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত বিভু সর্ব্বাশ্রয়।
প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ কয়॥
প্রশ্নোত্তরে ভাগবতে করিয়াছে নির্দ্ধার।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার॥

(চৈঃ চঃ ম ২৪।৩১০ ৩১৪)

গৌরনাগরী গুর্ব্বপরাধী কেন ?

অমলপ্রমাণ অকৃত্রিম বেদান্ত-ভাষ্য বলেন,—"ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ" অর্থাৎ ঔপাধিক জড়-দেশকালপাত্রাবচ্ছিন্ন বুদ্ধি-দ্বারা নিজ প্রাকৃত-জাড্যে মৎসর হইয়া সর্ব্বদেবময় শ্রীগুরুদেবকে আত্মসম মনে করিবে না।

কাল প্রকৃতির পৌরুষসম্বন্ধবিশেষ। তাহা বদ্ধজীবের প্রকৃতি-সম্বন্ধ হইতে প্রকাশিত হয়। চৈতন্যের সংযোগে প্রকৃতির যে সত্তোপলব্ধিভাব, তাহাই কাল। শাস্ত্র বলেন, বদ্ধজীবের বিচার কালের অধীন। নৈয়ায়িকগণের মতে কাল বহুবিধ নিত্যপদার্থের অন্যতম; কিন্তু শুদ্ধবৈদান্তিক-গণের সিদ্ধান্তে সামান্য প্রাকৃতপদার্থে অস্তিত্ব ও কাল পরস্পর সহযোগী। সুতরাং পরমেশ্বর বা মুক্তজীব প্রাকৃত-কালের অন্তর্গত নহেন।

'দেশ'-সম্বন্ধে দার্শনিকগণের পরস্পর নামভেদজনিত বিবাদ থাকিলেও শুদ্ধবৈদান্তিকগণ 'আকাশ', 'দিক্', 'শূন্য' প্রভৃতি সকলেরই সাধারণ সংজ্ঞা—'দেশ'—এইরূপ বিচার করিয়া থাকেন। দেশই—আধার। বিস্তৃতি বা যদ্দ্বারা পদার্থের ধারণা হয়, তাহাই দেশের গুণ। জড়প্রকৃতির প্রথম প্রকাশই আকাশ বা সমুদয় প্রাকৃত পদার্থের আধার। অতএব প্রকৃতি হইতে স্বাধীনতত্ত্ব যে পরপদার্থ, তাঁহাকে দেশ, কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিবার বা মাপিয়া লইবার প্রয়াস 'গুরুবস্তু'কে 'লঘু' বা আত্মসমজ্ঞান। এইরূপ চেষ্টাই বিভিন্ন ভাষায় 'গুর্ব্বপরাধ', 'কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি', 'অক্ষজজ্ঞান', 'আরোহবাদ', 'বিবর্ত্ত', 'নাস্তিকতা', 'অভক্তিমার্গ' প্রভৃতি নামে উক্ত হইয়া থাকে।

শ্রুতি বলেন,—"তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ," "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্" ইত্যাদি। শ্রুতির এই উপদেশই—ভক্তিমার্গ। অভক্তিমার্গে গুরু স্বীকৃত হয় না। কোথায়ও বা গুরু-স্বীকারের অভিনয় বা ছলনা হয়, কোথাও গুরুকে অন্যান্য লঘুবস্তুর অন্যতম জ্ঞান করা হয়। এ বিষয়ে বিশেষ বিজিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে শুদ্ধবৈদান্তিকাচার্য্যগণের বিচার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

শ্রীভগবান্ যদি সনাতন বস্তু হন, শ্রীগৌরসুন্দর যদি একমাত্র পরমনিত্য ও বাস্তব সত্য হন, আর ভগবৎসন্দর্ভের বিচার-অনুসারে শ্রীভগবান্ যদি লীলাপরিকরগণের সহিত নিত্যচিদ্বিলাস-পরায়ণ হন, তাহা হইলে তাঁহাতে বা তাঁহার পরিকরে দেশকালপাত্রাবচ্ছিন্ন বুদ্ধির যোজনা করা অসূয়া মাত্র।

শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যসত্যবস্তু; তিনি ঐতিহাসিক একটী পাত্রবিশেষ নহেন। অভক্তসম্প্রদায় তাঁহাকে কালক্ষোভ্য বা দেশকালান্তর্গত ব্যক্তিবিশেষ মনে করিতে পারেন; কিন্তু তাহা তাঁহাদের দুর্ভাগ্যেরই পরিচয় প্রদান করে। কাহারও কাহারও ধারণায় কৃষ্ণলীলার পর গৌরলীলা। কিন্তু ভক্তগণ জানেন,—এইরূপ প্রাকৃত দেশকালাবচ্ছিন্ন পূর্ব্বা-পর বিচার পরতত্ত্বে নাই। যাঁহারা চতুর্ব্যূহতত্ত্বের রহস্য অবগত নহেন, তাঁহারা যেমন প্রাকৃতপরিধির ন্যায় চতু-র্ব্যূহকে সীমাবিশিষ্ট মনে করেন, 'অনিরুদ্ধঃ'— 'ন নিরুদ্ধঃ' অর্থাৎ যাহা রুদ্ধ হয় না—যাহা কখনও বাধাপ্রাপ্ত হয় না,— এই অপ্রাকৃত বিচারটী ধারণা করিতে পারেন না, তদ্রূপ প্রাকৃতপণ্ডিতম্মন্যব্যক্তিগণও ভক্তিমার্গের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন না।

শ্রীস্বরূপ-রূপ—ইঁহারা কে? ইঁহারা কি প্রাকৃত-দেশ-কালাবচ্ছিন্ন পাত্রবিশেষ? ইঁহারা কি জন্মমরণশীল ঐতি-হাসিক ব্যক্তিবিশেষ? কিন্তু আমরা পূর্ব্বাচার্য্যগণের বাক্য হইতে জানিতে পারি যে, ইঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ। শ্রীমন্মহাপ্রভুই অন্যরূপে শ্রীস্বরূপ-রূপ। শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামী চন্দ্রোদয়ে (৯ম অঙ্ক ৭৫ সংখ্যা) শ্রীরূপপ্রভুপাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততান রূপে স্ববিলাসরূপে॥"

অর্থাৎ নিজের ভক্তস্বরূপ, দয়িতস্বরূপ (যাঁহাকে তিনি আত্মস্বরূপ প্রদান করিয়াছেন), প্রেমময় নিজাভিন্নরূপ, স্বাভাবিক মনোজ্ঞরূপবিশিষ্ট, নিজের অনুরূপ, একমাত্র মুখ্যরূপ এবং স্বীয় বিলাসরূপ শ্রীরূপগোস্বামীতে শ্রীমন্মহা-প্রভু ভক্তিরসশাস্ত্র বিস্তার করিয়াছিলেন অর্থাৎ শ্রীরূপের দ্বারাই জগতে ভক্তিরসশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অতএব যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ, ভক্তিরসা-মৃতের মূল মহাজন শ্রীরূপগোস্বামিচরণকে স্বীকার করিতে

কোনও অংশে কুণ্ঠিত, তাঁহারা কখনই ভক্তিমার্গে অবস্থিত নহেন। তাঁহারা গুর্ব্ববহেলন করিয়া প্রকারান্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভুকেই অস্বীকার করিতেছেন—

"গুরু উপেক্ষা কৈলে ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়॥"

যাঁহারা শ্রীরূপকে নিষ্কপটে একমাত্র গুরুদেব না জানিয়া তাঁহার অর্দ্ধচন্দ্রকান্তি-বিড়ম্বী চরণ-নখশোভায় অনাকৃষ্ট হইবার দুর্ভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই কোন না কোন অন্যাভিলাষ অথবা নির্ব্বিশেষ-নিস্পৃহা কিম্বা কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ, অথবা যোগ তপাদি অভক্তিমার্গরূপ কুরূপের মোহে আচ্ছন্ন। এই সকল কুযোগী কখনও বিদুর-কাষ্ঠ শ্রীভগবানের পাদপদ্মের সন্ধান পাইতে পারেন না; তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় আমাদের ন্যায় মর্ত্ত্যবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে অপরাধ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার-মানসে একমাত্র শ্রীগুরুদেব শ্রীরূপের চরণ আশ্রয় করিবার জন্য এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন,—

"শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম॥"

প্রার্থনামুখে আরও জানাইয়াছেন,—

"শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব্বজন।
শ্রীরূপ-কৃপায় মিলে যুগল-চরণ॥
হা হা প্রভু সনাতন, গৌর-পরিবার।
সবে মিলি' বাঞ্ছা পূর্ণ করহ আমার॥
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা-প্রতি হয়।
সে পদ আশ্রয় যা'র সে-ই—মহাশয়॥
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লৈঞা যা'বে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে॥"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তাঁহার গ্রন্থের সর্ব্বত্র "রূপ-রঘুনাথ-পদে যা'র আশ" প্রভৃতি বাক্যে শ্রীল রূপকে ভক্তিরসসাগরের একমাত্র মূলপুরুষ বলিয়াই জানাইয়াছেন। যাঁহারা শ্রীরূপের অনুগমন করিতে পশ্চাৎপদ, তাঁহারা নিশ্চয়ই অভক্তিমার্গে আদরবিশিষ্ট। এইরূপ অভক্তিমার্গের প্রতি আদরযুক্ত হৃদয়ের উক্তি এইরূপ— "রূপানুগমন ভিন্ন ভজন সিদ্ধ হয় না,—এ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক।"

অক্ষজযুক্তিবাদীর নিকট ইহা অযৌক্তিক বলিয়া প্রতিভাত হইলেও বিদ্বৎপ্রতীতিযুক্ত ব্যক্তিগণের নিকট ইহাই সর্ব্বসুযুক্তিপুষ্ট। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত ভজনমুদ্রার আকাঙ্ক্ষাযুক্ত ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীগৌরের দ্বিতীয় স্বরূপ মাধ্বগৌড়েশ্বর শ্রীস্বরূপ-দামোদরের অনুগত। ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'তোমার গৌড়ীয়া'—স্বরূপ দামোদরের প্রতি এই বাক্য হইতেই পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। স্বরূপ-রূপ ইঁহারা অভিন্ন-বিগ্রহ। স্বরূপের মিত্রই শ্রীরূপ, আবার শ্রীরূপের মিত্র শ্রীরামানন্দ। শ্রীস্বরূপ ও শ্রীরামানন্দ যথাক্রমে ব্রজলীলার ললিতা ও বিশাখা; সর্ব্বপ্রধানা ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠা যূথেশ্বরী শ্রীমতীর কায়ব্যূহ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচারানুসারে মধুর রসের অন্তর্গতই শান্ত-দাস্যাদি সকল রস; যেমন ক্ষিতিতে আকাশাদি পঞ্চভূতের গুণই বিরাজিত, যেমন সহস্রমুদ্রার অন্তর্ভুক্ত শতমুদ্রা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি বিষয়জাতীয় আশ্রয়ালম্বনাভিমানী শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শান্ত-দাস্য বা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দাস্য-সখ্যাদি রসের বিচার মধুর রসের আশ্রয়ালম্বন-শিরোমণি শ্রীমতীর কায়ব্যূহ শ্রীললিতা-বিশাখা-রূপমঞ্জর্য্যাদির মধুর রসের বিচারের অন্তর্ভুক্ত। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রতির আশ্রয়ালম্বন চারিপ্রকার ভক্তই মহাপ্রভুর অনুগত। তন্মধ্যে স্বরূপ-রূপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা। কারণ মধুর রসের অন্তর্গতই অন্যান্য সকল রস।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, পরতত্ত্ব দেশ, কাল ও পাত্রের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে, "শ্রীরূপ গোস্বামীর পূর্ব্বে যাঁহারা ভজন করিয়াছিলেন" বা "শ্রীমন্মহাপ্রভু কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলার পূর্ব্বে যে সকল ভক্ত উদিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা শ্রীরূপ, শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীকৃষ্ণের অনুগত হইতে পারেন না",—এরূপ যুক্তি নিতান্ত স্থূলবুদ্ধির পরিচায়ক। ভাবিকালের অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের এইরূপ স্থূলবুদ্ধি উদিত হইতে পারে বলিয়াই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীগীতায় ঐরূপ আশঙ্কার নিরাস করিয়াছেন, যথা—

শ্রীভগবানুবাচ—

'ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্'

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে অর্জ্জুন, আমি প্রথমে সূর্য্যকে এই জ্ঞানযোগ উপদেশ করিয়াছিলাম। ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীঅর্জ্জুন বলিলেন,—

"অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি॥"

—(হে ভগবন্,) তোমার জন্ম পরবর্ত্তী অর্থাৎ সূর্য্যের বহু পরে তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছ এবং সূর্য্যের জন্ম তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী। অতএব তুমি যে সূর্য্যকে এই যোগ কহিয়াছিলে, এ কথা কি প্রকারে বিশ্বাস করা যায়? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন,—

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥"

হে পরন্তপ অর্জ্জুন, আমার এবং তোমার বহু জন্ম বিগত হইয়াছে, আমি সে সমস্তই বিদিত আছি; কিন্তু তুমি সে সকল কথা অবগত নহ। অতঃপর শ্রীভগবান্ 'অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা', 'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি,' 'জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং' প্রভৃতি বাক্যে তাঁহার সনাতনত্ব এবং সনাতনধর্ম্মোপদেষ্টৃত্ব প্রতিপাদন করিলেন। এই সকল কথা গীতাপাঠক মাত্রেরই গোচরীভূত। পরন্তু ঐরূপ 'পূর্ব্ব,' 'পর' প্রভৃতি দেশ-কাল-পাত্রগত ব্যবধান আনিলে 'সত্যযুগে আবির্ভূত প্রহ্লাদাদি ভক্তগণ দ্বাপর যুগে আবির্ভূত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুগত নহেন, শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি ভগবান্ গৌরসুন্দরের অনুগৃহীত নহেন', এরূপ জড়নাস্তিকগণের বিচারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু বিদ্বৎপ্রতীতিযুক্ত ভগবদ্ভক্তমাত্রেই জানেন যে, জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি—ইঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইলেও ইঁহাদের শ্রীরূপের অনুগত বা শ্রীমহাপ্রভুর ভক্ত হইতে কোনও বাধা নাই। শ্রীধরস্বামী গৌর-নিত্যানন্দের প্রকটলীলাবিস্তারের বহুপূর্ব্বে উদিত হইলেও তিনি শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের পরম কৃপাভাজন। শ্রীজয়দেব, শ্রীচণ্ডীদাস, শ্রীবিদ্যাপতি, শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুর—যিনি ব্রজলীলার গুণতুঙ্গা, শ্রীসেন শিবানন্দ—যিনি কৃষ্ণলীলার বীরা দূতি, ঠাকুর নরহরি—যিনি শ্রীমধুমতী, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী—যিনি বৃন্দাবনস্থ প্রেমকল্পতরু, শ্রীঈশ্বরপুরী—যিনি শ্রীবৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষের শৃঙ্গারফলস্বরূপ, তাঁহারা শ্রীললিতা, শ্রীবিশাখা বা শ্রীরূপমঞ্জরীর বিচারের অনুগত ছিলেন না,—এরূপ বিচার নিতান্ত প্রাকৃত। আবার ঠাকুর হরিদাস—যিনি পূর্ব্বে দাস্যরসরসিক প্রহ্লাদ বা ব্রহ্মা ছিলেন, কেশব ভারতী—যিনি কৃষ্ণলীলায় সান্দীপনী মুনি ছিলেন, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী—যিনি সুদামা-বিপ্র বা গৌরগণোদ্দেশের নির্দ্দেশ-মতে যজ্ঞপত্নী ছিলেন, তাঁহাদিগের দাস্য-বাৎসল্যাদি রসের বিচার শ্রীরূপের মধুর রসের বিচারের অন্তর্গত নহে, এরূপ বিচারও রসানভিজ্ঞতারই পরিচায়ক।

শ্রুতি বলেন,—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগুরুদেবকে শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ বলিয়াই জানেন। সেই মূলগুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধিরূপ গুর্ব্বপরাধ হইলে কখনই শ্রীরূপের উপদিষ্ট শুদ্ধভক্তি বা রসতত্ত্বের পরমগুহ্য সত্য হৃদয়ে প্রকাশিত হন না।

বিশ্লেষণকারী বলেন, "রসোদ্দামাকামার্ব্বুদমধুরধামোজ্জ্বল-তনুর্যতীনামুত্তংসস্তরণিকরবিদ্যোতিবসনঃ।"

—শ্রীল রূপগোস্বামিচরণ-বিরচিত 'শ্রীচৈতন্যাষ্টকে'র এই দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথমচরণে নাগরীভাবোচিত বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু একজন নাগরী ছিলেন।' বিশ্লেষণকারীর এইরূপ কল্পনা কোনমতেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, কারণ স্তবমালাবিভূষণভাষ্যপারম্ভে উক্ত হইয়াছে যে,—শ্রীবৃন্দারণ্যে স্থিত শ্রীরূপ শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রস্থ শ্রীচৈতন্য-দেবের দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।" শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীক্ষেত্রে অবস্থানকালের কৃষ্ণান্বেষণলীলা এই আটটী শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন। শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এই সব শ্লোকে সন্ন্যাসীর শিরোভূষণ, উচ্চৈঃস্বরে 'হরেকৃষ্ণ'-নামকীর্ত্তনকারী, ভক্তিরসাস্বাদনকারী, রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথ-দেবের সম্মুখে নৃত্যকারী, সঙ্কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন অষ্টসাত্ত্বিক-ভাব-বিশিষ্ট পাত্ররূপে বর্ণন করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠকমাত্রেই জানেন যে, শ্রীক্ষেত্রে মঃ ১ম—

* * * *

কৃষ্ণের বিরহলীলা প্রভুর অন্তর।
নিরন্তর রাত্রিদিন বিরহ উন্মাদে।
হাসে কান্দে নাচে গায় পরম বিষাদে॥
যে কালে করেন জগন্নাথ-দরশন।
মনে ভাবেন, কুরুক্ষেত্রে পাঞাছি মিলন॥

রথারূঢ় নীলাচলপতিকে দর্শন করিয়া রাধাভাববিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দরের দীর্ঘবিরহান্তে রাধিকার কুরুক্ষেত্রে

কৃষ্ণদর্শনোত্থ ভাবময় হৃদয়। সেই ভাবে বিভাবিত হইয়া তিনি "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোক পাঠ করিয়া থাকেন। সেই শ্লোকের অনুরূপ ভাবই 'প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণসহচরি' শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিপাদ গ্রথিত করিয়াছেন; সুতরাং বিশ্লেষণ-কারীর মতে সেই সময় শ্রীরূপগোস্বামীকে বলপূর্ব্বক 'নাগরী' এবং কৃষ্ণবিরহিণীর ভাবে উন্মত্ত গৌরসুন্দরকে সম্ভোগবিগ্রহ 'নাগর' সাজাইয়া দিলে কিরূপ রসবিরুদ্ধভাব ও গৌরবিদ্বেষ সাধিত হয়, তাহা ভক্তিরস-রসিকগণই বিচার করিবেন। দ্বিতীয়তঃ শ্রীরূপগোস্বামীর অষ্টক মধ্যে ঐরূপ ভাবের লেশমাত্রও দৃষ্ট হয় না। যদি শ্রীল রূপগোস্বামী 'রসোদ্দামা-কামার্ব্বুদমধুরধামোজ্জ্বলতনু' (অর্থাৎ ভক্তি-রসাস্বাদনে যিনি উন্মত্ত, অর্ব্বুদসংখ্যক অনঙ্গের কান্তির ন্যায় যাঁহার দেহকান্তি) বাক্যের দ্বারা গৌরকে নাগররূপেই নির্দ্দেশ করিতে চাহিবেন, তাহা হইলে তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী চরণেই "যতীনামুত্তংসস্তরণিকরবিদ্যোতিবসনঃ" (অর্থাৎ যিনি সন্ন্যাসিকুলের শিরোভূষণ, প্রাভাতিক সূর্য্য-কিরণের ন্যায় অরুণবর্ণ যাঁহার বসন) এইরূপ রসবিরুদ্ধ বাক্য বলিবেন কেন? গৈরিকবসনধারী সন্ন্যাসিশিরোভূষণকে 'নাগরী-লম্পট' সাজাইবার প্রয়াস রসামৃতসিন্ধু-রচয়িতার বা ভক্তিরসসিদ্ধান্ত-পরীক্ষকের কখনই হইতে পারে না। উহা রসতত্ত্বানভিজ্ঞ শুদ্ধাপরাধী নদীয়া-নাগরীর পৌত্তলিক-তার অপরাধময়ী চেষ্টায় সম্ভব হইতে পারে।

বিশ্লেষণকারী এইস্থানে পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছেন, 'স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্' (অর্থাৎ মধুর রসপ্রিয় স্ত্রীগণ ব্রজেন্দ্রনন্দনকে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ মন্মথরূপে দর্শন করিয়াছিলেন)—এই ভাগবতীয় (১০।৪৩।১৭) বাক্যানুসারে আশ্রয়জাতীয় আলম্বন নাগরীবৃন্দই বিষয়জাতীয় আলম্বনকে 'স্মর'রূপে দর্শন করেন। এইরূপ যুক্তি এইস্থানে সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ—(১) উপরি-উক্ত ভাগবতীয় পদ্যে জানা যায় যে, যখন শ্রীবলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইলেন, তখন যাঁহার যেই স্বরূপগত রস, অখিল-রসকদম্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে তিনি সেই রসেরই বিষয়ালম্বনরূপে দেখিতে লাগিলেন। যেমন, বীররসপ্রিয় মল্লগণ দেখিলেন, যেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট সাক্ষাৎ বজ্রস্বরূপে উদিত হইয়াছেন, স্ত্রীগণ তাঁহাকে মূর্ত্তিমান্ মন্মথরূপে দর্শন করিলেন, নরসমূহ—জগতের একমাত্র নরপতি, সখ্যবাৎসল্য-প্রিয় গোপসকল তাঁহাকে—স্বজন, অসাধু রাজগণ—শাসনকর্ত্তা, পিতামাতা—সুন্দর শিশু, কংস—সাক্ষাৎ 'মৃত্যু', জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ—বিরাট্, যোগিসকল—পরতত্ত্ব, বৃষ্ণিবংশীয়গণ—পরদেবতারূপে শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করিয়া-ছিলেন; কিন্তু তাই বলিয়া যশোদা কৃষ্ণকে 'মন্মথ'রূপে দর্শন করেন নাই বা মল্লগণ তাঁহাকে 'সুন্দরশিশু'রূপে দেখেন নাই। তদ্রূপ রসামৃতের মূলমহাজন শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু ও গৌরসুন্দরকে একই সময় গৈরিকবসনধারী সন্ন্যাসি-শিরোভূষণ ও নাগরীলম্পটরূপে দর্শন করিবার উদাহরণ প্রচার করিয়া নিজকে একজন বেরসিক প্রাকৃত সহজিয়া বা জড়সম্ভোগবাদী প্রতিপন্ন করেন নাই। (৩) যদি এইস্থানে পুনরায় পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, হইলে 'কামার্ব্বুদ-মধুর-ধামোজ্জ্বলতনু' বাক্যের সার্থকতা কি? শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু বিভূষণ-ভাষ্যে এই বাক্যের তাৎপর্য্য লিখিয়া-ছেন,—"অতি-মোহনমূর্ত্তিরিত্যর্থঃ"। শ্রীগৌরসুন্দর তদীয় সেবোন্মুখ ভক্তের নিকট অতিমোহনমূর্ত্তিরূপে প্রকটিত—একথা বলিলেই যে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক 'নাগর' সাজাইতে হইবে, এরূপ অযৌক্তিক কথা কোথায়ও নাই। প্রাকৃত সহজিয়া বা জড়সম্ভোগবাদীর ভোগময় নেত্রের তর্পণার্থ শ্রীগৌরসুন্দরের অতিমোহনমূর্ত্তি প্রকটিত নহে; কিন্তু উহা ভক্তের সেবোন্মুখ-চক্ষে নিত্যসেব্যবস্তু বলিয়া—'অতি-মোহন'। সেবোন্মুখ-ভক্তের মূর্ত্তি যেরূপ ভগবানের নেত্রোৎ-সব-বিধায়ক, তদ্রূপ সেবোন্মুখভক্তের নিকটও ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি ভক্তবাৎসল্যময়, ভক্তের সেবাগ্রহণোপযোগী বলিয়া অতিমোহন। এই উক্তি শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর 'পুরট-সুন্দর-দ্যুতিকদম্বসন্দীপিত' বাক্যেরই প্রতিধ্বনি।

(৩) সর্ব্বসৌন্দর্য্যকান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে॥
(চৈঃ চঃ আ ৪।৯২)

সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, সর্ব্বকান্তি শ্রীমতী বার্ষভানবী কৃষ্ণ-প্রণয়ের মূর্ত্তবিগ্রহ, ইহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর লিখিত রায়-রামানন্দ-সংবাদে এবং শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভুর 'প্রেমাম্ভোজ-মকরন্দ-স্তবরাজে' অতিসুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

"কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেমরত্নের আকর।
অনুপম গুণগণ পূর্ণ কলেবর॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম ৪র্থ)
'প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্'

(গোপরামাদিগের শুদ্ধ প্রেমকেই 'কাম' বলিয়া আখ্যা দেওয়ার প্রথা হইয়াছে)—এই ন্যায়ানুসারে গোপরামা-শিরোরত্ন শ্রীমতী রাধিকার কৃষ্ণের প্রতি যে বিশুদ্ধ প্রেম, তাহাই 'কাম'। সেই শ্রীমতীর কামদ্বারা অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রতি প্রগাঢ় প্রেমদ্বারা কৃষ্ণস্বরূপের অন্তর এতদূর বিভাবিত হইয়াছে যে, তাহা কৃষ্ণস্বরূপের বাহ্য অঙ্গকেও সম্পূর্ণভাবে সেই আশ্রয়ালম্বনের সেবাচেষ্টার বর্ণে সুবলিত করিয়া ফেলিয়াছে অর্থাৎ শ্রীরাধার কাম কেবল কৃষ্ণের অন্তরকে বিভাবিত করেন নাই, অপিচ সম্পূর্ণ অঙ্গকেও তদ্‌বর্ণে সুবলিত করিয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রীরাধিকার ভাবে আত্মসাৎ করিয়াছেন। শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু উপরি-উক্ত ভাব লইয়াই রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত বিপ্রলম্ভতনু শ্রীগৌর-সুন্দরকে 'কামার্ব্বুদমধুরধামোজ্জ্বলতনু' বলিয়াছেন। বিপ্র-লম্ভের পরিপোষ্টা শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু তদীশ্বরী বার্ষভানবীর ভাবে বিভাবিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ গৌরাঙ্গকে 'কামার্ব্বুদমধুর-ধামোজ্জ্বলতনু' বলায় "সৌন্দর্য্যে-কাম-কোটি" গৌরসুন্দরের রূপ কোটি কামের রূপকেও ধিক্কার দেয় ইহাই বুঝায়, সুতরাং তাঁহার গৌরসুন্দরে 'নাগর' জ্ঞানরূপ কল্পনার আদৌ অবসর নাই। শ্রীরূপগোস্বামীতে মর্ত্ত্যবুদ্ধিনিবন্ধন ভীষণ গুর্ব্বপরাধের ফলেই গৌরনাগরীর শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুর বক্তব্য বিষয়ের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। 'তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।'

আমরা বারান্তরে শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর কথিতবাক্যে গৌরনাগরীর কিরূপ বিবর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অধিক-তর বিস্তারিত যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা সুধীজন-সমক্ষে অবতারণা করিব।

সুসিদ্ধান্ত-সমাহৃতি

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ কিংবা নানা দেব-দেবীর উপাসনা যদি শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য বা প্রতিপাদ্য বিষয় না-ই হয়, তাহা হইলে ব্যাসদেব মহাভারতাদি গ্রন্থে ঐ সকল উল্লেখ করিলেন কেন? তদুত্তরে মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণায়কগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত ১।৫।১৫ বলেন,—

জুগুপ্সিতং ধর্ম্মকৃতেঽনুশাসতঃ
স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ।
যদ্বাক্যতো ধর্ম্ম ইতীতরঃ স্থিতো
ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ॥

স্বামিটীকাসহ এই শ্লোক আলোচ্য।

(ভাঃ ৩।৫।১২) শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী ভাবার্থদীপিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ এই যে, বিদুর মৈত্রেয়কে বলিতেছেন,—হে মুনি, আপনার সখা মুনিবর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহাভারত-শান্তিপর্ব্বে মোক্ষ-ধর্ম্মের অন্তে নারায়ণীয় উপাখ্যান দ্বারা ভগবানের নাম,রূপ, গুণ ও লীলাদি বর্ণন করিতে ইচ্ছুক হইয়াই ধর্ম্ম, অর্থ, কামাদি ত্রিবর্গের বর্ণন করিয়াছেন, এরূপ বর্ণনের উদ্দেশ্য বহির্ম্মুখ-জনগণের মতি হরিকথায় প্রবেশ করাইবার জন্যই গ্রাম্যসুখের গল্পদ্বারা মনুষ্যগণের মতি হরির কথায় নিশ্চয়ই অনেকটা নীত হইয়াছে। ইতিহাস-সমুচ্চয়েও উক্ত হইয়াছে —কামিগণের কাম, লোভীর লোভ বর্ণনদ্বারা অন্ধের ন্যায় লোকদিগকে কূপমধ্যে পাতিত করিয়া কি ফল লাভ হইতে পারে? অতএব এই মহাভারতে লোকের চিত্ত হরি-কথাতে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য কাম ও লোভের কথা বলিয়া পবিত্র ইতিহাসসমূহ-দ্বারা আবার সেই স্থানেই কাম ও লোভকে নিন্দা করা হইয়াছে। যদি তাহা না হইত, তবে সেই মহাকারুণিক ও বিদ্বান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি মানুষের ঘোর সংসারবন্ধনের হেতুদ্বয় কাম-লোভের বর্ণনা কেনই বা করিবেন? (শ্রীধর)

শাস্ত্রে আলোচনাকক্ষা ও সিদ্ধান্তকক্ষা ভেদে দুইপ্রকার বিভাগ লক্ষিত হয়। আলোচনাস্থলে বিরোধপ্রায়-বাক্য লক্ষিত হয়, কিন্তু সিদ্ধান্তস্থলে যাবতীয় বিরোধবাক্যের সমাধান হইয়া থাকে। পরবর্ত্তি-বাক্যের উৎকর্ষ-স্থাপনের নিমিত্তই বিরোধপ্রায় বাক্যের উল্লেখ। শাস্ত্রে কর্ম্ম আলো-চনাস্থলে কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, আবার জ্ঞানালোচনায় তাহা সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত করিয়া ভক্তির উৎকর্ষ-বর্ণন করিয়াছেন। ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করাই এরূপ বর্ণনের উদ্দেশ্য। তারতম্য-বিচারের দ্বারাই উৎকর্ষ উপলব্ধ হয়। যেমন বহুব্যক্তির মধ্যে একজনের উৎকর্ষ দেখান যায়, কেবল একব্যক্তির তুলনায় উৎকর্ষ প্রকাশ করা যায় না, এস্থলেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ কৃষ্ণসন্দর্ভ-গ্রন্থে ৮৩ অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন,—ততশ্চ তারতম্যজ্ঞানার্থমেব বহুধোপদিষ্টাপি

মহোপসংহারবাক্যস্থস্ত স্বয়োপদেশস্ত পরমত্বং নিদিশ্য * * শ্রীকৃষ্ণস্যৈবাধিক্যং সিদ্ধম্।

অর্থাৎ তারতম্য-জ্ঞানের জন্য বহুবিধ সাধনোপায় বর্ণন করিয়া অবশেষে কৃষ্ণভজনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। নানা দেবদেবীর উপাসনাবিষয়েও ঐরূপ জানিতে হইবে। অর্থাৎ অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনায় জীবের অসদ্গতি বা অনিত্য ফলপ্রাপ্তি এবং ভগবদুপাসনায় নিত্যানন্দলাভ, অন্যান্য দেবদেবীর ভগবদধীনতা প্রভৃতি তারতম্য বর্ণন দ্বারা কৃষ্ণের সর্ব্বোৎকর্ষ-স্থাপনোদ্দেশ্যে বহুবিধ দেবদেবীর উপাসনা বর্ণিত হইয়াছে।

২। যদি প্রকৃতিবাদ বা প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট বিষয় না-ই হয়, তাহা হইলে মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রভৃতিতেও প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব বর্ণিত হইল কেন? যথা—

মার্কণ্ডেয়পুরাণে চণ্ডীমাহাত্ম্যে প্রকৃতির প্রতি ব্রহ্মবাক্য—

"ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা॥"

অর্থাৎ ব্রহ্মা প্রকৃতিকে বলিতেছেন,—আপনি এই সমগ্র জগৎ ধারণ করেন, এই জগৎ আপনার সৃষ্ট, হে দেবি! এই জগতের স্থিতিকালে পালন ও শেষে ধ্বংস নিত্যকাল আপনার দ্বারাই হইয়া থাকে; এই প্রকার বহুবাক্যের দ্বারায় প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব অবগত হওয়া যায়।

প্রকৃতির স্বরূপ জড়রূপা, ইহা নিরীশ্বর সাংখ্যের প্রণেতা কপিলও তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জড়রূপা প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ এমন কি শ্রীশঙ্করাচার্য্যও প্রতিপাদন করিয়াছেন। এখন সংশয় এই যে, প্রকৃতির যদি কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রকারগণ প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব উল্লেখ করিলেন কেন? প্রকৃতির মহিষাসুর—মর্দ্দন, চণ্ড-মুণ্ড-বিনাশ প্রভৃতির কর্ত্তৃত্বসূচক বাক্যের উল্লেখ শাস্ত্রে দেখা যায় কেন? এইরূপ সংশয়ের সমাধান আচার্য্যগণ এইরূপে করিয়াছেন—

পরাধীনা, অস্বতন্ত্রা, পরমুখাপেক্ষিণীকেই 'স্ত্রী' এবং স্বরাট্, স্বতন্ত্র, স্বাধীন বস্তুই 'পুরুষ'রূপে আখ্যাত হয়। শক্তি পরাধীনা, এজন্যই তাহা স্ত্রীরূপে কল্পিত হইয়াছে। জড়গুণে স্ত্রীত্ব কল্পনা করা কবিদিগের পক্ষে দূষণীয় নহে।

জড়ের দ্বারা যে কার্য্য সাধিত হয়, সেই জড়কেই স্ত্রীলিঙ্গে বা পুংলিঙ্গে ব্যাখ্যা করিয়া কর্ত্তৃত্বের আরোপ করা হয়; উদাহরণ স্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, কলিকাতাকে উল্লাসিনী, কলিকে ধর্ম্মোচ্ছেদক, বিদ্যাকে অর্থদায়িনী বলা হইয়া থাকে।

কিন্তু 'কলিকাতা' বলিলে জড়ীয় স্থান মাত্রকেই বুঝাইয়া থাকে। জড়বস্তুর উল্লাসধর্ম্ম কিরূপে হইতে পারে? কলিকাল, উহাও জড় বা চেতনহীন পদার্থমাত্র, সুতরাং কলিকালের ধর্ম্মচ্ছেদন-কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না। বিদ্যার স্বয়ং অর্থ-উপার্জ্জন সামর্থ্য লক্ষিত হয় না, ঐগুলি চেতনাশ্রয়েই সিদ্ধ হইয়া থাকে। কলিকাতা-নগরবাসী লোকসকলকে লক্ষ্য করিয়াই কলিকাতাকে 'উল্লাসিনী' বলা হইয়াছে অর্থাৎ যখন চেতন বা জীব কলিকাতা-নগরীকে আশ্রয় করিয়া নিজকে আনন্দিত বোধ করেন, তখন তাঁহারা কলিকাতাকে ঐরূপ আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। চেতনময় জীব যখন বিদ্যাদ্বারা অর্থ উপার্জ্জনে সমর্থ হয়, তখন বিদ্যা "অর্থদায়িনী" এই বিশেষণদ্বারা সাধারণের নিকট পরিচিত হইতে থাকেন, বস্তুতঃ চেতন ব্যতীত ঐ সকল অচেতন দেশ-কালাদির স্বতন্ত্র-কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না। সংসারে যেরূপ সৃষ্টিবিষয়ে স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগ দৃষ্ট হয় তদ্রূপ চেতনাচেতনের সংযোগ সৃষ্টিক্রিয়াতে উপলব্ধি হয়, তজ্জন্য স্বতন্ত্র-কর্ত্তা চৈতন্যকে পুরুষ এবং চৈতন্যাধীন অস্বতন্ত্র-কর্ত্রী জড়কে স্ত্রী বা প্রকৃতি বলিয়া নামকরণ করা হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে—

"নাস্য কর্ম্মণি জন্মাদৌ পরস্যানুবিধীয়তে।
কর্ত্তৃত্বপ্রতিষেধনার্থং মায়য়ারোপিতং হি তৎ॥"

(ভাঃ ২।১০।৪৬)

অর্থাৎ ভগবানের স্বয়ংরূপে বিশ্বসৃষ্ট্যাদি-কার্য্যে কর্ত্তৃত্ব নাই, সৃষ্ট্যাদি কার্য্য বহিরঙ্গা মায়ার দ্বারা সাধিত হয় বলিয়া তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব আরোপিত হইয়াছে। শক্তি গমন করিতেছে বলিলে যেরূপ শক্তিমানের গমনই বুঝাইয়া থাকে, তদ্রূপ শক্তির কর্ত্তৃত্ব বলিলে শক্তিমানের কর্ত্তৃত্বই বুঝিতে হইবে।

কু-রাদ্ধান্ত-ধ্বান্ত-ভাস্কর

তৃতীয়া প্রভা

কটক হইতে শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ বসু এম, এ, মহাশয় "গৌরাঙ্গ-বিজয়ম্" শীর্ষক পত্রে যে সকল সিদ্ধান্ত এবং 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহেন' প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে সকল পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়াছেন, সেই সকল কুরাদ্ধান্ত ও পূর্ব্বপক্ষ শ্রীপত্রের বিংশ ও দ্বাবিংশ সংখ্যায় শাস্ত্রপ্রমাণ ও বিচার দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার পূর্ব্বপক্ষগুলির দুর্ব্বলতা ও নিরর্থকতা আরও বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইল।

পূর্ব্বপক্ষকারী লিখিয়াছেন যে, (ক) মধ্বসম্প্রদায়ে ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে পরস্পর (১) সাধ্য, (২) সাধন, (৩) শাস্ত্র, (৪) ইষ্ট, (৫) ভাষ্য ও (৬) বাদ—এই ষড়্বিধ ভেদ বর্ত্তমান; সুতরাং 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়'কে মধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে না। তাঁহার দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষ এই যে, (খ) চতুঃসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণ যাঁহার ভৃত্যবর্গ, সেই কৃষ্ণচৈতন্যদেব কিরূপে তাঁহাদের কোনও একজনের বশংবদ হইতে পারেন? (গ) তাঁহার তৃতীয় পূর্ব্বপক্ষ এই যে, যদি মহাপ্রভু মধ্বমতকে বহুমানন করিলেন, তাহা হইলে তিনি কেনই বা তত্ত্ববাদীর মত খণ্ডন করিলেন?

প্রথমতঃ 'সম্প্রদায়'-বাক্যটি বিচার করা যাউক্। সম্-প্র-'দা'ধাতু কর্ম্মবাচ্যে ঘঞ্ (য—আগম) প্রত্যয় করিয়া 'সম্প্রদায়'-শব্দ নিষ্পন্ন। ভরত বলেন,—'গুরুপরম্পরাগত-সদুপদেশঃ শিষ্টপরম্পরাবতীর্ণোপদেশঃ সম্প্রদায়ঃ'। অমরকোষে 'সম্প্রদায়' ও 'আম্নায়' একপর্য্যায়-শব্দ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। শ্রীধরস্বামিচরণ—'সম্প্রদায়ানুরোধেন পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারতঃ' প্রভৃতি বাক্যে সৎসম্প্রদায়-প্রণালীর তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন।

আদিগুরু ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরা-প্রাপ্ত 'ব্রহ্মবিদ্যা'-নাম্নী শ্রুতিই 'আম্নায়'। সেই আম্নায়-বাক্য বা শিষ্টপরম্পরাবতীর্ণ উপদেশ একমাত্র সৎসম্প্রদায়েই লভ্য। শ্রুতি—"**ব্রহ্মা** দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা। স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ * * যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ (মুণ্ডক ১।১।১, ১।২।১৩)" প্রভৃতি বাক্যে এইরূপ গুরুপরম্পরাগত সদুপদেশ বা সৎসম্প্রদায় স্বীকারের অত্যাবশ্যকতা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উক্ত-বাক্যে ব্রহ্মসম্প্রদায়ের-কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীউদ্ধব-গীতায় ভগবান্ ব্রহ্মসম্প্রদায়-কথা এইরূপভাবে বলিয়াছেন—

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা। ময়াদৌ **ব্রহ্মণে** প্রোক্তা যস্যাং ধর্ম্মো মদাত্মকঃ॥ তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে ইত্যাদি। * * যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পতয়স্তথা॥ এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্। পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ **পাষণ্ডমতয়োঽপরে**॥" (ভা ১১।১৪।৩-৭) পুনরায় স্বামিচরণ ভাবার্থদীপিকায় (ভাঃ ১২।১৩।১৯) "শ্রীভাগবত-সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকরূপেণ ভগবদ্ধ্যান লক্ষণং মঙ্গলমাচরতি। কস্মৈ **ব্রহ্মণে**।

"ইহাতে স্পষ্ট জানা যায় যে, ব্রহ্মসম্প্রদায়-নামক একটী সম্প্রদায় সৃষ্টির সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। সেই সম্প্রদায়ে গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত বেদসংজ্ঞিতা বিশুদ্ধা বাণীই ভগবদ্ধর্ম্ম সংরক্ষণ করিয়াছে। সেই বাণীর নাম আম্নায় (আ-ম্না-ঘঞ্)। যে সকল লোক—'পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ' ইত্যাদি বাক্যক্রমে প্রদর্শিত ব্রহ্ম-সম্প্রদায় স্বীকার করেন না, তাঁহারা ভগবদ্ভক্ত-পাষণ্ডমত-প্রচারক।" তত্ত্বসন্দর্ভে (৯ম ও ১০ম) শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"অনাদিসিদ্ধ-সর্ব্বপুরুষপরম্পরাসু সার্ব্বলৌকিকালৌকিক-জ্ঞাননিদানত্বাদপ্রাকৃতবচনলক্ষণো বেদ এবাস্মাকং সর্ব্বাতীত-সর্ব্বাশ্রয়-সর্ব্বাচিন্ত্যাশ্চর্য্যস্বভাবং বস্তু বিবিদিষতাং প্রমাণম্।"

অর্থাৎ "অনাদিসিদ্ধ পুরুষপরম্পরা প্রাপ্ত সার্ব্বলৌকিক ও অলৌকিক জ্ঞানের নিদানস্বরূপ অপ্রাকৃত বচনলক্ষণ বেদ-বাক্যই সর্ব্বাতীত, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাচিন্ত্য, আশ্চর্য্যস্বভাব-সম্পন্ন বস্তু বিজ্ঞানেচ্ছু পুরুষের পক্ষে একমাত্র প্রমাণ।"

"শ্রীজীবগোস্বামী আপ্তবাক্যের প্রমাণত্ব স্থির করিয়া পুরাণশাস্ত্রের তদ্ধর্ম্মত্ব নিরূপণ-পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্ব-প্রমাণশ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন। যে লক্ষণে ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন, সেই লক্ষণদ্বারা ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস ও তৎসহ শুকদেব ও ক্রমে বিজয়ধ্বজ, ব্রহ্মতীর্থ, ব্যাসতীর্থ প্রভৃতির তত্ত্বগুরু—শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপ্রমিত শাস্ত্র

নিচয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত বাক্যদ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, শ্রীব্রহ্মসম্প্রদায়ই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দাসদিগের গুরুপ্রণালী। শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামী এই অনুসারে দৃঢ় করিয়া স্বীয়কৃত গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় গুরুপ্রণালীর ক্রম লিখিয়াছেন। বেদান্তসূত্র-ভাষ্যকার শ্রীল বিদ্যাভূষণও সেই প্রণালীকে স্থির রাখিয়াছেন। যাঁহারা এই প্রণালীকে অস্বীকার করেন, তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুচরগণের প্রধান শত্রু, ইহাতে আর সন্দেহ কি?" (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ১১পৃঃ)। * * নিম্বার্কমতে যে ভেদাভেদ অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈত-মত, তাহা পূর্ণতা লাভ করে নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষালাভ করিয়া বৈষ্ণবজগৎ সেই মতের পূর্ণতাকে পাইয়াছেন শ্রীমধ্বমতে যে সচ্চিদানন্দ নিত্যবিগ্রহ স্বীকার আছে, তাহাই এই অচিন্ত্যভেদাভেদের মূল বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্ববৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তিত মতসকলে একটু একটু বৈজ্ঞানিক সমতার অভাব থাকায় তাঁহাদের পরস্পর বৈজ্ঞানিকভেদে সম্প্রদায়ভেদ হইয়াছে। সাক্ষাৎপরতত্ত্ব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বীয় সর্ব্বজ্ঞতাবলে সেই সমস্ত মতের অভাব পূরণ করতঃ শ্রীমধ্বের 'সচ্চিদানন্দ নিত্যবিগ্রহ', শ্রীরামানুজের 'শক্তিসিদ্ধান্ত', শ্রীবিষ্ণুস্বামীর 'শুদ্ধাদ্বৈতসিদ্ধান্ত', তদীয় সর্ব্বস্ব' এবং শ্রীনিম্বার্কের 'চিদচিদ্দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত'কে নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ করিয়া স্বীয় অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক অতিবিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিকমত জগৎকে কৃপা করিয়া অর্পণ করিয়াছেন। স্বল্পদিনের মধ্যে ভক্তিতত্ত্বে একটী মাত্র সম্প্রদায় থাকিবে, তাহার নাম হইবে—"শ্রীব্রহ্মসম্প্রদায়"। আর সকল সম্প্রদায়ই এই ব্রহ্মসম্প্রদায়ে পর্য্যবসানলাভ করিবে।" (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৮৯ পৃষ্ঠা)

এইস্থানে পূর্ব্বপক্ষকারী বলিয়া থাকেন যে, 'উক্ত-সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে আমার ত্রিবিধ পূর্ব্বপক্ষ তোমার সিদ্ধান্ত-পক্ষের সম্মুখে সুদুর্লঙ্ঘ্য মেরুসদৃশ হইয়া পড়িবে।' কিন্তু সম্প্রদায়-বৈভববিজ্ঞানবেত্তৃ মণীষিগণ বলেন যে, পূর্ব্বপক্ষকারীর যুক্তিগুলি সুদুর্লঙ্ঘ্য হওয়ার পরিবর্ত্তে অতীব দুর্ব্বল; সুতরাং শ্রীমন্নিঃমানন্দীয় মাধব-মুকুন্দের 'পরপক্ষগিরিবজ্রের' ন্যায় কঠোর অস্ত্রের প্রয়োজন হইবে না। সুদর্শন-নেমির কিঞ্চিৎ প্রভাদ্বারাই সুধীগণের নিকট সৎসিদ্ধান্ত প্রকটিত হইবে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য মোক্ষকে 'সাধ্য' বলিয়া স্বীকার করিলেও জীব-পরমাত্মৈক্যরূপ সাযুজ্য স্বীকার করেন নাই। পঞ্চবিধা মুক্তির অন্তর্গত 'সাযুজ্য'-শব্দদ্বারা সাধারণে যে 'জীব-পরমাত্মৈক্য' ধারণা করেন, শ্রীমন্মধ্বপাদের বিচার তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং তন্মতে সেইরূপ সাযুজ্যমুক্তি সর্ব্বতোভাবে তিরস্কৃত। যদি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য জীব-পরমাত্মৈক্যই স্বীকার করিবেন, তাহা হইলে তাঁহাকে শুদ্ধদ্বৈত-বাদী বা নিত্যপঞ্চভেদবাদী বলিবার পরিবর্ত্তে ভাস্করভট্টাদির ন্যায় ঔপচারিক ভেদবাদী বলিতে হয়। ভাস্করভট্টের ঔপচারিক ভেদবাদ ও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের তাত্ত্বিকভেদ বাদ শুদ্ধদ্বৈতবাদ-বিষয়ে বিজ্ঞানলাভ হইলে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকে আমরা কখনই জীব-পরমাত্মৈক্য-স্বীকারকারী বলিব না। ভাস্করীয়-মত বেদার্থ-সংগ্রহে শ্রীভাষ্যকার খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীমন্মধ্বমতে কিরূপভাবে জীব-পরমাত্মৈক্যরূপ সাযুজ্য তিরস্কৃত হইয়াছে, তাহা তাঁহার বিবিধ লেখনী হইতে প্রদর্শিত হইতেছে—

(১) অতো বিষ্ণোঃ সর্ব্বোত্তমত্ব এব মহাতাৎপর্য্যং সর্ব্বাগমানাম্॥ কথং চ জীবপরমাত্মৈক্যে সর্ব্বশ্রুতীনাং তাৎপর্য্যং যুজ্যতে। সর্ব্বপ্রমাণ বিরুদ্ধত্বাৎ॥ (বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয়)

অতএব বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমতাই নিখিলসাত্বত-শাস্ত্রের মহাতাৎপর্য্য। অনেকের মধ্যে একের আতিশয্য বা সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইতেই তদ্বাচক শব্দের উত্তর 'তমপ্' প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়। বহু বস্তুর বিদ্যমানতা না থাকিলে তুলনা বা একের আতিশয্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। অতএব বিষ্ণুকে পরতম-তত্ত্ব স্বীকার করিলে সর্ব্বপ্রমাণবিরোধহেতু কিরূপেই বা সর্ব্বশ্রুতির তাৎপর্য্য জীব-পরমাত্মৈক্যে যোজনা হইতে পারে?

(২) "সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং শপথৈশ্চাপি কোটিভিঃ। বিষ্ণুমাহাত্ম্যলেশস্য বিভক্তস্য চ কোটিধা পুনশ্চানন্তধা তস্য পুনশ্চাপি হ্যনন্তধা। নৈকাংশ সমমাহাত্ম্যাঃ শ্রীশেষ-ব্রহ্মশঙ্করা ইতি নারদীয়ে। * * নাস্তি নারায়ণসমং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। এতেন সত্যবাক্যেন সর্ব্বার্থান্ সাধয়াম্যহম্।"

(গীতা-ভাষ্য)

সত্য, সত্য, পুনরায় কোটি কোটি শপথ করিয়া বলিতেছি, ইহাই একমাত্র সত্য যে, যদি বিষ্ণুমাহাত্ম্যের লেশমাত্রকে কোটিভাগে বিভক্ত করা যায়, পুনরায় তাঁহাকে

আবার অনন্ত ভাগে বিভক্ত করা যায়, তথাপি সেই একাংশের সহিতও শ্রীশেষ, ব্রহ্মা বা শঙ্করের মাহাত্ম্য সমান হইতে পারে না। নারায়ণের তুল্য বর্ত্তমানে কেহ নাই, অতীতে কেহ ছিল নাই, ভবিষ্যতেও কেহ হইবে না—ইহাই নারদীয় বাক্যে উক্ত হইয়াছে। এই সত্য বাক্যের দ্বারা আমি আমার সর্ব্বার্থ অর্থাৎ জীবপরমাত্মার তাত্ত্বিক ভেদ, মুক্তাবস্থায়ও তাঁহাদের নিত্যসেব্যসেবক সম্বন্ধ প্রভৃতি সাধন করিব।

(৩) "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুণ্ডক ৩।২।৯) ইতি চ মুক্তজীবস্য পরাপত্তিরুচ্যতে। অতস্তয়োরবিভাগঃ।

অতঃ পূর্ব্বমপি স এব, ন হ্যন্যস্যান্যত্বং যুজ্যত ইতি চেন্ন স্যাল্লোকবৎ। যথা লোকে উদকমুদকান্তরেণৈকীভূতমিতি ব্যবহ্রিয়মাণমপি ভিন্নবস্তুত্বাৎ তদন্তর্ভূতমেব ভবতি। তদেব ভবতীত্যেবং স্যাদত্রাপি। চ শ্রুতিঃ—

"যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম॥"
(কঠ ৪।১৫) ইতি।

স্কান্দে চ—

"উদকন্তূদকে সিক্তং মিশ্রমেব যথা ভবেৎ।
তদ্বৈ তদেব ভবতি যতো বৃদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে॥
এবমেব হি জীবোঽপি তাদাত্ম্যং পরমাত্মনা।
প্রাপ্নোতি নাসৌ ভবতি স্বাতন্ত্র্যাদি-বিশেষণাৎ॥
ব্রহ্মেশানাদিভির্দেবৈর্যৎ প্রাপ্তুং নৈব শক্যতে।
তদ্ যৎস্বভাবঃ কৈবল্যং স ভবান্ কেবলো হরিঃ" ॥
(ব্রঃ সূঃ ২।১।১৩ মধ্বভাষ্য)

(৩) "যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া থাকেন" (মুণ্ডক ৩।২।৯)—এই বাক্যেও মুক্তজীবের ব্রহ্ম-প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। ইহা হইতে তাঁহাদের (মুক্ত-জীব ও ব্রহ্মের) অবিভাগ সিদ্ধ হইল।

অতএব মুক্তির পূর্ব্বেও জীব ব্রহ্মস্বরূপই থাকেন, যদি তিনি তৎস্বরূপ না হইবেন, তাহা হইলে মুক্তদশায়ও ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারেন না। কারণ একবস্তু কখনও অন্য বস্তুস্বরূপ হইতে পারে না। অতএব যেহেতু জীব মুক্তদশায় ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করেন, কাজেই জীব ব্রহ্ম হইতে অন্য না বস্তুন্তর নহেন। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"ইহা (পূর্ব্ব আপত্তি) যদি বল, (তাহা হইলে উহা) সঙ্গত নহে, কারণ এবিষয়ে লৌকিক দৃষ্টান্ত আছে"। যেমন—একজল অন্যজলের সহিত মিশ্রিত হইলে লোকে বলিয়া থাকে যে, উহা এক হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ উভয় জল ভিন্ন বলিয়া উহাদের এক হওয়া অর্থ 'একজল অন্যজলস্বরূপ হইয়া যাওয়া' এরূপ নহে; কিন্তু এস্থলে তদন্তর্ভূত হওয়াই একীভাব শব্দের অর্থ। এস্থলেও ঠিক ঐরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। শ্রুতিও এইরূপ বলিতেছেন, হে গৌতম, যেমন এক শুদ্ধজলে অপর শুদ্ধজল মিশ্রিত করিলে উহা তাহারই মত হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী মুনির আত্মাও ব্রহ্মের মত হইয়া থাকে॥

স্কন্দপুরাণেও আছে যে—যেমন একজলে অন্যজল নিক্ষেপ করিলে তাহার সহিত উহা মিশ্রিত হইয়া যাওয়ায় লোকের মনে হয় যেন নিক্ষিপ্ত জল পূর্ব্বজলস্বরূপ হইয়া গিয়াছে; সেইরূপ জীব ও ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইলেও "জীব ব্রহ্ম হইয়াছেন" এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, বস্তুতঃ জীব ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন না। কারণ ব্রহ্ম—স্বতন্ত্র, জীব—পরতন্ত্র (ব্রহ্মের অধীন), ব্রহ্ম—বিভুপদার্থ, কিন্তু জীব—অণুপদার্থ, এইরূপ উভয়ের স্বরূপগত বিবিধ পার্থক্য-বশতঃ একে অন্যের স্বরূপ হইতে পারেন না। ব্রহ্মা বা শঙ্কর প্রভৃতি দেবগণও যে অবস্থা লাভ করিতে সমর্থ নহেন, তাদৃশ কৈবল্য-অবস্থাই যাঁহার স্বরূপ—আপনিই সেই কেবলস্বরূপ শ্রীহরি॥

(৪) "অতো জলে জলৈকীভাববদেকীভাবঃ। উক্তঞ্চ যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধং যথা ইত্যাদৌ তত্রাপ্যন্যোন্যাত্মকত্বে বৃদ্ধ্যসম্ভবঃ।" (গীতা ২য় অধ্যায় মাধ্বভাষ্য)

(৪) "অতএব এস্থলে একীভাব শব্দের অর্থ—একজলে অপর জলের একীভাবের ন্যায় বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রেও আছে যে—যেমন—"শুদ্ধজলে শুদ্ধজল একীভূত হয় এবং যেরূপ নদীসকল মিলিত হইয়া একীভাব প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি। বস্তুতঃ যদি এক জলের সঙ্গে অপর জল মিলিত হইয়া পূর্ব্বজলস্বরূপই হইয়া যাইবে তাহা হইলে আর সে স্থলে জলের বৃদ্ধি সম্ভবপর নহে॥

(৫) যথা সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গাস্তথা বয়ং ব্রহ্মণি ভূরি জীবাঃ।
ভবেৎ তরঙ্গো ন কদাচিদব্ধিস্ত্বং ব্রহ্ম কস্মাদ্ভবিতাসি জীব॥
(তত্ত্বমুক্তাবলী)

(৫) যেমন সমুদ্রে বহু তরঙ্গ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেইরূপ ব্রহ্মেও আমরা বহুজীব অবস্থান করিতেছি, কিন্তু সেজন্য

তরঙ্গ কখনও সমুদ্রস্বরূপ নহে। অতএব হে জীব, তুমি কিরূপে ব্রহ্মস্বরূপ হইবে (অর্থাৎ তুমি যে নিজকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া অভিমান কর, উহা মিথ্যা মাত্র)॥

(৬) 'অভেদঃ সর্ব্বরূপেষু জীবভেদঃ সদৈব হি।'

(মহাভারত-তাৎপর্য্য ১।৬৫)

(৬) ব্রহ্মের স্বীয় অনন্তরূপের মধ্যে কোন ভেদ নাই, কিন্তু জীব তাঁহা হইতে সর্ব্বদা ভিন্ন।

(৭) ন চ তদ্বৎ সমন্বয়োঽভিপ্রায়তে "সত্য আত্মা সত্যো জীবঃ সত্যং ভিদা সত্যং ভিদা সত্যং ভিদা মৈবারুণ্যো মৈবারুণ্যো মৈবারুণ্যঃ।"

(১।১।১২ মধ্বভাষ্যধৃত পৈঙ্গি-শ্রুতিবচন।

শ্রীমন্মাধ্বমতে মুক্তাবস্থাতেও জীব-ঈশ্বরের ভেদ ও নিত্যোপাসনা স্বীকৃত হইয়াছে:—

(১) ন যত্র মায়া কিমুতাপরেহরে
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ। ইত্যাদি
শ্রুতি-স্মৃতিষু তাৎপর্য্যং মুক্তানাং ভেদইবোদিতঃ।

(ছান্দোগ্যভাষ্য ৬ অঃ)

(১) যে স্থানে অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং মায়াও প্রবেশলাভে সমর্থ নহেন, তথায় দেবাসুরাদি নিখিলজীব-পূজনীয় হরিসেবকগণ অবস্থান করিতেছেন ইত্যাদি শ্রুতি স্মৃতির তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বত্রই মুক্তজীব ভগবান্ হইতে ভিন্ন।

(২) 'কৃষ্ণোমুক্তৈরিজ্যতে বীতমোহৈঃ', 'মুক্তৈর্বন্দ্যঃ স এক ইতি'।

(মহাভারত-তাৎপর্য্য ২।৬২,৬০ ও সূত্রভাষ্য ৩।৩।২৭)

(২) "মোহরহিত মুক্তগণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ পূজিত হইয়া থাকেন"॥

"সেই একমাত্র পরম পুরুষই মুক্তজনের বন্দনীয়।"

(৩) মুক্তস্যোপাসনা কর্ত্তব্যা ন বেতি অতো ব্রবীতি—
* * মুক্তা অপি হি কুর্ব্বন্তি স্বেচ্ছয়োপাসনং হরেঃ। নিয়মানন্তরং বিপ্রাঃ কুশাদ্যৈরপ্যধীয়তে। (সূত্রভাষ্য ৩।৩।২৭)

(৩) মুক্তের পক্ষে উপাসনা কর্ত্তব্য কিনা এবিষয়ে বলিতেছেন,—

বিপ্রগণ মুক্ত হইয়াও নিয়ম গ্রহণপূর্ব্বক স্বেচ্ছায় ভগবদুপাসনা এবং কুশাদি গ্রহণপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র বিগতমোহ অর্থাৎ নিবৃত্তানর্থ মুক্তপুরুষগণের দ্বারাই পূজিত হন। সেই অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণই একমাত্র মুক্তগণের বন্দ্য পুরুষোত্তম। এইসকল সুস্পষ্ট বাক্যের দ্বারা শ্রীমন্মধ্বমতের সাধ্য 'মোক্ষ' যে 'বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভ', তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। তাই, শ্রীগোবিন্দভাষ্যকার 'প্রমেয় রত্নাবলী'-গ্রন্থে মধ্বমতের প্রমেয়সমূহ উদ্দেশ করিতে গিয়া 'মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং'—এইরূপ লিখিয়াছেন। 'ভেদব্যপদেশাচ্চ' (ব্রঃ সূঃ ১।১।১৭)—এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়াও আচার্য্যপাদ 'মুক্তিহিত্বা হি অন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ' (ভা ২।১০।৬) অর্থাৎ মায়িক স্থূলসূক্ষ্ম-রূপদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধজীবস্বরূপে বা ভগবৎপার্ষদরূপে অবস্থানের নামই 'মুক্তি'—এই ভাগবতীয় বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও 'মুক্তিপদ' অর্থে 'কৃষ্ণ' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যদি 'মুক্তি' জীব-পরমাত্মৈক্য বা নির্ভেদ জ্ঞানানুসন্ধিৎসামূলা আত্মবিনাশরূপ পীড়া হইতে নির্ম্মুক্ত থাকিয়া নিত্যসেবাদ্বারা সেব্য সেবক-সম্বন্ধ বরণ করিল, তাহা হইলে মুক্তিকে 'বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভ' বা ভক্তির সহিত সমপর্য্যায়ে গ্রহণ করিতে নিশ্চয়ই কোন বাধা থাকিতে পারে না। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কথিত 'মুক্তি' শব্দের তাৎপর্য্য অবগত না হইয়া উহাকে 'বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভ' বা 'ভক্তি' হইতে পৃথক্ জ্ঞান করিলে আভিধানিক বিবাদমূলে মায়াবাদধিকারকারী শুদ্ধদ্বৈতবাদের পরিপন্থী হইয়া জড়-ভেদবাদকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত সাধ্যসার-বিজ্ঞানে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতে হইবে।

শ্রীমন্মধ্বমতে সাধ্য—বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভরূপ মুক্তি ও মুক্তগণের মধ্যে ভেদ (ছাঃ ভাঃ ৬ অঃ) অর্থাৎ আনন্দের তারতম্য ('মুক্তাবানন্দো বিশিষ্যতে'—মধ্বভাষ্য ৩।৩।৩৩) স্বীকৃত এবং ভজনতারতম্যে অবস্থিত মুক্তগণের সেবানন্দময়ী পরাকাষ্ঠাবস্থা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত ভজনমুদ্রায় অভিব্যক্ত যেমন, ক্ষীর হইতে ঘৃতের শ্রেষ্ঠত্ব আছে বলিয়া ঘৃতে ক্ষীরের মৌলিকত্ব নাই—এরূপ বিচার নিতান্ত অসিদ্ধ, তদ্রূপ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-প্রতিপাদ্য সাধ্য বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভরূপ মুক্তি হইতে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত সাধ্যসারপ্রেমার উৎকর্ষ আছে বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্মধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই—এরূপ যুক্তিও নিতান্ত জড়ভেদমূলা।

সংসারার্ণব-তরণীস্বরূপ সুখময়ধাম শ্রীমদানন্দতীর্থ নিত্য-

কৃষ্ণদাস জীবকুলকে কেবলাভেদবাদরূপ পীড়া হইতে দূরে রাখিবার জন্য এবং ঔপচারিক ভেদবাদীর ছলনাময়ী দুর্গতি হইতে জীবকুলকে সতর্ক করিবার জন্য তাত্ত্বিক ভেদবাদ বা শুদ্ধদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া শুদ্ধভেদের প্রাবল্য প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমন্মধ্বমতে ভেদের প্রাবল্য পরিলক্ষিত হইলেও অভেদপর শ্রুতির অবমাননা হয় নাই। কেননা, শুদ্ধদ্বৈতবাদে যে অভেদপর শ্রুতির সঙ্গতি পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতে প্রকারান্তরে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীল জীবগোস্বামিচরণ সন্দর্ভে এইরূপ আভাসই প্রদান করিয়াছেন। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালায় উক্ত হইয়াছে,—"শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ভেদকে নিত্য বলিয়া স্থাপন করায় অচিন্ত্য-ভেদাভেদমতই যথার্থ নিশ্চিত হইয়াছে।"

"তত্ত্বমস্যহং ব্রহ্মাস্মীত্যাদিষু জীবস্য পরেণাভেদঃ প্রতীয়তে। নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং দ্বা সুপর্ণেত্যাদিষু ভেদঃ। অত উচ্যতে ভিন্নোঽচিন্ত্যঃ পরমো জীবসঙ্ঘাৎ পূর্ণঃ পরো জীবসঙ্ঘো হ্যপূর্ণঃ। * * সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি। ভবিষ্যপুরাণে চ— ভিন্না জীবাঃ পরো ভিন্ন-স্তথাপি জ্ঞানরূপতঃ। প্রোচ্যন্তে ব্রহ্মরূপেণ বেদবাদেষু সর্ব্বশ ইতি॥" (মাধ্বভাষ্য ২।৩।২৮-২৯)।

তত্ত্বমুক্তাবলীতেও দৃষ্ট হয়—

'তত্ত্বমসি' (ছাঃ ৬।৮।৭), 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (বৃঃ আঃ ১।৪।১০) প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে পরতত্ত্বের সহিত জীবাত্মার অভেদ প্রতীতি হয়। আবার 'নিত্যো নিত্যানাং, চেতনশ্চেতনানাং' (কঠ ২।১৩ ও শ্বেঃ ৬।১০), 'দ্বাসুপর্ণা' (মুঃ ৩।১, শ্বেঃ ৪।৬) প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য দ্বারা ভেদ সিদ্ধ হইতেছে। এইপ্রকার বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যের সমাধান কি প্রকারে হইতে পারে, তন্নিমিত্ত বলিতেছেন,—অচিন্ত্য পরমতত্ত্ব বিষ্ণু জীবসঙ্ঘ হইতে ভিন্ন। পরমতত্ত্ব—পূর্ণ এবং জীব—অপূর্ণ অর্থাৎ খণ্ডচেতন। অতএব 'সর্ব্বং খল্বিদং-ব্রহ্ম' (ছাঃ ৩।১৪।১) প্রভৃতি অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতি-বাক্যের সমাধান এইপ্রকার যথা, ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—জীবসকল ভিন্ন, পরতত্ত্ব ভিন্ন; উভয়েই চেতন অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া বেদে সর্ব্বত্রই তত্ত্বদ্বয়ের একত্ব বা জীবকে ব্রহ্মস্বরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অগ্নিং মাণবকং বদন্তি কবয়ঃ পূর্ণেন্দুবিম্বং মুখং
নীলেন্দীবরমীক্ষণং কুচতটং মেরুং করং পল্লবম্।
আহার্য্যভ্রমতো ভবেৎ পুনরিয়ং ভেদেপ্যভেদা মতিঃ
কর্ত্তব্যা গতিরীদৃশী খলু তথা ব্রহ্মাহমস্মি শ্রুতেঃ॥

কবিগণ ব্রাহ্মণবটুকে—অগ্নি, বদনমণ্ডলকে—পূর্ণচন্দ্র-বিম্ব, চক্ষুকে—নীলপদ্ম, কুচতটকে—মেরু এবং করকে—পল্লব—এরূপভাবে উক্তি করিয়া থাকেন, কেননা, আহরণীয় ভ্রমবশতঃ অগ্নি ও ব্রাহ্মণবটুতে ভেদ থাকিলেও সাদৃশ্য ঐক্যবোধে প্রথমা ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (বৃঃ ১।৪।১০) প্রভৃতি শ্রুতিতেও 'ব্রহ্ম' ও 'অহং'—যে জীব, ইঁহাদের নিত্যভেদসত্ত্বেও প্রাদেশিক-সাদৃশ্য-বশতঃ অভেদমতি-প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রথমার ব্যবহার হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই, ব্রহ্ম ও জীবে নিত্যভেদ আছে। চিজ্জাতিত্বে ঐক্যবশতঃ এক প্রদেশে অভেদ থাকায় 'অহং' ও 'ব্রহ্ম'—এই উভয় পদে প্রথমা বিভক্তির ব্যবহারে দোষ নাই।

একদিকে যেমন শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ ভেদ ও অভেদ উভয় প্রকার শ্রুতিকে নিত্যরূপে (ঔপচারিক ভেদাভেদ-বাদীর ন্যায়, ব্যবহারিকরূপে নহে) গ্রহণ ও সম্মান করিয়া প্রকারান্তরে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই স্বীকার করিয়াছেন, অপরদিকে তেমন সনাতনপুরুষ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত মধ্যে নিত্যভেদবাদেরই প্রাবল্য প্রদর্শন করিয়া মধ্বমতকেই অঙ্গীকারপূর্ব্বক উহার সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক আকার প্রদান করিয়াছেন।

'শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সাধ্য, সাধন, শাস্ত্র, ইষ্ট, ভাষ্য ও বাদে পরস্পর আত্যন্তিকভেদ বর্ত্তমান, অতএব গৌরদাসগণ শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহেন,'—এইরূপ বিচার-প্রণালী জড়ভেদবাদমূলেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমন্মধ্বা-চার্য্যের বাক্যাবলী ও শাস্ত্রীয়যুক্তি হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের 'সাধ্য' ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত 'সাধ্যসার' পরস্পর আত্যন্তিকভাবে ভিন্ন নহে, পরন্তু একটী আর একটীর চরম উদ্দেশ্য বা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক অবস্থা। আমরা বাদ-সম্বন্ধেও সামান্যভাবে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এতদ্বিষয়ে বারান্তরে আরও বিস্তারিত আলোচনামুখে সাধন, শাস্ত্র, ইষ্ট, ভাষ্য সম্বন্ধে বিচার প্রদর্শন করিব।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের পত্রাবলী

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২২শ সংখ্যার পর)

শ্রীনাথদ্বার গিরিশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ও পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত একটী দুর্গম সহর। মৌলি ষ্টেশন হইতে ৫।৭ মাইল আসিয়াই শ্রীনাথদ্বারার বর্ত্তমান ভূস্বামী শ্রীল গোবর্দ্ধনলাল গোস্বামী মহাশয়ের রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে। এই ভূস্বামিত্ব উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। গোস্বামীজী একটী 'সামন্তরাজ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীনাথদ্বারায় তাঁহারই শান্তিরক্ষকগণ সেই সকল প্রদেশের শান্তি বিধান করেন। গোস্বামী হুজুরের দুই তিন কোম্পানী সেনাও আছে। সেই সেনার একটী অধিনায়কের সহিত আমাদের কিয়ৎক্ষণ আলাপ হইল। তিনি পূর্ব্বে বৃটিশ সৈন্যের মধ্যে একটী বিশিষ্টপদে কার্য্য করিতেন। ধর্ম্মশালাটী বৃহৎ হইলেও গৃহের সঙ্কীর্ণতা আমাদিগকে যথাবিধি স্থান দিতে সঙ্কোচিত হইল। ধর্ম্মশালার সকল ঘরগুলি শ্রীবল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের বিদেশ হইতে সমাগত ভক্তগৃহস্থগণকর্ত্তৃক পরিপূর্ণ। এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। শ্রীনাথদ্বারের সেবা কেবল বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নহে, সাধারণ হিন্দু-সম্প্রদায়ের সকল সেবা অপেক্ষা পারিপাট্যযুক্ত ও সুবৃহৎ। ভারতে এতাদৃশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন সেবা অন্যকুত্রাপি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যহ ভোগের জন্য প্রায় ১৫০০ মুদ্রা ব্যয়িত হয়। প্রসাদ পাকা ও কাঁচা ভেদে দ্বিবিধ। নানাবিধ ব্যঞ্জন, ডালি, তরকারী, বিভিন্ন অম্লাদি মধুর রস তদ্ব্যতীত মিষ্টান্ন দ্রব্য, লুচি পুরি ও ক্ষীরের দ্রব্যসমূহের কোনও প্রকার অসদ্ভাব নাই। গোস্বামী মহারাজের গোশালায় দেড়সহস্র দুগ্ধবতী গাভী প্রভৃতি কৃষ্ণসেবার্থ যত্নের সহিত রক্ষিত আছে। গব্যদ্রব্য দ্বারা শ্রীনাথজীর ঐশ্বর্য্যময়ী সেবার সুষ্ঠুতা বিহিত হইতেছে। শ্রীমন্দির সর্ব্বদাই জনতাপূর্ণ। একটী নানাবিপণিবিশিষ্ট বাজারও তথায় দেখিতে পাইলাম। বাজারের মধ্যে একটী স্বাধীরণের পাঠাগার। বহুবিধ সংস্কৃত, বাঙ্গালা, উর্দ্দু, পার্শি ও ইংরাজী গ্রন্থ এবং সাময়িক পত্রাদিতে পাঠাগারের সকল শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়াছে। আমরা গোস্বামী মহারাজের প্রধান কর্ম্মচারী কৃষ্ণদাসজীর সহিত পরিচিত হইলাম। তিনি বলিলেন, 'আমার নাম কৃষ্ণদাস নহে, আমার পদের নাম 'শ্রীকৃষ্ণদাস'। জানিতে পারিলাম যে, তিনি শ্রীবল্লভসম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ-পরিবারভুক্ত না হইয়া শ্রেষ্ঠি-সম্প্রদায়ের জনৈকব্যক্তি এবং সেবার প্রধানকার্য্য-কারক। তিনি আমাদিগকে শ্রীগোস্বামী মহারাজের কতিপয় পণ্ডিতের সহিত আলাপ করিবার ব্যবস্থা করিয়া শ্রীগোস্বামী মহারাজকে আমাদের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। গোস্বামী মহারাজ সচরাচর বিশিষ্টব্যক্তি ব্যতীত অন্যের সহিত আলাপাদি করেন না। তজ্জন্য পণ্ডিত মহাশয়গণ আমাদের সহিত গোস্বামী মহাশয়ের সাক্ষাৎকার-লাভ হইবে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করিতেছিলেন। আমরা পণ্ডিত মহাশয়গণের সহিত শ্রীবল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের গ্রন্থ ও ঐতিহ্য বিষয়ে আলাপ করিতেছিলাম। সহসা গোস্বামী হুজুরের আদেশমত জনৈক পণ্ডিত আমাদিগের কথা শ্রবণ করিতে করিতে গোস্বামী মহারাজের নিকট আহূত হইলেন। তাহার অব্যবহিত পরেই আমাদিগকে গোস্বামী মহারাজের নিকট উপস্থিত হইবার অধিকার দেওয়া হইল।

মহারাজের প্রাসাদে বিবিধ প্রাকার অতিক্রম করিয়া আমরা দ্বিতলের উপর মহারাজের বসিবার বিস্তৃত কক্ষগৃহে উপনীত হইলাম। প্রাসাদের স্থানে স্থানে সশস্ত্র প্রহরী সমূহ সুসজ্জিত অবস্থায় দণ্ডায়মান। আমাদিগের জন্য আসন এবং বিশেষতঃ আমার জন্য স্বতন্ত্র আসন ও পণ্ডিত-গণের আসন ব্যতীত গদীর উপর গোস্বামী মহারাজকে দর্শন করিলাম। তিনি আমাদিগকে সসম্ভ্রমে আহ্বান করিলেন। গোস্বামী মহারাজের সহিত আমাদিগের অর্দ্ধ ঘণ্টাব্যাপী হরিকথামূলে নানাবিধ আলাপ হইল। গোস্বামী মহারাজ বিশেষ বিনয়ী এবং তাঁহার সৌজন্য দর্শনে আমাদের যথেষ্ট উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও বহু মর্য্যাদাসম্পন্ন হইয়াও বৈষ্ণবোচিত সরলতায় আমাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যারাত্রিকের কাল উপস্থিত হইতেছে জানিয়া আমরা শ্রীবিগ্রহের দর্শনপ্রার্থী হইলে তিনি আমাদিগকে কতিপয় দিবস শ্রীনাথদ্বারে অবস্থান করিতে বলিলেন। বিশেষতঃ তথায় দিবসত্রয় অবস্থানের জন্য তিনি বারম্বার আমাদিগকে অনুরোধ করিলেও যখন

আমরা অন্যান্য তীর্থদর্শনের ব্যবস্থানুরোধে তথায় অধিককাল অবস্থান করিতে পারিব না, শুনিলেন, তখন ভগবদ্দর্শনের জন্য ব্যবস্থা করাইলেন এবং তৎপূর্ব্বেই আমাদিগকে বিচিত্র ও সুরম্য ভগবৎপ্রসাদ-বসনাদি দ্বারা সমাদর করিলেন। শ্রীকৃষ্ণদাসও তাঁহার আর কতিপয় কর্ম্মচারিদিগকে আমাদিগের স্বতন্ত্রভাবে ভগবদ্দর্শন করাইবার জন্য আদেশ করায় আমরা শ্রীমন্দিরের বিভিন্ন প্রাঙ্গণে তাঁহার অনুগমন করিলাম। মধ্যে মধ্যে পশ্চাদ্দেশের দ্বারসকল রুদ্ধ হইল। সম্মুখস্থিত দ্বারসমূহ ক্রমে ক্রমে উদ্ঘাটিত হইতে লাগিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ বনমহারাজ আমাদের সঙ্গে থাকায় তাঁহাকে একটু দূর হইতে শ্রীভগবদ্দর্শন করিতে ব্যবস্থাপিত করা হইল। আমরা শ্রীমূর্ত্তির অতি সন্নিকটে একটী বৃহৎ ধূপের নিকটে উপনীত হইলাম। আরাত্রিক সময় উপস্থিত হওয়ায় বহুবিধ মহিলাভক্ত বলপূর্ব্বক উৎকণ্ঠাসহকারে শ্রীমূর্ত্তির সন্নিহিত হইতে চেষ্টা করিলে প্রতিহারিসকল তাঁহাদিগের নিকট গোস্বামী মহারাজের কঠিন আজ্ঞা প্রচার করিলেন এবং আমাদিগের প্রতি করুণ হইয়া সুষ্ঠুদর্শনের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তৎক্ষণ মধ্যেই গোস্বামী মহারাজ স্বয়ং শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে সমাগত হইয়া স্বহস্তে আরাত্রিকাদি বিধান করিলেন আমরা শ্রীভগবদ্দর্শনানন্তর অপর পথ দিয়া ক্রমশঃ মন্দিরের বাহিরে চলিয়া আসিলাম। পরে আমরা ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীগোস্বামী মহারাজ শ্রীনাথজীর বিচিত্র ও সুপ্রচুর মহাপ্রসাদ ধর্ম্মশালায় প্রেরণ করিলেন। শ্রীগোস্বামী মহারাজের নানাপ্রকারে আমাদিগের প্রতি সৌজন্য ও কারুণ্যপূর্ণ ব্যবহারে আমরা শ্রীনাথজীর কৃপা লাভ করিলাম।

শ্রীনাথজী শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীর উপাস্য বিগ্রহ। শ্রীবল্লভাচার্য্য-তনয়ের অধিকার কালে ঐ শ্রীবিগ্রহ শ্রীমাথুর মণ্ডল হইতে এই পর্ব্বতে স্থানান্তরিত করা হয়। বলা বাহুল্য, শ্রীনাথদেব দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি, শ্রীমন্মধ্বসম্প্রদায়ের শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী কর্ত্তৃক অর্চ্চিত শ্রীবিগ্রহ। এক্ষণে শ্রীবল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের মহৈশ্বর্য্যময়ী সেবায় সেবিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্রীবিগ্রহের দর্শন, সম্ভাষণাদি করেন। সুতরাং শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অত্যন্ত সাদরে দর্শনীয় বস্তু।

শ্রীবল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের সাম্প্রত বিশ্বাসানুসারে শ্রীগৌড়ীয় শুদ্ধভক্তগণের সহিত কথঞ্চিৎ ভেদ পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহারা শ্রীবল্লভাচার্য্যের ষোড়শগ্রন্থের অন্তর্গত সন্ন্যাস লক্ষণ প্রবন্ধে ভাবযুক্ত সন্ন্যাস স্বীকার করিলেও— "মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান। যাহা দেখি' তুষ্ট হন গৌরভগবান্"—এই সদ্ভাবের সহিত মতভেদ স্থাপন করেন। ইঁহাদের গৃহস্থজনোচিত ব্যবহার শ্রীগৌড়ীয় শুদ্ধভক্তসম্প্রদায় আদর করেন না, পরন্তু গৌড়ীয় বিদ্ধভক্ত প্রাকৃত-সাহজিক সম্প্রদায় এই সকল চিন্তাস্রোতের বিষময় ফলে জর্জ্জরিত। শ্রীমদ্ভাগবতকথিত গোপীগণের উক্তি "[যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ * * গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥" (ভাঃ ১০।৮২।৩৫)]—যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসিবেশে পরিদৃষ্ট হইয়া সেই ভাব পোষণ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া প্রাকৃত সাহজিক-সম্প্রদায় মনে করেন যে, বাহ্যজগতে বিরাগ-বিশিষ্ট বেশের সহিত ভগবদ্দর্শনাদি বিহিত নহে; কিন্তু শুদ্ধ ভক্তগণের বিচার এই যে, বাহ্য-শরীর ও বাহ্য শারীরিক প্রদর্শনী অন্তর্ভাবের সহিত এক নহে এই ভ্রম হইতেই 'সখিভেকী সম্প্রদায়' বৈরাগ্যচ্যুত হইয়া প্রাকৃত সহজিয়াগণের ন্যায় বিষয়লোলুপ হইয়া পড়িয়াছে। 'অন্তর নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক ব্যবহার'—এই কথা বিকৃত ভাবে বুঝিতে গিয়া "তৃণাদপি সুনীচতা"র বাহ্যানুকরণের নামে কাপট্যের তাণ্ডবনৃত্যে ব্যস্ত। অন্তর্দ্দশায় ভগবৎসেবা ও বাহ্যদশায় কাপট্য-পূর্ণ হরিসেবার অভিনয়—এতদুভয় এক নহে, জানাইবার জন্যই সাধন ও সাধ্য বিষয়ক প্রশ্নোত্তরে শ্রীরায় রামানন্দ সংবাদ ও শ্রীসনাতন প্রশ্নে আমরা এ সকল বিশেষ রূপে অনুশীলন করি। সাধন ভক্তি ও সাধ্য ভক্তি উভয়ই 'ভক্তি' হইলেও সাধন-বৈচিত্র্য ও সাধ্য বৈচিত্র্যের ধারণাদ্বয় এক নহে। বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত বিচার ও আম্নায়ানুশীলন এক নহে।

"সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ।" (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১১৮ অঙ্কে)"—এই উপদেশের বিকৃত ভাব বর্ত্তমান প্রাকৃত সাহজিক-সম্প্রদায়ে প্রবল আছে। এমন কি বর্ত্তমান কালেও কোনও কোনও সাধু-প্রতিম 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব' নামে পরিচিত ব্যক্তির এই সকল বিষয়ে ভ্রম হয়। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, শ্রীবল্লভাচার্য্যের সম্প্রদায়ের বিচারপ্রণালী—বিদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ গ্রহণ করায় উহাই শ্রীমন্মহা-

প্রভুর অনুগত গোস্বামিগণের অভিমত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ভজননৈপুণ্যের উহা অভাব মাত্র। অষ্টকালীয় লীলাস্মরণ প্রভৃতি কীর্ত্তন মুখে প্রচারিত না হইলে উহা কৃত্রিমতা মাত্র। তাহা শ্রীগোস্বামিগণের ভজনপ্রণালী নহে।

(ক্রমশঃ)

প্রচার-প্রসঙ্গ

গৌড়ীয়মঠে—গত ৪ঠা মাঘ মঙ্গলবার অপ্রাকৃত-কবি-কুল-কৌস্তভ শ্রীজয়শ্রীর জয়গানকারী শ্রীগৌরপ্রিয় শ্রীল জয়দেবগোস্বামী ঠাকুরের তিরোভাব মহামহোৎসব কীর্ত্তন, পাঠ ও গোস্বামিঠাকুরের চরিতালোচনা মুখে মহা-সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। জামগ্রামনিবাসী শুরুগৌরাঙ্গসেবাতৎপর পরমভাগবত শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল ঘোষ মহাশয়ের সৌজন্যে সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছে।

উড়িষ্যায়—স্বধামগত ধর্ম্মভীরু জমিদার সামন্ত শ্রীযুক্ত রাধাচরণ দাস মহাশয়ের পরমধার্ম্মিকা পত্নী এবং তদীয় ভক্তপুত্র সামন্ত শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসন্ন দাস মহাশয়ের উদ্যোগে আবার শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে "সাধনপথ" গ্রন্থ খানি উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত শিক্ষাষ্টক এবং শ্রীমদ্রূপগোস্বামীপ্রভুর উপদেশামৃত সমন্বিত এই উপাদেয় গ্রন্থখানি উৎকলদেশে প্রচারের জন্য তাঁহাদের এই মহতী চেষ্টা শ্রীভগবান ও ভক্তে ঐকান্তিক নিষ্ঠাপরায়ণ পরলোকগত পরমভাগবত সামন্ত শ্রীযুক্ত রাধাচরণ দাস মহাশয়ের উপযুক্ত বংশধরেরই পরিচয়। তাঁহাদের এই মহদনুষ্ঠানের জন্য উড়িষ্যাবাসী মাত্রেই তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন।

এস্থলে আরও বক্তব্য এই যে, উক্ত ষ্টেটের সুযোগ্য ম্যানেজার পরমভাগবত শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দাস মহাশয়ের শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠার কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাঁহার অকৃত্রিম চেষ্টা ও যত্নের ফলে প্রচারক-বৃন্দ সেস্থানে প্রচারে যথেষ্ট সুযোগ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার যত্ন এবং শ্রীভগবানে নিষ্ঠা অতুলনীয়। তিনি ঐ প্রচার কার্য্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া তাঁহার ভগবৎসেবা পরনামের যাথার্থ্য সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার এবং ভক্ত পরিবার সামন্তবংশের নিত্যমঙ্গল বিধান করুন, এই আমাদের প্রার্থনা।

মেদিনীপুরে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভবসাগর মহারাজ মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। সাহাবাদে পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকৃপা দাসাধিকারী ও শ্রীযুক্ত ধরণীধর মাইতি মহাশয়ের ভবনে দুই দিবস স্বামিজী সমবেত শ্রোতৃ-মণ্ডলের সমক্ষে বক্তৃতামুখে সম্বন্ধাভিধেয় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। এইরূপ উচ্চ তত্ত্বকথা শ্রবণে শ্রদ্ধাবান জনমাত্রেই শ্রীমন্মহা-প্রভুর সার্ব্বজনীনধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। বৈষ্ণব-সেবাপরায়ণ পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ধরণীবাবুর শুদ্ধভক্তি-প্রচারে উৎসাহ ও প্রযত্ন বিশেষ প্রশংসার্হ। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ-কৃপা অধিকারী মহাশয়ের সেবাবৃত্তিও আদর্শ।

(প্রাপ্ত পত্র ১নং)

মাননীয়

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়সম্পাদক মহাশয়

শ্রীচরণেষু

শত কোটী দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বক সবিনয় নিবেদনমিদং—

মহাশয়! পরম সৌভাগ্যবশতঃ কলিকাতার শ্রীশ্রী গৌড়ীয় মঠের শাখামঠ কটকস্থ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্বগিরি মহারাজ কতিপয় শুদ্ধভক্তসহ অত্র বালেশ্বরে শুভাগমন করেন। প্রথমে তাঁহারা স্বনামধন্য জমিদার পরলোকগত রাধাচরণ দাস বাহাদুর মহাশয়ের কুলপ্রদীপ সামন্ত শ্রীরাধা-প্রসন্ন দাস মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে তথায় শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ ও কীর্ত্তন বক্তৃতাদি করেন। শ্রীপরিব্রাজকাচার্য্য মহারাজ অত্রস্থ শ্রীমন্দিরে ২দিন বক্তৃতা ও পাঠ করেন, পরে শ্রীরাধা-গোবিন্দজীউর শ্রীমন্দিরে ১দিন, শ্রীযুক্ত বাবু বিলাসচন্দ্র দাস জমিদারের বাটী ১ দিন, বাবু হৃদয়চাঁদ দের বাটীতে ১ দিন, শ্রী৺শ্যামসুন্দরজীউর মন্দিরে ১ দিন ও শ্রীহরিভক্তি প্রদায়িনী সভামন্দিরে ২ দিন সংকীর্ত্তন ও বক্তৃতা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীস্বামিজী মহারাজের বক্তৃতায় সহরবাসী আবালবৃদ্ধ-বনিতা শ্রীমহাপ্রভুর গুণানুবাদ, তাঁহার জীবের প্রতি দয়া, মানবের কর্ত্তব্য, শ্রীমহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য, শ্রীবিগ্রহ-পূজা ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রভৃতির সূক্ষ্ম মর্ম্ম সম্যকরূপে অবগত

হইয়া মুগ্ধ ও ধন্য হইয়াছেন। শ্রীশ্রীস্বামিজী মহারাজ যেরূপ সরলভাবে উক্ত বিষয়গুলি বিশদ করিয়া বুঝাইয়াছেন তাহা কখন আমরা শ্রবণ করি নাই। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মই যে একমাত্র কলিযুগের অধমতারণ পতিতপাবন, তাহা পূর্ব্বে কেহই জানিত না, সাধারণ লোকে উহাকে "বোষ্টম" বা "বৈরাগীর" ধর্ম্ম বলিয়া তুচ্ছতাচ্ছিল্যভাব প্রকাশ করিতেন সে ভ্রম দূর হইয়াছে। বক্তৃতাস্থলে সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বিগণের সমাবেশ হইয়াছিল। আজকালকার যুগে শুদ্ধ নামসংকীর্ত্তন স্বপ্নাতীত হইলেও পরমপূজনীয় অধিকারী শ্রীশ্রীজগদানন্দ মহাশয়ের স্বভাবগত সুললিত কণ্ঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ ভক্তিবিনোদঠাকুরের শরণাগতি গীতাবলী, ও কল্যাণকল্পতরুর পদকীর্ত্তনে অতি পাষণ্ডেরও প্রাণ বিগলিত হইয়াছিল। অনেকে আনন্দচিত্তে ঐ গ্রন্থ গুলি গ্রহণ করিয়াছেন।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীকালাচাঁদ দে। মোঃ বালেশ্বর

১২।১।২৭

(২নং)

পরম পূজ্যপাদ—

শ্রীযুক্ত—"গৌড়ীয়" সম্পাদক মহোদয়—

পরম পূজ্যপাদেষু—

অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ ভূমিষ্ঠ দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বিকেয়ম্—

মহাত্মন্! বিগত ২৪।২৫ পৌষ শনিবার ও রবিবার দিবসদ্বয় মেদিনীপুর জেলান্তর্গত কুলগেড়্যা নামক গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় ভূঞা মহাশয়ের আন্তরিক যত্নে স্থানীয় উচ্চ প্রাইমারী স্কুল গৃহে একটী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় বহু শ্রদ্ধাবান শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডীস্বামী পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবৈভবসাগর মহারাজ বিভিন্ন অপর সম্প্রদায়ের কুমত শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা খণ্ডন পূর্ব্বক কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের হেয়তা প্রদর্শন পূর্ব্বক শুদ্ধ ভক্তিই যে জীবের আত্মার ধর্ম্ম, তাহা অতি সুন্দর ভাবে সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় সর্ব্বসাধারণের নিকট বক্তৃতামুখে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ নির্ম্মল বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে সবিশেষ তথ্য সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করতঃ এতদ্দেশপ্রচলিত ব্যভিচারসম্পন্ন বিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের হেয়তা ও অসারতা সর্ব্বসাধারণের উপলব্ধি করাইয়াছেন। আমরা এতকাল বাহিরের বেশকেই বৈষ্ণবতা জানিতাম কিন্তু সন্ন্যাসী মহারাজের শ্রীমুখ হইতে শাস্ত্রের প্রমাণদ্বারা জ্ঞাত হওয়া গেল যে বৈষ্ণবধর্ম্ম বাহিরের বেশ নয় উহা আত্মার ধর্ম্ম। প্রচারকগণের শ্রীমুখে সুললিত অমৃতময় হরিনাম সংকীর্ত্তন শ্রবণে বহু ব্যক্তির কল্মষ নাশ হইয়াছে। আমি স্বামিজীর নিকট আমার সন্দেহ নিরসন জন্য কয়টী প্রশ্ন করিয়াছিলাম। স্বামিজী শাস্ত্রযুক্তিমূলে কয়টী প্রশ্নের সুন্দর সদুত্তর দান করিয়াছেন।

১ম প্রশ্ন। এতদ্দেশে মন্ত্র গ্রহণকালে শিষ্য গুরুদেবের চরণে তুলসী দান করেন, তাহা কর্ত্তব্য কি না?

২য় প্রশ্ন। প্রেত শ্রাদ্ধবাসরে বৈষ্ণব বেশ ও নামধারী আমিষভোজী ব্যক্তিগণ ভোজন করেন না, কিন্তু তৎপর দিবস এ সমস্ত খাদ্যের অবশিষ্ট অংশ স্বচ্ছন্দে আহার করেন, তাহা কর্ত্তব্য কি না?

ত্রিদণ্ডীস্বামিজীর উত্তর—

১। কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীতুলসীদেবীকে অর্থাৎ পরম-বৈষ্ণবীকে কোনও 'গুরু'পদবাচ্য ব্যক্তি কখনও শিষ্যদ্বারা নিজ পাদমূলে সংস্থাপন করাইবার চেষ্টা রূপ পাষণ্ডতার প্রশ্রয় প্রদান করিয়া শিষ্যগণের সহিত নিজকে নরকপথের পথিক করেন না। স্বামিজী অনেক শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা ইহা সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করেন।

২। বৈষ্ণব মহাপ্রসাদ ব্যতীত কখনও অনিবেদিত কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন না। কর্ম্মজড়—স্মার্ত্তমতে রাক্ষস কর্ত্তৃক গৃহীত প্রেত শ্রাদ্ধ বাসরাদিতে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কখনও যোগ দান করেন না বা ঐ সকল ব্যক্তিগণের কখনও সঙ্গ করেন না। বিদ্ধ বৈষ্ণবদিগের শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মকাণ্ডান্তর্গত অর্থাৎ উহা শ্রীসাত্বত স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস বা সৎক্রিয়াসারদীপিকানুমোদিত নহে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দে, সাং মেট্যাল্, পোঃ নারায়ণগড়, জেলা মেদিনীপুর, সন ১৩৩৩,২৬ পৌষ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৫ই মাঘ ১৩৩৩, ২৯শে জানুয়ারী ১৯২৭ | ২৪শ সংখ্যা

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ২৩শ সংখ্যার পর]

ভাগবত শুনি যার রামে নাহি প্রীত।
বিষ্ণুবৈষ্ণবের পথে সে জন বর্জ্জিত॥
ভাগবত যে না মানে সে যবন সম।
তার শাস্তা আছে জন্মে জন্মে প্রভু যম॥
(চৈঃ ভাঃ আ ১।৩৮-৩৯)

জ্ঞানবন্ত তপস্বী আজন্ম উদাসীন।
ভাগবত পড়ান তথাপি ভক্তিহীন॥
ভাগবতে মহা অধ্যাপক লোকে ঘোষে।
মর্ম্ম-অর্থ না জানেন ভক্তিহীন-দোষে॥
জানিবার যোগ্যতা আছয়ে কিছু তান।
কোন অপরাধ নাহি কৃষ্ণ সে প্রমাণ॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২১।৮-১০)

কোপে বলে প্রভু,—বেটা কি অর্থ বাখানে।
ভাগবত-অর্থ কোন জন্মেও না জানে॥
এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার।
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার॥
সব-পুরুষার্থ-ভক্তি ভাগবতে হয়।
প্রেমরূপ ভাগবত চারি বেদে কয়॥
চারিবেদ—দধি, ভাগবত—নবনীত।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিৎ॥

মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত।
ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব অভিমত॥
প্রভু, মোর দাস আর গ্রন্থ-ভাগবতে।
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভালমতে॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২১।১৩-১৮)

মহাচিন্ত্য—ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা তপঃ প্রতিষ্ঠায়॥
'ভাগবত—বুঝি', হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বরবুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ—ভক্তিসার॥
সর্ব্বগুণে দেবানন্দ পণ্ডিত সমান।
পাইতে বিরল বড় হেন জ্ঞানবান্॥
সে সব লোকের যথা ভাগবতে ভ্রম।
তাতে যে অন্যের গর্ব্ব তার শাস্তা যম॥
ভাগবত পড়াইয়া কারো বুদ্ধিনাশ।
নিন্দে অবধূত চাঁদে জগৎনিবাস॥

*　*　*　*

অক্ষরে অক্ষরে ভাগবত প্রেমময়।
(চৈঃ ভাঃ ম ২১।২৩-২৮,৫৯)

(ক্রমশঃ)

গৌরনাগরী রসতত্ত্বান্ধ কেন ?

বেদান্তভাষ্য বলেন, 'অদভ্র-চক্ষু' দ্বারাই অধোক্ষজ শ্রীভগবানের 'সুদুর্দ্দর্শরূপ' উপলব্ধির বিষয় হয়। লৌকিক দৃষ্টান্তেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, 'চোকে চাল্‌শে' পড়িলে মানুষ এক দেখিতে আর এক দেখিয়া ফেলে। ঐরূপ চক্ষুতে সুস্পষ্ট অক্ষরগুলিও অস্পষ্টের ন্যায় প্রতিভাত হওয়ায় পাঠক 'ষষ্টি' শব্দকে 'যষ্টি', 'রাম'কে 'বাম', 'বাহুকে, 'রাহু', 'বেণুকে' 'রেণু' 'ভাগবত'কে 'ভাগরত' রূপে পাঠ করিয়া থাকেন এবং শব্দের প্রকৃত উদ্দিষ্ট বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়া নিজের করণাপাটব-দোষদুষ্ট প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদ্দিষ্ট বিষয়কেই প্রকৃত উদ্দিষ্ট বিষয় বা সত্য বলিয়া ধারণা করেন। এরূপ অবস্থায় পাঠক কখনও বা 'ষষ্টি'কে 'যষ্টি' পাঠ করিয়া উহা প্রহারের সামগ্রী বিশেষ জ্ঞানপূর্ব্বক তাহা হইতে ভয়ে বিহ্বলিত হন, কখনও 'রাম'কে 'বাম' পাঠ করিয়া শ্রীরামের প্রতি 'বাম' অর্থাৎ বিমুখ হইয়া পড়েন ইত্যাদি। তাই বেদান্তভাষ্য তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের উপলব্ধি-যোগ্যতায় অদভ্রচক্ষু বা দিব্য জ্ঞানের আবশ্যকতার ডিণ্ডিম ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু দৈবী মায়ার কি মহীয়সী শক্তি যে, অনেক সময় আমরা সুদুর্দ্দর্শ-রূপ-দর্শন-যোগ্য প্রেমাঞ্জন-চ্ছুরিত দৃষ্টিকে প্রাকৃতরূপ-দর্শন-যোগ্য দিব্য দৃষ্টির সহিত সমান জ্ঞান করিয়া বসি। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জ্জুনের স্বাভাবিকী অদভ্রদৃষ্টি হইতে ভিন্ন দেব-বপু বা প্রাকৃত-বিরাট্‌রূপ-দর্শনের উপযোগিনী যে দৃষ্টিকে গীতায় 'দিব্যদৃষ্টি' বলিয়া উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে প্রকৃতি-জন-সমূহ বিভ্রান্ত হইয়া প্রাকৃত বিরাট্‌ বা বিশ্বরূপেরই মাহাত্ম্য অধিক বিবেচনা পূর্ব্বক ভগবৎস্বরূপ দর্শন হইতে বঞ্চিত হন। সন্দর্ভকার ঐ সকল ব্যক্তির উক্তিকে 'বাল-কোলাহল' বলিয়া অভিধান করিয়াছেন।

গৌরনাগরীরও ঐরূপ ভ্রম উদিত হইয়াছে। গৌর-নাগরী জড়ভেদ ও জড়-অভেদ-জ্ঞানোপহত দৃষ্টি দ্বারা 'শ্রীললিতমাধবে'র তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়াছেন।

উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি—এই সকল লিঙ্গ দ্বারা শাস্ত্রতাৎপর্য্য উপলব্ধি হয়। 'শ্রীললিতমাধব' নাটকের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হইলেও উক্ত লিঙ্গ সমূহ উপেক্ষণীয় নহে। শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত এবং চিদ্বিলাসরসতত্ত্বের সুসূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যসমূহ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে বিদ্বৎপ্রতীতির আবশ্যক। 'ললিত মাধব' নাটককার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে নির্ণয় করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ও নারায়ণে শিববিরিঞ্চ্যাদির ন্যায় বস্তুতত্ত্বগত কোন ভেদ না থাকিলেও স্বাংশগত ভেদ এবং রসগত বৈশিষ্ট্য আছে। আবার শ্রীকৃষ্ণ ও বাসুদেব বস্তুতত্ত্ব-বিচারে অভিন্ন হইলেও "গোবিন্দের মাধুরী দেখি' বাসু-দেবের ক্ষোভ" (চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ) উদিত হয়। সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও বৈদগ্ধ্য—এই বিলাস-চতুষ্টয় নন্দনন্দনেই অধিক উল্লাসবিশিষ্ট। ঐশ্বর্য্যমাধুরী, ক্রীড়ামাধুরী, বেণু-মাধুরী ও শ্রীবিগ্রহমাধুরী একমাত্র গোপীজন-বল্লভ গোপেন্দ্র-নন্দনেই সুষ্ঠুরূপে বিরাজিত। (লঘুভাঃ পূঃ ১৮৫ শ্লোকের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। ললিতমাধবকার সংক্ষেপভাগবতা-মৃতে আরও বলেন যে, মূলসঙ্কর্ষণ, মহাসঙ্কর্ষণ, কারণার্ণব-শায়ী, গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরাব্ধিশায়ী ও শেষ—একতত্ত্ব হইলেও বা ব্রজস্থ শ্রীবলদেব ও পুরস্থ শ্রীবলদেব একতত্ত্ব হইলেও তাঁহাদিগের লীলাবিলাস, অভিমানাদির তারতম্য আছে। 'ব্রজে গোপভাব রামের, পুরে ক্ষত্রিয় ভাবন'। 'বর্ণ-বেশ ভেদ তা'তে বিলাস তা'র নাম।' এবং 'কারণাব্ধি-গর্ভোদক-ক্ষীরোদকশায়ী। মায়াদ্বারে সৃষ্টি করে তা'তে সব মায়ী॥'—এই সকল চরিতামৃতোক্ত বাক্যই তাহার প্রমাণ। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর কোথায়ও বা 'অনন্ত' বা 'শেষ'কেই শ্রীনিত্যানন্দ, কোথায়ও বা সহস্রশীর্ষ গর্ভোদকশায়ীকেই তাঁহার অভীষ্টদেব শ্রীনিত্যানন্দ, কোথায়ও বা রুদ্রান্তর্যামী বৈকুণ্ঠস্থ মহাসঙ্কর্ষণকেই মূল সঙ্কর্ষণ বা শ্রীনিত্যানন্দরূপে, আবার কোথায়ও বা পরতত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দরকে গর্ভোদকশায়ি-রূপে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রথম পরিচ্ছেদে এবং পঞ্চম পরিচ্ছেদে ঐ সকল বাক্যের সমাধান করিয়াছেন। অব-তারীর দেহে যে প্রকার অবতারের স্থিতি, অংশীতে যে প্রকার অংশ প্রবিষ্ট, তদ্রূপ অংশেতেও অংশী বিরাজিত। সন্দর্ভে শ্রীমজ্জীব গোস্বামিচরণ শ্রীকৃষ্ণের কেশাবতারত্ব-খণ্ডন মুখে বিষ্ণুপুরাণের বিরোধ সমাধান করিতে গিয়া "তদীয়য়োরপি তয়োবনিরুদ্ধেঽভিব্যক্তিশ্চ যুজ্যত এব।

অবতারি-তেজোঽন্তর্ভূতত্বাদবতারস্ত।" অর্থাৎ বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণ—এই উভয়ের তেজ শ্রীঅনিরুদ্ধে প্রকাশিত থাকা নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত; কারণ অবতার, অবতারীর তেজেরই অন্তর্ভুক্ত থাকেন। এই সকল বিচার হইতে জানা যায় যে, অংশকেও অনেক সময় অংশীর সহিত অভিন্ন জ্ঞানে তাঁহাদের অভেদোক্তি করা হয়। 'প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় অপ্রাকৃত বিষ্ণুতত্ত্বে ভেদ' ধারণা করিয়া পাছে মূঢ় লোক অপরাধে পতিত হয়, এই জন্য শাস্ত্রকারগণ অনেক সময় অনন্তপ্রকাশ বা বিলাসবিগ্রহ-সমূহের স্বয়ংরূপের সহিত অভেদোক্তি করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত এবং সাত্বত-শাস্ত্রবেত্তা মাত্রই ইহা বিশেষরূপে জানেন। শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি পরব্যোমাধিপতি নারায়ণে বা স্বয়ং-প্রাভব-প্রকাশ-মূর্ত্তি মথুরেশ দ্বারকেশ বাসুদেব কখনই গোপিকার চিত্ত আকর্ষণ করেন না। শ্রীললিতমাধবের বাক্যই তাহার প্রমাণ।

"আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুত-রুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি॥

কি আশ্চর্য্য! পশুপেন্দ্রনন্দন বিশালভুজচতুষ্টয়ে শোভমান নারায়ণমূর্ত্তি প্রকটিত করিলেও তাহাতে গোপীগণের রাগোদয় সঙ্কুচিত হয়।

পুনরায় ৭ম অঙ্কে শ্রীরাধা বকুলাকে বলিতেছেন,—

যস্যোত্তংসঃ স্ফুরতি চিকুরে কেকিপুচ্ছপ্রণীতো
হারঃ কণ্ঠে বিলুঠতি কৃতঃ স্থূলগুঞ্জাবলীভিঃ।
বেণুর্বক্ত্রে রচয়তি রুচিং হন্ত চেতস্ততো মে
রূপং বিশ্বোত্তরমপি হরের্নান্যদঙ্গীকরোতি॥

যাহার কেশকলাপে ময়ূরপুচ্ছরচিত চূড়া শোভা পাইতেছে, যাহার কণ্ঠে স্থূলগুঞ্জাবলীদ্বারা গ্রথিত হার দোলিত হইতেছে, যাহার বদনকমলে বেণু বিরাজ করিতেছে, হায়! সেই রূপ ভিন্ন হরির অন্য কোনও অলৌকিক রূপকে আমার চিত্ত অঙ্গীকার করিতে অভিলাষ করে না।

পুনরায় বকুলার প্রতি শ্রীরাধার উক্তি,—

শাস্তা দ্বারবতীপতি স্ত্রিজগতীং সৌন্দর্য্যপর্য্যাচিতঃ
কিন্নস্তেন বিরম্যতাং কথমসৌ শাপান্নিরজ্ঝাপ্যতে।
যুষ্মাভিঃ স্ফুটযুক্তি-কোটি-গরিম-ব্যবহারিণীভির্বলা
দাক্রোষ্টুং ব্রজরাজনন্দন-পদাম্ভোজান্ন শক্যা বয়ম্॥

দ্বারকাধীশ সৌন্দর্য্যকদম্বে পরিপূর্ণ হইয়া ত্রিলোক শাসন করিতেছেন, করুন; সেই দ্বারকানাথে আমার কোন প্রয়োজন নাই। ক্ষান্ত হও, কেন আর ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতেছ! তোমরা স্পষ্টরূপে কোটি কোটি গুরুতর যুক্তি-যুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিলেও ব্রজ-রাজ-নন্দনের পদ-কোকনদ হইতে আমাকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন, (চৈঃ চঃ আ ৪।৭৪-৭৭)—

"কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর॥
ব্রজাঙ্গনা রূপ, আর কান্তাগণ-সার।
শ্রীরাধিকা হইতে কান্তাগণের বিস্তার॥
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
অংশিনী রাধা হৈতে তিনগণের বিস্তার॥
বৈভবগণ যেন তাঁ'র অঙ্গবিভূতি।
বিম্ব প্রতিবিম্বরূপ মহিষীর ততি॥
লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব-বিলাসাংশরূপ।
মহিষীগণ প্রাভব-প্রকাশ স্বরূপ॥"

শ্রীমতী রাধিকাই সর্ব্বকান্তাশিরোমণি সর্ব্বলক্ষ্মী; অতএব অংশিনী রাধা হইতেই বিম্বপ্রতিবিম্বরূপে মহিষীগণের বিস্তৃতি। মহিষীগণ তাঁহার প্রাভব-প্রকাশ-স্বরূপ; সুতরাং সত্যভামা শ্রীরাধার প্রাভব প্রকাশ। সত্যভামা-পতি ক্ষত্রিয়াভিমানী দ্বারকেশ বাসুদেব স্বয়ংরূপ-শ্রীকৃষ্ণের প্রাভব-প্রকাশ-বিগ্রহ। অংশিনীর গুণ অংশে বর্ত্তমান থাকায় অংশকে অংশিনীর সহিত অভিন্ন বলিয়া উক্ত হইতে পারে; কিন্তু ভগবচ্ছক্তির তারতম্য ও উপাসনা-গত বৈচিত্র্য স্বীকার না করিলে নির্ব্বিশেষ অহংগ্রহোপাসনাই হইয়া পড়ে। অতএব 'তটস্থবিচারে অংশী ও অংশ মধ্যে কোনও ভেদ নাই, বা রসগত কোন তরতমতা নাই',—এইরূপ বিচার সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ।

বিশ্লেষণকারী বলেন,—"শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে যদি সত্যভামারূপে স্বীকার করা হয়,—তবে ত' তিনি সাক্ষাৎ বৃষভানুনন্দিনী। সত্যভামা দেবীকে শ্রীমতী রাধিকার প্রকাশ বা বিলাস বলিবারও শক্তি নাই। তিনি সাক্ষাৎ রাধিকা।" বিশ্লেষণকারীর উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত অর্থাৎ সত্যভামা সর্ব্বাংশে শ্রীমতীর সহিত এক, সত্যভামাই সাক্ষাৎ

রাধিকা; এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে নিম্নলিখিত বাক্যগুলির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়।

(১) সত্যভামার সহিত শ্রীমতী রাধিকার সর্ব্বাংশে ঐক্য স্থাপিত হইলে দুই জন রাধিকা স্বীকার করিতে হয়, আর যদি দুই জন রাধা স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে একেকে অন্যের মুখ্য প্রকাশ বলিতে হয়; মুখ্য প্রকাশ বলিলে একের সহিত অন্যের স্বরূপ, ভাব, বর্ণ, বেশ, আকৃতি সমস্তই এক হইয়া পড়ে। তাহা হইলে বৃন্দাবনলীলা ও পুরলীলায়, শ্রীরাধা ও সত্যভামা প্রমুখ গোপী ও মহিষীবৃন্দের ভাববৈশিষ্ট্য-ব্যঞ্জক বাক্যাবলী তথা গোপী ও মহিষী, পারকীয় ও স্বকীয়, সমর্থা ও সমঞ্জসা, রতি, রূঢ় ও অধিরূঢ় মহাভাব, কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা লক্ষণা ব লয়া শব্দগুলি রসশাস্ত্র হইতে উঠাইয়া দিতে হয়, নতুবা উহাদিগকে অনিত্য আলঙ্কারিক শব্দমাত্র প্রতিপন্ন করিতে হয়। "গোপী-দ্বারে লক্ষ্মী করে কৃষ্ণ-সঙ্গাস্বাদ" (চৈঃ চঃ ম ৮৮১৫০)—মহাপ্রভুর এই উক্তি হইতে উপলব্ধি হয় যে, শ্রীসত্যভামা স্বীয় মহিষীস্বরূপে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবামাধুরী আস্বাদনে অসমর্থা।

(২) "অনয়ারাধিতো নূনং" (ভাঃ ১০।৩০।২৮) "রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ" (গীতগোবিন্দ ৩।১) প্রভৃতি বাক্যের উদ্দিষ্ট পাত্রী কি সত্যভামা? যদি বিশ্লেষণকারীর মতানুসারে সত্যভামাই হন, তাহা হইলে সত্যভামা সর্ব্ব গোপী অপেক্ষা—"রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে, প্রেমে সর্ব্বাধিকা" (চৈঃ চঃ আ ৪।২০৪)। এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলে "যাঁহার (শ্রীরাধার) সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা" (চৈঃ চঃ ম ৮।১৮৩) বাক্য এবং পুরাণ ও গোস্বামি-শাস্ত্রের শত সহস্র স্থানে সত্যভামাদি মহিষীবর্গ হইতে গোপীগণের শ্রেষ্ঠতা, গোপীগণের মধ্যে আবার শ্রীরাধার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা অর্থাৎ অসমোর্দ্ধত্বসূচক বাক্যাবলি কি অর্থবাদ মাত্র?

(৩) 'দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ—পূর্ণ, মথুরায়—পূর্ণতর, ও গোকুলে—পূর্ণতম' ;—এই সকল কথারই বা সার্থকতা কি? "ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত" (চৈঃ চঃ আ ৪।১৭) প্রভৃতি বাক্যের সার্থকতা কি?

(৪) শ্রীভাগবতামৃতাদি গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় সত্যভামাদি মহিষীগণের দ্বারা সেবিত হইয়াও সর্ব্বদাই শ্রীমতী রাধিকার নাম উচ্চারণ ও তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়া নানাপ্রকার বাক্যাবলি উচ্চারণ করিতেন, সত্যভামাই রাধিকা হইলে আবার সত্যভামার সম্মুখেই শ্রীকৃষ্ণের ভিন্নভাবে রাধিকার জন্য ব্যাকুল হইবার কারণ কি?

(৫) দ্বারকাতে কোন দিবস সত্যভামা মানাগারে প্রবেশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলেন যে, তিনি শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের প্রেমবশ, তাঁহাদের জন্য তিনি সত্যভামা প্রভৃতি মহিষীগণকে পরিত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত নহেন, শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ উক্তিরই বা সার্থকতা কি?

(৬) সত্যভামা মানাগারে প্রবেশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলেন আর শ্রীমতীর প্রতি তিনি—"দেহি মে পদপল্লবমুদারম্" এবং "প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন। বেদস্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন" ॥ প্রভৃতি বাক্য বলেন কেন?

(৭) শ্রীললিতমাধবকার শ্রীরূপপাদ ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে ভজনের মধ্যে কতকগুলি ভজনকে 'তদ্ভাবময়,' কতকগুলিকে 'তদ্ভাবসম্বন্ধী,' কতকগুলিকে 'তদ্ভাবানুকূল, কতকগুলিকে 'তদ্ভাবাবিরুদ্ধ, এবং কতকগুলিকে 'তদ্ভাব-প্রতিকূল' বলিয়াছেন। দ্বারকাধ্যানাদি ও রুক্মিণ্যাদি পূজাদিকে 'তদ্ভাব-প্রতিকূল' বলিয়া রাগানুগ ভক্তগণের বর্জ্জনীয়, শ্রীল রূপপাদের এরূপ উক্তির সার্থকতা কি?

(৮) শ্রীল রূপপাদের ললিতমাধব নাটক লিখিবার সময়—"কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে। ব্রজ ছাড়ি' কৃষ্ণ কভু না যান কাহাতে॥ (চৈঃ চঃ অন্ত্য ১ম)

"কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি" ॥

—শ্রীরূপের প্রতি উপরি-উক্ত উক্তির তাৎপর্য্য এবং স্বপ্নে শ্রীরূপকে সত্যভামা দেবীর দর্শনদান, ব্রজলীলা ও পুরলীলা-ঘটনা পৃথগ্‌ভাবে গ্রথিত করিয়া নাটক লিখিবার উপদেশ এবং শ্রীসত্যভামা দেবীর ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীল রূপের ব্রজলীলা ও পুরলীলা পৃথগ্‌ভাবে বর্ণন করিবার সঙ্কল্প প্রভৃতির সার্থকতাই বা কি?

(৯) শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর নিম্নলিখিত উক্তিরই বা সমাধান কি?—

বয়মিহ কিল ভার্য্যা নামতো বস্তুতঃ স্যুঃ।
পশুপযুবতি-দাস্যোঽপ্যস্মদস্য প্রিয়াস্তাঃ॥
(১মঃ পণ্ড ৬ষ্ঠ অঃ ৫৩)

যা ভর্ত্তৃপুত্রাদি বিহায় সর্ব্বং
লোকদ্বয়ার্থাননপেক্ষ্যমাণাঃ।
রাসাদিভিস্তাদৃশ-বিভ্রমৈস্ত-
দ্রীত্যা ভবাংস্তত্র তমনমার্দ্দাঃ॥

তাস্বেতস্য হি ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সুত-পৌত্রাগার-কৃত্যাদিষু
ব্যগ্রাভ্যোঽস্মদপাদরৈঃ পতিতয়া সেবাকারীভ্যোঽধিকঃ।
যুক্তো ভাববরো ন মৎসর-পদং চোদ্দাহভাগ্যো ভবেৎ
সংশ্লাঘ্যোঽপ চ মৎপভোঃ প্রিয়জনাধীনত্বমাহাত্ম্যকৃৎ॥
ততোঽন্যাভিশ্চ দেবীভিরেতদেবানুমোদিতম্।
সাত্রাজিতী পরং মানগেহং তদসহাবিশৎ॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ--
শ্রীমদগোপীজনপ্রাণনাথঃ সকোধমাদিশৎ।
সা সমানীয়তামত্র মুর্গরাজসুতা দ্রুতম্॥

শ্রীভগবানুবাচ—
অরে! সত্রাজিতি! ক্ষীণচিত্তে! মত্তো যথা ত্বয়া।
ক্রিয়তে রুক্মিণী-প্রাপ্ত-পারিজাতাদিহেতুকঃ॥
তথা ব্রজজনেষ্বস্মন্নির্ভর-প্রণয়াদপি।
অবরে! কিং ন জানাসি মাং তদিচ্ছানুসারিণম্॥
কৃতে সর্ব্বপরিত্যাগে তৈর্ভদ্রং যদি মন্যতে।
শপে তেঽস্মিন্ ক্ষণে সত্যং তদৈব ক্রিয়তে ময়া॥
স্তবতা ব্রহ্মণোক্তং যদ্ দ্রুবাক্যং ন ত্বয়া শ্রুতা।
তেষাং প্রত্যুপকারেঽহমশক্তোঽতো মহাঋণী॥

(১ম খণ্ড ৭ম অঃ)

সত্যভামা সপত্নীগণের সহিত বলিতে লাগিলেন,—আমরা কেবল নামে তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) পত্নী, বস্তুতঃ সেই ব্রজবাসিনী গোপযুবতীগণের দাসীগণও আমাদিগের অপেক্ষা তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) অধিক প্রিয়।

রুক্মিণী দেবীর উক্তি—গোপীগণ ইহ ও পরলোকের যাবতীয় সাধ্য ও সাধনে অপেক্ষারহিতা ও সাতিশয় তৃষ্ণাতুরা হইয়া পতিপুত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাসক্রীড়াদি-রূপ অনির্ব্বচনীয় বিলাসাবলি দ্বারা সুগোপ্য রীতিতে অর্থাৎ উপপত্যাকৃত স্বৈরিণীর ন্যায় মধুরভাববিশেষের পারিপাট্য-দ্বারা সেই বৃন্দাবনের নিকুঞ্জকাননাদি স্থানে তাদৃশ অপূর্ব্ব-বেশ-বিভূষিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছিলেন। এই কারণেই তাঁহাদের (ব্রজগোপীদিগের) উপরে মহাপ্রভুর (শ্রীকৃষ্ণের) পরম প্রেম-বিশেষ আমাদের অপেক্ষাও অধিকতর উপযুক্ত। কারণ, আমরা তাঁহার বিবাহিতা পত্নী; কেবল ধর্ম্ম-কর্ম্ম-পুত্র-পৌত্র-গৃহাদিতে ব্যগ্রচিত্তা। 'যেহেতু তিনি আমাদিগকে বিবাহ করিয়াছেন, অতএব তিনি আমাদের পতি',— এই ভাবিয়াই আমরা গৌরবের সহিত তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিয়া থাকি। কিন্তু গোপীদিগের ন্যায় ঐহিক, আমুষ্মিক, অশেষ-অর্থাপেক্ষা-রহিত হইয়া বিশুদ্ধ পরম-প্রেম বিশেষের দ্বারা তাঁহার সেবা করি না। অতএব গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেমবিশেষ, আমাদের মাৎসর্য্যের বিষয় নহে, পরন্তু পরমোৎকৃষ্টজনের সহিত নিকৃষ্টজনের, স্বামিনীগণের সহিত দাসীগণের যেরূপ সাপত্নভাব থাকিতে পারে না, কেবলমাত্র শ্রদ্ধা, সম্যক শ্লাঘাযোগ্যতা ও বশ্যতাদিভাবই থাকে, তদ্রূপ উক্ত ভাবও আমাদিগের মাৎসর্য্যের বিষয় নহে, পরন্তু অত্যন্ত প্রশংস-নীয়ই। কারণ উহা আমাদিগের প্রভুর প্রিয়জনগণের অধীনতা-স্বীকাররূপ মাহাত্ম্যই প্রকাশ করিতেছে। [এই স্থানে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর 'দিগ্‌দর্শিনী' আলোচনা করিলে বিশ্লেষণকারী ব্রজগোপীগণের মধুররস ও মহিষীগণের মধুররস-প্রতিম দাস্যরসের যে পরস্পর পার্থক্য, তথা সত্যভামা ও শ্রীমতী বার্ষভানবীর মধ্যে তারতম্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন, মনে হয়। নিম্নে পাদটীকা দ্রষ্টব্য। *]

---

* "কথন্তাভ্যোঽস্মদ্ধর্ম্মকর্ম্মাদিষু ব্যগ্রাভ্যঃ তত্তদাসক্তাভ্যঃ। অথ অতঃ পতিতয়া স্বামিত্বেন হেতুনা **আদরৈর্গৌরবৈঃ** সেবাকরীভ্যঃ পরিচর্য্যাকর্ত্রীভ্যঃ। যত উদ্বাহভাগ্ভ্যঃ কৃতবিবাহাভ্য ইত্যর্থঃ। এবং গোপীভ্য আত্মনো বৈপরীত্যমুক্তমিত্যাহ। তথা হি তা **ঐহিকামুষ্মিকাশেষার্থাপেক্ষারহিতাঃ বয়ঞ্চ তেষু ব্যগ্রাঃ** তা রাসক্রীড়াদ্যনির্ব্বচনীয়বিভ্রমৈর্ভেজুঃ, বয়ন্তু সেবামাত্র-কারিণ্যস্তত্রাপি পতিতয়া **গৌরবৈঃ ন তু বিশুদ্ধপরমপ্রেম-বিশেষেণ**। তাঃ কদাচিন্নিশি গৃহকোণে নিভৃতমাগত্য লীনস্যাঙ্গ বিচিত্রসঙ্কেতশব্দভঙ্গীং নিশম্য শয়নাদুত্থায় শ্বশ্র্বাদিশঙ্কয়া শনৈঃ শনৈর্দ্বারার্গ-লমীষন্মোচয়িত্বা গৃহান্নিস্সৃত্যাভিমুখে মিলিতমুপলভ্য গাঢ়ালিঙ্গনচুম্বনাদিনা সুখয়ন্তি স্ম। কদাচিদিবাপি সাঙ্কেতিত-যমুনা-নিকুঞ্জাদিগতং কোমলপল্লবপুষ্পশয্যাং

জাম্ববতী প্রভৃতি অন্যান্য মহিষীগণ রুক্মিণীর এই বাক্যের অনুমোদন করিলেন। কেবল সত্রাজিত্তনয়া ব্রজজন-সম্বন্ধে ভগবানের এই সকল কথা সহ্য করিতে না পারিয়া মানাগারে প্রবেশ করিলেন। পরীক্ষিৎ কহিলেন, গোপীজনপ্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের এই কথা শ্রবণ করিয়া সক্রোধে আদেশ করিলেন, মহামূঢ় সত্রাজিৎকন্যা সত্যভামাকে শীঘ্র এই স্থানে আনয়ন কর। (সত্যভামা আগমন করিলে) ভগবান কহিতে লাগিলেন, অরে লঘুচিত্তে সত্রাজিন্নন্দিনি! পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ অমরাপুরীর সুরতরু হইতে একটী পারিজাত পুষ্প আনিয়া দিয়াছিলেন। আমি সেই পুষ্পটি রুক্মিণীকে দিয়াছিলাম বলিয়া তুমি যেরূপ মান করিয়াছিলে, আজ শ্রীরাধিকাদিতে আমার সর্ব্বাতিশায়ী প্রেম থাকাতেও তুমি পুনরায় সেইরূপ মান করিতেছ! রে অবরে, তুমি কি জান না যে, আমি ব্রজজনগণের ইচ্ছানুসারেই সর্ব্বদা চরিয়া থাকি। তুমি, অন্যান্য পত্নীগণ এবং আমার পুত্রসকল অর্থাৎ তোমাদিগের সকলকে পরিত্যাগ করিলেও যদি ব্রজবাসিগণ আপনাদিগের মঙ্গল ভাবেন, তাহা হইলে আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, ইহা সত্য সত্য জানিও যে, এই ক্ষণেই আমি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। ব্রহ্মা আমার স্তব করিতে করিতে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কখনই মিথ্যা নহে। যেহেতু তাহা বৃদ্ধের অর্থাৎ প্রামাণিকের বাক্য। আমি পরমেশ্বর হইয়াও ব্রজবাসিগণের ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ। অতএব আমি তাঁহাদিগের নিকট মহাঋণী—মহাঋণীর ন্যায় চিরকাল পরম বশ্য।

(১০) শ্রীসত্যভামাই যদি শ্রীমতী রাধিকা হন, তাহা হইলে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর ('স্বনিয়মদশকে'র ৩-৪র্থ শ্লোকের) নিম্নলিখিত উক্তিরই বা সার্থকতা কি?—

যে স্থলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অনুপম লীলা ধারাবাহিকরূপে নিরন্তর বর্ত্তমান, সেই ব্রজধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুগ-পরিমিতকাল কৃষ্ণবিরহী হইলেও আমি প্রভূত-ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন যদুপতিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বাক্যের দ্বারাও ক্ষণকালের জন্যও দ্বারকায় যাইব না।

কিন্তু বিরহোন্মাদ বশতঃ শ্রীমতী দ্বারকায় গিয়া শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আলিঙ্গিতা হইয়া শোভা পাইতেছেন,—এই কথা যদি শ্রবণপথগত হয়, তাহা হইলে মন হইতেও অধিক বেগবান্ খগেন্দ্ররাজ যে গরুড়, তাঁহা অপেক্ষাও অধিকতর বেগে ব্রজপুর হইতে উড্ডীয়মান হইয়া উদ্ধত মনে শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করি।

(১১) শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শ্রীশ্রীভজনামৃতের নিম্নলিখিত উক্তিগুলিরই বা সার্থকতা কি?

"কিন্তু বৈকুণ্ঠবিভবে লক্ষ্মীঃ সর্ব্বাধিকারিণী সর্ব্বদেবরত্ন-শিরোভূতা বৈকুণ্ঠনাথস্য পরমপ্রেয়সী বৈকুণ্ঠনাথোঽপি তস্যাং লম্পটঃ। এবং ব্রহ্মাণী ব্রহ্মণঃ, ভবস্য ভবানীতি। কিন্তু অবতারে লক্ষ্মীরূপা জানকী রুক্মিণী চ রাজরাজেশ্বরী বৈভবানুমানানুমানেন ঈশ্বরস্য পরমপ্রেয়সী তস্যাং তস্যানাথোঽপি লম্পটঃ। তস্যাঃ বিলাসবিনোদাবতারেঽপি সর্ব্বনিরপেক্ষভাবেচ্ছা যদা ভবতি তদৈব রাধা-সঙ্গং কুরুতে। * * * রাধাসৌভাগ্যাধিক্যং কিং বর্ণ্যতে, পশ্য! পশ্য! রুক্মিণ্যাদি-সকলমহিষী-সকলসৌভাগ্যবিদোঽপি রাধাভাবং গোপিকাভাবঞ্চ বিলোক্য শ্রীমদুদ্ধবো যথাভূৎ তৎসর্ব্বং শ্রীভাগবতে বেত্থং সকল-মহিষী-ভাবং বিস্মৃতবান্। দাসানাঞ্চাত্মবস্তুজ্ঞানমকিঞ্চনতাং দৃষ্টবান্। স্বয়ং ব্রহ্মণামপি গোকুল গোপীনাং সম্বন্ধে যথোক্তং তদপি বিদিতং। তথা চ শ্রীনারদঃ কদাচিৎ দ্বারকামাগত্য রাধারহস্যং পৃষ্টবান্। তহি স্বয়ং প্রভুঃ কথয়ন্ তদেব ভাবং স্মারং স্মারং প্রেম-বিমোহিতঃ সাদরং নারদং গোকুলং প্রেষয়ামাস। শ্রীনারদস্তু রাধাভাবং বিলোক্য তত্রচ কৃষ্ণভাবং বিলোক্য আত্মানং

ব্রচয়ন্তং পত্রনিপাতাদি শব্দেনাপি প্রিয়তমাগমনমাশঙ্কমানং তদ্বর্ত্ম-নিহিতদৃষ্টিং কালিন্দী-জলাহরণাদি-ব্যাজেন গত্বৈনম রময়ন। কদাচিচ্চ প্রদোষে বেণুনাদ-সঙ্কেতেনোন্মাদিতা মুহুর্ভ্রষ্টদুকূল-কেশা বিপর্য্যস্ত-ভূষণা বেগেন ধাবিত্বা গত্যাবতিষ্ঠাপরস্থাস্য শাঠ্যবচনপরিপাট্যা মহাশোকার্ত্তাঃ কাকুভির্নির্জেষ্টং স্পষ্টং যাচমানাঃ পশ্চাদবতিষ্ঠা ভঙ্গ্যাত্মস্ব-জ্ঞানেন পরমহৃষ্টাঃ পীতবস্ত্রাঞ্চলাদে ধৃত্বা বলাদেনং নিকুঞ্জ-কুহরে সমাকৃষ্য সমতর্পয়ন্নিত্যেবং বিবিধরীত্যা স্বচ্ছন্দমৌপ-পত্যেনাভজন। বয়ন্তু বিবিধ-গৃহীত-পাণয়ো লোকধর্ম্মাদি-পরতন্ত্রা গার্হস্থ্য-ধর্ম্মেণৈব ভজাম ইত্যাদি। অতএবাস্মাকং মৎসর-পদং মাৎসর্য্যবিষয়শ্চ ন ভবতি পরমোৎকৃষ্টৈর্জনৈঃ সহ নিকৃষ্টানাং সাপত্ন্যাযোগাৎ। যথা স্বামিনীভিঃ সহ দাসীনাং। অথচ প্রত্যুত সংশ্লাঘ্যঃ সম্যক্ শ্লাঘাযোগ্য এব।"

বিস্মৃতবান্। রাধাকৃষ্ণঞ্চ সংদৃষ্ট্বা রাধাকৃষ্ণপ্রশংসয়াত্মানঞ্চ প্রেম-বিহ্বলকৃতার্থং মেনে। রুক্মিণ্যাদি-মহিষীনাঞ্চ ভাবস্তথেতি বিচারিতবান্। তথা চ শ্লোকঃ কোঽপি পৌরাণিকঃ—"রত্নচ্ছায়াচ্ছুরিতজলধৌ মন্দিরে দ্বারকায়াং রুক্মিণ্যাপি প্রবলপুলকোদ্ভেদমালিঙ্গিতস্য। বিশ্বং পায়ান্মসৃণযমুনাতীর-বানীর-কুঞ্জে আভীরস্ত্রী নিভৃতচরিতধ্যানমূর্চ্ছা মুরারেঃ" ইত্যচ্চ। যত্র বিলাসবিনোদং লাম্পট্যং বা শ্রীকৃষ্ণ করোতি তত্র তত্রৈব রাধাধ্যানমেব জাগ্রদ্রূপং তেনৈব নির্বৃতঃ। অন্যত্র কার্য্যানুরোধে কপটমৈত্রী জ্ঞাতব্যা।"

"নারায়ণ লক্ষ্মীতে স্বকীয় রমণীবুদ্ধিতে নিতান্ত মুগ্ধ। ব্রহ্মাণীতে ব্রহ্মা এবং ভবানীতে শিবও স্বীয় রমণী বুদ্ধিতে লম্পট। বিলাসম্বাংশ-বিভিন্নাংশে সমস্ত তত্ত্বেই এইরূপ রাধাবতারদিগের স্বকীয় সংস্কৃত বিধিসাধ্য ভাব। অতএব বিলাস-বিনোদাবতারেই সম্বন্ধনিরপেক্ষ, অর্থাৎ স্বকীয় বিধিবদ্ধসঙ্কোচিত ভাবশূন্য, নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়, বিধিগণাতীত রাধাসঙ্গভাব পরিলক্ষিত হয়। রাধাসৌভাগ্যাধিক্য কি আর বর্ণন করিব? দেখুন, দেখুন, উদ্ধব রুক্মিণ্যাদি মহিষীগণের সৌভাগ্য অবগত হইয়াও রাধাভাব ও গোপিকা-ভাব দর্শন পূর্ব্বক যেরূপ আশ্চর্য্য ও মোহিত হইয়াছিলেন, সে সমস্ত ভাগবতে বর্ণিত আছে। উদ্ধব সমস্ত মহিষীভাব ভুলিয়াছিলেন।' স্বীয় দাস্যগত ভক্তিভাবের স্বল্পত্ব দেখিতে পাইলেন। গোকুলগোপীদিগের সম্বন্ধে স্বয়ং ব্রহ্মা যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহাও জ্ঞাতব্য। শ্রীনারদ কখনো দ্বারকায় গিয়া রাধারহস্য জিজ্ঞাসা করিলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাহা বলিতে বলিতে রাধাভাব স্মরণ পূর্ব্বক প্রেমে বিমোহিত হইয়া সাদরে নারদকে গোকুলে পাঠাইলেন। নারদ তথায় রাধাভাব দেখিয়া ও কৃষ্ণভাব আলোচনা পূর্ব্বক আপনাকে ভুলিয়া গেলেন। রাধাকৃষ্ণকে সম্যক দর্শন করতঃ রাধাকৃষ্ণ-প্রশংসায় প্রেমবিহ্বল হইয়া আপনাকে কৃতার্থ মানিলেন। তখন রুক্মিণ্যাদি ('আদি' শব্দে সত্যভামাও গৃহীত হইয়াছেন) মহিষীভাবও বিচার করিয়া দেখিলেন। তাহাতে এই পৌরাণিক শ্লোকটী বিদ্যমান,—রত্নকান্তি-প্রতিফলিত সমুদ্রমধ্যস্থিত দ্বারকার মন্দিরে রুক্মিণী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত প্রবল-পুলকোদ্ভেদ-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের স্বচ্ছ যমুনাতীরস্থ বানীর-কুঞ্জে আভীর-রমণীগণের নিভৃত চরিত ধ্যান পূর্ব্বক যে মূর্চ্ছা হয়, তাহা এই বিশ্বকে পালন করুন। তাৎপর্য্য এই যে, সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠ-লক্ষ্মীর স্বকীয় রসালিঙ্গনে কৃষ্ণের ততদূর রসোদয় হয় না, যতদূর ব্রজগোপীদিগের সঙ্গে হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম এই যে, গোলোকস্থ ব্রজে যে স্বতন্ত্র রাধাকৃষ্ণ-লীলা তাহা গোলোকের অন্য রসোদিত-ভাবোপযোগী পীঠে অনুভূত হয় না। তাহা গোলোকের নিভৃত ব্রজবনে নিত্য স্বতন্ত্র-স্বচ্ছন্দ-শৃঙ্গার-রস অমিশ্রিতরূপে দেদীপ্যমান। শ্রীকৃষ্ণ যেখানে বিলাস-বিনোদ বা লাম্পট্য করেন, সেই সেই স্থানেই তিনি রাধাধ্যানে জাগদ্রূপে নির্বৃত হন। অন্যত্র কার্য্যানুরোধে যতপ্রকার মৈত্রী যে সমস্ত কপটমৈত্রী প্রকাশ করেন, তাহাই জ্ঞাতব্য।"

(শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের অনুবাদ)

আচার্য্য-গোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত হইতে জানা যায় যে, দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল-লীলা তিনটীই নিত্য-বৈশিষ্ট্যযুক্তা নিত্যলীলা। অপ্রকট লীলার প্রপঞ্চ-প্রকাশই ভৌমলীলা। গোলোকস্থ অপ্রকট লীলাই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ, ইহা সিদ্ধান্তিত হইলে অপ্রকট লীলার ন্যায় প্রকট-লীলার দ্বারকা, মথুরা ও গোকুললীলা নিত্যা, এবং অপ্রকট-লীলারই অনুরূপ জানিতে হইবে। কেবল ভৌমলীলায় যে সকল মায়া-প্রত্যায়িত অংশ (যথা,—যশোদার সূতিকাগৃহ গৃহে বৃদ্ধা-বস্থায় গোপীগণের গুণময় দেহত্যাগ প্রভৃতি) লক্ষিত হয়, তাহা গোলোক-বৃন্দাবনের অপ্রকট লীলায় নাই। এই জন্যই শ্রীজীব গোস্বামিচরণ ভৌম লীলাকে 'যোগমায়া-প্রকটিতা' বলিয়াছেন, অপ্রকট লীলায় ব্রজ হইতে কৃষ্ণের গমনাগমন নাই, প্রকট-লীলায় কৃষ্ণের ব্রজ হইতে গমনাগমন প্রভৃতি ব্যাপার যাহা লক্ষিত হয়, তাহা যোগমায়া দ্বারাই সাধিত। প্রকট-লীলায় যে যোগমায়াকৃত গমনাগমনরূপ ব্যাপার তাহা কেবল সম্ভোগের পুষ্টি সাধন-কল্পেই জানিতে হইবে। অপ্রকট লীলায় কৃষ্ণেচ্ছামাত্রেই কৃষ্ণবিরহভাব দীর্ঘ স্বপ্নের ন্যায় গোপীগণের অনুভূতির বিষয় হইয়া সম্ভোগের পুষ্টি সাধন করে। কিন্তু তাহা দুর্লক্ষ্য ও অচিন্ত্য।

অধুনা 'শ্রীললিতমাধবে'র তাৎপর্য্য বিচার্য্য। 'ললিত-মাধবে'র তৃতীয় অঙ্কে যে শ্রীরাধার সূর্য্যানন্দিনী কালিন্দীর জলে প্রবেশ এবং ষষ্ঠ অঙ্কে যে সূর্য্যদেব কর্ত্তৃক শ্রীরাধার 'সত্যভামা' নামকরণ পূর্ব্বক সত্রাজিৎকে সমর্পণ এবং সূর্য্যপত্নী 'সংজ্ঞা'র প্রার্থনায় তদীয় পিতা বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক দ্বারকায় 'নববৃন্দাবন' আবিষ্কার প্রভৃতি কার্য্য তাহা প্রপঞ্চলীলাগত

মায়াপ্রত্যায়িত ব্যাপার, ইহা শ্রীললিতমাধবের উপক্রম, উপসংহার ও অভ্যাস প্রকরণের বাক্যাবলি তথা শ্রীল জীবপাদের এবং গোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত হইতেই স্পষ্ট অনুভূত হইবে। যথা—শ্রীললিতমাধবে ৬ষ্ঠ অঙ্কে—

নারদঃ। সংজ্ঞায়া বিজ্ঞাপনাদেব তৎপিত্রা শিল্পাচার্য্যেণ নববৃন্দাবনং দ্বারবত্যামাবিষ্কৃতং।

শ্রীনারদ শ্রীউদ্ধবকে কহিলেন, সূর্য্যসহধর্ম্মিণী সংজ্ঞার প্রার্থনানুসারেই তাঁহার (সূর্য্যপত্নীর) পিতা শিল্পাচার্য্য বিশ্বকর্ম্মা দ্বারকায় নববৃন্দাবন আবিষ্কার করিয়াছেন। পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ-উক্তিতেও দৃষ্ট হয়, (৭ম অঙ্ক)—

আকল্পি সুরশিল্পিনা পরিকলয্য মায়াময়ী
স্থথায় মম রাধিকা রুচিরমত্র বৃন্দাবনে
ভবেদিহ কুতস্থলী নগরনীতিভির্দুর্গমে
মমান্তরবরোধনে কথমু তদীয় সম্ভাবনা॥

[টীকা—মায়াময়ী—মায়াকৃতা, মায়া তু দুর্ঘট-ঘটনা-কারিণী শক্তিঃ।]

নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, বিশ্বকর্ম্মা বিচার পূর্ব্বক এই মনোজ্ঞ বৃন্দাবনে আমার সুখতাৎপর্য্যার্থই দুর্ঘট-ঘটনা কারিণী শক্তি দ্বারা এই স্থানে শ্রীরাধার আবির্ভাব করাইয়াছে, নতুবা দুর্গপরিবেষ্টিত দ্বারকাপুরীস্থ মদীয় অন্তঃপুরে শ্রীরাধার স্থিতি কোথায়?

এই স্থানে "বিশ্বকর্ম্মরচিত" পদের উল্লেখ থাকায় শ্রীল জীব গোস্বামি চরণের নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য—"তথা রচনং বিশ্বকর্ম্মণঃ তস্যোঃ প্রকট-লীলায়াঃ প্রাপঞ্চিকমিশ্রত্বাৎ।" (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ)। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবদ্ধাম তদ্রূপ-বৈভব, তাহা অসৃজ্য; প্রকট-লীলায় প্রাপঞ্চিক ভাব মিশ্রিত আছে বলিয়াই বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা রচিত প্রভৃতি বাক্যের প্রয়োগ।

যদি গ্রন্থের তাৎপর্য্য পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তানুযায়ী গৃহীত না হইয়া তাৎপর্য্যান্তরের কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রের একদেশ-দর্শন-জন্য মূল গ্রন্থের ও তাহার সহিত অন্যান্য শাস্ত্র-বাক্যের বিরোধ, এবং প্রকটাপ্রকট-লীলা-দ্বয়ের অসমন্বয় প্রভৃতি বহুবিধ বিরুদ্ধভাব উপর্য্যুপরি এককালে আসিয়া উপস্থিত হইবে।

গ্রন্থের উপক্রমে দৃষ্ট হয়;—গার্গী। (স্বগতং) শ্রুতং ময়া তত মুখাদো ক্ষং চন্দ্রভানুপ্রভৃতীনাং কন্যকা ভীষ্মকপ্রভৃতীনাং কন্যকা এক তত্ত্বা অপি বিগ্রহাদীভিঃ ভিন্না জ্ঞেয়া। তা বাঢ় মেক বিগ্রহতা সম্বিতাণং মায়াএ চ্চেঅ পরব্ধিদং।

গার্গী স্বগত কহিলেন,—আমি পূর্ব্বে পিতৃ-প্রমুখাৎ শ্রুত হইয়াছিলাম যে, চন্দ্রভানু প্রভৃতি গোপগণের কন্যাগণ ভীষ্মকাদির কন্যাগণের সহিত এক তত্ত্ব হইলেও তাঁহাদের মধ্যে বপুগত ভেদ বর্ত্তমান এবং ইঁহাদের এক বিগ্রহতা মায়ার দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছে।

পুনরায় ৫ম অঙ্কে নারদের স্বগত বাক্য—নন্বেতাঃ পুরব্রজরমণ্যঃ সমানতত্ত্বা অপি **বিগ্রহাদিভিন্না এব। মধ্যে তু মায়য়া পরমাভিন্নাঃ কৃতাঃ।** সম্প্রতি ব্রজ এব তা ব্রজরমণ্যঃ প্রেমমূর্চ্ছিতা বর্ত্তন্তে। কিন্তু যোগমায়য়ৈব বিপ্রয়োগেপি প্রিয়সঙ্গ-সুখ-সঙ্গমনায় তত্রৈবাচ্ছাদ্য পুররমণীষু চাভেদাভিমানেনাবেশিতা দীর্ঘস্বপ্ন ইব সম্যগনুভাবয়াঞ্চক্রিরে। যাস্তু উদ্ধবযান-কুরুক্ষেত্রযাত্রয়োর্ব্বক্ষ্যমাণ-চরিতাস্তাঃ খল্বষ্টোত্তরৈকশত-ষোড়শ-সহস্রৈকত-স্বম্পাদয্যা এব।

এই সকল পুর ও ব্রজললনাগণ তত্ত্বতঃ বিচারে বা সিদ্ধান্ততঃ অভিন্ন হইলেও (যেমন শ্রীকৃষ্ণ ও নারায়ণ সিদ্ধান্ততঃ অভেদ, কিন্তু বিগ্রহ-রসাদিগত ভেদ) তাঁহাদের দেহগত ভেদ বর্ত্তমান, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ('এব' শব্দ নিশ্চয়াত্মক) তবে যে তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে ঐক্যপ্রতীতি, তাহা দুর্ঘট-ঘটনা-কারিণী যোগমায়া-দ্বারা সাধিত হইয়াছে। সম্প্রতি সেই ব্রজললনাগণ কৃষ্ণ-বিরহে মূর্চ্ছিত হইয়া ব্রজমধ্যেই অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু এই প্রকার বিপ্রলম্ভাবস্থাতেও প্রিয়-সঙ্গ-সুখ-সঙ্গমনার্থ অর্থাৎ তাঁহাদের বিরহভাব কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে যোগমায়াই তাঁহাদের (ব্রজরমণীগণের) ব্রজভাব আচ্ছাদন পূর্ব্বক পুররমণীগণে অভেদাভিমানের দ্বারা আবিষ্ট করিয়া দীর্ঘস্বপ্নের ন্যায় সম্যগ্‌রূপে অনুভব করাইয়াছিলেন। উদ্ধবের ব্রজে আগমন ও কুরুক্ষেত্র (সূর্য্যোপরাগচ্ছলে স্যমন্তকপঞ্চকে) যাত্রা প্রসঙ্গে যে সকল ব্রজরমণীগণের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহারা অষ্টোত্তরশতাধিক ষোড়শ-সহস্র-প্রধানা। তাঁহারা ইঁহাদের (ব্রজভাবাবিষ্ট পুররমণীগণ) হইতে ভিন্ন। এ বিষয়ে কোনই সংশয় নাই।

পুনরায় উপসংহারে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকাকে স্বীয়

অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিতে বলিলে শ্রীমতী রাধিকা বলিতেছেন,—

> "যা তে লীলাপদ-পরিমলোদ্গারিবন্যাপরীতা
> ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাথুরী মাধুরীভিঃ।
> তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ
> সংবীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসি-বেণু-বিহারম্॥

অর্থাৎ (হে কৃষ্ণ!) তোমার যে লীলা-রসগন্ধ-বিস্তারি-বন-সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত এবং মাথুর মণ্ডলীয় মাধুরী দ্বারা পরিবৃতা ধন্যা বৃন্দাবনভূমি বিলাস করিতেছেন, সেই স্থানে গোপীভাবে মুগ্ধা আমাদের ন্যায় গোপীগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রফুল্ল-বদনে বেণুবিহার অঙ্গীকার কর। তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকার বাক্য অঙ্গীকার করিলে যোগমায়া শ্রীমতীকে বলিতেছেন,—সখি রাধে! মাত্র সংশয়ং কুরুথাঃ। যতো ভবত্যঃ শ্রীমদ্গোকুলে তথৈব বর্তন্তে, কিন্তু ময়ৈব কালক্ষেপার্থমন্যথা প্রপঞ্চিতং। অতএবাস্মিন্নস্তু ভবতীনাং কৃষ্ণোঽপি তত্র গত এব প্রতীয়তাং।

হে সখি রাধে! কিছুমাত্র সংশয় করিও না, যেহেতু তোমরা সকলে সেই শ্রীমদ্গোকুলেই বর্ত্তমান রহিয়াছ; কিন্তু আমি কাল ক্ষেপণের জন্য অন্যপ্রকারে বিস্তার করিয়াছি, ইহা মনে নিশ্চয় জানিও এবং কৃষ্ণও সেই স্থানে বিহার করিতেছেন, ইহাও দৃঢ় বিশ্বাস করিবে।

গার্গী। স্বগতং ফলিতং মে তাদৃগ্বাদো মুখেন।

গার্গী মনে মনে কহিলেন, আমার পিতার মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা ঠিক হইল। [এই উক্তি দ্বারা গার্গী উপক্রম-বাক্য স্মরণ করাইয়া উপক্রম-উপসংহারের বাক্য-দ্বয়ের ঐক্য প্রতিপাদন পূর্ব্বক গ্রন্থ-তাৎপর্য্য নিরূপণ করিলেন।] কারণ উপক্রম-উপসংহারের বাক্যদ্বারাই গ্রন্থতাৎপর্য্য নিরূপিত হয়। যথা-শ্রীমজ্জীবগোস্বামিচরণ সন্দর্ভে—"উদ্দেশ-প্রতিনির্দ্দেশয়োঃ প্রতীতিভঙ্গিভেদ-নিরসনায় বিশ্বম্ভরেক এব শব্দঃ প্রযুজ্যতে তৎসমবর্ণো বা।"

পুনরায় শ্রীরাধার বাক্য,—শ্রীরাধা। ইত্থং কৃষ্ণা বহিরঙ্গজনালক্ষ্যতয়া শ্রীগোকুলমপি স্বস্বরূপৈরলংকরবামেতি। শ্রীরাধা কহিলেন,—আমরা বহিরঙ্গজনসমূহদ্বারা অলক্ষিত হইয়া স্ব-স্বরূপে শ্রীগোকুলকেই বিভূষিত করি।

এই সকল বাক্য দ্বারা সুধীমাত্রেই গ্রন্থের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন।

প্রবন্ধ-গৌরব-ভয়ে আমরা এতদ্বিষয়ে আর অধিক বিস্তার না করিয়া উপসংহারে বলিতে চাহি যে, শ্রীললিতমাধব-নাটককার শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু নিত্যলীলাবৈশিষ্ট্য ধ্বংস করিবার প্রয়াস প্রদর্শন পূর্ব্বক কখনই ব্রজলীলা ও পুর-লীলাকে একাকার, সত্যভামা ও শ্রীরাধাকে একাকার, যদুকুলসম্ভূত বাসুদেব ও গোপেন্দ্রনন্দনকে একাকার করিয়া "কৃষ্ণকে বাহির না করিহ ব্রজ হৈতে। ব্রজ ছাড়ি' কৃষ্ণ কভু না যান কাহাতে',—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর মূল মহাজন; তাঁহার চরণে অপরাধ ঘটিলে আমাদের তাঁহার বাক্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি হয় না। তজ্জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবক অভিধেয়াচার্য্য শ্রীমদ্দাস-গোস্বামী প্রভু নিজকে লক্ষ্য করিয়া অপরের দুষ্ট মনকে শাসন করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন,—

> যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতিজনু
> র্যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ।
> স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
> স্ফুটং প্রেম্ণা নিত্যং স্মর নম তদা ত্বং শৃণু মনঃ॥

— — —

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবির্ভাবোপলক্ষে

জয় বিষ্ণুপ্রিয়া জয় ভক্তি-স্বরূপিণী,
বৈষ্ণব জননী জয়, গৌরাঙ্গ-সঙ্গিনী!
বিপ্রলম্ভ-স্বরূপিণী সর্ব্ব-শুভঙ্করী,
গৌর-ইচ্ছা-পূর্ত্তিময়ী মহামহেশ্বরী।
গৌর-নারায়ণ-প্রিয়া গৌর-পরায়ণা,
ভূশক্তি-স্বরূপা জয়, জয় নারায়ণী!
গৌর-সেবাময়ী জয় সেবা-গুণবতী,
হ্লাদিনীর অংশ রূপা গৌরাঙ্গ-শক্তি!
কৃষ্ণ ভুলি' মুগ্ধ জীব মায়ার ছলনে
বিপন্ন একান্ত যবে মোহের গহনে,
আসি ভবে ভক্ত ভাবে বৃন্দাবন-ধন
নিজ নাম-প্রেম জীবে দিলেন যখন।
সহায় পরম তুমি হইয়া তাঁহার
আসিলে ভূলোকে নাম করিতে প্রচার!

সেই শুভ-আবির্ভাব তিথি আজি তব,
কি স্মৃতি-পরশে শুভ কি প্রেম-উৎসব
উথলে হৃদয়ে !—হয় একে একে মনে,
লীলা-গাথা গুলি তব অতুল ভুবনে।
সনাতন-সুতা-রূপে নদীয়া ভিতর
কিশোর বয়সে তব কি শোভা সুন্দর !
আসি গঙ্গা-স্নানে সেই গঙ্গাঘাটে তুমি
পরশিতে শচী মা'র পাদ-প্রান্ত-ভূমি।
করিতেন মাতা কত স্নেহে আশীর্ব্বাদ,—
'যোগ্য পতি হো'ক — কৃষ্ণ করুন প্রসাদ'
হইত কামনা ক্ষণে মা'তারও অন্তরে,
'এই কন্যা পুত্র-বধূ হো'ক মোর ঘরে।'
নিত্য গৌর শক্তি তুমি; নিত্য সম্মিলনে
মৃগমদে গন্ধ সম আছ সে দু'জনে !
শুভক্ষণে প্রভু-বামে লইয়া আসন,
কয়টী বরষ গৃহে সেবিলে চরণ।
আপনা ভুলিয়া, দিয়া সঁপিয়া সকল,
মাতা-পুত্রে প্রীতি কত দিলে অবিরল।
আদর্শ বৈষ্ণব-গৃহ-লক্ষ্মীর চরিত,
দেখাইয়ে সর্ব্বজনে করিলে মোহিত।
প্রাণ-পতি-প্রিয়-অনুষ্ঠানে অনিবার,
প্রাণপণে আনুকূল্য করিলে অপার।
তারপর প্রভু মোর সন্ন্যাসে কঠোর,
করিলা প্রয়াণ যবে কৃষ্ণ-প্রেমে ভোর।
সন্ন্যাসিনী গৃহে তুমি ব্রতে দৃঢ়তর,
কৃষ্ণ-নামে কি ভজন করিলে দুষ্কর !
'বিষ্ণুপ্রিয়া তুমি, কর সার্থক এ নাম'
প্রভুর এ বাক্য সত্য করিলে প্রমাণ !
প্রাণেশের মনোভীষ্ট প্রচার করিতে,
কৃষ্ণ নামে কি প্রেমাশ্রু ঢালিলে মহীতে।
গলিল পাষাণ কত সে নীরে নির্ম্মল,
কৃষ্ণ-প্রেম-লতিকায় হইল উজ্জ্বল।
মরি, মরি, শচী মা'র অপ্রকট পরে,
কি ব্রত কঠোর আরো সাধিলে সে ঘরে !
তণ্ডুলে রাখিয়া সংখ্যা করি কৃষ্ণ নাম,
সেই তণ্ডুলের অন্নে করি ভোগ দাম;
প্রসাদান্নে রাখি প্রাণ, দেখাইলে সবে
শুদ্ধ পাতিব্রত্য ধর্ম্ম সতীর কি ভবে !
গৌর-প্রেম-প্রদায়িনী অয়ি বিষ্ণুপ্রিয়া,
করিবে কে শেষ গুণ তোমার গাহিয়া?
শ্রীঠাকুর মহাশয় খেতুরী-ভবনে,
গৌর সনে শ্রীবিগ্রহ তোমার যতনে,
স্থাপন করিয়া সেবা করিলা বিহিত,
গৌরব-মার্গে যে শুদ্ধ ভক্তের সেবিত।
আদর্শে শ্রীঠাকুরের রূপানুগ-বর
ভকতি বিনোদ প্রভু পুনঃ তারপর,
যোগপীঠ মায়া-পুরে, তোমারি ভবন,
শ্রীবিগ্রহ তোমাদের করিলা স্থাপন।
নবধা ভকতি-রূপা তুমি গো জননী,
বন্দি পাদপদ্ম তব লুঠিয়া অবনী।
প্রকট-বাসরে তব মোরা দাস-দাস,
গাহি তব গাথা, গৌর-কৃপা-অভিলাষ।
যাচে "কৃপামৃত" দীন, মলিন সে বড়,
গৌর-জন পদে পারে বাস নিরন্তর।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

শ্রদ্ধাপূর্ণ-প্রণামান্তে নিবেদনমিদম্ :-

আমি আপনার গৌড়ীয় পত্রের একজন গ্রাহক, গত ৪ঠা ডিসেম্বরের পত্রে প্রশ্নোত্তরস্তম্ভে শ্রীগৌরনিতাইয়ের সহিত শ্রীরাধাগোবিন্দ যুগলবিগ্রহ এক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অর্চ্চিত হওয়া রসতত্ত্ববিরুদ্ধ ও "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম" প্রভৃতিকে নবকল্পিত, রসাভাসদুষ্ট ছড়া এবং নামাপরাধ বলিবার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম না। শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি ত' রাধাকৃষ্ণের ভেদাভেদ সম্মিলন (?) শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত নিতাই মূর্ত্তির ভিতরেই কি গৌরাঙ্গে শ্রীরাধার মিলন নাই? তা' ছাড়া "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম"—এই মহানাম যে সব ভক্তগন নিষ্ঠাভক্তির সহিত জপ বা সাধন করেন, তাঁহাদের এই নামকে ছড়া ও নামাপরাধ বলিলে কি অপরাধ হয় না? ভাবগ্রাহী শ্রীহরি কি কোন নামবন্ধে আবদ্ধ? অনুগ্রহ করিয়া বিস্তৃত

ভাবে উহার আলোচনা সুপ্রসিদ্ধ গৌড়ীয় পত্রে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

প্রণতনিবেদক-
শ্রীএককড়ি সিংহ রায়।

(উত্তর)

উদ্ধৃতপ্রার্থীর প্রশ্নের উত্তর শ্রীপত্রের ১৬শ সংখ্যার ১৩ পৃষ্ঠায় এবং ২০শ সংখ্যার ৯ হইতে ১১ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে, তথাপি পুনরায় বিশদভাবে পুনরাবৃত্তি করা যাইতেছে। "শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি ত' রাধাকৃষ্ণের ভেদাভেদ সম্মিলন"—এইরূপ বাক্যের প্রয়োগ কোন সাত্বতশাস্ত্রে অথবা গোস্বামিগণের লেখনীতে দৃষ্ট হয় না। "শ্রীগৌরসুন্দর-রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু" এইরূপ বাক্যই গোস্বামিশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, এইস্থলে 'ভেদাভেদ' কথাটি তাৎপর্য্যহীন ও সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ।

শ্রীগৌরকৃষ্ণ পূর্ণ স্বয়ং ভগবত্তত্ত্ব; সুতরাং স্বাংশ, প্রকাশ ও বিলাস সব তাঁহাতেই বিরাজিত। তথাপি তাঁহাদের মধ্যে লীলা-বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকায় কৃষ্ণের রাসাদি লীলায় বলদেবের উপস্থিতি অথবা কৃষ্ণ-পরিগৃহীতা গোপীগণের সহিত শ্রীবলরামের রাসাদি লীলা নাই। রাম ও কৃষ্ণ উভয়ের রাসক্রীড়ার কথা ভাগবতে বর্ণিত হইলেও উভয়ের রাসস্থলী শ্রীবৃন্দাবনের পৃথক প্রকোষ্ঠে অবস্থিত। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব অভিন্ন বস্তু হইলেও তাঁহাদের লীলা-বৈচিত্র্য অপলাপ বা তাঁহাদের মধ্যে কোনও রসাভাসদুষ্ট বা রসবিরুদ্ধ ভাব আনয়ন করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করিয়া চিরতরে ভক্তিরাজ্য হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে না। মর্য্যাদা ও মাধুর্য্যভেদে চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যে নির্ব্বিশেষ ভাব আক্রমণ করিয়া যেন আমাদের চিদ্দর্শন-বৈশিষ্ট্যের বিঘ্ন না ঘটায়, এবিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমাদের হরিবিমুখতার এমনই স্বভাব যে, উহা আমাদিগকে আমাদের অজ্ঞাতসারে চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য নষ্ট করিবার প্রয়াস-যুক্ত করাইয়া কখন ও প্রচ্ছন্ননির্ব্বিশেষবাদী কখন ও স্পষ্ট নির্ব্বি-শেষবাদী করিতে চাহে। তাই বর্ত্তমানে একদিকে যেমন মায়াবাদিসম্প্রদায় নির্ব্বিশেষ পথের পথিক, অপর দিকে তেমনই বৈষ্ণব ধর্ম্মের অন্তর্গত পরিচয় প্রদান করিয়া অনেক মনোধর্ম্মী ব্যক্তি প্রচ্ছন্ন-নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়িতেছেন। শুদ্ধ-বৈষ্ণব-চরণাশ্রয়ের অভাবে অহং-গ্রহোপাসনা বহুরূপিণী মূর্ত্তিতে আমাদিগের অলক্ষিত ভাবে আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ভক্তি পথের পথিকস্বরূপ আমা-দিগকে নিতান্ত ভক্তিবিরোধিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। রসতত্ত্ববিৎ আচার্য্যের আনুগত্য হইতে এই সকল নিগূঢ় চিদ্রসবৈচিত্র্য-বিজ্ঞান লাভ সম্ভব, নতুবা 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন রাধাপ্রেমাবেশে আবিষ্ট থাকিতেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দরাম রসবিরোধ-ভয়ে মহাপ্রভু হইতে দূরে অবস্থান করিতেন। কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর নিম্নলিখিত বাক্যই তাহার প্রমাণ, (চৈঃ চঃ ম ১৪।১৩৫।১৩৬)

> রাধা-প্রেমাবেশে প্রভু হৈলা সেই মূর্ত্তি।
> নিত্যানন্দ দূরে দেখি করিলেন স্তুতি॥
> নিত্যানন্দ দেখিয়া প্রভুর ভাবাবেশ।
> **নিকটে না আইসে, কিছু রহে দূর দেশ॥**

দশম স্কন্ধের সারার্থদর্শিনীতে রসিককুলশিরোমণি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

"যমুনোপবনে শ্রীরামঘট্টতয়া প্রসিদ্ধে স্থলে, কিন্তু যত্র **শ্রীকৃষ্ণেন রাসক্রীড়া কৃতা, তৎস্থলমপি রামেণ দূরতঃ পরিহৃতম্।**

'নিতাই', 'গৌর', 'রাধা, এবং 'শ্যাম'—এই সব শ্রীনাম নামী হইতে অভিন্ন শ্রুতিসম্মত ভগবন্নাম। শ্রীনাম 'নমঃ'-শব্দাদি দ্বারা অলঙ্কৃত হইলে 'মন্ত্র' নামে অভিহিত হন। 'নমঃ' শব্দের অর্থ—স্থূললিঙ্গ দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ অহঙ্কার পরিত্যাগ বা আত্মসমর্পণ। মন্ত্রে 'নমঃ', শব্দ বা আত্ম-সমর্পণের উদ্দেশ থাকায় চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত পদের প্রয়োগ। অনর্থযুক্ত ব্যক্তি মন্ত্র জপ করিতে করিতে অনর্থমুক্ত হইয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ বা মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করেন। অনর্থমুক্ত জীবই 'নাম' গ্রহণ করিতে সমর্থ, তাঁহারা ভগ-বদ্বিরহে ব্যাকুল হইয়া ভগবান্‌কে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করেন বলিয়াই নামে সম্বোধন বিভক্তি দৃষ্ট হয়। যথা,—"হে হরে! হে কৃষ্ণ! হে রাম! হে নিতাই! হে গৌর! হে রাধে! ইত্যাদি" এখন বিচার্য্য এই যে, 'ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম' বাক্যটী 'নাম' না 'মন্ত্র'? উহা যদি ভগবদ্বিরহকাতর ভগবদ্ভক্তগণের উচ্চারিত নাম হয়, তাহা হইলে 'ভজ্'—এই ধাতুটির প্রয়োগে উহার অর্থাৎ উক্ত সমগ্রবাক্যটীর অর্থ ব্যর্থ হইয়া পড়ে এবং তাহা হইলে

'জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম' এই বাক্যাদ্ধের অর্থসঙ্গতিই বা কিরূপে হয়? বিশেষতঃ নামে কেবল সম্বোধনের পদ থাকায় তাহাতে অপরের প্রতি কোন প্রকার উপদেশ থাকিতে পারে না। কেননা, শ্রীনাম ভগবানের প্রতি ভক্তগণের বিরহ ভাব ব্যঞ্জক সকাতর আহ্বান বিশেষ।

আবার পূর্ব্বোক্ত বাক্যটীকে 'মন্ত্র'ও বলা যাইতে পারে না। কেননা, উহাতে 'নমঃ' শব্দাদি দ্বারা অলঙ্কৃত চতুর্থী-বিভক্ত্যন্ত কোন পদ নাই, অতএব উক্ত বাক্যটী যদি 'নাম' বা 'মন্ত্র'—এই উভয়ের মধ্যে কোনটাই না হইল, তাহা হইলে উহা কি? 'নামাভাস' না 'নামাপরাধ'? উহাকে 'নামাভাস'ও বলিতে পারা যায় না। কেননা, ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি যদি ভগবানকে আত্ম-সমর্পণ করিতে গিয়া 'বিষ্ণবে' বলিবার পরিবর্ত্তে 'বিষ্ণায়' বলিয়া থাকেন, ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন তাঁহার হৃদয়ের নিষ্কপটতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সেবা গ্রহণ করেন এবং তাদৃশ ভক্তকে স্বয়ং অথবা নিজ পার্ষদগণের দ্বারা শোধন করাইয়া থাকেন; বস্তুতঃ ইহাই নামাভাসের ফল। কিন্তু যাহারা মহাজনগণের উপদিষ্ট মন্ত্র ও মহামন্ত্র জপকীর্ত্তনাদি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কল্পিত বাক্যের কীর্ত্তনাদিতে নিজ চিত্তসুখ লাভ করেন, তাঁহারা নামাপরাধী। নামাভাসের ফল যে সাধুসঙ্গ ও বিশুদ্ধ-নাম-গ্রহণ তাহা বরণ করিবার যোগ্যতা তাহাদের হয় না, সুতরাং উহা নামাভাসও নহে। নামাভাস না হইলে নিশ্চয়ই উহা 'নামাপরাধ'।

'জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম'। 'ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম'॥—এইরূপ ছড়া সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ এবং রসাভাসপূর্ণ কেন, তাহা ক্রমে ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে। ছড়াকীর্ত্তনকারিগণ বলেন,—'নিতাই—রাধা; গৌর—শ্যাম।' ছড়া-কীর্ত্তন-কালে তাঁহারা ঐ প্রকার আখর দিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ইহাও জানা যায়। কিন্তু সন্ধিনীশক্তির শক্তিমদ্বস্তু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু—কৃষ্ণাগ্রজ বলদেব; ইহা চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রমুখ ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষভাবে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। আবার মধুররসাশ্রিত ভক্তগণ তাঁহাকেই রাধাকৃষ্ণের মিলন-প্রয়াসী শ্রীমতী রাধিকার কনিষ্ঠা সহোদরা অনঙ্গমঞ্জরীরূপে দর্শন করিয়া থাকেন, অতএব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে শ্রীমতী রাধিকারূপে সিদ্ধান্ত করা, শাস্ত্রকারগণের অভিমত না হওয়ায় উহা কল্পিত জীবকল্পিত ও সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। এরূপ জানিয়াও ছড়াকীর্ত্তনকারী এই প্রকার বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে বিরত হন না। তাঁহারা বলেন,—'নিত্যানন্দ প্রভু যখন ভগবান্ তখন তাঁহাকে যাহা ইচ্ছা বলা যাইবে। তাঁহাকে আমরা ইচ্ছামত মনের ছাঁচে গড়িয়া যে কোন প্রকারে উপাসনা করিব, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারিবে না।' উৎকট ধূম্রপান নিরত ব্যক্তি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে 'গাঁজা', মাতাল তাঁহাকে 'মদ', স্ত্রীসঙ্গী তাঁহাকে 'স্ত্রী'রূপে কল্পনা করিতে পারেন, তাহাতে ছড়া-কীর্ত্তনকারীর কোন আপত্তি নাই। কিন্তু বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে,-স্বতন্ত্র ইচ্ছাময় ভগবান্ আমাদের মনঃ-কল্পিত অথাৎ আমাদের ভোগ্য বস্তু নহেন, তিনি বৈকুণ্ঠবস্তু; আমরা তাঁহাকে নিজ নিজ মনগড়া বিচারে আবদ্ধ করিতে পারি না। এইজন্য শাস্ত্রকারগণ ভগবৎকৃপায় তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদের অনুগত নিজ জনের জন্য শাস্ত্রে তাঁহার স্বরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। মনোধর্ম্মোত্থ কল্পনা বা অনুমান ঈশ্বরতত্ত্ব-বিচার-বিষয়ে কোন কার্য্যকরী হয় না! সুতরাং এই প্রকার ছড়াকীর্ত্তন রসাভাসপূর্ণ। রসাভাসদোষ-দুষ্ট বা নামের ন্যায় প্রতীয়মান শব্দ বা অক্ষর অধোক্ষজ শব্দাবতার শ্রীনাম নহেন। উহা কল্পনাকারীর ভোগ্য বস্তু মাত্র। রাসরসিকবর রাধারমণ শ্রীকৃষ্ণ, 'রুক্মিণীরমণ বাসুদেব' হইতে অভিন্ন হইলেও ব্রজবিলাসিনাগরকে 'রুক্মিণী-রমণ' বলিয়া সম্বোধন করিলে যে রসাভাসদোষ উপস্থিত হয়, তাহা রসতত্ত্বাভিজ্ঞ আচার্য্যগণের অবিদিত নাই। এস্থলে নিতাই-গৌর ও কৃষ্ণবলরাম অভিন্ন বস্তু; শ্রীকৃষ্ণ গৌর-লীলায় রাধাভাবে প্রমত্ত থাকাকালে শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপে শ্রীগৌরসন্নিধানে বা গোবর্দ্ধনের কৃষ্ণলীলায় রাসস্থলীতে শ্রীবলরামের উপস্থিতি রসবিরুদ্ধ। তাহা পূর্ব্বেই কবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বাক্য এবং শাস্ত্রীয় যুক্তিদ্বারা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

উক্ত ছড়াকীর্ত্তন যখন শ্রীরূপ-সনাতন প্রমুখ গোস্বামী আচার্য্যবর্গের অথবা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ, ঠাকুর বৃন্দাবন প্রমুখ পরবর্ত্তী মহাজনগণের কিংবা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীপাদবলদেব

বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি আচার্য্যগণের কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই, তখন যে উহা তত্ত্বানভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠাকামী মনোধর্ম্মী জীবের ভোগ্য, সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাসপূর্ণ মনগড়া ছড়ামাত্র, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? ভগবান্‌ নিত্য নাম ও স্বরূপ-বিগ্রহবিশিষ্ট। ভগবানের নাম ও রূপ অনন্ত বলিয়া আমরা তাঁহাকে ইচ্ছামত মনের ছাঁচে ঢালিয়া লইতে পারিব, এরূপ নহে। শাস্ত্রে দ্বিভুজ শ্যামসুন্দরকে কৃষ্ণের স্বরূপবিগ্রহ বলা হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করিয়া কোন ব্যক্তি যদি বলেন, 'অনন্ত রূপময় ভগবানের কোন একটী বিশেষ নাম ও রূপকে তাঁহার স্বরূপ না বলিয়া 'অনন্ত' শব্দটির সুযোগ লইয়া আমার যথেচ্ছাচারিতার তর্পণ-সাধন পূর্ব্বক আমার ভোগ্য নাম-রূপকেই ভগবানের বহু নামরূপের অন্যতমরূপে প্রতিপন্ন করিব।' তাহা হইলে ঐরূপ চেষ্টা নৌকুলিকতায় পর্য্যবসিত হইবে। সর্ব্বতত্ত্ব বিষ্ণু হইতে সার্ব্বভৌম বস্তুর সর্ব্ব-বিস্তার হইয়াছে, সর্ব্ববস্তুর অধিষ্ঠানে একমাত্র বাসুদেব বিরাজিত বলিয়া সর্ব্ববস্তুর নাম একমাত্র ভগবানেই পর্য্যবসিত হয়, এই জন্য শাস্ত্রে মুখ্য ও গৌণভেদে ভগবানের দুই প্রকার নামের বিভাগ কথিত হইয়াছে। গৌণ নাম বা প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় নাম কীর্ত্তন-ফলে ভগবৎপ্রেম লাভ হয় না, তদ্দ্বারা প্রাকৃত ভোগ সিদ্ধ হয়। ভগবানের নিত্যলীলা-সূচক নামই মুখ্য নাম। ভগবদ্ভক্তগণ তাহাই নিরন্তর কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ বা রসাভাসপূর্ণ ছড়া মুখ্য বা গৌণ নামের কোনটাই নহে, কিন্তু উহা নব্য সম্প্রদায়ের নবকল্পিত মায়িক ব্যভিচার মাত্র। অতএব ভগবান যেমন অসীম তদ্দর্শন তাঁহার নামও তেমনি অনন্ত। ভগবানের সার্ব্বভৌম নামের গণনা করা জীবের কথা কি অনন্তদেবও সহস্রমুখে কীর্ত্তন করিতে অসমর্থ; অতএব, মহাজনপ্রসিদ্ধ নামসমূহই একমাত্র ভগবদ্ভক্তের কীর্ত্তনীয়। শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।২।৩৯ শ্লোকের ভাবার্থ-দীপিকা-টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"যানি লোকে গীতানি প্রসিদ্ধানি তানি শৃণ্বন্ গায়ংশ্চ বিচরেৎ" অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণ লোকপ্রসিদ্ধ নাম-গীতি সমূহ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে বিচরণ করিবেন। "জয় হরে কৃষ্ণ হরে রাম" প্রভৃতি ছড়া কীর্ত্তন কোন শাস্ত্রে নাই, পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী মহাজনগণের মধ্যে কেহই ইহা জানিতেন না, সুতরাং উহা মহাজন বা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ভগবন্নাম নহে। 'মহানাম' প্রভৃতি বিশেষণ বা শব্দ ভগবদ্ভক্তগণ ব্যবহার করেন নাই। নামকে ঐরূপ বিশেষণ সহযোগে প্রয়োগ করিবার প্রথা কোন মহাজনগণের লেখনীতে বা শাস্ত্রে দেখা যায় না। গুরু বা মহাজনানুগত্যই—ভক্তি, তাহাতে নৈরন্তর্য্যই নিষ্ঠা। সুতরাং যে স্থানে আনুগত্য ধর্ম্মই পরিত্যক্ত হইল সে স্থানে 'ভক্তি বা নিষ্ঠার সহিত জপ-সাধন করেন', প্রভৃতি বাক্য নিরর্থক। 'লোক-দেখান-ভজন',

ছো ভক্তি, কপটতা বা অনুকরণ—

ভক্তি, আনুগত্য বা অনুসরণের পন্থ

বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ

বৈষ্ণব-গৃহস্থের কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তমতে অদৈব শ্রাদ্ধ না করিয়া সাত্বত স্মৃতি অনুসারে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য, যথা —

যঃ শ্রাদ্ধকালে হরিভুক্তশেষং
দদাতি ভক্ত্যা পিতৃদেবতানাম্‌।
তেনৈব পিণ্ডাংস্তুলসীবিমিশ্রা-
নাকল্পকোটিং পিতরঃ সুতৃপ্তাঃ ॥
পিতৄনুদ্দিশ্য যৈঃ পূজা কেশবস্য কৃতা নরৈঃ।
ত্যক্ত্বা তে নারকীং পীড়াং মুক্তিং যান্তি মহামুনে ॥
ধন্যাস্তে মানবা লোকে কলিকালে বিশেষতঃ।
যে কুর্ব্বন্তি হরের্নিত্যং পিত্রর্থং পূজনং মুনে ॥
কিং দত্তৈর্বহুভিঃ পিণ্ডৈর্গয়াশ্রাদ্ধাদিভির্মুনে।
যৈরর্চিতো হরির্ভক্ত্যা পিত্রর্থঞ্চ দিনে দিনে ॥
যমুদ্দিশ্য হরেঃ পূজা ক্রিয়তে মুনিপুঙ্গব।
উদ্ধৃত্য নরকাবাসাৎ তং নয়েৎ পরমং পদম্‌ ॥
যো দদাতি হরেঃ স্থানং পিতৄনুদ্দিশ্য নারদ।
কর্ত্তব্যং হি পিতৄণাং যৎ তৎ কৃতং তেন ভো দ্বিজ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ৯ম বিলাসে।

শ্রাদ্ধে বৈষ্ণব ভোজন কর্ত্তব্য —

এবমাবশ্যকং কৃত্বা বৈষ্ণবেভ্যো বিভজ্য চ।
শ্রীমন্মহাপ্রসাদান্নং ভুঞ্জীত সহ বন্ধুভিঃ ॥

ঐ ঐ

পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের ব্যবস্থা—

শুদ্ধবৈষ্ণবানান্তু শ্রাদ্ধাদিকর্ম্মণি প্রবৃত্তির্নাস্তি। যদ্যপি

বৈষ্ণবশাস্ত্রে কাপি বিহিতদিবসসংখ্যা নাস্তি, তথাপি লৌকিকাচারশ্রদ্ধাসক্তাঃ কর্ম্মমিশ্রভক্তিশিতাঃ স্ব-স্ব-বর্ণাভিমানানুসারেণ স্মৃতিশাস্ত্রবিহিতমেব শ্রাদ্ধদিবসং নিরূপয়ন্তি। তথা চোক্তং—"বৈষ্ণব-পিতৃণামপি শ্রীবিষ্ণুদিনে শ্রাদ্ধ-গ্রহণাযোগাদ"; "একাদশ্যান্তু প্রাপ্তায়াং মাতাপিত্রোর্মৃতেঽহনি। দ্বাদশ্যাং তৎপ্রদাতব্যং নোপবাস দিনে ক্বচিৎ ॥" শ্রীহরিভক্তিবিলাসোক্তিবশাদেবৈতৎ প্রতিপাদিতং মৃতপরাগদিবসং পরিত্যজ্য তৎপরদিনে এব শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদেষ বিধিঃ। পুনশ্চায়মেব বিশেষবিধির্যদ্ বৈষ্ণবানান্তু প্রেতত্বং নাস্তীতি স্মর্ত্তব্যং তেন প্রেত-বুদ্ধিং পরিত্যজ্য বৈষ্ণববিধিনা মহাপ্রসাদপিণ্ডেনৈব শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ। তথা চ শ্রীহরিভক্তিবিলাসোক্ত—"প্রাপ্তে তু শ্রাদ্ধবাসরে" ইত্যাদিগ্রন্থেন প্রতিপন্নং—যদ্বিপ্র একাদশাহেন, ক্ষত্রিয়স্ত্রয়োদশাহেন, বৈশ্যঃ ষোড়শাহেন, শূদ্রস্তু ত্রিংশাহেন এবমশ্যজশ্চ একত্রিংশদ্দিবসেন শ্রাদ্ধমনুতিষ্ঠতীতি সমাসঃ।

শ্রীবৃন্দাবনধামের প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মধুসূদন সার্ব্বভৌম গোস্বামিপ্রভুর ব্যবস্থা যথা

শ্রীমদনন্তবৈষ্ণবৈঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণ্যনন্তত্বয়া দেবপিত্রর্চ্চনাদি রহিতান্যেব কার্য্যাণি, মন্মাদনন্তানাং দেবতান্তরার্চ্চনং নিষিদ্ধং তথাচ শ্রীভগবৎপদপ্রাপ্তশুদ্ধভক্তানাং শ্রাদ্ধাদিকমপি সাত্ত্বতবিধিনা কার্য্যং নহি প্রাপ্তভগবদ্ধাম্নাং দানাদৌ প্রেতশব্দমযুক্ত্য অমুকবৈষ্ণব ইত্যেব বাচ্যম্, পিণ্ডাদিকঞ্চ শ্রীভগবন্নিবেদিতান্নেন কর্ত্তব্যম শ্রীবৈষ্ণবানাং জন্মান্তরাসম্ভবাৎ, যদি বা ভরতাদিনামিব অবিপক্বভক্তযোগানাং পুনর্জন্মসম্ভবো ভবেৎ তদপি ভগবন্নিবেদিতান্নপিণ্ডসাহচর্য্যাৎ পুনর্বৈষ্ণবদেহপ্রাপ্তিরেব ভবেৎ। ইতি বৈষ্ণবানাং প্রক্রিয়া।"

বৃন্দারণ্যবাসী পরমভাগবত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বনহরি দাস মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী গত ২০শে অগ্রহায়ণ তারিখে শ্রীব্রজরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি পরমা সাধ্বী পতিরতা ও ভক্তিমতী স্ত্রী ছিলেন। তিনি সাংসারিক সমুদায় ক্রিয়া বৈষ্ণববিধিমতে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুপাদের 'সৎক্রিয়াসারদীপিকা' অনুসারে সমাহিত করিতেন। তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য উক্ত ডাক্তার বাবু বৈষ্ণবমতে সমাধান করিয়াছেন। এই বিরহমহোৎসব উপলক্ষে যথাসাধ্য ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও কাঙ্গালি ভোজন করান হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের সেবকগণ সংকীর্ত্তনাদি-দ্বারা এই উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষিত ব্যক্তিগণের সমুদায় কার্য্য শুদ্ধবৈষ্ণবমতে করা কর্ত্তব্য।

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী, বেদান্তভূষণ, ভক্তিরঞ্জন।

শ্রীধামবৃন্দাবন।

নির্য্যাণ

গত ১২ই মাঘ ১৩৩৭ সন বুধবার দিবস প্রাতঃকালে শ্রীধামমায়াপুর শ্রীবাস-অঙ্গনের বর্ষীয়ান সেবক শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ঠাকুর শ্রীধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রচার প্রসঙ্গ

আগামী ২০শে মাধব গৌরাব্দ ৪৪০, ২৩শে মাঘ ১৩৩৭, ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩১, রবিবার দিবস শ্রীপঞ্চমী শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে ও কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন। শ্রীগৌরাবতারের প্রেমপদানলীলার সহায়কারিণী গৌরশক্তি শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পূজা শুদ্ধভক্তগণেরই কৃত্য। বিষ্ণুমায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া বর্ত্তমানে অনেক ব্যক্তি শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তত্ত্ববিজ্ঞানে মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছেন ও নবধাভক্তিস্বরূপিণী মহামায়া মহেশ্বরী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-মাতার চরণে নানাবিধ অপরাধ করিয়া শুদ্ধভক্তিপথ হইতে চিরতরে বিচ্যুত হইতেছেন। জীবের মঙ্গলের জন্য পরদুঃখদুঃখী শ্রীল ঠাকুরমহাশয় শ্রীপাট খেতুরী গ্রামে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীঅর্চ্চা প্রকাশিত করেন এবং পূর্ব্বাচার্য্যের অনুসরণে বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তি প্রবাহের মূলপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম দিব্যসূরি শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের নির্দ্দেশে শ্রীগৌরপ্রকটস্থলী শ্রীশ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপধামে শ্রীমদ্যোগপীঠে শ্রীগৌরনারায়ণের সহিত ভূশক্তিস্বরূপিণী শ্রীমদ্বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে সংস্থাপন করেন। সার্ব্বভৌমবর শ্রীল জগন্নাথই শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর প্রকটতিথির সন্ধান প্রদান করিয়া বর্ত্তমান জগতে পুনরায় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিত্যস্মৃতিপূজার

উদ্বোধন করেন। শ্রীধাম মায়াপুরে ও শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রতি বৎসরই শ্রীপঞ্চমী দিবসে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া প্রকটতিথিতে কীর্ত্তনমুখে শ্রবণকীর্ত্তনাদি নবধাভক্তিস্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পূজা বিহিত হইয়া থাকে।

প্রেরিত পত্র

(১নং)

বিগত ২০শে পৌষ বৃহস্পতিবার দিবস মেদিনীপুর জেলান্তর্গত আড়ারমুণ্ডা নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র দাস মহাশয়ের ভবনে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মাইতি, শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস ভূঞা ও শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র কামিলা মহাশয়গণের যত্নে একটী সভা হয়। উক্ত সভায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক বাগ্মীবর ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভবসাগর মহারাজ শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বোপাস্যতত্ত্ব এবং কৃষ্ণভক্তে যে ব্রাহ্মণত্ব ও যোগীত্ব অনুস্যূত আছে এবং ভক্তযোগীই যে প্রকৃত যোগী এ-সকল বিষয় শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রদর্শন করেন। স্বামীজীর শ্রীমুখবিগলিত সুধাময়ী শ্রীহরিকথা শ্রবণে অনেক গৃহব্রত ব্যক্তি শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া মিশ্র বৈষ্ণবধর্ম্মের হেয়তা ও অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। নিবেদন ইতি— সন ১৩৩৩, ২৫শে পৌষ।

শ্রীঅধরচন্দ্র অধিকারী, সাং পাতুলি, পোঃ বাখরাবাদ, জেলা মেদিনীপুর।

(২নং)

বিগত ২৭।২৮ পৌষ মঙ্গল ও বুধবার দিবস মদীয় ভবনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভবসাগর-মহারাজ প্রথম দিন বক্তৃতামুখে শাস্ত্রযুক্তিমূলে বহ্বীশ্বর, দেবদেবী-পূজা-নিরসন, বর্ত্তমানে নিরীশ্বর স্মার্ত্ত ও কর্ম্মকাণ্ড-মতের হেয়তা প্রভৃতি বহু শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রদর্শন করেন ও প্রত্যেক গৃহস্থব্যক্তিকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত হরিকীর্ত্তন গ্রহণের উপদেশ দান ও ইহাতেই যে সকলের সর্ব্বসিদ্ধি হইবে তাহা অতি দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করেন। ইহাই জীবের নিত্য বৃত্তি নির্ম্মল ভগবৎসেবালাভের উপায়। স্বামীজীর শ্রীমুখনিঃসৃত পূতবাণী শ্রবণে শ্রোতৃমণ্ডলী পরম তৃপ্তি লাভ করেন।

দ্বিতীয় দিবস স্বামীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতপাঠমুখে শ্রীগুরুতত্ত্ব সুন্দরভাবে সকল শ্রোতার নিকট প্রকাশ করেন। উভয় দিবস শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের কণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন সমগ্র শ্রোতার হৃদয়স্থ কলুষ নাশ করিয়া সকলের হৃদয়ে শুদ্ধা ভক্তিস্রোত প্রবাহিত করিয়াছে।

বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীআশুতোষ দে, সাং নলঝারা, পোঃ বাখরাবাদ (মেদিনীপুর)

(৩নং)

পরমপূজনীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীগৌড়ীয়সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণেষু—

মহাশয়,

গত ৭ই মাঘ শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসার মহারাজ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুপদাঙ্কিত রাঢ়দেশের অন্তর্গত "শ্রীগ্রামে" শুভাগমন করিয়াছেন।

উপর্য্যুপরি দুইদিন দুইটী সভায় সমবেত সজ্জনমণ্ডলীর সহিত ভক্তিকথা আলোচনা করিয়া সকলেরই আনন্দ-বিধান করিয়াছেন।

প্রথম দিন "মনুষ্য জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য যে একমাত্র হরিভজন" তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিমূলে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়া উপস্থিত সকলেরই তৃপ্তি বিধান করেন। দ্বিতীয় দিন সদ্গুরুচরণে আত্মসমর্পণের প্রয়োজনীয়তা এবং বিশুদ্ধ বৈষ্ণব সদাচার সম্বন্ধে অতি হৃদয়গ্রাহিণী ও সুযুক্তিপূর্ণা বক্তৃতা প্রদান করেন। সর্ব্বসাধারণের আগ্রহাতিশয্যে স্বামীজি কৃপা করিয়া আরও দুই দিন এই গ্রামে অবস্থান পূর্ব্বক হরিকথা কীর্ত্তন করিবেন এইরূপ আশ্বাস-বাণী প্রদান করিয়াছেন। সজ্জনবৃন্দের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের পক্ষ হইতে স্বামীজির প্রতি ভক্তিজ্ঞাপনার্থ স্বামীজির কৃপার কথা আপনাদের নিকট নিবেদন করিলাম। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি ১৩৩৩।৯ই মাঘ

অনুগত ভৃত্য—

শ্রীপঞ্চানন মুখোপাধ্যায়

শ্রীগ্রাম, পোঃ শ্রীগ্রাম, জেলা বর্দ্ধমান।

বর্দ্ধমানে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ

ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারী ও ভক্তের সহিত বর্দ্ধমান সহরে শুদ্ধ-ভগবদ্ভক্তির কথা প্রচার করিতেছেন। গত ৬ই মাঘ বৃহস্পতিবার দিবস বিরাট নগরসংকীর্ত্তন ও স্থানীয় টাউনহলে বহু সম্ভ্রান্ত ও উচ্চশিক্ষিত শ্রোতার সমক্ষে বাগ্মীবর স্বামীজি মহারাজ তাঁহার স্বভাব-সুলভ হৃদয়গ্রাহিণী ভাষায় শক্তি-পরিণামবাদ সম্বন্ধে একটি মহাগবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ৮ই মাঘ শনিবার অপরাহ্নে নূতনগঞ্জে একটী প্রাসাদে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে ত্রিদণ্ডীস্বামীজি-মহারাজ বক্তৃতা করেন, নিজস্ব সংবাদদাতার পত্রে প্রকাশ যে, স্বামীজির বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়া শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন। বক্তৃতান্তে সংকীর্ত্তনমুখে প্রচারকবৃন্দ স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। গত মাঘ রবিবার ত্রিদণ্ডী স্বামীজিমহারাজ স্থানীয় হরি সভায় শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা প্রদান করেন, স্থানটি লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। নগরসংকীর্ত্তনের সময় মায়াবাদী, পতিত, পাষণ্ডী, পড়ুয়া, অধম, কুলীন, পণ্ডিত, ধনী নির্দ্ধন স্ব স্ব ঔপাধিক ও ব্যবহারিক মানাপমান ভুলিয়া গিয়া সংকীর্ত্তনানন্দে মত্ত, গৌরকৃষ্ণনাম মুখে উচ্চারণ এবং ভক্তগণের চরণরজে বিলুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রকারে বর্দ্ধিষ্ণু বর্দ্ধমান সহরে শুদ্ধভক্তি-প্রচার-বিষয়ে পরমভাগবত প্রবীন ভক্ত স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত হরিদাস দে মহাশয়ের উৎসাহ ও সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ; তিনি তৃণাদপি সুনীচ ধর্ম্মের আচরণ করিয়া হরিনাম কীর্ত্তনে আগ্রহান্বিত। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ তাঁহার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল বিধান করুন, ইহাই প্রার্থনা। ভগবদ্ভক্তের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও সেবাচেষ্টা আদর্শস্থানীয়।

মেদিনীপুরে—কালিন্দী হরিসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় শাসমল মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে উক্ত হরিসভায় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ভাগবত-ধর্ম্ম ও সদাচার সম্বন্ধে ২রা মাঘ, ৩রা মাঘ ও ৪ঠা মাঘ এই তিন দিবস বহু পণ্ডিত ও সাধারণ শ্রোতৃবর্গের সমক্ষে বক্তৃতা প্রদান করেন। ৪ঠা মাঘ তারিখে স্বামীজি শ্রীনামতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতামুখে শ্রীনাম, নামাপরাধ ও নামাভাসের পার্থক্য বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন; সভা সহস্র সহস্র লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, নানা স্থান হইতে বহু পণ্ডিত সভায় আগমন করিয়াছিলেন, শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন, কেহ বা স্বীয় দুরবস্থার কথা উপলব্ধি করিয়া অশ্রুবর্ষণপূর্ব্বক স্বামীজির নিকট আত্মকল্যাণের জন্য পরিপ্রশ্ন ও গত জীবনের অনুশোচনা বিবিধ ভাষায় প্রকাশ করিতেছিলেন। বক্তৃতার অন্তে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লম্বোদর ভট্টাচার্য্য ভাগবতরত্ন মহাশয় সভাতে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন যে, কালিন্দীবাসীর হরিসভা করার মুখ্য উদ্দেশ্য এতদিনে সফল হইল। গত বৎসর পূজ্যপাদ শ্রীপর্ব্বতমহারাজ ও অদ্য পূজ্যপাদ শ্রীপাদ অরণ্য-মহারাজ বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে সুসিদ্ধান্তপূর্ণ যুক্তিদ্বারা নিরপেক্ষ সত্যের কথা সম্পূর্ণ নির্ভীকভাবে আমাদিগকে শ্রবণ করাইয়া আমাদিগের যে কি উপকার সাধন করিলেন, তাহা আমরা ভাষাদ্বারা প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ।

নৈমিষারণ্যে— পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থমহারাজ শ্রীহৃদয়চৈতন্য ভক্তিরত্নাকর প্রমুখ ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীনৈমিষারণ্যে ও মিশ্রিকএ "ভাগবতধর্ম্ম ও শ্রীগৌরসুন্দর সম্বন্ধে সত্য প্রচার করিতেছেন।

শ্রীধামবৃন্দাবনে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠরক্ষক প্রবীণ পণ্ডিত শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী মহাশয় ও শ্রীমায়াপুর-ষ্টেটের মহাপ্রভু ও তদীয়গণের কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিনোদ-বিহারী ব্রহ্মচারী মহাশয় শ্রীধাম বৃন্দাবনে শুদ্ধ ভক্তি ও বিদ্ধা ভক্তি, সেবা ও ব্যবসায়, নিরপেক্ষ সত্য ও লোক-দেখান হরিভজন প্রভৃতির পার্থক্য তাঁহাদের আচার প্রচারের দ্বারা সুধী মণ্ডলীর ইন্দ্রিয়গোচর করাইতেছেন।

শ্রীহট্টে---পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-স্বরূপপুরীমহারাজ শ্রীহট্টের বিভিন্ন পল্লীতে সংকীর্ত্তন ও বক্তৃতামুখে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়া পুনরায় শ্রীহট্টের অতীত গৌরবের স্মৃতি উদ্দীপন ও তদুদ্দীপনমুখে সদাচার পরিপালনের দ্বারা শুদ্ধ নিষ্কপট ভগবদ্ভজনময় জীবনযাপনপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা যুগপৎ আচার ও প্রচার করিবার জন্য সকলের দ্বারে দ্বারে গমন করিতেছেন। ত্রিদণ্ডী স্বামীজীর সকাতর আহ্বানে সুকৃতিমান ব্যক্তিমাত্রেই মোহনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া হরিরসামৃতপানার্থ ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২২শে মাঘ ১৩৩৩, ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৭	২৫শ সংখ্যা

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ২৪শ সংখ্যার পর]

বুঝিলাম তুমি যে পড়াও ভাগবত।
কোন জন্মে না জানহ গ্রন্থ-অভিমত॥
পরিপূর্ণ করিয়া যে সব জনে খায়।
তবে বহির্দ্দেশে গিয়া সে সন্তোষ পায়॥
প্রেমময় ভাগবত পড়াইয়া তুমি।
তত সুখ না পাইলা কহিলাম আমি॥

(চৈঃ ভাঃ ম ২১।৭২-৭৩)

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায় ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥
জীবন্যাস করিলে শ্রীমূর্ত্তি পূজ্য হয়।
জন্মমাত্র এ চারি ঈশ্বর বেদে কয়॥

(চৈঃ ভাঃ ম ২১।৮০-৮১)

শুন দ্বিজ, ভাগবতে এই বাখানিবা।
ভক্তিবিনা আর কিছু মুখে না আনিবা॥
আদি মধ্যে অন্ত্যে ভাগবতে এই কয়।
বিষ্ণুভক্তি নিত্য-সিদ্ধ অক্ষয় অব্যয়॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে সবে সত্য বিষ্ণুভক্তি।
মহাপ্রলয়েতে যার থাকে পূর্ণশক্তি॥
মোক্ষ দিয়া ভক্তি গোপ্য করে নারায়ণে।
হেন ভক্তি না জানি কৃষ্ণের কৃপা বিনে॥
ভাগবত-শাস্ত্রে সে ভক্তির তত্ত্ব কহে।
তেঞি ভাগবত-সম কোন শাস্ত্র নহে॥
যেনরূপ মৎস্য কূর্ম্ম আদি অবতার।
আবির্ভাব তিরোভাব যেনতা' সবার॥
এই মত ভাগবত কারো কৃত নয়।
আবির্ভাব তিরোভাব আপনেই হয়॥
ভক্তি-যোগে ভাগবত ব্যাসের জিহ্বায়।
সে হইল স্ফূর্তিমাত্র কৃষ্ণের কৃপায়॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন বুঝনে না যায়।
এইমত ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
'ভাগবত বুঝি'—হেন যার আছে জ্ঞান।
সেই সে না জানে ভাগবতের প্রমাণ॥
অজ্ঞ হই' ভাগবতে যে লয় শরণ।
ভাগবত-অর্থ তার হয় দরশন॥
প্রেমময় ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণের রঙ্গ॥
বেদশাস্ত্র পুরাণ কহিয়া বেদব্যাস।
তথাপি চিত্তের নাহি পায়েন প্রকাশ॥
যখনে শ্রীভাগবত জিহ্বায় স্ফুরিল।
ততক্ষণে চিত্তবৃত্তি প্রসন্ন হইল॥
হেন গ্রন্থ পড়ি কেহ সঙ্কটে পড়িল;
শুন অকপটে দ্বিজ তোমারে কহিল॥

(চৈঃ ভাঃ অ ৩।৫০৫-১৯)

(ক্রমশঃ)

সাময়িক প্রসঙ্গ

দেখিতে দেখিতে বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ গৌড়ীয় প্রাপঞ্চিক কালগণনার সার্দ্ধচতুর্বর্ষ অতিক্রম করিতে চলিলেন। অত্যল্পকালমধ্যেই গৌড়ীয়ভাস্করের উদয়ে অনেকের চিদ্‌-গুহার জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত কৈতব-কালিমারাশি নির্ম্মুক্ত হইয়াছে, ইহা আমরা নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই মুখে শ্রবণ করিয়াছি ও তাঁহাদের প্রত্যক্ষ জীবন হইতে ইহার সাক্ষ্যও পাইতেছি। বঞ্চিত দিবান্ধগণ যাঁহারা ভাস্করের অত্যুজ্জ্বল প্রভা সহ্য করিতে দৈবকর্ত্তৃক প্রতিহত, তাঁহাদের দৃষ্টির সম্মুখে গৌড়ীয়ের প্রভা তীব্র, অসহ্য ও বেদনাদায়ক।

যাঁহারা মনোধর্ম্মের সাধারণ ভ্রমসমূহে (Common errors) পতিত, যাঁহারা কোনও না কোন অন্যাভিলাষ-যুক্ত এবং তদ্‌গর্হণবিমুখ হইয়া তৎসংরক্ষণেই অধিকতর আগ্রহযুক্ত, যাঁহারা কপটতা করিয়া ইহকালের কয়েকটা-দিন একশ্রেণীর লোকসমাজে কিংবা তৎসমশীল জীবগণের মধ্যে 'ধার্ম্মিক', 'ভক্ত', 'বৈষ্ণব', 'আভিজাত্যসম্পন্ন', 'পাণ্ডিত্য ও প্রতিষ্ঠাশালি'রূপে পরিচিত থাকাকেই পরমাপদ সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মের সাধ্য জ্ঞান করেন, যাঁহারা তাঁহাদের মনোধর্ম্মোত্থ রুচির অনুকূল বা ভোগসামগ্রী না হইলে ভক্ত, ভক্তি ও ভগবানকে তত্তদভিধান হইতে খারিজ করিবার অধিকারী মনে করেন অর্থাৎ ভক্তি, ভক্ত, ভগবানের অস্তিত্বসংরক্ষণবিষয়ের যেন তাঁহারাই দণ্ড-মুণ্ড-বিধাতা বলিয়া নিজদিগকে অভিমান করেন, যাঁহারা প্রাতীতিক সত্য ও বাস্তবিক সত্য, অনুকরণ ও অনুসরণ, জড় ও চিৎ, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, অক্ষজ ও অধোক্ষজ, কাম ও প্রেম, মনোধর্ম্মের কল্পনা ও অনর্থ-নির্ম্মুক্ত শুদ্ধ আত্মার সহজ সেবাময়ী চেষ্টার সামঞ্জস্যপ্রয়াসী, যাঁহারা আত্মধর্ম্ম বা নিত্য, শাশ্বত, পরিপূর্ণ বৈকুণ্ঠবিজ্ঞানকে অসম্পূর্ণ মনে করিয়া মনোধর্ম্মীর পরিচ্ছিন্নচক্ষে বড়ই বিস্ময়োৎপাদক কাকজ্যোৎস্না প্রাকৃতজ্ঞানদ্বারা উক্ত বৈকুণ্ঠ-বিজ্ঞানকে শোধন করিবার ধৃষ্টতা পোষণ করেন, সেই সকল ব্যক্তির নিকট গৌড়ীয়ভাস্করের প্রভা বড়ই 'বিরুদ্ধ', 'তীব্র', 'কঠোর', 'সাম্প্রদায়িক', 'একসুরে', 'বর্ত্তমান প্রচলিত ভাব ও ভাষার সহিত অমিল', 'রাজ্যছাড়া,' 'পাণ্ডিত্যপূর্ণ', 'মূর্ত্তিমান্ দম্ভস্বরূপ', 'মনোধর্ম্মিগণের বিচারে ধার্ম্মিক বা ধর্ম্মনামে বিদিত পুরুষ বা মতের ধিক্কারকারী' প্রভৃতি কত কি মনে হইবে।

অপ্রাকৃত সহজ ধর্ম্মপ্রচারক "গৌড়ীয়" প্রাকৃত সহজিয়ার নিকট বিরুদ্ধবাদী বা সুসিদ্ধান্ত-বিচারণপর ও প্রাকৃতরস-দূষক ও নিন্দক বলিয়া নীরস; 'সরসহৈতৈ' কনিষ্ঠ "গৌড়ীয়" স্বেচ্ছাচারী, মনোধর্ম্মী, অসৎসাম্প্রদায়িকের চক্ষে গোঁড়া ও সাম্প্রদায়িক; সুদার্শনিক "গৌড়ীয়" কুদার্শনিকের নিকট দুর্ব্বোধ্য ও দুরবগাহ্য; অসৎসঙ্গ-পরিবর্জ্জক চিৎসমন্বয়বাদী "গৌড়ীয়" স্ত্রীসঙ্গী, স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্তের নিকট বজ্রের ন্যায় কঠোর ও অসমন্বয়বাদী; যুক্তবৈরাগ্যধর্ম্মের প্রচারক "গৌড়ীয়" ফল্গুবৈরাগী ও মর্কট-বৈরাগীর নিকট আশ্চর্য্যজনক ও ভয়ানক; আশ্চর্য্যজনক—যেহেতু ফল্গু-বৈরাগীর শুষ্কত্যাগ, কঠোরতা ও কৃচ্ছ্রতা সমগ্র ভোগি-সম্প্রদায়ের বিস্ময়োৎপাদন করিলেও গৌড়ীয় ঐরূপ শুষ্ক-ত্যাগের মূল্য কাণাকড়ির ন্যায়ও জ্ঞান করেন না; ভয়ানক—যেহেতু মর্কটবৈরাগীর যাবতীয় অস্থিরতা, বাহিরে লোক-দেখান' গোরাভক্তা ও অন্তরের কাপট্য এবং ধর্ম্মের আবরণে যাবতীয় ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য গৌড়ীয় সর্ব্বসাধারণের নিকট ধরাইয়া দেন; শুদ্ধ বা দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্মসংরক্ষক "গৌড়ীয়" অদৈব সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত কর্ম্মজড় বা তদনুগগণের নিকট তাহাদের অন্তঃসারহীন তথাকথিত বর্ণাশ্রম বা অদৈবধর্ম্মের বিরোধী; কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাযুক্ত "গৌড়ীয়" ভোগার্থে অখিলচেষ্টাতৎপর বা প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে হরিসম্বন্ধিবস্তুর প্রতি বিরক্ত—প্রচ্ছন্ন ভোগচেষ্টান্বিত অর্থাৎ চিদ্বিলাসসৌন্দর্য্যদর্শনে অন্ধ ও অলস-প্রকৃতি জীবগণের চক্ষে মঠাদি আরম্ভযুক্ত পরমবিষয়ী; বৈষ্ণবীপ্রতিষ্ঠা বা শুদ্ধজীবের স্বরূপাভিমানগত কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিতাৎপর্য্যময়ী চেষ্টায় যে দৃঢ়া ইষ্টনিষ্ঠা উদিত হয়, সেই পরমলোভনীয় সুপ্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত "গৌড়ীয়" শূকরীবিষ্ঠারূপা জড়প্রতিষ্ঠার ভিক্ষুক বঞ্চিত ব্যক্তিগণের নিকট 'প্রতিষ্ঠাকামী' বলিয়া প্রতিভাত; সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য ও লক্ষ্মী-গণের একচ্ছত্র মালিক শ্রীভগবানের সেবাচেষ্টাযুক্ত "গৌড়ীয়" কৃষ্ণভোগ্য কনক-কামিনীর প্রতি ভোগবুদ্ধিধারী ও তন্মূলে

'আমি স্যায়তঃ কনকের মালিক', 'আমি বৈধ কামিনীর স্বামী'—এইরূপ অন্যায়বিচারপরায়ণগণের চক্ষে তাহাদের ভোগপথের কণ্টকস্বরূপ। আবার এই "গৌড়ীয়" সত্যানুসন্ধিৎসু পরমার্থ-পথিকের চক্ষে—জীবনের ধ্রুবতারা; নিষ্কপট ও সেবোন্মুখের নিকট—একমাত্র নিত্যসঙ্গী, পরমবান্ধব ও নিরপেক্ষ সত্যের বক্তা; প্রণত, পরিপ্রশ্নকারী ও সেবকের নিকট—জ্ঞানাঞ্জনপ্রদাতা জগদ্গুরু।

—০—

"গৌড়ীয়" ধর্ম্ম-ইতিহাসে একটী যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। প্রাকৃত সহজিয়াসম্প্রদায় ও অন্যাভিলাষযুক্ত যাবতীয় কুসাম্প্রদায়িক বা সৎসম্প্রদায়বিরোধী অসাম্প্রদায়িক অসৎসম্প্রদায়ের মনোধর্ম্মের মূলে সুতীক্ষ্ণ পরশু নিক্ষেপ করিয়াছে। এই রাজ্যছাড়া বৈকুণ্ঠবক্তার 'গৌড়ীয়' শত শত গ্রাম্যবার্ত্তাবহ বা শত শত সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মপ্রচারকারী বার্ত্তাবহের অন্যতম নহেন। 'গৌড়ীয়' বলেন যে, তাঁহার সিদ্ধান্ত, তাঁহার ভাব, তাঁহার ভাষা, তাঁহার যাবতীয় চেষ্টা নিকট অভিনব মনে হইতে পারে; কিন্তু অপ্রাকৃত প্রাকৃতের নিকট, অধোক্ষজ অক্ষজের নিকট, বৈকুণ্ঠ কুণ্ঠ অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক বস্তুর নিকট চিরকালই বিপরীত, অভিনব, আশ্চর্য্যজনক, তাহাদের রাজ্য ছাড়া বলিয়া মনে হয়। এক কথায় বৈকুণ্ঠ বস্তু কখনও সেবাবিমুখ বা সেবকম্মন্য সেবাবিরোধী ব্যক্তিগণের ভোগের বস্তু হইতে পারে না। 'গৌড়ীয়' ভাগবতেরই বিবৃতি; গৌড়ীয়ের প্রত্যেক অক্ষর, প্রতি ছত্র, প্রতি ভাব ও ভাষা বেদান্তভাষ্য ভাগবতেরই আবৃত্তি ও প্রতিধ্বনি। ভাগবতসাহিত্যের প্রচারার্থই গৌড়ীয়ের অবতার। গৌড়ীয় ভাগবত-অভিন্ন। ভাগবত-ভাষা, ভাগবত-সিদ্ধান্ত ভাগবত-কথার দুর্ভিক্ষেই জগতে ভোগীর ভোগানুকূল ও কল্পত্যাগীর প্রচ্ছন্ন ভোগপর ভাষা, অভক্তিসিদ্ধান্ত ও অভক্তি কথা বা গ্রাম্যকথার প্রচার। শুদ্ধভক্তিকথা, শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপুষ্ট শব্দ, পদবিন্যাস, বাক্যাবলী ও বিচার-দ্বারা ধর্ম্মের দুর্ভিক্ষ অপনোদনার্থই গৌড়ীয়ের আবির্ভাব। গৌড়ীয়ের ভাষা হৃদয়ঙ্গম হইলে, গৌড়ীয়ের এক একটী শব্দের অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিলে ভাগবত-সিদ্ধান্তে অধিকার-লাভ হইবে।

—:—

দুঃসঙ্গ বর্জ্জনীয়

'গৌরনাগরীর পৌত্তলিকতার বিশ্লেষণ' শীর্ষক প্রবন্ধের সুবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ তথা গৌরনাগরীর মতবাদখণ্ডন, শ্রীপত্রের (১) "গৌরনাগরী পৌত্তলিক কেন?", (২) "গৌরনাগরী গৌরভোগী কেন?", (৩) "গৌরনাগরী ভেদবাদী কেন?", (৪) "গৌরনাগরী লীলাবিনাশিনী কেন?", (৫) "গৌরনাগরী গুরুপরাধিনী কেন?" ও (৬) "গৌরনাগরী রসতত্ত্বান্ধ কেন?"- শীর্ষক-প্রবন্ধ-ষট্‌কে সুষ্ঠুরূপে সাধিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধটি উপসংহার-প্রবন্ধরূপে গৌরনাগরীর মতবাদের অবৈধ বিচারের সমালোচনা করিতেছেন।

গত সপ্তাহের "গৌরনাগরী রসতত্ত্বান্ধ কেন?"—শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীললিতমাধবনাটক-গ্রন্থের তাৎপর্য্য এবং বিশ্বকর্ম্মারদ্বারা নববৃন্দাবন-বিরচনের নিগূঢ় উদ্দেশ্য শ্রীললিতমাধবের বাক্য হইতেই প্রদর্শিত হইয়াছে,—অর্থাৎ (১) গোপেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের সহিত গোপীগণের বিহার নিত্য এবং সেই বিহার একমাত্র ব্রজেই সংঘটিত হয়; (২) কৃষ্ণের প্রকট-বিহারে প্রাপঞ্চিক ভাবমিশ্রণ অর্থাৎ অসুরমারণ প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য কেবল-চিদ্বিলাসপরায়ণ স্বয়ংভগবানের লীলার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় ব্রজ হইতে গমনাগমন ব্যাপার লক্ষিত হয়, তাহাতে ব্রজদেবীগণের মাসত্রয়-ব্যাপী সুদীর্ঘ বিরহ উপস্থিত হইলে কালক্ষেপণার্থ অঘটন-ঘটনাকারিণী যোগমায়া দ্বারকাপুরীতে নববৃন্দাবন রচনা করেন, অর্থাৎ বৃন্দাবনকেই তথায় প্রকটিত করিয়া তত্রস্থ নন্দযশোদাদি গোপগোপীগণ তথা পত্রপুষ্পসমন্বিত বন-সমূহ প্রকাশিত করেন; (৩) ইহা দ্বারা গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ক্ষণকালের জন্যও অন্যত্র একপদও গমন করেন না—এই শাস্ত্রবাক্যের যথার্থ সঙ্গতি দৃষ্ট হয়; (৪) দ্বারকায় নববৃন্দাবন রচিত হইলে ব্রজ-বিলাসী স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তথায় আবির্ভূত হন, তখন দ্বারকাপতি বাসুদেব তাঁহাতে প্রবিষ্ট হন, তদ্রূপ শ্রীমতী রাধিকাতেও সত্যভামার প্রবেশ হইয়া থাকে; তাঁহাদের অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে বাসুদেব ও সত্যভামার নিজ নিজ স্বরূপগত অভিমান হইয়া থাকে। তাৎপর্য্যান্তর গ্রহণ করিলে বৃহদ্ভাগবতামৃতোক্ত নববৃন্দাবনে গোপগোপীদিগের

দ্বারা পরিবৃত হইয়া গোপেন্দ্রনন্দনাভিমানে শ্রীকৃষ্ণের বিহার এবং দেবকী, রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতির সেই নববৃন্দাবনে প্রবেশানধিকার, কেবলমাত্র দূর হইতে বৃক্ষাদির অন্তরালে অবস্থান পূর্ব্বক কৃষ্ণলীলা দর্শন, সত্যভামা আত্মবিস্মৃত হইয়া কৃষ্ণকে বাহুপ্রসারণাদিদ্বারা আলিঙ্গনের অভিনয় ও শ্রীকৃষ্ণকে ধারণ করিতে ধাবিত হইলে সূর্য্যসুতা যমুনার পথরোধ প্রভৃতি বিষয়ের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। আবার কিছুক্ষণ পরে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে ঐ কোলাহলময় মহাতরঙ্গসঙ্কুল লবণজলধিতীরে প্রকাশমানা স্বকীয়া দ্বারকাপুরী দেখিতে পাইয়া সবিস্ময়ে বলিতে থাকেন—"অহো! একি? কোথায় রহিয়াছি? আমি কে?" তখন বলদেব সেই শ্রীকৃষ্ণকে "বৈকুণ্ঠেশ্বর" বলিয়া আহ্বানপূর্ব্বক শাল্বাদিবধ ও যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞাদি-বিস্তার কার্য্যে সহায়তা করিবার কথা স্মরণ করাইয়া দেন। বলদেবের বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মুগ্ধভাব অর্থাৎ প্রেমরস-নিমগ্নতা বা মোহগ্রস্তের ন্যায় চেষ্টা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্যগ্‌রূপে পূর্ব্বের ন্যায় স্বস্তভাব অবলম্বন এবং বারংবার চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া আপনাকে "যাদবেন্দ্র দ্বারকা-ধীশ" বলিয়া প্রকাশিত করেন। ইত্যবসরে ভগবদ্বাবাভিজ্ঞ গরুড় সেই স্থানে উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তদুপরি আরোহণ করিয়া অন্যের অলক্ষিতভাবে স্বীয় প্রাসাদে উপনীত হন এবং মাতা দেবকী ও রুক্মিণ্যাদি মহিষীগণের সহিত যথা-যোগ্য সম্ভাষণাদি করেন ও সত্যভামার নিকট শ্রীরাধা-প্রমুখ গোপীগণের মহিমা কীর্ত্তন করেন। এই সকল বাক্য হইতে যোগমায়া-বিস্তারিণী শ্রীনববৃন্দাবনলীলার তাৎপর্য্য বিদ্বৎপ্রতীতিসম্পন্ন পুরুষগণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং মহিষী শ্রীসত্যভামা ও গোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকার স্বরূপ ও লীলাবৈশিষ্ট্য অবগত হইয়া রসতত্ত্বে বিপর্য্যয় আনয়নকারিগণের বহির্ম্মুখ চেষ্টার গর্হণ করিবেন, সন্দেহ নাই।

'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ' পত্রে ৪র্থ বর্ষ ১১শ সংখ্যায় যে অচ্যুতবাবুর পত্রখানা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে অচ্যুতবাবু স্বীকার করিয়াছেন যে, "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াই রাধা—এরূপ সিদ্ধান্ত বিচারশক্তিবিহীন অতত্ত্বজ্ঞের মনের আবেগের লেখা; মুখ ফুটিয়া এরূপ কথা আজ পর্য্যন্ত কেহ বলেন নাই।", শ্রীযুক্ত অচ্যুতবাবু এই কথাটী সরলতার সহিতই স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, তিনি যখন "বিচারশক্তিবিহীন অতত্ত্বজ্ঞের মনের আবেগ" অর্থাৎ মনোধর্ম্মের কল্পনাবশে "শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াই রাধা"—এইরূপ সিদ্ধান্ত লিখিয়া শিশিরবাবুর নিকট পাঠাইলেন, তখন শিশিরবাবু তাঁহাকে "পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন" বলিয়া তাঁহার আবদার রক্ষা করিবার জন্য লিখিলেন, 'ঠিক লিখিয়াছ, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াই রাধা।" পত্রে আরও প্রকাশ যে, শিশিরবাবু "কোনওরূপ বিচারের দিকে না গিয়া সহজ কথায় বলিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, শ্রীমতীর সহিত তখন পরকীয় সম্পর্ক হইল, শ্রীমতী—রাধা!"

এইরূপ তত্ত্ববিরুদ্ধ অভূতপূর্ব্ব কাল্পনিক সিদ্ধান্ত পাঠে মনে হয় যে, যদি শিশিরবাবু প্রকৃতপক্ষে এইরূপ কথাই বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি শ্রীঅচ্যুতবাবুর স্বীকারোক্তি অনুসারে তাঁহার প্রতি পুত্রাধিক স্নেহে বিহ্বলিত হইয়া এইরূপ সর্ব্বসচ্ছাস্ত্র-বহির্ভূত—এমনকি যাহা শ্রীগৌরাঙ্গপাদাব্জভৃঙ্গ গোস্বামিগণের পর্য্যন্ত অবিদিত, সেইরূপ বাক্যের দ্বারা পুত্রপ্রতিম 'অতত্ত্বজ্ঞ' যুবকের প্রতি স্নেহবিহ্বলতা প্রদর্শন করিয়াছেন, নতুবা মহাত্মা শিশিরকুমারের লেখনী হইতে এইরূপ 'বেফাঁস কথা' নির্গত হইবে কেন? শ্রীশঙ্করাচার্য্য সাক্ষাৎ শ্রীশঙ্করের অবতার হইলেও যে-সকল লোকের বিষ্ণু-বিদ্বেষ করিবার যোগ্যতা রহিয়াছে, তাহাদের নিকট তিনি মায়াবাদ বা বিষ্ণু-বিরোধ প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া যেরূপ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কোনও দোষ দেওয়া যাইতে পারেনা, তদ্রূপ শিশিরবাবুও স্নেহবিহ্বলতাপ্রযুক্ত ঐরূপ তত্ত্ববিরুদ্ধ কুসিদ্ধান্ত (যদি তিনি প্রকৃতপক্ষে বলিয়াই থাকেন) সমর্থন করার জন্য ততটা দোষী নহেন।

শ্রীযুক্ত অচ্যুতবাবুর পত্রে আরও প্রকাশ যে, তিনি 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াই রাধিকা'—এরূপ সিদ্ধান্তপুষ্ট প্রবন্ধটী শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার মতামত জানিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু শিশিরবাবুর ন্যায় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর কোনও "উত্তর দিলেন না"। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের এরূপ নিরুত্তর বা মৌন থাকিবার কারণ কি, এবিষয়ে কৌতূহল ও সন্দেহ হইতে পারে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, 'মৌনং সম্মতি লক্ষণম্' ইহাই সাধারণ ন্যায়; কিন্তু যাঁহারা

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের সঙ্গলাভ বা তাঁহার চরিত্র ও লেখনী আলোচনা করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের নিরুত্তর বা মৌন থাকিবার কারণ অসাধারণ। তাঁহার লেখনী হইতে জানা যায় যে, তিনি অপরের সিদ্ধান্তবিরোধ, তত্ত্ববিরোধ, বৈষ্ণব-নিন্দা প্রভৃতি ব্যাপারে নিরুত্তর থাকিতেন অর্থাৎ ঐসকল আত্মহিংসক তত্ত্ববিরোধী বা নিন্দাকারিগণ কোনও হিতোপদেশ গ্রহণ করিবে না সুতরাং অসন্তাষ্য-জ্ঞানে তাঁহাদের সঙ্গ পরিবর্জ্জন করাই শ্রেয়ঃ। তাই, তিনি তাঁহার স্বরচিত গীতিতে লিখিয়াছেন,—

"ভকতিবিনোদ না সম্ভাষে তা'রে
থাকে সদা মৌন ধরি'।"

তবে যে তিনি অচ্যুতবাবুর প্রবন্ধ সজ্জনতোষণীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ ঐরূপ প্রবন্ধ প্রচার করাইয়া পরবর্ত্তিকালে উহার সমালোচনা ও যথার্থ সিদ্ধান্ত প্রসারের সহায়তাকল্পেই এবং সঙ্গে সঙ্গে তাৎকালিক অচ্যুত বাবু, যিনি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের নিকট একটী অল্পবয়স্ক নব্যযুবকমাত্র ছিলেন, তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান করিয়া সংশোধন করিবার জন্য। যদি ভগবান্ বিষ্ণু শঙ্করাচার্য্যের দ্বারা জগতে বিষ্ণুবিরোধিমত প্রচার না করাইতেন, তাহা হইলে শুদ্ধভক্তির মাহাত্ম্য ও সুদুর্লভত্ব এবং ভক্তি ও অভক্তিমার্গের পার্থক্য সত্যানুসন্ধিৎসুগণের হৃদয়ে সম্প্রতিষ্ঠিত হইত না। ধর্ম্মবর্ম্মা সনাতনপুরুষ বিষ্ণু শঙ্করাচার্য্যের দ্বারা ভক্তিবিরোধ-মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া তিনি অভক্তিকে সমর্থন করেন নাই বা জীবকুলকে অভক্তিপথের পথিক হইতে আহ্বান করেন নাই। ঐরূপ ব্যতিরেক প্রচারের দ্বারা তিনি তাঁহার ভক্তগণকর্ত্তৃক অন্বয়মুখে প্রচারিত ভক্তির উৎকর্ষ ও মাহাত্ম্য আরও উজ্জ্বলভাবে জগতের নিকট ধারণ করিয়াছেন।

আবার অন্যদিক দিয়া দেখিতে গেলে, অংশে অংশীর গুণ বর্ত্তমান থাকায়, অংশীর সহিত অভেদরূপে বর্ণন করাও কিছু দোষাবহ নহে; পরন্তু স্থূলবুদ্ধিব্যক্তিগণ তাঁহাদের ভ্রমবিবৎপ্রতীতি লইয়া অংশী ও অংশে যেরূপ ভেদ বা অভেদদৃষ্টি করেন, তাহাতে যে তত্ত্ববিরোধ ও আত্মবঞ্চনার যোগ্যতা রহিয়াছে, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর অচ্যুত বাবুর ঐ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া সজ্জন সুধীগণের নিকট তাহা উপলব্ধি করাইবার সুযোগ দিয়াছেন। কৃষ্ণতত্ত্ববিৎপুরুষ অংশী ও অংশের মধ্যে অভেদ দর্শন করিয়া কখনও অনন্ত বা শেষকেই শ্রীবলরাম, নারায়ণকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি অতাত্ত্বিকের ন্যায় শেষকে রেবতীরমণ বা নারায়ণকে 'রাধারমণ' বলেন না। অতাত্ত্বিকগণ,—যেহেতু শেষ ও বলরাম, নারায়ণ ও কৃষ্ণ, বলরাম ও কৃষ্ণ, বাসুদেব ও কৃষ্ণ অভিন্ন, তখন তাঁহাদের লীলাবৈশিষ্ট্য, তাঁহাদের স্ব স্ব অভিমানোচিত মর্য্যাদা, মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্যাদি ভাববৈশিষ্ট্যকে কেনই বা না একাকার করা যাইবে', এরূপ বিচার করিয়া বসেন, তৎকালে তাঁহাদের ঐরূপ বিচার স্থূলবুদ্ধিরই সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ আচার্য্যের চরণাশ্রয় না করা পর্য্যন্ত বিচারশক্তিবিহীন অতত্ত্বজ্ঞের মনের আবেগ-প্রসূত কল্পনা সৎসিদ্ধান্ত-কক্ষায় স্থাপিত হইতে পারেনা; পরন্তু উহা মনোধর্ম্ম বা পৌত্তলিকতা।

মতবাদ-স্থাপনপ্রয়াসিগণের স্বভাবই এই যে, তাঁহারা মহাজনগণের বাক্যের মুখ্য ও সরল অর্থ পরিত্যাগ করিয়া গায়ের জোরে নিজ বিকৃত রুচিকল্পিত কদর্থ করিবার জন্য ব্যস্ত! তাঁহাদের ধারণা মহাজনগণ তাঁহাদের ভোগ্য-সামগ্রী কেন না হইবেন? বেদসংজ্ঞিতা বাণী কেনই বা না তাঁহাদের অভক্তিবাদ ও নাস্তিকতার সমর্থন করিবেন? সাধু কেনই বা না তাঁহাদের মনঃকল্পনা ও ভোগস্পৃহামূলা রুচির অনুকূল কথা বলিতে বাধ্য হইবেন? যাঁহারা 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'—এই শ্রৌতপন্থা বা অবরোহবাদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা যে কিরূপভাবে শাস্ত্র ও মহাজনগণের বাক্যের কদর্থ বা স্বকপোলকল্পিত অর্থ করিয়া থাকেন, তাহা শ্রীগৌরসুন্দর সার্ব্বভৌমশিক্ষায় প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য মুখে বেদ স্বীকার করিয়াও কিরূপে বৌদ্ধগণ অপেক্ষাও অধিকতর প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্যবাদ প্রচার করিয়াছেন, জগতের বহু বহু তথাকথিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বেদ, উপনিষৎ, ভাগবত ও মহাজনগণের দোহাই দিয়াও কিরূপে তাঁহাদের সম্পূর্ণ বিরোধপথে চলিয়াছেন, তাহা সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি ব্যতীত অপরের বুঝিয়াও বুঝিবার সামর্থ্য নাই। কেহ কেহ আবার এইরূপ উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়া 'অভক্তি' ও 'ভক্তিপথে'র একটা গোঁজামিল

দিবার পন্থা আবিষ্কারপূর্ব্বক নিজদিগকে সমন্বয়বাদী সাব্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত অর্থাৎ আত্মবঞ্চিত হইতেছেন।

গৌরনাগরীর পৌত্তলিকতার বিশ্লেষণকারী এইরূপ বহু ভাবে নিজ মতবাদ রক্ষা করিবার উপায় খুঁজিয়াছেন। কখনও বা তিনি শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে গৌরনাগরী, কখনও বা ঠাকুর নরোত্তমকে গৌরনাগরী, কখনও বা বর্ত্তমান শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূলপুরুষ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরকে 'গৌর নাগরী'বাদের সমর্থনকারিরূপে স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বত্রই তাঁহার দুর্ব্বলা যুক্তি শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও সুদৃঢ়া যুক্তি দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। উপসংহারে তিনি 'পতি মোর গৌরচন্দ্র' শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ের এই প্রার্থনা-বাক্যে 'পতি' শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাইয়া মনে করিয়াছেন, ঠাকুরমহাশয়কে একজন 'গৌরনাগরী' সাজাইতে পারিলে আমাদের মতবাদটী বাজারে বিকাইতেও পারে। কিন্তু রূপানুগবর শ্রীলঠাকুরমহাশয় গৌরসুন্দরকে তাঁহার 'নিত্যপ্রভু' বলিবার উদ্দেশেই 'পতি' শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। গৌরতত্ত্বে ঔদার্য্যলীলা প্রকাশিত। সেই ঔদার্য্যের অভ্যন্তরে কৃষ্ণলীলা-মাধুর্য্য প্রকটিত। ঔদার্য্য-লীলায় মাধুর্য্যের বিকৃত প্রতিফলন রসবিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করে ও জীবকে মুক্তভূমিকা হইতে প্রাকৃত ভোগময়রাজ্যে পাতিত করে। শ্রীরূপানুগসম্প্রদায়, শ্রীলরঘুনাথদাসগোস্বামী প্রভু বা শ্রীলনরোত্তমঠাকুর মহাশয়-প্রমুখ গুরুবর্গ কেহই শ্রীগৌর-সুন্দরের বিপ্রলম্ভলীলাকে রসাভাসদোষে দুষ্ট করিবার প্রয়াসের প্রশংসা করেন নাই।

অতএব 'গৌরনাগরী'মতবাদ বা 'গৌরনাগরীর পৌত্তলি-কতা'র তত্ত্ববিরোধ, রসবিপর্য্যয়, লীলাবিনাশচেষ্টা, মহা-জনাবহেলন প্রভৃতি অশেষ দোষ কোনরূপেই ভক্তিসিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। সর্ব্বোপরি রূপানুগবর শ্রীলকবিরাজগোস্বামীপ্রভু ও তৎসম্মানিত মহামহিমাগ্রগণ্য শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস প্রামাণিকচূড়ামণি শ্রীলঠাকুর বৃন্দাবন তাঁহার অমর ভাষায়—

"অতএব যত মহামহিম সকলে।
'গৌরাঙ্গনাগর'—হেন স্তব নাহি বলে॥"—

এই যে বেদবাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কখনই আমরা শুদ্ধভক্তিপথের পথিক বলিয়া গণ্য হইতে পারি না।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর ও শ্রীলদাসগোস্বামী প্রভুর 'শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে' এই বাক্যের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—

বৃন্দাবনের প্রকটান্তর-ধামরূপ শ্রীধাম নবদ্বীপে শচীগর্ভে যিনি উদিত হইয়াছিলেন, সেই প্রাণনাথ নিমানন্দকে সাক্ষাৎ নন্দীশ্বরপতির পুত্র বলিয়া জান—কৃষ্ণ হইতে কোন ক্রমেই তাঁহাকে তত্ত্বান্তর মনে করিও না। নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া একটী পৃথক্ ভজনলীলা দেখাইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে **নবদ্বীপ-নাগর মনে করিয়া ব্রজভজন পরিত্যাগ করিও না।** * * রসমার্গে তিনি শ্রীরাধাবল্লভরূপে একমাত্র ভজনীয় এবং শচীনন্দনরূপে সেই ব্রজরসের এক মাত্র গুরুরূপে উদিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার ভজন কর। অষ্টকালীয় কৃষ্ণলীলার উদ্বোধক ভাব-স্বরূপ গৌরলীলা সকল লীলার অগ্রেই স্মরণ কর।

—(ভজনরহস্য ৩য় সংস্করণ ৬২২ পৃষ্ঠা।)

রূপানুগবরগণের এই সকল নিগূঢ় শিক্ষা ও উপদেশ শিরে ধারণ করিয়া শ্রীল ঠাকুরমহাশয়-প্রমুখ মহাজনগণের ভাষায় যেন নিরন্তর নিষ্কপটে বলিতে পারি—

"মহাজনের যেই পথ, তা'তে হব অনুরত,
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার॥"

* * *

আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোসাই॥
অতিবাড়ী, গোপীচাড়ী, **গৌরাঙ্গনাগরী**।
তোতা বলে এই তেরো'র সঙ্গ নাহি করি॥

শ্রীসরস্বতী পূজা

ভগবানের শক্তি অনন্ত হইলেও জীবের নিকট তাঁহার তিনটী শক্তির পরিচয় আছে, যথা—(১) চিচ্ছক্তি, (২) জীবশক্তি ও (৩) মায়াশক্তি। চিচ্ছক্তির নামান্তর স্বরূপ-শক্তি বা অন্তরঙ্গাশক্তি, জীবশক্তির নামান্তর তটস্থাশক্তি এবং মায়াশক্তির নামান্তর বহিরঙ্গাশক্তি। জীবশক্তিকে তটস্থাশক্তি বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, উহা অন্তরঙ্গাশক্তি ও বহিরঙ্গাশক্তি এই উভয় শক্তিরই অধীন হইবার যোগ্য;

জীব যখন বহিরঙ্গাশক্তি বা মায়াশক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াও আপনাকে উঁহার সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট মনে করেন, তখন তিনি বহিরঙ্গাশক্তি বা মায়াশক্তির অধীনে মায়ার সেবা করিতে বাধ্য হন। এইকালে তিনি 'কর্ম্মী' বা 'জ্ঞানী' বলিয়া জড়জগতে পরিচিত হন। যখন জীব মায়ার অবিদ্যাবৃত্তির সেবায় আপনাকে নিয়োগ করেন, তখন 'কর্ম্মী', এবং যখন মায়ার বিদ্যাবৃত্তির সেবায় নিযুক্ত হন, তখন আপনাকে 'জ্ঞানী' বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত আরও এক শ্রেণীর জীব আছেন, তাঁহারা মায়ার ঐ দুইটী বৃত্তির মধ্যে কোনওটীর সেবা না করিয়াই চিচ্ছক্তি, স্বরূপশক্তি বা হ্লাদিনীশক্তির দাস্যে আপনাকে নিয়োগ করিয়া স্বস্বরূপে ভগবৎসেবায় রত থাকেন, ইঁহারা 'কর্ম্মী' বা 'জ্ঞানী' নামে পরিচিত হওয়ার পরিবর্ত্তে 'ভক্ত' নামে পরিচিত হইয়া থাকেন। অতএব জগতে যতপ্রকার জীব আছে, তাহাদিগকে দুইভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে,—(১) মায়াবশীভূত বা অচিদাশ্রিত এবং (২) মায়ামুক্ত বা চিদাশ্রিত; অচিদাশ্রিতব্যক্তিগণ মায়ার সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী গুণে আবদ্ধ হইয়া "সমশীলা ভজন্তি বৈ" অর্থাৎ স্বভাবানুসারে জীব তত্তদ্‌গুণবিশিষ্ট দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে,—এই ভাগবত বাক্যানুসারে মায়াকে নানাপ্রকারে উপাসনা করিয়া থাকেন। ঐরূপ উপাসকগণের মধ্যে শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, গাণপত্য ও বিষ্ণুর সগুণ উপাসক বা সামান্য বৈষ্ণব—এই পঞ্চপ্রকার বিভাগ প্রধানরূপে লক্ষিত হয়। বিভিন্ন গুণাবলম্বিব্যক্তিগণ স্ব স্ব রুচি বা স্বেচ্ছাচারিতার বশবর্ত্তী হইয়া কোনও একটী বিশেষ দেবতাকে প্রধানরূপে স্বীকার পূর্ব্বক 'শৈব, শাক্ত, সামান্য বৈষ্ণব' প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত অর্থাৎ কোনও একটী বিশেষ দেবোপাসক নামে পরিচিত হইলেও তাঁহারা ভোগার্থ ধনের কামনায় লক্ষ্মী, অর্থ বা প্রতিষ্ঠাকরী বিদ্যাকামনায় সরস্বতী প্রভৃতি দেবতাগণের লৌকিক প্রথানুসারে পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীল জীবগোস্বামিচরণ তত্ত্বসন্দর্ভ (১৭শ অনু) লিখিয়াছেন যে, প্রকৃতিজন-পূজিতা সরস্বতীদেবী সঙ্কীর্ণ শাস্ত্রাদির প্রতিপাদ্য দেবতা। যথা—"সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃনাঞ্চ নিগদ্যতে" (তত্ত্বসন্দর্ভ ১৭)। 'সঙ্কীর্ণ' শব্দের অর্থ শ্রীজীবপাদ এইরূপ করিয়াছেন—"সঙ্কীর্ণেষু সত্ত্বরজস্তমোময়েষু", 'সরস্বতী' শব্দের তাৎপর্য্য—"নানাবাণ্যাত্মক—তদুপলক্ষিতায়া নানা দেবতায়া ইত্যর্থঃ" অর্থাৎ 'বিবিধ বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা', ইহা দ্বারা নানা-দেবদেবী ও উপলক্ষিত হইয়াছেন; তাৎপর্য্য এই যে, সরস্বতী বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তদ্দ্বারা তিনি নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া বিবিধ বাক্যের দ্বারা বিভিন্নদেবতার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই জন্য শ্রীল জীবগোস্বামীপ্রভু 'সরস্বতী' বলিতে নানা দেবদেবীও লক্ষ্য করিয়াছেন। সরস্বতী বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া 'নানা দেবদেবী' উপলক্ষিত হইলেও বস্তুতঃ 'সরস্বতী' বলিতে কোন একটী পৃথক দেবতাই বুঝাইয়া থাকে। শ্রীসরস্বতীকে বিদ্যা বা জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলা হইয়া থাকে।

জড়জগতে মায়াদেবী 'দুর্গা' নামে পরিচিতা, তাঁহার আবরণের মধ্যে আমরা সরস্বতীকে দেখিতে পাই; আবার ঐকান্তিক ভক্তগণও সরস্বতী দেবীকে ভগবচ্ছক্তিরূপে পূজা করিয়া থাকেন, ইহাও দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মহাভাগবতবর শ্রীল সূত গোস্বামী মহারাজ ভাগবতারম্ভের মঙ্গলাচরণে পরাবিদ্যারূপিণী সরস্বতীকে প্রণাম করিতেছেন—"দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততোজয়মুদীরয়েৎ (ভাঃ ১।২।৪)"। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে মুনিগণগুরু শ্রীশুকদেব গোস্বামী "প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী" (ভাঃ ১।২।২২)—এই বাক্যে বেদরূপা বাণী শ্রীসরস্বতীর ভগবদাজ্ঞায় আদি-গুরু শ্রীব্রহ্মার মুখপদ্মে আবির্ভাব-প্রসিদ্ধির কথা কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে শ্রীসরস্বতী শ্রীকৃষ্ণকেই একমাত্র উপাস্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, ইহাই জানাইয়াছেন। "সরস্বতী কথম্ভূতা? —স্বং শ্রীকৃষ্ণং লক্ষয়তি উপাস্যত্বেন দর্শয়তীতি সা"—(চক্রবর্ত্তিচরণ)।

আলোচনাপ্রসঙ্গে মায়াবদ্ধ ও মায়ামুক্ত উভয়প্রকার জীবের বাগ্‌দেবতা শ্রীসরস্বতীদেবীর পূজাপ্রসঙ্গ প্রদর্শিত হইল; সিদ্ধান্তস্থলে বিচার্য্য এই যে, উভয়ের উপাস্যদেবতা সরস্বতী এক না পৃথক? মায়ামুক্ত ও মায়াবদ্ধ জীবের উপাস্য সরস্বতী এক নহে, একটি স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তির বৃত্তি, অপরটী মায়াশক্তি বা বহিরঙ্গাশক্তির বৃত্তি বিশেষ। একটী কৃষ্ণভজন-প্রদর্শিনী বেদান্তিকাবাণী বা কৃষ্ণকৃপারূপিণী সম্মুখরিতা বীর্য্যবতী কৃষ্ণকীর্ত্তন-সরস্বতী, আর একটী বহিরর্থ-প্রদর্শিনী বিমুখবিমোহিনী কৃষ্ণেতর বাগ্বিলাসিনী। মায়াশক্তি ও চিচ্ছক্তি শক্তিবিচারে অভিন্ন

হইলেও বস্তু ও বস্তুর ছায়া যেরূপ পৃথক, তদ্রূপ মায়া ও চিচ্ছক্তি সজাতীয় ও বিজাতীয় বিচারে পরস্পর ভিন্ন। মায়াশক্তি শক্তিমান ভগবানেরই শক্তি হইলেও দুষ্টাপত্নী যেরূপ স্বামিসন্নিধানে গমন করিতে লজ্জা বোধ করে, সেইরূপ মায়াশক্তিও "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া" (ভাঃ ২।৫।১৩)—এই ভাগবত-বচনানুসারে ভগবৎ সম্মুখে গমন করিতে পারেনা ; আর চিচ্ছক্তি ভগবৎ সন্নিধানে নিরন্তর অবস্থান করিয়া তদীয় সেবাসুখ লাভ করেন।

মায়াশক্তিগত সরস্বতী-উপাসকগণের মধ্যে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ কবি কালিদাসের নাম আমরা পুরাকালের ইতিবৃত্ত হইতে জানিতে পারি ; পরবর্ত্তিকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট সময়ে উদিত কেশব কাশ্মীরী নামে জনৈক বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের নামও গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। কেশব কাশ্মীরী ও সরস্বতীর আরাধনা প্রভাবে কবিত্ব-শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। আবার নবদ্বীপের তাৎকালিক অবস্থা বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের ভাগবতছন্দে দৃষ্ট হয়, "সরস্বতী-প্রসাদে সবেই মহাদক্ষ", (চৈঃ ভাঃ আ ২।৫৮)। পরাবিদ্যারূপিণী শ্রীসরস্বতীপতি শ্রীগৌরনারায়ণ শ্রীমন্নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলে প্রকৃতি-জনোপাস্য-সরস্বতীর বরপুত্রগণের যাবতীয় পাণ্ডিত্য-প্রতিভা মলিনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মীরীর প্রতি সরস্বতীর উপদেশ-বাক্য শ্রীচৈতন্যভাগবতকার এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

> কৃপাদৃষ্ট্যে ভাগ্যবন্ত ব্রাহ্মণের প্রতি।
> কহিতে লাগিলা অতি গোপ্য সরস্বতী॥
> সরস্বতী বলেন; শুনহ বিপ্রবর।
> বেদগোপ্য কহি এই তোমার গোচর॥
> কা'র স্থানে কহ যদি এ সকল কথা।
> তবে তুমি শীঘ্র হৈবা অল্পায়ু সর্ব্বথা॥
> যার ঠাঞি তোমার হইল পরাজয়।
> অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ সেই সুনিশ্চয়॥
> **আমি যার পাদপদ্মে নিরন্তর দাসী।**
> **সম্মুখ হইতে আপনারে লজ্জাবাসি॥**
> (চৈঃ ভাঃ আ ১৩।১২৭-১৩১)

শ্রীচৈতন্যভাগবতের উপরি উক্ত বাক্যগুলির সহিত ভাগবতগণের নিম্নলিখিত বাক্য বিচার করিলে তদুভয়ের উপাস্য সরস্বতী দেবী যে পৃথক্, তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। প্রাচীনবৈষ্ণব শ্রীধরস্বামিচরণ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার প্রারম্ভে তাঁহার উপাস্য শ্রীনৃসিংহদেবের স্তব করিতে গিয়া নৃসিংহ-শক্তি সরস্বতী দেবীকে শ্রীনৃসিংহদেবের বদনে অর্থাৎ সম্মুখে অবস্থিতা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন —

> বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
> যস্যাস্তে হৃদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥

কালিদাস, কেশব কাশ্মীরী-প্রমুখ ব্যক্তিগণের উপাস্য সরস্বতী দেবী ভগবান্ নৃসিংহদেবের বদনে অবস্থান করা দূরে থাকুক, তাঁহার সম্মুখে গমন করিতেও আপনাকে লজ্জিতা মনে করেন। শ্রীমদ্ভাগবত (২।৫।১৩) ও শ্রীচৈতন্যভাগবত (আঃ ১৩।১৩১) বাক্যই তাহার প্রমাণ। পরাবিদ্যারূপিণী শ্রীসরস্বতীদেবী শুদ্ধকীর্ত্তনময়ী, শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া ; তিনি শুদ্ধভক্তগণের জিহ্বাগ্রে অবস্থান করিয়া নিরন্তর ভগবৎসেবা-নিরতা। অভক্ত ও ভক্তব্রুবগণ কেহ যদি তাঁহার (শ্রীসরস্বতীর) স্বামীকে কোন কটু বা সিদ্ধান্তবিরোধ বাক্য প্রয়োগ করেন, তথাপি বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতা তদ্দ্বারা নিজ স্বামীর স্তুতি করিয়া থাকেন, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।২৫।৫ শ্লোকে ইন্দ্রের বাক্যে প্রমাণিত হইয়াছে অর্থাৎ মূর্খতাবশে ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিলে শ্রীসরস্বতীদেবী তাঁহারই মুখে নিজ-প্রভু শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছিলেন, কিন্তু ইন্দ্র তাহা জানিতে পারেন নাই।

কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির নামান্তরই শুদ্ধা সরস্বতী, তিনি কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়া। পরাবিদ্যারূপিণী শুদ্ধা সরস্বতী স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি। শুদ্ধ ভক্তগণ সেই সরস্বতীর নিত্য পূজা করিয়া থাকেন। শ্রবণ-কীর্ত্তন-মুখেই তাঁহার পূজা সাধিত হয়। আমরা অপ্রাকৃত কবিকুলরাজ শ্রীজয়দেব গোস্বামীকে—

"শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্"—

এই বাক্যে শুদ্ধা সরস্বতী দেবীর একজন প্রধান পূজকরূপে দেখিতে পাই। 'জয়' শব্দের অর্থ—সর্ব্বোৎকর্ষবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ ; 'দিব্'ধাতু-নিষ্পন্ন 'দেব' শব্দের দ্বারা—যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে স্বভক্তি-প্রভাবে প্রকাশিত করেন, তাঁহাকেই বুঝাইয়া থাকে, অর্থাৎ যিনি নিজ-ভক্তি-প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশিত করেন, তিনিই জয়দেব। ''জয়দেব' বলিতে শুদ্ধ কৃষ্ণকীর্ত্তনপরায়ণ ভক্তমাত্রই উপলক্ষিত হইয়া

থাকেন। সেবোন্মুখ ভক্তগণের জিহ্বায় যে শুদ্ধা সরস্বতী স্ফুরিতা হন, ভাগ্যবান জীবগণ শ্রবণেন্দ্রিয়-দ্বারা তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। শুদ্ধা সরস্বতী দেবীও ভাগ্যবান্ জীবের কর্ণরন্ধ্র দ্বারা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার হৃদয়কে নির্ম্মল ও স্বীয় কান্ত শ্রীহরির উপবেশনোপযোগী করিয়া সেই সৌভাগ্যবান্ ভক্তের জিহ্বায় নৃত্য করিতে করিতে নিজ-স্বামীর তুষ্টি-বিধান করিয়া থাকেন। ভক্ত কবিকুলের আরাধ্যা এই শুদ্ধা সরস্বতীকে পুরাণাদি শাস্ত্রে ভগবন্মুখ-পদ্ম-প্রকটিতা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-তাৎপর্য্যময়ী বাণী ব্যতীত জীবের ইন্দ্রিয়তোষণপরা ইতর বাণীর নামান্তরই দুষ্টা সরস্বতী; কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণী ভক্তারাধ্যা শ্রীজয়দেব-সরস্বতী হইতে ইনি ভিন্না। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিস্বরূপিণী কৃষ্ণসেবাময়ী শুদ্ধা সরস্বতী ও তচ্ছায়া-স্বরূপা মায়াশক্তি প্রাকৃত-জনপূজ্যা সরস্বতীর পার্থক্য কোন মহাজন তাঁহার একটি গীতিতে এইরূপ ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন,—

মনরে কেন কর বিদ্যার গৌরব।
স্মৃতি-শাস্ত্র-ব্যাকরণ, নানা ভাষা-আলোচন,
বৃদ্ধি করে যশের সৌরভ॥
কিন্তু দেখ চিন্তা করি, যদি না ভজিলে হরি,
বিদ্যা তব কেবল রৌরব।
কৃষ্ণ-প্রতি অনুরক্তি, সেই বীজে জন্মে ভক্তি,
বিদ্যা হইতে তাহা অসম্ভব॥
বিদ্যায় মার্জ্জন তার, কভু কভু অপকার,
জগতেতে করি অনুভব।
যে বিদ্যার-আলোচনে, কৃষ্ণরতি স্ফুরে মনে,
তাহারি আদর জান সব॥
ভক্তি বাধা যাহা হ'তে সে বিদ্যার মস্তকেতে
পদাঘাত কর অকৈতব।
সরস্বতী কৃষ্ণ-প্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁর হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব॥

(কল্যাণকল্পতরু)

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ ভগবানের বহিরঙ্গা ও অন্তরঙ্গা শক্তির বিচারে তত্তদ্বৃত্তির যে ভেদ নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাতেও পরা বিদ্যাস্বরূপিণী বেদবাণীরূপা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপরায়ণী কীর্ত্তনময়ী শুদ্ধা সরস্বতীর সহিত বহির্ম্মুখলোকচিত্তবিনোদকারিণী, নাস্তিকতা-প্রচারিণী জড়-বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর পার্থক্য নিরূপিত হইয়াছে; যথা —অথৈকমেব স্বরূপং শক্তিত্বেন শক্তিমত্ত্বেন চ বিরাজতীতি। যস্য শক্তেঃ স্বরূপভূতত্বং নিরূপিতং তচ্ছক্তিমত্তাপ্রাধান্যেন বিরাজমানং ভগবৎ সংজ্ঞামাপ্নোতি তচ্চ ব্যাখ্যাতম্। তদেব চ শক্তিত্বপ্রাধান্যেন বিরাজমানং লক্ষ্মীসংজ্ঞামাপ্নোতীতি দর্শয়িতুং তস্যাঃ স্বরূপবৃত্তিভেদেনানন্তায়াঃ কিয়ন্তো ভেদাঃ দর্শ্যন্তে। যথা—

"শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা কীর্ত্যা তুষ্ট্যেলয়োর্জ্জয়া।
বিদ্যয়াঽবিদ্যয়া শক্ত্যা মায়য়া চ নিষেবিতম্॥"

শক্তির্মহালক্ষ্মীরূপা স্বরূপভূতা। শক্তিশব্দস্য প্রথম প্রবৃত্তাশ্রয়রূপা ভগবদন্তরঙ্গ-মহাশক্তিঃ। মায়া চ বহিরঙ্গা শক্তিঃ। শ্র্যাদয়স্তু তয়োরেব বৃত্তিরূপাঃ। তাসাং সর্ব্বাসামপি প্রাকৃতাপ্রাকৃতত্বভেদেন শ্রূয়মাণত্বাৎ। ততঃ শ্রিয়েত্যাদৌ শক্তিবৃত্তিরূপয়া মায়াবৃত্তিরূপয়া চেতি সর্ব্বত্র জ্ঞেয়ম্। তত্র পূর্ব্বস্যা ভেদঃ শ্রীভাগবতী সম্পৎ। নিত্যত্বং মহালক্ষ্মীরূপা তস্যা মূলশক্তিত্বাৎ। তদগ্রে বিবরণীয়ম্। উত্তরস্যা ভেদঃ শ্রীর্জাগতী সম্পৎ। ইমামেবাধিকৃত্য "ন শ্রীর্বিরক্তমপি মাং বিজহাতি" ইত্যাদি বাক্যম্।

(ভগবৎসন্দর্ভ ১০২)

একই স্বরূপ—শক্তি ও শক্তিমানরূপে বিরাজিত। যাঁহার শক্তির স্বরূপভূতত্ব নিরূপিত হইয়াছে, সেই অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তুই শক্তিমত্তা-প্রাধান্যে বিরাজমান হইয়া ভগবৎসংজ্ঞা প্রাপ্ত হন, ইহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; আবার তিনি শক্তি-প্রাধান্যে বিরাজিত থাকিয়া লক্ষ্মী-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন, ইহা প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে শক্তির স্বীয়া বৃত্তির অনন্তভেদের মধ্যে কয়েকটী ভেদ প্রদর্শিত হইতেছে, যথা—শ্রী, পুষ্টি, গীঃ, কান্তি, কীর্ত্তি, তুষ্টি, ইলা, উর্জ্জা, বিদ্যা, অবিদ্যা, শক্তি ও মায়াদ্বারা নিষেবিত। এই দ্বাদশটী বৃত্তির মধ্যে যাহা মহালক্ষ্মীরূপা স্বরূপভূতা, তাহাই শক্তি; কেননা, 'শক্তি' শব্দের প্রবৃত্তি একমাত্র আশ্রয়রূপা ভগবানের অন্তরঙ্গা মহাশক্তি। 'মায়া' বলিতে বহিরঙ্গা শক্তি; শ্রী, পুষ্টি প্রভৃতি—শক্তির এই দ্বাদশটি বৃত্তি স্বরূপ-শক্তি ও মায়াশক্তি-ভেদে দুই প্রকার জানিতে হইবে, কেননা তাহাদের (শক্তির বৃত্তিসমূহের) প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত এই দুই প্রকার ভেদ শ্রবণ করা যায়; অতএব

শ্রী, পুষ্টি, গীঃ অর্থাৎ বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী স্বরূপ শক্তির বৃত্তি ও মায়াশক্তির বৃত্তি রূপে শক্তিমান পুরুষের সেবা করিয়া থাকেন, ইহা সর্ব্বত্রই জানিতে হইবে। স্বরূপশক্তিগত বৃত্তির ভেদ প্রদর্শিত হইতেছে—'শ্রী' বলিতে ভাগবতী-সম্পৎ। ইনি মহালক্ষ্মীরূপা নহেন; কেননা মহালক্ষ্মী স্বরূপশক্তি ও এস্থলে বর্ণিতা 'শ্রী' স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপা। বহিরঙ্গা শক্তির বৃত্তি 'শ্রী' জাগতিক সম্পদ্‌রূপা (যাহাকে জড়ৈশ্বর্য্য লাভের নিমিত্ত কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ পূজা করিয়া থাকেন)। ইঁহাকে উদ্দেশ করিয়াই 'বিরক্ত আমাকেও 'শ্রী' পরিত্যাগ করে না' প্রভৃতি উক্তি দেখা যায়। গীঃ অর্থাৎ জড়বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিরূপা কৃষ্ণসেবাপরা বিষ্ণুকান্তা সরস্বতী সম্বন্ধেও বিচার ঐরূপ জানিতে হইবে।

ভক্তগণ মায়াশক্তির অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া চিচ্ছক্তির বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে সরস্বতীর পূজা করিয়া থাকেন। মূল বস্তুকে ছাড়িয়া ভ্রমক্রমে বস্তুর ছায়াকে বস্তুভ্রমে যে পূজা, তাহা কখনই সুফল প্রদান করিতে পারে না। উদাহরণ-স্বরূপে বলা যাইতে পারে—সম্পূর্ণ দুগ্ধ বিশ্বাসেও চাখড়ি-গোলা পান করিলে যেরূপ দুগ্ধ-পানের ফল পাওয়া যায় না, ছায়াকে বাস্তব বস্তু বলিয়া বিশ্বাস করিলেও যেরূপ বাস্তব বস্তুর স্পর্শ লাভ ঘটে না, তদ্রূপ।

শুদ্ধ ভক্তগণ সরস্বতীকে নিজের সেবায় নিযুক্ত না করিয়া তদ্দ্বারা সরস্বতী-কান্ত শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা করাইয়া থাকেন, তাহাতেই শুদ্ধা সরস্বতীর সন্তোষ। কিন্তু প্রাকৃত ব্যক্তিগণ সেব্য-সরস্বতীর সন্তোষ উৎপাদনের চেষ্টায় উদাসীন থাকিয়া নিজ-লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি জড়েন্দ্রিয় তর্পণের নিমিত্তই যে সরস্বতীর পূজা করিয়া থাকেন, তাহাতে মায়াশক্তির আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় জীবের শুদ্ধস্বরূপ আবরণ করিয়া পরাবিদ্যারূপিণী বাণীর পূজা হইতে তাঁহাদিগকে বহুদূরে নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের অপর নামই কাম, হরিবিমুখতা বা নাস্তিকতা। আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণপরায়ণতার চরমসীমায় উপনীত হইলেই চার্ব্বাক, এপিকিউরাস, ইয়াংচু, লুসিপস্‌ প্রভৃতির মত জীবের হৃদ্দেশ অধিকার করে। এইরূপ নাস্তিকতা, কখনও প্রচ্ছন্ন, কখনও বা স্পষ্টাকারে লক্ষিত হয়। প্রচ্ছন্ন নাস্তিকগণ ইন্দ্রিয়-তর্পণকে "নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ" (innocent pleasures) নাম প্রদান করিয়া ভোগপ্রদাত্রী দেবতাগণের আরাধনায় ব্যস্ত হন।

এইরূপ আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ 'গায়ক,' 'বাদক,' 'কবি,' 'সাহিত্যিক,' 'চিত্রকর,' 'নানা কলাবিদ্যা-বিশারদ' প্রভৃতি নামে জগতে বিদিত হইয়া স্ব স্ব বিদ্যার পারদর্শিতা অর্জ্জনার্থ সরস্বতী দেবীর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ইঁহাদের সাধ্য—কনক, কামিনী ও জড়প্রতিষ্ঠা। এক কথায় আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ বা কাম। বঙ্গদেশের বহু স্থানে—শৌণ্ডিকা-লয়ে, বারবনিতাভবনে, সঙের দলে, শিশুপাঠার্থিসম্প্রদায়ে সরস্বতীপূজা একটি প্রধান পর্ব্ব বলিয়া প্রচলিত আছে। কোন কোন স্থানে তাহাদের পরম পূজ্যা শ্রীসরস্বতী মাতার সম্মুখে বারবনিতার নৃত্য, তাম্রকূট, সিগারেট, গঞ্জিকাসেবন, সুরাপান, গ্রাম্য বাগ্‌বিলাস ও নানাপ্রকার রঙ্গরস হইয়া থাকে। মাতার সম্মুখে এরূপ আচরণ বড়ই নীতি-বিগর্হিত। ইহাই কি পূজা?

কিন্তু শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ কখনও এইরূপভাবে বাগ্‌-দেবীর অসম্মান করেন না, অথবা মায়ামোহিত হইয়া লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীসরস্বতী দেবীকে পূজা করিবার ছলে তাঁহার সহিত বণিকতুল্য ব্যবহার করেন না, কিম্বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভৌম বস্তুতে দেবীর আবাহন এবং পরে তাহাকে বিসর্জ্জন দিয়া 'ভৌম ইজ্যধীঃ' অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুতে পূজ্যবুদ্ধিরূপ পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেন না। তাঁহারা পরাবিদ্যারূপিণী শ্রীসরস্বতী দেবীকে অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তন-মুখে পূজা করিয়া থাকেন। এইরূপ পূজায় ভবানীভর্ত্তৃত্বা-ভিমান বা পূজ্য ও পূজকের মধ্যে কোনপ্রকার বণিগ্‌বৃত্তি নাই। শ্রীগৌরভগবানের শ্রীমুখবিগলিতা "কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ"—এই শ্রৌতবাণীর পূজা তাঁহারা অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তন-মুখে সম্পন্ন করেন। কীর্ত্তনময়ী বাণীকে শ্রবণযুগল-দ্বারা নিরন্তর সেবা করিতে করিতে অনর্থযুক্ত জীবের অনর্থ-নিবৃত্তি হয় এবং জীবের হৃদয়ে সৎসিদ্ধান্ত-সরস্বতী সুপ্রতিষ্ঠিতা হন; তখন জীব কৃষ্ণে দৃঢ়শ্রদ্ধা ও শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণতা লাভ করিয়া উত্তমাধিকারে আরূঢ় হন। সেই অবস্থাতেও তিনি কীর্ত্তনময়ী বাগ্‌দেবীর অর্চ্চনা পরিত্যাগ করেন না, পরন্তু সমধিক উল্লাসের সহিত মহাভাগবত-চূড়ামণি-শ্রীশুকদেব বা সূতগোস্বামীর ন্যায় "স্বলক্ষণা" অর্থাৎ

কৃষ্ণভজন প্রদর্শিনী শ্রীভগবদ্বাণীরূপা কৃষ্ণপ্রিয়া সরস্বতীকে সর্ব্বত্র বিস্তার করিতে থাকেন; অতএব ভগবদ্ভক্তগণের ন্যায় আর শ্রেষ্ঠ সরস্বতী-পূজক কে?

শ্রীভক্তিবিলাসঠাকুর

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুগ শ্রীবাস-অঙ্গনের বর্ষীয়ান্ সেবক মহাত্মা শ্রীমদ্ভক্তিবিলাসঠাকুর আর ইহ জগতে নাই। তিনি গত ১২ই মাঘ বুধবার কৃষ্ণাষ্টমী ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীধাম-প্রাপ্ত হইয়াছেন। আগামী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-দিবসে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের জ্যেষ্ঠপুত্র পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মাধবেন্দ্রদাসাধিকারী মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে সাত্বত স্মৃতি-বিধানানুসারে বিজয়োৎসব সম্পন্ন করিবেন।

শ্রীমদ্ভক্তিবিলাসঠাকুর শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পদাঙ্কপূত রাঢ়দেশের অন্তর্গত রাজবাঁধ ষ্টেসনের নিকট আম্‌লাযোড়া গ্রামে ৮৩ বৎসর পূর্ব্বে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকুলে আবির্ভূত হন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার ধর্ম্মে প্রগাঢ় অনুরাগ লক্ষিত হয়। ইনি জীবনে কখনও মৎস্য মাংসাদি অমেধ্য-ভোজন কিংবা তাম্রকূটাদি কোন প্রকার মাদক দ্রব্য স্পর্শ করিতেন না; ইঁহার নৈতিক চরিত্র সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিল।

কিন্তু সাধারণ হিন্দু-সামাজিকধর্ম্মে পৌত্তলিকতার আদর দেখিতে পাইয়া এবং শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মকেও সাধারণ হিন্দুসমাজের একটী শাখা-বিশেষ মনে করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মেও পৌত্তলিকতার আদর আছে বিচার পূর্ব্বক এবং তদানীন্তন বিদ্ধ বা সামান্য বৈষ্ণব-সমাজের নীতি-বিগর্হিত আচারাদি দর্শন করিয়া তিনি তাৎকালিক নববিধান-সমাজের প্রধান নেতার উপদেশাদি গ্রহণ করেন।

১২৯৭ সালে নমন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর, বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সহিত রাঢ়দেশের বিভিন্নস্থানে শুদ্ধভক্তিপ্রচার-কল্পে পর্য্যটন করিতে করিতে আম্‌লাযোড়া গ্রামে শুভবিজয় করিয়া তৎস্থানবাসী ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা-প্রচার ও শুদ্ধভক্তি-প্রচারের কেন্দ্রস্বরূপ "শ্রীআম্‌লাযোড়া প্রপন্নাশ্রম" নাম প্রদান করিয়া একটী ভক্তবিহার স্থাপন করেন, সেই সময় প্রশংসিত শ্রীভক্তিবিলাস মহাশয় উক্ত মহাপুরুষ দ্বয়ের শ্রীমুখনিগলিত বাগ্মবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম যে সাধারণ পঞ্চো-পাসক হিন্দু সমাজের একটি শাখাবিশেষ নহেন, সাধারণে প্রচলিত ঐরূপ ভ্রম যে অত্যন্ত অজ্ঞতা বিজৃম্ভিত তথা প্রাকৃত সহজিয়া বা শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের কৃত্রিম অনুকরণ-প্রণালী অর্থাৎ শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিকৃত ও হেয় প্রতিফলন যে সার্ব্বজনীন পরম উদার বিমল বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নহে, অবতার বা অবরোহ-বাদীর আনুগত্য-ধর্ম্মে যে আরোহবাদীর পৌত্তলিকতার প্রভাব নাই, সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহ-পূজা ও পঞ্চোপাসকের পৌত্তলিকতা, অপ্রাকৃত সহজ ধর্ম্ম ও প্রাকৃত-সহজিয়ার বিকৃত ধর্ম্ম এবং তন্মধ্যে কৃত্রিম ভাবের স্মরণ-মননাদিরূপ পৌত্তলিকতা, আত্মার নিত্য ধর্ম্ম ও অনাত্মার বা দেহ-মনের অনিত্য ধর্ম্ম, জড়-নিরাকার ও সাকারবাদ এবং শুদ্ধ সবিশেষবাদ যে পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহা তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন। ইঁহার চারিবৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১২৯৩ সালে ভক্তিবিলাস ঠাকুর শ্রীরামপুরে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকার লাভ করেন।

এইরূপে তিনি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের

উপদেশ ও কৃপা প্রাপ্ত হইয়া গৃহে থাকিয়াই কিছুকাল পর্য্যন্ত হরি-ভজন করিতে থাকেন। ১৩১৯ সালে তিনি শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনার্থ আগমন করেন। শ্রীবাস-অঙ্গনের প্রতি তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইলে, শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর তাঁহাকে শ্রীঅঙ্গনের সেবায় ব্রতী হইতে আদেশ করেন। তিনি তাঁহার সংক্ষিপ্ত স্বলিখিত চরিত-মধ্যে লিখিয়াছেন,—"১৩১৯ সালে শ্রীবাস-অঙ্গন দর্শনাবধি আমার মন অত্যন্ত বিচলিত হইল, সংসারের কোন কার্য্যই ভাল লাগিত না। পরমহংস শ্রীপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মহারাজকে পত্র লিখিলাম; তিনি উত্তর দিলেন, আপনি শীঘ্র শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভজন করুন, তাহা হইলে আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। ১৩২০ সালে তাঁহার আজ্ঞানুসারে মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীর ২১ দিন পূর্ব্বে শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া শ্রীমন্দিরের নিকট অবস্থান পূর্ব্বক ভজনে প্রবৃত্ত হইলাম"।

শ্রীভক্তিবিলাস মহাশয় তাঁহার প্রকটান্ত কাল পর্য্যন্ত শ্রীবাস অঙ্গনের সেবায় আপনাকে নিযুক্ত করিয়া নৈষ্ঠিক ক্ষেত্র-সন্ন্যাসব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীপাদের সেবার ঔজ্জ্বল্য-বিধানে বিশেষ উৎসাহ ও যত্ন ছিল। তিনি শ্রীধামের সেবা পরিত্যাগ করিয়া কখনও কোন তীর্থাদি দর্শন করিবার অভিলাষ করেন নাই। তিনি শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদের শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতকের নবদ্বীপ-ধাম-বাস-নিষ্ঠা প্রার্থনা করিয়া শ্রীগৌড়াটবীতেই রজো-লাভ করিয়াছেন,—

"জাতি-প্রাণ-ধনানি যান্তু সুযশোরাশিঃ পরিক্ষীয়তাং
সদ্ধর্ম্মা বিলয়ং প্রয়ান্তু সততং সর্ব্বৈশ্চ নিভর্ৎস্যতাম্।
আধিব্যাধিশতেন জীর্য্যতু বপুর্লুপ্তপ্রতীকারতঃ
শ্রীগৌরাঙ্গ-পুরং তথাপি ন মনাক্ ত্যক্তুং মমাস্তাং মতিঃ॥"

আমার জাতি, প্রাণ ও ধনসমূহ নষ্ট হউক, সুযশো-রাশি সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হউক, আমার আচরিত সদ্ধর্ম্ম-সমূহ বিলয়প্রাপ্ত হউক, সকলে আমাকে নিরন্তর তিরস্কার করুক এবং শত শত মানসিক ও শারীরিক পীড়ার প্রতি-কারাভাবে আমার দেহ জীর্ণ হউক, তথাপি শ্রীগৌরাঙ্গপুর অর্থাৎ শ্রীমায়াপুর শ্রীবাসঅঙ্গন নবদ্বীপ ত্যাগ করিতে যেন একবারও আমার মতি না হয়।

প্রচার প্রসঙ্গ

চব্বিশ পরগণায়—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাসপর্ব্বতমহারাজ শ্রীবৈষ্ণবচরণ দাসাধিকারী, শ্রীহরিকিশোর দাসাধিকারী প্রভৃতি কতিপয় ভক্তের সহিত ডায়মণ্ড হারবার, কাকদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। ডায়মণ্ডহারবার ইংরাজী হাইস্কুলে সংকীর্ত্তনসম্রাট্ স্বামীজিমহারাজ সংকীর্ত্তন ও বক্তৃতাদ্বারা বহুজীবের কল্মষধ্বংস করিয়াছেন। স্বামীজিমহারাজের সুযুক্তি ও সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ও পণ্ডিতব্যক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ সনাতনধর্ম্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন ও হইতেছেন।

জলপাইগুড়িতে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতীমহারাজ জলপাইগুড়ি সহরে ও নিকটবর্ত্তী বিভিন্ন গ্রামে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন, পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত কুমুদকান্তভৌমিক মহাশয়ের উৎসাহে জলপাইগুড়িবাসী সঞ্জীবনীসুধা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগৌরনিত্যানন্দের চরণে আকৃষ্ট ও সদাচারময় জীবন-যাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৯শে মাঘ ১৩৩৩, ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৭	২৬শ সংখ্যা

নামযজ্ঞে আহ্বান

স্তব্ধ হও রে কর্ম্ম-মুখর
চরাচর মহাকাশ,
দাও দূরে ফে'লে মিথ্যা মমতার
দুরত্যয় মোহপাশ!

কাম-কলরব বণিক-ব্যাপারে
মণ্ডূকের মকমকি,
রাখ রাখ দূরে, শুন একবার
আসিছে আহ্বান ও-কি!

অখিল ভুবন ভূতল গগন
করিয়া প্লাবিত সব,
"জয় নিত্যানন্দ!"—কোটিকণ্ঠে ওই
উঠিছে সঘনে রব।

শৈত্য-পবনে মধুর আভাস
কি মধু পরশ আনি,
জাগায় জগতে আজি সে আবার
আবির্ভাব স্মৃতি খানি!

রাঢ়দেশে সেই 'একচক্রা' গ্রাম,
হাড়াই ওঝার ঘরে,
শুভলগ্নে এই নিত্যানন্দ প্রভু
আসিলেন কৃপা ক'রে!

গৌরাঙ্গের অঙ্গ অভিন্ন-প্রকাশ
পাষণ্ড-পরম-গতি,
বলাই ব্রজের, রোহিণী-নন্দন,
সঙ্কর্ষণ লোকপতি!

আবির্ভাব-মহা-মহোৎসবে তাঁরি,
গুণাকর গৌর-জন
গাহি প্রেমভরে নিতা'য়ের জয়
করেন সে উদ্দীপন!

উদার পরম তাঁহারাই সবে
সমাদরে সর্ব্বজনে
করেন আহ্বান—এস ভাই সবে,
নাম-যজ্ঞে শুভক্ষণে!

জয় নিত্যানন্দ!—জয়!-জয়!-রবে
অখিল ভুবন ভরি,
সাধুসঙ্গে গুরু-সেবানন্দে মিলি
হও ধন্য দেহ ধরি!!

শ্রীপ্রভুর আবির্ভাব

আগামী ২রা ফাল্গুন সোমবার সেই পরমারাধ্যা মাঘী শুক্লা গৌরত্রয়োদশী তিথি—কৃপাবতার শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব-দিবস। এই পরমা পবিত্রা তিথির মাহাত্ম্য ব্যাসাবতার শ্রীমদ্বৃন্দাবনদাসঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে এরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

ব্রহ্মাদি এ তিথির করে আরাধনা ॥

* * *

পরম পবিত্র তিথি ভক্তি-স্বরূপিণী।
যোহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি ॥
নিত্যানন্দ-জন্ম মাঘ-শুক্লা-ত্রয়োদশী।

* * *

সর্ব্ব-শুভলগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি ॥
এতেকে এই দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন ॥

আমি অবিদ্যাগ্রস্ত জীব। শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের কৃপা শিরে ধারণ করিয়া আজ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা-কীর্ত্তনমুখে এই পরমমঙ্গলময়া ভক্তিস্বরূপিণী ও ঈশ্বরারাধ্যা তিথির আরাধনা করিয়া আত্মশোধন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

রাঢ়দেশের বীরভূম জেলার অন্তর্গত মল্লারপুর ষ্টেশনের নিকট একচাকা গ্রামে হাড়াই পণ্ডিত বা হাড়ো ওঝা নামে বসুদেবপ্রতিম একজন সুব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহার পত্নীর নাম পদ্মাবতী। কৃষ্ণাগ্রজ শ্রীবলদেব সমগ্র বিষ্ণু ও বৈষ্ণবতত্ত্বের আদি এবং জগতের পালনকর্ত্তা মূল পিতা হইয়াও এই ভক্তদম্পতিকে বাৎসল্য-মধুরিমা আস্বাদন করাইবার উদ্দেশ্যে নিত্যানন্দস্বরূপে পুত্রচ্ছলে তাঁহাদের গৃহে আবির্ভূত হন। শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণনেও দেখা যায় যে, যশোদানন্দন বা বসুদেবনন্দনের দেবকীগর্ভে আবির্ভাবের পূর্ব্বে মূল সঙ্কর্ষণ বলদেবের আবির্ভাব হয় এবং তিনি যোগমায়া-দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া রোহিণী-গর্ভে প্রবেশ করেন; গৌর-লীলাতেও আমরা দেখিতে পাই যে, শ্রীগৌরসুন্দরের শচীগর্ভসিন্ধুতে উদয় হইবার পূর্ব্বে তথায় গৌরাগ্রজ বিশ্বরূপের আবির্ভাব হয়। মহাসঙ্কর্ষণ বিশ্বরূপ অন্তর্দ্ধানকালে স্বীয় তেজ ঈশ্বরপুরীতে রাখিয়া যান, পরে সেই তেজ স্বীয় অংশী মূল সঙ্কর্ষণ নিত্যানন্দপ্রভুতে মিলিত হন। জীব-হৃদয়ে ভগবদাবির্ভাবের নামই ভগবানের জন্মলীলা। ভগবানের জন্ম বা জীবহৃদয়ে আবির্ভাবের পূর্ব্বে জীবের স্বস্বরূপের উন্মেষ হইয়া থাকে। স্বস্বরূপের উপলব্ধি হইলে জীব আপনাকে ভগবানের নিত্য সেবক বলিয়া জানিতে পারেন. সঙ্গে সঙ্গে সেবা-বিগ্রহ বলদেবতত্ত্বও উদিত হন; সেবা ও সেবকতত্ত্বের উদয়ের অব্যবহিত পরেই জীবহৃদয়ে পরম সেব্যতত্ত্ব ভগবানের আবির্ভাব হয়। সেবা, সেবক ও সেব্য নিত্য ও পরস্পর সংশ্লিষ্ট; সুতরাং সেবকের হৃদয়ে সেবা ও সেব্যবিগ্রহের আবির্ভাব বা জন্ম নিত্য।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাশাস্ত্রে তাঁহার জন্ম কর্ম্মাদি লীলার নিত্যত্ব স্বয়ং শ্রীমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। হানোপাদান রহিত ভগবানের লীলা অনন্ত হইলেও জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর-ভেদে চতুর্ব্বিধ; ব্রজের বলাই শ্রীনিতাইচাঁদ স্বীয় বাল্যলীলা লোকলোচনের সম্মুখে প্রকাশ করিতে গিয়া কখনও শিশুগণের দ্বারা দেবসভা নির্ম্মাণ করেন, ভারাক্রান্তা পৃথিবী-স্বরূপে কোন বালক সেই সভায় নিজ-দুঃখ জ্ঞাপন করিলে শিশুরূপী দেবসভার সভ্যগণ পৃথিবীকে লইয়া নদীতীরে ক্ষীরোদকশায়ী ভগবানের স্তব করিতে থাকেন, তখন আবার কোন বালক কোন বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া "আমি মথুরায় বসুদেব-গৃহে শীঘ্র অবতীর্ণ হইব"—এইরূপ উত্তর প্রদান করেন। আবার কোন শিশু বসুদেব-দেবকীর বিবাহের অভিনয় তথা বাসুদেবের জন্ম, বসুদেবের বাসুদেবকে লইয়া গোকুলে নন্দের গৃহে গমন, পূতনারূপে কংস দ্বারা প্রেরিতা হইয়া কৃষ্ণকে স্তন্যপ্রদান, পরে পূতনা বধ, শকটভঞ্জন প্রভৃতি লীলার অভিনয় করিতে থাকেন। আবার কখনও বামনরূপে বলিকে ছলনা, কখনও বা রামলীলায় লক্ষ্মণবেশে ইন্দ্রজিতের শক্তিশেলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে কোন শিশু হনুমদ্রূপে গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে ঔষধ আনয়ন করিয়া লক্ষ্মণাবিষ্ট শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর চৈতন্য-সম্পাদন প্রভৃতি ভগবল্লীলার অভিনয় করেন। নিত্যানন্দপ্রভুর শৈশবাবস্থায় এইরূপ পৌরাণিক লীলার অভিনয়ে তত্রস্থ দেশবাসী অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হন, তথাপি যোগমায়া-প্রভাবে তাঁহাকে কেহ জানিতে সমর্থ হন

নাই ; এইপ্রকার বাল্যলীলায়-নিত্যানন্দচন্দ্র পিতৃমাতৃ-সন্নিধানে দ্বাদশবর্ষ অতিবাহিত করেন, পরে তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে কথিত আছে যে, কোন এক সন্ন্যাসী হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে অতিথি হন। তিনি হাড়াই পণ্ডিতের নিকট তাঁহার হৃদয়ের ধন নিতাই মণিকে ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে পরম ধার্ম্মিক হাড়াই পণ্ডিত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধর্ম্মরক্ষার্থে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়তম, পদ্মাবতীর অঞ্চলের নিধিকে সন্ন্যাসীর হস্তে ভিক্ষাস্বরূপে দিতে বাধ্য হন। পূর্ব্বে রাজা দশরথ বিশ্বামিত্রের প্রার্থনায় প্রাণ-প্রতিম পুত্র রামচন্দ্রকে ভিক্ষা দিয়া যেরূপ দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এস্থলে বাৎসল্যরসের একমাত্র আশ্রয় নিতাইচাঁদকে ভিক্ষা দিয়া হাড়াই পণ্ডিতেরও সেইরূপ দশা হইল। 'পরাণ-পুতলি' নিতাই সন্ন্যাসীর সহিত গৃহ পরিত্যাগ করিবামাত্র হাড়াই ওঝা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। নিত্যানন্দ-বিরহে হাড়াই পণ্ডিত আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিলাপ-ক্রন্দনাদি-দ্বারা সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। পিতামাতাকে এইরূপ চর্ব্বিষহ যন্ত্রণা প্রদান করিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর ন্যায় লোক-শিক্ষকের গৃহ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য কি না, এতদ্বিষয়ে গৃহব্রত নাস্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে ; কিন্তু—"মহানুভবের স্বভাব এক হয়। পুষ্পসম কোমল কঠিন বজ্রময়" ॥ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে, সত্যযুগে ভগবদাবেশাবতার শ্রীকপিলদেব লোকহিতার্থে নিজ মাতা দেবহূতীকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করেন ; আবার ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্র সদ্ধর্ম্ম প্রদর্শনার্থ ও অধর্ম্ম অসুরকুল বিনাশের উদ্দেশ্যে কৈকেয়ীর বাক্যছলে পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করেন। আবার দ্বাপরে ভাগবতবক্তা মহাভাগবত শুকদেব গোস্বামী বৈষ্ণব পিতা ব্যাসদেবকে পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যাশ্রয় করেন। কলিযুগে কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ নিজ অনাথা মাতা ও নব-পরিণীতা ভার্য্যাকে কৃষ্ণভজনার্থ গৃহে রাখিয়া জগজ্জীবকে কৃষ্ণান্বেষণের আদর্শ শিক্ষাকল্পে সন্ন্যাসলীলার অভিনয় করেন। পরমার্থে ঐ প্রকার ত্যাগ কখনও ফল্গুত্যাগ বা শুষ্ক-বৈরাগ্য মাত্র নহে। বস্তুতঃ ভক্ত ও ভগবানের ঐ প্রকার ত্যাগের দ্বারা সমগ্র জগতের নিখিল কল্যাণ সাধিত হয়। বিশেষতঃ বাৎসল্য-গুণনিধি শ্রীনিত্যানন্দ বাৎসল্যরসের আশ্রয়ালম্বন পদ্মাবতী ও হাড়াই পণ্ডিতের বাৎসল্য-রস-সমুদ্র-তরঙ্গ বর্দ্ধনার্থই ঐরূপ লীলা প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু সন্ন্যাসীর সহিত গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বক্রেশ্বর, বৈদ্যনাথ গয়া, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, দ্বারকা, ভগবদবতার কপিলের প্রকটভূমি সিদ্ধপুর, মৎস্যতীর্থ, শিবকাঞ্চি, বিষ্ণুকাঞ্চি, কুরুক্ষেত্র, বিন্দুসরোবর, প্রভাস, সুদর্শনতীর্থ, ত্রিতকূপ, মহাতীর্থ, বিশালা, ব্রহ্মতীর্থ, চক্রতীর্থ, প্রতিস্রোতা, নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা, কৌশিকি, পৌলস্ত্যাশ্রম, গোমতী, গণ্ডকী, শোণতীর্থ, পরশুরামক্ষেত্র, মহেন্দ্রতীর্থ, হরিদ্বার, পম্পাতীর্থ, শ্রীপর্ব্বত, শ্রীরঙ্গনাথ, হরিক্ষেত্র, ঋষভপর্ব্বত, কৃতমালা, দক্ষিণ মথুরা, তাম্রপর্ণী, মলয়পর্ব্বত, বদরিকাশ্রম, গোকর্ণ, সূর্পারক, কন্যকানগর, নির্ব্বিন্ধ্যা প্রভৃতি অসংখ্য তীর্থ পবিত্র করিবার মানসে বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম যাবৎ ঐ সকল স্থান পর্য্যটন করেন। অবশেষে ভক্তিকল্পতরুর অঙ্কুর শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীপাদের সহিত মিলিত হইয়া তীর্থযাত্রার ফল যে একমাত্র সাধুসঙ্গ—তাহা স্বীয় লীলায় জগজ্জীবকে শিক্ষাপ্রদান করেন। শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীপাদকে কৃপা ও জগজ্জীবের নিকট লৌকিক বা কৌলিক অযোগ্য গুরুনামধারী লঘু ব্যক্তিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়ের অবশ্যকর্ত্তব্যতা প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীপুরীপাদের নিকট মন্ত্রদীক্ষাগ্রহণলীলার অভিনয় করেন। কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামিপাদের গুরুদেব শ্রীমল্লক্ষ্মীপতি তীর্থ-গোস্বামিচরণই শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর দীক্ষা-প্রদাতা।

শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর দীক্ষা-প্রসঙ্গে ভক্তিরত্নাকর লেখক শ্রীল ঘনশ্যাম ঠাকুর এইরূপ লিখিয়াছেন---

"মাধ্বী সম্প্রদায় যার পরম সুখ্যাতি।
গুণের সমুদ্র লক্ষ্মীপতি-প্রিয় অতি ॥
লক্ষ্মীপতি সেই বিপ্র শিষ্যের ভবনে।
করিলেন ভিক্ষা কৃষ্ণকথা-আলাপনে ॥

বলরামরূপে নিত্যানন্দ কুতূহলে।
শ্রীলক্ষ্মীপতিরে দেখা দিলা স্বপ্নচ্ছলে ॥

* * *

এই গ্রামে আইলা এক বিপ্রকুমার।
অবধূত বেশ শিষ্য হইব তোমার॥
এই মন্ত্রে শিষ্য তুমি করিবে তাঁহারে।
এত কহি মন্ত্র কহে তাঁর কর্ণদ্বারে॥

* * *

নিত্যানন্দ ন্যাসী-প্রতি কহে বার বার।
মন্ত্রদীক্ষা দিয়া কর আমার উদ্ধার॥"

(ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ)

বৈদিক সন্ন্যাসিগণ তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্ব্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী, পুরী,—এই দশটি নামে প্রসিদ্ধি-লাভ করেন। যেখানে সন্ন্যাসের উপাধি তীর্থ বা আশ্রম, তথায় ব্রহ্মচারী-নাম—স্বরূপ। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু মাধ্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীমল্লক্ষ্মীপতি তীর্থপাদের আনুগত্য-গ্রহণের অভিনয় করিলে তাঁহার ব্রহ্মচারী নাম—স্বরূপ হয়, তজ্জন্য তাঁহার চরিত্র বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ও কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু স্থানে স্থানে "নিত্যানন্দস্বরূপ" নামের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীমল্লক্ষ্মীপতি তীর্থ-গোস্বামীর নিকট দীক্ষালীলা প্রদর্শনের পর শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু- শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করেন—এরূপ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের সহিত মিলনপ্রসঙ্গেও ভক্তিরত্নাকরে এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়—

কতদিন পরে মাধবেন্দ্রের সহিতে।
দেখা হইল প্রতীচী তীর্থের সমীপেতে॥

* * *

নিত্যানন্দে বন্ধু-জ্ঞান করে মাধবেন্দ্র।
মাধবেন্দ্রে গুরুবুদ্ধি করে নিত্যানন্দ॥

কৃষ্ণলীলায় শ্রীবলদেব যেরূপ তীর্থপর্য্যটনের লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, গৌরলীলায় শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুও সেইরূপ তীর্থপর্য্যটনলীলা প্রদর্শনপূর্ব্বক নবদ্বীপে আসিয়া স্বীয় প্রভু গৌরসুন্দরের সহিত মিলিত হইলেন। নিত্যানন্দ-প্রভু নবদ্বীপে আসিয়া প্রথমে নন্দন আচার্য্যের গৃহে গুপ্তভাবে অবস্থান করেন, কিন্তু সর্ব্বান্তর্য্যামীপ্রভু গৌরসুন্দর তাহা জানিতে পারিয়া শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের নিকট স্বপ্নকথাচ্ছলে নবদ্বীপে নিত্যানন্দাগমনবার্ত্তা ব্যক্ত করেন এবং ঠাকুর হরিদাস ও শ্রীবাস পণ্ডিতকে নিত্যানন্দ-অন্বেষণে প্রেরণ করেন। মহাপ্রভুর আদেশে তাঁহারা দুইজন নদীয়ার প্রতি ঘরে ঘরে নিত্যানন্দপ্রভুর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার সন্ধান না পাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট জ্ঞাপন করিলেন; এতৎ-প্রসঙ্গে চৈতন্যভাগবতের ব্যাস বৃন্দাবন বলিয়াছেন,—

তাঁহার বচন শুনি হাসে গৌরচন্দ্র।
ছলে বুঝাইল বড় গূঢ় নিত্যানন্দ॥

* * *

বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য দেখায় যারে সে দেখিতে পারে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের সহিত নন্দনাচার্য্যের গৃহে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর সহিত মিলিত হন এবং ভক্ত-গণের নিকট তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাতের পর শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীবাসগৃহে ব্যাসপূজার অভিনয় করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি প্রদর্শন করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মিলনের পর নবদ্বীপলীলার মধ্যে জগাইমাধাই-উদ্ধারলীলাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন ঠাকুর হরিদাস ও প্রভু নিত্যানন্দ—এই আচার্য্যদ্বয়কে আহ্বানপূর্ব্বক সর্ব্বত্র নাম-প্রচারার্থ আদেশ করেন। গৌর-আদেশে এই আচার্য্যদ্বয় সর্ব্বত্র নাম প্রচার করিতে করিতে দুইজন মদ্যপকে দেখিতে পান। তাহাদের পরিচয়ে জানিতে পারেন যে, ঐ মদ্যপদ্বয় কুলীন ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া মদ্যপান ও গোমাংস ভক্ষণ তথা 'ডাকাচুরি' পরগৃহদহন প্রভৃতি অসদাচারে সর্ব্বদা প্রমত্ত। মদ্য পান করিয়া রাস্তায় ঘাটে যে কোন স্থানে পড়িয়া থাকে, এবং যাহাকে দেখিতে পায়, তাহাকেই মারপিট্ করে; লোকে তাহাদিগকে দেখিবা-মাত্র দূর হইতেই পলায়ন করে। এই ব্রাহ্মণকুমারদ্বয়ের এবম্বিধ অবস্থা দেখিয়া তাহাদের উপর কৃপাবতার শ্রীমন্নিত্যা-নন্দ প্রভুর কৃপাদৃষ্টি পতিত হইল; তিনি ভাবিলেন— "আমার প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সর্ব্বজীবকে নামপ্রেম-প্রদান করিবার নিমিত্ত সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছেন,—তিনি যদি কৃপা করিয়া ঐ দুই পাতকীকে উদ্ধার করেন, তবে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়,

অর্থাৎ প্রভুর মহিমা জগতে প্রচারিত হইলেই আমার আনন্দ হয়।"

পাতকী তারিতে প্রভু কৈলা অবতার।
এমন পাতকী কোথা পাইবেন আর॥
লুকাইয়া করে প্রভু আপনা প্রকাশ।
প্রভাব না দেখি লোকে করে উপহাস॥
এছুয়েরে প্রভু যদি অনুগ্রহ করে।
তবে সে প্রভাব দেখে সকল সংসারে॥
তবে হও নিত্যানন্দ—চৈতন্যের দাস।
এদুয়েরে কর যদি চৈতন্য প্রকাশ॥
মোর প্রভু বলি যদি কান্দে দুইজন।
তবে সে সার্থক মোর যত পর্য্যটন॥
যে যে জন এ দুয়ের ছায়া পরশিয়া।
বস্ত্রের সহিত গঙ্গাস্নান করে গিয়া॥
সেই সব জন যদি এ দোঁহারে দেখি।
গঙ্গাস্নান হেন মানে তবে মোরে লিখি॥

এইরূপে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারের বিষয় চিন্তা করিয়া স্বীয় প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট তাহাদের কথা নিবেদন করিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুকে বলিতে লাগিলেন,—"ধার্ম্মিক লোক সহজেই হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনি এই পাতকী দুইজনকে যদি হরিনাম কীর্ত্তন করাইতে পারেন, তাহা হইলেই আপনার 'পতিতপাবন' নামের সার্থকতা হয়।" শ্রীনিত্যানন্দের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"ওহে নিত্যানন্দ! তুমি যখন তাহাদের উদ্ধার বাসনা করিয়াছ, তখন তাহারা উদ্ধার পাইয়াছে, সন্দেহ নাই।"

একদিন রাত্রিকালে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু নগরভ্রমণান্তে মহাপ্রভু-সন্নিধানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় জগাই মাধাই শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর পাদশব্দ শ্রবণ করিয়া "কে যায়" "কে যায়" এরূপ চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া পলায়ন করিবার পরিবর্ত্তে তাহাদের উদ্ধার-মানসে সেই-স্থানে দাঁড়াইয়া মদ্যপ ব্রাহ্মণকুমারদ্বয়ের নিকট নিজ-পরিচয় প্রদান করিলেন। নিত্যানন্দপ্রভুর পরিচয় পাইয়া মাধাই অত্যন্ত ক্রোধের সহিত প্রভুর মস্তকে 'মুটকী' নিক্ষেপ করিল। প্রভুর মস্তক হইতে অবিরল ধারায় রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়াও মাধাইয়ের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না। সে পুনরায় নিত্যানন্দপ্রভুকে মারিবার নিমিত্ত হস্ত উত্তোলন করিলে জগাই মাধাইয়ের হস্তদ্বয় রোধ করিল। এতৎ প্রসঙ্গে ঠাকুর বৃন্দাবন বলিয়াছেন,—

আথে ব্যথে লোক গিয়া প্রভুরে কহিলা।
সাঙ্গোপাঙ্গে ততক্ষণে ঠাকুর আইলা॥
নিত্যানন্দ-অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে।
হাসে নিত্যানন্দ সেই দুইর ভিতরে॥
রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি মানে।
চক্র! চক্র! চক্র! প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে॥
আথে ব্যথে চক্র আসি উপসন্ন হইল।
জগাই মাধাই তাহা নয়নে দেখিল॥
প্রমাদ গণিলা সব ভাগবতগণ।
আথে ব্যথে নিত্যানন্দ করে নিবেদন॥
মাধাই মারিতে প্রভু রাখিলা জগাই।
দৈবে যা পড়িল রক্ত দুঃখ নাই পাই॥
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এ দুই শরীর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর তুমি হও স্থির॥
(চৈঃ ভাঃ ম ১৩।১৮২-১৮৮)

শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর নিকট ব্রাহ্মণকুমারদ্বয়ের জীবন ভিক্ষা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ক্রোধসম্বরণ করিলেন এবং অগ্রে জগাইকে কৃপা করিয়া নিজ চতুর্ভুজমূর্ত্তি প্রদর্শন, পরে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর অনুরোধে মাধাইকে প্রেমভক্তি প্রদান ও নিজ-স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। অহো! নিত্যানন্দ প্রভুর কি করুণা, আজ তাঁহার কৃপায় অন্যের কি কথা, জগাই-মাধাইয়ের ন্যায় মহাপাতকীও জ্ঞানী ও যোগিজন-দুর্ল্লভ পরম পদ অক্লেশে প্রাপ্ত হইল। অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দপ্রভুর দয়া প্রাকৃত বা সসীম নহে। নিত্যানন্দ-প্রভুর দয়ার চমৎকারিতা এই যে, তাহা কখনও জীবের অমঙ্গল উৎপাদন করে না। এই জন্য শ্রীচরিতামৃতকার বলিয়াছেন,—

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

অনেকেই বলিতে পারেন যে, এইরূপ দয়া কেবল চৈতন্য-নিত্যানন্দেই লক্ষিত হয়, এরূপ নহে। বিভিন্ন

দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের মধ্যেও এইরূপ বা উহা হইতেও অধিকতর দয়ার নিদর্শন দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রাকৃত ব্যক্তিগণ কর্ম্মিজ্ঞানিযোগিজন-দুর্ল্লভ চৈতন্যনিত্যানন্দের অপ্রাকৃত অমন্দোদয়া দয়ার সীমা প্রাকৃত-দৃষ্টির সাহায্যে দেখিতে না পাইলেও বস্তুতঃ উহা অন্যান্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের দয়ার অন্যতম নহে। কেননা, শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দের দয়া ভৌতিক দেহে অথবা মনে আবদ্ধ নহে। চৈতন্যনিত্যানন্দ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া নির্ম্মলা, রসদা ও সগদা—এই ত্রিমুখিনী অমন্দোদয়দয়ার সুরস্রগ্ধারা জগজ্জীবের উপর বর্ষণপূর্ব্বক জীবের বিষয়ভোগপিপাসা চিরতরে প্রশমিত করিয়া যে নিত্যানন্দ প্রদান করেন, তাহা কর্ম্মিকুলের ঐহিক আমুত্রিক বিষয়ভোগরূপ ক্ষুদ্র জড়ানন্দের কথা দূরে থাকুক, আত্যন্তিক ক্লেশনিবৃত্তিরূপ মুক্তির সহিতও সমকক্ষ হইতে পারে না।

বিভিন্নদেশীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের চরিত্রে ক্রুশবদ্ধ হইয়া বা নানাভাবে নির্য্যাতিত হইয়া কিংবা বিপক্ষদলকর্ত্তৃক বিষপ্রযুক্ত হইয়া তত্তৎ মহানুভবগণের নির্য্যাতনকারিগণের অপরাধের জন্য ভগবানের নিকট যে ক্ষমাপ্রার্থনা প্রভৃতির দৃষ্টান্ত শ্রুত হয়, তাহাতে ঐসকল মহাত্মগণের মহত্ত্ব, তিতিক্ষা প্রভৃতি নৈতিক ও লৌকিক ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ থাকিলেও উহাতে জীবের প্রতি অমন্দোদয়দয়া প্রদর্শিত হয় না। কোথায়ও বা মহানুভবতার নামে প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা বঞ্চিত জীবগণকে ছলনা করিয়া থাকে। কোন মহানুভব ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হয়ত' তাঁহার প্রতি ভীষণ অপরাধিব্যক্তির জন্য ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অপরাধীকে তাৎকালিক কৃতপাপের ফলভোগ হইতে মুক্তিপ্রদান করিতে পারেন, কিন্তু ঐ অপরাধীর পাপবীজ ও অবিদ্যা সম্যগ্‌রূপে ধ্বংস না হওয়ায় সে পুনরায় ঐ প্রকার পাপে প্রবৃত্ত হইবে। নিত্যানন্দের পাপবীজমূল অবিদ্যাবিধ্বংসিনী ও কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়িনী অমন্দোদয়দয়া ঐরূপ লৌকিক বা নৈতিক দয়ার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের ন্যায় সঙ্কীর্ণ ও তাৎকালিক দয়ামাত্র নহে। যাহার পাদনখে সমগ্র বিশ্বতত্ত্ব আবদ্ধ, সেই নিত্যানন্দপ্রভুর অংশের অংশ যে কলা, কলার অংশ যে বিকলা, তদংশ—এমন কি একজন সাধারণ শক্ত্যাবেশ অবতারেও ঐরূপ লৌকিক ও নৈতিক দয়ার শত শত শ্রেষ্ঠ উদাহরণ পরিদৃষ্ট হয়।

কোন কোন অক্ষজজ্ঞানপ্রমত্তব্যক্তি জগাইমাধাই ও শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর প্রসঙ্গ শ্রবণপূর্ব্বক নিত্যানন্দপ্রভুর অপ্রাকৃতত্বে সন্দিহান হইয়া বলিয়া থাকেন,—"নিত্যানন্দপ্রভু যদি ভগবানই হইবেন এবং তাঁহার দেহ যদি অপ্রাকৃতই হইবে, তবে মাধাইয়ের 'মুট্‌কী'র আঘাতে তাঁহার অঙ্গ হইতে রক্তপাত হইল কিরূপে?" অপ্রাকৃত ভগবানের লীলাতত্ত্বে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের ঐ প্রকার মূর্খতাব্যঞ্জক প্রলাপ কিছু বিচিত্র নহে।

ভগবানের লীলা অচিন্ত্য—সেবোন্মুখ গম্ভীর ভক্তগণই ভগবল্লীলাতাৎপর্য্য ভগবৎকৃপায় উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

জগাই-মাধাই বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয়-বিজয়। তাঁহাদের কখনও ভক্ত বা ভগবানের প্রতি বিদ্বেষভাব থাকিতে পারে না; কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ ভগবান্ নিজ সমরসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশে সনকাদি ঋষির হৃদয়ে প্রেরণাদ্বারা জয়-বিজয়ের প্রতি অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক বিপক্ষরূপে তাঁহাদিগকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন, সেইরূপ ঔদার্য্যময়ী গৌরলীলায় যাহা হতারিগতিদায়ক শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরযুগ-লীলায়ও প্রদান করেন নাই, তাঁহাদিগকে সেই সুদুর্ল্লভ প্রেম প্রদান করিবার জন্য শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু মাধাইয়ের হৃদয়ে প্রেরণা দ্বারা নিজমস্তকে মটকী নিক্ষেপলীলা ও তজ্জনিত রক্তপাতাদির অভিনয় প্রদর্শন করিয়া এবং তদ্দ্বারা জগাইয়ের আপনার প্রতি প্রীতির উদ্রেক করাইয়া জগাইকে গৌরসুন্দরের প্রীতিভাজন করাইয়াছিলেন। 'দেখে সে পড়িল রক্ত দুঃখ নাহি পাই'—নিত্যানন্দপ্রভুর এইবাক্যেই প্রকৃত তথ্যের ইঙ্গিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ মাধাই নিত্যানন্দ-প্রভুর অঙ্গে আঘাত করেন নাই বা সেই আঘাত নিত্যানন্দ-প্রভুর অপ্রাকৃত দেহ স্পর্শও করে নাই। প্রাকৃত ইন্দ্রজাল-দর্শনে যখন কোন ব্যক্তির শিরশ্ছেদন ও তজ্জনিত রক্তপাত প্রভৃতি মিথ্যাঘটনা লোকচক্ষে সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়, তখন দুর্ঘটঘটনাকারিণী যোগমায়া চিচ্ছক্তির শক্তিমত্তত্ত্ব ভগবানের লোকচক্ষে এইরূপ ঘটনা-প্রদর্শন কিছু বিচিত্র নহে।

এরূপসিদ্ধান্তে কেহ হয়ত বলিতে পারেন, যদি রক্তপাতাদি ব্যাপার সত্য না হয়, তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐরূপ ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন করিলেন কিরূপে? ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনই বা উহা বর্ণন করিলেন কেন?

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু বিভিন্ন বিগ্রহ হইলেও একই বস্তু। তাঁহারা উভয়ে উভয়ের হৃদয়ের ভাব অবগত আছেন। সুতরাং লোকচক্ষে একজনের আচরণ-প্রদর্শন ও অন্যজনের দর্শন—এই দুই কার্য্যই অচিন্ত্য।

শ্রীকৃষ্ণলীলার ব্যাস 'মৌষললীলা মায়িকী হইলেও নিত্যা' বলিয়া যেরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, চৈতন্যলীলার ব্যাসের বিচারও তদ্রূপ জানিতে হইবে।

আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখরের ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণলীলার নাটকাভিনয় করিলে নিত্যসিদ্ধ গৌরভক্তগণ বিভিন্ন বেশধারণপূর্ব্বক আচার্য্য-অঙ্গনে নৃত্য করিয়াছিলেন; তৎকালে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু রাধাকৃষ্ণের মিলনপ্রয়াসিনী যোগমায়া ভগবতীর বেশ ধারণ করেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং স্বরূপশক্তি যোগমায়ার বেশ ধারণ করায় তাঁহাকে শক্তিতত্ত্ব বলিয়া কাহারও ভ্রম হইতে পারে; কিন্তু ঠাকুর বৃন্দাবনদাস-প্রমুখ ব্যাসাবতারগণ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে শক্তিমত্তত্ত্বরূপে নিরূপণ করিয়াছেন। শচীনন্দন শ্রীগৌরহরি যেরূপ স্বয়ং ভগবান হইয়াও নিজ অন্তরঙ্গা শক্তি শ্রীমতী রাধিকার ভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক আচার্য্যাঙ্গনে নৃত্য করিয়াছিলেন, নিত্যানন্দপ্রভুও সেইরূপ রেবতীরমণ অভিন্ন-বলদেব বা শক্তিমত্তত্ত্ব হইয়াও চিচ্ছক্তির বেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে কখনও শক্তিতত্ত্ব বলা যাইতে পারে না।

'নিত্যানন্দ-চরিত' প্রভৃতি আধুনিক জালপুঁথিতে কোন কোন নিত্যানন্দ-বংশ্রুবর অতাত্ত্বিক ব্যক্তি যে তত্ত্ববিরোধ করিয়া নিত্যানন্দকে শক্তিতত্ত্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন, তাহা নিত্যানন্দচরণে অপরাধের পরিচায়ক।

এইরূপে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীধাম নবদ্বীপে সপার্ষদ স্বীয় প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত নানাক্রীড়ারঙ্গে কিছুকাল অবস্থান করিলে পর, একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-প্রভুর সহিত নিভৃতে সন্ন্যাস গ্রহণের যুক্তি করেন। পরে যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মহাপ্রেমাবেশে রাঢ়দেশে তিনদিন ভ্রমণ করিতে থাকেন, তখন শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুকে ছলে অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহ শান্তিপুরে আনয়ন করেন এবং শচীমাতা ও গৌরবিরহকাতর ভক্তবৃন্দকে সংবাদ দিয়া নদীয়া হইতে শান্তিপুরে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাদের বিরহদুঃখ কিয়ৎপরিমাণে লাঘব করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্য-গৃহ শান্তিপুরে ভক্তগণসহ কীর্ত্তনানন্দে কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া নিত্যানন্দ, জগদানন্দ পণ্ডিত, দামোদর ও মুকুন্দের সহিত আটিসারা গ্রাম, বরাহনগর, অম্বুলিঙ্গ ছত্রভোগ, উৎকলে প্রয়াগঘাট, সুবর্ণরেখা, জলেশ্বর, রেমুণা, যাজপুর, বৈতরণী, দশাশ্বমেধ-ঘাট, কটক, মহানদী, ভুবনেশ্বর, কমলপুর, আঠারনালা প্রভৃতি হইয়া শ্রীনীলাচলে প্রবেশ করেন; পথিমধ্যে কমলপুরে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ভার্গী নদীতে স্নানান্তে কপোতেশ্বর দর্শনার্থ গমনকালে নিজ দণ্ডটী শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর হস্তে রাখিয়া যান। নিত্যানন্দপ্রভু ঐ দণ্ডকে তিন খণ্ড করিয়া ভার্গী নদীর জলে ভাসাইয়া দেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কপোতেশ্বর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর নিকট নিজ রক্ষিত দণ্ডটী প্রার্থনা করেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু দণ্ডভঙ্গবৃত্তান্ত মহাপ্রভুকে জ্ঞাপন করিলে তিনি বাহ্যে দুঃখ ও নিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি ক্রোধ লীলা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক একাকী নীলাচলাভিমুখে গমন করেন। নিত্যানন্দপ্রভুর এই দণ্ড-ভঙ্গলীলা অতীব গম্ভীর; এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামীপ্রভু শ্রীচরিতামৃতে (মঃ ৫ম ১৫৭-১৫৮) এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

> ইহোঁ কেনে দণ্ড ভাঙ্গে তিঁহো কেনে ভাঙ্গায়।
> ভাঙ্গাইয়া ক্রোধ তিঁহো এহোঁত দোষায়॥
> দণ্ডভঙ্গ-লীলা এই পরম গম্ভীর।
> সেই বুঝে দুঁহার পদে যার ভক্তি ধীর॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকর্ত্তৃক দণ্ডকে তিন খণ্ডে ভগ্ন করিবার তাৎপর্য্য এই যে, কায়, বাক্য ও মনকে দণ্ডিত করিয়া উহাদিগকে হরিসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য ত্রিদণ্ড-গ্রহণই জীবের পক্ষে বিধি। কিন্তু মহাভাগবত-লীলাভিনয়কারী বা বিষ্ণুপরতত্ত্ব শ্রীমন্মহাপ্রভুর পক্ষে তাহার প্রয়োজনীয়তা নাই। কুটীচক, বহুদক, হংস ও পরমহংস এই চারিটী সন্ন্যাসের অবস্থার মধ্যে কুটীচক ও বহুদক অবস্থায় দণ্ড রক্ষণীয়, হংস ও পরমহংস অবস্থায় দণ্ড পরিত্যাগ করাই বিধি; চতুর্দ্দশ ভুবনপতি গৌরহরির অন্য সন্ন্যাসীর ন্যায় ন্যূনাধিকার প্রদর্শনের আবশ্যকতা নাই বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেন। আবার এইরূপ দণ্ড-পরিত্যাগকার্য্যে অযোগ্য বৈধ-সন্ন্যাসিদণ্ডিগণের যোগ্যতার

পূর্ব্বে বৈদিকবিধি শিথিল হইবে ভাবিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দের প্রতি ক্রুদ্ধ হন। মহতের আচরণ জগতের অন্যান্য লোক অনুবর্ত্তন করেন, তজ্জন্য শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি-কথিত ভক্তির অনুকূল বৈধমার্গ অবহেলনপূর্ব্বক তাৎপর্য্য না বুঝিয়া যাঁহারা বিশৃঙ্খল মার্গকে অনুরাগ-পথ বা অবধূতাচার মনে করেন, তাঁহাদের তাদৃশ ভ্রান্ত-চিত্তের অসুবিধা ঘটিবে বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই ক্রোধ-প্রদর্শন লীলা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-প্রমুখ নিজ সঙ্গিগণের প্রতি বাহ্যে ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক অগ্রে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী নীলাচলে গমন করেন এবং তথায় শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হইয়া মূর্চ্ছিত হন; পরে বাসুদেব সার্ব্বভৌম তাঁহাকে অচেতন অবস্থায় নিজ গৃহে লইয়া যান। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রমুখ ভক্তগণ নীলাচলে আসিয়া লোকমুখে সার্ব্বভৌমগৃহে মহাপ্রভুর অবস্থিতি জানিতে পারেন এবং সার্ব্বভৌম-ভগিনীপতি গোপীনাথ আচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া সার্ব্বভৌমগৃহে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন। কিছুদিন মহাপ্রভুর সহিত নীলাচলে অবস্থান করিয়া মহাপ্রভুর আদেশে নাম-প্রচারার্থ কতিপয় ভক্তসঙ্গে গৌড়দেশে যাত্রা করেন। গৌড়দেশে আগমনপথে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু সপার্ষদে পানিহাটী গ্রামে রাঘবাচার্য্যের গৃহে আগমন করেন, তথায় বাসুদেব ঘোষ ও মাধব ঘোষের কীর্ত্তনে অপূর্ব্ব নৃত্য আরম্ভ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর নৃত্য দর্শনার্থ শ্রীনীলাচল হইতে অন্যের অলক্ষিতভাবে রাঘব ভবনে আগমন করেন। এই রাঘবভবনে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অভিষেক হইয়াছিল, যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

> যতেক আছয়ে প্রেমভক্তির বিকার।
> সব প্রকাশিয়া নৃত্য করেন অপার॥
> কতক্ষণে বসিলেন খট্টার উপরে।
> আজ্ঞা কৈল অভিষেক করিবার তরে॥
> রাঘব পণ্ডিত আদি পারিষদগণে।
> অভিষেক করিতে লাগিলা সেই খানে॥
> সহস্র সহস্র ঘট আনি গঙ্গা জল।
> নানাগন্ধে সুবাসিত করিয়া সকল॥
> সন্তোষে সভেই দেন শ্রীমস্তকোপরি।
> চতুর্দ্দিকে সভেই বলেন হরি হরি॥
> সভেই পড়েন অভিষেক-মন্ত্রগীত।
> পরানন্দে সভেই হইলা আনন্দিত॥

(চৈঃ ভাঃ অ ।৫)

রাঘব-ভবন হইতে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু খড়দহ গ্রামে পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয়ে আগমন করেন, এবং তথা হইতে সপ্তগ্রামে ত্রিবেণীতীরে উদ্ধারণ ঠাকুরের গৃহে আগমন করিয়া ঠাকুরের সহিত সমগ্র বণিককুল ও গ্রামবাসিগণকে প্রেমভক্তি বিতরণ করেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু উদ্ধারণ ঠাকুর ও সেবোন্মুখ সুবর্ণবণিক কুলকে নিজ সেবায় অধিকার প্রদান করিয়া 'পতিতপাবন' নামের সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পতিতপাবন শ্রীমন্নিত্যানন্দ শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরের সম্বন্ধে তদানীন্তন সেবোন্মুখ জনগণকে সুবর্ণবণিক কুল হইতে উদ্ধার করিয়া কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার সেবার অধিকার দিয়াছিলেন বলিয়া আধুনিক বিষ্ণু-বৈষ্ণব-অপরাধী জাতিসামান্যবাদী প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের কোনও একটী শাখাবিশেষে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুকে সুবর্ণবণিক-কুলোদ্ভূত বলিয়া প্রমাণ ও প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছে, ইহা শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর চরণে অপরাধেরই পরিচয় মাত্র। বস্তুতঃ নিত্যানন্দপ্রভু সাক্ষাৎ বলদেব এবং ঠাকুর উদ্ধারণ তাঁহার অন্তরঙ্গ নিজ জন। উদ্ধারণ ঠাকুরকে সুবর্ণবণিক-জাতির অন্তর্গত বিচার করা বা পরম বিষ্ণুতত্ত্ব নিত্যানন্দ-প্রভুকে প্রাকৃত জীবের ন্যায় ব্রাহ্মণ বা সুবর্ণবণিকাদি বলা—উভয়ই নরকের সেতু।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ব্রজের শ্রীবলদেব; সুতরাং তাঁহার পার্ষদবৃন্দ সকলেই ব্রজের গোপালভাবাশ্রিত সখ্যরসের ভক্ত। তাঁহাদের মধ্যে দ্বাদশ গোপাল সর্ব্বপ্রধান। তাঁহাদের নাম যথা—(১) শ্রীঅভিরাম ঠাকুর, (২) শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুর, (৩) শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই, (৪) শ্রীকালাকৃষ্ণদাস, (৫) শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, (৬) শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত, (৭) শ্রীপরমেশ্বর দাস, (৮) শ্রীপুরুষো-ত্তমদাস বা নাগর পুরুষোত্তম, (৯) শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিত, (১০) শ্রীমহেশ পণ্ডিত, (১১) শ্রীশ্রীধর, (১২) শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর।

শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর অনুগগণের মধ্যে ঠাকুর বৃন্দাবন নিজকে তাঁহার (নিত্যানন্দের) সর্ব্বশেষ ভৃত্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুরের গৃহ হইতে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু অদ্বৈতআচার্য্য-গৃহ শান্তিপুরে আগমন করেন ও তথা হইতে নবদ্বীপে গমনপূর্ব্বক শচীমাতা-সমীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন-দ্বারা তাঁহার দুঃখভার কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব করেন। নবদ্বীপে অবস্থানকালে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নিজ অঙ্গে বিবিধ মূল্যবান অলঙ্কার ধারণ করিতেন; তৎকালে দুইজন চোর নিত্যানন্দের অঙ্গ হইতে অলঙ্কারাদি অপহরণ করিবার প্রয়াস করিলে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু স্বীয় কৃপাশক্তি-প্রভাবে ঐ চোরদ্বয়ের চিত্তশোধনপূর্ব্বক প্রেমভক্তি প্রদান করেন।

একদিন নিত্যানন্দের অঙ্গে বেশভূষাদি বিবিধ বিলাসিতার চিহ্ন দেখিয়া কোন বিপ্রের সংশয় উপস্থিত হইলে তিনি মহাপ্রভুর নিকট তদ্বিষয়ক প্রশ্ন করেন, মহাপ্রভু তদুত্তরে বলেন (চৈঃ ভাঃ অ ৭),—

শুন বিপ্র যদি মহা অধিকারী হয়।
তবে তান গুণ দোষ কিছু না জন্ময়॥
পদ্মপত্রে কভু যেন না লাগয়ে জল।
এই মত নিত্যানন্দ-স্বরূপ নির্ম্মল॥
পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাহান শরীরে।
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র সর্ব্বদা বিহরে॥
অধিকারী বই করে তাহান আচার।
দুঃখ পায় সেই জন পাপ জন্মে তা'র॥
রুদ্র বিনে অন্যে যদি করে বিষপান।
সর্ব্বথায় মরে সর্ব্ব পুরাণ প্রমাণ॥

এইরূপে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু নবদ্বীপে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া শচীমাতার নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক মহাপ্রভুদর্শনার্থ পুনরায় সপার্ষদে নীলাচলে গমন করেন। গৌড়দেশের সর্ব্বত্র নামপ্রেম-প্রচারার্থ শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দপ্রভুকে পুনরায় গৌড়দেশে প্রেরণ করেন। গৌড়দেশে অবস্থানকালে সর্ব্বপ্রকৃতির অধীশ্বর শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু সালিগ্রামনিবাসী সূর্য্যদাস সরখেলের বসুধা ও জাহ্নবা-নাম্নী দুই কন্যাকে অঙ্গীকার করেন। নিত্যানন্দের অপ্রাকৃতত্বে অবিশ্বাসী, মুখে স্বার্থের জন্য নিত্যানন্দ মানা একপ্রকার নব্য প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায় বলেন যে, 'ব্যবসায়ী আচার্য্যব্রুব ও প্রাকৃত সহজিয়া বিস্তারার্থই মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে, বিবাহ করিয়া বংশবিস্তার করিবার আদেশ প্রদান করেন'! কিন্তু এরূপ কথা কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নাই অথবা ঐরূপ বাক্যের ও সার্থকতা পরে আর লক্ষিত হয় নাই। কারণ অনিরুদ্ধ বিষ্ণু বীরভদ্রপ্রভুর কোনও শৌক্র বংশ নাই, ইহা ইতিহাস সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করিবে।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর ঈশ্বরী বসুধাদেবীর গর্ভসিন্ধুমধ্যে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু শ্রীবীরভদ্রগোস্বামীর আবির্ভাব হয়। শ্রীবীরভদ্রপ্রভুর শৌক্র সন্তানের কথা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে নাই, তিনি শ্রীরামচন্দ্র বটব্যাল, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীগোপীজনবল্লভ বন্দ্যোপাধ্যায়—এই তিনজন শিষ্যকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন, বর্ত্তমানকালে তাঁহাদের অধস্তনগণ নিত্যানন্দ-বংশ বলিয়া পরিচিত। নিত্যানন্দ-সন্তান পরিচয়াকাঙ্ক্ষ—দুইজনের সন্তান বাড়ুরী গাঁই, অপর রামচন্দ্রের সন্তানগণ বটব্যালী। তাঁহাদের মধ্যে বিভিন্ন গাঁইয়ের প্রচলন থাকায় তাঁহাদিগকে কখনই এক পিতার সন্তান বলা যাইতে পারে না। কেননা রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের এক পিতার সন্তানগণের মধ্যে দুইপ্রকার গাঁই হইবার সম্ভাবনা নাই। ইংরেজী ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বেনেটোলার জনৈক ব্যক্তি নিজ নাম গোপন রাখিয়া শ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুরের নাম উল্লেখপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যভাগবত-পরিশিষ্ট 'শ্রীনিত্যানন্দবংশবিস্তার' নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সেই গ্রন্থ অপ্রামাণিক, স্বকপোলকল্পিত ও নিতান্ত অগ্রাহ্য। নিত্যানন্দসন্তান বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেই যদি তাঁহাকে গুরুর যোগ্য আসন প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে মৎস্য, কূর্ম্ম ও বরাহদেব প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়া প্রকট-লীলার পরবর্ত্তিকালে বহু অধস্তন রাখিয়া গিয়াছেন, লবকুশ হইতে উদয়পুরের রাণাবংশ উদ্ভূত বলিয়া কিংবদন্তী চলিতেছে, পৃথিবীর গর্ভে কৃষ্ণসন্তান নরকাসুর উদিত হইয়াছিলেন,—ইঁহারা সকলেই বিষ্ণুর সন্তান, ইঁহাদিগকেই বা কেন গুরুজনোচিত সম্মান প্রদর্শন করা না হইবে? 'শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর বংশ' বলিলে তাঁহার অনুগগণকেই বুঝিতে হইবে।

শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশবিগ্রহ—শ্রীবলদেব। শ্রীবলদেব হইতে বৈকুণ্ঠে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর রূপ শ্রীসঙ্কর্ষণ বিরাজিত। সঙ্কর্ষণের ঈক্ষণ হইতেই পুরুষাবতারত্রয়ের লীলা প্রকটিত; এই ত্রিবিধ বিষ্ণুতত্ত্বে ভক্তি-

জ্ঞতা জন্মিলে জীব প্রাকৃত ভোগপর বুদ্ধি হইতে মুক্ত হন। কিন্তু যাঁহারা সন্ন্যাসের পর নিত্যানন্দপ্রভুর গৃহস্থ-লীলার অভিনয় দেখিয়া নিজ নিজ ভোগপর প্রবৃত্তির বৃদ্ধি করিবার সুযোগ পান, সেই সকল প্রাকৃত সহজিয়াগণ নিত্যানন্দ-প্রভুকে একমাত্র ভোক্তা বলিয়া জানিতে না পারায় তাঁহার চরণে অপরাধমুক্ত হইবার পরিবর্ত্তে নিরয়বর্ত্মস্বরূপ গৃহে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। জীবের কল্যাণের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীলস্বরূপগোস্বামিপ্রভু কড়চায় শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব শ্লোকাকারে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন।

একদিন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বপ্নযোগে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুকে দর্শন দান করিলে শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর পাদপদ্মদর্শনার্থ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন এবং অধ্যয়নচ্ছলে নবদ্বীপে আগমন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন লাভ করেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীজীবের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে শ্রীধাম নবদ্বীপের নবদ্বীপ পরিক্রমা ও বিভিন্ন গৌরলীলাস্থলী দর্শন করান। অতঃপর শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীনবদ্বীপের তত্ত্ব উপদেশপূর্ব্বক শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভুকে শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু শক্তিমত্তত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব নহেন। তিনি যাবতীয় শক্তির প্রভু হইলেও শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির সহিত সম্বিৎশক্তিমানের সন্ধান-প্রদর্শক অনুগত সেবক। শক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শক্তির সহিত অভিন্নহেতু মধুররসাশ্রিত ভক্তগণ তাঁহাকে বার্ষভানবীর কনিষ্ঠা সহোদরা শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীরূপে দর্শন করেন। তিনি স্বয়ং বিষয়জাতীয় বিগ্রহ অর্থাৎ সেব্য বিষ্ণু হইয়াও বিষ্ণুর আশ্রয়জাতীয় অর্থাৎ সেবকের লীলা প্রকট করেন বলিয়া তিনি জগদ্গুরু। আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রকাশ অর্থাৎ গুরুদেব নিত্যানন্দ হইতে অভিন্ন হইলেও বিষয়জাতীয় আশ্রয়বিগ্রহ নহেন। যাঁহারা শ্রীগুরুদেবকে নিত্যানন্দ বলিতে চান না, তাঁহারা "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ"—এই ভাগবতীয় শ্লোকানুসারে গুরুকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া গুর্ব্ববজ্ঞা-রূপ নামাপরাধী। জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ ও তাঁহার বৈভবপ্রকাশ বৈষ্ণবগুরুর পদাশ্রয়ে নিত্য কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

জয় জয় নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ রাম।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবনধাম॥

জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময়।
যাঁহা হইতে পাইনু রূপসনাতনাশ্রয়॥

* * *

জয় জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ।
যাহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ॥

(চৈঃ চঃ আ ৫।২০০-২০১, ২০৪)

নিত্যানন্দের করুণাই জীবকে জড়ানন্দ হইতে মুক্ত করিয়া অপ্রাকৃত ব্রজবৈভব প্রদর্শন করে—

সংসারের পার হৈয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে॥

(চৈঃ ভাঃ)

জগদ্গুরু নিত্যানন্দের কৃপা হ'তে বঞ্চিত হইলেই, যাহা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ নাই, যাহা গোস্বামিগণ জানিতেন না, সেই সকল অসংমত—অসত্যে সত্যভ্রমরূপ বিবর্ত্তের উদয় হইয়া থাকে। তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন;

নিতাই পদ কমল, কোটিচন্দ্র সুশীতল,
যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার-সুখে,
বিদ্যাকুলে কি করিবে তার॥
অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া, নিতাই পদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি মানি।
নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইয়ের চরণ দুখানি॥
নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ॥

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীমায়াধীশায় নমঃ।

শ্রীমায়াপুর, শ্রীমন্দির।

২রা পৌষ, ৪৪০ শ্রীচৈতন্যাব্দ।

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসরনিবেদনমিদং—

আগামী ৪ঠা চৈত্র ১৮ই মার্চ্চ শুক্রবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব-উপলক্ষে ভক্ত-সম্মেলন, নামকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও অতিথিসেবা, যাত্রামহোৎসব প্রতিদিন হইবে। শনিবার ৫ই চৈত্র অপরাহ্নে ৩॥০টার সময় শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিত প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রস্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গসুখে পরমানন্দিত হইবেন। বলা বাহুল্য যে, মহাশয়ের ন্যায় মহোদয়দিগের অর্থসাহায্য ব্যতীত এরূপ বৃহৎ শুভকার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হওয়া দুঃসাধ্য। **আগামী ২রা ফাল্গুন ১৪ই ফেব্রুয়ারী সোমবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব-উপলক্ষে শ্রীনামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবেন।** ২৫শে ফাল্গুন হইতে ৩রা চৈত্র পর্য্যন্ত নয়দিন নয়টী দ্বীপে পরিক্রমা হইবে।

(১) ২৫শে ফাল্গুন—অন্তর্দ্বীপ, (২) ২৬শে ফাল্গুন—সীমন্তদ্বীপ, (৩) ২৭শে ফাল্গুন—গোদ্রুমদ্বীপ, (৪) ২৮শে ফাল্গুন—মধ্যদ্বীপ, (৫) ২৯শে ফাল্গুন—কোলদ্বীপ, (৬) ৩০শে ফাল্গুন—ঋতুদ্বীপ, (৭) ১লা চৈত্র—জহ্নুদ্বীপ, (৮) ২রা চৈত্র—মোদদ্রুমদ্বীপ, (৯) ৩রা চৈত্র—রুদ্রদ্বীপ।

সজ্জনকিঙ্কর—শ্রীনফরচন্দ্র পালচৌধুরী ভক্তিভূষণ।

শ্রীরাধাবল্লভ চৌধুরী ভক্তিভূষণ

(রায় বাহাদুর) সম্পাদক।

উৎসব উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি পরমহংস স্বামী শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী, শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির, বামনপুকুর পোঃ আঃ, জিলা নদীয়া, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে এবং উহার যথারীতি হিসাব গৌড়ীয়-পত্রে প্রদর্শিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীমায়াপুর,

২রা পৌষ, ১৩৩৩ সাল।

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বিকেয়ম্—

আগামী ২৫শে ফাল্গুন ৯ই মার্চ্চ বুধবার হইতে নয়-দিবসকাল নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপে শ্রীধাম পরিক্রমা হইবে। কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের নানাধিক সাধন-ফললাভ ঘটে।

[ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—]

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ), শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম্, এ, বি, এল্), শ্রীরামগোপাল বিদ্যাভূষণ (এম্, এ) ও শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদকগণ।

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈতভবন) ২৫শে ফাল্গুন, ৯ই মার্চ্চ, বুধবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, শোনডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর) ২৬শে ফাল্গুন, ১০ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া) ২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ, শুক্রবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, ভাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা) ২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ, শনিবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালীর চর, তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ) ২৯শে ফাল্গুন, ১৩ই মার্চ্চ রবিবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাহুতপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির) ৩০শে ফাল্গুন, ১৪ই মার্চ্চ, সোমবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জান্নগর) ১লা চৈত্র, ১৫ই মার্চ্চ, মঙ্গলবার।

(৮) মোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর) ২রা চৈত্র, ১৬ই মার্চ্চ, বুধবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গের ডাঙ্গা) ৩রা চৈত্র, ১৭ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার।

৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ্চ শুক্রবার হইতে দিবসত্রয় **শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব** হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীব্যাসপূজা

ওঁ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড ১লা ফাল্গুন ৪৪০।

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

শ্রীসিকুল-শ্রমণসঙ্ঘোপাস্য-পরাবিদ্যাশ্রিতেষু—

আগামী ৮ই ফাল্গুন, ২০শে ফেব্রুয়ারী রবিবার অপরাহ্ণে শ্রীগৌড়ীয় মঠে **আচার্য্য-প্রকটদিনে শ্রীব্যাস-পূজা**-উপলক্ষে শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন, শ্রীহরিজনমহিমাশংসন ও মহাপ্রসাদ সম্মান প্রভৃতি আনন্দোৎসবে মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক শুভাগমন এবং যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিতানাং সেবকবৃন্দানাম্।

শ্রীল পরমহংসঠাকুরের পত্রাবলী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ সংখ্যার পর)

অতি প্রত্যূষে আমরা তিনখানি একা গাড়ী সংগ্রহ করিয়া মৌলি বা শ্রীনাথদ্বারা ষ্টেসনের দিকে অগ্রসর হইলাম। আসিবার দিন লরী বেকল হওয়ায় আমাদিগের বিশেষ কষ্ট হয়, প্রত্যাবর্ত্তন-পথে আমরা লরীর ভরসা ছাড়িয়া দিলাম। যদিও একায় অভিগমন কষ্টকর ও সময়-সাপেক্ষ, তাহাই আমাদের বিচারে শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হইয়াছিল। মৌলি ষ্টেসনে আমাদের অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয় নাই, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চিতোরগড়ে গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিলাম ঐ গাড়ীতে শ্রীযুক্ত সাক্ষী গোপাল বড়াল মহাশয় কতিপয় বন্ধুসহ চিতোরগড়ে যাইতেছেন। তাঁহারা ২।৩ দিন পূর্ব্বে শ্রীনাথদ্বারায় গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সৎসম্প্রদায়ের প্রতি উদাসীন কয়েকটী বন্ধু ছিলেন। বিষ্ণুভাব-অনুমোদনকারী কয়েকজন ও শ্রীযুক্ত সাক্ষী গোপাল বাবু শ্রীনাথদ্বারার শ্রীমহাপ্রসাদ কিঞ্চিৎ সম্মান করিলেন। তাঁহারা চিতোর গড় দেখিবার জন্য ঐ ষ্টেসনে অবতরণ করিলেন। আমরা দূর হইতে চিতোরগড় দেখিলাম। বেলা ২টার সময় আমাদের খাণ্ডোয়া যাইবার গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। গাড়ীতে উঠিয়া দেখি একটী ব্রিটিশ সৈনিক পুরুষ ও আর একটী সম্ভ্রান্ত পাদ্রিসাহেব। সাহেবের নাম E. Ridley Day; তিনি আজমীরে চলিলেন। সম্প্রতি নাগপুর Diocessan Council এ যোগদান করিবার জন্য নাগপুর যাইতেছেন। গাড়ীতে উঠিয়াই তাঁহার সহিত আমার কথোপকথন আরম্ভ হইল। পাদ্রিসাহেব বিশেষ ভদ্রলোক। বঙ্গদেশের কোন কথাই জানেন না। হিন্দি, উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষায় তাঁহার কোন পারিদর্শিতা নাই বলিলেন। তিনি বাইবেলের

Genesis (সৃষ্টিতত্ত্ব) ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। আমি স্থিরভাবে তাঁহার সৃষ্টিতত্ত্বের গবেষণা শ্রবণ করিতেছিলাম; পরে তাঁহাকে শ্রীচৈতন্য দেবের কথা বলিতে থাকি। তিনি আমার বহুক্ষণ-ব্যাপী হরিকথা শ্রবণ করিয়া এতাদৃশ আনন্দ প্রকাশ করিলেন যে, আমার নিকট হইতে উহা সুবিস্তৃত ভাবে শ্রবণ করিতে বিশেষ ব্যস্ততা প্রকাশ করিলেন। সময়ান্তরে সুযোগ হইলে এই সব কথার মধ্যে প্রবেশ করিবেন, প্রকাশ করিলেন। পাদ্রী সাহেব মহোদয় স্বীয় বংশপ্রণালী প্রদর্শন করাইয়া বলিলেন যে, ইংলণ্ডের প্রাচীন রাজা নরম্যাণ্ডির উইলিয়াম বাহাদুর প্রভৃতি রাজকীয় বংশের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ আছে। ব্যক্তিগত বিচারে সাহেব একজন আদর্শপুরুষ ও তাঁহার সৌজন্য অসামান্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আরোহবাদ ও অবরোহবাদ প্রণালীদ্বয়ের জ্ঞানের বৈসম্যকথা শুনিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত হইলেন। তার্কিক সম্প্রদায়ের সহিত শ্রৌত-প্রণালীর ভেদবিচার স্পষ্টভাবে আলোচনা করিলেন এবং যীশুখৃষ্টের বাস্তবসত্যের কথা শ্রুতিকথাগত অচিন্ত্যসত্য ভেদ জগতের প্রত্যক্ষ হইতে অভিন্নরূপে ধারণা করিতে সমর্থ হইয়া অবরোহবাদের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিলেন। ভারতের Psilanthropist (প্রাকৃত সহজিয়া-) গণের সহিত ভগবদ্ভক্তগণের পার্থক্যে আকাশ-পাতালভেদ বুঝিতে পারিলেন। সাহিত্যিক-প্রবর Robert Bucanan প্রভৃতির প্রসঙ্গ তাঁহার সহিত হইল। সৃষ্টির ধর্ম্মপ্রণালী সাত্বত শুদ্ধ সনাতনধর্ম্মের সহিত সমশ্রেণীতে গ্রথিত হইলেও সৎসাম্প্রদায়িক সাত্বতগণ শুদ্ধ-পূর্ণ-নিত্য-মুক্ত নামীর সহিত অভিন্ন শ্রীনামবিগ্রহকে ভগবদ্বস্তু বলিয়া বাস্তবসত্বায় প্রতিষ্ঠিত করেন জানিতে পারিলেন। সরলতাই ভগবদ্ভক্তগণের প্রধান লক্ষণ, লক্ষণাবশে জগতের বিচারপ্রণালীকে সম্বল করিয়া পারমার্থিক জগতে অগ্রসর হওয়া যায় না—এ সকল কথা তিনি সুষ্ঠুভাবে অনুমোদন করিলেন। প্রসিদ্ধ Stanley Jones সাহেবের সহিত আমার শুদ্ধবৈষ্ণব দর্শনের যে কয়েকটী কথা মিশ্রিখ ও নৈমিষারণ্যে হইয়াছিল, সেই সকল কথা শুনিয়াও তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ভজন-প্রণালী ও শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত জগতে অতুলনীয় এবং সর্ব্ব বিজ্ঞানসম্মত শ্রবণ করিয়া বিশেষ কৌতূহল প্রকাশ করিলেন। আমি তাঁহাকে Real and Apparent Vaishnavism নামক ইংরাজীতে লিখিত পুস্তিকাখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিলাম। ঐ পুস্তিকা লইয়া তিনি আমার সমক্ষে প্রায় চার ঘণ্টাকাল গভীর মনঃসংযোগে পাঠ করিতে লাগিলেন। বেলা ৮ ঘটিকার সময় আমরা খাণ্ডোয়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম ভক্তি-গুণাকরপ্রভু ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরগুণানন্দের সহিত ষ্টেসনে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত আছেন। আমরা তাঁহাদের সহিত ষ্টেসনের নিকটস্থ ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলাম। ষ্টেসনে একটী অনভিজ্ঞ টিকেট-কালেক্টরের সহিত কুঞ্জবাবুর কিছু বাগ্‌বিতণ্ডা হইল। ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষ শ্রীবল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের জনৈক বৈষ্ণব আমাদিগকে উত্তম বাসোপযোগী গৃহ ও স্থান প্রদান করেন। আমরা তথায় ২টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বোম্বাই যাইবার গাড়ীতে উঠিলাম। ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষ শ্রীনাথজীর প্রসাদের বহু সম্মান করিলেন। আমার শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থবোধ করিতে লাগিলাম। খাণ্ডোয়ায় গৌড়ীয়মঠের সংবাদ ও নূতন প্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থ দেখিতে পাইলাম।

—•—　　(ক্রমশঃ)

শ্রীধামে শ্রীনাম-২

"আজ্ঞা পাই দুই জনে বুলে ঘরে ঘরে।
বল কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ ভজহ কৃষ্ণেরে॥
কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই হই এক মন॥"

নদীয়ার ঘরে ঘরে, অখিল জগতে সকলের দ্বারে দ্বারে এই মহা বাক্যের ধ্বনি প্রতিধ্বনি অবিরত প্রবাহিত হইতেছে। আকাশ বাতাস জল স্থল পর্ব্বত কানন প্লাবিত করিয়া আব্রহ্ম-স্তম্বে প্রতি অণু-পরমাণুতে একটী অপূর্ব্ব স্পন্দন তুলিয়া এই মহান্ আহ্বান, এই অমিয়-নিস্যন্দিনী মহাবাণী নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে! কোথা হইতে এই ধ্বনি উত্থিত হইতেছে? এই মহান্ আহ্বান, এই অতি মধুর নাম গান, এই সর্ব্বাত্মস্নপন সুগভীর তান, কাহার শ্রীমুখ-মুরলী হইতে উদ্ভূত হইয়া বিপুল ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে বহিয়া চলিয়াছে? অহো, এই ত্রিগুণ-বিচিত্র মায়া-নাট্যের নানা-শব্দ-মুখর রঙ্গভূমি হইতে ইহা উত্থিত হয় নাই! সুরাসুর-মোহিনী দেবকন্যার স্বর্গীয় গীত-লহরী,

অথবা ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বোচ্চ শিখর-বাসী ব্রহ্ম-পরায়ণ দেবঋষিগণের স্বস্তি-স্বাধ্যায়, কেহই ইহার অভ্যুদয়-হেতু নহে। জীবের দশা মলিন দেখিয়া, কালের প্রভাব প্রবল বুঝিয়া, জগতে অবতীর্ণ যে স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর, তাঁহারই সাক্ষাৎ আদেশে তাঁহারই অভিন্ন-প্রকাশ পতিতপাবন প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ আপনি ভক্ত-রাজ শ্রীহরিদাস সহ এই মহাবাণী, এই প্রতিপদ-পূর্ণামৃত-আস্বাদন শ্রীনাম জগতের দ্বারে দ্বারে ঘোষণা করিতেছেন! বিষয়-মদ-বিভোর মোহ-তন্দ্রা মগ্ন মানবগণকে তারস্বরে ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতেছেন ;—

"বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ ॥
তোমা সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ সব ছাড় অনাচার ॥"

অহো, গোলোক পরিহরি প্রভু আমার আজ কাঙ্গালের বেশে গল-লগ্নীকৃত-বাসে কত কাতরে অবিচারে সকলের দ্বারে দ্বারে গিয়া সকলকে ডাকিয়া ডাকিয়া ভিক্ষা করিতেছেন! আহা, কি ভিক্ষা সে! অর্থ নয়, বস্ত্র নয়, অন্ন নয়,—আপনার জন্য অখিল বিশ্বের কোনও বস্তুই তাঁহার সে ভিক্ষার বিষয় নহে! তিনি জীবের জন্যই কত যত্নে চাহিতেছেন মাত্র এই ভিক্ষা,—"বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা।" কেন?—বলিবার ত অনেক কথা আছে, ভজিবার ত অনেক জন আছেন, আর শিখিবারও ত বহু বিষয় আছে, তবে কেন? সকল বলা-কহা রাখিয়া কেবল কৃষ্ণ বলিলে; সকল ভজন সাধন রাখিয়া কেবল কৃষ্ণ ভজিলে আর সকল শিক্ষা-দীক্ষা রাখিয়া কেবল কৃষ্ণ-শিক্ষা লইলেই কি সকলের সকল অভাব অসুবিধা দূর হইবে? সকলে কৃত কৃত্য হইবে? নিশ্চয়ই হইবে! ঐ শুন নিখিল বেদার্থ-সার সম্বলিত শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিতেছেন,—

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥"
(১২।৩।৫২)

সত্য যুগে ধ্যান, ত্রেতা যুগে যজ্ঞ, এবং দ্বাপরে অর্চ্চনা দ্বারা যাহা হয়, কলিযুগে কেবল হরিনামকীর্ত্তন হইতেই তাহা হইয়া থাকে। তাই সকল শাস্ত্র ও সাধুবাক্যের প্রতিধ্বনি তুলিয়া সজ্জনশিরোমণি নামকৌমুদীকার গাইয়াছেন,—

"জ্ঞানমস্তি তুলিতঞ্চ তুলায়াং,
প্রেম নৈব তুলিতং তু তুলায়াম।
সিদ্ধিরেব তুলিতাত্র তুলায়াং
কৃষ্ণনাম তুলিতং ন তুলায়াম ॥"

যোগাদিমার্গে নানাবিধ সাধনায় অণিমাদি নানাবিধ সিদ্ধি, এবং দুর্ল্লভ ব্রহ্মজ্ঞানাদি সমস্ত বিষয়ই তুলাদণ্ডে তুলিত হয়; কিন্তু কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণপ্রেমের তুলনায় কোন বস্তুই মিলে না; অর্থাৎ তাহার তুল্য আর কোথাও কিছুই নাই।

মায়া-মলিন মানবগণের নিত্য মঙ্গলের জন্য নিত্যানন্দের এই নাম-ভিক্ষার নিগূঢ় কারণ ইহাই। এই কৃষ্ণ নাম ভিন্ন, এই কৃষ্ণ সেবা ভিন্ন, এই কৃষ্ণ শিক্ষা ভিন্ন, জীবের সত্য শ্রেয়ো লাভে অন্য পথ আর নাই। কৃষ্ণ নামেই অপর দুইটীও যুগপৎ সম্ভাবিত হয়। কৃষ্ণনামেই কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণশিক্ষা হইয়া থাকে। নাম সেবা, নামকীর্ত্তন বা নামযজ্ঞ হইতেই জীবের সকল অনর্থ দূর হইয়া সুবিমল হৃদয়ে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান বিকাশিত হয়। অপৌরুষেয় বেদবাক্যেই ইহা সুদৃঢ় হইয়াছে। ঐ শুন সেই সুগভীর মহাবাক্য,—

"আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্
মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ॥"
ঋগ্বেদ ১মঃ ১৫৬ সূঃ ৩ ঋঃ)।

হে বিষ্ণো, তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব তাহা স্বপ্রকাশ রূপ; সুতরাং এই নামের উচ্চারণাদি মাহাত্ম্য সম্যক্ না জানিয়া, তাহা আভাসেও অবগত হইয়া যদি কেহ তোমার নাম উচ্চারণ করেন, তাহা হইলেও তিনি তোমার তত্ত্ব অবগত হন। 'সুমতিং'—'তদ্বিষয়াং বিদ্যাং' (ভগবৎ-সন্দর্ভ)।

তাহা কেবল অবগত হওয়া নহে, ঐ নামোচ্চারণ হইতেই নরমাত্র তাহা লাভ করিতে সমর্থ হন। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—

"নামোচ্চারণ-মাহাত্ম্যং শ্রূয়তে মহদদ্ভুতম্।
যদুচ্চারণ-মাত্রেণ নরো যায়াৎ পরং পদম্ ॥"
(শ্রীনারদীয় পুরাণ)।

সাধু-নিন্দা, নাম ও নামীতে ভেদ-দর্শন, অন্য ধর্ম্ম-কর্ম্মকে নামযজ্ঞের সহিত সমান জ্ঞান, নামবলে পাপাচরণ বুদ্ধি ও হরিনাম মাহাত্ম্যকে অতি-স্তুতি জ্ঞান প্রভৃতি

নামাপরাধ ত্যাগ করিয়া,' নাম গ্রহণ করিলে, কেবল তাহা হইতেই জীব অনুত্তমা পরা গতি ভগবৎপাদপদ্ম সেবা প্রাপ্ত হন।

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

তাই আজ যুক্তকরে গলবস্ত্রে দন্তে তৃণ লইয়া কাকুতি করিয়া সকলকে আহ্বান করিতেছি আমরা,—এস, এস ভাই সকলে, যে যথায় যে ভাবে আছ, এস, এস সকলে, যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুরে আজ বৈষ্ণবাচার্য্য ঠাকুর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব-মহামহোৎসবে সর্ব্বমঙ্গল নাম-যজ্ঞের আবাহন করিয়াছেন। এস বিশ্ববাসী মহানুভব ভক্তগণ! তোমাদের স্ব স্ব দ্রব্যময়যজ্ঞ জ্ঞানময়যজ্ঞ পরিত্যাগ করিয়া এই শুদ্ধনামযজ্ঞে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দাও। ঐ শুন ভাগবতী বাণী—

সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য॥
সেই ত' সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণ নাম-যজ্ঞসার।
কোটী অশ্বমেধ এক কৃষ্ণ নাম সম,—
যেই কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম॥

স্পর্শমণি—শ্রীগৌড়ীয় মঠ

(প্রাপ্ত)

স্পর্শমণি বা "পরশ পাথর"-সংযোগে লৌহাদি কাঞ্চনে পরিণত হয়;—এই প্রবাদ বাক্যটী ভারতবর্ষে কোন্ যুগান্ত-কাল হইতে লোক-পরম্পরাক্রমে, বাহিত হইয়া আসিতেছে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইলেও, আজওপর্য্যন্ত ইহা আমাদের চিত্তে যে একটী বিস্ময়োৎপাদক আকাঙ্ক্ষার উদয় করিয়া দিয়া থাকে, তাহা সকলেই বিদিত আছেন। স্পর্শমণি লাভ করিতে পারিলে, এ'জগতে তাহার অভাব ঘুচিয়া যায়, এজন্য ইহা এই অভাবগ্রস্ত সংসারিজীবের পক্ষে যে প্রত্যেকেরই ঈপ্সিত বস্তু হইবে, তাহা লেখাই বাহুল্য। তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এমন একটী সর্ব্বজনপ্রিয় ও একান্ত বাঞ্ছিত জিনিষ কোথায় পাওয়া যায়, এ সন্ধানটী কিন্তু আমরা রাখি না এবং ঐ সঙ্গে আমাদের মনের অনুসন্ধিৎসা বৃত্তিটী এতই নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে যে, আহার-বিহারাদি 'সহজিয়া'র ধর্ম্মটীতে যতক্ষণ কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক না পড়ে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা কোন বিষয়ে মস্তিষ্ক-আলোড়নের আবশ্যকতাও বুঝি না। কিন্তু দুঃখের বিষয় জগতের নিয়ম অনেক সময় আমাদের বড়ই প্রতিকূলাচরণ করে—"খেয়ে-ঘুমিয়ে-মজা করে" দিনগুলি বরাবর কাটতে দেয় না; তাই গ্রীষ্মের অবসানে বর্ষা অযাচিত ভাবেই এসে যায়, শুক্লারজনীর পাশেই কৃষ্ণপক্ষ সাজান' থাকে—কমলার কৃপাকটাক্ষের অন্তরালেই দারিদ্র্যের কঠোরমূর্ত্তি উঁকি দেয়।—তখন বিলাস-বিভ্রান্ত ধনীর গৃহে আবার অন্নের জ্বালা আসে এবং তখনই চমকভেঙ্গে মনে উঠে,—এখন যদি স্পর্শমণিটীর সন্ধান পাইতাম, কিছু স্বর্ণলাভ করিয়া এই দুঃসহ দুঃখের অবসান করিতাম'। কিন্তু হায় চিরকালই ঐ নাম কাণে শুনিয়া আসিতেছি, চক্ষেত' আজও পর্য্যন্ত সেই নিধিটী দৃষ্টিগোচর হইল না। আবার কেহ কেহ বলেন, 'যে জিনিষের এজগতের কোনও একটী রাজাধিরাজ বা রাজচক্রবর্ত্তীর গৃহেও সন্ধান মিলে না, তাহা আকাশ-কুসুমতুল্য নিশ্চয় একটী মিথ্যা ও অভাবাত্মক বস্তু মাত্র'। তবে কি এই শেষের উক্তিটীতে নিরস্ত হইয়া যাইব?—না তাহা কখনই নহে। বন্ধুগণ সত্যই আমরা ঐ দুর্ল্লভ বস্তুটীর সন্ধান পাইয়াছি। আপনারা আমার কথায় বিশ্বাস করুন; উহা লাভে সমর্থ হইবেন এবং সমস্ত অভাব ঘুচিয়া যাইবে!! প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতে চান, তাহাও প্রদান করিতে পারি এক্ষণে তাহার কিছু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আপনাদের নিকট অবতারণা করি, কৃপা করিয়া শ্রবণ করুন।—

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত পুঁড়া নামক গ্রামে ১৩২০ বঙ্গাব্দে 'সদালাপ সভা' নামে একটী ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠিতা হইয়া ১৩৩০ সাল পর্য্যন্ত পূর্ণ দশবর্ষ যাবৎ উক্ত সমিতির নির্দ্দিষ্ট সভাবৃন্দ—পূজা, পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও উৎসবাদির দ্বারা ইহাকে (বর্ত্তমান কালোপযোগী) যথেষ্ট গৌরব-মণ্ডিত ও উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইহাতে সেবা-ভাণ্ডার স্থাপন, চাঁদা প্রভৃতির দ্বারা অর্থসংকলন, ঐ অর্থে

দাতব্য চিকিৎসালয়-স্থাপন, দরিদ্র অনাথাদিগকে নানা-সাহায্য দান, কূপাদি খননে পূর্ত্ত কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, বার্ষিক উৎসবের অনুষ্ঠানে **কীর্ত্তন-প্রতিযোগিতা**, এবং দরিদ্র-ভোজন দানে উক্ত সংখ্যা-নিরূপণাদি কর্ম্মিসেবকগণকে সুবর্ণপদকাদি পুরস্কার বিতরণ এবং এইসকল কীর্ত্তি-কলাপের তালিকাপূর্ণ বার্ষিক কার্য্যবিবরণী মুদ্রন ও প্রকাশন, এমনকি এসকল সংবাদ আবার সংবাদপত্রপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া দিগন্ত বিঘোষণের ব্যবস্থা করিতেও ক্রটী হয় নাই। আর এই দশম বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বার্ষিক উৎসবেই ধর্ম্মোপদেষ্টৃরূপে—প্রথমতঃ ২।১ বর্ষ কৃতবিদ্য ইংরাজী শিক্ষিত বক্তা—ক্রমে প্রথিত-যশা দার্শনিক পণ্ডিত ও মহামহোপাধ্যায়গণ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। অবশেষে উক্ত সভাপতির আসন—গৃহাশ্রমীর অধিকার হইতে সন্ন্যাসীর অধিকারে আসিয়া পড়িলে,—সেই বর্ষে পরিব্রাজক ও মহাবাগ্মিপ্রবর সন্ন্যাসী বাবার ধর্ম্ম-বক্তৃতা শ্রোতৃবর্গের প্রাণস্পর্শের সূচনা আনিয়া দেয়।

এই সন্ন্যাসি-সভাপতির অধিকার-কালের মধ্যে একবার সদালাপ-সভার সৌভাগ্যক্রমে পাশ্চাত্য-দেশ-বিশ্রুত—'মিশনের অধ্যক্ষ সন্ন্যাসী' সদলে শুভাগমনপূর্ব্বক সভা ও দেশবাসীকে ধন্য করিতে কুণ্ঠিত হন নাই:—

এইরূপে এতাবৎকাল কত কত পরিবর্ত্তন সংঘটনের পর ১৩৩১ বঙ্গাব্দে একাদশবর্ষ-প্রারম্ভে পুণ্যদ বৈশাখ মাসে শুভক্ষণে একদিন আমরা বাস্তবিকই সেই স্পর্শমণির সন্ধানটী প্রাপ্ত হই। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের বৈদিক যুগের ঋষিকল্প ত্রিদণ্ডী বৈষ্ণব সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ সপার্ষদে এই সদালাপ সভায় পদধূলি-প্রদানে সকলকে কৃত কৃতার্থ করেন। সেই সৌম্য-গম্ভীর মূর্ত্তি-পরিগ্রহিসাধু, প্রেমবিগলিত ভাষায়—বিশুদ্ধ বৈষ্ণবতাই যে সর্ব্বধর্ম্মের সার এবং সহস্রবিধ বিভিন্ন পন্থাবলম্বী ধর্ম্মানুশীলনের চরম পরিণতিই যে "কৃষ্ণৈকশরণতা", ইহা নিঃসংশয়িতরূপে উপলব্ধি করাইয়া দেন। আর বর্ত্তমান বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আবিলতা—যাহা বর্ত্তমানে 'গৃহমেধীর' কদাচার বা ব্যভিচারকেই বৈষ্ণবতা বলিয়া স্থাপনের চেষ্টা, 'ভৃতক' পাঠক ও প্রকৃত ভাগবত সেবকের মুখে কৃষ্ণগুণানু-কীর্ত্তন-শ্রবণের পার্থক্য, ভক্তের শ্রীবিগ্রহ সেবা ও 'দেবলের' অর্থাৎ পূজক ব্রাহ্মণের পূজার পার্থক্য বিচার, ত্যক্তগৃহ-ভিন্ন স্ত্রীসঙ্গী গৃহব্রতধারীর 'গোস্বামী' পদবাচ্য হওয়া যে 'গোস্বামী' শব্দের শাস্ত্রীয় প্রকৃত অর্থের অপলাপ, এবং ঐরূপ ইন্দ্রিয়দাস 'গুরুব্রুব'-দ্বারা বর্ত্তমান শিষ্যগণ কিরূপে বঞ্চিত, গোস্বামীর শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট লক্ষণাদি কি, তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন এবং এই সময় হইতে এই সমিতির এক অভিনব ভাবের সংস্কার হইতে আরম্ভ হইয়া যায়।

ঠিক এই সময়ের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে এই সমিতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াই শাখা সমিতিরূপে "শ্রীশ্রীচৈতন্য সেবক সম্মিলনী" নামে বাছাই করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণব-তত্ত্বের আলোচনা ও ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রপাঠ ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন-মাত্র অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রতি সপ্তাহে নির্দ্দিষ্ট এক দিন করিয়া এক নূতন অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই অধিবেশনে সদালাপ সভার নির্দ্দিষ্ট রবিবারের ন্যায় বিবিধপ্রকার আলোচনাদি বর্জ্জিত হওয়ায় পৃথক্ রুচিশীল কতক সদস্য "বৈরাগীর আখ্ড়া" করিয়া তুলার অনুযোগে এ সময় যোগ-দানে বিরত হন। সৌভাগ্যক্রমে একাদশ বার্ষিক উৎসবে উক্ত গোস্বামীপ্রভু তীর্থ মহারাজ ভক্তি-প্রদীপ উজ্জ্বলন করতঃ আপামর সাধারণের মধ্যে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-তত্ত্বের উন্মেষসাধন করিয়া দেন এবং তৎপর হইতে এই সভা শ্রীগৌড়ীয় মঠের—অনন্যশরণ ও চরণাশ্রিত হওয়ায়, পর্য্যায়ক্রমে প্রতি বার্ষিক উৎসবে, গোস্বামীপ্রভু শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্বগিরি মহারাজ এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার প্রচারকগণসহ আসিয়া আমাদিগকে যথার্থই স্পর্শমণির সন্ধান প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে সেই স্পর্শধন্যা সদালাপ সভা এক অভিনব গৌরবমণ্ডিতা হইয়া দেশবাসীর শ্রদ্ধা-দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ ও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি সারগ্রন্থই আলোচ্য এবং শ্রীনামসংকীর্ত্তনই অত্রত্য দৈনিক অনুষ্ঠানের বিষয় হইয়াছে। এই সভার অনন্য পরায়ণ সেবক বৈষ্ণবদাসানুদাস মহেন্দ্রনাথ ও আশুতোষ ভক্তমহাশয়দ্বয় শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করতঃ অনুক্ষণ সেবাপরায়ণ হইয়া কায়িক-বাচিক-মানসিক সেবাদ্বারা মানবদেহ-ধারণের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। এই শ্রীবিগ্রহ শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রথম অর্চ্চনাদিতে প্রতিষ্ঠিত হন। এক্ষণে শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রকাশিত সদ্গ্রন্থাবলীই আজ স্পর্শমণিরূপে অনেক লৌহময় জীবকে সুবর্ণময় করিয়া তুলিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়ের উপদেশ ও প্রচারিত বিশুদ্ধ ধর্ম্মই সুবর্ণময় সত্যধর্ম্ম। অতএব কালবিলম্ব না করিয়া সংসর্গ করুন, আপনারাও সুবর্ণত্ব লাভে বঞ্চিত হইবেন না। হেলায় এ সুবর্ণ-সুযোগ হারাইবেন না। ইতি—

সদালাপ-সভার জনৈক সেবক—
শ্রীতারকনাথ পাল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৭ই ফাল্গুন ১৩৩৩, ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৭	২৭শ সংখ্যা

ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশত-শ্রীপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামি-মহারাজস্য

দ্বিপঞ্চাশত্তমাবির্ভাব-মহোৎসবে শ্রীব্যাসপূজাবাসরে

শ্রীনৈমিষারণ্যস্থিত পরমহংস-মঠাশ্রিতসেবকানাং

ভক্তিকুসুমাঞ্জলিপঞ্চকম্

যস্তত্ত্বে পরমে স্থিতোঽপি জগতি স্বেচ্ছাক্রমং পর্য্যটন্
আগত্যাত্র দয়াময়ঃ স্বয়মসৌ শ্রীসূতবন্নৈমিষে।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রচারমনয়ল্লোকার্ত্তিনাশব্রতং
ভক্ত্যা তং সততং নমামি পরমং হংসং জগৎসংশ্রয়ম্॥ ১॥

যো নিত্যং খলু চিদ্বিলাস-চরিতং জ্ঞানেঽদ্বয়ে শাশ্বতং
সম্পশ্যত্যথ চিদ্বিলাসচরিতে জ্ঞানং তথা সংস্থিতম্।
স্বান্তধ্বান্তচয়ং নয়ত্যপি লয়ং পাদাশ্রিতানাং স্বয়ং
ভক্ত্যা তং সততং নমামি পরমং হংসং জগৎসংশ্রয়ম্॥ ২॥

সম্যগ্বস্তু-নিরীক্ষণেন পরমা হংসাঃ সদা বৈষ্ণবাঃ
অন্যে তদ্বশগা ভবন্তি জগতাং তত্ত্বেঽংশতো দর্শকাঃ।
সিদ্ধান্তং নিপুণং প্রকাশমনয়চ্ছাস্ত্রস্য যস্ত্বীদৃশং
ভক্ত্যা তং সততং নমামি পরমং হংসং জগৎসংশ্রয়ম্॥ ৩॥

যঃ শ্রীভাগবতং বিচারণমুখং শ্রুত্বা পঠিত্বা স্বয়ং
পূর্ণ্যং পারমহংস্য-নির্ম্মল-পর-জ্ঞানাকরং নিত্যশঃ।
লোকানাং হিতকাময়া ভুবি পুনঃ সঙ্কীর্ত্তয়ত্যাচরন্
ভক্ত্যা তং সততং নমামি পরমং হংসং জগৎসংশ্রয়ম্॥ ৪॥

গীতং ভাগবতং পুরাণপ্রবরং ব্রহ্মর্ষিভিঃ সেবিতং
যত্রাস্মিন্ পরিলুপ্ত-কীর্ত্তি নিচয়াস্যুদ্ধর্ত্তুকামস্তু যঃ।
শ্রীমদ্ভাগবতীয়শিক্ষণমহাপীঠং চিকীর্ষুর্মহান
ভক্ত্যা তং সততং নমামি পরমং হংসং জগৎসংশ্রয়ম্॥ ৫॥

ইতি শ্রীনৈমিষারণ্য-শ্রীপরমহংস-মঠাশ্রিত-সেবকানাম্॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামী-মহারাজের ত্রিপঞ্চাশত্তম প্রাকট্যোৎসব-উপলক্ষে

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোক-ত্রাণায় কারুণ্য-ঘনাঘনত্বম্ ।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

নিত্যারাধ্য প্রভো !

অযোগ্য কিঙ্কর মোরা চরণে তোমার
হইয়াছি সমবেত শুভক্ষণে আজি,
দিতে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি শ্রীচরণে তব
সংসার-সাগর-প্লব। পতিত-পাবন !
প্রসন্ন হউন্ তব পদাশ্রিত সদা
সেবকে, স্বগুণে। করুণার অবতার,—
দুরবস্থা জগতের করি দরশন,
জড়বাদ-মায়াবাদ-মহার্ণব-মাঝে
মগন সকলে হেরি, করিতে উদ্ধার,
এসেছ মরতে তুমি। মহাপ্রভু-পথ
অনুসরি, কু-সিদ্ধান্ত-ধ্বান্ত করি নাশ
করেছ প্রকাশ ভক্তি-সিদ্ধান্ত পরম,
আত্মার সে ধর্ম্ম সত্য, অখিল জীবের
শ্রেয়ঃপথ সনাতন। ভাগ্যবান্ জন
হইতেছে ধন্য কত সেই মহাপথে
আচরিয়া সেই ধর্ম্ম প্রোজ্ঝিত-কৈতব
বৈকুণ্ঠ-বৈভব নিত্য, পরম কল্যাণ !
অনন্ত প্রচেষ্টা তব করিতে উদ্ধার
সুকৃতি সুবুদ্ধি যত অবোধ জীবের
ইন্দ্রিয়ের ক্রীতদাস, দুর্ভাগা পরম।
করিয়া প্রেরণ তাই অন্তরঙ্গ তব
সেবক-সকলে সদা দেশ-দেশান্তরে,
প্রতি পুরে, প্রতি দ্বারে, দীন-ভিক্ষু-বেশে,
বিতরিছ শঙ্কা মূল্যে অমূল্য রতন
গোলোকের গুপ্ত ধন। লুপ্ত শাস্ত্র কত
লুপ্ত তীর্থ, কত যত্নে করিয়া উদ্ধার,
করিছ প্রকাশ ! পত্র-পত্রিকা কতই
পাঠাইয়ে কৃষ্ণকথা-প্রবাহিণী-রূপে,
সর্ব্বস্থান, শিক্ষা দান করিতেছ সবে
কত কৃপা করি। শুষ্ক মরুভূমি-মাঝে
বহাইছ কি অপূর্ব্ব অমিয়-লহরী !
অদোষ-দরশি, দেব, দীন-দয়াময়
নাই শক্তি, নাই ভাষা, নাই আয়োজন
করিতে কীর্ত্তন তব মহিমা অশেষ
অনুপমা মহীতলে ; ধরণীর দান
ফল-পুষ্পে ভূ-শক্তির অর্চ্চনা যেমন,
গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা অথবা যেমতি,
তেমনি তোমারি কৃপাদত্ত ভক্তি-বীজে
সঞ্জাত যে কল্পলতা তারি পুষ্পচয়
চয়ন করিয়া যত্নে অতি অকিঞ্চন,
করি দান এ অঞ্জলি পদাম্বুজে তব
কোটিচন্দ্র-সুশীতল সর্ব্বার্থ-সম্ভব !!

শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
কলিকাতা,
৮ই ফাল্গুন, সন ১৩৩৩

শ্রীচরণকৃপাপ্রার্থী—
ধানবাদস্থ দাসানুদাসবৃন্দ।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরেভ্যো নমঃ।

অষ্টোত্তরশতশ্রীমদাচার্য্যদেবের

ত্রিপঞ্চাশত্তম আবির্ভাব-বাসরে

শ্রীব্যাস-পূজোপলক্ষে

শ্রীগৌড়ীয়-মঠস্থ

সেবকবৃন্দের

প্রপত্তি-প্রসূনাঞ্জলি

যাঁহার নাম অষ্টোত্তর-শতশ্রী-সমন্বিত ও বিষ্ণুপাদ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী; যাঁহার ঊর্দ্ধ্বর্মশাশ্বতর অত্যুজ্জ্বল বৈকুণ্ঠ-বপু-প্রভায় তর্কপন্থি-ভক্তিপ্রতীপগণ কুণ্ঠিত ও তিরস্কৃত; যিনি অন্তর্দর্শিরূপে কুতার্কিক ও অন্যাভিলাষী কপট ব্যক্তিগণের মর্ম্মস্থলের কৈতবরাশি উদ্ঘাটিত করেন, যিনি দেশিকগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবৎস্বরূপ-তদ্রূপবৈভবজ্ঞ, কালজ্ঞগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্ব্বিদ, শাস্ত্রজ্ঞগণের মধ্যে সদসৎসঙ্গ-বিচারে সর্ব্বাপেক্ষা কোবিদ, বস্তুবিদগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ, যিনি অদ্বয়জ্ঞানে চিদ্বিলাস ও চিদ্বিলাস বৈচিত্র্যে অদ্বয়জ্ঞান দর্শন করেন, যাঁহাতে সমস্ত সুরগণ তাঁহাদের নিখিল সদ্গুণের সহিত বাস করেন, যিনি শ্রীহরির সকল মহাগুণের বসতিস্থল; পারমহংস্য ও দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম-মর্য্যাদা-স্থাপন, লুপ্ততীর্থোদ্ধার, ভক্তবিহার ও পরা-বিদ্যাপীঠ-প্রতিষ্ঠা, সাত্বতগ্রন্থ-প্রকাশ প্রভৃতি বিষ্ণুবৈষ্ণব বৈভব-প্রচারই যাঁহার লীলা; যিনি সম্বন্ধজ্ঞান-দাতৃরূপে জীবকুলকে সনাতন-বস্তুর পরিচয় ও জীবপ্রভুরূপে অচিদ্বিলাস ভোগবাদ ও চিদ্বিলাস-বিরোধি-নির্ব্বিশেষবাদ নিরাশ করিয়া শ্রীহরি ও হরিজনপূজা শিক্ষা দান করেন, শ্রীহরির অচিন্ত্য-ভেদাভেদপ্রকাশ সেই আচার্য্যবর কি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন?

(২)

উপনিষৎ "সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি" মন্ত্রে যে চিল্লীলা-মিথুনের আরাত্রিক করেন, সেই শ্রীগান্ধর্ব্বা-গিরিধরের প্রেষ্ঠ-বিগ্রহ বলিয়া যিনি 'শ্রীবার্ষভানবী-দয়িত' নামে প্রসিদ্ধ; যাঁহার নিরুপম-সেবা-শোভায় অসমোর্দ্ধ্ব-রূপ-লাবণ্যলহরী-সিন্ধু ভুবনমোহন শ্যামসুন্দর ও মুগ্ধ; যিনি ব্রজ-নিকুঞ্জ-যুব-দ্বন্দ্বের লীলাবিলাস-সম্পাদনোপযোগি দাক্ষ্য ও বৈদগ্ধ্য-গুণে বিভূষিত; যিনি মূল-আশ্রয়-বিগ্রহের স্বৈকাকামিরূপে বিষয়-বিগ্রহের সহিত আশ্রয়বিগ্রহের মিলনপ্রয়াসী হইয়া আশ্রয়কে বিষয়মনোমোহন-ভূষণে ভূষিত করেন; যিনি অভিধেয়-দাতা প্রেমস্বরূপে ও দয়িতস্বরূপে স্বয়ং সর্ব্বদা শ্রীরাধা-গিরিধারীর সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া স্বীয় প্রিয়-জনগণকে নিজ আরাধ্যতমা ঈশ্বরীর সেবায় অধিকার প্রদান করিয়া থাকেন, সেই শ্রীরাধা-দয়িত কবে আমাদিগকে স্বীয় পাল্য-জ্ঞানে কৃষ্ণ-সেবা দান করিবেন?

(৩)

যিনি সংসিদ্ধান্ত-অলস, কৃষ্ণকীর্ত্তন-বিমুখ, শাঠ্যগ্রস্ত মূকবধির-জগৎকে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারা কৃষ্ণ-কোলাহল-প্রমত্ত করাইয়া সার্থকনামা হইয়াছেন; যিনি বর-জাম্বুবিলাস্বি-ভূজগণ ও কষিতকাঞ্চনজিনি-বর্ণ ধারণ করিয়া বিষয়বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রয়ালম্বনাভিমানি-নিত্যানন্দ-রামের অনুরূপ রূপবিশিষ্ট; যিনি অনুগত ভক্তগণকে কৃষ্ণ-সেবা-প্রসাদ যথাযথ বণ্টন ও ভবদাবদগ্ধ জগতে শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী সেচন করিয়া অমন্দোদয়-দয়া-গুণের পরিচয় প্রদান করিতেছেন; 'শ্রুত্যেক্ষিত'-ভক্তিসিদ্ধান্ত-কীর্ত্তনরূপ-আচার-প্রচারই যাঁহার লীলা, যিনি গৌরশক্তিস্বরূপে স্বীয়-অভীষ্টদেবের প্রগাঢ়সেবা-তৃষ্ণা-সৌরভ-বিস্তারী বিপ্রলম্ভ-বিলাপকুসুমকদম্ব বিতরণ করেন, সেই শ্রীরূপানুগবর শ্রীরঘু-নাথাভিন্নবিগ্রহ আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব?

(৪)

যিনি ত্রিপঞ্চাশৎ বর্ষপূর্ব্বে সৌভাগ্যবতী পুণ্যময়ী মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমীতে উদয়াচল-সিন্ধুতটে শুদ্ধভক্তিজগতের এক নবীন মঙ্গল-প্রভাতের উদ্বোধন করিয়া শ্রৌতপন্থি-তত্ত্ববাদি-গণের হর্ষ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন এবং অধুনা যুগপৎ গৌড়, বঙ্গ ও ক্ষেত্রমণ্ডলের মধ্যগগনে চিজ্জ্যোতির্ম্ময় কুবাদ্ধান্ত-ধ্বান্ত-ভাস্কররূপে দীপ্তি পাইতেছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব?

(৫)

সপার্ষদ শ্রীগৌরহরি এবং তৎপরবর্ত্তী শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়-প্রমুখ আচার্য্যবৃন্দের লীলা সঙ্গোপন করিবার পর পারমার্থিক

রাজ্যে এক মহাপ্রলয়তমঃ উপস্থিত হয়, সেই সময় যিনি 'উৎকলে পুরুষোত্তমাৎ'— এই ব্যাস-বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষণপূর্ব্বক নীলাচলে সমুজ্জ্বল চন্দ্রমারূপে উদিত হইয়া ক্রমে গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের পারমার্থিক আকাশের কৈতব-কুজ্ঝটিকা অপসারিত করেন, সেই আচার্য্যশশীর করপ্রভায় কবে আমরা উদ্ভাসিত হইতে পারিব ?

(৬)

যাহার শুভ আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার তপ্তকাঞ্চন গৌরললাটপটে অজিতজয়া পরা-বিদ্যার উর্দ্ধপুণ্ড্র এবং যাহাকে সহজ-ব্রাহ্মণের সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া জগদ্‌গুরু লোকাচার্য্যরূপে জগতে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৭)

যিনি তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য্যের গৃহে আবির্ভাব ও আশৈশব অবস্থান-হেতু কৃষ্ণসেবাময় বৈষ্ণব-গার্হস্থ্যের প্রতি আন্তরিক সমাদর এবং যৌবনে যুক্তিমদ্‌বৈরাগ্য-স্বরূপ ভক্তরাজ শ্রীগুরুবরের সঙ্গ করিয়া হরিবিমুখ-গৃহব্রতধর্ম্মের প্রতি অনাদর-প্রদর্শনদ্বারা প্রাকৃত-সাহজিক কুযোগিগণের গৃহান্ধকূপমগ্নতা ও অপ্রাকৃত সাহজিক শ্রীপরমহংসকুলের হরিভজনময় গৃহে গোলোকপ্রতীতির নিত্য পার্থক্য প্রচার করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৮)

যাহাতে উক্ত সহজ পরমহংসস্বরের সকল মহাগুণ একাধারে দেদীপ্যমান থাকিয়া ভগবদ্ভক্তি, ভগবজ্‌জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিতেছে, সেই অপ্রাকৃত-গুণনিধি আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৯)

যিনি শ্রীরূপানুগ-পন্থায় শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে পূর্ব্ব মহাজনগণের ভজনস্থানসমূহে দীর্ঘকাল ভজন, তথা হইতে দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচরণক্ষেত্রসমূহ দর্শন, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব ও শ্রীনিম্বার্ক প্রভৃতি প্রাচীন শ্রৌতপন্থী আচার্য্যগণের স্ব-লিখিত ও তাঁহাদের অধস্তনগণের রচিত আকরগ্রন্থ-ভাষ্যাদি, তথা অসৎমতনিরসনকল্পে অপরাপর-দার্শনিকগণের যাবতীয় বক্তব্যবিষয় আলোচনা করিয়া সাত্বতসম্প্রদায়াচার্য্যগণের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়বৈভবে পারদর্শী হইয়া সুপ্রাচীন গৌড়পুর শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যাপনা-দ্বারা অনুগত-মণ্ডলীকে ভক্তিসিদ্ধান্তে সুনিপুণ করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১০)

যিনি শ্রীরাধাকুণ্ডাভিন্ন শ্রীব্রজপত্তন আশ্রয়পূর্ব্বক বহু বৎসরকাল সর্ব্ববিধ কৃষ্ণেতরসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অহর্নিশ একমাত্র শ্রীনামপ্রভুর সঙ্গ করিয়াছেন, সেই শ্রীনামৈক-জীবন আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১১)

যিনি শ্রীধাম আশ্রয় করিয়া কখনও বা শ্রীধামোৎপন্ন শাক-পত্রাদি স্বহস্তে রন্ধনপূর্ব্বক হবিষ্যান্নমাত্র গ্রহণ, কখনও বা ভূতলকে খাট্টাধার ও শয়নরূপে অঙ্গীকার প্রভৃতি অনুষ্ঠান-দ্বারা বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহার অহৈতুক বৈরাগ্য, বৈরাগ্যবিগ্রহ শ্রীমদ্‌গৌরকিশোরেরও প্রীতি ও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে, সেই বৈরাগ্যযুগ্‌ভক্তিরস-রসিক আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১২)

যিনি নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের ন্যায় শত-কোটি মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া দীক্ষা-ব্রত উদযাপন করিয়াছেন এবং শ্রদ্ধালু জীবকুলকে সেই শ্রীনাম-মহামন্ত্র উপদেশ করিয়া থাকেন, সেই আচার-প্রচার-পরায়ণ সর্ব্বগুরু আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১৩)

যিনি সংকীর্ত্তন-পিতা গৌর-নিত্যানন্দের প্রদত্ত, নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের প্রচারিত, শ্রুতিস্মৃতি-শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ মহামন্ত্র ব্যতীত অশ্রৌতপন্থিগণের স্বকপোল-কল্পিত ছন্দোবন্ধরূপ নামাপরাধকে কখনও 'শ্রীনাম'রূপে স্বীকার করিয়া মহামন্ত্রে শব্দ-সামান্য-বুদ্ধি ও অশ্রৌতপন্থার প্রচারে প্রশ্রয় প্রদান করেন না, সেই শ্রীনামৈকজীবন শ্রৌতপন্থী আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১৪)

যিনি স্বীয় গুরুদ্বয়ের পারমহংস্য-বেশের প্রতি মর্য্যাদা-প্রদর্শন-কল্পে স্বয়ং সহজ পারমহংস্যে অধিষ্ঠিত হইয়াও বৈষ্ণব-সন্ন্যাসাশ্রমোচিত কাষায়বস্ত্র পরিধান এবং পরমেশ্বর শ্রীগৌর-

সুন্দরের একদণ্ড সন্ন্যাস-গ্রহণ লীলার প্রতি সম্মান-প্রদর্শন-নিমিত্ত আপনাকে তদাশ্রিত-জ্ঞানে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলা প্রদর্শন করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-দাস্যের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১৫)

যাহার কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা-তৎপরতা মলিনদৃষ্টি ফল-ভোগপর কর্ম্মী ও ফল্গুত্যাগিকুলের নিকট বিষয়ীর চেষ্টার ন্যায় প্রতিভাত হইয়া তাঁহাদিগের বঞ্চনারই কারণ হয়, যিনি স্বীয় আচরণ-দ্বারা অনুগত ভক্তমণ্ডলীকে সর্ব্বতোমুখিনী হরিসেবার তাৎপর্য্য শিক্ষা প্রদান করিতে সর্ব্বদাই ব্যস্ত, সেই অচিন্ত্য-অগাধ-চরিত্র আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১৬)

যিনি কর্ম্মি জ্ঞানি যোগিগুরু বা প্রচ্ছন্ন-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী প্রাকৃত-সাহজিকের ন্যায় ফল্গুবৈরাগ্য বা বাহ্য কৃত্রিম বৈরাগ্য-প্রদর্শন-দ্বারা জড় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া ভয়ঙ্করী আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা সাধনপূর্ব্বক রূপানুগত-ধর্ম্ম পরিহার করেন না, সেই যুক্তবৈরাগ্যবান আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১৭)

যিনি নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ শ্রীমন্নবদ্বীপের পরিক্রমা প্রবর্ত্তন করিয়া প্রতিবৎসর বহু ভাগ্যবান ব্যক্তিকে শ্রীধাম-সেবার অধিকার প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের ঐকান্তিক মঙ্গল সাধন করিতেছেন, জীবে অতুল-দয়াময় সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্র ন্ন হইতে পারিব ?

(১৮)

যিনি প্রতিবৎসর শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমাকালে সহস্র সহস্র বাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে শ্রীগৌরলীলা-স্থলীসমূহ দর্শন ও সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরির সেবা করিবার সুযোগ প্রদান করেন, সেই জীব-দুঃখ-কাতর আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১৯)

• যিনি প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা-কালে অসংখ্য ধাম-যাত্রীকে প্রচুর-পরিমাণে চতুর্ব্বিধ-রস-সমন্বিত বৈচিত্র্যপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয় করাইয়া থাকেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(২০)

যিনি ভক্ত-গণ-সঙ্গে নবদ্বীপ-বনে ভ্রমণ করিতে করিতে ঋতুদ্বীপান্তর্গত চম্পহট্টে গৌরপার্ষদ দ্বিজ-বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌর-গদাধর-বিগ্রহের প্রতি ভৃতক-পূজকের নানা প্রকার সেবাপরাধ এবং শ্রীমন্দিরের জীর্ণতা ও সেইস্থানকে হিংস্র-জন্তুর আবাস-ক্ষেত্ররূপে দেখিতে পাইয়া হৃদয়ে প্রভূত বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন এবং অচিরে শ্রীমন্দির ও তৎস্থানের যথাযোগ্য সংস্কার বিধান করিয়া শ্রীবিগ্রহ-সেবার উজ্জ্বল্য বিধান করিয়াছেন, সেই লুপ্ততীর্থ-গৌরব-পুনঃ-প্রকটনকারী আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(২১)

যিনি নবদ্বীপান্তর্গত মোদদ্রুম-দ্বীপে শ্রীচৈতন্যলীলার শ্রীব্যাসদেব ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনের লীলাভূমি গৌড়-নৈমিষ-ক্ষেত্রকে তৃণগুল্মাদি দ্বারা সমাকীর্ণ, পরিত্যক্ত-ভূমিরূপে দেখিতে পাইয়া সেইস্থানের সংস্কারবিধান ও তথায় শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক শ্রীনিত্যানন্দভৃত্যবর ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের সেবিত শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-বিগ্রহের পুনঃপ্রতিষ্ঠার্থ যত্নবান্ হইয়াছেন, সেই লুপ্তধাম-গৌরব পুনঃ-প্রকটনকারী আচার্য্য-বরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(২২)

যিনি নবধাভক্তি-রূপী শ্রীনবদ্বীপধামের নয়টী দ্বীপের প্রত্যেকটীতে এক একটি করিয়া শ্রীবিগ্রহ-সেবা প্রকটন ও ছত্র স্থাপনপূর্ব্বক শ্রীধামের লুপ্ত-গৌরব পুনরুদ্ধার করিয়াছেন, ও করিতেছেন এবং তদ্দ্বারা স্বয়ং আচরণ-পূর্ব্বক ভক্তগণকে ধামসেবার আদর্শ শিক্ষা দিতেছেন, সেই লোক-শিক্ষক আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(২৩)

যিনি দশবিধ ধাম-পরাধের বিচার-দ্বারা ধর্ম্ম ব্যবসায়ী ও ভৃতক দেবলসম্প্রদায় প্রভৃতির শ্রীধামপ্রদর্শক শ্রীগুরুদেবের প্রতি অবজ্ঞা, নিত্যধামে অনিত্য বুদ্ধি, ধামবাসী ও ধাম ভ্রমণকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, স্বভোগার্থ বিষয়-কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, ধামসেবার ছলে শ্রীনাম-বিগ্রহকে জড়ীয় পণ্যদ্রব্যরূপে ব্যবসায় ও অর্থোপার্জ্জন, জড়বুদ্ধিতে ধামের সহিত জড়দেশের অথবা অন্য-দেবতীর্থের সহিত 'সম জ্ঞান ও

পরিমাণচেষ্টা, ধামবাসচ্ছলে পাপাচরণ, নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে ভেদ-জ্ঞান প্রভৃতি শুদ্ধভক্তি-বাধকদম্ভের দলন করিয়াছেন, সেই শ্রীধামসেবা-নিপুণ আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(২৪)

যিনি অপরাধ ভঞ্জন-পাট কুলিয়া-নবদ্বীপে শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর নাম-প্রচার-লীলার পুনরভিনয় প্রদর্শন করিয়া স্বমহিমা-প্রভাবে স্ব-চরণে ভীষণ অপরাধী ব্যক্তিকে ও তদপরাধের জন্য অনুশোচনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করাইয়া শোধন করিয়াছিলেন, সেই নিত্যানন্দাভিন্ন-স্বরূপ পাষণ্ডদলনবানা আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(২৫)

কুলিয়া নবদ্বীপে স্বহস্তে নিজ গুরুদেবের সমাধি-প্রদান-কালে কোনও অপবিত্র মর্কট-বেশী সন্ন্যাসী ব্যক্তি যাহাতে নিজ-প্রভুবরের পরমপবিত্র সচ্চিদানন্দময় তনু স্পর্শ করিবার স্পর্দ্ধা না করে, তজ্জন্য গুরুগম্ভীর বাক্য বলিয়া যিনি মর্কট-বেশধারিগণের হৃৎকম্প উপস্থিত করিয়াছিলেন, সেই গুরু-মর্য্যাদাভিজ্ঞ শুদ্ধসত্ত্ব-বিগ্রহ আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(২৬)

যিনি শুদ্ধভক্তিপ্রচারার্থ পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে বহু অনুগত আচার্য্য-পণ্ডিতগণের সহিত পরিভ্রমণ-পূর্ব্বক গ্রামীণ অধিবাসিগণকে অসৎ গুরুব্রুবগণের করাল কবল হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে নবজীবন প্রদান করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(২৭)

যিনি পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বপ্রধান নগরী ঢাকা-সহরে সপার্ষদে শুভবিজয় করিয়া বিদ্ধভক্তি ও সেবাবস্তুজীবীর দম্ভ নিরসন-পূর্ব্বক উক্ত নগরীকে শুদ্ধ-সংকীর্ত্তন-বন্যায় প্লাবিত এবং তথায় শুদ্ধভক্তিস্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন, সেই পতিতোদ্ধারী আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(২৮)

যিনি শ্রীমধ্বাবির্ভাব-বাসরে ঢাকা-নগরীতে 'শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ' স্থাপনপূর্ব্বক পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র শুদ্ধভক্তিপ্রচার ও শুদ্ধভাবে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(২৯)

বঙ্গদেশবাসী সাধারণ জনমণ্ডলীর, এমন কি, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ব্রুব সমাজের নিকট শ্রীব্রহ্মসম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমন্মধ্বপাদের কথা অবিদিত ছিল, কিন্তু যিনি শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়-মঠে শুভবিজয় করিয়া পূর্ণপ্রজ্ঞ-মাধ্বদর্শন-সম্বন্ধে একবার ক্রমাগত তিন দিবস-ব্যাপী বিপুল-গবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সম্প্রদায়-বৈভব-বিজ্ঞান-বিৎ আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৩০)

যিনি ঢাকা-নগরীতে উর্জ্জাব্রতকালে একমাস কাল যাবৎ শ্রীমদ্ভাগবতের 'জন্মাদ্যস্য'-শ্লোকের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়া অদ্ভুতপূর্ব্ব বিদ্বদনুভূতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৩১)

যিনি শ্রীগৌড়-মণ্ডল-পরিক্রমা প্রবর্ত্তন করিয়া নিজ-ভক্ত-গণের সহিত গৌরলীলা-রসোদ্দীপক গৌর ও গৌরজনগণের লীলাভূমিসমূহ পর্য্যটন করিয়াছেন, সেই গৌরপ্রেমিক গৌর-জনবর আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব?

(৩২)

যিনি গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-কালে সর্ব্বত্র স্বয়ং ও অনুগত ভক্তমণ্ডলী-দ্বারা গৌর ও গৌরজন-মহিমা এবং তাঁহাদের কীর্ত্তিত শুদ্ধভক্তির কথা গৌড়দেশে সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন ও করাইয়াছেন, সেই গৌরমনোঽভীষ্ট-প্রচারকবর আচার্য্য-বরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৩৩)

গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা কালে সপ্তগ্রামে শ্রীউদ্ধারণঠাকুরের শ্রীপাটে "দীক্ষা-বিধানের দ্বারা জীব-মাত্রেরই যে অপ্রাকৃতত্ব-লাভ ও দীক্ষিত-ব্যক্তিতে জাতি-বুদ্ধি যে বৈষ্ণবাপরাধ" -- এইসকল সত্য কথা যিনি শাস্ত্রযুক্তিমূলে কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই সদানন্দলীলাভিনয়কারী আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৩৪)

যিনি অতীর্থ-স্থানসমূহকে তীর্থীভূত এবং মলিনজন-সংস্পর্শে দূষিত তীর্থসকলকে পুনরায় পবিত্র করিয়া মহাতীর্থ-রূপে পরিণত করিবার জন্য সপার্ষদে সমগ্রভারতবর্ষ পর্য্যটন-পূর্ব্বক স্বীয় 'পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য' নামের সার্থকতা সম্পাদন

করিয়াছেন, সেই সাক্ষাৎ তীর্থস্বরূপ অষ্টোত্তরশতশ্রীমত আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৩৫)

যিনি হরিকথা প্রচার করিতে করিতে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ, তাঁহার প্রাণপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত পদাঙ্কপূত স্থানসমূহে প্রভুর স্মৃতি-সংরক্ষণার্থ আগ্রহান্বিত হইয়া পরমোল্লাসের সহিত পর্য্যটন করিয়াছেন, সেই পরিব্রাজকবর্য্য আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৩৬)

যিনি সাত্বত-সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণের আবির্ভাব-ভূমি ও ভজনস্থলসমূহ সন্দর্শন এবং আচার্য্যগণের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বয়ং আচরণ করিয়া আচার্য্যানুগত্য শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৩৭)

প্রকৃতিসুন্দরী সকল সেবাসম্ভারের সহিত যথায় সর্ব্বদা সমুপস্থিত এবং শ্রীদেবীর সকল সম্পদে যে-স্থান নিত্য সমুজ্জ্বলিত, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য শিষ্টাগ্রগণ্য শ্রীমল্লক্ষ্মণদেশিকের আবির্ভাব-ভূমিতে শ্রীরম্ গুলাস্বর্গত সেই মহাভূতপুরীতে শুভবিজয় করিয়া যিনি তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সত্যের পরম-চমৎকারিতার কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই গৌড়ীয় আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৩৮)

পরশুরাম-প্রতিষ্ঠিত যোগমায়া যাহার মৌলিমালারূপে বিরাজ করিতেছেন, সেই বিমানশৈলেন্দ্রের দ্বারা শোভমান এবং ভার্গব-রামের পরশুপ্রভাবে সমগ্রতীর্থের সমাবেশস্থল, সংসারার্ণবতরণি যতিরাজ আনন্দতীর্থের প্রকটভূমি গৌর-পদাঙ্কপূত পাজকা-ক্ষেত্রে শুভ বিজয় করিয়া যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-কীর্ত্তন-মুখে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের পূর্ণ বৈজ্ঞানিক সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই গৌড়ীয় আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৩৯)

যিনি শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী-পাদের সেবিত, শ্রীমন্নাথজীর দর্শনলুব্ধ হইয়া নাথদ্বারে শুভবিজয় করিলে তত্রত্য মঠাধীশ-কর্ত্তৃক শ্রীনাথজীর প্রসাদ-বসনাদিদ্বারা অভিনন্দিত হইয়াছিলেন এবং সানন্দে স্বগণসহ শ্রীনাথজীর সন্ধ্যারাত্রিক-সেবা দর্শন করিয়াছিলেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৪০)

যিনি শ্রীনাথদ্বারে বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও আচার্য্যগণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া তাঁহাদের নিকট সাত্বত-সম্প্রদায়চতুষ্টয়ের যাবতীয় তথ্য বিবরণাদি ও দার্শনিক সিদ্ধান্তসমূহ কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই সম্প্রদায়-বৈভববিজ্ঞানবিৎ আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৪১)

যিনি ভক্তগণসহ শ্রীমন্নিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত হরিদ্বার, হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থানসমূহ পরিভ্রমণ করিয়া স্বগণকে নিত্যানন্দ-বিমুখ চতুর্ব্বিধ কর্ম্মি জ্ঞানি-যোগিগণের ক্লেশমাত্রে পর্য্যবসিত অধিরোহচেষ্টার নিরর্থকতা জানাইয়াছেন, সেই ভক্ত্যোৎকর্ষশিক্ষক আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৪২)

যিনি ইন্দ্রপ্রস্থ, অমৃতসহর, লাহোর, তক্ষশিলা প্রভৃতি ঐতিহ্যপ্রসিদ্ধ স্থানসমূহ স্বীয় ভক্তগণের সহিত পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহাদিগকে জাগতিক নশ্বরতার প্রত্যক্ষ উদাহরণ প্রদর্শন এবং তত্তৎস্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া পাত্রাপাত্র-নির্ব্বিশেষে সকলের অজ্ঞাত সুকৃতির উদয় করাইয়াছেন, সেই উদারচরিত আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৪৩)

যিনি ভূস্বর্গ-কাশ্মীরপ্রদেশে পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট দিগ্বিজয়ি-কেশব-কাশ্মীরি-বিজেতা নিমাই-পণ্ডিতের অমন্দোদয়া দয়ার কথা প্রচার করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৪৪)

যিনি মূলতান-সহরে তত্রস্থ বিবুধ-মণ্ডলীর নিকট স্বয়ং হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং নিজানুগত প্রচারকগণের দ্বারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীগৌরহরির কথা প্রচার করাইয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৪৫)

যিনি শস্থলে শুভবিজয় করিয়া ভক্তগণের নিকট বিষ্ণু-যশার গৃহে কল্কিদেবের ভবিষ্যদাগমন-বার্ত্তা-কীর্ত্তনমুখে পারমার্থিক ভারতের চিত্রসমূহ ভক্তহৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছিলেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৪৬)

যিনি জয়পুরে অভিধেয়াধিদেব-বিগ্রহ শ্রীরাধাগোবিন্দকে দর্শন করিয়া প্রেমাকর্ষণপূর্ব্বক শ্রীধামমায়াপুর নবদ্বীপে আনয়ন করেন, পরে নিজ-ভক্তজনকে অভিধেয়াধিদেবের পাদপদ্ম-সেবায় অধিকার-প্রদানার্থ নিজ-হৃদয় হইতে বাহিরে বিগ্রহ-যুগলের সেবা প্রকাশ করেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৪৭)

যিনি শ্রীরামলীলানিকেতন অযোধ্যাপুরীতে সরযূ নদীর তীরে ভক্তগণের নিকট বজ্রাঙ্গজীর শুদ্ধদাস্যের কথা কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমুরারি-গুপ্ত ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র বিচার করিয়াছেন, সেই গৌরপ্রেমিক আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৪৮)

যিনি নৈমিষারণ্যের চক্রতীর্থে ভক্তগণের নিকট ব্রহ্মার সৃষ্ট মনোধর্ম্ম-চক্র অর্থাৎ আরোহ-দর্শনের গতি স্তব্ধ করিয়া সুদর্শন চক্র অর্থাৎ অধোক্ষজ-দর্শনের স্বয়ং অবরোহ বা প্রাকট্যের কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই তত্ত্ববিৎ আচার্য্য-বরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৪৯)

যিনি ভক্তগণের সহিত একাম্রকাননে শ্রীভুবনেশ্বর-ক্ষেত্র-পাল-শিবের সন্দর্শন-কালে 'সঙ্কল্পকল্পদ্রুম'-কথিত স্তোত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে শিবসন্নিধানে ব্রজবিলাসিযুগলাঙ্ঘ্রি পদ্মে নিরুপাধিকা প্রীতি-প্রার্থনা-মুখে শুদ্ধভক্তগণের শিবভক্তির আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৫০)

কুরুক্ষেত্রে স্যমন্তপঞ্চকে উপস্থিত হইবামাত্র শ্রীগৌর-সুন্দরের সহিত শ্রীরূপ স্মৃতিপথে উদিত হইলে যিনি ভাবাবেশে তাঁহাদের আস্বাদিত "আহুশ্চ তে" এবং "প্রিয়ঃ সোঽয়ং"-শ্লোকগুলের অপূর্ব্ব-মাধুর্য্যামৃতভাবশেষ আস্বাদন করিয়া বিপ্রলম্ভভাবে বিহ্বল হইয়াছিলেন, সেই বিপ্রলম্ভরস-পরিপোষ্টা আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইব ?

(৫১)

যিনি যাবটগ্রামে ব্রজ-গোপিকাগণের গৃহে নবনীত, তক্র প্রভৃতি যাচ্ঞা করিয়া তাহা পরম প্রেমভরে আস্বাদন করিতে করিতে অন্তরঙ্গ-ভক্তগণের নিকট ব্রজরামাগণের বাৎসল্য ও পারমার্থিকশক্তির অনির্ব্বচনীয়তার কথা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৫২)

যিনি যাবটগ্রামে স্বীয় প্রিয়তমজনের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রজস্থ ব্রজগোপীগণের মধ্যে শ্রীবার্ষভানবীর হৃদগত কৃষ্ণান্বেষণপরা চেষ্টা ও গাঢ়তৃষ্ণা লক্ষ্য করিয়াছেন, সেই পরম-প্রেমিক আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৫৩)

যিনি শ্রীবৃষভানুপুরে ভ্রমণ করিতে করিতে স্বীয় ঈশ্বরী শ্রীবার্ষভানবীর মহিমা-কীর্ত্তনমুখে তাঁহার দাস্য ভিক্ষা করিয়া শ্রীরাধাদাস্যই যে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের চরমফল, ইহা নিজ অন্তরঙ্গজনকে কীর্ত্তন করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-শিক্ষা-প্রদাতা আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৫৪)

ব্রজের সঙ্কেতের পথে পরিভ্রমণকালে যাঁহার জিহ্বায় ভাবানুযায়ী অপ্রাকৃত রসগীতিসমূহ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া-ছিলেন, সেই ব্রজরসজ্ঞ আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৫৫)

যিনি অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত ব্রজবীথিসমূহে বিচরণ করিতে করিতে ব্রজেশ্বরীর অনুচরীবৃন্দ ব্যতীত কালিন্দী-কেলিকল্যাণ-কলহংস, শ্রীকৃষ্ণেরও গুরুবর্গাশ্রয়, সর্ব্ববিদ্যার অনন্তসম্পদরূপিণী তুঙ্গবিদ্যার বিরচিত "রাধারস-সুধানিধির" পীযূষ-তরঙ্গে অবগাহন করিয়া রাধামহিমাপ্রচারক শ্রীগৌর-সুন্দরের ভাবে বিভাবিত হইয়াছেন, সেই গৌর-প্রেম-রসিক আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৫৬)

যিনি নন্দগ্রামে পরিভ্রমণ করিতে করিতে কৃষ্ণপ্রেমে উদ্দীপ্ত হইয়া স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট কত নিগূঢ় রহস্য ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই পরম-প্রেমিক আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৫৭)

যিনি কৃষ্ণলীলা-স্থলীতে ভ্রমণ করিতে করিতে নানা ভাবাবেশে আবিষ্ট হইলেও বহিরঙ্গ-লোকের নিকট ভাব সম্বরণ করিয়াছেন, কিন্তু অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট হৃদগত ভাব গোপন করিতে পারেন নাই, সেই পরম-প্রেমিক আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৫৮)

যিনি শ্রীবার্ষভানবীর অত্যন্ত নিভৃত-সেবায় কুশল ও শ্রীস্বরূপ-রূপের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হইয়াও মহানুভব গম্ভীর রসিক ভক্তগণের আদর্শ-চরিত্র-প্রদর্শন-কল্পে প্রশান্ত-মহাসাগরের ন্যায় পরম-গম্ভীর থাকিয়া প্রাকৃত-সহজিক ও অনধিকারি-সমাজকে কৃত্রিম ভাবকতার কাপট্য-নাট্য হইতে সতর্ক করিয়া ... রূপানুগ আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৫৯)

যিনি "প্রাকৃতরসশত-দূষণী" নির্ম্মাণ করিয়া প্রাকৃত-সাহজিকগণের আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনাময়ী দুর্দ্দশার কথা চক্ষে অঙ্গুলি প্রদানপূর্ব্বক প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং যিনি অনুগত-মণ্ডলীর নিকট ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-রচয়িতার প্রদর্শিত ক্রমপন্থার স্পষ্ট-বিচার জানাইয়াছেন, সেই রূপানুগ আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৬০)

কলিযুগপাবন-স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার শ্রীমদ্ ভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যদেব-চরণানুচর শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীজীব-প্রমুখ গোস্বামিচরণ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার বিশ্ববার্ত্তা সমগ্র বিশ্বে পুনরায় সুপ্রচার-কল্পে যিনি সেই সভার সুযোগ্য পাত্ররাজের সিংহাসনে সমধিষ্ঠিত আছেন, সেই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভাজন-ভাজন রূপানুগ আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৬১)

যিনি দৈববর্ণাশ্রমিগণের সেশ্বর পারমার্থিক সমাজ সংগঠন-পূর্ব্বক সমগ্র জগতের মঙ্গল-সাধনার্থ সচেষ্ট হইয়াছেন এবং যিনি জগতে বৃত্ত-ব্রাহ্মণতার বিচার প্রদর্শন করিয়া শ্রীমহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রাদি সদাচারস্মৃতি ও ছান্দোগ্যাদি পরা-শ্রুতির যথার্থ প্রয়োগ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, সেই শুদ্ধ সনাতনধর্ম্ম-সংরক্ষক আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৬২)

যিনি "ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের তারতম্য-বিষয়ক" উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়া পারমার্থিক-জগতে সাত্বত-শাস্ত্রোক্ত দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সন্ধান, তথা অদৈব-বর্ণাশ্রমরূপ প্রচলিত মতবাদ-গ্রাহ হইতে সত্যানুসন্ধিৎসু জীবকুলকে উদ্ধার করিয়াছেন, সেই দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম-সংরক্ষক আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৬৩)

যিনি বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-ঠাকুরের দ্বারা মেদিনীপুরের অন্তর্গত বালিঘাই-গ্রামের সভাতে প্রেরিত হইয়া স্বীয় অমর্ত্ত্য আচার্য্যোচিত সদাচার ও অসামান্য পাণ্ডিত্য-প্রতিভা-দ্বারা সমগ্র গৌড়মণ্ডল, ব্রজমণ্ডল ও ক্ষেত্রমণ্ডলের নির্ব্বাচিত বৈষ্ণব-পণ্ডিত-সভাবৃন্দ, তথা সহস্র সহস্র সুধীবিবুধের নিকট নিরপেক্ষ-শাস্ত্র-যুক্তিমূলে শ্রীহরিজন বৈষ্ণবের পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপন করিয়া সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের মহোপকার এবং পারমার্থিক গৌড়ীয়-সমাজে এক নবযুগের মঙ্গল ঊষার উদ্বোধন করিয়াছেন, সেই আচার্য্য কেশরীর চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৬৪)

যিনি শ্রীগৌর-পদাঙ্করঞ্জিতা কাশীপুরীর প্রসিদ্ধ হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে সুগভীর ও সুদার্শনিক তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়া তত্রস্থ অধ্যাপক ও বিবুধমণ্ডলীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

( )

যাঁহার অপ্রাকৃত-পাণ্ডিত্য, সুদার্শনিক সদ্বিচার ও সৎ-সিদ্ধান্ত জাগতিক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের অক্ষজজ্ঞানে দুর্ব্বোধ্য ও দুরবগাহ, কিন্তু তদনুগত একটী মানবকের নিকটও ঐ-সকল তাঁহার কৃপায় সুবোধ ও সরল, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৬৬)

যিনি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত সজ্জনহৃদয়ানন্দবর্দ্ধিনী শুদ্ধভক্তিপরা পত্রী-পত্রী শ্রীসজ্জনতোষণীর সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিয়া এবং বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ গৌড়ীয়-পত্রের প্রকটন করাইয়া শুদ্ধহরিকীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষ নিবারণ ও কোটিকণ্টকরুদ্ধ ভক্তিপথকে সুগম করিয়া দিতেছেন, সেই কারুণ্যবারিধি আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৬৭)

যিনি সার্ব্বভৌম-মহাকোষ 'বৈষ্ণবমঞ্জুষা' সম্পাদন এবং রামানুজীয় বেদান্ত-তত্ত্বসার, প্রপন্নামৃত প্রভৃতি সাত্বতসম্প্রদায়ের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা এবং মাধ্ব-সম্প্রদায়ের সদাচার-স্মৃতি, গীতা ভাষ্য, মহাভারত ও গীতা-তাৎপর্য্যনির্ণয়, ভাগবত-তাৎপর্য্য, তত্ত্ব-মুক্তাবলী, মধ্ববিজয়, মণিমঞ্জরীপ্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ গৌড়ীয়-ভাষ্যসহ প্রচার করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণবকুল জগতের অনভিজ্ঞতা-কালিমা অপনোদন এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের অভূতপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের অতুলনীয়া চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন, সেই গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৬৮)

যিনি গোস্বামি-আচার্য্যগণের অগাধবোধ হৃদ্গত-ভাব-গাম্ভীর্য্য-সিন্ধু ও সিদ্ধান্তসুধা-সরিতে জীবকুলকে নিস্নাত করাইবার জন্য বেদান্ত-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীব্রহ্মসূত্র, শ্রীউপদেশামৃত, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীপ্রমেয় রত্নাবলী, শ্রীসিদ্ধান্ত-দর্পণ প্রভৃতি বহু গোস্বামিগ্রন্থের শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন ও করিতেছেন, সেই রূপপ্রিয় মহাজন আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৬৯)

যিনি বিবিধ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ-রচনা এবং বক্তৃতাদি-দ্বারা জাতি-সামান্যবাদ, প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ, গৌরনাগরীমতবাদ, জাতি-গোস্বামিবাদ, জাতি-বৈষ্ণববাদ, কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ, যুক্তিবাউলবাদ, চিজ্জড়সমন্বয়বাদ, ঈশবস্তুসাম্যবাদ, নির্গুণ-সগুণৈক্যবাদ, আরোহবাদ, অক্ষজজ্ঞান-প্রমত্ততা বাদ, স্বেচ্ছাচারিতা-বাদ, গুরুলঙ্ঘনাবজ্ঞা-বাদ, সিদ্ধ-সাধক বা সাধ্য-সাধন-সাম্যবাদ, সর্ব্বদেবৈক্যবাদ প্রভৃতি অসংখ্য শুদ্ধভক্তি-বিরোধী মতবাদ নিরাস করিয়া জগতে শুদ্ধ-ভাগবতধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন, সেই শুদ্ধভক্তসাম্রাজ্যৈক-সংরক্ষক আচার্য্য-বরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৭০)

যিনি দুর্জ্জনমুখচপেটিকা-স্বরূপ 'প্রতীপের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর'-নামক প্রবন্ধ প্রচার করাইয়া বৈষ্ণববিদ্বেষি-ভক্তিপ্রতীপগণকে নিরুত্তর এবং সজ্জনমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৭১)

যিনি 'তদশ্মসারং'-শ্লোকের শুদ্ধব্যাখ্যা-দ্বারা 'কৃত্রিম-অভ্যাসপরায়ণ বা পিচ্ছিলচিত্ত জনগণের সাময়িক অশ্রুপুলকাদি কখনই চিত্তদ্রবতার লক্ষণ নহে, পরন্তু অনর্থ ও অপরাধোত্থ চিত্তকাঠিন্যেরই পরিচায়ক',—ইহা বিশেষরূপে সাধকভক্তগণকে জানাইয়া তাঁহাদিগের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, সেই আচার্য্য-বরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৭২)

প্রাকৃত-অভিমানগ্রস্ত ব্যক্তির স্বার্থসিদ্ধিকল্পে 'কপট-দৈন্যরূপ দাম্ভিকতা' যে 'তৃণাদপি'-শ্লোকের তাৎপর্য্য নহে এবং আপনাকে 'বৈষ্ণবের গুরু' বলিয়া অভিমানকারী ব্যক্তিও যে কীর্ত্তনের অধিকারী অর্থাৎ 'তৃণাদপি সুনীচ' নহেন,—ইহা যিনি মঙ্গলেচ্ছু জনগণকে বিশেষরূপে জানাইয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৭৩)

যিনি "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ"—এই ভাগবতীয় পদ্যের বিশুদ্ধ-ব্যাখ্যা-দ্বারা 'অনর্থযুক্ত ব্যক্তির জড়ীয় ধারণায় রাধা-কৃষ্ণলীলা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে অনর্থেরই বৃদ্ধি হয়' জানাইয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-বাদ নিরসন-পূর্ব্বক জগতের অশেষ কল্যাণ বিধান করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৭৪)

যিনি শ্রীগীতগোবিন্দের "মেঘৈর্মেদুরম্বরং" এই মঙ্গলাচরণ-শ্লোকের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট-লীলার বহুপূর্ব্বে শ্রীজয়দেবের হৃদয়ে শ্রীমহাপ্রভুর আবি-

ভাবের বিষয় ভক্তগণ-সমীপে ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই আচার্য্য-বরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৭৫)

যিনি 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্'—এই শ্রৌতবাণীর মর্ম্ম ও শিক্ষা সর্ব্বদা ভক্তগণের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য নিত্য নব-নব-ভাবে উহার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, সেই শব্দ-ব্রহ্ম-নিষ্ণাত ভাগবতোত্তম আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৭৬)

যিনি কুযোগিগণের মনোধর্ম্ম-নিরাসকল্পে মনঃশিক্ষাচ্ছলে স্ব-রচিত সুপ্রসিদ্ধ গীতিতে জনসঙ্গ ও নির্জ্জনতা, ভোগ ও ত্যাগ, শিষ্যানুবন্ধ ও শিষ্যগ্রহণে বিরাগ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসমূহ যে কুড়া-প্রতিষ্ঠারই প্রকার-ভেদ, তাহা জানাইয়া সুকৃতিমান ব্যক্তিগণের চক্ষুরুন্মীলন করিয়াছেন, সেই জগদ্গুরু আচার্য্য-বরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৭৭)

কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-রহিত বিষয়ের প্রাকৃতত্ব ও কৃষ্ণ-সেবনোপ-যোগি-বিষয়ের অপ্রাকৃতত্ব কীর্ত্তন করিয়া যিনি কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি জড় পার্থিববস্তুসমূহে রাগ বা দ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিখিলবস্তুর শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিয়োগই যুক্তবৈরাগ্য এবং কৃষ্ণকীর্ত্তনরূপ আচারের সহিত প্রচারই চেতনের একমাত্র ধর্ম্ম ইত্যাদি ভজনপ্রয়াসীর একান্ত জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ স্বকৃত গীতিতে পরিস্ফুট করিয়া সুকৃতিমান্ জীবের অজ্ঞানতিমির বিনাশ করিয়াছেন, সেই জগদ্গুরু আচার্য্য-বরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৭৮)

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে"—গৌড়েশ্বর শ্রীমৎ-স্বরূপের এই বাক্যের মর্য্যাদা-স্থাপন-মানসে সর্ব্বসাধারণকে পরাবিদ্যানুশীলনে সুযোগ-প্রদানার্থ যিনি শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপধামে ভক্তিশাস্ত্রের যথারীতি অধ্যাপনা ও সার্ব্বভৌম পরীক্ষাদির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ ভক্ত-গণকে বিবিধ ভগবদ্দাস্যসূচক সংজ্ঞায় মণ্ডিত করিয়া উৎসাহিত করিতেছেন, সেই পরাবিদ্যোৎসাহী শ্রীস্বরূপানুগ-বর্য্য আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৭৯)

যিনি মহর্ষি পাণিনিপ্রোক্ত গৌড়পুরে শ্রীনিমাই পণ্ডিতের সমকালীয় সারস্বতসম্পদের পুনরুদ্ধারার্থ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীসারস্বতপীঠ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করিয়াছেন, সেই আচার্য্য-বরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৮০)

যিনি শ্রীগৌরাবির্ভাবক্ষেত্র শ্রীধাম মায়াপুরে সমগ্র ভারতের শুদ্ধমনা ভগবদ্ধর্ম্মাবলম্বিগণকে সাদরে আহ্বানপূর্ব্বক একটি বিরাট বিদ্বৎসম্মিলনীর উদ্বোধন এবং তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুদার্শনিক সিদ্ধান্তের পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়া পারমার্থিক জগতে পরমেশ্বর শ্রীগৌর-সুন্দরের অনর্পিতচরী বদান্যতার কথা বিঘোষিত করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, সেই গৌরনিজজন আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৮১)

যিনি হরিবিমুখ জগতে কৃষ্ণান্বেষণে ব্যস্ত হইয়া ভক্ত-সঙ্ঘারামে ভারতের সর্ব্বত্র হরিবসতি-স্থল সংস্থাপন করিয়াছেন, সেই কীর্ত্তন-প্রচারক লোকদুঃখদুঃখী আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৮২)

যিনি গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও মাথুরমণ্ডল,—এই গৌর-লীলা-নিকেতনত্রয়ে শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্রসমূহ প্রকটন কল্পে গৌড়মণ্ডলে গৌরাবির্ভাবক্ষেত্রে আকরমঠরাজ 'শ্রীচৈতন্য-মঠ', গৌড়দেশের রাজধানীতে 'শ্রীগৌড়ীয়-মঠ', পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্ব-প্রধানা নগরীতে 'শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠ' এবং ক্ষেত্রমণ্ডলে শ্রীপুরুষোত্তমে 'শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ', ক্ষেত্রপালপুরীতে 'ত্রিদণ্ডি-মঠ', উৎকলের সর্ব্বপ্রধান নগর কটক-সহরে 'শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠ', ব্রহ্মগিরিতে 'শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয়-মঠ' এবং শ্রীমাথুরমণ্ডলে শ্রীধাম-বৃন্দাবনে 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যমঠ' ও শ্রীসনাতন-গৌর-পাদরজোবিভূষিতা বারাণসীতে 'শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ' সংস্থাপন করিয়া স্বয়ং ও নিজ-ভক্তগণের দ্বারা সর্ব্বত্র শুদ্ধ-সনাতন-ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৮৩)

যে-স্থলে ব্রহ্মার মনোময়ী নেমি বিশীর্ণ ও গভস্তিনেমির অবতরণ হইয়াছিল, যেস্থানে যজ্ঞদীক্ষায় দীক্ষিত ষষ্টি-সহস্র ব্রহ্মর্ষি শৌক্রবিপ্রেন্দ্রকুলে অবতীর্ণ মহাভাগবত শ্রীল

-স্বতগোস্বামি-মহারাজকে আচার্য্যের আসন প্রদান করিয়া শ্রৌতপন্থি-বৈষ্ণবসদ্‌গুরুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা বিচার করিয়াছেন, যে-স্থান পারমহংসী-সংহিতা 'সাত্বতী-শ্রুতি' শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্‌গানে মুখরিত হইয়াছিল, যে স্থানে শ্রীস্বামিচরণ 'ভাবার্থ-দীপিকা' প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, যে-স্থান শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দের পাদস্পর্শে সদা বীর্য্যবান্ থাকিয়া সেবোন্মুখ জীবের হৃদ্দৌর্ব্বল্য বিনাশপূর্ব্বক চিদ্বল আধান করিতেছেন, সেই গোমতী-তটস্থিত শ্রীনৈমিষারণ্যক্ষেত্রে "শ্রীমদ্ভাগবত-বিশ্ববিদ্যালয়"-স্থাপনার্থ যিনি বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছেন এবং তথায় পারমহংসী-সংহিতার শ্রবণ-কীর্ত্তনের কেন্দ্ররূপে 'শ্রীপরমহংস-মঠ' স্থাপন করিয়াছেন, সেই ভাগবতধর্ম্ম-সংরক্ষক পরমহংস-আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৮৪)

যিনি কখনও তাঁহার কোনও অনুগত জনকে নিষ্কপদাশ্রিত হইতে দূরে রাখিতে ইচ্ছা করেন না, যিনি বলিয়া থাকেন, 'আমি এতদূর নিষ্ঠুর হইতে পারিব না যে, কাহাকেও হরিভজন ছাড়িয়া গৃহে যাইতে আদেশ করিব', সেই অকৃত্রিম ভক্তবাৎসল্য-বিহ্বল-হৃদয় আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৮৫)

যেমন বান্ধব-হৃদয় সর্ব্বদা বান্ধবের অনিষ্ট আশঙ্কাই করে, তদ্রূপ যিনি অত্যল্পকালের জন্যও কোনও সেবকের সেবা-চেষ্টার সংবাদ না পাইলে সেবকের সেবা-বিশ্রাশঙ্কায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন, সেই স্বগণ-স্নেহময় আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৮৬)

তটস্থ ধর্ম্মের স্বভাবানুসারে কোনও সেবক সেবা-পথ হইতে কেশ-পরিমাণ বিচ্যুত হইলেও যিনি সেই সেবকের নিকট চেতনময়ী বীর্য্যবতী বাণী কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার হৃদয়-দৌর্ব্বল্য বিনাশ করেন এবং কেশে ধরিয়া সেবককে বিপথ হইতে উদ্ধার করেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৮৭)

যিনি শ্রৌতপন্থায় নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং সেই কীর্ত্তিত শ্রৌতবাণীর পুনরাবৃত্তি স্বীয় অনুগজনের মুখে শ্রবণ করিয়া সমধিক উল্লসিত হন, সেই কীর্ত্তনকারি-বিগ্রহ আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৮৮)

যিনি আ-শৈশব অশ্রৌত ভাষীর নিকট মূর্ত্তিমান্ দম্ভ স্বরূপে প্রতিভাত, যিনি কোনও দিন কোন অশ্রৌতবাক্যের বিন্দু-মাত্র আদর করেন না, সেই একনিষ্ঠ শ্রৌতপন্থী আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৮৯)

যিনি ভাগবতমার্গীয় কেবলনামাশ্রয়ীর শুদ্ধনাম, নামাভাস ও নামাপরাধ-বিচারের ঔচিত্য এবং অনর্থযুক্ত নামাশ্রয়ীর কৃত্রিমভাবে রূপ-গুণ-লীলা-স্মরণ-চেষ্টারূপ পৌত্তলিকতা বর্জ্জনের কর্ত্তব্যতা সাধুশাস্ত্রগুরুবাক্যমূলে সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৯০)

যিনি পারমার্থিক-সমাজে সাত্বতশাস্ত্রানুমোদিত দৈব-শ্রাদ্ধ-প্রবর্ত্তন, পাঞ্চরাত্রিকী-দীক্ষাশ্রয়ীর উপনয়ন-সংস্কারের একান্ত কর্ত্তব্যতা প্রভৃতি বিষয় প্রচার করিয়া সদাচার-স্মৃতির লুপ্ত-প্রয়োগ-পদ্ধতির পুনঃ প্রচলন করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৯১)

যিনি সাত্বতশাস্ত্রোল্লিখিত বিষ্ণুনামসূচক বার, তিথি, নক্ষত্র ও মাসাদির প্রচলন, ব্যাসপূজাদি-ভক্ত্যনুষ্ঠান এবং চাতুর্ম্মাস্যাদি বৈষ্ণবব্রতপালনের আবশ্যকতা বিশেষভাবে প্রচার করিয়া লোক-কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, সেই লোক-গুরু আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

যিনি অনর্থযুক্ত অনধিকারীর পক্ষে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-কীর্ত্তনাদি-শ্রবণ-নিষিদ্ধতা এবং দীক্ষিত ব্যক্তির দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা ও জাতরূপ,—এইকলিস্থানপঞ্চকের সর্ব্বতোভাবে পরিহারকর্ত্তব্যতা প্রভৃতি বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিয়া যথার্থ বৈষ্ণবাচার প্রচার করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৯৩)

যিনি সাত্বতশাস্ত্রানুমোদিত বৃত্ত বা লক্ষণবিনির্দ্দিষ্ট দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম-সংস্থাপন ও বর্ণাশ্রমাতীত পারমহংস্য-ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিমা প্রদর্শন করিয়া প্রকৃতপক্ষে ভাগবত-ধর্ম্ম

যুগপৎ আচার ও প্রচার করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৯৪)

যিনি শ্রীধাম-বৃন্দাবনের বিদ্বৎসংসদে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-সম্বন্ধে বক্তৃতা-মুখে কৃষ্ণের পরাৎপরত্ব ব্যাখ্যা করিয়া বিবুধমণ্ডলীর বিস্ময় উৎপাদন এবং শ্রীধামে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ' নামক শুদ্ধ-ভক্তিপ্রচারকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৯৫)

যিনি 'শ্রৌতপন্থী কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম-সন্নিধানে জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীর কোন মূল্য নাই',—ইহা জন্মাভি-জাত্যাদি-মদমত্ত সম্প্রদায়কে শিক্ষা দিবার জন্য দৈন্যবশে নিজ-পাণ্ডিত্যাদি অভিমানের কথা উল্লেখ করিয়া নিষ্কিঞ্চন-সদগুরুপদাশ্রয়ে উহার অকিঞ্চিৎকরতা-উপলব্ধির বিষয় কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, সেই দৈন্যমূর্ত্তি লোকশিক্ষক আচার্য্য-বরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৯৬)

যিনি হরিকথা-কীর্ত্তন-রসপানে উন্মত্ত হইয়া আত্মবিস্মৃত হন, সেবকগণ তাঁহাকে সময়োচিত মহাপ্রসাদ-সম্মানাদির কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিলেও যাঁহার তদ্বিষয়ে সাময়িক কোন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয় না, সেই আচার্য্য-বরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৯৭)

যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভু-সম্মানিত 'জগদ্গুরু' শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীধরস্বামিচরণ-সম্বন্ধে অনুদ্ঘাটিত-তথ্যসমূহ জগতে প্রচার করিয়া সেই জগদ্গুরুকে কেবলাদ্বৈতী নির্ব্বিশেষবাদী অপরাধী-বলিবার নিরয়জনক প্রচেষ্টা হইতে জীবকুলকে উদ্ধার করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৯৮)

যিনি 'ভক্ত্যেকরক্ষক' শ্রীধরস্বামিপাদকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের মধ্যযুগীয় আচার্য্য ও 'নাম-কৌমুদী'কার শ্রীলক্ষ্মীধরের গুরুভ্রাতৃরূপে প্রচার করিয়া যথার্থ আচার্য্য-সম্মান ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীর আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৯৯)

যিনি অতি-বাল্যকালে নৃসিংহ-স্তোত্র রচনা করিয়া জগতে শুদ্ধভক্তিবিঘ্নবিনাশনের অর্চ্চনা প্রচার করিয়াছেন, যিনি স্বীয় অনুগত প্রচারক-ভক্তগণের মধ্যে শ্রীনৃকেশরীর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, সেই শুদ্ধভক্তি-প্রচারকার আচার্য্য-কেশরীর চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১০০)

যিনি সুপ্রাচীন বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ে প্রচলিত বৈদিক অষ্টোত্তরশত ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-নাম ও তৎসম্প্রদায়গত সপ্তশত ত্রিদণ্ডিগণের চরিত্র প্রচার-দ্বারা উক্ত সম্প্রদায়ের লুপ্ত-গৌরবো-দ্ধার এবং শ্রীসর্ব্বজ্ঞস্বামীর অধস্তন-আচার্য্য শ্রীবিল্বমঙ্গল-মিশ্র ও শ্রীধরস্বামীর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধে সম্মান প্রদর্শন করিয়া স্বীয় শ্রীগৌরনিষ্ঠ-মহিমার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, গৌরপ্রেষ্ঠ সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১০১)

যিনি শ্রীমদ্রামানুজ, শ্রীমন্মধ্ব, শ্রীমদ্বিষ্ণুস্বামী ও শ্রীমন্নিম্বাদিত্য,—এই সাত্বত-সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-চতুষ্টয়কে তাঁহাদের উপাস্য মূল-গুরুর সহিত শ্রীধাম মায়াপুরে আকর-মঠরাজের চতুষ্কোণবিশিষ্ট শ্রীমন্দিরে সংস্থাপন এবং সকলের কেন্দ্রস্থলে সাবরণ বিষ্ণুপরতত্ত্ব শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি অধিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১০২)

যিনি স্বীয় ভক্তগণকে যথার্থভাবে শ্রীনিত্যানন্দ-রামের অনুগত এবং ভক্তব্রুবগণকে তাঁহাদের নিত্যানন্দানুগত্যের নামে নিত্যানন্দের চরণে ভোগবুদ্ধি ও ভীষণ অপরাধ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবার জন্য প্রতিবৎসর শ্রীধামে নিত্যা-নন্দাবির্ভাব-উৎসবোপলক্ষে শ্রীনাম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে-ছেন, সেই নিত্যানন্দাভিন্ন-তনু আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১০৩)

যিনি কৃষ্ণভজনপ্রদর্শিনী সেবা-বিগ্রহাদাতার মূর্ত্তবিগ্রহ, যাঁহার কীর্ত্তিত চেতনময়ী বাণীর প্রভাবে শত শত নিষ্কপট চরিত্রবান্ ব্যক্তি নিঃশ্রেয়সার্থী হইয়া সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সার্ব্বকালিক হরিভজনে নিযুক্ত হইয়াছেন, সেই কীর্ত্তনকার-বিগ্রহ আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১০৪)

পূর্ব্বে যেরূপ শ্রীগৌরসুন্দর প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া পরা-ভক্তিযোগপদবী আবিষ্কার করিলে প্রাকৃত বিষয়রসমগ্ন ব্যক্তিগণ স্ত্রীপুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যোগিগণ সর্ব্বতোভাবে প্রাণায়ামাদি-ক্লেশ বর্জ্জন করিয়াছিলেন, জ্ঞানিগণ নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, অন্যান্য সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণও শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবামাধুরী-চমৎকারিতা উপলব্ধি করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের আনুগত্য করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীগৌরসুন্দর আবার পরবর্ত্তিকালে যাঁহার জিহ্বায় শ্রীনামরূপে অবতীর্ণ হইলে বহু ভাগ্যবান ব্যক্তি কর্ম্মাগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধসেবাধর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন, অনেকে প্রাণায়ামাদি বৃথা কুযোগচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিযোগযুক্ত হইয়াছেন, বহু ব্যক্তি ফলধর্ম্ম, বিদ্ধধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মসমূহের হেয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অহৈতুক আত্মধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়াছেন, শত শত ব্যক্তি জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রীর ছলাভিমান পরিত্যাগ করিয়া গুরুগৌরাঙ্গ-দাস্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, এমন কি, অন্যান্য সম্প্রদায়স্থ বহুব্যক্তি চতুর্ব্বিধমুক্তি-প্রদায়িনী লক্ষ্মীপতিরতি অপেক্ষাও শ্রীগৌর-গৌরজনানুগত্যে শ্রীরাধাদাস্যের পরমচমৎকারিতা উপলব্ধি করিয়া তত্তৎসম্প্রদায়নিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই শ্রীগৌরশক্ত্যাবিষ্ট নরোত্তমরূপী শ্রীগৌরপ্রেষ্ঠ আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১০৫)

যাঁহার অপ্রাকৃতসেবা-শোভাময়ী বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা জগতের যাবতীয় অন্যাভিলাষি কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগী বা বৈষ্ণব-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী আচার্য্যব্রুবগণের জড়-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষাকে কুৎসিতা ধৃষ্টা শ্বপচ-রমণীর ন্যায় প্রতিপাদন করিয়াছে, সেই রূপানুগবর আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১০৬)

যিনি অনুক্ষণ বলিয়া থাকেন, 'গাছের ফল, নদীর জল, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, সুরম্য সৌধরাজি, উৎকৃষ্ট যান, স্যন্দন, বিজ্ঞানাবিষ্কৃত বিলাসোপকরণসমূহ ভোক্তাভিমানী জীবের ভোগের জন্য সৃষ্ট হয় নাই, ঐ সকলের ভোক্তা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ' —সেই সর্ব্বভূতে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণদর্শনকারী ভাগবতোত্তম আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১০৭)

যিনি, আ-ব্রহ্মস্তম্ব সকলেরই নিরন্তর হরিভজন ব্যতীত অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই, হরিভজন ব্যতীত ইতর কর্ত্তব্য-বুদ্ধি, অনুভূতি বা কল্পনা-ই মায়া" —এইরূপ উপদেশবাণী নিরন্তর কীর্ত্তন করিয়া সুকৃতিমান্ ব্যক্তিগণকে সার্ব্বকালিকী হরিসেবায় নিয়োজিত করেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১০৮)

যিনি স্বয়ং অভিধেয়-কীর্ত্তন-বিগ্রহরূপে মূর্ত্তিমান্ সম্বন্ধ-জ্ঞানস্বরূপ শ্রীগৌরকিশোরের সহিত প্রয়োজন-কৃষ্ণপ্রেমময়-মূর্ত্তি-শ্রীভক্তিবিনোদের সন্ধান প্রদান করিয়া শ্রদ্ধাবান্ ভক্তগণের মঙ্গল বিধান করিতেছেন, সেই কীর্ত্তনকারী আচার্য্য-বরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১০৯)

যিনি এই প্রপত্তি-প্রসূন-স্তবক পরা-ভক্তির সহিত কর্ণাবতংস বা কণ্ঠভূষণরূপে ধারণ করিবেন, তিনি ভাগবত-সেব্য জ্ঞানবিজ্ঞান-সম্বন্ধ, রহস্য-প্রয়োজন ও তদভিন্ন-অঙ্গ-অভিধেয়-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-বাণীর আশ্রয়ে নিত্য গৌর-গোবিন্দ-লীলারসাস্বাদনে অধিকারী হইবেন।

(১১০)

ভগবদভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের চরিতাখ্য-প্রসূনের দ্বারা মালিকা-রচনায় যত্নবান্ হইয়া অতিশয় অনৈপুণ্য-বশতঃ আমরা যে-সকল ক্রমবিপর্য্যয় ও অজ্ঞাত সেবাপরাধ অর্জ্জন করিলাম, অদোষদর্শী সজ্জনবৃন্দ কৃপা-পূর্ব্বক তাহা মার্জ্জনা করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রপত্তি-প্রসূনাঞ্জলী-প্রদানে আমাদিগকে যোগ্যতা প্রদান করুন। ইতি, ৪ঠা গোবিন্দ, বাসুদেববার গৌরাব্দ ৪৪৩।

শ্রীচরণদাস্যভিক্ষু—

প্রপন্ন

শ্রীগৌড়ীয়-মঠাশ্রিত সেবকবৃন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের

ত্রিপঞ্চাশত্তম প্রকটবাসরে

ভক্তি=পুষ্পাঞ্জলি=পঞ্চক

(১)

আজি জয় তব জয়
সবার হৃদয়
উথলিয়া ভবে অবনী!
শত শত করে
পুষ্প থরে থরে
পূজিত তোমার চরণই!
কি ধন দিয়েছ তুমি গো সবারে,
কি বিষের দাহ কি অমিয়-ধারে
নিবায়েছ, ঘোর বিপদ-পাথারে
ভাসায়েছ কোন্ তরণী!

(২)

কোটি কোটি ভীষণ
কণ্টকে ঘন
রুদ্ধ যখন হইয়া
শুদ্ধ-ভকতি-
মার্গ, কি ক্ষতি
হইল সুগতি রোধিয়া,—
উজ্জ্বল সম্মুখে দেখালো সে পথ
দেখিয়াও স্তব্ধ মত্ত জীব যত
ইন্দ্রিয়ের সুখ-সম্ভোগে সতত
মৃত্যু-পথ নিল ধরিয়া!—

(৩)

তবে তুমিই আসিয়া
স্বহস্তে ধরিয়া
সত্যের কৃপাণ শাণিত,
করিলে মুক্ত
পথ সেই যুক্ত
বিঘ্ন-বিনাশে বিহিত!
বিপদ গণিয়া প্রতীপেরা সব
দূরগত আজি সভয়ে নীরব;
ভক্তি-পথে নিত্য শোভা নব নব
করিছে ভুবন মোহিত!

(৪)

হেরি, প্লাবনের মত
তব অনুগত
ভক্তি-রথী শত সঙ্গতে,
করি দিগ্বিজয়
ঘোষে সর্ব্বময়
তব জয় মহা ভারতে!
খনি-গর্ভ-মণি যথা মুক্তমল
দেব-পাদ-পীঠে করে ঝল মল,
ধন্য কত জন তব পদতল
আদর্শ উজ্জ্বল জগতে!

(৫)

অহো,— বাঞ্ছা-কল্প-তরু
হে বৈষ্ণব-গুরু,
গাহিব কি গুণ বদনে!
জগতে অপার
করুণা তোমার,
নহে কহিবার বচনে!
মূঢ় 'কৃষ্ণামৃত' বঞ্চিত কেবল
ত্যজি তব পদছায়া সুশীতল,
দূর করি' তা'র হৃদয়ের মল
দাওহে শরণ চরণে!

—•—

সদা সেবাকাঙ্ক্ষী
কৃষ্ণামৃত শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক "নদীয়া প্রকাশ"।

श्रीगुरुगौराङ्गौ जयतः ।

ॐ विष्णुपाद

१०८ श्रीश्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी जी

महाराज के

५३ वाँ वर्ष के प्रकट दिवस * व्यासपूजा के उपलक्षमें

श्रद्धाञ्जलि

श्रीगौराङ्ग का ध्यान धरि विनय करूं कर जोरि ।
गुरु वन्दनाको लिखत हुं मन्द बुद्धि मति थोरि ॥

वन्दना

१ । जय ! जय ! सद्गुणसदन साधु सद्धर्म सुधारक ।
जय ! जय ! विमल विवेक विबुधवर वेदविचारक ॥
जय ! जय ! पावन पुण्य परम परमारथ प्रेमी ।
जय ! जय ! निश्चल नीति निपुण निर्मल नय नेमी ॥
जय ! धर्मधुरन्धर धीरधर जीवमात्रके ध्रुव धवल ।
जय ! गुरुवर आचार्य्यवर विष्णुभक्तिसर सुचि कमल ॥

२ । जय ! अति अनुपम अमल उच्च वर भक्ति उजागर ।
संयमसुकृतसनेहशील साहस के आगर ॥
आत्मत्याग अनुराग योग मूरति मन भावन ।
भवभय भीषण भूरि भ्रान्ति भ्रम भेद नशावन ॥
जय ! प्रतिभापूर्णप्रबोध पुण्यप्रभा विकसित करन ।
जय ! गुरुवर आचार्य्यवर दुखियनदुख दारुण हरन ॥

३ । जय ! गुरु गौरवरूप शुद्ध सद् ज्ञान प्रकाशक ।
ब्रह्मचर्य्यव्रत वीर दम्भदाहकके नाशक ॥
पूरण प्रकट प्रताप प्राण दे प्रणके पालक ।
मुनिवर जीवनमुक्त विपुल विघ्नोंके घातक ॥
जय ! विश्व विभुषण विमलमति सदयहृदय दूषणदलन ।
जय ! गुरुवर आचार्य्यवर छल बल दल मेंटे खलन ॥

४ । जय ! निर्भय निष्कपट निरन्तर शुभ निष्कामी ।
दृढ़व्रत प्रतिपालक सत्यमार सच्चे गोस्वामी ॥
जय ! पाखण्ड प्रचण्ड खण्डकर सत्पथगामी ।
जय ! जय ! शुद्ध समाज सुपूजित सादर स्वामी ॥
जय ! सत्यस्वभाव साधन सुघर अवतारिक कलयुग समय ।
जय ! गुरुवर आचार्य्यवर जयति ! जयति ! जय ! जयति ! जय ॥

५ । जय ! जय ! जय ! गुरुदेव श्रीगौराके परम प्यारे ।
दे दे कर उपदेश देशके कलेश निवारे ॥
शुद्ध वैष्णव धर्म विश्वभरको बतलाया ।
प्रतिभाका पियूष प्रेमसे हमें पिलाया ॥
चहुं ओर चारु निज चरित से छिटकाई कीरतिकिरण
जय ! गुरुवर आचार्य्यवर सादर वन्दों तव चरण ॥

किङ्कर—श्रीमधुसूदन दास अधिकारी.
निवासी. प्रेमाश्रम. मल्लावां. हरदोई यु० पी० ।

শ্রী শ্রী গুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আমাদের

ক্ষুদ্র পূজা

দূরে দূরে অতি অশুচি অধম ।
আছি মোরা সবে অতি অভাজন ॥
নাই আয়োজন, নাই কিছু জ্ঞান ।
জানি না তোমার পূজার বিধান ॥
তবু মন প্রাণ ছুটে যে'তে চায় ।
সহস্র-সেবিত ওই দু'টি পায় ॥
তাই দুরাশায় দিয়া সে প্রশ্রয় ।
পুষ্প-পাত্রে শেষ লয়ে পুষ্প-চয় ॥
পাদ পীঠে তব করি সমর্পণ ।
জানি ওই পদ পতিত-পাবন ॥
নিজ-গুণে প্রভো কর অঙ্গীকার ।
ক্ষুদ্র পূজা এই মোদের সবার ॥

কৃপাকাঙ্ক্ষী
গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসের
কর্ম্মচারিবৃন্দ ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৪ই ফাল্গুন ১৩৩৩, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৭	২৮শ সংখ্যা

শ্রীগুরুপ্রশস্তি

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥
(শ্বেতাশ্বতর—৬।২৩)

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎ-পাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।
(মুণ্ডক ১।২।১২)

আচার্য্যবান পুরুষো বেদ
(ছাঃ ৬।১৪।২)

যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥
(ভাঃ ৭।১৫।২৬)

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥
(ভাঃ ১১।১৭।২৭)

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
(চৈঃ চঃ আ ১।৪৫)

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
(চৈঃ চঃ আ ১।৪৪)

ইষ্টদেব বন্দোঁ মোর নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্যের কীর্ত্তি স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥
(শ্রীচৈতন্য-ভাগবত)

ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-গোস্বামি-মহারাজের ত্রিপঞ্চাশত্তম আবির্ভাব-বাসরে শ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে

আসাম দেশীয় সেবকগণের

ভক্ত্যর্ঘ্য

[আসামী ভাষা হইতে অনূদিত]

১৪৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আসামদেশে শঙ্কর নামে কোন এক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়া পরে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শিষ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক নির্গুণ ব্রহ্মবাদ নামক এক স্বকপোল কল্পিত মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে এতদ্দেশীয় বহু লোক নিত্যধর্ম্মের সার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া ঐ মতেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কেহই উহার কোন প্রকার প্রতিকার করিতে সমর্থ হন নাই। সম্প্রতি আপনি আপনার অনুগত প্রচারকগণের দ্বারা সেই দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে ধর্ম্ম প্রচার করাইয়া তত্তদ্দেশবাসিগণকে ভীষণ মায়াবাদ ও ছলধর্ম্মরূপ ঘোরতর বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া নিজ স্বভাব-সুলভ অসামান্য দয়ালুতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অদ্য এই শুভ বাসরে আমরা কি দিয়া আপনার পূজা করিব, কিন্তু একমাত্র ভরসা এই যে ভগবান্ দীনজনে অধিক কৃপা করিয়া থাকেন। অতএব হে ভগবদভিন্ন আচার্য্যদেব! ইহ জন্মের কথা কি আমরা কি কোন জন্মেও আপনার পাদপদ্ম-সেবার অধিকার লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিব?

আসাম প্রদেশের অন্তর্গত শ্রীহট্ট জিলায় রামকৃষ্ণ গোঁসাই নামে কোন এক ব্যক্তি নিজে গুরু সাজিয়া বহুশিষ্য সংগ্রহপূর্ব্বক "গুরুই একমাত্র ঈশ্বর, ঈশ্বরের সহিত গুরুর কোন অংশে ভেদ নাই"—এইরূপ এক প্রকার মায়াবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে সেই মায়াবাদ-বন্যায় আমরা ভাসিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু আপনার কৃপা-প্রবই আমাদিগকে সেই ভীষণ বন্যা হইতে রক্ষা করিয়াছে। ব্রহ্মার সদৃশ আয়ু প্রাপ্ত হইলেও আমরা আপনার বদান্যতা-মহিমার লেশমাত্র বর্ণন করিতে সমর্থ হইব না। অতএব হে পতিতপাবন প্রভো! আমরা আর আপনাকে কি বলিব, আপনি আপনার এই দীন শিষ্যবর্গের প্রতি নিরন্তর নির্হেতুক কৃপাবারি বর্ষণ করুন।

ভবদীয় সেবা-প্রার্থী—
শ্রীহরিকিশোর দাসাধিকারী
শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী
শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, প্রভৃতি।

—০—

ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীমদাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজঙ্কর ত্রিপঞ্চাশত্তম প্রকট বাসরে শ্রীব্যাস-পূজোপলক্ষরে

ভক্তিপুষ্পাঞ্জলী

[উড়িয়া ভাষায়]

চতুঃশতাব্দি পূর্ব্বে শ্রীগৌরচন্দ্র গৌড়দেশরে পূর্ব্ব শৈলরে আবির্ভূত হোই যেউঠারে শ্রীস্বরূপ, রায় রামানন্দ প্রমুখ অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দঙ্ক সহিত উন্নত উজ্জ্বল রসাস্বাদন পূর্ব্বক শেষ লীলা অতিবাহিত করিথিলে, সেই বিপ্রলম্ভ ক্ষেত্র শ্রীধাম পুরুষোত্তমরে নিজে ত্রিপঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ব্বে কৌনসি বৈষ্ণবাচার্য্য-গৃহরে আবির্ভূত হোই, শ্রীমন্মহাপ্রভুঙ্কর প্রকটভূমি গৌড়দেশর সন্ন্যাসলীলার অভিনয় করি সর্ব্বত্র চৈতন্য কথা প্রচার দ্বারা সমগ্র চেতন জগতের মঙ্গলবিধান করু অছন্তি। হে আচার-প্রচার-পরায়ণ প্রভুবর! আম্ভেমানে কি আপনঙ্কর কৃপাকণা লাভ করি কৃতার্থ হোই পারিবু!

"উৎকলে পুরুষোত্তমাৎ" এই শাস্ত্রীয় রচনানুসারে যেউঠারে কি বৈষ্ণব সম্প্রদায়-চতুষ্টয় অবস্থান করি শ্রীপুরুষোত্তমরে শ্রীজগন্নাথ দেবঙ্কর সেবারে রত থিলে; যেউঠারে শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃহস্পতিস্বরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যঙ্কর মায়াবাদ আদি কুতর্ক-কর্কশ-বুদ্ধি শোধন করি তাহাঙ্কু ষড়ভুজমূর্ত্তি প্রদর্শন করাইথিলে, যেউঠারে স্ত্রী-সঙ্গী কপট বৈষ্ণব-সন্ন্যাসধারিগণঙ্কু শিক্ষা দবা উদ্দেশ্যরে গৌরহরি ছোটহরিদাসঙ্কু দণ্ড-প্রদান ও নামাচার্য্য শ্রীব্রহ্মহরিদাস ঠাকুরঙ্ক প্রতি অশেষবিধকৃপা প্রদর্শনলীলা করি অছন্তি,

আপন আনন্দরে নিজ আবির্ভাব ক্ষেত্র সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্ররে শুদ্ধ চৈতন্য কথা প্রচার উদ্দেশ্যের প্রচার কেন্দ্র স্বরূপ শ্রীমঠ স্থাপন করি সেই দেশবাসীমানঙ্কু নিজ পাদপদ্মরে আকর্ষণ পূর্ব্বক গৌরহরিঙ্কর কৃপাভাজন করু অছন্তি। হে আচার-প্রচার-পরায়ণ প্রভুবর আম্ভেমানে কি আপনঙ্কর কৃপাকণালাভ করি কৃতার্থ হোই পারিবু?

শ্রীজগন্নাথ দেবঙ্কর অনবসরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিরহকাতর হোই যেউঠাকু গমন করিথিলে সেই আলালনাথ ক্ষেত্ররে শ্রীআলালনাথ মঠ, ভুবনেশ্বররে শ্রীত্রিদণ্ডী মঠ এবং উৎকলর প্রধান নগর কটকরে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ স্থাপন করি অছন্তি তাহা আম্ভমানঙ্ক পরি ক্ষুদ্র ব্যক্তিমানঙ্কর বর্ণনাতীত, হে আচার-প্রচার-পরায়ণ প্রভুবর, আম্ভেমানে কি আপনঙ্কর কৃপাকণালাভ করি কৃতার্থ হোই পারিবু।

সেবাভিখারী—
শ্রীনিত্যপ্রকাশ ব্রহ্মচারী।

TO
THE HOLY FEET OF
MY
MOST AFFECTIONATE DIVINE MASTER
ON THE OCCASION
OF
HIS FIFTYTHIRD ADVENT ANNIVERSARY.

MY MOST AFFECTIONATE DIVINE MASTER.

1. Like the sun emerging with his rosy glory from the bosom of that sacred sea at Puri didst Thou appear in Purushottam Kshetra where Sree Gour Sundar manifested His supreme Lila of search after Sree Krishna.

2. It has been predicted by Sattwata Shastras that this holy spot is to be the fountain-head from which will issue forth four currents of Pure Religion in this Kali Yuga to innundate the whole world.

3. Master! in Thee we see the fulfilment of those words as Sree Gaur Sundar did those of the Vedas. For who else has done so much in this age of doubt and degeneration to discover the almost choked up courses of Vaisnava Sampradayas and make them flow in their pristine purity washing away all impurities of rank and covert atheism.

4. Then at that holy of the holiest spots, where the ever-effulgent Moon of Navadwip did appear, hast Thou shown Thy Lila of Sanyas. And we know not why. For who can dive into the deep meaning of Thy deeds?

5. From all sides come floating the wails of a world in the extreme agony of self-inflicted wounds. Blinded by the blasts of a thousand cross-currents of conflicting thoughts and ideas has it lost its way in the wilderness of a too wordly life. Bound down to the ego by a hundred ties of a senseless selfishness has it not ever tried to create compromising cults of ego-worship? Science, literature, philosophy, nay all knowledge—even religion—have been made fuels to that all-consuming flame. And like one, wandering aimlessly in a dark forest, man only thus hurts himself in a hundred ways. In the deep despair of faithlessness he tries many a dubious bye-way and blind path. In the midst of all these multifarious miseries doest Thou stand like a rock in a stormtossed sea as the propounder of Absolute Truth pointing always towards the all-blissful region of Vaikuntha.

6. So-called prophets come and go. Degenerate ideas with fleeting charms of novelty do they offer as baits to a restless world. Masquerading is their heritage. But know they not that the tiny lamp of their intellect is utterly useless before the glow of the Sun of Truth. From Him does everything receive its life and light. Thou art that Light embodied. For has not Thy life been one of unceasing selfless service of Truth!

7. They say that the age makes its own Prophet. As if Truth even, the Supreme Lord must be a time-server. The spirit of the time is to dictate Him. The all-satisfying Omnipotent has also given them creatures to their liking. In them the self-duped generation find the fulfilment of their own frail and false ideas. Thou knowest the utter misery of such self-deception. And like the sound of a hundred seas

have Thy words thundered forth the supremacy of Truth over time and space whose supreme privilege has been to manifest Him. And Thy words are verily Thy own self.

8. Bengal! The land among lands. Is not every particle of its dust coveted by the Gods Themselves. It is here that God Himself—Sree Gaursundar—manifested His highest Lila of world-deluging mercy and pledged to bring the greatest object of existence—perfect spiritual love of Krishna Chandra—to the door of every human heart without any distinction of caste, creed, colour, land or light. Do not the signs of the time say that the moment for the fulfilment of that pledge has come? And we see Thee here below, with immeasurable mercy for the fallen and the degraded. While we dare not speak about Thy love for Sree Gaursundar.

9. It has been the proudest privilege of India in world history that she has taught the world through the various and ever-progressive stages of civilisation, the all important secret—how to live on earth in constant communion of service with the Universal Soul. That has been the key-note of real Barnasrama religion—the sole eternal religion of man on earth. Rank heresy and petty-foggish bigotry had turned it into a mere skeleton of its former self. Life had long gone away from it. For is not love for God and the will to serve Him the breath of life. As the representative counterpart of the greatest Acharjya on earth—Sreeman Mahapravu—hast Thou shown the true process for the re-generation and reformation of this chaotic society in Thy completely self-abnegating love for Krishna Chandra. And Lo! a new light is dawning on the horizon of religious history.

10. Divine grace personified, You know in what woeful plight do people wander aimlessly in the world carried awayby the sense-enchanting ideas of Karma and Jnana forgetful of their own eternal true self in relation to God. So in supreme kindness You have displayed the Lila of the Manada and have ever preached the Self-revealing deductive process of Truth.

11. Thou knowest how completely helpless is man in his fight with the flesh and how enticing is the call of matter. So in Thy Lila as the greatest and sincerest Benefector of mankind Thou hast ever shown how completely incognisant Thou art of the demands of mind and body and hast ever devoted Thyself to wake up the latent faculties of the soul in all created beings without any distinction whatsoever—which consists in incessant and unhampered service of Krishna.

12. As Thy name signifies it is Thou Who dost ever inspire the language of divine love in the mouth of man. So let fallen creatures like myself prostrate before Thy feet to kiss the dust hallowed by their touch and ever have the power to serve them with body, mind, soul and speech. For Thou alone canst teach how we can adore Thee.

13. The four corners of the world are being daily vibrated with the celestial notes of Hari Kirtan by Thy associated counterparts. Let oh! Master! a universal chorus of Hallelujah be raised in praise of Sree Gaursundar Who ever manifests His Self in Thee.

I am, most Affectionate Master,
Feb. 20, 1927. Your humble disciple,
Jadunandan Das.

ওঁ বিষ্ণুপাদ্ শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের ত্রিপঞ্চাশত্তম আবির্ভাব বাসরে মাদ্রাজ প্রদেশীয় ভক্তের

গুরুপ্রশস্তি

[মালয়লম্ ভাষা হইতে অনূদিত]

TO THE HOLY FEET OF MY LORD.

—o—

EVER MERCIFUL AND GRACIOUS GURU DEVA.

(1) Allow me, Thy unworthy disciple to offer my heartfelt and sincere adorations at Thy Divine Feet, on this memorable day of Thy Advent in remembrance of Thy disinterested benevolence and kindness, Thou hast showed upon me.

(২) Dear and Holy Father! Thou with great mercy didst pity my poor self in order to show me the Sacred Path to the Spiritual World—the Eternal Home of all beings, and with Thy ever-edifying sublime teachings opened my blind eyes and lifted me up to the knowledge of the Absolute Truth—Sree Krishna—and pure devotion to Thee—His Dear Messenger, and to Thy devoted followers. Lord! accept my humble prostrations at Thy Lotus Feet.

(3) Saviour of the fallen! Thou who didst save me from my vain activities in the path of Karma and Jnan and didst give me access to the Ever-Blooming-light of pure Bhakti uncontaminated by them wilt ever condescend, to be my Affectionate Lord and Master. Thou who didst wipe away all impurities of my proud heart and teach me the Eternal Royal Road of submission and patient hearing to the Absolute Truth, didst direct me at the same time for whole-hearted service, to all the Apostles of that Ever-Blissful Absolute Truth.

(4) Affectionate Master! I humbly pray that Thou wilt give me more and more strength of mind to carry out Thy cherished desires to one and all and bring home to them Thy Divine teachings, and enlighten them as far as practicable with the matchless and unpredistributed magnanimity of the Greatest Saviour of the world—Lord Sree Chaitanya Deva; Who exhorted all beings, as long as He appeared on this base earth to adopt the natural course of their pure souls, which is nothing but the incessant and animated search—always and everywhere—after Lord Krishna, the Ever-Existent—Ever-Conscious—and Ever-Blissful Deity of all beings.

I beg to remain, Dear Master,
With many prostrations at Thy Lotus Feet,
Thy humble Servant,
GOUR GUNANAND.

20-2-1927.

শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ

বা

ভাগবতের পুনরাবৃত্তি

আত্মবিদ্‌গণের শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের অনুগজনগণ বলেন,—তত্ত্ববিদ্‌গণ যাঁহাকে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার সমষ্টি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের অতীত ঔপনিষদ পরব্রহ্ম শব্দে বাস্তববস্তু-ধর্ম্মের পরিচয়জ্ঞাপনোদ্দেশে নির্দ্দেশ করেন, সর্ব্বব্যাপক-বাহ্যান্তর্যামিরূপে যাঁহার অখণ্ডত্ব ও খণ্ডিত ভাবদ্বয়-সংশ্লিষ্ট, পূর্ণাপূর্ণভাবের প্রতিদ্বন্দ্বী, বস্তুতঃ বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশক ভগবদ্‌ভাবের অংশবিশেষ 'পরমাত্মা' বলিয়া যিনি নির্দ্দিষ্ট, সেই পরিচয়ে অনন্ত সদ্‌গুণবৈচিত্র্যসমৃদ্ধ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহলীলা-পরিকর-মণ্ডিত নামরূপগুণোদ্ভাসিত অদ্বয়জ্ঞান-পরিনিষ্ঠিত নৈর্গুণ্য-প্রকটিত-তনু চিচ্ছক্তি-বিলসিত শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ঔদার্য্যলীলাময়বিগ্রহ-হৃদয়ান্তর্গত শ্রীবদনকমল-নিনাদিত কীর্ত্তনীয়স্বরূপ শ্রীনন্দনন্দনের সেবা-নিরত বৈষ্ণব-গুরু-দেব-পাদপদ্মাশ্রিত মাদৃশ অকিঞ্চনজনের সদৈন্য নিবেদন এই যে, শ্রীব্যাস-পূজার নিতান্ত অযোগ্য অর্চ্চক-সূত্রে মদীয় হরিকথা-কীর্ত্তনমুখে আনুষ্ঠানিক কার্য্য সুদুর্ব্বল হইলেও অন্ত মহতী আশা হৃদয়ে. পোষণ করিয়া মহাজনানুগমনে শ্রীব্যাসানুগত বহু মহোদয়গণের সহিত সমবেত-চেষ্টায় ভগবৎ সেবা-কার্য্যে ব্রতী হইতেছি।

চতুর্ম্মুখের হৃদয়োদ্ভাসিত তত্ত্বসমূহ শ্রীনারদচরিত্রে প্রতি-ফলিত হইয়া বৈষ্ণবগুরু শ্রীবেদব্যাসের চেষ্টায় আমরা অধস্তনসূত্রে আম্নায়সমূহের তথ্য লাভ করি। এই পথই 'শ্রৌতপথ' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যাঁহারা শ্রীব্যাসানুগত্যে উদাসীন, তাঁহারা স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে প্রমত্ত হইয়া শ্রৌতপন্থা পরিহারপূর্ব্বক তর্কপন্থাশ্রয়ে আম্নায়ালোচনায়

স্ব-স্ব-চেষ্টা প্রদর্শন করিতে গিয়া বিভিন্ন মত উদ্ভাবিত করিয়াছেন। সেইগুলিকে কেহ কেহ শ্রৌতপন্থা বলিয়া গ্রহণ করিতে গিয়া বিবর্ত্ত আশ্রয় করেন। শ্রীব্যাসকথিত পন্থার সৌন্দর্য্য ও সুষ্ঠুতা-প্রদর্শনকল্পে শ্রীগৌরসুন্দর যে মহাজনের অনুসরণের পন্থা জগৎকে দিয়াছেন, তাহাই গৌড়ীয়ের সকল সাধ্য ও সাধনের একমাত্র সম্বল। শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রিতজনগণের সেবা-প্রণালীতে যে প্রকার সাধন ও সাধ্যের তত্ত্ব লক্ষিত হয়, তাহা কালপ্রভাবে তর্কপন্থী আস্তিকব্রুবের সঙ্গে সেবাময়ী প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া অভক্তিমূলা চেষ্টার উদয় করাইয়া দিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা, নারদ ও ব্যাসের পন্থা পরিবর্ত্তিকালে ভাগবত ও পঞ্চরাত্র সাত্বত তত্ত্বদ্বয়াবলম্বনে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। নিরস্তকুহক বাস্তব সত্য আজ উপাধির চাঞ্চল্যে প্রপঞ্চে নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া আম্নায়-পন্থাকে ন্যূনাধিক বিপন্ন করিতে উদ্যত। অনুসরণের পরিবর্ত্তে ঔপাধিক-জ্ঞানে বিচলিত হইয়া আজ অনুসরণ পন্থা অনুকরণ-পথে পর্য্যবসিত।

এইজন্য ভগবদ্‌বিমুখ আম্নায়-প্রতিপত্তি-সম্প্রদায়ের কল্যাণ-বিধানার্থ শ্রীগৌরসুন্দর তারস্বরে বলিতেছেন,—

"শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥"

এই প্রপঞ্চ হইতে জীবন্মুক্তপুরুষসম্প্রদায় ভক্তি অবলম্বন করিয়া সাধ্য লাভ করিবেন এবং সাধনপর্য্যায়ে অবস্থিত জনগণের মঙ্গল-বিধানে স্বতঃ পরতঃ যত্ন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের ঔদার্য্য লীলা প্রকটিত করিবেন। বস্তুতঃ আম্নায়-শাস্ত্র ত্রিবিধ বিষয়বিভাগে শ্রুত, পঠিত ও বিচারিত হন। স্বরূপাবস্থিত পরেশানুভূতি ভগবানের সহিত ভাগবতের সম্বন্ধ স্থাপিত করে। সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেই সাধ্য-তত্ত্বে প্রবিষ্ট হইয়া সাধ্য বা প্রয়োজন-লাভের উদ্দেশে অভিধেয় অনুষ্ঠিত হয়। সাধনাভিধেয় ও সাধ্যাভিধেয় প্রাপঞ্চিক দর্শনে সমস্তরে অবস্থিত প্রতীত হইলেও উহাদের মধ্যে নিত্যবৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। সাধনাভিধেয় পরিপক্কাবস্থায় ভাবোন্মুখী অভিধেয়াত্মিকা বৃত্তিতে প্রকাশিতা হন এবং পরে প্রেমভক্তিস্বরূপিণী বৃত্তিতে উন্নতোজ্জ্বলরসের উচ্ছ্বসিত কিরণে সাধ্য ভাবভক্তির স্বরূপ নির্দ্দেশ করেন। প্রয়োজন-তত্ত্ববিচারে মুক্তিলক্ষণে বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রি-লাভরূপ প্রেমভক্তিরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতিবাদী বা মায়াবাদী প্রাপঞ্চিক দর্শনে অনিত্য উপাধিতে অস্মিতা স্থাপন করিয়া সাধন-রাজ্যে স্থূলসূক্ষ্ম অনাত্ম-প্রতীতিগত চেষ্টাকেই মুখ্য সাধনজ্ঞানে অপবর্গ সাধ্যের বিচারে জড়বৈশিষ্ট্য স্তব্ধ করেন মাত্র, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ঐরূপ চেষ্টা ঔপাধিক খণ্ডজ্ঞানোত্থ ও সাধ্য শব্দ-বাচ্য হইতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। পঞ্চবিধ মায়াবাদীর মুক্তিরপ্রতীতি ত্রিপুটী-বিনাশের পূর্ব্বে অনুভূত হওয়ায় স্বরূপের নির্দ্দেশে বিবর্ত্তবাদ আসিয়া চিচ্ছক্তিপরিণামবাদের সত্যতা তর্কপ্রণালীতে প্রবাহিত করে মাত্র; তখন জীবের অর্ণবত্রয়ের অভিজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া মতত্রয় প্রভৃতি প্রাপঞ্চিক বিচার প্রবল হয়। "ধর্ম্মেণ গগনমূর্দ্ধং" প্রভৃতি ঈশ্বরকৃষ্ণের বাণীসমূহ গৌড়পাদাশ্রয়ে কেবলাদ্বৈতবাদীর কর্ম্মান্তর ষট্‌কসাধনই সম্বল হইয়া পড়ে। এই সকল কথা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের বাণীতে বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি 'প্রমেয়রত্নাবলী'তে শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমাধ্বমত সংগ্রহ-সূচক শ্লোকে বলেন,—

শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়-বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণজুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥
শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ সত্যং জগৎ তত্ত্বতো
ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ।
মুক্তির্নৈজসুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধন-
মক্ষাদি-ত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ॥

অর্থাৎ শ্রীমধ্ব বলেন,—(১) বিষ্ণুই পরতম বস্তু, (২) বিষ্ণুই অখিলবেদ-বেদ্য, (৩) বিশ্ব—সত্য, (৪) জীব—বিষ্ণু হইতে ভিন্ন, (৫) জীবসমূহ—শ্রীহরির চরণ সেবক, (৬) জীবের মধ্যে বদ্ধ ও মুক্ত-ভেদে তারতম্য বর্ত্তমান, (৭) বিষ্ণুপাদপদ্ম-লাভই জীবের মুক্তি, (৮) বিষ্ণুর অপ্রাকৃত ভজনই জীবের মুক্তিলাভের কারণ, (৯) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শ্রুতিই প্রমাণ।

শ্রীমধ্বের মতে,—ভগবান্ শ্রীহরিই পরতত্ত্ব, জগৎ সত্য হইলেও ভগবান্ হইতে তত্ত্বতঃ ভিন্ন, জীব—বহুসংখ্যক ও সকলেই শ্রীহরির নিত্য অনুচর; সাধনভেদে ফলগত তারতম্য হয় বলিয়াই তাঁহাদের পরস্পর উচ্চনীচভাব-প্রাপ্তি,

কৃষ্ণসেবা-বিস্মৃতিক্রমে অবিদ্যা-ঘটিত বৈরূপ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধচিৎস্বরূপে অবস্থানপূর্ব্বক ভগবৎসেবানন্দানুভূতিই মুক্তি; অন্যাভিলাষ-জ্ঞান-কর্ম্মাদি মলদ্বারা অনাবৃতা নির্ম্মলা শুদ্ধ-ভক্তিই ঐ মুক্তিলাভের সাধন; প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ,— এই তিনটীই প্রমাণ এবং ভগবান্ শ্রীহরিই নিখিল শ্রুতি-প্রতিপাদ্য পরম পুরুষ।

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত কথায় সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন,—তত্ত্বত্রয় 'দশমূলে' এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

১। "আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতানতদ্-
বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ
স্বয়ং সঃ॥ ১॥

২। স্বতঃসিদ্ধো বেদো হরিদয়িত-বেধঃপ্রভৃতিতঃ
প্রমাণং সৎপ্রাপ্তং প্রমিতি-বিষয়ান্ তাননবিধান্।
তথা প্রত্যক্ষাদি প্রমিতি-সহিতং সাধয়তি নঃ
ন যুক্তিস্তর্কাখ্যা প্রবিশতি তথা শক্তিরহিতা॥ ২॥

৩। হরিস্ত্বেকং তত্ত্বং বিধিশিব-সুরেশপ্রণমিতঃ
যদেবেদং ব্রহ্ম প্রকৃতিরহিতং তত্ত্বনুমহঃ।
পরাত্মা তস্যাংশো জগদনুগতো বিশ্বজনকঃ
স বৈ রাধাকান্তো নবজলদকান্তিশ্চিদুদয়ঃ॥ ৩॥

৪। পরাখ্যায়াঃ শক্তেরপৃথগপি স স্বে মহিমনি
স্থিতো জীবাখ্যাং স্বামচিদভিহিতাং তাং ত্রিপদিকাম্।
স্বতন্ত্রেচ্ছা-শক্তিং সকলবিষয়ে প্রেরণপরঃ
বিকারাদ্যৈঃ শূন্যঃ পরমপুরুষোঽয়ং বিজয়তে॥ ৪॥

৫। স বৈ হ্লাদিন্যাঃ প্রণয়বিকৃতের্হ্লাদনরতঃ
তথা সম্বিচ্ছক্তি-প্রকটিত রহোভাব-রসিতঃ।
তয়া শ্রীসন্ধিন্যা কৃতবিশদতদ্ধাম-নিচয়ে
রসাম্ভোধৌ মগ্নো ব্রজরসবিলাসী বিজয়তে॥ ৫॥

৬। স্ফুলিঙ্গাঃ ঋদ্ধাগ্নেরিব চিদণবো জীবনিচয়া
হরেঃ সূর্য্যস্যৈবাপৃথগপি তু তদ্ভেদবিষয়াঃ।
বশে মায়া যস্য প্রকৃতিপতিরেবেশ্বর ইহ
স জীবো মুক্তোঽপি প্রকৃতিবশযোগ্যঃ স্বগুণতঃ॥ ৬॥

৭। স্বরূপার্থৈর্হীনান্ নিজসুখপরান্ কৃষ্ণবিমুখান্
হরের্মায়া দণ্ড্যান্ গুণনিগড়জালৈঃ কলয়তি।
তথা স্থূলৈর্লিঙ্গৈর্দ্বিবিধবসনৈঃ ক্লেশনিকরৈ-
র্মহাকর্ম্মালানৈর্নয়তি পতিতান্ স্বর্গনিরয়ৌ॥ ৭॥

৮। যদা ভ্রামং ভ্রামং হরিরসগলদ্বৈষ্ণবজনং
কদাচিৎ সংপশ্যন্ তদনুগমনে স্যাদ্রুচিরিহ।
তদা কৃষ্ণাবৃত্ত্যা ত্যজতি শনকৈর্মায়িকদশাং
স্বরূপং বিভ্রাণো বিমলরসভোগং স কুরুতে॥ ৮॥

৯। হরেঃ শক্তেঃ সর্ব্বং চিদচিদখিলং স্যাৎ পরিণতিঃ
বিবর্ত্তং নো সত্যং শ্রুতিমিতি বিরুদ্ধং কলিমলম্।
হরের্ভেদাভেদৌ শ্রুতিবিহিততত্ত্বং সুবিমলং
ততঃ প্রেম্নঃ সিদ্ধির্ভবতি নিতরাং নিত্যবিষয়ে॥ ৯॥

১০। শ্রুতিঃ কৃষ্ণাখ্যানং স্মরণ-নতিপূজাবিধিগণাঃ
তথা দাস্যং সখ্যং পরিচরণমপ্যাত্মদদনম্।
নবাঙ্গান্যেতানীহ বিধিগতভক্তেরনুদিনং
ভজন শ্রদ্ধাযুক্তঃ সুবিমলরতিং বৈ স লভতে॥ ১০॥

শ্রীগৌরসুন্দর তত্ত্ববাদি-শাখাস্থিত একদণ্ডিগণের সহিত যে তত্ত্ববাদ-শাখার অসম্পূর্ণতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে সুষ্ঠুভাবেই লিপিবদ্ধ আছে। দাক্ষিণাত্য-দেশ-পরিভ্রমণকালে শ্রীলক্ষ্মণদেশিকাবস্থিত মূল-কেন্দ্র শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সম্পূর্ণতা-সাধনোদ্দেশে শ্রীগৌরসুন্দর যে সকল কথা স্বীয়লীলায় গৌড়ীয়গণের সাধন-সুষ্ঠুতার জন্য প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহাও শ্রীচরিতামৃতে স্থানে স্থানে উল্লিখিত আছে। শ্রীনিয়মানন্দ মুনির 'পারিজাত', 'দশশ্লোকী' প্রভৃতি গ্রন্থে যে সকল অভাব তদনুগ-সম্প্রদায়ে কৃষ্ণভজনের অন্তরায়রূপে পরিগণিত হইত, সেই সকল অভাব কাশ্মীর দেশীয় কেশবাচার্য্যের সহিত বিচারকালে শ্রীগৌরকৃষ্ণ পরিপূরণ করিয়াছিলেন। তৃতীয় বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের শিষ্য-বংশ-পারম্পর্য্যে উদিত শ্রীবল্লভাচার্য্য-রচিত 'সুবোধিনী টীকার শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে যে সকল অভাব ছিল, তাহার পরিপূরণ-লীলাও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-নামক গ্রন্থে সর্ব্বতোভাবে উদাহৃত আছে।

শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়চতুষ্টয়ের কথা বেদ, পুরাণাদি ও মহাভারতপ্রমুখ গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত আছে। মহাভারতাদি ঐতিহ্য-গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত

ইতিহাস এতদ্বিষয়ে প্রমাণস্বরূপে গৃহীত হয়। এতৎ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কয়েকটী কথা বর্ণিত হইতেছে,—

ব্রহ্মার সাতটী বিভিন্ন **জন্মে** সেই বাস্তব-সত্য পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। কালপ্রভাবে সেই সত্য ন্যূনাধিক লুপ্ত হইয়া কলিযুগে বিবিধ তর্কপন্থার আবাহন করিয়াছে।

(১) ব্রহ্মার **প্রথম মানস জন্মে** শ্রীনারায়ণ হইতে ফেণপগণ, তাঁহাদের নিকট হইতে বৈখানসগণ এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে চন্দ্র প্রথমে বাস্তব-সত্য লাভ করেন। ব্রহ্মার (২) **দ্বিতীয় চাক্ষুষ জন্মে** শ্রীনারায়ণের কৃপা ক্রমে ব্রহ্মা ও রুদ্র, এবং রুদ্র হইতে বালিখিল্যগণ সেই সত্যে উপনীত হন। (৩) ব্রহ্মার **তৃতীয় বাচিক জন্মে** শ্রীনারায়ণ হইতে সুপর্ণ ঋগ্বেদের আকর-মন্ত্র লাভ করেন। তৎকালে বায়ু হইতে বিঘশাসিগণ এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে মহোদধি (রত্নাকর) ঐকান্তিকধর্ম্ম-বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ব্রহ্মার **চতুর্থ শ্রৌত জন্মে** আরণ্যকসহ বেদশাস্ত্রে সাত্বত-ধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তৎকালে ব্রহ্মা হইতে স্বারোচিষ মনু, মনু হইতে তাঁহার পুত্র শঙ্খপদ এবং তাঁহা হইতে তৎপুত্র সুবর্ণাভ সাত্বত-ধর্ম্ম শিক্ষা করেন। ব্রহ্মার পূর্ব্বোক্ত মানস, চাক্ষুষ, বাক্যজ ও শ্রবণজ,—এই চারিপ্রকার আবির্ভাবে সত্যযুগের ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। তৎকালে ত্রেতাযুগের ন্যায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ও বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রচার আরব্ধ হয় নাই। ফেণপ, বৈখানস, সোম, রুদ্র, বালিখিল্য, সুপর্ণ, বায়ু, মহোদধি, স্বারোচিষ মনু, শঙ্খপদ ও সুবর্ণাভ প্রভৃতি প্রাগ্‌গন্ধযুগের হরিজনগণের সকলেই একায়ন-শাখী ছিলেন। তৎকালে বৈদিক শাখার কোন বিভাগ ছিল না বলিয়াই বৈদিক ঋষিগণ 'একায়ন-শাখী' নামে পরিচিত ছিলেন। প্রাগুক্ত ফেণপ, বৈখানস, বালিখিল্য ও পরবর্ত্তিকালে উড়ুম্বরগণ পূর্ব্বসম্প্রদায় চতুষ্টয়ের অনুসরণে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার কালেও বানপ্রস্থের শাখা বিশেষে পর্য্যবসিত হইয়াছিলেন। (৫) ত্রেতাযুগে ব্রহ্মার **পঞ্চম নাসত্য জন্মে** শ্রীনারায়ণ হইতে সনৎকুমার ঐকান্তিক-ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হন। সনৎকুমার হইতে বীরণ, বীরণ হইতে রৈভ্য, রৈভ্য হইতে কুক্ষি ঐ ধর্ম্মে শিক্ষা লাভ করেন। (৬) তৎকালে ব্রহ্মার **ষষ্ঠ অণ্ডজ জন্মে** ব্রহ্মা হইতে বর্হিষৎ ও তদগ্রজ অবিকম্পন প্রভৃতি ঐকান্তিক সাত্বত-ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হন। (৭) ব্রহ্মার **সপ্তম পাদ্মজন্মেই** শ্রীনারায়ণ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে দক্ষ, আদিত্য, বিবস্বান্, মনু ও ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ ভাগবত-ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

শ্রীসম্প্রদায়—রত্নাকর হইতে উদ্ভূত। রত্নাকর প্রাচীন বিঘশাসি-সম্প্রদায় হইতে এবং উক্ত সম্প্রদায় আবার বায়ু হইতে ব্রহ্মার তৃতীয় বাক্যজ জন্মে প্রকটিত হন।

ব্রহ্মসম্প্রদায় ও রুদ্র-সম্প্রদায় ব্রহ্মার চাক্ষুষজন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে কৃপা লাভ করেন। তাঁহাদের অধস্তন বালিখিল্যগণই ব্রহ্ম ও রুদ্র-সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ করেন।

সনৎকুমার ব্রহ্মার নাসত্য পঞ্চমজন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে ত্রেতা-প্রারম্ভে ঐকান্তিক-ধর্ম্ম লাভ করেন।

কালপ্রভাবে চতুর্দ্দশভুবনপতি শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনাত্মক যথার্থ বেদসিদ্ধান্তের প্রতিকূলে যে চতুর্দ্দশপ্রকার প্রবল মতবাদ কলিকালে প্রচারিত হইয়াছিল, উহাদের কথা শ্রীসায়ন-মাধব 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে' উল্লেখ করিয়াছেন ; তাহা সংক্ষেপে এই—

১। বেদবিদ্বেষী অন্যাভিলাষী, আধ্যাত্মিক গুণোপাসক নাস্তিক 'চার্ব্বাক'-সম্প্রদায়।

২। ক্ষণিকবাদী গুণোপাসক নাস্তিক তার্কিক বৌদ্ধ-সম্প্রদায়।

৩। স্যাদ্‌বাদী গুণোপাসক তার্কিক জৈন আর্হত-সম্প্রদায়।

৪। নিরীশ্বর নির্গুণাত্মবাদী তার্কিক সাংখ্যবাদী কাপিল-সম্প্রদায়।

৫। সেশ্বর নির্গুণাত্মবাদী তার্কিক পাতঞ্জল-সম্প্রদায়।

৬। চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী শ্রৌতব্রুব কেবলাদ্বৈত বিচারপর (হরিবিমুখ) শাঙ্কর-সম্প্রদায়।

৭। বাক্যার্থবেদী শ্রৌতব্রুব সগুণোপাসক মীমাংসক-সম্প্রদায়।

৮। উৎপত্তি-সাধনাদৃষ্টবাদী শব্দপ্রমাণান্তরাঙ্গীকারী সগুণোপাসক নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়।

৯। উৎপত্তি-সাধনাদৃষ্টবাদী শব্দপ্রমাণান্তরানঙ্গীকারী সগুণোপাসক বৈশেষিক সম্প্রদায়।

১০। পদার্থবেদী শ্রৌতব্রুব সগুণোপাসক বৈয়াকরণ-সম্প্রদায়।

১১। নিরস্তুতর্ক শৈব ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী জীবন্মুক্ত বিচারপর সগুণোপাসক রসেশ্বর-সম্প্রদায়।

১২। ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী বিদেহমুক্তিবাদী আত্মৈক্যবাদী সগুণোপাসক প্রত্যভিজ্ঞ-সম্প্রদায়।

১৩। ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী আত্মভেদবাদী বিদেহমুক্তিবাদী কর্ম্মানপেক্ষ ঈশ্বরবাদী সগুণোপাসক নকুলীশ পাশুপত শৈব-সম্প্রদায়।

১৪। ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী বিদেহমুক্তিবাদী আত্মভেদবাদী কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরবাদী সগুণোপাসক শৈব-সম্প্রদায়।

শ্রীচৈতন্যলীলার লেখক পরমহংসলীলাভিনয়কারী শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু "নানামত-গ্রহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান। কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান॥" শ্লোকদ্বারা প্রাপঞ্চিক তর্কপন্থিদিগকে শ্রীব্যাসের আনুগত্যলাভের জন্য পরামর্শ দিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী আশ্রমীর বেষে সেই পারমহংস্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য দৈব-বর্ণাশ্রমিগণের জগদুপদেশক হইয়াছেন। তাঁহার বিজয়-বৈজয়ন্তী-বহন-সূত্রে শ্রীচৈতন্যাশ্রিত প্রচারক-সম্প্রদায়কে শ্রীরূপানুগ বলিয়া জানিতে যেন কাহারও বিবর্ত্ত উপস্থিত না হয়,—ইহাই আমার সকাতর প্রার্থনা।

বাহ্য প্রাপঞ্চিক ধারণা-বশে পরমহংসানুগত বৈষ্ণবদাসানুদাসের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ যেন কাহারও সত্য-দর্শনে বাধা না দেয়,—ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীগৌরসুন্দর প্রকাশিত সাধন-তত্ত্ব অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানে আবদ্ধ নহে, কিন্তু ন্যূনাধিক সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই ঐগুলি সাধন বলিয়া বহুমানিত হয়। অন্যাভিলাষীর ঐহিক ফললাভ, কর্ম্মীর পারলৌকিক নশ্বর ফললাভ, নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসুর জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃত্বাভাব-জন্য স্বরূপ-বিনাশ-চেষ্টা প্রভৃতি সাধ্যবস্তু ভগবৎপ্রেমার সহিত তুলনা হয় না। ভগবৎপ্রেমা যাঁহার নিকট সাধ্যবস্তুরূপে নিত্যকাল পরিদৃষ্ট হইবার পরিবর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল, তাঁহাদের সাধ্য বিচার প্রাপঞ্চিক বা ঔপাধিক অজ্ঞানের সহিত সমশ্রেণীস্থ। এই সাধ্য-সাধন-বিচারের কথা শ্রীচৈতন্যলীলা-বর্ণনকারী পারমহংস্য-সম্প্রদায়ের পূর্ব্বগুরু শ্রীকবিরাজগোস্বামী স্বীয় উপাস্যবস্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতলীলা-বিগ্রহে সুষ্ঠু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সাধ্যের উদ্দেশে সাধকের চেষ্টার নামই 'সাধন'। সাধকের স্বরূপ-জ্ঞানের অন্তর্গত বর্ত্তমান প্রপঞ্চ ও পঞ্চকোষাবৃত, সুতরাং এই আবরণ-পঞ্চকের উন্মোচন সাধিত না হইলে সাধ্য-ভূমিকার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। আবার, সাধ্য-বস্তুকে প্রপঞ্চান্তর্গত করিবার ভ্রান্তি উপস্থিত হইলে সাধ্যাভিধেয়ের প্রতি অবিচারিত বিধান পরিলক্ষিত হয়। এজন্য, সাধনকালীয় ভক্তের অনর্থনিবৃত্তি-চেষ্টা কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া সাধারণের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইলেও সাধনভক্তি কেবলমাত্র ঔপাধিক সম্বন্ধবিশিষ্ট মনোনিগ্রহলক্ষণাত্মক ব্যাপারমাত্র নহে। উহা নিরুপাধিক সেবা-প্রবৃত্তিস্বরূপা ও তৎফলে গৌণভাবে দ্বিতীয়াভিনিবেশজ অন্তদবস্তুর সংসর্গরহিত মনোনিগ্রহ-লক্ষণাত্মিকা। এতদুদ্দেশে পঞ্চরাত্রে লিখিত হইয়াছে যে,

"সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥
"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥"
"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

এবং ভক্তিস্বরূপবর্ণনে পঞ্চরাত্র বলেন,—

"সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুত্তমা॥"

শ্রীমদ্ভাগবত সেই বিচারসমর্থনকল্পে (১) শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি-মুখে—

"মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥
ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥
নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

(২) ব্রাহ্মণবর্য্য ভরতের উক্তিমুখে,—

"রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নি-সূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥"

এবং (৩) শ্রীব্রহ্মার উক্তি-মুখে—

"তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।

তাবন্নমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥"

প্রভৃতি শ্লোকে ভক্তিরই সাধনত্ব এবং উন্নততরসাত্মক প্রেম-ভক্তিকেই সাধ্য-প্রেমার সহিত অবিচ্ছিন্ন অভিধেয়রূপে স্থির করিয়াছেন।

প্রপঞ্চে উদিত সকল আচার্য্যই ভগবদ্‌বস্তুকে 'সম্বন্ধ', ভগবৎসেবাকে 'অভিধেয়' এবং ভগবৎপ্রীতিকেই 'ফল'রূপে বর্ণন করিয়াছেন, তবে তাঁহাদের অধস্তনগণ সেই সকল কথায় অন্যাভিলাষ-মিশ্রা, কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা সেবাকে সাধনাত্মক অভিধেয়রূপে গ্রহণ করায় ফলকালে নিত্যভক্তির অধিষ্ঠান বিস্মৃত হইবার ছলনা দেখাইয়াছেন। প্রকৃত-প্রস্তাবে আত্মার নির্ম্মলা বৃত্তি 'ভক্তি' আচ্ছাদিত হওয়ায় শ্রীব্যাসদেবের নিজ-গুরূপদেশের সহিত উহা অমিল হইয়া পড়ে, এজন্য শ্রীমদ্‌ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ৭ম অধ্যায়ে শ্রীব্যাস-দেবের বাস্তববস্তুর নির্ম্মলদর্শনে আমরা অবগত হই যে,—

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্‌প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্‌ভক্তিযোগমধোক্ষজে॥
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপূরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা॥"

শ্রীগৌরসুন্দরের সাধ্য-সাধন-বিচার-প্রণালীতেও ভাগ-বতের এই পরম সত্য প্রাপ্ত হই। এজন্যই আমাদের কোন পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষানুসরণে—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

এই শ্লোক-মুখে সাধ্যসাধন-বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। কৃষ্ণপ্রেমা—প্রাপ্যাধিকারের সকল প্রাপ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উহা লাভ করিতে হইলে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমান বদ্ধাবস্থায় আমাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানই একমাত্র সম্বল। এই ইন্দ্রিয়জজ্ঞানই আজন্মমরণকাল আমাদের সহায়। এই ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের সাহায্যে আমরা ভগবানের অচিচ্ছক্তি-পরিণত-জগতে বিচরণ করিবার যোগ্যতা লাভ করি। এই অচিচ্ছক্তি-পরিণামই প্রতিকূলভাবে আমাদের অভিনিবেশ বর্দ্ধন করে এবং উত্তরোত্তর অচিচ্ছক্তি-পরিণত বস্তু ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর সন্ধান আমরা পাই না। কিন্তু ঔদার্য্যলীলাময়-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর প্রকৃত-প্রস্তাবে আমাদের কল্যাণ-বিধান-নিমিত্তই এই অসীম, পরিচ্ছিন্ন, কালক্ষোভ্য সংসারে তাপত্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া স্বয়ং তাপত্রয়ের উন্মূলন-নিমিত্ত ব্যাসদেব-কথিত শ্রীভাগবত-গানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আবার, স্বীয় পার্ষদ শিক্ষক-সম্প্রদায়ের অভাবাদি পূরণ করিবার জন্য স্বয়ং আচার্য্যের বেষে স্বীয় ভজনমুদ্রা অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে, সহস্রপ্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্তর্গত শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু লিখিত চতুঃষষ্টিপ্রকার সাধনভক্ত্যঙ্গের, এবংতন্মধ্যে নবধা ভক্তিরই প্রাধান্য বর্ত্তমান; আবার, পাঁচ-প্রকার সেবা তদপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ, তন্মধ্যে আবার শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একমাত্র অপরিহার্য্য ভক্ত্যঙ্গ। অপর-প্রকার ভক্ত্যঙ্গ সাধন করিতে হইলেও শ্রীনাম-কীর্ত্তনই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হন। শ্রীভগবদ্বাণীতে যে শ্রীনামের সেবারূপ কীর্ত্তন কথিত হয়, তাহা শ্রবণ-মুখেই কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রবণাদিমুখে শ্রীরূপ-দর্শন, গুণ গ্রহণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্যোপলব্ধি ও লীলাবস্থিতিরূপ বিবিধ বৈচিত্র্যময় নিত্যকার্য্যে আমাদিগকে অবস্থিতি করায়। তৎকালে আমরা নশ্বর নাম, রূপ গুণ ও ক্রিয়া বিস্মৃত হইয়া প্রকৃতির রাজ্য অতিক্রমপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ-গোলোকাদি প্রদেশে অবস্থান করি। তথায় আমাদের বর্ত্তমান নশ্বর অস্থি, মাংস, মজ্জা ও তৎসংশ্লিষ্টে দ্রব্যসমূহ সঙ্গে লইয়া যাই না। এই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিলাভের একমাত্র সাধনই বৈকুণ্ঠ-নামকীর্ত্তন। বৈকুণ্ঠ শ্রীনাম মায়িক-নামের সহিত তুল্যপর্য্যায়ে দৃষ্ট হইলেও তাহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে।

প্রকৃতির অন্তর্গত বস্তু বা ভাবের পরিচয় প্রদানকারি-সংজ্ঞাগত নাম ও বৈকুণ্ঠ-নির্দ্দেশক নাম—পরস্পর শক্তিগত সামর্থ্যে পৃথক্। বৈকুণ্ঠ নাম—নামীর সহিত অভিন্ন, কিন্তু মায়িক নামসমূহ—চক্ষুঃ প্রভৃতি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ভাব-দ্বারা সমর্থনযোগ্য বস্তু হইতে ভিন্ন। বৈকুণ্ঠ নাম—নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত, সচ্চিদানন্দরসবিগ্রহ ও চিন্তামণি কিন্তু মায়িক সংজ্ঞাসমূহ—অনিত্য, অপূর্ণ, বদ্ধ, পরিচ্ছি-

অশুদ্ধ, ও খণ্ডিত। সুতরাং বৈকুণ্ঠ নামকে যদি কেহ মায়িক খণ্ডিত নশ্বর বস্তুর নির্দ্দেশক নামমাত্র জ্ঞান করেন, তাহা হইলে ঐ ধারণা নাম-ভজনে অন্তরায় উপস্থিত করিবে। ইহাকেই শ্রীগৌরসুন্দর 'নামাপরাধ' বা 'বৈষ্ণবাপরাধ' বলিয়াছেন। যেরূপ অলব্ধজ্ঞান শিশু অভিজ্ঞ অভিভাবকের বাক্য অবহেলা করিয়া ক্লেশ পায়, তদ্রূপ ভক্তিপথে বিচরণশীল জনগণ শ্রীগৌরসুন্দরের বাক্যে অনাদর করিয়া অপর দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট ব্যক্তিকে আচার্য্য-জ্ঞানে অনুগমন করেন। তাহা হইলে তাঁহার মঙ্গলের পথে কণ্টক আরোপিত হইবে। শ্রীগৌরসুন্দর বলেন,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িনামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥"

শ্রীনামভজন-কালে যে সকল অসুবিধা আসিয়া উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে সেবা-সেবকের বৈপরীত্য-বুদ্ধিনাম্নী ভোগপিপাসা ও মুক্তিপিপাসা প্রধান অন্তরায়রূপে বাধা দেয়। তজ্জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের ও তাঁহার অনুগত জনগণের প্রপঞ্চে লীলাভিনয়ই আমাদের সর্ব্বতোভাবে আলোচ্য এবং সেই মহাজনের পথই সর্ব্বথা অনুসরণীয়। শ্রীমদ্ভাগবত-লিখিত—

"এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যুষিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥"

এই শ্লোক ব্যতীত অন্যপ্রকার সাধনের আদর করিতে গেলে আমাদের বৃথা সময় নষ্ট হইবে মাত্র। আমরা ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দের এইরূপ প্রচার অবলম্বন করিয়াই কীর্ত্তন-পথে অগ্রসর হইব,—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্-
গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

ব্যাস-পূজা-মহামহোৎসব

গত ৮ই ফাল্গুন রবিবার দিবস শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীব্যাস-পূজা মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছেন। সমগ্র ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমবেত ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী-গোস্বামি ঠাকুরের শিষ্যমণ্ডলী এবং কলিকাতা ও বহুস্থানের বিদ্বন্মণ্ডলীর দ্বারা মণ্ডিত একটী মহতী সভায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত গুর্ব্বষ্টক গীতি কীর্ত্তন এবং বিভিন্ন ভক্তগণের বিচিত্র পূজোপহারের সহিত শ্রীব্যাস-পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের প্রত্যাভিভাষণ পাঠ, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণের পর মহামহোৎসব সম্পন্ন হয়।

শ্রীব্যাসপূজার প্রথা আধুনিক বৈষ্ণবব্রুব-সমাজে প্রচলিত না থাকিলেও শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন এবং শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সভাজন-ভাজন আচার্য্যাধিরাজ শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু উল্লেখ করিয়াছেন।

এই ব্যাসপূজার প্রথা বৈষ্ণবসম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য সন্ন্যাসিসম্প্রদায়েও প্রচলিত আছে। মায়াবাদিগণ শ্রীব্যাস-দেবকে মূল গুরুরূপে মুখে স্বীকার করিলেও তাঁহারা লক্ষণা-বৃত্তির দ্বারা ব্যাসবাক্যে যে স্বকপোল কল্পিত ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের ব্যাসপূজার পরিবর্ত্তে প্রপত্তি বিচারে ব্যাসাবমাননাই লক্ষিত হয়। কথিত আছে যে, কোন সময় বিবর্ত্তবাদী কোন কেবলাদ্বৈতী নির্ব্বিশেষবাদীর সহিত তত্ত্ববাদ-গুরু বৃদ্ধবৈষ্ণব শ্রীমন্মধ্বমুনির বিচার উপস্থিত হইলে শ্রীল ব্যাসদেব বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্বমুনির মত সাদরে গ্রহণ করিয়া বিবর্ত্তবাদীকে দূরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; বস্তুতঃ অধ্যারোপাপবাদবাদীর কল্পিত শিষ্যের দ্বারা কল্পিত গুরুর যে কল্পিত পূজা বা পৌত্তলিকতা, তাহা যে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের বাস্তব গুরুর বাস্তব পূজার ন্যায় নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

বৈয়াসিকসম্প্রদায়ের ব্যাসানুগত্য বা ব্যাসপূজা শ্রীব্রহ্ম-সূত্র ও তদকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত-রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন

বেদব্যাসকে লক্ষ্য করিয়াই সাধিত হয়। বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষ পর্য্যন্ত অষ্টাবিংশজন বেদবিভাগকর্ত্তার উল্লেখ শ্রীবিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায়। ইহাঁদের নাম যথা—বৈবস্বত মন্বন্তরে প্রথম দ্বাপরে স্বয়ম্ভু, দ্বিতীয়ে—প্রজাপতি মনু, তৃতীয়ে—উশনা, চতুর্থে—বৃহস্পতি, পঞ্চমে—সবিতা, ষষ্ঠে—মৃত্যু, সপ্তমে—ইন্দ্র, অষ্টমে—বশিষ্ঠ, নবমে—সারস্বত, দশমে—ত্রিধামা, একাদশে—ত্রিবৃষা, দ্বাদশে—ভরদ্বাজ, ত্রয়োদশে—অন্তরীক্ষ, চতুর্দ্দশে—বপ্রী, পঞ্চদশে—ত্রয্যারুণ, ষোড়শে—ধনঞ্জয়, সপ্তদশে—কৃতঞ্জয়, অষ্টাদশে—ঋণজ্য, ঊনবিংশে—ভরদ্বাজ, বিংশে—গৌতম, একবিংশে—হর্য্যাত্মা, দ্বাবিংশে—বাজশ্রবার কুলজাত বেণ, ত্রয়োবিংশে—সোমশুষ্মার গোত্রীয় তৃণবিন্দু, চতুর্ব্বিংশে—ঋক্ষ, (যিনি বাল্মীকি নামে প্রসিদ্ধ) পঞ্চবিংশে—পরাশর-পিতা শক্তি, ষড়্‌বিংশে—পরাশর, সপ্তবিংশে—জাতুকর্ণ, অষ্টাবিংশে—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন—এই অষ্টাবিংশজন বেদব্যাস প্রতি দ্বাপরে অবতীর্ণ হইয়া বেদবিভাগ করেন। শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের পরে ভবিষ্য-দ্বাপর যুগে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা বেদবিভাগ করিবেন।

কোন একটী প্রাচীন শ্লোকে বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীশম্ভুর উক্তি প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে, যথা—"অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা" অর্থাৎ শ্রীশিব বলিতেছেন,—"বৈষ্ণবগণের একমাত্র প্রিয় এই ভাগবতোক্ত ধর্ম্ম আমি জানি, শুকদেব জানেন, ব্যাস জানেন বা না জানেন"। উপরি-উক্ত প্রাচীন শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যে অষ্টাবিংশ জন ব্যাসদেব উদিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীনারায়ণের মুখনিঃসৃত বাক্য হইতে উদ্ভূত অপান্তরতমা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্যতীত অতীত অন্যান্য বেদবিভাগকর্ত্তৃগণ এবং ভাবী বেদ বিভাগকর্ত্তা অশ্বত্থামা নামক বেদব্যাসের মধ্যে কেহ কেহ ভাগবতের যথার্থ তত্ত্ব অবগত আছেন, কেহ বা নাও আছেন। কিন্তু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস হইতে ভাগবত-বক্তা শ্রীশুকদেব ও তদনুগত সূত গোস্বামিপ্রমুখ বৈয়াসিকসম্প্রদায় আম্নায়-পরম্পরায় ভাগবততত্ত্ব অবগত আছেন।

ভাগবতধর্ম্ম-প্রচারক শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকেই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মূল আচার্য্য বলিয়া লক্ষ্য করা যায়। বৈয়াসিক সম্প্রদায়ানুগত্য বা, শ্রৌতপন্থা-অবলম্বনে যিনি আচার্য্য-আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া নিরস্তকুহক পরম সত্য-ভাগবত ধর্ম্ম-কীর্ত্তন-প্রচার করিয়া থাকেন, ব্যাসাসনে উপবিষ্ট সেই শ্রীগুরুদেবের পূজাই—**শ্রীব্যাসপূজা**।

—০—

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

বিপুল সম্মানপুরঃসরনিবেদনম্—

মহর্ষিপাণিনি-প্রোক্ত গৌড়পুর শ্রীনবদ্বীপে শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার একটী বিশেষ অধিবেশন হইবে। আগামী ৪ঠা চৈত্র ১৩৩৩, ১৮ই মার্চ্চ ১৯২৭, শুক্রবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীনবদ্বীপ-শ্রীমায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে উক্ত সম্মেলন-দিবস ধার্য্য হইয়াছে। ঐ সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন স্থানের শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বীর যোগদান প্রার্থনা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ মহাশয়ের শুভাগমন আশা করেন।

এই সংহতিতে শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী পরমার্থ-সদাচার-বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদি-সংরক্ষণোদ্দেশে গৌড়পুরে বিদ্যাপীঠ-স্থাপন এবং সদাচার-পরিচালনের আনুষ্ঠানিক প্রবর্ত্তনা হইবে।

আশা করি, সেবকবৃন্দের এই বিনীত আহ্বান ভবদীয় সম্মতি লাভ করিবে এবং তন্মর্ম্মে পত্রোত্তরে আপনার সম্মতি আমরা জানিতে পারিব। ইতি

শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকপ্রমুখ

অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণ

বিশেষ দ্রষ্টব্য। আহূত শুদ্ধ-সনাতনধর্ম্মীর জন্য যোগ্য বাসস্থান ও নৈবেদ্যোপকরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পত্রের উত্তর শ্রীনিত্যানন্দাত্মজ পণ্ডিত শ্রীঅতুলচন্দ্রদেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গগোস্বামী, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা, এই ঠিকানায় দিতে হইবে।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া,

৪ দামোদর শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৯

স্নেহবিগ্রহেষু

শুভাশীষাং রাশয়ঃ সন্তু বিশেষাঃ

আপনার ২ দামোদর তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম।

শ্রীনামগ্রহণে আপনার উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়াছে জানিয়া পরমানন্দিত হইলাম। শ্রীনামগ্রহণ করিতে করিতে অনর্থ অপসারিত হইলে শ্রীনামেই রূপ, গুণ ও লীলা আপনা হইতে স্ফূর্ত্তি হইবে। চেষ্টা করিয়া কৃত্রিম ভাবে রূপ, গুণ ও লীলা স্মরণ করিতে হইবে না।

নাম ও নামী অভিন্ন বস্তু। আমাদের অনর্থ ঘুঁচিয়া গেলে উহা বিশেষরূপে উপলব্ধি হইবে। কৃষ্ণনাম নিরপরাধে উচ্চারিত হইলেই আপনি স্বয়ং বুঝিতে পারিবেন যে, 'নাম' হইতেই সকল সিদ্ধি হয়।

যিনি নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার নিজ অস্মিতায় স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের ব্যবধান ক্রমশঃ রহিত হইয়া নিজ সিদ্ধরূপ উদিত হয়। নিজ সিদ্ধ স্বরূপ উপস্থিত হইয়া নাম উচ্চারিত হইতে হইতেই কৃষ্ণরূপের অপ্রাকৃত দৃগ্‌গোচর হয়। শ্রীনামই জীবের স্বরূপ উদয় করাইয়া কৃষ্ণরূপে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্বগুণের উদয় করাইয়া কৃষ্ণগুণে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্বক্রিয়া উৎপন্ন করাইয়া কৃষ্ণ লীলায় আকর্ষণ করান। নাম-সেবা বলিলে নামোচ্চারণকারীর নিজ প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানাদিও তন্মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট। কায়মনোবাক্যে নামের সেবা আপনার হৃদয়াকাশে আপনা হইতেই উদিত হইবে। শ্রীনাম কি বস্তু তদ্বিষয়িণী সকল আলোচনা আপনা হইতে নামোচ্চারণকারী হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শাস্ত্র-শ্রবণ, পঠন ও তদ্বিষয়ক অনুশীলন দ্বারা শ্রীনামের স্বরূপ উদিত হন। এ সম্বন্ধে অধিক লিখা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীনামগ্রহণ করিতে করিতে আপনার সকল বিষয় স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে।

পবিত্র ও অপবিত্র উভয় বস্তু জড়সত্য, কিন্তু ভগবৎ-সেবাসম্বন্ধে অপবিত্রতা ত্যাগ করিতে হইবে। সত্ত্বগুণ পবিত্র বস্তু; রজস্তমোগুণে অপবিত্রতা আবদ্ধ। সত্ত্বগুণ-দ্বারা রজস্তমো নিরাশ করিতে হইবে অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থান করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণকে পবিত্র জানিয়া তাদৃশ উপাদানে হরিসেবা করিতে হইবে। অপবিত্র বুদ্ধিবিচারে অর্থাৎ রজস্তমোগুণজাত বস্তু ভগবানে অর্পিত হইবে না। আবার পবিত্র বস্তু নির্গুণ না হইলে ভগবান্ গ্রহণ করেন না। তাহা প্রদাতার চিত্তবৃত্তির উপর নির্ভর করে। পবিত্র অবশ্যই বিচার্য্য। অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় হইলে পবিত্র ও অপবিত্র বিচার ছাড়িয়া অপ্রাকৃতের বিবেক আসিয়া পড়িবে।

অত্রস্থ কুশল। আপনার ভজন-কুশল মধ্যে মধ্যে জানাইয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন। শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ঠাকুর মহাশয় ভাল আছেন। তাঁহার ভজন-সংবাদ মধ্যে মধ্যে পাইয়া আমরা কৃতার্থ। * * * শ্রীসজ্জনতোষণী পাঠ করিবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

অকিঞ্চন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীমায়াপুর

১৫ পদ্মনাভ ৪২৯

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ৫ পদ্মনাভ তারিখের পত্র পাইয়াছি। সময় সঙ্কীর্ণতা-জন্য বিস্তৃত পত্র লিখিবার আশঙ্কায় বিলম্ব হইল দেখিয়া সংক্ষেপে লিখিতেছি। নির্ব্বন্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণনাম-গ্রহণে সকল মঙ্গল হয়, আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন জানিয়া পরমানন্দিত হইলাম। শ্রীনামগ্রহণকালীন জড়চিন্তার উদয় হয় বলিয়া শ্রীনাম-গ্রহণে শিথিলতা করিবেন না। শ্রীনাম-গ্রহণের অবান্তর ফলে ক্রমশঃ ঐপ্রকার বৃথা চিন্তা অপনোদিত হইবে, তজ্জন্য ব্যস্ত হইবেন না। অগ্রেই

ফলের সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণনামে অত্যন্ত প্রীতির উদয়ে জড়চিন্তার লোভ কমিয়া যাইবে। কৃষ্ণনামে অত্যাগ্রহ না হইলে জড়চিন্তা কিরূপে যাইবে?

বিলাতী চিনি বা মিশ্রিত ঘৃত অপবিত্র, দেশী খাঁটি চিনি ও অবিমিশ্র ঘৃত পবিত্র। পবিত্র ও অপবিত্র উভয় দ্রব্যই জড়বস্তু। হৃদয়ে ভাবের সহ দ্রব্যাদি না দিলে ভগবান্ পবিত্র ও অপবিত্র কোন দ্রব্যই গ্রহণ করেন না। সেবা-পরাধ যাহাতে না হয়, তদ্রূপ করিয়া সেবা করা কর্ত্তব্য। কায়মনোবাক্যে শ্রীনামের সেবা করিলেই শ্রীনামী পরম মঙ্গলময় স্বরূপ প্রদর্শন করেন। আশা করি আপনার ভজন কুশল।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীমায়াপুর ব্রজপত্তন

২৪শে ভাদ্র ১৩২২

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১৫ শ্রীধর তারিখের স্নেহপূর্ণ পত্র যথাকালে পাইয়াছিলাম। নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া কাহারো পত্রের উত্তর যথাকালে দিতে পারি নাই।

হরিভজন না করিলে জীব জ্ঞানী, কর্ম্মী বা অন্যাভিলাষী হইয়া যায়, সেজন্য সর্ব্বদা ভগবানকে মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ডাকিবেন। সংখ্যা নির্ব্বন্ধ করিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিলে অনর্থ নিবৃত্ত হয়। জাড্য প্রভৃতি পলায়ন করে, এমন কি হরিবিমুখ বহির্ম্মুখগণ আর বিদ্রূপ করিতেও পারে না। শাস্ত্রীয় সাধুসঙ্গই ভাল। পরে ভজন শিক্ষার জন্য সাধুসঙ্গ স্বতন্ত্র। নিরপরাধে হরিনাম গৃহীত হইলে সকল সিদ্ধিই করতলগত হয়। বিষয়ী লোকেরা কিছুই করিতে পারে না। শ্রীসজ্জনতোষণী তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইলে আপনার নিকট শীঘ্রই প্রেরণ করিব। ঐ পত্রিকা ভাল করিয়া পাঠ করিবেন। সময় সময় জৈবধর্ম্ম আলোচনা করিতে পারেন। * * * * *

গ্রাম্যকথা লোকমুখে হইতেই থাকিবে, তাহাতে অমনস্ক থাকিবেন। নিজের কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা থাকিলে কোন বাধাবিপত্তি আপনার কিছুই করিতে পারিবে না। 'কল্যাণকল্পতরু', 'প্রার্থনা', 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ অবকাশ মত আলোচনা করিবেন। জগতের বহির্ম্মুখ লোকদিগকে সম্মান করিবেন, কিন্তু তাঁহাদের ব্যবহার আদর করিতে শিখিবেন না। মনে মনে ত্যাগ করিবেন।

অত্রস্থ কুশল। আপনার ভজনকুশল জানাইবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রচার-প্রসঙ্গ

(প্রাপ্ত)

গৌড়ীয় পত্রিকার শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়ের সমীপেষু।

মহাশয়,

আপনাদের সুপ্রসিদ্ধ পত্রের বার্ত্তা এবং প্রচার বিভাগের জন্য একটী ক্ষুদ্র বিবরণী পাঠাইলাম। অনুগ্রহ পূর্ব্বক উহা প্রকাশিত করিয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি

শ্রীভবতোষ রায়। ডোমার

বিবরণী

শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজ, তদীয় সতীর্থগণ সঙ্গে গত ৫ই মাঘ তারিখে ডোমারে পদার্পণ করিয়াছিলেন। একদিকে যেমন স্বামিজীর অমল ধবল চরিত্র সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল, অন্যদিকে আবার তাঁহার ও তাঁহার সহচরগণের সরল মধুর অমায়িক ব্যবহারে চতুর্দ্দিকে এমন একটা একাত্মভাব এবং আনন্দের তুফান বহিয়াছিল, যাহা এই উপেক্ষিত সুদূর উত্তর বঙ্গে সম্পূর্ণ নূতন। ত্যাগী সন্ন্যাসীর কণ্ঠে নামকীর্ত্তন, অধঃপতিত কলিতে বিশ্বজনীন ধর্ম্মের বজ্রবেদন জাগাইয়া তোলা—যাহাতে বিভ্রান্ত জীব আপনার ভিতরে আপনাকে খুঁজিয়া পাইতে পারে—এইরূপ বিপুল

প্রয়াস উৎসর্বস্ব, কামকাঞ্চনপ্রতিষ্ঠা-মগ্ন—পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ ধর্ম্ম প্রচারকগণের দাম্ভিক-প্রচার-নীতি অপেক্ষা শত গুণে শ্রেয়ঃ একথা আমরা নিঃসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করিতে পারি। এই অল্প কয়দিনের সুচিন্তিত, প্রণালীবদ্ধ বক্তৃতা ও শাস্ত্র পাঠের মর্ম্মস্পর্শিণী ওজস্বিতা ও উদ্দীপনায় নিদ্রিত ডোমারের অন্ততঃ কতিপয় ব্যক্তির পক্ষে নবজীবনের সূচনা করিবে। হিন্দু-মুসলমান-সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে স্বামিজীর আকর্ষণ প্রবলভাবে অনুভব করিয়াছে এবং তাঁহার কম্বুকণ্ঠের প্রতিধ্বনি বহুদিন উভয়ের মর্ম্মস্থলে আঘাত করিতে থাকিবে।

শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন,—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী-স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ ১০ই জানুয়ারী হইতে ক্রমান্বয়ে তিন দিন জলপাইগুড়ি টাউনে আর্য্য-নাট্য-সমাজ হলে, স্থানীয় অফিসার, উকীল, মোক্তার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, মহাজন প্রভৃতি বহুসম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্মুখে, ধর্ম্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, শ্রীভগবত্তত্ত্ব, বেদ-বেদান্ত-উপনিষৎ-শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণাদির প্রমাণ দ্বারা অতি গবেষণাপূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়া সরল ভাষায় সুষ্ঠু ভাবে বুঝাইয়া দেন। শ্রোতৃবৃন্দ অশ্রুতপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত-ব্যাখ্যা শ্রবণে অত্যন্ত প্রীত হইয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতি তাঁহাদের চিরকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

অতঃপর ১৯শে বুধবার—স্বামীজি রংপুর জেলায় ডোমারে কতিপয়ভক্তসহ শুভবিজয় করেন। স্বামীজীর আগমনবার্ত্তা শ্রবণে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই, স্বামিজীর অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তৎপর দিবস হইতে ২৭শে পর্য্যন্ত প্রত্যহ বক্তৃতা, শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও কীর্ত্তন শ্রবণে সকলে এত শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছেন যে, কেহই স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া স্বামিজীকে ডোমার হইতে বিদায় দিতে পারেন নাই। সকলেরই শ্রবণ-আগ্রহ প্রশংসনীয়।

বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত সুধন্য বাবু, শরৎ বাবু, ষ্টেশন মাষ্টার বাবু, সব্ রেজেষ্টার বাবু, ডাক্তার বাবু, মঠ বাবু, হাই স্কুলের শিক্ষক, প্রভৃতি সহৃদয় ও সত্যান্বেষী মহোদয়গণের সেবা-বৃত্তি উল্লেখযোগ্য।

হিন্দু মুসলমান সকলেই বক্তৃতা, পাঠকীর্ত্তনাদি শ্রবণে আনন্দিত হইয়া আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। সকলেরই একান্ত ইচ্ছা যে, স্বামীজি যখনই এতদঞ্চলে প্রচার কার্য্যে শুভাগমন করেন—তখনই মধ্যে মধ্যে এইপ্রকার সর্ব্বজীব-মঙ্গল-বিধায়িনী উপদেশাবলী দানে তাঁহাদিগকে কৃতকৃতার্থ করেন।

এখান হইতে স্বামীজি রংপুর জেলার মহকুমা নীলফামারিতে শুভবিজয় করিয়া স্থানীয় থিয়েটার-হলে শ্রীশ্রীগীতা-ব্যাখ্যা করিতেছেন। সভায় মুন্সেফ, উকিল, মোক্তার, শিক্ষক প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ প্রত্যহ উপস্থিত থাকিয়া অতিশয় আগ্রহের সহিত স্বামীজির অমৃতপ্রবাহিণী ব্যাখ্যা শ্রবণে বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিতেছেন।

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ ও বিভিন্ন মঠে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবির্ভাব-মহা-মহোৎসব শ্রীনামকীর্ত্তন, শ্রীগ্রন্থ-পাঠ ও মহাপ্রসাদ বিতরণ-মুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছেন।

চব্বিশপরগণার পুঁড়োগ্রামে কতিপয় ভক্তের যত্নে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াজন্মোৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছেন।

শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-মহামহোৎসব শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে ত্রি-দিবসব্যাপী শ্রীনামযজ্ঞের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছেন। প্রত্যহ সহস্র সহস্র সমবেত যাত্রীকে নাম-কীর্ত্তনমুখে বিচিত্রতাপূর্ণ শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছে। শ্রীল পরমহংস ঠাকুর "শ্রীনাম" সম্বন্ধে বহু তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক পরে প্রকাশিত হইবে।

আগামী ২৫শে ফাল্গুন, ৯ই মার্চ্চ বুধবার দিবস হইতে "শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা" আরম্ভ হইবে এবং ৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ্চ, শুক্রবার দোলপূর্ণিমা দিবস হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবোপলক্ষে তিন দিবসব্যাপী মহামহোৎসব, বিদ্বৎ-সম্মেলন ও সভার অধিবেশনাদির অনুষ্ঠান হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা
ও
শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব।

স্থান—প্রাচীন নবদ্বীপ, গঙ্গার পূর্ব্বপারে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জন্মস্থান—**শ্রীমায়াপুর**। আগামী **২৫শে** ফাল্গুন ৯ই মার্চ্চ বুধবার হইতে **৩রা** চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত নয় দিনে শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা করা হইবে। **৪ঠা** চৈত্র শুক্রবার শ্রীদোলপূর্ণিমা হইতে তিনদিন শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব।

বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ ছাড়া আরও ৮টী দ্বীপ আছে। মোট যে নয়টী দ্বীপ লইয়া নবদ্বীপ, তাহার পরিধি—৩২ মাইল। এই নবদ্বীপ ধামে শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার পার্ষদগণ সহ কোথায় কি লীলা করিয়াছিলেন, তাহা দেখান হয় এবং প্রাচীন পুঁথি হইতে সেই সকল স্থান ও লীলামাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও ব্যাখ্যা করা হয়। প্রত্যেক দ্বীপে প্রত্যহ শ্রীগৌরচন্দ্রের বিধানমতে কীর্ত্তন, শাস্ত্রব্যাখ্যা, ধর্ম্মকথা-আলোচনা প্রভৃতি হইয়া থাকে।

উপর্য্যুক্ত ১২ দিনের প্রত্যহ সহস্র সহস্র যাত্রীর থাকিবার স্থান ও শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়। এজন্য এবং বিছানা ইত্যাদি দ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপে লইবার জন্য **যাত্রীদিগকে কিছুই ব্যয় বা তজ্জন্য কোন ভাবনা করিতে হয় না।** যাত্রিগণ নিজ নিজ বিছানা সঙ্গে আনিবেন।

শিয়ালদহ হইতে রাণাঘাট, তথা হইতে কৃষ্ণনগরে গিয়া লাইট্ রেলওয়ে 'নবদ্বীপ ঘাট' ষ্টেশনে নামিয়া খেয়াঘাটে 'খড়ে'-নদী পার হইলেই অতি নিকটে শ্রীমহাপ্রভুর বাড়ীর তালগাছ ও শ্রীমন্দির দেখিতে পাইবেন। নবদ্বীপ সহর হইতে গঙ্গা পার হইয়া "হুলোর ঘাটে" নামিতে হয়। অথবা রাণাঘাট হইতে ধুবুলিয়া ষ্টেশনে নামিয়া তথা হইতে গো বা মহিষ যানে যাওয়া যায়।

শ্রীঅতুলচন্দ্র (গোস্বামী, ভক্তিসারঙ্গ), শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভাগবতরত্ন), শ্রীরামগোপাল বিদ্যাভূষণ (এম্, এ), শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম্, এ, বি, এল)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২১শে ফাল্গুন ১৩৩৩, ৫ই মার্চ্চ ১৯২৭	২৯শ সংখ্যা

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ২৫শ সংখ্যার পর]

আদি-মধ্য-অবসানে তুমি ভাগবতে।
ভক্তিযোগ মাত্র বাখানিও সর্ব্বমতে॥
তবে আর তোমার নহিব অপরাধ।
সেইক্ষণে চিত্তবৃত্ত্যে পাইবে প্রসাদ॥
সকল শাস্ত্রেই মাত্র কৃষ্ণভক্তি কয়।
বিশেষে শ্রীভাগবত কৃষ্ণ-রসময়॥
(চৈঃ ভাঃ অ ৩।৫০৪-৫১২)

সবারেই এই ভাগবতের আখ্যান।
কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্॥
ভক্তিযোগ মাত্র ভাগবতের ব্যাখ্যান।
আদি-মধ্য-অন্ত্যে কভু না বুঝায়ে আন॥
না মানয়ে ভক্তি ভাগবত যে পড়ায়।
ব্যর্থ বাক্য ব্যয় করে অপরাধ পায়॥
মূর্ত্তিমন্ত ভাগবত ভক্তিরস মাত্র।
ইহা বুঝে যে হয় কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র॥
ভাগবত পুস্তক থাকয়ে যার ঘরে।
কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে॥
ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়।
ভাগবত পঠন শ্রবণ ভক্তিময়॥
দুই স্থানে ভাগবত নাম শুনি মাত্র।
গ্রন্থ-ভাগবত আর কৃষ্ণকৃপা-পাত্র॥
নিত্য পূজে পড়ে শুনে চাহে ভাগবত।
সত্য সত্য সেই হইবেক সেই মত॥
হেন ভাগবত কোন দুষ্কৃতি পড়িয়া।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে তত্ত্ব না জানিয়া॥
ভাগবত রস নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।
ইহা জানে যে হয় পরম ভাগ্যবন্ত॥
নিরবধি নিত্যানন্দ সহস্র বদনে।
ভাগবত অর্থ যে গায়েন অনুক্ষণে॥
আপনেই নিত্যানন্দ অনন্ত যদ্যপি।
তথাপিও পার নাহি পায়েন অদ্যাপি॥
হেন ভাগবত যেন অনন্তের পার।
ইহাতে কহিল সব ভক্তিরস সার॥
(চৈঃ ভাঃ অ ৩।৫২৬-৫৩৮)

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

পরিক্রমার তারিখ—অন্তর্দ্বীপ—২৫শে ফাল্গুন, বুধবার; সীমন্তদ্বীপ—২৬শে ফাল্গুন, বৃহস্পতি; গোদ্রুমদ্বীপ—২৭শে ফাল্গুন, শুক্র; মধ্যদ্বীপ—২৮শে ফাল্গুন, শনি; কোলদ্বীপ—২৯শে ফাল্গুন, রবি; ঋতুদ্বীপ—৩০শে ফাল্গুন, সোম; জহ্নুদ্বীপ—১ চৈত্র, মঙ্গল; মোদদ্রুমদ্বীপ—২ চৈত্র, বুধ; রুদ্রদ্বীপ—৩রা চৈত্র, বৃহস্পতিবার। তৎপরে—

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবোপলক্ষে

শ্রীধাম-মায়াপুরে ত্রিদিবসব্যাপী

বিরাট মহামহোৎসব ও ভক্তসম্মেলন

শিবরাত্রি-ব্রত

গত ১৮ই ফাল্গুন বুধবার শিবরাত্রি-ব্রতের নির্দ্দিষ্ট দিন ছিল। শিবরাত্রি-ব্রত বৈষ্ণবের কৃত্য কি না তদ্বিষয়ে অনেকের সন্দেহ উপস্থিত হয়। এতৎসম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তি-বিলাস বলেন (১৪।৬৩),—

শিবরাত্রিব্রতমিদং সম্বৎসরাবশ্যকং ন হি।
বৈষ্ণবানাং তথাপ্যত্র সদাচারাদ্বিলিখ্যতে॥

অর্থাৎ শিবরাত্রি-ব্রত ঐকান্তিক বৈষ্ণবগণের কৃত্য না হইলেও সদাচার-প্রসঙ্গে এই স্থলে শিবরাত্রির ব্যবস্থা লিখিত হইতেছে। আবার উক্ত গ্রন্থের অন্য স্থলে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির নিমিত্ত কৃষ্ণপ্রিয় শম্ভুর ব্রতাদি পালনের কর্ত্তব্যতাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এতদ্বিষয়ে সুসিদ্ধান্ত কি, তাহা যথার্থ রূপে জানিতে হইলে শিব ও বিষ্ণুর তত্ত্ব বিচার করা একান্ত কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধে শিব ও বিষ্ণু তত্ত্ব বিচার করিয়া শিবব্রত পালনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা নির্ণীত হইতেছে।

ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তগণ বিষ্ণু ব্যতীত স্বতন্ত্র ভাবে অন্য কোন দেবতা উপাসনা করেন না, আবার তাঁহাদের প্রতি কোন প্রকার অবজ্ঞাও প্রদর্শন করেন না, তাঁহারা বিষ্ণুকেই একমাত্র পরমেশ্বর জানিয়া শিবাদি দেবতাকে বিষ্ণুর অধীন দাসজ্ঞানে যথাযথ সম্মান করিয়া থাকেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১০৫ অনুচ্ছেদে এবং ভাঃ ১২।১২৪ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের এই উপাখ্যানটি উল্লেখ করিয়াছেন—বিশ্বক্সেন নামক একজন পরম ভাগবত ব্রাহ্মণ পৃথিবী পর্য্যটন করিতে-ছিলেন। একদা তিনি একাকী কোন বনসমীপে আসিয়া উপবেশন করিলেন। অতঃপর গ্রামাধ্যক্ষসুত সেই স্থানে আসিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে বলিল,—তুমি কে? ব্রাহ্মণ নিজের নাম বলিলে গ্রামাধ্যক্ষপুত্র পুনরায় তাঁহাকে বলিল,—অদ্য আমার শিরঃপীড়া হইয়াছে সুতরাং আমি আমার ইষ্টদেব শিবের পূজা করিতে পারিতেছি না; অতএব আমার প্রতিনিধিস্বরূপে তুমি শিব পূজা কর। গ্রামাধ্যক্ষপুত্র এইরূপ বলিলে ঐ ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আমরা ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্ত বলিয়া পরিচিত। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহাত্মক প্রকট অথবা অপ্রকট ভগবান্ শ্রীহরি আমাদের একমাত্র পূজ্য; আমরা অন্য দেবতার পূজা করি না, অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণ শিবপূজায় অস্বীকৃত হইলে গ্রামাধ্যক্ষপুত্র তাঁহার শিরশ্ছেদন করিতে খড়্গ উত্তোলন করিল। তদনন্তর বিপ্র কিছু কাল নীরব থাকিয়া এবং তাহার নিকট হইতে মৃত্যু বাঞ্ছা না করিয়া মনে মনে বিচারপূর্ব্বক বলিলেন,—মহাশয়, আপনার মঙ্গল হউক, আমি তথায় যাইতেছি। সেখানে গিয়া তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই রুদ্রদেব প্রলয়ের কারণ, সুতরাং তমোবন্ধনকারী বলিয়া তমোময়; আর তামসদৈত্যগণের সংহারক এবং তমোভঞ্জনকারী বলিয়া শ্রীনৃসিংহদেবও স্বীয় ভজন প্রদর্শনার্থ তমোরাশি দূর করিয়া সেই স্থানে উদিত হন। অতএব রুদ্রমূর্ত্তির অধিষ্ঠান সত্ত্বেও এই স্থানে আমি রুদ্রোপাসকের তমোভঞ্জনার্থ শ্রীনৃসিংহদেবেরই পূজা করিব। এই বলিয়া বিপ্র 'শ্রীনৃসিংহায় নমঃ'—এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিলে গ্রামাধ্যক্ষপুত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুনরায় খড়্গ উত্তোলন করিল। তদনন্তর অকস্মাৎ শিবলিঙ্গ ভেদ করিয়া শ্রীনৃসিংহদেব স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন এবং সেই গ্রামাধ্যক্ষ-পুত্রকে সপরিকরে বিনষ্ট করিলেন। দক্ষিণ দেশে অদ্যাপি 'লিঙ্গস্ফোট' নামে প্রসিদ্ধ শ্রীনৃসিংহ মূর্ত্তি বিরাজমান।

কনিষ্ঠাধিকারী অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি পাছে বৈষ্ণবপ্রবর শিবের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া 'নামাপরাধ' সঞ্চয় করে, তজ্জন্য শাস্ত্রে শিবব্রত বা বৈষ্ণবব্রতের বিধান লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণু ও শিবের যথার্থ তত্ত্ব অবগত না হইয়া যাঁহারা স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞানে শিবের পূজা অথবা শিব-ব্রতাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ।
পাষণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ॥

অর্থাৎ ভৃগুশাপকথনে বর্ণিত হইয়াছে যে, যাহারা শিবব্রত ধারণ করিবে, কিম্বা শিবব্রতধারিগণের অনুগামী হইবে, সেই সকল ব্যক্তিকে সর্ব্বশাস্ত্রের প্রতিকূলাচারী বলিয়া জানিবে, সুতরাং তাহারা পাষণ্ডিরূপে গণিত হউক। এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভে লিখিত হইয়াছে যথা—বেদবিহিত-মেবাত্র ভবব্রতমনুষ্ঠতে; অন্যবিহিতত্বে পাষণ্ডিত্ববিধানা-যোগঃ স্যাৎ, পূর্ব্বত এব পাষণ্ডত্ব সিদ্ধেঃ। তস্মাৎ স্বতন্ত্র-ত্বেনৈবোপাসনায়ামযং দোষঃ; যশ্চ তত্রৈব তেন শ্রীজনার্দ্দন-স্যৈব বেদমূলত্বমুক্তম্।

অর্থাৎ এস্থলে বেদবিহিত ভবব্রতের কথাই পশ্চাৎ কথিত হইতেছে। কেননা, এই ভবব্রত যদি বেদবিহিত না হইত, তাহা হইলে উহাতে ভৃগুর শাপপ্রভাবে পাষণ্ডিত্ব বিধান সঙ্গত হইত না, যেহেতু বেদবিধিবিরুদ্ধ শৈব-তান্ত্রিকগণের পাষণ্ডিত্ব পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়াছে; তজ্জন্য স্বতন্ত্ররূপে শিবের উপাসনাতেই এই পাষণ্ডিত্ব দোষ হয়। বৈষ্ণবজ্ঞানে শিবের উপাসনায় কোন দোষ নাই। পদ্মপুরাণে দশবিধ নামাপরাধ বিচার প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে,—"শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলং ধিয়াভিন্নং পশ্যেৎ সখলু হরিনামাহিত-করঃ" অর্থাৎ যিনি শিবের গুণ, নাম ও স্বরূপকে শ্রীবিষ্ণুর গুণ, নাম ও স্বরূপ হইতে অভিন্ন দর্শন করেন, তিনি নামাপরাধী, অথবা 'অভিন্ন' স্থলে 'ভিন্ন' এই পাঠ স্বীকার করিলে উহার অর্থ এইরূপ হইবে—যিনি শিবের ও বিষ্ণুর গুণনামাদি শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্ন জ্ঞান করেন অর্থাৎ শ্রীশিবকে শ্রীবিষ্ণু হইতে একটি স্বতন্ত্র ঈশ্বর এইরূপ কল্পনা করেন, তিনি হরিনামাপরাধী। বস্তুতঃ শিবাদি দেবতার ঈশ্বরতা পরমেশ্বর বিষ্ণুর অধীন। বিষ্ণুই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, তদায়ত্তবৃত্তি-কত্ব হেতু শাস্ত্রের কোন কোন স্থলে শিব ও বিষ্ণুর ঐক্য স্থাপিত হইলেও স্বরূপতঃ তাঁহাদের অনৈক্যই সিদ্ধ হইয়াছে; কেননা, বিষ্ণুর সহিত শিবাদি অন্য দেবতার সাম্যবুদ্ধির নিন্দাই পদ্মপুরাণাদি সাত্বতশাস্ত্রে শ্রবণ করা যায়—"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতং। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবং॥ বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বৈ নারকী সঃ" প্রভৃতি বচনই তাহার প্রমাণ (শ্রীসিদ্ধান্তরত্ন ৩।১৫)।

অতএব শাস্ত্রে যে যে স্থানে শিব-বিষ্ণুর ঐক্য কথিত হইয়াছে, তত্তৎস্থানের তাৎপর্য্যবিষয়ে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে ২১৬ অনুচ্ছেদে লিখিয়াছেন,—"শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে" অর্থাৎ শুদ্ধভগবদ্ভক্তগণ বিষ্ণুর সহিত শম্ভু ও শ্রীগুরুদেবের অভেদ-বর্ণন-স্থলে তাঁহাদিগকে বিষ্ণুর প্রিয়তমরূপেই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। ইহাই সর্ব্ব-শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত। যথা—(৪।৩০।৩৮)

বয়ন্তু সাক্ষাদ্ভগবন্ ভবস্য প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন।
সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যোর্ভিষক্তমং ত্বাদ্য গতিং গতাঃ স্ম॥

প্রচেতোগণ কহিলেন, হে ভগবন্! আমরা আপনার প্রিয়সখা শিবের ক্ষণকাল সঙ্গপ্রভাবে সুদুশ্চিকিৎস্য সংসার এবং মৃত্যুরূপ রোগদ্বয়ের সদ্বৈদ্য ও আত্মগতি আপনাকে প্রাপ্ত হইলাম।

উপরি-উক্ত শাস্ত্রীয় বাক্যাবলি আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শিব-বিষ্ণুর সর্ব্বতোভাবে ঐক্য নির্দ্দেশ করা কখনও শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট বিষয় হইতে পারে না। শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র পরম তত্ত্ব, বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কেহই ভগবৎপদবাচ্য হইতে পারেন না। অন্যের প্রতি ভগবৎ-শব্দ-প্রয়োগ ঔপচারিক। সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুমাহাত্ম্যের কোটি অংশের এক অংশের সমানমাহাত্ম্যও ব্রহ্ম-রুদ্রাদিতে নাই, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এইবাক্যের প্রমাণ স্বরূপ তত্ত্ববাদ গুরু শ্রীমন্মধ্ব মুনি (২২৩) শ্রীগীতা-ভাষ্যে শ্রীনারদীয় পুরাণ বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন।

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং শপথৈশ্চাপি কোটিভিঃ।
বিষ্ণুমাহাত্ম্যলেশস্য বিভক্তস্য চ কোটিধা॥
পুনশ্চানন্তধা তস্য পুনশ্চাপি হ্যনন্তধা।
নৈকাংশ-সমমাহাত্ম্যাঃ শ্রীশেষব্রহ্মশঙ্করাঃ॥
এতেন সত্যবাক্যেন সর্ব্বার্থান্ সাধয়াম্যহং।

বিষ্ণুর পারতম্য ও শিবাদি দেবতার পারতন্ত্র্য সম্বন্ধে শ্রীমহাভারতাদি সমস্ত ইতিহাস, পুরাণ ও শ্রুতির তাৎপর্য্য নির্ণায়ক গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত (১।১৮।২১) বলেন,—

অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।
সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ॥

অর্থাৎ যাঁহার পদনখনিঃসৃত সলিল ব্রহ্মাকর্ত্তৃক অর্ঘ্য স্বরূপে প্রদত্ত হইয়া শিবের সহিত সমগ্র জগৎকে পবিত্র করিতেছেন, ইহ জগতে সেই মুকুন্দ ভিন্ন আর কে ভগবৎ-শব্দবাচ্য হইতে পারেন? অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে,—

যচ্ছৌচনিঃসৃত সরিৎ প্রবরোদকেন
তীর্থেন মূর্দ্ধ্ন্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ।
(ভা ৩।২৮।২২)

—যে ভগবান্ বিষ্ণুর চরণধৌতজল হইতে বিনিঃসৃতা সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গার সংসারতাপনাশক পবিত্র সলিল মস্তকো-পরি ধারণ করিয়া 'শিব' ও শিবস্বরূপ হইয়াছেন।

শ্রীমহাভারতের দ্রোণ পর্ব্বের শেষে শতরুদ্রীয় উপাখ্যানে দ্বিশততম অধ্যায়ে শিবের পরিতমা-বিষয়ের উল্লেখ আছে, বস্তুতঃ তাহা তদন্তর্যামী পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা

হইয়াছে। কেন না, পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তানুসারে বিষ্ণুর পারতম্য সিদ্ধ হইয়াছে এবং বিষ্ণুর সহিত শিবের অনৈক্য ও প্রতিপাদিত হইয়াছে। এস্থলে শিবের পারতম্য সিদ্ধ করিতে হইলে দুইজন পরতত্ত্ব পরম ব্রহ্ম স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে অনিষ্টাপত্তিই হইয়া থাকে। বিশেষতঃ রাজস ও তামস পুরাণে বিধি-রুদ্রাদির পারতম্য কথিত হওয়ায় ঐগুলি প্রবল প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না, অতএব শিবের তদন্তর্য্যামী পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই সিদ্ধ। অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত (৪।৩।২৩) শিববাক্যই ইহারপ্রমাণ,—

'অধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে'

উক্ত মহাপুরাণে শিবের সঙ্কর্ষণোপাসকত্ব প্রসিদ্ধ আছে যথা,—"ভবানীনাথৈঃ স্ত্রীগণার্ব্বুদসহস্রৈরবরুধ্যমানো ভগবতশ্চতুর্ম্মূর্ত্তের্মহাপুরুষস্য তুরীয়াং তামসীং মূর্ত্তিং প্রকৃতিমাত্মনঃ 'সঙ্কর্ষণ'-সংজ্ঞামাত্মসমাধিরূপেণ সন্নিধাপ্যৈতদভিগৃণন্ ভব উপধাবতি।" (ভা ৫।১৭।১৬)

—এই ভাগবতীয় গদ্যের মর্ম্মানুবাদ শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যভাগবতে (চৈঃ ভাঃ আদি ১।২০) এইরূপ গ্রহণ করিয়াছেন,—

"পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লঞা।
সঙ্কর্ষণ পূজে শিব উপাসক হঞা॥

এতদ্ব্যতীত সম্বন্ধ-তত্ত্বাচার্য্য গোস্বামিবর্য্য শ্রীল সনাতন প্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃতের ১।২।৯৭-৯৮ ও ১।৩।১ এবং ২।৩।৬৬ শ্লোকে শিবের সঙ্কর্ষণোপাসকত্ব বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—'আত্মসম মহিমান্বিত পরম শোভাশালী পারিষদবর্গে পরিবৃত ও মহাবিভূতিযুক্ত সুন্দর ছত্রচামরাদি-পরিচ্ছদদ্বারা মণ্ডিত, স্বীয় অন্তর্য্যামী শ্রীমৎ-সঙ্কর্ষণ দেবের পূজায় রত হইয়া গিরীশ সেই স্থানে বিরাজ করিতেছেন। তিনি তথায় সঙ্কর্ষণ দেবকে স্বীয় অভীষ্ট দেবতারূপে বরণ করিয়া তাঁহার পূজা বিধানপূর্ব্বক কি অত্যদ্ভুত মহিমাই না বিস্তার করিতেছেন! দেবর্ষি নারদ সেই শিবলোকে শ্রীমৎসঙ্কর্ষণদেবের অর্চ্চনরত তদীয়ভাবে আবিষ্ট হইয়া নৃত্যপরায়ণ ও কীর্ত্তনমত্ত মহৈশ্বর্য্যশালী মহাদেবকে দর্শন করিলেন। মহাদেব জগতের ঈশ্বর হইলেও দাসের ন্যায় নিত্যকালই প্রেমসহকারে সহস্রবদন শেষমূর্ত্তি —শ্রীভগবানের পূজা করিয়া থাকেন। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের বৈভব প্রকাশ শ্রীবলদেব বা মূলসঙ্কর্ষণ। তাঁহারই অংশস্বরূপ রুদ্রান্তর্য্যামী মহাসঙ্কর্ষণ।

এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, শিবের সঙ্কর্ষণোপাসনা যেরূপ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের ও সেইরূপ জাম্ববতীর পুত্রের জন্য রুদ্র-আরাধনা মহাভারতে ঔপমন্যুব্যাখ্যানে প্রসিদ্ধ আছে। অতএব রুদ্রের হরি উপাসনা এবং হরির রুদ্র-উপাসনা দ্বারা তদুভয়ের ঐক্যই সিদ্ধান্তিত হইতেছে। অসূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের এইরূপ বিচার কিছু বিচিত্র নহে। বস্তুতঃ স্বভক্ত ভিন্ন সকাম জীব সকলের পক্ষে আধিকারিক দেবতা রুদ্রের উপাসনা সংস্থাপনার্থ, ভগবান শ্রীহরি স্বকীয় রুদ্রের আরাধনা করিয়াছিলেন, আবার এই বিষয়টি প্রচার করিবার উদ্দেশে রুদ্রের ও অন্তর্য্যামী মহাসঙ্কর্ষণকে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, ইহাই রুদ্রোপাসনার তাৎপর্য্য। শ্রীনারায়ণীয়ে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তিতে এই বিষয়টি পরিস্ফুট আছে, যথা—

অহমাত্মা হি লোকানাং বিশ্বেষাং পাণ্ডুনন্দন।
তস্মাদাত্মানমেবাগ্রে রুদ্রং সংপূজয়াম্যহম্॥
ময়াকৃতং প্রমাণং হি লোকঃ সমনুবর্ত্ততে।
প্রমাণানি হি পূজ্যানি ততস্তং পূজয়াম্যহম্॥
ন হি বিষ্ণুঃ প্রণমতি কস্মৈচিদ্বিবুধায় চ।
অত আত্মানমেবেতি ততো রুদ্রং ভজাম্যহম্॥

অর্থাৎ হে পাণ্ডুনন্দন! আমি বিশ্বের আত্মা, আমি যে রুদ্রের পূজা করি, তাহা রুদ্রান্তর্য্যামী সঙ্কর্ষণেরই পূজা। আমি যাহা করি লোকে তাহার অনুবর্ত্তন করে, প্রমাণই পূজ্য। এই নিমিত্ত আমি রুদ্রের পূজা করিয়া থাকি। বিষ্ণু কোন দেবতাকে প্রণাম করেন না, আমি আত্মাকেই (রুদ্রান্তর্যামীকেই) 'রুদ্র' বলিয়া পূজা করি। (শ্রীসিদ্ধান্ত-রত্ন, ৩য় পাদ ২১-২২ অনুচ্ছেদ)।

যদি কেহ বলেন, 'মহাদেব,' 'মহেশ্বর' প্রভৃতি নামগুলি শিবের উদ্দেশেই পঠিত হইয়া থাকে, সুতরাং উক্ত নাম-সমূহদ্বারাই শিবের পারতম্য স্বীকার করিতে হয়। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর বেদান্তস্যমন্তকে এই প্রকারে মীমাংসিত হইয়াছে,—ননু মহেশাদিসমাখ্যয়া রুদ্রপারতম্যং মন্তব্যং মৈবং তস্যা মহেন্দ্রাদিসমাখ্যাতবৈফল্যাৎ। ইন্দ্রসমাখ্যৈব শক্রং তৎসাধয়েৎ। ইদি পরমৈশ্বর্য্যে ইতিধাত্বর্থপাঠাৎ। কিং পুনর্ম্মহত্ত্ববিশেষিতাসৌ। 'তস্যানীশ্বরত্বং সর্ব্বাভ্যুপগতম্।

ঐশ্বর্য্যঞ্চ কর্ম্মায়ত্তং শতমখসমাখ্যায়াবগম্যতে। এবং মহাদেব-সমাখ্যাপি দেবরাজসমাখ্যাবদ্বোধ্যা। তথা চ প্রবলপ্রমাণ-বাধাৎ সা সা চ নিষ্ফলৈব মহাবৃক্ষসমাখ্যাবদ্ভবেৎ।

'মহেশাদি' সংজ্ঞা দ্বারা রুদ্রের পারতম্য নির্ণয় করিতে হইবে—এইরূপ বিচার সুষ্ঠু নহে, কেননা, 'মহেশা'দি সংজ্ঞার 'মহেন্দ্রা'দি সংজ্ঞার ন্যায় বৈকল্য দেখা যায়। 'ইন্দ্র' সংজ্ঞা শক্র বা শতক্রতুর উদ্দেশে পঠিত হইয়া থাকে, আবার 'ইন্দ্র শব্দে'র ধাতুগত অর্থে দেখা যায় যে,—'ইদ' ধাতুর অর্থ পারমৈশ্বর্য্য; অতএব 'ইন্দ্র' শব্দের আর মহত্বসূচক বিশেষণ নিষ্প্রয়োজন। দেবরাজ ইন্দ্রের অনীশ্বরত্ব সর্ব্বশাস্ত্র প্রসিদ্ধ এবং ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য যে কর্ম্মফলাধীন তাহা 'শতমখ' সংজ্ঞা দ্বারাই জানা যায়। 'দেবরাজ' সংজ্ঞার ন্যায় রুদ্রের 'মহাদেব' সংজ্ঞা জানিতে হইবে; প্রবল-প্রমাণের বাধহেতু 'মহাবৃক্ষ' সংজ্ঞার ন্যায় 'মহেন্দ্র' ও 'মহাদেব' প্রভৃতি সংজ্ঞার নিষ্ফলতা বুঝিতে হইবে।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর—ইহারা গুণাবতার মধ্যে গণিত হইলেও বিষ্ণুর সহিত অপর দুই জনের সাম্যবুদ্ধি করা যাইতে পারে না। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"—এই গীতোক্ত ও বাক্যানুসারে একমাত্র বিষ্ণুর উপাসনাতেই মায়াতমঃ হইতে মুক্তি লাভ হয়। স্বতন্ত্রভাবে অন্যের উপাসনায় অধঃপাত বা নিরয়বৎ সংসারলাভই হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে শ্রীমন্মধ্বমুনি শ্রীগীতাভাষ্যে (২।২৩) প্রমাণরূপে পদ্মপুরাণবচন উদ্ধার করিয়াছেন, যথা—"তত্রৈব শিবং প্রতি মার্কণ্ডেয়বচনং। সংসারার্ণব-নিমগ্ন ইদানীং মুক্তিমেষ্যামীত্যাদি। পাদ্মে শৈবে মার্কণ্ডেয়-কথাপ্রসঙ্গে শিবান্নিষিধ্য বিষ্ণোরেব মুক্তিমাহ। অহং ভোগপ্রদো বৎস মোক্ষদস্তু জনার্দ্দনঃ।"—শিবের প্রতি মার্কণ্ডেয় উক্তি—মার্কণ্ডেয় শিবকে বলিতেছেন,—আমি সংসারার্ণবে নিমগ্ন, সম্প্রতি তাহা হইতে মুক্তি বাসনা করিতেছি।" এই শিবমার্কণ্ডেয়-কথা-প্রসঙ্গে শিবকে নিষেধ করিয়া বিষ্ণু হইতে মুক্তিলাভের কথা শ্রীপদ্মপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে, অর্থাৎ শিব মার্কণ্ডেয়কে বলিতেছেন, —"হে বৎস, আমি ভোগ প্রদান করিতে পারি, মুক্তিদাতা একমাত্র জনার্দ্দন। ইহা দ্বারাও শিব বিষ্ণুর অনৈক্য ও মুক্তি-দাতৃত্বহেতু বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রসিদ্ধ আছে, যে কাশীতে শিব মুমুর্ষু জীবগণের কর্ণে তারকব্রহ্ম হরিনাম শ্রবণ করাইয়া মুক্তি প্রদান করেন। ইহা হইতেও শ্রীবিষ্ণুর পারতম্য ও মুক্তিদাতৃত্ব সিদ্ধ হইল।

"যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে। শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাহা হৈতে॥"—শ্রীগৌরসুন্দরের এই বাক্য হইতে জানা যায় যে সঙ্কীর্ণবুদ্ধি অসৎসাম্প্রদায়িকগণ অধিরোহবাদাবলম্বনে শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারে না। অবরোহবাদ বা গুরুপরম্পরাক্রমে শাস্ত্র তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়; বিষ্ণুতত্ত্ব-নির্ণয়ে প্রত্যক্ষ-অনুমানাদি কখনই প্রমাণস্বরূপে গৃহীত হইতে পারে না। শাস্ত্রমূলে বিষ্ণুর পরতমত্ব সাধিত হয়। 'শাস্ত্র' বলিলে কোন 'অনার্য' বা 'পৌরুষেয়' গ্রন্থ বুঝিতে হইবে না, 'শাস্ত্র' কাহাকে বলে ও কি কি, তাহা ব্যক্ত করিতে গিয়া শ্রীমন্মধ্বমুনি ব্রহ্মসূত্রের ১।১।৩ সূত্রের ভাষ্যে স্কন্দপুরাণবচন উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন, যথা,—

> ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
> মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥
> যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
> অতোঽন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ॥

—ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব—এই চারিবেদ, মহাভারত, বেদার্থনির্ণায়ক বেদাভিন্ন পঞ্চরাত্র ও মূল রামায়ণ—এই সকলই 'শাস্ত্র' বলিয়া অভিহিত হয়। ইঁহাদের অনুকূল যে সকল শব্দপ্রমাণ তাহাও 'শাস্ত্র'মধ্যে পরিগণিত; এতদ্ব্যতীত যে সমস্ত গ্রন্থ তাহাত শাস্ত্র নহে-ই, পরন্তু তাহা কুবর্ত্মস্বরূপ।

পুরাণাদি শাস্ত্র বহুবিধ, আবার তাহার কোন অংশে বিষ্ণুমাহাত্ম্য অধিকরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কোন অংশে বা দুর্গা গণেশ-শিবাদি দেবতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে; এই সকল বিভিন্নবাক্যের সমাধান কি উপায়ে করিতে হইবে, তাহাও শাস্ত্রকারগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যথা কূর্ম্মপুরাণে—

> অসংখ্যাতাস্তথা কল্পা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকাঃ।
> কথিতা হি পুরাণেষু মুনিভিঃ কালচিন্তকৈঃ॥
> সাত্ত্বিকেষু তু কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ।
> তামসেষু শিবস্যোক্তং রাজসেষু প্রজাপতেরিতি॥

—মুনিগণ পুরাণসকলে অসংখ্য কল্প ও তত্তৎকালীয় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-মাহাত্ম্য-সম্বলিত বিবিধ কথার আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে সাত্ত্বিক-কল্পে শ্রীহরির মাহাত্ম্য, তামস কল্পে শিবের ও রাজসকল্পে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য অধিকতর ভাবে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। অন্যত্র কথিত হইয়াছে যে, তামস ও রাজস পুরাণাদিতে শিব, অগ্নি ও ব্রহ্মাদি নানা দেবদেবীর মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে, কিন্তু "বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে"—এই হরিবংশের বচনানুসারে সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্যরূপ শ্রীহরিই অখিল বেদ ও বেদার্থ-নির্ণায়ক স্মৃতি ও পুরাণাদির একমাত্র বেদ্য। এ স্থলে বেদ, উপনিষৎ, মূল রামায়ণ, মহাভারত, পঞ্চরাত্র ও মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের বচন উদ্ধার করিয়া শিব ও বিষ্ণুর যথাযথ তত্ত্ব সুমীমাংসিত হইতেছে—

(১) বেদে বিষ্ণুর পারতম্য—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥ (ঋগ্বেদসংহিতা)

ঋগ্বেদে তেত্রিশ কোটি দেবতার বিষয় বর্ণন করিয়া শ্রীবিষ্ণুপদ ইহা পরমপদ এবং অন্যান্য দেবতা-গণ সূরি অর্থাৎ বৈষ্ণবপদই বলিবার নিমিত্তই উপরি-উক্ত মন্ত্রের অবতারণা। ইহার অর্থ—সেই বিষ্ণুর পরমপদ দিব্যসূরি অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ নিত্যকাল দর্শন করিতেছেন, সেই বিষ্ণুর পরমপদ আকাশস্থ দিনমণি সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ।

একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন শঙ্করঃ স মুনির্ভূত্বা সমচিন্তয়ৎ তত্র তে ব্যজায়ন্ত বিশ্বে হিরণ্যগর্ভোঽগ্নির্যমো বরুণ রুদ্রেন্দ্রাইতি। (১।২।২৩ মাধ্বভাষ্যধৃত শ্রুতিবচন)

— সৃষ্টির প্রাক্কালে একমাত্র নারায়ণই বর্ত্তমান ছিলেন, ব্রহ্মা বা শঙ্কর কেহই ছিলেন না। তিনি মৌনী হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাহাতে সেই বিষ্ণু হইতেই ইহ জগতে হিরণ্যগর্ভ, অগ্নি, যম, বরুণ, রুদ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে।

পুরুষসূক্তের বিষ্ণুপরতা পুরাণ বচন হইতেই জানা যায়, যথা—যথা হি পৌরুষং সূক্তং নিত্যং বিষ্ণুপরায়ণম্। তথৈব মে মনো নিত্য ভূয়াদ্বিষ্ণুপরায়ণম্॥ (১।২।২৬ মাধ্বভাষ্যধৃত পাদ্মবচন।)

শিবপর উপনিষদ্বাক্য ও তাহার তাৎপর্য্য—

অত্যাশ্রমস্থঃ সকলেন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য ভক্ত্যা স্বগুরুং প্রণম্য।
হৃৎপুণ্ডরীকং বিরজং বিশুদ্ধং বিচিন্ত্য মধ্যে বিশদং বিশোকম্॥
অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তরূপং শিবং প্রশান্তমমৃতং ব্রহ্মযোনিম্।
তমাদিমধ্যান্তবিহীনমেকং বিভুং চিদানন্দমরূপমদ্ভুতম্॥
উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্।
ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্তসাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ॥
স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্।
স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালাগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ॥
স এব সর্ব্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভব্যং সনাতনম্।
জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে॥

—(কৈবল্যোপনিষৎ ১।৫-৯)

শিবমদ্বৈতঃ চতুর্থং মন্যন্তে (মাণ্ডুক্য ৭)

—সন্ন্যাসাশ্রমীসকল ইন্দ্রিয়-নিরোধ-পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া প্রাকৃত ভোগমল রহিত বিশুদ্ধ হৃৎপদ্মে মঙ্গলপ্রদ বিশোক, অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অনন্তরূপ, প্রশান্ত, অমৃত, ব্রহ্মযোনি শ্রীসদাশিবকে চিন্তা করিবেন, তিনি আদি, মধ্য ও অন্ত্য বিহীন, অদ্বিতীয় বিভু, চিদানন্দময় প্রাকৃতরূপবর্জ্জিত অদ্ভুত। উমাসহায়, ত্রিলোচন, নীলকণ্ঠ, প্রশান্ত সেই প্রভু পরমেশ্বরকে ধ্যান করিয়া মুনিগণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি সকলের সাক্ষী ও তমোগুণরহিত।—তিনিই—ব্রহ্মা, তিনিই—শিব, তিনিই ইন্দ্র, অক্ষর, স্বরাট্ ও পরমেশ্বর। তিনিই বিষ্ণু, তিনিই প্রাণ, কাল, অগ্নি ও চন্দ্র। তিনিই—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিনিই সনাতন, তাঁহাকে অবগত হইয়াই জীব মুক্ত হন। শিবই অদ্বিতীয় তুরীয়তত্ত্ব।

এই প্রকার শিবপর উপনিষদ্বাক্যের তাৎপর্য্য—ঐ 'শিব' শব্দে সদাশিব শ্রীবিষ্ণুই বোধিত হয়েন। 'ঈশকোটি' ও 'জীবকোটি'—এই দুই প্রকার শিবের উল্লেখ শাস্ত্রে দেখা যায়। ব্রহ্মসংহিতায় (৮ম শ্লোকে) ঈশকোটি-শিব-সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে, যথা—

নিয়তিঃ সা রমাদেবী তৎপ্রিয়া তদ্বশং তদা।
তল্লিঙ্গং ভগবান্ শম্ভুর্জ্যোতীরূপঃ সনাতনঃ॥

চিচ্ছক্তিরূপা রমাদেবী নিয়তিরূপ-ভগবৎপ্রিয়া। সৃষ্টিকালে প্রপঞ্চরচনোন্মুখ কৃষ্ণাংশের যে স্বাংশ জ্যোতি উদিত হয়, তাহাই ভগবান্ শম্ভুরূপ ভগবল্লিঙ্গ অর্থাৎ প্রকটিত চিহ্ন

বিশেষ। 'ভগবান্'-অর্থে 'ষড়ৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট পরব্যোমাধীশ 'শম্ভু' বলিতে 'শং ভাবয়তি' অর্থাৎ পরব্যোমাধীশ নারায়ণ দ্বিতীয় ব্যূহ সঙ্কর্ষণের দ্বারা প্রকৃতিবিলীন জীবসমূহের ভোগায়তন উপাধির উদ্ভব বা সৃষ্টি করেন। 'জ্যোতীরূপ' অর্থে চৈতন্যবিগ্রহ। স্বয়ংরূপকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি বলিয়া 'লিঙ্গ' শব্দের উল্লেখ হইয়াছে।

এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, উপনিষদুক্ত শিবপর বাক্যগুলি সদাশিব বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে কথিত হইলে 'উমাসহায়', 'ত্রিলোচন', 'নীলকণ্ঠ', 'শিব' প্রভৃতি শব্দগুলির প্রবৃত্তি বিষ্ণুতে কিরূপে হইবে? তাহার উত্তর এই যে, ঐ শব্দগুলির অর্থান্তর আছে। বিশ্বপ্রকাশে 'উমা' শব্দের অর্থ কীর্ত্তি; কীর্ত্তি হইয়াছেন সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে সহায় যাহার, তিনিই—'উমাসহায়'। 'ত্রিলোচন'—ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান বিষয়ক তিনটী জ্ঞানরূপ নেত্র যাঁহার অর্থাৎ ত্রিকালজ্ঞ। 'নীলকণ্ঠ'—ইন্দ্রনীলমণিময় হারবিশিষ্ট। (শ্রীলঘুভাগবতামৃত টিপ্পনী ২৩শ সংখ্যা)

শ্রীজীবকোটি-রুদ্র সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৫ শ্লোকে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাৎ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

দুগ্ধ যেরূপ বিকার বিশেষ-যোগে দধিরূপ প্রাপ্ত হয়, তথাপি কারণরূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব হয় না, সেইরূপ যিনি কার্য্যবশতঃ শম্ভুতা প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। অর্থাৎ দুগ্ধ অম্লসংযোগে বিকার প্রাপ্ত হইয়া দধিরূপে পরিণত হয়, সুতরাং দধি দুগ্ধ হইতে একটী স্বতন্ত্র বস্তু নহে। আবার দধি যেরূপ দুগ্ধ পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারে না এবং দুগ্ধের গুণ দধিতে বর্ত্তমান থাকে না, তদ্রূপ তমোগুণরূপ অম্লসংযোগে বিকার-প্রাপ্ত দধিরূপ-শিব বিষ্ণু-দুগ্ধ হইতে একটী স্বতন্ত্র ঈশ্বর না হইলেও 'শিব' বিষ্ণু-পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারেন না এবং বিষ্ণুর গুণ সম্পূর্ণরূপে শিবেও বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। ষষ্টিসংখ্যক গুণ সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়ভাবে চিদ্ঘন-বিগ্রহ নারায়ণে দেদীপ্যমান। পঞ্চপঞ্চাশৎটী গুণ অংশরূপে শ্রীশিবে বর্ত্তমান। (ভঃ রঃ সিঃ দঃ ১ লঃ)।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১৪শ বিলাসে ৬৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীসনাতন গোস্বামি প্রভু বলিয়াছেন,—"আকাশানিলয়োরিবেতি দীপাদ্দীপান্তরবৎ কারণেন সহ কার্য্যস্যাভেদাভিপ্রায়েণাবতারিণাত্মনা সহাবতারস্য শ্রীশিবস্যাভেদো দর্শিতঃ।"

কার্য্য—কারণের অবয়ব, সুতরাং তাহা হইতে অভিন্ন। বায়ু যেরূপ তাহার কারণ আকাশ হইতে অথবা দধি যেরূপ তাহার কারণ দুগ্ধ হইতে একদীপ হইতে অন্য দীপের উৎপত্তির ন্যায় অভিন্ন, সেইরূপ কার্য্যরূপতা প্রাপ্ত শম্ভু কারণরূপী বিষ্ণু হইতে অভিন্ন। এই জন্য শাস্ত্রে স্থানে স্থানে শিব-বিষ্ণুর অভিন্নত্ব কথিত হইয়াছে। আবার কার্য্য ও কারণ অভিন্ন হইলেও তাঁহাদের কোন অংশেও ভেদ নাই, এরূপ নহে। সুতরাং কার্য্য-বিচারে বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে ভেদও স্বীকার করিতে হইবে। শিব ও বিষ্ণু সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় সার উদ্ধার করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীকবিরাজ গোস্বামিচরণ নিজগ্রন্থে (ম ২০।৩০৭-৯ ও ৩১১) এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন,—

নিজাংশকলায় কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকরি'।
সংহারার্থে মায়াসঙ্গে রুদ্ররূপ ধরি'॥
মায়াসঙ্গে বিকারে রুদ্র ভিন্নাভিন্ন রূপ।
জীবতত্ত্ব হয়, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ॥
দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে।
দুগ্ধান্তর বস্তু নহে দুগ্ধ হৈতে নারে॥
শিব—মায়া শক্তিসঙ্গী তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত গুণাতীত বিষ্ণু পরমেশ॥

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শ্রীব্রহ্মসূত্রের ১।১।৭ সূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন,—

চেতনস্য দ্বিধা প্রোক্তা জীব আত্মেতি চ প্রভো।
জীবব্রহ্মাদয়ঃ প্রোক্তা আত্মৈকস্তু জনার্দ্দনঃ॥
ইতরে চাত্মশব্দস্য সোপচারঃ প্রযুজ্যতে।

—জীব ও আত্মা (পরমাত্মা) ভেদে দুই প্রকার চেতনের কথা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ব্রহ্মাদি সকলই জীবতত্ত্বের অন্তর্গত; পরমাত্মা একমাত্র জনার্দ্দন। অপরে যে 'আত্মা' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, তাহা ঔপচারিক।

(২) মূল-রামায়ণ-প্রমাণ—

মূল-রামায়ণ-গ্রন্থে পরশুরামের উক্তিতে শিব হইতে বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠতা কথিত হইয়াছে, যথা—

হুঙ্কারেণ মহাবাহু স্তম্ভিতোঽথ ত্রিলোচনঃ।
জৃম্ভিতং তদ্ধনুর্দৃষ্ট্বা শৈবং বিষ্ণুপরাক্রমৈঃ॥
অধিকং মেনিরে বিষ্ণুং দেবাঃ সর্ষিগণাস্তদা॥

—মহাবাহু ত্রিলোচন বিষ্ণুর হুঙ্কারে স্তম্ভিত হইলেন। শ্রীবিষ্ণুর পরাক্রমে মহাদেবের ধনু জৃম্ভিত দেখিয়া দেবগণ ও ঋষিগণ শ্রীবিষ্ণুকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিলেন।

এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, পঞ্চম বেদ শ্রীমহাভারতে দানধর্ম্ম ১৪৯ অধ্যায়ে বিষ্ণু-সহস্র-নাম-কথনে শিবনামসমূহও বিষ্ণুর নামের সহিত অভিন্নরূপে পঠিত হইয়াছে, অতএব অন্যান্য পুরাণ অপেক্ষা মহাভারতের প্রমাণ অধিক প্রবল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ এরূপ বিচার সুষ্ঠু নহে। কেননা, সর্ব্বতন্ত্র বিষ্ণু-ব্যতীত শিবাদি দেবতা কেন কোন বস্তুরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। শিবাদি সমস্ত নামই শ্রীবিষ্ণু তাৎপর্য্য-পর। তিনি নিজের ঐ নামগুলি বিভিন্ন দেবতাকে প্রদান করিয়াছেন। যজুর্ব্বেদ শতপথ ৬ষ্ঠ কাণ্ড ৩য় ব্রাহ্মণে কথিত আছে—ভূতানাং পতিঃ সংবৎসরে উষসি রেতোঽসিঞ্চৎ। তৎ সংবৎসরে কুমারোঽজায়ত সোঽরোদীত্তং প্রজাপতিরব্রবীৎ। কুমার কিং রোদিষি যৎ শ্রমাৎ তপসোঽধিজাতোঽসীতি। সোঽব্রবীদনপহতপাপ্মা বা অহমস্মি নাম মে দেহি পাপ্মনোঽপহত্যা ইতি। তং প্রজাপতিরব্রবীদ্রুদ্রোঽসীতি। তস্য তন্নামাকরোদগ্নিস্তদ্রূপমভবৎ অগ্নির্বৈ রুদ্রো যদরোদীৎ তস্মাদ্রুদ্রঃ। সোঽব্রবীৎ জ্যায়ান্ বা অহমস্মি দেহ্যেব নামেতি। তং প্রজাপতিরব্রবীদ্ভবোঽসীতি সর্ব্বোঽসীতি ঈশানোঽসীতি পশুপতিরসীতি উগ্রোঽসীতি ভীমোঽসীতি মহাদেবোঽসীতি। (সিঃ রত্ন ৩।৪০ সংখ্যা ধৃত)

—ভূতপতি ব্রহ্মা সংবৎসরাখ্য যোনিতে রুদ্রাত্মক বীর্য্য আধান করিলেন। তাহা হইতে কুমারের উৎপত্তি হইল। তিনি ক্রন্দন করিতেছিলেন দেখিয়া প্রজাপতি তাঁহাকে কহিলেন, 'অহে কুমার তুমি ক্রন্দন করিতেছ কেন?' কুমার বলিলেন, নামকরণ ব্যতিরেকে আমি নিষ্পাপ হইতে পারিতেছি না। অতএব আমাকে নাম প্রদান করুন, আমি তদ্দ্বারা পাপমুক্ত হই। প্রজাপতি তাঁহাকে রোদন করিতেছিলেন বলিয়া 'রুদ্র' নাম প্রদান করিলেন। রুদ্র বলিলেন, আমি সবর্বের জ্যেষ্ঠ, অতএব তদনুসারে আমাকে নাম প্রদান করা হউক। প্রজাপতি বলিলেন সর্ব্ব, ঈশান, পশুপতি, উগ্র, ভীম, মহাদেব—এইসকল তোমার নাম হইল। বস্তুতঃ মহাভারতে সহস্র-নাম-কথনে যে শিবের নাম পঠিত হয়, ঐগুলি বিষ্ণুতাৎপর্য্যপর, তাহা শ্রীমন্মধ্বমুনি ব্রহ্মসূত্রভাষ্য (১।৩।৭) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-বচন উদ্ধার করিয়া সুসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন,—

রুজং দ্রাবয়তে যস্মাৎ তস্মাদ্রুদ্রো জনার্দ্দনঃ।
ঈশানাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্ত্বতঃ।
পিবন্তি যে নরা নাকং মুক্তাঃ সংসারসাগরাৎ।
তদাধারো যতো বিষ্ণুঃ পিনাকীতি ততঃ স্মৃতঃ।
শিবঃ সুখাত্মকত্বেন শর্ব্বঃ সংরোধনাদ্ধরিঃ।
কৃত্যাত্মকমিদং দেহং যতো বস্তে প্রবর্ত্তয়ন্।
কৃত্তিবাসাস্ততো দেবো বিরিঞ্চিশ্চ বিরেচনাৎ।
বৃংহণাদ্ ব্রহ্মনামাসাবৈশ্বর্য্যাদিন্দ্র উচ্যতে।
এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেক এব ত্রিবিক্রমঃ।
বেদেষু স পুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ।

—যাহা হইতে রোগসমূহ বিদ্রাবিত হয়, সেই জনার্দ্দনই 'রুদ্র' পদ বাচ্য। সকলের নিয়ামক হেতু তাঁহাকে 'ঈশান' ও মহত্ত্বপ্রযুক্ত 'মহাদেব' বলা হয়। যে সকল ব্যক্তি সংসারসাগর হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গ (বৈকুণ্ঠ) লাভ করেন, তাঁহাদের নাম পিনাক। বিষ্ণু ঐ সকল পিনাকের আধার বলিয়া তিনি 'পিনাকী', সুখাত্মক বলিয়া 'শিব', সংহার-হেতু 'হর' এবং কার্য্যাত্মক বিশ্বের প্রবর্ত্তন করেন বলিয়া 'কৃত্তিবাস' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন। তিনি মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক সকলকে রুদ্ধ করেন বলিয়া 'সর্ব্ব'। সৃষ্টি করেন বলিয়া 'বিরিঞ্চি', বৃংহণ-হেতু 'ব্রহ্ম' এবং ঐশ্বর্য্যহেতু 'ইন্দ্র' নামে উক্ত হন। পুরুষোত্তম ত্রিবিক্রমই নানা সংজ্ঞায় বেদ ও পুরাণাদিতে গীত হন।

(৩) **শ্রীভাগবত প্রমাণ**—ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য সর্ব্বশাস্ত্রসার মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে শিব-বিষ্ণু-বিষয়ে সিদ্ধান্ত— (ভা. ১০।৮৮।৩,৫)

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা॥
হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ॥
সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥

এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮৯ অধ্যায়ে বিষ্ণুতত্ত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনোদ্দেশ্যে একটি আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্মানুবাদ এই,—"সরস্বতী তীরে যজ্ঞ করিতে করিতে ঋষিগণের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। ইহার কোন মীমাংসা করিতে না পারিয়া ঋষিগণ অবশেষে ভৃগুকে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিলেন, ভৃগু প্রথমে ব্রহ্মার নিকটে গেলেন, তথায় ব্রহ্মাকে প্রণাম ও স্তব না করায় ব্রহ্মা ভৃগুর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন তদনন্তর ভৃগু তথা হইতে শিবলোকে উপস্থিত হইয়া শিবকে 'উৎপথগামী' বলায় শিব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শূলদ্বারা বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। অতঃপর ভৃগু বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া শ্রীলক্ষ্মীর সহিত শয়ান শ্রীবিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করিলেন, শ্রীবিষ্ণু তাহাতে কুপিত না হইয়া তাঁহার যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিলেন, এবং তাঁহার সমাগম জানিতে পারেন নাই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; আরও বলিলেন, অদ্য হইতে আপনার পদচিহ্ন আমার বক্ষের ভূষণ হইল। ভৃগু বৈকুণ্ঠ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ঋষিগণের সমক্ষে উক্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন, ঋষিগণ ভৃগুর মুখনিঃসৃত বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক নিঃসংশয়ে বিষ্ণুকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতে পারিলেন।

শ্রীধরস্বামিপাদ ১০।৮৯।১-২৮ ভাবার্থদীপিকায় বলিয়াছেন,—"স চোক্তলক্ষণো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবেতি দর্শয়িতুমাখ্যানান্তরমাহ একদেতি" অর্থাৎ ঋষিগণ-কথিত উক্ত-লক্ষণ-বিশিষ্ট ভগবান একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ, তাহা বিশেষ রূপে প্রতিপাদন করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত আখ্যান ব্যতীত আরও একটি উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে এস্থানে তাহা উদ্ধৃত হইল না।

শ্রীমদ্ভাগবতে বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ ও ইতিহাসাদির সার সমুদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতকেই মূল প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, অন্যান্য পুরাণ ও তন্ত্রবচনসমূহ যাহা শ্রীমদ্ভাগবতের অনুকূল, তাহাই আদরনীয়, ইহা স্কন্দপুরাণোক্ত **শিববাক্য** হইতেই জানা যায়, যথা—কার্ত্তিকের প্রতি শিব-বচন—"শিবশাস্ত্রেঽপি তদ্গ্রাহ্যং ভগবচ্ছাস্ত্রযোগি যৎ ইতি। অন্যতাৎপর্য্যকত্বেন স্বতন্ত্রাপ্রামাণ্যাদযুক্তঞ্চৈতৎ যথা পঙ্কেন পঙ্কাম্ভ ইত্যাদিবৎ।"

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ)

অর্থাৎ শিবশাস্ত্রের যে সকল বাক্য ভগবৎশাস্ত্রের অনুকূল তাহাই আদরণীয়, অন্য তাৎপর্য্যরূপ বাক্যের অপ্রামাণ্য শিববচন হইতেই সিদ্ধ হইয়াছে; দৃষ্টান্ত যথা—কর্দ্দমাক্ত জল যেমন কর্দ্দম দ্বারা নির্ম্মল হয় না, সেইরূপ তামস শাস্ত্রের দ্বারা অজ্ঞানান্ধ জীবের সংশয় দূরীভূত হয় না।

পূর্ব্বে শ্রীকূর্ম্মপুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়া শিবের উৎকর্ষ-প্রতিপাদক শাস্ত্রের তামসত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, এক্ষণে ঐ সকল শিবোৎকর্ষ-প্রতিপাদক বাক্যগুলি যে প্রমাণ-স্বরূপে গৃহীত হইতে পারে না, তাহা স্বয়ং শিবের বাক্য হইতেই প্রমাণিত হইল; যথার্থ শিবভক্ত ব্যক্তিমাত্রেরই উহা অবশ্য আদরণীয়, সন্দেহ নাই।

এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় অন্যান্য পুরাণসকলের বক্তাও শ্রীসূত, শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্য যেরূপ প্রামাণ্য, অন্যান্য পুরাণের বাক্যও তদ্রূপ প্রমাণরূপে স্বীকার করা হউক, এতদুত্তরে শ্রীপাদ জীব গোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"যুক্তঞ্চ তস্য বৃদ্ধসূতস্য শ্রীভাগবতমপঠিতবতঃ শ্রীবলদেবাবজ্ঞাতুঃ শ্রীভগবত্তত্ত্ব-সম্যক্জ্ঞানজং বচনম্" অর্থাৎ স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি রাজস ও তামস পুরাণের বক্তা রোমহর্ষণসূত, তিনি শ্রীভাগবত অধ্যয়ন করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন ব্যতীত ভগবত্তত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে জানা যায় না। রোমহর্ষণসূত যে ভগবত্তত্ত্বে অনভিজ্ঞ ছিলেন, তাহা তাঁহার নৈমিষারণ্যে শ্রীবলদেবাবজ্ঞা হইতেই জানা যায়। প্রবন্ধ-বাহুল্য-ভয়ে এস্থলে আর অধিক প্রমাণ বচন উদ্ধৃত হইল না, সুধী পাঠকবর্গ প্রবন্ধোক্ত বিচার অবলম্বন পূর্ব্বক বিষ্ণু-প্রীত্যর্থে "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" এই ভাগবতীয় বচনানুসারে বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভুর ব্রতে ব্রতী হইয়া তাঁহার নিকট শ্রীহরিপাদপদ্মে নিরুপাধিকা রতি প্রার্থনা করিবেন। স্বতন্ত্র-ঈশ্বর-বুদ্ধিতে যে শিবের উপাসনা, তাহাতে হরিপ্রিয় শিবের সন্তোষ নাই। শ্রীশম্ভু নিজ ভক্ত প্রচেতোগণকে ইহা স্বয়ং বলিয়াছেন,—

যঃ পরং রংহসঃ সাক্ষাৎ ত্রিগুণাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ।
ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি মে॥

—যে ব্যক্তি প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম স্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবের চরণে অনন্যভাবে শরণাগত হন, তিনিই আমার প্রিয়। এই স্থানে শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত

(ম ১৯।১৭৬-১৯৬) সুদক্ষিণরাজার উপাখ্যানটী ও আলোচ্য
শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—

"হিরণ্যকশিপু বর পাইয়া ব্রহ্মার।
লঙ্ঘিয়া তোমারে গেল সবংশে সংহার॥
শিরশ্ছেদে শিব পূজিয়াও দশানন।
তোমা লঙ্ঘি' পাইলেন সবংশে মরণ॥
সর্ব্বদেব মূল তুমি সবার ঈশ্বর।
দৃশ্যাদৃশ্য যত সব তোমার কিঙ্কর॥
প্রভুরে লঙ্ঘিয়া যে দাসেরে ভক্তি করে।
পূজা খাই সেই দাস তাহারে সংহারে॥
তোমা না মানিয়া যে শিবাদি দেব ভজে।
বৃক্ষ মূল কাটি' যেন ডালেরে পূজে॥"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৯শ)

* * *

"শুন শিব তুমি মোর নিজ দেহ মন।
যে তোমার প্রিয় সে মোহার প্রিয়তম॥
ক্ষেত্রের পালক তুমি সর্ব্বদা আমার।
সর্ব্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাম অধিকার॥"

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য়)

শ্রীগৌরসুন্দরের উক্তি যথা-

"কন্যাগণে কহে,—আমা পূজ আমি দিব বর।
গঙ্গা-দুর্গা দাসী মোর **মহেশ কিঙ্কর॥"**

(চৈঃ চঃ আদি ১৪শ

"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তিঁহো সর্ব্বদেব-অবতংস॥
তিঁহো করেন কৃষ্ণের দাস্য প্রত্যাশ।
নিরন্তর কহেন শিব—'মুঞি কৃষ্ণদাস॥'
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণ গুণ-লীলা গায় নাচে নিরন্তর॥'
এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগত-ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর॥
কেহ মানে, কেহ না মানে সব তার দাস।
যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৬ষ্ঠ)

শ্রীলোচনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন,—

মহেশ্বর প্রভু সব বৈষ্ণবের রাজা।
সেই ভাবে যেই জন করে তাঁর পূজা॥
তাঁহার হস্তে শিব করেন ভোজন।
সে প্রসাদ পাইলে হয় বন্ধ-বিমোচন॥

গুণাবতার শিব, সদাশিব ও স্বয়ং ভগবানের তত্ত্ব অবগত হইয়া শুদ্ধভক্তগণ তাঁহাদের যথাযোগ্য পূজা করিয়া থাকেন। অচ্যুতই সকলের মূল; মূলে জলসেচন করিলে পত্রপুষ্পাদির সন্তোষ হইয়া থাকে। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীভাগবতামৃত-কণার ৫ম অনুচ্ছেদে শ্রীশিব, সদাশিব ও স্বয়ং ভগবান সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—

সদাশিবঃ স্বয়ংরূপাঙ্গবিশেষস্বরূপো নির্গুণঃ সঃ শিব-স্যাংশী। অতত্রব্রহ্মতোৎপাধিকো বিষ্ণুনা সাম্যঞ্চ জীবাদ্ সগুণত্বেহসাম্যঞ্চ।

—যিনি বৈকুণ্ঠধামে সদাশিবরূপে বিরাজিত, তিনি গুণাবতার-শিব নহেন, তিনি নির্গুণ এবং স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই অঙ্গবিশেষ। এই সদাশিব গুণাবতার-শিবের অংশী। অতএব ব্রহ্মা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বিষ্ণুর সহিত সমান। জীব সগুণ বলিয়া জীব হইতে ইঁহার ভেদ স্বীকার করিতে হইবে। গুণাবতার-শিবের অংশী এই নির্গুণতত্ত্ব-সদাশিবই বৃন্দাবনের অধীশ্বর 'গোপেশ্বর' নামে খ্যাত। তিনি শুদ্ধবৈষ্ণবগণের দ্বারা পূজিত। ভগবদ্ভক্তগণ এইরূপ ভাবে শ্রীসদাশিবের আরাধনা করিয়া থাকেন,—

বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোম-সোম-মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য। গোপেশ্বর ব্রজবিলাসি-যুগাঙ্ঘ্রি-পদ্মে প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে॥—হে বৃন্দাবনাবনিপতে! হে উমাপতি চন্দ্রশেখর! হে সনন্দন-সনাতন-নারদপূজ্য! হে গোপেশ্বর! ব্রজবিলাসী শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মে আমাকে নিরুপাধিকপ্রেম প্রদান করুন।

শ্রীল জীবগোস্বামিচরণ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শিবপূজা-বিষয়ে চারিটী অভিপ্রায় বিবৃত করিয়াছেন—(১) শুদ্ধবৈষ্ণব-স্বরূপেই শিব—সম্মাননমাত্র; (২) শিবাধিষ্ঠানেও ভগবান্ বিষ্ণুই—পূজ্য; (৩) স্বতন্ত্র-ঈশ্বরজ্ঞানে শিবপূজায় পাষণ্ডিত্ব বা ভৃগুশাপ অনিবার্য্য, (৪) বৈষ্ণবপ্রবর শিবের অবজ্ঞায় মহাদোষ।

শ্রীশ্রীমায়াধীশায় নমঃ

শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা ও গৌরজন্মোৎসবের

আয়-ব্যয়-তালিকা

শ্রীচৈতন্যাব্দ, ৪৩৯, সন ১৩৩২ সাল

আয়ের তালিকা

সংগৃহীত

মাঃ শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামীপ্রভু- খেঁওখালী প্রভৃতি স্থান হইতে	৩৭৫৲
মাঃ শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী মহারাজ - কোলাঘাট প্রভৃতি স্থান হইতে	৩১৪॥৶০
মাঃ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ - বেলডাঙ্গা, কান্দি প্রভৃতি স্থান হইতে	৩১০৲
মাঃ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ রায়,—সাউরী	৮০.
মাঃ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত মহারাজ- কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে	৮০।/৪
মাঃ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ - কালনা প্রভৃতি স্থান হইতে	৮০,০
মাঃ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় নারায়ণগঞ্জ হইতে	৩০, ০
মাঃ শ্রীমদতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী ভক্তিগুণাকর - মানবাদ হইতে	২৫.
মাঃ শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র মণ্ডল, কাকদ্বীপ-	২১৲
মাঃ শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র মণ্ডল —	৫॥০
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়- -	১০০৲
রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুরের স্ত্রী—	১৯০.
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত—	১২৫৲
শ্রীযুক্তা কৃষ্ণদাসী —	১২০.
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ঘোষ—	১০০৲
শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ সর্দ্দার—	১০০৲
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মণ্ডলের মাতা—	৫০৲
শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দে --	৩০৲
ভাগবত দাসাধিকারী—	২৩৲
শ্রীযুক্তা কাদম্বিনী মিত্র—	২২৲

২৫ টাকা হিসাবে ৪ জন——১০০৲ টাকা

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, নটবর মুখোপাধ্যায়, শরচ্চন্দ্র দাড়া, সৌরেন্দ্রনাথ বসু।

২০৲ টাকা হিসাবে ৫ জন ১০০ টাকা

K. Dutt M. A. B. L., সৌদামিনী ঘোষ, ললিতাপ্রসাদ দত্ত M. R. A. S., রাজবালা দাসী, জনৈকা।

১৬৲ টাকা হিসাবে ২ জন ৩২ টাকা

ডাঃ সিদ্ধেশ্বর মজুমদার, হেমচন্দ্র দত্ত।

১৫৲ টাকা হিসাবে ৬ জন ৯০৲ টাকা

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, লক্ষ্মণ সাউ, নফরচরণ রায়, মদনমোহন ভক্তিমধুকর, কুমার প্রমথনাথ মিত্র, হরিসাধন চাটার্জ্জী।

শ্রীযুক্ত তারিনাথ মল্লিক ১২৲ শ্রীমতী সরোজবাসিনী ঘোষ ১১

১১৲ টাকা হিসাবে ২ জন ২২৲ টাকা

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ বানার্জ্জী ভক্তিপ্রকাশ, অনন্তরাম দড়ঘড়।

১০৲ টাকা হিসাবে ৩৫ জন ৩৫০৲ টাকা

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী কামিলা, ইন্দ্রনারায়ণ পতি, ধরণীধর জানা, ঝাড়েশ্বর সিংহ, মঃ নিবারণচন্দ্র দেওয়ান, ক্ষীরোদলাল সাহা, দীনদয়াল দাসাধিকারী, রমণ ঘোষ, বিভূতিভূষণ মণ্ডল, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র ঘোষাল, সত্যেন্দ্রনাথ দাস, উমেশচন্দ্র নিয়োগী, কান্তিদাস বাবাজী, মাঃ কামদেব অধিকারী, শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ৺মতিলাল পালের স্ত্রী, ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, কিশোরীমোহন পাল, কৃষ্ণদাসের মাতা, সত্যগৌরাঙ্গ অধিকারী, সুশীলাসুন্দরী দাসী, কুসুমকুমারী দেবী, রোহিণীকুমার ঘোষ, ব্রজলাল ঘোষ, অধোক্ষজ দাসাধিকারী, দীনবন্ধু সেন, সচ্চিদানন্দ সাহা, কে. কে. কুণ্ডু চৌধুরী, যদুনাথ পাল, সুরেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত, ননীলাল গুপ্ত, গোপীনাথ সামন্ত, অনাথবন্ধু মিত্র, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

৮৲ টাকা হিসাবে ৫ জন ৪০৲ টাকা

শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন নায়েক, অভিরাম সাধু, আনন্দচন্দ্র মোদক, হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ নস্কর।

৭৲ টাকা হিসাবে ৬ জন ৪২৲ টাকা

শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী, বসন্তকুমার দে, মন্দাকিনী দাসী, অদ্বৈত দাসাধিকারীর স্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ দত্ত, হরিমোহন মোদক।

৬৲ টাকা হিসাবে ১০ জন ৬০৲ টাকা

শ্রীযুক্ত আশুতোষ দে, ভোলানাথ সাউ, ভোলানাথ শেট, মণীন্দ্রবাবুর মাতা, মহেন্দ্রনাথ দাস, দুর্গাদাস সাধু, নটবর পোদ্দার, সর্ব্বানন্দ অধিকারীর স্ত্রী, ঘাটাল হাইস্কুলের শিক্ষকবর্গ, গৌরগোবিন্দ বিশ্বাস।

৫৲ টাকা হিসাবে ৬৭ জন ৩৩৫৲ টাকা

শ্রীযুক্ত দুর্য্যোধন ধাওয়া, উপেন্দ্রনাথ সেন, শঙ্করচন্দ্র সাউ, অমৃতলাল লাহা, আনন্দবালা দাসী, গিরিবালা দাসী, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বিভূতিভূষণ মণ্ডল, রমণ লাল ঘোষ, কেদারনাথরায়, রাজমোহন সাহা, কালীবর দত্ত, গঙ্গাসাগর আনন্দ মোহন সাহা, শিবচন্দ্র গৌরচন্দ্র রায়, রাধানাথ ব্রজনাথ সাহা, রামকৃষ্ণ মদনমোহন সাহা, কৃষ্ণচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্র সাহা, মহিমচন্দ্র জানকীনাথ সাহা, সতীশচন্দ্র গুহ ঠাকুরতার মাতা, জিতেন্দ্রনাথ দত্ত, গিরিবালা দাসী, আনন্দবালা দাসী, যোগেন্দ্রনাথ সরকারের শ্বশ্রূমাতা, হরেকৃষ্ণ দাসাধিকারীর স্ত্রী, কুমুদকান্ত ভৌমিক, শ্রীকিষণধর দট, বৃন্দাবনচন্দ্র দে, শ্রীনিবাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জে, বি, দত্ত, কৃষ্ণপ্রসন্ন দাসাধিকারী, অক্ষয়কুমার দাস, মন্মথনাথ সাহার ঠাকুরমাতা কিশোরীমোহন পানের মাতা, ঐ পত্নী, মৃণালিনী বসু, গদাধর দাস, সুরেন্দ্রনাথ বেরা, রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী, হরিপদ ঘোষ, হরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণের মাতা, উপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী, নৃসিংহবালা দাসী, ফুলকুমারী দাসী, হেমন্তকুমারী দাসী, উপেন্দ্রনাথ সিকদার, কামিনী দাসী, মাধবী দাসী, যোগেন্দ্রলাল সাহা, ত্রিবিক্রম দাস, মাঃ যোগেন্দ্র নাথ বসু, হেমাঙ্গিনী ঘোষ, হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, পটেশ্বরী দাসী, নীরদাসুন্দরী নাগ, যামিনীকান্ত পুরকাইত, ভূতনাথ মণ্ডল, কর্পূরের মাতা, রসময়ের মাতা, জ্যোতির্ম্ময়ের মাতা, দাশরথী দত্ত, ব্রজগোপাল নন্দী, ঠাকুরচন্দ্র চন্দ্র, সন্ন্যাসীচন্দ্র দত্ত, সারদাপ্রসাদ পাল, মুক্তারাম পাল।

৪৲ টাকা হিসাবে ২২ জন ৮৮৲ টাকা

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ধাওয়া, হরতারণ গাঙ্গুলী, নলিনী মোহন সরকার, গুরুপ্রসাদ চণ্ডীপ্রসাদ সাহা, চারুবালা দাসী, নিবারণচন্দ্র মিত্র, শরচ্চন্দ্র চন্দ্র, হরিপদ বানার্জ্জী, ক্ষীরদাকুমারী দাসী, গিরিবালা দাসী, রাধাসুন্দরী, প্রভাবতীর মাতা, নরনারায়ণ দাসাধিকারী, কুঞ্জবিহারী পাইন ভক্তিসুহৃদ, সরোজকুমার মুখার্জী, হেমন্তকুমারী বসু, সর্ব্বেশ্বর মণ্ডল, রসময় সর্দ্দার, চন্দ্রকান্ত কয়াল, এলোকেশী দাসী, রাজকৃষ্ণ শেঠ, অবিনাশচন্দ্র দাস, ব্রজমোহন মাণিক।

৩৲ টাকা হিসাবে ২৫ জন ৭৫৲ টাকা

শ্রীযুক্ত নটবর শীল, মাঃ জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, হরিমোহন ব্রজমোহন সাহা, চন্দ্রনাথ আনন্দমোহন সাহা, হরিশচন্দ্র রামকানাই ভূয়া, কুঞ্জবিহারী পাল, ভৈরবচন্দ্র বণিক, বঙ্গবিহারী হালদার, পূর্ণচন্দ্র সাধু, জ্ঞানেন্দ্রনাথ দে, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, বঙ্কবিহারী অধিকারী, কাত্যায়নী দাসী, সুকুমারী দাসী, শুকলাল গড়াই, ঈশ্বর গড়াই, শরৎকুমারী দাসী, বামাচরণ সমাদ্দারের স্ত্রী, সুভাষিণী দাসী, তরুবালা দাসী, অবিদ্যাহরণ দাসাধিকারীর মাতা, আনন্দময়ী দেবী, ভূষণচন্দ্র হালদার, বিশ্বম্ভর পাইক, কালীপদ সরকার এণ্ড কোং।

২৷৹ টাকা হিসাবে ৬ জন ১৩৷৹ টাকা

শ্রীযুক্ত রামজয় পাণ্ডব, গোপীনাথ দত্ত, বিপিনবিহারী মাইতি, মাঃ গঙ্গাচরণ কুণ্ডু, কুঞ্জবিহারী সাহা, মঞ্জুবালা দাসী, মাঃ কুঞ্জবিহারী পাইন ভক্তিসুহৃৎ।

২৲ টাকা হিসাবে ১৫৭ জন ৩১৪৲ টাকা

শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রলাল পাঁড়ে, নারায়ণচন্দ্র পাল, গোপীনাথ অধিকারী, কেদারনাথ দত্ত, হারাধন ঘোষ, পীতাম্বর সাউ, বিক্রমচন্দ্র শীট, নরেন্দ্রনাথ দাস, কৈলাসচন্দ্র প্রধান, গোপীনাথ লাল, হৃদয় রাণা, রাধানাথ মহাপাত্র, রমেশচন্দ্র রায়, দেবীচরণ অট্ট, রামদেব মহাপাত্র, রাখালচন্দ্র ঘোষ, অদ্বৈতকুমার মিত্র, কুঞ্জবিহারী শিকদার, দীনবন্ধু সাহা, হৃদয়নাথ সাহা, পঞ্চানন শিকদার, যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, প্রভাতকুমার ভৌমিক, কালীপ্রসন্ন দাস, মাঃ ললিতমোহন চক্রবর্ত্তী,

বিরাজ বাবুর স্ত্রী, ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা, জীবলাল পাল চৌধুরী, কৃষ্ণমোহন সাহা রাধামোহন সর্দ্দার, ব্যাপারিয়ান গদী, ভূপেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, পি. এন. মেথা, মাখমলাল শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী, কমলাকান্ত বিশ্বাস, ডাঃ প্রাণবল্লভ পাল চৌধুরী, নবকিশোর অভয়কুমার সাহা, ললিতমোহন বৃন্দাবনচন্দ্র সাহা, সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী, অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য, রসিকলাল পাল, প্রমদা দাসী, অদ্বৈতকুমার মিত্র, ত্রিগুণময়ী দাসী, শ্রীপতিচরণ দাস, রবীন্দ্রনাথ দত্তের মাতা, রবীন্দ্রনাথ দত্ত, দীননাথ সাঁই, সীতানাথ গুঁই, বিনয়কৃষ্ণ পাল, কামদেব অধিকারী, নরোত্তম অধিকারী, শীতলচন্দ্র সরকার, সিদ্ধেশ্বর মজুমদারের স্ত্রী, গিরিবালা, হরলাল সাহা, শরৎযামিনী দাসী, সর্ব্বসুন্দরী দাসী, বিনোদবাসিনী, অক্ষয়কুমার বস্থ, শরৎকুমারী বসু, পটেশ্বরী বসু, এককড়ি সিংহ রায়, অশোকনাথ ঘোষ, গণেশচন্দ্র দে, ত্রিগুণা দাসী, যামিনী দাসী, রাধাকান্ত দাস, কমলিনী দাসী, সরসীবালা দাসী, রাধানাথ ঘোষ, ললিতমোহন দাসাধিকারী, ভুটি দাসী, কৃপা দাসী, গিরিবালা দাসী, সুবাসিনী দাসী, শ্রীনাথের মাতা, নয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, চন্দ্রবালা দাসী, অন্নভাবিনী দাসী, নিমু বৈষ্ণবী, সৈরভ বৈষ্ণবী, বাসিনী দাসী, প্রবোধা দাসী, সুন্দরী দাসী, শ্যামা দাসী, কার্ত্তিকচন্দ্র পোদ্দার, পুলিনবিহারী পোদ্দারের মাতা, সনাতন ব্রহ্মচারী, রামচন্দ্র দত্ত, সতীশচন্দ্র সাহা, রাসবিহারী সাহা, নিতাই সেবক সাহা, ত্রৈলোক্য দাসী, মতিলাল সাহা, শ্যামদাস ব্রহ্মচারী, সহদেবের মাতা, সুশীলা, শরৎকুমারী দেবী, অম্বিকাচরণ দে, কামিনী সুন্দরী দাসী, রণমায়া দাসী, মৃণালিনী দাসী, ব্রজমোহন দাস, ফুলমণি দাসী, অপ্রাকৃত দাসের মাতা, মতিলাল রায় চৌধুরী, কিশোরীমোহন পালের স্ত্রী, নরেন্দ্রনাথ দত্ত, অটলবিহারী দাস, সরোজবাসিনী ঘোষ, কুসুমকুমারী দাসী, রামচন্দ্র রজক, ভূপেন্দ্রনাথ অধিকারী, অদ্বৈতপ্রসাদ দে, আমোদলাল বর্ম্মণ, জীবনকৃষ্ণ দাস মহাপাত্র, হরিদাস দে পোদ্দার, পরমেশ্বর মণ্ডল, নবকুমার পাল, কিশোরীমোহন রায়, রামকৃষ্ণ দে, আশুতোষ দে, শ্রীচরণ বাগ, রঙ্গলাল দাসাধিকারী, রজনীকান্ত দাস, জগত্তারিণী দাসী, রাসমণি দেবী, ভবসিন্ধু পুরকাইত, গুরুপদ নস্কর, বিহারীলাল সর্দ্দার, স্বর্ণমণি দাসী, কান্তমণি দাসী, রজনীকান্ত সর্দ্দার, রমানাথ হালদার, যজ্ঞেশ্বর হালদার, অশ্বিনীকুমার বৈরাগী, রমানাথ নস্কর, শরচ্চন্দ্র হালদার, শ্রীকৃষ্ণ নস্কর, বেণীমাধব নস্কর, দশুনরের বৌদিদি, গেঁড়ুদাসের কন্যা, উমেশের ভগ্নি, প্রিয়নাথ হালদার, নারায়ণচন্দ্র হালদার, চিন্তামণি হালদার, সুরেন্দ্র নাথ হালদার, ক্ষেত্রমোহন বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ সাহা, সুরেন্দ্রনাথ সিংহ, সন্ন্যাসীচরণ প্রামাণিক, কান্তিকচন্দ্র ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, তুলসীচরণ পাল, মতিলাল কুণ্ডু, শ্রীবাসচরণ নায়েক, রাসবিহারী মোদকের মাতা।

১৲ টাকা হিসাবে ৮২৬ জন ৮২৬৲ টাকা

শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় বর্ম্মণ, মন্মথনাথ সাউর মাতা, বৃন্দাবন সাউ, কালীশঙ্কর ঘোষ, ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ, মালতী দাসী, হারাধন পাল, নিত্যানন্দ সাউ, বিক্রম দে, মধুসূদন দাস, শ্রীধরচন্দ্র সাউ, ঠাকুরদাস, রজনীকান্ত রাণা, হরিপদ পাণ্ডব, বনমালী দাস, মাতঙ্গিনী দাসী, দীননাথ চন্দ, অনন্ত বাবু, গোবর্দ্ধন সাউ, যদুনাথ, ধরণী বিশি, দয়াল দে, নরী মাইতি, শশিভূষণ দাস, ভাগবত দাস, অধরচন্দ্র দাস, যোগেন্দ্র দে, নিধিরাম দে, কৃষ্ণ মাইতির স্ত্রী, রাজমোহন দাস, ভাগাধর সাহা, সীতানাথ পোদ্দার, সুরেন্দ্রমোহন সাহা, রাজমোহন সাহা, বিনোদবিহারী শিকদার, রাইমোহন সাহা, লক্ষ্মীনারায়ণ শিকদার, অনন্ত কুমার রায়, রামলাল রায়, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, হরলাল সাহা, পোষ্টমাষ্টার, রসুল্দিয়া, গোবচন্দ্র সাহা, পরেশনাথ দত্ত, বিনোদবিহারী রায়, প্রহ্লাদচন্দ্র সরখেল, অমূল্যকুমার বসু মল্লিক, সনৎকুমার গুহ ঠাকুরতা, বসন্তকুমার দাস গুপ্ত, ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ, যদুনাথ বসু, হরিমোহন বিশ্বাস, যতীন্দ্রনাথ ঘোষ, নতীশচন্দ্র সেন গুপ্ত, মণীন্দ্রনাথ ভদ্র, দীনেশচরণ রায়, অমরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, বসন্তকুমার দে মজুমদার, সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত, মথুরানাথ দাস, নিশিকান্ত গাঙ্গুলী, বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী, রায় সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী বাহাদুর, দক্ষিণারঞ্জন চৌধুরী, বিনোদলাল ঘোষ, কৈলাসচন্দ্র দাসগুপ্ত, বিধুভূষণ সেন, সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত, পূর্ণচন্দ্র মুখার্জ্জী, সখানাথ ঘোষ, নিশিকান্ত দাস গুপ্ত, চন্দ্রমোহন পোদ্দার, প্রসন্নকুমার সাহা, সতীশ চন্দ্র দাস, জগবন্ধু রাধাগোবিন্দ সাহা, হরিচরণ সাহা, রাধাকান্ত রাম কানাই সাহা, দেবেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতার স্ত্রী, গোপীনাথ মদনমোহন রাধিকামোহন সাহা, সত্যচরণ দাস, চিন্তাহরণ

দত্ত, লালমোহন সাহা, রসিকলাল মহেন্দ্রনাথ দাস, শুরুচরণ মহেন্দ্রলাল পাল চৌধুরী, রাধাচরণ দাস, গোলোক চন্দ্র গঙ্গারাম পাল, ললিতকুমার আইচ, ডাঃ মধুসূদন শীল, ডাঃ সীতানাথ শীল, ডাঃ শশিভূষণ দাস, তারাপ্রসাদ, কৃষ্ণপ্রসাদ শুকচাঁদ সাহা, গোপীনাথ প্রসন্নকুমার রমণী মোহন সাহা, চণ্ডীপ্রসাদ হারাণচন্দ্র মতিলাল সাহা, চন্দ্রকুমার মধুসূদন যদুনাথ সাহা, সীতানাথ জানকীনাথ সাহা, লক্ষ্মীকান্ত নগরবাসী সাহা, লক্ষ্মীকান্ত রাইমোহন সাহা, ষষ্ঠীচরণ কুণ্ডু, রাধাবল্লভ হালদার, গুণমণি ব্যাপারী, সিদ্ধিমোহন সাহা, জগদীশচন্দ্র বসু, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রগোপাল গাঙ্গুলী, জগদীশচন্দ্র মজুমদার, অবিনাশচন্দ্র দত্ত, হরেন্দ্র কুমার সেন, সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, সর্ব্বেশ্বর গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, মথুরানাথ রায়, কৈলাসচন্দ্র পাল, রজনী কান্ত কর, মুকুন্দ লাল কর্ম্মকার, হরেকলাল পাল, কানাই লাল যজ্ঞেশ্বর সাহা, দুর্গাচরণ সাহা, বেণীমাধব সাহা, পাচু তরফদার, প্রকাশচন্দ্র সরকার, চিকন-বিহারী সরকার, যামিনীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস মিত্র, নবকৃষ্ণ সরকার, শরচ্চন্দ্র সরকার, শ্যামসুন্দর দে, রাধাবল্লভ দে, দামিনী দাসী, সোমা, অধরচন্দ্র দাস, উপেন্দ্রনাথ দে, ক্ষীরোদচন্দ্র নস্কর, কৃষ্ণচন্দ্র গোপ, দীননাথ গোপ, নৃসিংহপ্রসাদ মিত্র, অমূল্যের মাসী মাতা, রাসবিহারী দাস, তুলসীময়ী দাসী, কালীচরণ দে, রজকিশোরী দাসী, হরিদাস, সুষমা দাসী, কুসুম দাসী, বটকৃষ্ণ বসু, মানদা দাসী, বসন্ত দাসী, হেমনাথ ঘোষ, অক্ষয়কুমার চন্দ্র, কালীচরণ সাহা, বিপিনবিহারী রায়, মণিমালা মিত্র, প্যারীমোহন জানা, হরচন্দ্র খাদার, লক্ষ্মীপদ সামন্ত, লাবণ্যকান্তি সরকার, কৃষ্ণ দাসী, অন্নদা, রসিকলাল সাহা, বামনদাস বানার্জ্জী, যোগমায়া দাসী, লালমাধব দত্ত, গৌরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্যারীলাল ঘোষ, যমুনা মজুমদারের মাতা, মণীন্দ্র চৌধুরী, দামিনী দাসী, গোবিন্দ দাসী, গোবিন্দ মোহিনী দাসী, জাহ্নু দাসী, গোলাপার দাসী, দক্ষবালা দাসী, স্নেহলতা দাসী, গিরিবালা দেবী, অরবিন্দুর মাতা, ইন্দুভূষণ পোদ্দার, বীরেন্দ্রনাথ সরকার, বিপিনবিহারী পোদ্দার, নগরবাসী পোদ্দার, রাজেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, গিরিধর মুখোপাধ্যায়, বঙ্কবিহারী কুঞ্জবিহারী সাহা, যাদবচন্দ্র দত্তবণিক, ক্ষুদিরাম কুণ্ডু, মহাদেব পোদ্দার দেবেন্দ্রনাথ সাহা, পঞ্চানন সাহা, নগরবাসী সন্ন্যাসী, জগন্নাথ দাসাধিকারী, হরিপ্রসন্ন গাঙ্গুলী, হরেন্দ্র দাসের পিসিমা, অঘোরচন্দ্র দত্ত, অতুলচন্দ্র গোপ, মানদা বাউরী, মণীন্দ্রনাথ বাউরীর স্ত্রী, দামিনী দাসী, অম্বিকা দাসী, গোবিন্দ দাসী, গোবিন্দমোহিনী দাসী, সরলা দাসী, শ্যামদাসের মাতা, বাদল দাসী, প্রেমদত্তের মাতা, মোহিনী দাসী, তরুবালা দাসী, শুভ দাসী, মৃগনয়নী দাসী, রজত দাসী, যোগমায়া দাসী, দামিনী দাসী, সরোজিনী দাসী, ননীবালা দাসী, রসিকলাল সাহা, মতিলাল সাহা, ত্রিলোচন অশ্বিনীকুমার সাহা, কার্ত্তিকচন্দ্র রায় মালাকর, রসিকলাল চক্রবর্ত্তী, যজ্ঞেশ্বর সাহা, দিগম্বর দাস মোহান্ত, কুঞ্জবিহারী হাজরা, সুভদ্রা দাসী, সতীশচন্দ্র পোদ্দারের মাতা, গোলাপসুন্দরী রায়, তারকনাথ সাহার মাতা, প্রভাবতী দাসী, কানাই লাল রায়, জগচ্চন্দ্র রায়, বাঞ্ছারাম কর, বঙ্কবিহারী দাস অধিকারী, সত্যবতী দাসী, প্রমদাসুন্দরী দাসী, অরুণবালা দাসী, দুর্গাকুমার দে, বিপিনবিহারী সাহা, শীতল বিশ্বাস গগন সরকার, মহিমাচরণ বিশ্বাস, গৌরহরি দাস, মহামায়া দাস্যা, আদরমণি, প্রেমচাঁদ, ক্ষুদিমণি দাস্যা, পুষ্প দাস্যা, নাগর মণ্ডল, কুঞ্জকিশোর মল্লিক, কার্ত্তিক মণ্ডল, সৃষ্টিধর মণ্ডল, শশী মণ্ডল, কালাচাঁদ, বিহারী মণ্ডল, মোহিনী দাসী, নাগর মণ্ডল, গগন সরকার, পাকো দাসী, শরচ্চন্দ্র ঘোষ, প্রমদাসুন্দরী দেব্যা, বৃন্দাবন রায়ের পত্নী, সুচারুবালা দাসী, সিন্ধুবালা দাসী, সরোজিনী দাসী, নিস্তারকামিনী দাসী, অম্বালিকা দাসী, মোহিনী দাসী, পঞ্চানন রায়, মাধবচন্দ্র নাথ, উদয় নারায়ণ জানা, পূর্ণচন্দ্র দালাল, যজ্ঞেশ্বর দাস, জ্ঞানদার মাতা, সরস্বতী দাসী, কৃষ্ণচন্দ্র দাস, লক্ষ্মীমণি, জ্ঞানদাসুন্দরী দাসী, হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রমোহন বাগ, গোপাল চন্দ্র দাস, উদয়নাথ দাস, যতীন্দ্রনাথ রায়, চারাধন দাস, দেবেন্দ্রনাথ বাগ, সীতানাথ দাস, রমণীনাথ মাইতি, গঙ্গাধর মণ্ডল, কার্ত্তিকচন্দ্র রাণা, শ্রীনাথ সাউ, কুঞ্জবিহারীলাল গোয়েন্দালাল, প্রকৃতিকুমার দত্ত, বৈদ্য ভূঞা, গোবিন্দ-প্রসাদ ভূঞা, দাশরথী দাস মহাপাত্র, জটাধর পড়িয়া, হটীচরণ কর, অনন্তরাম দত্ত, জ্যোতীন্দ্রনাথ বৈরাগ্য, বিহারীলাল জেন, রামলাল গিরি, অম্বিকাচরণ দত্ত, যতীন্দ্র-নাথ পা, শরচ্চন্দ্র দের মাতা, যোগেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র, নিতাই শুঁই, ইন্দ্রনারায়ণ ত্রৈলোক্যনাথ, জীবনকৃষ্ণ দে, রামপদ দে,

আলু সংগ্রহ

২॥/ মণ হিসাবে ৫ জন — ১০ মণ

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ শ্যামাচরণ পাল, ইন্দ্রকুমার ঘোষ, বিজয়কৃষ্ণ সাধুখাঁ, কেদারনাথ ঘোষ, পাঁচুগোপাল পাল।

শ্রীশরচ্চন্দ্র কুমার — ১॥০ মণ

১/ মণ হিসাবে ৪ জন — ৪/ মণ

শ্রীসত্যচরণ দত্ত, হৃষীকেশ চৌধুরী, রজনীকান্ত দাস, নটবর ঘোষাল।

শ্রীভূপতি গোস্বামী বাউলচন্দ্র মুখার্জ্জী — ৬০ সের

॥০ সের হিসাবে ১ জন — ৫/ মণ

শ্রীজলধর কয়াল, নিতাইচন্দ্র মণ্ডল, সতীশচন্দ্র বর্ম্মণ, পালিৎমোহন পাল, পাঁচুগোপাল পাল, রজনীকান্ত রায়, কালীকান্ত রায়, বিভূতিভূষণ ঘোষ, মহেশচন্দ্র ঘোষ, রহিম-বক্স মণ্ডল, শেখ মোজাহার আলি।

শ্রীদাশরথী সিংহ — ।৫ সের

শ্রীব্রজমোহন মাণিক — ।০ সের

ডাল সংগ্রহ

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত রাইমোহন সাহা — ॥০ মণ

।০ সের হিসাবে ৬ জন — ৬০ সের

শ্রীযুক্ত গোপীনাথ মদনমোহন রাধিকামোহন সাহা, কৃষ্ণমোহন সাহা, রাধামোহন সদ্দার, লক্ষ্মীকান্ত নগরবাসী সাহা।

/২॥০ সের হিসাবে ২ জন — /৫ সের

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ কৃষ্ণপ্রসাদ শুকচাঁদ সাহা, অভয়-চরণ কালীচরণ সাহা।

বাতাসা

শ্রীঃ শশিভূষণ সরকার — ১ টীন

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা ব্যয়ের তালিকা

চাউল	৩৯৬৶০
ডাল	২১৭৶১০
বাজার তরকারী	৫১৪৮৶০
মসলা	৭৬৶১০
তৈল	২১৫৮৶১০
ঘৃত	২৭৩৶৫
ময়দা	৬৯॥৶০
চিড়া	৬৮৸৶০
চিনি, গুড়, মিষ্ট	৬৭১৶১৫
দধি, দুগ্ধ	৪৫৩৷০
কাষ্ঠ	১২৭৲
কেরোসিন	৫৸৶০
করকচ	১২৷৶০
আলোক	৪৭৷৶২॥
পারিশ্রমিক	৫৯৬৶৭॥
পাথেয়	৪৯৫॥৶০
পোষ্টেজ	১৪৸১৫
বাসনপত্র	১৪১৷১০
অস্থায়ী মেরাপ ইত্যাদি	৩৭২॥০
চিকিৎসা খাতে	২৭৸১০
বিবিধ	৩০৮৷১০

স্বাঃ) শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা (ভক্তিসারঙ্গ), শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। ——— ক্রমশঃ।

ত্রুটী স্বীকার

বিশেষ অনিবার্য্য কারণ বশতঃ গত ২৭শ সংখ্যার "গৌড়ীয়" প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হওয়ায় ২৭শ ও ২৮শ সংখ্যা "গৌড়ীয়" একত্রে প্রকাশিত হইয়াছেন। যাহা হউক, এরূপ ঘটনায় আমরা বহু শ্রবণপিপাসু মহানুভব পাঠকগণের নিকট হইতে যে সকল পত্র পাইয়াছি, তাহাতে তাঁহাদের গৌড়ীয়-পাঠে বিপুল আগ্রহ জানিয়া বিশেষ উৎসাহান্বিত হইলাম; বহু পত্রের মধ্যে নিম্নে মাত্র একটী পত্রের নমুনা উদ্ধৃত হইল—

মহাত্মন্, এই ক্ষুদ্র কার্ডের দ্বারা আপনাদের নিকট স্বীয় মনোবেদনা জানাইতেছি। আমি আপনাদের ৩০৮৫নং গৌড়ীয় গ্রাহক, অদ্য দুই বৎসর হইল আমি আপনাদের গৌড়ীয় অতি যত্নের সহিত পাঠ করিয়া আসিতেছি; * * সম্প্রতি জানাইতেছি যদি আমার প্রাণের 'গৌড়ীয়' যথা সময়ে আর না পাই তবে 'গৌড়ীয়' 'গৌড়ীয়' করিয়া নিশ্চয়ই উন্মাদগ্রস্ত হইয়া প্রাণ হারাইব, ইহা নিশ্চয়ই জানিবেন। মহাত্মন, আমার জীবনরূপ 'গৌড়ীয়' না পাইলে দেহ অচল হইয়া পড়িবে, আপনারা নিশ্চয়ই দায়ী আছেন। শ্রীগুরুচরণ ঘোষ, পোঃ সাতক্ষীরা, জেলা খুলনা। ৯।৩৩

—০—

নির্য্যাণ

গত ১৭ই ফাল্গুন কৃষ্ণদ্বাদশী মঙ্গলবার দিবস শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম আদর্শ-সেবক-বর শ্রীপাদ নিত্যপ্রকাশ ব্রহ্মচারীপ্রভু শ্রীগৌরেচ্ছায় প্রপঞ্চলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। পর সপ্তাহে সবিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৮শে ফাল্গুন ১৩৩৩, ১২ই মার্চ্চ ১৯২৭	৩০শ সংখ্যা

পূর্ণিমা-প্রশস্তি

জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে।
জনমিলা গোরাচান্দ শচীর উদরে॥
ফাল্গুন-পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফাল্গুনী।
শুভক্ষণে জনমিলা গোরা দ্বিজমণি॥
পূর্ণিমার চান্দ জিনি' করিল প্রকাশ।
দূরে গেল অন্ধকার পাইল নৈরাশ॥

দ্বাপর যুগেতে ভেল কৃষ্ণ-অবতার।
আপনে করিল সেই অসুর-সংহার॥
শচীর উদরে ভেল গোরা-অবতার।
কলিযুগে জীব গোরা করিলা উদ্ধার॥
বাসুদেব ঘোষে গায় মনে করি আশা।
গোরা পহু পদ দুই করিয়া ভরসা॥

জয় জয় জয় মঙ্গলরব, ফাল্গুন পূর্ণিমা নিশি নব,
শোভিত শচীগর্ভে প্রকট গৌর-বরজ-রঞ্জনা।
ঝলকত বর বালক-তনু, কুঙ্কুম থির দামিনী জনু,
চমকত মুখচন্দ মধুর বৈরজ ভর ভঞ্জনা॥

পহু প্রকাশ নিরখত, ঘনগণ সহ গগনে সুরগণ বরষত,
কুসুমালি বিপুল পুলক ভরল অঙ্গহী।
করত কত মনোরথ চিত, চঞ্চল ভনি চারু চরিত,
লোচন জল ছলকত ছবি পায়ত বহু রঙ্গহী॥

গায়ত কিন্নর সুধঙ্গ, বায়ত মৃদুতর মৃদঙ্গ
ধা ধিকি ধিকি তা ধিক্ ধিক্ ধিকট তক ধিন্নানা।
নৃত্যত সুর নর্ত্তকচয়, বিবিধ ভাঁতি করু অভিনয়,
উঘট তত্ত ক থৈ থৈ থৈ, তি অই অই অ তেন্নান॥

নির্ম্মল দশ দিশ উজোর, মলয়ানিল বহত থোর,
পিককুল কুহু কত বসন্ত, ঋতুপতি সরসায়র।
উছলিত সুর-সরিত-বারি, নদীয়া মহি মুদ বিথারি,
মিশ্রভবন কৌতুকে 'নরহরি' হিয় উমতা অত্র॥

ফাল্গুনী পূর্ণিমার দ্বিজরাজ

"ফাল্গুনী পূর্ণিমা আসি হইল প্রকাশ ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে সুমঙ্গল।
সেই পূর্ণিমায় আসি' মিলিলা সকল ॥"
(চৈঃ ভাঃ আ ২।১৯৫, ১৯৬)

বসন্ত-লক্ষ্মী আজ সখী-পৌর্ণমাসীর সহিত মিলিতা হইয়া লক্ষ্মীপতি বিশ্বম্ভরের পূজার উপায়ন আহরণের জন্য বিশ্বভরা কি যেন এক সাড়া তুলিয়াছে। কোকিলকুলের কাকলী, মকরন্দপূর্ণ নবপ্রসূনের মাধুরী, মধুপগণের গুঞ্জন, সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ প্রবাহ, বীচি-বিকম্পিতা সুরধুনীর সোল্লাস-সঙ্গীত-নর্ত্তন, শ্বেতবসনা দিগ্‌বধূগণের হাস্য-সুষমা, মানবমণ্ডলীর চিত্ত-প্রসন্নতা—বিশ্বের যাবতীয় মনোরম ও শ্রেষ্ঠ বস্তু সকলেই আজ বিশ্বম্ভরের পাদপদ্মে যৌতুকত্ব প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করিয়াছে। তাই কবিরাজ গাহিয়াছেন,—

"প্রসন্ন হইল দশদিক, প্রসন্ন নদীজল।
স্থাবর-জঙ্গম হইল আনন্দে বিহ্বল ॥"

শ্রীব্যাসদেব এই তিথির মহিমা এইরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

"চৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্গুন-পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা-আদি এ তিথির করে আরাধনা ॥
পরম পবিত্র তিথি ভক্তিস্বরূপিণী।
যঁহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি ॥
নিত্যানন্দ-জন্ম—মাঘ-শুক্লা-ত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্র প্রকাশ—ফাল্গুন পৌর্ণমাসী ॥
সর্ব্বযাত্রামঙ্গল এই দুই পুণ্যতিথি।
সর্ব্ব শুভলগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি ॥
এতেকে এই দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যাবন্ধন ॥"
(চৈঃ ভাঃ আ ৩।৪২-৪৬)

শ্রীশিব-শুক-ব্রহ্ম-নারদ-বন্দিতা পরমারাধ্যা পরমপূতা ভক্তিরূপিণী এই তিথিতে—

"নদীয়া-উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র-গৌরহরি,
কৃপা করি' হইল উদয়।
পাপ-তমো হইল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগভরি' হরিধ্বনি হয় ॥"

যেদিন চৌদ্দশত সাত (১৪০৭) শকাব্দার ফাল্গুন মাসের ত্রয়োবিংশ দিবস চৌদ্দশত ছিয়াশি (১৪৮৬) খৃষ্টীয় অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের অষ্টাদশ দিবসের সহিত প্রত্যুত্তর দ্বারা সম্ভাষণ করিয়াছিল, সেই দিন সন্ধ্যাসুন্দরী ললাটে পূর্ণেন্দুভূষণ পরিধান করিয়া লোকলোচনের সম্মুখে সমুপস্থিতা হইল বটে, কিন্তু শশাঙ্কসুন্দর যেন লজ্জিত হইয়া পড়িল ; কারণ যখন,—

"অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন ॥"

তাই, জগতের চন্দ্র আজ নিজের কৃষ্ণপক্ষ ও ক্ষুদ্রত্ব এবং গোকুল-ইন্দুর বৈকুণ্ঠ-ধর্ম্ম ও অসমোর্দ্ধত্ব প্রচার করিবার নিমিত্ত নিজকে রাহুগ্রস্ত ও ম্লান দেখাইল। নদীয়া-উদয়চলে গৌর-শশধরের উদয়কালে গ্রহগণ অনুকূল হইয়া তুঙ্গে, মূল ত্রিকোণে, স্বগৃহে শুভগ্রহাবলোকিতরূপে অবস্থিত হইল ; পূর্ব্বফাল্গুনী-নক্ষত্র ও সিংহরাশি আসিয়া সমুপস্থিত হইল।

সিংহরাশি, সিংহলগ্ন. উচ্চ-গ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ, অষ্টবর্গ, সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥

চন্দ্রোপরাগ-দর্শনে যখন বিষয়কোলাহল-প্রমত্ত জাগতিক ব্যক্তিগণও কৃষ্ণকোলাহলে মত্ত হইয়াছিল, যখন—

"জগত ভরিয়া লোক বলে হরি হরি।
সেইক্ষণে গৌরকৃষ্ণ ভূমে অবতরি ॥
প্রসন্ন হইল সব জগতের মন।
'হরি' বলি' হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন ॥
'হরি' বলি' নারীগণ দেয় হুলাহুলি।
স্বর্গে বাদ্য-নৃত্য করে দেব কুতূহলী ॥"
(চৈঃ চঃ আ ১৩।৯১-৯৫)

* * * *

হেন মতে প্রভুর হইল অবতার।
আগে হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিয়া প্রচার ॥
চতুর্দ্দিকে ধায় লোক 'গ্রহণ' দেখিয়া।
গঙ্গাস্নানে 'হরি' বলি' যায়েন ধাইয়া ॥
যা'রা মুখে জন্মেও না বলে হরিনাম।
সেহ হরি বলি' ধায় করি' গঙ্গাস্নান ॥

দশদিক পূর্ণ হইল উঠে হরিধ্বনি।
অবতীর্ণ হইয়া হাসেন দ্বিজমণি॥
(চৈঃ ভাঃ আদি ৩।২-৪)

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যে অপ্রাকৃত পূর্ণেন্দুর উদয়ে ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী দেব-মনুষ্য-ঈশ্বরের বন্দিতা হইয়াছেন, যে অভূতপূর্ব্ব চন্দ্রের উদয়ে পাপতমো বিনাশ, ত্রিজগতের উল্লাস ও বিশ্বে প্রেমপীযূষ-প্রবাহিনী প্রবাহিতা হইয়াছে, সেই 'দ্বিজরাজ' কে ? তাঁহার পরিচয়ই বা কি ?

লৌকিক-দৃষ্টান্তানুসারে পিতা মাতা হইতে পুত্রের, পূর্ব্বপুরুষ হইতে পরবর্ত্তী অধস্তনের পরিচয়লাভ ঘটে; কিন্তু যিনি সর্ব্বাদি, সর্ব্বকারণকারণ, মূল-পিতা পরমেশ্বর পরতত্ত্ব মূলনারায়ণ, লৌকিক দৃষ্টান্তানুযায়ী তাঁহার পরিচয় প্রদত্ত হইতে পারে না। তিনি স্বপ্রকাশ বস্তু; কৃপা করিয়া যখন স্বয়ং অবতরণ করেন এবং সৌভাগ্যবান জীবের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন, তখনই জীব তাঁহার পরিচয় পাইয়া ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হন—তাঁহার পরিচয় পাইলে জীবেরও তৎসঙ্গে আত্মপরিচয় বা স্বরূপানুভূতি হইয়া যায়।

কথিত আছে যে, নারায়ণ পরায়ণ মধুকর মিশ্র নামে জনৈক পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ কোনও কারণে শ্রীহট্টে আগমন করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। মধুকর-মিশ্রের মধ্যমপুত্র বৈষ্ণব, পণ্ডিত, ধনী ও সদ্গুণপ্রধান উপেন্দ্র মিশ্র; উপেন্দ্র মিশ্রের সপ্তপুত্র সপ্তঋষীশ্বর—কংসারি, পরমানন্দ, জগন্নাথ, সর্ব্বেশ্বর, পদ্মনাভ, জনার্দ্দন ও ত্রিলোকনাথ। উপেন্দ্র মিশ্রের সপ্তপুত্রের অন্যতম শ্রীজগন্নাথ অধ্যয়নের নিমিত্ত শ্রীহট্ট হইতে সর্ব্ববিদ্যাপীঠ শ্রীনবদ্বীপে শুভাগমন করেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের শাস্ত্রীয় উপাধি—পুরন্দর। পুরন্দর মিশ্র নবদ্বীপেই শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠা দুহিতা শ্রীশচীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। শ্রীগৌর-গণোদ্দেশের নির্দ্দেশানুসারে আমরা জানিতে পারি যে, "পর্জ্জন্য নামক" গোপ, যিনি কৃষ্ণের পিতামহ ছিলেন, তিনিই পরে শ্রীহট্টে উপেন্দ্র মিশ্র নামে অবতীর্ণ হন এবং যিনি বৃন্দাবনে মহাভাগ্যা 'বরীয়সী' নাম্নী শ্রীকৃষ্ণের পিতামহী গোপী ছিলেন, তিনিই উপেন্দ্র মিশ্রের পত্নী কলাবতী রূপে অবতীর্ণ হন। আর পূর্ব্বে বৃন্দাবনে যাঁহারা প্রেমরসের আকরস্বরূপ যশোদা ও ব্রজরাজ নন্দ ছিলেন, তাঁহারাই পরে শচী ও পুরন্দর মিশ্র নামে জগতে আগমন করেন। শচী ও জগন্নাথ পুরন্দর—এই দম্পতির মধ্যে অদিতি ও কশ্যপ, কৌশল্যা ও দশরথ, পৃশ্নি ও সুতপা প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, দেবকী ও বসুদেব—যাঁহারা রামকৃষ্ণের মাতাপিতা ছিলেন, তাঁহারাও শচী ও জগন্নাথে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। কারণ, তাঁহাদিগের হৃদয়ে সঙ্কর্ষণস্বরূপ বিশ্বরূপের উদয় হইয়াছে।

উদারচরিত বিশুদ্ধসত্ত্ব পুরন্দর মিশ্র মূর্ত্তিমতী বিষ্ণু-ভক্তিস্বরূপিণী আর্য্যা শচীদেবীর সহিত বিষ্ণুপাদোদ্ভবা ভাগীরথীর সমীপে বাস করিবার জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপের অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরে বাস করিয়াছিলেন। সর্ব্বতীর্থশিরোমণি, সর্ব্ব শ্রীধামের সমাবেশস্থল, নবধা ভক্তিরূপা শ্রীমন্নবদ্বীপ-পদ্মের কর্ণিকারস্বরূপ অন্তর্দ্বীপ-শ্রীমায়াপুরের শাস্ত্রীয় মহিমা শ্রীজগন্নাথ পুরন্দর ও আর্য্যা শচী দেবীর হৃদয়ে পূর্ব্ব হইতেই উদিতা ছিল। তাঁহারা শুদ্ধভক্তগণের আচরণের মূলপথ-প্রদর্শক গুরুরূপে কলিহত জীবের একমাত্র আশ্রয়ণীয় ঔদার্য্যধাম শ্রীমায়াপুরে বাস করিয়া 'শ্রীনবদ্বীপধাম-সেবকেরই শ্রীব্রজধাম করস্থিত, অপরের পক্ষে বৃন্দাবন-প্রাপ্তি মরীচিকার ন্যায় সুদূরপরাহত', —এই শিক্ষা জগজ্জীবকে জানাইয়াছেন—

"নবদ্বীপে বসেদ্ বস্তু করে তস্য ব্রজস্থিতিঃ।
মরীচিকাবদন্যত্র দূরে বৃন্দাবনং ধ্রুবম্॥"
শ্রীনবদ্বীপশতক ৮২ শ্লোক)

শ্রীশচীদেবীর উপর্য্যুপরি আটটী কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবার পর অত্যল্পকালমধ্যেই তাহারা কালগ্রাসে পতিত হইল। অনপত্যতা-নিবন্ধন পুরন্দর মিশ্র সাতিশয় দুঃখিত হইয়া পুত্র সন্তান-লাভার্থ বিষ্ণুর আরাধনা করিতে থাকেন এবং তৎকালে নবম সন্তান শ্রীবিশ্বরূপ অবতীর্ণ হন।

পূর্ব্বের বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, যিনি যশোদা-দেবকী-অদিতি-কৌশল্যা ছিলেন, তিনিই পরবর্ত্তিকালে শ্রীশচীদেবী-রূপে অবতীর্ণা হন। 'প্রাকৃত মানুষীর ন্যায় তাঁহার গর্ভে জন্মমরণশীল অষ্টকন্যার উৎপত্তির সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে?'—ভগবদ্বিমুখ বঞ্চিতব্যক্তিগণ এইরূপ প্রশ্নের সমাধান করিতে অসমর্থ হইয়া অনেক সময়ে ঈশ্বরবস্তুকে জীবের সহিত সমজ্ঞান করিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণবচরণে ভীষণ অপরাধ সঞ্চয় করিয়া বসেন এবং তৎফলে শ্রীভগবানের কৃপা-মাধুরী হইতে কোটী যোজন দূরে নীত হন।

ভগবানের লীলা অবিচিন্ত্যা। সেবোন্মুখ ভক্তগণই ভগবৎকৃপায় সেই লীলা-তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া জগতে লোক-কল্যাণার্থ তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের শ্রৌতোক্ষিত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া স্বকপোলকল্পনাবশে অপ্রাকৃতে প্রাকৃত-বিচার আনয়ন করিলে—অধোক্ষজে অক্ষজজ্ঞানের অবতারণা করিলে—বিদুরকাষ্ঠ ঈশ্বরবস্তুকে পরিচ্ছিন্ন বস্তু মনে করিলে ফলপ্রাপ্তিকালে আত্মবঞ্চনাই লাভ হইয়া থাকে।

দ্বাপরলীলায়ও দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবকীর ষড়্‌গর্ভে শ্রীসঙ্কর্ষণ-রাম ও অষ্টমগর্ভে শ্রীবাসুদেবের উদয় হয়। দেবকীর ষড়্‌গর্ভবিনাশ-সম্বন্ধে গোস্বামিপাদগণ শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া যে সিদ্ধান্ত-নবনীত আহরণ করিয়াছেন, তাহা 'তোষণী', 'সারার্থদর্শিনী' প্রভৃতিতে আস্বাদনীয়। গৌরলীলায় শচী-দেবকীর একে একে অষ্ট কন্যার মৃত্যু ও তৎপরে নবমগর্ভে বিশ্বরূপের আবির্ভাব এবং দশমগর্ভে শ্রীগৌরচন্দ্রের উদয়ের বিশেষ তাৎপর্য্য ভক্তগণ এইরূপভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন,—

অষ্ট অপরা প্রকৃতির আবরণে অস্মিতা আবদ্ধথাকা-কাল পর্য্যন্ত শুদ্ধসত্ত্ব-জীবাত্ম-স্বরূপের উদয় হয় না। অষ্ট প্রকৃতি স্ব স্ব কারণে বিলয়প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ ও মনোবুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধি বিগত হইলে শুদ্ধসত্ত্বজীবাত্ম-স্বরূপ ও তৎসহচর পরমাত্মার উদয় হয়। শ্রীভাগবত (১।১৩।৫৫-৫৬) বলেন যে, স্থূল-ভূতসমূহ ক্রমে তৎকারণস্বরূপ সূক্ষ্মভূতে প্রবিষ্ট হইলে এবং অহঙ্কারাদি সূক্ষ্মভূতসমূহ বিজ্ঞানস্বরূপ মহত্তত্ত্বে সংস্থাপিত হইলে, মহত্তত্ত্ব আবার ক্ষেত্রজ্ঞ জীবে সংযুক্ত হইলে, ক্ষেত্রজ্ঞ আবার পরমাত্মায় মনোনিবেশ করিলে হৃদয়াকাশে জীবান্তর্যামী সঙ্কর্ষণের উদয় হয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলেন,—"তুরীয়, বিশুদ্ধসত্ত্ব 'সঙ্কর্ষণ' নাম।" "মহাসঙ্কর্ষণ—সব জীবের আশ্রয়।" (চৈঃ চঃ আদি ৫ম) "মূল-ভক্ত-অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ।" (চৈঃ চঃ আদি ৬ষ্ঠ) সঙ্কর্ষণস্বরূপ বিশ্বরূপ বা সেবাবিগ্রহের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরেই সেব্য পরতত্ত্ব স্বয়ংভগবান্ গৌরচন্দ্র শুদ্ধসত্ত্বে উদিত হন অর্থাৎ অষ্ট অপরা প্রকৃতির বিলয়ে যখন জীবহৃদয় শুদ্ধসত্ত্বভাব ধারণ করে, সেই সময় তাঁহার সেবোন্মুখিনী অস্মিতায় অর্থাৎ সেবক-অভিমানে সেবাবিগ্রহ গুরুরূপী শ্রীসঙ্কর্ষণ সেব্যবিগ্রহ গৌরসুন্দরকে প্রদান করেন। এই সিদ্ধান্ত-রহস্যই পুরন্দরমিশ্রের প্রথমে অষ্টকন্যার মৃত্যু, তৎপরে বিষ্ণু-আরাধনা-ফলে সঙ্কর্ষণ বিশ্বরূপের আবির্ভাব এবং তদনন্তর স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের উদয়ে পরিস্ফুট হইয়াছে।

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র, জগন্মাতা শ্রীশচীদেবী নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপরিকর। তাঁহাদের হৃদয় ও দেহ শুদ্ধসত্ত্বময়—কখনই সাধারণ প্রাকৃত জীবের ন্যায় নহে। বিশুদ্ধসত্ত্বের নাম 'বসুদেব'; বসুদেবেই চিদ্‌বিলাসী বাসুদেব প্রকটিত। জড়েন্দ্রিয়-তর্পণময় প্রাকৃত রক্তমাংসময়দেহ স্ত্রীপুরুষের কামক্রীড়া ও গর্ভের ন্যায় শ্রীজগন্নাথ ও শচীদেবীর মিলন বা শচীদেবীর গর্ভসঞ্চার হয় নাই; সুতরাং তাহা মনে মনে চিন্তা করাও ভীষণাদপিভীষণ অপরাধ। ভগবৎ-সেবোন্মুখ-চিত্তে বিচার করিলে শুদ্ধসত্ত্বময়ী শ্রীশচীদেবীর অপ্রাকৃত-গর্ভ-মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। এসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন ও তৎপরবর্ত্তী ব্যাস শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

তবে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান্।
শচীজগন্নাথ দেহে হৈলা অধিষ্ঠান॥
জয় জয় ধ্বনি হৈল অনন্ত বদনে।
স্বপ্নপ্রায় জগন্নাথ মিশ্র শচী শুনে॥
মহাতেজ মূর্ত্তিমন্ত হইল দুইজনে।
তথাপিহ লখিতে না পারে অন্য জনে॥
অবতীর্ণ হইবেন ঈশ্বর জানিয়া।
ব্রহ্মাশিব আদি স্তুতি করেন আসিয়া॥
অতি মহা বেদগোপ্য এ-সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু নাহিক সর্ব্বথা॥

(চৈঃ ভাঃ আ ২।১৪৫-১৪৯)

*   *   *   *

চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাঘ-মাসে।
জগন্নাথ-শচীর দেহে কৃষ্ণের প্রবেশে॥
মিশ্র কহে শচী-স্থানে,—দেখি অন্য রীতি।
জ্যোতির্ম্ময় দেহ, গেহ লক্ষ্মী-অধিষ্ঠিত॥
যাহা তাঁহা সর্ব্বলোক করয়ে সম্মান।
ঘরে পাঠাইয়া দেয় ধন, বস্ত্র, ধান॥

শচীকহে,—মুঞি দেখোঁ আকাশ-উপরে।
দিব্যমূর্ত্তি লোক আসি, স্তুতি যেন করে॥
জগন্নাথ মিশ্র কহে—স্বপ্ন যে দেখিল।
জ্যোতির্ম্ময়-ধাম মোর হৃদয়ে পশিল॥
আমার হৃদয় হৈতে তোমার হৃদয়ে।
হেন বুঝি, জন্মিবেন কোন মহাশয়ে॥

(চৈঃ চঃ আ ১৩।৮০-৮৫)

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ও রূপানুগ-বর্য্য শ্রীল জীব-গোস্বামিপ্রভু শ্রীভগবানের প্রকটলীলাবিভাব-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে যে সুসিদ্ধান্ত-সিতাপল সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ধৈর্য্য ও আদরের সহিত সেবন করিতে করিতে ক্রমশঃ আমাদের কৃষ্ণবিমুখতা-জাত ভোগবুদ্ধি বা অপ্রাকৃতে প্রাকৃত-বিচাররূপ ব্যাধির উপশম হইতে পারে।

ভাঃ ১০।২।১৬ শ্লোকস্থিত 'আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ'—এই বাক্যে কৃষ্ণ প্রথমে আনকদুন্দুভির হৃদয়ে প্রকটিত হন। তৎপর আনকদুন্দুভির হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে উদিত হন। দেবকীর বাৎসল্যরূপ প্রেমানন্দামৃত-সমুদ্রে লাল্যমান হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই দেবকীর হৃদয়ে চন্দ্রের ন্যায় উত্তরোত্তর স্বীয় বৃদ্ধি প্রদর্শন করেন। অনন্তর দেবকীর হৃদয় হইতে তিরোহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কংস-কারাগারস্থ সূতিকাগৃহে দেবকীর শয্যায় আবির্ভূত হন। দেবকী প্রভৃতি যোগমায়াভিভূত হইয়া তখন মনে মনে করেন যে, লৌকিক-রীত্যনুসারেই শিশু পরমসুখে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। (লঘুভাগবতামৃত ১৬০-১৬৫)

ভক্ত ও ভগবানের এইরূপ মনুষ্যোচিত অপ্রাকৃত-ভাবনিচয় অতি উপাদেয়ভাবে পরমচমৎকারময় চিল্লীলা-বিলাসের সহায় থাকিয়া মায়ামুগ্ধ মহাসুরিগণকেও বিমোহিত এবং পরমব্যোম বৈকুণ্ঠ হইতেও মথুরাধামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছে।

'যাহারা নিজদিগকে বিষ্ণুর মন্ত্রপ্রদানকারী শৌক্র অধস্তন (নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-সন্তান-প্রভৃতি) মনে করেন, তাঁহারা যে কিরূপ শ্রীভাগবতধর্ম্ম-বিরোধী, আচার্য্যবিরোধী, ভীষণ অপরাধী জীব তাহা নিম্নোদ্ধৃত আচার্য্য ও গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তবাক্য হইতেই সুধীগণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। "জগদ্গুরু" শ্রীধরস্বামিচরণ "ভগবান্ বিশ্বাত্মা ইত্যাদি" (ভাঃ ১০।২।১৬) শ্লোকের ভাবার্থদীপিকায় লিখিয়াছেন,—

"মন আবিবেশ মনস্যাবির্বভূব। **জীবানামিব ন ধাতুসম্বন্ধ** ইত্যর্থঃ"। অর্থাৎ বিশ্বাত্মা ভগবান্ বাসুদেবের মনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, প্রাকৃতজীবের ন্যায় ভগবানের ধাতু সম্বন্ধ নাই, ইহাই এই বাক্যের তাৎপর্য্য।

আচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীবগোস্বামিচরণ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—"শ্রীমদানকদুন্দুভিপ্রভৃতিষ্বাবির্ভাবোঽপি ন **প্রাকৃতবত্তদীয়চরমধাত্বাদৌ প্রবেশঃ**। কিং তর্হি, সচ্চিদানন্দবিগ্রহস্য তস্য তন্মনস্যাবেশ এব। তদুক্তম্—(ভাঃ ১০।২।১৮) "ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরসুতেন দেবী। দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্ত" ইতি। ততঃ শ্রীনারদপ্রহ্লাদধ্রুবাদিষু দর্শনাৎ সর্ব্বসম্মতত্বাৎ তাদৃশপ্রেমবিষয়ত্বেন সাক্ষাৎ শ্রীভগবদাবির্ভাবাব্যবহিতপূর্ব্বপ্রচুরকালং ব্যাপ্য সন্ততস্তদাবেশঃ শ্রীব্রজেশ্বরয়োরপ্যবশ্যমেব কল্প্যতে। ব্রহ্মাবরপ্রার্থনয়াপি তদেব লভ্যত ইতি সমান এব পন্থাঃ।"

তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ শ্রীবসুদেব-দেবকীতে আবির্ভূত হইলেও, প্রাকৃত জীবের ন্যায় চরমধাতু প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই। যদি প্রশ্ন হয়, তবে কিরূপে ভগবানের আবির্ভাব হয়?—ভগবান্ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, তিনি শুদ্ধসত্ত্বতনু শ্রীবসুদেব-দেবকীর বিশুদ্ধ চিত্তে আবির্ভূত হইয়াই জন্মলীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—"অনন্তর শ্রীবসুদেব-কর্ত্তৃক সমাহিত জগন্মঙ্গল অচ্যুতাংশ শুদ্ধসত্ত্বময়ী দেবকী ধারণ করিলেন। পূর্ব্বদিক যেরূপ চন্দ্রকে ধারণ করে, শ্রীদেবকীও তদ্রূপ অপ্রাকৃত মনের দ্বারা সর্ব্বাত্মা ও পরমাত্মা শ্রীহরিকে ধারণ করিয়াছেন। বাহিরে প্রকট-লীলা প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে বিশুদ্ধ মনে শ্রীভগবানের আবেশ কেবল যে বসুদেব-দেবকীতে সংঘটিত হয়, তাহা নহে, সর্ব্বত্রই এই নিয়ম দৃষ্ট হয়। শ্রীনারদ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি ভাগবতগণেও এইরূপ উদাহরণ দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবান্ প্রথমে ঐ সকল মহাভাগবতগণের শুদ্ধচিত্তরূপ বসুদেবে উদিত হইয়া পরে বাহিরে প্রকাশিত হইয়াছিলেন; এইরূপ রীতি সর্ব্বসম্মত। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীভগবানের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী প্রচুরকাল ব্যাপিয়া সর্ব্বদা ভগবৎপ্রেমিক শ্রীনারদপ্রহ্লাদাদি ভাগবতগণ এবং ব্রজেশ্বর-ব্রজেশ্বরীর বিশুদ্ধ হৃদয়ে শ্রীভগবদ্ আবেশ অবশ্যই হইয়া থাকে। দ্রোণ-ধরা যখন ব্রহ্মার নিকট

বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের হৃদয়েও শ্রীকৃষ্ণই স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইতেছিলেন। তাই, তাঁহারা অন্য কোন বর প্রার্থনা না করিয়া একমাত্র অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণেই পরা ভক্তি যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। প্রেমবিশেষের দ্বারাই ভগবান্ প্রথমে প্রেমিক ভক্তের বিশুদ্ধ হৃদয়ে উদিত হইয়া পরে বহিঃপ্রাকট্য-লীলা প্রদর্শন করেন।

অনন্তর পূর্ব্বদিক্ যেমন চন্দ্রের উদয় ব্যক্ত করে, তদ্রূপ শুদ্ধসত্ত্বময়ী দেবকী শূরসেন (বসুদেব)-কর্ত্তৃক কৃষ্ণদীক্ষা-প্রাপ্তিক্রমে জগন্মঙ্গলস্বরূপ সর্ব্বাত্মা ও পরমাত্মা শ্রীঅচ্যুতকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন, এই ভাগবত বাক্য হইতে জানা যায় যে, শ্রীআনকদুন্দুভির (বাসুদেবের) হৃদয় হইতে স্বয়ং-ভগবান্ দেবকীর হৃদয়ে প্রকটিত হইলেন। এস্থলে যদিও 'দেবকীর হৃদয়ে' কথাটী কথিত হইল, তথাপি তদ্দ্বারা দেবকীর গর্ভাবস্থিতিই বুঝিতে হইবে, যেহেতু শ্রীভাগবতে "হে মাতঃ, তোমার কুক্ষিতে (গর্ভে) পরম পুরুষ অধিষ্ঠিত" এই দেবস্তুতি দেখা যায়। ভগবজ্জন্মপ্রকরণেও "পূর্ণচন্দ্র যেমন পূর্ব্বদিকে উদিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বগুহাশয় বিষ্ণু দেবকীর হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন"—এই ভাগবত-বাক্য বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য (শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ)।

অবতার-কারণ

শ্রীগৌরাবতার-কারণ-নির্দ্দেশে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন এইরূপ লিখিয়াছেন,—

> কোন্ হেতু কৃষ্ণচন্দ্র করে অবতার।
> কার শক্তি আছে তত্ত্ব জানিতে তাহার॥
> তথাপি শ্রীভাগবতে গীতায় যে কয়।
> তাহা লিখি যে নিমিত্তে অবতার হয়॥
>
> * * *
>
> কলিযুগে ধর্ম্ম হয় হরিসংকীর্ত্তন।
> এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥
> এই কহে ভাগবতে সর্ব্বতত্ত্বসার।
> কীর্ত্তন-নিমিত্ত গৌরচন্দ্র-অবতার॥
>
> (চৈঃ ভাঃ আ ২।১৫-১৬, ২২-২৩)

শ্রীল স্বরূপ-রূপ গোস্বামিপ্রভুপাদগণের সিদ্ধান্তানুসারে তদনুগ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরাবতারের যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা এই,—

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন কলিযুগের প্রধান ধর্ম্ম। এই যুগধর্ম্ম-প্রচার বিষ্ণুর কার্য্য; তাহা কোন যুগাবতারের দ্বারাই সাধিত হইতে পারে। কিন্তু সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-ব্যতীত অপর অংশ-বিষ্ণুতত্ত্বের কৃষ্ণপ্রেম দান-অসম্ভব। এই জন্যই সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীনবদ্বীপে আবির্ভূত হইলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রথমে গুরুবর্গের সহিত প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়া দেখিলেন, জগৎ অতিশয় হরিবিমুখ—

> "কেহ পাপে, কেহ পুণ্যে করে বিষয়-ভোগ।
> ভক্তি গন্ধ নাহি, যাতে যায় ভব রোগ॥"
>
> * * *
>
> "সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
> কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে॥"

'এ অবস্থায় সাক্ষাৎ কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইতে পারিলে জগন্মঙ্গল সাধিত হইবে,'—এই বিচারে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু কৃষ্ণপাদপদ্মে জল-তুলসী অর্পণ করিয়া শুদ্ধভাবে কৃষ্ণের আরাধনা এবং সদৈন্যনিবেদন করিতে লাগিলেন। শুদ্ধ সরলভক্তের প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ধ্যেয় পরমস্বরূপ প্রকটিত করিয়া থাকেন, সুতরাং শুদ্ধভক্ত শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের প্রেম-হুঙ্কারে জগৎকে প্রেমবন্যায় প্লাবিত করিবার নিমিত্ত শ্রীগৌরসুন্দর অবতীর্ণ হইলেন,—(চৈঃ চঃ আঃ ৩।১০৯)

> চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্য হেতু।
> ভক্তের ইচ্ছায় অবতার ধর্ম্ম-সেতু॥

সাধুপরিত্রাণ ও দুষ্কৃতবিনাশ—যাহা ভগবদবতারের কার্য্য বলিয়া শ্রীগীতায় উক্ত হইয়াছে, তাহা স্বয়ং ভগবানের পক্ষে প্রযুক্ত নহে, উহা বিষ্ণুর কার্য্য। অবতারি-কৃষ্ণের অবতরণ-কালে তাঁহার সহিত অবতার বিষ্ণু মিলিত হন। দেহস্থিত অংশবিষ্ণুর দ্বারা জগতের ভার-হরণ ও পালন-লীলা সাধিত হয়। বিধিভক্তি-প্রচারার্থই বিষ্ণুর অবতার, আর রাগভক্তির প্রচারার্থে কৃষ্ণের গৌরাবতার। তিনটী গূঢ় প্রয়োজন সাধনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের গৌরাবতার প্রকটিত হন। (১) প্রেমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়ালম্বন শ্রীরাধার প্রেম-মাহাত্ম্য অনুভব, (২) প্রেমের একমাত্র বিষয়ালম্বন নিজ মধুরিমার আস্বাদন ও (৩) তদাস্বাদনে শ্রীরাধার যে সুখ হয়, তাহার অনুভব—এই তিনটী গূঢ়বাঞ্ছা

পূরণ করিবার ইচ্ছায়ই গৌরাঙ্গী গান্ধর্ব্বিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরাবতার। যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনাদি এবং শ্রীঅদ্বৈতাদি ভক্তগণের আরাধন— অবতারের বাহ্য কারণ মাত্র।

শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীগৌরাবতার-সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিলেন, অর্থাৎ কলিযুগধর্ম্ম—শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন-প্রচারার্থই গৌরাবতারের উদ্দেশ্য, উহা নির্দ্দেশ করিলেন, আর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু নাম-সংকীর্ত্তনাদি যুগধর্ম্ম প্রচার স্বয়ং ভগবানের কার্য্য নহে, উহা বিষ্ণুর কার্য্য-বিশেষ বলিয়া যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা পাঠ বা শ্রবণ করিয়া উভয়-লীলা-লেখকের সিদ্ধান্তের মধ্যে আপাততঃ বিরোধজ্ঞান উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী প্রভু স্বয়ংই তাহার সমাধান করিয়াছেন এবং উহার মীমাংসা শ্রীসন্দর্ভেও বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে, লীলাপুরুষোত্তম স্বয়ংভগবানের প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইবার আবশ্যকতা কি? তদুত্তরে শ্রীসন্দর্ভ-কার বলেন যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অবতার-প্রকরণে গণনা করা হইলেও অন্যান্য অবতারের ন্যায় তিনি কোন জাগতিক কার্য্যানুরোধে অবতীর্ণ হন না। দুষ্টদলন, শিষ্ট-পালন, যুগধর্ম্ম-প্রচারাদি কার্য্য পুরুষের অবতার-সমূহের দ্বারাই সাধিত হয়; তবে যে কোন কোনও স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া ভারহরণাদি কার্য্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যখন সর্ব্বাবতারী স্বয়ংভগবান্ স্বীয় নিরঙ্কুশ ইচ্ছাবশতঃ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, তখন অবতারীর দেহান্তর্গত অবতারসমূহই ভারহরণাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। অবতারীর সহিত অবতারের, অংশীর সহিত অংশের অভেদ-বিচারে অংশাবতারের কার্য্যসমূহ স্বয়ংভগবানে আরোপিত হয়, কিন্তু স্বয়ংভগবান্ সর্ব্বদা স্বরূপস্থ থাকিয়াই নিজ পরিজন-বৃন্দের আনন্দবিশেষাত্মক চমৎকারিতা সম্পাদনার্থ, নিজ জন্মাদি-লীলাদ্বারা কোন অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য-মহিমা পোষণ করিয়া, কখন কখন সকল-লোকলোচনের গোচরীভূত হন। সুতরাং ইহা শ্রীভগবানের নিজ অনুগত ভক্তগণের প্রতি নির্হেতুক-কৃপা-বিশেষ।

—"তত্তশ্চান্যাবতারেষু গণনাত্তু স্বয়ং ভগবানপ্যসৌ স্বরূপস্থ এব নিজ-পরিজন-বৃন্দানামানন্দ-বিশেষচমৎকারায় কিমপি মাধুর্য্যং নিজ-জন্মাদি-লীলয়া পুষ্ণন্ কদাচিৎ সকললোক-দৃশ্যো ভবতীত্যপেক্ষয়ৈবেত্যায়াতম্।" (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ)

আমরা ফাল্গুন-পূর্ণিমার দ্বিজরাজের পরিচয় অনুসন্ধান করিতে করিতে বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছি। শচীগর্ভ-সিন্ধুমধ্যে সমুদিত গৌর-শশধরের পরিচয় সাধারণ মানুষ কেন ঋষিগণও—ব্রহ্মাদি দেবতা কেহই নিজ বুদ্ধিবলে প্রদান করিতে সমর্থ নহেন। এতৎপ্রসঙ্গে আলবন্দারু-স্তোত্ররত্নের শ্লোকসমূহ আলোচ্য—"ভগবানের অবতার-তত্ত্বজ্ঞ পরমার্থবিৎ ব্যাসাদি ভক্তগণ প্রবল-সাত্ত্বিক-শাস্ত্র দ্বারা ভগবানের শীল-রূপ-চরিত্র ও পরম সাত্ত্বিক ভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে জানিতে পারেন, কিন্তু রাজস ও তামস গুণবিশিষ্ট অসুরপ্রকৃতি জীবগণ তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হয় না। দেশ, কাল, ক্রিয়া—এই তিনটী সীমা-দ্বারা সমস্ত বস্তুই আবদ্ধ, কিন্তু ভগবানের গূঢ় স্বভাব সম ও অতিশয়শূন্য হওয়ায় উক্ত ত্রিবিধ সীমাকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে। মায়াধীশ ভগবান মায়াবল-দ্বারা ঐ স্বভাবকে আচ্ছাদন করিলেও ভগবানের অনন্যভক্তগণ সর্ব্বদা তাঁহাকে দর্শন করিতে যোগ্য হন। সুতরাং ভগবানের স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে বা তাঁহার পরিচয় জানিতে হইলে ভগবানের দ্বিতীয় স্বরূপ তাঁহার অন্তরঙ্গ নিজজনগণের নিরুপাধিক ও নির্দ্দোষ ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ অনুভূতিই একমাত্র সম্বল; করণাপাটব-দোষদুষ্ট ঔপাধিক ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান অতীন্দ্রিয় ও অপ্রাকৃত বস্তুতে প্রযুক্ত করিবার চেষ্টা করিলে বাস্তব বস্তুর অভিজ্ঞান হইতে বহুদূরে পতিত হইতে হয়; সুতরাং অন্তরঙ্গ ভক্তগণের আত্ম-প্রত্যক্ষানুভূতিরূপ একমাত্র প্রমাণ ব্যতীত অপ্রমেয়-অধোক্ষজ ভগবদ্বস্তুকে অন্য প্রমাণের অন্তর্গত মনে করা বিড়ম্বনা মাত্র।

যাঁহার যেরূপ অধিকার, রুচি, পারদর্শিতা, অবস্থানের ভূমিকা ও যোগ্যতা, তিনি তত্ত্ববস্তু-শ্রীগৌরসুন্দরকে সেই-রূপভাবেই দর্শন করেন, সেরূপ সংজ্ঞা দেন এবং সেরূপ-ভাবেই সেবা করিয়া থাকেন। অধোক্ষজ দৃশ্যবস্তু ও তদ্দ্রষ্টার মধ্যে কোনও প্রকার ব্যবধান বা প্রতিবন্ধক থাকিলে দর্শন-ক্রিয়া সুষ্ঠু বা সম্যক্ হয় না। সুতরাং দ্রষ্টা দৃশ্যবস্তুর সেবা করিবার পরিবর্ত্তে সেবা-বাধ ঘটাইয়া থাকে। যেমন দুগ্ধ একটি বস্তু। যিনি কেবল মাত্র দুগ্ধকে চক্ষুরিন্দ্রিয়-দ্বারা দর্শন করিয়াছেন তিনি দুগ্ধকে 'শ্বেত-পদার্থ-বিশেষ'

বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। আবার যাঁহার দুগ্ধের সহিত কেবল স্পর্শেন্দ্রিয়-দ্বারা পরিচয়, তিনি দুগ্ধকে 'তরল-পদার্থ-বিশেষ'-রূপে বর্ণন করেন। যিনি কেবলমাত্র উষ্ণদুগ্ধ স্পর্শেন্দ্রিয়-দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি দুগ্ধকে উষ্ণদ্রব্য রূপে জানেন। আবার যাঁহারা পূর্ব্বসঞ্চিত কোন অভিজ্ঞান লইয়া তাহা দুগ্ধে আরোপিত করেন এবং সেই আরোপিত জ্ঞানকে দুগ্ধের স্বরূপগত পরিচয়ের সহিত সমন্বয় করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা দুগ্ধকে অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ—যেমন কোন স্থপতির (রাজমিস্ত্রীর) চূণ-গোলা-সম্বন্ধে অভিজ্ঞান আছে, সে ব্যক্তি দূর হইতে দুগ্ধ দর্শন করিয়া উহাকে তাঁহার করতলান্তর্গত 'চূণগোলা' বলিয়া মনে করে। আবার দুগ্ধকে যিনি কেবলমাত্র দধি, ছানা প্রভৃতি বিকৃত আকারে দর্শন করিয়াছেন, তিনি ঐ 'বিকৃত অবস্থাকে'ই দুগ্ধের স্বরূপ বলিয়া বর্ণন করেন এবং তৎপ্রতি-কূল অন্য যুক্তিকে স্বীকার করিতে নারাজ হন; কিন্তু যিনি সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বতোভাবে দুগ্ধের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থাৎ যিনি দুগ্ধদোহন-ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, দুগ্ধকে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে আস্বাদন করিয়াছেন, এবং দুগ্ধের বিভিন্ন অবস্থার বিষয় জ্ঞাত আছেন, তিনি অন্যান্য সকল ঔপাধিক ও আংশিক দ্রষ্টার ভ্রমপ্রদর্শন করিয়া দুগ্ধের যথার্থ স্বরূপ জগতে প্রচার করিতে পারেন, অপরের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

তত্ত্ববস্তু ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ সর্ব্বতোভাবে ভগবানের সহিত যুক্ত ও সম্বন্ধবিশিষ্ট। তত্ত্ববস্তু-ভগবানের স্বরূপ-বিষয়ে অভিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে অন্যান্য বিবদমান শতসহস্র কুদার্শনিকগণের ব্যবহিত দর্শন বা মনোধর্ম্মের কল্পনার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া যাহারা ভগবানের অন্তরঙ্গ জনগণের অব্যবহিত প্রত্যক্ষানুভূতিরূপ অব্যভিচারী প্রমাণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাঁহারাই সৌভাগ্যবান্ এবং তাঁহারাই ক্রমশঃ অধোক্ষজ-তত্ত্ববস্তুর প্রকৃতস্বরূপ অপ্রাকৃত সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ-ভাবে অনুভব করিতে সমর্থ হন।

তত্ত্ববস্তু-শ্রীগৌরসুন্দরসম্বন্ধে ও কুদার্শনিক মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায় এক প্রকার সিদ্ধান্ত, কর্ম্মজ্ঞান-মিশ্র-ভক্ত-সম্প্রদায় আর এক প্রকার সিদ্ধান্ত, সাধারণ ভক্ত ও শুদ্ধ-ভক্ত-সম্প্রদায় এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ অন্যপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

মনোধর্ম্মি-অভক্তসম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরকে বিভিন্নাংশ বিভূতিময় ধর্ম্মপ্রচারক বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই, দুর্ভাগা ভক্তি-বিরোধি-সম্প্রদায় তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য, এমন কি উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তিবিশেষ প্রভৃতি বলিয়া স্ব স্ব নরকের পথ প্রশস্ত করিতে ত্রুটি করেন নাই; আবার স্বেচ্ছাচারী, উৎপথগামী, কুদার্শনিক মায়াবাদিসম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরকে অনিত্যবস্তু-বিশেষ বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আবার কোন কোন স্ত্রৈণ ও গৃহব্রত-সম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরে স্ত্রীপূজাবৃত্তির অভাব লক্ষ্য করিয়াছেন; আর একপ্রকার আত্মবঞ্চিত প্রচ্ছন্ন-কামুক-সম্প্রদায় গৌরসুন্দরকে নদীয়া-নাগরী-লম্পট রূপে সাজাইবার চেষ্টা করিয়া স্বস্ব ভোগবৃত্তি গৌরাঙ্গের স্কন্ধে ন্যস্ত করিবার অভিলাষ করিয়াছেন; পয়সাভিক্ষুক ও উদরলম্পট-সম্প্রদায় গৌরসুন্দরকে তাঁহাদের ব্যবসায় ও ভোগের জিনিষ বিচার করিয়া শালগ্রাম দ্বারা বাদাম ভাঙ্গিবার প্রণালী গ্রহণ করিয়াছেন; থিয়সফিষ্ট, রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, গৃহিবাউল প্রভৃতি সম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরকে তাঁহাদের নিজ নিজ আদর্শোচিত এক এক প্রকার ভোগের বস্তু বলিয়া বিচার করিয়া 'গৌরভজনের নামে' স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়-তর্পণকেই বরণ করিয়াছেন; আউল, বাউল, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, স্মার্ত্ত, জাতিগোস্বামী প্রভৃতি সম্প্রদায়ে গৌরসুন্দরকে বিভিন্ন প্রকারে বর্ণন করিয়া ভোক্তৃতত্ত্ব বৈকুণ্ঠ-ভগবান্‌কে ভোগের সামগ্রী-বিশেষে পর্য্যবসিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। আবার উদারতার নামে উশৃঙ্খলতার শীর্ষদেশে আরূঢ়, অসাম্প্রদায়িকের নামে ঘৃণ্য সঙ্কীর্ণ অসৎ সাম্প্রদায়িকতায় অন্ধ আর এক প্রকার মনোধর্ম্মিসম্প্রদায়ের মত যে, গৌরাঙ্গকে যে যাহা ইচ্ছা বলুন না কেন, তাহাতে বাধা দিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ যে অধোক্ষজ পরতত্ত্ব বস্তু, তিনি ত' কখনও অক্ষজজ্ঞানের অধীন, বশ্য বা ভোগ্য বস্তু হন না, অতীন্দ্রিয় মায়াধীশ বস্তু ত' কখনও বশ্য মায়িক জীবের ভোগানলের ইন্ধনরূপে পরিণত হইবার জন্য 'মায়া মিশাইয়া' আগমন করেন না; তিনি এইরূপ যাবতীয় মায়াবাদ, মতবাদ ও কুসিদ্ধান্তধ্বান্ত নিরাস করিবার উদ্দেশ্যেই নিজের মহাবদান্য দয়ানিধি নামের সার্থকতা প্রদর্শন করেন।

শ্রীনাভদাসাদি কর্ম্মজ্ঞান-মিশ্র-ভক্তসম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরকে নারায়ণের অভেদ অংশাবতার বলিয়া বিচার করিয়াছেন।

শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তগণ বলিয়াছেন যে, মহাবৈকুণ্ঠস্থিত মূল নারায়ণই—শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীল ঠাকুর লোচন দাস প্রভৃতি ভক্তগণও শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীবিষ্ণুতত্ত্ব, সাক্ষাৎ নারায়ণ গর্ভোদকশায়ী বা ক্ষীরোদশায়ী পুরুষাবতার প্রভৃতিরূপে বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীগদাধরাদি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ শ্রীগৌরহরিকে ব্রজজনের জীবনধনরূপে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার নিত্য শ্রীগৌররূপ, মহাবদান্যগুণ ও কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানলীলা প্রদর্শনার্থ 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য' নামে প্রপঞ্চে উদিত হইয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীশ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, —ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবানই—শ্রীচৈতন্যদেব। এই চৈতন্য-দেবের অঙ্গকান্তি অসম্যকপ্রকাশ ব্রহ্ম এবং অন্তর্যামী—যিনি অর্ণবত্রয়ে ত্রিবিধ পুরুষাবতাররূপে নিত্য প্রকটিত থাকিয়া অনিত্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও নিত্য বৈকুণ্ঠ প্রকাশ করিয়া অবস্থিত, সেই পরমাত্মা যাঁহার খণ্ডবৈভব বা আংশিক প্রকাশ, তিনি—শ্রীচৈতন্য দেব। শ্রীদামোদর গোস্বামী প্রভু বলেন,—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় বিকার—হ্লাদিনীশক্তি। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা একাত্মা হইলেও পূর্ব্বকালে দুইটী দেহ ধারণ করিয়া নিত্যলীলাবিলাস প্রদর্শন করেন; অধুনা গৌরলীলায় সেই রাধা ও কৃষ্ণ দুই তনু একত্র সম্মিলিত এবং শ্রীরাধিকার চিত্তগত আভ্যন্তরিন ভাব ও বাহ্যাঙ্গকান্তিতে সুমণ্ডিত হইয়া স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন বিপ্রলম্ভভাবাবলম্বনে স্বীয় নিত্য গৌরলীলা প্রকাশ করিয়াছেন।

স্বয়ং ভগবানের অন্তরঙ্গ, সুদার্শনিক-শিরোমণি, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যের মূল পুরুষ শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের যে স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই শ্রৌত-পন্থায় অবনতমস্তকে গ্রহণ করিলে আমরা শ্রীগৌরসুন্দরের যথার্থ পরিচয় ও তৎসঙ্গে আমাদের আত্মপরিচয়রূপ সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া গৌরসেবারূপ অভিধেয় ও তৎফলে স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদত্ত অনর্পিতচরী প্রেমরূপ প্রয়োজনলাভের অধিকারী হইব।

ফাল্গুনী পূর্ণিমার দ্বিজরাজ শ্রীগৌরচন্দ্রের মহিমা শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদ শতমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাঁহার রচিত কয়েকটি শ্লোক ভক্তপাঠকগণকে উপহার প্রদান করিতেছি,—

> স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্ব্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
> যোগীন্দ্রা বিজহুর্ম্মরুন্নিয়মজক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
> জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
> মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ॥

—শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরাভক্তিযোগ-পদবী আবিষ্কার করিলে প্রাকৃত-বিষয়-রসমগ্নব্যক্তিগণ স্ত্রীপুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পণ্ডিতগণ শাস্ত্রসম্বন্ধীয় বাদ-বিসম্বাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যোগিশ্রেষ্ঠগণ প্রাণবায়ু-নিরোধার্থ সাধন-ক্লেশ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, জ্ঞানসন্ন্যাসিগণ নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; তপস্বিগণ তাঁহাদের তপস্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন; তখন ভক্তিরস ব্যতীত অন্য কোন প্রকার 'রস' আর জগতে দৃষ্ট হয় নাই।

> অভূদ্গেহে গেহে তুমুলহরিসংকীর্ত্তনরবো
> বভৌ দেহে দেহে বিপুলপুলকাশ্রুব্যতিকরঃ।
> অপি স্নেহে স্নেহে পরমমধুরোৎকর্ষপদবী
> দবীয়স্যাম্নায়াদপি জগতি গৌরেঽবতরতি॥

—শ্রীগৌরসুন্দর জগতে অবতীর্ণ হইলে গৃহে গৃহে তুমুল হরিসংকীর্ত্তনের রোল উত্থিত হইয়াছে, দেহে দেহে পরিপুষ্ট পুলকাশ্রুকদম্ব শোভা পাইয়াছে, প্রেমভক্তির গাঢ়ত্বের উত্তরোত্তর উৎকর্ষে শ্রুতির অগোচরা পরমা মধুরা শ্রেষ্ঠ পদবী ও প্রকাশিতা হইয়াছে।

> শ্রীমদ্ভাগবতস্য যত্র পরমং তাৎপর্য্যমুট্টঙ্কিতং
> শ্রীবৈয়াসকিনা দুরন্বয়তয়া রাসপ্রসঙ্গেঽপি যৎ।
> যদ্রাধারতিকেলি-নাগররসাস্বাদৈক-সদ্ভাজনং
> তদ্বস্তুপ্রথনায় গৌর-বপুষা লোকেঽবতীর্ণো হরিঃ॥

—বৈয়াসকি শ্রীল শুকদেবও কেবল শাস্ত্রানুশীলনদ্বারা প্রাপ্য নহে বলিয়া রাসলীলা-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের নিগূঢ় তাৎপর্য্য উল্লেখমাত্র করিয়াছেন, বিস্তৃতভাবে বর্ণন করেন নাই। সেই শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য এবং নিকুঞ্জক্রীড়াময় পরমরসিক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি-লীলা-মাধুরী-আস্বাদনের একমাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্টপাত্র—এই দুইবস্তু বিস্তার করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ ইহলোকে গৌরকলেবরে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকারমাধুর্য্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার॥

—'প্রেম' নামক পরমপুরুষার্থ কাহারই বা শ্রবণগোচর হইয়াছিল? কে-ই বা শ্রীনামের মহিমা জানিত? কাহার-ই বা বৃন্দারণ্যের গহন-মহামাধুরী-কদম্বে প্রবেশ ছিল? কে-ই বা পরমচমৎকার অধিরূঢ় মহাভাব-মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শ্রীবার্ষভানবীকে (উপাস্য-বস্তুরূপে) জানিত? এক চৈতন্যচন্দ্রই পরম ঔদার্য্যলীলা প্রকট করিয়া এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তর-শত-শ্রীপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীগোস্বামি-

মহারাজস্য

শ্রীচরণকমলেষু প্রদত্তকুসুমাঞ্জলিঃ

কবয়তি জড়বুদ্ধিং লঙ্ঘনং তুঙ্গগিরে
বিরচয়তি কৃপালোর্যস্য কারুণ্যলেশঃ।
মহিত-বিপুল-কীর্ত্তেস্তস্য পাদারবিন্দে-
ষতিকৃপণধিয়ো মে লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥ ১

যং সাধবো গৌরবরাদভিন্নং
জানন্তি তৎপ্রেম বিতারয়ন্তম্।
বিশ্বাপতিং ভূঃ কৃপয়াবতীর্ণং
তং গৌরপ্রেষ্ঠং সততং প্রপদ্যে॥২॥

শিরোমণির্যো হরিতত্ত্বজ্ঞানাং
মার্গে স্থিতঃ পারমহংস্যযোগ্যে।
শ্রীব্যাসরূপানুগবর্য্যদেবং
তং গৌরপ্রেষ্ঠং সততং প্রপদ্যে॥ ৩॥

আশৈশবং যো হরি-সেবনেষু
রতঃ সদা শ্রৌতপথাশ্রিতশ্চ।
সর্ব্বেষু জীবেষ্বনিশং কৃপালুঃ
তং গৌরপ্রেষ্ঠং সততং প্রপদ্যে॥ ৪॥

নামপ্রচারেঽবিরতনিযুক্তান্
গোস্বামি-মুখ্যান্ হরিদাস-মুখ্যান্।
যো ভ্রাময়ংস্তিষ্ঠতি সাগরান্তং
তং গৌরপ্রেষ্ঠং সততং প্রপদ্যে॥ ৫॥

বৈরাগ্য-বিদ্যা-হরিভক্তি-যোগান
বিজ্ঞাপ্য জীবান্ প্রকৃতিং বুভুক্ষূন্।
যো ভারতং কর্ম্মভুবং পুনাতি
তং গৌরপ্রেষ্ঠং সততং প্রপদ্যে॥ ৬॥

সাত্বত-শাস্ত্রাণি প্রচারয়িষ্যন্
মাধ্বাদিসদ্ভক্তৌ পরিনিষ্ঠিতান্ যঃ।
নিয়োজয়ন্ রাজতে মায়াপুর্য্যাং
তং গৌরপ্রেষ্ঠং সততং প্রপদ্যে॥ ৭॥

শ্রীগৌড়বৃন্দাবন-মণ্ডলাদৌ
সংস্থাপ্য চৈতন্যমঠাদিকান্ যঃ।
প্রিয়ান্নিযুঙ্‌ক্তে হরিসেবনে চ
তং গৌরপ্রেষ্ঠং সততং প্রপদ্যে॥ ৮॥

পরিক্রমাং যো নবখণ্ডমধ্যে
প্রচায্য জীবান্ হরিবৈরিণশ্চ।
আকর্ষতি স্বীয়-পদারবিন্দে
তং গৌরপ্রেষ্ঠং সততং প্রপদ্যে॥ ১০॥

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীং তং
নমাম্যভীক্ষ্ণং প্রভুপাদবর্য্যম্।
সেবাধিকারং পদয়োঃ প্রদায়
কৃতার্থয়িষ্যন্তি কদা জনিং মে॥

ইতি শ্রীচরণসেবাকাঙ্ক্ষস্য কস্যচিন্নরাকস্য।

চরিতামৃত-শিক্ষা

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীকবিরাজ গোস্বামিচরণ জানাইয়াছেন,—

শ্রীচৈতন্য-লীলা—এই অমৃতের সিন্ধু।
জগৎ ভাসাইতে পারে যা'র এক বিন্দু॥
চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য কর পান।
যাহা হৈতে 'প্রেমানন্দ', 'ভক্তিতত্ত্ব' জ্ঞান॥

*   *   *

চৈতন্য-চরিত শ্রদ্ধায় শুনে যেই জন।
যতেক বিচারে তত পায় প্রেমধন॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।৮৮, ৮৯ ; মধ্য ১০।৭৬৪)

আমরা শ্রীগুরুদেবের কৃপামাত্র সম্বল করিয়া শ্রীগুরুবর্গের আদেশে শ্রৌতপন্থায় শ্রীগৌরসুন্দরের চরিতামৃত বিচার করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। আমাদের উপর শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অকপট-কৃপা বর্ষিত হউক।

যে স্থানে গোলোকপতি গৌরসুন্দর উদিত হইয়া সমগ্র বিশ্বকে স্বচরিতামৃত-তরঙ্গিনী-প্লাবনে প্লাবিত করিয়াছেন, সেই নবদ্বীপান্তর্গত শ্রুতিস্মৃতিবন্দিত অন্তর্দ্বীপাখ্য শ্রীধাম মায়াপুরকে আমরা বন্দনা করি। সেই গৌর-লীলা-নিকেতন শ্রীমায়াপুর ধাম কৃপা করিয়া আমাদের চিত্তকে শুদ্ধ ও সেবোন্মুখ করুন।

শ্রুতিশ্ছান্দোগ্যাখ্যা বদতি পরমং ব্রহ্মপুরকং
স্মৃতির্বৈকুণ্ঠাখ্যং বদতি কিল যদ্বিষ্ণুসদনম্।
সিতদ্বীপঞ্চান্যে বিরলরসিকোঽয়ং ব্রজবনং
নবদ্বীপং বন্দে পরম-সুখদং তং চিদুদিতম্॥

ছান্দোগ্য (৮।১।১) উপনিষদে যাহা 'পরব্রহ্মপুর' নামে উক্ত, স্মৃতি যাঁহাকে বিষ্ণুসদন 'বৈকুণ্ঠ' বলিয়া কীর্তন করেন, অপরাপর মহাজন যাঁহাকে 'শ্বেতদ্বীপ' এবং বিরল রসিকভক্ত যাঁহাকে 'ব্রজবন' নামে অভিহিত করেন, সেই চিচ্ছক্তি-প্রকটিত পরম সুখদ শ্রীনবদ্বীপ ধামকে বন্দনা করি।

ভূমির্যত্র সুকোমলা বহুবিধ-প্রদ্যোতিরত্নচ্ছটা
নানাচিত্রমনোহরং খগমৃগশ্চাশ্চর্য্য-রাগান্বিতম্।
বল্লীভূরুহজাতয়োঽদ্ভুততমা যত্র প্রসূনাদিভি-
স্তম্মে গৌরকিশোর-কেলিভবনং মায়াপুরং জীবনম্॥

যে স্থানে ভূমি সুকোমলা এবং বিবিধ উজ্জ্বল রত্নের প্রভায় দীপ্তিমতী, যে ধাম বিচিত্র মনোহর শোভাযুক্ত, যেখানে পশুপক্ষিগণ পরস্পর আশ্চর্য্য প্রীতিতে আবদ্ধ, অথবা যে ধাম পশু-পক্ষি-কুলের আশ্চর্য্য নিনাদে মুখরিত, যে স্থানে ফুলফলে তরুলতারাজি পরমাদ্ভুতা শোভা ধারণ করিয়াছে, সেই গৌরকিশোরের ক্রীড়া-বিলাস-ভূমি শ্রীমায়াপুরই আমাদের জীবন হউক।

[২]

গৌড়দেশের পূর্ব্বশৈলে সর্ব্বসেবা-সম্ভার-সুসমা সমন্বিত শ্বেতদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরশশধর সমুদিত হইলেন। অপ্রাকৃত চন্দ্রের উদয়ে পাপ-তাপ-তিমির তৎক্ষণাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হইল। ত্রিজগৎ উল্লসিত হইল। অচৈতন্য বিশ্বে চৈতন্যের সঞ্চার হইল। মায়ামরুতে অমৃতমন্দাকিনী প্রবাহিতা হইল। অবিরল ধারায় হরিকীর্ত্তন-সুধা সঞ্জীবনী বর্ষিত হওয়ায় বিশ্বের শুষ্ক-কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ-দুঃখ বিদূরিত হইল। বিশ্বের উপাদান-কারণান্তর্য্যামী মহাবিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য অকস্মাৎ নিজভবনে সোল্লাসনৃত্য করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে ব্রহ্ম হরিদাসও বিস্মিত হইয়া নাচিয়া উঠিলেন। সর্ব্বত্রই ভক্তগণের আনন্দনৃত্য হইতে থাকিল। নরনারী বিচিত্র উপহারের সহিত মিশ্র সদনে আগমন করিয়া শ্রীগৌর-শশীর আবির্ভাবের অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। সরস্বতী, সাবিত্রী, শচী, গৌরী, রুদ্রাণী, অরুন্ধতী প্রভৃতি দেবাঙ্গনাগণ নারীবেশে এবং সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-চারণ ও দেবগণ নরবেশে প্রচ্ছন্নভাবে মিশ্র-ভবনে আগমন পূর্ব্বক গৌরদ্বিজরাজের চরণ-বন্দন করিতে লাগিলেন। নর্ত্তক, গায়ক, বাদক, ভাট—সকলেই মিশ্রালয়ে সমুপস্থিত হইয়া জন্মোৎসবের অভিবন্দন করিতে লাগিলেন। আচার্য্যরত্ন চন্দ্রশেখর, পণ্ডিত শ্রীবাস মিশ্রনন্দনের জাতকর্ম্ম-সংস্কারলীলা সমাধান করিলেন। শ্রীপুরন্দর মিশ্র শুভকর্ম্ম-উপলক্ষে নিজনন্দনের অভিনন্দনকারিগণকে যথাযোগ্য দ্রব্য দান করিলেন। আচার্য্যেশ্বরী শ্রীসীতাঠাকুরাণী আচার্য্যের আজ্ঞায় বিবিধ উপহারের সহিত বালকশিরোমণিকে দর্শনার্থ শ্রীশান্তিপুর হইতে শ্রীমায়াপুরে শ্রীশচীগৃহে আগমন করিলেন। শ্রীবাস-গৃহিণী শ্রীমালিনী দেবীও আচার্য্যরত্নের পত্নীর সহিত

বিবিধ উপায়নসহ আসিয়া শ্রীগৌরশশীর শ্রীমুখ-চন্দ্রিকা সেবোন্মুখ-নয়ন-চকোরকে পান করাইলেন। মিশ্রবর দ্বিজগণকে প্রভূত ধনদান করিতে লাগিলেন। প্রাকৃত-বিষয়িগণ যেরূপ স্ত্রীপুত্রাদির কথায়, ধনাদি ভোগের অভিমানে ব্যস্ত থাকে, শুদ্ধভক্তবর শ্রীজগন্নাথ মিশ্র সেরূপ ছিলেন না। তিনি সমস্ত দ্রব্যই ভগবানে নিবেদন করিয়া তাহা ব্রাহ্মণাদি যোগ্যপাত্রে ভগবদবশেষস্বরূপে প্রদান করিলেন,—

মিশ্র—বৈষ্ণব, শান্ত, অলম্পট, শুদ্ধ, দান্ত,
ধনভোগে নাহি অভিমান।
পুত্রের প্রভাবে যত, ধন আসি' মিলে তত,
বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান॥

এদিকে শ্রীশচীদেবীর পিতা শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী বালক-রত্নের জন্মলগ্নাদি গণনা করিয়া গোপনে মিশ্রকে কহিলেন,—

"মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন,
দেখি,'—এই তারিবে সংসারে।"

বাল্য-লীলা

শ্রীমায়াপুরে যোগমায়াপতি গৌরশশী আবির্ভূত হইয়া বৎসল-রসিক-শিরোমণি শ্রীশচীমিশ্রের আনন্দের সহিত চন্দ্রকলার ন্যায় দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইবার লীলা প্রদর্শন করিলেন মূলে সর্ব্বপিতা হইয়াও নিত্য-বৎসল-রসিক-দম্পতিকে সেবাসুখপ্রদানার্থ তাঁহাদিগের স্নেহ-বৎসলতা-সেবা অঙ্গীকার করিয়া নিজকে তাঁহাদের লাল্য ও পাল্যরূপে প্রকাশিত করিলেন। প্রাকৃত জগৎ অপ্রাকৃত ধামেরই হেয় প্রতিফলন, প্রাকৃতরসসমূহ পরমচমৎকারময় অপ্রাকৃত-রসকদম্বেরই হেয়তাময় বিকৃত প্রতিবিম্ব, প্রকৃতি-জনের ফলভোগময়ী স্বসুখপরা কর্ম্মচেষ্টা বা অপস্বার্থ, স্বার্থগতি শ্রীভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা সেবাসুখতাৎপর্য্যময়ী ভক্তিচেষ্টারই বিকৃত রূপান্তর, তাহা স্বচরিত্রে জগজ্জীবকে শিক্ষাদানার্থ গৌরসুন্দর তাঁহার শৈশব-লীলায় আপ্তবর্গের দ্বারা 'বিষ্ণুরক্ষা', 'দেবীরক্ষা' প্রভৃতি স্তোত্র পাঠ করাইয়া আপ্তবর্গের বাৎসল্যময়ী সেবা স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কৃপা করিয়াছিলেন। এইরূপ লীলায় একদিকে তাঁহার নিজ নিত্য-সেবকগণের রসসিন্ধু-বিবর্দ্ধন-কার্য্য, অপর দিকে জগজ্জীবের প্রতি শিক্ষারূপ গূঢ় তাৎপর্য্য নিহিত রহিয়াছে। ইহা দ্বারা বালকশিরোমণি গৌরচন্দ্র জগজ্জীবকে জানাইলেন, প্রাকৃত পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজনের জড়মায়া-মুগ্ধতা এবং তন্নিবন্ধন নিরয়প্রাপণী কর্ম্মচেষ্টা, আর অপ্রাকৃত ভক্তরসিকগণের চরিত্রে প্রকাশিতা বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ী-চিচ্ছক্তি-যোগমায়া-বিরচিতা চেষ্টা বহির্ম্মুখ-ব্যক্তি-গণের নিকট জড়মায়ামুগ্ধতার ন্যায় প্রতীয়মানা হইলেও কখনই এক নহে। সেবা ও কর্ম্মচেষ্টা বাহ্যাকারে দেখিতে এক হইলেও একটীর অবস্থান বিরজা ব্রহ্মলোকের অতীত বৈকুণ্ঠ-ভূমিকায়, আর একটীর অবস্থান দেবীধামে। একটী নিরয়প্রাপণী, আর একটী পরমপুরুষার্থ-প্রদায়িনী—একটী কাম, আর একটী প্রেম।

অপ্রাকৃতবাৎসল্যরসের মূল আশ্রয়ালম্বন শ্রীশচীপুরন্দর পুত্রমুখ দর্শন করিয়া অনুক্ষণ আনন্দ-পাথারে ভাসিতে লাগিলেন। অগ্রজ-বিশ্বরূপ ভ্রাতাকে দর্শন করিয়া হাসিতে হাসিতে ক্রোড়ে স্থাপনপূর্ব্বক সুখানুভব করিতে লাগিলেন। মায়িক রাজ্যে জ্যেষ্ঠভ্রাতা যেরূপ কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি স্নেহাসক্ত হয়, আবার পরস্পরের স্বার্থের ব্যাঘাত হইলে পরমুহূর্ত্তেই পরস্পরের মধ্যে যেরূপ অহি-নকুল-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, বিশ্বরূপ ও শিশুরূপী গৌরসুন্দরের চরিত্রে সেইরূপ কোনও ভোগবুদ্ধিজাত হেয়তা নাই। বিশ্বরূপ শ্রীবলদেবের বিলাস-মূর্ত্তি সঙ্কর্ষণ। তিনি সখা, ভাই, ব্যজন, শয়ন, আবাহন, ছত্র, ভূষণ, বসন, আসন, সিংহাসন, আবাস, যজ্ঞসূত্র প্রভৃতি বহুরূপে গৌরকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। অতএব ভগবান্ বলরামের অবতার চিদানন্দাশ্রয় বিশ্বরূপ স্বয়ংরূপ-ভ্রাতা বিশ্বম্ভরকে দর্শন করিয়া প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে ক্রোড়ে বহনরূপ সেবা করিতেন।

[৫]

পাড়াপ্রতিবেশিগণ দিবারাত্র বালকবরকে বেষ্টন করিয়া থাকিতেন। বালক ক্রন্দন করিতে থাকিলে স্ত্রীগণ নানা-ভাবে বালককে ক্রন্দন হইতে নিবৃত্ত করাইবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু কোন উপায়েই বালকের রোদন-নিবৃত্তি হইত না। কেবলমাত্র যখন কেহ উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতেন, তখন বালক নীরব হইতেন—

"পরম সঙ্কেত এই সবে বুঝিলেন।
কান্দিলেই 'হরিনাম' সবেই লয়েন॥"

বালোচিত ক্রন্দনচ্ছলে বিষয়প্রজল্পরত জনগণের মুখে হরিনাম আদায় করিয়া বালকরূপী প্রভু তাৎকালিক ক্রন্দন-নিবৃত্তির লীলা দেখাইতেন। 'হরিনাম' না করিলেই তাঁহাদের স্নেহকন্দ পরাণ-পুত্তলীর অসন্তোষের কারণ হয়,—এইরূপ ইঙ্গিত সকলেই বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক হরিনাম গ্রহণ করিতেন। ইহা দ্বারা—"যাহারে দেখিলে মুখে আইসে হরিনাম। তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান"—এই মহাভাগবত-লক্ষণ, যাহা শ্রীগৌরসুন্দর পরে শ্রীরামানন্দমুখে লক্ষ্য করিয়া স্পষ্টভাবে জগতে জানাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বাল্যলীলায়ই ইঙ্গিতে প্রচার করিলেন। আরও স্বয়ং-ভগবান্ হইয়াও এই অবতারে নিজে আচরণ করিয়া অপরকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার উদ্দেশে নিজকে মহাভাগবতলীলাভিনয়কারী জগদ্গুরুরূপে অবতীর্ণ বলিয়া প্রদর্শন করিলেন

"সর্ব্ব-লীলা-লাবণ্য-বৈদগ্ধী করি' সঙ্গে।
কৃষ্ণরূপে বিহর গোকুলে বহু রঙ্গে॥
এই অবতারে ভাগবতরূপ ধরি'।
কীর্ত্তন করিবে সর্ব্ব শক্তি পরচারি'॥
সঙ্কীর্ত্তনে পূর্ণ হইবে সকল সংসার।
ঘরে ঘরে হইবে প্রেমভক্তির প্রচার॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ২।১৭৭-১৭৯)

আবার বালকরূপী গৌর সর্ব্বদা বহুলোক বেষ্টিত হইয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া, বহুলোকের সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ শৈশবলীলায়ই প্রবর্ত্তন করেন। দেবতাগণ তাঁহার সহিত কৌতুক করিবার জন্য স্ব স্ব রসের নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন।

[৬]

এইরূপে এক মাসকাল অতিক্রান্ত হইলে বালকোত্থান-পর্ব্ব বা নিষ্ক্রামণসংস্কার উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল। ললনাগণ শ্রীশচীদেবীর সহিত গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। বাদ্যগীতাদির সহিত ভাগীরথীর অর্চ্চনা করিবার পর তাঁহারা ষষ্ঠীদেবীর স্থানে গমনপূর্ব্বক বিবিধ উপহারে দেবীর পূজা করিলেন এবং তদনন্তর শ্রীশচীদেবী খই, কলা, তৈল, সিন্দুর, পান, গুয়া প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যসম্ভার-দ্বারা সমাগত নারীগণের সম্মানন করিলেন। তাঁহারাও বালকরত্নকে আশীর্ব্বাদ এবং আর্য্যা শচীদেবীর চরণ বন্দনা করিয়া স্ব স্ব ভবনে প্রতিগমন করিলেন

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, অপ্রাকৃতের হেয় ও বিকৃত প্রতিবিম্বই প্রাকৃত। সেবোন্মুখতায় অপ্রাকৃত উপলব্ধি, আর সেবাবিমুখতায় প্রাকৃত বুদ্ধি। সেবোন্মুখ চিত্তের দর্শন ও উপলব্ধি এই যে, রাবণ কখনও মহালক্ষ্মী সীতা-দেবীকে হরণ করিতে পারে না; আর সেবাবিমুখ জীবের করণাপাটবদোষ-দুষ্ট বিঘাত ইন্দ্রিয়ের প্রতীতি এই যে, রাবণ সীতাদেবীকে (?) হরণ করিয়াছিল! সেবোন্মুখ ও সেবাবিমুখের দর্শন-ভূমিকা পরস্পর পৃথক হওয়ায় একজনের মায়া বা ছায়াসীতায় 'সীতা'-প্রতীতি, আর একজনের যথার্থ স্বরূপবিগ্রহে শ্রীসীতা-দর্শন। একজন কুদার্শনিক, আর একজন সুদার্শনিক। একজন বিবর্ত্তবাদী, আর একজন শ্রৌতপন্থী তত্ত্ববাদী।

শ্রীশচীদেবী শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা। সেই শুদ্ধসত্ত্বে অধোক্ষজ-শ্রীভগবানের আবির্ভাব। ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েই সচ্চিদানন্দময় তনু; সুতরাং কর্ম্মফলবাধ্য প্রাকৃত জীবের বিচারে সন্তান জন্মিবার পর সন্তান ও তৎপ্রসূতির মধ্যে যেরূপ অপবিত্রতা বা অশৌচাদির বিচার এবং গঙ্গাস্নানাদি দ্বারা অপবিত্রতা দূরীকরণ চেষ্টা, সেইরূপ বিচার শ্রীশচীদেবী বা শ্রীগৌরসুন্দরে আরোপ করিলে মহা অপরাধ হইবে। সেবাবিমুখ জীব শ্রীশচীদেবীর অপ্রাকৃতবাৎসল্যসেবাপর অচিন্ত্য আচরণ দর্শনে (?) ঐরূপ অপরাধময় চিন্তাবর্ত্তে পতিত হইয়া নাস্তিকতা বা প্রাকৃত-সাহজিকবাদের অতলজলধিগর্ভে প্রাণ হারাইলেও সেবোন্মুখচিত্তে শ্রীশচীদেবীর বা অন্যান্য আশ্রয়ালম্বনগণের যাবতীয় চেষ্টা ভগবৎ-সেবাতৎপরতারূপেই উপলব্ধি হইবে। শ্রীগৌরভগবানের আবির্ভাবসংবাদ শ্রবণ করিয়া নর-নারী, দেব-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর সকলেই গৌরসুন্দরের দর্শন-লাভে কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন, কিন্তু শ্রীগঙ্গাদেবী গৌরদর্শনার্থ চিরাকাঙ্ক্ষিতার ন্যায় শ্রীযোগপীঠের পাদদেশে প্রবাহিনীরূপে পরম ব্যাকুলা হইয়া বর্ত্তমান আছেন। তাই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা আর্য্যা শ্রীশচীদেবী নারীগণ-পরিবৃতা হইয়া শ্রীগঙ্গাদেবীকে দর্শন দান পূর্ব্বক সান্ত্বনা প্রদান করিবার জন্য তৎসমীপে উপনীতা হইলেন। শ্রীগঙ্গাদেবীও আর্য্যার সেবা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীঅঙ্গ প্রভু

তাঁহার সলিলে বাল্যচাপল্যছলে সখাগণ সঙ্গে বিবিধ লীলা বিলাস করিবেন, ইহাও ইঙ্গিতে বুঝিয়া আনন্দিতা হইলেন। শ্রীশচীদেবীকে সেবা করিবার ফলে অর্থাৎ শুদ্ধভক্তের সেবাফলে অচিরকালেই ভগবৎকৃপালাভ হয়, তাহাও জগতে প্রচার করিলেন।

"ষষ্ঠী" গ্রাম্য দেবতা বিশেষ। সন্তানের অল্পায়ু নিবারণোদ্দেশে উহার ষষ্টি বর্ষব্যাপী পরমায়ু ইচ্ছামূলে প্রাকৃত জনকজননীগণ 'ষষ্ঠী' নাম্নী একটী গ্রাম্য দেবতা কল্পনা করিয়া উহার পূজা করিয়া থাকেন। অশ্বত্থ-বটবৃক্ষাদির নিম্নপ্রদেশে মার্জ্জারোপরি আসীনা, সন্তানক্রোড়ীকৃতা দেবী 'ষষ্ঠী' নামে খ্যাতা। ষষ্ঠী প্রভৃতি আধিকারিক দেবতাগণের পূজা গ্রাম্যাচার-সঙ্গত। নির্ব্বিশেষ-বিচারে এই সকল সগুণ বহ্বীশ্বরবাদ, কিন্তু ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তের বিচারে সকল দেবদেবীই বিষ্ণুদাস। তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীশচীদেবী মূর্ত্তিমতী শুদ্ধভক্তিস্বরূপিণী হইয়াও কি জন্যই বা প্রাকৃতজনের ন্যায় ঐরূপ গ্রাম্যদেবতার পূজাদিচেষ্টা প্রদর্শন করিলেন?

সেবোন্মুখচিত্তে বিচার করিলে এই প্রশ্নের সুষ্ঠু মীমাংসা হইতে পারে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ভক্ত ও অভক্ত, অপ্রাকৃত হরিজন ও প্রাকৃত মায়িক জনের আচরণ বাহ্য আকারে দেখিতে এক হইলেও উভয়ের অন্তর নিষ্ঠায় আকাশ-পাতাল-পার্থক্য রহিয়াছে। বস্তু এক মাত্র অদ্বয় জ্ঞান; সেই অদ্বয়জ্ঞানের প্রতি সেবাচেষ্টারূপা বৃত্তিও একটী। আসক্তিরূপা বৃত্তিটী যখন প্রাকৃত বস্তুতে নিযুক্ত থাকে, তখন তাহা কাম। আবার সেই আসক্তিই যখন হরি বা হরিজনে নিযুক্ত হয়, তখন সেটী ভক্তি বা প্রেম। ভৃত্যের প্রভুর প্রতি অনুরক্তি, বন্ধুর বন্ধু-প্রতি প্রীতি, মাতা পিতার সন্তানের প্রতি স্নেহবিহ্বলতা, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের আসক্তি যখন অনিত্য প্রাকৃত বস্তুতে আবদ্ধ থাকে, তখন তাহা কাম; আর যখন সেইগুলি অবিকৃত শুদ্ধ স্বরূপে অদ্বয়জ্ঞানভগবদ্‌বস্তুতে নিযুক্ত থাকে, তখন তাহা 'প্রেম' নামে অভিহিত হয়।

শ্রীশচীদেবীর ষষ্ঠীপূজার অভিনয় তাঁহার বাৎসল্য-রস-বারিধির পূর্ণেন্দু গৌরশশধরেরই পূজা। প্রাকৃত জননী-গণ সন্তান-স্নেহাসক্ত হইয়া যেরূপ সন্তানের মঙ্গলকামনায় ষষ্ঠী প্রভৃতি ইতর দেবতা-পূজায় নিযুক্ত হন, কিন্তু সূক্ষ্ম-বিচারে তত্তৎ জননীগণের ঐরূপ ষষ্ঠীপূজাদি চেষ্টার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে ষষ্ঠীর পূজা না হইয়া সন্তান-পূজাই হইয়া থাকে অর্থাৎ সেইরূপ পূজায় ষষ্ঠী দেবীর সুখকামনার পরিবর্ত্তে সন্তানের সহিত নিজ-সুখ-কামনাই লক্ষীভূত বস্তু হয়, ষষ্ঠী দেবীকে সন্তুষ্ট করা কেবল গৌণ অভিপ্রায় মাত্র এবং সেই অভিপ্রায়-মূলেও মুখ্যভাবে নিজ সন্তানের প্রতিই আসক্তির পরিচয় দৃষ্ট হয়,—এককথায় প্রাকৃত জননী যেরূপ ষষ্ঠীপূজা কিম্বা নানাদেবতার নিকট সন্তানের মঙ্গলের জন্য 'মানসিক' প্রভৃতি করিয়া তত্তৎ দেবতা-পূজার পরিবর্ত্তে স্বস্ব স্নেহের আলম্বন পুত্র-কন্যাদিরই পূজা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শ্রীশচী-দেবীও পুত্রস্নেহাসক্ত হইয়া পুত্রের মঙ্গলকামনায় যে ষষ্ঠী পূজাদির অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার বাৎসল্যরসের অদ্বিতীয় আলম্বন গৌরগোপালেরই পূজা। প্রাকৃত জননী হরিবিমুখ, সুতরাং তাঁহার উপর বিমুখ-বিমোহিনী মহামায়ার প্রভাব; আর শ্রীশচীদেবী নিত্য-সিদ্ধ বাৎসল্যরসের মুখ্য আলম্বন-স্বরূপা, গৌরসুন্দর তাঁহার নিত্যপুত্র, শচীদেবী গৌরগোপালের নিত্যমাতা, গৌর-হরির প্রতি তাঁহার সহজ প্রীতি। তিনি নিত্য ভগবদুন্মুখ, সুতরাং তাঁহার উপর জড়মায়ার প্রভাব নাই। একমাত্র বাৎসল্যরস-পরিপুষ্টির জন্য চিচ্ছক্তি যোগমায়া কিম্বা সহজ প্রেমই অপ্রাকৃত বাৎসল্যরসের মূল-আশ্রয়ালম্বন-শ্রীশচী-দেবীর চতুর্দ্দশলোকপতি গৌরভগবানেও সাধারণ বালকবুদ্ধির উদয় করাইয়া থাকে এবং সেইরূপ ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-রহিত শুদ্ধ প্রেমের স্বভাব-বশতঃ শ্রীশচীদেবী পুত্রের জন্য প্রাকৃত লোক-চেষ্টার ন্যায় প্রতীয়মান নানাপ্রকার অধ্যবসায়ে নিযুক্তা হন। যদি এইরূপ ব্যাপার না হইত, তাহা হইলে বাৎসল্য রস-পরিপোষণরূপ চিদ্বিলাসবৈচিত্র্য সংঘটিত হইবার পরিবর্ত্তে ভোগিকুলের প্রাকৃত বিলাস-চেষ্টা কিম্বা প্রচ্ছন্ন ভোগী কৃষ্ণপরিত্যাগিকুলের নির্ব্বিশেষভাবের আবাহন হইত মাত্র। অতএব শ্রীশচীদেবীর ষষ্ঠী পূজাদি দর্শন করিয়া প্রাকৃত কর্ম্মী ও জ্ঞানিকুল যে বিচারে উপনীত হন, তাহা হইতে সেবোন্মুখ ভক্তগণের বাস্তব বিচার সম্পূর্ণ পৃথক। ভোগী কর্ম্মিকুল মনে করেন, শ্রীশচীদেবী আমাদেরই ন্যায় যখন পুত্রের মোহে মুগ্ধ হইয়া ইতর দেবতা-পূজা, প্রভৃতি নানাপ্রকার কার্য্য করিয়াছেন, তখন আমরাই বা কেন না সেই আদর্শ গ্রহণ করিব, ভগবানের জননী যখন নিজ

বাস্তব-পুত্রের মোহে মুগ্ধ হইবার আদর্শ প্রচার করিয়াছেন, তখন হাড়মাসের থলীর জনক-জননী সূত্রে কেনই বা না আমরা স্বস্ব পুত্ররূপী রক্ত-মাংস-চাম্ড়ায় আবদ্ধ হইয়া নিরয়-বর্ত্মের পথিক হইবার যত্ন না করিব? সেবাবিমুখ হইলে জীবের কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের প্রতি এইরূপ ভোগবুদ্ধির উদয় হয়। কিন্তু তাহাতে ফলকালে আত্মবঞ্চনাই লাভ হইয়া থাকে। এই ত' গেল কর্ম্মিকুলের কথা। নির্ব্বিশেষ জ্ঞানবাদিগণ বিচার করেন, যখন নন্দ-যশোদা, বসুদেব-দেবকী বা পুরন্দর-শচী প্রভৃতির কৃষ্ণ বা গৌরের প্রতি প্রাকৃত জনক-জননীর ন্যায় আচরণ দৃষ্ট হয়, তখন কৃষ্ণ বা গৌর তাঁহাদের নির্ব্বিকার নিরঞ্জন ব্রহ্ম হইতে অনেকাংশে ন্যূন। এইরূপ 'ভগবানে আর এক প্রকার ভোগবুদ্ধি' লইয়া বিচারের ফলে তাঁহারা ভগবানের জন্ম-কর্ম্মকে শ্রুতিস্মৃতির বাক্যানুসারে 'দিব্য' অর্থাৎ অপ্রাকৃত জানিবার পরিবর্ত্তে ভগবানকে প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকার এবং ভগবল্লীলাকে অনিত্য ও ব্যবহারিক কর্ম্মাদির সহিত সমান জ্ঞান করিয়া অমুক্ত এবং চির-অনর্থ-সাগরে ভাসমান থাকিয়াও বৃথা 'মুক্ত' অভিমানে আত্মবঞ্চনা-ফল লাভ করেন।

ভগবল্লীলা-বিস্তার-দ্বারা জগতে দুইটী উদ্দেশ্য সাধিত হয়। হরিলীলাচন্দ্রিকা একদিকে যেমন ভক্তচিত্ত-কুমুদ-বিকাশিনী, অপরদিকে তেমনই ভোগবুদ্ধিপরায়ণ প্রাকৃত সাহজিকগণের নিকট বঞ্চনাকারিণী এবং নির্ব্বিশেষ বিচার-পরায়ণ অদৈবসঙ্ঘের পক্ষে তাঁহাদের বুদ্ধিবিভ্রান্তকারিণী অর্থাৎ ভগবল্লীলা ভক্তসুরতোষণী এবং অভক্ত অসুর-বিমোহিনী।

—•—

নিত্যপ্রকাশ

নিত্যপ্রকাশ—অনিত্য-প্রপঞ্চ-প্রকাশে থাকিবেন কেন? তাই, তিনি 'শ্রীব্যাস পূজার' দিন শ্রীগুরুপাদপদ্মে 'ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি' প্রদান এবং শ্রীহরিবাসর দিবস সারারাত্র আপন ভজনসুখে মগ্ন থাকিলেও আত্মগোপনার্থ ব্যবহার-দুঃখমগ্ন থাকিবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়া বিগত ১৭ই ফাল্গুন কৃষ্ণা দ্বাদশীর মঙ্গলবারে স্বীয় আরাধ্য দেবতার প্রিয়তম সেবকবরের শ্রীমুখে ভুবনমঙ্গল শ্রীনাম-মহামন্ত্র শ্রবণ ও উচ্চৈঃস্বরে তদনুকীর্ত্তন করিতে করিতে নিত্যানন্দধামে মহা-প্রয়াণ করিলেন।

আদর্শ-সেবকবর শ্রীহরিবাসরের দিবস প্রায় মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবায় সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত ছিলেন। এইরূপ সেবার উজ্জ্বল মূর্ত্তিখানি অচিরেই আত্ম-সংগোপন করিবেন,—ইহা আমরা কল্পনায়ও আনিতে পারি নাই। পরদিবস প্রাতে শুনিলাম যে, শ্রীহরিবাসর দিবস মধ্যরাত্রের পর তিনি তাঁহার জনৈক সতীর্থ-ভ্রাতার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তিনি শীঘ্রই প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিবেন।

কৃষ্ণদ্বাদশীর মরীচিমালী অস্তাচলে আরোহণ করিবার পর কৃষ্ণবসনা যামিনী দিঙ্মণ্ডলে আসিয়া প্রবেশ করিল। ধরিত্রী দেবীর মুখে এখন আর হাস্য নাই। যেন কি এক অমূল্য রত্ন হারাইতে বসিয়াছেন। অন্তর্য্যামী শ্রীগুরুদেব ইতঃ-পূর্ব্বেই নিত্যপ্রকাশের শয্যাসন্নিধানে আগমন করিয়াছিলেন। নিত্যপ্রকাশ প্রাণ ভরিয়া প্রভুপাদপদ্মে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। প্রভুপাদ স্থান পরিত্যাগ করিবার কিছুকাল পরেই নিত্যপ্রকাশ অনিত্যপ্রকাশ পরিত্যাগ করিয়া নিত্যানন্দ ধামে প্রয়াণ করিলেন। বৈকুণ্ঠের অপ্রাকৃত অনাঘ্রাত সুকুমার কুসুম-কলিকা শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্ম-অঞ্জলি প্রদান করিলেন।

নিত্যপ্রকাশ! শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-বাসরে তুমি না কতই উৎসাহভরে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলে। সমগ্র উড়িষ্যাবাসি-শুদ্ধভক্তের মুখপাত্র হইয়া প্রভু-পাদপদ্মে অর্ঘ্য দিয়াছিলে। লোকলোচনের সম্মুখে উহাই তোমার শেষ অর্ঘ্য। আবার শ্রীগৌরসুন্দরের আগমনের কয়েক দিবস পূর্ব্বেই কোথায় লুকাইলে? 'আদৌ গুরু পূজা' করিয়া গৌরাঙ্গের শুভাগমনের অভ্যর্থনা ও অর্চ্চনা করিবার জন্য তুমি প্রকট-প্রকাশ হইতে অপ্রকট-প্রকাশ গৌরধামেই বিজয় করিয়াছ অথবা কুবিষয়-রস-প্রমত্ত জড়তৃপ্ত আমাকে অধিকতর ভাবে বিপ্রলম্ভরসপরিপোষ্টা শ্রীগুরুদেব ও বিপ্রলম্ভাবতার শ্রীগৌর-সুন্দরের সুষ্ঠুসেবায় উন্মুখ করিবার নিমিত্তই কি তোমার ঐরূপ ভঙ্গী?

নিত্যপ্রকাশ! তুমি প্রভুপাদ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরম প্রিয় নিত্য কিঙ্কর। বিপ্রলম্ভক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র পুরুষোত্তমে—যে স্থানে তোমার প্রভু উদিত হইয়াছেন এবং তোমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণান্বেষণ-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন,

সেই গুরুগৌরাঙ্গ-গৌরজনাধ্যুষিত—পদাঙ্কিত পরমপূত-ক্ষেত্রের সমীপেই তুমি উদিত হইয়াছিলে। আরও শুনিয়াছি, তুমি কোনও বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ রাজকুলকে পবিত্র করিয়াছ। যদিও জন্মৈশ্বর্য্যাদির মদে অভিভূত থাকায় অপরাপর ব্যক্তির হরিকথা শ্রবণাদির যোগ্যতা লাভ হয় নাই, তথাপি তুমি অতি সুকুমার কালেই কীর্ত্তনকারি-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের সঙ্গলাভ এবং ভক্তসজ্জারামে বাস করিয়া অবিরাম হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন, শাস্ত্রাদি-অধ্যয়ন, আদর্শ-গুরুসেবক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর জীবনযাপন ও শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত থাকিবার আদর্শ নিজ চরিতদ্বারা প্রচার করিয়াছ।

তোমার সরল মধুর ব্যবহার, গুরুসেবায় উৎসাহ, বৈষ্ণব সেবায় আগ্রহ ও পরমযত্ন, অবৈষ্ণব বা অসৎসঙ্গত্যাগে দৃঢ়সঙ্কল্প, হরিভজনে ঐকান্তিকী স্পৃহা ও তজ্জন্য অতি বাল্যকালেই গৌরাঙ্গবিমুখ নিজজনগণকে অনাত্মীয় জ্ঞান এবং গৌরজনগণকে একমাত্র আত্মীয় ভ্রাতা, বন্ধু ও স্বজন-বিচার প্রভৃতি অশেষ গুণরাশি আমাকে আমাদের দিব্যজ্ঞান প্রদাতা প্রভুপাদের চরণে যুগপৎ অধিকতরভাবে আকৃষ্ট ও তোমার বিরহে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে।

আদর্শ-গুরু-বৈষ্ণব-সেবকবর! জীবনের প্রথম প্রভাত হইতে বাস্তবসত্যের উপাসনায় আত্মনিয়োগ ও তোমার আদর্শ-সেবাময় নির্ম্মল জীবন আমার বাস্তবসত্যের প্রতি বিমুখতা ও জাড্যপ্রবৃত্তিকে ধিক্কার প্রদান করিয়া আমাকে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গসেবায় উৎসাহান্বিত করিয়া তুলিতেছে। সেবাবিমুখ আমাকে কৃপা কর। আমার অকিঞ্চিৎকর অর্ঘ্য গ্রহণ কর।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

সেবাভিখারী—**শ্রীপ্রণবানন্দ।**

৩০শে গোবিন্দ, ৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ্চ
শুক্রবার পূর্ণিমাতিথিতে
শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরে
মহাযোগপীঠে
শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব
ও
শ্রীচৈতন্যমঠে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী
এবং
সাত্বত-সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-চতুষ্টয়ের
সহিত
তদুপাস্য মূল-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণের
সংস্থাপন-উপলক্ষে
ত্রিদিবস ব্যাপী
সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব ও বিরাট্ বৈষ্ণব-সম্মেলন

দ্রষ্টব্য

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-উৎসব-উপলক্ষে 'গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্' বন্ধ থাকায় প্রতি বৎসরের ন্যায় 'গৌড়ীয়' এক সপ্তাহ কাল অপ্রকাশিত থাকিবেন। অতএব ৩১শ সংখ্যা-'গৌড়ীয়' এক সপ্তাহ পরে অর্থাৎ ১২ই চৈত্র, ১৩৩৩ তারিখে পুনরায় প্রকাশিত হইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১২ই চৈত্র ১৩৩৩, ২৬শে মার্চ্চ ১৯২৭	৩১শ সংখ্যা

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য

জয় জয় নবদ্বীপ সর্ব্বধাম-সার।
সে ধামের তত্ত্ব বর্ণে সাধ্য আছে কার॥
নবদ্বীপধাম গৌড়মণ্ডল ভিতরে।
জাহ্নবীসেবিত হয়ে সদা শোভা করে।
এ গৌড়মণ্ডল এক বিংশতি যোজন।
মধ্যভাগে গঙ্গাদেবী রহে অনুক্ষণ॥
শতদলপদ্মসম মণ্ডল আকার।
মধ্যভাগে নবদ্বীপ অতিশোভা তার॥
পঞ্চক্রোশ হয় তার কেশর আধার।
পরিমলপূর্ণ পুষ্প যোজন চত্বার॥
বাহির পাপড়ি তার শতদল হয়।
একাধিক যোজন বিংশতি বিস্তারয়॥
মধ্যবিন্দু নবদ্বীপ ধামমধ্যস্থল।
যোগপীঠ হয় তাহা চিন্ময় বিমল॥
চিন্তামণিরূপ হয় এ গৌড়মণ্ডল।
চিদানন্দময়-ধাম চিন্ময় সকল॥
জলভূমি বৃক্ষ আদি সকলি চিন্ময়।
সদা বিদ্যমান তথা কৃষ্ণশক্তিত্রয়॥
স্বরূপশক্তি যেই সন্ধিনী-প্রভাব।
তার পরিণতি এই ধামের স্বভাব॥
প্রভু-লীলা-পীঠ রূপে ধাম নিত্য হয়।
অচিন্ত্যশক্তির কার্য্য প্রাপঞ্চিক নয়॥
তবে যে এ ধামে দেখে প্রপঞ্চের সম।
বদ্ধজীবে তাহে হয় অবিদ্যা বিভ্রম॥
মেঘাচ্ছন্ন চক্ষু দেখে সূর্য্য আচ্ছাদিত।
দিবাকর নাহি কভু হয় মেঘাবৃত॥
সেইরূপ এ গৌড়মণ্ডল চিদাকার।
প্রাপঞ্চিক জন দেখে জড়ের বিকার॥
নিত্যানন্দ-কৃপা যার প্রতি কভু হয়।
সে দেখে আনন্দ ধাম সর্ব্বত্র চিন্ময়॥
শ্রুতি-স্মৃতি তন্ত্র শাস্ত্র অবিরত গায়।
নদীয়া-মাহাত্ম্য নিত্যানন্দের আজ্ঞায়॥

পরিক্রমা, জন্মোৎসব ও অভিষেক-মহামহোৎসব-বিবরণ

গৌড়ীয়-পাঠক-বর্গ শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা, শ্রীশ্রী-গৌরজন্মোৎসব ও শ্রীচৈতন্য মঠে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সংস্থাপন-মহামহোৎসব এবং বৈষ্ণবসম্মেলনের বার্ত্তা আজ কয়েক সপ্তাহ হইতেই শ্রীপত্রের বিভিন্ন স্তম্ভে পাঠ করিতেছেন। কিন্তু ইহা যে কিরূপ বিরাট্-ব্যাপার তাহা পত্রে পাঠ করিয়া অনুভব করা অসম্ভব। অনেক সময় সাময়িক পত্রাদির স্তম্ভে ক্ষুদ্র ব্যাপারকে বিপুলরূপে বর্ণনা করিয়া পাঠকবর্গকে প্রকৃত ধারণা হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত করা হয়। কিন্তু উপরি-উক্ত মহামহোৎসব ও বৈষ্ণব-সম্মেলন এরূপ বিরাট্-ব্যাপার যে সহস্র লেখনী ও সহস্র জিহ্বায় তাহার বর্ণনা করিলেও প্রত্যক্ষদর্শী ব্যতীত তাহা অপরের পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব। গৌড়ীয় পাঠকবর্গের মধ্যেও বহু সুকৃতিমান্ পুরুষ এই শ্রীধামপরিক্রমাদি উৎসবে যোগদান করিয়া এই বিপুল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

গত ২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ্চ মঙ্গলবার দিবস শ্রীচৈতন্য মঠে শ্রীধামপরিক্রমার অধিবাস-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং তৎপর দিবস প্রাতঃকালে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরকে পুরোভাগে লইয়া শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীপরিক্রমা বহির্গত হন। সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায় শত শত জয়পতাকা ও মৃদঙ্গ-করতাল-শিঙ্গা-শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসরের সমবেত ধ্বনির সহিত নৃত্য ও গুরুগৌরাঙ্গজয়-রব দ্বারা দিগন্ত মুখরিত করিতে করিতে গৌরলীলা-নিকেতন শ্রীধাম-মায়াপুর অন্তর্দ্বীপের বিভিন্ন গৌরক্রীড়া-ক্ষেত্র সমূহ দর্শন, তত্তৎস্থানে লীলাগ্রন্থসমূহ পাঠ, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ও ধামরজে সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করেন।

২৬শে ফাল্গুন, ১০ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার সীমন্তদ্বীপের বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা ও লীলাগ্রন্থ পাঠ, বন্দন, নমস্কার, হরিকথা-আলোচনা, নর্ত্তনকীর্ত্তনাদির পর ভক্তগণ শ্রীচৈতন্য-মঠে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক মহামহোৎসবে যোগদান করেন।

২৭শে ফাল্গুন ১১ মার্চ্চ শুক্রবার, গোদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা হয়। সর্ব্ব প্রথমে 'শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা' ও 'শ্রীচৈতন্যমঠ' নামাঙ্কিত পতাকা, তৎপরে গজপৃষ্ঠে শ্রীরাধাগোবিন্দ এবং তৎপশ্চাদ্ভাগে বীণা, জয়ঢাক, মৃদঙ্গ, করতালাদির মধুর বাদ্যধ্বনিতে দিগন্ত মুখরিত ও প্রতিধ্বনিত করিয়া বিরাট্ পরিক্রমা সুবর্ণবিহার—দেবপল্লী-অভিমুখে গমন করেন। "শ্রীভক্তিরত্নাকর" ও "শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য" গ্রন্থাদি হইতে কৃষ্ণবর্ণ গৌরসুন্দরের নৃত্যস্থলী সুবর্ণবিহারের মাহাত্ম্য-পাঠ ও কীর্ত্তন করা হয়। শ্রীগোদ্রুমে শ্রীস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে ভক্তগণ সংকীর্ত্তনানন্দে মাতোয়ারা হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলে পৃথিবী টলমল করিতে লাগিল। মনে হইল যেন ভক্তগণের প্রতি পদবিক্ষেপে কলিকল্মষ বিনাশ ও পাপভারাক্রান্ত ধরিত্রীর ভারাগিরি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। শুদ্ধকৃষ্ণকোলাহলবন্যায় জগৎ প্লাবিত হওয়ায় কৃষ্ণকীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ-দুঃখ যেন জগৎ হইতে অপসারিত হইতেছে। সংকীর্ত্তন মধ্যে যেন সংকীর্ত্তনপিতা গৌর-নিত্যানন্দ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে প্রতি হৃদয়ে যাচিয়া যাচিয়া অপ্রাকৃত প্রেমানন্দোৎস খুলিয়া দিয়াছেন, সকলেই সেবোন্মুখ হইয়া সংকীর্ত্তনযজ্ঞে সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর নাম মুখে উচ্চারণপূর্ব্বক গৌরধামে বিচরণ করিতেছেন। খগ-বৃক্ষ-তৃণ-গুল্ম-লতাগণও যেন গৌরনাম শ্রবণে পুলকিত হইতেছে। জয় শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের জয়! জয় নবধাভক্তিরূপী পরমকরুণাবতার রূপবৈভব শ্রীনবদ্বীপধামের জয়! জয় কীর্ত্তনাখ্যভক্তিরূপী শ্রীগোদ্রুমদ্বীপের জয়। জয় সর্ব্বোপরি ধামপ্রদর্শক কীর্ত্তন-কারিবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের জয়!

২৮শে ফাল্গুন মধ্যদ্বীপপরিক্রমা ও শ্রীনৃসিংহপল্লীতে প্রহ্লাদেশ শ্রীনৃসিংহদেব দর্শন, তৎস্থানে লীলাগ্রন্থ-পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদি হয়। রাত্রিকালে শ্রীস্বানন্দসুখদ-কুঞ্জে সংকীর্ত্তন ও ভক্তগণের শ্রীমুখে হরিকথা কীর্ত্তন এবং মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

২৯শে ফাল্গুন রবিবার বিরাট পরিক্রমার পুরোভাগে গজ-পৃষ্ঠে শ্রীরাধাগোবিন্দকে লইয়া ভক্তবৃন্দ বিবিধ বাদ্যভাণ্ড এবং মৃদঙ্গকরতালের সহিত পাষণ্ডদলনবানা নিত্যানন্দের জয়গান করিতে করিতে কোলদ্বীপে সমুপস্থিত হন। সর্ব্বপ্রথমে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের

ভজনস্থানের রজে সকলে সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া হৃদয়ে চিদ্বল ধারণ পূর্ব্বক অপরাধভঞ্জনপাট কোলদ্বীপ পরিক্রমা করেন। সহস্র সহস্র বালবৃদ্ধ-বনিতার সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত কৃষ্ণকোলাহল এবং হস্তে গৌর ও গৌরজন-বিজয়-বৈজয়ন্তী মৎসর ভক্তিপ্রতীপগণের হৃদয়ারণ্যানীর কল্মষদ্বিরদগণকে মথিত করিয়া বলদেবাশ্রয় শুদ্ধভক্তগণের সত্যধ্যাননিষ্ঠা ও বলদেব-অংশাবতার শুদ্ধভক্তিবিঘ্ন-বিনাশন শ্রীনৃসিংহ দেবের ভক্তপক্ষপাতিত্ব-মহিমা প্রতি-সেবোন্মুখ হৃদয়ের অনুভূতির বিষয় হইয়াছিল।

৩০শে ফাল্গুন, ১৪ই মার্চ্চ সোমবার ঋতুদ্বীপ-পরিক্রমা ও চম্পহট্টে গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথের শ্রীগৌরগদাধর-বিগ্রহ-সন্দর্শন ও সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই স্থানেই শ্রীজয়দেব কবির হৃদয়ে শ্রীগৌরসুন্দর উদিত হইয়াছিলেন। তাহা কবিবরের শ্রীগীতগোবিন্দের "মেঘৈর্মেদুরম্বরং" মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে প্রকাশিত হইয়াছে। রাত্রে শ্রীগৌর-গদাধরের সম্মুখে বিরাট ভক্তসভায় ত্রিদণ্ডিগোস্বামিগণ ও শুদ্ধবৈষ্ণবগণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

১লা চৈত্র, ১৫ই মার্চ্চ মঙ্গলবার জহ্নুদ্বীপ-পরিক্রমা, বিদ্যানগরে সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যের বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানসমূহের সন্দর্শন হয় এবং রাত্রে পূর্ব্বদিবসের ন্যায় হরিকথা-কীর্ত্তন ও সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়।

২রা চৈত্র বুধবার মোদদ্রুমদ্বীপ-পরিক্রমা এবং তথায় শ্রীচৈতন্যভাগবত-রচয়িতা ব্যাসাবতার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের লীলাভূমি, শ্রীল বাসুদেবদত্ত ঠাকুরের স্থান এবং শার্ঙ্গমুরারি প্রভুর স্থানসমূহ দর্শন ও লীলাগ্রন্থ হইতে তত্তৎস্থানসমূহের মাহাত্ম্য পঠিত ও কীর্ত্তিত হয়। ত্রিদণ্ডিগোস্বামিগণ বক্তৃতামুখে ঐসকল স্থানের ঐতিহ্য সকলের নিকট প্রকাশ করেন এবং উপরি-উক্ত মহামহাবদান্যাবতার গৌরপার্ষদগণের চরিত্র বিবৃত করেন।

৩রা চৈত্র, ১৭ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার রুদ্রদ্বীপ-পরিক্রমা ও লীলাগ্রন্থ হইতে উক্ত দ্বীপের ইতিহাস ও মাহাত্ম্য পাঠ এবং কীর্ত্তন করিয়া সহস্র সহস্র ভক্ত ব্যাকুলচিত্তে শ্রীগৌর-জন্মোৎসবে যোগদান করিবার জন্য আত্মনিবেদনাখ্য অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরের যোগপীঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীমায়াপুরচন্দ্র লক্ষ্মীবিষ্ণুপ্রিয়ানাথ শ্রীগৌরবিশ্বম্ভরের সন্ধ্যারাত্রিকের পর অধিবাস-সংকীর্ত্তন-উৎসব আরম্ভ হয়।

শ্রীগৌরজন্মমহামহোৎসব

আজ যে গৌরদাসানুদাসগণের কি আনন্দের দিন—মর্ত্ত্য জগতের এমন কোন ভাষা নাই—যাহা সেই আনন্দের এক অংশেরও বর্ণনা করিতে পারে। আজ শ্রীনবদ্বীপ-সুধাকর শ্রীমায়াপুরনাথ শ্রীশচীনন্দন শ্রীজগন্নাথপুরন্দর-প্রাণ শ্রীগৌরসুন্দর নবধাভক্তিকল্পবিটপী নবদ্বীপের সুশীতল ছায়া আশ্রয়কারী ভক্তগণের শুদ্ধসত্ত্ব দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত হৃদয়ে প্রাকৃত চিন্তাস্রোতের অতীত প্রদেশে উদিত হইবেন। আত্মনিবেদনকারী ভক্তগণ অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরের অধীশ্বর শ্রীগৌরচন্দ্রের উদয় হৃদয়াকাশে লক্ষ্য করিয়া পরিপূর্ণ-সেবানন্দ-পৌর্ণমাসী ও চিদানন্দ নববসন্তমাধুরীর দ্বারা কৃষ্ণকীর্ত্তনমুখে তাঁহার চরণার্চ্চন করিবেন। তাই সকলের হৃদয়াকাশ আজ সেবাস্নিগ্ধচন্দ্রিকায় আলোকিত, ভক্তিকৈরবকদম্ব বিশ্বম্ভরের যোগ্য আসন রচনা করিবার জন্য সেই সেবোন্মুখতা-চন্দ্রিকায় উৎফুল্ল।

ঊষাদেবী আজ যেন নবীন উৎসাহ লইয়া জগতে পদার্পণ করিতেছেন—মঙ্গলারাত্রিকের ধ্বনিতে পুরন্দরমিশ্র-ভবন মুখরিত করিয়া দিগ্‌দিগন্তে—সমগ্র বিশ্বে সেই ধ্বনির লহরী তড়িৎবার্ত্তাবহের ন্যায় আপনাকে বিলাইয়া দিতেছে। প্রতি ভবনে—প্রতি হৃদয়ে—প্রতি কর্ণে—প্রতি বাক্যে—প্রতি চিন্তায়—প্রতি ভাবনায়—প্রতি কার্য্যে আজ শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের আগমনবার্ত্তা অনুস্যূত। শ্রীমহাযোগপীঠ—প্রৌঢ়ামায়া—যোগমায়া প্রকটিতা শ্রীগৌর-জন্মস্থলী আজ সহস্র সহস্র কৃষ্ণকোলাহলপ্রমত্ত ভক্তগণকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া যেন পরমস্নেহময়ী মাতার ন্যায় স্নেহাশীর্ব্বাদ-সহকারে বলিতেছেন, যাও তোমরা—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি-গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার কর গৌর-নাম-ধাম॥"

* * * *

"প্রতিহৃদয়কে নবধা ভক্তিক্ষেত্র শ্রীধাম নবদ্বীপ ও বিশুদ্ধ সত্ত্ব বসুদেবময় করিয়া তথায় গৌরচন্দ্রমার প্রকট করাও। প্রতিহৃদয় সেবানন্দ-চিরবসন্ত ও কৃষ্ণান্বেষণস্পৃহারূপা পৌর্ণমাসীর জ্যোৎস্নায় আলোকিত ও প্রতি হৃদয়ে প্রেয়ঃকৈরবকদম্ব প্রস্ফুটিত হউক। সকলকে গৌড়ীয় কর। গৌড়ীয় শুধু বঙ্গদেশ নয়—গৌড়ীয় শুধু নবদ্বীপবাসী নয়—সমগ্র জগৎ গৌড়-মণ্ডল, সমগ্রবিশ্ব—গৌড়মণ্ডল, বিশ্ববাসী জীব—গৌড়ীয়।

সকলকে "গৌড়ীয়" অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রচরণে অনুরাগবিশিষ্ট করিতে না পারিলে, তাহারা অচৈতন্যবিশ্বে আচ্ছাদিতচেতন জড়বস্তুপ্রায় হইয়া জড়ে আসক্ত হইয়া পড়িবে, সর্ব্বদোষাকর কলিস্থান জাতরূপে মুগ্ধ হওয়াকেই "গৌড়ীয়" হওয়া মনে করিবে। কারণ 'গৌড়' শব্দের অর্থ 'রজত'। যাহারা "গৌড়ীয়" না হইবে, তাহারা ভোগ্য-বুদ্ধিতে প্রাকৃত রজতাদি বস্তুতে আসক্ত হইয়া চেতনধর্ম্মের অপব্যবহার করিবে; ব্যবসায়ীকেই 'ধার্ম্মিক' ও ব্যবসায় করাকেই 'ধর্ম্ম' বিবেচনা করিবে।

বিশ্ববাসী সকলেই গৌরদাস—"কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস'। সকলের কর্ণে গৌরসুন্দরের আগমন বার্ত্তা কীর্ত্তন কর—সকলের হৃদয়ে গৌরসুন্দরকে প্রকট কর। গৌরসুন্দরের বাণীও ইহাই। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আদেশও ইহাই। মহাবিষ্ণু-অবতার অদ্বৈতপ্রভুর কার্য্যও ইহাই। "আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ"। সকলের নিকট দন্তে-তৃণ ধারণ করিয়া বল—'হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাৎ চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্'। আরও বল,—

"প্রভুর কৃপায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥"

নিষ্কপটে বল—

"অপরাধ ছাড়ি' ভাই লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ—মাতা, কৃষ্ণ—পিতা, কৃষ্ণ—ধন-প্রাণ॥"

গৌরজনবর, গৌরপ্রেষ্ঠবর, গৌরপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে যখন এই সকল কথা অতি হৃদয়স্পর্শিনী ভাষায় কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন সন্ধ্যা সমাগতা, পূর্ণিমার শশধর যেন শচীদুলালিয়ার বদনচন্দ্রের সেবা করিবার জন্য আজ মনোহর দ্বিগুণ সুষমা ধারণ করিয়া উদিত হইল। তৎকালে সকলের হৃদয় প্রসন্ন হইয়া উঠিল। শ্রীমায়াপুরের প্রতি শ্রীমন্দিরে সন্ধ্যারাত্রিকের কাঁসরঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। গৌরপ্রেষ্ঠবর ওঁবিষ্ণুপাদ আচার্য্যদেব শ্রীগৌরসুন্দরের আরাত্রিক ও অভিষেক সন্দর্শনার্থ শ্রীমন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সহস্র সহস্র ভক্ত তাঁহার অনুগমন করিলেন। শ্রীযোগপীঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পারায়ণ কাল উপস্থিত হইল। শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে ভক্তগণ জন্মগীতি কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আজ গৌরসুন্দর আগমন করিয়াছেন—শুদ্ধসত্ত্বভক্তগণ আজ হৃদয়ে প্রাণপ্রভুকে ধারণ করিয়াছেন, সংকীর্ত্তনপিতা আজ শুদ্ধসত্ত্বভক্তগণের চিত্ত হইতে জিহ্বাগ্রে উদিত হইয়া চতুর্দ্দিকে স্বীয় নামরূপগুণলীলা বিতরণ করিতেছেন। আজ প্রতি সেবোন্মুখজিহ্বায় শ্রীমায়াপুরচন্দ্র শচীসুত গৌরহরি অবতীর্ণ। সর্ব্বত্র জয় শ্রীগৌরহরির জয়! জয় শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের জয়! জয় শ্রীলক্ষ্মীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের জয়!!

শ্রীরূপপ্রভুর আনুগত্যে আজ সকলে গাহিতেছেন,—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

বঙ্গ, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য, রাজপুতনা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে দর্শনার্থিগণ পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় শ্রীধামে আসিয়া শ্রীমায়াপুরচন্দ্র দর্শন, মুখে শ্রীগৌরকৃষ্ণনাম উচ্চারণ, সাধুমুখে হরিকথাশ্রবণ, শ্রীধামরজঃ সর্ব্বাঙ্গে মৃক্ষণ ও বিচিত্র শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া নিজদিগকে 'ধন্য ধন্য' জ্ঞান করিয়াছিলেন। কোথায়ও কোন অভাব নাই—সকলেই আজ বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হইয়াছেন—সকলের মুখে কেবল কৃষ্ণকোলাহল!

শ্রীঅভিষেক-মহোৎসব

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা-
শৃঙ্গার-তন্মন্দিরমার্জ্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

—যিনি শ্রীবিগ্রহের নিত্য সেবা, আন্তরসোদ্দীপক নানাবিধ বেশ রচনা ও শ্রীমন্দির মার্জ্জন প্রভৃতিসেবায় স্বয়ং নিযুক্ত থাকেন এবং (অনুগত) ভক্তগণকে নিযুক্ত করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদ-পদ্ম আমি বন্দনা করি।

শ্রীগৌরজন্মোৎসবের পরদিবস শ্রীচৈতন্যমঠের নবনির্ম্মিত সুবৃহৎ শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত-সাম্প্রদায়িক আচার্য্যচতুষ্টয়ের সহিত তদুপাস্য মূল-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক-গুরুগণের সংস্থাপনোপলক্ষে সাত্বতশাস্ত্রীয় বিধানানুসারে অভিষেক-মহোৎসব সম্পন্ন হয়। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পাত্ররাজ বর্ত্তমান গৌড়ীয়-ধর্ম্মৈক-সংরক্ষক সাত্বত-সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বৈষ্ণবস্মৃত্যুক্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান স্বয়ং সম্পাদন করিয়া "অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ—এই ভাগবতীয় শ্লোকসার

জগজ্জীবের নিকট স্বীয় আচরণদ্বারা প্রচার করেন। শ্রীমন্দিরের চতুর্দ্দিকে অষ্টোত্তরশত পূর্ণকুম্ভ নব আম্রপল্লবের সহিত সংস্থাপিত হইয়াছিল। চতুর্দ্দিকে নবকদলীবৃক্ষ, পুষ্পমাল্য ও বিচিত্র বর্ণরঞ্জিত পতাকার সহিত শোভা পাইতেছিল। বীথিসমূহে পল্লবপুষ্প বিরচিত তোরণ ভক্তগণকে অভ্যর্থনা করিতেছিল। মনোহর বাদ্য সকলের চিত্তবিত্ত হরণ করিয়া গুরুগৌরাঙ্গপদে নিযুক্ত করিতেছিল, মৃদঙ্গকরতাল সহযোগে সংকীর্ত্তন-ধ্বনি সকলের হৃদয়ে আনন্দলহরী প্রবাহিত করিতেছিল। হবির্ভুক্ লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া আহুতি গ্রহণ করিতেছিল, "স্বাহা, স্বধা" প্রভৃতি রবে দিগন্ত মুখরিত হইতেছিল। অভিষেক-কালে সর্ব্বতীর্থের জলে চতুর্দ্দিক প্লাবিত হইয়াছিল। ভক্তগণ কীর্ত্তনমুখে সোল্লাস নৃত্য করিতে করিতে অভিষেক সন্দর্শন করিতেছিলেন।

সকলেই একবাক্যে বলিতেছিলেন,—পৃথিবীর কোথাও এরূপ শ্রীমন্দির নাই। বিপুল অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত, বৃহৎ ও কারুকার্য্যখচিত বহু মন্দির বহু স্থানে থাকিতে পারেন, কিন্তু এই শ্রীমন্দিরের একটী বিশেষত্ব এই যে ইহা দর্শনমাত্রে সুদার্শনিক সিদ্ধান্তের স্ফূর্ত্তি হয়। এই শ্রীমন্দির এরূপভাবে নির্ম্মিত যে, ইহা দর্শন করিলে বৈষ্ণবদর্শন ও সম্প্রদায়-বৈভববিজ্ঞানে অভিজ্ঞান লাভ হয়। এই শ্রীমন্দির শুদ্ধদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদের তাৎপর্য্য ও অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্তের পূর্ণ চমৎকারিতা একাধারে সর্ব্বসমক্ষে বিবৃত করিতেছেন। শ্রীমন্দিরের ঊনত্রিংশটী চূড়ায় প্রণব ও পতাকা শোভা পাইতেছেন। মধ্য চূড়ায় উজ্জ্বলরজতকলস, তদুপরি বিজয় বৈজয়ন্তী, তদুপরি প্রণব সর্ব্বদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন মধ্যমন্দিরের ললাটপটে বিস্তৃত গৌড়ীয় তিলক। উক্ত মন্দিরাভ্যন্তরে ভুবনমনোমোহন গিরিধর ও ভুবনমোহনমোহিনী গান্ধর্ব্বিকা সুরম্যসিংহাসনে বিরাজিত রহিয়াছেন। সর্ব্বশোভার আকরস্বরূপা কৃষ্ণকামাব্ধিবর্দ্ধিনী বৃষভানুজাকে দর্শন করিয়া স্বতঃই স্ফূর্ত্তি হয় যে, নিশ্চয়ই স্বীয় ঈশ্বরীর সুখৈককামী কোন পার্ষভানবীদয়িত মূল-আশ্রয় বিগ্রহের সহিত বিষয়বিগ্রহের মিলনপ্রয়াসী হইয়া ব্রজকিশোরিকা-শিরোরত্নকে বিষয়মনোমোহন ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন। মূল মন্দিরের-দক্ষিণপূর্ব্ব কোণস্থ মন্দিরে শুদ্ধদ্বৈতবাদাচার্য্য আনন্দতীর্থ শ্রীমন্মধ্বমুনি, আর একটি পৃথক আসনে তদুপাস্য সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক আদি কবি ব্রহ্মা—যাঁহার হৃদয়ে শ্রীনারায়ণ-প্রোক্ত চতুঃশ্লোকী ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্দিরের পাঁচটী চূড়ার মধ্য চূড়ায় রৌপ্যকলসী, প্রণব ও পতাকা শোভা পাইতেছে এবং অবশিষ্ট চূড়াগুলিতে প্রণব দীপ্তি পাইতেছেন। শ্রীমন্দিরের ললাটপটে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের তিলক। মূল মন্দিরের উত্তরপূর্ব্বকোণস্থ শ্রীমন্দিরেরও পূর্ব্ববৎ পাঁচটী চূড়া, প্রত্যেকটীতে প্রণব দীপ্তিমান্; মধ্যচূড়ায় রৌপ্যকলসী, পতাকা ও প্রণব। ললাটপটে শ্রীসম্প্রদায়ের উজ্জ্বল তিলক। মন্দিরের মধ্যদেশে এক আসনে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীল রামানুজ ও তদুপাস্য শ্রীসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক শ্রীদেবী। মূল মন্দিরের দক্ষিণ পশ্চিমকোণস্থ শ্রীমন্দিরের পাঁচটী চূড়ায় প্রণব শোভা পাইতেছেন, এবং মধ্য চূড়ায় উজ্জ্বল রৌপ্য কলসী, প্রণব ও উড্ডীয়মান পতাকা। মন্দিরললাটে শুদ্ধাদ্বৈত সম্প্রদায়ের তিলক। শ্রীমন্দিরের মধ্যদেশে শুদ্ধাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও অন্য আসনে তদুপাস্য শ্রীরুদ্র। মূল মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমকোণস্থ শ্রীমন্দিরের পাঁচটী চূড়া পূর্ব্ববৎ শোভিত থাকিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। শ্রীমন্দিরের ললাট প্রদেশে দ্বৈতাদ্বৈতসম্প্রদায়ের উজ্জ্বল তিলক। শ্রীমন্দিরের মধ্যদেশে দ্বৈতাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্য, তদুপাস্য গুরুবর্গ চতুঃসন এবং শ্রীরাধাগোবিন্দ বিরাজ করিতেছেন। মূল মন্দিরের চতুষ্কোণে চারিজন আচার্য্য তদুপাস্য গুরুবর্গের সহিত যেন দিক্পালরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন। আর মধ্যদেশে শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিততনু-শ্রীগৌরসুন্দর ও গান্ধর্ব্বিকাগিরিধর উচ্চ মর্ম্মরবেদীর উপর শোভিত রহিয়াছেন। দিক্পাল আচার্য্যগণ অবরোহবাদ বা সুদর্শনের একটী একটী দিক রক্ষা করিতেছেন। আর মধ্যস্থলে সমাসীন বিষ্ণুপরতত্ত্ব আচার্য্যলীলাভিনয়কারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর চতুর্দ্দিকস্থ বিভিন্ন দিক্পালগণের সুদার্শনিক সৎসিদ্ধান্তের চিৎসমন্বয় বিধান ও পরিপূর্ণতা সাধন করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্তের অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য প্রচার করিতেছেন। 'চিল্লীলামিথুন শ্রীহরিই বেদ্যবস্তু, কৃষ্ণের বিচ্ছেদগতভাবই জীবের স্বাভাবিক ভজন, শ্রীগোপীজনবল্লভপ্রেমই সাধ্যতত্ত্বের অবধি, তন্মধ্যে আবার শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেমই সাধ্যশিরোমণিতত্ত্ব,—গৌড়ীয়বৈষ্ণবদর্শনের এই নিগূঢ় তত্ত্ব শ্রীমন্দিররাজ যেন সকলের নিকট সমুৎসুক

হইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। আরও বলিয়া দিতেছেন,—বিষ্ণুবৈষ্ণব নিত্য-আলিঙ্গিত-বিগ্রহ—প্রাকৃতলোক যেরূপ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবকে দূরের বস্তু জ্ঞান করিয়া থাকে, প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন "রাজাসৌ প্রযাতীতিবৎ"—ন্যায়ানুসারে নিত্য আশ্রয়বিগ্রহগণের সহিত বিরাজমান। আশ্রয়ালম্বনগণ অদ্বিতীয় বিষয়ালম্বনেরই বিভিন্ন অঙ্গ; অঙ্গবাদ দিয়া অঙ্গীর সেবা হয় না। জগতে আচার্য্য-সম্মান নাই, মৎসর বহির্ম্মুখসম্প্রদায় অক্ষজজ্ঞানে আচার্য্যগণকে তাহাদেরই ন্যায় মর্ত্ত্যজীব-বিশেষ জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের প্রতি যে অসূয়া প্রকাশ করে, তাহাতে কোনও কালে তাহাদের মঙ্গল সম্ভাবনা নাই। আচার্য্যসেবা-দ্বারাই জীবের অনর্থনিবৃত্তি হয়; অনর্থনিবৃত্তি হইলে অধোক্ষজ-ভগবানে পরা ভক্তির উদয় হয়, শ্রীনামে রুচি হয়। আচার্য্যসেবা ব্যতীত "নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়"।

শ্রীমন্দিররাজ যেন আরও বলিয়া দিতেছেন, শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্ম অন্ধবিশ্বাস বা মনোধর্ম্মীর ভাবপ্রবণতা মাত্র নহে। ইহাই একমাত্র বেদান্তের ধর্ম্ম। জগতে বৈদান্তিক ধর্ম্ম বলিয়া প্রচলিত স্বকপোলকল্পিত মতসমূহ জগজ্জঞ্জাল মাত্র। ঐ সকল বিমুখবিমোহনের জন্যই কল্পিত হইয়াছে। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সিদ্ধান্তই একমাত্র বেদান্তের প্রতিপাদ্য চরমসিদ্ধান্ত-শ্রুতিস্মৃতিপুরাণ সকলেই ঐ সিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পরতত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দর এই সুদার্শনিক সৎসিদ্ধান্তই জগতে বিতরণ করিয়া 'শাস্ত্রচ্ছাস্ত্রবিবাদা ও 'রসদা' দয়া গুণের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। দ্বাদশদিবস ব্যাপী বিরাট্ মহামহোৎসব ও বৈষ্ণবসম্মেলন শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সেবকবৃন্দের অক্লান্ত সেবা ও সুদক্ষতার ফলে অতি নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যহ সহস্র সহস্র ধামপরিদর্শকগণকে দুইবেলা বিবিধ রস-সমন্বিত বিচিত্র মহাপ্রসাদে পরিতৃপ্ত এবং তাহাদিগের বাসস্থান ও হরিকথা শ্রবণ করিবার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ সভার অন্যতম সম্পাদক ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-রক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণপ্রভু আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া পরমোৎসাহের সহিত ধামযাত্রিগণের যাবতীয় সুবিধার জন্য বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শসেবা স্বচক্ষে দর্শন না করিলে ভাষায় বর্ণন করা যায় না। এরূপ অত্যাশ্চর্য্য সেবাপ্রবৃত্তি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গশক্তিতে আবিষ্ট না হইলে সম্ভব হইতে পারে না। শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ ব্রহ্মচারিবৃন্দের সেবা অনির্ব্বচনীয়া ও অতুলনীয়া। শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর সেবাচেষ্টাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরিশেষে আমরা যে সকল মহানুভবব্যক্তি এই বিরাট মহামহোৎসবে নানাবিধ ভাবে সেবা ও আনুকূল্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা নিশ্চয়ই শ্রীগৌর ও গৌর-জনগণের কৃপাকটাক্ষে পতিত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

অখিল বিশ্বে অপূর্ব্ব আনন্দ সংবাদ

সত্যের জয়

কি ভাগ্য, কি শুভদিন জগতের আজ!
কোটী কণ্ঠে কি উচ্ছ্বাস-আবেগ-মণ্ডিত
হয় বিঘোষিত শুভ আনন্দ-বারতা
বিজয় সত্যের সার, করি' মুখরিত
আ-সমুদ্র হিমাচল নিখিল ভারত—
অখিল জগৎ কিম্বা! কেহ নাই আর
ধর্ম্মধ্বজী বঞ্চকের প্রবঞ্চনা-জালে
হইয়া জড়িত, অন্ধ বিতর্কে বিষম,
বিপথে পরম, ঘোর নরকে যাইতে।
গুরুব্রুব গোদাসের দুঃসঙ্গে দারুণ
দুরত্যয় মোহ-পাশে লইয়া বন্ধন
দৃঢ়তর, অন্ধ-নীত অন্ধের সমান,
অন্ধকূপে ভয়ঙ্কর ভোগ-বাসনার
চাহে না মজিতে আর কেহ কোনক্রমে।
বণিক-আপণে বহু পণ্যের মতন
অহংগ্রহ উপাসক-আদি অভক্তের
ছল-ভক্তি-ভাব-আদি অপদার্থ অতি
না বিকায় আর কোথা বৈষ্ণবতা নামে

অর্থ-পণে, অনর্থের মূল। মোক্ষ-আশ,
মোক্ষজ্ঞান মোক্ষকর্ম্মী কামকামী যত,
কাঙ্ক্ষজন-হেয়-অনুকরণে কুটিল
রচি বেশ, বিষকুম্ভ পয়োমুখ যথা,
আবিল জীবনে জাতরূপ-যোষিতের
সেবায় সঁপিয়া দিয়া সর্ব্বস্ব নিঃশেষ,
বাহিরে বিপুল মাল্য-তিলকের ঘটা
দেখাইয়ে, নিরাপদে এতদিন যা'রা
করিল আরোপ ধর্ম্মে দুনিবার গ্লানি ;—
হেরি রঙ্গ যাহাদের অনঙ্গ-তোষণ,
অবোধ অমল জন শিহরি সন্ত্রাসে,
"এই কি বৈষ্ণবধর্ম্ম !"—বলিয়া ঘৃণায়
সরিল সুদূরে, নিল স্বার্থপাশ গলে
কৈতব-গরল-দহে মরিতে ডুবিয়া ;—
শ্রীগৌর-গৌরজন-অকলঙ্ক-নামে
করিতেও দোষারোপ অজ্ঞানে ভীষণ
আত্ম-সমর্থন-তরে, তিলমাত্র কভু
না হইল বিচলিত যারা একদিন
অদূর অতীত কালে ;—তাহারা সকল
নাই কেহ আজি আর সুদৃঢ় সঙ্কল্পে
সাহসে তেমন ; তীব্র তপন-কিরণে
মহান্ধ, দিবান্ধ কিম্বা উলূকের মত,
হইয়াছে দূর গত গহ্বরে, কান্তারে।
সাধু শাস্ত্র-বাক্য, বেদগুহ্য অনুত্তম
অদ্বয় যে জ্ঞান তত্ত্ব, তাহার উপর
অতি লঘু প্রাকৃতিক পাণ্ডিত্যের মোহে
ব্যাখ্যা-বিড়ম্বনা বৃথা করিয়া বিকাশ,
অবিদ্যার কৃতদাস অজ্ঞ জন যত,
রাখিত আবৃত সত্যে, কুহেলিকা-মাঝে
মার্ত্তণ্ড-ময়ুখ যথা ; সভয়ে তা'রাও
সরিয়াছে পরিহরি বিফল প্রয়াস ;
স্বপ্রকাশ সেই সত্যে নিরস্ত-কুহক
নাই আর কুসিদ্ধান্ত-কুজ্ঝটিকা-জাল
জঞ্জাল বিষম। স্বচ্ছ শারদ-গগনে
মেঘমুক্ত, অকলঙ্ক পূর্ণ শশী সম,
সজ্জিত সর্ব্বতোভাবে সকল সম্পদে,
সুসিদ্ধান্তে সমুজ্জ্বল সর্ব্বতমোহর
সুন্দর গৌড়ীয় ভাষ্যে সুগম সবার
শোভে ভাগবত আদি ভক্তিগ্রন্থ রাজি।
রূপানুগবর শুদ্ধ সাধু-গুরু-পদে,
শ্রবণ কীর্ত্তনে শুদ্ধ সজ্জন-মণ্ডলী
সিদ্ধ-মনোরথ সবে শত মুখে তাই
মঙ্গল-সংবাদ সেই ঘোষিতে ভুবনে,
গৌর-আবির্ভাব-ভূমে, শুভক্ষণে এই,
শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-মহারাজ-সভা-মাঝে
হইয়াছে সমবেত ; সিংহাসনে যথা,
উদ্দণ্ড-শার্ব্বর-হর-প্রভাকর-রূপে
পাত্র-রাজ—**শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী**
শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যে সকলের হইয়া অর্চ্চিত,
অধিষ্ঠিত ! ঊর্দ্ধবাহু আনন্দে অপার
কর সবে মুক্ত-কণ্ঠে জয়-ধ্বনি তাঁর !!

শ্রীকৃষ্ণামৃত

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার
ত্রয়স্ত্রিংশদ্ বার্ষিক
অধিবেশন-বিবরণী

শ্রীশ্রীগৌরজন্মমহামহোৎসবের দ্বিতীয় দিবস ১লা বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪১, ৫ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৩, ১৯শে মার্চ্চ খৃষ্টাব্দ ১৯২৭ শনিবার সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠের নব-নির্ম্মিত সুবৃহৎ নাট্যমন্দিরে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার ত্রয়স্ত্রিংশদ্ বার্ষিক অধিবেশন হয়। আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয় পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদকে শ্রীসভার সভাপতির আসন সমলঙ্কৃত করিবার প্রস্তাব সর্ব্বসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিলে উপস্থিত সভার পক্ষ হইতে শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র গোস্বামী মহোদয় উক্ত প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ সভাপতির আসন গ্রহণপূর্ব্বক সভার উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী ও শ্রোতৃবর্গকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করেন,—

"আমরা বিগতবর্ষে মানবের সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর ও পরম প্রয়োজনীয় বস্তু—যাহা শ্রীচৈতন্যদেব জগতে বিতরণ করিয়াছেন, তাহা প্রচারার্থ প্রয়াসী হইয়া বহুস্থানে শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছি। যাঁহারা প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য অথবা যে কোন উপায়ে জৈবজগতের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিতকর কার্য্যে আনুকূল্য বিধান করিয়াছেন, বিশ্বম্ভর শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদিগের মঙ্গল বিধান করিবেন। যাঁহার তুলনা এজগতের অন্য কোন কার্য্যের সহিত হয়না বা হইতে পারে না, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জগন্মঙ্গলকর কার্য্যে যাঁহারা কিছুমাত্রও আনুকূল্য করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সৌভাগ্যবান ও ধন্যবাদার্হ। অনেকে মনে করিতে পারেন, ইহা অন্যান্য জাগতিক কর্ম্মের অন্যতম, কিন্তু তাহা নহে। তত্ত্বকোবিদগণের বিচারে ইহাই একমাত্র কার্য্য, অন্যান্য কার্য্যে সময়ক্ষেপ বৃথাশ্রম মাত্র লাভ হইয়া থাকে।

মানুষ পূর্ব্বাপর বিচার করিতে পারেন, কিন্তু মানবমণ্ডলীর বিচারে অনেকসময়েই আমরা বিশেষ মতভেদ দেখিতে পাই। মানবের মধ্যে যাহারা নিজদিগকে 'সভ্য' বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে বিশেষ আগ্রহযুক্ত, তাঁহারা বলেন, যদি আমরা Civic rule (পৌরজনগণের পালনীয় নিয়ম) গুলি পালন করি, তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইবে না, আমরা সুখে স্বচ্ছন্দে এই সংসারে বহির্ম্মুখতা অবলম্বন করিয়া বাস করিতে পারিব। এ-সকল বিচার কর্ম্মপন্থি ব্যক্তিগণের পরম আদরের বিষয়। আবার কেহ কেহ বিচার করেন,—'এজগৎ কষ্টের স্থান, এই স্থান হইতে নিবৃত্ত হওয়া আবশ্যক, বস্তুর নির্ব্বিশেষত্বই একমাত্র প্রয়োজনীয়, তাহাই মুক্তি, সেই মুক্তিই বাঞ্ছনীয়।' ভগবদ্ভক্তগণ এই দুই প্রকার ব্যক্তির ন্যায় সহসা কোন মত প্রকাশ করেন না। যাঁহারা ভোগের দ্বারা অভাব নিবৃত্তি করিতে চান, তাঁহারা 'ভুক্তিকামী', আর যাঁহারা ত্যাগের দ্বারা অভাব নিবৃত্তি করিতে চান, তাঁহারা 'মুক্তিকামী'। ভগবদ্ভক্তগণ ভুক্তি বা মুক্তি কিছুই ইচ্ছা করেন না। পরিপূর্ণ বাস্তবজ্ঞানের অভাবে আপেক্ষিকজ্ঞানে আমরা মনোনিবেশ করি, তাই আমাদের অভাব নিবৃত্ত হয় না। আমরা যে সকল কর্ম্ম করি, তাহা কর্পূরের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া যায়। অভাব থাকিবে না, অথচ ঐরূপভাবে নির্ব্বিশিষ্ট হইয়া যাওয়া যাইবে না, তাহাই চিদ্বিলাসের পথ। মুক্ত হওয়ার নামে, মুক্ত হওয়ার সমস্ত সুবিধাটি যদি নষ্ট হইয়া গেল, তাহা হইলে ঐরূপ মুক্তিকে—'মুক্তি' বলা যায় না, উহা 'আত্মবিনাশ'মাত্র। রোগ ও রোগীকে এক সঙ্গে ঠাণ্ডা করিয়া দেওয়ার প্রণালী বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। কাহারও গলদেশে স্ফোটক হইয়াছে, যথাবিহিত অস্ত্রোপচার দ্বারা স্ফোটকের চিকিৎসা করিয়া রোগীকে নিরাময় ও সুস্থ করাই কর্ত্তব্য, কিন্তু রোগীকে চিরতরে স্ফোটকের ক্লেশ হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য স্ফোটকে অস্ত্রোপচার করিবার পরিবর্ত্তে রোগীর গলদেশে ছুরিকা প্রদান করা কখনই উচিত নহে।

অনেকে সাংসারিক ক্লেশে বিপন্ন হইয়া মনে করেন যে, সংসার হইতে মুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। একটি বৃদ্ধা স্ত্রী বহুকষ্টে নিজ গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিত, বৃদ্ধ বয়সে অসমর্থা অবস্থায় বনে গিয়া তাহার কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে হইত এবং তাহা বিক্রয় করিয়া যে কোন প্রকারে তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিত। সাংসারিক ক্লেশ ও অভাবে নিপীড়িত হইয়া বৃদ্ধা সর্ব্বদাই বলিত, 'কেন যম আসিয়া আমাকে অনুগ্রহ করিতেছে না।' একদিন সত্য সত্যই যম আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু বৃদ্ধা এই সময় যমের নিকট কিছুতেই যাইতে চাহিল না, তাহার এই ক্লেশময় সংসারে শত অভাব অসুবিধার মধ্যেও বাস করিবার প্রবল ইচ্ছা দেখা গেল। যাহারা সাংসারিক ক্লেশে বিপন্ন হইয়া মুক্তিপ্রার্থী হয়, তাহাদিগের অন্তরেও ভোগ-পিপাসা এইরূপভাবেই ফল্গু নদীর ন্যায় প্রবাহিত থাকে। ফলাকাঙ্ক্ষী ভোগী বা ফলবিরাগী ত্যাগীর বিচার অবলম্বনে জীবের কখনও নিত্য মঙ্গল লাভ হয় না; ইহারা সকলেই বঞ্চিত ও কপট। যথেষ্ট সৌভাগ্যের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত ইহাদিগের কাপট্য সাধারণের গোচরীভূত হয় না।

আত্মবিদ্গণ ইহজগতে ভগবানের সেবা করেন,—তাঁহারা ফলভোক্তা ভোগীর ন্যায় প্রপঞ্চ ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হন না, বা ফল্গুত্যাগীর ন্যায় ভগবৎসেবোপকরণকে প্রাপঞ্চিক 'বিষয়মাত্র জ্ঞান করিয়া নিজের মঙ্গলের পথ হইতে বিচ্যুত হন না। আত্মবিদ্গণ ইহজগতে ভগবানের সেবা করেন, পরজগতেও ভগবানের সেবা করেন।" ভগবানের সেবা-ব্যতীত জীবের অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই, ইহাই তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করেন। আত্মবিৎ পুরুষগণ

জীবহিতাকাঙ্ক্ষী প্রবীণ পুরুষ। মানব জাতি পরমার্থ-রাজ্যের শিশুসদৃশ ; শিশুগণ যেরূপ নিজমঙ্গল বুঝে না, কখন অগ্নিশিখায় হস্ত প্রদান করিতে উদ্যত হয়, কখনও বা আকাশের চাঁদ গ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুল হয়, মানব-মণ্ডলীও সেইরূপ শিশুর ন্যায় বিবিধ অভিনয় করিয়া থাকেন। আত্মবিৎ প্রবীণ পুরুষগণ এই শিশু-সমাজের মঙ্গল-বিধানার্থ সর্ব্বদা সচেষ্ট। মানবমণ্ডলী যদি স্ব-স্ব মনোধর্ম্মোত্থ বিচার পরিত্যাগ করিয়া পরম হিতাকাঙ্ক্ষী এই সকল প্রবীণ পুরুষগণের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সর্ব্বতোভাবে আনুগত্য প্রদর্শন করেন, তবেই তাঁহাদের মঙ্গল। ভগবানের কথা—শ্রৌতবাণী আলোচনা করিলে সকলের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হয়। ভগবানের কথা আলোচনা ব্যতীত পরস্পরের মধ্যে আলোচ্য আর কিছুই নাই।

পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমন্মধ্বমুনি বলেন,—"মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভম্" —সকল প্রকার মুক্তিতে বিষ্ণুই একমাত্র আরাধ্য। বিষ্ণুর উপাসনায় কোন অভাব নাই। যে-স্থানে বৈকুণ্ঠপ্রতীতি, সেখানে মায়িক প্রতীতি নাই। আবার যেস্থানে মায়িক প্রতীতি, সেস্থানে ভগবৎপ্রতীতি নাই। ভগবদুপাসনার চতুর্থ অর্থ অর্থাৎ মোক্ষ প্রয়োজনীয় প্রাপ্য বস্তু না হইয়া, স্বয়ং আমাদের সেবক বস্তু হয়। ভগবদুপাসনাই একমাত্র আত্মার বৃত্তি, ভগবদনুশীলন ব্যতীত অন্য কোন উপায়ের দ্বারা অভাব দূরীভূত হয় না।

কাহারও মতে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যে উপাসনা-পথ আরম্ভ হইয়াছে। শাক্যসিংহের বিচারপ্রণালী হইতে উদ্ভূত hero-worship (বিখ্যাত পুরুষগণের পূজা) হইতে ভগবদুপাসনা-প্রণালী পৃথক। প্রাচীনতম শব্দপ্রমাণ ঋক্ সংহিতা ভগবদুপাসনা-প্রণালীর কথা বহু-পূর্ব্বে জগতে প্রচার করিয়াছেন,—"ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁতৎসৎ।" (ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল, ১৫৬ সূক্ত ৩য়া ঋক্),—এই ঋঙ্মন্ত্র বর্ত্তমান কালে শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বলোককে সর্ব্বকালে কীর্ত্তন করিবার কথা বলিয়াছেন। শব্দের সাহায্যে উপাসনা-প্রণালী জগতের সর্ব্বত্রই প্রচারিত। ভগবদ্ভক্তগণের একমাত্র অনুশীলনীয় ব্যাপার যে 'নামকীর্ত্তন,' তাহা ঋগ্বেদ-সংহিতায় পাওয়া যায়। সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণুস্বামী খ্রীষ্টীয় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মাদুরা গ্রামে আবির্ভূত হন। আদি বিষ্ণুস্বামীর পরবর্ত্তী সাতশত ত্রিদণ্ডীর কথাও ঐতিহ্য গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণুস্বামী 'সংক্ষেপ শারীরকে' যে শুদ্ধ বিষ্ণু-উপাসনার কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তি-কালে অসৎসাম্প্রদায়িকগণের হস্তে পড়িয়া নানাভাবে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। এই সর্ব্বজ্ঞ ঋষির কথা শ্রীধরস্বামিপাদ নিজ-গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাগ্‌বুদ্ধযুগে বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা প্রচলিত থাকিবার বহু উদাহরণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। জীবমাত্রেরই বিষ্ণুর সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। ঈশ্বর-বস্তু সকল লোকেরই প্রয়োজনীয় বস্তু ; বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-সেবা সকলেরই কৃত্য।"

সেই দিবস রাত্রি অধিক হওয়ায় শ্রীশ্রীসভাপতি প্রভুপাদ তৎপরদিবস পুনরায় শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার অধিবেশন ও সভার কার্য্যাবলির অনুষ্ঠানার্থ উপদেশ করেন। সভায় সমুপস্থিত কুচবিহারের রাজন্যবর্গ ও রাজপরিবারবর্গস্থ কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ বাহাদুর মহাশয়কে শ্রীধাম প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও গৌর-প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠাতৃরূপে গণনা করিয়া গৌরাশীর্ব্বাদস্বরূপ ভগবৎ-প্রসাদ-বসন-নির্ম্মাল্যাদি প্রদান করা হয়।

তৎপর দিবস ৬ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ রবিবার প্রাতঃ-কালে পুনরায় শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ সভাপতির আসন সমলঙ্কৃত করিলে শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় গত বর্ষের শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার "অধিবেশন-বিবরণী" পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীসভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয়-কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণকে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন ও শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের আশীর্ব্বাদপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ত্রিদণ্ডী গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে মুর্শিদাবাদ যজানের পরম-ভক্তিমতী উদারহৃদয়া, ধর্ম্মপ্রাণা, রাজদুহিতা শ্রীযুক্তা কৃষ্ণকামিনী মহোদয়াকে এবং সর্ব্বসদ্‌গুণ-বিভূষিতা, উচ্চ-হৃদয়া রাণী বসন্তকুমারীকে তাঁহাদিগের নানাবিধ ভাবে শুদ্ধ-ভক্তিপ্রচারে আনুকূল্য বিধান করিবার কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ ও গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করিবার প্রস্তাব করেন। শ্রীসভার পক্ষ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু উক্ত প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিলে সভাস্থ ভক্তমণ্ডলী শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের জয়ধ্বনি দিয়া উক্ত

ধর্ম্মপ্রাণা মহোদয়াগণের উপর গৌরাশীর্ব্বাদ বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সেবাবৃত্তির প্রশংসা ও উত্তরোত্তর এইরূপ সেবাবৃত্তির পরিবর্দ্ধন প্রার্থনা করেন। তৎপরে শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয়বনমহারাজ পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের সত্য প্রচারে উৎসাহ, যত্ন ও শুদ্ধভক্তগণের প্রতি অনুরাগ প্রভৃতি বহুবিধ সদ্‌গুণাবলীর প্রশংসা করিয়া এবং তাঁহাকে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার একজন পরমশুভানুধ্যায়ী জানিয়া তাঁহার প্রতি গৌর ও গৌরজনগণের আশীর্ব্বাদ-প্রদানের প্রস্তাব করিলে শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দবিদ্যাবিনোদ তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। তৎপরে শ্রীসভার পক্ষ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু পরলোকগত রায় রাধিকা চরণ দত্তবাহাদুরের সাধ্বীপত্নী মহোদয়াকে শ্রীধাম-যাত্রিগণের গমনাগমনের সুবিধার জন্য পথ-নির্ম্মাণে আনুকূল্য বিধান করায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবার প্রস্তাব করেন। ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত মহারাজ শ্রীসভার পক্ষ হইতে এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। ঢাকা-নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দত্ত মহাশয় যেরূপ বিবিধ ভাবে শুদ্ধভক্তি-প্রচারে আনুকূল্য বিধান করিয়াছেন ও করিতেছেন, তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ, শ্রীপাদ গিরি মহারাজ এই প্রস্তাব করিলে শ্রীসভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মৌলিক মহাশয় সেই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। ঢাকা মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে মহাশয় ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ হইতে ভক্তি-গ্রন্থ-প্রচার ও শ্রীগৌরসুন্দরের বিচিত্র অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণে যে আনুকূল্য করিয়াছেন ও করিতেছেন, তজ্জন্য তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যাশীর্ব্বাদ-ভাজন। শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীসভার পক্ষ হইতে এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে শ্রীসভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস ভক্তি-সিন্ধু মহাশয় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন। কাশীপ্রবাসী ডাক্তার পি, কে, রায় মহাশয় কাশীর শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠের বিবিধভাবে আনুকূল্য করিয়া স্থানীয় অধিবাসিগণের মধ্যে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের যে সহায়তা করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হউক, শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়বন মহারাজ এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিপ্রকাশ মহাশয় শ্রীসভার পক্ষ হইতে তাহা সমর্থন করেন। মিস্‌রিক্-প্রবাসী ঠাকুর টিকম্ সিং মহাশয় শ্রীনৈমিষারণ্যে ভাগবতধর্ম্ম-প্রচার, শ্রীশ্রীপরমহংসমঠ সংস্থাপন, ও ভাগবত-বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার্থ যেরূপ আন্তরিক যত্ন ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন, তজ্জন্য গৌরভক্তমণ্ডলী তাঁহাকে গৌরাশীর্ব্বাদে বিমণ্ডিত করুন, অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু এই প্রস্তাব করিলে শ্রীসভার পক্ষ হইতে শ্রীনিমানন্দ দাসাধিকারী মহাশয় তাহা সমর্থন করেন। মিস্‌রিক্-প্রবাসী রাজকর্ম্মচারী ধর্ম্মপ্রাণ, উদারহৃদয়, বিচক্ষণ, সুবুদ্ধিমান কান্‌হাইয়া লাল ও ঠাকুর-সাহেব মদনগোপাল সরদানা মহোদয়দ্বয় নৈমিষারণ্যে পুনরায় শুদ্ধভাগবত-ধর্ম্মের প্রচারার্থে যেরূপ ভাবে উৎসাহ ও যত্ন প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা বিশেষ ধন্যবাদার্হ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে শ্রীসভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিপ্রকাশ মহাশয় তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। বৃন্দাবন-নিবাসী শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয় শ্রীবৃন্দাবনধামস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের ভক্তগণকে যেরূপভাবে বাক্য ও বুদ্ধ্যাদি দ্বারা উৎসাহান্বিত ও নানাবিধভাবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের সেবা করিয়া তাঁহার উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য সেই পণ্ডিত গোস্বামী মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করা হউক, শ্রীমদ্ অতুলচন্দ্র গোস্বামী প্রভু এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কবিভূষণ মহাশয় তাহা শ্রীসভার পক্ষ হইতে সমর্থন করেন। শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় জমিদার নাকাশীপাড়া, শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা-কালে তাঁহার হস্তীটি প্রদান করিয়া যেরূপ স্বীয় সদ্‌বংশোচিত মর্য্যাদা ও উদারতা-গুণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি ও গৌরজনগণের শুভদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে শ্রীসভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য, শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বনমহারাজ এই প্রস্তাব করিলে শ্রীউদ্ধবদাস সেবাভূষণ মহাশয় শ্রীসভার পক্ষ হইতে তাহা সমর্থন করেন। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত সখিচরণ রায় মহাশয় শুদ্ধভক্তি-প্রচার ও হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় যেরূপ আন্তরিক উৎসাহ ও প্রযত্ন প্রদর্শন করিতেছেন, তজ্জন্য তিনি শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের নিত্যকৃপাভাজন; ধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে তাঁহার সেবাবৃত্তির জন্য আশীর্ব্বাদ

প্রদান করা হউক, শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপপুরী মহারাজ এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ মহাশয় তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিলেন। চন্দননগরনিবাসী অবসর-প্রাপ্ত প্রবীণ ইঞ্জিনিয়ার পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে আন্তরিক যত্নের সহিত শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সুবৃহৎ শ্রীমন্দির ও নাট্যমন্দির নির্ম্মাণকার্য্য পরিদর্শন ও পরিচালনাদি করিয়া যেরূপ হরিসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন ও পরম উৎসাহের সহিত শ্রীধামে শ্রীধামযাত্রিগণের বাসস্থান-নির্ম্মাণাদি-কার্য্যে সেবা করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করা হউক, শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়বনমহারাজ এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী মহাশয় শ্রীসভার পক্ষ হইতে তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। কলিকাতা নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শুদ্ধভক্তি-প্রচার, শ্রীপুরুষোত্তম মঠ-সংস্কার কার্য্য এবং শ্রীধামে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-বিষয়ে যেরূপ বিবিধভাবে আনুকূল্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ ও গৌরকৃপাশীর্ব্বাদ-ভাজন,—শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল মহাশয় এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে শ্রীসভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত উদ্ধবচন্দ্র দাস সেবাভূষণ মহাশয় তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। বর্দ্ধমান জামগ্রাম-নিবাসী পরমভাগবত গুরুগৌরাঙ্গ-সেবাপরায়ণ শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র দাস অধিকারী মহাশয় শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত শ্রীশ্রীহরিনাম-চিন্তামণি গ্রন্থের ৪র্থ সংস্করণ মুদ্রণ ও প্রকাশার্থ যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া শ্রীনাম-প্রচারের যেরূপ আনুকূল্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি নিত্য গৌর ও গৌরজনের কৃপাশীর্ব্বাদভাজন; তাঁহাকে শ্রীসভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করা হউক, শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্বগিরিমহারাজ এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীসভার পক্ষ হইতে উক্ত প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। রাজগঞ্জ-নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ পাল মহোদয় শ্রীধামযাত্রিগণের জলকষ্ট নিবারণার্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরের নিকট একটী 'টিউব ওয়েল' খননের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া যে বৈষ্ণব-সেবাবৃত্তির আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে শ্রীসভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করা হউক, শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ তাহা শ্রীসভার পক্ষ হইতে সমর্থন করেন। হাওড়া নারিকেলদহ-নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মান্না মহাশয় শুদ্ধভক্তি-প্রচার ও শ্রীধাম-সেবা প্রচারার্থ যে আনুকূল্য বিধান করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ, শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপপুরী মহারাজ এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে শ্রীসভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয়নাথ ভক্তিরত্নাকর মহাশয় তাহা সমর্থন করেন। কটক শ্রীগোপালজীউ মঠের মহান্ত মহারাজ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত গীতাবলী গ্রন্থ-প্রচারের যাবতীয় ব্যয়ভার-গ্রহণ ও পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মদনমোহন পট্টনায়ক বি, এল মহোদয়, পরমভাগবত শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এবং বালেশ্বর-নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসন্ন সামন্ত মহোদয় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত বিবিধ গ্রন্থ উড়িয়া অক্ষরে উৎকলবাসীদিগের মধ্যে প্রচার করিবার ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া শুদ্ধভক্তিপ্রচারের যে আনুকূল্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে শ্রীসভার পক্ষ হইতে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হউক, শ্রীপাদ গিরি মহারাজ এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার মহোদয় শ্রীসভার পক্ষ হইতে তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। সর্ব্বসদ্গুণবিভূষিত ধর্ম্মপ্রাণ পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রাধামোহন পট্টনায়ক বি, এ, মহোদয় উৎকল দেশে শুদ্ধভক্তি-প্রচারার্থ যেরূপ আন্তরিক যত্ন, আনুকূল্য ও বিবিধভাবে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করা হউক, শ্রীযুক্ত ভক্তিসর্ব্বস্বগিরি মহারাজ এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ মহোদয় তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। নদীয়া গোস্বামিদুর্গাপুর-নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মজুমদার মহাশয় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত কল্যাণ-কল্পতরু গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণ-প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া সর্ব্বসাধারণে কল্যাণকল্পতরুর কৃষ্ণসেবা-সুকল্যাণ-ফল-বিতরণে যে সহায়তা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ, শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় ভক্তি-রত্নাকর মহোদয় এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে শ্রীযুক্ত প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহাশয় শ্রীসভার

পক্ষ হইতে উক্ত প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিলেন।

সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদের অনুমতিক্রমে শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভা হইতে নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয় কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণকে-শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদস্বরূপ ভক্তিসূচক সম্মান প্রদান করা হয়। (১) শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় গুরু-গৌরাঙ্গ-সেবাপরায়ণ স্নিগ্ধ ভক্তবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কলিবৈরি-দাসাধিকারী মহোদয়ের বৈষ্ণবশাস্ত্রে ও দর্শনে বিশেষ পাণ্ডিত্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া তাঁহার বিবিধ গুণাবলির প্রশংসা করেন; এই ভক্তবর তাঁহার লেখনী ও বাক্যের দ্বারা অধোক্ষজ ভক্তি-দর্শন বা সুদর্শনের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করায় শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা তাঁহাকে 'বেদান্তভূষণ'—এই ভক্তিসূচক উপাধিতে বিভূষিত করেন। (২) পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ দাসাধিকারী মহাশয়ের শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে অক্লান্ত ও নিঃস্বার্থভাবে সেবার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ, মহোদয় শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করা হউক, এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম, এ, মহাশয় তাহা সমর্থন করেন, এবং তাঁহাকে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা 'ভক্তিভূষণ' এই ভক্তিসূচক উপাধিতে ভূষিত করেন। শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী মহাশয়ের আদর্শ হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবাবৃত্তির কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে কোন বিশেষ গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করা হউক, এই প্রস্তাব করিলে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী মহাশয়কে 'ভক্তিরত্ন' এই ভক্তিসূচক উপাধিতে মণ্ডিত করেন। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ পরমভাগবত প্রবীণ ভক্তবর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শুদ্ধভক্তিপ্রচারে বিবিধ-প্রকার আনুকূল্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়া শ্রীসভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে কোন বিশেষ গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করা হউক, এই প্রস্তাব করিলে শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা হইতে তাঁহাকে "গৌরকারুণ্যকটাক্ষ-বৈভব"—এই ভক্তিসূচক উপাধিতে বিমণ্ডিত করা হয়।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভায়াঃ

"শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্"

অধীত্য বিষ্ণুশাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি ভক্তিমান্ সুধীঃ।
বিনয়াচার-সারল্য-সত্যাদি-গুণমণ্ডিতঃ॥
রতঃ শ্রীধামনাথস্য সেবায়াং পরমেষ্ঠিনঃ।
কলিবৈরী কৃতী শ্রীমান্ শাস্ত্রতত্ত্ব-প্রকাশনে॥
ধামপ্রচারিণী-সংসৎসদস্যাস্তুষ্টিমাগতাঃ।
বেদান্তভূষণোপাধিভূষণে ভূষয়ন্তি তম্॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতি

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভায়াঃ

"শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্"

শ্রীরাধাবিনোদঃ সদা শুভমতির্দাসাধিকারী মহান্।
নিত্যং ধামগতস্তদুন্নতিবিধৌ যস্য স্বয়ং যত্নবান্॥
সেবাসৌষ্ঠববন্ধনে ভগবতঃ শ্রীগৌরচন্দ্রস্য চ।
আসক্তিং পরমাং বহত্যবিরতং সৌভাগ্যসম্পদ্‌যুতঃ॥
ধামপ্রচারিণী-সংসৎসদস্যৈস্তস্য সম্মাননে।
উপাধির্দীয়তে ভক্তিভূষণ ইতি সংস্কৃতঃ॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতি

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভায়াঃ

"শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্"

যঃ শ্রীধামসমাকৃষ্টঃ সারল্যৌদার্য্যভূষিতঃ।
রাধাচরণ-গোস্বামী শ্রীমান্ ভক্তিপরায়ণঃ॥
আনুকূল্যং গতো বিদ্বান্ ধামপ্রচারকর্ম্মণি।
তথা বৈষ্ণবসেবায়াং সর্ব্বদানুরতো মহান্॥
ধামপ্রচারিণী সংসৎ তত্তস্তোষমুপাগতা।
উপাধিং প্রদদাত্যস্মৈ ভক্তিরত্নেতি বিশ্রুতম্॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতি

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভায়াঃ

"শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্"

যস্ত শ্রীমান্ শরচ্চন্দ্রঃ শ্রীগৌরচন্দ্রসেবনে।
আনুকূল্যং বিধত্তেঽস্মিন্ বিভবব্যয়-সাধনৈঃ ॥
ভূষিতাশেষদিগন্তঃ কীর্ত্তি-জ্যোৎস্নাবিমণ্ডনৈঃ।
বৈষ্ণবার্চ্চন জন্মাঞ্চ সুকৃতিমাচরত্যপি ॥
ধামপ্রচারিণী সংসৎ দদাত্যস্মৈ মহাত্মনে।
উপাধিং গৌর-কারুণ্য-কটাক্ষবৈভবং মুদা ॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতি

অনন্তর শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার কতিপয় একনিষ্ঠ সেবক ও সভ্য গত বর্ষের মধ্যে প্রপঞ্চলীলা সংগোপন করায় অবশিষ্ট সেবকগণ যে গুরুতর ভক্তবিরহ-দুঃখে পতিত হইয়াছেন, তাহা তাঁহারা আবেগময়ী ভাষায় ব্যক্ত করিয়া পরলোকগত ভক্তগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল মহাশয় শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীবাসঅঙ্গনের একনিষ্ঠ প্রবীণ সেবকবর শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ঠাকুরের শ্রীধামসেবা ও ক্ষেত্রসন্ন্যাস-নিষ্ঠার কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার অপ্রকটে বিরহ-দুঃখ প্রকাশ করেন। তৎপরে শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার প্রাচীনতম সভ্য স্বধাম-গত মণিমাধবমিত্র ভক্তিসুহৃৎ মহাশয়ের পরলোক-গমনের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীধামে তাঁহার স্মৃতি-সংরক্ষণের প্রস্তাব করা হয়। পরলোকগত ভক্তিসুহৃৎ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্রগণ পিতার স্মৃতিসংরক্ষণার্থ বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সেবাদর্শ শ্রীপাদ রামবিনোদ প্রভুর অপ্রকট ও তাঁহার অকৃত্রিম আদর্শ-গুরুগৌরাঙ্গসেবার কথা উল্লেখ করিয়া বিরহবেদনা প্রকাশ করেন। শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বনমহারাজ শ্রীযুক্ত নিত্যপ্রকাশের সংগোপনের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রভূত গুণগাথা কীর্ত্তন এবং তাঁহার অভাব-জন্য ভগবদ্ভক্তগণের বিরহদুঃখ জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর ক্রমান্বয়ে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র দেবশর্ম্মা কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য- বেদান্ত-ষড়্দর্শনতীর্থ--সুদর্শনবাচস্পতি মহোদয় ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল দাসাধিকারী কাব্যতীর্থ বি, এ মহোদয় নিম্নলিখিত স্তোত্রাবলি পাঠ করেন। স্তোত্রপাঠান্তে শ্রীসভাপতিপ্রবর প্রভুপাদ সকলকে ধন্যবাদ ও তাঁহাদের যাহাতে উত্তরোত্তর হরিসেবাবৃত্তির উন্মেষ হয়, তজ্জন্য উপদেশ প্রদান করিয়া সভার কার্য্য সমাপ্ত করেন।

শ্রীমন্মায়াপুরচন্দ্র-চরণ সরোজে

প্রার্থনাষ্টকম্

(১)

সত্যজ্ঞান-সুখস্বরূপ-মতুলং প্রেমামৃতং বর্ষয়ৎ
সম্পূর্ণং সুচিরং মহাভবদবৈশ্চিত্তং প্রশান্তিং নয়ৎ।
শ্রীকৃষ্ণস্য পদাম্বুধিং পরতর-ক্ষেমাশ্রয়ং প্রাপয়ৎ
হে মায়াপুরবল্লভ! স্ফুরতি মে ধামস্বরূপং কদা ॥

(২)

তৃষ্ণাং কৃষ্ণজনামলাঙ্ঘ্রি-সলিলাস্বাদৈঃ সদা নাশয়ৎ
নীত্বা ভক্তমহাপ্রসাদ-কণিকাশেষৈঃ ক্ষুধা সংক্ষয়ম্।
তেষামেব পদপ্রসঙ্গি-রজসাং লেপৈস্তনুং ভূষয়ৎ
হে মায়াপুরবল্লভ! স্ফুরতি মে ধামস্বরূপং কদা ॥

(৩)

মায়াবাদ-কুতর্ককণ্টক-কুলাকীর্ণাদসন্মার্গতঃ
বুদ্ধিং শুদ্ধসনাতনামৃতময়ীং সংগ্রাহয়ৎ পদ্ধতিম্।
ভ্রান্তি-ধ্বান্ত-নিতান্ত-শ্রান্ত-হৃদয়ং নিত্যং জ্যোতির্দ্দর্শয়ৎ
হে মায়াপুরবল্লভ! স্ফুরতি মে ধামস্বরূপং কদা ॥

(৪)

গ্রাম্যাং ভোগমতিং নিরস্য নিরয়-প্রাসাদ-সঞ্চারিণীং
প্রীতিং বৈষ্ণব-সঙ্গমে শিবকরীং তন্বৎ পুনঃ শাশ্বতীম্।
বৈকুণ্ঠাপ্তি-নিধানমাত্মনবং দ্বারং সমুদ্ঘাটয়ৎ
হে মায়াপুরবল্লভ! স্ফুরতি মে ধামস্বরূপং কদা ॥

(৫)

গৌড়ীয়ামৃতভাষণৈঃ শ্রবণয়োরানন্দনং বর্দ্ধয়ৎ
ভক্তিং ভক্তিসরস্বতীপ্রভুপদাম্ভোজে সদা স্থাপয়ৎ।
সত্যাচার-প্রচার-সার-নিরতং সন্ধারয়জ্জীবিতং
হে মায়াপুরবল্লভ! স্ফুরতি মে ধামস্বরূপং কদা ॥

(৬)

ভোগাশা-কুনিশাচরী-গ্রহ-মহাদুঃখার্ণবে মজ্জতঃ
আধি-ব্যাধি-কুলাকুলস্য সততং কালাগতেবিভ্যতঃ।

তারং লোক-প্রবঞ্চনাদি-দুরিতোন্নীতঞ্চ সঞ্চিন্বতঃ
হে মায়াপুরবল্লভ ! স্ফুরতি মে ধামস্বরূপং কদা ॥

(৭)

বাচং শ্রীহরিবর্ণনে প্রতিদিশং কর্ণৌ গুণাকর্ণনে
নেত্রং বিগ্রহ-দর্শনে করতলং তদ্‌গেহসম্মার্জ্জনে।
পাদৌ ধামপরিক্রমাশুভবিধৌ চিত্তঞ্চ তচ্চিন্তনে
হে মায়াপুরবল্লভ ! স্ফুরতি মে ধামস্বরূপং কদা ॥

(৮)

শেষশ্বাস-মরুৎ-প্রবাহ-সময়ং যাবদ্ভবে চৈহিকে
ভাব্যে কর্ম্মগতিং প্রতীক্ষ্য ভবনে দৈবেঽথবা নারকে।
সর্ব্বত্র স্মৃতিমক্ষয়ামনুদিনং সংরক্ষয়দ্ বৈষ্ণবীং
হে মায়াপুরবল্লভ ! স্ফুরতি মে ধামস্বরূপং কদা ॥

প্রশস্তি-পঞ্চকম্

(১)

কালেঽস্মিন্ কলুষালয়ে কলিহতানাবালবৃদ্ধান্ নরান্
শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু-প্রিয়-নবদ্বীপং পরিক্রাময়ৎ।
উদ্ধর্ত্তুং নরকাদ্ বদান্যপ্রবরৈর্যচ্চেষ্টিতং পুণ্যদং
ধন্যং ধন্যমিদং কলৌ সুচরিতং শ্রীগৌরসেবাব্রতম্ ॥

(২)

শ্রীমূর্ত্তিং পুরতো নিধায় বিপুলৈরাড়ম্বরৈর্ভক্তিতঃ
নানাবাদ্যসমুদ্ভবৈঃ সুমধুরৈঃ শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনৈঃ।
দিগ্‌ভাগং মুখং বিধায় সুকৃতং শ্রোতৄংশ্চ সংপ্রাপয়ৎ
ধন্যং ধন্যমিদং কলৌ সুচরিতং শ্রীগৌরসেবাব্রতম্ ॥

(৩)

পক্ষব্যাপিমহোৎসবং হরিকথাগোষ্ঠীং তথা কীর্ত্তনং
শ্রীমদ্ভাগবতামৃতাক্ষয়মহাস্রোতশ্চ সংবর্ত্তয়ৎ।
বৈকুণ্ঠাপ্তিসুখং দিবানিশমহো দ্বীপাশ্রিতান্ ভুঞ্জয়ৎ
ধন্যং ধন্যমিদং কলৌ সুচরিতং শ্রীগৌরসেবাব্রতম্ ॥

(৪)

দিব্যং নব্যসুধারসাঢ্যমতুলাস্বাদং মহৎ পাবনং
ভোজ্যং পেয়মকাতরং বিতরতাং ধামাগতেভ্যঃ সদা
অক্লান্তং পুলকান্বিতং প্রগুণিনাং নক্তন্দিবং চেষ্টনং
ধন্যং ধন্যমিদং কলৌ সুচরিতং শ্রীগৌরসেবাব্রতম্ ॥

(৫)

কোলদ্বীপপরিক্রমাশুভমহাকৃত্যঙ্গণে নির্দ্দয়ৈঃ
পাষণ্ডৈশ্চরিতাং ব্যথাং সুমহতীং লব্ধ্বাপি তৎক্ষান্তিতঃ
তেষামেব শুভং দদৎ সকরুণং শ্রীনামদানৈঃ পুনঃ
ধন্যং ধন্যমিদং কলৌ সুচরিতং শ্রীগৌরসেবাব্রতম্ ॥

—•—

ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশত

শ্রীশ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীগোস্বামিমহারাজস্য

প্রেমামৃতবর্ষিশ্রীচরণাম্বুজেষু—

প্রপত্তি-প্রসূনাঞ্জলি-ষট্‌কম্

(১)

কুমতিরলসবুদ্ধির্ভক্তিহীনো নরাকঃ
অনধিগতশরণ্যো মন্দভাগ্যস্ত্বধন্যঃ
সকৃদকৃতসপর্য্যো গৌরভক্তাঙ্ঘ্রিপদ্মে
অশরণ-জনবন্ধো ! স্বাত্মসাত্মাং বিধেহি।

(২)

প্রবলরিপুভটৈর্মে স্বান্তমাক্রান্তমত্র
বিকটভুজগকল্পৈর্দগ্ধমঙ্গীহ রোগৈঃ
যমহুতবহগ্রাসে জীবিতং মে সলোলং
ব্রজতি শলভবৃত্তিং রক্ষ মাং তূর্ণমেব।

(৩)

ত্বমসি সরণিরেকা সংসৃতি-ক্লেশিতানাং
ত্বমসি সরণিরেকা সেবনে চিন্ময়স্য
ভবদব-পরিদগ্ধং কাতরং মামবেক্ষ্য
সকৃপনয়নপাতৈস্ত্রাহি দীনং প্রপন্নম্।

(৪)

তব চরণসরোজং শীতলং সৌরভাঢ্যং
সুখপরিমলবর্ষি শ্রীযুতং স্বান্তহারী।
সুকৃতি-মধুপবৃন্দৈর্নিত্যদা সেবিতঞ্চ
সকরুণ-হৃদয়ং মে কর্ষতি স্বৈগুণৈশ্চ।

(৫)

গুরুপদ-পরিচর্য্যাভক্তগোষ্ঠীকৃপাদৌ
গমন-সুকৃতিহীনো বঞ্চিতোঽহং দুরাত্মা।
ভজন-সুরতরোস্তে পাদমূলান্তিকে হি
কৃতগলবসনোঽহং প্রার্থয়ে চাশ্রয়ঞ্চ।

(৬)

বহুলনিকৃতিপূর্ণে শক্তিহীনে হতাশে
হরিবিমুখজনেঽস্মিন্মগ্নমোহান্ধকূপে
ন পততি যদি দৃষ্টিঃ স্নিগ্ধকারুণ্যপূর্ণা
অপি বত তব দেব ! প্রাণ্ড্ন রক্ষাধমস্য।

ভবদীয় শ্রীচরণরেণুকণাভিলাষিণঃ
কস্যচিজ্জীবাধমস্য
শ্রীত্রিলোচন-রায়স্য ।
৪ঠা চৈত্র ১৩৩৩, মথুরী, তমলুক

সমুপস্থিত বহুভক্ত ও সজ্জনগণের মধ্যে নিম্নে কতিপয় নাম প্রদত্ত হইল—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপতীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ,ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়-বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্যমহারাজ, ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীভক্তিবৈভবসাগরমহারাজ, ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্বগিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত মহারাজ, ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীভক্তিসার মহারাজ, আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ, কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ (কুচবিহার), রাজপণ্ডিত, কুচবিহার ষ্টেট্, পণ্ডিত শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন পণ্ডিত শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র দেবশর্ম্মা কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শনতীর্থ, সুদর্শন-বাচস্পতি পণ্ডিত শ্রীনন্দলাল রায় কাব্যতীর্থ বি, এ, পণ্ডিত শ্রীত্রিলোচন রায়, শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম, এ, শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, অধ্যাপক রেভেন্স কলেজ কটক, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, সিনিয়ার ডিপুটী কালেক্টার কৃষ্ণনগর, রায় বাহাদুর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগর, শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, উকিল, কৃষ্ণনগর, শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, যোগেশচন্দ্র বসু বি,এ, সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ, ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিপ্রকাশ, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন, শ্রীঅশ্বিনীকুমার সরকার, শ্রীকৈলাসচন্দ্র দে, শ্রীবিরাজমোহন দে (ঢাকা), শ্রীরাধাবল্লভ দত্ত, শ্রীঅতীন্দ্রনাথ ভক্তিরত্নাকর, শ্রীবটুবিলাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনিমানন্দ দাসাধিকারী বি, টি, আসাম, শ্রীকুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ, শ্রীসখিচরণ রায়, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার, শ্রীউদ্ধব দাস সেবাভূষণ, শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীঅমূল্যকুমার সরকার কে হিন্দ্ বেনারস, শ্রীমন্মথনাথ মিত্র ইঞ্জিনিয়ার, শ্রীনিশিকান্ত মৌলিক, শ্রীকামদেব দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী ভক্তিসারঙ্গ, শ্রীযুক্ত কালীনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীঈশান চন্দ্র দাসাধিকারী, ডাক্তার শ্রীশ্যামসেবক ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেবঘরিয়া কবিভূষণ, শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র রায়, উদালা, শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিবিধ সংবাদ

ধূলটে

নবদ্বীপসহরে মহাপ্রভুর মন্দিরে

নারী নির্য্যাতন !!

['নদীয়া-প্রকাশ' ও 'নায়ক' পত্র হইতে উদ্ধৃত]

সম্পাদক মহাশয় !

গত ৫ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার আমি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আরতি দর্শন মানসে মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে যাই। সেখানে নিম্নলিখিত হৃদয়বিদারক ঘটনাটী যাহা দেখিয়া আসিয়াছি তাহা এখানে বর্ণিত হইল। ঘটনা এই—প্রতিদিন প্রাতঃকালে মঙ্গল আরতির জন্য মহাপ্রভুর আঙ্গিনার সিংহদ্বার খোলা হয়। আমার বোধ হইল সেইদিন এই দ্বার খুলিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। তখন বেলা অনুমান ৬টা হইবে।

দ্বার খোলা হইলে আমরা স্ত্রী ও পুরুষ প্রায় ২৫।৩০ জন ভিতরে প্রবেশ করিয়া শুনিলাম প্রভুর শয়ন মন্দিরের কপাট খুলিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। ইহা শুনিয়া অনেকে আমরা শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলাম। কয়েকবার প্রদক্ষিণ করিবার পর যখন সম্মুখের সিঁড়ি দিয়া আমরা নামিতেছি, এমন সময়ে দেখিতে পাইলাম যে চওড়া লাল শাড়ী পরিধানে একটী ১৭।১৮ বৎসর বয়স্কা ভদ্রবংশীয় স্ত্রীলোক আবেগ ভরে দৌড়িয়া শয়নমন্দিরের দ্বারের দিকে ছুটিতেছে এবং ভেটের স্থানে ভেট আদায়কারী গোস্বামী প্রভু (শ্রীযুক্ত নিতাই গোস্বামী) বসিয়া আছেন। শ্রীমন্দিরের দ্বাররক্ষক হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ যুজমন সিংহ ছকাহস্তে দাঁড়াইয়া আছে। মহাপ্রভু-দর্শনাকাঙ্ক্ষিণী উক্ত স্ত্রীলোকটী ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাহাদের মধ্যদিয়া চলিয়া আসিলেন দেখিয়া উক্ত দারোয়ান দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাধা দিল। তিনি সেই বাধা না মানিয়া চলিয়া গেলেন দেখিয়া অমনি তাঁহার দক্ষিণ স্কন্ধের বস্ত্র কেশের সহিত ধরিয়া এমন সজোরে টানিয়া আনিল যে তিনি ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন এবং তিনি ফিরিয়া সম্মুখীন হইলে পর ঐ দারোয়ান তাঁহার ঘাড়ের উপর একটা হাত দিয়া সজোরে ধাক্কা মারিয়া তাঁহার দলের লোকের মধ্যে ফেলিয়া দিল। যদি সেই ভদ্রমহিলার গায়ে সেমিজ না থাকিত তাহা হইলে তাঁহার লজ্জা নিবারণের কোন উপায় থাকিত না। কারণ তাঁহার মস্তকের কাপড় ধরিয়া টানায় তাহা খসিয়া গিয়াছিল।

আমার বোধ হয় তাঁহার সহিত আরও ৩।৪টী স্ত্রীলোক ও দুইটী পুরুষ ছিলেন, কারণ তাহারা এই ভীষণ অত্যাচার দেখিয়া অবাক হইয়া তাঁহাকে সে সময় ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আমি এই হৃদয়স্পর্শী ঘটনা দেখিয়া তখন কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলাম। তাহার পর ভেট আদায়কারী গোস্বামী মহাশয়ের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—মহাশয় এই ভদ্রবংশীয়া স্ত্রীলোকটীর প্রতি এরূপ অমানুষিক অত্যাচার হইল কেন। তিনি আমায় উত্তর দিলেন, উহার ভেট হয় নাই। আমি বলিলাম, উঁহার সঙ্গে ত' আরও লোক আছে তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেই হইত। তিনি নিরুদ্বিগ্ন ভাবে বলিলেন যে, যোগের সময় এইরূপই হইয়া থাকে। আমার অনুমান সে দিন যে সময় শ্রীমন্দিরের ভিতরে বাহিরে সর্ব্বসাকুল্যে ৫০।৬০ জন জমা হইয়াছে। আমরা বিদেশী, মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য বহুদূর হইতে আসিয়াছি—শ্রীমন্দিরের মধ্যে আমাদের কোন হাত নাই। ২।১ জন যাঁহারা ছিলেন এইরূপই বলিলেন। আমি এই ঘটনাটী সর্ব্ব প্রথমে মিউনিসি-প্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ও তৎপরে শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয়কে জানাইলাম। তাহার পর ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল বসুকে জানাইলাম। তাহার পর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল গোস্বামী মহাশয়কে জানাইয়াছি। সমগ্র এই যাত্রীর গণ্ডগোলে সেই নির্য্যাতিতা স্ত্রীলোকটীর অনুসন্ধান করিলাম। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় তাঁহাদের আর কোন অনুসন্ধান পাইলাম না। তাঁহারা এরূপ ভাবে অপমানিত হইয়া বিনা দরশনেই গুপ্তভাবে কোথাও চলিয়া গিয়াছেন। ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোক নির্য্যাতিত ও অপমানিত হইলে কখনও নিজ নির্যাতন প্রকাশ করেন না। এই জন্যই তাঁহার সন্ধান পাওয়া দুর্ঘট।

এখন এই ভদ্র স্ত্রীলোকটীর প্রতি মহাপ্রভুর মন্দিরে যে ভীষণ অত্যাচার হইল, তাহার প্রতিকার প্রয়োজন। এইজন্য আমি নিজের নাম-ধাম ও পরিচয় দিয়া এই পত্রখানি সকল সংবাদপত্রে প্রকাশ করিলাম।

প্রত্যক্ষদর্শী—শ্রীঅনঙ্গমোহন সরকার, শালকিয়া, ৭নং উপেন্দ্রনাথ মিত্রের লেন, হাওড়া।

মুদ্রাকর-প্রমাদ

পাঠকগণ ৫ম খণ্ড ৩০শ সংখ্যা গৌড়ীয়ে নিম্নলিখিত মুদ্রাকরপ্রমাদগুলি কৃপাপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	শুদ্ধ
ষড়্‌গর্ভে	৪০	১ম	১০ম	সপ্তমগর্ভে
বাসুদেবের	৫	২য়	২য়	বসুদেবের
বসুদেব	৬	১ম	৮ম	বাসুদেব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৯শে চৈত্র ১৩৩৩, ২রা এপ্রিল ১৯২৭	৩২শ সংখ্যা

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা
ও
শ্রীগৌরজন্মোৎসব-প্রসঙ্গে
সংকীর্ত্তন

জড়ের মোহে জগৎ ভুলে
জীবের নিত্য প্রয়োজন,
শ্রেয়ঃ সত্য যথায় সবার
পরিতৃপ্তি পূর্ণতম;
ব্যর্থ শ্রমে নিষ্ফল আশায়
দূর মরুভূর মরীচিকায়,
মরে সবে,—সে মৃত্যু-জ্বালায়
কোথায় বারি অনুত্তম.
দেখা'তে তাই প্রকাশ সে
স্বয়ং প্রভুর প্রদর্শন,
গৌর-প্রিয় গৌর-ধামে
গৌরজনের পরিক্রম!
সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সজ্জনের
কি উদ্যম সে অনুপম
সহস্র-সহস্র-কণ্ঠে
কিবা সে নাম-সংকীর্ত্তন!
ভুলে সবে দেহের ধর্ম্ম
পথের শ্রমে গলদঘর্ম্ম,
সাধে গৌর-প্রিয়-কর্ম্ম
কি আনন্দে নিমগন!
বিষয়-রঙ্গে বীভৎস রস
বহে যখন অন্ধ তটে,
মানব দেহে দানব লীলা
হয় সুপ্রকট বিশ্ব-পটে;
যোগপীঠে সেই মায়াপুরে
শচী মায়ের অঙ্গনে স্ফুরে

মাতায়ে ভুবন কি মধুরে
কোন্ স্মৃতি সে সকল ঘটে!
গৌর আমার এমনি সময়—
মধু-বাসরে এমনি বটে,
হলেন উদয়, উদ্ধারিতে
মত্ত জীবে মায়ার নটে!
সাগর ভেঙ্গে সলিল রাশি
এ'ল কি আজ গঙ্গাকূলে?
এ'ল কি ছুটে সকল ভুবন
সপ্ত লোকের দুয়ার খুলে?
অভ্রভেদী কি দিব্য গঠন
শ্রীমন্দিরে ওই, বিশ্ব-মোহন
হেরিতে শ্রীরূপ লক্ষ নয়ন
জীবন ঢালে সকল ভুলে!
হায় রে হায়, এমন মিলন
আয়োজন এ' সত্য-মূলে,
কোথায় আজি? কে তা'র মান
করবে প্রমাণ মায়ার ভুলে!!
ব্যর্থ প্রয়াস,—মরণের ফাঁস,—
দূর কর সেই,—এস এখন,
সকল সঁপে, সাধু গুরুর
জড়িয়ে ধরি যুগল চরণ।
ফুটবে নয়ন সেই পরশে;
শ্রীধাম-স্বরূপ হেরি হরষে,
গৌর-প্রেম পীযূষ-রসে
পূর্ণ হবে প্রয়োজন!!

দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান

শ্রীসজ্জনতোষণী ও শ্রীগৌড়ীয় পত্রে "দীক্ষা," "দীক্ষা-বিধান," "দীক্ষিত" প্রভৃতি প্রবন্ধে 'দীক্ষা'-বিষয়ক বহুবিধ আলোচনা হইয়াছে। দীক্ষাবিধান বা দীক্ষার প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। দীক্ষা-সম্বন্ধে অদীক্ষিত, ছল-দীক্ষিত, অপ-দীক্ষিত বা দীক্ষাবাধকসম্প্রদায়ে যে সকল সাধারণ ভ্রম প্রচলিত ও বহুমানিত হইয়াছে ও হইতেছে, সেই সকল ভ্রম বা বিপ্রলিপ্সা শাস্ত্রযুক্তি এবং আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত ও আচার দ্বারা নিরপেক্ষভাবে বিশ্লিষ্ট ও বিচারিত হইলে উহারা কতদূর সমীচীনতা রক্ষা করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা এবং ঐরূপ দীক্ষাবাধ-দৌরাত্ম্য অমৃতের অধিকারী জীবনিচয়কে যে কিরূপ অন্ধকারময় মৃত্যুর পথে গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় ধাবিত করিতেছে, তাহা সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

জগতের প্রত্যেক বিষয় বা প্রত্যেক বস্তুর বিচারক দুই প্রকার। পারদর্শী, প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি কোন বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে যে বিচার করেন, তাহা হইতে অজ্ঞ, নবীন ও অনভিজ্ঞের বিচারপ্রণালী বা সিদ্ধান্ত অবশ্য স্বতন্ত্র। একজন বিচারাসনে বসিবার অধিকার প্রাপ্ত সুযোগ্য ব্যক্তি, আর একজন অনধিকারী ও অযোগ্য হইয়াও বলপূর্ব্বক বিচারকের আসন গ্রহণ করিবার প্রয়াসী। সুযোগ্য বিচারকের সিদ্ধান্ত সাধারণ-সম্প্রদায়ে 'অসাধারণ' মনে হইলেও উহাই বস্তুসম্বন্ধে বাস্তব বিচার ও সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত। আর অনুকরণ-কারী ব্যক্তির মত সাধারণ-সম্প্রদায়ের ধারণার সহিত বেশ সামঞ্জস্য রক্ষা করিলেও উহা বস্তুবিজ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র। এই দুই প্রকার ব্যক্তির দুই প্রকার ধারণা পারিভাষিক শব্দে 'পরমার্থ' ও 'ব্যবহার,' 'দিব্য' ও 'মর্ত্ত্য', 'অপ্রাকৃত' ও 'প্রাকৃত', 'অধোক্ষজ' ও 'অক্ষজ,' 'বিজ্ঞান' ও 'অজ্ঞান,' 'বাস্তব সত্য' ও 'প্রাতীতিক সত্য' প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়।

'দীক্ষা' সম্বন্ধেও জগতে দুই প্রকার বিচারক দৃষ্ট হয়। 'দীক্ষা' সম্বন্ধে 'দেশিক' ও 'তত্ত্ব-কোবিদ'গণের বিচার একপ্রকার এবং তদ্বিপরীত ব্যক্তিগণের বিচার অন্য প্রকার। সাত্বতশাস্ত্রে 'দেশিক' ও 'কোবিদ'গণের বিচার লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আবার তামস ও রাজস শাস্ত্রাদিতে সাধারণ ব্যবহারিকগণের বিচার লিপিবদ্ধ আছে।

'দেশ' শব্দ গত্যর্থে ষ্ণিক্ প্রত্যয় করিয়া 'দেশিক শব্দ নিষ্পন্ন। 'দেশিক' শব্দের অর্থ পথিক। (বা পথ-প্রদর্শক)। মনে করুন, দুইজন ব্যক্তির মধ্যে যিনি বদরিকাশ্রমে গমন করিয়াছেন, তিনি বদরিকার পথের সংবাদ রাখেন, কোথায় কি ভাবে চলিতে হয়, পথে চলিতে চলিতে যে সকল বিপথ ও বিপদাশঙ্কা আছে তদ্বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ, বদরিকার পথ কিরূপ—তাহা তিনি নিজে সেই পথে বিচরণ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। আর যে ব্যক্তি কখনও বদরিকায় যান নাই বা বদরিকার পথের পথিক হন নাই সেই ব্যক্তি কেবল অবিশ্বস্ত ব্যক্তির প্রমুখাৎ দূর হইতে বদরিকার গল্প শুনিয়াছেন মাত্র। সেইরূপ ব্যক্তি যদি বদরিকার পথের সম্বন্ধে তাঁহার সাধারণ পথের ধারণার অনুমিতি কিম্বা কল্পনাপ্রসূত ভ্রম-ধারণাকেই বদরিকাপথের প্রকৃতজ্ঞান বলিয়া প্রচার করিতে বসেন, তবে ঐরূপ অনভিজ্ঞ ব্যক্তির মত অনভিজ্ঞ-সম্প্রদায়ে বিকাইলেও তদ্দ্বারা বদরিকা পথের প্রকৃত তথ্য বা অভিজ্ঞান লাভ হয় না। দেশিক ব্যক্তি অর্থাৎ পরমার্থ-পথের পথিক বা পথপ্রদর্শক গুরু 'দীক্ষা' সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত প্রচার করেন, তাহাই পরমার্থ-পথে গমনেচ্ছু অপর ব্যক্তি-গণের একমাত্র গ্রহণীয়; উহা ব্যবহারিক সাধারণ ব্যক্তিগণের ধারণার সহিত পৃথক্ হইলেও ঐ উপদেশ গ্রহণেই প্রকৃত পথের সন্ধান পাওয়া যায়।

'কোবিদ' শব্দের ধাত্বর্থ বিচার করিলে জানা যায় যে, 'কু'—শব্দ করা, যিনি কীর্ত্তনকারী-উপদেষ্টা, তিনি কোবিদ। অথবা 'কো' অর্থে বেদ, বিদ্ ধাতুর অর্থ জানা, যিনি শ্রোত্রিয় অর্থাৎ শ্রৌতপন্থায় উপদেষ্টা, তিনি কোবিদ। মনের অভিরুচি অর্থাৎ মনোধর্ম্মের বশীভূত হইয়া যাহারা উপদেষ্টার অভিনয় করেন, তাহাদিগকে 'শ্রোত্রিয়' বা 'কোবিদ' বলা যাইতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—'তত্ত্ববস্তু'—'কৃষ্ণ'; যিনি নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী অথবা যিনি কৃষ্ণতত্ত্ব-বিষয়ে পারদর্শী, যিনি মনোধর্ম্মের দ্বারা অধোক্ষজ-কৃষ্ণকে বিচার করিবার ধৃষ্টতা

প্রদর্শন না করিয়া শ্রৌতপন্থায় কৃষ্ণবিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং তাহাই অটুটভাবে জীবকুলের সেবোন্মুখ কর্ণের সমীপে কীর্ত্তন করেন, তিনি 'তত্ত্বকোবিদ'। সেই 'দেশিক' ও 'তত্ত্বকোবিদ'গণ 'দীক্ষা' শব্দের অর্থ এইরূপ করেন—

'দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।'

অর্থাৎ যাহা হইতে দিব্য জ্ঞানের উদয় হয় এবং পাপের সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়, তাহাই 'দীক্ষা'।

'দিব্য' শব্দের প্রতিযোগী শব্দ মর্ত্ত্য। 'দিব্' ধাতুর অর্থ দীপ্তি পাওয়া, 'দীপ্তি' শব্দের দ্বারা 'সচেতনতা' লক্ষ্য করে। যাহা চেতন, যাহা সুন্দর, যাহা আনন্দময়, যাহা নিত্য সত্ত্বাবান্, তাহাই—দিব্য। স্বর্গাদি স্থানকে যে 'দিব্য' শব্দে উদ্দিষ্ট করা হয়, সেইরূপ উদ্দেশ গুণীভূত বা অপ্রধানীভূত অর্থাৎ স্বর্গাদি লোক মর্ত্ত্যলোকের তুলনায় 'দিব্য', কিন্তু বৈকুণ্ঠের তুলনায় নহে। মর্ত্ত্য জগতের ধারণার গতি ও পরিভাষার যতদূর দৌড়, তদনুসারে তাহা স্বর্গকেই 'দিব্য' বলিয়া অভিধান করা ব্যতীত তদপেক্ষা অন্য উৎকৃষ্ট বস্তুর প্রতি সেই আখ্যা নিযুক্ত করিতে পারে না। তাই সাধারণ ভাষা 'দিব্য' শব্দে সাধারণ মর্ত্ত্য জগতের ধারণায় সর্ব্বোচ্চ কাম্য বস্তু ভোগনিকেতন ইন্দ্রপুরী প্রভৃতি স্থানকেই 'দিব্য' বলিয়া অভিধান করে। প্রকৃত পক্ষে সচ্চিদানন্দ বা অপ্রাকৃত বস্তুতেই 'দিব্য' শব্দের অভিধা বৃত্তির ব্যাপ্তি। অপ্রাকৃত বা দিব্যজ্ঞানের অপর নামই 'দীক্ষা'। ইহাই দেশিক ও তত্ত্বকোবিদগণের 'দীক্ষা' সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত।

'দিব্য' বা 'অপ্রাকৃত জ্ঞান'—এই বাক্যদ্বারা কোন বিষয় লক্ষ্য করে, তাহা বিচার করিলে আমরা দীক্ষার স্বরূপবিষয়ে অভিজ্ঞান লাভ করিতে পারিব।

'অপ্রাকৃত' শব্দটী সাম্বন্ধিক শব্দ (Relative term)। অপ্রাকৃত—এই শব্দ উচ্চারণ-মাত্রই 'প্রাকৃত' শব্দটী সঙ্গে সঙ্গেই বিচার্য্য বিষয় হয়। কারণ যাহা 'প্রাকৃত' নহে, তাহাই 'অপ্রাকৃত' শব্দ দ্বারা উদ্দিষ্ট।

প্রাকৃত-বস্তু-সত্ত্বার মূল শক্তি প্রকৃতি। প্রকৃতি—'অব্যক্ত' শব্দ বাচ্য অর্থাৎ যাহা প্রকাশমান না হইয়া কারণ-কারণরূপে নিজ অস্মিতার অস্তিত্ব সম্পাদন করে, তাহাই 'অব্যক্ত' শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয় হয়। প্রকাশমান কোন কার্য্যের কারণ প্রকাশিত হইলে সেই প্রকাশিত কারণের কারণ জানিতে জ্ঞানবৃত্তির স্বাভাবিক কৌতূহল হয়। সসীম মানবজ্ঞান যে কালে কারণানুসন্ধান বা কারণ-নির্দ্দেশ করিতে গিয়া কারণকে প্রকাশমান দেখিতে না পান, তখন তাদৃশ কারণকে অপ্রকাশিত বা 'অব্যক্ত' প্রকৃতি সংজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকেন। প্রকৃতি হইতে জাত প্রকাশমান দ্রব্য বা দ্রব্যসম্বন্ধীয় ভাব সমস্তই প্রাকৃত। প্রকৃতির অধীনে তিনটী গুণ প্রকাশমান আছে, উহাদিগকে রজঃ, সত্ত্ব ও তম আখ্যা দেওয়া হয়। রজোগুণের ধর্ম্ম এই যে, উহা অপ্রকাশিত বস্তুকে প্রকাশিত করে; সত্ত্ব গুণের ধর্ম্ম প্রকাশসত্ত্বা রক্ষা করে আর তমোগুণের ধর্ম্ম প্রকাশিত বস্তু-সত্ত্বার বিলোপ সাধন করিয়া থাকে। সত্ত্ব-প্রান্তে রজোগুণ এবং অপর প্রান্তে তমোগুণ, সুতরাং ঐ অসদ্গুণ-দ্বয়ের সত্ত্বা প্রাকৃত সত্ত্বে আবদ্ধ। এই তিনটী গুণের গুণী তিনটীকে 'গুণাবতার' বলা হয়। সত্ত্বাধিষ্ঠাতৃ পুরুষ হইয়াও বিষ্ণু স্বয়ং গুণাতীত। ইনি গুণমায়াতীত অধোক্ষজতত্ত্ব। ইনিই—অনিরুদ্ধ; শুদ্ধসত্ত্বাত্মক তুরীয় তত্ত্ব। ইনি শব্দযোনি ও সাত্বতগণের কামদোহনকারী; ইনি নিখিলজীবের অন্তরে অন্তর্য্যামিপুরুষরূপে বিরাজিত। এই মায়াধীশ বিষ্ণুর উপাসনায় জীবের মায়াতীত অপ্রাকৃত উপলব্ধি হয়। রজোগুণাধিষ্ঠাতৃ ব্রহ্মা গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতারের নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হইয়া যখন নিজের রজোগুণাধিষ্ঠাতৃত্ব অভিমানের পরিবর্ত্তে হরিজনাভিমানে প্রপন্ন ও ভগবৎপ্রোক্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমন্বিত পরমগুহ্য অধোক্ষজ জ্ঞানের শ্রৌতপন্থী বক্তা হন, তখন তাঁহার আনুগত্যে জীবের দিব্য জ্ঞানের উদয় হয়, নতুবা রজোগুণ জীবের চিচ্চক্ষু আবরণ করিয়া তাহাকে প্রাকৃত রাজ্যের ভোক্তাভিমানে প্রমত্ত করায়। আর রুদ্র যখন স্বীয় গুণসংবৃতত্ত্ব বা তমোগুণাধিষ্ঠাতৃত্ব অভিমানের পরিবর্ত্তে হরিজনাভিমানে সঙ্কর্ষণসেবকরূপে বৈকুণ্ঠ প্রতীতির প্রচারক হন, তখন রুদ্রানুগত্যে প্রচেতোগণের ন্যায় জীবের দিব্য জ্ঞান লাভ হয়, নতুবা তমোগুণ জীবের দিব্যচক্ষুর প্রতিবন্ধক হইয়া জীবকে হয় পাষণ্ডমার্গে নিক্ষেপ করে, নয় অভিজ্ঞানের প্রলোভন দেখাইয়া নির্ব্বিশেষ তমোরাজ্যে পাতিত করিয়া তাহার আত্মবিনাশ সাধন করিয়া থাকে।

বদ্ধজীব মহত্তত্ত্ব হইতে নিঃসৃত অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাকৃত জগতের সহিত পঞ্চতন্মাত্রযোগে অনিত্য সম্বন্ধে ধাবিত হয়। সেই সময়ে অণুসম্বিতের কেবলা বৃত্তি

যে অহৈতুকী অধোক্ষজ-সেবা, তাহা সুপ্ত থাকায় তদভাব-বৃত্তিতে স্থূল-সূক্ষ্ম প্রাকৃত ভূমিকায় বিচরণ করিয়া ভোগ বা ত্যাগে লিপ্ত বা উদাসীন হইয়া পড়ে। অচিদ্‌ভোগ বা অচিৎত্যাগ—এই বৃত্তিদ্বয়কে কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ অভক্তিবৃত্তি বা দেহ ও মনোধর্ম্মরূপে বর্ণনা করা হয়। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহৎ হইতে অহঙ্কার এবং সেই প্রাকৃত সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন এবং সেই সকল প্রাকৃত-তত্ত্বসমূহ ক্রমশঃ স্থূলতর হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়াদিরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুতরাং যেমন পঞ্চহস্তপরিমিত রজ্জুতে আবদ্ধ গাভী বিংশহস্ত ব্যবধানে অবস্থিত নবতৃণাঙ্কুর স্পর্শ করিতে পারে না, তদ্রূপ মন ও দেহধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া জীব প্রকৃতির অতীত অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। দেহ-ধর্ম্ম-কর্ম্ম বা মনোধর্ম্ম-জ্ঞান—উভয়ই প্রাকৃত বস্তু বা প্রাকৃত ভাবনিচয়ের বৃত্তি বলিয়া প্রাকৃত। প্রাকৃত কর্ম্ম বদ্ধ-জীবের দেহমনের প্রাপ্য, প্রাকৃত নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান জীবের দেহ-মনের ধ্বংসবিষয়ক। ভগবানের একপাদ বিভূতি হইতে প্রাকৃত জগৎ এবং ত্রিপাদ বিভূতি হইতে অপ্রাকৃত জগৎ; সুতরাং একপাদ দ্বারা ত্রিপাদবৈভব আয়ত্ত করা যায় না। যাহারা একপাদ বৈভবেরও সামান্য প্রাকৃত খণ্ড জ্ঞান লইয়া অপ্রাকৃতজ্ঞানের বিচার করিতে ধাবিত হন, তাহারা মক্ষিকার ন্যায় কাচভাণ্ডে সুরক্ষিত মধু গ্রহণ করিবার বৃথা চেষ্টার ন্যায় প্রাকৃত রাজ্যেই অবস্থান করেন। ঐ সকল আরোহবাদীর চেষ্টা প্রাকৃত। ভোগময় ব্যাধি বা ত্যাগময় শান্তির ছলনা—উভয়ই প্রাকৃত ভোগের প্রকার ভেদ, 'অপ্রাকৃত' তাহা হইতে স্বতন্ত্র। অণুসম্বিতের প্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থিতিকালে প্রাকৃত সহজধর্ম্ম তাহার অপ্রাকৃত বুদ্ধিকে আবরণ করে, সুতরাং অণুসম্বিৎ সেই অবস্থায় থাকিয়া অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগ পথের পথিক সূত্রে যে 'দীক্ষা' বা 'দিব্যজ্ঞান' প্রাপ্তির অভিনয় করে, তাহা প্রকৃতপক্ষে 'অপ্রাকৃতজ্ঞান' না হইয়া বিমুখ-বিমোহিনী মায়াকল্পিত প্রহেলিকাময় প্রাকৃত-জ্ঞান-বৈচিত্র্য মাত্র। দেশিক ও তত্ত্বকোবিদগণ যাহাকে 'দীক্ষা', 'দিব্যজ্ঞান' বা 'অপ্রাকৃতানুভূতি' বলেন, তাহা অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগপথের পথিক-থাকা-কালে লাভ হইতে পারে না অর্থাৎ তত্ত্বকোবিদগণের সিদ্ধান্তানুসারে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগীর দীক্ষার অভিনয় দীক্ষার অনুকরণ-চেষ্টা হইলেও তাহা 'দীক্ষা' বা দিব্যজ্ঞানের অনুসরণ নহে। ঐরূপ অনুষ্ঠান 'দীক্ষা' নামে অভিহিত না হইয়া 'দীক্ষাভিনয়' বা 'দীক্ষাবাধ' নামে অভিহিত হওয়াই সমীচীন।

এরূপ সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া চমকিত বা ক্ষুব্ধ হইবার কোন কারণ নাই। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, দীক্ষা-সম্বন্ধে দেশিক ও তত্ত্বকোবিদগণের বিচার হইতে সাধারণের বিপ্রলিপ্সাময়ী ধারণা স্বতন্ত্র। দীক্ষাভিনয় বা অনুকরণ প্রকৃত দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানের পথ-অনুসরণ হইতে পৃথক্। কর্ম্ম-পথের পথিকগণ দীক্ষানুষ্ঠান-ব্যাপারকে সামাজিক ও ব্যবহারিক কৃত্যবিশেষ জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দীক্ষাগ্রহণ-প্রণালী আলোচনা করিলেই ইহা বেশ উপলব্ধি হইতে পারে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য যেরূপ দীক্ষাবিধির ব্যবস্থা বিধান করিয়াছেন, তাহা একটু নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলেই বুঝা যায় যে, ঐরূপ দীক্ষানুষ্ঠান বা দীক্ষানুকরণ জীবের দিব্যজ্ঞান উদয় না করাইয়া জীবকে প্রাকৃত কর্ম্মফলরাজ্যে অর্থাৎ একপাদ বিভূতিরূপ এই প্রাকৃত দেবীধামের অন্তর্গত চতুর্দ্দশভুবনেই আবদ্ধ রাখে। কর্ম্ম-জড়স্মার্ত্তগণের বিচারে দীক্ষাদাতা একটী কর্ম্মফলবাধ্য অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মফলভোক্তা জীববিশেষ অর্থাৎ দীক্ষাদাতা একজন বৈজ ব্রাহ্মণ ও গৃহী (গৃহব্রত বা গৃহমেধী) অর্থাৎ সাত্বতগণের বিচারের প্রতিকূলে গুরুদেব দশাশমাতীত পরমহংস বা বৈষ্ণব হইবার পরিবর্ত্তে একজন বদ্ধজীববিশেষ! গুরু ও শিষ্যের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধে দিব্যজ্ঞানের অভাব ত' দূরের কথা, সম্পূর্ণ প্রাকৃতজ্ঞানের পরাকাষ্ঠাই পরিলক্ষিত হয়। দীক্ষাগ্রহণানুকরণকারী ব্যক্তি দীক্ষাদাতা গুরুদেবকে একজন কর্ম্ম-ফলবাধ্য জীববিশেষ বিচার করিবেন এবং দীক্ষাদাতার অভিনয়কারী গুরুদেব দীক্ষাদানের অভিনয় প্রদর্শন করিবার পরেও দীক্ষিতকে অদীক্ষিতের অবস্থা হইতে উত্তোলন করিতে অসমর্থ হইয়া পূর্ব্ববৎ প্রাকৃত চক্ষেই দর্শন করিতে থাকিবেন। এইরূপে গুরু ও শিষ্য উভয়ের প্রাকৃত বুদ্ধি যোজনা ও অভ্যাস-ফলে প্রাকৃত জ্ঞান আরও পরিবর্দ্ধিত হইয়া উভয়কে প্রাকৃত তমোরাজ্যে প্রবেশ করাইবে। কিন্তু বৈদান্তিক আত্মধর্ম্মের বিচার এই যে, গুরু ও শিষ্যে এই প্রকার প্রাকৃত সম্বন্ধ বা প্রাকৃত-বিচার-প্রাবল্য নিরয়ের সেতু মাত্র। এই জন্যই

শ্রীউদ্ধব গীতায় শ্রীভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন,—'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াং,' এই জন্যই শ্রীপদ্মপুরাণ তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—'গুরুষু নরমতির্যস্য বা নারকী সঃ'। কিন্তু কর্ম্মপথের পথিকগণের বিচার তদ্বিপরীত। তাঁহারা বলেন, গুরুদেবকে একজন কর্ম্মফলবাধ্য ব্রাহ্মণাদি পুণ্যময় জীব-বিশেষ ধারণা করিতে হইবে। পাপ ও পুণ্য—উভয়ই যে প্রাকৃত, ইহা ঐ সকল দীক্ষাদাতার অভিনয়কারী ও দীক্ষাগ্রহণের অনুকরণকারিব্যক্তিগণের প্রকৃত দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানলাভের অভাবে অনুভূতির বিষয় হয় না। এইরূপ গুরু ও শিষ্য উভয়েই প্রাকৃত কর্ম্মজালে বদ্ধ। তাঁহাদের উভয়ের অস্মিতা দেবীমায়ের প্রাকৃত ভূমিকায় আবদ্ধ। তাঁহারা উভয়ে বদ্ধজীব—উভয়ে অন্ধ। এই সকল ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই জীবমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাত্বতশাস্ত্র তারস্বরে বলিয়াছেন,—"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥"

পরমহিতকারিণী শ্রুতি কর্ম্মবাধ্য পুণ্যময় জীববিশেষকে 'গুরু'রূপে গ্রহণ করিবার পরামর্শ দেন না। তিনি 'শ্রোত্রিয়' ও 'ব্রহ্মনিষ্ঠ' গুরুতে অভিগমন করিবার উপদেশই দিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত ও 'শব্দব্রহ্ম' ও 'পরব্রহ্মে নিষ্ণাত' পরমোপশান্ত গুরুদেবকেই দীক্ষাদাতৃরূপে বরণ করিবার উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন,—

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা—সেই 'গুরু' হয়॥"

দেশিক ও তত্ত্বকোবিদগণ যাহাকে 'দীক্ষা' বলেন, তাহা দ্বারা অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ এবং পাপের সম্যগ্রূপ ক্ষয় অর্থাৎ ফলোন্মুখ প্রারব্ধ, প্রারব্ধত্বের উন্মুখ বীজ, বীজকারণ কূট ও অপ্রারব্ধ ফল—এই পাপচতুষ্টয় সমূলে বিনষ্ট হয়। কর্ম্মদীক্ষায় অপ্রারব্ধ পাপ কিয়ৎপরিমাণে ক্ষয় হইলেও পাপবীজ ও অবিদ্যা বিধ্বংসিত না হওয়ায় পুনরায় পাপে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, জ্ঞান বা যোগ-দীক্ষায় অপ্রারব্ধ পাপ পাপবীজের সহিত বিনষ্ট হইলেও প্রারব্ধ পাপ ও অবিদ্যা ধ্বংস না হওয়ায় প্রকৃত পক্ষে আত্যন্তিক ক্লেশের নিবৃত্তি হয় না। এই জন্যই জ্ঞানিগণের প্রারব্ধ পাপভোগ ও পুনরাবৃত্তির কথা শাস্ত্রে শ্রুত হয়। কিন্তু ক্লেশঘ্নী বৈষ্ণবী দীক্ষার প্রারম্ভমাত্রেই সমগ্র পাপমূল উৎপাটিত হইয়া থাকে, তবে যে অক্ষজ নেত্রে বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ বা পাপ-প্রবৃত্তি প্রতীয়মান হয়, উহা উৎপাটিত-মূল বৃক্ষের সজীবতা লক্ষণের ন্যায় অর্থাৎ যেমন বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইলেও কিছুকাল পর্য্যন্ত তাহাতে সজীবতার চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ। যদিও অনেক সময় 'কমলপত্রশতভেদ'-ন্যায়ানুসারে পাপরাশি বিনষ্ট হইতে থাকে বলিয়া অক্ষজ জ্ঞানপ্রমত্ত সাধারণ মৎসর জীব দীক্ষিত ও অদীক্ষিত ব্যক্তির তারতম্য উপলব্ধি করিতে পারে না, তথাপি উহা সাধক ও সিদ্ধ ব্যক্তিগণের অনুভূতির বিষয় হয়। কিন্তু কর্ম্মজড়গণের বিচারে দীক্ষাগ্রহণাভিনয় প্রদর্শন করিবার পরও দীক্ষাদাতা দীক্ষিতম্মন্য ব্যক্তির পাপ দূর করিতে অসমর্থ হইয়া উহাকে 'অপ্রাকৃত' জানিবার পরিবর্ত্তে 'প্রাকৃত' অর্থাৎ পাপনিমগ্ন শোচ্য জীব (শূদ্র) বা প্রারব্ধ পুণ্যকর্ম্মফলভোক্তা বা শৌক্রব্রাহ্মণ) রূপে জানেন। কিন্তু দেশিকগণ বলেন, দীক্ষিতব্যক্তি কখনও 'প্রাকৃত' থাকিতে পারেন না। দীক্ষাদাতা গুরুদেব অপ্রাকৃত, তিনি—স্পর্শমণি। স্পর্শমণির স্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া যদি কোন ধাতুবিশেষ পূর্ব্ব-ধাতুত্বই সংরক্ষণ করিল, তাহা হইলে হয় পূর্ব্বোক্ত বস্তুটী প্রকৃত স্পর্শমণি নহে, উহা মেকী জিনিষ, অথবা উক্ত ধাতুবিশেষ স্পর্শমণির সান্নিধ্য বা স্পর্শ প্রাপ্ত হয় নাই কিম্বা উভয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান রহিয়াছে, যাহা ধাতুবিশেষের কাঞ্চনত্ব সংঘটনে বাধা প্রদান করিয়াছে। তত্ত্বকোবিদগণ বলেন,—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥"

তাঁহারা আরও বলেন,—

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥"

শ্রীগুরুদেব—অপ্রাকৃত। তিনি যখন আত্মসমর্পণকারি-ভক্তকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, তখন তাহাকে 'আত্মসম' অর্থাৎ 'অপ্রাকৃত' করিয়া থাকেন। যিনি শিষ্যকে 'আত্মসম' অর্থাৎ 'অপ্রাকৃত' করিতে পারেন না, সেই গুরুব্রুব-ব্যক্তি নিজেই 'অপ্রাকৃত' নহেন জানিতে হইবে। কারণ যিনি নিজে অপ্রাকৃত নহেন, অর্থাৎ 'দীক্ষিত'

হন নাই, তিনি কি করিয়া অপরকে 'অপ্রাকৃত' করিতে পারিবেন? যিনি অপ্রাকৃত হইতে পারিলেন না, তাঁহার 'দীক্ষা' বা দিব্যজ্ঞান লাভ হয় নাই; তিনি কখনও অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবার অধিকার পাইলেন না, কারণ 'নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ'—এই ন্যায়ানুসারে 'প্রাকৃত' কখনও 'অপ্রাকৃতে'র সেবা করিতে পারে না।

অপ্রাকৃতের লক্ষণ এই যে, তাঁহার অস্মিতা প্রাকৃত-রাজ্যের কোন বস্তুতে নাই। দেহ ও মনোধর্ম্মের কোনও প্রাকৃত অভিমানে 'অপ্রাকৃত' ব্যস্ত নহেন। 'অপ্রাকৃত' যখন প্রাকৃতভূমিকায় প্রাকৃতমনের দ্বারা বিচরণ করেন না, তখন তাঁহার প্রাকৃত অভিমানও থাকিতে পারে না। অর্থাৎ 'অপ্রাকৃত' সেবাসুখ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব ইতিহাস বা 'আমি শূদ্র, ব্রাহ্মণ, আমি অমুক পিতার সন্তান, আমি অমুক বসু-রায়-চৌধুরী-ভট্টাচার্য্য" প্রভৃতি যাবতীয় প্রাকৃত ইতি-হাসের হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হন। অপ্রাকৃত শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে ঐরূপ প্রাকৃত অভিমানে লিপ্ত থাকিবার পরামর্শ না দিয়া তাঁহাকে তাঁহার কৃষ্ণদাস্যসূচক নাম ও উপাধিতে বিমণ্ডিত করেন এবং পুনঃ পুনঃ তাঁহার কর্ণে তাঁহার অপ্রাকৃত-স্বরূপের কেবলা বৃত্তি কৃষ্ণদাস্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নত-তর ভজনরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। দীক্ষিতব্যক্তি এইরূপে শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে প্রতিক্ষণ 'দীক্ষা' প্রাপ্ত হইয়া যখন অভিধেয় যাজন করিতে করিতে সম্বন্ধজ্ঞানে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হন এবং প্রয়োজন-সম্পত্তি লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হন, তখন তাঁহার দীক্ষার পরিপূর্ণতা সাধিত হয়।

জ্ঞানী ও যোগিগণের দীক্ষানুকরণকেও 'দীক্ষা' বা 'দিব্যজ্ঞান' বলা যাইতে পারে না। কারণ তাঁহাদের মতানুসারেই 'গুরু' ও 'শিষ্য' সম্বন্ধ ব্যবহারিক ও অনিত্য অর্থাৎ তাঁহাদের মতে তাঁহাদের প্রাপ্যজ্ঞান লাভের পর গুরু-শিষ্যরূপ ভেদজ্ঞান বা ভ্রমের অবকাশ নাই যথা—"গুরুর্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥" তাঁহাদের মতে জগতের অসত্য নিদ্ধারিত হওয়ায় শিষ্য, আচার্য্য এবং আচার্য্যের উপদিষ্ট জ্ঞান—এসমস্ত জগতের অন্তর্গত হইয়া পড়ে। যদি তাঁহারা বলেন, আচার্য্য ও আচার্য্যের উপদিষ্ট জ্ঞান শিষ্যোপদেশের জন্য কল্পিত হইয়াছে—এইরূপ যুক্তিও তাঁহারা রক্ষা করিতে পারেন না। কারণ কল্পিত আচার্য্যের উপদিষ্ট কল্পিত জ্ঞান দ্বারা কল্পিত শিষ্যের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে? রজতরূপে প্রতীয়মান শুক্তি দেখিয়া রজতার্থী কোন ব্যক্তি যদি রজত আহরণের জন্য তাহাতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার সেই প্রযত্ন যেরূপ বিফল হয় অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে রজত লাভ হয় না, সেইরূপ নির্ব্বেদ-জ্ঞানানুসন্ধিৎসুগণের মতে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা বিবেচিত হওয়ায় মোক্ষ-লাভের জন্য গুরুপদাশ্রয়ের অভিনয় এবং তাহা হইতে শ্রবণ প্রভৃতি বিষয়ের প্রযত্নও অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া নিষ্ফল হইয়া পড়ে। কোন কারাগারে আবদ্ধ পুরুষকে স্বপ্নে যদি কোন পুরুষ উপদেশ করেন যে, "তুমি কারাগার হইতে মুক্ত হইয়াছ" এবং সেই বাক্য হইতে স্বপ্নে যদি পুরুষের এইরূপ জ্ঞান হয় যে, 'আমি বন্ধনমুক্ত", তাহা হইলে যেমন সেই জ্ঞান কার্য্যকর হয় না বস্তুতঃ জাগ্রত হইয়া সে আপনাকে বন্ধনগ্রস্তই দেখিতে পায়, সেইরূপ "তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্য হইতে উৎপন্ন জ্ঞান ও অবিদ্যাকল্পিত বাক্যজাত বলিয়া নিজে ও অবিদ্যাত্মকত্বে, অবিদ্যাদ্বারা কল্পিত জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া এবং কল্পিত আচার্য্যের অধীন শ্রবণ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় পুরুষের বন্ধনাশ অর্থাৎ পুরুষকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করিতে পারে না।

অতএব প্রমাণিত হইল যে, 'অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী জ্ঞানী প্রভৃতি অভিমানগ্রস্ত ব্যক্তিগণের দীক্ষানুকরণচেষ্টা তত্ত্ব-কোবিদগণের প্রতিপাদ্য 'দীক্ষা' বা 'দিব্য জ্ঞান' নহে। অপ্রাকৃতগুরুদেব অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান প্রভাবে বদ্ধজীবকে যে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন তাহাই 'দীক্ষা'। সেই দিব্যজ্ঞানে অপ্রাকৃত বিবেক উদিত হয়। (নির্ব্বিশেষবাদিগণের 'অপ্রাকৃত' বা 'আধ্যাত্মিক' পরিভাষার উদ্দিষ্ট বিষয় হইতে গুরু অধোক্ষজসেবাপর 'অপ্রাকৃত' পৃথক্) অপ্রাকৃত বিবেকা-ভাবে জীব প্রাকৃত বিবেকানন্দ থাকেন এবং সেই প্রাকৃত-বিবেকানন্দে প্রমত্ত হইয়া অর্থাৎ প্রাকৃত রজোগুণকেই (রজো-গুণাধিক্যকেই) বহুমানন করিয়া একজন বড় আরোহবাদী হইয়া পড়েন। এমন কি, গুর্ব্ববজ্ঞা প্রদর্শনকেই একটা 'বড় বাহাদুরী'র কার্য্য মনে করিয়া জগতে তৎসমশীল ব্যক্তিগণের নিকট হইতে 'বাহাবা' প্রাপ্ত হন। ঐরূপ প্রাকৃতবিবেকানন্দে প্রমত্ত ব্যক্তি মূর্খতাকে গুরুরূপে দাঁড় করাইয়া অর্থাৎ মূর্খতাকে গুরুর মূর্ত্তিরূপে গড়িয়া

কল্পিত গুরুকে তাঁহার ভোগের বস্তুরূপে পরিণত করেন এবং নিজ ভোগবুদ্ধি ও অপরাধকে মূর্খতারূপী কল্পিত গুরুদ্বারা সমর্থনকল্পে শ্রুতির পন্থার প্রতিকূলে মূর্ত্ত মূর্খতার নিকট প্রশ্ন করিয়া থাকে, 'হে আমার ভোগ্যবস্তু! তুমি কি ভগবানকে দেখিয়াছ? আমাকে কি তুমি ভগবান্ দেখাইতে পার?" তুমি কি ভগবানকে আমার ভোগপর ইন্দ্রিয়ের গোচর করাইয়া আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ দ্বারা আমার সেবক হইতে পার? এইরূপ চিন্তাস্রোত রজোগুণের প্রাবল্য-হেতু প্রচ্ছন্ন নাস্তিক অধিরোহবাদীর ভোগময় চিত্তে উদিত হইলেও উহাতে মূর্খতা ও নাস্তিকতা ব্যতীত আর কিছুই নাই। ইহা গীতোপনিষদের "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" বা শ্রুতির "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" —এই নির্দ্দিষ্ট পন্থার বিরোধী গুরুলঙ্ঘনাবজ্ঞা ও অক্ষজ-জ্ঞান-প্রমত্ততারূপ আসুরিক আরোহবাদবিশেষ। শ্রীগুরুদেব কখনও "আমি ভগবান্ দেখিয়াছি" এইরূপ কথা বলেন না। অগুরু বা অসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিগণই ভগবানকে ভূতপ্রেতজাতীয় বস্তু মনে করিয়া 'আমি ভগবানকে দেখিয়া ফেলিয়াছি'—এইরূপ ব্যর্থ দাম্ভিকতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রেমিক ভগবদ্ভক্তগণ সর্ব্বদা কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলাই প্রদর্শন করেন; তাই জগদ্‌গুরু-লীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্রে আমরা দেখিতে পাই, তিনি সর্ব্বদা বলিতেছেন, "কাঁহা যাঙ, কাঁহা পাঙ, মুরলী-বদন।" তাই আবার তিনি কখনও শিক্ষাষ্টক দ্বারা জীবকে সিদ্ধি অন্তর্লক্ষণ জানাইতেছেন,—

> "যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
> শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥"

আবার সিদ্ধির নিষ্ঠা শিক্ষা দিতেছেন,—

> "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
> মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
> যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
> মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"
> "প্রেমের স্বভাব এই প্রেমের সম্বন্ধ।
> সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তি-গন্ধ॥"

কলি বা তর্কবহুলযুগে শুদ্ধ-ভক্তিপথ কোটিকণ্টকরুদ্ধ। সুতরাং বর্ত্তমানে দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানের আদর্শ অনুসরণের পরিবর্ত্তে দীক্ষার অনুকরণ বা দীক্ষাবাধকেই 'দীক্ষা' বলিয়া অদীক্ষিত এবং দীক্ষানুকরণকারি-সম্প্রদায়ে প্রচলিত হইতেছে। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের ভাষায় দেখিতে পাই—

> "চক্ষু দান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
> দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
> "প্রেমভক্তি যাহা হৈতে, অবিদ্যা-বিনাশ যাতে,
> বেদে গায় যাঁহার চরিত॥"

শ্রীগুরুপ্রণামেও দৃষ্ট হয়;—

> অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
> চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা-দ্বারা চক্ষুরুন্মীলন-কার্য্যের বা দিব্যজ্ঞানকে 'দীক্ষা' বলিবার পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান হরিবিমুখ-সমাজে যে-সকল হরিবিমুখতাময়ী চেষ্টাকে দীক্ষা-ক্রিয়া বলা হয়, তাহার একটী আংশিক চিত্র নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

বর্ত্তমানে দুইশ্রেণীর দীক্ষা-গ্রহণের অভিনয়কারী এবং দুইশ্রেণীর দীক্ষাদাতার অভিনয়কারী হরিবিমুখ ব্যক্তি দৃষ্ট হয়। একপ্রকার দীক্ষাগ্রহণের অভিনয়কারী দীক্ষা-গ্রহণ ব্যাপারটীকে একটী 'হুজুগে' এবং 'পোষাকী ব্যাপারবিশেষ ধারণা করিয়া দীক্ষা গ্রহণানুকরণরূপ অনুষ্ঠানে রুচিবিশিষ্ট হয়। এই শ্রেণীর মধ্যে 'দীক্ষা ব্যাপারটী কি', 'দীক্ষার আবশ্যকতা কি,' 'দীক্ষাগ্রহণের অধিকারী এবং অনধিকারীই বা কে,' 'কে-ই বা প্রকৃত দীক্ষাদাতা'—এই সকল বিষয় তলাইয়া দেখিবার অবকাশ হয় না। ইহারা গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় একজনের দেখাদেখি আর একজন বিচার ও বুদ্ধিরহিত হইয়া বুদ্ধিহীন অজার ন্যায় অন্ধকূপে ঝম্প প্রদান করিয়া থাকে। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে কেহ বা পরে অনুতপ্ত হয়, আর যাহার কপাল চিরতরে পুড়িয়াছে, সে ব্যক্তি বঞ্চিত হইয়া চিরজীবন মনোধর্ম্মের প্রহেলিকায় ঘুরিয়া বেড়ানকেই একটা মস্ত কাজ মনে করে। অনেক সময় যেমন প্রকৃত ক্ষুধার উদ্রেক না হইলেও অপরকে কিছু আহার করিতে দেখিলে দুষ্ট ক্ষুধার উদয় হয় এবং সেইকালে অনাবশ্যক দ্রব্যাদি গ্রহণ করার ফলে উদরে আময় সঞ্চার হইয়া থাকে, তদ্রূপ অনেকে 'দীক্ষা' বা দিব্যজ্ঞান-লাভটী কি, তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়াই দীক্ষাকে একটা আনুষ্ঠানিক

ক্রিয়াবিশেষ ধারণা করিয়া ও লোকের নিকট 'আমি খুব একজন নামজাদা গুরু করিয়াছি—সেই গুরুকে আমি বেশ মনের মত করিয়া আমার ভোগের সামগ্রী করিতে পারিব অর্থাৎ আমি আমার বহির্ম্মুখতার স্বভাব ও রুচি লইয়া যে সকল মনোধর্ম্মোপ কার্য্যের তালিকা বা ভাবুকতার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিব, আমার ভোগ্য গুরুর দ্বারা আমি সেই সকল সমর্থন করাইয়া লইয়া লোকের নিকট 'ভক্ত-বিটেল' সাজিতে পারিব, এইরূপ ভোগবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া অনেক ব্যক্তি দীক্ষা গ্রহণের অভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই সকল ব্যক্তি অনেক সময় প্রাকৃত শিক্ষার অভিমানে প্রমত্ত হইয়া মনে করেন যে, 'আমি যখন একজন বড় প্রফেসর কিম্বা ব্যারিষ্টার কিম্বা একজন প্রথিতনামা দেশ নেতা বা সপ্ততীর্থ মহামহোপাধ্যায়, তখন যিনি আমার মত ব্যক্তির 'গুরু' হইবেন, তাঁহার সৌভাগ্যের আর সীমা নাই; আমি গুরুকে বহু উচ্চ শিখরে উঠাইয়া দিতে পারিব; আমার মত এত বড় লোক যাঁহার নিকট মস্তক অবনত করেন, তাঁহার ভাগ্যের বলিহারী যাই'! আবার অন্যদিকে গুরুদেব মনে করেন, আমি যখন বড় প্রফেসর, ব্যারিষ্টার, রাষ্ট্রনেতা, পি, এইচ, ডি ব, মহামহোপাধ্যায় প্রভৃতির গুরু হইবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন দুনিয়াতে আমার মত আর কে আছে! এইরূপ গুরুদেব ঐরূপ সৌভাগ্য লাভ করিয়া তাঁহার প্রফেসর ব্যারিষ্টার শিষ্যবর্গের এরূপ ক্রীতদাস হইয়া পড়েন যে, শিষ্যগণ যে প্রস্তাবই করুন না কেন, গুরুদেব তাহা সমর্থন না করিয়া অন্যথা করিতে পারেন না। অবশ্য কখন ও কখন ও নিজের একটু লোকদেখান গুরুত্ব ও বাহাদুরী বজায় রাখিবার জন্য শিষ্যবর্গের প্রস্তাবসমূহের মধ্যে একটু মতামত দিয়া থাকেন মাত্র, তাহাতেও শিষ্যানুবর্ত্তিত্বই লক্ষিত হয়। এইরূপ গুরু ও শিষ্যের অভিনয়ে পরস্পরে ভোগবুদ্ধি ও অজ্ঞানতিমিরান্ধতা ব্যতীত দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানের লেশমাত্র নাই। ঐরূপ গুরু ও শিষ্য উভয়েই প্রাকৃত অস্মিতায় আবদ্ধ।

উঁহারা উভয়েই অন্ধকূপে পতিত। এইরূপ গুরু নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়াছেন আর স্বরূপবিভ্রান্ত শিষ্যগণকেও অধিকতর ভ্রান্তপথে চালিত করিতেছেন। তবে উঁহাদের মধ্যে যে ধর্ম্মানুষ্ঠানের বাহ্য-আকার দৃষ্ট হয়, তাহা প্রকৃত ভগবদনুসন্ধান নহে, কেবল ধর্ম্মের আবরণে স্ব স্ব মনোধর্ম্ম ও ভোগবৃত্তি চরিতার্থ করিবার একটা ছলনা মাত্র। এই সকল বঞ্চিত ব্যক্তিই সমাজে 'দীক্ষিত' বা 'দীক্ষাদাতারূপে' প্রচলিত থাকিয়া প্রকৃত দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানের আদর্শকে লোকলোচন হইতে আবৃত করিতেছে।

এই ত গেল এক প্রকার দীক্ষাগ্রহণের অনুকরণকারী ও দীক্ষাদানের অভিনয়কারী। আর একপ্রকার অভিনয়কারী শ্রেণীর মধ্যে দীক্ষাদানানুকরণ কার্য্যটী উদরভরণ, স্ত্রী পুত্রের ভোগ্য ও বিলাস-সামগ্রী সংগ্রহের উপায় বা বণিগ্‌বৃত্তিবিশেষ। স্বীয় যোগ্যতা থাকুক বা না-ই থাকুক, নিজে দীক্ষিত হউক বা না-ই হউক অর্থাৎ দিব্যজ্ঞানলাভ করুক বা না-ই করুক সে সব বিচার করিবার আবশ্যক নাই; যেরূপ কপট ভালবাসা ও স্নেহ-মমতার অভিনয় দেখাইয়া অসদ্ব্যক্তিগণ সরল লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বাহ্যে তিলক-ফোঁটা ও ভাগবত-পাঠকের অভিনয়াদি দেখাইয়া লোকবঞ্চনাকার্য্যের নামই অনুকরণকারী বঞ্চক শ্রেণীর মতে 'দীক্ষা'! এই সকল বণিকগণকে যাহারা আশ্রয় করে, তাহারাও তৎসমশীল অর্থাৎ বঞ্চিত বা বঞ্চিত হইতে ইচ্ছুক। সমবস্তুই সমবস্তুকে আকর্ষণ করে। গাঁজাখোর ও গাঁজাখোরেই বন্ধুত্ব হয়। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে 'দীক্ষা' কাহাকে বলে, 'দীক্ষাদাতা গুরুর লক্ষণ কি' —এ সব বিচার করিবার আবশ্যক নাই। কাহারও মতে ঐ সকল কথাগুলি মুখে আলোচনা করিবার আবশ্যকতা থাকিলেও গ্রন্থ ও শাস্ত্রমঞ্জুষা-মধ্যেই ঐ বিচারসমূহকে তালা চাবি বন্ধ করিয়া রাখাই কর্ত্তব্য—ঐ সকল বিচার নিজ জীবনে গ্রহণ করিয়া আত্মমঙ্গলবিষয়ে যত্নশীল হইবার আবশ্যকতা নাই! কুলক্রমাগতপন্থায় শৌক্রবিচারাবলম্বন করিয়া গুরু-গ্রহণ ও ক্রীতদাসপ্রথার ন্যায় গুরুত্রুব ও লঘুতন্ত্রর শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করাই ঐ সকল ব্যক্তির মতে 'দীক্ষা'। যেখানে এইরূপ রক্তমাংসের প্রাকৃত বিচার প্রবল এবং কাপট্য ও বঞ্চনার তাণ্ডব নৃত্য, সেখানে যদি ঐরূপ বাহ্যানুষ্ঠানকে 'দীক্ষা' ও 'দিব্যজ্ঞান' বলিতে হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রকে একটী কাপট্য-বিদ্যা শিখিবার উপায় বিশেষ জ্ঞান করিতে হয়। এই সকল কৌলিক, লৌকিক,

বণিগ্‌বৃত্ত গুরুব্রুবগণের হস্ত হইতে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবকুলকে মুক্ত করিবার জন্য শাস্ত্র ও আচার্য্যগণ তারস্বরে বলিয়াছেন,—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥
(মহা ভাঃ উদ্যোগ পর্ব্ব ১৭৯।২৫)

স্নেহাদ্বা লোভতো বাপি যো গৃহ্ণীয়াদ্ দীক্ষয়া।
তস্মিন্ গুরৌ সশিষ্যে তদ্দেবতাশাপ আপতেৎ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ২।৫)

যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১।৬২)

"বৈষ্ণববিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য এব। 'গুরোরপ্যবলিপ্তস্যে'তি স্মরণাৎ। তস্য বৈষ্ণব-ভাবরাহিত্যেন অবৈষ্ণবতয়া 'অবৈষ্ণবোপদিষ্টেনে'তি বচনবিষয়ত্বাচ্চ।"
(ভক্তিসন্দর্ভ ২৩৮ সংখ্যা)

"পরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্ব্বাদিপরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ॥" (ভক্তিসন্দর্ভ ২১০ সংখ্যা)

"তত্র যদি গুরুবিমদশকারী ঈশ্বরে শাস্তঃ কৃষ্ণযশোবিলাস-বিনোদং নাঙ্গীকরোতি, স্বয়ং বা চরভিমানী লোকস্তবৈঃ কৃষ্ণত্বং প্রাপ্নোতি তর্হি ত্যাজ্য এব। কথমেব গুরুস্ত্যাজ্য ইতি ন। কৃষ্ণভাবলোভাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তয়ে গুরোরাশ্রয়ণং কৃত্বা তদনন্তরং যদি তস্মিন্নেব গুরৌ আসুরীভাবস্থিতি কিং কর্ত্তব্যং? আসুরগুরুং ত্যক্ত্বা শ্রীকৃষ্ণভক্তিমন্তং গুরুমন্যং ভজেৎ। তস্য কৃষ্ণবলাদসুরস্য গুরোর্বলং মর্দ্দনীয়মিতি শ্রীশ্রীবৈষ্ণবানাং ভজনবিচারঃ। এবম্ভূতা বহবঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারে গুরুনিরূপণসিদ্ধান্তাঃ॥
(শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরকৃত ভজনামৃতে)

সে স্থানে যদি 'গুরু' বিরুদ্ধবাদী বা বিরুদ্ধাচারী হন, 'কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব' তাহা ভুলিয়া দুষ্ট মায়াবাদ জড়স্মার্ত্তবাদাদি অবলম্বন করেন বা কৃষ্ণের যশোবিলাস-বিনোদ অঙ্গীকার না করেন, স্বয়ং বা চরভিমানী হইয়া কৃষ্ণবদ্ব্যবহার করেন, তবে সে গুরু অবশ্য ত্যাজ্য হইবেন। গুরুত্যাগ কিরূপ হইতে পারে, এরূপ আশঙ্কা করিবে না। কৃষ্ণভক্তিপ্রাপ্তির লোভে এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য গুরুচরণ আশ্রয় করিতে হয়। যখন সর্ব্বসদ্গুণ দেখিয়া শ্রীগুরুরচরণ আশ্রয় করা হয়, আবার তাহার পর সেই গুরুতে ঐ সকল আসুরী ভাবের উদয় হয়, তখন কি করা কর্ত্তব্য? সেই আসুর গুরুকে ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভক্তিমান অন্য গুরুকে অবশ্য ভজনা করিবে। ভক্তগুরুর কৃষ্ণবলক্রমে আসুর গুরুর ক্রোধজনিত প্রাকৃত বলকে মর্দ্দন করাই শ্রেয়ঃ। ইহাই শ্রীশ্রীবৈষ্ণবদিগের ভজনের রহস্য বিচার। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারে গুরুনিরূপণবিষয়ে এরূপ অনেক সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়।

সুতরাং দীক্ষাদানের লীলাভিনয়কারী গুরুব্রুবগণ এবং তাহাদের বঞ্চনাবৃত্তির সমর্থনকারী প্রাকৃত সহজিয়াগণ যে আনুকরণিক সম্প্রদায়কে গুরুসম্প্রদায়রূপে প্রচার করিয়া 'গুরু ত্যাগ—মহা অপরাধ' প্রভৃতি বাক্যের ছলে লোকবঞ্চনা করিয়া অযোগ্য, লৌকিক, কৌলিক ও বৈষ্ণববিদ্বেষী ব্যক্তির আনুগত্য সংরক্ষণকেই 'গুরুভক্তি' প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করে, সেই 'অসাধুকে সাধুরূপে গ্রহণ, তৎসঙ্গে প্রকৃত সাধুকে অবজ্ঞা'রূপ নামাপরাধ ও অসৎ মতবাদ উপরি-উক্ত শাস্ত্র ও আচার্য্যবাক্যের দ্বারা খণ্ডিত হইল।

দীক্ষা-গ্রহণাভিনয়কারী ও দীক্ষাদাতার অনুকরণকারি-সম্প্রদায়ে আরও বহুপ্রকার বিভিন্ন অদ্ভুত মতবাদ শ্রুত হয়। কোন কোন মনোধর্ম্মী ও প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন, 'প্রভু-সন্তান না হইলে দীক্ষা সমীচীন হয় না।' কেহ কেহ আবার স্বীয় নিষ্কিঞ্চনতা প্রচারের ছলে জড়প্রতিষ্ঠার কপটসেবক হইয়া তাঁহার নিকট আগত ব্যক্তিগণকে প্রভুসন্তানগণকেই দীক্ষাগুরুরূপে গ্রহণ করিবার পরামর্শ প্রদানপূর্ব্বক নিজে তাহাদের 'শিক্ষাগুরু' সাজিবার অভিনয় করিয়া থাকেন। এইরূপ বিচারে 'দীক্ষা' বা 'দিব্যজ্ঞানের' অভাবই পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ 'প্রভুসন্তান' না হইলে অপরে দীক্ষা-দাতা হইতে পারে না,—এইরূপ বিচারকের প্রভুসন্তানের ধারণা অতীব প্রাকৃত। যে স্থানে কেহ কোন ব্যক্তিবিশেষকে বা সম্প্রদায়-বিশেষকে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতি বিষ্ণুতত্ত্বের কিম্বা ভগবৎপার্ষদ বৈষ্ণবতত্ত্বের রক্তবহনকারী শৌক্র-অধস্তন মনে করেন, সেই স্থানে বিচারকের দিব্যজ্ঞানের অভাব; কারণ এইরূপ বিচার শ্রীভাগবতধর্ম্ম বা আচার্য্যগণ সমর্থন করেন না। শ্রীস্বামিচরণ দশমস্কন্ধীয় 'ভগবান্ বিশ্বাত্মা' ইত্যাদি শ্লোকের

ভাবার্থদীপিকায় বলেন যে, প্রাকৃত জীবের ন্যায় ভগবানের ধাতুসম্বন্ধ নাই—"জীবানামিব ন তু ধাতু-সম্বন্ধঃ" (ভাঃ ১০।২।১৬)। আচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের সিদ্ধান্তও তাহাই। তিনি বলেন,—শ্রীবিষ্ণুর "ন প্রাকৃত-বস্তুদীয়চরমধাত্বাদৌ প্রবেশঃ" (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ)। অর্থাৎ প্রাকৃত জীবের ন্যায় বিষ্ণুতত্ত্বের চরম ধাতু প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণরূপ ব্যাপার নাই। সুতরাং এরূপ-সূত্রে বিষ্ণু বা বৈষ্ণবতত্ত্বের রক্তবাহকাভিমানিগণ যদি নিজদিগকে 'প্রভুসন্তান' বলেন বা বোলান কিম্বা অপর কেহ তাহা সমর্থন করেন, সেই সকল ব্যক্তির দিব্যজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব এবং অপরাধময় প্রাকৃত সাহজিক জ্ঞানেরই প্রাবল্য প্রমাণিত হইবে। এইরূপ ভীষণ অপরাধের প্রশ্রয়দাতৃ-গণকে দীক্ষাদাতৃরূপে গ্রহণ করিবার অভিনয় দেখাইলে দেশিক ও তন্ত্রকোবিদগণের উদ্দিষ্ট 'দীক্ষা' বা 'দিব্যজ্ঞান-লাভ' হয় না; পরন্তু নিরয়গমনের পথ প্রশস্ত করা হয়।

'অন্তঃশাক্ত, বহিঃশৈব, সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ'—এইরূপ অভিমানকারী এক শ্রেণীর ব্যক্তি হৃদয়ের অভ্যন্তরে 'শাক্ত' অর্থাৎ ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান বা ভোগপরা জড়া প্রকৃতির উপাসকাভিমানে প্রমত্ত থাকিয়া 'বাহিরে' 'শৈব' অর্থাৎ মোক্ষকামী এবং 'সভা' অর্থাৎ জনসমাজে (অন্তরে অত্যন্ত ভোগী থাকিয়াও লোকবঞ্চনার্থ) 'বৈষ্ণব' অর্থাৎ নিষ্কিঞ্চনের ছলনা প্রদর্শনরূপ বকবৃত্তিদ্বারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য যে দীক্ষাদাতার চেষ্টার অভিনয় করেন, তাহা যে 'দীক্ষা' বা দিব্যজ্ঞান হইতে বহুদূরে তাহা বলাই বাহুল্য।

দীক্ষাগ্রহণ-সম্বন্ধে আর এক প্রকার মনোধর্ম্মীর ধারণা এই যে, যখন দীক্ষাদাতা গুরু লইয়া জগতে এত গোলমাল চলিয়াছে, তখন দীক্ষাদি গ্রহণ না করাই ভাল। শাস্ত্র পাঠ করিয়া নিজবুদ্ধিবলে শাস্ত্র হইতে উপদেশ-সংগ্রহ ও তদনুসারে জীবন যাপন করিবার চেষ্টা করাই শ্রেয়ঃপন্থা। এইরূপ মনোধর্ম্মীর মতও অপর প্রকার প্রাকৃতজ্ঞানেরই পরিচায়ক। শাস্ত্র পাঠ করিবেন কে? যাহার 'দীক্ষা' বা দিব্যজ্ঞান লাভ হয় নাই, সে ব্যক্তি কখনও শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবে না। এই জন্য শ্রুতিস্মৃতিপুরাণ সকলেই, গুরুর নিকটে শাস্ত্র-শ্রবণের আদেশ করিয়াছেন। এই জন্যই শ্রীল স্বরূপগোস্বামী প্রভু পণ্ডিতাভিমানী বঙ্গদেশীয় বিপ্রকবিকে বৈষ্ণবের নিকট শ্রীভাগবত অধ্যয়নের উপদেশ দিয়াছেন। প্রাকৃত জ্ঞান লইয়া শাস্ত্র পড়িতে গেলে যে কিরূপ অসুবিধা হয় তাহার চিত্র ব্যাসাবতার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন,—

শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যমপাশে ডুবি মরে॥
* * * *
ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধিনাশ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু দেবানন্দ পণ্ডিতের চরিত্র দ্বারা ইহার যাথার্থ্য প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং 'দীক্ষা' বা দিব্যজ্ঞান-লাভ অর্থাৎ সদ্গুরুর নিকট প্রপত্তি-স্বীকার না করা পর্য্যন্ত শাস্ত্র পড়িয়াও লোকের ভগবদ্বহির্ম্মুখতার পথেই ধাবিত হইবার সম্ভাবনা।

আবার কাহারও মত এই যে, গুরুতে প্রপত্তি স্বীকার না করিয়া নিজের মনের খেয়াল অনুসারে ভালমন্দ বিচার পূর্ব্বক সেই পথে ধাবিত হইলে কোনও ঝঞ্ঝাটে পড়িতে হইবে না। আনুগত্য স্বীকার করিতে হইলেই নিজের ভগবদ্বহির্ম্মুখতারূপ মনোধর্ম্ম বা ভোগবৃত্তির স্বেচ্ছাচারিতা পরিপূর্ণ মাত্রায় চরিতার্থ করা যায় না। এই সকল ব্যক্তির জন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'কল্যাণকল্পতরু' গ্রন্থে মনঃশিক্ষাচ্ছলে একটী উপদেশ দিয়াছেন—

মন! তোরে বলি এ বারতা।
অপক্ব বয়সে হায়, বঞ্চিত বঞ্চক পায়,
বিকাইলে নিজ স্বতন্ত্রতা॥
সম্প্রদায়ে দোষবুদ্ধি, জানি তুমি আত্মশুদ্ধি,
করিবারে হৈলে সাবধান।
না নিলে তিলক-মালা, ত্যজিলে দীক্ষার জ্বালা
নিজে কৈলে নবীন বিধান॥
পূর্ব্বমতে তালি দিয়া, নিজ মত প্রচারিয়া,
নিজে অবতার বুদ্ধি ধরি'।
ব্রতাচার না মানিলে, পূর্ব্বপথ জলে দিলে,
মহাজনে ভ্রমদৃষ্টি করি'॥
ফোটা দীক্ষা মালা ধরি', ধূর্ত্ত করে সুচাতুরী,
তাই তাহে তোমার বিরাগ।
মহাজন-পথে দোষ, দেখিয়া তোমার রোষ,
পথ প্রতি ছাড় অনুরাগ॥

এখন দেখহ ভাই, স্বর্ণ ছাড়ি' নৈলে ছাই,
ইহকাল পরকাল যায়।
কপট বলিল সবে, ভকতি না পেলে কবে,
দেহান্তে বা কি হবে উপায়॥

আর এক প্রকার মনোধর্ম্মিসম্প্রদায়ের মত এই যে,—"যখন একমাত্র নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারাই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়, এমন কি নাম-সংকীর্ত্তন 'দীক্ষা পুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে', তখন দীক্ষাদাতা-গুরু-স্বীকার এবং দীক্ষাগুরুর আদেশ প্রতিপালন, গুরুসেবা, গুর্ব্বানুগত্য প্রভৃতি ভার অযথা মাথায় গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা কি? 'স্বাধীন-ভাবে 'হরিনাম' করিতে থাকিব, যেখানে খুসী সেখানে বেড়াইব, কাহারও ধার ধারিব না'—এরূপ স্বতন্ত্রতা ছাড়িতে কে পরাধীনতা স্বীকার করে?"—এইরূপ বিচার ভোগবুদ্ধি বা ভগবদ্বহির্ম্মুখতা হইতেই উদিত হয়। এইরূপ বিচার-কারিগণের মুখে কখনও শ্রীনাম উদিত হন না। ইহারা সাধুগুরুর চরণে অপরাধী। ইহারা নামাপরাধী। এরূপ মনোধর্ম্মোত্থ ভোগবাদ আচার্য্যগণ খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ৬।২।৯-১০ শ্লোকের সারার্থদর্শিনীতে বলিয়াছেন যে,—"হরিই—ভজনীয়, ভক্তি তাঁহার প্রাপক, শ্রীগুরুই—ভজনোপদেষ্টা, গুরূপদিষ্ট ভক্তগণই পূর্ব্বকালে শ্রীহরিকে পাইয়াছেন'—এইরূপ বিবেকবিশিষ্ট হইয়াও 'শ্রীকৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র দীক্ষা বা অন্য সংকার্য্য কিম্বা মন্ত্র-পুরশ্চরণ প্রভৃতির কিছুমাত্র অপেক্ষা করেন না এবং রসনা স্পর্শমাত্রেই ফলদান করেন'—এই প্রমাণদর্শনে অজামিলাদির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমার দীক্ষা-গুরু-করণরূপ শ্রমের আবশ্যকতা কি, কেবল কীর্ত্তনাদির দ্বারাই আমার ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে,—এইরূপ যে ব্যক্তি মনে করেন, সে ব্যক্তি গুর্ব্ববজ্ঞা লক্ষণময় মহা-অপরাধ-হেতু ভগবান্‌কে কোন দিনই প্রাপ্ত হন না।" শ্রীল জীব গোস্বামিপাদও সন্দর্ভে লিখিয়াছেন যে, স্বভাবতঃ দেহাদি-সম্বন্ধ-দ্বারা কদর্য্য-চরিত্র বিক্ষিপ্ত-চিত্ত অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণের অনর্থ সঙ্কোচ-করণার্থ শ্রীনারদাদি ঋষিবর্গ অর্চ্চনমার্গে দীক্ষা-গ্রহণ-মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। অনর্থযুক্ত ব্যক্তি সেই শাস্ত্র-শাসন উল্লঙ্ঘন করিলে তাহাদিগের শাস্ত্রাবজ্ঞারূপ দোষ বা নামাপরাধ হইয়া থাকে। সুতরাং সেইরূপ নামা-পরাধিব্যক্তি 'নামাক্ষর' গ্রহণ করিলেও কোন দিন মঙ্গললাভ করিতে পারে না। তাহাদিগের দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা সদ্‌গুরুচরণে প্রপত্তি স্বীকার-ব্যতীত মঙ্গল লাভের দ্বিতীয় পন্থা নাই।"

আর এক প্রকার মনোধর্ম্মিসম্প্রদায়ের ধারণা এই যে, দীক্ষার বাহ্য-অনুষ্ঠান-কার্য্যটী হইলেই দীক্ষা পরিসমাপ্তি হইল। প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। জীব সদ্‌গুরুচরণ হইতে মন্ত্র প্রাপ্ত হইবার মুহূর্ত্ত হইতেই দিব্যজ্ঞানলাভের পথের পথিক হন। প্রবেশিকা-পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র মহাবিদ্যালয়ের Roll Book এ নাম Registry করিবার অধিকার পাইয়াই যদি মনে করেন, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছি, তাহা হইলে তাঁহার ভাবী উন্নতির পথ রুদ্ধ হওয়া ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না। প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রকে মহাবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া উক্ত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তাহাকে উন্নত শিক্ষা লাভের অধিকার দেন মাত্র। সেই অধিকার লাভ করিয়া পাঠার্থীকে পরিশ্রমসহকারে নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন করিতে হইবে অর্থাৎ জীব শ্রীগুরুদেবের নিকট উপনীত হওয়ার পর হইতে বিশ্রম্ভের সহিত গুরুসেবা, সদ্ধর্ম্মশিক্ষাপৃচ্ছা, সাধু-মার্গানুগমন ও সর্ব্বতোভাবে গুরুতে প্রপত্তিসাধন এবং সাধননিষ্ঠার দ্বারা গুরুপ্রসন্নতা লাভপূর্ব্বক ক্রমে অনর্থনিবৃত্তি তৎপরে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তিরূপ সাধনভক্তির ভূমিকা অতিক্রম করিয়া সাধ্য ভাবভক্তি ও তৎপরিপক্কাবস্থা প্রেম-ভক্তি লাভ করিবেন। সেই পরম প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করিবার সৌভাগ্য হইলেই তাহার মন্ত্রসিদ্ধি বা পূর্ণদীক্ষা লাভ ঘটিবে।

আর এক প্রকার মনোধর্ম্মী, গুর্ব্বপরাধী, কপট ও বাস্তবসত্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস-রহিত নাস্তিকসম্প্রদায় বলেন যে,—"আমরা যাহা ইচ্ছা হয় তাহা করিব, যেরূপ খুসী সেরূপ চলিব, ভোগবৃত্তিকে প্রগ্রহ-রহিত উদ্দাম অশ্বের ন্যায় যথেচ্ছভাবে ছাড়িয়া দিব, যদি গুরু বা সাধুর শক্তি থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা (আমরা যথেচ্ছ বিহার করিতে থাকিলেও) সেই শক্তিবলে যাদুবিদ্যা বা mesmerism দ্বারা লোকের চিত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তন করিবার ন্যায় আমাদিগকে কুপথ হইতে ফিরাইয়া আনিবেন। আমরা কিন্তু গুরুর কোন কথা শুনিব না, আমাদের যথেচ্ছ পথে চলিতেই থাকিব।" এইরূপ প্রাকৃত-জ্ঞানান্ধ-সম্প্রদায় গুরুকে তাহাদের ভোগের বস্তু জ্ঞান করিয়া এই সকল প্রলাপোক্তি করিয়া থাকে।

ইহারা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাহীন। ইহারা 'সমিৎ-পাণি' হইতে পারিবে না; সুতরাং কিরূপে 'দীক্ষা' বা 'দিব্যজ্ঞানলাভ' করিবে? ইহাদিগের ধারণা—'আমাদিগের ভোগবৃত্তি চরিতার্থ করার সময় আমরা পরম স্বতন্ত্র থাকিব, কিন্তু ভগবানের উপাসনার বেলায় যিনি আমাদিগকে স্বতন্ত্রতাহীন জড়বস্তুরূপে পরিণত করিতে না পারিবেন, সেই ব্যক্তির কোন শক্তিই নাই!' ইহাদিগের কর্ণে কখনও অপ্রাকৃত জ্ঞানের কোন কথা প্রবেশ করে নাই। পরম-স্বতন্ত্র বিভুচৈতন্য ভগবান্ কখনও অণুসম্বিৎ জীবের স্বতন্ত্রতায় হস্তক্ষেপ করেন না, ইহাই তাঁহার পরমকরুণার পরিচয়। আধিকারিকদেবগণও এরূপ স্বতন্ত্রতা-মহারত্ন লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া মনুষ্যকুলে আবির্ভূত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রাকৃতরাজ্য হইতেও উহার একটা আংশিক দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতে পারে। যেমন রাজতন্ত্র অপেক্ষা প্রজাতন্ত্রশাসনের প্রচলন আবার প্রজাতন্ত্রমধ্যে প্রজাদিগের উপর স্বায়ত্তশাসনের ভার অর্পণ রাজার প্রজাবর্গের প্রতি উত্তরোত্তর অধিক করুণার পরিচয়, তদ্রূপ জীববিশেষের প্রতি (অর্থাৎ মনুষ্যের প্রতি) ভগবানের স্বতন্ত্রতা-মহারত্ন দান যে ভগবানের অসীম ও অযাচিত করুণার পরিচায়ক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? জীব যদি স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করে, তজ্জন্য ভগবান্‌কে দোষারোপ করা যাইতে পারে না।

বিভুসম্বিৎ ও অণুসম্বিতে এই সাদৃশ্য (উভয়ের মধ্যে স্বতন্ত্রতা) আছে বলিয়াই পরস্পরের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ সুষ্ঠুরূপে স্থাপিত হইতে পারে এবং তজ্জন্যই বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রসের উৎপত্তি হইয়া থাকে। জীবের প্রতি স্বতন্ত্রতা প্রদত্ত না হইলে জীব জড়বৎ চেতনধর্ম্মরহিত হইয়া জড় হইতে নিজের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হইত না। এই দিব্যজ্ঞানের কথা অদীক্ষিত বা অপদীক্ষিত সম্প্রদায় বুঝিতে পারে না।

অদীক্ষিত নাস্তিক ব্যক্তিগণের উপরি-উক্ত বিচার গ্রহণ করিলে বলিতে হয়, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু তাঁহার স্বতন্ত্র গৌর-বিমুখ পুত্রপরিচয়াকাঙ্ক্ষিগণকে এবং তাঁহার শিষ্যাভিমানী কতিপয় ব্যক্তিকে শক্তির অভাব-নিবন্ধনই ভগবদ্বহির্ম্মুখতা হইতে বা শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু আচার্য্যলীলায় তাঁহার শিষ্যাভিমানী স্বতন্ত্র ব্যক্তিগণকে শক্তির অভাব বশতঃই মায়ার কবল হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই। সর্ব্বশক্তিমত্তত্ত্ব মহাবিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈতে বা ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ শ্রীবীরভদ্র প্রভুতে শক্তির অভাব ছিল বা আছে—এরূপ বিচার নাস্তিকতা ও অপরাধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ তথাপি জীবের স্বতন্ত্রতারূপ মহারত্ন—যাহা তিনি প্রদান করিয়াছেন, তাহা তাঁহার একটী মহাদান, ইহা জানাইবার জন্য সামর্থ্যসত্ত্বেও তাঁহার নিজ নিয়ম তিনি নিজেই ভঙ্গ করিতে ইচ্ছা করেন না।

আর এক প্রকার মনোধর্ম্মী বিপ্রলিপ্সাপর সম্প্রদায়ের মত এই যে,—"দীক্ষিত ও অদীক্ষিত, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, বৈকুণ্ঠপথের যাত্রী ও কর্ম্মমার্গে বা নিরয়মার্গের যাত্রীকে সমপর্য্যায়ে গণনা করা হইবে", যেহেতু বহির্ম্মুখ কর্ম্মজড় অজ্ঞানান্ধ অদীক্ষিত বহু ব্যক্তিগণের সমষ্টি দ্বারা অদৈব সমাজ সংগঠিত হইয়াছে। ঐ সকল সামাজিকগণ অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া যে সকল লমপূর্ণ মত প্রকাশ করিবে, দিব্যজ্ঞান-পথের যাত্রী সেই সকল মতেরই অনুসরণ করিবেন!"—এই সকল অজ্ঞানান্ধ জীব বা এই সকল অজ্ঞানতাপূর্ণ মতের সমর্থনকারী ব্যক্তিগণ নিজেরা অদীক্ষিত অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান-লাভ করে নাই, তাই তাহারা দীক্ষিত ব্যক্তিকেও তৎসমশীল ধারণা করিয়া দীক্ষালাভের পূর্ব্বপরিচয়ে পরিচিত ও নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু বেদান্ত-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত ও বৃদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য স্বামিচরণ প্রামাণিক-প্রবর দেবর্ষি নারদের বাক্য উদ্ধার করিয়া লক্ষণদ্বারা বর্ণ-নির্দ্দেশের প্রণালীই সুষ্ঠু বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। শ্রুতি, স্মৃতি, পঞ্চরাত্র তথা আচার্য্যগণও তাহাই একবাক্যে সমর্থন করিয়াছেন মহাভারতীয় অনুশাসনপর্ব্ব "শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজ ভবতি সংস্কৃতঃ" বাক্যে শূদ্রও পাঞ্চরাত্রিক বিধান-অনুসারে দ্বিজত্ব সংস্কার লাভ করেন, এই কথা বলিয়াছেন। শ্রীনারদপঞ্চরাত্র "বিনীতানথপুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ" প্রভৃতি বাক্যে দীক্ষিত ব্যক্তির উপনয়নসংস্কারের বিধান প্রদান করিয়াছেন। আচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ দিগ্‌দর্শনী টীকায় দীক্ষিত নরমাত্রেরই বিপ্রতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তিনি আবার শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের ২য় খণ্ডের ৪র্থ অধ্যায়ের ৩৭ সংখ্যায় "দীক্ষালক্ষণধারিণঃ" বাক্যে টীকায় অতি স্পষ্ট-ভাবে বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন

যে, দীক্ষার লক্ষণ—যজ্ঞোপবীত, তুলসীমালা-মুদ্রাদিধারণ। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সম্মানিত শিষ্যগণ। শ্রীরামানুজের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ে অদ্যাপি এই প্রথা প্রচলিত আছে। 'সংস্কার-সন্দর্ভ' নামক আর একটী প্রবন্ধে সংস্কারের বিষয় বিশেষ ভাবে বর্ণন করা হইবে বলিয়া এস্থলে আর অধিক লেখা হইল না। যাহারা 'দীক্ষিত' ব্যক্তিকে 'অদীক্ষিতে'র সহিত অন্তরে সমান জানিয়া কপটতাপূর্ব্বক নিজ অপস্বার্থ সিদ্ধির জন্য মুখে মাত্র 'দীক্ষিত' বলিয়া থাকেন, তাহারাই দীক্ষালক্ষণ উপনয়ন সংস্কারাদির বিরোধী। যেমন প্রাকৃত বিচার-পরায়ণ এক শ্রেণীর ব্যক্তির মধ্যে দীক্ষাগ্রহণের পর তুলসী-মালামুদ্রাদি গ্রহণের প্রতি বীতশ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হয় এবং ঐ সকল ব্যক্তি কপটতা করিয়া বলিয়া থাকেন—'অন্তরে মালাতিলক থাকিলেই হইল, বাহিরে নিজের অভিমান বাড়াইবার জন্য ঐ সকল গ্রহণের আবশ্যকতা কি?' কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়ের রুদ্ধ কপাট খুলিয়া দেখিলে বেশ জানা যায় যে, তাঁহাদের ঐরূপ চাতুর্য্যপূর্ণ বাক্য-প্রয়োগের অন্তর্নিহিত কারণ আছে। তাহারা বহির্ম্মুখসমাজ ও লোক-ভয়ে এতদূর ভীত যে পাছে ঐরূপ মালাতিলক ধারণ করিলে বহির্ম্মুখ লোকে তাঁহাদিগকে অসভ্য বা নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তি মনে করেন, এই ভয়ে স্ব স্ব প্রাকৃত অভিমান সংরক্ষণের জন্য ঐরূপ কপটতা অবলম্বন করিয়াছেন। তদ্রূপ যাঁহারা বলিয়া থাকেন, দীক্ষার দ্বারা 'দ্বিজত্ব' বা বিপ্রত্ব সিদ্ধ হইল স্বীকার করিলাম, বাহিরে দীক্ষা-লক্ষণ উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিয়া বৃথা অভিমান বৃদ্ধির আবশ্যকতা কি? এই সকল কপট ব্যক্তিরও হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে জানা যায় যে, এই সকল লোক নিজ অপস্বার্থে এতদূর অন্ধ এবং বহির্ম্মুখ-লোকভয়ে এতদূর ভীত যে, শাস্ত্রোক্ত বিধানকে কোন প্রকারে বাক্চাতুর্য্য দ্বারা বাধা প্রদান না করিতে পারিলে তাঁহাদিগের বণিগ্‌বৃত্তি ও বঞ্চনাবৃত্তি সংরক্ষিত হওয়া দুষ্কর হইয়া পড়ে। এইরূপ অপস্বার্থপ্রণোদিত হইয়াই দীক্ষাদাতার অভিনয়কারী প্রাকৃত-সাহজিকগণ দীক্ষিত ও অদীক্ষিতকে সমপর্য্যায়ে গণনারূপ অপরাধ হৃদয়ে পোষণ ও বিবিধ ভাবে তাহার প্রশ্রয় প্রদান করিয়া দেশিক ও তত্ত্বকোবিদ্‌গণের কথিত দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান লাভে বঞ্চিত হয় ও অপরকে বঞ্চনা করে। ইহাদের নিজের পাপ ক্ষয় হয় নাই, লোকদেখান পতিতপাবন গুরু সাজিবার অভিনয় করিলেও স্বয়ং (সমাজে) পতিত হইবার ভয়ে ভীত এবং বস্তুতঃ পাপে মগ্ন থাকিয়া অপরের পাপরাশি বা পাপমূল অবিদ্যা ক্ষয় করিতে অসমর্থ। যাহারা প্রকৃতপক্ষে 'দীক্ষা' বা দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের এই সকল কথা প্রণিধানসহকারে পুনঃ পুনঃ বিচার করা আবশ্যক। দীক্ষা-সম্বন্ধে এই সকল বিচার প্রদর্শন করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ভাই সহজিয়া!

ভাই সহজিয়া, তোমার পুঁজিপাটা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য। তাহার যে কোন একটার সামান্য ক্ষতি হইলে তুমি অপরগুলির সাহায্যে বাঁচিয়া থাকিতে চাও। তোমার চক্ষুর্দ্বারা রূপদর্শনস্পৃহায় তুমি লোক ঠকাইবার জন্য স্ত্রীর, পরস্ত্রীর রূপে আকৃষ্ট হইয়া উহা গোপন করতঃ রাইকানুর রূপের দিয়াস দেখাও, তোমার কাণ দিয়া শ্রবণস্পৃহায় তুমি লোক ঠকাইবার জন্য পরদারের সহিত কথোপকথনে উদ্‌গ্রীব, আবার লোকদেখান কৃষ্ণকথা শুনিবার ছলনায় রাইকানুর গানও শুনিয়া সময় কাটাও, তোমার নাক দিয়া ঘ্রাণস্পৃহায় তুমি লোক ঠকাইবার জন্য পুষ্পনির্য্যাস ও মাল্যগন্ধাদিলাভে ব্যস্ত, আবার কৃষ্ণসেবার জন্য চন্দনচর্চ্চিত প্রসাদী মাল্যাদির গ্রহণ-ছলনা দেখাইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া থাক, তোমার লোল রসনার তর্পণ-বাসনায় তুমি ভাল খাইবার জন্য নিরন্তর চঞ্চল, আবার কৃষ্ণ-প্রসাদের নামে ভোগী বিষয়ীর নৈবেদ্যনামে পরদ্রব্য-গ্রহণে তৎপর, তোমার ত্বগিন্দ্রিয়-দ্বারা স্পর্শসুখানুভূতি-লাভোদ্দেশ্যে লোক ঠকাইবার বাসনায় তুমি ভক্ত ছলনায় পরস্ত্রীর চরণ-স্পর্শে সাফাই-ভক্ত, কখনও বা দেহারামের বাসনায় শীতোষ্ণোপযোগী বসনাদিতে আবৃত। কিন্তু ভাই তোমার ছলনা গৌরসুন্দর ও নিত্যানন্দ আদর করেন না। "গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি।"—একথা তুমি জানিয়াও গোপন করিবার প্রয়াস কর। গুরু নিত্যানন্দ ও তদাশ্রিত নিষ্কলঙ্কচরিত্র ভক্তগণও তোমার কপটতা ধরিয়া ফেলেন। তুমি তখন সেই ভক্তগণকে আর

ভক্ত বলিতে চাও না। তাহাদের ছিদ্র থাকুক আর না থাকুক, তাহাদের পবিত্র চরিত্রে ছিদ্র করাইয়া তোমারই মত কপট ইন্দ্রিয়ারামী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাও। ভাই সহজিয়া তোমার অসাধ্য কার্য্য নাই। আর তুমি কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিকামী ভক্তগণের ভজনোচিত জীবননির্ব্বাহোপযোগি বস্তুতে ও ক্রিয়াসমূহে ছিদ্র অন্বেষণে ব্যস্ত থাক। তুমি ভাই তখন কৃষ্ণভক্তির ছলনা ছাড়িয়া কর্ম্মীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিতে থাক, কখনও বা ভক্তির ছলনায় গায় ছাপ দিয়া লোকের নিকট বিষ্ণুভক্ত ভাবগদ্গদ চেহারায় লোক ঠকাইতে ব্যস্ত হও। আবার কখনও বা ঠগের নিকট নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা প্রকাশ পূর্ব্বক তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণের সুযোগ করিয়া দিয়া নিষ্কপটভক্তকে তোমাদের মত মিছাভক্ত বানাইবার চেষ্টা কর। ছিঃ ভাই তোমার এ বৃত্তি ভাল নয়।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ব্যানার্জ্জীর আশ্রয়
ডি, টি, এম অফিস, ধানবাদ,
৩০।৯।২১ ইং

স্নেহবিগ্রহেষু,

আপনার ১০ই আশ্বিনের পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আমার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা ভাল আছে। কলিকাতা শ্রীআসনের জন্মোৎসবে আপনি আসিতে পারেন নাই। যাহা হউক, সম্প্রতি ঢাকা সহরে একমাস কাল নিয়মসেবা ব্রত পালিত হইবে। সঙ্গই মানবজীবনের প্রধান হরিভজনের বৃত্তি। অবৈষ্ণব-সঙ্গক্রমে জীবের সংসারে উন্নতি, আর সাধুসঙ্গপ্রভাবে আত্মা উত্তরোত্তর হরিসেবায় প্রমত্ত হয়। মানবজীবনে উহাই একটী সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। তাহাতে বিমুখ হইবেন না। পূজার সময় যদি কলিকাতার আসনে আসেন, তাহা হইলে তথা হইতে ঢাকায় শ্রীনিয়ম-সেবা করিতে যাইতে পারেন ; তবে মাসাধিক কাল সাধুসঙ্গে ফললাভ ঘটে। সঙ্গবঞ্চিত হইয়া আমরা বৃথা জীবন কাটাইতেছি। অন্যান্য কার্য্য হরিসেবার পরিবর্ত্তে স্থান অধিকার করিতেছে, সে জন্য আমার ইচ্ছা যে আপনি ঢাকায় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ-স্থাপন-কালে একমাস হরিসেবায় যোগদান করেন। পত্রোত্তরে আপনি কোন্ তারিখে ঢাকা যাইবার জন্য আসনে আসিতেছেন, জানাইবেন। "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" বিচার করিয়া "লব্ধা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে, তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ, নিঃশ্রেয়সায়" শ্লোকটী বিশেষ ভাবে বিচার করিবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন
১নং উল্টাডিঙ্গিজংসন রোড,
১।১০।১৯ ইং

স্নেহবিগ্রহেষু

আপনার ১২ই আশ্বিন তারিখের কার্ড পাইলাম। শ্রীভক্তি-বিনোদ-জন্মোৎসবে আপনার প্রেরিত আনুকূল্য পূর্ব্বেই পাইয়াছি। আমি একপক্ষ কাল শ্রীমায়াপুরে থাকিয়া কৃষ্ণনগর হইয়া গত শুক্রবার শ্রীআসনে ফিরিয়াছি। সম্প্রতি বিজয়াদশমী দিবসে আমার পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীনাম প্রচারোদ্দেশে অভিযান করিতে হইবে। শ্রীঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম এই যে, আমিষ-ভক্ষণ অর্থাৎ মাষকলাই ডাল, তাম্বূল, বরবটী, সিম, পর্য্যুষিত খাদ্য নিষিদ্ধ। শ্রীনাম-গ্রহণ ও ভক্তির যে সকল ক্রিয়া পালন করিবার সঙ্কল্প থাকে, উহার নিয়ম পালন হইতে ব্যতিক্রম না হয়। সাধারণতঃ নিয়ম,—হবিষ্য মেধ্য দ্রব্য শ্রীভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া তাহা গ্রহণ ; অধিক নিদ্রা, আলস্য ও অবৈষ্ণবোচিত ব্যবহারসমূহ পরিহার করা এবং ক্ষৌরকার্য্যাদি বর্জ্জন, নিত্যস্নান প্রভৃতি সংযমীয় ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে পালন করা। প্রতীপসম্প্রদায় এখন কিছু নিস্তব্ধ, নিজ নিজ বিষয়েই ব্যস্ত। শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ঠাকুর পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছেন দেখিয়া আসিয়াছি। একটী প্রাচীন ভক্ত তাঁহার নিকটে আছেন। অত্রস্থ কুশল।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীব্রহ্মপত্তন

ইং ২২।৪।১৮

স্নেহবিগ্রহেষু,

শুভাশীষাং রাশয়ঃ সন্তু বিশেষাঃ—

আপনার ৪ঠা বৈশাখের পত্রপ্রাপ্তে সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আমি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে থাকিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের কার্য্য কিছু আরম্ভ করিয়াছি। আজও কৃষ্ণনগরে যাই নাই। এই মাসের শেষভাগে আমি দৌলতপুর প্রপন্নাশ্রমে যাইব এবং তথায় ভক্তগোষ্ঠীতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা ও শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু পাঠ করিব স্থির হইয়াছে। * * প্রভু ভাল আছেন এবং হরিভজনে ব্যস্ত আছেন। আপনি অপেক্ষাকৃত নির্ব্বিঘ্নে হরিভজন করিতেছেন জানিয়া আমি পরমানন্দিত হইলাম। নিরপরাধে শ্রীনাম গ্রহণ করিয়া আমাদের নিত্যানন্দ বর্দ্ধন করুন। শ্রীমহাপ্রভুর ইচ্ছা হইলে আপনাদের দর্শন লাভ করিব। সজ্জন-তোষণী অষ্টম-নবম সংখ্যা পাঠাইতে বলিব। আপনার স্নিগ্ধ সৌম্যমূর্ত্তি আমার অনেক সময়ে মনে হয়। আপনার কুশল-সংবাদ মধ্যে মধ্যে জানাইয়া সুখী করিবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা

৬।১।২২

স্নেহবিগ্রহেষু,

আপনার ২১শে তারিখের কার্ড প্রাপ্ত হইলাম। শ্রীযুক্ত * * প্রভু সম্প্রতি ঋতুদ্বীপ ও জহ্নু-মোদদ্রুমাদি দ্বীপে ভ্রমণ করিতেছেন। যে দিন তিনি ধানবাদ যাইতে চাহেন, সেদিন পূর্ব্বেই সংবাদ দিবেন। আমরা একপ্রকার আছি। সুন্দরানন্দ এখনও এখানে আছেন।

পরলোকগত......বাবু Theosophist মতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তিনি ঠিক শুদ্ধভক্তির কথা গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং তাঁহার লেখনী হইতে এই সকল অপসিদ্ধান্ত বাহির হইয়া থাকিবে। ১। শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা নিত্য, সুতরাং নৈমিত্তিক অভয়দান-হেতু নিরাকার ব্রহ্ম সাকার হন নাই। উহা মায়াবাদ মাত্র। ২। সবিশেষ ব্রহ্ম চিরদিনই শুদ্ধ জীবের সহিত প্রীতিবিশিষ্ট, তিনি বদ্ধ জীবের সহিত কোন প্রীতি স্থাপন করেন না। বদ্ধজীব যে তাঁহাকে মায়া-মমতা করে, তাহা তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে না। আপনি যে সকল cutting (উদ্ধৃত বাক্য) ঐ গ্রন্থ হইতে তুলিয়াছেন, তাহা পাঠে আমরা হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছি না। এরূপ অর্ব্বাচীনতার প্রতিবাদ করিতে গেলেও লেখককে অন্যায় সম্মান দেওয়া হয়। লেখকের জড়বুদ্ধি প্রবল বলিয়া ঐহিক মাতালিতার সেবাদম্ভ মহাপ্রভুর স্কন্ধে চাপাইয়া ভাল কাজ করেন নাই। ৩। তৃতীয় প্রশ্নটী নিতান্ত অবিবেচনার পরিচয়। ৪। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কখনই পূর্ব্বাশ্রমের পত্নীর নিকট সাটী কিনিয়া পাঠান নাই। ৫। নিমাই জানেন......বাবুর কোন সেবা তিনি গ্রহণ করিয়াছেন কিনা? তবে আমাদের ন্যায় জীবে তাঁহার নির্দ্দয়তা প্রকাশই হইয়াছে। ৬। ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর—অট্টহাস্য।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

প্রেরিত প্রবন্ধ

ময়মনসিংহ জিলায় টাঙ্গাইল মহকুমার এলাকাধীন পাকুল্যাগ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বীপচান্দ চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে গত ১২ই পৌষ সোমবার হইতে ১৮ই পৌষ রবিবার পর্য্যন্ত সাত দিবস শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও তৎসঙ্গে শ্রীধাম নবদ্বীপের (কুলিয়ার) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসকীর্ত্তনীয়া-দ্বারা ব্রজলীলারসকীর্ত্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসবে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠক :—টাঙ্গাইলের এলাকাধীন গোবিন্দপুর-নিবাসী ভাগবত ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত * * * গোস্বামী।

ঐ ধারক :—জামুর্কী নিবাসী শ্রীযুক্ত * * * কাব্যরত্ন মহাশয়।

রসকীর্ত্তনীয়া :—শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামের * * বাধা কীর্ত্তনীয়া উপাধিধারী শ্রীযুক্ত * * আচার্য্য মহাশয় পূর্ণদলবলসহ।

জামুর্কী-নিবাসী প্রতিষ্ঠাশালী ভক্তগণের যত্নে ও আগ্রহেই উক্ত উপাধিধারী শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তনীয়া মহাশয়কে বহু

টাকা ব্যয় করিয়া পূর্ব্বদলের সহিত মুর্শিদাবাদ হইতে পাকুল্যা আনা হয়। কীর্ত্তনীয়া মহাশয়ের যশঃ সৌরভেই শ্রোতার সংখ্যা দিন দিনই বর্দ্ধিত হইত। বহু সংখ্যক স্ত্রীলোকও এই রসকীর্ত্তন শুনিতে প্রতিদিনই আসিতেন। প্রত্যহ রাত্রি ৯টার পর রসকীর্ত্তন আরম্ভ হইয়া ১২টায় শেষ হইত। ভাগবত-পাঠ শেষ হওয়া মাত্রই রসকীর্ত্তনীয়া মহাশয় দলবলসহ কীর্ত্তন-আসরে আগমন পূর্ব্বক সুললিত সুরতাললয়-বিশিষ্ট সুকণ্ঠ দোহার ও মৃদঙ্গবাদ্যসহ লীলা-রসকীর্ত্তন (?)-দ্বারা উপস্থিত শ্রোতা ও ভক্তবৃন্দের চিত্ত-বিনোদন করিতেন। রসকীর্ত্তনে সর্ব্বসাধারণের আগ্রহ দেখিয়া বাস্তবিকই আমার ধারণা জন্মিয়াছে যে, রাধা-কৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলারসের নামে জড়রসই অনেকের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করিয়া থাকে; ইহাই বর্ত্তমান বৈষ্ণব-ব্রুব সমাজের ভজনপথ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ শাস্ত্রে শ্রুত হয়—অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর। ইন্দ্রিয়-চরিতার্থকে ভজনের পথ বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করাতেই আমাদের এত অধঃপতনের কারণ। শাস্ত্রে আছে—শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলারস-শ্রবণে যদি প্রাকৃত ও জড়ইন্দ্রিয়ের কোন একটা উদ্বেজিত হয়, তবে শ্রোতা, বক্তা এবং গায়ক—সকলেই নরকগামী হয়।

এইরূপ উক্ত দ্বীপচান্দ সাধুর বাটীতে ক্রমাগত সাতদিন যাবৎ গোস্বামিজীর মুখে শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছি। ৮ দিন স্বনামধন্য উপাধিধারী রস-কীর্ত্তনীয়া মহাশয়ের বিচিত্র রাগরাগিণী বিশিষ্ট সুরলয়-সংযুক্ত শ্রুতিবিমোহন রসকীর্ত্তন একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিয়াছি। শ্রীভাগবত-পাঠে পাঠক মহাশয়ের ভাবভঙ্গী ও উপদেশবাক্য এবং কীর্ত্তনীয়ার কীর্ত্তনের সহিত, তাল, মান লয়, বাদ্য, রাগ, রাগিণী মিশ্রিত থাকায় মিষ্টতার যথেষ্ট উপলব্ধি হইয়া শ্রুতি-বিনোদন হইয়াছে। খোলওয়ালার খোল লইয়া অপূর্ব্ব নৃত্য ও কীর্ত্তনীয়া মহাশয়ের হাবভাব দেখিয়া চক্ষুর ও মনের যথেষ্ট তৃপ্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু হৃদয়ে কোন সাড়াই দেয় নাই। হৃদয় জাগাইতে যাহা দরকার, তাহা উক্ত পাঠে বা কীর্ত্তনে নাই বলিয়াই বোধ হইল। হৃদয় জাগাইতে যেন এ সমস্ত ভাবভঙ্গী চায় না, আরও যেন কোন আন্তরিক বস্তুর প্রয়োজন বোধ করে, তাই শুধু এইরূপ বাহ্য আড়ম্বরে ও স্বার্থপূর্ণ হৃদয়ের হাবভাবে একটী হৃদয়ও জাগে নাই বলিয়া বোধ হইল। অন্তঃ-সলিলের সঙ্গে যোগ না থাকাতে জালা ও গাদ্‌লা-পরিপূর্ণ সুমিষ্ট সরবতও ক্রমেই কটু ও তিক্ত হইয়া পড়ে, তাহাতে আর স্নিগ্ধত্ব ও শীতলত্ব থাকে না; কিন্তু কূপ-জলের সহিত অন্তঃসলিলের যোগ থাকায় যদিও তাহা সরবতের তুল্য আশু মিষ্ট না হউক, তথাপি তাহার স্নিগ্ধত্ব ও শীতলত্ব ক্রমেই বর্দ্ধিত হয় এবং তাহা পানে তৃষিত ব্যক্তির প্রাণও শীতল ও তৃপ্ত হয়। এইজন্য অন্তঃসার-শূন্য স্বার্থপর হৃদয়ের সুরলয়যুক্ত গানে ও পাঠে আশুচিত্তবিনোদন হয় সত্য, কিন্তু তাহা প্রাণ শীতল করিতে পারে না। প্রাণ শীতল করিতে ও হৃদয় জাগাইতে প্রকৃত হৃদয়বান পুরুষেরই দরকার; তাই জগাই-মাধাইর মত কলুষিতচিত্ত ব্যক্তির হৃদয়ও আমাদের পরম কারুণিক গৌর-নিতাইর নামসঙ্কীর্ত্তনে বিশুদ্ধ হইয়া শুদ্ধসত্ত্ব হইয়াছিল। রামচন্দ্র খানপ্রেরিত বেশ্যার চিত্তবৃত্তিও নামাচার্য্য ঠাকুর শ্রীহরিদাসের নামকীর্ত্তনশ্রবণে সত্য সত্য পরিবর্ত্তিত হইয়া ভগবৎ-সেবোন্মুখিনী হইয়াছিল। অতএব হৃদয়বান্ পুরুষভিন্ন অন্যে কখনও অপরের হৃদয় জাগাইতে পারে না, অপরকে ভগবানের অপ্রতিহতা, অহৈতুকী সেবায় প্রণোদিত করিতে পারে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীকুমার পোদ্দার।

প্রচার-প্রসঙ্গ

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়বন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্বগিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু কতিপয় ভক্তের আগ্রহাতিশয্যে চন্দননগরে শুভবিজয় করিয়া স্থানীয় লাইব্রেরী-হলে কয়েকদিবস শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের কথা বক্তৃতা, পাঠ, কীর্ত্তন ও আলোচনা-মুখে প্রচার করেন। সভায় স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমাত্রেই যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের ওজস্বিনী ভাষায় সুগবেষণাময়ী বক্তৃতা শিক্ষিতসমাজে বিশেষ আদরণীয় হইয়াছিল। স্বামিজী মহারাজ এখন চুঁচুড়ায় হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৬শে চৈত্র ১৩৩৩, ৯ই এপ্রিল ১৯২৭	৩৩শ সংখ্যা

সারকথা

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য

আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দঢ়॥

(চৈঃ ভাঃ আ ১।৮)

যে যে দেশ গঙ্গা-হরিনাম-বিবর্জ্জিত।
যে যে দেশে পাণ্ডব নাহি গেল কদাচিত॥
সে সব জীবেরে কৃষ্ণ বৎসল হইয়া।
মহাভক্ত সব জন্মায়েন আজ্ঞা দিয়া॥
শোচ্য-দেশে শোচ্যকুলে আপন সমান।
জন্মাইয়া বৈষ্ণব সবারে করেন ত্রাণ॥
যেই দেশে যেই কুলে বৈষ্ণব অবতরে।
তাঁহার প্রভাবে লক্ষ-যোজন নিস্তরে॥
যে স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়।
সেই স্থান হয় অতি পুণ্যতীর্থময়॥

(চৈঃ ভাঃ আ ২।৪৬, ৪৭, ৪৯-৫১)

ঈশ্বরের জন্মতিথি যেহেন পবিত্র।
বৈষ্ণবেরও সেইমত তিথির চরিত্র॥

(চৈঃ ভাঃ আ ৩।৮৭)

কৃষ্ণকৃপা হইলে এমন বুদ্ধি হয়।
দাস বিনে অন্যেরে বুদ্ধি কভু নয়॥

(চৈঃ ভাঃ আ ৬।৩৪)

প্রভু বলে ভক্ত-বাক্য কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দোষ দেখে, সেই পাপীজন॥
ভক্তের কবিত্ব যেতে মতে কেনে নয়।
সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীত তাহাতে নিশ্চয়॥

মূর্খে বলে 'বিষ্ণায়', 'বিষ্ণবে' বলে ধীর।
দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণ বীর॥
ইহাতে যে দোষ দেখে তাহার সে দোষ।
ভক্তের বর্ণন মাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ॥
সর্ব্বকাল প্রভু বাড়ায়েন ভৃত্যজয়।
এ তান স্বভাব সকল বেদে কয়॥

(চৈঃ ভাঃ আ ১১।১০৫ ১০৭, ১০৯, ১২০)

ভক্ত-আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি লয়।
ভক্ত-আশীর্ব্বাদে সে কৃষ্ণভক্তি হয়॥

(চৈঃ ভাঃ আ ১২।৪৬)

অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সেই সে পূজ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
উত্তম কুলেতে জন্ম শ্রীকৃষ্ণ না ভজে।
কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে॥

(চৈঃ ভাঃ আ ১৬।২৩৮-৩৯)

গীতা-ভাগবত লই সর্ব্ব ভক্তগণ।
অন্যোন্যে বিচারে থাকেন সর্ব্বক্ষণ॥

(চৈঃ ভাঃ আ ১৬।৩১৬)

যে তাঁহার দাস্যপদ ভাবে নিরন্তর।
তাঁহার অবশ্য দাস্য করেন ঈশ্বর॥
অতএব নাম তাঁর সেবক-বৎসল।
আপনে হারিয়া বাড়ায়েন ভৃত্যবল॥

(চৈঃ ভাঃ আ ১৭।২৫-২৬)

যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
সে চরণধন মোর রহুক হৃদয়ে॥

(চৈঃ ভাঃ আ ১৭।১৫৭)

শ্রীধাম-পরিক্রমায় শিক্ষা

[পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল কাব্যতীর্থ বি, এ]

"মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ"—মৃত্যুই প্রাণিগণের নিশ্চিত বিষয়। আবার বকরূপী ধর্ম্মের প্রশ্নের উত্তরে ধর্ম্মরাজ শ্রীযুধিষ্ঠির বলিতেছেন, "অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম-মন্দিরং। শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥" জীবসমূহ প্রত্যহই যমসদনে গমন করিতেছে, কিন্তু তথাপি অবশিষ্ট প্রাণিগণ চিরজীবনের আকাঙ্ক্ষা করে। ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? অশেষ-কল্যাণাকর পরমেশ জগজ্জীবের সতত মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিয়া মৃত্যুরূপ একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রত্যক্ষ ঘটনার বিধান করিয়া রাখিয়াছেন। হরিবৈমুখ্যনিবন্ধন জীবের বদ্ধাবস্থা অনাদি হওয়ায় জন্মমরণরূপ সংসৃতিমার্গও অনাদি হইয়াছে। তথাকথিত আত্মীয়াদির বিয়োগে স্বার্থান্ধ জীবের প্রাকৃত স্বার্থ হানি নিশ্চয় করিয়া কিয়ৎকালের নিমিত্ত শোকাদি দ্বারা অভিভূতি ঘটিলে মৃত্যুকেই 'অনিবার্য্য সত্য' বলিয়া প্রতীতি ঘটে, কিন্তু তদনুভূতি ক্ষণিক মাত্র। যেহেতু তাহা হইতে চিরমুক্তির উপায় ত' কেহ সহসা অনুসন্ধান করেন না। যদিই বা নির্ব্বিশেষ জ্ঞানাভিমানী বা পতঞ্জল-যোগাদি অভক্তিমার্গাবলম্বিদিগের স্বকপোল-কল্পিত পথে বিচরণ দৃষ্ট হয়, তথাপি চরমশ্রেয়োলাভের পন্থা যে তাঁহাদিগ হইতে সুদূরে অবস্থিত, তাহা বুঝিয়াও বহির্ম্মুখ জীব ধরিতে পারেন না। সর্ব্বোপনিষৎসার শ্রীমদ্ভাগবত (৬।১৪।৩-৫) বলেন,—

"রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ।
তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ॥
প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম।
মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি॥
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটীষ্বপি মহামুনে॥"

—পার্থিব ধূলিকণা যেরূপ গণনা করা যায় না, জীবদিগকেও তদ্রূপ সংখ্যা করা কঠিন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিত্যমঙ্গল অন্বেষণ করেন। শ্রেয়োলিপ্সুগণ মধ্যে কেহ কেহ মুমুক্ষু। সহস্র সহস্র মুমুক্ষু লোকের মধ্যে কেহ কেহ তত্ত্বসিদ্ধি লাভ করিয়া মুক্ত হন। কোটী কোটী সিদ্ধ মুক্তগণ মধ্যে কোন কোন প্রশান্তাত্মব্যক্তি নারায়ণ-ভক্ত হন। অতএব নারায়ণ-ভক্ত সুদুর্লভ। শ্রীরূপশিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশ দিতেছেন,—

"এই মত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশী লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥
তার মধ্যে 'স্থাবর-জঙ্গম' দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্ জল স্থলচর বিভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ-পুলিন্দ-বৌদ্ধ-শবর॥
বেদ-নিষ্ঠ-মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদ-নিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত কর্ম্ম-নিষ্ঠ।
কোটী কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটী জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটী মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ অঃ)

সাত্বত পুরাণরাজ শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরাণেও অনাদিবদ্ধ জীবের চতুরশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—

"জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্॥
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ॥"

—জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারহেতু (অর্থাৎ ভগবৎ-সেবায় প্রবৃত্ত না হওয়ায়) প্রতিজন্মের কর্ম্মফলানুসারে পুনঃ পুনঃ এইরূপ চৌরাশীলক্ষ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইতেছে। এইরূপে প্রত্যেক মানবকে যে কত অসংখ্য কোটিবার জন্ম-মরণমার্গে পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা একান্ত দুঃসাধ্য। এই কারণেই শাস্ত্র (ভাঃ ১১।৯।২৯) ভূয়োভূয়ঃ তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন,—

"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ।"

অনেক জন্মের পর এই মানবজন্ম লাভ ঘটিয়াছে, সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্লভ। এই জন্ম অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। অতএব ধীরব্যক্তি যাবৎ মৃত্যু পুনর্ব্বার

নিকটস্থ না হয়, তৎকালমধ্যে অবিলম্বে চরম কল্যাণ-লাভের চেষ্টা করিবেন।

এই চরম কল্যাণলাভের প্রকৃষ্টমার্গ বিবেকবান্ জীবের উপকারার্থ শাস্ত্র উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমহাপুরুষের দূতগণ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া মৃত্যুপতির চরগণ আপনাদিগকে অবমানিত ও লাঞ্ছিত মনে করিয়া রোরুদ্যমান অবস্থায় অন্তককেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠজ্ঞানে তাহাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ-করণাশয়ে যখন তাঁহার নিকট স্ব স্ব দুর্দ্দশার বিষয় জ্ঞাপন করিল, তখন তিনি মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া বলিতেছেন, (ভাঃ ৬।৩।২০-২১)—

"স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে॥"

'হে দূতগণ ব্রহ্মা, নারদ, মহাদেব, সনৎকুমার, দেবহূতি-নন্দন কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব এবং আমি (যম); আমরা এই দ্বাদশ জন মাত্র ভাগবত-ধর্ম্ম-তত্ত্ব অবগত আছি, এই ধর্ম্ম অতিশয় নির্ম্মল, গুহ্য ও দুর্ব্বোধ, ইহা জ্ঞাত হইলে জীবের পক্ষে ভগবানের পরমপদ-প্রাপ্তিরূপ চরমশ্রেয়ঃ বা অমৃত লাভ হইয়া থাকে। ইহা পরমতত্ত্ব হওয়ায় সুগোপ্যভাবে রক্ষিত হয়, এজন্য গুহ্য; গুণাতীতত্বহেতু সগুণ, স্মৃতিশাস্ত্রে প্রকাশের অযোগ্য অতএব বিশুদ্ধ। অর্থবাদাদি-দোষযুক্তান্তঃকরণবিশিষ্ট কর্ম্মিগণের দুর্জ্ঞেয়ত্বনিবন্ধন,—'দুর্ব্বোধ।' এই দ্বাদশজন মাত্র মহাজন শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট। তবে অশেষমঙ্গলনিলয় শ্রীভগবান্ উঁহাদের অনুগত পরবর্ত্তী আচার্য্যগণকেও জীব-শিক্ষাহেতু ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ করাইয়াছেন। পাছে জীব একান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে এইহেতু তাঁহার করুণাধারা তদভিন্ন-বিগ্রহ মহাজন দ্বারা সর্ব্বকালেই আচরিত ও প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। সেই অন্তকরাজ মহাভাগবত নচিকেতাকে পার্থিব যাবতীয় ঐশ্বর্য্যদ্বারা প্রলুব্ধ করিলেও অবিচলিত দেখিয়া বলিতেছেন,—

"অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়-
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু
ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥"

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥"
"স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামান্
অভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো
যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ॥"
(কঠশ্রুতিঃ)।

'হে নচিকেতঃ' শ্রেয়ঃ অর্থাৎ প্রশস্ততম ব্রহ্মজ্ঞান ও প্রেয়ঃ অর্থাৎ প্রিয়তম দারাপত্যাদিকাম্যবস্তু পরস্পর পৃথক্। এই উভয়ই ভিন্ন প্রয়োজন হইয়া জীবের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে। যিনি শ্রেয়ো গ্রহণ করেন তাঁহার ভববন্ধন মোচিত হয়। আর যিনি প্রেয়ঃ কামনা করেন, তিনি পরম পুরুষার্থ হইতে বিযুক্ত হইয়া ভবপাশে বদ্ধ হন।' 'শ্রেয়ঃ' ও 'প্রেয়ঃ',—এই উভয়ই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু ধীর ব্যক্তি উভয়কে সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়া মোচক ও বন্ধক বিষয়ে চিন্তা করিয়া থাকেন। বিবেকী ব্যক্তি প্রিয়তম দারাপত্যাদি পরিহার করিয়া অমৃতরূপ শ্রেয়ঃ বরণ করিয়া থাকেন। আর বিবেকহীন ব্যক্তি 'যোগ' অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ এবং 'ক্ষেম' অর্থাৎ লব্ধবস্তুর রক্ষণ, এতদুভয়াত্মক প্রেয়ঃ প্রার্থনা করেন।' 'হে নচিকেতঃ! তুমি মৎকর্ত্তৃক প্রলোভিত হইয়াও প্রিয় দারাপত্যাদি ও প্রিয়রূপ আরামক্ষেত্রাদি কাম্যমান পদার্থ সকলকে 'নশ্বর' বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছ; তুমিই ধন্য। যে প্রলোভনময়ী মালিকায় অগণ্য মানবকুল সতত আসক্ত হইয়া থাকে, তৎপ্রতি তুমি আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়াছ।'

সমগ্র শ্রুতিশাস্ত্র এই শ্রেয়োবরণার্থ পুনঃ পুনঃ উদ্বোধিত হইতে থাকিলেও অনাদিবহির্ম্মুখতা আমাদিগকে অবিদ্যা-বিমূঢ় করিয়া মরীচিকা-ভ্রান্ত পথিকবৎ জন্মমরণরূপ সংসৃতি-মালা কণ্ঠে উপহার দিতেছে। জাগ্রৎ-সুষুপ্ত মানব আমরা মুখে মাত্র বেদাদিশাস্ত্রের প্রশংসা করিয়া থাকি, কিন্তু তাঁহার অনুসরণ কার্য্যে আমরা একান্ত পরাঙ্মুখ। জীবমধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেহ লাভ করিয়াও আমাদের মূঢ়তা অপগত না হওয়ায়, আমরা কিরূপ দুর্ভাগ্য বরণ করিতেছি, তাহা আত্মস্থ হইয়া চিন্তনীয়। অমলপ্রমাণশিরোমণি, ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিমভাষ্য,

সমগ্রবেদের তাৎপর্য্যনির্ণায়ক পারমহংসী সংহিতা, শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নবেদব্যাসের সমাধিলব্ধ বিজ্ঞানরাজ শ্রীমদ্ভাগবত 'ভক্তি'কেই এই চরমকল্যাণের একমাত্র মার্গ বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, (ভাঃ ১০।১৪।৪)—

'শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥'

শ্রীভগবানের গো-পালন-লীলায় শ্রীমান্ স্বয়ম্ভু নন্দনন্দনকে সামান্য গোপ-বালক বোধে বা আত্মশোধনার্থ গোবৎসাদি-হরণানন্তর পূর্ব্ববৎ গো-গোপাদিপরিবেষ্টিত গোপেন্দ্রসুতকে দর্শন করিয়া স্বীয় সৃষ্টিসামর্থ্যাহঙ্কারকে ধিক্কারপূর্ব্বক বলিতেছেন,—হে বিভো! চরমকল্যাণস্বরূপ আপনাকে লাভ করিতে হইলে ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। যেরূপ জলাশয় হইতে নির্ঝরসমূহ প্রবাহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তি হইতেই মোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়। ভক্তি হইলেই জ্ঞান আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়, তজ্জন্য পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। যাহারা ধান্য পরিত্যাগ করিয়া স্থূলধান্যাভাস (আগড়া) হইতে তণ্ডুলপ্রাপ্তির আশায় আঘাত করে, তাহাদের যেমন কষ্টই সার হয়, তেমনি ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানলাভের চেষ্টায় ক্লেশমাত্রই লাভ হইয়া থাকে। সেই আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনরূপা ভক্তি সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা হৃষীকেশের সেবাদ্বারাই লব্ধ হয় সত্য কিন্তু সেই অপ্রাকৃতেন্দ্রিয়গম্য শ্রীকৃষ্ণের সেবা কদাপি প্রাকৃত-মানবের মনঃকল্পিত উপাসনামার্গদ্বারা লভ্য নহে, এই হেতু শ্রীকপিলদেব স্বীয় মাতা দেবহূতিকে সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য বলিয়া সৎসঙ্গ করিতে বলিতেছেন, (ভাঃ ৩।২৫।২৪)—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥"

সাধুদিগের প্রকৃষ্টসঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্য প্রকাশক যে সকল বিশুদ্ধ হৃদয় ও কর্ণের প্রীত্যুৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহা সাদরে সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যা-নিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ আমাতে যথাক্রমে শ্রদ্ধা, রতি ও শেষে প্রেমভক্তি উদিত হইবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থেও শ্রীপাদ কবিরাজগোস্বামী প্রভু উহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন,—

"কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥"

মহাজনপ্রবর দেবর্ষি নারদ পুরঞ্জনোপাখ্যান-প্রসঙ্গে রাজর্ষি প্রাচীনবর্হিকে উপদেশ দিতেছেন, (ভাঃ ৪।২৯।৩৯ ৪০)—

"যত্র ভাগবতা রাজন্ সাধবো বিশদাশয়াঃ।
ভগবদ্গুণানুকথনশ্রবণব্যগ্রচেতসঃ ॥
তস্মিন্ মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র-
পীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈ-
স্তান্ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড্ভয়শোকমোহাঃ ॥"

হে রাজন্! যে স্থানে সদাচারসম্পন্ন বিশুদ্ধচিত্ত ও ভগবদ্গুণানুবাদশ্রবণে ব্যাকুলমনা ভাগবতগণ অবস্থান করেন, সেই স্থানে মহতের মুখবিগলিত মধুসূদনের চরিতামৃত-ধারা-বাহিনী নদীসকল চতুর্দ্দিকে প্রবাহিতা থাকে। যাঁহারা অতৃপ্ত ও অভিনিবিষ্ট কর্ণপুটে সেই স্রোতস্বিনীর সেবা করেন, ক্ষুধা, পিপাসা, ভয়, শোক, মোহ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতেও পারে না, অর্থাৎ তাঁহাদের অবিদ্যা নিবৃত্ত হইয়া যায়।

মহাভাগবত অম্বরীষের কীর্ত্তি ঘোষণার্থ শ্রীভগবান্ দুর্ব্বাসার প্রতি সুদর্শনচক্র প্রেরণ করিয়া পুনঃ ঋষিকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও তাহা প্রতিসংহার করিতে অসমর্থ (ভক্ত-পরাধীনত্বদ্যোতক) হইয়া বলিতেছেন,—

"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥
সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥"
(ভাঃ ৯।৪।৬৩, ৬৮)

'আমি ভক্তের পরাধীন। হে দ্বিজ! আমি ভক্ত-পরতন্ত্র। পরমভক্ত সাধুগণ আমার হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া আছেন। আমি ভক্তজনপ্রিয়।' 'সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুদিগের হৃদয়। তাঁহারা আমাব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না। আমিও তাঁহাদের ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমার বলিয়া জানি না।' এই সাধুসঙ্গই যে ভগবদ্ভক্তিলাভের একমাত্র উপায় এই বিধায় ভূরি

ভূরি শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ মহাজনগণ দিয়া গিয়াছেন এবং এখনও শ্রদ্ধার সহিত মহচ্চরিত্র আলোচনাদ্বারা আমরা লক্ষ্য করিতে পারি (ভাঃ ১০।১০।৪১)—

সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম্।
দর্শনান্নো ভবেদ্বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্ণোঃ সবিতুর্যথা ॥"

যেরূপ সূর্য্যোদয়ে চক্ষুর নিকট হইতে অন্ধকার অপসারিত হয়, সেইরূপ সর্ব্বভূতে সমদর্শী, ভগবদ্ভক্তসাধুগণের সমাগমে জীবের ভববন্ধন নাশ হইয়া থাকে। 'দর্শনাদেব সাধবঃ।' সাধুগণ দর্শনমাত্রই পবিত্র করেন। 'বিপশ্চিতো ঘ্নন্তি মুহূর্ত্তসেবয়া।' মহাত্মগণ মুহূর্ত্তমাত্রকাল সেবাদ্বারাই সমুদয় সংসারতাপ বিনাশ করেন। অতএব উপসংহারে শ্রীভগবান্ আদেশ করিতেছেন, (ভাঃ ১১।২৬।২৬)—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥"

'অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অসৎসঙ্গ পরিহারপূর্ব্বক সজ্জনের সঙ্গ করিবেন, সাধুগণ ভক্তিমহিমপ্রতিপাদক বচনাবলীদ্বারা সমুদয় কর্ম্মাদি দুর্বাসনা নির্ম্মূল করিয়া থাকেন।' অর্থাৎ সাধুপ্রিয় হরি সাধুদ্বারা শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে উপস্থিত হইলে অবিদ্যানাশ ও তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তখন ভজনযোগ্যতা উপস্থিত হয়। ইহাই শ্রৌতমার্গ বা অবরোহপন্থা। অন্য কোন উপায়ে ভববন্ধন মোচন হইবার নহে।' ইহা সাধু ও শাস্ত্রের অমোঘ বাক্য। এই ভক্তির যাজন নয় প্রকারে সাধিত হইয়া থাকে, তাহা মহাভাগবত শ্রীপ্রহ্লাদ-বাক্যে কথিত আছে। হিরণ্যকশিপুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট অধ্যয়নবিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে ভক্তরাজ বলিতেছেন,—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥"

(ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)

—'যিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক ব্যবধানরহিত হইয়া ভগবদ্বিষয়ক শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নবলক্ষণ ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তিনিই উত্তমরূপ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, বলিয়া মনে করি অর্থাৎ তাঁহারই শাস্ত্রানুশীলন সার্থক হইয়াছে।' এই নবধা ভক্তির এক এক অঙ্গ যাজন দ্বারাই পরমার্থ লাভ যে একান্ত সুলভ, তাহার প্রমাণও মহাজনবাক্যে পাওয়া যায়, যথা—

"শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্ ॥"

'পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীবিষ্ণুর কথা শ্রবণে, শুকদেব কীর্ত্তন দ্বারা, প্রহ্লাদ স্মরণ-প্রভাবে, লক্ষ্মী তৎপাদপদ্মসেবন-হেতু, পৃথুরাজ পূজনে, অক্রূর সর্ব্বতোভাবে বন্দনদ্বারা, কপিপতি হনুমান্ তাঁহার দাস্যে, অর্জ্জুন তৎসহ বন্ধুতা দ্বারা এবং শ্রীবলি মহারাজ তচ্চরণে সর্ব্বস্বদান ও আত্মনিবেদন করিয়া তাঁহাকে শ্রেষ্ঠরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একটীমাত্র অঙ্গেরই যখন এরূপ প্রভাব যে, তাহাদ্বারা শ্রীভগবান্ বশীভূত হন, তখন একসঙ্গে নয়টীর মিলনের শক্তি যে কতদূর মহীয়সী তাহা মাদৃশ জীবের বুদ্ধির অগম্য। সেই নবাঙ্গ ভক্তিদেবী শ্রীমন্নবদ্বীপধামরূপে অবতীর্ণ হইয়া কলির জীবকে ধন্যাতিধন্য করিয়াছেন। সূর্য্যালোকভীত পেচকের ন্যায় অবিদ্যামোহান্ধজীব আমরা তাঁহার কৃপারাশি সম্মুখে পাইয়াও অবহেলাপূর্ব্বক কত কোটিজন্ম সংসৃতিমার্গ অক্ষুন্ন রাখিয়াছি, তাহার সীমা করা যায় না।

এই অপ্রাকৃত ধাম নববিধা ভক্তিরূপী নয়টী দ্বীপদ্বারা পরিশোভিত থাকায় 'নবদ্বীপাখ্যা' প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোরিত্যাদির্ভক্তিলক্ষণং।
নবধা দীপ্যতে যত্র নবদ্বীপ ইতার্য্যতে ॥"
"অথো নববিধানাস্তু ভক্তিপ্রবর্ত্তামপাম্।
দ্বীপবৎ শোভতে যত্র নবদ্বীপ ইতীর্য্যতে ॥"

ইহার মধ্যে 'আত্মনিবেদন' স্থানই অন্তর্দ্বীপ, এই অন্তর্দ্বীপ মধ্যে মহাযোগপীঠ বা শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবক্ষেত্র। শ্রীসীমন্তদ্বীপ—শ্রবণাখ্য ও গোদ্রুমদ্বীপ কীর্ত্তনাখ্য। ক্রমে মধ্যদ্বীপ—স্মরণ, কোলদ্বীপ—পাদসেবন, ঋতুদ্বীপ—অর্চ্চন, জহ্নুদ্বীপ—বন্দন, মোদদ্রুমে দাস্য ও রুদ্রদ্বীপ সখ্য ভক্ত্যঙ্গরূপী হইয়া বিরাজিত। এই স্থানগুলি অপ্রাকৃত এবং সত্যযুগ হইতে গোলোকস্থ ভগবৎপরিকরবর্গের বিহারস্থলী। মহাবদান্য শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকটকালে এই সকল স্থানে নানা প্রকার লীলা করিয়াছেন। অথবা মাদৃশ দুর্ভাগোরই এই-

রূপ বাক্যদোষ। যেহেতু ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ এখনও তাঁহার নিত্যলীলাবলী ঐ সকল স্থানে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। মুণ্ডকোপনিষৎ কথিত 'ব্রহ্মধাম' এবং ছান্দোগ্যশ্রুতি-কথিত 'দহর' নামক স্থান শ্রীধামমায়াপুরকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। শ্রীভাগবত বিষ্ণুপুরাণাদি সাত্বতশাস্ত্রে শ্রীমায়াপুরের বিশেষ মহিমা কীর্ত্তিত আছে। শ্রীউর্দ্ধাম্নায়সংহিতা ও শ্রীঅনন্ত-সংহিতায়ও ঐ শ্রীশ্রীধামবর্গের মাহাত্ম্য-বিষয়ের বর্ণনা, কলি-জীবের অত্যন্ত মলিন নেত্রের গোচর না হওয়াই স্বাভাবিক। এইসব বিষয়ে আর কিছু উল্লেখ মাদৃশ ব্যক্তির ধৃষ্টতামাত্র।

প্রায় চারিশতাব্দী পূর্ব্বে এই সকল নিত্যধাম শ্রীরূপা-নুগবর শ্রীমজ্জীব গোস্বামী ও শ্রীগৌরমনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুপাদগণ পরিক্রমা করিয়া বর্ত্ম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রীভক্তিরত্নাকরাদি গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। তৎপরে শ্রীধাম কিয়ৎকাল গুপ্ত থাকেন। কিন্তু ভক্তের হৃদয়ধন অধিক দিবস আত্মগোপন করিতে পারিলেন না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ-প্রবর শ্রীল বলদেবাম্বয়, বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক জগজ্জীবের কল্যাণার্থ প্রকাশ করিবার জন্য তৎপ্রিয় ঠাকুরভক্তিবিনোদ প্রভুবরকে আদেশ করেন। কিন্তু অধুনা যেরূপ শ্রীমন্নিত্যানন্দের ন্যায় দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গভজনে জীববৃন্দকে আহ্বান করা হইতেছে, সেরূপ কোন যুগে কোন স্থানে হইয়াছিল, কেহ বলিতে পারেন কি? যখন গজপৃষ্ঠে বিচিত্র শয্যাদির উপরিভাগে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেব বিরাজ করেন এবং তৎপশ্চাৎ নানাবর্ণের বিজয় বৈজয়ন্তী হস্তে লইয়া শ্রীনামানন্দে আত্মহারা সহস্র সহস্র ভক্তবৃন্দ মৃদঙ্গাদি সহ-যোগে শুদ্ধ হরিনামের বন্যায় দিগ্‌দিগন্ত প্লাবিত এবং পুনঃ পুনঃ উচ্চরোলে "গৌরহরি বোল" শব্দ দ্বারা গগনমণ্ডল কম্পিত করিয়া শ্রীধামরজঃ গায়ে মাখিতে মাখিতে মধুর ভঙ্গীতে নৃত্যপর হইয়া ক্রোশের পর ক্রোশ পথ অতিক্রমের পরিশ্রম তুচ্ছ করিয়া পরিক্রমণ করিতে থাকেন, তখন ব্রহ্মা-নন্দও আপনাকে শত ধিক্কার দিয়া সতৃষ্ণনয়নে ভক্তকোলা-হল দর্শনে ও তাঁহাদের পাদরজঃস্পর্শে আত্মাকে ধন্য করিতে থাকেন। পাপাধমেরও মনকে বিশুদ্ধ করিয়া তথায় পদে পদে গোলোকানুভূতি আনিয়া দিতে থাকে। মানবীয় ভাষার এমন্ সামর্থ্য নাই যে, এই সমুদায়ের শতাংশের একাংশও বর্ণন করিতে পারে। সমুদায় ত্রিদণ্ডী গোস্বামি পাদগণের উর্দ্ধবাহু কীর্ত্তন মৃদঙ্গ-শিঙ্গা-কাঁসর-করতালাদির ধ্বনি, ভক্তগণের 'হরি হরি' বোল, ইংরাজি ব্যাণ্ডের সুমধুর বাদ্য, ক্রোশাধিকব্যাপী সৌভাগ্যশালী পরিক্রমাকারি-গণের শ্রেণীবদ্ধভাবে গমন, এবং পাদতাড়িত রজঃপটলদ্বারা সমাচ্ছন্ন আকাশ, যুগপৎ মিলিত হইয়া কর্ণনেত্রাদি ইন্দ্রিয়-গণকে যে কিরূপ ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করিতেছিল, তাহা একমাত্র প্রত্যক্ষকারীর উপলব্ধির বিষয়।

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর—এই বিষয়ে সুশৃঙ্খলা। সহস্র সহস্র যাত্রী কোথায় কিপ্রকারে সুস্থভাবে বিশ্রামাদি করিতে পারিবেন, সর্ব্বদা কি উপায়ে হরিকথা-শ্রবণে মনোনিবেশ থাকিতে পারিবেন, ক্ষুধা তৃষ্ণাদির সময়ে মহাপ্রসাদ ও মিষ্টপানীয় প্রভৃতি যাহার যাহা দরকার ইত্যাদি সকল বিষয়ে যেরূপ শৃঙ্খলা বিহিত হইয়াছিল, তাহা কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। বিনাব্যয়ে প্রত্যেকের শয্যাদির কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রান্তরে প্রেরণ, প্রতি কেন্দ্রেই বিশ্রামস্থানাদির সুব্যবস্থা, যথাসময়ে প্রপঞ্চজয়কারী বিচিত্র প্রসাদ, রোগিগণের জন্য ঔষধ-পথ্যাদি, আবার মহিলাগণের জন্য পৃথগ্ ভাবে সর্ব্বপ্রকারের বিশেষ ব্যবস্থা, অসমর্থ স্ত্রীবালবৃদ্ধাদির জন্য যানাদির ব্যবস্থা এরূপ ক্ষিপ্র-ভাবে ও আদরের সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল, যে কাহারও কোন অভিযোগের কারণ হয় নাই। আবার এই সমুদয় সেবার বিনিময়ে অর্থাদি গ্রহণ করা দূরে থাকুক, শ্রীমদাচার্য্যদেব এবং ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও ব্রহ্মচারিবর্গ যখন প্রত্যেকের নিকট কাকুতি করিয়া শ্রীগৌরভজনরূপ ভিক্ষা প্রার্থনা করেন, তখন জগতে এমন পাষণ্ডী নাই, যাহার হৃদয় বিগলিত না হয়। উষার পূর্ব্বেই আরাত্রিকসহ প্রবোধন-সঙ্গীত, পরে পরিক্রমা-লীলাগ্রন্থ পাঠ ও কীর্ত্তন, কীর্ত্তনমুখে প্রসাদ সম্মান, অপরাহ্ণে নানাভাবে হরিকথা, সন্ধ্যায় আরাত্রিক, পরে কীর্ত্তনাদিসহ ত্রিদণ্ডিপাদগণের হরিকথা কীর্ত্তন, বক্তৃতা, পাঠ, ব্যাখ্যা, অনন্তর প্রসাদ-সম্মানে মধ্যরাত্রি অতীত হইতে থাকে।

এইরূপে সপ্তাহব্যয় বিশুদ্ধ হরিকথার প্লাবনে সংসার-কোলাহল একান্তভাবে স্তব্ধ করিতে পারে পৃথিবীতে এমন কোন সংস্থান আছে কি? ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলকণা মিলিত করিয়া এইরূপভাবে প্রতিমাসের অধিকাংশ দিন

ভারতভূমির নানাস্থানে মহামহোৎসব লীলা কোন্ ঐশী শক্তির প্রেরণায় হইয়া থাকে, মাদৃশ বদ্ধজীবের তাহা অনুমেয়ই নহে। পুনর্ব্বার শ্রীগৌর-প্রকটবাসর হইতে দিবসত্রয় অহোরাত্র যে কি প্রকার অপ্রাকৃতানুভূতির সহিত অতিক্রান্ত হইল, তাহা বর্ণনাতীত। কোথাও শ্রীনামসংকীর্ত্তন, কোথাও বক্তৃতা, কোথাও হরিকথামুখে সদাচার শিক্ষা কোথাও কৃষ্ণকথালাপ, কোথাও ইষ্ট-গোষ্ঠী, বিচার প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সহিত মহাপ্রসাদের 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' কোলাহল দর্শকগণের দেহচেষ্টাদি বিস্মৃত করাইয়া দিয়াছিল। জন্মোৎসবের দ্বিতীয় দিবসে নবনির্ম্মিত অদ্ভুত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধর সাত্বতসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্যচতুষ্টয়সহ সংস্থাপিত হইলে যখন প্রথম দ্বারোদ্ঘাটিত হইল, তখনকার প্রাণারাম দৃশ্য পার্থিব কোন দৃশ্যের সহিত তুলিত হইতে পারে না। অপরাহ্নকাল হইতে মধ্যনিশা পর্য্যন্ত 'হরি ও রাম' নামকীর্ত্তনসহ উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে প্রদক্ষিণ যে-জীবের একবার দর্শন ও শ্রবণপথে পতিত হইয়াছে, তাঁহার সৌভাগ্যের শেষ কোথায়? মাদৃশ শিক্ষাভিমানী উপাধিগ্রস্ত নরকলঙ্কচূড়ামণি-দিগের বিদ্যা যে ত্রিদণ্ডিপাদগণের অচিরানুচরের নিকট একান্ত নিগৃহীত, তাঁহাদের শ্রীমদাচার্য্যদেবের কার্য্য ও উপদেশাবলীর মর্ম্ম তাহারা কি প্রকারে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিবে? এক কথায় এইরূপ অদ্ভুত মহামহোৎসব যে-জীবের অদ্যাপি ইন্দ্রিয়গোচর হয় নাই, নিশ্চয়ই তাহার ভাগ্য অতীব মন্দ। তাহার জীবনকে শত ধিক্কার দেওয়া অধিক নহে।

এই মহামহোৎসবে প্রধানভাবে লক্ষিতব্য কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা না করিয়া থাকা যায় না। প্রথমতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের একমাত্র বর্ত্তমান সংরক্ষক অসীম কৃপালু আচার্য্যবর্য্য ও চিদ্বিলাস প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রতিক্ষণই ভক্তগণকে কৃপা-দর্শন-দানে কৃতার্থ করিয়া দরদরিতনেত্রে সকাতরবচনে শ্রীমন্মহা-প্রভুর আনুগত্যে সর্ব্বক্ষণ হরিভজনরূপা ভিক্ষা প্রার্থনা দ্বারা মহাপাপীরও চিত্ত দ্রবীভূত করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ সমাগত সৌভাগ্যশালী মহানুভবগণের মধ্যে পণ্ডিত মূর্খ, গুরু শিষ্য, ধনী নিঃস্ব, প্রতিষ্ঠাবান্ অগণ্য, কবি জড়, মহৎ ক্ষুদ্র, সকলেই জাগতিক সম্বন্ধ ও সম্মানাদি একান্তভাবে বিসর্জ্জন দিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণব ও পরস্পরের সেবাকার্য্যে আন্তরিকভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া যাহাতে মহোৎসবকে সর্ব্বাংশে সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারেন, তজ্জন্য প্রভূত চেষ্টা ও সম্মার্জ্জনাদি সেবানিয়োগেও আত্মকৃতার্থতা অনুভব করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ শ্রীমহাপ্রসাদ যে ব্রহ্মবৎ নির্ব্বিকার চিদ্বস্তু, তদ্বিষয়ে জাত্যভিমানীরও সমান আগ্রহ পরিদৃষ্ট হইল। চতুর্থতঃ চিরসুখাভ্যস্ত উচ্চপদস্থ মহদ্গণও অকাতরে নানাপ্রকার দৈহিক ক্লেশকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছেন এবং সাময়িক দৈব বিড়ম্বনারও হেয়তা তাঁহাদের প্রতি-ব্যবহারে পরিস্ফুট করিয়াছেন। পঞ্চমতঃ ভারতের সর্ব্বস্থান হইতে এই মহামহোৎসবকার্য্যে শুদ্ধসনাতনধর্ম্মি-গণের ও বিশুদ্ধবৈষ্ণবগণেরই সম্মেলন হইয়াছিল। সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই বিশুদ্ধভক্তিমার্গের আলোচনা এবং কলির স্থান-পঞ্চক দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা, জাতরূপের সঙ্গবিবর্জ্জন বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল।

মূলকথা, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যাদির ব্যবহারে সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা তৎপতি হৃষীকেশের অর্চ্চনা কি প্রকারে সম্পাদন করিতে হয় এবং নবধাভক্তির অনুষ্ঠানদ্বারা গুর্ব্ব-নুগ্রহ, সাধুকৃপা ও নামপ্রসাদ লাভ করিয়া কি উপায়ে শ্রেয়োলাভ সহজসাধ্য করা যায়, তদ্ধেতু নিষ্কিঞ্চনপরমহংস শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ নিরপেক্ষ হইলেও জীবমঙ্গলাশয়ে এই অদ্ভুত-পূর্ব্ব বাৎসরিক অনুষ্ঠান প্রকট রাখিয়াছেন। অহো! যাঁহারা অতিথিশালা, দাতব্যচিকিৎসালয়, মাতৃমন্দির, সেবাশ্রমাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া জীবে দয়া (মন্দোদয়া) প্রকাশ করিবার ছলে আত্মপূজাই প্রকাশ করিয়া অন্ধজগদ্বাসীকে বঞ্চনা করিতেছেন, তাঁহারা কি কৃপাপূর্ব্বক প্রকৃত জীবে (অমন্দোদয়া) দয়ার এই আদর্শ দর্শনানন্তর নিজ নিজ ভ্রান্তমতের সংশোধনার্থ বদ্ধপরিকর হইবেন? শ্রীবৈষ্ণবঠাকুর প্রতিক্ষণেই দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক প্রতি জীবের নিকট বলিতেছেন, হে জীববৃন্দ! আর বঞ্চিত হইবেন না। মহাবদান্য শ্রীগৌরাঙ্গদেব সপরিকরে আপনাদের জন্য যে শিক্ষা প্রদান করিলেন, তাঁহারই অনুসরণে আত্ম ও পরোপকারে ব্রতী হউন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, মাদৃশ সেবাহীন শ্রীগুরুপরাঙ্মুখ জীবাধমের প্রাকৃত নেত্রাদিদ্বারা যেটুকু অনুভূতি-সঞ্চার মনে হয়, তাহারই কিঞ্চিৎ ভাষায় ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিলাম।

কৃপাময় গৌড়ীয়-পাঠকবৃন্দ দোষ-ত্রুটি সংশোধন ও মার্জ্জনা পূর্ব্বক তাঁহাদের শ্রীচরণ-রেণু মদীয় মস্তকে সমর্পণ করিবেন, ইহাই একমাত্র আশা। জয় ওঁ চিদ্বিলাস পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তর-শত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজকি জয়! জয় শ্রীশ্রীত্রিদণ্ডিগোস্বামিপাদগণ কি জয়। জয় শ্রীপাদ ব্রহ্মচারিগণ কি জয়! জয় শ্রীধাম-পরিক্রমা কি জয়। জয় সমাগত বৈষ্ণববৃন্দ কি জয়। গৌরহরি বোল।

—০—

কু-রাদ্ধান্ত-ধ্বান্ত-ভাস্কর

চতুর্থী প্রভা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ সংখ্যার পর]

শ্রীগৌড়ীয়পত্রের ৫ম খণ্ডের ২০শ, ২২শ ও ২৩ সংখ্যায় কটক হইতে প্রকাশিত "শ্রীগৌরাঙ্গবিজয়ম্"-শীর্ষক মুদ্রিত পত্রের প্রতিবাদমুখে পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-চরণের বাক্যাবলী ও শাস্ত্রীয় যুক্তি হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, শ্রীমন্মধ্বপাদের 'সাধ্য' ও শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত 'সাধ্যসার' পরস্পর আত্যন্তিকভাবে ভিন্ন নহে; পরন্তু একটী আর একটীর চরম উদ্দেশ্য বা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক অবস্থা। উক্ত প্রবন্ধাবলীতে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য প্রচারিত 'শুদ্ধ-দ্বৈতবাদ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'-সম্বন্ধেও আলোচনামুখে শ্রীমন্মধ্বপাদের বিভিন্ন বাক্য উদ্ধার পূর্ব্বক প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য যেরূপে অভেদ-পরা শ্রুতির সঙ্গতি ও ভেদকে 'নিত্য' বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন এবং 'অচিন্ত্য'শব্দের উল্লেখদ্বারা 'ভেদ' ও 'অভেদে'র অচিন্ত্যত্বের আভাস প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে শুদ্ধদ্বৈতবাদেও প্রকারান্তরে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ স্বীকৃত বা শুদ্ধদ্বৈতবাদে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের বীজ নিহিত আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সাধন, শাস্ত্র, ইষ্ট ও ভাষ্য সম্বন্ধে তুলনামূলক বিচারদ্বারা পূর্ব্বপক্ষকারীর অশ্রৌত স্বতন্ত্র মতের অর্ব্বাচীনতা প্রমাণিত হইবে।

পূর্ব্বপক্ষকারী বলেন,—"শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যমতে 'সাধন'—'কর্ম্মার্পণ', 'শাস্ত্র'—'শ্রীমন্মহাভারত', 'ইষ্ট'—'দ্বারকাপতি', 'ভাষ্য'—'মধ্বভাষ্য'; আর শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে 'সাধন'—'কৃষ্ণকীর্ত্তন', 'শাস্ত্র'—'শ্রীমদ্ভাগবত', 'ইষ্ট'—'শ্রীনন্দ-নন্দন' ও 'ভাষ্য'—'গোবিন্দভাষ্য'। অতএব শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে—'শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়' বলা যাইতে পারে না, ইহা শ্রীগৌরপ্রবর্ত্তিত একটি স্বতন্ত্র-সম্প্রদায়বিশেষ।"

পূর্ব্বপক্ষকারীর এইরূপ যুক্তি অত্যন্ত অসার ও সর্ব্বতোভাবে খণ্ডনযোগ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু বিষ্ণুপরতত্ত্ব স্বতন্ত্র ভগবান্ হইলেও আচার্য্য-লীলায় শ্রৌতপন্থা ও আম্নায়ের সম্মান সংরক্ষণার্থ কলিযুগের সাত্বত-সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের অন্যতম 'শুদ্ধদ্বৈতবাদী' শ্রীমধ্বসম্প্রদায়কে কৃপাপূর্ব্বক স্বীকার করিয়া শ্রীউদ্ধবগীতোক্ত স্বীয় বাক্যের মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন অর্থাৎ যাহা তিনি দ্বাপরযুগীয় ভগবল্লীলায়—

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥
তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে ইত্যাদি।
* * * *
যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পতয়স্তথা॥
* * * *
এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্।
পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে॥"
(ভাঃ ১১।১৪।৩-৮)

—[শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন,—বেদসংজ্ঞিতা বাণী আমি আদৌ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম। তাহাতেই আমার স্বরূপনিষ্ঠ বিশুদ্ধভক্তিরূপ জৈবধর্ম্ম কথিত আছে। সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণী নিত্যা। প্রলয়কালে তাহা সংগুপ্ত হওয়ায় সৃষ্টিসময়ে আমি তাহা বিশদরূপে ব্রহ্মাকে বলি। ব্রহ্মা তাহা স্বপুত্র মনু প্রভৃতিকে বলেন। ক্রমশঃ দেবগণ, ঋষিগণ, নরগণ—সকলেই সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণী প্রাপ্ত হন। ভূতসকল ও ভূতপতি সকল সত্ত্বঃ, রজঃ, তমোগুণোদ্ভূত পৃথক্ পৃথক্ প্রকৃতি লাভ করিয়া পরস্পর ভিন্ন হইয়াছেন। সেই প্রকৃতি-ভেদানুসারে পৃথক্ পৃথক্ অর্থদ্বারা নানা বিচিত্র মত প্রকাশিত হইয়াছে। হে উদ্ধব, যাঁহারা ব্রহ্মা হইতে গুরু-পরম্পরাক্রমে সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণীর প্রকৃত অনুব্যাখ্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই বিশুদ্ধ মত স্বীকার করেন। অপর সকলে মতভেদক্রমে নানাবিধ পাষণ্ডমতের দাস হইয়া পড়িয়াছে।"]—প্রভৃতি বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ভাগবত বা আচার্য্য-লীলায় স্বয়ং আচরণের দ্বারা প্রচার করিয়া জানাইলেন যে, "সৃষ্টির সময় হইতে 'ব্রহ্মসম্প্রদায়' নামক একটী সাত্বত সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে। সেই সম্প্রদায়ে গুরুপরম্পরা-

প্রাপ্তা বেদসংজ্ঞিতা বিশুদ্ধা বাণীই 'ভগবদ্ধর্ম্ম' সংরক্ষণ করিয়াছেন। সেই বাণীর নাম 'আম্নায়' (আ-ম্না-ঘঞ্)। যে সকল লোক 'পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ' ইত্যাদি বাক্যক্রমে প্রদর্শিত 'ব্রহ্ম-সম্প্রদায়' স্বীকার করেন না, তাঁহারা ভগবদ্‌দ্রোহী পাষণ্ড-মত-প্রচারক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায় স্বীকার পূর্ব্বক যাঁহারা গোপনে গুরু-পরম্পরা-সিদ্ধ-প্রণালী স্বীকার করেন না, তাঁহারা কলির গুপ্তচর।" শ্রীমন্মধ্ব-মতে যে সচ্চিদানন্দ নিত্য বিগ্রহের স্বীকার আছে, তাহাই 'অচিন্ত্যভেদাভেদে'র মূল বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য্যলীলাভিনয়কারী ভাগবতধর্ম্ম-প্রচারক-লীলাপ্রদর্শনকারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়কে স্বীকার করিবার আর একটি বিশেষ কারণ এই যে, শুদ্ধদ্বৈতবাদ জীবকুলকে কেবলাভেদবাদরূপ পীড়া হইতে অতি সুস্পষ্ট ও অকপটভাবে বহু দূরে রাখে। এই জন্যই তিনি সাত্বতসম্প্রদায়চতুষ্টয়ের মধ্যে শ্রীমন্মধ্বসম্প্রদায়কেই কৃপা পূর্ব্বক বিশেষভাবে স্বীকার করিয়া আচার্য্যলীলায় নিজকে 'ব্রহ্মমধ্বানুগত'সম্প্রদায় বলিয়া প্রচার করিলেন। সাক্ষাৎপরতত্ত্ব ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের শিষ্যাচার-প্রচার-চাতুরীরূপিণী এই লীলায় জীবের পক্ষে মহতী শিক্ষা নিহিতা আছে। শ্রীভগবান এতৎসঙ্গে স্বীয় স্বতন্ত্রতা, সর্ব্বজ্ঞতা, পরিপূর্ণতা ও সর্ব্বনিয়ামকত্ব প্রদর্শনার্থ শুদ্ধদ্বৈত মতে যে-সকল বৈজ্ঞানিক অপূর্ণতা বা অপরিস্ফুটত্ব ছিল, তাহা পরিপূরণপূর্ব্বক 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদাত্মক অতি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত' কৃপা করিয়া জগতে অর্পণ করিলেন।

শ্রীমন্মধ্ব-মতে কনিষ্ঠাধিকারী সাধকের পক্ষে প্রথম-মুখে কৃষ্ণকর্ম্মার্পণের কথা স্বীকৃত হইলেও ভগবৎ-পরম-প্রসাদ-সাধনা পরমা ভক্তিই প্রধান সাধনরূপে স্থাপিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই অনর্থযুক্তাবস্থায় সাধকের সাধনক্রিয়া কৃষ্ণকর্ম্মার্পণচেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব সংসারে আগমন করিয়া স্থূল-লিঙ্গদেহে আবদ্ধ থাকে। দেহধর্ম্মাসক্ত ফলভোগাকাঙ্ক্ষিজীবগণ—'কর্ম্মী'; তাহাদিগকে ভগবদুন্মুখ করিতে হইলে প্রথমমুখে কৃষ্ণকর্ম্মার্পণ ব্যতীত আর উপায় নাই। এই জন্যই শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-রচয়িতা অভিধেয়াচার্য্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুপাদ পঞ্চরাত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥"
"সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেদিতি॥"

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ শ্রবণ-কীর্ত্তন-লক্ষণা অপরোক্ষ-জ্ঞান-সাধনা ভক্তিকেই সাধন বলিয়াছেন, যথা শ্রীমধ্বভাষ্যে—

"আ-ব্রহ্ম-স্তম্ব-পর্য্যন্তমসারঞ্চাপ্যনিত্যকম্।
বিজ্ঞায় জাতবৈরাগ্যো বিষ্ণুপাদৈকসংশ্রয়ঃ।
স উক্তমোঽধিকারী স্যাৎ সংন্যস্তাখিলকর্ম্মবান্॥"
(সূত্রভাষ্য ১।১।১)

"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ।" "নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন তদ্বিজ্ঞানার্থং সগুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।" "সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।" "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যশ্চ। ব্যাস-সংহিতায়াঞ্চ—"অন্ত্যজা অপি যে ভক্তা নামজ্ঞানাধিকারিণঃ। স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং তন্ত্রজ্ঞানেঽধিকারিতা। একদেশে পরোক্তে তু ন তু গ্রন্থপুরঃসরে। ত্রৈবর্ণিকানাং বেদোক্তে সম্যগ্-ভক্তিমতাং হরৌ। * * যতো নারায়ণ-প্রসাদমৃতে ন মোক্ষঃ * * "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা-বিদ্যতে অয়নায়।" (সূত্রভাষ্য ১।১।১)

বারাহে চ—গুরুপ্রসাদো বলবান্ন তস্মাদ্বলবত্তরম্। তথাপি শ্রবণাদিশ্চ কর্ত্তব্যো মোক্ষসিদ্ধয়ে। (৩।৩।৪৫)

কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে। তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ। (৩।৩।৫০)

ভক্তির্বিষ্ণৌ গুরৌ চৈব গুরোর্নিত্যপ্রসন্নতাম্। দয়াচ্ছম-দমাদিশ্চ তেন চৈতে গুণাঃ পুনঃ। তৈঃ সর্ব্বৈর্দর্শনং **বিষ্ণোঃ শ্রবণাদিকৃতং** ভবেদিতি চ নারায়ণ-তন্ত্রে। (৩।৩।৫১)

ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি মাঠরশ্রুতেঃ। (৩।৩।৫৩)

মায়াবৈভবে চ—ভক্তিস্থঃ পরমো বিষ্ণুস্তয়ৈবৈনাং বশে নয়েৎ। তয়ৈব দর্শনং যাতঃ প্রদদ্যান্মুক্তি-মেতয়া। **স্নেহানুবন্ধো যস্তস্মিন্ বহুমান-পুরঃসরঃ। ভক্তিরিত্যুচ্যতে সৈব কারণং পরমীশিতুঃ।** (৩।৩।৫৪)

অস্মৎ-সম্প্রদায়ের বেদান্তাচার্য্যাগ্রণী শ্রীল জীবগোস্বামিচরণ 'সন্দর্ভ' ও 'সর্ব্বসম্বাদিনীতে' শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিত 'শ্রীমহাভারত-তাৎপর্য্য'নামক যে গ্রন্থ হইতে বহুবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, সেই গ্রন্থরাজে শ্রীমন্মধ্বপাদ উপক্রম, উপসংহার ও অভ্যাস শ্লোকে 'ভক্তি'ই একমাত্র সাধন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, যথা—

"তৎপ্রীত্যৈব চ মোক্ষঃ প্রাপ্যতে নৈব নান্যেন।" (১।৭৭)

"স্নেহো ভক্তিরিতি প্রোক্তস্তয়া মুক্তি র্ন চান্যথা।" (১৮৬)

"ভক্ত্যর্থান্যখিলান্যেব ভক্তির্মোক্ষায় কেবলা।
মুক্তানামপি ভক্তির্হি নিত্যানন্দস্বরূপিণী॥
জ্ঞানপূর্ব্বঃপরস্নেহো নিত্যো ভক্তিরিতীর্য্যতে।
ইত্যাদি বেদবচনং সাধন-প্রবিধায়কম্॥
নিঃশেষ-ধর্ম্ম-কর্ত্তাপ্যভক্তস্তে নরকে হরে।
সদা তিষ্ঠতি ভক্তশ্চেদ্ ব্রহ্মহাঽপি বিমুচ্যতে॥
ধর্ম্মো ভবত্যধর্ম্মোঽপি কৃতো ভক্তৈস্তবাচ্যুত।
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি যো ন ভক্তৈঃ কৃতো হরে॥"
(মঃ ভাঃ তাঃ ১।১০৫-১০৯)

"অপরোক্ষ-দৃশের্হেতুর্মুক্তিহেতুশ্চ সা পুনঃ।
সৈবানন্দ-স্বরূপেণ নিত্যা মুক্তেষু তিষ্ঠতি॥
যথা শৌর্য্যাদিকং রূপং গোর্ত্তবত্যেব সর্ব্বদা।
সুখজ্ঞানাদিকং রূপমেবং ভক্তে র্ন চান্যথা॥
ভক্ত্যৈব তুষ্টিমভ্যেতি বিষ্ণুর্নান্যেন কেনচিৎ।
স এব মুক্তিদাতা চ ভক্তিস্তত্রৈব কারণম্॥"
(মঃ ভাঃ তা ১।১১৬-৮)

"ভক্ত্যৈব তুষ্যতি হরিঃ প্রবণত্বমেব।" (মঃ ভাঃ তাঃ ২।৫৯)

পূর্ব্বাচার্য্য পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমন্মধ্বপাদ যখন 'ভক্তি' ব্যতীত সাধ্য-মুক্তি লাভের অন্য উপায় নাই—ইহা পুনঃ পুনঃ শাস্ত্রবচন উদ্ধারপূর্ব্বক প্রতিপাদন করিয়াছেন, তখন উপেয় বা সাধ্যলাভের উপায় বা সাধনরূপে যে 'ভক্তি'ই তৎকর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ-ই থাকিতে পারে না। তিনি ভক্তির অধীন অর্থাৎ ভগবৎসেবা বা শুদ্ধ-ভগবজ্জ্ঞানানুকূল কর্ম্মকে সামান্যভাবে স্বীকার করিলেও —(ওঁ সহকারিত্বেন চ॥ ওঁ॥)—এই (৩।৪।৩৩) সূত্রভাষ্যানুসারে শাস্ত্রনিন্দ্য কর্ম্মের সহিত উহার পার্থক্য আছে। উক্ত সূত্রভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন,—যথা রাজ্ঞঃ সহকার্য্যে মন্ত্রী তথা ঋতেঽত্র ক্ষিতিপঃ কার্য্যমৃচ্ছেৎ। এবং জ্ঞানং কর্ম্ম বিনাপি কার্য্যং সহায়ভূতং ন বিচারঃ কুতশ্চিদিতি কমঠশ্রুতৌ সহকারিত্বোক্তেশ্চ।" তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ রাজার কর্ম্মসচিবরূপে মন্ত্রী বর্ত্তমান থাকেন, কিন্তু রাজা মন্ত্রী ব্যতীতও স্বয়ং কার্য্য-সম্পাদনে সমর্থ, সেইরূপ জ্ঞানও কর্ম্ম ব্যতীত মোক্ষ-প্রদানে সমর্থ হইলেও কোনও কোনও স্থানে তাহার কর্ম্মসচিবত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীমন্মধ্বপাদের উপরিউক্ত সিদ্ধান্তটী উত্তমরূপে বিচার করিলে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি কর্ম্মকে মুখ্যরূপে মুক্তির উপায় বা সাধন বলিয়া স্বীকার করেন নাই, পরন্তু ভক্তিকেই স্বরাট্ রাজার আসন প্রদানপূর্ব্বক কর্ম্মকে মন্ত্রী অর্থাৎ গৌণকর্ম্মনির্ব্বাহকের আসনে স্থাপনানন্তর কর্ম্মের মুখ্য অভিধেয়ত্ব নিরাস করিয়া সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীভাগবত-মতের সহিত এই মতের কোন বিরোধ নাই। তবে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু চরিতামৃতের মধ্য ৯ম অধ্যায়ে "'কর্ম্মনিন্দা' 'কর্ম্মত্যাগ' সর্ব্বশাস্ত্রে কহে"—এইরূপ বাক্য বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য অন্যরূপ। 'কর্ম্ম' শব্দে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণরূপা চেষ্টা; তাদৃশ চেষ্টা-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিষ্ণুর উদ্দেশে যে যাগযজ্ঞাদি বিধান করিয়া থাকেন, তাহা বিশুদ্ধ কর্ম্ম; সুতরাং তাহা কখন গৌণরূপেও ভক্তিসচিব হইতে পারে না। কিন্তু যে কর্ম্ম ধর্ম্মের উদ্দেশে কৃত হয় এবং যে ধর্ম্ম বিরাগের নিমিত্তই অনুষ্ঠিত হয় ও যে বিরাগ ভগবৎপাদপদ্ম-সেবার জন্যই হইয়া থাকে, তাহা গৌণরূপে অভিধেয় হইতে পারে; কেননা তাদৃশ কর্ম্ম জীবকে ফলোৎপাদনরূপ অর্থশৃঙ্খলে জড়িত না করিয়া কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত ও পরমার্থের উদ্দেশ করিয়া থাকে। যথা, আম্নায়সূত্রে—"যত্র ধর্ম্মায় কর্ম্ম বিরাগায় ধর্ম্মশ্চিদ্রসায় বিরাগস্তত্র গৌণরূপেণ কর্ম্মৈবাভিধেয়ঃ॥" এই ভক্তিই উন্নতাধিকারে একটী নূতন আকার ধারণ করে, তাহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি। ভক্তিই যে একমাত্র সাধন, ইহা মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ে সংক্ষিপ্ত-মধ্বমত-প্রকাশক একটী শ্লোকে পঠিত হইয়া থাকে, যথা—শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ সত্যং জগত্তত্ত্বতো ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ। মুক্তির্নৈজসুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধনং হ্যক্ষাদি ত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ॥ শ্রীঃ॥

এই স্থানে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, যদি এইরূপই সিদ্ধান্ত হইবে, তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু উড়ূপী-ক্ষেত্রে তদানীন্তন তত্ত্ববাদী আচার্য্যকে এইরূপ বলিলেন কেন ?—

'মুক্তি', 'কর্ম্ম'—দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
সেই দুই স্থাপ' তুমি সাধ্যসাধন ॥

(চৈঃ চঃ ম ৯।২৭১)

তদানীন্তন তত্ত্ববাদী আচার্য্য রঘুবর্য্যতীর্থের বা তদনুগত শিষ্যবর্গের কিম্বা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের পরবর্ত্তী তত্ত্ববাদিগণের মতকে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদের প্রকৃত মত বা সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থাপন করা যাইতে পারে না। পরবর্ত্তী অনুগত-ব্রুব ব্যক্তিগণ যদি তাঁহাদের পূর্ব্বমূলাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত ও প্রচারিত সিদ্ধান্ত হইতে বিচ্যুত হন, তাহা হইলে পরবর্ত্তী বিকৃত মতকেই মূল গুরুর সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থাপন করা কোন প্রকারেই যুক্তি বা ন্যায়সঙ্গত নহে। 'আউল', 'বাউল', 'প্রাকৃত-সহজিয়া' প্রভৃতি ব্যক্তিগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অধস্তন, অনুগত ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অধীনস্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের বিকৃত মত বা অপসিদ্ধান্তকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত বলা যাইতে পারে না। কিংবা কোন আচার্য্য যদি জগতে উদিত হইয়া মহাপ্রভুর অনুগত-ব্রুব আউল, বাউল, সখীভেকী, প্রাকৃত-সহজিয়া, গৌরনাগরী, জাতি-গোস্বামী প্রভৃতির বিকৃত মত খণ্ডন করেন, তাহা হইলে উক্ত আচার্য্য মহাপ্রভুর বা গোস্বামিমত খণ্ডন করিয়াছেন, কিছুতেই এরূপ অযৌক্তিক বিচার সুধীসমাজে গৃহীত হইতে পারে না। 'তত্ত্ববাদিগণের মত বা রঘুবর্য্যতীর্থের সিদ্ধান্তিত ব্যক্তিগত মত শ্রীমন্মহাপ্রভু শাস্ত্রযুক্তি-দ্বারা খণ্ডন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি সাত্বত-সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের অন্যতম পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমন্মধ্বের প্রবর্ত্তিত শ্রৌতমত খণ্ডন করিয়াছেন, অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনও শ্রীমন্মধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই',—এরূপ যুক্তি নিতান্ত বালভাষিতা। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের প্রকৃত মত হইতে পরবর্ত্তী তত্ত্ববাদিগণের মত অনেক পার্থক্য লাভ করিয়াছে। তাহা শ্রীমন্মধ্বপাদের লেখনী ও আধুনিক তত্ত্ববাদিগণের আচার-প্রচার ও লেখনী আলোচনা করিলেই বেশ বুঝা যায়।

'সাধ্য' সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে, এইস্থানে তৎপুনরুক্তি অনাবশ্যক, তবে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মতে 'মুক্তি' সাধ্য হইলেও উহা কৃষ্ণসেবাপরা। জ্ঞানিযোগিগণের হরিসেবারহিতা নির্ব্বিশেষাবস্থা-লাভরূপা মুক্তিতে শ্রীমন্মধ্বের আদর নাই, তাই তিনি সূত্রভাষ্যে (১।১।১৭) মুক্তির স্বরূপ বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্ব্বক লিখিয়াছেন,—"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ" অর্থাৎ মায়িক স্থূল-সূক্ষ্ম-রূপদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধজীবস্বরূপে বা ভগবৎ-পার্ষদরূপে অবস্থানের নামই—'মুক্তি'। "মুক্তানামপি ভক্তির্হি নিত্যানন্দ-স্বরূপিণী" (মঃ ভাঃ তাঃ ১।১।১০৬) "কৃষ্ণো মুক্তৈরিজ্যতে বীতমোহৈঃ" (মঃ ভাঃ তাঃ ২।৬২) "মুক্তা অপি হি কুর্ব্বন্তি স্বেচ্ছয়োপাসনং হরেঃ" (সূত্রভাষ্য ৩।৩।২৭) প্রভৃতি বহু বহু বাক্যে বিষ্ণুভক্তিলাভরূপা মুক্তিকেই শ্রীমধ্বপাদ 'সাধ্য' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মত খণ্ডন করেন নাই, তিনি শ্রীমন্মধ্বমতকে অঙ্গীকার করিয়া মুক্ত জীবের সেবা-বৈচিত্র্য-সৌন্দর্য্য পরাকাষ্ঠার কথা জগতে জানাইয়াছেন অর্থাৎ তিনি সাক্ষাৎ পরতত্ত্বস্বরূপে মধ্বমতের বৈজ্ঞানিক অভাব পরিপূরণ করিয়াছেন। ইহাদ্বারা একাধারে তাঁহার সাত্বত-সম্প্রদায়ানুগত্য-লীলা ও স্বতন্ত্র-ভগবত্তার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

'শাস্ত্র' সম্বন্ধে "শ্রীগৌরাঙ্গবিজয়ম" শীর্ষক-পত্র-রচয়িতা যে স্বকপোল-কল্পিত মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অজ্ঞতাবিজৃম্ভিত বলিয়া মনে হয়। তিনি বলেন যে, শ্রীমন্মধ্বমতে শ্রীমহাভারতই একমাত্র 'প্রমাণ' বা 'শাস্ত্র' বলিয়া গৃহীত। ইহা কখনই নহে। শ্রীমন্মহাভারত-তাৎপর্য্য নামক স্বরচিত গ্রন্থেও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ শ্রীমহাভারতকে একমাত্র শাস্ত্ররূপে গণনা না করিয়া শ্রুতি-স্মৃতি-সাত্বত পুরাণ ও পঞ্চরাত্রকেই প্রমাণ বা শাস্ত্র মধ্যে গণনা করিয়াছেন, যথা,—

"ঋগাদয়শ্চ চত্বারঃ পঞ্চরাত্রঞ্চ ভারতম্।
মূলরামায়ণং ব্রহ্মসূত্রং মানং স্বতঃস্মৃতম্ ॥"

(মঃ ভাঃ তা ১।৩০-৩২ ।

পুনরায় শ্রীগীতাভাষ্যে—"পঞ্চরাত্রং ভারতঞ্চ মূলরামায়ণং তথা। তথা পুরাণং ভাগবতং বিষ্ণু বেদইতীরিতঃ। অতঃ

শৈবপুরাণানি যোজ্যান্যন্যাবিরোধতঃ" (গীতাভাষ্য ২য় অধ্যায়)

পুনরায় ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (১।১।৩),—ঋগ্‌যজুঃসামাথর্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্। মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥ যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্। অতোঽন্য গ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ॥—ইতি স্কান্দে। সাংখ্যং যোগঃ পাশুপতং বেদারণ্যকমেব চ ইত্যারভ্য বেদপঞ্চরাত্রয়োরৈক্যাভিপ্রায়েণ পঞ্চরাত্রস্যৈব প্রামাণ্যমুক্তমিতরেষাং ভিন্নমতত্বং প্রদর্শ্য মোক্ষধর্ম্মেষপি।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ শ্রীমদ্ভাগবতকে 'প্রমাণ'রূপে স্বীকার করেন নাই, ইহাই বা 'গৌরাঙ্গবিজয়ে'র লেখক কোথা হইতে অনুমান করিলেন? পূর্ণপ্রজ্ঞপাদ শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্র, মহাভারত, গায়ত্রী ও বেদের অর্থনির্ণায়ক গ্রন্থ বলিয়া উক্তি করিয়াছেন, যথা শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্যে— ব্রহ্ম-মহাভারত-গায়ত্রী-বেদসম্বন্ধশ্চায়ংগ্রন্থঃ। উক্তঞ্চ গারুড়ে— অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥ পুরাণানাং সাররূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ। দ্বাদশস্কন্ধ-সংযুক্তঃ শতবিচ্ছেদ-সংযুতঃ॥ গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধ ইতি॥

'অতএব শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য একমাত্র শ্রীমহাভারতকেই মুখ্য শাস্ত্র বা প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন',—এই স্বকপোলকল্পিত মতবাদ নিরাকৃত হইল। ব্যাসশিষ্য পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্য ব্যাসবাক্য উদ্ধারপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত যে বেদার্থ-পরিবৃংহিত মহাভারতের-অর্থনির্ণায়ক প্রমাণশিরোমণি গ্রন্থ, তাহা স্বীয় বাক্যেই স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং 'মধ্ব ও গৌড়ীয় মতে শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বন্ধে পরস্পর ভেদ' —এই অসৎমত মধ্বসম্প্রদায়বৈভব-বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক মাত্র। শ্রীমন্মধ্বপাদ শ্রীমদ্ভাগবতকে অমল প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়াছেন, ইহা 'শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য' আলোচনা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধির বিষয় হয়, এমন কি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, উপনিষদ্ভাষ্য, গীতাভাষ্য, প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষ্যে প্রচুরপরিমাণে শ্রীমদ্ভাগবতের বচনকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে অন্য কোন আচার্য্যকে শ্রীভাগবতবচনদ্বারা 'বেদান্তসূত্র' বা শ্রুতির ব্যাখ্যা করিতে দেখা যায় নাই।

শ্রীমন্মধ্বশিষ্য-কবিকুলতিলক-ত্রিবিক্রম-পণ্ডিতাচার্য্যসুত শ্রীনারায়ণ-পণ্ডিতাচার্য্যবিরচিত 'সুমধ্ববিজয়' মহাকাব্যের নবম সর্গের (৪১-৪৩) শ্লোকপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য 'নন্দনন্দন'কেই স্বীয় ইষ্টরূপে বরণ করিয়া স্বীয় আরাধ্য বালকৃষ্ণ নন্দনন্দন শ্রীমূর্ত্তি উড়ুপী গ্রামস্থ স্বীয় মঠে স্থাপন করেন,—

> গোপিকাপ্রণয়িনঃ শ্রিয়ঃপতে-
> রাকৃতিং দশমতিঃ শিলাময়ীম্।
> শিষ্যকৈস্ত্রিচতুরৈর্জলাশয়ে-
> শোধয়ন্নিহ ততো ব্যগাহয়ৎ॥
>
> * * *
>
> মন্দহাস-মৃদুসুন্দরাননং
> নন্দনন্দনমতীন্দ্রিয়াকৃতিম্।
> সুন্দরং স ইহ সন্ন্যধাপয়-
> ন্মদ্যমাকৃতি-শুচি-প্রতিষ্ঠয়া॥

বৃহৎগোপীচন্দন-খণ্ড হইতে যে সুন্দরানন অতীন্দ্রিয়াকৃতি-নন্দনন্দন বালকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীমূর্ত্তির এক হস্তে একটি দধি-মন্থন-দণ্ড, অপর হস্তে মন্থন-রজ্জু, সুতরাং এই শ্রীমূর্ত্তি 'নন্দনন্দন' ব্যতীত অপর কেহই নহেন। শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি লাভ করিয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য দ্বাদশ স্তোত্রের অবশিষ্ট সাত অধ্যায়-রচনা সেই দিনেই সমাপ্ত করেন। বালকৃষ্ণ শ্রীমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবার পর তাঁহার দ্বাদশস্তোত্রের ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে রচনা আরম্ভ হয়, সেই ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রারম্ভে তিনি তাঁহার ইষ্টদেবের স্তবে বলিতেছেন,—

> দেবকি-নন্দন! নন্দকুমার! বৃন্দাবনাঞ্জন! গোকুলচন্দ্র!
> কন্দফলাশন! সুন্দররূপ! নন্দিত-গোকুল-বন্দিতপাদ॥

অর্থাৎ হে যশোদানন্দন (যশোদাঽপি দেবকীত্যুচ্যতে। দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ ইত্যাদি-পুরাণবচনাৎ—"দেবকী" শব্দে যশোদাকেও বুঝায়। আদিপুরাণবচন হইতে জানা যায় যে, নন্দ-পত্নীর 'যশোদা' ও 'দেবকী'—এই দুইটী নাম; অতএব 'দেবকীনন্দন' শব্দে এই স্থানে 'যশোদানন্দন'), হে নন্দসুত! (অথবা যাঁহার আনন্দ-দ্বারা 'মারঃ' অর্থাৎ মন্মথ কুৎসিত হইয়াছে অর্থাৎ যিনি মন্মথমন্মথ) হে বৃন্দারণ্যে বিচরণশীল! হে কন্দফলভোজিন্! (অর্থাৎ বনবিহারী, ফলফুলকিশলয়ই যাঁহার সম্পত্তি) হে গোকুলচন্দ্রমা! হে সুন্দরমূর্ত্তে! হে নন্দিত-গোকুলবন্দিতপাদ! (অর্থাৎ যাঁহাদ্বারা ব্রজবাসিগণ নন্দিত অর্থাৎ তুষ্টিকৃত

হইয়াছে এবং ব্রজবাসিগণ-কর্ত্তৃক যাঁহার পদযুগল সেবিত হইয়াছে সেই ব্রজের দুলাল শ্রীকৃষ্ণ। এই সকল প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদের উপাস্য—'নন্দনন্দন'। আর যদি 'দ্বারকাপতি'ই শ্রীমধ্বের 'ইষ্ট' হন, তাহা হইলেই বা আপত্তির কথা কি? কারণ 'নন্দনন্দন' শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীদ্বারকাপতি-শ্রীকৃষ্ণে তত্ত্বগত কোন ভেদ নাই, কেবল রসোৎকর্ষ ও লীলাগত-তারতম্য মাত্র বর্ত্তমান। শ্রীব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীমন্মধ্বপাদ বিচার করিয়াছেন যে, বিষ্ণুতত্ত্বে ভেদজ্ঞান মহা অপরাধের সেতু। পরমেশ্বর-বিষ্ণু সর্ব্বত্রই একরূপ; ঐশ্বর্য্যহেতু তাঁহার একরূপই সর্ব্বত্র সূর্য্যের ন্যায় বহুধা প্রতিভাত, যথা—"একরূপঃ পরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বত্রাপি ন সংশয়ঃ। ঐশ্বর্য্যাদ্রূপমেকঞ্চ সূর্য্যবদ্ বহুধেয়ত ইতি মাৎস্যে। প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহ ইতি চ ভাগবতে॥ (সূত্রভাষ্য ৩।২।১১)

"গৌরাঙ্গবিজয়ম্" শীর্ষক পত্রের লেখক 'শ্রীমধ্ব, ও 'গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে'র মধ্যে ভাষ্যভেদ-বর্ত্তমানতার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীমন্মধ্ব হইতে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন করিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সজ্জন-সমাজে অত্যন্ত হাস্যাস্পদ হইবে। কারণ, স্বয়ং শ্রীগোবিন্দভাষ্যকারই ভাষ্যটিপ্পনিমধ্যে স্বগুরুপরম্পরা-বর্ণনপ্রসঙ্গে—"শ্রীকৃষ্ণব্রহ্মদেবর্ষি-বাদরায়ণসংজ্ঞকান্। শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি মাধবান্॥" —প্রভৃতি বাক্যে নিজকে ব্রহ্মমধ্বসম্প্রদায়ের অনুগত 'গৌড়ীয়' বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং গোবিন্দভাষ্যের সংক্ষিপ্ত-সার-স্বরূপ 'প্রমেয়রত্নাবলী'গ্রন্থে—'আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ। সংসারার্ণবতরণিং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥"—প্রভৃতি বাক্যে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদকে পূর্ব্বাচার্য্যরূপে স্বীকার করিয়া স্বীয় গুরুপরম্পরা বর্ণন এবং প্রমেয়সমূহের উদ্দেশ-শ্লোকে 'ভগবান শ্রীচৈতন্যচন্দ্র মধ্বোপদিষ্ট নব প্রমেয়ের সত্যতা স্বীকার পূর্ব্বক তদাশ্রিত জনে উহাই বৈদান্তিক পরম সত্য বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন',—ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। গোবিন্দভাষ্য আলোচনা করিলেও জানা যায় যে, উক্ত ভাষ্যকার স্বীয় ভাষ্যমধ্যে সর্ব্বত্র মধ্বানুগত্যই প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষানুসারে পূর্ব্বাচার্য্যের সিদ্ধান্তে যে সকল বৈজ্ঞানিক অসম্পূর্ণতা ছিল, তাহারই পরিপূরণ ব্যতীত তিনি স্বতন্ত্রতা প্রদর্শন করেন নাই। গোবিন্দভাষ্যকে যদি অস্মৎসম্প্রদায়ের 'ভাষ্য' বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে উক্ত ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র মুখে 'আমরা গোবিন্দভাষ্যের অনুগত সম্প্রদায়' বলিলে ঐরূপ কার্য্যকে বিপ্রলিপ্সারই প্রকারভেদ বলিতে হইবে। প্রাকৃত-সহজিয়াসম্প্রদায়ের একটি বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা 'লোক-দেখান' মুখে অনেক কথা স্বীকার করিলেও কার্য্যকালে তদ্বিপরীত পথেরই অনুসরণ করেন। এই জন্যই তাঁহাদিগকে সাত্বতগণ 'আনুকরণিক বা 'ঢঙ্গ' সম্প্রদায় নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

কু-রাদ্ধান্ত-ধ্বান্ত-ভাস্করের প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও চতুর্থী প্রভার চতুর্দ্দিগ্-বিস্তারিণীচ্ছটায় অশ্রৌতপন্থিগণের স্বকপোল কল্পিত মতবাদরূপ অন্ধকার বিনষ্ট হইল, তথাপি যাহারা স্বভাবতঃ দিবান্ধ উলুকের ধর্ম্মে অবস্থিত, তাহারা সুসিদ্ধান্তার্কের নির্ম্মলজ্যোতিঃ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া কুমত-বাদরূপ অন্ধকারকেই বহুমানন করিলে তাহাদের দুর্ভাগ্য-দর্শনে সজ্জন-সমাজ দুঃখিত হন এবং তাহাদের মঙ্গলার্থ বলিয়া থাকেন—হে সাধুগণ! যে যুগে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ভাগবতার্কমরীচিমালায় জীবকুলকে উদ্ভাসিত করিতেছেন, সেই কালে অন্ধকারে থাকিয়া আত্মবঞ্চিত হইও না। শ্রৌতপন্থা গ্রহণ কর, গুর্ব্বপরাধ করিও না। শ্রীজীবগোস্বামী, শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী, বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব প্রভৃতি আচার্য্যগণ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, নিজ বাহাদুরী দেখাইবার জন্য তদ্বিরুদ্ধে গমন করিয়া অতিবাড়ী বা গুরুলঙ্ঘনকারী অশ্রৌতপন্থী হইও না, ইহাই তোমাদের নিকট সকাতর প্রার্থনা।

—•—

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ,

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর পোঃ, মেদিনীপুর।

বিহিতসম্মানপুরঃসরনিবেদনমেতৎ—

আগামী ২রা বৈশাখ, ১৩৩৪ সাল, ১৫ই এপ্রিল, ১৯২৭ সাল, শুক্রবার ও তৎপরদিবস প্রশংসিত মঠে গোলোকধাম-প্রাপ্ত **শ্রীভাগবতজনানন্দ-প্রভুর দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব** হইবে। 'এই বিরহমহোৎ-

সব উপলক্ষে ইষ্টগোষ্ঠী, হরিকীর্ত্তন ও মহামহোৎসবে সকল ভাগবতগণের যোগদান প্রার্থনীয়। প্রাচীন শ্রীনবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরস্থিত শ্রীচৈতন্যমঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপতীর্থ মহারাজ এবং আরও কতিপয় বক্তা উৎসবে যোগদান করিবেন। অতএব, মহাশয়গণ এই মহোৎসবে যোগদান করিলে আমাদের পরমানন্দের বিষয় হয়।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—

তাং ২২ শে চৈত্র, সন ১৩৩৩ সাল।

শ্রীভক্তিবৈভব সাগর (ত্রিদণ্ডিভিক্ষু
শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,
শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাহাড়ী।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার

সন ১৩৩২ সালের আয়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

	চাউল	টাকা
শ্রীরঘুনাথ সাঁতরা	৭৴০	১০৲
শ্রীবিদ্যাধর সাঁতরা	৪৴০	৫৲
শ্রীহরপ্রসাদ মণ্ডল	॥০	॥০
শ্রীতারাচাঁদ মণ্ডল	১৴০	১॥০
শ্রীঅক্রূরচন্দ্র মণ্ডল	১৴০	১।০
শ্রীমৃত্যুঞ্জয় সাসমল	৪৴০	৫৲
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সাসমল	৪৴০	৫৲
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ আচার্য্য	১৴০	১৲
শ্রীসুদর্শন বারিক	॥০	॥০
শ্রীকপিলচন্দ্র মাইতি	১৴০	১৲
শ্রীরাধামোহন গায়ন	১॥০	১৲
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গায়ন	১৴০	॥০
শ্রীসুলোচনা দাসী	॥০	১৲
শ্রীবিশ্বনাথ গিরি	১॥০	॥০
শ্রীযজ্ঞেশ্বর মণ্ডল	২৴০	১৲
শ্রীব্রজমোহন সুর	১৴০	১॥০
শ্রীবৃন্দাবন গিরি	২৴০	৫৲
শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল	॥০	॥০
শ্রীবিশ্বনাথ পড়িয়া	১॥০	১॥০
শ্রীসেখ জাইগির	১৴০	১৲
শ্রীময়না দাসী	৷০	১৲
শ্রীনারায়ণমোহন শাসমল	॥০	১৲
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গায়ন	॥০	॥০
শ্রীপদ্মলোচন বারিক	২৴০	২॥০
শ্রীভরতচন্দ্র বারিক	১৴০	১৲
শ্রীক্ষেত্রমোহন বারিক	১৴০	১৲
শ্রীজগবন্ধু বেরা	১৴০	১৲
শ্রীচন্দ্রমোহন বারিক	১৴০	১৲
শ্রীকান্ত বারিক	১৴০	১৲
শ্রীরামপ্রসাদ শাসমল	২৴	৩৲
শ্রীগজেন্দ্রনারায়ণ জানা	১৴০	১৲
শ্রীশরৎচন্দ্র মজুমদার		২৲
শ্রীবরদাকান্ত পঞ্চাধ্যায়ী	॥০	১৲
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সেনাপতি	১৲	১৲
শ্রীমহেশ্বর প্রধান	॥০	১৲
শ্রীশিবদাস বাবাজী		২৲
শ্রীউপেন্দ্রদাস বাবাজী		১৲
শ্রীগঙ্গানারায়ণ প্রধান	১৴০	৯৲
শ্রীদ্বারকানাথ চৌধুরী	॥০	॥০

প্রাপ্ত প্রবন্ধ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩২শ সংখ্যার পর)

নবদ্বীপধামের কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের উপাধিপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়ার মধ্যে শুধু রাগ, রাগিণী, সুর, তাল, লয় ও মানদ্বারা গান মিষ্ট করিবারই পারিপাট্য দেখিলাম, কিন্তু হৃদয়জগান কোন ভাব লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। তবে সত্য সত্যই কি ব্যবসায়ীর মুখে প্রাণ-জাগান ভাব আসে না? শ্রীহরিনাম যে মুক্তকুলের উপাস্য বস্তু, অকিঞ্চনগণের একমাত্র বিত্ত, পরম নির্ম্মৎসর সাধুগণের সর্ব্ববিধ কৈতব-বিনির্ম্মুক্ত পরম সম্পৎ, উহা ত' কপট ভোক্তা বা কপট দৈন্যযুক্ত ব্যক্তির অধিগম্য নহে। বিশেষতঃ লীলারস সাধারণের কীর্ত্তনীয় নহে।

"নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাৎ"—সংসার-পিপাসায় যিনি নিবৃত্ত অর্থাৎ কামিনী-কাঞ্চনে ও প্রতিষ্ঠায় যাঁহার আসক্তি নাই, তিনিই লীলারসগানের ও শ্রবণের অধিকারী। অরুদ্র ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ কালকূট পান করিতে যাওয়া শুধু মৃত্যুর চেষ্টা মাত্র, তদ্রূপ আমাদের মত শত অনর্থযুক্ত বদ্ধজীবের অপ্রাকৃত, অতল রসতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করাও আত্মবিনাশের হেতু মাত্র। (ভাঃ ১০।৩৩।৩০)

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথাঽরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্" ॥

অর্থাৎ কালকূট পান করিতে একমাত্র মহাদেবই সমর্থ, অন্যের পক্ষে তাহা প্রাণনাশক। কীর্ত্তনীয়া মহাশয়ের ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, যে সমস্ত লোক তাঁহার গুণের স্তাবক কিংবা অর্থের যোগাড় করিয়া দিতে সমর্থ বা যাহারা কীর্ত্তন দিবার উপযুক্ত, সেই সমস্ত ব্যক্তিকেই কীর্ত্তনীয়া মহাশয়ের অতি আগ্রহের সহিত সমাদর পূর্ব্বক গানের সম্মুখে বসাইবার চেষ্টা। এত স্বার্থ-বুদ্ধি লইয়াও কি নিঃস্বার্থ কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ চলে? ধন্য কাল-মাহাত্ম্য!

আজ আচার্য্যব্রুব ও গোস্বামিব্রুবগণ পেটের দায়ে ভাগবতপাঠক ও রসকীর্ত্তনীয়া হইয়া পরমার্থ-পথে ব্যবসায়ী সাজিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা ধর্ম্মজগতে আর কি অধঃপতন হইতে পারে? ইহা কি গোস্বামিত্ব বা আচার্য্যত্ব? কোন-ও গোস্বামী আচার্য্যের কি কখনও এরূপ আচরণ ছিল?

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শেষ হইবার দিন প্রাতে পারায়ণের সময় ধারক মহাশয় দশম স্কন্ধের শেষ অধ্যায়ের লিখিত ব্রহ্মা ও শিব হইতে বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব-বিষয়ক ভৃগুর উপাখ্যানটী আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। এই উপাখ্যানটীর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া ধারক মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলাম—প্রভো! এখন দেখিলাম, জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে নির্ম্মৎসর, নিষ্কিঞ্চন, নিরহঙ্কার ও অভিমান-শূন্য হইয়া ক্ষমাগুণের আশ্রয় লওয়াই দরকার। কিরূপে যে ক্ষমার অনুশীলন করিতে হয়, তাহা ভগবান্ ভৃগুকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বয়ং আচরণ-পূর্ব্বক জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন? এতগুণ না থাকিলে কি শ্রেষ্ঠ হওয়া যায়? সুতরাং গুণ দ্বারাই বস্তুর পরিচয় হয়; জন্ম; আভিজাত্যাদি-দ্বারা কাহাকেও শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে না।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥"

এরূপভাবে বুঝা যায়, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিবার একমাত্র অধিকারী—ভগবৎ সম্পর্কিত নির্ম্মৎসর ও নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণই। স্বার্থপর, স্বসুখতৎপর জড়াভিমানি-ব্যক্তিগণ ভগবানের সহিত নিত্য সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে না। কাজেই তাহাদের মুখে শ্রীহরি কীর্ত্তিত হন না। জড়াভিমান যে ভক্তিপথের কণ্টক; সেই জন্যই বোধ হয় শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয়স্বরূপ ও বিলাসমূর্ত্তি শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু কি ভাবে জড়াভিমান ত্যাগ করিতে হয় এবং ক্রোধকে জয় করা যায়, তাহা লোকশিক্ষার্থে স্বয়ং আচরণ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। জড়াভিমান বা প্রাকৃত কামের অতৃপ্তিতে ক্রোধের উদয়ে ভজন হয় না—

"অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায় ॥
যারে দেখে তারে বলে দন্তে তৃণ করি।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি ॥"

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পদাঙ্কানুসরণকারী অসাধারণ পণ্ডিত ও ভক্তচূড়ামণি শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ডিপাদের শিক্ষা-প্রণালী দেখিলেও স্পষ্ট বুঝা যায়—অভিমান সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য, যথা—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্ ॥

এই সকল কথা বলিতেছিলাম, এমন সময় পাঠক শ্রীযুক্ত * * গোস্বামী মহাশয় ব্যাসাসন হইতে অবতরণপূর্ব্বক ঠিক আমার সম্মুখে আসিয়া বসিলেন, এমন কি স্বতন্ত্র একখানা আসন দিবার অপেক্ষাও রাখিলেন না; সে জন্য গৃহকর্ত্তা বিশেষ দুঃখ প্রকাশও করিলেন। যাহা হউক, গোস্বামী প্রভু উদ্ধত ভাবে আমাকে প্রশ্ন করিলেন,—'বলুন দেখি, আপনার স্বরূপ কি?' আমি গোস্বামী প্রভুর এইরূপ অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের কারণ নির্দ্দেশ করিতে না

পারিয়া প্রথমতঃ অবাক হইয়া রহিলাম, পরে নিরপেক্ষ সত্যপ্রচারে সৎসাহসের অভাব—'কাপুরুষের লক্ষণ' মনে করিয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করি নাই। গোস্বামী প্রভুর প্রশ্নোত্তরে আমি বলিয়াছি—'প্রভো, আমি একজন স্বরূপভ্রান্ত জীব, কি জানি কোন্ পূর্ব্ব সুকৃতিফলে 'শ্রীগৌড়ীয়'পাঠ করিয়া এই মাত্র বুঝিতে পারিয়াছি—"জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস" অর্থাৎ জীব মাত্রই নিত্য কৃষ্ণদাস। অতএব জীব হিসাবে আমিও একজন 'কৃষ্ণদাস'। দাসের কর্ত্তব্য—জীবনে মরণে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কায়মনোবাক্যে প্রভুর সেবা করা।

তদুত্তরে গোস্বামিপ্রভু আবার দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন—'গোস্বামিগণকে আপনি কি মনে করেন?' উত্তরে বলিয়াছি—'গোস্বামিগণ মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ, অন্তরঙ্গভক্ত, জীবের গুরু, আচার্য্য, উপদেষ্টা, পথপ্রদর্শক ও ভক্তিরাজ্যের মহাজন। তাঁহাদের আজ্ঞা মানিয়া তাঁহাদেরই প্রদর্শিত পথে চলাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য; তাঁহারাই আমাদের মত স্বরূপভ্রান্ত জীবের পথপ্রদর্শক এবং ভজনপথে কর্ত্তব্য অবধারিত করিয়া দিতে সমর্থ। জীবের হৃদয় সেবোন্মুখ হইলে নিষ্কিঞ্চন গোস্বামিগণ দয়া করিয়া জীবের নিত্যোপকারার্থ দীনচেতা ব্যক্তিগণের গৃহে আগমন করিয়া থাকেন।' তৎপর গোস্বামিপ্রভুর তৃতীয় প্রশ্ন—'এই সমস্ত পাঠক গোস্বামিগণ যে অভিমানী, তাহা আপনি কেমনে জানিলেন? আমাদের মত পাঠক গোস্বামী ও গোস্বামি-সন্তানগণের অভিমান থাকিলে তাহারা আপনাদের মত এই সমস্ত নিকৃষ্ট পতিত জাতির বাটীতে পাঠ করিতে আসিত না। আমরা না আসিলে এ সমস্ত ভাগবতীয় তত্ত্ব ও উপদেশ কোথায় পাইতেন? আপনাদের মত পতিত জাতির বাটীতে দয়াপূর্ব্বক অভিমান শূন্য হইয়া পাঠ করি বলিয়াই সমাজে আমাদিগকে কতপ্রকার যে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, তাহার খবর রাখেন কি?' উত্তরে আমি বলিলাম—'গোস্বামিগণকে উল্লেখপূর্ব্বক আমি কোন কথা ত' বলি নাই, যাহাতে আপনি আমাকে গোস্বামি-বিদ্বেষী মনে করিতে পারেন। আমি এই মাত্র বলিয়াছি—গোস্বামি-বিদ্বেষী, আচার্য্য-বিদ্বেষী, গুরু-বিদ্বেষী বা বৈষ্ণব-বিদ্বেষিগণ পাষণ্ড; কিন্তু গোস্বামিব্রুব, আচার্য্যব্রুব, গুরুব্রুব বা বৈষ্ণবব্রুব অবৈধ বণিক-সম্প্রদায় আত্মবঞ্চিত ও পরবঞ্চক। যাহা হউক আপনার এই ক্রোধ দ্বারা আমাদের একটা মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে। আপনারা আমাদের এই জাতিকে কিরূপ প্রীতির চক্ষে দেখেন, তাহা আজ বেশ উত্তমরূপেই প্রকাশ পাইয়াছে। ক্রোধ হইলে মনের গুপ্ত কপাট খুলিয়া যায়। মনের যত গুপ্ত রহস্য থাকে, তাহা অতর্কিতভাবে সর্ব্ব-সাধারণের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যে জাতিকে এত ঘৃণার চক্ষে দেখেন ও যাহাদের বিরুদ্ধে এত ঘৃণা পোষণ করেন, সেই জাতির বাটীতে পাঠ করিতে আসা কি আপনার সঙ্গত হইয়াছে? আপনারা কুলীন, গোস্বামী, আর আমরা নিকৃষ্ট পতিত জাতি, এ জাতির সংসর্গে আসা আপনাদের মত মহাত্মাদের নিতান্ত গর্হিত। আমরা বৈশ্যজাতি, আমাদের স্বধর্ম্ম কৃষি-বাণিজ্য, গো-পালন ও কুসীদ-গ্রহণ ইত্যাদি বৈশ্যোচিত আচার-ব্যবহার, ইহা হইতে আমরা ত' কিঞ্চিন্মাত্রও ভ্রষ্ট হই নাই। আপনারা ত' ব্রাহ্মণ, আপনাদের স্বধর্ম্ম যখন সমস্তই ঠিক রহিয়াছে, তখন আপনারাত' আর পতিত নহেন; শাস্ত্রে বলেন,—

> আসনাৎ শয়নাৎ যানাৎ সম্ভাষাৎ সহ-ভোজনাৎ।
> সংক্রামন্তি হি পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥

পতিতের সহিত উপবেশন, শয়ন, গমন, সম্ভাষণ ও ভোজন করিলে জলে তৈলবিন্দুর ন্যায় সংসর্গতে পাপ সংক্রান্ত হয়। তখন বিচার্য্য, আমাদের উভয়ের মধ্যে পতিত কে? কাহার সংসর্গে কে পতিত হইয়াছে? শাস্ত্রে আরও বলেন,—

> ভৃতকাধ্যাপকো যশ্চ ভৃতকাধ্যাপিতস্তথা।
> শূদ্রশিষ্যো গুরুশ্চৈব বাগ্দুষ্টঃ কুণ্ডগোলকৌ॥
> (মনু ৩,১৫৬)

> অপি চাচারতস্তেষামব্রাহ্মণ্যং প্রতীয়তে।
> বৃত্তিতো দেবতাপূজা-দীক্ষা-নৈবেদ্য-ভক্ষণম্॥ (আগম)

তাহা হইলে পতিত কাহারা? আর যদি আমরা পতিতই হই, তাহা হইলে আপনারা আমাদিগকে পতিত রাখিয়া কি প্রকারে "পতিত পাবন" গুরুদেব নিত্যানন্দ-সন্তান সাজিতে চান? পতিতপাবন নিত্যানন্দপ্রভু কি উদ্ধারণ ঠাকুরকে পতিত রাখিয়া 'পতিতপাবন' বলিয়া লোকের কাছে ঢাক পিটাইয়াছিলেন? ফাঁকা আওয়াজে লোক ভুলিবে না। এখন আর শাপের ভয় দেখাইয়া 'বোকা' বানাইলে চলিবে না বা মূর্খলোকের মুখ চাপিয়া রাখা যাইবে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীকুমার পোদ্দার।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৩রা বৈশাখ ১৩৩৪, ১৬ই এপ্রিল ১৯২৭	৩৪শ সংখ্যা

সারকথা

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য

কৃষ্ণসেবকের, মাতা, কভু নাহি নাশ।
কালচক্র ডরায় দেখিয়া কৃষ্ণদাস॥
গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্ম বা মরণে।
কৃষ্ণের সেবক মাত্র কিছুই না জানে॥
(চৈঃ ভাঃ ম ১।২০১-২)

তুমি সব জন্ম জন্ম বান্ধব আমার॥
(চৈঃ ভাঃ ম ১।৩৯৪)

সে সব শিষ্যের পায় মোর নমস্কার।
চৈতন্যের শিষ্যত্বে হইল ভাগ্য যার॥
(চৈঃ ভাঃ ম ১।৩৯৬)

তোমরা সে পার কৃষ্ণভজন দিবারে।
দাসেরে সেবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে॥
তোমরা যে আমারে শিখাও 'বিষ্ণুধর্ম্ম'।
তেঞি বুঝি আমার উত্তম আছে কর্ম্ম॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২।৪২-৪৩)

তোমা সবা সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।
এত বলি কারু পায়ে ধরে সেই ঠাঁই॥
নিঙাড়য়ে বস্ত্র কারু করিয়া যতনে।
ধুতি বস্ত্র তুলি কারু দেনত' আপনে॥
কুশ, গঙ্গা-মৃত্তিকা কাহার দেন করে।
ঝারি বহি কোন দিন চলে কার ঘরে॥
সকল বৈষ্ণবগণ 'হায়' 'হায়' করে।
'কি কর' 'কি কর' তবু করে বিশ্বম্ভরে॥
এই মত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বম্ভর।
আপন দাসের হয় আপনে কিঙ্কর॥
কোন ধর্ম্ম সেবকের প্রভু নাহি করে।
সেবকের লাগি নিজ ধর্ম্ম পরিহরে॥
সকল সুহৃদ্ কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
এতেক কৃষ্ণের কেহ দ্বেষ্য যোগ্য নহে॥
তাহা পরিহরে কৃষ্ণ ভক্তের কারণে।
তার সাক্ষী দুর্য্যোধন কংসের মরণে॥
কৃষ্ণের করয়ে সেবা ভক্তের স্বভাব।
ভক্ত লাগি কৃষ্ণের সকল অনুভাব॥
কৃষ্ণেরে বেচিতে পারে ভক্ত ভক্তিবশে।
তার সাক্ষী সত্যভামা দ্বারকানিবাসে॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২।৪৪-৫৩)

কৃষ্ণ ভজিবারে যার আছে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয়দাস॥
সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র-ভগবানে।
বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে॥
সাজি বহে, ধুতি বহে, লজ্জা নাহি করে।
সম্ভ্রমে বৈষ্ণবগণ হাতে আসি ধরে॥
(চৈঃ ভাঃ ম ৫৬-৫৮)

প্রভু কহে,—তুমি সব কৃষ্ণের দয়িত।
তোমরা যে বল সেই হইবে নিশ্চিত॥
ধন্য মোর জীবন তোমরা বল ভাল।
তোমরা বাখানিলে গ্রাসিতে নারে কাল॥
(চৈঃ ভাঃ ম ৭৭-৭৮)

ভক্ত-দুঃখ প্রভু সহিতে না পারে।
ভক্ত লাগি সর্ব্বত্র কৃষ্ণের অবতারে॥
তোমা সবা হৈতে হইবে জগৎ উদ্ধার।
করাইবা তোমরা কৃষ্ণের অবতার॥
সবার চরণ ধূলি লয় বিশ্বম্ভর।
আশীর্ব্বাদ সবেই করেন বহুতর॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২।৮৩, ৮২, ৮৪)

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

[স্থান—শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠ। কাল—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রকটবাসর ; মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী ৪৪০ গৌরাব্দ]

আমরা শ্রীশিক্ষাষ্টক-মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাসার প্রাপ্ত হই। মহাপ্রভু অর্চ্চনের শিক্ষার কথা বল্লেন না, পরন্তু শিক্ষাষ্টকে শ্রীনাম-ভজনের কথাই শিক্ষা দিলেন। প্রথমেই তিনি বল্লেন,—'শ্রীকৃষ্ণের নাম সম্যগ্‌রূপে কীর্ত্তন করা আবশ্যক।' নাম-নামী অভিন্ন—একথাও তিনি ব'লে দিলেন। সম্যগ্‌রূপে যখন কোনও বস্তুর কীর্ত্তন করা হয়, তখন সেই বস্তুটীকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখা'ন হ'য়ে থাকে। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্য—এই পঞ্চধা বস্তুটী—"শ্রীনাম"। ভগবদ্বিগ্রহ-শ্রীনামের অভ্যন্তরেই সকল (নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি) বিরাজিত। গ্রহণকারীর পক্ষে পরস্পরের মধ্যে ('নাম' ও 'রূপে'র মধ্যে, 'নাম' ও 'গুণের' মধ্যে, 'নাম' ও 'লীলা'র মধ্যে ইত্যাদি) বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য থাকিলেও বস্তুটী স্বতন্ত্র নয় (অর্থাৎ 'নাম' হইতে 'রূপ' কিংবা 'নাম' হইতে 'গুণ', কিংবা 'নাম' হইতে 'লীলা', কিংবা 'নাম' হইতে 'পরিকরবৈশিষ্ট্য' ভিন্ন বস্তু নহেন)।

যদি কেহ মনে করেন,—'আমি ভগবানের রূপ দর্শন করিব' তা' হ'লে তাঁ'র জানা উচিত, এ চক্ষু ভগবানের রূপ দর্শন কর্ত্তে পারে না। চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণীয় যেরূপ, তা' ভোগের বস্তু। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র—ভোক্তা; তিনি ভোগ্য বস্তু ন'ন। ভোগ্য বস্তুদ্বারা ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—ভগবদ্বস্তু এই চক্ষুর্দ্বারা দ্রষ্টব্য নহে, যে জিনিষ এই চক্ষু দ্বারা দেখা যায়, তাহা 'ভগবানের রূপ' নহে।

'শ্রীকৃষ্ণ' ও 'শ্রীকৃষ্ণনাম'—দুইটী পৃথক বস্তু নহেন। বিভিন্নভাবে প্রতীত ও বিভিন্নভাবে গ্রাহ্য হইলেও রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরবৈশিষ্ট্য সকলই—শ্রীনাম।

জড়জগতের বস্তুগুলির মধ্যে নাম ও নামীর পার্থক্য লক্ষিত হয়, কিন্তু অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণনাম সম্বন্ধে তাহা নহে। তাই শ্রীগৌরসুন্দর বল্লেন,—"শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই আমাদের একমাত্র 'অভিধেয়' হউক।"

শ্রীকৃষ্ণ + সংকীর্ত্তন = শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণ = শ্রী + কৃষ্ণ ; শ্রী—লক্ষ্মী অর্থাৎ সর্ব্বলক্ষ্মীগণের অংশিনী শ্রীমতী গান্ধর্ব্বা। সুতরাং 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিতে গান্ধর্ব্বার সহিত গিরিধর ব্রজেন্দ্রনন্দন। সকলে মিলিত হইয়া যে কীর্ত্তন, তাহাই—'সংকীর্ত্তন', অথবা 'সম্যক্ কীর্ত্তন' অর্থে 'সংকীর্ত্তন' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সকল কথা কীর্ত্তন, নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্য কীর্ত্তনের নাম—'সংকীর্ত্তন।' সেই সংকীর্ত্তনই সর্ব্বোপরি বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন।

আমরা সাধনভক্তি-পর্য্যায়ে (১) শ্রবণ, (২) কীর্ত্তন, (৩) স্মরণ, (৪) পাদসেবন, (৫) অর্চ্চন, (৬) বন্দন, (৭) দাস্য, (৮) সখ্য ও (৯) আত্মনিবেদন—এই নবধা ভক্তির কথা জানি। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যে চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গ বর্ণিত হয়েছে, সে সব এই নবধা ভক্তিরই বিস্তৃতি। উক্ত চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে পাঁচটীকে শ্রেষ্ঠসাধনরূপে উক্ত হয়েছে,—

> সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
> মথুরা-বাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥
> সকল-সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
> কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প-সঙ্গ ॥

(চৈঃ চঃ ম ২২।১২৫-১২৬)

এই শ্রেষ্ঠ-সাধন-পঞ্চক বিচার করিলেও দেখা যায় যে, তন্মধ্যে 'শ্রীনাম-ভজনই' সর্ব্বমূল ও সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হইতেছেন। শ্রীনামপরায়ণ বা শ্রীনামকীর্ত্তনকারী সাধুগণের সঙ্গফলে শ্রীনামভজনে রুচি উদয় করাইবার উদ্দেশ্যেই 'সাধুসঙ্গে'র কথা বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে একমাত্র শ্রীনাম-ভজনকেই 'পরধর্ম্ম' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে,—

> "এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
> ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥"

(ভাঃ ৬।৩।২২)

> "কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
> কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥
> কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
> দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥"

(ভাঃ ১২।৩।৫১-৫২)

শ্রীমদ্ভাগবতের আদি, মধ্য ও অন্তে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের কথাই পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট হয়েছে। 'মথুরাবাস' অর্থাৎ শ্রীধামবাস-মূলেও নাম-ভজনের উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত আছে। নামাত্মক অস্মিতায় বাস বা যে স্থানে সংকীর্ত্তনকারী সাধুগণের সমাগম হয়, সেই স্থানে বাসই 'শ্রীধামবাস'। ভগবন্নামাত্মক মন্ত্রের দ্বারাই এবং ভগবন্নাম-কীর্ত্তনমুখেই শ্রীমূর্ত্তির সেবা হয়, সুতরাং শ্রীনামকীর্ত্তনই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হইতেছেন। একমাত্র শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন হইতেই সর্ব্বসিদ্ধি হয়,—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'নাম-সংকীর্ত্তন'।
নিরপরাধে 'নাম' লৈলে পায় 'প্রেমধন'॥"

সাত্বতস্মৃত্যুক্ত সহস্র প্রকার ভক্ত্যঙ্গ বা চৌষট্টি প্রকার ভক্তির মধ্যে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা। নাম-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ দ্বারাই সর্ব্ব মঙ্গল সাধিত হয়। নাম-সংকীর্ত্তনের মধ্যে নবধা ভক্তি সমস্তই আছেন। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন প্রভৃতি সমস্তই শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত। অভিধেয়-বিচারে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ--সিদ্ধান্ত-প্রচার -লীলাভিনয়কারী জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দরের হৃদ্গত অভিপ্রায় এই যে, 'শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই' একমাত্র অভিধেয়।

যিনি কীর্ত্তনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ সাধন করেন, তাঁহারই সকল মঙ্গল সাধিত হয়। যিনি কীর্ত্তন করিবেন, তাঁহার পূর্ব্বে শ্রবণ করা আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্তই সকল প্রকার সাধন-প্রণালী—ইহা যাহার সুদৃঢ়া নিষ্ঠার বিষয় হইয়াছে, তিনি জানেন,—'শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই সাধন-শিরোমণি'। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সাধন-প্রণালী অন্তর্ভুক্ত। নবধা ভক্তির মধ্যে—'যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিসংযোগেনৈব কর্ত্তব্যা'।

"এক অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈতে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ॥
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

বহু অঙ্গ সাধনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। যেখানে শাস্ত্র একাঙ্গ সাধনের কথা বলেছেন, সেখানেও 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন'ই লক্ষিত বস্তু। 'শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন' বাদ দিয়া 'মথুরা-বাস,' 'সাধুসঙ্গ' প্রভৃতি কোন অঙ্গই পরিপূর্ণ হয় না, কিন্তু যদি কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন করি, তা' হ'লে তা' দ্বারা মথুরাবাসের ফল, সাধুসঙ্গের ফল, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবনের ফল ও ভাগবত-শ্রবণের ফল সকলই লাভ হয়। নাম-ভজনে জীবের সর্ব্বসিদ্ধি। একাঙ্গ নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। "পাঁচের অল্পসঙ্গে"র যে কোন একটীতে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের কথা অন্তর্ভুক্ত আছে। শ্রীকৃষ্ণের বসতি স্থল শ্রীধামবাসে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য নাই। সাধুসঙ্গে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় 'নামসংকীর্ত্তন'। শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা জীব অনর্থমুক্ত ও পরম প্রয়োজন লাভের অধিকারী হন। মুক্তকুলেরও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তন-চিন্তন-ফলে জীব মুক্ত হন। শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তন-ফলে জীব 'হরিসংকীর্ত্তন' করিতে শিক্ষা করেন, শ্রীঅর্চ্চনের দ্বারা (অর্চ্চনে যে নামাত্মক মন্ত্রের ব্যবস্থা আছে এবং মন্ত্র মধ্যে নামের সহিত যে চতুর্থ্যন্ত বিভক্তি প্রযুক্ত আছে, তদ্দ্বারা) জীব 'সংকীর্ত্তন' করিতে শিক্ষা লাভ করেন। যিনি মন্ত্র-উচ্চারণকারী তিনি নিজকে শ্রীনামের পাদপদ্মে অর্পণ করেন। যেদিন তাঁহার মন্ত্রসিদ্ধি হয়, সেই দিন তাঁহার মুখে হরিনাম সর্ব্বদা নৃত্য করিতে থাকেন,—

"যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৩৭ সংখ্যাধৃত শাস্ত্রবাক্য)

—হে ভরতবংশাবতংস, যিনি শত শত পূর্ব্ব জন্মে সম্যক্-রূপে বাসুদেবের অর্চ্চন করিয়াছেন, তাঁহার মুখেই শ্রীহরির নাম-সমূহ নিত্যকাল বিরাজমান থাকেন।

যদি আমরা বৈষ্ণব বা শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্ত্তনকারি-সঙ্ঘের বিহার শুদ্ধভক্তিমঠের অধিবাসিগণের সেবায় বিমুখ হ'য়ে কেবল অর্চ্চনের পথের পথিক হই, তবে আমাদের মঙ্গল সুদূর-পরাহত। শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ মঠবাসিগণের কর্ত্তব্য। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে মঠের অধিষ্ঠান নাই, অবতরণ মাত্র আছে। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে কেবল আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির কথা আছে। মঠে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তির চেষ্টায়ই সকলে ব্যস্ত। বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত হ'য়ে যে কেহ কেহ মঠবাসিগণের মধ্যে তা'দেরই ন্যায় ইন্দ্রিয়চালনা ও নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-চেষ্টার ন্যায় ব্যব-হারাদি লক্ষ্য করে, তাহা অক্ষজ-জ্ঞানপ্রমত্ত দ্রষ্টার বিবর্ত্ত

মাত্র। যাহা যাহা দ্বারা হরি-সেবা হয়, তাহা সর্ব্বপ্রকারেই মঠে আছে। মঠবাসিগণের সেবা করলেই শ্রীনামে অধিকার হ'বে। মঠবাসিগণ সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা হরিসেবা করেন। তাঁ'দের হরিজন সেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। যা'দের 'হরিজন' ব'লে উপলব্ধি নাই, তাঁ'দের নিকটই মঠবাসিগণ এই সকল কথা কীর্ত্তন করেন। যাঁ'রা গৃহস্থ, তাঁ'রাও যদি নিজ হরি-ভজন দ্বারা গৃহপ্রতীতি হইতে মুক্ত হ'য়ে গোলোকের অস্মিতায় বাস কর্ত্তে পারেন, গৃহের অধিবাসিগণকে স্বীয় ভোগোপকরণরূপে না জেনে কৃষ্ণসেবোপকরণ জানতে পারেন, তবে তাঁহাদেরও মঙ্গল হ'বে। আমরা ইন্দ্রিয়-গ্রামকে যদি বাহ্যজগতে নিযুক্ত রাখি, তবে নাম-পরায়ণ হ'তে পারব না। আমাদিগকে নাম-পরায়ণ করবার জন্যই সাক্ষাৎ শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু এই স্থানে অবতীর্ণ হ'য়ে ছিলেন। প্রাপঞ্চিক লোক গৌরসুন্দরকে অসংখ্য ভোগের বস্তুর অন্যতমরূপে ভোগ করবার চেষ্টা কচ্ছে। তা'রা মনে কচ্ছে দিব্যজ্ঞানের কথাগুলিও বুঝি তা'দেরই ইন্দ্রিয়তর্পণের অসংখ্য ভোগের সামগ্রীর ন্যায়। 'আমদানী রপ্তানী'—আদান প্রদান যদি ভগবান ও ভগবদ্দাসগণের সহিত করতে পারি, তা হ'লেই বণিক্-সমাজের আদান-প্রদান-কার্য্য বা 'কর্ম্মবাদ' হ'তে মুক্ত হ'তে পারব। আমরা বাহ্য জগতের রূপ, গুণ, বিচিত্রতা দর্শনে ব্যস্ত—আমরা বাহ্য সংজ্ঞাতে ব্যস্ত। বাহ্য রূপ দর্শনাদিতে যদি কৃষ্ণসম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, তবেই মঙ্গল, নতুবা উহা—'মায়া'।

কৃষ্ণ সেবাতে যে সুখ বা দুঃখের উদয় হয়, সেই সুখের বা দুঃখের উদয়ে বাধ্য হ'য়ে গেলেই আমরা পৌত্তলিক, নাস্তিক হ'য়ে গেলাম।

আমরা যা' চাচ্ছি, যিনি তা' সরবরাহ করতে পারেন, তাঁ'কেই আমরা বহুমানন করি। সংসারের জীব আমদানী ও রপ্তানীতে ব্যস্ত।

খাওয়ার কোন আবশ্যক নাই—পান করার কোন আবশ্যক নাই যদি কৃষ্ণভজন না করি। মনুষ্য জন্ম লাভে যে যোগ্যতা হয়ে'ছিল, সেটিও না হওয়াই ভাল ছিল, যদি 'হরিভজন' না হ'ল। যদি পশুর ন্যায় খাওয়া দাওয়া, বিলাস প্রভৃতিতেই মানুষের জীবন কেটে যায়, তা'হলে যে যোগ্যতা লাভ হ'য়েছিল, সেটিত' হারাণ হ'লই, তা' ছাড়া জন্মজন্মান্তরের অত্যন্ত অসুবিধার ভেতর পড়তে হলো। "কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।" পশুরা মানুষ হয় হরিভজন করবার জন্য।

কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন—'সংকীর্ত্তন'। আর সব 'সাধন' যদি কৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুকূল বা সহায় হয়, তবেই তা'দিগকে 'সাধন' বলা যাবে, নতুবা ঐ সকলকে 'কয়োগিবৈভব' বা সাধনের ব্যাঘাত মাত্র জানতে হ'বে।

কর্ম্মফলবাদীর শরীর পিতামাতা হ'তে আমদানী হ'য়ে এসেছে। বর্ত্তমানে আমদানী হতে যেদিন তা'কে মাটীর ভেতর পুতে ফেলবে, মুখে আগুন দেবে, সেদিন উহা রপ্তানী হ'বে। কর্ম্মফলবাদী আমদানীতে নানা বিদ্যাবুদ্ধি সংগ্রহ করেন, রপ্তানীতে তা'র সব শেষ হ'য়ে যায়। সংসারের 'আমদানী রপ্তানী' বা 'কর্ম্মফলবাদ' দু'দিনের। স্বর্গসুখাদি লাভই বল, জাগতিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদিই বল, এসব আমদানী আমরা চিরকাল রেখে দিতে পারি না। কুটো হাড়িতে কর্ম্মফলবাদি-সম্প্রদায় আমদানী করছে, তা'দের সন্তানাদি হচ্ছে, পুনঃ দিকে রপ্তানী হ'তে চিকিৎসক সম্প্রদায় রক্ষা করতে পাচ্ছেনা। ঈশ্বরের জিনিষ ঈশ্বর নিয়ে নেন।

যা'রা হরিভজন করে না, তা'দের এসকল বুদ্ধি বা বিচার কিছুতেই আসে না। হরিভজন ব্যতীত জীবের আর কোনও কর্ত্তব্য নাই। বালক হউক, বৃদ্ধ হউক, যুবা হউক; স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক, ধনী হউক, দরিদ্র হউক, রূপবান্ হউক, কুৎসিত হউক, পুণ্যবান্ হউক, পাপী হউক, যে যে অবস্থায় থাকে থাকুক তা'দের অন্য সাধন-প্রণালী আর কিছুই নাই, 'সাধন'—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন'।

"বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সংকীর্ত্তনম্"—বহুলোকে একত্র হইয়া যে কীর্ত্তন তা'রই নাম—'সংকীর্ত্তন'। আমার ন্যায় কতকগুলো বাজে লোকে মিলে যদি 'হো হা' কর্ত্তে থাকি, যদি চীৎকার ক'রে পিত্ত বৃদ্ধি করি, তা হলে কি 'সংকীর্ত্তন' করা হবে? যাঁ'রা শ্রৌতপন্থার আশ্রয় করেছেন, তা'দের সহিত যদি কীর্ত্তন করি, তবেই 'হরি-সংকীর্ত্তন' হ'বে। ওলাউঠার উপশম বা ব্যবসায় বৃদ্ধির জন্য যে কীর্ত্তন কিংবা লাভপূজাপ্রতিষ্ঠাদির জন্য যে কীর্ত্তনের অভিনয় তাহা 'হরিসংকীর্ত্তন' নহে—উহা মায়ার সংকীর্ত্তন।

হরির সেবক বলেন,—'হরির সেবা কর, অন্য কিছু কোরো না। হরিসেবার নামে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ কোরো না, মনে রেখো, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের নামই—সেবা। তোমার নিজ বহির্ম্মুখ-ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি যাতে হয়, সেটী 'সেবা' নহে। সেটীকে 'সেবা' মনে করলে তুমি আত্মবঞ্চিত হ'লে।

আমরা যদি হরির সত্যি সত্যি সেবক বা কীর্ত্তন-কারীর সঙ্গে যোগ দেই, তবে আমাদেরও 'সংকীর্ত্তন' হবে। সম্যগ্রূপে কীর্ত্তন করাই আমাদের আবশ্যক। কৃষ্ণ সমাগ্ বস্তু, তিনি হেয়, খণ্ড, অনুপাদেয়, 'অসম্যক্' বা 'আংশিক' বস্তু নহেন। অনেক কাদারে গড়েছে, আমার চোখে বেশ ভাল লাগ্ছে, এর নাম—'আমার কৃষ্ণঠাকুর' ইহা কৃষ্ণ নহে। মায়া আমার চক্ষে ঠুলি দিয়ে আমাকে কৃষ্ণ দেখ্তে দিচ্ছে না, আমার মনগড়া—আমার ভোগের বস্তু 'পুতুল' দেখিয়ে বল্ছে এই—কৃষ্ণ ঠাকুর। এই মায়ার বঞ্চনায় পড়ে কখনও প্রকৃত কৃষ্ণ দর্শন হয় না। কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনকারীর সহিত সেকাল পর্য্যন্ত কীর্ত্তন না করি, সেকাল পর্য্যন্ত মায়া আমাকে নানাভাবে বঞ্চনা করে থাকে। যাদের হৃদয় নিজ প্রকৃত মঙ্গল চায় না, যা'রা নিজকে নিজে বঞ্চনা করতে চায়, তা'দের অনুগত হ'য়ে কীর্ত্তন করলে কোন মঙ্গল হবে না, উহা মায়ার কীর্ত্তনই হয়ে যাবে। মালাতিলক ফোটা লাগিয়ে ব'সে আছে, 'হা হো' কচ্ছে,—চিত্তবৃদ্ধি কচ্ছে,—গুরুর নিকট শ্রবণ করে নাই—কীর্ত্তন কত্তে জানে না—তা'দের অনুগত হ'লে সংকীর্ত্তন হবে না।

আর একপ্রকার সংকীর্ত্তনের প্রতিবন্ধক-কারী আছেন। তাঁরা বলে থাকেন,—

"বেদান্ত-বাক্যেষ্ সদা রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ"

কেহ বা পতঞ্জলি ঋষির অনুগত হ'য়ে রেচক, পূরকাদি করে প্রাণকে আয়াম বা বিস্তার করবার বিচারে আবদ্ধ হন, এই বিচারেও তাঁ'রা বাহ্যজগতেই আবদ্ধ হ'য়ে পড়েন। মনে করি,—'নিবৃত্ত হব', কিন্তু সাধুর জীবন লাভ আমার ভাগ্যে হয়ে উঠে না। জগৎ হতে তফাৎ হতে ইচ্ছা করি, 'যোগ-পথ', 'বেদান্ত-পাঠ' প্রভৃতিতে মঙ্গল হ'বে মনে করি, কিন্তু ঐপ্রকার ত্যাগীর কল্পনা বা প্রচ্ছন্ন-ভোগ-পিপাসা আমাদের নিঃশ্রেয়ঃ আন্তে পারে না ব'লে ঐ সকল'অভিধেয়' শব্দবাচ্য হ'তে পারে না। তাই—যাঁ'রা অবঞ্চক হ'য়ে লোকের কাছে নিরপেক্ষ সত্যি কথা বলেছেন, সেই সকল মহাপুরুষগণ বলেন,—

"কর্ম্মকাণ্ড-জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
'অমৃত' বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥"

'কর্ম্মী' বা 'জ্ঞানী' হওয়া জীবের প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। 'কর্ম্ম' বা 'জ্ঞান' জীবাত্মার ধর্ম্ম নহে। 'শ্রীকৃষ্ণ-সেবা'ই জীবের নিত্যধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন করলেই জীবের মঙ্গল হবে। মঙ্গলের 'ছায়ায়' জীবের প্রকৃত মঙ্গল হবে না। কৃষকরূপে আমাদের দরকার ধানের মঙ্গল করা, শ্যামা গাছকে উপ্ড়ে ফেলে দিতে হ'বে। শ্যামা গাছকে ফেলতে গিয়ে ধানকে যেন উপড়ে না দেই। কর্ম্ম ও জ্ঞানে ভগবানের সেবা নাই। কর্ম্মী-জ্ঞানী—স্বার্থপর। কুকর্ম্মীও অত্যন্ত পাপিষ্ঠ। সৎকর্ম্মীর পুণ্য কার্য্যের পুরস্কারও এক প্রকার দণ্ডই—ইহা মূর্খতার দণ্ড মাত্র। অত্যন্ত রূপ-বান্ হওয়া, অধিক অর্থ লাভ হওয়া, অতি পণ্ডিত হওয়া এক একটা দণ্ডেরই প্রকার ভেদ। পাপের দণ্ডটা আমরা বেশ বুঝতে পারি, কিন্তু পুণ্যের দণ্ড ভাবী কালে হয় ব'লে তখন তখন বুঝা যায় না। ঠাকুর মহাশয় বলেছেন,—

"পাপে না করিহ মন, অধম সে পাপিজন,
তারে মন দূরে পরিহরি।
পুণ্য যে সুখের ধাম, তা'র না লইও নাম,
'পুণ্য', 'মুক্তি'—দুই ত্যাগ করি॥
প্রেমভক্তি-সুধা-নিধি, তাহে ডুব নিরবধি,
আর যত ক্ষারনিধি প্রায়।
নিরন্তর সুখ পাবে, সকল সন্তাপ যাবে,
পরতত্ত্ব কহিল উপায়॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্যলীলা-শিক্ষা

গুপ্তবাল্য-লীলা

গৌরগোপাল শ্রীমায়াপুর পুরন্দর ভবনে নানাবিধ বাল্য-লীলা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। একদিন শয্যা হইতে ভূতলে অবতরণপূর্ব্বক তৈল, দুগ্ধ, ঘৃত, ঘোল, মুদ্গ, প্রভৃতি ভাণ্ডারের চতুর্দ্দিকে ফেলিয়া ছড়াইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে জননীর আগমন বুঝিতে পারিয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ শয্যায় আরোহণ পূর্ব্বক শয়ন করিয়া রহিলেন। শচী দেবী গৃহ-প্রকোষ্ঠ-মধ্যে পদার্পণ করিবা মাত্রই বালক-রূপী গৌর ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। শচীমাতা পূর্ব্ব হইতেই বালকের ক্রন্দননিবৃত্তির একমাত্র সঙ্কেতটী জানিতেন, তাই তিনি রোরুদ্যমান পুত্রের সান্ত্বনার নিমিত্ত 'হরি হরি' ধ্বনি করিতে লাগিলেন। হরি-ধ্বনি-শ্রবণে শচীদুলালের ক্রন্দন-নিবৃত্তি হইল। শচী দেবী দেখিলেন,—গৃহমধ্যে সযত্নে সংরক্ষিত দ্রব্যসমূহ ভূতলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও পতিত হইয়া রহিয়াছে। বাৎসল্য-প্রেমের স্বভাব-বশতঃ শচী দেবী স্বীয় নন্দনকে চারিমাসের সামান্য শিশু জানিয়া, তাহাতে আবার শয্যাশায়ী দেখিয়া গৃহ-সামগ্রী-সমূহ কে-ই বা এইরূপভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিল বুঝিতে না পারিয়া সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন। একে একে সব পরিজনও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জগন্নাথ মিশ্রও গৃহের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিলেন, কিন্তু কেহ-ই গৃহমধ্যে মনুষ্যের আগমনের চিহ্ন-মাত্রও দেখিতে পাইলেন না। যোগমায়ায় মোহিত হইয়া সকলে অনেক কল্পনা জল্পনার পর স্থির করিলেন,—নিশ্চয়ই গৃহমধ্যে দানব আসিয়াছিল। শিশুর শরীরে রক্ষাকবচ থাকায় দানব শিশুর কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্রোধবশতঃ গৃহের সমস্ত সামগ্রী ফেলিয়া ছড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে। পুরন্দর মিশ্রের চিত্তেও যেন ধাঁধা লাগিল, তিনি ঐরূপ কার্য্য দৈবকর্ত্তৃক সংঘটিত হইয়াছে জানিয়া নীরবে রহিলেন। শচী জগন্নাথ স্ব-স্ব পরাণ-পুতলির মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া গৃহসামগ্রীর অপচয়ের কথা ভুলিয়া গেলেন।

প্রেমের স্বভাবই এই যে, তাহা প্রেমের বিষয়ের ঐশ্বর্য্যকে মাধুর্য্যদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বিষয়কে কখনও বা সম্ভ্রম-কণ্টকশূন্য বিশ্রম্ভসখ্য, কখনও বা লাল্য পুত্র-বৎস-শিশু, কখনও বা নিজাঙ্গ-দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সেবনীয় আত্মবশ কান্তরূপে আশ্রয়ালম্বনের শুদ্ধ সেবার বিষয় করাইয়া থাকে। 'ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন' প্রেমিক সর্ব্বেশ্বরেশ্বর পরব্রহ্মকে স্বীয় ক্ষুদ্র কুটীরের অলিন্দে ক্রীড়মান বালক-শিশুরূপে দর্শন করেন। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন প্রেমিক সর্ব্বকারণকারণ পরমেশ্বরকে নিজ পুত্র, সকলের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, ব্রহ্মারুদ্রাদিরও পালককে স্বীয় 'লাল্য' ও 'পাল্য' বলিয়া জানেন, ইহাই শুদ্ধ প্রেমের অপূর্ব্ব স্বভাব।

তাই আজ বাৎসল্যরসের আশ্রয়ালম্বন-শিরোমণি শচী-জগন্নাথ পরব্রহ্মকে 'চারি মাসের বালক', গৃহস্থিত দ্রব্যাদি নিক্ষেপে পর্য্যন্ত অত্যন্ত অসমর্থ, দানবের আক্রমণযোগ্য, রক্ষামন্ত্র-দ্বারা রক্ষিতব্য, আত্মরক্ষায় অসমর্থ শিশুমাত্র জ্ঞান করিতেছেন। গৌর-শশধরও শচীপুরন্দরের শুদ্ধ-বাৎসল্য-রস-সিন্ধু-বিবর্দ্ধনার্থ এইরূপ নানা ক্রীড়া করিতেছেন।

[৮]

নামকরণ

শচী-পুরন্দরের বাৎসল্য-রস-বারিধির উদীয়মান শশধরের ক্রমে নামকরণকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। জ্যোতির্ব্বিদ্বর ভগবত্তত্ত্ববিত্তম শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও বাৎসল্যরসাপ্লুতা পতিব্রতাগণ নামকরণের নির্দ্দিষ্ট দিনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নামকরণ কার্য্যটী দশবিধ সংস্কার বা শুদ্ধিকার্য্যের অন্যতম। দশবিধ সংস্কার যথা—১। বিবাহ, ২। গর্ভাধান, ৩। পুংসবন, ৪। সীমন্তোন্নয়ন, ৫। জাতকর্ম্ম, ৬। নামকরণ, ৭। অন্নপ্রাশন, ৮। চূড়াকরণ, ৯। উপনয়ন, ১০। সমাবর্ত্তন। হারীত-সংহিতা বলেন যে, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, ও সমাবর্ত্তন—এই আটটী সংস্কার দ্বারা মনুষ্য গর্ভোপঘাত হইতে শুদ্ধ হয়। "এতৈরষ্টাভিঃ সংস্কারৈর্গর্ভোপঘাতাৎ পূতো ভবতীতি। মলমাসতত্ত্বে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য বলেন,—"এবমেনঃ শমং যাতি বীজগর্ভসমুদ্ভবম্" অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট কালে গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন এবং প্রসবে জাতকর্ম্ম ও তৎপরে নির্দ্দিষ্ট দিনে নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, 'অন্নপ্রাশন' 'চূড়াকরণ'-সংস্কার দ্বারা বীজগর্ভসমুদ্ভূত পাপ প্রশমিত হয়।

কর্ম্মকাণ্ডিগণের বিচারানুসারে জাতকর্ম্ম, নামকরণাদি-কার্য্যদ্বারা বীজগর্ভসমুদ্ভূত পাপের প্রশমন হয়, ইহাই সিদ্ধান্তিত হইল। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর ত' অপ্রাকৃত বস্তু—স্বয়ং ভগবান্। কর্ম্মফলবাধ্য জীবের ন্যায় তিনি প্রাকৃত মাতৃকুক্ষিতে পাপবিজড়িত হইয়া অবস্থান করিতে পারেন না। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। চরম ধাতুতে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় ভগবানের জন্মাদি ব্যাপার নাই, সচ্চিদানন্দতনু ভগবান্ শুদ্ধ-সত্ত্বে আবির্ভূত হন। সুতরাং বীজগর্ভসমুদ্ভূত 'এনঃ' বা 'পাপ' বিষ্ণুতত্ত্বে কখনও কল্পনা দ্বারা আরোপ করিলেও মহা অপরাধে পতিত হইতে হইবে।

পূর্ব্ব প্রবন্ধেই বলা হইয়াছে যে, চিদ্ধাম ও চিদ্-বৈচিত্র্যের হেয়, বিকৃত, অনুপাদেয়, অপূর্ণ, পরিচ্ছিন্ন, সসীম এবং খণ্ডপ্রতিফলনই অচিজ্জগৎ ও অচিদ্বৈচিত্র্য। কর্ম্মিদলে ও নির্ব্বিশেষ জ্ঞানিসম্প্রদায়—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—এই শ্রুতিমন্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কেহ বিষ্ণুবস্তুকে কর্ম্মবাধ্য, কেহ বা অবতারবাদকে গুণময় ব্যাপার এবং চিদ্বৈচিত্র্য বা অপ্রাকৃত বিলাসকে অচিদ্বৈচিত্র্যের অন্যতম জ্ঞানে 'পরম সত্য' হইতে বিচ্যুত হন। যাঁহারা বৈকুণ্ঠতত্ত্বে এইরূপ অশ্রৌত বিচার আরোপ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা কখনও বিষ্ণুতত্ত্বে অভিজ্ঞান-লাভ অর্থাৎ মুক্ত হইতে পারেন না। এই জন্যই শ্রীগীতায় ভগবদ্বাণী রহিয়াছে—

> "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
> ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥"
> (গীতা ৪।৯)

কর্ম্ম ও নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান-স্পৃহা রূপা আবর্জ্জনা চিত্তদর্পণে সংলগ্ন থাকিলে কখনও তাহাতে বসুদেব-তত্ত্ব প্রতিফলিত হন না। বিশুদ্ধ সত্ত্ব বা বসুদেবেই বিশুদ্ধ-সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান্ অধোক্ষজ-বাসুদেব উদিত হন। বিশুদ্ধ চিত্তই বাসুদেবের 'অতিমর্ত্ত্য জন্ম-কর্ম্মের' তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন—ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

প্রকটলীলায় যে বাৎসল্যরসগুণনিধি শ্রীভগবানের আশ্রয়ালম্বনগণ ভগবানের জাতকর্ম্ম-নামকরণাদি-লীলায় আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা কর্ম্মফলবাধ্য প্রাকৃত জীবের কর্ম্মচেষ্টার প্রকার ভেদ নহে। এইরূপ লীলাদ্বারা একদিকে যেমন বৎসলরসের আশ্রয়গণের রসসিন্ধু বিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, অপরদিকে তাঁহাদ্বারা জীবগণের প্রতিও করুণা-কাদম্বিনী বর্ষিত হইয়াছে। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে জ্যোতির্ব্বিদগ্রণী গর্গের প্রতি গোপরাজ শ্রীনন্দের বাক্য হইতে জানিতে পারি যে, কর্ম্মকাণ্ডনিপুণ পুরোহিত বা জ্যোতির্ব্বিদ্ কর্ম্মরাজ্যের দ্বারে প্রবেশোন্মুখ কর্ম্মরাজ্যে ভ্রমণকারী ব্যক্তির পুত্রসন্তানের নামকরণাদিসংস্কার করিবার যোগ্য বটে, কিন্তু অতীন্দ্রিয়-জ্ঞান-সাধক জ্যোতিঃশাস্ত্রের রচয়িতা গর্গাচার্য্য কর্ম্মকাণ্ডনিরত বা কর্ম্মচক্রে ঘূর্ণ্যমান জীব বিশেষ নহেন, তিনি ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ কৃষ্ণতত্ত্ববিদ মহাভাগবতোত্তম—

> "জ্যোতিষাময়নং সাক্ষাৎযজ্জ্ঞানমতীন্দ্রিয়ম্।
> * * * *
> ত্বং হি ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠঃ সংস্কারান্ কর্ত্তুমর্হসি।
> (ভাঃ ১০।৮।৫—৬)

অর্থাৎ নন্দমহারাজ, মহামুনি গর্গকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ গ্রহাদির জ্ঞাপক যে জ্যোতিঃশাস্ত্র—যাহা হইতে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ হয়, তাহা আপনি অবগত আছেন।

আপনি মহাভাগবতোত্তম, অতএব বালকদ্বয়ের সংস্কার-সমূহ সম্পাদনের যোগ্য পুরুষ।

শ্রীগর্গাচার্য্য অতীন্দ্রিয়-জ্ঞানভূমিকায় বিচরণশীল। সুতরাং তাঁহার বিশুদ্ধচিত্তে বা বসুদেবে অধোক্ষজ বাসুদেব নিত্যকাল অবতীর্ণ। তিনি ব্রহ্মবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ বলিয়াই ভগবানের সংস্কার বা 'নামকরণ' করিতে সমর্থ।

ভগবন্নাম প্রাকৃত নামের ন্যায় আভিধানিক সংজ্ঞা মাত্র নহে, ভগবন্নাম ও ভগবান্ একই বস্তু। নামীই—নাম, নাম-ই—রূপ, রূপ-ই—গুণ, গুণ-ই—লীলা অর্থাৎ ভগবন্নামেই ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরবৈশিষ্ট্য সমস্ত বিরাজিত। ভগবন্নাম—কৃষ্ণ, চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য ও মুক্ত। ভগবন্নাম—চিন্তামণি।

জড়জগতের 'নাম' ও 'নামী' ভিন্নবস্তু, 'নাম' ও 'রূপ' ভিন্ন বস্তু, 'রূপ' ও 'গুণ' ভিন্ন বস্তু, 'গুণ' ও লীলা ভিন্নবস্তু, পরস্পর ভেদ। প্রাকৃত বালকের নাম অনিত্য, প্রাকৃত বালকের নামকরণকার্য্য কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত—বীজগর্ভসমুদ্ভূত পাপরাশি ক্ষালনের জন্য কল্পিত। প্রাকৃত বালকের নামকরণ-কালে যে নাম রাখা হয়, পূর্ব্বে

বালকের সেই নামের অস্তিত্ব ছিল না পরবর্ত্তিকালেও সেই নামের অস্তিত্ব বা সার্থকতা থাকে না, বর্ত্তমান কালেও নাম ও নামীতে ব্যবধানবর্ত্তমান। সুতরাং কর্ম্মকাণ্ডনিরত কর্ম্মফলবাধ্য পুরোহিত-ই সেই নামকরণসংস্কারের ব্রতী পুরুষ। কিন্তু ভগবন্নাম সেরূপ জাতীয় নহে। ভগবন্নাম—নিত্য। ভগবন্নাম পূর্ব্বে ছিলেন, এখন আছেন, পরে থাকিবেন। মহাভাগবতোত্তম অতীন্দ্রিয়জ্ঞানপ্রবীণ গর্গাচার্য্যই ভগবন্নাম-করণ-সংস্কার-কার্য্যের একমাত্র যোগ্য পুরুষ।

ভগবন্নামকরণ-সংস্কার কার্য্যটি কি? পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, যখন সচ্চিদানন্দ-ঘন-বিগ্রহ সর্ব্বকারণকারণ শ্রীভগবানের প্রাকৃত জীবের ন্যায় চরম ধাতুতে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মাদি ব্যাপার নাই, তখন বীজগর্ভসমুদ্ভূত 'এনঃ' বা পাপের শুদ্ধিনিমিত্ত নামকরণাদি সংস্কার তাঁহাতে আরোপিত হইতে পারে না। তবে যে তিনি কৃপাপূর্ব্বক নামকরণাদি-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য কি? ভগবান্ এই লীলাদ্বারা তাঁহার বাৎসল্যরসামৃত-সিন্ধু-জীবাতু-বৃন্দকে একদিকে আনন্দদান, অপরদিকে প্রপঞ্চগত ভক্তগণের নিকট নিত্যকাল নামরূপে অবতীর্ণ থাকিয়া তাঁহার নামরূপগুণলীলা-কাদম্বিনী-নিজমাধুরী-ধারা বর্ষণ করিয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ গর্গাচার্য্যের বিশুদ্ধ সত্ত্বে 'শ্রীকৃষ্ণ' নামরূপে নিত্য অবতীর্ণ। গর্গাচার্য্য স্বীয় হৃদয়স্থ কৃষ্ণনামচিন্তামণিকে জগতে ব্যক্ত করিবার যে লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ-সংস্কারলীলা। গর্গাচার্য্যের বিশুদ্ধ-চিত্তসম্পুটে যে নাম চিন্তামণি সুগোপ্য-নিধিস্বরূপে বিরাজিত ছিল, তাহাই তিনি জগতে প্রকাশিত করিয়া ভগবানের নামকরণ-সংস্কার-লীলা প্রদর্শন করিলেন।

'প্রতিযত্নঃ, অনুভবঃ, মানসকর্ম্ম'—ইতি মেদিনী। কোষে 'সংস্কার' শব্দের এইরূপ অর্থ উক্ত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীনন্দ মহারাজ গর্গাচার্য্যকে যে সংস্কারের কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতে উপলব্ধি হয় যে, কৃষ্ণতত্ত্ববিত্তম শ্রীগর্গ তাঁহার বিশুদ্ধচিত্তের অনুভব অর্থাৎ অধোক্ষজ-শ্রীভগবানের 'নাম' রূপ, গুণ, লীলাদি ব্যক্ত করিয়া নন্দাদির আনন্দ বর্দ্ধন করুন। এই বিদ্বদনুভব জগতে প্রকাশিত হইলে দীনচেতা ব্যক্তিগণের নিঃশ্রেয়ো লাভ হইবে, ইহাও গর্গাচার্য্যের প্রতি নন্দ মহারাজের বাক্য হইতে উপলব্ধি হয়, যথা—

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্! কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ॥
(ভাঃ ১০।৮।৪)

মহদ্ব্যক্তিগণের যে স্বীয় আশ্রম হইতে অন্যত্র গমন হয়, তাহা তাঁহাদিগের স্বার্থ নিমিত্ত নহে, পরন্তু যে সকল ব্যক্তি স্বভাবতঃই ঐহিক ও পারলৌকিক কর্ম্মপর এবং জায়াপুত্রাদির নিমিত্তও তদ্বিত্তবিষয়ে ব্যগ্র হইয়া গৃহধর্ম্মে রত থাকে, সেই সকল সঙ্কীর্ণ-চিত্ত ব্যক্তিগণের চরম-মঙ্গলোৎপাদনের জন্যই মহাপুরুষগণের বিচলন হইয়া থাকে।

* *

এবং সম্প্রার্থিতো বিপ্রঃ স্বচিকীর্ষিতমেব তৎ।
চকার নামকরণং গূঢ়ো রহসি বালয়োঃ॥ (ভাঃ ১০।৮।১০)

অর্থাৎ শুকদেব কহিলেন,—হে পরীক্ষিৎ মহারাজ! এইরূপে নন্দকর্ত্তৃক সম্প্রার্থিত হইয়া মহাভাগবতোত্তম সর্ব্বজ্ঞ গর্গাচার্য্য গুপ্তভাবে নির্জ্জনে বালকদ্বয়ের নামকরণ সংস্কার-কার্য্য যাহা তাঁহার নিজেরও পরম অভিলষিত বিষয় ছিল, তাহা সম্পাদন করিলেন।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর এই উক্তি হইতেও জানা যায় যে, কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ মহামুনি গর্গ স্বীয় হৃদয়সম্পুট সংরক্ষিত মহামণিকে নন্দাদি ভক্তগণের নিকট প্রকাশ করিবার জন্যই বসুদেব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নন্দগৃহে আগমন করিয়াছিলেন। নন্দপ্রমুখ ভক্তবৃন্দের হৃদয়ের নিত্য ধন শ্রীকৃষ্ণ ও তদভিন্ন শ্রীনাম। তাঁহাদের নিকট রাম ও কৃষ্ণের 'নাম' প্রকাশ করিয়া ভক্তানন্দ বৃদ্ধি করিবার বিশেষ ইচ্ছা থাকিলেও পাছে কংসাদির ন্যায় কৃষ্ণধ্বংসন-প্রয়াসী নির্ব্বিশেষবাদিগণ ভগবানের নামকে প্রাপঞ্চিক বস্তুর ন্যায় 'অনিত্য' বা 'ধ্বংসশীল বস্তু' মনে করে—এই জন্য সর্ব্বজ্ঞ মহামুনি সেই সুগোপ্য নিধিকে কেবলমাত্র ভক্তগণের নিকট গোপনে ও নির্জ্জনে প্রকাশ করিলেন।

গর্গমুনি শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ-কালেই শ্রীগৌরসুন্দরকে কলিযুগাবতার জানিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকে তাঁহার বর্ণ নিরূপণ করিয়াছেন;—(ভাঃ ১০।৮।১৩)

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥"

অর্থাৎ হে নন্দ! তোমার এই বালকটী যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকট করিয়া থাকেন। এই বালক সত্য

যুগে শুক্লবর্ণ ত্রেতায় রক্তবর্ণ, কলিযুগে গৌরবর্ণ ধারণ করিয়া লীলামাধুরী বিস্তার করিবেন, সম্প্রতি এই দ্বাপর যুগে 'কৃষ্ণ' রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন)—

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকার নির্দ্দেশানুসারে জানা যায় যে, কৃষ্ণতত্ত্ববিত্তম সেই গর্গমুনিই কলিযুগের দীনচেতা ব্যক্তিগণের নিঃশ্রেয়ঃকামী হইয়া অভিধেয়াধিদেবতা গৌর-বিশ্বম্ভরের নাম জগতে প্রকাশার্থ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন যথা,—

(গৌঃ গঃ ১০৪ সংখ্যা)

নীলাম্বরশ্চক্রবর্ত্তী গৌরস্য ভাবিজন্ম যৎ।
সভায়াং কথয়ামাস তেনাসৌ গর্গ উচ্যতে॥

শ্রীগৌরসুন্দরের নামকরণ-কাল উপস্থিত হইলে শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তিপ্রমুখ ভগবত্তত্ত্ববিদ্‌গণ পুরন্দরমিশ্র-ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যেশ্বরী শ্রীসীতাঠাকুরাণী প্রভৃতি গৌরগতপ্রাণা লক্ষ্মীগণ শচীগৃহে উপস্থিত হইয়া নামকরণোৎসবের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই বিশুদ্ধসত্ত্ব, তাঁহাদিগের বিশুদ্ধ সত্ত্বে গৌর-বাসুদেব যে যে নামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা সেই সেই 'নাম' বা 'হৃদয়ের অনুভব' ব্যক্ত করিয়া পুরন্দর শচীনন্দনের নামকরণ সংস্কার সম্পন্ন করিলেন।

এরূপ বিচার নহে যে, 'বিশ্বম্ভর' বা 'নিমাই' নামটী অনিত্য নাম বিশেষ, এই সকল নাম পূর্ব্বে ছিল না বা পরে থাকিবে না অথবা এই সকল নাম কর্ম্মকাণ্ডনিরত ব্যক্তিগণের হৃদয়ের ভোগোন্মুখী বৃত্তি হইতে রচিত বা কল্পিত হইয়াছে। 'বিশ্বম্ভর' বা 'নিমাই' নাম সেবোন্মুখ ভক্তগণের বিশুদ্ধ হৃদয় সম্পুটস্থ চৈতন্যরসবিগ্রহ চিন্তামণি। বিবুধগণ শচী-নন্দনকে 'বিশ্বম্ভর' নামে জগতে প্রকাশিত করিলেন। শচীনন্দনের আবির্ভাবের পরে সমস্ত জগৎ প্রফুল্লিত ও সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিল বলিয়া বিদ্বদ্‌গণ বালকরূপী ভগবানকে 'বিশ্বম্ভর' নামে অভিহিত করিলেন। ভাবিকালে জগৎশস্যোপরি বিচিত্রা লীলামাধুরীকাদম্বিনীধারা বর্ষিত হইবার সূচনা বিদ্বদ্‌গণ জগতের প্রফুল্লতা ও সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা শচীপুরন্দর-পুত্রের নাম রাখিলেন—'বিশ্বম্ভর'।

"প্রথম লীলায় তাঁ'র 'বিশ্বম্ভর' নাম।
ভক্তিরসে ভরিল, ধরিল ভূতগ্রাম॥

'ডুভৃঞ্' ধাতুর অর্থ পোষণ, ধারণ।
পুষিল, ধরিল 'প্রেম' দিয়া ত্রিভুবন॥

(চৈঃ চঃ আ ৩।৩২-৩৩)

অতএব 'বিশ্বম্ভর' নামটী দ্বারা গৌরসুন্দরের অভিধেয় বিগ্রহত্ব সূচিত হইতেছে। পুনরায়—

সর্ব্বলোকে করিবে এই ধারণ, পোষণ।
'বিশ্বম্ভর' নাম ইহার,—এইত' কারণ॥

(চৈঃ চঃ আ ১৪।১৯)

'বিশ্বম্ভর' নামের উল্লেখ আমরা বেদেও দেখিতে পাই। বেদ—"বিশ্বম্ভর বিশ্বেন মা ভরসা পাহি স্বাহা"—প্রভৃতি মন্ত্রে বিশ্বম্ভর—শ্রীগৌরসুন্দরের পদনখার্চ্চন করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে বরাহাবতারে পৃথিবী জলমগ্ন হওয়ায় ভগবন্নারায়ণ ধরিত্রীকে উদ্ধার পূর্ব্বক বিশ্বপালন করায় ভগবানের নাম 'বিশ্বম্ভর' হইয়াছিল। হয়গ্রীবাবতারের পূর্ব্বে জলমগ্ন পৃথ্বীতে অধোক্ষজ-বস্তুর অভিজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া অক্ষজজ্ঞান-জলধি বেদশাস্ত্র নিমজ্জিত করিয়াছিল, ভগবান্ হয়গ্রীব মধু ও কৈটভের অক্ষজজ্ঞানের অভিজ্ঞান ও নিসর্গবাদ সংহার করিয়া অবতার-বিচার বেদতাৎপর্য্যরূপে প্রচার করিয়াছিলেন। তখন ও তাঁহার নাম 'বিশ্বম্ভর' হইয়াছিল। বহুবার অসুরগণের দ্বারা দেবমানবাদি বিমর্দ্দিত হইলে নারায়ণের বিভিন্নপ্রকাশসমূহ নিমিত্তমূলে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বরক্ষা করেন, তত্তদবতারেও তাঁহাদের নাম 'বিশ্বম্ভর' হয়। তজ্জন্য ভগবদবতার বালকটীর নামও 'বিশ্বম্ভর' রাখা সঙ্গত, এই বিচার করিয়া বিদ্বজ্জনগণ শচীপুরন্দর নন্দনকে 'বিশ্বম্ভর' নামে অভিহিত করিলেন। এই গৌর-বিশ্বম্ভর বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের দীপস্বরূপ। তাঁহার কোষ্ঠী হইতেও কালবিচারে জানা যায় যে, তিনি স্বয়ংরূপ ও যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের আকরবস্তু। ইঁহার কৃপাদৃষ্টিতে ভক্তিকাদম্বিনীর সঞ্চারে ভক্তমালিগণের হৃদয়ক্ষেত্রে কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তিবীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। সুতরাং বিদ্বদ্‌গণ প্রদত্ত আদিনাম—'বিশ্বম্ভর'। লক্ষ্মীস্বরূপিণী পতিব্রতাগণের সেবোন্মুখচিত্তে যে-নাম অবতীর্ণ হইয়াছিল, তদনুসারে তাঁহারা শচীনন্দনকে 'নিমাই' নাম প্রদান করিলেন।

যমের মুখে তিক্ত বোধক 'নিম্ব' শব্দ হইতেই 'নিমাই' নাম করণ হইল।

"ডাকিনী শাঁখিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল 'নিমাই'।"
(চৈঃ চঃ আ ১৩।১১৬)

কর্ম্মফলরাজ্যে ভ্রাম্যমাণ, প্রাকৃত-চিন্তা-স্রোতে আবদ্ধ ব্যক্তিগণ মনে করিতে পারেন যে, কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচারের বশবর্ত্তী হইয়াই বুঝি পতিব্রতাগণ 'নিমাই' নাম রাখিয়াছিলেন। অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের ভোগোন্মুখ চিত্তে এইরূপ বিচার উদিত হইলেও ভগবৎসেবোন্মুখ হৃদয়ের বিচার স্বতন্ত্র। তাঁহারা বলেন যে, ভগবান্ নিত্যবস্তু, তিনি জন্মমরণশীল জীব বিশেষ নহেন। তবে তাঁহাকে এইরূপ নামে অভিহিত করিবার কারণ কি? ইহার কারণ যথেষ্ট আছে। সেই সকল কারণ সেবোন্মুখ চিত্তেরই উপলব্ধির বিষয়। বাৎসল্যগুণনিধি ভগবানের আশ্রয়ালম্বনগণ প্রেমের স্বভাববশতঃ অথবা ভগবানের লীলামাধুরী-বিস্তারিণী নিরঙ্কুশেচ্ছার পূর্ত্তিকারিণী যোগমায়ার দ্বারা অভিভূত হইয়া সর্ব্বেশ্বর ভগবানকে তাঁহাদের লাল্য ও পাল্য জ্ঞান করেন। তাঁহারা মনে করেন, ভগবান্ তাঁহাদের কুটীরাঙ্গণের একটি শিশুমাত্র। তাঁহারা তাঁহাকে রক্ষা না করিলে বালক রক্ষিত হইবে না, তাঁহারা তাঁহাকে পালন না করিলে বালক পালিত হইবে না, তাঁহারা তাঁহাকে লালন না করিলে বালক লালিত হইবে না, তাই তাঁহারা শুদ্ধ প্রেমের স্বভাব বশতঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবানকে তাঁহাদের 'লাল্য' ও 'পাল্য' জ্ঞান করিয়া কখন ও তাঁহাকে—'চিরজীবী হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন, কখনও ডাকিনী-শাঁখিনী হইতে সর্ব্বপালক ভগবানকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া 'রক্ষামন্ত্র' ও 'স্বস্তিবচন' পাঠ করেন, যমের মুখে তিক্তবোধক 'নিম্ব' শব্দ হইতে 'নিমাই' নামকরণ করিয়া তাঁহাদের অভূতপূর্ব্ব শুদ্ধবাৎসল্য-প্রেম-পরাকাষ্ঠার নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

যমের মুখে তিক্তবোধক 'নিম্ব' শব্দ হইতে সমুৎপন্ন 'নিমাই' শব্দটী প্রাকৃত লোকের নিকট অন্যবিচারে গৃহীত হইলেও ভগবৎসেবোন্মুখিনী পতিব্রতাগণের বিশুদ্ধ সঙ্গে অবতীর্ণ নামটি কখনই ব্যর্থ বা সাধারণ নামপর্য্যায়ে গ্রহণযোগ্য নহে। শচীদুলালকে এই 'নিমাই' নামে অভিহিত করিয়া পতিব্রতাগণ তাঁহাদের অদ্ভুত ভাগবত-তত্ত্বানুভূতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাহা না হইবেই বা কেন? অতত্ত্বজ্ঞের হৃদয়ে কখনও ভগবানের অবতার হয় না। সেবোন্মুখগণই—তত্ত্ববিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করেন। কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্গণই ভগবন্নাম-করণ করিতে সমর্থ, ইহা পূর্ব্বেই নন্দমহারাজোক্ত বাক্যে প্রতিপন্ন হইয়াছে। পতিব্রতাগণের 'নিমাই' নামকরণ হইতেও তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। যথা,—(ভাঃ ১।১।১৪)

"আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্॥"

[—ভয়ঙ্কর সংসারে পতিত মানব বিবশ হইয়াও যে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে সেই সংসার হইতে অচিরেই মুক্ত হন, যাঁহার নামে যম ও যমদূতগণের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং মহাকালও ভীত হন]—এই ভাগবতীয় বচনানুসারে ঐশ্বর্য্য-বিচারেও 'নিমাই' শব্দের তাৎপর্য্য এইরূপ ভাবে গৃহীত হইতে পারে। অর্থাৎ 'নিমাই' নামে যম ও যমদূতগণের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং মহাকালও ভীত হন; তাৎপর্য্য এই 'নিমাই' নামোচ্চারণকারীকে যমে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি সর্ব্বানর্থ মুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন।

কুরাদ্ধান্ত-ধ্বান্ত-ভাস্কর

পরিশিষ্ট

কটক হইতে শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ বসু এম, এ, মহাশয় প্রকাশিত "শ্রীগৌরাঙ্গবিজয়ম্" শীর্ষকপত্রের অসৎসিদ্ধান্ত গৌড়ীয়—পত্রের ২০, ২২, ২৩ ও ৩৩ সংখ্যায় প্রকাশিত "কু-রাদ্ধান্ত-ধ্বান্ত-ভাস্কর" শীর্ষক প্রবন্ধচতুষ্টয়ে খণ্ডিত হইয়াছে। পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে উক্ত খণ্ডন সংক্ষিপ্ত সংস্কৃত-শ্লোকাকারে নিম্নে গ্রথিত হইল এবং তৎসঙ্গে একটি ভাষাতাৎপর্য্য ও প্রদত্ত হইল।

শ্রীবৃন্দাবন হইতে কোন এক ব্যক্তি বসুজমহাশয়ের পূর্ব্বপক্ষসমূহের উত্তর প্রদান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ঐ পত্রখানিও শ্রীবৃন্দাবন হইতে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত উক্ত পত্রের লেখক মহাশয়ের লেখনীতে কেহ কেহ কয়েকটী পূর্ব্বপক্ষের

অবকাশ প্রাপ্ত হন। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথমটী এই যে, লেখক মহাশয় 'বিদ্বদ্বর', ও 'ভাগবতোত্তমে'র স্থাপিত সিদ্ধান্তের ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই স্বীয় বিচার প্রণালীর দুর্ব্বলতা ও পরপক্ষ কর্ত্তৃক আক্রমণযোগ্যতা প্রমাণিত করিয়াছেন। 'বিদ্বদ্বর' ও 'ভাগবতোত্তমে'র বাক্যে কোন দোষ থাকিতে পারে না, ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকাশানন্দ ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত শাস্ত্রীয় বিচারকালে প্রদর্শন করিয়াছেন,—

"ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
আর্ষ বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব॥"

সদ্বিচার সাম্রাজ্যের ধুরন্ধরাগ্রণী শ্রীল জীবগোস্বামিচরণ শ্রীধরস্বামিপাদের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বলিতেছেন যে, স্বামিপাদের বাক্যে ভ্রমাদি দোষ-স্পর্শের আশঙ্কা নাই, কারণ—"মহাবিদ্বদ্বাক্যত্বাৎ" যেহেতু স্বামিচরণ বিদ্বদ্বর, অতএব তাঁহার বাক্য ভ্রম-প্রমাদাদি শূন্য।

শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।
উত্তম অধিকারী তেঁহ তারয়ে সংসার॥

সুতরাং 'ভাগবতোত্তম' বা 'বিদ্বদ্বর'-মুখে বলিয়া তাঁহার দোষ প্রদর্শন করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করিলে উহা বিপ্রলিপ্সার প্রকার ভেদরূপে পরিগণিত হইবে। এবম্বিধ দোষ মুক্ত হইয়া নিরপেক্ষভাবে শাস্ত্রীয় প্রণালী অনুসারে অসম্মত নিরসনই কর্ত্তব্য।

"গৌরাঙ্গবিজয় মি"তি পত্রপ্রতিপাদ্য-মতবাদস্য পঞ্চাঙ্গবিচারাবয়ব-প্রদর্শনমুখেন খণ্ডনম্।

সাত্বতসম্প্রদায়াত্তু ভেদোঽসৎ-সম্প্রদায়িনাম্।
বিশিষ্টং কারণং কিঞ্চিদুপজীব্য প্রবর্ত্ততে॥ ১॥
একোঽবরোহবাদী স্যাৎ শ্রৌতপন্থী সতাং মতঃ।
আম্নায়ানুগতঃ সত্য-সনাতন মতাশ্রয়ঃ॥ ২॥
আরোহবাদমাশ্রিত্য স্বতন্ত্রমত চারকঃ।
শ্রৌতক্রমো ভবত্যন্যঃ সততং স্বার্থতৎপরঃ॥ ৩॥
শিষ্টপরম্পরা প্রাপ্ত-পদ্ধতিঃ শ্রুতিবাক্ তথা।
"গৌরাঙ্গবিজয়া"খ্যেঽস্মিন্ প্রবন্ধে প্রাগ্‌বিলঙ্ঘিতা॥৪॥
ভেদাভেদ-প্রকাশোঽয়মচিন্ত্যাখ্যো গুরুর্মতঃ।
তথা ভগবতত্ত্বমাশ্রয়াভিধমুচ্যতে॥ ৫॥
তস্মাৎ প্রথমপূজ্যত্বে বিহিতেঽপি সদা গুরোঃ।
শিষ্যৈঃ স ভগবচ্ছীর্ষে স্থাপয়িতুং ন শক্যতে॥ ৬॥
শ্রীগুরুঃ পূজ্যতে লোকে পার্শ্বে ভগবতঃ সদা।
হরিভক্তিবিলাসাদি-সাত্বতস্মৃতি-ভাষণাৎ॥ ৭॥
শ্রীমদ্ভাগবতং ভাষ্যং বেদান্তস্য চ মৌখিকী।
শ্রুতির্ভাগবতং বক্তি ব্রহ্মসম্প্রদায়ং সদা॥ ৮॥
কলিসন্তরণে ব্রহ্মা দ্বাত্রিংশদক্ষরাত্মকম্।
নাম-ষোড়শকং বিষ্ণোঃ প্রাপ্যাহ নারদায় চ॥ ৯॥
গৌরনারায়ণস্তদ্ধি কলিযুগস্য কেবলম্।
তারকব্রহ্মনামেতি কীর্ত্তয়ামাস ভূতলে॥ ১০॥
ব্রহ্মণঃ সম্প্রদায়াচ্চ গুরুপরম্পরাগতম্।
বিশুদ্ধং নাম সন্ত্যজ্য দুর্ব্বুদ্ধিপরিকল্পিতম্॥ ১১॥
যৎ কিঞ্চিন্নামসম্বদ্ধং ছন্দোবদ্ধং নবং পুনঃ।
"গৌরাঙ্গ বিজয়া"খ্যস্য পত্রস্য শেষপৃষ্ঠোপরি॥ ১২॥
তস্মাৎ প্রবন্ধকারস্য স্বাচারেণৈব নীয়তে।
ব্রহ্মণঃ সম্প্রদায়েন বিরোধিত্বমিহ স্ফুটম্॥ ১৩॥
পত্রে নির্বিশিষ্টকস্তেন মতবাদঃ প্রকাশিতঃ।
পঞ্চাবয়ব-সংযোগাদ্ বিচারেণ নিরস্যতে॥ ১৪॥
গৌড়ীয়সম্প্রদায়ানাং মাধ্বান্তর্গততা ভবেৎ।
বিষয়ঃ সংশয়শ্চায়ং শ্রীমাধ্বানুগতো ন বা॥ ১৫॥
ন ভবেৎ পূর্ব্বপক্ষীয়া চোদনা সংপ্রবর্ত্ততে।
সাধ্য-সাধন-শাস্ত্রেষ্ট-ভাষ্য-বাদ-ভিদা যতঃ॥ ১৬॥
সম্প্রদায়প্রণেতারশ্চত্বারো যস্য ভৃত্যকাঃ।
তেষামন্যতমাধীনঃ স চৈতন্যঃ কথং ভবেৎ॥ ১৭॥
পূর্ব্বপক্ষো দ্বিতীয়োঽয়ং তৃতীয়স্তেন মানিতে।
মাধ্বমতে কথং তত্ত্ববাদিনাং খণ্ডিতং মতম্॥ ১৮॥
ইদানীমুত্তরঃ পক্ষঃ স্থাপ্যতে শাস্ত্রসঙ্গতঃ।
সাধ্যাদীনাং বিভেদো ন বস্তুতস্তু ভয়োর্মতে॥ ১৯॥
সিদ্ধান্তঃ কৃষ্ণচৈতন্যদেবেন যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
স এব মাধ্ববাদানামুদ্দিষ্টশ্চরমো ভবেৎ॥ ২০॥
মাধ্বে সাধ্যং ভবেদ্ বিষ্ণুপাদাপ্তিমুক্তিরেব তি।
মুক্তানামপি চান্যোঽন্যং ভিদানন্দবিভেদতঃ॥ ২১॥
ভজন ন্যূনতাধিক্যভাজাং মুক্তৌ চ তিষ্ঠতাম্।
সেবানন্দময়ী কাষ্ঠা পরমা ব্যক্ততাং গতা॥ ২২॥
শ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রোক্ত-ভজন-নীতিসংগ্রহে।
অতোঽত্রাপি কিয়ান্ ভেদো নোভয়োঃ সংপ্রবর্ত্ততে।

যথা সর্পিষ উৎকর্ষাৎ ক্ষীরাদিহ ব্যবস্থিতাৎ।
মৌলিকত্বং ন হি ক্ষীরে ঘৃতস্য সম্ভবেদিতি ॥ ২৪ ॥
বিচারঃ সর্ব্বথাঽসিদ্ধস্তথা শ্রীমাধ্বমুক্তিতঃ।
শ্রীগৌরসুন্দরাখ্যাতঃ প্রেমা সাধ্যতমো যতঃ ॥ ২৫ ॥
উৎকর্ষং ভজতে তস্মান্ মহাপ্রভুর্ন তন্মতম্।
স্বীচকারেতি যুক্তিশ্চ জড়ভেদপ্রতিষ্ঠিতা ॥ ২৬ ॥
সূত্রভাষ্যে তথা মাধ্বে ভক্তিরমলসংজ্ঞিতা।
স্বারাজ্যপদমারূঢ়া কর্ম্ম সাচিব্যধর্ম্মকম্ ॥ ২৭ ॥
খণ্ডিতমভিদেয়ত্বং মুখ্যং কর্ম্মগতং যতঃ।
ভাগবতীয়সিদ্ধান্তবৈষম্যং তেন নৈব হি ॥ ২৮ ॥
"কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ।
ইতি মুণ্ডকভাষ্যে শ্রীমধ্বপাদঃ স্বয়ং বদন্ ॥ ২৯ ॥
ভক্তেঃ শ্রীকীর্ত্তনাখ্যায়াঃ সাধনত্বমকল্পয়ৎ।
শ্রীমচ্চৈতন্যদেবস্য মতমপি সমং ভবেৎ ॥ ৩০ ॥
শ্রীমন্মাধ্বমতে শাস্ত্রং মহাভারতমেব হি।
ইতি স্বকল্পিতং বাক্যং গর্হণীয়ং মনীষিভিঃ ॥ ৩১ ॥
যতস্তসৌ স্বকে ভাষ্যে শ্রীমদ্ভাগবতং পরম্।
তাৎপর্য্যনির্ণয়ে শাস্ত্রং ভারতস্যাহ সর্ব্বথা ॥ ৩২ ॥
স্বীচকার তথা সম্যগ্বেদার্থপরিবৃংহিতম্।
শব্দপ্রমাণমাত্রং তৎ শ্রীমদ্ভাগবতং মুনিঃ ॥ ৩৩ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতং জ্ঞাত্বা প্রমাণ-শিরসি স্থিতম্।
শ্রুতীনাং ব্রহ্মসূত্রস্য ব্যাখ্যানে তদ্বচো দধৌ ॥ ৩৪ ॥
সুমধ্ববিজয়াখ্যস্য মহাকাব্যস্য বর্ণনাৎ।
মধ্বপাদপ্রণীতাচ্চ দ্বাদশস্তোত্রতস্তথা ॥ ৩৫ ॥
জ্ঞায়তে সুধীভির্দেবো নন্দনন্দন এব হি।
ইষ্টত্বেন বৃতঃ শ্রীমন্মধ্বপাদেন সর্ব্বদা ॥ ৩৬ ॥
তথা তেনোড়ুপীক্ষেত্রে শ্রীমূর্ত্তির্যা প্রতিষ্ঠিতা।
বালকৃষ্ণস্য হস্তেকে মন্থদণ্ডবিধারিণী ॥ ৩৭ ॥
অন্যস্মিন্ মন্থরজ্জুঞ্চ দধানঃ তদ্বিলোকনাৎ।
স্ফুটং প্রতীয়তে দেবো নান্যোঽসৌ নন্দনন্দনাৎ ॥ ৩৮
শ্রীগোবিন্দাভিধং ভাষ্যং স্বকীয়ত্বেন মানয়ন্।
গ্রন্থকর্ত্তুঃ স্বীকারোক্তিং মাধ্বানুগমনে যদি ॥ ৩৯ ॥
মানয়তি ন কোঽপ্যত্র ভণ্ডত্বং তস্য মীয়তে।
শাস্ত্রস্যাংশং পরিত্যজ্য খণ্ডতস্তৎ পরিগ্রহাৎ ॥ ৪০ ॥
মধ্বপ্রবর্ত্তিতে বাদে শুদ্ধদ্বৈতসমাহ্বয়ে।
কেবলাদ্বৈতবাদাখ্য-পীড়নাজ্জীবসন্ততিম্ ॥ ৪১ ॥

রক্ষিতুং ভেদবাহুল্যং যদ্যপি পরিলক্ষ্যতে।
তথাপ্যনাদৃতা নাস্মিন্নভেদজ্ঞাপিকা শ্রুতিঃ ॥ ৪২ ॥
অভেদবচসাং শুদ্ধদ্বৈতে সঙ্গতিদর্শনাৎ।
ভেদাভেদমচিন্ত্যাখ্যং ভঙ্গ্যাঙ্গী কৃতবান্ মুনিঃ ॥ ৪৩ ॥
স্বপ্রণীতে তথা ভাষ্যে শ্রীমধ্বমুনিপুঙ্গবঃ।
অচিন্ত্য ইতি শব্দস্য প্রয়োগং বহুশোঽকরোৎ ॥ ৪৪ ॥
শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়েন শাস্ত্রৈকদেশদর্শিনাম্ঃ
বিগর্হণং কৃতং যাদৃক্ শ্লোকে পশ্চাৎ স্ফুটং হি তৎ ॥ ৪৫
গৃহেষ্যোগিযো বিরোধে হি হরৈকামপরাঙ্মুখীম্।
বিরোধ-শান্তিং কঃ কুর্য্যাৎ বিনা ম্লেচ্ছকুমারকান্ ॥ ৪৬
পূর্ব্বপক্ষরুদাক্ষেপঃ প্রথমঃ খণ্ডিতঃ পুনঃ।
নিরস্ততেঽধুনা যত্ন্যা দ্বিতীয়ো যশ্চ বর্ত্ততে ॥ ৪৭ ॥
"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।"
ইতি সাত্বতশাস্ত্রস্য ভাষিতং যৎ প্রবর্ত্ততে ॥ ৪৮ ॥
মর্য্যাদাং রক্ষিতুং তস্য ভগবান্ ধর্ম্মপালকঃ।
স্বয়মেবাচরন্ কর্ম্ম লোকশিক্ষার্থমীশ্বরঃ ॥ ৪৯ ॥
সাত্বতসম্প্রদায়স্য সদাচার্য্যচতুষ্টয়ে।
অন্যতমং মুনিং মধ্বং কৃপয়াঙ্গীচকার সঃ ॥ ৫০ ॥
রক্ষতি সম্প্রদায়ো যঃ কেবলাদ্বৈতপীড়নাৎ।
জীবকুলং প্রযত্নেন সন্ততং ধরণীতলে ॥ ৫১ ॥
বদতি ভগবন্তঞ্চ সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্।
শ্রীমদ্গৌরস্তথাদ্বৈতো নিত্যানন্দ ইতি শ্রুতাঃ ॥ ৫২ ॥
ভগবদবতারাস্তং স্বীকুর্ব্বন্তঃ কৃপান্বিতাঃ।
ব্রহ্মমাধ্বানুগত্বেন গৌড়ীয়মবদন্ ভুবি ॥ ৫৩ ॥
পূর্ব্বপক্ষদ্বয়াক্ষেপং নিরস্য সাম্প্রতং ক্রমাৎ।
তৃতীয় পূর্ব্বপক্ষস্য খণ্ডনং সংবিধীয়তে ॥ ৫৪ ॥
কৃষ্ণচৈতন্যদেবেন তদানীং তত্ত্ববাদিনাম্।
আচার্য্যরঘুবর্য্যাখ্যতীর্থস্য খণ্ডিতং মতম্ ॥ ৫৫ ॥
তত্তু শ্রীমধ্বসিদ্ধান্তাদ্ বিচ্যুতং বিকৃতং স্বকম্।
তন্নিন্দনং মধ্ববাদে খমুষ্টিহননায়তে ॥ ৫৬ ॥
গৌড়ীয়সম্প্রদায়স্য মাধ্বান্তর্ভবনে পুনঃ।
সর্ব্বাঃ সঙ্গতয়ঃ সিদ্ধাঃ সর্ব্বথা সন্তবন্তি চ ॥ ৫৭ ॥
"ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা" শ্রীমদ্ভাগবতং বচঃ।
"সম্প্রদায়বিহীনা যে" ইত্যাদি স্মৃতিশাসনম্ ॥ ৫৮ ॥
"অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি" সাত্বতশাস্ত্রভাষিতম্।
সঙ্গচ্ছন্তে তথাদ্বে হি নান্যথা সঙ্গতির্ভবেৎ ॥ ৫৯ ॥

সিদ্ধান্তস্তু প্রতিষ্ঠা ন কদাপি সঙ্গতিং বিনা।
এবং বিচারপঞ্চাঙ্গৈরসম্মতং নিরাকৃতম্॥ ৬০॥

"গৌরাঙ্গ বিজয়ম্' শীর্ষক পত্রের
প্রতিপাদ্য মতবাদের পঞ্চাঙ্গ-
বিচারাবয়ব দ্বারা খণ্ডন।

(১) সাত্বত সম্প্রদায় হইতে অসৎ সম্প্রদায়ের পার্থক্য একটি বিশেষ কারণমূলে স্থাপিত। একজন শ্রৌতপন্থী, অবরোহবাদী, আম্নায়ানুগত আর একজন শ্রৌতক্রম, আরোহবাদী, স্বতন্ত্রমত-প্রচারক।

(২) 'গৌরাঙ্গবিজয়ম্' শীর্ষক পত্রে আম্নায়বাক্য বা শিষ্টপরম্পরাবতীর্ণ উপদেশ লঙ্ঘিত হইয়াছে। আদৌ গুরু-পূজা বিহিত হইলেও ভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ আশ্রয়-জাতীয় ভগবত্তত্ত্ব গুরুদেবকে ভগবানের শিরোদেশে শিষ্যকর্ত্তৃক স্থাপিত হইতে পারে না। ভগবানের পার্শ্বেই শ্রীগুরুদেব পূজিত হন, ইহাই হরিভক্তিবিলাসাদি সাত্বত স্মৃতির বিধান।

(৩) মুণ্ডক শ্রুতি, বেদান্তভাষ্য, শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্ম-সম্প্রদায়কে ভাগবত-সম্প্রদায় ও তদ্বিরোধী মতবাদকে 'পাষণ্ড-মত' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 'কলি-সন্তরণোপনিষদে' ব্রহ্মা নারদকে নারায়ণ হইতে প্রাপ্ত যে দ্বাত্রিংশ অক্ষরাত্মক ষোড়শনাম প্রদান করিয়াছিলেন, তাই গৌরনারায়ণ কলি-যুগের একমাত্র তারক-ব্রহ্মনাম বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। সেই ব্রহ্ম সম্প্রদায় হইতে গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত বিশুদ্ধ নাম পরিত্যাগ করিয়া কল্পিত নবীন ছন্দোবন্ধ 'গৌরাঙ্গবিজয়ম্' শীর্ষক পত্রোপরি সংলগ্ন হওয়ায় উক্ত পত্র-প্রচারকের ব্রহ্ম-সম্প্রদায়-বিরোধ তৎকৃত আচরণ দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে।

(৪) 'গৌরাঙ্গ বিজয়ম্' শীর্ষক পত্রে যে মতবাদ স্থাপনের প্রয়াস হইয়াছে, তাহার কোন প্রকারেই প্রতিষ্ঠা নাই। বিচারের পঞ্চাবয়ব সংযোজনা-দ্বারা উক্ত পত্রের মতবাদ নিরাকৃত হইতেছে। বিচার্য্য **বিষয়**—গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের মধ্বান্তর্গতত্ব, **সংশয়**—গৌড়ীয়-সম্প্রদায় মাধ্ব-সম্প্রদায়ান্তর্গত কিনা? **পূর্ব্বপক্ষ**—গৌড়ীয়-সম্প্রদায় মধ্বসম্প্রদায়ান্তর্গত হইতে পারে না, কারণ (ক) মধ্বসম্প্রদায় ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে পরস্পর (১) সাধ্য, (২) সাধন, (৩) শাস্ত্র, (৪) ইষ্ট, (৫) ভাষ্য ও (৬) বাদ—এই ষড়্বিধ ভেদ বর্ত্তমান। (খ) দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষ—চতুঃসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণ যাঁহার ভৃত্যবর্গ, সেই কৃষ্ণচৈতন্য দেব কিরূপে তাঁহাদের কোন একজনের বশংবদ হইতে পারেন? (গ) তৃতীয় পূর্ব্বপক্ষ এই যে, যদি শ্রীচৈতন্যদেব মধ্বমতকেই স্বীকার করিবেন, তাহা হইলে কেনই বা তিনি তদানীন্তন তত্ত্ববাদীর মত খণ্ডন করিলেন?

উত্তরপক্ষ বা সিদ্ধান্ত—পূর্ব্বপক্ষকারীর এই সকল মত স্থাপিত হইতে পারে না, কারণ মধ্বসম্প্রদায় ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে সাধ্য, সাধন, শাস্ত্র, ইষ্ট, ভাষ্য ও বাদে মূলতঃ কোনই ভেদ নাই, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব-প্রচারিত সিদ্ধান্ত শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত মতেরই চরম উদ্দেশ্য বা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক অবস্থা। শ্রীমন্মধ্ব-মতে সাধ্য বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রি-লাভরূপ মুক্তি ও মুক্তগণের মধ্যে ভেদ (ছাঃ ভাঃ ৬ অঃ) অর্থাৎ আনন্দের তারতম্য ('মুক্তানানন্দো বিশিষ্যতে'—মধ্বভাষ্য ৩।৩।৩৩) স্বীকৃত আর ভজন-তারতম্যে অবস্থিত মুক্তগণে সেবানন্দময়ী পরাকাষ্ঠাবস্থা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত ভজনমুদ্রায় অভিব্যক্ত। যেমন, ক্ষীর হইতে ঘৃতের শ্রেষ্ঠত্ব আছে বলিয়া ঘৃতে ক্ষীরের মৌলিকত্ব নাই;—এরূপ বিচার নিতান্ত অসিদ্ধ, তদ্রূপ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-প্রতিপাদ্য সাধ্য বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রি-লাভরূপ মুক্তি হইতে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত সাধ্যসারপ্রেমার উৎকর্ষ আছে বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই, এরূপ যুক্তিও নিতান্ত জড়ভেদ-মূলা।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সূত্রের ভাষ্যে অমলা ভক্তিকেই স্বরাট্ রাজার আসন প্রদানপূর্ব্বক কর্ম্মকে মন্ত্রী অর্থাৎ গৌণ কর্ম্ম নির্ব্বাহকের আসনে স্থাপনানন্তর কর্ম্মের মুখ্য অভিধেয়ত্ব নিরাস করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত বা ভাগবত সিদ্ধান্তের সহিত এই মতের কোন বিরোধ নাই। শ্রীমধ্বাচার্য্য মুণ্ডকোপনিষদভাষ্যে "কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ" এই বাক্য দ্বারা কীর্ত্তনাখ্যাভক্তির সাধনত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীমন্মধ্ব মতে 'মহাভারতই শাস্ত্র'—এরূপ স্বকপোল-কল্পিত মত নিতান্ত অগ্রাহ্য। কারণ, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য স্বীয় ভাষ্যে শ্রীমদ্ভাগবতকে মহাভারতের তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক গ্রন্থ ও বেদার্থ পরিবৃংহিত শব্দ-প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রমাণ শিরোমণি জানিয়া

শ্রীমদ্ভাগবতের বচন উদ্ধারপূর্ব্বক ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা ও শ্রুতি-মন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সুমধ্ববিজয় মহাকাব্যের বর্ণনানুসারে ও শ্রীমন্মধ্ব-পাদের দ্বাদশস্তোত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য নন্দনন্দনকেই ইষ্টরূপে বরণ করিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত তিনি উড়ুপীতে যে বালকৃষ্ণ শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহার এক হস্তে দধিমন্থন-দণ্ড, অপরহস্তে মন্থনরজ্জু, সুতরাং সেই শ্রীমূর্ত্তি নন্দনন্দন ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারেন না।

গোবিন্দভাষ্যকে অস্মৎসম্প্রদায়ের ভাষ্য বলিয়া স্বীকার করিলে, গোবিন্দভাষ্যকার ভাষ্যপ্রারম্ভে নিজকে মধ্বসম্প্রদায়ের অনুগত গৌড়ীয় বলিয়া যে স্বীকারোক্তি করিয়াছেন, তাহা স্বীকার না করিলে 'এক মানি আর এক না মানি, এই মত ভণ্ড'—এইরূপ ভণ্ডত্ব প্রমাণিত হয়।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত শুদ্ধদ্বৈতবাদে কেবলাদ্বৈতবাদরূপ পীড়া হইতে জীবকুলকে দূরে রাখিবার জন্য ভেদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইলেও অভেদপর শ্রুতির অবমাননা হয় নাই। শুদ্ধদ্বৈতবাদে যেরূপ অভেদপর শ্রুতির সঙ্গতি পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতেই প্রকারান্তরে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য স্বীয় ভাষ্যের বহুস্থানে 'অচিন্ত্য' শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্রীমন্মধ্বসম্প্রদায় কর্ত্তৃক শ্রুতির একদেশীয় মত সমর্থনকারিগণকে কিরূপভাবে গর্হণ করা হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকটীতে ব্যক্ত হইবে।

গাভীদ্বয়ের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে ম্লেচ্ছ কুমার সমূহ ভিন্ন গাভী আর কেহ বা একটী হত্যা দ্বারা অপরটীকে যুদ্ধ হইতে বিরত করিয়া বিরোধ শান্তি করিয়া থাকে ?

পূর্ব্বপক্ষকারীর দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনমুখে বলা যাইতেছে যে, 'সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলামতাঃ' —এই সাত্বত শাস্ত্রবাক্যের মর্য্যাদা সংরক্ষণার্থ ধর্ম্মবন্ধু ভগবান্ স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক লোকশিক্ষার্থ সাত্বত সম্প্রদায় অন্যতম শ্রীমন্মধ্বপাদকে কৃপাপূর্ব্বক স্বীকার করিয়াছেন। যে সম্প্রদায় কেবলাদ্বৈতবাদরূপপীড়া হইতে জীবকুলকে অধিকতর দূরে রাখিয়াছে এবং যে সম্প্রদায়ে ভগবানের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব স্বীকৃত, তাঁহাকেই ধর্ম্ম মর্য্যাদা-রক্ষণকারী গৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈত ভগবদবতারত্রয় কৃপাপূর্ব্বক স্বীকার করিয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে ব্রহ্মমাধ্বসম্প্রদায়ের অনুগত বলিয়া জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

পূর্ব্বপক্ষকারীর তৃতীয় পূর্ব্বপক্ষের উত্তর এই যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তদানীন্তন তত্ত্ববাদী আচার্য্য রঘুবর্য্যতীর্থের ব্যক্তিগত মত বা শ্রীমন্মধ্বসিদ্ধান্ত হইতে বিচ্যুত, বিকৃত মতের নিন্দা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করেন নাই।

সঙ্গতি—গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মাধ্ব-সম্প্রদায়ান্তর্গতত্ব স্বীকার করিলে সর্ব্বপ্রকার সঙ্গতিও সাধিত হয়। প্রথমতঃ "ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্ভূব" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য "ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা" ইত্যাদি ভাগবতবাক্য "সম্প্রদায়বিহীনা যে" "অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি" ইত্যাদি সাত্বতশাস্ত্রবাক্যের সহিত সঙ্গতি হয়। পূর্ব্বপক্ষকারীর সিদ্ধান্ত অঙ্গীকার করিলে শাস্ত্র ও আপ্তবাক্য-সঙ্গতির ব্যাঘাত ঘটে। সঙ্গতি ভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা নাই। অতএব পঞ্চাঙ্গ বিচার দ্বারা অসৎমত খণ্ডিত হইল।

প্রাপ্ত প্রবন্ধ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৩শ সংখ্যার পর)

গোস্বামী প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—প্রভো! আপনারাত' গোস্বামিসন্তান, আপনাদের স্বরূপ কি? সাধু-মুখে শুনিতে পাই—গোস্বামিগণ ষড়্বেগজয়ী, একথা ঠিক কি না? আপনি সেই ষড়্বেগের কোন্ বেগটি জয় করিয়া গোস্বামী হইয়াছেন? ভাগবত পাঠ করিতে যে আসিয়াছেন, সেই ভাগবত-পাঠে আপনার অধিকার আছে কি না, সে লক্ষ্য আছে ত? বৈষ্ণব শাস্ত্রে বলিতেছেন,—

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেতধীরঃ সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ

ঐ শুনুন, শ্রীভাগবতবেত্তা-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীব্যাস-দেব কি বলিতেছেন,—

মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ইহা না বুঝয়ে বিদ্যা, তপঃ, প্রতিষ্ঠায়॥

ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর-বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তি-সার॥

তাই, ভাগবত-ব্যবসায়ী ও শাস্ত্র-ব্যবসায়ীর মুখে শ্রীহরি কীর্ত্তিত হন না। তাহাদের মুখে যাহা কীর্ত্তিত হয়, তাহা বাহ্যাকারে শুনিতে হরিগুণানুকীর্ত্তনের মত হইলেও উহা 'নাম' নহে, উহা মায়া বা স্বার্থপূর্ণ কাপট্য-নাট্য মাত্র, যেহেতু শ্রীহরি নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের হৃদয়ের ধন। শ্রীহরির চরণ-কমলের মকরন্দকণাবাহী অনিল মহদ্ব্যক্তিগণের সেবোন্মুখ বদন হইতে উচ্চারিত হইয়া জীবগণের জন্ম-জন্মান্তরের চিত্তদর্পণের মলিনতারাশি দূর করিয়া দেয়। সুতরাং উহা যে নির্ম্মৎসর নিষ্কিঞ্চন ত্যাগী মহাপুরুষের পদ, উহাতে ভোগীদের কোন স্বত্বই নাই। তবে যে স্বার্থপর ভূতকপাঠকগণের ঐ সমস্ত পদে অর্থাৎ ব্যাসাসনে উপবিষ্ট হইবার ধৃষ্টতা দৃষ্ট হয়, উহা শুধু প্রতারণামাত্র। আপনার মত ভাগবতপাঠিগণের মুখে ভাগবত শ্রবণ করিয়া কেবল আমাদের মত স্বার্থপরদের নরকের পথই প্রশস্ত হইতেছে। ঐ শুনুন, শ্রীচৈতন্যভাগবত কি বলিতেছেন,—

"বুঝিলাম তুমি যে পড়াও ভাগবত।
কোন জন্মে না জানহ গ্রন্থ-অনুভব॥
যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাঁহারাও না জানেন গ্রন্থ অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি মরে॥"

শুদ্ধ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের আনুগত্য-ব্যতীত স্বার্থপর ব্যবসায়ীর আনুগত্যে ভাগবত পাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠান সকলই বৃথা হইতেছে। আমরাও নিজেরা ব্যবসায়ী ও ঘোর স্বার্থপর। পারমার্থিক পথে সেই ব্যবসায়িবুদ্ধি খাটাইতে গিয়া বেশী রকম ঠকিয়া যাইতেছি। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা লইয়া কি ভগবদ্ভজন হয়? কামিনী-কাঞ্চন-প্রতিষ্ঠাশা লইয়া ভগবদ্ভজন করিতে গেলে উহাদেরই ক্রীড়নক হইতে হয়, তাই আমরা আমাদের অপেক্ষা যে অধিক স্বার্থপর অর্থাৎ ভাগবত-ব্যবসায়ী ও কীর্ত্তন-ব্যবসায়ী, তাহাদের উপজীবিকার ক্ষেত্রমাত্র হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের মত স্বার্থপরদের এইরূপ প্রবঞ্চিত হওয়াই দরকার; এস্থলে ভগবান্ আমাদের উপর উপযুক্ত ব্যবস্থাই করিয়া থাকেন, যেহেতু আমাদের অর্থ কেবল আমাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতা ও খাম-খেয়ালির জন্য আমাদের নিকট গচ্ছিত থাকে নাই, এ অর্থ সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য গচ্ছিত রহিয়াছে। আমরা সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলচেষ্টা না করিয়া স্বার্থপরতা-দোষে যেমন কেবল নিজের উদ্ধারের জন্য সেই অর্থব্যয় করিতে আগ্রহান্বিত হই অর্থাৎ ন্যায়-পথ ছাড়িয়া অন্যায় পথ অবলম্বন করি, অমনিই এই সমস্ত পারমার্থিক পথের ব্যবসায়ী স্বার্থপরদের হাতে পড়িয়া "ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ"

প্রত্যেক ধনবান ব্যক্তির একথা যেন স্মরণ থাকে, তাহার নিকট গচ্ছিত ধনের সদ্ব্যবহার করাই তাহার কর্ত্তব্য। কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট হরিভক্তগণ নিজনিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণযোগ্য অর্থে ও বিলাস সম্ভারে বাস্তবিকই ঘৃণা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা বিষয়িজীবের মঙ্গল-জন্য তাহাদের-ই ন্যায় বাহ্যে বিষয় গ্রহণ করার ভাণ দেখাইয়া ঐ সমস্ত বিষয়ি জীবের ভীতি অপনোদনপূর্ব্বক তাহাদের দ্বারা হরিসেবা করাইয়া লইতে চাহেন, এই জন্য ঐসমস্ত নিষ্কিঞ্চন ও নির্ম্মৎসর ভক্তগণ ধনদুর্ম্মদান্ধব্যক্তিগণের দ্বারে দ্বারে গিয়া বলিয়া থাকেন, "তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব"—হে ধনগর্ব্বিত বিষয়িগণ! আপনারা আপনাদের সঞ্চিত অর্থ-দ্বারা মাধবের সেবা করুন, মাধব যে লক্ষ্মীপতি, তিনিই সমস্ত ধনের মালিক, তাঁহার ধন তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করুন, যদি আপনারা তাহাতে বিমুখ হন, তাহা হইলে শাস্ত্র আপনাদিগকে 'স্তেন' বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। আবার স্ত্রীসঙ্গিগণের দ্বারে দ্বারে গিয়া বলিতেছেন,—'কামিনীর কাম নহে তবধাম, তাহার মালিক কেবল যাদব।' কামিনী তোমার বিলাস-সম্ভার নহে। উহার মালিক একমাত্র অদ্বয়জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ। 'আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তার নাম কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।' তোমার ধন, জন, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা উহাদের প্রকৃত মালিক একমাত্র ভগবান।"

জাতি, কুল, বিদ্যা প্রভৃতি জড়াভিমানিব্যক্তিগণের নিকট বলিয়া থাকেন—"বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা তাতে কর নিষ্ঠা, তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।"

যদি প্রতিষ্ঠালাভের আশা থাকে, তবে বৈষ্ণবীপ্রতিষ্ঠাতে মনোনিবেশ কর, নতুবা বিদ্যা, জাতি, কুল, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি-দ্বারা যে জড় প্রতিষ্ঠার আশা, তাহা তোমাকে নরক-

পথেই চালিত করিবে। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি ভোক্তৃত্বাভিমানে ভোগ করিবার জন্য লালায়িত হন না, তাঁহারা কায়মনোবাক্যে অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া থাকেন। সেই জন্য বৈষ্ণবের সেবা-বাসনায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদের পশ্চাৎ সতত ধাবমান হয়,—

প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা নির্ম্মিত॥

মন্তব্য লিখিয়া বাধিত করিবেন, নিবেদনমিতি।

আপনাদের শ্রীচরণাশ্রিত শরণাগত দাসানুদাস
শ্রীকালীকুমার পোদ্দার।

—•—

মন্তব্য

উপরি-উক্ত প্রাপ্ত প্রবন্ধটী কতিপয় ব্যক্তির নাম বাদ দিয়া প্রকাশিত হইল। কারণ তাঁহারা কিম্বা তাঁহাদের অনুগতাভিমানি-সম্প্রদায় হয় ত' ঐ সকল নাম প্রকাশিত হইলে লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইবেন। অথবা যখন ব্যবসায়ি-গুরুব্রুব ও কীর্ত্তনীয়া সমাজের সর্ব্বত্রই এইরূপ আচরণ দৃষ্ট হয় তখন ব্যক্তিবিশেষের নাম প্রকাশ করিয়াই বা ফল কি? গুরুব্রুবগণ পতিতপাবন নিত্যানন্দের সজ্জা গ্রহণ করিয়া পতিত হইবার ভয়ে এতদূর ভীত কেন? এ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, তাঁহাদের কপটতা ধরা পড়িয়া যায়। বিভিন্ন স্থানে এইরূপ শত শত ঘটনা প্রত্যহ ঘটিতেছে। তথাপি কি জন্য যে সাধারণের চক্ষু উন্মীলিত হইতেছে না, তাহা ভাবিলে মনে হয় জীবের অনাদিবহির্ম্মুখতাই উহার একমাত্র কারণ। যাহা হউক, স্থানে স্থানে যে অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও সত্যানুসন্ধিৎসার আভাস দৃষ্ট হইতেছে, ইহা আশাপ্রদ লক্ষণ। জগতের সকলে সত্য গ্রহণ করিবেন না। সুকৃতিমান সত্যপিপাসু—যাঁহাদের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইয়াছে তাঁহারাই সাধুশাস্ত্রগুরুকৃপায় নিরপেক্ষ সত্যের সেবক হইবেন। অপরে গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় গতানুগতিক বহির্ম্মুখতার স্রোতেই ধাবিত হইবেন।

শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্ম-বন্দোপাধ্যায়
সম্পাদক-সঙ্ঘপতি, গৌড়ীয়।

প্রচার প্রসঙ্গ

Sreemat Tridandi Swami of the Mayapur Math, Nabadvip, visited Contai on Saturday the 9th April. The Swamiji delivered two lectures in the local Hari Sabha Hall, which is so well-known throughout the Sub-division. Both his lectures, sprinkled as they were with beautiful quotations from the Sastras, were highly appreciated by the audience most of whom were highly educated persons. His knowledge of the Sastras is really vast and he successfully demonstrated in his speech the liberal spirit for which Vaisnavism is so well-suited to the modern age. The fine oratory of the Swamiji caught the heart of all and he will be remembered with a grateful memory for a long time to come by the people of the town.

SANJIB CHOWDHURI.
Vice-Principal, P. K. College, Contai.

Forward Thursday, April 7, 1927.

HOPEFUL SIGNS ADJUSTING COMMUNAL TENSION ON SPIRITUAL BASIS.

That Hindu-Moslem tension is a manufactured one and can be adjusted on spiritualistic basis was conclusively proved on 3rd April when more than thousand Mussalmans and Hindus assembled to hear Tridandi Swami Bhakti Vibek Bharati of the Gaudiya Math Calcutta. On the 2nd instant some Mussalmans were so much impressed by Swamiji's speech at Bera School premises that they offered themselves to organise a combined meeting to hear him.

Accordingly the meeting commenced next day at 2 P.M. It was one of the hotest day. The people heard the Swamiji for about three hours with rapt attention standing in the scorching sun and when the meeting terminated they were more eager to hear him. An atmosphere of peace and amity prevails.

GAUDIYA, *Calcutta.*

Yesterday Utsab celebrated successfully thousand men fed amidst Kirtan speeches. Chirulia Midnapur.

Pradiptirtha.

—•—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১০ই বৈশাখ ১৩৩৪, ২৩শে এপ্রিল ১৯২৭	৩৫শ সংখ্যা

সারকথা

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য

আপন ভক্তের দুঃখ শুনিয়া ঠাকুর।
পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ বাড়িল প্রচুর॥
সংহারিমু বলি সব করয়ে হুঙ্কার।

(চৈঃ ভাঃ ম ২।৮৬-৮৭)

আপনারে লুকায়েন প্রভু বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতেরে স্তুতি করে যুড়ি দুই কর॥
নমস্কার করি তার পদধূলি লয়।
আপনার দেহ প্রভু তারে নিবেদয়॥
অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়।
তোমার সে আমি হেন জানিহ নিশ্চয়॥
ধন্য হইলাম আমি দেখিল তোমায়।
তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণনাম স্ফুরয়॥
তুমি সে করিতে পার ভববন্ধ-নাশ।
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ সর্ব্বদা প্রকাশ॥
ভক্তে বাড়াইতে নিজ ঠাকুর সে জানে।
যেন করে ভক্ত তেন করেন আপনে॥

(চৈঃ ভাঃ ম ১৪৫-৫০)

এতেকে বৈষ্ণব-সেবা পরম উপায়।
অবশ্য মিলয়ে কৃষ্ণ বৈষ্ণব-কৃপায়॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২।৩৩৮)

সংকীর্ত্তন আরম্ভে মোহার অবতার।
ভক্তজন লাগি দুষ্ট করিমু সংহার॥
সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে না পারোঁ।
পুত্র যদি হয় মোর তথাপি সংহারোঁ॥
পুত্র কাটোঁ আপনার সেবক লাগিয়া।
মিথ্যা নহে, কহি শুন শুন মন দিয়া॥

(চৈঃ ভাঃ ম ৩।৪৩-৪৫)

সেবকের হিংসা মুই না পারোঁ সহিতে।
কাটিমু আপন পুত্র সেবক রাখিতে॥
জনমে জনমে তুমি সেবিয়াছ মোরে।
এতেক সকল তত্ত্ব কহিল তোমারে॥

(চৈঃ ভাঃ ম ৩।৫০-৫১)

বিদ্যাধন-কুল-জ্ঞান-তপস্যার মদে।
মোর ভক্ত-স্থানে যার আছে অপরাধে॥
সে অধম সবারে না দিব প্রেমযোগ।
নাগরিক প্রতি দিমু ব্রহ্মাদির ভোগ॥

(চৈঃ ভাঃ ম ৫।৫৪-৫৫)

সবারে করেন প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন।
অপরাধ মোর না লইবা সর্ব্বক্ষণ॥
ঈশ্বরের স্বভাব কেবল ভক্তবশ।
নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণব সকল।
তবে যে কলহ দেখ সব কুতূহল॥
ইহা না বুঝিয়া কোন কোন বুদ্ধি নাশ।
একে বন্দে আর নিন্দে হইবেক নাশ॥
যত পাপ হয় প্রজা জনেরে হিংসিলে।
তার শত গুণ হয় বৈষ্ণব নিন্দিলে॥
ব্রহ্মাদি পাইয়া যাহা 'ভাগ্য' হেন মানে।
তাহা পায় বৈষ্ণবের দাস-দাসীগণে॥

(চৈঃ ভাঃ ম ৫।৫৮, ১২৫, ১৩৭-৩৮, ১৪৫, ১৬৯)

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় মনঃশিক্ষাচ্ছলে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া নিতাই-পদ পাসরিয়া
অসত্যেরে 'সত্য' করি মানি।"

* * *

অসত্যকে 'সত্য' করিয়া মানার দুই শ্রেণীর ব্যক্তি জগতে দৃষ্ট হয়। এক শ্রেণী অজ্ঞতা-নিবন্ধন অসত্যকে 'সত্য' জ্ঞান করেন, আর এক শ্রেণী 'সত্য' বুঝিয়াও বুঝিন না—যদি বুঝিতে যাই তাহা হইলে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ-টির ব্যাঘাত ঘটিবে—এই মতলবে অসত্যনিষ্ঠা বা গোঁড়ামীকেই পোষণ করিয়া থাকেন। এই 'জাগ্রন্নিদ্রিত দল' আত্মবঞ্চিত হইয়া পরবঞ্চক।

গৌরনাগরী-মতবাদ শ্রীগৌড়ীয় পত্রে অসংখ্য যুক্তি ও সাত্বত-শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারা যাবতীয় পূর্ব্বপক্ষ নিরাস পূর্ব্বক খণ্ডিত বিখণ্ডিত হইয়াছে। গৌরনাগরী-মতবাদ-পোষণ-কারিদল ঐ সকল সুযুক্তি ও সুসিদ্ধান্ত বুঝিতে অসমর্থ হইয়া অসদ্ গোঁড়ামী দ্বারা গায়ের জোরে নিজের সঙ্কীর্ণতা ও অসম্মত সমর্থন করিবার চেষ্টা করিলেও সুজন সমাজে উহার প্রতিষ্ঠা হইবে না।

'আউল' 'বাউল' 'কর্ত্তাভজা' 'নেড়া', 'দরবেশ', 'সাঁই', 'গৌরনাগরী', 'সহজিয়া', 'সখীভেকী' 'জাত গোসাই', 'অতিবাড়ী', 'চূড়াধারী' প্রভৃতি রূপানুগ বা ষড়্ গোস্বামীর পন্থার বহির্ভূত বলিয়া দুঃসঙ্গ জ্ঞানে মহাজন-কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। ষড়্ গোস্বামী মধ্যে কেহই তাহাদিগের মনঃকল্পিত মত স্বীকার করেন নাই, কিংবা পরবর্ত্তী শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বৃন্দাবন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী, ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীশ্যামানন্দ, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কেহই গৌরনাগরী মতবাদের সমর্থনকারী ছিলেন না।

শ্রীগৌরসুন্দর ও গোস্বামিবর্গের প্রকটলীলা সংগোপনের পরে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে যখন ইন্দ্রিয়তর্পণপর নানা প্রকার নবীন মত সৃষ্ট হইয়াছিল, তখন আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, সহজিয়া প্রভৃতি মতের ন্যায় গৌরনাগরীর মতও সৃষ্ট হইয়াছিল। সেই সময় কতকগুলি লোক মহাজনের নামে জালগ্রন্থ লিখিয়া কিংবা নিজেরাই 'মহাজন' সাজিয়া যে সকল পদ বা শ্লোকাদি রচনা করিয়াছেন, তাহা কখনও শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

দুই তিন শত বৎসরের ইন্দ্রিয়পরায়ণ নবীন মতবাদকে কোন শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্মী গ্রহণ করিবেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত মত শুদ্ধ সনাতন মত, তাহা আধুনিক বা কল্পিত নহে; তাহাই একমাত্র শুদ্ধ-বৈদান্তিক মত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগতগণ শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত তাঁহারা অসৎ-সম্প্রদায়ের রসাভাস ও তত্ত্ববিরোধ-পূর্ণ নবীন কল্পিত মতবাদকে কখনই আদর করিতে পারেন না। শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্ত-পরীক্ষক, শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ, গৌড়েশ্বর শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভু ঐরূপ বেরসিক ও তত্ত্ববিরোধকারী গৌরনাগরীগণকে কখনই মহাপ্রভুর নিকট প্রবেশ করিতে দিবেন না। মহাপ্রভুর নিকট তাঁহাদের দ্বার মানা। তাঁহারা নিজদিগকে গৌরভক্ত মনে করিলেও শ্রীস্বরূপ-রূপবিরোধিদলের মহাপ্রভুর নিকট স্থান নাই।

সৃষ্ট বস্তুমাত্রই ধ্বংস হয়। কিন্তু সনাতন-ধর্ম্ম-সিদ্ধান্ত জগতে চিরকাল প্রতিষ্ঠিত থাকে। (রাবণের) 'একলক্ষ পুত্র, আর সোয়ালক্ষ নাতি। কেহই না রহিল তা'র বংশে দিতে বাতি॥'—এই ন্যায়ানুসারে শুদ্ধভক্তি-প্রতিকূল মতসমূহে আপাততঃ অনেক ইন্দ্রিয়তর্পণপর লোক সংগৃহীত হইলেও অবশেষে অজ্ঞান তিরোহিত হইলে কাহারও অস্তিত্ব থাকিবে না। শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তেরই নিত্য প্রতিষ্ঠা—অভক্তির প্রতিষ্ঠা নাই। অন্যথা রূপ পরিত্যক্ত হইলে স্বরূপে অবস্থান; উহাই বদ্ধদশা হইতে উন্মুক্ত দশা মুক্তি। বেদান্তশাস্ত্র ন্যায়বৈশেষিক ও সাঙ্খ্যমত প্রভৃতিকে বহু শাস্ত্রযুক্তিমূলে খণ্ডন করিয়াছেন। আস্তিকগণ যাবতীয় নাস্তিকমত খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সকল অসৎ-সম্প্রদায় স্ব-স্ব অসৎ গোঁড়ামী রক্ষা করিবার জন্য বলিতে পারেন, আমাদের মতেও যখন বহু ব্যক্তি আছেন, আমাদেরও মনঃকল্পিত বহু শাস্ত্র ও শাস্ত্র-ব্যাখ্যা আছে, তখন আমাদের মতও প্রামাণিক। আস্তিক মত যখন প্রামাণিক, তখন নাস্তিক মত প্রামাণিক হইবে না কেন? গৌরনাগরীর যুক্তি কি তদ্রূপ নহে?

নাস্তিক দলের সহিত আস্তিকগণের—অসৎসম্প্রদায়ের সহিত সৎসম্প্রদায়ের—অভক্ত ও বিদ্ধভক্তের সহিত শুদ্ধ-

ভক্তের প্রতিযোগিতা হইতে পারে না। লোকহিতকর আস্তিক সম্প্রদায়—শুদ্ধভক্তসম্প্রদায় কেবল অত্যন্ত কৃপা-পরবশ হইয়া সাধারণ-লোক-কল্যাণের জন্যই অসম্মত নিরসন করিয়া নিত্য প্রতিষ্ঠিত সত্য সিদ্ধান্তের অসমোর্দ্ধ-সৌন্দর্য্য লোক-লোচনের নিকট প্রকাশিত করেন।

নাস্তিক সম্প্রদায় যদি বলেন যে, 'আমরা আস্তিক সম্প্রদায়ের সৎসিদ্ধান্তের তীব্রতর প্রতিবাদ করিব' তাহা হইলে কি আস্তিক-সম্প্রদায় কখনও ভীত হইবেন? কেহ যদি বলেন,—সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হন, দুইয়ের সহিত দুই সংযুক্ত হইলে চার হয়, আমি এই সত্য সিদ্ধান্তের তীব্রতর প্রতিবাদ করিব', তাহা হইলে কি বক্তার অসত্যাভিনিবেশেরই পরিচয় প্রদান করিবে না? কোন নির্ব্বিশেষ-মতাবলম্বী মহামোহোপাধ্যায় কিছুদিন হইল বলিয়াছেন,—'আমি অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদের তীব্রতর প্রতিবাদ করিব' অর্থাৎ সাক্ষাৎপরতত্ত্ব ভগবানের সিদ্ধান্ত হইতেও আমার মায়িক মতটী বা মায়াবাদ বড় করিব! গৌরনাগরীর যুক্তিও এইরূপ। গৌরনাগরীর জানা উচিত যে, 'তীব্রতরের' উপর 'তীব্রতম' আছে। কালের কাল 'মহাকাল' আছে; তবে বৈষ্ণবের অবৈষ্ণবগণের সহিত—শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ের বিদ্ধগণের সহিত সম্ভাষণ করিবার সময় নাই। তাঁহাদের সময়ের মূল্য আছে, তাঁহাদের 'অব্যর্থকালত্ব' আছে। তাই তাঁহারা মহাজনের বাক্যানুসারে ঐ সকল দুঃসঙ্গ হইতে দূরে থাকিবার জন্য—**'থাকে সদা মৌন ধরি'**।

'বৈষ্ণব'—তৃণাদপি সুনীচ। তাঁহাকে পশুরাজ সিংহের সহিত তুলনা দেওয়া 'বৈষ্ণব' শব্দের অবমাননা করা মাত্র। 'আচার্য্য-সিংহ' প্রভৃতি পদ প্রয়োগ করাই সমীচীন। বিশেষতঃ নাগরী অবলা, তাঁহাকে সিংহের সহিত তুলনায় রসাভাস দোষও ঘটে!

অমুক মহাত্মা নদীয়া-নাগরীর ভাবের পোষকতা করিতেন, কিন্তু ষড়্‌গোস্বামী বা কোন গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য তাহা করেন নাই, এমতাবস্থায় কাহার মত গ্রহণীয় হইবে। নবীন মহাত্মার না প্রাচীন মহাজনের—আচার্য্যের—সম্প্রদায়-সংরক্ষকের। কেহ যদি গুম্ফ রাখিয়া 'অভদ্র' থাকা বা তিলকমালা গ্রহণ না করা, কিংবা অমেধ্যভোজনাদি করাকেই ভক্তির কার্য্য বলিয়া পোষণ করেন এবং দুনিয়াদারীর লোকের নিকট খুব একজন 'বড়লোক' বলিয়া প্রচলিত হন বা জগতের লোকের বিচারে 'বড়ভক্ত' বা 'প্রেমিক' বলিয়া গণ্য হন, তাহা হইলেই কি তাঁহারই মত প্রামাণিক হইয়া পড়িবে? যখন গৌরনাগরীর দল 'বুঝিয়াও বুঝিব না', 'জাগিয়া ঘুমাইয়া থাকিব এই মতলব করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের সহিত বৃথা সম্ভাষণ না করিয়া গৌড়ীয়ের সজ্জনগণের সেবাতেই অভিনিবিষ্ট থাকা আবশ্যক

'অসৎ-সঙ্গ-ত্যাগ'—এই বৈষ্ণব আচার।

''অভিভব্যাদয়োঽপ্যন্তে পরিত্যক্তাস্তু বৈষ্ণবৈঃ।
তেষাং সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ সঙ্গাদ্ধর্ম্মো বিনশ্যতি॥''

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৪শ সংখ্যার পর)

ভগবদ্ভজন-বঞ্চিত ব্যক্তিদের হৃদ্‌গত ভাব—অর্চ্চা মূর্ত্তিটী একটী কামারে গড়া পুতুল। বাহ্যভাব তাঁ'দিগকে এত আচ্ছন্ন করেছে, তা'রা দেহ ও মনোধর্ম্মের দ্বারা এতদূর পরিচালিত হচ্ছে যে, বাহ্য বৃত্তি তা'দের চক্ষে প্রবল থাকায় তা'রা শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করতে পাচ্ছে না। শ্রীমূর্ত্তিকে তা'রা তা'দের ভোগের বস্তু মনে কচ্ছে। তা'রা রাধাগোবিন্দের নামকে 'অক্ষর' মাত্র মনে কচ্ছে। রাধাগোবিন্দের নামাক্ষরের মত দেখ্‌তে অক্ষর অর্থাৎ নামাপরাধ করতে করতে ভোগরাজ্যে ধাবিত হচ্ছে। সেই সকল পাষণ্ডদিগকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য 'পাষণ্ডদলন-বানা' নিত্যানন্দ প্রভুর একটা প্রধান কার্য্য পড়ে গেছলো।

'সত্যকথা' আবরণ করাই বর্ত্তমানে একটা মহা পাণ্ডিত্যের লক্ষণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যা'রা ''সত্যং পরম্'' এই ভগবৎ-স্বরূপ-লক্ষণ হ'তে তফাৎ হ'য়ে আমদানী-রপ্তানীর কার্য্যে ব্যস্ত, তা'রাই কর্ম্মকাণ্ডী। যা'রা ভগবানের কথা বিশ্বাস করে না, সংকীর্ত্তনই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন ও সাধ্য এবং মুক্তকুলের উপাস্য বস্তুরূপে জানে না, সেই জরাসন্ধাদি তুল্য ব্যক্তিগণ জ্ঞানকাণ্ডী—একজন ভোগী অন্যজন ফল্গুত্যাগী বা প্রচ্ছন্নভোগী।

'কৃষ্ণসংকীর্ত্তন' হ'লে আমাদের সংসারের উন্নতি কর্‌বার বুদ্ধি হ'তে (লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির প্রাকৃত চেষ্টা হতে) সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি হয়। কৃষ্ণসংকীর্ত্তন-চন্দ্রিকা হ'তে জীবের মঙ্গল-কুমুদ প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠে। নাম-ভজনকারী ব্যক্তির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাণ্ডিত্য লাভ হয়। একমাত্র নামকীর্ত্তন-কারীরই পূর্ণমাত্রায় সর্ব্বপ্রকার পাণ্ডিত্যে অধিকার আছে। চৈতন্যরসবিগ্রহের আনন্দ-প্লাবনে হৃদয় পূর্ণ হ'য়ে গেলে বাহ্য জগতের চিন্তাস্রোতে ব্যস্ত বা নশ্বর সুখের লোভে মত্ত থাকবার চেষ্টা হ'তে অনায়াসে মুক্ত হওয়া যায়—সর্ব্ব প্রকার উগ্রতা প্রশমিত হয়—মায়াবাদ গ্রহণীয় নয়, একথা জানা যায়।

দ্বিতীয় কথা—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের অধিকারী-সকলেই। কৃষ্ণেত সর্ব্ব-শক্তি আছে—নামেও সর্ব্বশক্তি আছে। পুরুষে হরিভজন কর্‌বে, স্ত্রী কর্‌তে পারবে না; সুস্থব্যক্তি হরিভজন কর্‌বে—রুগ্নব্যক্তি কর্‌তে পারবে না; যে তিন বেলা স্নান কর্‌তে পারে না, সে হরিভজন কর্‌তে পারবে না, যার গায় খুব জোর নেই, সে হরিভজন কর্‌তে পার্‌বে না, নীচ কুলে জাত ব'লে হরিভজন কর্‌তে পারবে না—এরূপ বিচার শ্রীনামসংকীর্ত্তনে নাই। 'ও বালক, আমি বৃদ্ধ হ'য়ে ওর সঙ্গে হরিকীর্ত্তন কর্‌ব না, আমি পণ্ডিত, মূর্খের সঙ্গে হরিকীর্ত্তন কর্‌ব না, আমি কুলীন, নীচকুল-জাত ব্যক্তির সঙ্গে হরিকীর্ত্তন কর্‌ব না'— এরূপ মনোধর্ম্ম ও দেহধর্ম্মের বিচার আত্মধর্ম্ম-কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে নাই। 'মল-মূত্র পরিত্যাগ কালে—পাপচিত্ত হৃদয়ে হরিনাম কর্ত্তে পারি না', এরূপ বিচারও শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে নাই। মলমূত্র-পরিত্যাগকালে 'হরিনাম' করা যায়, পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও হরি-নাম কর্‌তে পারে; কিন্তু যা'রা 'হরিনাম' ক'রে পাপ হজম কর্‌ব—এরূপ কপটতার আশ্রয় করে, তা'রা 'হরিনাম' কর্‌তে পারে না। নামবলে পাপ কর্‌বার প্রবৃত্তি থাকলে 'হরিনাম' হয় না।

মূর্খের অর্চ্চনাধিকার নাই। কিন্তু কাল—কলি। ব্রাহ্মণ ছেলেকে বলছেন,—'যখন লেখাপড়া শিখ্‌লি নে, তখন পূজারিগিরি করগে'। কিন্তু এটা (অর্চ্চন) সর্ব্বাপেক্ষা পাণ্ডিত্যের কার্য্য।—(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

—[যিনি এই স্থূল শরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমত্ববুদ্ধি, মৃণ্ময়াদি জড়বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি, এবং জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতা, পূজ্য-বুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোনটিই করেন না, তিনি গরু-দিগের মধ্যে 'গাধা' অর্থাৎ অতিশয় নির্ব্বোধ।

অব্রাহ্মণদের বিচার—'আমার—স্ত্রীপুত্র, এ দেহটা আমার, আমি উৎকৃষ্টকুলে জন্ম গ্রহণ করেছি, আমার রক্ত মাংস চামড়াগুলি পরম পবিত্র',—এরূপ বিচার নিয়ে ভগবদ্ভক্তের কাছে যাওয়া যায় না—ভগবদ্ভক্তের কৃপার অভাবে 'হরিনাম' হয় না, এরূপ বিচারে প্রমত্ত থাক্‌লে শ্রীবিগ্রহ দর্শন হয় না—শ্রীবিগ্রহকে পুতুল দেখে,—ঠাকুরকে ভাস্করে গড়েছে—কাদা, মাটি, পাথর, কাঠ, পেতল দিয়ে ঠাকুর হয়েছে—এরূপ মনে করে থাকে। যে, যে অবস্থায় আছে, সে যদি সাধুর কথা শুনে, তবে তা'র পৌত্তলিকতা দূর হয়।

লেখাপড়া শিখেছি—এবুদ্ধিটা প্রবল হলেও 'হরিসেবা' কর্ত্তে পারা যায় না, 'পৌত্তলিক' হ'য়ে যেতে হয়। মানুষের লেখাপড়া শিখ্‌বার আদৌ আবশ্যকতা নাই, যদি লেখাপড়া হরিভজনের প্রতিবন্ধক হয়। ওরকম লেখাপড়া শিখে মানুষ পৌত্তলিক হয়ে যায়; হরিসেবার বদলে তারা অহঙ্কারের পূজা করে। মূর্খ কর্ম্মকাণ্ডী যেমন হরিসেবা কর্ত্তে পারে না, অভিজ্ঞানী জ্ঞানকাণ্ডীও তমোধর্ম্মে আসক্ত হ'য়ে পড়ে—

"অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥"

(ঈশোপনিষৎ ৯)

এই পৃথিবীতে হাজার হাজার, লাখ লাখ সাধন-প্রণালীর কথা লোকে বলছে। কেউ বল্‌ছে,—'হরিনাম করা' ওটা মূর্খের কার্য্য। পণ্ডিতের কার্য্য 'হরিনাম' না

ক'রে 'বাহাদুর' হ'য়ে যাওয়া। তাই গৌরহরি বিদ্বৎসমাজকে শিক্ষা দিবার জন্য বল্‌ছেন,—"হে হরিনাম! তোমাতে আমার রুচি দিলে না, তোমার নামে আমার অনুরাগ হোলো না।' 'শূদ্রেরা মূর্খেরা 'হরিনাম' করে করুক্, আমি পণ্ডিত, আমি ব্রাহ্মণ—আমি বেদাধ্যয়ন কোর্‌বো, আমি অর্চ্চন কোর্‌বো'।—মহাপ্রভু বলছেন,—বদ্ধজীবের এরূপ দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হয়, তাই তিনি লোক শিক্ষকের লীলা-প্রদর্শনচ্ছলে বলছেন,—'ভগবানের নাম ব্যতীত অন্য কার্য্যে আমার রুচি হচ্ছে, সাক্ষাৎ (ব্যবধান-রহিতা) উপাসনায় আমার অরুচি।'

তিনি নামসম্বন্ধে তৃতীয় কথা বল্‌ছেন,—'হে জীব তোমরা কীর্ত্তন ব্যতীত আর কিছু কোরো না, সর্ব্বক্ষণ 'কীর্ত্তন' করবে। 'অমানী-মানদ', 'তৃণাদপি সুনীচ' না হ'লে কীর্ত্তন হয় না। তুমি বড় ওস্তাদ, বড় বুদ্ধিমান্ এ সকল বিচারে প্রমত্ত হইও না।' আমি গৌরসুন্দরের নিকট হ'তে 'তৃণাদপি সুনীচ' হওয়ার উপদেশ পেলাম, আমাকে যদি কেউ আক্রমণ করে, তখন আমার তাহা সহ্য ক'রে হরিনাম করা উচিত—আমার তখন জানা উচিত যে, আজ ভগবান্ আমাকে কৃপা ক'রে 'তৃণাদপি সুনীচ' হওয়ার অবসর প্রদান করেছেন, এরূপ জেনে আমার হরিনামে আরও উৎসাহান্বিত হওয়া উচিত। কিন্তু কেউ যদি আমার গুরুবর্গের উন্নত পদবীর অমর্য্যাদা করে, তবে তা'কে বলব,—"ওরে পাষণ্ড, তুই বৈষ্ণবের সুনীচতা বুঝ্‌তে পারছিস্‌নে, ভগবানের বক্ষে—স্কন্ধে—মস্তকে রাখ্‌বার বস্তু যে 'বৈষ্ণব', তাঁকে তুই তোর চেয়েও নীচ মনে করছিস্। তোতে যে ঘৃণ্য ব্যাপার আছে, তা' তুই বৈষ্ণবে আরোপ করছিস্ কোন সাহসে? পাষণ্ডী কর্ম্মী তুই, জানিস্‌নে সমস্ত মঙ্গল মূর্ত্তি হাতযোড় করে যে বৈষ্ণবদের সেবা-প্রতীক্ষায় সতত দণ্ডায়মান, সেই বৈষ্ণবদের নিন্দা করলে তোর যে অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী! বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করলে জীবের পরম অমঙ্গল ঘটে।

বৈষ্ণব-নিন্দককে সমুচিত ভাবে দণ্ডিত করতে হবে, —ইহাই 'তৃণাদপি সুনীচতা', 'সহিষ্ণুতা,' কিন্তু যখন কেউ ব্যক্তিগতভাবে আমাকে গালি গালাজ করতে থাক্‌বেন, তখন আমি জানবো,—যে সকল লোক অসুবিধায় পড়বেন, ভগবান্ তাঁদের দ্বারা আমার মঙ্গল বিধান করে দিচ্ছেন। ভগবান্ যখন আমাকে দয়া করেন, তখন অসংখ্য মুখে অসংখ্য প্রকার কটু কথা বলাইয়া আমাকে সহগুণ শিক্ষা দেন। ভগবান্ আমাকে জানান, দুনিয়ার নিন্দা সহ্য কর্ত্তে না শিখ্‌লে 'হরিনাম' কর্‌বার অধিকার হয় না।

'কৃষ্ণকীর্ত্তন' করতে হ'লে 'মানদ' হ'তে হ'বে। আমাদের গুরুদেবকে মূর্ত্তিমান 'মানদ' দেখেছি তিনি বহির্ম্মুখ লোকদিগকে ভোগা দিতেন—বাজে কথা ব'লে বিদায় দিতেন, কারণ তা'রা হরিভজন করতে দেয় না।

সকলকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর্ত্তে হবে। মায়াকে 'হরি' সাজাতে হবে না। আমার ভোগের উপাদানকে, 'আমার খাবার দৈ'কে 'ভগবান্' বল্‌তে হবে না। ভগবানের প্রসাদকে 'ভগবান' বল্‌তে হ'বে।

'আমাকে লোকে সেবা করুক'—এর নাম কর্ম্মকাণ্ড। 'হরিকে দিয়ে নিজের ভজন করিয়ে নোবো—হরি চাকর থাক্‌বে—আমাদের ভোগের বস্তুর সরবরাহকারিরূপে সর্ব্বদা দাঁড়িয়ে থাক্‌বে'—আমাদের এইরূপ বুদ্ধি!

হরিসেবা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধির জন্য যে সকল কথা আলোচনা করা যায়, তাহাই 'হরিকথা'। ভোগ-প্রবৃত্তির বৃদ্ধির জন্য যে সকল কথা আলোচনা করা যায়, তাহা 'হরিকথা' নহে—মায়ার কথা।

কৃষ্ণের সংকীর্ত্তন কর, তা'হলে লোকে জানুক 'মায়ার কীর্ত্তন'—'কৃষ্ণের সংকীর্ত্তন' নহে। সেবার অনুকূল যে সকল কার্য্য, তাহাই—'ভক্তি'। কর্ম্মের সঙ্গে তাহা গোলমাল (Confound) ক'রে ফেলা উচিত নয়।

কর্ম্মকাণ্ডীয় 'তৃণাদপি সুনীচতা' নাই। কপটতা ক'রে 'আকু পাকু ভাব' দেখানটা 'তৃণাদপি সুনীচতা' নহে। সে জন্যই শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ বলেছেন,—'চৈতন্য চরণে নিষ্কপট-অনুরাগবিশিষ্ট পুরুষ ব্যতীত অপরের তৃণাদপি সুনীচতা সম্ভব নহে,—

> তৃণাদপি চ নীচতা সহজসৌম্যমুগ্ধাকৃতিঃ
> সুধামধুরভাষিতা বিষয়গন্ধথূথূৎকৃতিঃ।
> হরি প্রণয়বিহ্বলা কিমপি ধীরনালম্বিতা
> ভবন্তি কিল সদ্‌গুণা জগতি গৌরভাজামমী॥
>
> (চৈঃ চন্দ্রামৃতম্ ২৪)

—তৃণ অপেক্ষাও সুনীচতা• অর্থাৎ প্রাকৃত-অভিমান-শূন্যতা, স্বাভাবিকী-স্নিগ্ধ-কমনীয়-মূর্ত্তি, অমৃতের ন্যায় মধুর

ভাবিতা, কৃষ্ণচৈতন্যসম্বন্ধরহিত-বিষয়গন্ধে থুৎকারিতা, হরি-প্রেমে বিহ্বল হইয়া একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা—এই সকল সদ্‌গুণ জগতে একমাত্র গৌরভক্তগণেরই হইয়া থাকে।

'হরিকথা' ব্যতীত জগতে আর অন্য কথা কিছু নাই। একমাত্র 'হরিকথা'-দ্বারাই জীবের মঙ্গল হয়; কেবল সুর, মান, তাল, লয়—এসকল 'কীর্ত্তন' নয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে ভাল 'কালোয়াৎ' হ'তে বল্লেন না। তিনি বল্লেন—সর্ব্বক্ষণ 'হরিকীর্ত্তন' কর। 'খোলে রকমারি বোল উঠাইতে পারিলে বা লোক ভুলাইতে পারিলেই 'কীর্ত্তনকারী' হওয়া যায়না। নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণটা 'হরিকীর্ত্তন' নয়—যা' দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ হয় সে-টিই 'হরিকীর্ত্তন'। নিজে লীলা-প্রবিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত লীলা কীর্ত্তন কর্ত্তে পারা যায় না।

মহাপ্রভু শ্রীনাম-সাধন-প্রণালীর কথা ব'লে নামকীর্ত্তন-কারীর সর্ব্ববিধ কৈতব বা অন্যাভিলাষবর্জ্জনের কথা জানা'লেন। ভাগবত-ধর্ম্ম বা 'পরধর্ম্ম' একমাত্র নামকীর্ত্তন-মুখেই সাধিত হয়, তাহা 'প্রোজ্ঝিতকৈতব' ধর্ম্ম। ধন-জন-পাণ্ডিত্য-লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার অনুসন্ধানের জন্য বা মুক্তি-লাভের জন্য আমাদের প্রয়াস করতে হ'বেনা। ধর্ম্মার্থকাম বা কর্ম্মফলবাদ এবং মোক্ষ—যা'র জন্য জগতের তথাকথিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শতকরা শতজনই লালায়িত, শ্রীমন্মহাপ্রভু বল্লেন, সে সকল কৈতব বা ছলনা। যা'দের ঐ সকলের প্রয়াস আছে, তা'দের মুখে 'হরিনাম' বেরোবে না। ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ-বাসনার জন্য আমরা যেন নামাশ্রয়ের অভিনয় দেখাইয়ে নামের চরণে অপরাধ না করি। ভোগের বা শান্তির প্রার্থনা ভগবানের চরণে কর্ত্তে হ'বেনা। নিজের সুবিধার জন্য ভগবানকে কখনও চাকর কোর্‌ব না—খাটাবো না। যা'রা ধর্ম্মার্থকাম ইচ্ছা করেন, তা'দিগকে 'কর্ম্মকাণ্ডী', আর যা'রা কর্ম্মফলত্যাগের বিচার করেন, তাদিগকে 'জ্ঞানকাণ্ডী' বলা হয়, তা'রা উভয়েই স্বার্থপর—ভগবানকে চাকর কর্‌বার জন্য ব্যস্ত! ভোক্তৃতত্ত্ব ভগবানকে তা'দের ভোগের বস্তু কর্‌বার জন্য ব্যস্ত!

"নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা রামা-মৃদুতনুলতা নন্দনে নাভিরন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥"

(মুকুন্দমালা স্তোত্র ৪)

—[হে হরে! আমি বিষয়-সুখের জন্য, অথবা গুরুতর কুম্ভীপাক কিংবা অন্য নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য তোমার চরণযুগল বন্দনা করি না, কিংবা নন্দনকাননে সুন্দরী সুরকামিনীগণের সুকোমল তনুলতা-সমূহের যোগে সুখলাভ করিবার জন্যও তোমার চরণ-যুগল বন্দনা করি না; কিন্তু কেবল ভক্তির প্রতিস্তরে বিলাস করিবার জন্যই হৃদয়মন্দিরে তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করি।]

আমি নিজ কাজের জন্য শান্তি বা অশান্তি কিছুই চাই নে। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম—এসকল মনের ধর্ম্ম, শরীরের ধর্ম্ম, তাৎকালিক ধর্ম্ম। চতুর্ব্বর্গকে যা'দের প্রয়োজন জ্ঞান হ'য়েছে, তা'দের দ্বারা 'হরিভজন' হ'তে পারে না—'হরি-নাম' হ'তে পারে না। আমদানী-রপ্তানীদলের মুখে কখনও 'শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন' হয় না। আমদানী হ'লেই রপ্তানী হয়।

'বৈষ্ণবাপরাধ' ও 'নামাপরাধ'—দু'টা একই জিনিষ। নামাপরাধের ফলে ভোগের চেষ্টা হয়। কর্ম্ম ও জ্ঞানের চেষ্টায় আগ্রহযুক্ত হ'তে হয়।

যদি আমরা নন্দনন্দনের সেবার অধিকার প্রার্থনা করি, তা'হলে আমাদের কনককামিনীপ্রতিষ্ঠা-চেষ্টার হাত হ'তে উদ্ধার পাওয়া আবশ্যক—

'তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব॥
প্রতিষ্ঠাশা-তরু, জড়-মায়া-মরু,
না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥

কনককামিনী-প্রতিষ্ঠা যথাস্থানে নিয়োগ কর, তা'না হ'লে তা'র ফল বিষময় হ'বে। অমঙ্গলের হাত হ'তে উদ্ধার লাভ কর্ত্তে চাইলে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরা-
চ্চৈতন্য-চন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

বিপ্রলিপ্সায় ধর্ম্মহানি

গৌর-নাগরী-মত বাদ-প্রচারের মুখপত্রে 'শ্রীগৌরাঙ্গ-নাগরের (?) শাস্ত্রীয় প্রমাণ' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া শব্দ-প্রমাণাঙ্গীকারকারী শ্রৌতপন্থী ব্যক্তিমাত্রেই প্রবন্ধ-লেখকের শাস্ত্র-প্রমাণ-বিজ্ঞানের দরিদ্রতার প্রমাণ প্রাপ্ত হইবেন। ইংরেজী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে,—"The Devil can quote scriptures"—অসদ্বুদ্ধিবিশিষ্ট জন নিজ অসন্মত সমর্থনের জন্য তাহার মনঃকল্পিত শাস্ত্র হইতে অথবা শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া বহু প্রমাণবাক্য উদ্ধার করিতে পারে, কিন্তু ঐ সকল প্রমাণের দ্বারা অসৎ মত কপটি-সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইলেও সজ্জন-সমাজে তাহার কোন প্রতিষ্ঠা নাই। চার্ব্বাক, ইয়াংচু, লুসিপাস, লুক্রিসিয়স, সক্রেনেপেলাস্ প্রভৃতি নাস্তিক ব্যক্তিগণের অনুগত সম্প্রদায় 'শব্দ' বা শাস্ত্র-প্রমাণ অস্বীকার করিলেও মীমাংসক, নৈয়ায়িক, বৈশেষিক বা কেবলাদ্বৈতবাদী প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন-নাস্তিক-সম্প্রদায় সকলেই শব্দ বা শাস্ত্রপ্রমাণ মুখে স্বীকার করেন, এবং তাঁহাদের স্ব স্ব মত প্রতিষ্ঠার জন্য বহু বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণও উদ্ধার করিয়া থাকেন। কিন্তু বেদান্ত ঐ সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণের মূল্য অতি অল্প প্রমাণিত করিয়া নিরবকাশা শ্রুতির প্রমাণ-বলে যাবতীয় সংশয় অপনোদন ও পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন দ্বারা বিচার্য্যবিষয়ের সুসিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি সাধন করিয়া থাকেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ-নাগরের শাস্ত্রীয় প্রমাণ গৌরাঙ্গনাগরীর স্বকপোলকল্পিত অথবা মহাজনের নামে জাল শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত হইতে পারে। আবার আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, সহজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ তদপেক্ষা অধিক শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধার করিতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, সহজিয়া বা গৌরনাগরী মতকে শুদ্ধবৈষ্ণব মত জানিতে হইবে—এরূপ যুক্তি নিতান্ত বাল-ভাষিতা।

'শাস্ত্রপ্রমাণ' কাহাকে বলে, তদ্বিষয়ে কোন খবর না রাখিয়া কেবল কতকগুলি কল্পিত মহাজন ও জাল পুঁথির বচন উদ্ধার করিতে পারিলেই তাহা 'শাস্ত্রীয় প্রমাণ' বলিয়া গণ্য হইবেনা। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে জগতে আজ অসতের মত, অসুরের মত, নাস্তিকের মত, পাষণ্ডের মত, বিদ্ধমত ও যাবতীয় অসন্মতসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইত। জগতে ঐ সকল মতবাদ প্রচলিত থাকিলেও উহাদের প্রতিষ্ঠা নাই।

শ্রুতি, লিঙ্গ, 'বাক্য', 'প্রকরণ', 'স্থান' 'সমাখ্যা'র মধ্যে শ্রুতিই সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী, কারণ লোগাক্ষি ভাস্কর প্রভৃতি অর্থসংগ্রহকারগণ বলেন যে, শ্রুতি—নিরপেক্ষা—সাক্ষাৎ উপদেশ। 'নিরপেক্ষো রবঃ শ্রুতিঃ'। শ্রুতি নিরপেক্ষা এবং লিঙ্গ হইতে বলবতী হইলেও—'নিরবকাশলিঙ্গেন সাবকাশা শ্রুতির্বাধ্যতে'। নিরবকাশা শ্রুতিই মুখ্য শাস্ত্র-প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে। "রূঢ়ির্যোগমপহরতি"—এই ন্যায়ানুসারে 'যৌগিক' বৃত্তি হইতে 'রূঢ়ি' বলবতী বটে, কিন্তু অবিদ্বদ্রূঢ়ি কার্য্যকরী না হইয়া বিদ্বদ্রূঢ়িই কার্য্যকরী—ইহাই শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যাদি বেদান্তাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন।

'শাস্ত্রপ্রমাণ' বলিলেই যে তাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইবে, শাস্ত্রপ্রমাণাঙ্গীকারকারী আচার্য্যগণ এইরূপ কথা বলেন না। অস্মৎসম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমৎপূর্ণপ্রজ্ঞ আনন্দতীর্থপাদ শ্রীমহাভারততাৎপর্য্যে শিববাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে,—'শিবশাস্ত্রেঽপি তদ্‌গ্রাহ্যং ভগবচ্ছাস্ত্রযোগি যৎ' অর্থাৎ শিবশাস্ত্রের যে সকল বাক্য ভগবচ্ছাস্ত্র অর্থাৎ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের অনুকূল, সেই সকল বাক্যই গ্রহণীয়। শ্রীমজ্জীবগোস্বামী প্রভু ও সন্দর্ভে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্তেরই পোষকতা করিয়াছেন। যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় অন্যান্য পুরাণের বক্তাও যখন শ্রীসূত, তখন শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্য যেরূপ প্রামাণ্য, অপর পুরাণের বাক্য ও সেইরূপ প্রামাণ্য হউক। তদুত্তরে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ও ব্রহ্ম-মাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্য সন্দর্ভকার শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু বলিতেছেন,—তাহা হইতে পারে না, কারণ অন্যান্য পুরাণবক্তা শ্রীরোমহর্ষণ সূত ব্যাসাসনে উপবিষ্ট হইবার অভিনয় প্রদর্শন করিলেও শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্তে অনিপুণতানিবন্ধন তাঁহার বাক্য প্রমাণরূপে স্বীকৃত হইবে না, পরন্তু রোমহর্ষণি উগ্রশ্রবাসূত শ্রৌতপারম্পর্য্যে শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বাক্যই প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে। যদি বল, এ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, পিতার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া পুত্রের বাক্য প্রমাণ রূপে গৃহীত হইবে! বৃদ্ধের বচন পরিত্যাগ করিয়া বালকের বাক্য প্রমাণরূপে স্বীকৃত হইবে! তদুত্তরে বলিতেছেন,—বৃদ্ধসূত শ্রৌতপন্থী নহেন,

তাঁহার স্বকপোল কল্পিত কথা শব্দ-প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে না, কিন্তু তৎপুত্র উগ্রশ্রবাসূত শুদ্ধ-আম্নায়-পারম্পর্য্যে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি কোন স্বকপোল-কল্পিত কথা বলেন না, শ্রৌতসিদ্ধান্তেরই কীর্ত্তন মাত্র করেন। সুতরাং তাঁহার কীর্ত্তিতবাক্যই একমাত্র শাস্ত্র-প্রমাণরূপে গৃহীত ও সর্ব্বত্র পূজিত হইবে। যদি বল তাহা স্বীকার করিব না, উগ্রশ্রবাসূতের কথা কেবলমাত্র তাঁহার শিষ্য-সম্প্রদায়ই মানিবে,—সকলে ত তাঁহার শিষ্য নহে, এবং তিনিও সকলের 'গুরু' নহেন। বিশালবৈষ্ণব জগতে একমাত্র গুরুগোসাঞি নাই,—ভজনবিদ্যা নিজ নিজ গুরুমুখী বিদ্যা,—ভজনরাজ্যে নানাভাবের ভজন প্রথা প্রচলিত আছে—নানা ভাবের ভজনানন্দী গুরুও আছেন,—প্রাচীন সিদ্ধসাধকগণের বিবিধ গণও আছেন,—গুরু পরম্পরাও আছে। সকলেই একজনের মতে চলিবেন, এরূপ আশা করা বড়ই অসঙ্গত আব্দার'। যাহারা ভাগবতসম্প্রদায়ের বিরোধী মনোধর্ম্মী, তাহাদের মুখেই এই সকল কথা উচ্চারিত হয়। চিজ্জড়-সমন্বয়-প্রয়াসকারী নির্ব্বিশেষবাদিগণেরই এইরূপ যুক্তি। পরন্তু যিনি শ্রৌত-বাক্যের কীর্ত্তনকারী তিনি জগদ্গুরু। শ্রীসূত গোস্বামিমহারাজ—জগদ্গুরু, তিনি বলদেব আজ্ঞায় শ্রৌতকথা কীর্ত্তনকারী—ভাগবতসিদ্ধান্তের বক্তা— মনোধর্ম্মের বক্তা নহেন। তাই শ্রীনৈমিষারণ্যে ষষ্টি সহস্র ঋষি তাঁহাকে জগদ্গুরুর আসন প্রদান করিয়া তাঁহার মুখেই ভাগবত-সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তিত বাক্যই শাস্ত্র। সেই শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত সকলেই মানিবেন। যিনি ভাগবতধর্ম্মকে সর্ব্বজীবমাত্রের একমাত্র ধর্ম্ম মনে না করেন—'স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মঃ'—এই বাক্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া আত্মম্ভরিতা ও স্বীয় মূর্খতার পরিচয় প্রদান করেন, তিনি ভাগবত-ধর্ম্ম-বহির্ভূত মনোধর্ম্মী ব্যক্তি মাত্র। সর্ব্বশাস্ত্র-চক্রবর্ত্তী শ্রীভাগবতের মত কেবল ব্যক্তি-বিশেষ মানিবে এরূপ নহে, শ্রীভাগবত-কীর্ত্তনকারীর কথা কেবল তাঁহার শিষ্যগণ মানিবে এরূপ কথা নহে। তবে অনাদিবহির্ম্মুখ জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে নাস্তিক হইতে পারেন, মনোধর্ম্মী হইতে পারেন, 'স্বতন্ত্র' মত কল্পনা করিতে পারেন, জ্ঞানি-কর্ম্মি অন্যাভিলাষী হইতে পারেন, প্রাকৃত-সহজিয়া-হইতে পারেন 'পৌত্তলিক' গৌরভোগী গৌরনাগরী হইতে পারেন, আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা হইতে পারেন, বিষ্ণু- বৈষ্ণবঅপরাধী হইতে পারেন, কিন্তু ঐরূপ স্বতন্ত্রতা, স্বমত কল্পনা, আত্মম্ভরিতা, কখনই শ্লাঘ্য নহে, পরন্তু তাহাদের দুর্দ্দৈব-পরাকাষ্ঠারই পরিচায়ক। শুদ্ধ-ভক্তি-সিদ্ধান্ত-কীর্ত্তনকারী ভাগবত-ধর্ম্মবক্তার কথা সকলেই মানিবেন। সকলেই সেই ভাগবত-ধর্ম্ম কীর্ত্তনকারীর শিষ্য, এবং সেই ভাগবত-কীর্ত্তনকারীও সকলেরই গুরু,—

"কেহ মানে কেহ না মানে সব তাঁর দাস।
যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

ভাগবত-ধর্ম্মবক্তা শ্রীসূত গোস্বামীর কথা সকলেই মানিবেন। যিনি মানিবেন না তাহার কেবল আচার্য্য লঙ্ঘন-ফলে আত্মবিনাশ মাত্র লাভ হইবে। ভাগবত-ধর্ম্মবক্তা শ্রীব্যাস দেব, শুদ্ধভক্তি-কীর্ত্তনকারী শ্রীসূতগোস্বামী মহারাজ, শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ,—ইঁহারা জগদ্গুরু। ইঁহাদের শিষ্যগণ কেবল ইঁহাদের কথা মানিবেন, এরূপ নহে। নিখিল জৈব-জগৎ ইঁহাদের শিষ্য। যে সকল জীব বিরূপ-গ্রস্ত হইয়া ইঁহাদের শিষ্যত্ব, অর্থাৎ ইঁহাদের দ্বারা শাসিত হইতে অনিচ্ছুক হইয়া মনোধর্ম্মের উদ্দাম স্রোতে ধাবিত হওয়া রূপ আত্মম্ভরিতাকেই বড় গৌরবের বিষয় মনে করিবেন, তাঁহারা কেবল অপরাধফলে অধঃপতিত হইবেন, ইহাই ভক্তিসিদ্ধান্ত-কীর্ত্তনকারী জগদ্গুরু কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। গৌড়েশ্বর শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথদ্বয়, শ্রীজীব, শ্রীগোপাল ভট্ট আচার্য্যগণের কথা কেবল তাঁহাদের শিষ্যগণই মানিবে, অপরের তাহা মানা উচিত নহে, এরূপ বিচার বিরূপগ্রস্ত, গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধিকারী, আচার্য্যে অসূয়াকারী, অপরাধী, দুর্ভাগা বদ্ধ-জীবের অথবা নির্ব্বিশেষবাদীর বিচার মাত্র।

অন্যাভিলাষি-কর্ম্মি-জ্ঞানী নির্ব্বিশেষবাদি-সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন,—সকলেই যে শ্রীচৈতন্যকে 'ভগবান্', বলিয়া স্বীকার করিবেন, সকলেই যে তাঁহার মত গ্রহণ করিবেন, সকলেই যে গোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত স্বীকার করিবেন, তাঁহাদিগকে 'গুরু' বলিয়া বরণ করিবেন,—এরূপ হইতে পারে না। বিশাল ধর্ম্মরাজ্যে শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ বা গোস্বামিগণই

সকলের 'গুরু' হইবেন, এইরূপ হইতে পারে না। ধর্ম্মরাজ্য একচাটিয়া হইতে পারে না। নদীয়া-নাগরীর বিচার ও তদ্রূপ। গৌরনাগরী ও তৎসমশীল চিজ্জড়-সমন্বয়বাদি-ব্যক্তিগণের এইরূপ মনোধর্ম্মোত্থ অপরাধময় বিচারের খণ্ডনমুখে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ অগ্নিময়ী ভাষায় বলিয়াছেন যে, গৌরসুন্দরকে যাহারা সাক্ষাৎ পরতত্ত্ব ও গৌরভক্তগণকে যাহারা জগদ্গুরু না জানেন, তাহারা 'নরপশু'। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণ নাহি মানে তাতে 'দৈত্য' করি মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি॥"
"যে না মানে তা'র হয় সেই পাপে নাশ"

অভক্ত-সম্প্রদায় আচার্য্যদের এই সকল কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে পারেন, তাহা হইলে কি মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষ ব্যতীত জগদ্ভরা বাদবাকী লোক সমস্তই 'দৈত্য'? বিশাল ধর্ম্ম জগতের সকলেই কি বিনষ্ট হইবে? ইহা কেবল সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী মাত্র। বিদ্ধ-সম্প্রদায় বলিবেন,—লীলা-লেখকগণ ঐরূপ বাক্য কেবল চৈতন্য ও চৈতন্য ভক্তের প্রতি লোকদিগকে আকৃষ্ট করিবার জন্যই বলিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে ঐরূপ কথা নহে। বিশাল ধর্ম্মরাজ্যে কখনও এক প্রকার ধর্ম্ম হইতে পারে না। নামাপরাধী বিদ্ধভক্তগণের এইরূপ বিচার গ্রহণ করিলে গৌর ও গৌরভক্তগণের মহিমা 'অর্থবাদ মাত্র' পর্য্যবসিত হয়, অথবা ভক্তিকে অন্যান্য ইতর সাধন বা অন্যান্য শুভ ক্রিয়ার সহিত সমান বলিতে হয়। পরন্তু শুদ্ধ-সনাতন বা শুদ্ধ-বৈদান্তিক ধর্ম্ম মাত্র একটী, উহা বহু নহে, তাহাই—'স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্ম', তাহাই আত্মধর্ম্ম, তাহাই জৈবধর্ম্ম, তাহাই নিত্যধর্ম্ম, তাহাই শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম, তাহাই সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, তাহাই বিশ্ববাসী প্রত্যেক জীবের ধর্ম্ম। ভাগবত-ধর্ম্ম যখন সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, তখন ভাগবত-ধর্ম্ম বক্তৃগণও সর্ব্বজীবগুরু। ভাগবত-ধর্ম্মবক্তা মাত্র দ্বাদশ জন ও তাঁহাদের অনুগত সম্প্রদায়। শত শত মনোধর্ম্মীর মনগড়া বিভিন্ন মত ইতর-ধর্ম্ম—মায়িক ধর্ম্ম। ইহাই নিরপেক্ষ সত্য। যাহাদের এই নিরপেক্ষ সত্য শুনিবার কর্ণ হইয়াছে তাঁহারাই সৌভাগ্যবান। সৌভাগ্য-বঞ্চিত ব্যক্তির একথায় আস্থা নাই। যাঁহারা স্বরূপ দামোদর শ্রীরূপ প্রভৃতিকে 'জগদ্গুরু' বলিয়া স্বীকার করেন না, তাহারাই বলিয়া থাকেন, স্বরূপ-রূপানুগ বৈষ্ণব-বর্য্যের কথা কেবল তাঁহার শিষ্যগণই মানিবে, সকলেই ত তাঁহার শিষ্য নহে, এবং তিনিও সকলের গুরু নহেন। কিন্তু দেশিক ও তত্ত্বকোবিদগণ বলেন,—বিশাল বৈষ্ণব জগতের একমাত্র গুরুই তিনি—যিনি স্বরূপরূপানুগ, এতদ্ব্যতীত আর কেহ গুরুপদবাচ্য নহেন। স্বরূপ রূপের কৃপা-বঞ্চিত ব্যক্তিই লঘু—'গুরু' নহেন; 'লঘু' হইয়া 'গুরু'র সংজ্ঞা মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীস্বরূপরূপানুগ ব্যতীত আর কেহ 'ভজনানন্দী' হইতে পারেন না। বাদ বাকী লোকের ভজনের অভিনয় মায়ার ভজন—মনোধর্ম্মের ভজন—কপটতার ভজন—আত্ম-বঞ্চনা ও পরবঞ্চনার ভজন—তাহা হরিভজন নহে; ইহাই শুদ্ধ ঐকান্তিকতা। ভজনরাজ্য বা ভজন প্রথাটা নিজের খামখেয়াল, মনোধর্ম্ম বা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ'-নহে; কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের নাম—'ভজন'।

'মনের মানুষ' প্রভৃতি কথা আউল, বাউল, গৌরনাগরী, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি পৌত্তলিক দলের কথা। মনের অর্থাৎ আমরা মনোধর্ম্মোত্থ বিচারের—আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের মানুষ কখনও 'মহাজন' নহেন—মনঃকল্পিত 'লঘুপরম্পরা'—'গুরু পরম্পরা' নহে।

সকলকেই একজনের মতে চলিতে হইবে—সকলকেই শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান শ্রীভগবানের অনুগত হইতে হইবে—অদ্বয়জ্ঞানের সেবকের আনুগত্য করিতে হইবে—ইহাই শুদ্ধ-বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত আর পৌত্তলিক ও নির্ব্বিশেষবাদীর সিদ্ধান্ত তাহা হইতে স্বতন্ত্র। শ্রীভগবান্—অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন, গুরুদেবও অদ্বয়তত্ত্ব; পূর্ণবস্তুর প্রকাশ—পূর্ণ। শ্রীগুরু খণ্ডিত বা পরিচ্ছিন্ন বস্তু নহেন। তিনি পাঁচপোয়া সাড়ে তিন হাত মানুষ বিশেষ নহেন। যেমন এক বদ্ধজীব আর বদ্ধজীব হইতে স্বতন্ত্র, যেমন এক মনোধর্ম্মী বদ্ধ জীবের মত আর এক মনোধর্ম্মী বদ্ধ জীবের মত হইতে স্বতন্ত্র; অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ,—কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সর্ব্বদেবময় গুরুদেব বা তাঁহার কীর্ত্তিত সিদ্ধান্ত সেরূপ জাতীয় বস্তু নহে। অদ্বয়বস্তু, অপরিচ্ছিন্ন বস্তু। শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে শ্রীস্বরূপ দামোদর পৃথক্ নহেন, গুরুদেব তাঁহার মত পৃথক্ নহে, শ্রীস্বরূপ হইতে শ্রীরূপ পৃথক্ নহেন বা তাঁহার মত পৃথক্ নহে—শ্রীরূপ হইতে রঘুনাথ পৃথক্ নহেন বা তাঁহার মত পৃথক্ নহে—শ্রীরূপ হইতে শ্রীসনাতন পৃথক্ নহেন বা তাঁহার মত পৃথক্ নহে—

শ্রীসনাতন হইতে শ্রীরঘুনাথ পৃথক্ নহেন বা তাঁহাদের মত পরস্পর পৃথকনহে,—শ্রীসনাতন হইতে শ্রীগোপালভট্ট পৃথক্ নহেন—শ্রীগোপালভট্ট হইতে রঘুনাথভট্ট পৃথক্ নহেন—শ্রীরূপ হইতে শ্রীজীব পৃথক্ নহেন—শ্রীজীব হইতে রঘুনাথ পৃথক্ নহেন—শ্রীরূপ হইতে কবিরাজ গোস্বামী প্রভু পৃথক্ নহেন—কবিরাজ গোস্বামী প্রভু হইতে ঠাকুর মহাশয় পৃথক্ নহেন—ঠাকুর মহাশয় হইতে শ্রীনিবাস আচার্য্য পৃথক্ নহেন—শ্রীনিবাস হইতে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু পৃথক্ নহেন—শ্রীরূপ হইতে শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুর পৃথক্ নহেন, চক্রবর্ত্তী ঠাকুর হইতে ঠাকুর মহাশয় পৃথক্ নহেন, চক্রবর্ত্তী ঠাকুর হইতে শ্রীবলদেব পৃথক্ নহেন, শ্রীবলদেব হইতে শ্রীল জগন্নাথ পৃথক্ নহেন, শ্রীল জগন্নাথ হইতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পৃথক্ নহেন। তাঁহারা সকলেই একসূত্রে গাঁথা ; তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এক-সুরে সাধা। যাহারা বৈষ্ণব গুরুকে অনিত্য, পরিচ্ছিন্ন মর্ত্ত্য জীব বিশেষ জ্ঞান করেন, সেই সকল নির্ব্বিশেষবাদীর বিচারে 'তোমার গুরু' হইতে 'আমার গুরু' পৃথক্, তোমার গুরুকে তুমি মান, আমার গুরুকে আমি মানি, তোমার 'কল্পিত গুরু' তোমার কাছে বড়, আমার 'কল্পিত গুরু' আমার কাছে বড়, তুমি লঘুতে গুরুত্ব আরোপ করিয়া অগুরুকে 'গুরু' সাজাও, আমিও তাহাই করি সুতরাং তোমার গুরু তোমার কাছে, আমার গুরু আমার কাছে।

নদীয়ানাগরী-ভজননিষ্ঠ প্রবন্ধলেখকের শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের উপক্রম শ্লোকটী পড়া থাকিলে বা শ্রীমন্মহা-প্রভু প্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তটী গুরুমুখে শ্রবণ করিলে কখনও এইরূপ 'বেফাস্' কথা বলিয়া 'শুদ্ধবৈষ্ণবদাস' হইবার পরিবর্ত্তে নির্ব্বিশেষবাদিগণের বিচারের আনুগত্য প্রদর্শন করিয়া স্বীয় বাক্যের অপ্রামাণিকতা স্বীয় যুক্তিদ্বারাই প্রদর্শন করিতেন না।

'শ্রীগৌরাঙ্গ-নাগরের শাস্ত্রীয় প্রমাণ' প্রবন্ধে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই জাল পুঁথির প্রমাণ। পৌত্তলিক, মনোধর্ম্মী বাউল-সহজিয়ার কতগুলি গানকে 'শাস্ত্রীয় প্রমাণ' বলা 'শাস্ত্র' বিষয়ে অনভিজ্ঞতা মাত্র। পরবর্ত্তী কালে আউল, বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা, গৌরনাগরী সম্প্রদায় 'মহাজনের' নাম দিয়া বহু অসৎ সিদ্ধান্ত পূর্ণ জালপদ সৃষ্টি করিয়াছেন। ভক্তিসিদ্ধান্তে অনিপুণ ব্যক্তিগণ কেবলমাত্র গানের পদ-সন্নিবেশ, অনু-প্রাস, অলঙ্কার, কাব্য এবং সুর তান,লয়ে মানের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণার্থ ঐ সকল গান কীর্ত্তন ও মনোধর্ম্মী ইন্দ্রিয়তর্পণপর সমাজে ঐ সকল গানের প্রচলন করিয়াছেন। অপ্রাকৃত রসিককুল-কৌস্তুভ শ্রীচণ্ডীদাসের ভনিতা সংযোগ করিয়া অসচ্চরিত্রগণ বহু কুরুচিপূর্ণ গান সৃষ্টি করিয়াছেন, মিথ্যা করিয়া চণ্ডীদাসের সহিত রজকিনীর সম্বন্ধ স্থাপন করিবার প্রয়াস করিয়াছেন, আজকাল হাটে বাজারে সেই সকল গান 'পদগান' রূপে গীত হইতেছে। শ্রীগোবিন্দদাস, শ্রীবাসু ঘোষ, শ্রীলোচনদাস প্রভৃতি মহাজন গণের নাম দিয়া গৌরনাগরী, কর্ত্তাভজা, প্রভৃতি প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় অনেক ইন্দ্রিয়তর্পণপর পদ-গানের সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু সেই সকল সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস পূর্ণ পদ ও ছড়া দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর বা স্বরূপ-রূপানুগ-গণের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা কর্ণোৎসব বিহিত হয় না।

'গৌরাঙ্গপার্ষদ রসিক ভক্তদিগের হস্ত লিখিত পুঁথি এবং 'পদ' বহুস্থানে অদ্যাবধি সংরক্ষিত আছে,—এই সকল 'ছেলে ভুলান' কথা কেবল মুখে বলিলেই চলিবে না। গৌরপার্ষদগণের হস্তাক্ষর সংরক্ষিত থাকিলে এতদিন 'রসিক বংশধরগণ' (?) ঐ সকল হাটেবাজারের প্রদর্শনীতে দেখাইয়া বহু অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক স্ব স্ব ভোগানলে ইন্ধন প্রদান করিতে পারিতেন। তাঁহারা নামমন্ত্রের বিপণি খুলিয়াছেন, বিগ্রহ-প্রদর্শনী খুলিয়াছেন, আর গৌরাঙ্গ পার্ষদগণের স্বহস্ত লিখিত অক্ষর দেখাইয়া অতি সহজে অর্থসংগ্রহের সুযোগটা ছাড়িয়া দিয়াছেন, একথা বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে কেন? তবে যদি কেহ কেহ গোবিন্দ দাসের কড়চা প্রভৃতির মত নবীন জালপুঁথি দেখাইয়া উহাকে 'প্রাচীন' বলিয়া চালাইতে চান, তাহা স্বতন্ত্র। কাল কলি—এখন বাজারে মেকীই 'আসল' বলিয়া প্রচলিত। তাই এখন গৌরাঙ্গের হস্তাক্ষর বাহির হইতেছে, কত কি হইতেছে! কিন্তু এসকল অধিক দিন চলিবে না। সুধীসমাজ ধরিয়া ফেলিবেন।

'দীনকৃষ্ণদাস যে কবিরাজ গোস্বামী নহেন, তাহার প্রমাণ কি?—এরূপ উক্তি 'দশ চক্রে ভগবান্ ভূত' এই বাক্যের মধ্যে 'ভগবান্' শব্দটি যে পরতত্ত্ব বিষ্ণু নহেন, তাহার প্রমাণ কি এইরূপ জিজ্ঞাসার ন্যায়। পরতত্ত্ব স্বতন্ত্র

ভগবান্ দশচক্রে পড়িয়া ভূত হন। কিন্তু ভগবান্ নামধারী অস্বতন্ত্র মানুষই দশচক্রে পড়িয়া ভূত হন। স্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর মুখে কখনও অসৎ সিদ্ধান্ত নির্গত হয় না'—ইহাই 'নাগরী-কীর্ত্তনের রচয়িতা 'দীন কৃষ্ণদাস' যে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভু নহেন' তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যদি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী নাগরীবাদের সমর্থনকারী হইবেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার জগদ্বরেণ্য শ্রীগ্রন্থের বহুস্থানে শ্রীকৃষ্ণকে 'নাগর' বলিয়া সম্বোধন করিতেন, কিন্তু উক্ত গ্রন্থের কোথায়ও 'গৌরাঙ্গ-নাগর' শব্দটীর নামগন্ধও করিতেন না কেন? এই প্রশ্নের সদুত্তরই দ্বিতীয় প্রমাণ।

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদ-রচিত শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতের 'গৌরনাগরবর' শব্দটি দেখিয়া যাহারা শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত-কারকে গৌরনাগরীবাদের সমর্থনকারী বলেন, তাঁহাদিগের যুক্তি ও দুঃসাহস হইতে বাউল-সহজিয়াদের যুক্তি আরও বলবতী ও দুঃসাহস আরও কম বলিতে হয়। কারণ কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নলিখিত স্থান সমূহে 'বাউল' ও 'সহজ' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু কোথায়ও 'গৌরনাগর' শব্দটী ব্যবহার করেন নাই।

যথা,— বাউল—মধ্য ২।৪৯, ১৬।১৬৬, ১৬৮, ২১।১৪৬, অন্ত্য ১৭।৫১, ১৯।১৯, ২০, ২১, বাউলিয়া—আদি ১২।৩৬, ৪৯, মহাবাউল—অন্ত্য ১৪-৫৭॥

সহজ প্রেম মধ্য ১৪।১৫৭, সহজবস্তু মধ্য ২।৮৬, সহজ স্বভাব অন্ত্য ২।৩৫, সহজ গোপীর প্রেম ম ৮।২১৫।

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদবিরচিত শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃতে অর্থান্তরে ব্যবহৃত একটী মাত্র "গৌরনাগরবর" শব্দ দেখিয়া গৌরনাগরী লাফাইয়া উঠিয়াছেন। বাউল ও সহজিয়া-মতবাদ কিন্তু 'বাউল' ও 'সহজ' শব্দটী শ্রীচরিতামৃতে বহুবার ব্যবহার থাকা সত্ত্বেও শুদ্ধভক্তিসম্প্রদায়ে 'শ্রীমন্মহাপ্রভু বা গৌরপার্ষদগণের মত বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই।

নব্য প্রচারিত শ্লোককে 'শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের রচিত শ্লোক' বলিলে চলিবে কেন? গৌরনাগরীদল জাল পুঁথি গুলির বড়ই পক্ষপাতী। শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের ভজনামৃতে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তই দৃষ্ট হয়, তাহাতে গৌরনাগরীর কোন নামগন্ধও নাই। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের নামে যে সকল জাল পদ পরবর্ত্তী কালে রচিত হইয়াছে, তাহা কখনও প্রামাণিক নহে।

গৌরনাগরীগণের পক্ষে বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা অপ্রাকৃত-রসিককুলচূড়ামণি, গৌর পার্ষদ-প্রবর গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় সংরক্ষক ও সম্প্রদায়ের মূলস্তম্ভ আচার্য্যবর্য্য ষড়্ গোস্বামীর একটী বাক্যও তাহাদের মতবাদের সমর্থনকারী প্রমাণরূপে উদ্ধার করিতে পারেন নাই কিংবা শ্রীচৈতন্য-লীলালেখকাগ্রণী শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর লেখনীতেও কোন প্রমাণ পান নাই। ছয় গোস্বামীর বিরোধী মত ও শ্রীব্যাস গুরুর বিরোধী মত—ভাগবত বিরোধী মতকে 'শুদ্ধবৈষ্ণব মত' বলিয়া কেহই স্বীকার করিবেন না। সেই মতের কোন প্রতিষ্ঠা নাই; অতএব তাহা সম্পূর্ণ অপ্রামাণিক।

"স্ত্রী হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে॥"
"সবে স্ত্রী মাত্র না দেখেন দৃষ্টিকোণে।"

এই সকল শ্রুতি সাবধারণা ও নিরবকাশা অর্থাৎ অতি স্পষ্টভাবে ও নিশ্চয়রূপে শ্রীগৌরসুন্দর যে 'নাগর' নহেন, তাহাই প্রমাণ করিতেছেন। নিরবকাশা ও সাবধারণা শ্রুতির স্বকপোল-কল্পিত বিকৃত বা কদর্থ করিলে তাহা কখনও গ্রাহ্য হইবে না। এই সকল প্রতিজ্ঞা-বাক্য প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মহাবীর রাজার ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের এই প্রমাণ যাবতীয় জাল ও আধুনিক পুঁথির প্রমাণ, এবং সাবকাশা শ্রুতিকে উপমর্দ্দিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে এ সকল প্রতিজ্ঞা বাক্য বা নিরবকাশা শ্রুতির অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত—'এবং বদন্তি রাজর্ষে ঋষয়ঃ কেচনান্বিতা' অর্থাৎ কোন কোন ঋষি পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান রহিত হইয়া এইরূপ বলিয়া থাকেন—এই বাক্য-প্রমাণ দ্বারা 'ঋষিবাক্য' হইলেও অনবধানতা-প্রযুক্ত বলিয়া সেই সকল বাক্যের স্বারস্য নাই। শ্রীশুকদেবাদি কৃষ্ণতত্ত্ববিদুত্তম শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত-নিপুণ মহামুনিগণ কর্ত্তৃকও সেই সকল

স্বীকৃত হয় নাই ; তদ্রূপ বিদ্ধভক্ত-সমাজে 'মহাজন' বা 'মনের মানুষ' বলিয়া প্রচলিত কতিপয় ব্যক্তির পদগান ও মহাজনের নামে কতিপয় জাল পদাবলী 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবত' 'শ্রীচরিতামৃত' ও ষড় গোস্বামিগণের প্রমাণ-বাক্যের বিরোধী বলিয়া সেই সকল বাক্যাবলীরও কোন স্বারস্য নাই। অন্য সমস্ত অবকাশ-যুক্ত প্রমাণ শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও গোস্বামিগণের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-দ্বারা উপমর্দ্দিত হইয়াছে।

'সবে স্ত্রীমাত্র না দেখেন দৃষ্টি-কোণে ইত্যাদি বাক্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরাই বলুন আর মূর্খেরাই বলুন, উহা শ্রীগৌরাঙ্গাবতারেই সমন্বিত হইবে, ইহা শ্রীব্যাসাবতারের সাক্ষাদুপদেশ হইতে প্রমাণিত। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে কিন্তু মহামহিমাগ্রণী শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন এ'কথা বলেন নাই। তিনি মহামহিমবর হইয়াও রাসক্রীড়াকে রূপক বলেন না। যদি রূপক বলিতেন, তাহা হইলে গ্রন্থের সর্ব্বপ্রারম্ভেই রামকৃষ্ণের রাসবর্ণন প্রসঙ্গে বলিতেন না—'যে স্ত্রীসঙ্গ মুনিগণ করেন নিন্দন। তাঁ'রাও রামের রাসে করেন স্তবন ॥" ব্যাসশুকাদির ন্যায় মহামহিমগণ শ্রীনন্দ-নন্দনকে 'ব্রজবধূলম্পট', 'নাগররাজ' বলিয়া স্তব করিতে বিরত হন নাই। 'বাহুপ্রসার-পরিরম্ভ-করালকোরুনীবীস্তনালভন-নর্ম্ম-নখাগ্রপাতৈঃ। ক্ষ্বেল্যাবলোক-হসিতৈর্ব্রজসুন্দরীণা-মুত্তম্ভয়ন রতিপতিং রময়াঞ্চকার' (ভাঃ ১০।২৯।৪৬) ইত্যাদি শ্লোকে মহামহিম শ্রীশুকদেবের উক্তিই তাহার প্রমাণ। এই সকল মহামহিমগণ রাসলীলাকে রূপক বলেন নাই, শ্রীব্যাসদেব শ্রীরাসলীলাকে রূপক বলেন নাই, তাহা শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকোক্তি হইতে প্রমাণিত হইবে। অতএব প্রবন্ধ লেখকের শ্রীচৈতন্যভাগবত-বাক্যের মনঃকল্পিত ব্যাখ্যাও খণ্ডিত হইল।

গৌরনাগরী মতবাদ পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধেই সর্ব্বতোভাবে খণ্ডিত হইয়াছে, অসম্মতের প্রতিষ্ঠা নাই, কেবল অসম্মত-বাদিগণের অসদ্গোঁড়ামী আছে। গোঁড়ামী-দ্বারা মতের প্রতিষ্ঠা হয় না। আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা হয়।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের পত্রাবলী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৬ সংখ্যার পর)

খাণ্ডোয়ার সংস্কৃত নাম 'খাণ্ডব বন'। এস্থানে কয়েকটী দেবালয় আছে। ইহা এই নামীয় জেলার সদর। বেলা ২টার সময় বাষ্পীয়-যানে আরোহণ করিয়া আমরা মুম্বাই অভিমুখে যাত্রা করিলাম। গাড়ীতে একটী মুসলমান উকিল ছিলেন। একটী গোয়াবাসী খৃষ্টান ভদ্রলোকও আমাদের সহযাত্রী হইয়াছিলেন। মুসলমান উকিল মহাশয়ের নাম হবিবুল্লা। তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের কয়েকটী যাজকের অপব্যবহার দমন-কল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, বলিলেন। দাক্ষিণাত্যের জনৈক প্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজক দরিদ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট হইতে বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের উপকারের জন্য কোনও চেষ্টা না করায়, তিনি দরিদ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইয়া নির্য্যাতিত মুসলমান পক্ষের ওকালতি করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ শ্রীমান্ কুঞ্জ বাবুর সহিত তাঁহার অনেকক্ষণ আলাপ হওয়ায় তিনি আমাদের প্রচারবিষয়ের বিশেষ পক্ষপাতী হইলেন। ধার্ম্মিক সমাজে ও ধর্ম্মযাজক-সমাজে যে সকল অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আলাপ করিয়া আমরা জানিতে পারিলাম যে, উক্ত সহৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান ব্যবহারজীবী মহাশয় আমাদেরই ন্যায় স্বীয় ধর্ম্মসংরক্ষণে জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি নিজে বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী, প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া শেষ জীবন ধর্ম্মসংস্থাপনোদ্দেশে দরিদ্রগণের ধর্ম্মযাজকগণ হইতে নির্য্যাতন বিষয়ে রক্ষা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। আমাদের কথোপকথনে তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং উদার ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আগ্রহ ও সহানুভূতি দেখাইলেন। তিনি তাঁহার স্বগ্রামের ষ্টেশনে অবতরণ করিলে তথা হইতে আর একটী প্রাচীন মুসলমান ভদ্রলোক আমাদের গাড়ীতে তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন। তিনিও মুম্বাই যাইতে-ছেন। ইহার সৌজন্যও যথেষ্ট। ভুশুয়াল ষ্টেশনে আমাদের গাড়ী পৌঁছিলে শ্রীযুক্ত বনমহারাজ ও ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনা-নন্দকে express গাড়ীতে উঠাইয়া দেওয়া হইল, উদ্দেশ্য—আমাদের পূর্ব্বেই তাঁহারা মুম্বাই সহরে উপনীত হইয়া তথায়

আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করেন। আমাদের প্রবল ইচ্ছা ছিল যে নাসিক রোড ষ্টেশন হইতে নাসিক নগরী পরিদর্শন করি। কিন্তু ভগবদিচ্ছায় তাহা কার্য্যে পরিণত হইল না। ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনানন্দ বেলা ১১টার সময় মুম্বাই ষ্টেশনে নামিয়া বড় মন্দিরের সত্ত্বাধিকারী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। শুদ্ধাদ্বৈত-ভূষণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমানাথ শাস্ত্রীর সহিত বনমহারাজের কিছু আলাপও হইয়াছিল। গোস্বামী গোকুল নাথ জীউ মহারাজ এবং উক্ত পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাদিগের স্বভাব-সুলভ সৌজন্যের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদিগের বাসোপযোগী মন্দিরের সন্নিকটে দ্বিতল অট্টালিকার তিনটী গৃহে আশ্রয় দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। উহাদিগের নিকট স্থান লাভ করিয়া আমাদিগকে আনিবার জন্য শ্রীকীর্ত্তনানন্দ ও বনমহারাজ বেলা একটার পূর্ব্বেই ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমরা তাঁহাদের সংগৃহীত আবাসের উদ্দেশ্যে তিন খানি অশ্বশকটে ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিলাম। মুম্বাই সহরের বর্ম্মগুলি ও পল্লীসমূহে উহাদের ২।৩ ঘণ্টার অভিজ্ঞতা আমাদিগকে পথপ্রদর্শন করিতে অসমর্থ হইয়াছিল পরে নানাস্থানে অনুসন্ধান করিতে করিতে আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সেই স্থানটী ভুলেশ্বর বাজারের সন্নিকট। মুম্বাই নগরের অধিকাংশ বৈষ্ণব এই ভুলেশ্বর বাজারের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে অবস্থান করেন। এই শ্রীবালকৃষ্ণের মন্দিরকে 'বড় মন্দির' বলিয়া সাধারণ লোকে জানেন। কলিকাতা বড়বাজারের লোকসংঘট্টের ন্যায় মুম্বাই এর ভুলেশ্বর বাজার সর্ব্বক্ষণ জনাকীর্ণ। এই পল্লীর মন্দিরে যাইবার রাস্তা সর্ব্বদা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের লোক সমূহে পূর্ণ। সর্ব্বক্ষণই মন্দিরে দুই চারিশত লোক উপস্থিত আছেন। সেবা-কার্য্যের জন্য প্রায় দেড়শত গাভী গোশালার শোভা বর্দ্ধন করে। সহরের মধ্যে এই মন্দিরের বিস্তৃত ভূমি আছে ও তদুপরে বহু অট্টালিকা স্থিত রহিয়াছে। গোস্বামী মহারাজ মুম্বাই সহরের একজন সুপ্রসিদ্ধ আঢ্য গৃহস্থ আচার্য্য। ইঁহাদের অসংখ্য শিষ্য। মুম্বাই নগরে সনাতন ধর্ম্মীর একটী সমাজ ও শ্রীবল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের একটী সমাজ লক্ষিত হয়। ইঁহারা উভয়েই হিন্দু সম্প্রদায়ের দুইটী স্তর। এতদ্ব্যতীত পার্শি, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি কতিপয় সম্প্রদায় সহরের অধিবাসী।

মুম্বাই সহরের গৃহশুল্ক কলিকাতা অপেক্ষা অনেক বেশী। খাদ্যদ্রব্যাদি কলিকাতা অপেক্ষাও মহার্ঘ। এক আনার নিম্নে কোন একটী খাদ্য দ্রব্য এমন কি শাক পর্য্যন্ত বিক্রীত হয় না। সহরটী কলিকাতার ন্যায় বৃহৎ নহে। প্রসিদ্ধ পথগুলিতে ট্রামওয়ে আছে। কতিপয় ট্রামওয়ে গাড়ী দ্বিতল। টিকিটে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ও ট্রাম-ষ্টেশনের নম্বর লিখিত আছে। অপরাহ্ণে প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া আমরা Sassoon Dock এর দিকে ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলাম। কতিপয় স্থান পরিদর্শন করিয়া সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসি। সন্ধ্যার পর বহুজনতা-পূর্ণ সজ্ব স্রোতের ন্যায় মন্দিরে দেবদর্শনোদ্দেশে গমন করিতেছে, দেখিতে পাইলাম; এবং রাত্রশেষ উচ্চৈঃস্বরে ভগবন্নাম গ্রহণ করিতে করিতে বহু ব্যক্তি প্রাতঃকালীন আবাত্রিক দর্শনে অগ্রসর হইতেছেন, দেখা গেল। 'কৃষ্ণ-নাম' ও সংস্কৃত স্তোত্রাদি উচ্চারণে স্থানটী মুখরিত হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
২২।১১।২৪ইং

নন্দসূনুপ্রভো,

আপনার পত্র পাইয়াছি। বৈষ্ণবের শিক্ষা সম্বন্ধে মহাপ্রভু যে 'তৃণাদপি শ্লোক' বলিয়াছেন, তন্মধ্যে 'সহিষ্ণুতা' তরুসম করিতে হইবে। কৃষ্ণের ইচ্ছায় সহ্য করিবার অবকাশ উপস্থিত হইলে কতক সহ্য করিবেন। তাহাতে অসহ্য হইলেও কতকটা সহ্য করিবার শিক্ষা-লাভ ঘটিবে। কিছুদিন পরে কলিকাতার দিকে আসিবেন। কিন্তু ইতোমধ্যে ক্লেশসহন ধর্ম্মশিক্ষার অবসর জানিবেন। অন্যান্য কথা পরে জানাইব।

নিত্যস্নেহার্থী
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ জুন ২৩ জ্যৈষ্ঠ

শ্রীযুক্ত * * অধিকারী ভক্তি * *

সমীপেষু

স্নেহবিগ্রহেষু,

আপনার বিস্তৃত পত্র পাঠ করিলাম। শ্রীমান্ ভারতী মহারাজ আমলাযোড়া হইতে আজ ৫।৬ দিন হইল শ্রীবিগ্রহ আনিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহের সহিত শ্রী * * ও শ্রী * * উভয়েই আমলা যোড়া হইতে সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ রাখিয়া উভয়েই স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গিয়াছেন। ভারতী মহারাজ আমলাযোড়ার সকলকে হরিকথা বুঝাইয়া আসিয়াছেন।

আপনার পুত্র শ্রীমান্ গৌরদাস মাতুলবাড়ী এবং তাঁহার জননী পিত্রালয় অর্থাৎ তাঁহারা খণ্ডঘোষ যাত্রা করিয়াছেন। শুনিলাম আপনার শ্যালকের বিবাহ উপলক্ষে। তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আপনি শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসব শেষ হইলে পুনরায় যথাবিধি সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আমলাযোড়ায় মঠ স্থাপন পূর্ব্বক গৌরদাসকে ব্রহ্মচারী করাইবেন। তাহাতে আপনার জননী ও গৌরদাসের জননী উভয়েই পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। দানদয়াল ও হরেকৃষ্ণকেও আমি বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছি যে এখন পর্য্যন্তও আপনার চিত্তচাঞ্চল্য হ্রাস হয় নাই, সুতরাং অকালপক্ক ফলের ন্যায় মায়ামুক্ত হইয়া ভজনের কাল উপস্থিত হয় নাই। সেজন্য গৃহে থাকিয়া তাহাতে আসক্ত না হইয়া বাস করাই আপনার পক্ষে মঙ্গল-জনক। আপনার এই পত্র পাইয়াও তাহাই বুঝিলাম।

শ্রীবাস-অঙ্গনে আপনার জননী, আপনার পুত্র, শ্রীগৌরদাসের জননী এবং আপনি পুত্রমোহে আসক্ত সকলে একত্র বাস করিলে ভক্তিবিলাস মহাশয়ের কষ্ট হইবে এবং আপনাদেরও ভজন ব্যাঘাৎ ঘটিবে। অবশ্য শ্রীবাস-অঙ্গন ও আমলাযোড়ার বাড়ী হরিভজন করিতে পারিলে দুই স্থানই এক। ভজন না করিতে পারিলে উভয় স্থানেই মায়ামোহ আসিয়া হরিভজনের ব্যাঘাৎ করিবে। সে জন্য আমলাযোড়ার গৃহে থাকিয়া গৌরদাসাদির স্নেহে আপাততঃ কালযাপনই আপনার পক্ষে শ্রেয়ঃ। গৃহব্রত-বুদ্ধিতে পুত্র স্বজনাদির স্নেহ হরিভজনের ব্যাঘাত করিবে ইহা আপনি বুঝিতে পারেন না কেন? গৃহব্রত-বুদ্ধি ও হরিসেবার মঠ পৃথক্ বস্তু। যখন 'গৃহসেবাকেই' 'হরিসেবা' মনে হইতেছে, তখন গৃহকে মঠে পরিণত করিতে গিয়া এক্ষণে মঠই চিরদিনের জন্য গৃহরূপে পরিণত হইতে চলিল। অনাত্মবস্তু পুত্রে আসক্তি দ্বারা 'হরিসেবা' কখনই সম্ভবপর নয়। তাহাতেই যখন আপনি আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন, তখন পুত্র-স্নেহই এক্ষণে ভজনীয় বস্তু হইয়া পড়িল। 'কে কাহার পুত্র'—এই বিবেক নষ্ট হইল কেন বুঝা যায় না। অসংখ্য গৌরদাস পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিরাজমান। আবার কোন নির্দ্দিষ্ট গৌরদাসের পিতৃত্বাভিমান আপনাকে কেন গ্রাস করিতেছে বুঝা যায় না। জন্মান্তরে মুক্তদশায়ও যখন পুত্র-স্বদেশ, স্বগৃহ, জননী ইত্যাদি হরিবিমুখ সঙ্গকেই হরিসেবার অনুকূল বোধ হইতে লাগিল, তখন শুদ্ধ-হরিভজন-স্বরূপ-বিস্মৃতি ঘটিয়াছে জানিতে হইবে। এরূপ চিত্তচাঞ্চল্য পরিহার পূর্ব্বক কিছুকাল সৎসঙ্গে হরিসেবায় থাকিয়া পরে অন্য চিন্তা ও মায়ায় বশীভূত হইলেও চলিবে। পুত্র-স্নেহ-পাশ, পত্নী-সহবাস-সুখ প্রভৃতি নানা বিপজ্জনক বস্তু সর্ব্বদা আমাদিগকে হরিভজন হইতে নিত্যকালের জন্য পতিত করায়। আপনি 'ভক্তি * *' হইয়া সেই সকলকে কেন প্রশ্রয় দেন? শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসব শেষ হইলে পুত্রস্নেহপাশে আবদ্ধ না হইয়া কর্ত্তব্যকর্ম্মবোধে *** গিয়া কিছুদিন মঠাদির কার্য্য চালাইবেন, পরে সাধুসঙ্গ করা আবশ্যক। অসৎসঙ্গ প্রভাবে গৃহকথাকে হরিভজন বলিয়া ভ্রান্তি ঘটায়, এরূপ জঞ্জাল আসিয়া উপস্থিত হইল। এক্ষণে হরিজন সঙ্গ ও শাস্ত্র শ্রবণ করুন্। আপনার পত্র পাইয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি জানিবেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া আপনার হরিকথা শ্রবণ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পত্নী-পুত্র-গৃহ-ধনাদিতে কৃষ্ণসম্বন্ধস্থাপনের পরিবর্ত্তে ভোগ্য বুদ্ধিতে ব্যস্ত হইলেন কেন? কৃষ্ণ আপনাকে ইহাপেক্ষা ভালবুদ্ধি দিন ইহাই প্রার্থনা করি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ

প্রশ্ন—'ভগবৎ পূজা' হইতে ভক্ত-পূজা শ্রেষ্ঠ কেন?

উত্তর—অর্চ্চামূর্ত্তিতে ভগবৎপূজা-ব্যতীত ভক্তির

প্রারম্ভ হয়না, কেবল বিতর্ক-দ্বারা হৃদয় পিষ্ট হয় এবং ভজনের বিষয় নির্দ্দিষ্ট হয় না। অতএব অর্চ্চা-মূর্ত্তিতে ভগবৎ পূজাই ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের দ্বার স্বরূপ। কিন্তু শ্রীবিগ্রহ-সেবায় শুদ্ধ চিন্ময় বুদ্ধির প্রয়োজন। অচিদাশ্রিতা বুদ্ধির সহিত যে ভগবৎ পূজা, তাহা পৌত্তলিকতারই প্রকার-ভেদ। পৌত্তলিক পূজকগণ ভক্তসঙ্গে শুদ্ধ চিন্ময় বুদ্ধি লাভ করিলে বিশুদ্ধভগবৎ পূজক হইতে পারেন। এই জগতে জীবই চিন্ময়বস্তু, জীবের মধ্যে যিনি কৃষ্ণভক্ত, তিনি বিশুদ্ধ চিন্ময় চিন্ময়বস্তু উপলব্ধি করিতে হইলে জড়, জীব ও কৃষ্ণের যে সম্বন্ধজ্ঞান, তাহা নিতান্ত প্রয়োজন। সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত 'কৃষ্ণপূজা' করিতে হইলে, কৃষ্ণ-পূজা ও ভক্ত-সেবা এককালীন হওয়া উচিত। কেবল শ্রীমূর্ত্তি পূজা করা অথচ চিন্ময়তত্ত্বে পরিষ্কার সম্বন্ধ না জানা, লৌকিকী শ্রদ্ধার পরিচয় মাত্র। উপাস্য বস্তুতে উপাসক, উপাসনা ও উপাস্য সংশ্লিষ্ট; এই ত্রিবিধ বাস্তব বস্তুতত্ত্বজ্ঞানের অভাব হইলে, অর্দ্ধ-কুক্কুটিন্যায়ানুসারে একটি ছাড়িয়া অপরটীর উপাসনা প্রবল হয়, বস্তুতঃ উহা শুদ্ধ নহে। কেননা, উহাতে ভক্তির পূর্ণ স্বরূপের উপলব্ধি নাই।

বেদান্ত-ভাষ্যকার বল-সঞ্চারী বলদেবাভিন্ন বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু লঘুভাগবতামৃত উত্তরখণ্ড প্রথম শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—"বিষ্ণ্বারাধনাৎ বৈষ্ণবারাধনং পরং—শ্রেষ্ঠং তন্মধ্যে তদন্তর্ভাবাদিতি ভাবঃ" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিষ্ণু হইতে বৈষ্ণবারাধনা শ্রেষ্ঠতার কারণ, ভক্ত-পূজা ভগবৎ-পূজারই অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ 'ভক্তি' বলিলে ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান্—এই ত্রিবিধ বাস্তব অভিন্ন তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। একটির অভাবে অন্যের অস্তিত্বের উপলব্ধির অভাব হয়। বিশেষতঃ ভক্ত-হৃদয়ে ভগবানের বিশ্রাম, ভক্ত ভগবানের অঙ্গ বা শরীর, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি যেরূপ অঙ্গীর সেবায় ব্যাপৃত থাকে, ভগবদঙ্গ-স্বরূপ ভক্তগণ তদ্রূপ অঙ্গী ভগবানের সেবাতেই সর্ব্বদা নিযুক্ত। হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জিহ্বাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় যেরূপ নিজ ভোগোপযোগিবস্তু গ্রহণ ও স্বাদাদি দ্বারা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধিপতি মনেরই সন্তোষ-বিধান করে, মনের তৃপ্তিতেই তাহাদের তৃপ্তি, সেইরূপ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশ ভগবানের তৃপ্তিতেই তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্বরূপ ভক্তগণের পরিতৃপ্তি হয়। অঙ্গকে ছাড়িয়া অঙ্গীর স্বতন্ত্রভাবে সেবা যেরূপ তাহার সম্যক্ প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে না, ভগবদঙ্গ-স্বরূপ ভক্তকে ছাড়িয়া অঙ্গী ভগবানের সেবাতেও তদ্রূপ তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করে না। এই জন্য শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণোঃ প্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ॥"

লঘু ভাগবতামৃত উঃ খঃ ১ম শ্লোক।

তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধিপতি গোবিন্দের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় স্বরূপ ভক্তগণের পূজা করেন না অর্থাৎ তাঁহাকে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়-বর্জ্জিত নিরবয়বরূপে দর্শন করেন কিম্বা নিজকে আশ্রয়-বিগ্রহ ভগবদ্ভক্ত বলিয়া ধারণা করেন, তাঁহাদের গোবিন্দ-পূজা অহংগ্রহোপাসনার প্রকার-ভেদ বলিয়া উহা দাম্ভিকতার পরিচয় মাত্র, শুদ্ধভক্তি নহে। এই জন্যই পূর্ব্বমহাজনগণ দাম্ভিকতার অবসর না দিয়া শুদ্ধভক্তপূজাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া সিদ্ধান্তিত করিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে ঠাকুর শ্রীল ভক্তি বিনোদ-রচিত নিম্নলিখিত গীতিটি আমাদের অনুক্ষণ আলোচ্য—

কৃপাকর বৈষ্ণব ঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া　ভজিতে ভজিতে
অভিমান হউ দূর॥
আমিত বৈষ্ণব　এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি　হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী॥
তোমার কিঙ্কর　আপনে জানিব,
গুরু অভিমান ত্যজি'।
তোমার উচ্ছিষ্ট　পদ-জল-রেণু
সদা নিষ্কপটে ভজি॥
নিজে শ্রেষ্ঠ জানি　উচ্ছিষ্টাদি দানে
হবে অভিমান ভার।
তাই শিষ্য তব　থাকিয়া সর্ব্বদা
না লইব পূজা কার॥
অমানী মানদ　হইলে কীর্ত্তনে
অধিকার দিবে তুমি।
তোমার চরণে　নিষ্কপটে আমি
কাঁদিয়া লুটিব ভূমি॥

(কল্যাণকল্পতরু ৮

প্রচার-প্রসঙ্গ

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী ও ভক্তের সহিত চব্বিশপরগণার বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তিকথা প্রচার করিতেছেন। গত ১০ই চৈত্র হইতে ১২ই চৈত্র পর্য্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় ভবনে স্বামিজী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা-মুখে মানবজীবনের কর্ত্তব্য বিষয়ে বহু উপদেশ প্রদান করেন এবং সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব সম্বন্ধে অতীব চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা করেন। সত্যপ্রিয় সজ্জনবর শ্রীযুক্ত নলিনীবাবুর শুদ্ধভক্তি প্রচারে আন্তরিক যত্ন, উৎসাহ ও বিবিধ সৌজন্য বিশেষ প্রশংসার্হ। শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ তাঁহার মঙ্গল বিধান করুন্।

শ্রীপাদ অরণ্যমহারাজ ১৩ই চৈত্র বেহুচাপানিবাসী ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি মহাশয়ের ভবনে রাত্রি ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত শ্রীচরিতামৃত হইতে শ্রীরূপ-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং 'সদ্‌গুরু'গ্রহণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন।

১৪ই চৈত্র যাদবপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন পাল মহাশয়ের বাটীতে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

১৫ই চৈত্র উক্ত যাদবপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র নাথ মহাশয়ের ভবনে রাত্রি ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত ৩ঘণ্টা-কাল শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং 'নাম-ভজন' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

১৬ই চৈত্র স্বামিজী মহারাজ পুঁড়োগ্রামে শুভাগমন পূর্ব্বক ৫টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত দুইদিবসকাল বিরাট সভায় ভাগবত সম্বন্ধে বক্তৃতার দ্বারা শুদ্ধভক্তির প্রতি সকলের চিত্ত আকৃষ্ট করেন।

রেমুনায়—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীগৌরনিত্যানন্দ পদাঙ্কিত শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর প্রাণধন ভক্তবৎসল শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথের স্থান রেমুনা গ্রামে আবার গৌরনিত্যানন্দ মাধবেন্দ্রের সমকালীয় শুদ্ধভক্তি মন্দাকিনী-প্লাবন গুরুগৌরাঙ্গ কৃপায় প্রকট করাইয়া সকলের হৃদয়ে গৌরনিত্যানন্দ ও প্রেমভক্তিকল্পতরুর মূল শ্রীল মাধবেন্দ্রের স্মৃতি জাগাইয়া দিয়াছেন। স্থানীয় কতিপয় বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ধর্ম্মপ্রাণব্যক্তি শুদ্ধভক্তিপ্রচারের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। তন্মধ্যে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র মোহন আদিত্য, শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন মোহবানা, শ্রীযুক্ত রাধামোহন রাণা, শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ নন্দী, শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র আদিত্য ও শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র পালিত মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউ মহান্ত মহামহোদয়, পরমভাগবত শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর অধিকারী মহাশয়ও প্রচারকার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

চুঁচুড়া সহরে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয়বন মহারাজ, শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ কয়েকদিন ধরিয়া শ্রীগ্রন্থ পাঠ বক্তৃতা ও সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধভক্তি ধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়া চুঁচুড়া বাসীর যথেষ্ট সুকৃতি উৎপাদন করিয়াছেন। শুদ্ধাভক্তির প্রচার বিষয়ে প্রাচীন ভক্ত শ্রীযুক্ত হরিদাস সাধু মহাশয়ের আন্তরিক যত্ন ও সাধুসেবায় অনুরক্তি বিশেষ প্রশংসার্হ। তিনি চুঁচুড়া-বাসীকে শুদ্ধহরিকথা শ্রবণ করাইবার জন্য বৃদ্ধ হইয়াও যুবাপেক্ষা অধিকতর উৎসাহ অক্লান্ত চেষ্টা ও প্রাণপণে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। স্থানীয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সাধু, শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র সাহা প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণের চেষ্টা ও উল্লেখযোগ্য।

গত ২রা ও ৩রা বৈশাখ গুডফ্রাইডের সময় মেদিনী-পুর জেলার বাসুদেবপুর চিরুলিয়া গ্রামস্থ শ্রীভাগবত জনানন্দ মঠে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ ভাগবত জনানন্দ প্রভুর দ্বিতীয় বার্ষিক অপ্রকট-মহামহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। গ্রামের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান এবং কাঁথি, তমলুক প্রভৃতি বহুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে বহু সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত ও সজ্জন ব্যক্তি উক্ত মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে শ্রীমঠে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থমহারাজ উক্ত সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন; ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভবসাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশঅরণ্য মহারাজ শ্রীমদ্ভক্তি-সার মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল কাব্যতীর্থ বি এ মহোদয় ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাহাড়ী মহোদয় প্রভৃতি সজ্জনগণ উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদিদ্বারা সভার কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। চতুর্দ্দিক শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের জয়গানে মুখরিত হইয়া সজ্জনহৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব অমর্ত্ত্য আনন্দের উৎস প্রবাহিত করিয়াছিল। সমাগত সহস্র সহস্র বালবৃদ্ধবনিতাকে প্রচুর পরিমাণে শ্রীশ্রীমহা-প্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

গত ২৯শে মাঘ শনিবার ভৈমী একাদশী তিথিতে শ্রীপাট দেহুড় গ্রামে অষ্টপ্রহর শ্রীহরিসংকীর্ত্তনমুখে শ্রীপাদ কেশবভারতী গোস্বামীর আবির্ভাব মহোৎসব সুসম্পাদিত হইয়াছে। পরদিন প্রাতে ধূলোট উৎসব, মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ভোজন এবং সন্ধ্যাকালে আহুত সুভায় উৎসব উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন ভক্তের লিখিত প্রবন্ধও কবিতা পাঠ এবং সংগীতাদি হইয়াছিল। ঐ দিন বর্দ্ধমান জেলার আউড়িয়া গ্রামেও ভারতী গোস্বামীর আবির্ভাব মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৭ই বৈশাখ ১৩৩৪, ৩০শে এপ্রিল ১৯২৭	৩৬শ সংখ্যা

সারকথা

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য

প্রভু বলে, আজি শুভ প্রভাত আমার।
আজি মহামঙ্গল সে বাসি আপনার॥
নিদ্রা হৈতে আজি উঠিলাম শুভক্ষণে।
দেখিলাম প্রেমনিধি সাক্ষাৎ নয়নে॥
(চৈঃ ভাঃ ম ৭।১৪২, ১৪৩)

এ কোন অদ্ভুত যার সেবকের নৃত্য।
সর্ব্ববিঘ্ন নাশ হয় জগত পবিত্র॥
(চৈঃ ভাঃ ম ৮।১৮৯)

এই মত অচিন্ত্য কৃষ্ণের পরকাশ।
ইহা জানে ভাগ্যবন্ত চৈতন্যের দাস॥
(চৈঃ ভাঃ ম ৮।২৭৯)

তো সবার লাগিয়া আমার অবতার।
তোরা যেই দেহ সেই আমার আহার॥
প্রভু বলে, ক্ষুদ্র নহে ভক্ত-উপহার।
গলাধরি' কান্দে সব বৈষ্ণব দেখিয়া।
সবারে সম্ভাষে ভাই বান্ধব বলিয়া॥
(চৈঃ ভাঃ ম ৮।২৮৭, ২৯৮, ৩১৩)

লখিতে না পারে কেহ হেন মায়া করে।
ভৃত্য বিনা তাঁর তত্ত্ব কে বুঝিতে পারে॥
(চৈঃ ভাঃ ম ৮।৩১৪)

যে চরণ পূজিবারে সবার ভাবনা।
অজ রমা শিবে করে যে লাগি কামনা॥
বৈষ্ণবের দাসদাসীগণে তাহা পূজে।
এই মত ফল হয় বৈষ্ণব যে ভজে॥
(চৈঃ ভাঃ ম ৯।৬৮, ৬৯)

ভক্তের পদার্থ প্রভু খায়েন সন্তোষে।
কদাচিৎ যে ভক্ত না থাকে সেই স্থানে।
আজ্ঞা করি প্রভু তারে আনায় আপনে॥
'কিছু দেহ খাই' বলি' পাতেন শ্রীহস্ত।
যেই যাহা দেন তাহা খায়েন সমস্ত॥
(চৈঃ ভাঃ ম ৯।৮৮, ১০৫, ১০৬)

ধন নাহি, জন নাহি, নাহিক পাণ্ডিত্য।
কে চিনিবে এ সকল চৈতন্যের ভৃত্য॥
কি করিবে বিদ্যা-ধন-রূপ যশ-কুলে।
অহঙ্কার বাড়ি সব পড়য়ে নির্ম্মূলে॥
কলা-মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা।
কোটি কল্পে কোটীশ্বরে না দেখিবে তাহা॥
দেখি 'মূর্খ' 'দরিদ্র' যে সুজনেরে হাসে।
কুম্ভীপাকে যায় সেই নিজ-কর্ম্মদোষে॥
বৈষ্ণব চিনিতে পারে কাহার শকতি।
আছয়ে সকল সিদ্ধি দেখয়ে দুর্গতি॥
খোলাবেচা শ্রীধর তাহার এই সাক্ষী।
ভক্তিমাত্র নিল অষ্ট সিদ্ধিকে উপেক্ষি'।
যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দসুখ॥
বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥
প্রেমভক্তি হয় প্রভু-চরণারবিন্দে।
সেই কৃষ্ণ পায় যে বৈষ্ণব নাহি নিন্দে॥
নিন্দায় নাহিক কার্য্য সবে পাপ লাভ।
এতেক না করে নিন্দা মহামহাভাগ॥
অনিন্দক হই' যে সকৃৎ 'কৃষ্ণ' বলে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে॥
(চৈঃ ভাঃ ম ৯।২৩৩—২৩৫, ২৩৭-২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪৪-২৪৬)

শ্রীচৈতন্যলীলা-শিক্ষা

[৯]

নিমাইর রুচি-পরীক্ষা-লীলা

নামকরণকালে বিচক্ষণ গুরুবর্গকর্ত্তৃক বালকের রুচি-পরীক্ষা প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত একটী প্রথাবিশেষ। শ্রীগৌরহরির প্রকটলীলাবিস্তারের সমকালেও প্রথাটির এই প্রচলন ছিল,—ইহাই শ্রীচৈতন্যভাগবত-কারের লেখনী প্রমাণিত করেন।

লোকহিতকামী আর্য্য-ঋষিগণ আমাদের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে জগতে অবস্থানের শেষদিন পর্য্যন্ত বা তৎপরবর্ত্তি-কালের জন্যও যে সকল বিধি-ব্যবস্থার প্রচলন করিয়াছেন, সেই সকল বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তন্মধ্যে বেশ একটি সুচিন্ত্য-বৈজ্ঞানিক-ধারা অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় প্রবাহিত রহিয়াছে। অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবকুলকে ক্রম-পন্থায় উন্মুখতার দ্বারে উপনীত করাইবার জন্য আর্য্য ঋষিগণ যে-সকল সুগবেষণাময়ী প্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই সকল বৈজ্ঞানিক প্রণালীর যথোপযুক্ত ব্যবহার-বিষয়ে অনিপুণতা-নিবন্ধন অনেকেই কর্ম্মজালে বিজড়িত হইয়া উন্নতির পন্থা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়েন; মঙ্গলের কারণ-গুলি তাঁহাদের অমঙ্গল বা বন্ধনের কারণরূপেই পরিণত হয়। ক্রমশঃ কর্ম্ম-মল হইতে জীবকুলকে মুক্ত করিয়া 'কৃষ্ণেকর্ম্মার্পণ', 'কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি' ও ক্রমে 'অহৈতুকী শুদ্ধা ভক্তিতে' প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে সকল চেষ্টা হইয়াছিল, জীব অনাদি-বহির্ম্মুখতার স্বভাব-বশতঃ ততদূর অগ্রসর হইবার বহু পূর্ব্বেই—ক্রম-পথ স্পর্শ করিতে না করিতেই এতদূর জাড্যগ্রস্ত হইয়া পড়ে যে, জড়তা-নিবন্ধন সে আপাত-সুখের ছলনাময় বিলাস-নিকেতন কর্ম্মের ক্রোড়েই ঝাঁপাইয়া পড়ে। কর্ম্ম-মল হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা ভুলিয়া গিয়া কর্ম্ম-মলকেই প্রয়োজনীয় বস্তু জ্ঞান করিয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে—যেমন, আমার গাত্রে খুব মলা হইয়াছে; কোন ব্যক্তি আমাকে পরামর্শ দিলেন, তুমি তোমার সর্ব্বাঙ্গে পঙ্ক লেপন করিয়া গাত্র-সম্মার্জ্জনা কর, আমি সেই উপদেষ্টার বাক্যানুসারে গাত্র-মল হইতে মুক্ত হইবার জন্য গাত্রে পঙ্ক লেপন করিলাম। পঙ্কের শৈত্য আমার নিকট বড়ই সুখদ বিবেচিত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরে জড়তা উপস্থিত হইল, নিদ্রাদেবীও তখন আমার নয়নাভিমুখিনী হইলেন। আমি অবশতা ও আলস্যের ক্রোড়ে গা ঢালিয়া দিলাম। আমি যে গাত্র-মল হইতে মুক্ত হইবার জন্য গাত্রদেশে পঙ্ক-লেপন করিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়া গেলাম। আমার গাত্র-মলের উপর আরও কতকগুলি অধিকতর মলা (পঙ্ক) আসিয়া জুটিল, আমি আমার পূর্ব্ব উদ্দেশ্য হইতে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া অত্যন্ত জড়তা প্রাপ্ত হইলাম।

আর্য্যঋষিগণের হিতকারিণী ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া অনেকেই এইরূপভাবে কর্ম্মজড়তা প্রাপ্ত হন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদিগকে কর্ম্ম-কর্দ্দম হইতে মুক্ত করিবার জন্যই আর্য্যঋষিগণের সুচিন্ত্য বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা-নিচয় আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

অধিকার বা যোগ্যতা-নির্ণয় মানব-জীবনের একটি প্রধান কর্ত্তব্য ও অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার। এই জন্যই সুবিজ্ঞ আর্য্যঋষিগণ বিভিন্নভাবে আমাদিগের যোগ্যতা বা অধিকার-নির্ণয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মানব-জীবনের অতি প্রারম্ভেই যোগ্যতা নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। যোগ্যতা স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত কোন কর্ম্মেই কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারে না; যে ব্যক্তির যোগ্যতা বা অধিকার নির্ণীত হয় নাই, তাহার যাবতীয় চেষ্টা কোন সুফল উৎপাদনের সাহায্যকারিণী না হইয়া কেবলমাত্র বৃথা সময়-ক্ষেপ ও শ্রম-মাত্রের কারণ-রূপা হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বাগ্রে অধিকার-নির্ণয় আবশ্যক।

অনেক সময়েই কর্ম্ম-কর্ত্তা নিজে নিজের অধিকার বা যোগ্যতা নির্ণয় করিতে পারেন না। মানুষ এতদূর 'আত্ম-সম্ভাবিত' বিশেষতঃ 'আত্মবঞ্চিত' হইবার জন্য এতদূর যোগ্যতা-সম্পন্ন যে, অনেক সময়েই অযোগ্য হইয়াও নিজকে 'যোগ্য'ই মনে করিয়া থাকেন; অতএব তাঁহার যোগ্যতা-নির্ণয় অপর একজন সুযোগ্য পুরুষের দ্বারা সম্পাদিত হইলেই উহা সুষ্ঠু ও সুমঙ্গলপ্রদ হয়। বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক যেরূপ নিজ চিকিৎসা নিজে না করিয়া অপর চিকিৎসকের দ্বারাই নিজ-চিকিৎসা করাইয়া থাকেন, তদ্রূপ নিজের সামর্থ্য থাকিলেও নিজ যোগ্যতা নিজে বিচার না করিয়া অপর সুযোগ্য ব্যক্তির হস্তে যোগ্যতা-নির্ণয়ের ভার সমর্পণ

করিলেই কার্য্য সমীচীন হয়। দ্বিতীয়তঃ জীবনের প্রথম প্রভাতেই মানুষের যোগ্যতা বা অধিকার-নির্ণয়ের নির্দ্দিষ্ট কাল। বাল্যকালে বুদ্ধির পরিপক্কতার অভাব-নিবন্ধনও নিজের যোগ্যতা নিজে নির্ণয় করা যায়না, এইজন্যই আর্য্যঋষিগণ যোগ্যতা-নির্ণয়ের ভার 'পিতা,' 'গ্রামস্থ প্রধান ব্যক্তি', 'পুরোহিত', 'গুরু' প্রভৃতি প্রবীণ ব্যক্তিগণের উপরই ন্যস্ত করিয়াছেন।

কিন্তু বর্ত্তমান কালে অনেক স্থলেই যাহাদের নিজেদের যোগ্যতা নির্ণীত হয় নাই, সেই সকল অযোগ্য বা অনধিকারী ব্যক্তিই 'পিতা', 'পুরোহিত, 'গ্রামস্থ মণ্ডল' ও 'গুরু'র সজ্জা বা আসন গ্রহণ করায় তাঁহাদিগের দ্বারা বালকের যে যোগ্যতা নির্ণয় হয়, তাহা যোগ্যতা নির্ণয়ের একটী অভিনয়-মাত্র হইলেও, তাহা-দ্বারা প্রকৃতপক্ষে যোগ্যতা নির্ণীত হয় না।

অযোগ্য পিতা, পুরোহিত, গুরু বা স্বজনকে কেবলমাত্র বয়োধিক্য, জাগতিক অভিজ্ঞতা, কৌলীন্য, অপরাবিদ্যা-পারদর্শিতা প্রভৃতি গুণ দর্শনে অধিকার-নির্ণয়ের যোগ্য পুরুষ বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগের হস্তে যোগ্যতা-নির্ণয়ের ভার-রূপ অতীব দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যটি অর্পণ করিলে যে কিরূপ বিষময় ফল ফলিতে পারে, তাহার একটী জ্বলন্ত চিত্র শ্রীমদ্ভাগবতে অঙ্কিত রহিয়াছে।

হিরণ্যকশিপু—একজন বিশ্রুতকীর্ত্তি রাজা; তিনি বহু অসুরগণের প্রভু ও শাসন কর্ত্তা—বহুবিদ্যায় পারদর্শী, তপস্বী, মহা শক্তিশালী, প্রভূত ঐশ্বর্য্যবান্, বহু ললনার স্বামী, বহু পুত্রের পিতা, বহু স্বজনবর্গের ভর্ত্তা ও পালন-কর্ত্তা, রাজকার্য্যে বিচক্ষণ, ব্যবহারে নিপুণ, অভিজ্ঞতায় প্রবীণ, প্রতিষ্ঠায় প্রথিতনামা, আর তাঁহারই কুলপুরোহিত বিশ্ববিশ্রুত শুক্রাচার্য্যের রক্তবহনকারী পুত্রদ্বয়—ষণ্ড ও অমর্ক। তাঁহারাও নয়-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী।

অভিভাবক-সূত্রে হিরণ্যকশিপু ও ষণ্ডামর্কের দ্বারাই পঞ্চম বর্ষীয় বালক প্রহ্লাদের যোগ্যতা নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। তাহাই হইল। হিরণ্যকশিপু ও ষণ্ডামর্ক বালকের যোগ্যতা নির্ণয় করিয়া প্রহ্লাদকে দণ্ডনীতি প্রভৃতি শাস্ত্র পাঠে প্রবর্ত্তিত করিবার উদ্যোগ করিলেন।

কিন্তু বালকের যোগ্যতা-নির্ণয়ের অভিনয়মাত্র হইল, প্রকৃতপক্ষে বালকের স্বাভাবিকী রুচি পরীক্ষা করিয়া যোগ্যতা নির্ণীত হইল না। কারণ অভিজ্ঞতাবাদ বা অক্ষজ-জ্ঞানকে সম্বল করিয়া যে কিছু কার্য্য হয়, তাহাতে নিরপেক্ষতা থাকিতে পারে না। অভিজ্ঞতাবাদী, অক্ষজ-জ্ঞানীর দৃষ্টি জড়াভিজ্ঞান ভেদ করিয়া জড়াতীত অভিজ্ঞানের নিকট পৌছিতে পারে না—তাহার দূরদর্শিতা থাকিলেও সুদূরদর্শিতা নাই। আবার সেই দূরদর্শিতাটুকুও অপস্বার্থরূপ অন্ধদৃষ্টিদ্বারা ব্যাহত। কিন্তু স্বার্থগতি-বিষ্ণুই যাঁহাদের স্বার্থ, তাঁহাদের স্বাভাবিকী সুদূরদর্শিতা বিভু ও সর্ব্বজ্ঞ বস্তুর পাদ-পদ্ম-নখ-প্রভায় আরও সমুজ্জ্বলিতা।

বহির্ম্মুখ জীব বা অভিজ্ঞতাবাদী, অক্ষজজ্ঞানী ব্যক্তি—'পিতা', 'গুরু', 'পুরোহিত', 'স্বামী' বা কোন প্রকার 'অভিভাবকে'র সজ্জা গ্রহণ করিলে তাঁহারা তাঁহাদের জড়াভিজ্ঞানকেই সম্বল করিয়া স্ব-স্ব বৃত্তি পরিচালন করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর অভিভাবকগণ স্বয়ং 'কুণপাত্মবাদী' হইয়া যে বিচার করেন, তাহাতে শৌক্র-বিচারই প্রবল-রূপে তাঁহাদের মস্তিষ্ক অধিকার করিয়া বসে। স্থূল দেহই যাঁহাদের চিত্তকে সর্ব্বদা অভিভূত করিয়া রহিয়াছে, তাঁহা-দিগের চিত্ত স্থূলের মধ্যে যাহা চরম (ধাতু), (কারণ রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে রেতঃ) তাহার বিচার হইতে অধিকতর ও উন্নততর বিচারে অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের বিচার অতিক্রম করিয়া সুসূক্ষ্ম বা বিদ্বদ্-বিচারে উপনীত হইতে পারে না। তাই হিরণ্যকশিপুও সেইরূপ বিচার-নিপুণ হইয়া প্রহ্লাদের অভিভাবকাভিমানি-সূত্রে বিচার করিলেন,—আমি যখন শুক্র-শিষ্য দৈত্য, তখন প্রহ্লাদও আমার আত্মজ-সূত্রে নিশ্চয়ই দৈত্য; আমি যখন রাজা, তখন আমার পুত্রও সেই পদবীরই যোগ্যতা-সম্পন্ন। শৌক্র-বিচারে প্রহ্লাদের যোগ্যতা-নির্ণয় করিতে গিয়া অভিভাবকাভিমানী হিরণ্যকশিপু ও তাঁহার স্বজনবর্গের যে ভ্রম ঘটিল, তাহা তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে না পারিলেও পরবর্ত্তিকালে তাঁহাদের অর্ব্বাচীনতারূপ-বটবৃক্ষের অঙ্কুর সর্ব্ব-নাশকর বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া তাঁহাদের বিচার-সৌধকে ভূমিসাৎ করিল।

বালকের স্বাভাবিকী রুচি বা বৃত্তি পরীক্ষা না করিয়া কেবলমাত্র শৌক্রবিচারে বালকের যোগ্যতা-নির্ণয় করার কুফল দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ও তাঁহার আপ্তবর্গ প্রতিক্ষণ

ভোগ করিতে থাকিলেন। হিরণ্যকশিপুর চারিটী পুত্র ছিল, হিরণ্যকশিপু অপর তিনটী পুত্রের ন্যায় প্রহ্লাদকেও বিচার করিয়াছিলেন। কিন্তু এক পিতার পুত্র হইলেই যে সকলের বৃত্তি এক প্রকার হইবে, তাহা নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রহ্লাদ-চরিত্রের পূর্ব্ব স্কন্ধেও দেখা যায় যে, ঋষভদেবের শত পুত্রের মধ্যে বৃত্তি বা রুচি অনুসারেই তাঁহাদের যোগ্যতা নিরূপিত হইয়াছিল, নতুবা এক ক্ষত্রিয়রূপী পিতার পুত্রগণের মধ্যে কেহবা ব্রাহ্মণ, কেহবা ক্ষত্রিয়, কেহবা ভাগবত-পরমহংস কিরূপে হইতে পারেন? ঋষভদেব সুবিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া নিজ পুত্রগণের বৃত্তিদ্বারা যোগ্যতা নিরূপণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু পিতা, প্রভু, পালক, অভিভাবক, তপস্বী, যশস্বী, নয়-নিপুণ হইলেও অভিজ্ঞতা-বাদীর বিচারে গতানুগতিক ও অন্ধ পরম্পরার ন্যায় অবলম্বন করিয়া বালক প্রহ্লাদের নৈসর্গিকী রুচি বা বৃত্তি পরীক্ষা না করিয়াই যোগ্যতা-নির্ণয় করিয়া নিজের পায়ে নিজেই কুঠার নিক্ষেপ করিলেন। শৌক্রবিচারে অন্ধ হওয়ায় হিরণ্যকশিপু বালক প্রহ্লাদের স্বাভাবিকী-বৃত্তিজাত চেষ্টা ও বিচারকে নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণের বিরোধী চেষ্টা বিচার বা জ্ঞান করিলেন।

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু প্রথমতঃ বহু আদরের সহিত বালকের রুচি পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; বালকের রুচি পরীক্ষা-কালে বালক পিতার প্রশ্নের যে সকল উত্তর দিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার নৈসর্গিকী রুচির বিচার নিষ্কপট ও নির্ভীক চিত্তে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাতে হিরণ্যকশিপু ও তাঁহার সম-শীল আপ্তবর্গের ইন্দ্রিয়-তর্পণ না হওয়ায় অর্থাৎ বালককে শৌক্রবিচারের অন্ধ-পরম্পরার-ন্যায়ে প্রাপ্ত না হওয়ায়, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-পিপাসার অতৃপ্তিতে ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছিল। দৈত্যরাজ তখন বালকের স্বাভাবিকী রুচির বিচার শ্রবণ করিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, বালকের বুদ্ধি নিশ্চয়ই পরের দ্বারা নষ্ট হইয়াছে; অতএব যে সকল 'পুরোহিত' ও 'গুরু' বালকের স্বাভাবিকী রুচিতে বাধা প্রদানে এবং বালককে বিষ্ণুপক্ষীয় ব্যক্তিগণের সঙ্গ হইতে দূরে রাখিতে সমর্থ, সেই সকল ভৃতক পুরোহিত ও গুরু-শ্রেণীর তত্ত্বাবধানেই বালককে রাখা উচিত। কারণ বৈষ্ণব গুরুগণ নিরপেক্ষ, তাঁহারা ভৃতকের ন্যায় অর্থের ভিক্ষু হইয়া যজমান বা শিষ্যের দাস্য করেন না, এই জানিয়া হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে ঐরূপ ভৃতক গুরুগণের হস্তে প্রদান করিলে, শুক্র-পুত্রগণ বালককে তাঁহার স্বাভাবিকী বৃত্তি হইতে বিচ্যুত করিবার বিবিধ চেষ্টা করিলেন। বালক কিন্তু কিছুতেই শুক্র-পুত্রগণের শৌক্রবিচার-সংরক্ষণ-পর বাক্য শ্রবণ না করিয়া আত্ম-বিচারাবলম্বনে তাহাদিগকে বলিলেন, গৃহব্রত, গো-দাস, শৌক্রবিচারে আবদ্ধ, অন্ধ গুরুব্রুবগণের পরামর্শ শ্রবণ করা কখনও উচিত নহে। কারণ তাহারা মহতের পদ আশ্রয় করে নাই, সুতরাং তাহাদিগের মতি কখনও অধোক্ষজ কৃষ্ণে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। বালক প্রহ্লাদ গৃহব্রত গুরুগণকে বঞ্চনা করিয়া অন্য বালকগণের নিকট তাঁহার নৈসর্গিক বিচারের কথা কীর্ত্তন করিতেন, কারণ প্রহ্লাদের নৈসর্গিক বিচার জীব-মাত্রেরই শুদ্ধ স্বরূপের স্বাভাবিকী রুচি বা বৃত্তির বিচার। সুতরাং তাহা কাহারও নিকট কীর্ত্তন করিতে বাধা নাই।

ভাগবতের এই চিত্রটী নিবিষ্টচিত্তে নিরীক্ষণ করিলে জানা যায় যে, কনক-কামিনী-রত, হিরণ্যকশিপুতুল্য ব্যক্তিগণ ও তাঁহাদের মুখাপেক্ষী ভৃতক পুরোহিত ও গুরু-নামধারী শুক্র-পুত্র বা শিষ্যগণের মধ্যে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ বা বিরোধের বীজ নিহিত আছে। তাহারা শৌক্র-বিচারে আবদ্ধ হইয়া জীব-স্বরূপের নৈসর্গিকী রতিকে সর্ব্বদাই বাধা প্রদান করিবার জন্য ব্যস্ত। শুক্রাচার্য্য শৌক্র-পরম্পরা-ক্রমে আচার্য্যত্ব সংরক্ষণের অভিলাষী হইয়া বলি-রাজ অর্থাৎ যিনি ভগবচ্চরণে নিত্যকাল শ্রেষ্ঠ উপহার রূপে প্রদত্ত রহিয়াছেন, সেই শুদ্ধ-সত্ত্ব বস্তুর স্বাভাবিকী বৃত্তিকে বাধা প্রদান করিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছিলেন। শুক্রাচার্য্যের শুক্রোৎপন্ন সন্তানগণও শৌক্র-পারম্পর্য্যক্রমে সেই রুচিই লাভ করিয়াছিলেন। অতএব অদৈব স্মার্ত্তগণ কেবলমাত্র শৌক্রবিচারে যে অপরের যোগ্যতা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করেন, তাহাদ্বারা জগতে আসুর সর্গেরই পথ পরিষ্কৃত হয়। ইহা জানাইবার জন্যই সনাতন-ধর্ম্ম-বর্ম্মা লোকশিক্ষক-লীলাভিনয়কারী গৌরহরির নামকরণ-লীলা-প্রসঙ্গে রুচি পরীক্ষা-লীলা।

যখন শুদ্ধসত্ত্ব মিশ্র পুরন্দর বালক নিমাইর নামকরণ-কালে বালক-রূপী আত্মজের নিকট ধান্য, পুঁথি, খই, কড়ি, স্বর্ণ, রজতাদি দ্রব্য উপস্থিত করিয়া বালককে তাঁহার যে বস্তুতে অভিরুচি তাহা ধরিবার জন্য বলিলেন, লোক-শিক্ষক বালক-রূপী প্রভু তখন বৈষ্ণবোচিত রুচি

প্রদর্শন করিয়া স্বর্ণ, রজত বা ধান্যাদি স্পর্শ করিলেন না, কিংবা স্মার্ত্ত, ভৃতক, দেবল বা যাজক ব্রাহ্মণাদির রুচি প্রদর্শনার্থ পুঁথি বা খই, কলা প্রভৃতিও গ্রহণ করিলেন না; কিন্তু ঐ সকল বস্তুই পরিত্যাগ করিয়া "শ্রীমদ্ভাগবত" ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। তখন চতুর্দ্দিক হইতে 'জয়-ধ্বনি' উত্থিত হইল। বালক-রূপী ভগবানের রুচি-পরীক্ষা-লীলা হইল। আপ্তগণ বুঝিতে পারিলেন,—এ বালক মহাবৈষ্ণব ও বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিবিশিষ্ট হইবেন।

বালক-রূপিভগবান্ সর্ব্বগুরু হইয়াও একদিকে বৎসল-রস বিবর্দ্ধনার্থ, অপরদিকে লোকশিক্ষার্থ পুরন্দর ও আপ্তবর্গের দ্বারা স্বীয় রুচি-পরীক্ষা লীলা আবিষ্কার করাইয়া সেবোন্মুখ জগৎকে শিক্ষা দিলেন যে, শৌক্রবিচার পরিত্যাগ করিয়া বৃত্তবিচারেই যোগ্যতা নির্ণয় করা আবশ্যক। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত প্রহ্লাদ-উপাখ্যানে ব্যতিরেক ভাবে শৌক্র-বিচারে যোগ্যতা নির্ণয়ের কুফল প্রচার করাইয়া এবং সেই শ্রীসপ্তমেই নারদ-যুধিষ্ঠির-সংবাদে বর্ণ-ধর্ম্ম ও জীবের মঙ্গলপ্রদ ধর্ম্ম-বর্ণন-প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোকাবলীতে—

"বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ॥
যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"
(ভাঃ ৭।১১।৩২, ৩৫)

অন্বয়ভাবে বৃত্তবিচারের অত্যাবশ্যকতা জীবকুলকে জানাইয়া অধুনা স্বীয় নামকরণ-লীলায় স্বয়ং বৃত্তবিচারের অত্যাবশ্যকতা প্রচার করিলেন, গুরুবর্গের দ্বারা স্বীয় রুচি-পরীক্ষা-লীলা আবিষ্কার-কালে শ্রীমদ্ভাগবতালিঙ্গন করিয়া জানাইলেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রই স্বীয় অনুমোদিত গ্রন্থ। এই শ্রীভাগবতশাস্ত্রে বৃত্তবিচারের কথা শ্রীসপ্তমের নিরবকাশা ও সাবধারণা শ্রুতিতে ও শ্রীনবমের তৎপোষক উদাহরণসমূহে অতি স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে এবং শ্রীভাগবতের বিভিন্ন স্থানেও সামান্যভাবে বৃত্তবিচারের বিষয় উদাহৃত হইয়াছে। এই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য। ব্রহ্মসূত্রের অপশূদ্রাধিকরণে অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের—(১) "শুগস্য তদনাদর শ্রবণাৎ তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি" ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৩ ॥ (২) "ক্ষত্রিয়-ত্বাবগতেশ্চ" ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৪ ॥ (৩) "উত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ" ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৫ ॥ (৪) "সংস্কার-পরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ" ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৬ ॥ (৫) "তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ" ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৭ ॥ (৬) "শ্রবণাধ্যয়নার্থ-প্রতিষেধাৎ" ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৮ ॥ (৭) "স্মৃতেশ্চ" ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৯ ॥ —এই সকল সূত্রের ভাষ্যস্বরূপে ও ভারতার্থবিনির্ণয়ে 'যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং' ও মহাভারত-স্মৃতির—

"ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥
সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি॥
*　　*　　*
শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ॥
*　　*　　*
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥
*　　*
এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ॥"

—এই সকল শ্লোকের তাৎপর্য্য স্বীয় রুচি-পরীক্ষা-লীলাদ্বারা প্রকাশ করিলেন।

অতএব নিমাইর রুচি-পরীক্ষা-লীলাবিষ্কারে একাধারে স্বীয় শুদ্ধ-বৎসল-রসের আশ্রয়ালম্বনগণের প্রতি যেরূপ প্রেমা বিস্তীর্ণ হইয়াছে, আবার তদ্দ্বারা সাধারণ জগজ্জীবের প্রতিও মহতী শিক্ষা-রূপা করুণা-কাদম্বিনী বর্ষিতা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য-লীলামৃত-তরঙ্গিনীর এক একটী বিন্দুকণে যে কি অপূর্ব্ব অজস্র অমৃতের সন্ধান রহিয়াছে, তাহা সেবোন্মুখ চিত্তেই উপলব্ধির বিষয় হয়। সেবা-বিমুখ ব্যক্তি অপ্রাকৃত চৈতন্য-লীলাকে প্রাকৃতের ন্যায় দর্শন করিয়া দৈবী মায়ায় মুগ্ধ হন মাত্র; তাই চৈতন্য-লীলাস্বাদন করিতে হইলে নিত্য চৈতন্যভক্তগণের সঙ্গ করিবার জন্যই শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ নিজ জন আদেশ করিয়াছেন,

"চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥"
(শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত অন্ত্য ৫ম)

———

সুখ কি ?

দেখিতে পাওয়া যায় যে, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি সভ্য, কি অসভ্য, কি মূর্খ, কি পণ্ডিত, কি গৃহী, কি ত্যাগী, কি ভোগী, কি যোগী এবং কি মানব, কি পশ্বাদি—সকলেই সুখপ্রাপ্তির আশায় বদ্ধ-পরিকর। যদি কেহ সুষ্ঠুভাবে অনুসন্ধানে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃস্থলের সুখাশাই তাঁহাকে যাবতীয় কার্য্যে প্রণোদিত করিতেছে। সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক ও নিখিল জীবের চিত্তাকর্ষক-রূপ পরম কমনীয় ও সুমহান্ সুখনামক সম্রাটের প্রকৃত স্বরূপ কি, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অনেক সময় শিশুগণ নিদ্রাভঙ্গের পর অকস্মাৎ প্রবল বেগে ক্রন্দন আরম্ভ করে এবং ক্রন্দন-কালে সান্ত্বনা করিবার জন্য উহাদিগকে অভিভাবকগণ যে সমুদয় বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা উহারা শুনিতে চাহে না বরং ক্রমশঃ পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত বেগে চীৎকার করিতে থাকে। বয়ঃপ্রাপ্ত মানবগণের মধ্যে বিচারশক্তির অভাবে সুখের প্রকৃত-স্বরূপ কি ও কি প্রকার সাধন আশ্রয় করিলে সুখের সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রয়োজনীয়তা যাঁহারা স্বতঃ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, এবং কেহ বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও মনোযোগপূর্ব্বক হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য প্রস্তুত হননা, তাঁহারা নিতান্ত ভাগ্যহীন ও পূর্ব্বোক্ত ক্রন্দনশীল শিশুগণের ন্যায় অত্যন্ত মূঢ়। কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যেন সুখের প্রকৃত স্বরূপ-নির্ণয়ে ও তাহার যথোচিত সাধনে বিরত না থাকেন, ইহাই প্রবন্ধ-লেখকের সানুনয় প্রার্থনা। শাস্ত্র বলিতেছেন, যথা—

১। "রম্য-চিদ্ঘন-সুখ-স্বরূপিণে"।
২। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন"।
৩। "আনন্দাৎ খল্বিমানি-ভূতানি জায়ন্তে
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, তৎ
প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্‌ব্রহ্ম তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব।"
৪। "রসো বৈ সঃ"
৫। "রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ।"
৬। "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ
আকাশে আনন্দো ন স্যাৎ।"
৭। "আনন্দময়াচ্চ।"
৮। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।"
৯। "হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।"
১০। "পরমার্থরসঃ কৃষ্ণঃ।"
১১। "চিদ্বিশেষ-সমাশ্রিতা কৃষ্ণরসাত্মিমাপ্নুয়াৎ।"
১২। "অন্বেষয়ন্তি শাস্ত্রেষু শুদ্ধং কৃষ্ণাশ্রিতং রসম্।"
১৩। "সচ্চিদানন্দ-স্বরূপঃ সর্ব্বসিদ্ধি-নিষেবিতঃ।"
১৪। "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ"।

ইত্যাদি প্রকার শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত-মূলক প্রবচন-সমূহ হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে,—"শ্রীভগবানই একমাত্র সুখের স্বরূপ ও আলয়।"

অন্ধকার গৃহে যখন দীপ জ্বলিতে থাকে, তখন আমরা দেখিতে পাই যে, প্রদীপ-শিখা গৃহের চতুর্দ্দিকে আলোক বিকীর্ণ করিয়াও নিজ শিখাস্থ আলোকরাশিকে যথাস্থানে অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করে। এই দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, প্রকাশশীল আলোকের 'ব্যাপকতা' নাম্নী একটি গুণ বা শক্তি আছে, যাহার দ্বারা সে একস্থানে অক্ষুণ্ণ বা অবিকৃতভাবে বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও চতুষ্পার্শ্বস্থ পদার্থরাজিকে নিজ প্রভা-দ্বারা ব্যাপিয়া তাহাদিগকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। আলোকে যেরূপ 'ব্যাপকতা' নাম্নী একটি শক্তি অবস্থিত, সুখ-স্বরূপ-ভগবত্তত্ত্বেও তদ্রূপ 'ব্যাপকতা' নাম্নী একটী মহতী শক্তি অন্তর্নিহিতা আছে, যাহার প্রভাবে তিনি নিজ স্বরূপকে পূর্ণ সচ্চিদানন্দঘন-তত্ত্বরূপে সংরক্ষণপূর্ব্বক তদিতর প্রত্যেক জীবে নিজ সুখ-রূপের আভাস বা জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতে সমর্থ হন এবং সেই আভাসের পরিচয় দেখাইয়া নিখিল জীবকে নিজ ঘনানন্দময় স্বরূপের প্রতি আকর্ষণ করিয়া থাকেন, তাই শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, যথা—

১। "এষ হ্যেবানন্দয়তি"।
২। "আত্মারামগণাকর্ষী"।
৩। "ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলী-কল-কূজিতঃ"।
৪। "রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ।"

আলোকের প্রকাশ-গুণ যেরূপ অন্ধকারে লক্ষিত হয়না এবং অন্ধকারের আবরণ গুণ যেরূপ আলোকে দৃষ্ট হয় না,

তদ্রূপ সুখরূপ পদার্থের চিত্তবিনোদকারী গুণ, তদিতর তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে পারে না। এই জন্য শাস্ত্রে অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং। নাল্পে সুখমস্তি।" অর্থাৎ সেই সুবৃহৎ ব্রহ্ম বা ভগবত্তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া সুখময় জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হয়; তদিতর পদার্থসমূহ অতি ক্ষুদ্র ও তদাশ্রয়ে সুখ লাভের আশা নাই, বরং দুঃখই পুনঃপুনঃ আস্বাদিত হইয়া থাকে। অতএব সুখান্বেষী ব্যক্তিমাত্রেরই উচিত, সুখ লাভার্থে হৃদয়ে অনুভূত সুখ-কিরণের সাহায্যে তাহার উৎস-রূপ সুখ-সূর্য্যের আলোচনায় নিযুক্ত থাকা। যাঁহারা সুখ-সূর্য্যের চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক নশ্বর ও ক্ষুদ্র ধন-জনাদির চিন্তায় নিমগ্ন এবং তদ্বৎ পদার্থদ্বারা সুখ-লাভের আশা পোষণ করেন, তাঁহারা বৃথাই শস্য-লাভার্থ তুষরাশিকে আঘাত করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর মনুষ্যকে কখনও 'বুদ্ধিমান্' বলা যাইতে পারে না এবং দুর্ভাগ্যই যে তাঁহাদিগের বুদ্ধিকে দূষিত করিয়াছে, তাহা সুধীগণ মুক্তকণ্ঠে পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিয়া থাকেন।

সুখের স্মৃতি অস্ফুট আকারে হৃদয়ে জাগিবামাত্র দুর্ভাগ্য-বশতঃ যাঁহাদিগের চিত্ত শুদ্ধভাবে উহার উৎসাভিমুখে ধাবিত হইতে বাধা প্রাপ্ত হয়, তাঁহারা রজ্জুতে সর্প দর্শনের ন্যায় বিবর্ত্ত-বুদ্ধির সাহায্যে উহাকে পূর্ব্বদৃষ্ট অন্য কোন নশ্বর বাহ্য পদার্থের সংসর্গজনিত ফলবিশেষের আংশিক বিকাশ বলিয়া বুঝিতে বাধ্য হন ও তৎফলে পুনরায় সেইরূপ পদার্থদ্বারা উহাকে সুস্পষ্টরূপে আস্বাদন করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া থাকেন। বাহ্যপদার্থের স্মৃতি জাগিবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগের লক্ষ্য মুখ্যভাবে সুখের অস্ফুট স্মৃতির অভিমুখে ধাবিত হইতে থাকে; কিন্তু বিবর্ত্ত-বুদ্ধির সাহায্যে বাহ্য বিষয়ে স্মৃতি জাগিবার পরবর্ত্তিকালে ঐ লক্ষ্য বাহ্য বিষয়ের অভিমুখে মুখ্যভাবে ধাবিত হইতে আরম্ভ করায় উহা সুখ-স্মৃতির দিকে গৌণভাবে অবস্থান করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর যখন বিষয়ের চিন্তা তন্ময়ীভাব ধারণ করে, তৎকালে লক্ষ্য সুখ-স্মৃতির প্রতি গৌণভাবটুকুও বিসর্জ্জন দিয়া থাকে। সূর্য্যাস্তের পর যেমন ঘোর অন্ধকাররাশি দিক্‌সমূহকে ছাইয়া ফেলে, সুখ-স্মৃতির প্রতি গৌণভাবে অবস্থিত-লক্ষ্যটুকুর অপগমেও সেইরূপ সুখের বিপরীত যে নিদারুণ দুঃখ, তাহা লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবের হৃদয়-দেশকে অধিকার করে। এই সুখ-স্মরণাত্মক পথের বিপরীত দুঃখ-আবাহনকারী যে বাহ্য বিষয়ের চিন্তা-রূপ পথ, তাহাকে শাস্ত্রকারগণ 'ভাবনাবর্ত্ম'-নামে অভিহিত করিয়াছেন। যাঁহারা ভাবনা-বর্ত্মকে অতিক্রম করিতে সমর্থ, কেবল তাঁহারাই সুখের বিশুদ্ধ স্বরূপ অনুভব করিতে ও অনুভব-জনিত বিমল রস-আস্বাদনে সমর্থ, যথা শাস্ত্রবাক্য—

"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি-সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বাদতে স রসো মতঃ॥"

সুবর্ণে তাম্র-'খাদ' মিশাইয়া 'গিনি'-নামক স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত হয়। 'গিনি' প্রস্তুত হইলে সুবর্ণের সহ তাম্র-অংশ এরূপ ওতঃপ্রোতভাবে মিশ্রিত থাকে যে, আমাদিগের চক্ষু ঐ তাম্র-অংশকে লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয় না ও সমগ্র 'গিনি'কে সুবর্ণেরই প্রকার-ভেদ বলিয়া দর্শন করিতে বাধ্য হয়। এই দৃষ্টান্তের ইঙ্গিত লইয়া বিচারশীল হইলে বুঝা যায় যে, অজ্ঞ ও বিষয়াসক্ত ব্যক্তির ধারণায় বৈষয়িক সুখ-আকারে যে বস্তু অনুভূত হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে বাহ্য বিষয় ও সুখ-জ্যোতির সংমিশ্রিত ভাবদ্যোতক। রাসায়ন-ক্রিয়া যোগে 'গিনি' হইতে তাম্রাংশকে বহিষ্কৃত করিলে সুবর্ণকে যেরূপ পুনরায় বিশুদ্ধাকারে দর্শন করিতে পারা যায়, বহির্ম্মুখ জনগণ যদি নিজ নিজ চিত্ত-দর্পণ হইতে সুখেতর বাহ্য নশ্বর পদার্থের চিন্তারাশিকে দূরীভূত করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তাঁহারাও সুখ-বস্তুকে তদ্রূপ বিশুদ্ধচিদ্‌ঘনানন্দময় ভগবত্তত্ত্বরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন।

সূর্য্যের আলোক চন্দ্রে পতিত হওয়ায় আমরা চন্দ্রকে আলোকময় দেখিতে পাই! যদিও আমাদিগের চক্ষু ঐ আলোককে স্বতন্ত্র চন্দ্রালোকরূপেই দর্শন করে, তথাপি বিজ্ঞানবিদ্‌গণের গবেষণা জানাইয়া দেয় যে, উহা সূর্য্যেরই আলোক, স্বতন্ত্র চন্দ্রালোক নহে। বাহ্য-বিষয়ের চিন্তাকালে মানব-চিত্ত যে যে পদার্থের চিন্তায় নিমগ্ন হয়, তাহাতেই কথঞ্চিৎ তন্ময়তা লাভ করে। চিত্ত কোন বিষয়ে তন্ময় হইলে অন্যান্য বিষয়ের চিন্তাকে স্তব্ধ রাখে। অন্যান্য বহুতর বিষয়ের চিন্তা যে কালে স্তব্ধীভূত থাকে, সে সময় চিত্ত কথঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ করে ও তদ্ধেতু তাহা নিরুপদ্রবে ধ্যেয় বস্তুকে ধারণা করিতে সমর্থ হয়। তরঙ্গরাশির কথঞ্চিৎ বিরাম কালে জলাশয়ে যেরূপ চন্দ্রের প্রতিবিম্ব সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়, চিত্তের কথঞ্চিৎ শান্ত ভূমিকায় সুখময় ভগবত্তত্ত্বের তদ্রূপ ঈষৎ আভাস অনুভূতির গোচর হইয়া থাকে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সুখময় ভগবত্তত্ত্ব হইতেই সুখের 'ঝলক' হৃদ্দেশে অনুভূত হয়, কিন্তু সুখ দিলেন সুখময় ভগবান্, ইহার পরিবর্ত্তে সূর্য্যালোককে চন্দ্রালোকের প্রতীতির ন্যায় অজ্ঞ মানবগণ মনে করেন যে, সুখ দিল বাহ্য বিষয় এবং সেইজন্য তাঁহারা বাহ্য বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়েন। শুষ্ক অস্থি-চর্ব্বণকারী সারমেয় যেরূপ কঠিন অস্থি-দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত স্বীয় মুখ-নিঃসৃত রক্তকে অস্থিগত রুধির বলিয়া মনে করে ও নিজ মুখ-নির্গত রক্তাপানার্থ পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল উদ্যমের সহিত ঐ শুষ্ক অস্থিকে পুনঃপুনঃ চর্ব্বণ করিতে থাকে, অজ্ঞ-মানবগণের সুখাস্বাদনের যত্নও ঠিক সেইরূপ।

মানবগণের বুদ্ধিতে ত্রিবিধ গতি লক্ষ্য করা যায়, যথা—(১) ভোগপরা বা বিষয়াভিমুখিনী, (২) ত্যাগপরা বা ব্যতিরেকমুখিনী ও (৩) সেবাপরা বা ভগবদভিমুখিনী। ভোগপর-বুদ্ধির উদয়কালে মনুষ্যগণ নিজাতিরিক্ত পদার্থ সমূহকে ভোগ্য ও আপনাদিগকে ভোক্তৃভাবে অবগত হন এবং তন্নিবন্ধন বাহ্য পদার্থে সুখান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে রজ্জুতে সর্প দর্শনের ন্যায় ভোগী-দিগের বুদ্ধি বিবর্ত্তিত হওয়ায়, তাহারা সুখের উৎস কোথায় তাহা বুঝিতে অসমর্থ। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভোগপর-বুদ্ধিই উক্ত বিবর্ত্তের জনক এবং সত্য-জ্ঞানের বাধক।

ভোগপর পন্থায় অজস্র দুঃখ উপস্থিত হয় দেখিয়া যে-সমুদয় মনুষ্য ভোগপর-বুদ্ধিকে সঙ্কুচিত করিবার উদ্দেশ্যে ত্যাগপর ব্রত অবলম্বন করেন ও ত্যাগদ্বারে দুঃখের উচ্ছিত্তি-রূপ শাশ্বত শান্তিকে উপভোগ করিবার জন্য উদ্গ্রীব হন, তাঁহারা 'জ্ঞানী' নামে অভিহিত ও ত্যাগপর-বুদ্ধিবিশিষ্ট। এই প্রকার ত্যাগনিষ্ঠ জ্ঞানিগণ শান্তিকে একপ্রকার বাহ্য-বিশেষ-ধর্ম্মরহিত সুখমাত্রাত্মক সর্ব্বব্যাপী তত্ত্ব বলিয়া বুঝেন ও সর্ব্বদা তাঁহারই ধ্যানে নিযুক্ত থাকিবার জন্য যত্নশীল হন। শাস্ত্রে জ্ঞানিগণের লক্ষিত সুখকে 'ব্রহ্মানন্দ' নামে বর্ণন করা হইয়াছে।

মানবগণের মধ্যে যাঁহারা এই ব্রহ্মানন্দকে ভগবানের অঙ্গজ্যোতিঃ বলিয়া আম্নায়-পারম্পর্য্য-ক্রমে অবগত হইবার ভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা 'ভক্ত' নামে অভিহিত। বিক্ষিপ্ত কিরণ অপেক্ষা যেরূপ কিরণরাশির আশ্রয় (প্রতিষ্ঠা) ঘনীভূত তেজোবিগ্রহ সূর্য্য কোটী গুণ সমুজ্জ্বল, তদ্রূপ কিরণ-স্থানীয় ব্রহ্ম হইতে চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের পরমাশ্রয় চিদ্ঘনবিগ্রহ ভগবানও পরিপূর্ণ রসময়। সুদূর পর্ব্বতো-পরি বিরাজিত ক্ষুদ্র দেবালয়ের শ্রীমূর্ত্তি নিকটস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন একটি ক্ষুদ্রবর্ণের সমাবেশমাত্র-রূপে দৃষ্ট হয়, সেবা-বুদ্ধির সাহায্যে সেব্য চিদ্ঘন শ্রীভগবন্মূর্ত্তির দর্শন-লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত ত্যাগপর-বুদ্ধির প্রেরণা হইতে পরতত্ত্বকেও সেইরূপ নিরাকার ধ্যেয় ব্রহ্মজ্যোতিঃ বা সুখ-মাত্রাত্মক তত্ত্বরূপে অনুভব করিতে হয়।

ভোগী ও ত্যাগী উভয়ে স্ব-সুখকামী। ভক্তই কেবল শ্রীভগবানের সুখে সুখী ও সেইজন্য নিষ্কাম। পিতা নিজে না খাইয়া পুত্রকে খাওয়াইলে যেরূপ আপনাকে সুখী বোধ করেন, ভক্তও সেইরূপ নিজ-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভগবৎ-তৃপ্তিতে আপনাকে তৃপ্ত মনে করিয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্তের হৃদয় শুদ্ধ অর্থাৎ কামনার পূতি গন্ধশূন্য। এবম্বিধ শুদ্ধ হৃদয় ব্যতীত সুখঘন-মূর্ত্তি শ্রীভগবানের দর্শন ও সেবানন্দ-সুখ আস্বাদনের উপায়ান্তর নাই। স্ব-সুখপরতার লেশমাত্র থাকিতে সেবা-বুদ্ধির উদয় সম্ভবপর নহে। আনন্দঘন-মূর্ত্তি শ্রীভগবান্ নিজ আনন্দের আভাসদ্বারা জীবসমূহকে সেবানন্দ-রস আস্বাদন করাইবার জন্য প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করিতেছেন। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য —ত্যাগ বা ভোগপর-বুদ্ধিরূপ মলরাশিকে হৃদয় হইতে সরাইয়া নির্ম্মল হৃদয়ে শুদ্ধাকারে দর্শন যোগ্য উক্ত আকর্ষণ-রজ্জুকে অবলম্বনপূর্ব্বক ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হইয়া জীবনকে ধন্য করা।

বিজ্ঞপ্তি

কৃষ্ণের সংসার করি লোকেরে জানাই।
দিবা নিশি ভোগ-চেষ্টা কৃষ্ণ-চিন্তা নাই॥
আপন ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি বাঞ্ছা সদা করি।
কৃষ্ণের সেবক 'মুই', সতত পাশরি॥
কৃষ্ণের সেবক যত জগত-মঙ্গল।
করিতেছে নিত্য-কাল নাশ অমঙ্গল॥
সে' সেবকে না হইল নিত্য-সিদ্ধ জ্ঞান।
কিসে মোর হবে তবে সেবকাভিমান॥

কৃষ্ণের সেবক মুই সেবক-সেবক।
আমি তাঁর পাল্য সদা তিনি সে পালক॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে কৃষ্ণ সে পালক।
সবে তাঁর ভৃত্যা-ভৃত্য, সেবিকা-সেবক॥
একবার ভুলি' তাঁরে স্বতন্ত্র হইয়া।
এ সংসার কারাগারে পড়েছি আসিয়া॥
বড় দুঃখ পাইয়াছি ভুলিয়া তাঁহারে।
কহিবার স্থান নাই কহিব কাহারে॥
একমাত্র গুরুদেব তদভীষ্ট জন।
তাঁদের চরণে মোর এই নিবেদন॥
নিজ-গুণে কৃপা করি' এ পামর জনে।
ভুলা'য়ে কুরস-চিন্তা রাখহ চরণে॥
সম্বন্ধ জ্ঞানেতো মোর নাহিক প্রয়াস।
সে নিমিত্ত নাহি হয় কর্ম্ম-বন্ধ-নাশ॥
অশেষ মায়ার বাধ হাতে, গলে, পায়।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব বিনা কে কাটিবে তায়॥
পারি যেন অন্য চেষ্টা দিতে বিসর্জ্জন।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব পদে লইয়া শরণ॥
এ রাধাচরণ-দাস আর নাহি চায়।
জনমে জনমে যেন ভক্ত-সেবা পায়॥

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবসেবাভিলাষী দাসানুদাসাধম-
(শ্রী) "রাধাচরণ" গোস্বামী

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের পত্রাবলী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৩৫শ সংখ্যার পর)

পরদিবস প্রাতঃকালে আমরা কতিপয় সংবাদের জন্য রেলওয়ে ষ্টেশন প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিলাম। ঐ দিবস শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে দুইটী Telegram. শ্রীবৃন্দাবন হইতে একটী ও ঢাকা হইতে আর একটী পাইয়াছিলাম। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রথম তারের সংবাদে শ্রীরামবিনোদের মুমূর্ষু অবস্থার কথা এবং পরের Telegram খানিতে তাঁহার নির্য্যাণের সংবাদ পাইলাম। ঢাকার মহোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইয়াছে এবং শ্রীবৃন্দাবনে কতকগুলি উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে, সংবাদ পাওয়া গেল।

অপরাহ্ণে শুদ্ধাদ্বৈত-ভূষণ আমাদিগকে গোস্বামি-মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করাইবার জন্য লইয়া গেলেন। গোস্বামী গোকুলনাথজী মহারাজ তাঁহার তিনটী পুত্রের সহিত আমাদিগকে বিশেষ সৌজন্যভরে অভ্যর্থনা করিলেন। সেইস্থানে তাঁহাদের আশ্রিত আরও কতিপয় বৈষ্ণব ও পণ্ডিত মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীবল্লভাচার্য্যের গুজরাটী ভাষায় লিখিত চরিত্র-গ্রন্থ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার (বল্লভাচার্য্যের) কয়েকবার মিলনের কথা-প্রসঙ্গ আলোচনা করিলেন। গোস্বামি মহারাজ সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ কুশল। শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র ও একখানি ব্যবস্থাপত্র পাঠ করিয়া আমাদিগকে শুনাইলেন, শ্রীবল্লভাচার্য্য হরিদ্বারে মহাপ্রভুর স্বরূপ দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন, এই প্রসঙ্গ বলিলেন। তাঁহার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কেবল অর্চ্চনপথের পথিক, ভগবৎ-স্বরূপের ভজন-বর্জ্জিত। তদুত্তরে আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কনিষ্ঠাধিকার-গত চেষ্টায় সামান্য অর্চ্চনের কথা থাকিলেও মধ্যমাধিকারে ও উন্নতাধিকারে বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের ন্যায় অর্চ্চন-বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতের অধিকার-বিষয়ের শ্লোক-ত্রয়ের তাৎপর্য্য প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হইল। সেই স্থানে শ্রীগোপালভট্ট-বংশীয় একজন বিহনাটী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। সম্ভবতঃ তিনি গোস্বামী মহারাজের জনৈক আত্মীয় এবং অনুগত। তিনি বলিলেন, আমরা শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধারমণ ঘেরার গোস্বামিগণের গুরু-বংশ এবং শ্রীবৃন্দাবনবাসী গৌড়ীয় বৈষ্ণব। তাঁহার ললাট-পটলে শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়োচিত তিলকের শোভা আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। তাঁহার সৌজন্য অসামান্য এবং হার্দ্দপ্রীতি প্রশংসনীয়। গোস্বামী মহারাজ আমাদিগকে তাঁহাদের সম্প্রদায়ের প্রকাশিত প্রায় ৩০ খানা গ্রন্থ উপহার স্বরূপ প্রদান করিলেন। অধিকাংশ গ্রন্থই শ্রুতি ও ন্যায়-প্রস্থানের; অণুভাষ্য এবং শ্রীমদ্ভাগবতের 'সুবোধিনী' টীকার ও কিয়দংশ তাহার মধ্যে ছিল। গোস্বামী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান-লাভ করিতেছেন। তাঁহাদের সৌজন্য ও আমাদিগের বড়ই আনন্দ বিধান করিয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের কথাও কিছু সেইকালে আলোচিত হইয়াছিল।

আমরা বিশেষ সমাদরের সহিত শ্রীবালকৃষ্ণের মন্দিরে সমানীত হইয়াছিলাম। দ্বারোদ্ঘাটনের পূর্ব্বে আমরা বুঝিতে পারি নাই যে, এইরূপ বৃহৎ মন্দিরের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত মাত্র। আমাকে তাঁহারা একটী স্বল্পকায় দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিলেন। তখন উহা দিবার তাৎপর্য্য বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে আমাদিগকে পরম যত্নের সহিত ভগবদ্ বিগ্রহ দর্শন করাইলেন। শুনিলাম, শ্রীবল্লভাচার্য্য স্বহস্তে এই শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনাদি করিতেন। মুম্বাই গোস্বামিধারা জ্যেষ্ঠ পৌত্রের বংশধারা। আরও শুনা গেল যে, শ্রীনাথদ্বারার গোস্বামি-বংশের তাঁহারাও দত্তকরূপে জ্যেষ্ঠাভিধানে অভিহিত। গোস্বামি-মহাশয় আমাদিগকে তাঁহাদের সকল ধারার বংশপ্রণালী তালিকা প্রদান করিবেন, অঙ্গীকার করিলেন। ভগবদ্দর্শনানন্তর আমরা স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম এবং কিয়ৎক্ষণ পরে কল্‌বাদেবী রোড়স্থিত বেঙ্কটেশ্বর মুদ্রালয়ে নূতন গ্রন্থের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলাম। সেখানে কোন নূতন গ্রন্থের সন্ধান পাই নাই। একটী আগন্তুক, বিরোধী পক্ষ বলিয়াই বোধ হইল, আমাদিগের নিকট একটী সংবাদপত্র পাঠ করিলেন, তাহাতে বোধ হইল যে, সনাতনী-সম্প্রদায় শ্রীবল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের বিশেষ বিরোধী।

আমরা সমুদ্রের ধারে কিছুকালের জন্য ভ্রমণ করিয়া বাসায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে হিন্দিসাহিত্য-পরিষদের জনৈক মন্ত্রীমহাশয় আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সমাগত হইলেন। তিনি গোস্বামি-মহারাজের নিকট আমাদের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কৌতূহলবশে আমাদিগের সহিত কথোপকথন করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহার বাচনিক অবগত হইলাম যে, তিনি প্রচলিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিশেষ পক্ষপাতী এবং তাহাকে আত্মধর্ম্মের প্রতিকূলে "সনাতন ধর্ম্ম" বলিয়া বিশ্বাস করেন। যাহাতে মুম্বই সহরে সনাতন ধর্ম্মের ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা হয়, তজ্জন্য আমাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন। আমরা অতি শীঘ্রই মুম্বই পরিত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যাভিমুখে যাত্রা করিব জানিয়া আমাদিগের তথায় আরও কিছুদিন অবস্থিতি হয়, এরূপ প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার অভিলাষ পূরণকল্পে আমরা বাগ্মীপ্রবর শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজকে মুম্বই নগরে রাখিয়া দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিব এরূপ অঙ্গীকার করিলাম। তাঁহার সহিত ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনানন্দ থাকিবেন, স্থির হইল। আমরা ৮।১০ মূর্ত্তি দাক্ষিণাত্যাভিমুখে আগামী কল্যই যাত্রা করিব, স্থির হইল। শীঘ্রই গৌড়দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তত্রস্থ হরিসেবন কার্য্যে যোগদান করা বিশেষ প্রয়োজনীয় জানিয়া এবং তৎপূর্ব্বেই দাক্ষিণাত্যে কতিপয় তীর্থস্থান দর্শনাভিপ্রায়ে মুম্বইনগরে বহুকাল অবস্থিত হইয়া প্রচার কার্য্য করিতে অসমর্থ হইলাম।

পরদিবস প্রাতেই বহুক্ষণ ধরিয়া শুদ্ধাদ্বৈত-ভূষণ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত ভগবৎস্বরূপবিগ্রহ ও অর্চ্চামূর্ত্তি বিষয়ক প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। পণ্ডিত মহাশয় সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছেন। তাহাও তাঁহার বাক্যাবলী হইতে বুঝিতে পারিলাম। শ্রীমদ্ভাগবতের "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে" শ্লোকের বিচারমুখে ভগবত্তার অধোক্ষজত্ব প্রভৃতি অপ্রাকৃত লক্ষ্য সন্দর্শন করিয়া বিশেষ কৌতূহলবিশিষ্ট হইলেন। আমাদিগের-ভগবদালোচনায় এতাদৃশ সুষ্ঠুতা লক্ষ্য করিয়া তিনি সমধিক আনন্দিত হইলেন। প্রাকৃত সাহজিক সম্প্রদায়ের ভ্রান্তিগুলি কিরূপ সুষ্ঠুভাবে পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক ভগবদুপাসনা-কৌশল শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে আলোচিত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া তিনি আনন্দোৎসে ভাসমান হইলেন।

আমরা মধ্যাহ্নকালে অর্ণবপোতের অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। Messrs Killick Nixon & Co. অফিসে ১০০ নং Frere Road, Prince's Dock এ উপস্থিত হইয়া উড়ুপী যাইবার জাহাজ কোন্ কোন্ দিন কোন্ কোন্ ষ্টেশনে কোন্ কোন্ সময় উপস্থিত হয়, তাহা অনুসন্ধান করিতে করিতে অপরাহ্নকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই সকল কার্য্য সমাধান পূর্ব্বক আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালেই বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। যাহাতে ষ্টীমারে আমাদের কোনরূপ অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য Cabin reserved প্রভৃতি কার্য্যও উদ্দিষ্ট বিষয় ছিল। সন্ধ্যার কিছুপরে আমরা পুণা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আর তিনখানি অশ্বযানে আমাদের সঙ্গের দ্রব্যাদি বোঝাই হইতে দেখিয়া দ্বিতলপ্রকোষ্ঠ হইতে গোস্বামী মহারাজ স্বয়ং আমাদিগকে প্রস্থান-কালীন দর্শন দিবার অভিপ্রায় করিলেন। তাঁহার নিজ ব্যবহারের সুবৃহৎ motor দ্বারা

আমাদিগকে ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার সহিত পুনরায় কিছুক্ষণের জন্য আলাপ হইল। আমরা অনতিবিলম্বে ষ্টেশনে আসিয়া পুণা যাইবার গাড়ীতে স্থানপ্রাপ্ত হইলাম। ত্রিযামা বাষ্পীয় যানেই অতিবাহিত হইল। উষার অভ্যুদয়ে আমরা পুণ্যাখ্য পত্তনে অবতরণ করিলাম। ষ্টেশনের দ্বিতল-প্রকোষ্ঠে উচ্চশ্রেণীর যাত্রিগণের বিশ্রাম-আগার। তথায় সূর্য্যোদয়াবধি অপেক্ষা করিয়া ষ্টেশনের অতি সন্নিকটে মারোয়াড়ী গোকুলদাস-ধর্ম্মশালায় দ্বিতল-প্রকোষ্ঠে স্থান লাভ করিলাম। (ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি

(প্রাপ্ত প্রবন্ধ)

শুদ্ধভক্তিপ্রচারক গৌড়ীয়পত্র কতকগুলি কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ-ভক্তগণের অনুসৃত বলিয়া প্রচার করেন। বুড়োশিবতলার শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয় গৌড়ীয় পত্রের উল্লিখিত শুদ্ধ-ভক্তির অনেক কথা বহুমানন করিলেও তিনি 'গৌরাঙ্গনাগর' নামক একটী অভিনব সম্প্রদায়ের মূলস্তম্ভরূপে দাঁড়াইতে ইচ্ছা করেন। তিনি স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষমহাশয়ের অনুগত, তৎসূত্রে ঘোষমহাশয়ের অনুগত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সত্য কিঙ্কর কুণ্ডু, ভাঙ্গাযোড়ার কতিপয় শেঠ মহাশয়গণ, বৃন্দাবনের শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী, শ্রীখণ্ডের কতিপয় ঠাকুরসন্তান-প্রমুখ অনেকগুলি ব্যক্তি নাগরী বাদ পোষণ করিবার জন্য ভূতপূর্ব্ব পোষ্টমাষ্টার বাবুর সহায়তা করেন। তন্মধ্যে একটী পত্র তাঁহার পত্রিকার পঞ্চম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, দেখিতে পাইলাম। ঐ পত্র খানির লেখক শ্রীমধুসূদন গোস্বামী মহারাজ। এই মহারাজের একটী প্রবন্ধের সাতটী বিভিন্ন প্রতিবাদ গৌড়ীয় পত্রে প্রকাশিত হওয়ায় উক্ত মহারাজ লিখিতেছেন যে, "আমি ঐ সকল প্রবন্ধ সামান্য দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি, খণ্ডনীয় দৃষ্টিতে দেখি নাই, এখন সেই দৃষ্টিতে দেখা আরম্ভ করিব"। আবার আরও লিখিতেছেন, তাঁহার শক্তির অভাব। তিনি প্রভুর শরণাগত বলিয়া বলীয়ান্ আছেন। আবার তিনি ভীত নহেন। আবার তীব্রতর প্রতিবাদ করিবেন বলিয়া আশা পোষণ করিতেছেন। তিনি বলেন, তিনি জরাজীর্ণকায় এবং দীর্ঘসূত্রী। 'গৌর-নাগরী'-বাদের প্রবর্ত্তক সম্পাদক মহাশয় বলেন, তিনি গৌরভক্তবর বৈষ্ণবসিংহ।

গৌর-ভক্তবর বৈষ্ণবসিংহের গৌড়ীয় পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ সামান্য দৃষ্টিতে দেখিবার কারণ কি? তিনি গৌর-ভক্তি-বিশিষ্ট হইলে শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষায় অবজ্ঞা করেন কেন? গৌরভক্ত 'তৃণাদপি সুনীচ হইবার শিক্ষাই পাইয়াছেন, গৌড়ীয় পত্রের সম্পাদক বা শুদ্ধভক্তগণের কাতরোক্তি ও সিদ্ধান্ত এবং সঙ্গতিকে সামান্য দৃষ্টিতে দেখেন কেন? "খণ্ডনীয় দৃষ্টিতে দেখেন না" এই উক্তি হইতে এবং 'তীব্রতর প্রতিবাদ করিতে সমর্থ' এই আস্ফালনের জন্য তিনি কি দায়ী নহেন? মহাপ্রভুর শিক্ষায় মানদ জনেরই সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তনের অধিকার লিখিত আছে। বোধ করি, এখানে গোস্বামী মহাশয়ের সে ধর্ম্ম আছে। কোন কোন শুদ্ধভক্তের নিকট গোস্বামী মহারাজ বলিয়াছেন, "আমি গৌড়ীয় অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া থাকি।" তাহা হইলে 'মনোযোগের সহিত দৃষ্টি' কি 'সামান্য দৃষ্টি'? শ্রীমধ্বাচার্য্য বলেন, প্রাণিগণ দ্বিবিধ, তর্কপন্থী ও শ্রৌতপন্থী। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য স্বয়ং শ্রৌত-পন্থী হওয়ায় শাস্ত্রপ্রমাণ-দ্বারা ব্রহ্মসূত্রের শ্রৌতপন্থায় ভাষ্য লিখিয়াছেন। কিন্তু তর্কপন্থিগণ শ্রৌতপন্থাকে অনাদর করিতে গিয়া যে সকল কুতর্ক উপস্থাপিত করিয়া শ্রৌতপন্থা খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার প্রতিপক্ষে অনু-ব্যাখ্যান এবং তাঁহার শিষ্য-পারম্পর্য্যে জয়তীর্থ 'ন্যায়সুধা' এবং ব্যাস রায় 'ন্যায়ামৃত' রচনা করিয়াছিলেন। ন্যায়ামৃতের বিরুদ্ধে তর্কপন্থী শ্রীমধুসূদন সরস্বতী 'অদ্বৈতসিদ্ধি' নামে একখানি শ্রৌতমতখণ্ডন-গ্রন্থ তর্কপন্থায় রচনা করিয়া খণ্ডনীয় দৃষ্টিতে উহা দর্শন করিয়াছেন। এই তর্কপন্থীদের খণ্ডনীয় দৃষ্টি দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন—তরঙ্গিণীর লেখক ব্যাসরামাচার্য্য। আবার তর্কপন্থি ব্রহ্মানন্দ শ্রৌতপন্থা খণ্ডন করিয়াছেন। তাহার খণ্ডন করিয়াছেন—বনমালা মিশ্র। এই 'পঞ্চভঙ্গী' মাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের শ্রৌত ও তর্কপন্থার বিবাদের প্রশমন করা সত্ত্বেও 'পুনরায় সেই সম্প্রদায়ের

পরিচয় দিয়া শ্রীমহাপ্রভুর শুদ্ধমতানুবর্ত্তী ও বিদ্ধমতানুবর্ত্তি-সম্প্রদায়ে যে বিচার দেখা যাইতেছে, তাহা ভাবীকালে তর্ক-পন্থীদিগের আলোচ্য বিষয় হইবে। যেমন শ্রৌত ও তর্ক-পন্থিগণ 'পঞ্চভঙ্গী' রচনা করিয়া বিদ্ধাদ্বৈত ও শুদ্ধদ্বৈতবাদের বিচারের দিকসমূহ নির্ণয় করিয়াছেন, সেইরূপ খণ্ডনীয় দৃষ্টিতে তীব্রতরাদপি তীব্রতম প্রতিবাদে শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায় পশ্চাৎপদ হইবেন, এরূপ আশা করি না। তীব্রতার তরতম-বিচার আস্ফালনের পরেই আমরা তৃতীয়পক্ষ স্থির করিব। গৌড়ীয়পত্র গোস্বামি-সম্প্রদায়ের পত্র। 'বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ' গোস্বামি-বিরোধি-সম্প্রদায়ের পত্র। সুতরাং উভয়ের মধ্যে মতভেদ আছে ইহা ধ্রুব সত্য। বাদপ্রতিবাদসূত্রে উভয়েরই যোগ্যতা থাকিতে পারে, কিন্তু সেরূপ যোগ্যতার আদর নিরপেক্ষ সমাজ করিতে বাধ্য নন্। আলোক এবং অন্ধকার উভয়ই এক স্থানে থাকিতে পারে না।

অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন তত্ত্ববস্তু। অতাত্ত্বিক মায়াবাদি-সম্প্রদায় তত্ত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া মায়াবাদ আশ্রয়ে যে বিবর্ত্ত-গর্ত্তে পতিত হন, তাহাই খণ্ডনীয় দৃষ্টিতে তত্ত্ব-বাদীর দ্রষ্টব্য। নাগর-গোস্বামিগণ ষড়্গোস্বামীর বিচার-চ্যুত হইয়া বর্ত্তমান মুকুন্দাধস্তনগণের প্রতিপাদ্য 'ষড়্-গোস্বামীর পূজ্য নরহরি' প্রভৃতি ক্রোধজনক বাক্য বলিতে গিয়া ভজনপথে কণ্টক আরোপ করিয়াছেন দেখিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। চৈত্র সংখ্যায় 'গৌরাঙ্গ-নাগরীর শাস্ত্রীয় প্রমাণ' শীর্ষক প্রবন্ধে এই পত্রিকা সম্পাদকের জনৈক সেবক বলিতেছেন, কেহ কাহারও ভজন সাধনের ব্যাঘাত দিও না। তবে কেন তিনি নিজেই লিখেন "ষড়্গোস্বামীর পূজ্য 'নরহরি'? এই সকল অসংলগ্ন কথা যাহারা বিষ্ণু ব্যতীত তৎপরিকরবর্গের চরণে তুলসী দিবার পক্ষপাতী, তাঁহারাই বলিতে পারেন। যাঁহাদের ইহাও জ্ঞান নাই যে, পার্ষদশক্তিসমূহ বিষ্ণুতত্ত্বের উপাসনা করেন বলিয়া কোনও একপ্রকার শক্তিতত্ত্বকে অপর শক্তি-তত্ত্বের দ্বারা বলপূর্ব্বক সেবক জ্ঞান করান মর্য্যাদা-লঙ্ঘন মাত্র অপরাধ। শুদ্ধভক্তগণ বলেন, শক্তিতত্ত্ব শক্তিমত্তত্ত্বের সেবা করেন। শক্তিতত্ত্ব স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া শক্তিতত্ত্বের সেবা করিতে পারেন কিন্তু তাই বলিয়া এক শক্তিকে অপর শক্তি দ্বারা বলপূর্ব্বক সেবা করাইবার অধিকার ভক্তের নাই—অভক্তের আছে। খণ্ডনীয় দৃষ্টিতে ভক্তিসিদ্ধান্ত খণ্ডন করিবেন এবং তীব্রতর প্রতিবাদ করিবেন, একথা কে বলেন, তাঁহার স্বরূপ কি, আমরা জানিতে চাই। 'সর্ব্বোত্তম আপনারে হীন করি মানে' ইহাই প্রকৃত সিংহের বৃত্তি। সুতরাং যদি গোস্বামী মহারাজ প্রকৃত সিংহ হন তাহা হইলে তিনি 'সামান্য দৃষ্টি' শব্দের অর্থে তিনি বড় বৈষ্ণব, অপর গোপীভর্ত্তৃদাসদাসানুদাস 'ছোট বৈষ্ণব' এরূপ দৃষ্টি অবশ্যই করেন নাই। যদি করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাদৃশ অহঙ্কার বা আস্ফালন গৌর-ভক্তবরত্ব ও বৈষ্ণব-সিংহত্বের প্রকাশক হয় না। সিদ্ধান্ত-শিরোমণিতে ভাস্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, কাষ্ঠের কণ্ঠিরব সিংহ-বিক্রম প্রকাশ করিতে অসমর্থ। প্রতিবাদের প্রতিবাদ আছে। যে কাল পর্য্যন্ত বৈষ্ণবে গুরুবুদ্ধি না হয় এবং অবৈষ্ণবে গুরুবুদ্ধি হয় তৎকাল পর্য্যন্তই মনুষ্য ভক্তিপথ অবলম্বন করিতে পারে না। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে শুদ্ধভক্তগণ সর্ব্বদা দয়াপরবশ হইয়া গুরুমুখকথিতবাক্যই বলিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা ভ্রান্ত জীবে দয়া করা হয়। ভ্রান্ত জীব স্বরূপে বিষ্ণু-বিরোধী ও বিষ্ণুজন-বিরোধী থাকায় 'অহংকার-বিমূঢ়াত্মা' হইয়া আপনাকে কর্ত্তা মনে করে এবং শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতিকে মূঢ়জনের নিকট সংশয় ও পূর্ব্বপক্ষাধীন করিয়া ফেলে। উহা ভক্তিপথের বিরোধী ও গৌরভক্তির বিদ্বেষ মাত্র। শুদ্ধভক্তিবিদ্বেষিজনগণ কোটিকণ্ঠে বিষ্ণুজন-বিদ্বেষ করিলে তাহাদিগের কোন কথা ভাগ্যবান্ জনগণের কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে না। বিচারাধিকরণে অর্থী ও প্রত্যর্থীর পক্ষ-সমর্থনে উভয় পক্ষেই ব্যবহারজীবীর অভাব নাই। কিন্তু সত্যবস্তু একটী পক্ষকে আশ্রয় করে এবং অসত্য অপরপক্ষকে আশ্রয় করে। উভয়েই যদি শ্রৌতপন্থী হন, তাহা হইলেই তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতিতে দোষ স্পর্শ করিবে না। নতুবা কালব্যাপী পঞ্চভঙ্গী সময় ক্ষেপের একটী যন্ত্র হইয়া দাঁড়াইবে। স্থবির-লগুড়পাত ন্যায়ের বিষয়ীভূত হইয়া ভক্তি-রাজ্যে তর্কপন্থী হইবার কোন আবশ্যকতা নাই। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয় 'ভজনামৃত' গ্রন্থে গৌর-বিরোধি-সম্প্রদায় গুলিকে শ্রীগৌরভক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে নারাজ। কিন্তু আজকাল আউল, বাউল, নেড়া, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি সকলেই গৌরভক্ত। শুদ্ধভক্তগণ কাণ পাতিয়া শুনেন, শুদ্ধভক্তির স্বরূপ কি? অভক্ত-সম্প্রদায় বিদ্ধভক্তির নামে

যে মহাজন-বিরোধী নিজমত-পরিপোষক কল্পিত ও প্রক্ষিপ্ত বাক্যসমূহকে ধ্রুব জ্ঞানে প্রচার করিয়া নিজমত সমর্থন করেন, তাহা ভক্তিরাজ্যে অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার। মনোধর্ম্মজীবী শুদ্ধা ভক্তিকে নানা প্রকারে কলঙ্কিত করিতে পারে কিন্তু গৌরভক্ত কোন প্রকারেই কলঙ্কপূর্ণ মনোধর্ম্মকে 'আত্মধর্ম্ম' বলিয়া স্বীকার করেন না। গৌরভক্ত সর্ব্বদা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করেন; তাঁহারা দুঃসঙ্গকে আদর করিয়া আবাহন করেন না। সুতরাং ত্রয়োদশ প্রকার দুঃসঙ্গ যাহা শুদ্ধভক্তিবিচারে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে, সেই সকল মতের কল্যাণকামী শুদ্ধভক্তগণ প্রবঞ্চিত না হন এজন্য শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদকগণ সেই মর্ম্মে যে সকল কথা বলেন তাহা প্রতিকূল সম্প্রদায়ের খণ্ডনীয় বিষয় হইতে পারে, কিন্তু শরণাগত জনগণ জানেন, প্রাতিকূল্যের বিশেষভাবে বর্জ্জন করাই আবশ্যক ও অনুকূল বিষয়ের গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। ভোগী সম্প্রদায় হইতে ভক্তসম্প্রদায় পৃথক্, ভোগী সম্প্রদায় যদি ছলনা করিয়া ভক্তি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহাদের প্রারম্ভেই অভিসন্ধি বুঝা যাইবে। যাহাদের তাৎপর্য্যলিঙ্গনির্ণয়ে ভ্রান্তি আছে, তাহারা তর্ক বিতর্ক করিবার জন্যই উদ্‌গ্রীব, অপর পক্ষের কথায় প্রবেশ করিতে অসমর্থ অথবা বিপ্রলিপ্সা-দোষ-বশে প্রপীড়িত হওয়ায় স্বরূপ-লক্ষণ-সত্য যে পরমেশ্বরের স্বরূপ, ইহা হইতে বিপথগামী হয়। ভক্ত সম্প্রদায় অভক্ত-সম্প্রদায়ের কথা স্বীকার করেন না। অভক্ত-সম্প্রদায়-ভক্ত সম্প্রদায়ের কথা স্বীকার না করিয়া প্রতিবাদ করেন। এই সত্য বুঝিতে পারিলে ভক্তিপথে প্রবেশ করিতে পারা যায়। দেখা যাউক, এই পত্রখানি গৌড়ীয় পত্রে কিরূপ ভাবে সমালোচিত হয়।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
বরিশাল।

শ্রীগৌরপদাঙ্কপূতস্থান-তালিকা

অক্রূর তীর্থ, অনন্তপদ্মনাভ, অন্নকূটগ্রাম, অযোধ্যা, অহোবল-নৃসিংহক্ষেত্র, আঠার নালা, আড়াইল-গ্রাম, আম্‌লিতলা, আরিট্ বা অরিষ্ট গ্রাম, আলালনাথ, উড়ুপী, কটক, কন্যাকুমারী বা কুমারিকা অন্তরীপ, কমলপুর, কাটোয়া, কানাইর নাটশালা, কামকোষ্ঠি পুরী, কাম্যবন, কালীয়দহ, কাশী, কুমারহট্ট, কুমুদবন, কুম্ভকর্ণ বা কুম্ভকোণম্ নগর, কুরুক্ষেত্র, কুলিয়া-গ্রাম, কৃপাবর্ত্ত, কূর্ম্মক্ষেত্র, কেশীতীর্থ, কোণার্ক বা কণারক, কোলাপুর, খদিরবন, খেলাতীর্থ, গজেন্দ্রমোক্ষণতীর্থ, গয়া, গাঠোলিগ্রাম, গোকর্ণ, গোবর্দ্ধনগ্রাম, গোবিন্দকুণ্ড, গো-সমাজতীর্থ, চতুর্দ্বারগ্রাম, চাম্‌তাপুর, চিওড়তলা, চীরঘাট, ছত্রভোগ, জগন্নাথবল্লভ, জিওড়নৃসিংহক্ষেত্র, ঝারিখণ্ড, তালবন, তিলকাঞ্চী, তেঁতুলতলা বা আম্‌লিতলা, ত্রিকালহস্তী, ত্রিতকূপ, ত্রিপতী বা তিরুপতি, ত্রিমঠ, ত্রিমল্ল বা তিরুমলয়, দক্ষিণমথুরা বা মাদুরা, দণ্ডকারণ্য, দশাশ্বমেধঘাট, দীর্ঘবিষ্ণু, দর্ভশয়ন বা দর্ভশয়ন, দেবস্থান, দ্বাদশ-আদিত্য, দ্বাদশকানন, দ্বাদশাদিত্যটিলা, দ্বৈপায়নি, ধনুস্তীর্থ বা ধনুষ্কোটিতীর্থ, ধ্রুবঘাট, নদীয়া, নন্দীশ্বর, নবত্রিপতি, নাসিকতীর্থ, নীলাচল, নৈমিষারণ্য, পক্ষীতীর্থ, পঞ্চবটী, পঞ্চাপ্সরাতীর্থ, পানিহাটি, পাণ্ডরপুর, পাণ্ড্যদেশ, পানাগড়িতীর্থ, পানানৃসিংহ, পাপনাশন, পিছলদা, পুরুষোত্তম বা পুরী, প্রয়াগ, প্রস্কন্দন-ক্ষেত্র, ফল্গুতীর্থ, বহুলাবন, বারাণসী, বিদ্যানগর বা বিদ্যাপুর, বিশ্রামতীর্থ, বিষ্ণুকাঞ্চী, বৃদ্ধকাশী, বৃদ্ধ-কোলতীর্থ, বৃন্দাবন, বেতাপনি, বেদাবন, ব্রহ্মগিরি, ভদ্রক, ভদ্রবন, ভবানীপুর, ভাণ্ডীরবন, ভুবনেশ্বর, ভূতেশ্বর, মণিকর্ণিকা, মৎস্যতীর্থ, মথুরা, মধুপুরী, মধুবন, মল্লারদেশ, মল্লিকার্জ্জুন-তীর্থ, মহাবন, মহাবিদ্যা, মাহিস্মতীপুর, যমলার্জ্জুনভঞ্জনস্থল, যমুনার চব্বিশ ঘাট, যাজপুর, রাঢ়দেশ, রাধাকুণ্ড, রামকেলি-গ্রাম, রামেশ্বর, রেমুণা, লোহবন, শান্তিপুর, শিবকাঞ্চী, শিবক্ষেত্র, শিয়ালী, শৃঙ্গেরি মঠ, শ্রীবন, শ্রীবৈকুণ্ঠ, শ্রীরঙ্গক্ষেত্র, শ্রীশৈল, সপ্ত গোদাবরী তীর, সিদ্ধবট, সুন্দরাচল, সুমনঃ বা কুসুমসরোবর, সূর্পারকতীর্থ, সেতুবন্ধ, সোরোক্ষেত্র, স্কন্দক্ষেত্রতীর্থ, স্বয়ম্ভুতীর্থ।

নদ ও নদী

কাবেরী, কালিন্দী, কৃতমালা, কৃষ্ণবেণ্বা, গঙ্গা, গোদাবরী, গৌতমীগঙ্গা, চিত্রোৎপলা, যমুনা, তাপী বা তাপ্তী, তাম্রপর্ণী, তুঙ্গভদ্রা, ত্রিবেণী, নর্ম্মদা, নির্ব্বিন্ধ্যা, পঞ্চনদ, পয়স্বিনী, ভার্গী বা দণ্ডভাঙ্গা, ভীমা, মহেশ্বরনদ, মানসগঙ্গা।

পর্ব্বত

ঋষভ পর্ব্বত, ঋষ্যমুখ পর্ব্বত, গোবর্দ্ধনগিরি, চটক পর্ব্বত, বেঙ্কটাদ্রি, ব্রহ্মগিরি, মলয় পর্ব্বত, মহেন্দ্রশৈল।

সরোবর

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, কুম্ভকর্ণকপাল, নরেন্দ্র সরোবর, পঞ্চাপ্সরাতীর্থ, পম্পা সরোবর, পাবন সরোবর, মণিকর্ণিকা, সুমনঃ বা কুসুম সরোবর।

হ্রদ

কালীয়হ্রদ বা কালীয়দহ।

কুণ্ড

গোবিন্দকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, রাধাকুণ্ড।

শ্রীনিত্যানন্দ-পর্য্যটিত-তীর্থ

(শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি ৯ম অঃ ধৃত)

অগস্ত্য-আলয়, অনন্তপুর, অবন্তী, অযোধ্যা, কন্যকানগর, কাঞ্চী, কামকোষ্ঠীপুরী, কাশী, কুরুক্ষেত্র, কূর্ম্মনাথ, কেরল, গয়া, গুহকরাজ্য, গোকর্ণ, গোকুল, চক্রতীর্থ, জিওড় (নৃসিংহদেবপুরী), ত্রিগর্ত্তক, ত্রিমল্ল, দক্ষিণ মথুরা, দ্বাদশবন, দ্বারকা, দ্বৈপায়নী আর্য্যা, দ্রাবিড়, ধনুস্তীর্থ, নন্দীগ্রাম, নবদ্বীপ, নর-নারায়ণের আশ্রম, নীলাচল চন্দ্রের নগর বা পুরী, নৈমিষারণ্য, পৃথূদক, পৌলস্ত্য আশ্রম, প্রভাস, প্রয়াগ, বক্রেশ্বর, বদরিকাশ্রম, বিজয়ানগর, বিশালা, বিষ্ণুকাঞ্চী, বৃন্দাবন, বেম্বাতীর্থ, বৈদ্যনাথ, বৌদ্ধের ভবন, ব্যাসের আলয়, ব্রহ্মতীর্থ, মৎস্যতীর্থ, মথুরা, মল্লতীর্থ, মায়াপুরী, মাহিষ্মতী পুরী, রঙ্গনাথ, রামেশ্বর, শিবকাঞ্চী, সিদ্ধপুর, সুদর্শনতীর্থ, সেতুবন্ধ, সূর্পারক, হরিক্ষেত্র, হরিদ্বার, হস্তিনাপুর।

উপসাগর

দক্ষিণ সাগর।

কূপ

ত্রিতকূপ।

নদী

কাবেরী, কালিন্দী, কৃতমালা, কৌশিকী, গণ্ডকী, গোদাবরী, গোমতী, তাপী (তাপ্তী), তাম্রপর্ণী, নির্ব্বিন্ধ্যা, পয়োষ্ণী, প্রতিস্রোতা, প্রাচী সরস্বতী, বিপাশা, ভীমরথী, যমুনা, রেবা, শোণ, সপ্তগোদাবরী, সরযূ।

পর্ব্বত

ঋষভ পর্ব্বত, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত, বেঙ্কটনাথ (বেঙ্কটাচল) মলয় পর্ব্বত, মহেন্দ্র পর্ব্বত, শ্রীপর্ব্বত।

সরোবর

পঞ্চঅপ্সরার সরোবর, পম্পা, বিন্দুসরোবর।

সাগর

গঙ্গাসাগর (মহোদসাগর এবং গঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থল)।

প্রাপ্ত পত্র

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয় পত্রের সম্পাদক মহাশয়ের

শ্রীশ্রীচরণেষু

আজ একবৎসর ধরিয়া মনঃকষ্টে বাস করিয়া আসিতেছি। মনের দুঃখ মনেই ছিল, প্রকাশ করিবার পাত্র ও কাল পাই নাই। অনেক সময় 'হা গৌর!' 'হা নিতাই!' বলিয়া ডাকিয়াছি। আর জানাইয়াছি যে, তোমরা ব্রহ্ম হইতে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া তোমাদিগের বিমুখ সেবকগণের উদ্ধারের জন্য কত না পাষাণ-গলান-লীলা করিয়াছ! আচার ও প্রচারের দ্বারা বদ্ধ জীবগণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন কত না সুগম করিয়াছ! কিন্তু এখন দেখিতেছি তোমাদের নাম করিয়া মর্কট-বৈরাগীকুল সরল গৃহস্থকে ঠকাইতেছে—ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তির হৃদয়ে ধর্ম্মপিপাসা বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক, মরুভূমিতুল্য করিতেছে। বালিশকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া ধর্ম্মের প্রতি বিতৃষ্ণাভাব আনিয়া দিতেছে! হায়! হায়! কি হইল? প্রভো! তোমরা আবার আসিয়া আমাদিগকে উদ্ধার কর। আমরা একে ভ্রান্ত, আবার যে তথাকথিত বেশধারী ভণ্ড কর্ত্তৃক ভ্রান্তির পথে চলিতেছি!

শ্রীচৈতন্যভাগবতের বাক্য আজকাল প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি। ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কলির ভবিষ্যৎ জানিয়া ঠিকই লিখিয়াছেন :—

আদি ১৪শ অধ্যায় :—

মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপীগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া॥

উদর ভরণ লাগি পাপিষ্ঠ সকলে।
রঘুনাথ করি আপনারে কেহ বলে॥
কোন পাপীগণ ছাড়ি কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া নারায়ণ॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥
রাঢ়ে আর এক মহা ব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস 'বিপ্র' কাচ মাত্র কাচে॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বলায় গোপাল।
অতএব তারে সবে বলেন শিয়াল॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর।
যে অধমে বলে সেই ছার শোচ্যতর॥

গত বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের শেষে গো * * * নামক এক 'পরমহংস' (?) নামধারী আমাদিগের গ্রামে আসিয়াছিলেন। প্রায় ৫ মাস তিনি জামিরতা পোরজনার দিকে অবস্থান করেন। কিন্তু আমার সৌভাগ্যে তাহার সঙ্গলাভ অধিক দিন হয় নাই। কেননা, প্রথম দিবস আমি তাহাকে দেখিতে যাইয়া দেখিলাম—তিনি ব্রহ্মসূত্র ত্যাগ করিয়া গৈরিক বসন পরিধান করিয়া পরমহংসের বেশ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু মস্তকের চুলগুলি বাব্‌রী আকারে অতি যত্নে রক্ষা করিতেছেন। শুনিলাম সপ্তাহে ২ শিশি জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন। প্রত্যহ প্রাতে ক্ষৌর কার্য্য করেন। চা, বিস্কুট, তামাক সেবন করেন।

স্নানের সময়ে স্ত্রীলোকদিগকে তৈল মাখাইয়া দিতে হয়। যে গৃহের কুল-বধূরা তৈল মাখাইতে অস্বীকার করেন সে গৃহে তিনি গমন করেন না। তিনি নিজেকে গোপালের অবতার বলিয়া প্রকাশ করেন। * * * [এতৎপরবর্ত্তী কথাগুলি নিতান্ত অশ্রাব্য এবং পরমার্থিক পত্রে স্থান পাইবার অযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করিতেও ঘৃণা বোধ হইল। "গ্রাম্যবার্ত্তা না বলিবে না শুনিবে কানে'—এই বাক্যটীর উপদেশানুসারে আমরা তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। গোঃ সঃ] নিজে ভোগের ঘরে ঢুকিয়া ভোগ দেন এবং কীর্ত্তনান্তে দরজা খুলিয়া ভোগের থালার উপর অঙ্গুলির চিহ্ন দেখাইয়া বলেন,—মহাপ্রভু আসিয়া ভোগ পাইয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি মাঝে মাঝে ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করিতেন। নগর-কীর্ত্তনে অন্য লোকের বাড়ী প্রসাদ গ্রহণ করিতেন না; কিন্তু গোয়ালার বাড়ী গোপালভাবে ছানা, ক্ষীর ও মাখন খাইতেন। কেহ হরির লুটের জন্য বাতাসা আনিয়া দিলে ঐ অবতার মহাশয় নিজে একখানা মুখে দিয়া সেই উচ্ছিষ্ট পুনরায় ভোগের পাত্রে অন্য বাতাসার মধ্যে ফেলিয়া প্রসাদ করিয়া দিতেন। খাইবার সময় স্ত্রীলোকেরা মুখে খাবার তুলিয়া না দিলে খাওয়া হইত না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু পতিতবান্ধব শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় আপনাদের মঠ হইতে ত্রিদণ্ডি স্বামী পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক-ভারতী মহারাজ ৩জন ব্রহ্মচারী সহ আজ কয়েক দিন হইল বিভিন্ন স্থানে শ্রীহরিকথা প্রচার করিয়া ও স্বীয় আচরণ দ্বারা সেই সেই গ্রামবাসীদিগকে গৌর প্রেম-বন্যায় ভাসাইয়া আমাদের গ্রামে আসিয়াছেন। প্রত্যহ বক্তৃতা ও শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু আচরিত ও প্রচারিত বিমল জৈব ধর্ম্ম বুঝাইয়া দিতেছেন। তাঁহার আচার ও ব্যবহারে সমাগত সকলেই মুগ্ধ। বিরক্ত পুরুষের আচরণ যেরূপ হওয়া দরকার তাহা আমরা তাঁহাদিগের ভিতর পাইতেছি। এতদিন পরে হৃদয়ে বল ও ভরসা আসিয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতের বাণীর—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

সফলতার দিন আসিয়াছে। আমার দণ্ডবৎপ্রণাম গ্রহণ করিবেন। বাতুলের হৃদয়-বেদনা আপনার সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া সরল ব্যক্তিদিগের উপকার করিবেন—এই প্রার্থনা।

প্রণত—শ্রীজগদীশচন্দ্র বিশ্বাস
জামিরতা (পাবনা)

প্রচার প্রসঙ্গ

মেদিনীপুরে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ গত ৮ই বৈশাখ হইতে ১১ই বৈশাখ রবিবার পর্য্যন্ত মেদিনীপুরস্থ কাঁথি হরিসভায় 'সনাতন ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বহু গবেষণাময়ী বক্তৃতা করিয়াছেন। সভায় স্থানীয় স্কুল কলেজের শিক্ষকবৃন্দ, উকিল, মোক্তার,

বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। সকলেই শুদ্ধ-কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষের দিনে স্বামিজী মহারাজের মুখে এইরূপ অমৃতস্রাবী শুদ্ধভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য বিষয় ও তথাকথিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ভেজাল ও অপেক্ষাযুক্ত আচরণহীন প্রচারের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। স্বামীজি মহারাজ আরও কিছুদিন সেই অঞ্চলে স্থানীয় ব্যক্তিগণের আগ্রহাতিশয্যে হরিকথা প্রচার করিবেন।

সীতাপুরে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী বাগ্মীপ্রবর শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সীতাপুরে হিন্দি ও ইংরাজী ভাষায় 'ভাগবত ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন। সকলেই স্বামীজি মহারাজের মুখে ভাগবত ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ আদর্শের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইতেছেন।

উড়িষ্যায়—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্বগিরি মহারাজ উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত বিশুদ্ধা ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খনির্ব্বিশেষে প্রচার দ্বারা উড়িষ্যাবাসীর হৃদয়ে আনন্দের একপরম শান্তিময় উৎস প্রবাহিত করিতেছেন। স্বামিজী মহারাজ বর্ত্তমানে ময়ূরভঞ্জ জেলায় বারিপাদা নামক স্থানে শ্রীহরি-কথা কীর্ত্তন করিয়া তত্রত্য অধিবাসিবৃন্দের নিত্যমঙ্গলপথ আবিষ্কার করিতেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ষষ্ঠ স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা শেষ এবং সপ্তম স্কন্ধ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে। শীঘ্রই পৃথক্ ভাবে দশম স্কন্ধ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবেন। যাঁহারা কেবল দশম স্কন্ধের গ্রাহক হইতে চাহেন, তাঁহারা 'গৌড়ীয়' ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিয়া সবিশেষ জানিতে পারেন।

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(৯) ভীষ্ম

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৫শ সংখ্যার পর]

শ্রীকৃষ্ণ বায়ুবেগে ভীষ্মের সমীপবর্ত্তী হইয়া, যেন কোনও কথায় কর্ণপাত না করিয়া "কহিলেন,—"হে ভীষ্ম, তুমিই এই মহাযুদ্ধের মূলীভূত কারণ! তোমার প্রশ্রয় পাইয়াই দুর্য্যোধনের এত দর্প, এত সাহস। তোমার জন্যই আজ তাহারা সমূলে ধ্বংস হইবে! তোমার উচিত ছিল, এইরূপ পাপসঙ্গ পরিত্যাগ করা।"

মহাভাগবত ভীষ্মদেব স্বীয় অভীষ্ট ধনকে সম্মুখে পাইয়া, তাঁহার শ্রীমুখপদ্মে সজল-নয়ন-যুগল নিবদ্ধ করিয়া, সেই ভাবে থাকিয়াই কহিলেন,—

"খেল লুকোচুরি কত ওহে শ্রীনিবাস!
অন্তরে অন্তরে থাকি হইয়া অন্তর,
কত খেলা নিরন্তর খেল পীতবাস,
ল'য়ে ভূতগণে এই ভবে বিনশ্বর!

"হা কৃষ্ণ! শ্রীমুখে শুনি এ উক্তি কেমন?
কে মূল-কারণ যজ্ঞে এ' মহাপ্রলয়?
নায়ক প্রধান তাহে হন্ কোন্ জন?
কা'রে দোষারোপ কর কহ দয়াময়?

"কে এ ভীষ্ম? অতি-লঘু পুত্তলিকা প্রায়
কোন্ মহাশক্তি-করে কোটি তা'র সম
এ-সৃষ্টি প্রপঞ্চে সদা খেলিতেছে হায়?
ভ্রমে নিত্য কা'র বশে আব্রহ্ম ভুবন?

"দৈব সে,—তোমারি ইচ্ছা পরম কারণ!
কে করে লঙ্ঘন, তার শাসন কেমন?
আর কেন কর ছল জীবন-জীবন?
দাও হে চরণ,—পূর্ণ হো'ক্ ইচ্ছা তব।

এই সময় রথত্যাগ করিয়া, পদব্রজে অর্জ্জুনও তথায় উপস্থিত হইলেন। আর তিনি যুদ্ধে শৈথিল্য দেখাইবেন না; এবার দৃঢ়ভাবে যুদ্ধ করিয়া শীঘ্রই ভীষ্মকে নিরস্ত করিবেন;—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, কৃষ্ণের হাতে পায়ে ধরিয়া, তাঁহাকে তিনি তথা হইতে শীঘ্রই ফিরাইয়া আনিলেন। উভয়ে আবার রথে আরোহণ করিয়া শঙ্খ ধ্বনিত করিলেন। আবার ঘোর যুদ্ধ বাধিল। বীরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়ের অমোঘ অস্ত্রে এবার ভীষ্ম প্রভৃতি সকলেই পরাভূত হইলেন। পাণ্ডবদের জয় লাভ হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৪শে বৈশাখ ১৩৩৪, ৭ই মে ১৯২৭	৩৭শ সংখ্যা

সারকথা

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য

যে-তে স্থান মুরারির যদি সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠময়॥
মুরারির প্রভাব বলিতে শক্তি কার।
মুরারির বল্লভ সকল অবতার॥
ঠাকুর চৈতন্য বলে শুন সর্ব্বজন।
সকৃৎ মুরারি-নিন্দা করে যেই জন॥
কোটি গঙ্গাস্নানে তার নাহিক নিস্তার।
গঙ্গা হরি নামে তারে করিবে সংহার॥
(চৈঃ ভাঃ ম ১০।২৭—৩০)

হরিদাস প্রতি প্রভু সদয় হইয়া।
মোরে দেখ হরিদাস বলে ডাক দিয়া॥
এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়।
তোমার যে জাতি সেই জাতি মোর দঢ়॥
পাপিষ্ঠ যবনে তোমা বড় দিল দুঃখ।
তাহা সঙরিতে মোর বিদরয়ে বুক॥
শুন শুন হরিদাস তোমারে যখনে।
নগরে নগরে মারি বেড়ায় যবনে॥
দেখিয়া তোমার দুঃখ চক্র ধরি করে।
নামিনু বৈকুণ্ঠ হইতে সভা কাটিবারে॥
প্রাণান্ত করিয়া তোমা মারয়ে সকলে।
তুমি মনে চিন্ত তাহে সবার কুশলে॥
আপনে মারণ খাও তাহা নাহি লেখ।
তখনও তা সবারে ভাল মনে দেখ॥
তুমি ভাল চিন্তিলে না করোঁ মুঞি বল।
মোর চক্র তোমা লাগি হইল বিফল॥
কাটিতে না পারোঁ তোর সঙ্কল্প লাগিয়া।
তোর পৃষ্ঠে পড়োঁ তোর মারণ দেখিয়া॥
তোমার মারণ নিজ অঙ্গে করি লও।
এই তার সাক্ষী আছে মিছা নাহি কও॥
তোমারে চিনিল মোর নাড়া ভাল মতে।
সর্ব্বভাবে মোরে বন্দী করিলা অদ্বৈতে॥
ভক্ত বাড়াইতে নিজ ঠাকুর সে জানে।
কি না বলে কি না করে ভক্তের কারণে॥
জলন্ত অনল প্রভু ভক্ত লাগি খায়।
ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায়॥
ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে।
ভক্তের সমান নাহি অনন্ত ভুবনে॥
হেন কৃষ্ণভক্ত-দুঃখে না পায় সন্তোষ।
সেই সব পাপীরে লাগিল দৈব দোষ॥
ভক্তের মহিমা ভাই দেখ চক্ষু ভরি।
কি বলিলা হরিদাস প্রতি গৌরহরি॥
(চৈঃ ভাঃ ম ১০।৩৫—৫১)

প্রভু বলে শুন শুন মোর হরিদাস।
দিবসেক যে তোমার সঙ্গে কৈল বাস॥
তিলার্দ্ধেক তুমি যার সঙ্গে কহ কথা।
সে অবশ্য আমা পাবে নাহিক অন্যথা॥
তোমাকে যে করে শ্রদ্ধা আমাকে সে করে।
নিরবধি আছি আমি তোমার শরীরে॥
তুমি হেন সেবকে আমার ঠাকুরাল।
তুমি আমা হৃদয়ে বান্ধিলা সর্ব্বকাল॥
মোর স্থানে মোর সর্ব্ব বৈষ্ণবের স্থানে।
বিনা অপরাধে ভক্তি দিল তোরে দানে॥
(চৈঃ ভাঃ ম ১০।৯৩—৯৭)

রূপ-দর্শন

'রূপ-দর্শন' সম্বন্ধে মনোধর্ম্মি-সমাজে নানাপ্রকার শুদ্ধ-ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিরোধিনী ধারণা ও কল্পনা-বাহুল্য দৃষ্ট হয়। কেহ বা ভেল্কি বা ভোজবাজী-দর্শনকেই 'রূপ-দর্শন', কেহ বা অত্যন্ত কল্পনা বা দুশ্চিন্তার প্রতিচ্ছবি-দর্শনকেই 'রূপ দর্শন', কেহ বা ভূতপ্রেত-জাতীয় ছায়া-দর্শনকেই 'রূপ-দর্শন', কেহ বা স্বপ্নাভ্যন্তরে মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের কোন অঙ্কিত চিত্রের 'প্রতিবিম্ব-দর্শনকে'ই 'রূপ-দর্শন' বলিয়া ভ্রমে পতিত হন ও অপরকে ভ্রমে পাতিত করেন। এই সকল দর্শন ইন্দ্রিয়-তর্পণেরই প্রকারভেদ মাত্র।

অনেক সময় আমরা মনোধর্ম্মে চালিত হইয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকেই ভগবৎ-কৃপা মনে করিয়া বঞ্চিত হইয়া থাকি। সেই সময় মনোধর্ম্মের কুবুদ্ধি আমাদিগকে মহানুভবগণের অকৃত্রিম-সেবা চেষ্টা ও ক্রিয়া-মুদ্রাকে অনুকরণ করিবার পরামর্শ প্রদান করিয়া 'আনুসরণিক' শ্রৌতপন্থী করিবার পরিবর্ত্তে আমাদিগকে 'আনুকরণিক' 'অশ্রৌত-পন্থী' বা 'আরোহবাদি-প্রাকৃত-সহজিয়া' করিয়া ফেলে। এইরূপ আরোহবাদী 'প্রাকৃত-সহজিয়া' হইয়া আমরা অপ্রাকৃত ভগবদ্রূপকে প্রাকৃত চক্ষের দ্বারা কিংবা প্রাকৃত মনের দ্বারা দর্শন ও অনুভব করিবার ধৃষ্টতা দেখাইয়া থাকি। আমরা আমাদের মনোধর্ম্মের উচ্ছ্বাস কতপ্রকার সঙ্গীত, কবিতা, বাক্য প্রভৃতিতে ব্যক্ত করিয়া আমাদের সমশীল অর্থাৎ জগতের অন্যান্য মনোধর্ম্মি-ব্যক্তিগণের সহৃদয়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। আমরা কুদর্শন লইয়া সুদর্শন-ধৃক্‌কে দর্শন করিতে চাই, 'কুরূপ' লইয়া 'সুরূপ' দেখিতে চাই। ভগবান্ আমাদিগের রূপ দেখিয়া কি প্রকারে সন্তুষ্ট হইবেন, তজ্জন্য কোনও যত্ন না করিয়া অর্থাৎ আমাদের স্বাভাবিক সেবাময় স্বরূপ যাহা অধুনা বাহ্য মলিনতা দ্বারা আবৃত রহিয়াছে, তাহাকে মলিনতা-বিবর্জ্জিত শুদ্ধ, কৃষ্ণের নেত্রোৎসবের যোগ্য করিবার যত্ন না করিয়া যে আমাদিগের রূপদর্শনের স্পৃহা, তাহা প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্রূপ-দর্শন-লালসা নহে, পরন্তু কৈতববাবৃতা; দৈবীমায়ার ছলনায় মুগ্ধ হইয়া মায়িক রূপদর্শনেচ্ছারই প্রকারভেদ বা কৃষ্ণকে ভোগ করিবার ইচ্ছা মাত্র। কবে কৃষ্ণ আমার রূপ দর্শন করিবেন অর্থাৎ কৃষ্ণ আমার অপ্রাকৃত স্বরূপের ভোক্তা হইবেন—এইরূপ বিচারের পরিবর্ত্তে আমি 'কুরূপ' অর্থাৎ স্বরূপবিস্মৃত থাকিয়া, 'অধোক্ষজ-কৃষ্ণরূপ'কে ভোগের বস্তুর অন্যতম মনে করিয়া, তাহা দ্বারা আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের উৎসব সম্পন্ন করিব—এইরূপ বুদ্ধি অভক্ত প্রাকৃত সহজিয়ার বুদ্ধি। অধোক্ষজ কৃষ্ণ কখনও আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণের সামগ্রী হইতে পারেন না। আমি সেইরূপ বুদ্ধি লইয়া যে 'রূপ দর্শন করি বা করিয়াছি' প্রভৃতি বুদ্ধি পোষণ করি, তাহা কেবল আমার প্রতি আবরণী বা বিক্ষেপাত্মিকা মায়ার ছলনা মাত্র।

অনেক মনোধর্ম্মিব্যক্তির ধারণা যে, যদিও ভগবান্ স্বরূপে অপ্রাকৃত-রূপ-বিশিষ্ট, তথাপি তিনি প্রাকৃত জীবের ন্যায় প্রাকৃতরূপ গ্রহণ করিয়া প্রাকৃত জীবের প্রাকৃত চক্ষুর গোচরীভূত হন। এইরূপ চিন্তাস্রোত হইতে কোন কোন কবিতা ও গান শ্রুত হইয়া থাকে—

মায়াতীত জ্ঞানাতীত তোমা ব'লে থাকে।
তবে কি এ ক্ষুদ্রজীব পাবে না তোমাকে?

* * *

মায়া মিশাইয়া এস প্রভু ভগবান্।
দুটা কথা কহি তবে জুড়াইব প্রাণ॥
জ্ঞানাতীত মায়াতীত হয়ে রসে রবে।
কিরূপেতে গৌর-বোলা তোমা লাগ পাবে?

এইরূপ চিন্তা-প্রণালী কৃষ্ণে অপরাধী নির্ব্বিশেষ-বাদীর বিচার-উদ্ভূতা। এইরূপ বিচার বেদান্ত ও বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য—শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারের বিরুদ্ধে নাস্তিকতা-ময় বিচারমাত্র; পরন্তু এই সকল বিচার প্রচ্ছন্ন-নাস্তিক ও মনোধর্ম্মি সমাজে বড়ই সমাদর লাভ করিয়া থাকে।

মায়াধীশ ভগবান্ কখনও 'মায়া মিশাইয়া' জগতে অবতীর্ণ বা জীবের নেত্র-গোচর হন না। তুরীয় কৃষ্ণের কথা ত' দূরে থাকুক, তাঁহার অংশাংশ কলা বিকলা পুরুষত্রয়—যাঁহাদের জগদাদি সৃষ্টিকার্য্য লইয়া ব্যবহার, তাঁহাদেরও মায়াস্পর্শ নাই, বিষ্ণুতত্ত্বের কথা দূরে থাকুক, বৈষ্ণবেরও মায়া-স্পর্শ নাই। বৈষ্ণব বা শ্রীগুরুদেব কখনও 'মায়া মিশাইয়া' জগতে আগমন করেন না—ইহাই ভাগবতীয় সিদ্ধান্ত—

কারণাব্ধি-গর্ভোদক-ক্ষীরোদকশায়ী।
মায়াদ্বারে সৃষ্টি করে তাতে সব মায়ী॥

*　　　*　　　*

যদ্যপি তিনের মায়া লইয়া ব্যবহার।
তথাপি তৎস্পর্শ নাই সবে মায়া পার ॥
(চৈঃ চঃ আ ২।৪৯, ৫৪)

মায়ী = মায়ার অধীশ্বর

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥
(ভাঃ ১।১১।৩৩)

শ্রীস্বরূপ-রূপের অনুগত না হইলে কখনও ভগবদ্রূপ দর্শন হয় না। যাহারা স্বরূপ-রূপের অনুগত নহেন, তাঁহারাই আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া অধোক্ষজ শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত রূপ সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুসিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। আমরা পূর্ব্ববঙ্গদেশীয় বিপ্রের উদাহরণে তাহার সাক্ষ্য পাই।

নির্ব্বিশেষবাদিগণ বলেন, "যেহেতু শ্রুত্যাদিতে ব্রহ্মাকে নাম-রূপ-রহিত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার নিত্য মূর্ত্তি নাই। তিনি স্বরূপে নির্ব্বিশেষ নিরাকার; মায়া-সংযোগে সাধকের কল্পনানুযায়ী রূপ গ্রহণ করিয়া সাধক-জীবকে সেই কল্পিত রূপ প্রদর্শন করেন।" শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভু ভাগবতামৃতে নির্ব্বিশেষবাদিগণের এই অসম্মত নিরবকাশা শ্রুতির প্রমাণ দ্বারা নিরাস করিয়াছেন; যথা শ্রীবাসুদেব অধ্যাত্মে—

অপ্রসিদ্ধেস্তদ্‌গুণানাম্ অনামাসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অপ্রাকৃতত্বাদ্‌রূপস্যাপ্যরূপোঽসাবুদীর্য্যতে ॥

অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে বা সাকল্যরূপে ভগবানের গুণ কেহ বলিতে না পারায় তিনি 'অনামা' এবং তাঁহার রূপের অপ্রাকৃতত্ব হেতু ভগবান্ 'অরূপ' বলিয়া কীর্ত্তিত হন।

শ্রীল রূপের অনুগত শ্রীল জীবপ্রভুচরণ সন্দর্ভে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, বদ্ধজীবের স্বরূপ ও রূপ, দেহী ও দেহ যেরূপ পরস্পর ভিন্ন বস্তু, শ্রীবিষ্ণু বা বিষ্ণুজনে সেইরূপ ভেদ নাই। ঈশ্বর বস্তুতে দেহ-দেহী ভেদ নাই—ইহাই সাত্বত-শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। বদ্ধজীবের বিগ্রহ কিছু বদ্ধজীবের স্বরূপ নহে, কিন্তু কৃষ্ণের বিগ্রহই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ; কেবল—'রাহুর-শির' প্রভৃতি কথনের ন্যায় 'কৃষ্ণের বিগ্রহ' প্রভৃতি বাক্য বলা হয় মাত্র। আমরা বাহুল্য ভয়ে এই স্থানে এই প্রসঙ্গ আর বিস্তার না করিয়া উদ্দিষ্ট বিষয়ের অনুসরণ করিব। এতদ্বিষয়ে আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমন্মধ্বমুনি ও গোস্বামিপাদগণ বিশেষ বিচার করিয়াছেন।

শ্রীল সনাতনগোস্বামী প্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃতে বলিয়াছেন,—

সর্ব্বেষাং সাধনানাং তৎ সাক্ষাৎকারো হি সৎফলম্।
তদৈবামূলতো মায়া নশ্যেৎ প্রেমাপি বর্দ্ধতে ॥

দিগ্‌দর্শিনী—হি যস্মাত্তস্য প্রভোঃ সাক্ষাৎকার এব সদুৎকৃষ্টং ফলং তদেব সাক্ষাৎকারে সত্যেব আমূলতঃ মূলং ভগবদ্বিস্মৃতিস্তৎপর্য্যন্তং মায়া নশ্যেৎ। তদুক্তং প্রথমস্কন্ধে —"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে" ইতি। যেহেতু ভগবৎ-সাক্ষাৎকারই সমস্ত সাধনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল, তাঁহার সাক্ষাৎকার হইলেই আমূল অর্থাৎ ভগবৎবিস্মৃতি পর্য্যন্ত মায়া বিনষ্ট হয়। প্রথম স্কন্ধেও বর্ণিত আছে যে, 'আত্মার আত্মা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার হইলেই ভগবত্তত্ত্ব-বেত্তার হৃদয়গ্রন্থি ও অসম্ভাবনাদিরূপ সন্দেহ-রজ্জুসকল ছিন্ন হয় এবং অনারব্ধ ফলসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।' ভগবদ্দর্শন-ফলে সমূলে মায়া বিনষ্ট হইলে ভগবদ্বিষয়ক প্রেমা বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

উপরি-উক্ত বাক্য হইতে প্রমাণিত হয় যে, রূপ-দর্শনের ফল আমূল ভগবদ্বিস্মৃতি পর্য্যন্ত মায়া বিনাশ অর্থাৎ মনো-ধর্ম্মরূপ হৃদয়-গ্রন্থি ও ভগবানের অচিন্ত্যত্ব বিষয়ে যাবতীয় সন্দেহ অপনোদন এবং অনর্থ নির্ম্মুক্ত হইয়া উত্তরোত্তর ভগবৎ-সেবানিষ্ঠা ও সেবামাধুর্য্য-উপলব্ধি। ভগবদ্রূপ দর্শন করিবার পর জড়রূপ-মুগ্ধতা থাকিতে পারে না। যাহার জড়রূপ-মোহ রহিয়াছে, অথচ 'আমার ভগবদ্রূপ দর্শন হয়'—এইরূপ বাক্য সেই ব্যক্তির মুখ হইতে শুনা যায়, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই ভগবদ্রূপ দর্শন করে নাই; পরন্তু প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্মে প্রমত্ত হওয়ায় তাহার বিবর্ত্তজ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে অর্থাৎ প্রাকৃতরূপকেই সে ভ্রমবশতঃ 'অপ্রাকৃত' মনে করিতেছে মাত্র।

অনেকের ধারণা যে, ভগবান্ বুঝি তাহাদের খানাবাড়ীর রাইয়ত, বাগানের মালী বা আরব্যোপন্যাসের কোন ভূত-প্রেতজাতীয় পাত্রবিশেষ যে, তিনি তাহাদের ইচ্ছানুসারে, তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য তাঁহার অধোক্ষজ ত্রৈলোক্য-সৌভগ-রূপ দর্শন করাইতে বাধ্য!

শ্রুত্যাদিশাস্ত্র এইরূপ ভোগময়ী ধারণার বিপক্ষেই কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রুতি বলেন, "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্" অর্থাৎ বিষ্ণু-বস্তু প্রাকৃত দৃষ্টির মধ্যে আসেন না, প্রাকৃত চক্ষে ভগবদ্রূপের দর্শন হয় না। যিনি সেবোন্মুখ শুদ্ধচিত্তে ভগবান্‌কে বরণ করেন, ভগবান্ সেই শুদ্ধচিত্ত বা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ বসুদেবে কৃপা করিয়া অবতীর্ণ হন, তখনই আমাদের স্বরূপ-দর্শন ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্রূপ দর্শন হয়। স্বরূপ-রূপানুগগণ এইরূপ শ্রৌতপন্থায়ই রূপদর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় চতুর্ভুজরূপ দর্শন করাইলে দেবকী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, (ভাঃ ১০।৩।২৮) --

রূপঞ্চেদং পৌরুষং ধ্যানধিষ্ণ্যং
মা প্রত্যক্ষং মাংস দৃশাং কৃষীষ্ঠাঃ॥

স্বামিটীকা—পৌরুষমৈশ্বরং ধ্যানধিষ্ণ্যং ধ্যানাস্পদং মাংস দৃশাং মাংসচক্ষুষাং প্রত্যক্ষং মা কৃথাঃ।

হে কৃষ্ণ! তোমার এই ঐশ্বর-রূপ ধ্যানাস্পদ, তাঁহাকে মাংস-চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের গোচর করিও না।

দেবকীর এই বাক্য হইতে জানা যায়, ভগবানের অতীন্দ্রিয় রূপ যাহারা জড়ের বস্তু বা মাংস, চর্ম্ম দর্শন করে, তাহাদের গোচরীভূত হয় না।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু সেইজন্যই বলিয়াছেন—একমাত্র সেবোন্মুখ হৃষীকে (ইন্দ্রিয়েই) স্বয়ংপ্রকাশ হৃষীকেশের অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-লীলা স্বয়ংই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃতে শ্রীরূপপ্রভু মোক্ষধর্ম্মের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

রূপীতি হেতোর্দৃশ্যেত যথৈব প্রাকৃতো জনঃ।
তথাসৌ দৃশ্যত ইতি স্বপ্না মা স্ম বিচার্য্যতাম্॥
ইত্যুক্ত্বা স্বস্য রূপিত্বেঽপ্যদৃশ্যত্বমুদীরিতম্।
ততো নিজস্বরূপস্যাপ্রাকৃতত্বঞ্চ দর্শিতম্॥
তদ্দর্শনে স্বকুণ্ঠাত্মা যমেচ্ছৈব চ কারণম্।
ইত্যাহেচ্ছন্ মুহূর্ত্তাদিত্যর্দ্ধপদ্যং স্বয়ং পুনঃ।
নশ্যেয়মিত্যদৃশ্যঃ স্যাং যতো নশিরদর্শনে॥

(লঘু ভাঃ ৪০৯, ৪১০, ৪১১)

মোক্ষধর্ম্মের বাক্যে উক্ত হইয়াছে যে, রূপী বলিয়া যেরূপ প্রাকৃত ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হয়, তদ্রূপ শ্রীভগবান্‌ও নয়নের বিষয় হইয়া থাকেন, এরূপ নিশ্চয় করিও না। এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া ভগবানের রূপবত্তা থাকিলেও স্বীয় অদৃশ্যত্ব জানাইয়াছেন এবং এতদ্দ্বারা নিজ স্বরূপের অপ্রাকৃতত্বও প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই রূপের দর্শন বা অদর্শনে আমার নিরঙ্কুশ ইচ্ছাই কারণ, এই অভিপ্রায়ে আবার স্বয়ং 'ইচ্ছন্ মুহূর্ত্তান্নশ্যেয়ং' এই পদ্যার্দ্ধ বলিয়াছেন। 'নশ্যেয়ং' শব্দে অদৃশ্য হইতে পারি; যেহেতু অদর্শনে 'নশ্' ধাতুর প্রয়োগ। সুতরাং ভগবানের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাই ভগবন্মূর্ত্তি দর্শনের কারণ। যদি তিনি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার 'অধোক্ষজ' অর্থাৎ 'অচাক্ষুষরূপ' কোন প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি-নেত্রের বিষয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলেই তাঁহার রূপদর্শন ঘটে; অন্যথা ভগবান্‌কে আমাদের বাগানের মালীর মত মনে করিয়া—'বাকা হ'য়ে দাঁড়াও এ'সে আমার হৃদয় মাঝে বা আমার নয়ন পানে' 'তোমার আসতে যে হবে হে'—প্রভৃতি প্রলাপবাক্য বকিলেই স্বতন্ত্রেচ্ছ অধোক্ষজ ভগবান্ তাঁহাকে আমাদের ভোগোন্মুখ-নেত্রের বিষয়ীভূত করিবেন না। তাই শ্রীল রূপপাদ বলিয়াছেন,—

ততঃ স্বয়ংপ্রকাশত্বশক্ত্যা স্বেচ্ছাপ্রকাশয়া।
সোঽভিব্যক্তো ভবেৎ নেত্রে ন নেত্রবিষয়ত্বতঃ॥

যথা শ্রীনারায়ণাধ্যাত্মে—

"নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবান্ ঈক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ।
তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্" ॥ ইতি

পাদ্মে চ—

"সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ স্যাৎ কৃষ্ণোঽধোক্ষজোঽপ্যসৌ।
নিজশক্তেঃ প্রভাবেন স্বং ভক্তান্ দর্শয়েৎ প্রভুঃ" ॥

১৫০ ॥ ইতি।

সেই ভগবান্ স্বেচ্ছায় প্রকাশমানা 'স্বয়ংপ্রকাশ-শক্তি'-দ্বারা নেত্রে প্রকাশিত হইয়া থাকেন; কিন্তু চক্ষুর বিষয় বলিয়া চক্ষুতে অভিব্যক্ত হন না। শ্রীনারায়ণাধ্যাত্মে ইহার প্রমাণ দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবান্ স্বভাবতঃ অব্যক্ত হইয়াও স্বরূপ-শক্তিদ্বারা দৃষ্টির বিষয় হইয়া থাকেন; সেই স্বরূপশক্তি-ব্যতীত কেইবা অপরিমেয় প্রভু পরমেশ্বরকে দর্শনে করিতে সমর্থ হয়! পদ্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ; সুতরাং অধোক্ষজ অর্থাৎ অচাক্ষুষ

হইয়াও নিজশক্তিপ্রভাবে অর্থাৎ কৃপাপরবশ হইয়া ভক্তজনের সেবোন্মুখ-নেত্রে আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

ভগবানের স্বেচ্ছয়ৈক-প্রকাশত্ব সম্বন্ধে মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বের মোক্ষ-ধর্ম্মে একটী আখ্যায়িকা উদ্ধার করিয়া শ্রীল রূপপাদ মনোধর্ম্মি-রূপ-দর্শনাকাঙ্ক্ষিসমাজকে সতর্ক করিয়াছেন।

সত্যযুগে উপরিচরবসু নামে এক পরম বৈষ্ণব নৃপতি ছিলেন। তাঁহার কায়মনোবাক্য নিখিল অবস্থায় হরি-সেবাতেই নিযুক্ত ছিল। তিনি বিষ্ণু ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবতার উপাসনা করিতেন না। তিনি পঞ্চরাত্রশাস্ত্র অবলম্বনপূর্ব্বক বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া তৎশেষ-নির্ম্মাল্য-দ্বারা পিতৃগণের পূজা করিতেন। রাজ্য, ধন, সম্পত্তি, স্ত্রী ও যান-বাহন প্রভৃতি সমুদয় ভোগ্য বস্তু নারায়ণ-প্রসাদ-লব্ধ বলিয়া তিনি তাঁহাতেই সমর্পণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বতোভাবে বিষ্ণুসেবাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল; তিনি বিদ্ধাভক্তিকে কখনও আদর করিতেন না। পঞ্চরাত্র-বিৎ শ্রোত্রিয় শুদ্ধভক্তগণ তাঁহার হরিসেবাময় গৃহে প্রীতি-পূর্ব্বক আতিথ্য স্বীকার করিতেন। মহারাজ উপরিচর সুর-গুরু বৃহস্পতির নিকট হইতে সপ্তর্ষি-প্রণীত সমগ্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। একদা তিনি সাত্বত স্মৃতি-বিধানা-নুসারে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করিবার জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ নারায়ণ ঐ যজ্ঞানুষ্ঠান সময়ে সদা-সেবোন্মুখ উপরিচরের প্রতি প্রসন্ন হইয়া নভোমণ্ডল হইতে কেবল তাঁহাকেই আত্মরূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বীয় যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন। ঐ সময় আর কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। বৃহস্পতি অলক্ষিতভাবে যজ্ঞভাগ গৃহীত হইতে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় নারায়ণের ভাগ কল্পিত ও আকাশপথে মহাবেগে স্রুক্ (যজ্ঞপাত্রবিশেষ) উত্তোলন করিয়া তদ্দ্বারা আকাশকে আহত করিতে করিতে রোষভরে অশ্রু বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ভাগবতবর উপরিচরকে কহিলেন,—এই যজ্ঞে দেবগণ প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাদের প্রদত্ত যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিলেন, কিন্তু কি নিমিত্ত বিভু হরি এই যজ্ঞে দর্শন প্রদান করিলেন না? অতঃপর সেই ভাগবতবর উপরিচর এবং সদস্যগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ সেই সুরাচার্য্যকে সর্ব্বতোভাবে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। 'হে বৃহস্পতে! আপনি যাঁহাকে যজ্ঞভাগ অর্পণ করিয়াছেন, তিনি ক্রোধশূন্য। আপনি বা আমরা তাঁহার রূপ-দর্শনে সমর্থ নহি; তিনি যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তিনি তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন, তদ্ভিন্ন আর কাহারও তাঁহাকে দর্শন করিবার ক্ষমতা নাই'—

"ন শক্যঃ স ত্বয়া দ্রষ্টুমস্মাভির্বা বৃহস্পতে!
যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি"॥

অনন্তর একত, দ্বিত ও ত্রিত নামক ঋষিত্রয় বৃহস্পতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে সুর-গুরো! আমরা ব্রহ্মার মানসপুত্র। পূর্ব্বে আমরা সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সনাতন পুরুষ শ্রীবিষ্ণুর সাক্ষাৎকার লাভের আকাঙ্ক্ষায় ক্ষীরোদ-সাগরের অদূরবর্ত্তী সুমেরুর উত্তরভাগস্থ রমণীয় প্রদেশে গমন-পূর্ব্বক একপদে দণ্ডায়মান হইয়া কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চলভাবে সমাহিতচিত্তে সহস্রবৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলাম। তপস্যানুষ্ঠান সমাপনের পর আমাদিগের অবভৃতস্নান-সময়ে এই আকাশ-বাণী আমাদের কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইল,—'হে বিপ্রগণ! তোমরা ভগবান্ নারায়ণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার-লাভের নিমিত্ত সুদুশ্চর তপস্যা করিয়াছ বটে, কিন্তু তাঁহার দর্শনলাভ তোমাদের পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর, তোমরা শ্বেতদ্বীপে গমন করিতে পারিলে কথঞ্চিৎ তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পার'। এইরূপ দৈববাণী শুনিয়া আমরা শ্বেতদ্বীপে উপনীত হইলাম, কিন্তু সেই স্থানে গমন করিবামাত্র আমাদের দৃষ্টি-পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। তখন আমরা পরম-পুরুষের কথা দূরে থাকুক, তত্রত্য অন্যান্য পুরুষগণকেও দেখিতে পাইলাম না। মনে করিলাম, আমাদের বোধ হয় কঠোর তপোবলের অভাবে পুরুষোত্তমের দর্শন লাভ ঘটিতেছে না। পুনরায় সাত-বৎসর ঘোরতর তপস্যা করিলাম। তপস্যান্তে পরম প্রভা সম্পন্ন অনুক্ষণ নাম-কীর্ত্তন-পর শ্বেতদ্বীপবাসী মহাত্মগণকে দেখিতে পাইলাম। আরও শুনিতে পাইলাম যে, তাঁহারা 'পুণ্ডরীকাক্ষ,' 'হৃষীকেশ' প্রভৃতি বলিয়া ভগবান্‌কে আহ্বান করিতেছেন। তৎকালে সেই মহাত্মগণের বাক্য শ্রবণ করিয়াই আমাদের বোধ হইল যে, ভগবান্ নারায়ণ নিশ্চয়ই তথায় সমুপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু আমরা তাঁহার মায়াপ্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে পারিলাম না। এই সময় একটী আকাশ-বাণী শ্রুত হইল যে, 'হে মুনিগণ! তোমরা এই যে শ্বেতদ্বীপস্থ পুরুষগণকে দর্শন করিলে,

ইহার প্রাকৃতেন্দ্রিয়-শূন্য ; ইঁহারা ভগবান্ নারায়ণের রূপ-দর্শনে সমর্থ। তোমরা স্বস্থানে প্রস্থান কর, সেবোন্মুখ-ব্যক্তি ব্যতীত অপর আর কেহই তাঁহার রূপ-দর্শনে সমর্থ হয় না'। হে সুরাচার্য্য! আমরা এতাদৃশ কঠোর তপস্যা ও হব্য-কব্য প্রদান করিয়াও যখন নারায়ণের রূপদর্শনে সমর্থ হই নাই, তখন তুমি কিরূপে তাঁহাকে সন্দর্শন করিবে?

উপরি-উক্ত মহাভারতীয় উপাখ্যান হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, নিজ-পৌরুষক্রমে বা স্বতন্ত্র ইচ্ছার বশে কোন অস্বতন্ত্র জীব স্বতন্ত্রেচ্ছ অধোক্ষজ শ্রীভগবানের রূপ দর্শন করিতে পারেন না। ভগবান্ কখনও মায়াবদ্ধ জীবের অবৈধ আব্দার রক্ষা করিবার জন্য 'মায়া মিশাইয়া' আসেন না ; তাঁহার 'স্বয়ং-প্রকাশিকা'-শক্তি যদি প্রেমাঞ্জন-চ্ছুরিত অপ্রাকৃত-লোচনের নিকট কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার অপ্রাকৃত-রূপ প্রকট করেন, তবেই ভগবদ্রূপ দর্শন হয়, ইহাই নিখিল সাত্বতশাস্ত্র ও আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত।

শ্রীল সনাতনগোস্বামী প্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃতে বলিয়াছেন, —'যদি কারুণ্যবিশেষ-শক্ত্যা ভক্তিপ্রভাবেণ বা দর্শনং স্যাদিতি ন ভবেৎ তদা কথঞ্চিদপি মনসাপি ঈক্ষণং তস্য দর্শনং ন স্যাৎ ন সম্ভবেদিত্যর্থঃ কুতঃ স্বয়ং প্রভাবস্য স্বপ্রকাশস্য মনোবৃত্তীনামপ্যবিষয়ত্বাৎ। কিঞ্চ ঈশ্বরস্য পরমস্বতন্ত্রস্য সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাৎ।' তাৎপর্য্য এই যে, যদি বল ভগবৎকারুণ্যবিশেষ ও ভক্তিপ্রভাবই ভগবদ্দর্শনের কারণ হইতে পারে না, তবে বলিতেছি যে, তিনি যদি কৃপা না করেন বা আমরা যদি সেবোন্মুখ না হই, তবে তাঁহাকে কেহই মনের দ্বারাই হউক, বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই হউক, কোন উপায়েই দেখিতে পান না ; কারণ তিনি স্বয়ংপ্রভ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ ও মনোবৃত্তির অবিষয় এবং পরম স্বতন্ত্র ও সর্ব্বনিয়ামক।

রূপং সত্যং খলু ভগবতঃ সচ্চিদানন্দসান্দ্রং
যোগ্যৈর্গ্রাহ্যং ভবতি করণৈঃ সচ্চিদানন্দরূপম্।
মাংসাক্ষিভ্যাং তদপি ঘটতে তস্য কারুণ্যশক্ত্যা
সদ্যো লব্ধা তদুচিতগতের্দর্শনং স্বেহয়া বা॥
তদ্দর্শনে জ্ঞানদৃশৈব চায়মানেঽপি পশ্যামাহমেষ দৃগ্‌ভ্যাম্।
স্যাদো ভবেৎ কৃষ্ণ-কৃপা-প্রভাববিজ্ঞাপকো হর্ষ-বিশেষ-বৃদ্ধ্যৌ॥
(বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৭৫-১৭৬)

শ্রীভগবানের রূপ সচ্চিদানন্দঘন, ইহা সত্য, তথাপি সেই রূপ সেবোন্মুখ বা যোগ্য ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারাই গ্রাহ্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারাই অপ্রাকৃত রূপ গৃহীত হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের মহাকারুণ্য শক্তি কিংবা তাঁহার নিরঙ্কুশ-ইচ্ছাপ্রভাবে অপ্রাকৃতরূপদর্শন-যোগ্য জ্ঞানশক্তি লাভ করিয়া মাংসনেত্র অর্থাৎ চর্ম্মচক্ষুর্দ্বারাই অপরিচ্ছিন্ন ভগবদ্রূপের সাক্ষাৎ সন্দর্শন সংঘটিত হইয়া থাকে। জ্ঞান-চক্ষুর্দ্বারা ভগবদ্দর্শন হইলেও দ্রষ্টা বিবেচনা করে যে, 'আমি নেত্রযুগল-দ্বারাই দর্শন করিতেছি,' তখন হৃদয়ে হর্ষবিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ 'সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তির অগোচরীভূত অপ্রাকৃত রূপ আমি এই নেত্রের দ্বারাই দেখিতে পাইলাম', এইরূপ অভিমানে ভগবানের কারুণ্য-বিশেষ উপলব্ধিতে আনন্দ হইলে কৃষ্ণকৃপার প্রভাব-বিজ্ঞাপক (অহো! পরমদুর্দর্শ এই রূপ সাক্ষাৎ ভাবে আমার দৃষ্টিগোচর হইল) এইরূপ জ্ঞান হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া থাকে।

শ্রীরূপানুগ শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু রূপ-দর্শনের ক্রম এইরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—"প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃ-করণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যং শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপ-শ্রবণেন তদুদয়-যোগ্যতা ভবতি" অর্থাৎ অন্তঃকরণ-শুদ্ধির জন্য প্রথমতঃ নামশ্রবণ অপেক্ষণীয়, অতঃপর অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে রূপ-শ্রবণদ্বারা তদুদয়-যোগ্যতা লাভ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, পৃথগ্‌ভাবে রূপদর্শন-চেষ্টা কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিমূলা আরোহ-চেষ্টা মাত্র, তদ্দ্বারা আমাদের প্রকৃত রূপ-দর্শন হয় না। শ্রীনামেই-সর্ব্বসিদ্ধি হয়। শ্রীনামই আমাদিগকে রূপ-দর্শন করাইয়া থাকেন। কারণ শ্রীনামই রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্যসমন্বিত অদ্বয়বস্তু। প্রথমতঃ সদ্‌গুরুর শ্রীমুখ হইতে নাম-শ্রবণ ও তদনুকীর্ত্তনদ্বারা আমাদের অন্তঃকরণ-শুদ্ধি বা অনর্থনিবৃত্তি হয়। নিবৃত্তানর্থ পুরুষ সেই শুদ্ধচিত্তে রূপ-শ্রবণ করিয়া থাকেন। শ্রৌতপন্থায় কর্ণাঞ্জলিদ্বারা শ্রীরূপের সেবা করিতে করিতে শ্রীরূপ বিশুদ্ধচিত্তরূপ বসুদেবে প্রকটিত হইয়া থাকেন, তখনই আমাদের প্রেমাঞ্জন-চ্ছুরিত ভক্তিনেত্রে রূপদর্শন হয়। রূপ-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যেরও স্ফুরণ হইয়া থাকে ; অর্থাৎ রূপ-দর্শন-ফলে আমাদিগকে ক্রমে মায়াবাদীর ধারণার ন্যায় সম্প্রজ্ঞাত বা সবিকল্প হইতে অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্ব্বিকল্প নির্ব্বিশেষ অবস্থায় আরোহণ করাইবার পরিবর্ত্তে শ্রীরূপ আমাদিগকে সবিশেষ চিদ্বিলাস-

রাজ্যের নবনবায়মান সৌন্দর্য্য-কদম্ব-মাধুরী প্রদর্শন করাইয়া থাকেন। পরম কৃপাময় শ্রীনাম-চিন্তামণিই আমাদিগকে স্বামীর নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য সন্দর্শনের যোগ্যতা প্রদান করেন। সুতরাং সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তির স্বতন্ত্রভাবে রূপদর্শনের প্রয়াস-রূপ আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-পরা চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সেবোন্মুখ হইয়া শ্রীনাম-প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।

শ্রীচৈতন্য-লীলা-শিক্ষা

[১০]

শ্রীনিমাই তাঁহার রুচি-পরীক্ষা-লীলায় বৈশ্যবৃত্ত্যুচিত ধান্য-কড়ি-স্বর্ণ-রজতাদি বা দেবল ও ভৃতক অপাংক্তেয় অপসদব্রাহ্মণ-বৃত্ত্যুচিত খই-কলা প্রভৃতি দ্রব্যে রুচি প্রদর্শন না করিয়া একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত-আলিঙ্গন-লীলা প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্মে রুচি-বিশিষ্ট, তাঁহাদের বৃত্তি পারমার্থিক ব্রাহ্মণোচিত। সুতরাং তাঁহারা ভাগবত-শাস্ত্রের অনুসারে 'পারমার্থিক ব্রাহ্মণ' বলিয়া অবশ্য বিনির্দ্দেশযোগ্য। ব্রাহ্মণগণেরই বেদান্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনে অধিকার। ব্রাহ্মণগণই ব্রহ্মগায়ত্রী দ্বারা বেদ-পুরুষ-বিষ্ণুর পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত—'ব্রহ্ম-গায়ত্রী-বেদসম্বন্ধশ্চায়ং গ্রন্থঃ' শ্রীমদ্ভাগবত —"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং, গায়ত্রী-ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ।" শ্রীমদ্ভাগবত—"সাত্বতী শ্রুতি"; সুতরাং যাঁহারা ভাগবতধর্ম্মে রুচি-বিশিষ্ট, সেই সকল পুরুষগণ নিশ্চয়ই পারমার্থিক ব্রাহ্মণ। নতুবা কিরূপে তাঁহাদের "বেদান্তভাষ্য", "গায়ত্রীভাষ্য" ও "সাত্বতী শ্রুতি" ও "বেদার্থ"-শ্রবণে অধিকার? প্রমাণ-চূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবতই (৩।৩৩।৭) তদ্বিষয়ক প্রমাণ—

"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥"

সোমযাগাধিকারী ব্রাহ্মণ হইতেও যে কোনও কুলোৎপন্ন শ্রীনামোচ্চারণকারী-পুরুষ অধিকতর শ্রেষ্ঠ। অহো! নামগ্রহণকারি-পুরুষের শ্রেষ্ঠতার কথা আর কি বলিব? যাঁহার জিহ্বার এক প্রান্তেও ভবদীয় নাম একটি বারের জন্যও উচ্চারিত হন, তিনি শ্বপচগৃহে আবির্ভূত হইলেও এই নামোচ্চারণের জন্যই পূজ্যতম; তাঁহাদের ব্যবহারিক ব্রাহ্মণতা ত' পূর্ব্বসিদ্ধই রহিয়াছে; কারণ তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেই ব্যবহারিক ব্রাহ্মণের যাবতীয় অধিকারোচিত কৃত্য,—যথা, সর্ব্বপ্রকার তপস্যা, সর্ব্ববিধ যজ্ঞ, সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্ব বেদাধ্যয়ন ও সদাচার—সমাপন পূর্ব্বক বর্ত্তমান জন্মে 'শ্রীনাম' গ্রহণ করিতেছেন।

ভাগবতধর্ম্মে প্রবিষ্ট ব্যক্তি নামকীর্ত্তনকারী। তিনি পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণোচিত সর্ব্ববিধ সদাচার ও বেদাধ্যয়নাদি সমাপন করিয়াছেন, তৎফলেই তাঁহার শ্রীনামে অধিকার। সুতরাং সেই নামকীর্ত্তনকারীকে 'অব্রাহ্মণ' বলা বা তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব-লাভের জন্য জন্মান্তরাপেক্ষার আবশ্যক প্রভৃতি বিচার ভাগবতধর্ম্মের বিরুদ্ধ বিচার। তাই, ভাগবত-ধর্ম্ম-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ 'সন্দর্ভে' ও 'দুর্গমসঙ্গমনীতে' বলিয়াছেন যে, যদ্যপি নামকীর্ত্তনকারীর স্বরূপতঃ দীক্ষাদির অপেক্ষা নাই, তথাপি নারদাদি ঋষিগণ অর্চ্চনমার্গে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার প্রতি মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। যেরূপ ব্রাহ্মণকুমারগণের শৌক্র জন্মে দুর্জ্জাতিত্বের অভাব থাকিলেও সবনযজ্ঞে যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার জন্য পুণ্যবিশেষময় সাবিত্র-জন্মের অপেক্ষা করে, তদ্রূপ অবরকুলোদ্ভূত অদীক্ষিত ব্যক্তির নামোচ্চারণ-মাত্রে দুর্জ্জাতিত্বাদির মূল প্রারব্ধ পাপ বিদূরিত হইলেও তাঁহার পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা-ব্যতীত সাবিত্র-জন্ম লাভ হয় না; যেহেতু অদীক্ষিত ব্যক্তির সাবিত্র-সংস্কার গ্রহণ শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ। নামকীর্ত্তনকারী অদীক্ষিত ব্যক্তির ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইলেও পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা দ্বারা সাবিত্র-জন্মের অপেক্ষা আছে।

শ্রীভাগবত-ধর্ম্মযাজিগণ সম্প্রসারিত প্রণব বা শ্রীনামের 'উদ্গান' বা কীর্ত্তনমুখে 'উদ্গীথ' অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বশাস্ত্রে গীত, ও সর্ব্বদেশস্থ শ্রীহরির উপাসনা করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারা কখনই 'অব্রাহ্মণ' নহেন। ইহাই শ্রীগৌর-সুন্দর তাঁহার রুচি-পরীক্ষা লীলায় ভাগবতালিঙ্গন দ্বারা শিক্ষা দিলেন।

[১১]

শ্রীনিমাই যে বৃদ্ধির পরিচয়-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই উত্তরোত্তর বিশেষ-ভাবে নানালীলাচ্ছলে প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

প্রাকৃত শিশু ক্ষুধায় পীড়িত, কীটদষ্ট, পীড়ায় ক্লিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিয়া থাকে। জাগতিক অভাব বা দৈহিক পীড়াই প্রাকৃত শিশুর ক্রন্দনের কারণ। প্রাকৃত অভাব কিছু-কালের জন্য বিদূরিত হইলে শিশুও কিছুকালের জন্য ক্রন্দন হইতে নিবৃত্ত হয়। কিন্তু অপ্রাকৃত-শিশু গৌরসুন্দরে সেইরূপ কোন প্রাকৃত অভাবের প্রসক্তিই না থাকায়, তাঁহার ক্রন্দন-লীলা নিশ্চয়ই প্রাকৃত অভাব-জনিত নহে, ইহাই সুনিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্তিত হইতে পারে। শিশুরূপী গৌরহরির প্রাকৃত অভাব না থাকিলেও তিনি অপ্রাকৃত অভাব-লীলা ("কাঁহা যাঙ, কাঁহা পাঙ মুরলীবদন", শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে)—যাহা জীবমাত্রের স্বরূপধর্ম্ম, তাহা প্রদর্শনার্থই ঐরূপ ক্রন্দন-লীলার আবিষ্কার করিয়াছেন। বিপ্রলম্ভাবতার শ্রীগৌরসুন্দর জীবকুলকে কৃষ্ণান্বেষণ শিক্ষা দিবার জন্যই শৈশবলীলায় অপ্রাকৃত অভাব-লীলা বা কৃষ্ণান্বেষণ-লীলা-তাৎপর্য্যময়ী ক্রন্দন-লীলার অভিনয় দেখাইয়াছেন। তিনি এই ক্রন্দনলীলা-দ্বারা সর্ব্ববিধ প্রাকৃত অভাব-মুক্ত স্ব-স্বভাবপ্রতিষ্ঠিত শুদ্ধজীবের সেবা-গাঢ়তা-পরাকাষ্ঠায় যে অপ্রাকৃত অভাব অনুভূত হয়, সেই অপ্রাকৃত রসচমৎকারিতার সন্ধান প্রদর্শন করিয়াছেন। নিমাই ক্রন্দন করিতে থাকিলে নারীগণ এবং অন্যান্য সকলে বালকের ক্রন্দন-নিবৃত্তির একমাত্র সঙ্কেত 'শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন' করিতে থাকিতেন। শিশুরূপী গৌরও তখন আনন্দভরে নৃত্য আরম্ভ করিতেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনে সর্ব্বস্থান মুখরিত হইত। কীর্ত্তনকারিগণ 'হরিনাম' হইতে ক্ষণকাল নিবৃত্ত হইলেই বালক পুনরায় ক্রন্দন করিয়া উঠিতেন; এইরূপে বালক ছলে-বলে বাল্য-লীলায়ই—'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' এই শ্রীমুখ-গাথা শিক্ষা দিয়াছিলেন। *

এইরূপে সকলকে নিজ-সংকীর্ত্তন শিক্ষা দিয়া শ্রীগৌর-চন্দ্র বৎসলরস-রসিকগণের প্রেমানন্দামৃত-দ্বারা লাল্যমান হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলীলার আবিষ্কার করিলেন। ক্রমে রিঙ্গণ অর্থাৎ জানু-চংক্রমণ-লীলা প্রদর্শন করিলেন।

* এই স্থানে ভগবৎ-স্বরূপশক্তি-বিলাস-লীলা-তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ মনে করিতে পারেন, নিমাই যদি অপ্রাকৃত বস্তুই হইবেন, তাহা হইলে তাঁহাতে শিশুত্ব ধর্ম্ম এবং ক্রমে বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রাকৃত ব্যাপার কিরূপে থাকিতে পারে? যাহারা শ্রীভগবানের ঈদৃশ লীলা-তত্ত্বানভিজ্ঞ, সেই সকল ব্যক্তিকে শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩।২৮) 'মাংসদৃক্' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ যাহারা মাংসময় প্রাকৃত চক্ষুর্দ্বারা অধোক্ষজ শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তির বিলাস দর্শন করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে, শ্রীভগবানের মায়া-শক্তির আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকে। 'মাংস-চক্ষু' লইয়া স্বরূপ-শক্তির বিলাস দর্শন হয় না। তাই শ্রীলজীবগোস্বামিপাদ সন্দর্ভে বলিয়াছেন,—'মাংসদৃক্শব্দোক্তভগবৎস্বরূপশক্তিবিলাস তজ্জন্মাদিলীলাতত্ত্বানভিজ্ঞঃ' শ্রীলজীবগোস্বামিপাদ এতদ্বিষয়ে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—'তত্র হি ভগবদ্বিগ্রহে শিশুত্বা-দয়ো বিচিত্রা এব ধর্ম্মাঃ স্বাভাবিকাঃ সন্তীতি 'কো বেত্তি ভূমন্' ইত্যস্য ব্যাখ্যানে দ্বিতীয় সন্দর্ভে দর্শিতমেব। অত্র শ্রীরামানুজাচার্য্যসম্মতিরপি। শ্রীগীতাসু 'প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য-সম্ভবাম্যাত্মমায়য়েত্যত্র' স্বমেব স্বভাবমাস্থায় আত্মমায়য়া স্ব-সঙ্কল্পরূপেণ জ্ঞানেনেত্যর্থং। মায়াবয়ুনং জ্ঞানমিতি নৈর্ঘণ্টুকাঃ। মহাভারতে চ—অবতারস্যাপ্যপ্রাকৃতত্বমুচ্যতে। ন ভূতসঙ্ঘসংস্থানো দেহোঽস্য পরমাত্মন ইতি। অথ বৃহদ্বৈষ্ণবে-ঽপি—'যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। স সর্ব্বস্মাদ্বহিঃ কার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্ত্তবিধানতঃ। মুখং তস্যা-বলোক্যাপি সচেলঃ স্নানমাচরেৎ। পশ্যেৎ সূর্য্যং স্পৃশেদ্ গাঞ্চ ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতীতি।"

তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীভগবান্ লীলাবিলাসের জন্য শিশুত্বাদি ধর্ম্মের আবিষ্কার করিয়া থাকেন বলিয়া ভগবদ্রূপকে ষড়্বিকারযুক্ত কিম্বা পরিণামশীল বলা যাইবে না। ভগবদ্বিগ্রহে শিশুত্বাদি বিচিত্র ধর্ম্মসমূহ স্বভাব-সিদ্ধরূপে বর্ত্তমান আছেন, তাহা ভাগবতীয় (১০।১৪।২১) শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্বিতীয় সন্দর্ভে প্রদর্শিত হইয়াছে,—হে ভূমন্, হে ভগবন্, হে পরাত্মন্, হে যোগেশ্বর, আপনি যখন যোগমায়া বিস্তার পূর্ব্বক ক্রীড়া করেন, তখন ত্রিলোকী-মধ্যে কোন্ ব্যক্তি, কোথায়, কিপ্রকারে আপনার লীলা জানিতে পারে? অথবা আপনি যোগমায়া বিস্তার পূর্ব্বক কখন্, কোথায়, কিপ্রকারে ক্রীড়া করিয়া থাকেন, কেহ

বা তাহার ইয়ত্তা করিবে? হে ভগবন্, আপনি অচিন্ত্য পরমৈশ্বর্য্যশালী, অনন্তলীল, আপনার লীলা কত প্রকার, তাহা কাহারও জানিবার সাধ্য নাই। হে ভূমন্, আপনি বিশ্বব্যাপক, অতএব কোথায় কি লীলা করিতেছেন তাহা কে জানিতে পারিবে? হে যোগেশ্বর, আপনি সর্ব্বসময়েই বর্ত্তমান, কখন কি লীলা করেন, তাহা কেহই বা জানিতে পারে? কেবলমাত্র আপনার সেবোন্মুখ ভক্তগণই ভবদীয় লীলাদি দর্শন করিয়া আপনার সচ্চিদানন্দরূপগুণাদির বিষয় অনুভব করিতে সমর্থ হন।

এইরূপ সিদ্ধান্তে শ্রীরামানুজাচার্য্যেরও সম্মতি দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভগবদুক্তি,—'আমি জন্মরহিত, অবিনাশী এবং সর্ব্বভূতেশ্বর হইয়াও নিজ প্রকৃতিকে অধিষ্ঠান করিয়া আত্মমায়ার দ্বারা জন্ম গ্রহণ করি'। (এ স্থলে স্বামিপাদের টীকাও আলোচ্য—'স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্জ্জিতসত্ত্বমূর্ত্ত্যা: । স্বেচ্ছয়াবতরামীত্যর্থ:।') —এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীরামানুজাচার্য্য বলিয়াছেন,—আপনারই স্বভাবে অবস্থান করিয়া 'আত্মমায়া'—নিজ সঙ্কল্পরূপ-জ্ঞান দ্বারা (আমি আবির্ভূত হইয়া থাকি) নির্ঘণ্টুকার 'মায়া' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন,—মায়া-বয়ুন-জ্ঞান। শ্রীমহাভারতেও অবতার রূপের অপ্রাকৃতত্ব কথিত হইয়াছে,—এই পরমাত্মার দেহ ভূতসমূহের সমষ্টি অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক নহে; সুতরাং তাঁহাতে ষড়্বিকারের প্রসক্তি হইতে পারে না। বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণেও কথিত হইয়াছে,—'যে ব্যক্তি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের দেহকে পাঞ্চভৌতিক বলিয়া মনে করে, শ্রুতি-স্মৃতির বিধানানুসারে সে ব্যক্তি সকল কর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত। যদি কেহ দৈবাৎ তাহার মুখ দেখিয়া ফেলে, তখনই তাহাকে সচেল স্নান করিতে হইবে এবং সূর্য্যদর্শন, গো-স্পর্শন ও ঘৃত পান করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে'।

বিষ্ণু-বিগ্রহের কথা দূরে থাকুক, ভগবৎপার্ষদ বা বৈষ্ণবেরও দেহ প্রাকৃত নহে; ভগবৎ-পার্ষদ বা বৈষ্ণবের দেহ ষড়্বিকার-রহিত। তবে যে বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত-নেত্র তাঁহাতে জন্ম, বিনাশ, বিকার, বৃদ্ধি, অপক্ষয় বা বিপরিণাম প্রভৃতি দোষ দর্শন করিয়া থাকে, তাহা তাহাদের প্রতি মায়ার ছলনা অর্থাৎ মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তির কার্য্যদ্বয়। মায়া তাহার আবরণাত্মিকা বৃত্তির দ্বারা বঞ্চিত হইবার যোগ্য ব্যক্তিগণের চক্ষু আবৃত করিয়া 'বৈষ্ণব'-দর্শন করিতে দেয় না এবং বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তির দ্বারা তাঁহাদের প্রকৃত জ্ঞানের বিপর্য্যয় ঘটায়। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু সন্দর্ভে মহাভাগবতবর শ্রীউদ্ধবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া এবিষয়ের সমাধান করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতীয় (৩।২।৩)—"স কথং সেবয়া তস্য কালেন জরসং গতঃ" অর্থাৎ 'শ্রীউদ্ধব কৃষ্ণসেবাপ্রভাবে বৃদ্ধ হইয়াছেন'—এই শুকোক্তি অনুসারে অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি মনে করিতে পারেন যে, উদ্ধবের ন্যায় ভগবৎ-পার্ষদ মহাভাগবতেরও শৈশবাবস্থা হইতে বার্দ্ধক্য অবস্থাপ্রাপ্তির কথা উক্ত হইয়াছে, অতএব ভগবদ্ভক্তের দেহ জড়ত্বাদি বিকারের অধীন বলিয়া প্রাকৃত। এইরূপ অজ্ঞজনের আক্ষেপ সমাধানার্থ শ্রীলজীবগোস্বামী প্রভু বলিতেছেন,—"তদপি চিরকাল-সেবা-তাৎপর্য্যকমেব। তত্র 'প্রবয়সোঽপ্যাসন্ যুবানোঽতিবলৌজস' ইতি বিরোধাৎ" এস্থলে যে মহাভাগবতবর শ্রীল উদ্ধবের বৃদ্ধত্ব প্রাপ্তির কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা কালকৃত-বার্দ্ধক্য-প্রকাশার্থ নহে,—পরন্তু শ্রীউদ্ধব মহারাজ যে চিরকাল কৃষ্ণসেবা করিয়াছেন, তাঁহার সেই সেবা-প্রবীণতা বুঝাইবার জন্যই। কারণ এইরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিলে ভাগবতীয় (১০।৪৫।১৯) শ্লোকোক্ত বাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। সেই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বৃদ্ধব্যক্তিগণও যুবার ন্যায় হইয়াছেন অর্থাৎ যাঁহারা সেবাদ্বারা প্রবীণতা লাভ করিয়াছেন, সেই সকল যাদবাদির প্রাকৃত বস্তুর বহুদিন সেবা করিলে যেরূপ পরবর্ত্তিকালে জাড্য আসিয়া উপস্থিত হয়। অপ্রাকৃতের নিত্য সেবাদ্বারা সম্ভাবনার অভাব-বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে তাঁহাদিগের আরও নব-নবায়মান ভাবে সেবা-লোল্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

অতএব সিদ্ধান্তিত হইল যে, ভগবান্ তাঁহার সেবকগণের সেবানন্দামৃত-দ্বারা লাল্যমান হইবার জন্যই বৃদ্ধাদি-লীলার অবিষ্কার করেন, আর ভগবদ্ভক্ত সেবা-প্রৌঢ়তা বা সেবা প্রবীণতা প্রদর্শন করিয়া সেবোন্মুখ জীবকুলকে অপ্রাকৃতের নিত্য সেবায় অধিষ্ঠিত করিবার জন্যই বার্দ্ধক্যাদি বা যাবতীয় ব্যবহারিক দুঃখের অভিনয় করেন।

পারমার্থিক গৌড়

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৬শ সংখ্যার পর)

আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে ঋগ্‌মন্ত্র মধ্যে পরমেশ্বর 'বিষ্ণু' শব্দের ভূরিপ্রয়োগ প্রদর্শন করিয়াছি। কেবল যে সংহিতাংশে 'বিষ্ণু' শব্দের ভূরিপ্রয়োগ আছে তাহা নহে, ব্রাহ্মণাংশেও 'বিষ্ণু' শব্দের যথেষ্ট প্রয়োগ ও বিষ্ণুর পরত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে; যথা, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রথম মন্ত্রে—

(১) "অগ্নির্বৈ অবমো বিষ্ণুঃ পরমস্তদন্তরেণ সর্ব্বা অন্যাদেবতা"

(২) "অগ্নিশ্চ হ বৈ বিষ্ণুশ্চ দেবানাং দীক্ষাপালৌ"

(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১।৫)

(৩) "বৈষ্ণবো ভবতি বিষ্ণুর্বৈ যজ্ঞঃ স্বয়ৈবৈনং তদ্দেবতয়া স্বেন ছন্দসা সমর্দ্ধয়তি।"

(ঐতেরেয় ব্রাহ্মণ ১।৩।৪)

(৪) "অগ্নির্মুখং প্রথমো দেবতানামগ্নিশ্চ বিষ্ণো তপ উত্তমং মহ ইত্যাগ্না বৈষ্ণবস্তু হবিষো যাজ্যানুবাক্যে ভবতঃ॥"

(তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২।৪।৩।৩)

(৫) "তৎ বিষ্ণুং প্রথমঃ প্রাপ স দেবতানাং শ্রেষ্ঠোঽভবৎ।

তস্মাদাহুঃ "বিষ্ণুর্দেবতানাং শ্রেষ্ঠঃ ইতি॥"

(শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪।১।১।৫)

উপরি-উক্ত তৃতীয়সংখ্যক বাক্যে 'বৈষ্ণব' শব্দটীও 'ব্রাহ্মণে'র মধ্যে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। উক্ত মন্ত্রের অর্থ এই,—বিষ্ণুই সাক্ষাৎ যজ্ঞমূর্ত্তি, সেই যজ্ঞমূর্ত্তি বিষ্ণু বা শ্রীযজ্ঞেশ্বরের উপাসকগণই বৈষ্ণব। বিষ্ণু স্বয়ংই স্বেচ্ছাক্রমে দীক্ষিত বৈষ্ণবকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। অতএব 'বিষ্ণু' ও 'বৈষ্ণব' শব্দ ভগবন্মূর্ত্তি বেদের ন্যায় অপৌরুষেয় ও সনাতন।

বেদের শিরোভাগ উপনিষদাবলীতেও 'বিষ্ণু' ও 'বৈষ্ণব' শব্দের যথেষ্ট প্রয়োগ রহিয়াছে; আমরা নিম্নে কতিপয় শ্রুতি-প্রমাণ উদ্ধার করিতেছি,—

(১) সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্

(কঠ ১।৩।৯)

(২) শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ (তৈত্তিরীয় ১।১; ১।১০)

(৩) বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু (বৃহদারণ্যক ৬।৪।২১)

(৪) জাগরিতে ব্রহ্মা স্বপ্নে বিষ্ণুঃ সুষুপ্তে রুদ্রস্তুরীয়ং পরমাক্ষরং স আদিত্যশ্চ বিষ্ণুশ্চেশ্বরশ্চ স পুরুষঃ স প্রাণঃ স জীবঃ সোঽগ্নিঃ সেশ্বরশ্চ জাগ্রৎ তেষাং মধ্যে যৎপরং ব্রহ্ম বিভাতি।

(ব্রহ্মোপনিষৎ ১৭)

(৫) স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালাগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ॥
স এব সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং সনাতনম্।
জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে॥

(কৈবল্যোপনিষৎ ৮-৯)

(৬) তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদমিতি।

(আরুণেয্যুপনিষৎ ৫)

(৭) বৈষ্ণবেন বায়ুনা সংস্পৃষ্টস্তদা ন স্মরতি জন্মমরণানি ন চ কর্ম্ম শুভাশুভং বিন্দতি॥

(গর্ভোপনিষৎ ৪)

(৮) ব্রহ্মণ্যোদেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ।
ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো বিষ্ণুরচ্যুত ইতি॥

(নারায়ণোপনিষৎ ৪)

(৯) তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ॥" (ঐ ৬)

(১০) অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।

(ঐ ৮)

(১১) বিষ্ণুমুখা বৈ দেবাশ্ছন্দোভিরিমাল্লোঁকাননপজয্যমভ্যজয়ন্। (ঐ ১০)

(১২) গরুড়ো ব্রহ্ম বিষ্ণুশ্চ নারসিংহস্তথৈব চ॥

(১৩) বিষ্ণোরনুসঞ্চরেম।

(১৪) বৈষ্ণবীং লোক ইহ মাদয়ন্তাম্। (ঐ ২)

(১৫) বিষ্ণুর্হৃদয়ং রুদ্রঃ (ঐ ৩৫)

(১৬) বিষ্ণুস্ত্বং (ঐ ৬৮)

(১৭) নমো বিষ্ণবে (ঐ ৭৫)

(১৮) ওঁ কাররথমারুহ্য বিষ্ণুং কৃত্বাঽথ সারথিম্।

(অমৃতনাদোপনিষৎ ১)

(১৯) বিষ্ণুস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ।

(অথর্ব্বশির উপনিষৎ ২)

(২০) যা সা দ্বিতীয়া মাত্রা বিষ্ণুদেবত্যা কৃষ্ণা বর্ণেন যস্তাং ধ্যায়তে নিত্যং স গচ্ছেদ্ বৈষ্ণবং পদম্ ॥ (ঐ ৫)

(২১) বিষ্ণুরুদ্রাস্ত্রিষ্টুব্দক্ষিণাগ্নিঃ।

(২২) দ্বিতীয়া বিদ্যুমতী কৃষ্ণা বিষ্ণুদৈবত্যা।

(অথর্ব্ব শিখোপনিষৎ ১)

(২৩) সর্ব্বে দেবাঃ সংবিশন্তীতি বিষ্ণুঃ। (ঐ ২)

(২৪) বিষ্ণুঃ প্রাণঃ

(২৫) ব্রহ্ম বিষ্ণুরুদ্রেন্দ্রাস্তে সম্প্রসূয়ন্তে (ঐ ৩)

(২৬) বিষ্ণুরাদিত্যা

(২৭) বিষ্ণুমতী বিষ্ণু দেবত্যা (ঐ ১)

(২৮) সর্ব্বাণীতি বিষ্ণুঃ সর্ব্বাণ্যত্তি

(২৯) ধ্যানাদ্বিষ্ণুর্মনসি নাদান্তে

(৩০) ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরঃ (ঐ ২)

(৩১) ব্রহ্মা রুদ্রো বিষ্ণুরিত্যেকেঽগ্নমভিধ্যায়ন্তে কেঽহস্তং শ্রেয়ঃ কতমো যঃ সোঽস্মাকং ব্রূহীতি তান্ হোবাচেতি

(মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ ৪।৫)

(৩২) বিষ্ণুস্ত্বং (ঐ ৫।১)

(৩৩) যোঽয়ং বিষ্ণুঃ (ঐ ৫।২)

(৩৪) বিষ্ণুরিত্যধিপতি (ঐ ৬।৫)

(৩৫) বিষ্ণুর্নারায়ণোঽর্কঃ (ঐ ৬।৮)

(৩৬) বিষ্ণোর্য্যদিদমন্নম্ (ঐ ৬।১৩)

(৩৭) যজ্ঞো বিষ্ণুঃ প্রজাপতিঃ। (ঐ ৬।১৬)

(৩৮) ধ্রুবং বিষ্ণুসংজ্ঞিতং (ঐ ৬।২৩)

(৩৯) বিষ্ণোঃ পরমং পদং (ঐ ৬।২৬)

(৪০) তত্ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় বিষ্ণবে

(ঐ ৬।৩৫)

(৪১) ধ্রুবং বিষ্ণুসংজ্ঞিতং সর্ব্বাপরং ধাম (ঐ ৬।৩৮)

(৪২) ধ্রুবং বিষ্ণুসংজ্ঞিতং সর্ব্বাপরং ধাম (ঐ ৭।৩)

(৪৩) বিষ্ণুর্নারায়ণঃ (ঐ ৭।৭)

(৪৪) পশ্চাদ্ ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মকম্

(বৃহজ্জাবালোপনিষৎ ৪।১০)

(৪৫) বিশ্বেশো বিষ্ণুরেব (ঐ ৪।২২)

(৪৬) বিষ্ণবে নমঃ (ঐ ৪।২৯)

• (৪৭) ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশানাং • • (ঐ ৪।৩৬)

(৪৮) বিষ্ণো ত্রিপুণ্ড্রস্য মাহাত্ম্যং ব্রূহীতি (ঐ ৭।৬)

(৪৯) ত্রিপুণ্ড্রস্য লক্ষ্য বক্তৃতে প্রথমা প্রজাপতিঃ দ্বিতীয়া বিষ্ণুস্তৃতীয়া সদাশিব ইতি (ঐ ৭।৭)

(৫০) স বিষ্ণুপূতো ভবতি (ঐ ৮।১)

(৫১) বিষ্ণুং প্রথমস্তাস্ত্যং মুখং

(নৃসিংহতাপন্যুপনিষৎ ৭)

(৫২) বিষ্ণুরুদ্রাস্ত্রিষ্টুব্ দক্ষিণাগ্নিঃ (ঐ ১)

(৫৩) মহাবিষ্ণুং তৃতীয়ম্ (ঐ ৪)

(৫৪) মহাবিষ্ণুমিতি যঃ সর্ব্বাল্লোকান্ ব্যাপ্নোতি (ঐ ১)

তস্মাদুচ্যতে মহাবিষ্ণুমিতি

(৫৫) প্রতদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে (ঐ ৪)

(৫৬) বিষ্ণুস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ। (ঐ ২)

(৫৭) তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ (ঐ ৮)

(৫৮) বিষ্ণুস্তত্রাধিদৈবতং

(৫৯) যো বিষ্ণৌ যো নাভ্যাং যঃ প্রাণে যো বিজ্ঞানে য আনন্দে যো হৃদাকাশে য এতস্মিন্ সর্ব্বস্মিন্নন্তরে সংচরতি সোঽয়মাত্মা (সুবালোপনিষৎ ৫)

(৬০) তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ (ঐ ৬)

(৬১) বিষ্ণুমেবাপ্যেতি (ঐ ৯)

উপরে কেবল বর্ত্তমানে প্রচলিত মাত্র কয়েকখানা উপনিষৎ হইতে 'বিষ্ণু'-শব্দ-সম্বলিত মন্ত্র উদ্ধার করিয়া দেখান হইল, পরন্তু সুপ্রাচীন বহু শ্রুতি এখন আর পাওয়া যায় না। ঐ সকল শ্রুতির মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবে 'বিষ্ণু' শব্দের ভূরি-প্রয়োগ ও বিষ্ণুর পরাৎপরত্ব, সচ্চিদানন্দময়ত্ব এবং তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর বৈশিষ্ট্যাদির নিত্যত্ব কীর্ত্তিত থাকায় বেদবিদ্বেষি-বৌদ্ধ ও বিষ্ণু-বিরোধি-নির্ব্বিশেষবাদিগণকর্ত্তৃক তাহা লোক-লোচন হইতে অপসারিত হইয়াছে। বিষ্ণু-বিরোধি-অদেবগণের বেদহরণ-কার্য্যে এবং ভগবান্ বিষ্ণু বা তাঁহার শক্ত্যাবেশ অবতারগণ-কর্ত্তৃক বেদ-আহরণ ও বেদ প্রতিষ্ঠা কার্য্যটী যুগে যুগেই হইয়া থাকে। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে শ্রীমৎস্যদেব হয়গ্রীব নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া তদ্বাচক-স্বরূপ বেদরাশিকে আহরণ করিয়াছিলেন আবার বাগীশ্বরী-পতি শ্রীহয়গ্রীবের প্রশ্বাস বায়ু হইতে আবির্ভূত কমনীয় বেদ-বাণী মধু ও

কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়কর্ত্তৃক লোক-স্রোতের নিকট অবরুদ্ধ হইলে, অধোক্ষজ শ্রীহরি পুনরায় ব্রহ্মার যজ্ঞাগ্নি হইতে আবির্ভূত হইয়া অর্থাৎ মধুপুষ্পিতা বিষ্ণুবিমুখ কর্ম্মমার্গের মূর্ত্ত বিগ্রহ-স্বরূপ মধু-নামক দৈত্য এবং বিষ্ণুভক্তি বা শুদ্ধ-জ্ঞানের নিকট কীটবৎ প্রতিভাত বিষ্ণু-বিরোধি নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানের মূর্ত্ত-বিগ্রহ স্বরূপ কৈটভ-নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া পুনর্ব্বার জগতে বেদ প্রচার করেন। মধু ও কৈটভ-দৈত্য বিষ্ণুর কর্ণমলোদ্ভূত অর্থাৎ মধুপুষ্পিত কর্ম্মমার্গ ও শুদ্ধকালের নিকট কীটবৎ প্রতিভাত অকিঞ্চিৎকর নির্বিশেষ জ্ঞানমার্গ উভয়ে বিষ্ণুর অঙ্গ-স্বরূপ বেদের অপাশ্রিত অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া বিষ্ণু-বিরোধে নিযুক্ত হয়। উহাদিগের চেষ্টা বেদ-ধ্বংসন-চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে, পরন্তু বেদশাস্ত্র ঐ আসুরিক প্রবৃত্তিদ্বয়ের দ্বারা কখনই উপমর্দ্দিত হইতে পারে না ইহা জানাইবার জন্য ঐ দৈত্যদ্বয়কে বিনাশ করিয়া অর্থাৎ কর্ম্ম ও নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানবাদকে খণ্ডন করিয়া শ্রীবিষ্ণু স্বীয় বাচক-স্বরূপ শ্রীবেদের সংরক্ষণ করেন।

সর্ব্বকালেই বিষ্ণুবিরোধি-নির্ব্বিশেষবাদিগণ বেদ-প্রতিপাদ্য পরতত্ত্ব বিষ্ণুকে নানাভাবে আচ্ছাদন করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করিয়া থাকে। যেমন হস্তদ্বারা সূর্য্যকে আবৃত করিবার চেষ্টা করিলে সূর্য্য আচ্ছাদিত হয় না, কেবলমাত্র ঐরূপ বৃথা-প্রয়াসকারী ব্যক্তিই সূর্য্যদর্শন হইতে বঞ্চিত হয়, তদ্রূপ বিষ্ণু-বিরোধি-নির্ব্বিশেষবাদিগণ বিষ্ণুর বাচক স্বরূপ বেদ হইতে বাচ্য বিষ্ণুকে গোপন করিবার চেষ্টা করিলেও ব্যাপকতা ও স্বতঃপ্রকাশতা-ধর্ম্ম-নিবন্ধন সেই বৃহদ্‌বস্তু খণ্ডিত-চেষ্টাদ্বারা বাধিত হয় না। বিষ্ণু-বিরোধি-নির্ব্বিশেষবাদিগণ বলেন যে, বেদে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত থাকিলেও উহা গুণীভূত; নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই শ্রুতির মুখ্য প্রতিপাদ্য। কেহ বলেন, কৃষ্ণ, নারায়ণ, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি বিষ্ণু-নাম-সমূহ 'পরাশ্রুতি'তে নাই।

বিষ্ণুবিরোধি-নির্ব্বিশেষবাদিগণের এই সকল বাল-কোলাহলে যাহারা মুগ্ধ হন, তাঁহাদিগের দুর্ভাগ্যের আর সীমা নাই। নির্ব্বিশেষবাদিগণের এইরূপ কুসিদ্ধান্তে কোন শাস্ত্র-সঙ্গতি নাই। ঋঙ্‌মন্ত্রে যে বিষ্ণুর পরম পদকে সূরি-গণের নিত্যকালের ধ্যেয় বস্তুরূপে কীর্ত্তন করা হইয়াছে, সেই পরম পদকে গৌণ এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে বেদের মুখ্য প্রতিপাদ্য বলা যাইতে পারে না। 'পরমপদ' শব্দের দ্বারা বিষ্ণুর পরাৎপরত্ব এবং সবিশেষত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। 'সদা'—'ভূতবর্ত্তমান ভবিষ্যৎকালেষু' (সন্দর্ভঃ); 'সদা' শব্দের অর্থ—অতীত, বর্ত্তমান ও ভাবীকালে অর্থাৎ 'বিষ্ণুর পরম পদ' সূরিগণ অতীতকালে দর্শন করিয়াছেন, বর্ত্তমানে দর্শন করিতেছেন, এবং ভবিষ্যতেও দর্শন করিবেন। ইহা দ্বারা দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শনের নিত্যত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হইল, সুতরাং এই নিরবকাশা শ্রুতিদ্বারা নির্ব্বিশেষবাদ খণ্ডিত হইল। একটী নিরবকাশা শ্রুতি মহামুদ্গরের ন্যায় বিরাজিত থাকিয়া কোটী কোটী মৃদ্‌ভাণ্ডতুল্য সাবকাশা শ্রুতিকে উপমর্দ্দিত করিয়াছে। বাদিরাজস্বামী বলেন "মহা-দণ্ডপ্রহারাগ্রে কিং মৃদ্‌ভাণ্ডশতেন তে" (যুক্তিমল্লিকা)

শব্দ প্রমাণ দ্বিবিধ—আর্ষ ও শ্রৌত। ঋষিগণের বাক্যের মধ্যে পরস্পর মতভেদ দৃষ্ট হয়, সুতরাং কেবল ঋষিবাক্য বা আর্ষ-শব্দ প্রমাণকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিলে বাস্তব সত্য নির্ণয় বাধিত হইতে পারে। কিন্তু বিদ্বদনুভবসেবিত শব্দ-প্রমাণে, আর কোন সন্দেহের স্থল নাই। উক্ত ঋঙ্‌মন্ত্র একাধারে নিরবকাশ-শব্দ-প্রমাণ ও বিদ্বদনুভব দ্বারা বেদবাচ্য বিষ্ণুর পরতমত্ব, মুখ্যত্ব, সবিশেষত্ব, উপাসক-উপাস্য, ও উপাসনার নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

নির্ব্বিশেষবাদিগণ শ্রুতিকে যেরূপভাবে 'পরা' ও 'অপরা' শ্রেণীতে বিভাগ করেন, তাহাতে তাঁহাদের বিচারের একদেশদর্শিতাই প্রমাণিত হয়। শ্রুতি বলেন, যাহা দ্বারা অক্ষর অর্থাৎ নিত্যবস্তু অধিগত হয়, তাহাই 'পরাবিদ্যা' যে সকল অবকাশা অর্থাৎ অর্থান্তরের অবকাশ-যোগ্যা শ্রুতিদ্বারা বলপূর্ব্বক অক্ষর বা নিত্যবস্তুর অনিত্যত্ব প্রতি-পাদন করিবার চেষ্টা করা যায় অর্থাৎ স্বকপোল-কল্পনা দ্বারা বিষ্ণু-বিরোধ করা যায়, তাহা কখনও পরা শ্রুতি-বাচ্য হইতে পারে না।

শ্রুতি পুনঃপুনঃ বিষ্ণুকেই 'পরম' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রুতির অনুগত স্মৃতি-পুরাণাদিও বিষ্ণুকেই 'পরমতত্ত্ব' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্মৃতি-প্রস্থানের অন্তর্গত গীতা যাহা সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃতা বাণী বলিয়া গীতোপনিষৎ নামেও কথিত হইয়া থাকে, সেই গীতা-শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো, বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্"

(গীঃ ১৫।১৫)

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, আমি (কৃষ্ণই) সর্ব্ববেদবেদ্য, বেদান্তকর্ত্তা ও বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ।

যাহারা সাক্ষাৎ ভগবানের মুখনিঃসৃতা এই বাণী বা শ্রুতির বিরুদ্ধে—"কৃষ্ণনাম বেদে নাই" এরূপ বলিতে চান, তাহারা নিশ্চয়ই শ্রুতি-নিন্দক প্রচ্ছন্ন নাস্তিক।

শ্রুতিতে কৃষ্ণ, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি নাম অতি স্পষ্টভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। কেবল বিষ্ণুবিরোধী ব্যক্তিগণই সে সকল শ্রুতিমাতার অবমাননা করিয়া বেদনিন্দক প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বা ম্লেচ্ছদ্বয়ের পরিচয় প্রদান করে। আচার্য্য শ্রীমন্মধ্বপাদ তদীয় ভাষ্যে বিষ্ণুর বিভিন্ন নামপ্রতিপাদক বহুশ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে মাত্র কয়েকটী পাঠকদিগের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ঐ সকল শ্রুতির মধ্যে বিষ্ণুভক্তের নাম সমূহ সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে,—

ন তু পরশ্চ **বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽনিরুদ্ধোঽহং মৎস্যঃ কূর্ম্মঃ বরাহো নৃসিংহো বামনো রামঃ রামঃ কৃষ্ণোঃ বুদ্ধঃ কল্কিরহং** শতধাহং সহস্রধাহমমিতোঽহমনন্তো নৈবৈতে জায়ন্তে নৈতেসামজ্ঞানবন্ধো ন মুক্তিঃ সর্ব্ব এব হেতে পূর্ণা অজরা অমৃতাঃ পরমাঃ পরানন্দা ইতি চতুর্ব্বেদশিখায়াম্। (মধ্বভাষ্য ২।৩।৪৮)

তস্য হ বা এতস্য পরমস্য ত্রীণি রূপাণি **কৃষ্ণো রামঃ কপিল** ইতি তস্য হ বা এতানি সর্ব্বাণি পূর্ণানি সর্ব্বাণ্যমিতানি সর্ব্বাণ্যসংমিতান্যথা বরাঃ সর্ব্ব এবাপ্নুনাঃ সর্ব্ব এব বদ্ধ্যাস্তে চাপ মুচ্যন্তে চ কেচনেতি চতুর্ব্বেদশিখায়াম্। [মধ্বভাষ্য ২।৩।৪৯]

এইরূপ শত সহস্র শ্রুতি প্রমাণ উদাহৃত হইতে পারে। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ সূত্র ভাষ্যে [১।২।২৬] লিখিয়াছেন,—"সকলবেদশাস্ত্রাগমতন্ত্রযামলপুরাণাদিষ বিষ্ণুপরত্বং পুরুষসূক্তস্য সূচয়তি। যথাহি পাদ্মে—পৌরুষং সূক্তং নিত্যং বিষ্ণুপরায়ণম্"। অর্থাৎ নিখিল বেদশাস্ত্র আগম তন্ত্র যামল-পুরাণাদিতে পুরুষসূক্তের বিষ্ণুপরত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে। পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—পুরুষসূক্ত নিঃসংশিতভাবে নিত্য বিষ্ণুপরায়ণ। শ্রীমন্মধ্বপাদ পুনরায় বৃহৎসংহিতার বাক্য উদ্ধার করিয়া তৎ পরবর্ত্তী সূত্রে পুরুষসূক্তের বিষ্ণুপরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন যথা বৃহৎ সংহিতা বচন,—"পৌরুষং সূক্তং বিষ্ণোরেবাভিধায়িকম্"। অধিক কি, পরম মুখ্যা বৃত্তিতে সমস্ত বর্ণ, সমস্ত শব্দ, সমস্ত বাক্য, সমস্ত বাচ্য, সমস্ত নাম, সমস্ত অভিধানই—বিষ্ণুপর বেদে, রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণে উপক্রম—উপসংহার ও অভ্যাস বাক্যে শ্রীবিষ্ণুরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বিষ্ণু, রেণু পরমাণু, স্থূলভূত সূক্ষ্মভূত, সকলের অন্তর্য্যামিসূত্রে বিষ্ণু। সর্ব্ববস্তুতে ওতপ্রোত ভাবে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান। ঊর্দ্ধে অধোদেশে, দিগ্‌বিদিগে, সম্মুখে পশ্চাতে, সর্ব্বত্র বিষ্ণু; কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ, অধিকরণ সর্ব্বকারকে—শ্রীবিষ্ণু। অতএব বিষ্ণুই যে একমাত্র শ্রুতিস্মৃতিপ্রতিপাদ্য পরমতত্ত্ব, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন,—

সর্ব্বেন্দ্রিয়ময়ো বিষ্ণুঃ সর্ব্বপ্রাণিষু চ স্থিতঃ।
সর্ব্বনামাভিধেয়শ্চ সর্ব্ববেদেড়িতশ্চ সঃ॥
(মধ্বভাষ্য ১।২।৭ ধৃত স্কান্দ বচন)

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের পত্রাবলী

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৬শ সংখ্যার পর)

ধর্ম্মশালা হইতে নগরদর্শনের অভিপ্রায়ে আমরা একটী উত্তম অশ্বযানের সাহায্য গ্রহণ করিলাম। শকটবাহী আমাদিগকে সদাশিবপেঠ পল্লীতে লইয়া গেল। তথায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শিবাজীর একটী মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে, দেখা গেল। তথা হইতে আমরা 'গোখলে সমিতি' নামক একটী স্থানে উপস্থিত হইলাম। তথায় একজন মুর্শীদাবাদবাসী বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত আমাদের সহসা সাক্ষাৎকার হইল। লোকটীর নাম শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রভূষণ সেন। তিনি কৃপা করিয়া 'গোখলে সমিতি'র প্রাসাদের দ্বিতলপ্রকোষ্ঠে আমাদিগকে লইয়া গিয়া বৃহদ্‌গ্রন্থাগারের বিপুল সংগ্রহ প্রদর্শন করিলেন। গ্রন্থগুলি অধিকাংশই রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস ও বিবরণ-বিষয়ক। সেন মহাশয় "গোখলে সমিতির" একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী। তিনি আমাদিগকে মহারাষ্ট্রীয়গণের অভ্যুদয়কালের কতিপয় বিশিষ্ট দ্রষ্টব্য স্থানের দিগ্‌দর্শন করাইলেন। মহারাষ্ট্রীয় গীতি, তুকারামের দোঁহা প্রভৃতি সামান্য প্রসঙ্গ ও তাহার সহিত হইল।

তথা হইতে আমরা Bhandarkar Oriental Research Institute (ভাণ্ডারকার প্রাচ্য গবেষণা সমিতি) নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। তথায় Mr. P. K. Gode M. A. আমাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত Institute গৃহের গ্রন্থাগার ও তাঁহাদের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ দেখাইলেন। তাঁহাদের প্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থ আমরা ক্রয় করিলাম। Gode মহাশয়ের এবং আমার ইচ্ছাক্রমে শ্রীমান্ কুঞ্জবাবু Research Institute (গবেষণা-সমিতি) এর সভ্য হইবার অভিলাষ করিলেন। পরে তাঁহারা সভার অধিবেশনে শ্রীমান্ কুঞ্জবাবুকে উক্ত গবেষণা-সমিতির সদস্যপদে গ্রহণ করিয়াছেন। পরলোকগত অধ্যাপক V. S. Ghate মহাশয় Doctorate উপাধির জন্য যে গবেষণা গ্রন্থটী লিখিয়াছেন, সেইটী বহুক্ষণের জন্য আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। তথাকার সংগৃহীত কয়েকটী তালিকা-পুস্তক আমরা ক্রয় করিয়াছিলাম। বেলা অধিক হওয়ায় তথা হইতে Fergusson College এর সৌধ দর্শন করিয়া আমরা ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবৃত্ত হইলাম উক্ত ধর্ম্মশালায় মাধ্যাহ্নিক ভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণানন্তর আমরা কুর্দ্দুবাড়ী হইয়া পাণ্ডারপুর যাইবার জন্য পুণাষ্টেশনে বাষ্পীয় যানে আরোহণ করিলাম। গাড়ীতে রেলের জনৈক বড়বাবু, (একটী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ) যাইতেছিলেন, তিনি সোলাপুরের অধিবাসী। কুর্দ্দবাড়ী-জংসনে পাণ্ডারপুরের যে গাড়ী আরোহীদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল তাহা নিতান্ত কদর্য্য। সাধারণ তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী অপেক্ষা ভালই বোধ হইল। পাণ্ডারপুরের অনেকগুলি পাণ্ডা আমাদিগকে বিশেষ বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিল। এখানে পাণ্ডার অত্যাচার অধিক থাকায় পাণ্ডারপুরে বহুযাত্রী আসে জানা গেল। রাত্র ৯টার সময় আমরা পাণ্ডারপুর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। পাণ্ডারপুরে কয়েকটী ধর্ম্মশালা আছে, শুনা গেল। ষ্টেশনে এক ব্যক্তি আমাদিগকে মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটী নূতন ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। এই ধর্ম্মশালাটী এখনও সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই। ডেপুটী নামক একজন সাধু সেই ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করাইতেছেন। তাঁহার আলোক চিত্র দেখিয়া তাঁহাকে বিশেষ বৈরাগ্যবান্ বলিয়াই মনে হইল। তিনি স্বয়ং তখন তথায় ছিলেন না। ধর্ম্মশালার দ্বিতল কতিপয় প্রকোষ্ঠে আমাদিগের থাকিবার স্থান নিরূপিত হইল। গোয়া নামক স্থানের সমীপবর্ত্তী কোনও পল্লীগ্রামবাসী জনৈক গৌড়সারস্বত ব্রাহ্মণ পাণ্ডারপুরের সমবায় সমিতির হিসাব পরীক্ষক সেই ধর্ম্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাদিগের জন্য বিশেষ যত্ন লইয়া আমাদিগের কতিপয় ব্যক্তির খাদ্যাদি পাকের ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন। আমরা প্রাতে উঠিয়া ভীমানদীর তটে একাযোগে উপস্থিত হইলাম। তথায় চন্দ্রভাগা নদী, সুদামা মন্দির ও বিট্‌ঠল্ মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের বহির্ভাগে জনৈক ভক্তের অর্চ্চামূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে, দেখিলাম। আরও একটী মূর্ত্তি, দ্বার হইতে কিঞ্চিৎ দূরে স্থাপিত আছে। একজন ভক্ত দরজী এবং অপরটী অস্পৃশ্য বর্ণে আবির্ভূত হওয়ায় তাঁহারা মন্দিরের বাহিরেই অবস্থিত আছেন। এখানে ভজনের কিছু আদর থাকিলেও সামাজিক শাসনানুসারে স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার আদৌ শ্লথ দেখিলাম না। এই পাণ্ডারপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তীর্থপর্য্যটনে শুভাগমন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যেকালে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণান্তে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তৎকালে তিনিও পাণ্ডারপুর ক্ষেত্রকে স্বীয় পদরেণু দ্বারা বিভূষিত করিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী মহাপ্রভুর নিকট শ্রীশঙ্করারণ্য যতিবরের সেই স্থানে (পাণ্ডারপুরে) সমাধিলাভের কথা বলিয়াছিলেন। আমরা সেই সমাধির বহু অনুসন্ধান করিলাম। কেহই আমাদিগকে সে বিষয়ে কোনও আলোক প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। ভীমানদীর গর্ভে কয়েকটী মন্দির দেখা গেল। পাণ্ডারপুর সহরটী তাদৃশ বৃহৎ নহে। একটী বাজার আছে, সেখানে নানাবিধ উদ্ভিজ্জ দেখিতে পাওয়া গেল। দ্রব্যাদির মূল্য নিতান্ত মহার্ঘ নহে। কতিপয় মিষ্টান্নের বিপণি বাজারের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। আমরা ডাকঘর হইতে কয়েকখানি পত্র লইয়া ধর্ম্মশালার বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। বিট্‌ঠলনাথের পাণ্ডা আমাদের অনুসরণ করিল ও তাহার পুস্তকে সকলের নাম ধামাদি লিখিয়া লইল। সমবায়-সমিতির হিসাব-পরীক্ষক বাবু আমাদিগের নানা প্রকারে সেবা করিবার উৎসাহ দেখাইতে লাগিলেন। তাঁহার শ্বশুরালয় Vascodagama তিনি উড়ুপী যাইতে Marma Goaয় না নামিয়া Vascodagamaয় অবতরণ

করিতে উপদেশ দিলেন। হিসাব-পরীক্ষক বাবু মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণীগণের মধ্যে ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষার প্রভূত আদর আছে, জানাইলেন। হিসাব-পরীক্ষক বাবু আরও বলিলেন, 'আমি শীঘ্রই কলিকাতা যাইব, সেই সময় শ্রীগৌড়ীয় মঠে আপনাদের নিকট বাস করিবার ইচ্ছা রহিল। তিনি তাঁহার orderly (আজ্ঞাবাহককে) আমাদিগকে ষ্টেশনে সাহায্য করিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়া বিশেষ সৌজন্য প্রকাশ করিলেন। বাষ্পীয় যান কুর্দ্দুওয়াদী অভিমুখে চলিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

দ্বাদশ-বৈষ্ণব

(৯) ভীষ্ম

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৬শ সংখ্যার পর)

পরদিবস আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এইরূপে লোক-ক্ষয়কর ভীষণ সংগ্রাম চলিতে লাগিল। প্রচণ্ড বেগে শর বর্ষণ করিয়া, ভীষ্মদেব অবিরত যুদ্ধ করিলেও, কয় দিবসে পঞ্চপাণ্ডবের কাহাকেও নিহত বা গুরুতর ভাবে আহত করিতে পারিলেন না। কৌরবগণই নিহত ও বারম্বার পরাজিত হইতেছেন। ইহাতে দুর্য্যোধন অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া, বিশ্রামাবকাশে, একসময়, ভীষ্মদেবকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভীষ্ম কহিলেন,—"মহারাজ! তোমাকে আমি পরম নির্ব্বন্ধ সহকারে বারম্বার নিষেধ করিয়াছি;—পাণ্ডবদের সহিত বিবাদ করিওনা; বিপন্ন হইবে। তুমি তাহা গ্রাহ্য কর নাই; এক্ষণে, তাহারই ফল ভোগ করিতেছ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের শরণ, সহায়; তাঁহাদিগকে পরাজয় করে কাহার সাধ্য। আমি, এ-বিষয়ে, তোমাকে একটি নিগূঢ় সংবাদ বলিতেছি, শুন। একদা মহর্ষিগণ ও দেবগণ সমীপে এই গুহ্য কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মা তিনি প্রথম শ্রীভগবানের একটি সুন্দর স্তব আবৃত্তি করিয়া কহিলেন;—হে দেবগণ, তোমরা আমার এই নিত্য আরাধ্য প্রভুর অপার মহিমা শ্রবণ কর। *ভূভার হরণের জন্য, তিনি আমাদেরই প্রার্থনায় কপট মানুষরূপে ভূর্লোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনিই বাসুদেব! তিনিই সর্ব্ব-লোকের অধিপতি। আমি তাঁহারই আত্মজ। তিনি পরম গুহ্য, পরম পদ, পরম ব্রহ্ম ও পরম যশঃ। তিনি অক্ষর, অব্যক্ত ও পরম শাশ্বত। তিনি মানুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্যলীলা করিতেছেন বলিয়া, তোমরা তাঁহাকে প্রাকৃত মানুষ মনে করিওনা। যে ব্যক্তি অবজ্ঞা করিয়া ভক্তাভয়পদ পরমেশ হৃষীকেশকে মানুষমাত্র বলে, সে মূঢ়মতি জীবাধম। সে ঘোর তমে আচ্ছন্ন। সে ঘোর অন্ধকার গভীর নরকে নিমগ্ন হয়।

* মহাভারত—ভীষ্মপর্ব্ব ৬৫ অধ্যায়।

'যশ্চ মানুষমাত্রোঽয়মিতি ব্রূয়াৎ সুমন্দধীঃ।
হৃষীকেশমবিজ্ঞানাত্তমাহুঃ পুরুষাধমম্॥

* * * *

কিরীট কৌস্তুভধরং মিত্রাণামভয়ঙ্করম্।
অবজানন্ মহাত্মানং ঘোরে তমসি মজ্জতি॥'

(মহা ভাঃ ভীষ্ম৬৬।১৯ ও ২২)

অখিল লোকে শ্রীকৃষ্ণই সকলের বন্দনীয়। ব্রহ্মার মুখে এই কথা শুনিয়া দেবগণ পরমানন্দ লাভ করিলেন।

"মহারাজ,—মহর্ষিগণ সকলে সমবেত হইয়া সতত শ্রীকৃষ্ণেরই নাম-গুণ-কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদেরই প্রমুখাৎ শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি, অপার মহিমা জ্ঞাত হইয়াছি। যামদগ্ন্য, মার্কণ্ডেয়, ব্যাসদেব এবং দেবর্ষি নারদও আমাকে এই বেদগুহ্য পরম তত্ত্ব উপদেশ দিয়াছেন। জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ গুণগ্রাম অবগত হইয়া কে না তাঁহার আরাধনা করিবে? তিনি সকলেরই আরাধ্য; তদীয় জনেরাও জগতের পূজ্য। তাই, মহাত্মা মহর্ষিরাও সকলে তোমাকে শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণশরণাগত জনসমূহের বিপক্ষতাচরণ করিতে বারংবার নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু, তুমি অজ্ঞান-অন্ধকারে একান্ত আচ্ছন্ন হইয়া এই সকল সুহৃদ্‌বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া, ক্রূর রাক্ষসের মত কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ জনের প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করিয়াছ। তুমি জানিয়াও জানিতেছ না,—যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ, সেই স্থানেই ধর্ম্ম, আর যে স্থানে ধর্ম্ম সেই স্থানেই জয়ও নিশ্চিত! সর্ব্বলোকের পিতামহ, পিতা, বন্ধু ও গুরু—গোবিন্দ যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তিনি অখিল লোকে অক্ষয় আধিপত্য লাভ করিতে পারেন। কৃষ্ণশরণাগত জন সর্ব্বত্র মঙ্গল ও সুখ সম্ভোগ করেন। কেশব স্বয়ং সুদর্শন

ধারণ করিয়া স্বীয় শরণাগত ভক্তগণকে সতত রক্ষা করেন। কৃষ্ণকৃপাপ্রাপ্তজনেরা কখনও কোনও বিষয়ে মুগ্ধ হন না। হে দুর্য্যোধন, পাণ্ডবেরা কৃষ্ণকৃপাবলেই অখিল লোকে অজেয়, অবধ্য।"

এই বলিয়া ভীষ্মদেব দুর্য্যোধনকে ব্রহ্মার মুখে ব্যক্ত আর একটি কৃষ্ণস্তুতি পাঠ করিয়া শুনাইলেন, এবং শেষে বলিলেন,—"সুপ্রীতো ভব কেশবম্!"—অর্থাৎ, কৃষ্ণপ্রীতি লাভ কর; কৃষ্ণ ভজনা কর; পরিত্রাণ পাইবে।"

মহাভাগবত ভীষ্মদেবের মুখে এই অতি দুর্লভ ভগবত্তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া মহাপাষণ্ড দুর্য্যোধনও মুগ্ধ হইলেন। তিনি মনে মনে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার ভক্ত পাণ্ডবদের বশমান্য করিয়া বন্দনা করিলেন।

তাই, শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থংভূতগুণো হরিঃ॥" (১।৭।১০)

অর্থাৎ—আত্মারাম, নির্গ্রন্থ মুনিরাও শ্রীকৃষ্ণের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি করেন। শ্রীকৃষ্ণের এমনিই ভুবনমোহন মহদ্ গুণ যে তাঁহার গুণে আকৃষ্ট না হইয়াই কেহ পারেন না।

দুর্য্যোধন পক্ষে, এখানে 'আত্মারাম' শব্দের অর্থ,—দেহারাম, দেহাত্মবুদ্ধিমোহে মগ্ন, আত্মসুখসর্ব্বস্ব; 'নির্গ্রন্থ' শব্দের অর্থ,—"বিধি নিষেধ বেদ শাস্ত্র জ্ঞানাদিবিহীন।" অথবা "ধন সঞ্চয়ী" (শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ২৪ পরিঃ ১৬—১৭); আর 'মুনি' শব্দের অর্থ,—"মননশীল"—মনোধর্ম্মে বদ্ধ (ঐ মধ্য ২৪।১৫)।

ভাগবতোত্তম ভীষ্মদেবের কৃপালব্ধ এই ভাব দুর্য্যোধনের হৃদয়েও আভাসমাত্রেই লব্ধ হইয়া তাহা আমরণ আবৃত ভাবে ছিল; নষ্ট হয় নাই। সাধুকৃপালব্ধ এ ধন সনাতন; ইহা কখনও নষ্ট হইবার নহে। তাই, সেই আসন্নমরণ সময়েও, সেই ভীম-গদা-মথিত ভগ্নোরু-দেহে দারুণ মৃত্যু-যন্ত্রণায় রক্ত বমন করিতে করিতেও, সর্ব্বস্বান্ত দুর্য্যোধন কৃষ্ণস্মৃতিচ্যুত হন নাই। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী অশ্বত্থামাদি শোকবিহ্বল বন্ধুদিগকে সম্বোধন করিয়া অতিকষ্টে শ্বাস লইতে লইতেও দৃঢ়স্বরে বলিয়াছিলেন;—

"মা ভবন্তোঽনুতপ্যন্তাং সৌহৃদাদ্নিধনেন মে।
যদি বেদা প্রমাণং বো জিতা লোকা ময়াক্ষয়া॥
মন্যমানঃ প্রভাবঞ্চ কৃষ্ণস্যামিত-তেজসঃ।
তেন ন চ্যাবিতশ্চাহং ক্ষত্রধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ॥
স ময়া সমনুপ্রাপ্তো নাস্মি শোচ্য কথঞ্চন।
কৃতং ভবদ্ভিঃ সদৃশমনুরূপমিবাত্মনঃ॥"

(মঃ ভাঃ শল্য ৬৫ অঃ ২৮—৩০)।

অর্থাৎ,—"হে বন্ধুগণ, তোমরা, হৃদ্যতাবশে আমার নিধনের জন্য অনুতাপ করিতেছ কেন? অনুতাপের ত কোনও কারণ নাই! এমন মৃত্যু যে বাঞ্ছনীয়! বেদ যদি সত্য হয়, তবে এই মৃত্যুতে আমি অক্ষয়-অভয় পদ লাভ করিব। কারণ, এ সময় আমি শ্রীকৃষ্ণেরই অসীম মহিমা অনুধ্যান করিতেছি! হৃদয়ে তাঁহাকে সম্যক রূপে প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমি, তাঁহারই কৃপায় স্বধর্ম্ম হইতেও চ্যুত হই নাই; তাহা সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়াছি। এমন মৃত্যু কাহার না বাঞ্ছিত? ইহাতে শোক প্রকাশ করিবার কোনও কারণ নাই। এরূপ মৃত্যু কখনই শোচ্য নহে। তোমরা তোমাদের যোগ্য কার্য্যই করিয়াছ।"

আহা, এমত সময়ে, দুর্য্যোধনেরও হৃদয়ে এই যে অতি উজ্জ্বল কৃষ্ণ-স্মৃতি উদয় হইয়াছিল তাহা কেবল ভীষ্মের মত মহাভাগবতের সঙ্গ ও সদুপদেশ শ্রবণেরই সাক্ষাৎ ফল! সাধুসঙ্গের ফল সর্ব্বত্রই অব্যর্থ!

ভূভারহারী শ্রীহরির ইচ্ছাক্রমে সেই কুরুক্ষেত্রের কাল যুদ্ধ, কিন্তু, সমভাবেই চলিতে লাগিল। যন্ত্র-চালিতের ন্যায় শূরগণ সকলেই সেই সংহার-যজ্ঞে জীবনাহুতি দিতে লাগিলেন। কৌরবসৈন্যে প্রধান সেনাপতি পদে সমর্থ ভীষ্মদেব অপ্রতিহত প্রভাবে পাণ্ডবদের বলক্ষয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার অস্ত্রে অসংখ্য সৈন্য ও সেনানী প্রতি-দিন প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। কৃষ্ণ-প্রাণ পাণ্ডবদের এইরূপ সঙ্কট অবস্থায় পরও একদিন শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধমান ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। এদিনও ভীষ্মদেব অভ্রান্ত চিত্তে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া এই আমার বাক্য উচ্চারণ করিলেন;

"এহ্যেহি পুণ্ডরীকাক্ষ দেব-দেব নমোঽস্তুতে।
মামদ্য সাত্বত শ্রেষ্ঠ পাতয়স্ব মহাহবে॥
ত্বয়া হি দেব সংগ্রামে হতস্যাপি মমানঘ।
শ্রেয় এব পরং কৃষ্ণ লোকে ভবতি সর্ব্বতঃ॥
সম্ভাবিতোঽস্মি গোবিন্দ ত্রৈলোক্যেনাদ্য সংযুগে।
প্রহরস্ব যথেষ্টং বৈ দাসোঽস্মি তব চানঘ॥"

(মঃ ভাঃ ভীষ্ম ১০৬।৬৪-৬৭)।

অর্থাৎ,—হে পুণ্ডরীকাক্ষ, হে কৃষ্ণ, হে দেব-দেব, এস, এস,—আজ আমাকে তুমি এই সংগ্রামে যথেচ্ছ প্রহার করিয়া সংহার কর; এই জড়দেহ-বন্ধন হইতে মুক্তি দাও। তোমার চরণে আমি দণ্ডবৎ হই। আমার আর কোনও আকাঙ্ক্ষা নাই। পথ দাও আমাকে; আমি তোমার নিত্যলোকে গিয়া আবার তোমার নিত্যসেবা লাভ করি। হে নির্ম্মলানন্দ শ্রীগোবিন্দ, আমি তোমারই দাস।"

(ক্রমশঃ)

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৩১শে বৈশাখ ১৩৩৪, ১৪ই মে ১৯২৭	৩৮শ সংখ্যা

সারকথা

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য

যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥
এই তার প্রমাণ যবন হরিদাস।
ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ দেখিল পরকাশ॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম-যোনিতে ডুবি মরে॥
এ-বচন মোর নহে সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভক্ত্যাখ্যান শুনিলেই কৃষ্ণে ভক্তি হয়॥
ব্রহ্মা শিব বাঞ্ছে হরিদাস হেন সঙ্গ।
নিরবধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ॥
হরিদাসস্পর্শবাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন॥
স্পর্শের কি দায় দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্বজীবের অনাদি কর্ম্মপাশ॥

(চৈঃ ভাঃ ম ১০।১০০—১ ২, ১০৪, ১০৮—১১০)

প্রভু বলে উঠ উঠ মুকুন্দ আমার।
তিলার্দ্ধেক অপরাধ নাহিক তোমার॥
সঙ্গদোষ তোমার সকল হৈল ক্ষয়।
তোর স্থানে আমার হইল পরাজয়॥
কোটি জন্মে পাবে হেন বলিলাম আমি।
তিলার্দ্ধেকে সব তাহা ঘুচাইলে তুমি॥
অব্যর্থ আমার বাক্য তুমি সে জানিলা।
তুমি আমা সর্ব্বকাল হৃদয়ে বান্ধিলা॥
আমার গায়ন তুমি থাক আমা সঙ্গে।
পরিহাসপাত্রসঙ্গে আমি কৈল রঙ্গে॥
সত্য যদি তুমি কোটি অপরাধ কর।
সে সকল মিথ্যা তুমি মোর প্রিয় দৃঢ়॥
ভক্তিময় তোমার শরীর মোর দাস।
তোমার জিহ্বায় মোর নিরন্তর বাস॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।২০৬-২১২)

মুকুন্দের ভক্তি মোর বড় প্রিয়করী।
যথা তথা গায় যথা আমি অবতরি॥
যতেক কহিলা তুমি সব মোর কথা।
তোমার মুখেতে কেন আসিব অন্যথা॥
যত দেখ আছে মোর বৈষ্ণব-মণ্ডল।
শুনিলে তোমার গান দ্রবয়ে সকল॥
আমার যেমন তুমি বল্লভ একান্ত।
এইমত হউক তোরে সকল মহান্ত॥
যেখানে যেখানে হয় মোর অবতার।
তথায় গায়ন তুমি হইও আমার॥

(চৈঃ ভাঃ ম ১০।২৪৫, ২৫৭-২৬১)

এইমত দিনে দিনে প্রভুর প্রকাশ।
সপত্নীকে দেখে সব চৈতন্যের দাস॥
শ্রীবাসের দাস দাসী যাহারে দেখিল।
শাস্ত্র পড়িয়াও কেহ তাহা না জানিল।
মুরারি গুপ্তের দাসে যে প্রসাদ পাইল।
কেহ মাথা মুড়াইয়া তাহা না দেখিল॥

(চৈঃ ভাঃ ম ১০।২৭১, ২৭৭, ২৭৮)

যেই মন্ত্রে যে বৈষ্ণব ইষ্টধ্যান করে।
সেই মত দেখয়ে ঠাকুর বিশ্বম্ভরে॥
দেখাইয়া আপনে শিখায় সবাকারে।
এ সকল কথা ভাই শুনে পাছে আরে॥
জন্ম জন্ম তোমরা পাইলে মোর সঙ্গ।
তোমা সবার ভৃত্যেও দেখিব মোর রঙ্গ॥

(চৈঃ ভাঃ ম ১০।২৮৬-২৮৮)

দর্শনে ভ্রান্তি

অনাদি-বহির্ম্মুখ খিন্নপগ্রস্ত জীবের 'অপব্যবহার' একটী স্বাভাবিক ধর্ম্ম বা নিসর্গ। স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে জীবের কৃষ্ণ-বিমুখতা; সুতরাং জীব স্বরূপে অবস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই তাহার বিরূপের স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না।

জগতে আমরা প্রত্যেক বস্তু বা প্রত্যেক কার্য্যের 'সদ্ব্যবহার' ও 'অপব্যবহার' লক্ষ্য করিয়া থাকি। সামান্য দুই একটী উদাহরণ দিলেই এ বিষয়টী উপলব্ধি হইবে। বৈদ্যুতিক শক্তির সদ্ব্যবহার দ্বারা জগতে কত প্রকার প্রয়োজনীয় কার্য্য অতি সুচারুরূপে, অতি অল্প সময়ে, অতি অল্পব্যয়ে, অতি অল্প আয়াসে সাধিত হইয়া মানব সমাজের মহদুপকার সাধন করিতেছে, এ বিষয় কাহারও অবিদিত নাই। আবার সেই বৈদ্যুতিক-শক্তির অপব্যবহার-ফলে কত বহুমূল্য জীবন, কত সুসমৃদ্ধনগর, জনপদ, সুরম্যপ্রাসাদ মুহূর্ত্তে ভস্মসাৎ হইতেছে। অস্ত্রের সদ্ব্যবহার-ফলে মানব-জীবনের কত প্রয়োজনীয় কার্য্যসমূহ সাধিত হয়, আর তাহার অপব্যবহার-ফলে জগতে কতই না উৎপাত উপস্থিত হয়।

স্বাতি-নক্ষত্রের জল যখন সমুদ্রগর্ভে পতিত হয়, তখন তাহাতে বহুমূল্য মুক্তা উৎপন্ন হইয়া থাকে; সেই মুক্তা শ্রীভগবদ্বিগ্রহের গলদেশে মালিকাস্বরূপে এবং রাজন্যবর্গের রাজমুকুটোপরি বর্ত্তমান থাকিয়া পরম শোভা বিস্তার করে। আর সেই স্বাতি-নক্ষত্রের জলই যখন সর্পের উপরে পতিত হয়, তখন তাহাতে সর্পের বিষ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সেই বিষধর সর্প হইতে সকলে ভীত এবং সেই সর্পের দংশনে জীবন সংশয়াপন্ন হয়। গঙ্গাতীরে নিম্ব, কপিত্থ, আম্র ও কদলী বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ পাদপরাজি সকলেই এক গঙ্গার জল পান করিলেও ফল-প্রদান-কালে নিম্ব ও কপিত্থ তিক্ত এবং কষায় ফল প্রদান করে, আর আম্র ও কদলী সুমধুর ফলই প্রদান করিয়া থাকে। অতএব গ্রহণকারীর যোগ্যতানুসারে এবং একই বস্তুর সদ্ব্যবহার বা অপব্যবহারফলে সৎ ও অসৎ ফললাভ ঘটে।

এই পরম সত্য এবং অতি সহজ ও সরল কথাটী অনেকেই বিস্মৃত হইয়া যান, তৎফলে তাঁহারা সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে দোষারোপ করিতে প্রবৃত্ত হন। কাহারও ধারণা যখন সাধু বা গুরুর নিকট আগমনের অভিনয় বা শাস্ত্রপাঠের অভিনয় প্রদর্শন করিয়া কোন ব্যক্তি বিশেষ বিপথগামী হইয়াছেন, তখন 'সাধু' 'শাস্ত্র' ও 'গুরু'—ইঁহারাই তজ্জন্য দোষী। অবশ্য সাধু-গুরুর অভিনয়কারী ব্যক্তি বা কুবর্ত্ম এবং কল্পিত শাস্ত্রের আশ্রয়কারীর বিপথগমন স্বাভাবিক। সেইরূপ ব্যক্তি আদৌ পথই পায় নাই, বিপথেই রহিয়াছে। বিপথে পতিত ব্যক্তির তদপেক্ষা অধিকতর তমোরাজ্যে প্রবেশ স্বাভাবিক। অভিনয়কারী বা অনুকরণকারী কখনও অনুসরণকারী বা আনুগত্য-ধর্ম্ম-যাজনকারী নহেন, ইহা সুবুদ্ধিমানগণ জানেন। ভগবান্ সর্ব্বজীবকেই স্বতন্ত্রতা-রত্ন প্রদান করিয়াছেন, কোনও ব্যক্তিবিশেষ যদি স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া ভগবদ্বিমুখ ও অসদাচারী হইয়া পড়ে, তজ্জন্য ভগবান্‌কে দোষারোপ করা যাইতে পারে না বা তজ্জন্য 'আর কাহারও ভগবানের উপাসনা করা উচিত নহে',—এইরূপ নাস্তিকোচিত বাক্যও বলা যাইতে পারে না; বরং যাহাতে সর্ব্বতোভাবে ভগবানে শরণাগত হইয়া স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার অর্থাৎ ভগবচ্চরণ-সেবায় অনুরক্ত হওয়া যায়, তদ্বিষয়েই সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ দৃঢ়সঙ্কল্প করেন। যাঁহারা ভক্তিরাজ্যের একান্তপথিক হইয়াছেন, তাঁহারা নিয়তই দেখিতে পান যে, যে কার্য্যে অ-সুরগণ বিমোহিত হন, সেইকার্য্যে সুরগণের অর্থাৎ ভক্তগণের ভগবন্নিষ্ঠা দৃঢ় হয়। সুরগণ ভক্তিরাজ্যের বিপাক বা বিঘ্নকে ভগবদনুকম্পারূপে জানিয়া কায়মনোবাক্যে ভগবানে আরও অধিকতরভাবে আসক্ত হন, আর অসুরগণ বিপাক-সমূহ দর্শন করিবার পূর্ব্বেই—'দূর ছাই! এমন ভগবান্‌কেও আবার লোকে ভজনা করে, যে-ভগবান তাহার আশ্রিত-বর্গকে বিপথ হইতে রক্ষা করিতে পারে না! এই ভগবান্ ভগবান্ই নহে'—এইরূপ বলিয়া তাহারা নিজেরাই নরকের পথে গমন করে এবং তাহাদের সমশীল অপর ব্যক্তিগণকেও সেই পথের পথিক করিতে প্রবৃত্ত হয়। সুরগণ কিন্তু মোহিত অসুরগণের 'হাতে তালি' বা 'টিট্‌কারী' শুনিয়া ভক্তিপথ বা আনুগত্য-ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হন না; পরন্তু আরও ঐকান্তিক-নিষ্ঠা-সহকারে ভগবানে প্রপন্ন হন।

শাস্ত্রপাঠেরও অনেক অপব্যবহার দৃষ্ট হয়। বেদ-পাঠের অপব্যবহার-ফলে চার্ব্বাক ব্রাহ্মণ বেদনিন্দক,

নাস্তিক হইয়াছেন। শৌক্রবর্ণোচিত ব্রাহ্মণতার ফলে চার্ব্বাক-ব্রাহ্মণ বেদে অধিকারপ্রাপ্ত হইলেও কীট যেরূপ বহুমূল্য গ্রন্থরাশি নষ্ট করিবার জন্যই গ্রন্থ মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ চার্ব্বাকও বেদনিন্দা করিবার জন্যই বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কীট যেরূপ গ্রন্থের মর্ম্ম বা সার গ্রহণ করিতে পারে না, কেবল বাহ্যবস্তু গ্রহণ করিয়া মরণের পথে ধাবিত হয়, তদ্রূপ যাহারা শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট বিষয়ে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইয়া অক্ষজ জ্ঞান দ্বারা শাস্ত্রকে মাপিয়া লইতে চায়, তাহারাও কীটেরই ন্যায় অকিঞ্চিৎকর ও মৃত্যুপথের পথিক। শ্রীমদ্ভাগবত পড়িয়া সুবুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তি 'ভাগবত' হন, কিন্তু আবার কেহ ভাগবতের নিন্দক ও হইয়া পড়েন—ভাগবতের কথা 'গাজাখুরে' গল্প মনে করেন। বেদ-পুরাণ-পঞ্চরাত্র পড়িয়া কেহ সর্ব্বত্র বিষ্ণু-উপাসনারই সার্থকতা দেখিতে পান, সর্ব্বত্রই বিষ্ণুর কীর্ত্তি গীত রহিয়াছে উপলব্ধি করেন, আবার কেহবা ঐ সকল পাঠ করিয়া বিষ্ণুবিরোধী নাস্তিক হইয়া পড়েন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অধ্যাপন-লীলায় প্রতি ধাতু, প্রতি শব্দ, প্রতি বর্ণ, ব্যাকরণের প্রতি সূত্রে সর্ব্বত্র 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' দেখিয়াছেন, শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীহরি-নামামৃত ব্যাকরণে সর্ব্বত্র শ্রীহরিনামের প্রবৃত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু আবার কেহ কেহ ব্যাকরণ পড়িয়া 'নাস্তিক' হইয়া থাকেন।

'গৌড়ীয়' পাঠের সদ্ব্যবহার-ফলে জীব 'গৌড়ীয়' অর্থাৎ গৌড়ীয়েশ্বর শ্রীস্বরূপরূপানুগ শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে পারেন, আবার 'গৌড়ীয়' পাঠের অপব্যবহার-ফলে অনেকে গৌড়ীয়ের বাহ্য আবরণ দেখিয়া 'গৌড়ীয়'কে একজন 'নিন্দক', 'সমালোচক', 'গোঁড়া' প্রভৃতি মনে করিতে পারেন। যাহারা অন্তরে প্রবিষ্ট না হইয়া—শব্দের পরম মুখ্যবৃত্তিকে সংগ্রহ করিতে চেষ্টা না করিয়া শব্দের বাহ্য-প্রতীতিমাত্র দর্শন করেন, তাঁহাদের এইরূপই দুর্ভাগ্যের উদয় হয়। এ বিষয়ে একটী আখ্যায়িকা শ্রুত হয়। একদা কোন গ্রামে একটী মহতী বিদ্বৎসভা হইয়াছিল, সেই সভায় বহু বৈষ্ণব-পণ্ডিত আগমন করিয়াছিলেন। বহু সঙ্গীতাচার্য্য হরিগুণ-সংকীর্ত্তন করিবার জন্য তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। সেই সভার উদ্দিষ্ট ও আলোচ্য বিষয় ছিল—শাস্ত্রালোচনামুখে জৈব জগতের আত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয় আবিষ্কার করা। কতকগুলি ভিন্ন দেশীয় 'ভবঘুরে' লোক ভ্রমণ করিতে করিতে যে স্থানে সেই মহতী-সভা সমবেত হইয়াছিল, তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। উহারা দূর হইতে মহতী সভায় সমবেত বহুলোকের কৃষ্ণ-কোলাহল ও বাদ্যভাণ্ডাদির শব্দ শ্রবণ করিয়া মনে করিল, বোধ হয় এই স্থানে ভীষণ কলহ ও পরস্পর যুদ্ধ হইতেছে। কৃষ্ণ-কোলাহলকে তাহারা 'কলহ' এবং বাদ্যাদির শব্দকে তাহারা 'যুদ্ধ-বাদ্যের ধ্বনি' বিবেচনা করিল। এইরূপ বিচার করিয়া তাহারা সর্ব্বত্র এই বলিয়া মিথ্যা-গুজব রটনা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকিল,—'ওহে ভ্রাতৃগণ, সাবধান, তোমরা স্ত্রী পুত্র লইয়া বাস কর, সতর্ক হও! নিকটস্থ গ্রামে এক ভীষণ কলহ ও যুদ্ধ বাধিয়াছে; তোমাদিগের পুত্রসন্তান ও আত্মীয়-স্বজনগণকে বাড়ীর বাহির হইতে দিওনা, তাহারা যেন ভ্রমক্রমেও সেই পূর্ব্বদিকস্থ গ্রামে না যায়। সেখানে গেলে প্রাণ নাশ অবশ্যম্ভাবী। যাহারা ঐ সকল 'ভবঘুরে'র বাক্য শুনিয়া উহাকে 'সত্য বাক্য' বলিয়া বিশ্বাস করিল, তাহারা বৃথা ভয়ে অভিভূত থাকিয়া গৃহে আবদ্ধ হইয়া রহিল। তাহাদের পূর্ব্বদিকস্থ গ্রামে গিয়া সেই স্থানে হরিকথা-কীর্ত্তন-মহোৎসবাদিতে যোগদান করিবার ভাগ্য ঘটিল না, অপিচ হরিকথাকে 'কলহ' এবং জীবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নির্ম্মৎসর পুরুষগণকে পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত এবং অপরের অনিষ্টকারী অনুমান করিয়া আত্ম-বঞ্চিত হইল। উপরিউক্ত ভবঘুরেগণও' সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইলই, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? এই আখ্যায়িকার পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ আত্মবঞ্চক ও পর-বঞ্চকের আদর্শ, আর তাহাদিগের কথাকে সত্যজ্ঞানকারিগণ আত্মবঞ্চক স্থানীয়।

যাহারা এইরূপ 'গৌড়ীয়ের' জীবমঙ্গলাকাঙ্ক্ষা—গৌড়ীয়ের মহান্ উদ্দেশ্য—মহাবদান্যতা—অমন্দোদয় দয়া—পরস্পর বিবদমান-বাদ-প্রতিবাদ-সাম্য প্রয়াস — মহাচিৎসমন্বয়-চেষ্টা না বুঝিয়া তাঁহাকে 'বাদ-প্রতিবাদকারী' বা 'নিন্দক' মনে করেন, তাহারাও উপরিউক্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় গৌড়ীয়-মহোৎসবে বঞ্চিত।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য, শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বিষ্ণুভক্তি-সংরক্ষক আচার্য্যগণ বিষ্ণুবিরোধী অদ্বৈত-দলের নানাপ্রকার বিষ্ণুবিরোধিমতবাদকে নানাপ্রকার যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা খণ্ডিত-বিখণ্ডিত করিয়া জগতে বিষ্ণুভক্তির

প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বলিয়া এবং নির্ব্বিশেষবাদিগণ তাঁহাদিগের অকাট্য যুক্তির নিকট পরাজিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহারা এখনও শ্রীরামানুজ-মধ্বকে 'প্রচ্ছন্ন-তার্কিক' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীজীব-প্রমুখ আচার্য্যগণ তাঁহাদিগকে 'ভক্তিসংরক্ষক আচার্য্য' বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন।

যাহারা ভক্তিরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারাই সেই স্থানের মহা-ঐক্যতান-মাধুরী উপলব্ধি করিতে পারেন, আর যাহারা বাহিরে থাকিয়া বিচার করিতেছেন, তাঁহারা বঞ্চিতই হন মাত্র। 'শ্রীগৌড়ীয়' শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সার্ব্বজনীন নিত্যধর্ম্মেরই বিবৃতি। যাহারা গৌড়ীয়ের হইয়া অর্থাৎ অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া গৌড়ীয়কে দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিবেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, গৌড়ীয়ের বাক্যে যে মহাচিৎসমন্বয় রহিয়াছে, তাহাতে পরমানন্দ-প্রকাশিনী যে পরিপূর্ণ-নির্ম্মলতা বিদ্যমান আছে, তাহাতে যেরূপ সুষ্ঠুভাবে যাবতীয় শাস্ত্রবিবাদ ও পরস্পর বিবদমান মতসমূহ চিরতরে প্রশমিত হইয়াছে, তাঁহার ভক্তিবিনোদন-ক্রিয়া সর্ব্বদা যেরূপ সমতা দান করিতেছে এবং অপ্রাকৃত রসোৎসাভিমুখে লইয়া যাইতেছে এবং অতি-বিস্তারিণী অমন্দোদয়দয়া বিতরণ করিতেছে, তাহা অন্যত্র অসম্ভব। অতএব আমরা সকলকে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া কাকুবাদে বলিতেছি—গৌড়ীয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন—গৌড়ীয়ের অন্তরঙ্গ হউন্। আপনারা সাধু বলিয়াই আপনাদের কাছে এই নিবেদন করিতে সাহসী হইতেছি। ■

পারমার্থিক গৌড়

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বেদ ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম

সাধারণ দৃষ্টিতে বেদ বাহ্যতঃ দুইভাগে বিভক্ত—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। বেদের যে অংশ কর্ম্মকাণ্ড প্রতিপাদন করিতেছেন, তাঁহার নাম 'সংহিতা' ও 'ব্রাহ্মণ'; আর বেদের যে ভাগে জ্ঞানকাণ্ড প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাঁহার নাম আরণ্যক ও উপনিষদ্। 'সংহিতা' প্রধানতঃ মন্ত্রাত্মক; 'মন্ত্র' ছন্দে নিবদ্ধ পদ্য, আর 'ব্রাহ্মণ' সাধারণতঃ গদ্যে রচিত। যজ্ঞের প্রয়োগ-বিভাগই 'মন্ত্র', আর যজ্ঞের বিবৃতি ও ব্যাখ্যা-অংশ—'ব্রাহ্মণ'।

বেদে যখন কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড উপদিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং বেদ ভক্তি-প্রতিপাদক নহে—এইরূপ সন্দেহ-বীজ কাহারও কাহারও হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতে পারে; কিন্তু সমগ্র বেদ এবং বহু বহু নিরবকাশা শ্রুতি সেই সন্দেহ-বীজ সর্ব্বতোভাবে নিরাস করিয়াছেন। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে যে, শব্দের পরম মুখ্যা বৃত্তির দ্বারা সমস্ত শব্দই শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসিত হয়। 'ন্যায় বিবরণে' শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বলিয়াছেন, শব্দ দ্বিবিধ—(১) যৌগিক ও (২) রূঢ়। 'যোগ' শব্দে—'অবয়ব-শক্তি' এবং 'রূঢ়ি' শব্দে—'সমুদয়-শক্তি' নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অবয়বশক্তিবিশিষ্ট বা যোগবান শব্দই 'যৌগিক' আর সমুদয়-শক্তি-বিশিষ্ট বা 'রূঢ়িবান' শব্দই 'রূঢ়'। 'যৌগিক' শব্দ লিঙ্গাত্মক, যেমন,—শচীপতি, বজ্রধর প্রভৃতি, আর 'রূঢ়ি' শব্দ নামাত্মক, যেমন—ইন্দ্র, রুদ্র প্রভৃতি। অবয়ব-শক্তি ত্রিবিধা,—(১) মহাযোগ, (২) যোগ, (৩) অল্পযোগ। সমুদয়-শক্তিও তদ্রূপ ত্রিবিধা,—(১) বিদ্বদ্-রূঢ়ি বা মুখ্য রূঢ়ি (২) অবিদ্বদ্-রূঢ়ি বা সাধারণ রূঢ়ি, (৩) অল্প রূঢ় বা বিপরীত রূঢ়ি। 'শচীপতি'-শব্দ যখন মহাযৌগিক বৃত্তিতে আরূঢ়, তখন তাহা-দ্বারাই পরম মুখ্য অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে অর্থাৎ 'শচীপতি' বলিতে সেই স্থানে সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি, সর্ব্বলক্ষ্মীগণের অংশিনী শ্রীমতী রাধিকার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইয়া থাকে। সেই 'শচীপতি'-শব্দই যখন আবার মহাযোগবৃত্তি হইতে যোগবৃত্তিতে অবতরণ করে, তখন উহার অর্থ—দেবরাজ ইন্দ্র, আবার সেই শব্দটিই যখন যোগ হইতে অল্পযোগে অর্থাৎ সর্ব্বনিম্ন বৃত্তিতে অবতরণ করে, তখন 'শচী' নামক কোন লৌকিকী স্ত্রীর পতিকে বুঝাইয়া থাকে। এইরূপ 'ইন্দ্র' এই রূঢ়-শব্দটী যখন বিদ্বদ্‌রূঢ়ি বা মুখ্য-রূঢ়িবান্ থাকে, তখন 'ইন্দ্র' শব্দে অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্যবান্ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকেই লক্ষ্য করে। কারণ শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্য-মাধুরীর কথা শাস্ত্রে এইরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে—যাহা পূর্ব্বে কোথায়ও শুনিতে পাওয়া যায় নাই, তাদৃশ মধুর-ঐশ্বর্য্য-কদম্বকর্তৃক

সেব্যমান হইয়া শ্রীহরি সেই ব্রজে বিহার করিতেছেন। যে ব্রজে ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতাগণ সসম্ভ্রমে স্তব করিতে থাকিলেও কৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষপাতও করেন না। প্রমাণস্বরূপ শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীনারদ বাক্য,—'হে কৃষ্ণ, তুমি দ্বারকানাথরূপে চক্রপাণি হইয়া চক্রদ্বারাও যে সকল দৈত্য বিনাশ করিতে পার নাই, সেই সকল দৈত্যকে কিন্তু তুমি তোমার অভিনব বাল্যলীলায় নিহত করিয়াছ। হে কৃষ্ণ! তুমি মিত্রবর্গের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে যদি একবার ভ্রূ-ধনুতে টঙ্কার দাও, তাহা হইলে ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবগণও ভয়ে কম্পিত হইতে থাকেন। অতএব বিদ্বদ্‌রূঢ়ি, মহারূঢ়ি, মুখ্যারূঢ় বা মুক্তপ্রগ্রহ-বৃত্তিতে যে অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্যবান্ পুরুষ লক্ষিত হন, তিনিই 'ইন্দ্র'। ('ঐশ্বর্য্যাদিন্দ্র উচ্যতে'—ইন্দ্ ধাতুর অর্থ—আধিপত্য করা) ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা যে অপরিমেয়রূপে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অধিক, ইহা স্বয়ং কৃষ্ণ স্বজনকে লক্ষ্য করিয়া ইন্দ্রের পূজা নিষেধ ও গোবর্দ্ধনাদি ধারণদ্বারা জগজ্জীবকে প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং অবিদ্বদ্‌-রূঢ়িতে 'ইন্দ্র' শব্দে দেবরাজ বুঝাইলেও বিদ্বদ্‌-রূঢ়ি বা মুখ্যারূঢ়িদ্বারা 'ইন্দ্র' শব্দে শ্রীকৃষ্ণকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে। আবার 'ইন্দ্র' শব্দের অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তি সামান্য ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন অথবা ঐশ্বর্য্যহীন কোন লৌকিক পুরুষকেই 'ইন্দ্র' শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। সুতরাং শব্দের বিদ্বদ্‌-রূঢ়িবৃত্তিদ্বারাই পরম প্রসিদ্ধ অর্থ অবগত হওয়া যায়।

উপরি-উক্ত ন্যায় বা বিদ্বদ্‌-বিচার গ্রহণ করিলে আমাদিগের যাবতীয় অন্যায়, অবৈধ বা অবিদ্বদ্‌-ব্যবহারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ সম্ভব হয়। শ্রীগীতায় ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥
(গীতা ৯।২৩, ২৪)

যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরিকে একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ও সর্ব্বযজ্ঞ-ভোক্তা না জানিয়া কামনামূলে অন্য দেবতা আরাধনরূপ **অবৈধ** ক্রিয়াই বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের অবৈধ ফল। বেদের সংহিতাংশ কর্ম্ম-প্রবণ জীবকে এই অবৈধ বৃত্তির হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই শ্রীবিষ্ণুর নিঃশ্বসিত বাণীরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। যেমন ক্ষণিক গ্রাম্যসুখ-লুব্ধ, বহুস্ত্রীতে অবৈধভাবে আসক্ত উচ্ছৃঙ্খল পুরুষগণকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য এক বৈধ-স্ত্রী-নিষ্ঠ হইবার উপদেশ প্রদত্ত হয়, তদ্রূপ সাময়িক কামনার পরিতৃপ্তি-মূলে তত্তৎ-কামপ্রদাত্রী বহু দেবতার অবৈধ আরাধনা-তৎপর উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিগণকে ক্রমশঃ তত্তদ্দেবতার অন্তর্যামী ও নিয়ামক-স্বরূপ শ্রীবিষ্ণুর একমাত্র বৈধসেবা-তৎপর হইবার জন্যই বেদের কর্ম্মকাণ্ড উদ্দিষ্ট হইয়াছে অবৈধগণকে বৈধ-আরাধনায় নিযুক্ত করিবার জন্যই সংহিতার প্রচেষ্টা। আবার যাঁহারা বৈধধর্ম্মে অর্থাৎ ঐকান্তিক বিষ্ণু-পূজায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহারা ঐ প্রকার বিধি-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আত্মার স্বাভাবিক অনুরাগ উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণের রুচিমূলা সর্ব্বোত্তমা সেবায় নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

যজ্ঞের অধীশ্বর বা সর্ব্বযজ্ঞ-ভোক্তা শ্রীবিষ্ণুকে না জানিয়া কেবলমাত্র কর্ম্ম-বাহুল্যের আবাহন শ্রুতিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের একটী আখ্যায়িকায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে, 'চাক্রায়ণ-উষস্ত'-নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কোন রাজার যজ্ঞে গমন করিয়া যজ্ঞের প্রস্তোতা, উদ্গাতা ও প্রতিহর্ত্তাকে আহ্বান পূর্ব্বক এবম্বিধ বাক্য বলিয়াছিলেন,—'হে প্রস্তোতঃ, হে উদ্গাতঃ, হে প্রতিহর্ত্তঃ' তোমরা যদি প্রস্তাব, উদ্গান ও প্রতিহারের অধিষ্ঠাতৃ পুরুষকে না জানিয়া কেবলমাত্র প্রস্তাব পাঠ কর, উদ্গান কর অথবা প্রতিহার পাঠ কর, তাহা হইলে তোমাদের মস্তক বিচ্যুত হইয়া পড়িবে। উপরি-উক্ত উপাখ্যান হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, কর্ম্ম-বাহুল্য বা কর্ম্মাড়ম্বরে প্রণোদিত করা সংহিতার উদ্দিষ্ট বিষয় নহে; পরন্তু কর্ম্ম-প্রবণ ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের কাম্য বস্তু ও তৎপ্রদাত্রী-দেবতা-নিষ্ঠা পরিত্যাগ করাইয়া সর্ব্বান্তর্যামি-বিষ্ণুনিষ্ঠ করাই বেদের উদ্দেশ্য। বেদার্থ-পরিবৃংহিত অমলপ্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের তাৎপর্য্য এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে,—

পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥

নৈষ্কর্ম্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥
(ভাঃ ১১।৩।৪৪,৪৬)

যে স্থলে একপ্রকার নির্দ্দিষ্ট অর্থ সঙ্গোপন করিবার উদ্দেশে অন্যপ্রকার করিয়া প্রকাশ করা হয়, তাহাকে 'পরোক্ষবাদ' বলে। পিতা যেরূপ বালককে ঔষধ খাওয়াইতে গিয়া মিষ্ট লাড্ডু প্রভৃতির প্রলোভন দেখাইয়া ঔষধ সেবন করান ও প্রদান করেন, অথচ ঔষধের জন্য তাদৃশ প্রলোভনের বস্তু তত প্রয়োজনীয় নহে, কেবলমাত্র আরোগ্যই ঔষধের মুখ্য প্রয়োজন, তদ্রূপ বেদও গৌণ ও বাহ্য তুচ্ছ ফল দ্বারা প্রলোভন দেখাইয়া কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন। (শ্রীধর স্বামী)।

শ্রুতিতে যেরূপ একদিকে কেবল কর্ম্মাড়ম্বর নিষিদ্ধ হইয়াছে, তদ্রূপ আত্মবিনাশের হেতুভূত নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানও নিরাকৃত হইয়াছে। যজ্ঞাদি-কর্ম্মের অধীশ্বর যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুতে নিষ্ঠালাভ করিবার পরিবর্ত্তে কেবল কর্ম্মাসক্ত হইয়া পড়া যেরূপ কর্ম্মকাণ্ডের অপব্যবহার বা অবৈধ আচার, তদ্রূপ জ্ঞানালোচনার ফলে সম্বন্ধজ্ঞান অর্থাৎ শুদ্ধ-আত্ম-স্বরূপ উপলব্ধিতে আত্মার আত্মা পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুর প্রতি একান্ত সেবা-তৎপরতা বা শুদ্ধজ্ঞান লাভ করিবার পরিবর্ত্তে নির্ব্বিশেষজ্ঞান অর্থাৎ স্বীয় শুদ্ধসত্তার বিনাশরূপ দুর্গতিবরণও জ্ঞান-কাণ্ডের অপব্যবহার। সুতরাং কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডের এই দুইটী অবৈধ ফল বা অপব্যবহার শ্রুতি-শাস্ত্রে বিশেষরূপে নিন্দিত হইয়াছে, যথা—

অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥
(ঈশঃ ৯, বৃহদারণ্যক ৪।৪।১০)

অতএব অবৈধ কর্ম্মকাণ্ড অর্থাৎ কর্ম্মজড়তা এবং অবৈধ জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ নির্ব্বিশেষবাদ 'মধু' ও 'কৈটভ'-নামক বেদাপহর্ত্তা দৈত্যদ্বয়ের ন্যায় বেদের অপাশ্রিত অংশ হইতে উদ্ভূত। উহারা প্রকৃত পক্ষে বেদ-বিরুদ্ধ-বাদ; পরন্তু ভগবৎ-পরিতোষণার্থ কর্ম্ম এবং ভজনীয়তত্ত্বানুসন্ধানরূপ শুদ্ধভজনই বেদের উদ্দিষ্ট বিষয়। অতএব 'বেদে ভগবদুপাসনার কথা নাই, কেবলমাত্র কর্ম্মজড়তা বা অবিদ্যা এবং নির্ব্বিশিষ্ট জ্ঞান বা অতিবিদ্যাই বেদের উদ্দিষ্ট বিষয়'—এইরূপ অসমীচীন অজ্ঞ মতবাদের কোন মূল্যই নাই, স্থিরীকৃত হয়।

অনেকের ধারণা এই যে, 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম' বেদান্তের ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের বিবৃত বা প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম হইলেও বৈদিক ধর্ম্মের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। বিশেষতঃ সংহিতাংশের দ্বারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কোন প্রকারেই সমর্থিত হইতে পারে না। এইরূপ কল্পনা-প্রসক্তি অজ্ঞতা-মূলেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। পরন্তু বেদতত্ত্ববিৎ সুকোবিদগণ বলেন—সমগ্র বেদ পরমমুখ্যা বৃত্তিতে একমাত্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সুবৈজ্ঞানিক-সিদ্ধান্তেরই কীর্ত্তন করিয়াছেন, অন্যান্য যাবতীয় বিদ্ধ বিচার কেবলমাত্র গৌণবৃত্তিতে বা অবিদ্বদ্ ও অজ্ঞ-শব্দ-বৃত্তিতে স্বীকার্য্য। জড়ভেদবাদীর 'কর্ম্মবাদ' বা 'কর্ম্ম-জড়তা' এবং কেবলাভেদবাদীর (প্রচ্ছন্নজড়ভেদবাদীর) 'নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান' উভয়ই গৌণ বা লক্ষণাবৃত্তি-প্রাপ্য বেদের এক দেশীয় মত; কিন্তু অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত বেদের সর্ব্বদেশীয় শব্দ-প্রমাণ-রাশিকে সুসমন্বিত করিয়া পরমমুখ্যা-বৃত্তিদ্বারা বেদের এক মাত্র সুসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত। উদাহরণস্বরূপ আমরা নিম্নে কয়েকটী সংহিতা-বাক্যের প্রমাণ উদ্ধার করিতেছি। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, ধাম, পরিকর প্রভৃতি কর্ম্মজড় নির্ব্বিশেষজ্ঞানিগণের মতে গৌণ ও অনিত্য। পরন্তু বেদ-সংহিতায় অতি সুস্পষ্টভাবে ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলার নিত্যত্ব-বিষয়ে প্রমাণ দৃষ্ট হয়। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার 'শ্রীশিক্ষাষ্টকে' 'শ্রীনাম'কেই চিন্তামণিস্বরূপ, নিত্যশুদ্ধ, নামী হইতে অভিন্ন, জীবের পরম উপাস্য বস্তু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মে শ্রীনামভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব অর্থাৎ অন্যান্য সমস্ত সাধন নামকীর্ত্তনেরই অধীন—এইরূপ সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। সেই শ্রীহরির নামের মাহাত্ম্য সংহিতা-শাস্ত্রেরও প্রতিপাদ্য বিষয়; যথা—'ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁতৎসৎ'। (ঋগ্বেদ, ১ মণ্ডল, ১৫৬ সূক্ত ৩য়া ঋক্) অয়মর্থঃ—হে বিষ্ণো তে তব নাম চিৎ চিৎস্বরূপং অতএব মহঃ স্বপ্রকাশরূপং। তস্মাৎ অস্য নাম্ন আ ঈষদপি জানন্তঃ ন তু সম্যক উচ্চার-মাহাত্ম্যাদি-পুরস্কারেণ তথাপি বিবক্তন্ ব্রুবাণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্ব্বাণাঃ সুমতিং তদ্বিষয়াং বিদ্যাং ভজামহে প্রাপ্নুমঃ। যতস্তদেব প্রণবব্যঞ্জিতং বস্তু সৎ স্বতঃসিদ্ধমিতি অতএব ভয়দ্বেষাদৌ শ্রীমূর্ত্তেঃ স্ফুর্ত্তেরেব সাঙ্কেত্যাদাবপ্য মুক্তিদত্বং শ্রূয়তে॥

(শ্রীল জীবগোস্বামিচরণাঃ)

হে বিষ্ণো! তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব তাহা

স্বপ্রকাশরূপ, সুতরাং এই নামের সম্যক্ উচ্চারণাদি-মাহাত্ম্য না জানিয়াও যদি তাহা (মাহাত্ম্য) ঈষন্মাত্র অবগত হইয়াই নামোচ্চারণ করি অর্থাৎ সেই নামাক্ষরগুলির মাত্র অভ্যাস করি, তবেই আমরা তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইব। যেহেতু সেই প্রণব-ব্যঞ্জিত পদার্থ 'সৎ' অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ; অতএব ভয় ও দ্বেষাদি স্থলেও শ্রীমূর্ত্তির স্মৃতি হয় বলিয়া তাদৃশ অবস্থায় নামোচ্চারণ করিলেও মুক্তি-লাভ হইবে; কারণ "সাঙ্কেত্য" ইত্যাদিস্থলে নামোচ্চারণের (নামাভাসের) মুক্তিদত্ব শ্রুত হওয়া যায়।

পুনরায় সংহিতায় শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা, ধাম ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যের বর্ণন সংহিতা-মন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয় যথা—,

"তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ। অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি॥

(১৫৪ সূক্ত, ৬ ঋক্)

অয়মর্থঃ—তাং তানি বাং যুবয়োঃ কৃষ্ণরাময়োর্বাস্তূনি লীলাস্থানানি গমধ্যৈ গন্তুং প্রাপ্তুম্ উশ্মসি কাময়ামহে। তানি কিং বিশিষ্টানি যত্র যেষু ভূরিশৃঙ্গা মহাশৃঙ্গ্যো গাবো বসন্তি। যথোপনিষদি ভূমবাক্যে ধাম্মপরেণ ভূমশব্দেন মাহাত্ম্যমেবোচ্যতে ন তু বহুতরমিতি। যূথদৃষ্ট্যৈব বরা ভূরি-শৃঙ্গা বহুশৃঙ্গাঃ বহুশুভলক্ষণা ইতি বা। অয়াসঃ শুভাঃ। অত্র ভূমৌ তল্লোকবেদপ্রসিদ্ধং শ্রীগোলোকাখ্যং উরুগায়স্য স্বয়ং ভগবতো বৃষ্ণঃ সর্ব্বকামদুঘচরণারবিন্দস্য পরমং প্রপঞ্চা-তীতং পদং স্থানং ভূরি বহুধা অবভাতীত্যাহ বেদ ইতি।

(শ্রীজীবগোস্বামিচরণাঃ)

তোমাদের (কৃষ্ণ বলরামের) সেই বাস্তু অর্থাৎ লীলা-নিকেতন সমূহ প্রাপ্ত হইবার জন্য কামনা করিতেছি। তথায় মহাশৃঙ্গী (অথবা বহুতর শৃঙ্গী, গো-যূথের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে) কামধেনু সকল বাস করিতেছেন, তাঁহারা শুভলক্ষণযুক্ত। এই ভূমিতে সেই লোকবেদ-প্রসিদ্ধ সর্ব্বকামনা-পরিপূরণকারি-চরণযুগলবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রপঞ্চাতীত শ্রীগোলোক নামক পরমপদ প্রচুররূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখায়ও শ্রীভগবদ্ধামের নিত্যত্ব উক্ত হইয়াছে,—

'যা তে ধামন্যুশ্মসীত্যাদৌ বিষ্ণোঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি'—যাহা বিষ্ণুর পরম ধাম এবং বহুধা নিত্যপ্রকাশিত, সেই বিষ্ণুর ধাম কামনা করিতেছি। পিপ্পলাদ শাখায় উক্ত হইয়াছে,—"যত্তৎ সূক্ষ্মং পরমং বেদিতব্যং নিত্যং পদং বৈষ্ণবং হ্যামনন্তি। যৎ তল্লোকান্ বিজগৌ কঃ সারং বিদস্তোতৎ কবয়ো যোগনিষ্ঠাঃ॥" (মধ্বভাষ্য ১।৪।২ ধৃত) অর্থাৎ যাঁহাকে কোবিদগণ 'সূক্ষ্ম, নিত্য, পরম বৈষ্ণব পদ' বলিয়া নিশ্চিতভাবে কীর্ত্তন করেন, তাঁহাকেই জানিতে হইবে। যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত এবং ভক্তিযোগনিষ্ঠ, সেই সকল পুরুষই সেই লোক ও লোকসার বৈকুণ্ঠধামকে জানেন। পুনরায় ঋক্‌সংহিতা বলিতেছেন,—

অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্।
স সধ্রীচীঃ স বিষূচীর্বসান আবরীবর্ত্তি ভুবনেষ্বন্তঃ॥

(ঋগ্বেদ ১।২২।১৬৪ সূক্ত ৩১ ঋক্)

—দেখিলাম এক গোপবালক, তাঁহার কখনও পতন নাই, কখন নিকটে—কখন দূরে বিচিত্র বীথিসমূহে সঞ্চরণ করিতেছেন, তিনি কখনও বহুবিধ বস্ত্রাবৃত, কখন বা পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্রাচ্ছাদিত—এইরূপে তিনি বিশ্বসংসারে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিতেছেন। এই বেদবাক্যের দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা অভিধাবৃত্তিক্রমে বর্ণিত হইয়াছে।

ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব—এই চারি বেদই মুখ্যভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতেছেন। যথা, ঋগ্বেদের ১ অষ্টক, ১ অধ্যায়, ১ মন্ত্র;—

"ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্"।

মধ্বভাষ্য—তত্রাহাগ্রে অগ্নিনামকম্। অগ্রণীত্বম্ মদগ্নিত্বমিত্যগ্রে নাম তত্ত্ববেৎ। এবমেবাহ ভগবান্ নিরুক্তিং বাদরায়ণঃ। যথৈবাগ্ন্যাদয়ঃ শব্দাঃ প্রবর্ত্তন্তে জনার্দ্দনে। তথা নিরুক্তিং বক্ষ্যামঃ জ্ঞানিনাং জ্ঞানসিদ্ধয়ে। ইতি তেনাগ্নিশব্দোঽয়মগ্র এবাভিপূজ্যতাম্। অগ্রত্বমগ্রনেতৃত্ব-মত্তিমঙ্গাঙ্গনেতৃতাম্। আহুতং স্তৌম্যশেষস্য পূর্ব্বমেব হিতং প্রভুম্। ঋত্বিঙ্গিয়ামকত্বেন যজ্ঞানামৃত্বিজং সদা। দ্যোতনাদ্বিজয়াৎ কান্ত্যা স্তুত্যা ব্যবহৃতেরপি; গত্যা রত্যা চ দেবাখ্যং হোতৃসংস্থং বিশেষতঃ। অগ্নিসংস্থেন রূপেণ যতোঽগ্নিহোতৃদেবতা। ইন্দ্রিয়াগ্নিষু চার্থানাং যদ্ধোতা হোতৃনামকং। রতিধারকোত্তমত্বাৎ স রত্নধাতম ঈরিতঃ।

উপরি উক্ত ঋকের অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা—যজ্ঞস্য (নাম-যজ্ঞস্য), পুরোহিতং (অভীষ্টসম্পাদকং) ঋত্বিজং (ঋতৌ ঋতৌ

প্রত্যুৎপত্তিকালং সংসারং যজতি সঙ্গতং করোতি যঃ তাং) হোতারং (প্রপন্নানাং আহ্বাতারং) রত্নধাতমং (সর্ব্বকর্ম্মফলরূপাণাং রত্নানাং অতিশয়েন ধারয়িতারং পালয়িতারং) দেবং (অপ্রাকৃত-ক্রীড়ায়াং মোদমানং নিরতিশয়ং দীপ্তিমন্তং) অগ্নিং (অগ্রং নয়তি নীয়তে ইতি বা তং সর্ব্বেষাং অগ্রবর্ত্তিনং পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনং চ শ্রীনন্দনন্দনং) ঈলে। ঈড়ে শব্দযাথার্থ্যনির্ণয়পুরঃ স্তৌমি।।

যজুর্ব্বেদ সংহিতার ১ম অঃ ১ মন্ত্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তই কীর্ত্তন করিতেছেন, যথা—

"ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে। আপ্যায়ধ্বমঘ্ন্যা ইন্দ্রায় ভাগং প্রজাবতীরনমীবা অযক্ষ্মা মা বঃ স্তেন ঈশত। মাঘশংসো ধ্রুবা অস্মিন্ গোপতৌ স্যাৎ বহ্বী যজমানস্য পশূন্ পাহি।"

উক্ত মন্ত্রের অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা—(হে গোপেশ্বর), সবিতা (সর্ব্বজগৎপ্রসবিতা) দেবঃ (নিরতিশয়কান্তিযুক্তঃ) ত্বা (ত্বাম) ইষে (অন্নার্থম্) উর্জ্জে (কার্ত্তিকে মাসি) শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে (গোবর্দ্ধনযাগং কর্ত্তুং) প্রার্পয়তু (প্রকৃষ্টতয়া সংযোজয়তু)। ইন্দ্রায় (ইন্দ্রম্ উদ্দিশ্য) ভাগং মা আপ্যায়ধ্বং (মা বর্দ্ধয়ধ্বং যূয়ং ইতি শেষঃ)। অস্মিন্ গোপতৌ (গোবর্দ্ধনে পূজিতে সতি) বঃ (যুষ্মাকং গাবঃ) অঘ্ন্যাঃ (বর্দ্ধয়িতুমর্হাঃ হন্তুমনর্হাঃ) প্রজাবতীঃ (বহুপত্যাঃ) অনমীবা (অমীবা ব্যাধি তদ্রহিতাঃ কৃমিদুষ্টত্বাদিক্ষুদ্ররোগরহিতাঃ ইতি ভাবঃ) অযক্ষ্মাঃ (যক্ষ্মা রোগরাজঃ তদ্রহিতাঃ প্রবলতর-রোগশূন্যাঃ ইতি ভাবঃ, ভবিষ্যন্তি ইতি শেষঃ)। (তথা) স্তেনঃ (চৌরঃ) মা ঈশত (সমর্থঃ মা ভূৎ) অঘশংসঃ (অঘেন তীব্রপাপেন ভক্ষণাদিনা শংসঃ ঘাতকঃ ব্যাঘ্রাদিঃ অপি হিংসকঃ মা ভূৎ)। হে বৎসাঃ (যূয়ং বায়বঃ মাতৃভ্যঃ সকাশাৎ অন্যত্র গন্তারঃ) স্থ (ভবথ)। ধ্রুবাঃ (শাশ্বতিকাঃ) বহ্বীঃ (বহুবিধাঃ পূজাদিকাঃ) স্যাৎ (স্যুঃ, ভবেয়ুঃ)। (হে গোপতে) যজমানস্য (গোপরাজস্য) পশূন্ (গোবৎসাদীন্) পাহি (সম্যক্ রক্ষ)। (এতেন ভগবদপরোক্ষানুভবসাধনস্য মায়াত্যজনস্য কর্ত্তব্যত্বমুপদিষ্টম্

সামবেদ-সংহিতার ১ প্রঃ ১ অঃ ১ মন্ত্র 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত' গান করিতেছেন,—

ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নি হোতা সৎসি বর্হিষি।"

উক্ত মন্ত্রের অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা— (হে) অগ্নে (গোপীজনবল্লভ !) বীতয়ে (অস্মদত্তান্নগ্রহণায়) হব্যদাতয়ে (প্রপন্নেভ্যঃ স্ব-প্রসাদরূপস্য হবিষঃ প্রদানায় চ) আয়াহি (প্রত্যাগচ্ছ)। (তথা আগত্য চ) গৃণানঃ (অস্মাভিঃ স্তূয়মানঃ সন্) হোতা (প্রপন্নানাং আহ্বাতা ত্বম্) বর্হিষি (আস্তীর্ণেষু মদ্‌বৃন্দাবনস্থেষু কুশেষু) নিষৎসি (নিষীদ)। (এতেন সাধনমুক্তম্)।

অথর্ব্ববেদের ১ অ, ১ প, মন্ত্র ৩ প্রয়োজনকীর্ত্তনমুখে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিতেছেন,—

ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ।"

উক্ত মন্ত্রের অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা দেবীঃ (দেব্যঃ) আপঃ (চরণামৃতরূপাঃ অধরামৃতরূপাঃ বা) অভীষ্টয়ে (অভিলষিতায়) পীতয়ে (পানায়) ভবন্তু, নঃ (অস্মাকং) শম্ (কল্যাণং ভবন্তু), নঃ (অস্মাকং) শংযোঃ (যোগায় চ) অভিস্রবন্তু (অভিগচ্ছন্তু)। (এতেন ফলমুক্তম্)॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠে

শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের

অভিষেক-দর্শনে

আর্য্য ঋষিদের পুণ্যতম ভূমি
প্রাচ্য মহাদ্বীপ ভারতবর্ষ।
তার মাঝে শ্রেষ্ঠ শ্রীগৌড়মণ্ডল
যার খ্যাতি, জুড়ি নিখিল বিশ্ব॥
শ্রীগৌড়মণ্ডলে নদীয়া নগরী
জনম লভিলা যথা গৌরহরি।
শ্রীগোকুলধাম মায়াপুর নাম
যোগপীঠ ধাম নয়নে সে হেরি॥
ফাল্গুনী পূর্ণিমা কিবা মধুরিমা
প্রভু জন্মতিথি-দিবস ধরি।
গিয়াছিনু সবে মহামহোৎসবে
শ্রীশচীমাতার অঙ্গনোপরি॥

গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীপ্রিয়া সনে
পঞ্চতত্ত্ব আর শ্রীরাধামাধব।
মিশ্র শচীমাতা শ্রীগোকাঠাকুর
হেরি পুলকিত, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব॥

নৃসিংহ-মন্দিরে লক্ষ্মী নরসিংহ
গৌরগদাধর শোভিত কিবা।
নাম-সংকীর্ত্তন শ্রীমহাপ্রসাদ
বিলাইছে জীব নিশীথ দিবা।

প্রভু জন্মদিন পরদিনে সবে
অভিষেক জানি চৈতন্যমঠে
চলিনু হেরিতে প্রভু অভিষেক
শ্রীব্রজ-পত্তনে শ্রীবিদ্যাপীঠে

অপূর্ব্ব মন্দির ঊনবিংশ চূড়া
রজত কলসে উজ্জ্বল আভা,
প্রণব-অঙ্কিত পতাকা সমূহ
প্রতি চূড়া শিরে পেয়েছে শোভা।

অষ্টোত্তর শত নব পূর্ণ কুম্ভ
মন্দির চৌদিকে হয় স্থাপিত,
নানা বাদ্য বাজে মৃদঙ্গ মন্দিরা
নাম-সংকীর্ত্তনে হ'রিছে চিত।

শ্রীগুরুগোরাঙ্গ গিরিবরধর
গান্ধর্ব্বিকা সনে মন্দির মাঝে,
অপূর্ব্ব সজ্জায় হইয়া সজ্জিত
রত্ন-সিংহাসনে কিবা বিরাজে।

ব্রজের দুলাল ব্রজবন হ'তে
কে আনিল আজি চৈতন্যমঠে,
শ্রীচৈতন্যমঠ রাধাকুণ্ড-তট
কে জাগাল ভক্ত হৃদয়-পটে।

জীবের দুর্গতি দেখিয়া অপার
হরি-নিজ-জন আচার্য্য ওই,
নিজ প্রেম বলে শ্রীগৌড়মণ্ডলে
ব্রজের দুলালে আনিল সেই।

সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী কান্তা-শিরোমণি
বঙ্গবাসিগণ-দর্শন-তরে,
রতন-মন্দিরে গিরিধর-সনে
কৃতার্থ করিল স্থাপিত ক'রে।

আপনি আচার্য্য প্রভু সরস্বতী
বেদমন্ত্র পড়ি দিলা আহুতি,
হবির্ভুক লোল জিহ্বা বিস্তারি
গ্রহণ করিলা সত্বর অতি।

'স্বাহা' 'স্বধা' শব্দে দিগন্ত পূরিত
সর্ব্বতীর্থ জলে প্লাবিত দিক,
কীর্ত্তন মুখেতে ভক্তগণ সবে
নাচিল উল্লাসে গাহিল পিক।

স্থাবর জঙ্গম প্রফুল্লিত হোল
প্রভু-অভিষেক দর্শন করি,
শিষ্যগণ সাথে আচার্য্য প্রবর
দিলা পুষ্পাঞ্জলি, পদেতে হেরি।

"অবিস্মৃতিঃ-কৃষ্ণ পদারবিন্দয়োঃ"
স্বীয় আচরণে প্রচার করি।
ভাগবত-উক্তি এই শ্লোকসার
জগৎ-জীবেরে দেখাল ধরি!

জয় প্রভু জয় পরমহংসবর
গৌরপ্রিয়জন দয়াল তুমি,
গান্ধর্ব্বিকা হরি প্রতিষ্ঠিত করি
করিলা গো ধন্য এ গৌড়ভূমি।

ত্রিতাপে জ্বরিত হৃদয় যাহার
তব পদতল আশ্রয় করি,
পাবে নামামৃত অশোক অভয়
শান্তি পাবে সদা শ্রীনামস্মরি।

বৈষ্ণব ঠাকুর তোমার ঐশ্বর্য্য
পরহিত তরে কেবল জানি,
পাপী তাপী জীবে দিয়া হরিনাম
করিছ উদ্ধার চরণে আনি।

জিহ্বার লালসা ঘুচাবার তরে
শ্রীমহাপ্রসাদ করিছ দান,
গৌর-কৃষ্ণ নাম প্রচারের তরে
ঢালিয়া দিয়াছ আপন প্রাণ।

এই চাহি দেব তব আনুগত্যে
সদা কৃষ্ণনাম করিব গান,
নাহি চাহি জ্ঞান নাহি চাহি কর্ম্ম
বিমলা ভকতি করহ দান।

ভকতিবিনোদ গুরুদেব মোর
যে আদেশ দিলা, শিরেতে ধরি,
গৌর-নামামৃত সেই সুধাপান
অকৈতবে যেন সদাই স্মরি।
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ আর গান্ধর্ব্বিকা
গিরিধর-পদ-কমল প্রতি,
থাকে যেন মতি মায়াতে ভুলিয়া
নহি বিস্মরণ দিও শকতি।

৪ নং কৌকলেন, কলিকাতা, } শ্রীমতী শ্যামসরোজিনী
১৩ই চৈত্র, ১৩৩৩

বালিয়াটীর পত্রের উত্তর

বালিয়াটীর বেনামী-পত্র-লেখকগণের স্বরূপ কি? তাঁহারা কি 'কর্ম্মী' অথবা 'ভক্ত'? যদি তাঁহারা কর্ম্মি-বিষয়ী হন, তাহা হইলে তাঁহারা অপর কর্ম্মি-বিষয়ী বা ভক্তরূপ প্রচ্ছন্ন কর্ম্মি-সম্প্রদায়ের কার্য্যকলাপ মাত্র মাপিয়া লইতে পারিবেন; কিন্তু তাঁহাদের শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ের অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ-বস্তুকে মাপিয়া লইবার সামর্থ্য নাই। কারণ পঞ্চহস্ত পরিমিত রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ বলীবর্দ্দ সহস্র যোজন দূরের নবতৃণাঙ্কুর ভক্ষণ করিতে পারে না। এই পরম সত্য বাক্যটী তাঁহাদের ধারণার বহির্ভূত এবং তাঁহাদের নিকট অত্যাশ্চর্য্য বা নূতন বোধ হইলেও সমগ্র সাত্বত শাস্ত্র ইহাই তারস্বরে কীর্ত্তন করেন। সংস্কৃত শাস্ত্রের বচন উদ্ধার করিলে তাঁহারা না বুঝিতে পারেন, কিন্তু বঙ্গভাষায় লিখিত শ্রীচৈতন্যভাগবতে অতি সরলভাবে এই কথাটী লিপিবদ্ধ আছে,—

'বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।'
'বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।।'

এই সকল শ্রুতিকে যদি তাঁহারা কর্ম্মীর ধারণানুসারে অতিরঞ্জিত মনে না করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহারা যদি মানুষের মধ্যে বিজ্ঞ মনুষ্যও হন, কিংবা না দেবতাও হন, তথাপি তাঁহাদের অতীন্দ্রিয় বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা মাপিবার সামর্থ্য নাই।

আর যদি তাঁহারা বলেন যে, আমরা 'ভক্ত', তাহাও তাঁহাদের পত্রের ভঙ্গী দেখিয়া যে কোন ভক্তিরাজ্যে অল্পপ্রবিষ্ট ব্যক্তিও তাঁহাদের আত্মসম্ভাবিত বাক্যের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। তাহার এক একটী কারণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। (১) প্রথমতঃ তাঁহাদের কথা এই যে, স্বতন্ত্রেচ্ছ ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্ত কেন তাহাদের থানাবাড়ীর রাইয়ত বা বাগানের বেতনভোগী মালীর ন্যায় তাঁহাদের আহ্বান স্বীকার করেন না! কর্ম্মিবিষয়ি-গণের হৃদয়ে এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি সঞ্চিত থাকিলেও ভগবান্ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু ভগবদ্ভক্ত কিন্তু রাজহস্তীর পশ্চাতে সারমেয়ের চীৎকারের ন্যায় তাঁহাদের ঐরূপ বৃথা চীৎকারে সহিষ্ণুতাধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না। কারণ তাঁহারা কুবিষয়ে প্রমত্ত নহেন, পরন্তু একমাত্র সুবিষয় শ্রীকৃষ্ণেই অনুরক্ত।

বেনামী-পত্র-লেখকগণ লিখিয়াছেন, তাঁহারা 'গৌড়ীয়' পাঠ করেন, কিন্তু তাঁহাদের স্বরূপ ও হৃদ্গত ভাব তাঁহাদের বাক্যদ্বারা যেরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে মনে হয় তাহারা বৈকুণ্ঠ-বস্তু গৌড়ীয়ের নিকট হইতে অসংখ্য যোজন দূরে দেবীধামের কোন কুবিষয়-গর্ত্তে পতিত থাকিয়া বিরজা ব্রহ্মলোকের অতীত পরব্যোমস্থ বস্তুর সমালোচনা করিবার ধৃষ্টতা করিতেছেন। যদি কখনও একখানা 'গৌড়ীয়' ও তাঁহারা পাঠ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের এইরূপ বিপর্য্যয়-বুদ্ধি হইত না অথবা—'ভাগবত পড়িয়াও করে বুদ্ধি নাশ।' (শ্রীচৈতন্যভাগবত)। তাঁহারা গত সপ্তাহের শ্রীপত্রের 'রূপদর্শন' প্রবন্ধে উপরিচরবসু ও দেবগুরু বৃহস্পতির উপাখ্যান পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন যে ভগবান্ বিষ্ণু দেব-গুরু বৃহস্পতিকে ত্যাগ করিয়া মহারাজ উপরিচরবসুর প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন। ইহার কারণ কি? ভগবানের এইরূপ পক্ষপাতিত্ব কেন? কর্ম্মি-বিষয়িগণ ইহা বুঝিতে পারিবেন না, তাঁহারা মনে করিবেন ভগবান্ বোধ হয় উপরিচরবসুকে রাজা ও অর্থশালী মনে করিয়া তাঁহার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিয়াছিলেন! ভগবান্ কিন্তু ঐসকল কর্ম্মি-বিষয়ী প্রভৃতি অদৈব ব্যক্তি-গণকে মোহন করিয়া চিরকালই ঐরূপ ভক্ত-পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেন। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভগবানের ভক্ত-পক্ষ-পাতিত্বরূপ একটী অচিন্ত্য স্বভাব তাঁহার পক্ষে 'দূষণ' না হইয়া পরম ভূষণ স্বরূপে শোভা পাইতেছেন। দেব-গুরু

বৃহস্পতি মনে করিয়াছিলেন,—আমার কি ভক্তি কম? আমি ভগবানের উদ্দেশ্যে কত স্তবাকবা রচনা করিয়াছি, আসন প্রস্তুত করিয়াছি, বহু অর্থব্যয়ে বহু আয়াসে যজ্ঞ-বেদী নির্ম্মাণ করাইয়াছি, বহু যজ্ঞ-সম্ভার আহরণ করিয়াছি, বহু মন্ত্র পাঠ করিয়াছি, কিন্তু আমার নিকট ভগবান্ না আসিয়া আমার শিষ্য উপরিচরের প্রতি তিনি কেন পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিলেন? দুর্য্যোধন মনে করিয়াছিলেন—কৃষ্ণ আমার পক্ষাবলম্বন বা আমার গৃহে আগমন না করিয়া কেনই বা পাণ্ডবগণের পক্ষ সমর্থন এবং সর্ব্বদা পাণ্ডবগণের গৃহেই অবস্থান করেন?

(২) বেনামী-পত্র-লেখকগণ বলেন—'চক্ষে না দেখিলে কেবল কর্ণে শুনিয়া সব সময় সমস্ত কথা বিশ্বাস হইতে চায় না।' এইরূপ উক্তি কর্ম্মি-বিষয়ী ও নাস্তিকগণের মুখে শোভনীয় বটে। শাস্ত্রে গোলোক বৈকুণ্ঠাদি ধামের বহু মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্য ও তথায় নিত্য মহোৎসবাদির কথা শ্রুত হয় এবং ভক্তগণকর্ত্তৃক তাহা প্রত্যক্ষীকৃত কিন্তু কোন নাস্তিক কর্ম্মী যদি বলেন,—চক্ষে না দেখিলে কেবল কর্ণে শুনিয়া ঐ সমস্ত কথা বিশ্বাস হয় না, তাহা হইলে কি গোলোক বৈকুণ্ঠের বা তথাকার নিত্য যাত্রা মহোৎসবের বস্তুসত্তাগত অধিষ্ঠান নাই মনে করিতে হইবে? বালিয়াটী গ্রামের চিজ্জড়সমন্বয়বাদি কর্ম্মিদলের সঙ্গক্রমে এইরূপ চিন্তা-স্রোত বেনামী-পত্র-লেখকগণের হৃদয় অধিকার করিয়া থাকিবে।

কর্ম্মি-বিষয়ী ভগবৎসেবা তাৎপর্য্যময়-যাত্রা-মহোৎসবকে 'ধুমধাম' মনে করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, 'ভগবৎসেবা-প্রতিষ্ঠা বা কীর্ত্তন-মহোৎসবাদি' বিষহরিপূজা, 'পুত্তল-বিবাহ', 'পুত্রকন্যার বিবাহ', বন্যা-দুর্ভিক্ষ-নিবারণ-চেষ্টা কিংবা দাতব্য চিকিৎসালয়-প্রতিষ্ঠা বা তৌর্য্যত্রিকাদি ব্যসনের ন্যায় উদরম্ভর নহে। প্রমাণ-স্বরূপ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত দ্রষ্টব্য।

(৪) বালিয়াটীতে কয়েকবারই শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভায় উপযুক্ত প্রচারকবর্গ শুভাগমন করিয়া হরিকথা-প্রচার করিয়াছেন। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেকভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশঅরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার অন্যতম সম্পাদক গৌড়ীয় সম্পাদক-সঙ্ঘপতি নিত্যানন্দান্বয় পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, শ্রীমদ্ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন, শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ এবং বহু ব্রহ্মচারী ও ভক্ত তথায় শুভাগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মুখনিঃসৃত প্রোজ্ঝিত-কৈতব সত্য কথা শুনিবার ফলে বহুবিধ অনর্থ যথা,—কনককামিনী-প্রতিষ্ঠাসক্তি, দেহের নানাবিধ সুখস্বাচ্ছন্দ্য, মুখরোচক অমেধ্য দ্রব্যভক্ষণ, কলিসঞ্চর—তামাক, পান, স্বর্ণ, স্ত্রীসঙ্গা-সক্তি প্রভৃতি ত্যাগ করিবার ভয় পরিহার করিয়া কয়জন বালিয়াটীর বেনামি পত্র-লেখক সত্য পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহার একটী তালিকা প্রদান করিবার পূর্ব্বে শুধু কেবল 'ভগবৎসেবক বৈষ্ণব কেন আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের জ্বালানি কাষ্ঠ হন না',—এইরূপ অবৈধ আবদার করা বৈষ্ণব-চরণে অপরাধ-সঞ্চয় করা মাত্র। একবার বৈষ্ণবাপরাধ বীজ অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ করিলে তাহা ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত উপনীত হইবে।

"গুরু উপেক্ষা কৈলে ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়॥"
(চৈঃ চঃ অ ৮।৯৭)

"কোটি গঙ্গাস্নানে তার নাহিক নিস্তার।
গঙ্গা হরিনামে তারে করিবে সংহার॥"
(চৈঃ ভাঃ ম ১০।৩০)

কর্ম্মীর কোন চেষ্টা বৈষ্ণবাপরাধীকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

(৫) কর্ম্মীর কার্য্য বিষয়ীর চক্ষে আদরের হইতে পারে, কারণ কুবিষয়ী সর্ব্বদা অসৎকার্য্য ও কেবলমাত্র স্ত্রী-পুত্র-গৃহ-দেহ প্রভৃতি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ বস্তুতে অভিনিবিষ্ট। সৎকর্ম্মী ঐরূপ বিষয়ীর সঙ্কীর্ণতা হইতে একটু মাত্র ছুটি লাভ করিয়াছেন, সুতরাং কর্ম্মী অতি সহজেই বিষয়ীর ধুর বহন করিয়া বিষয়ি-সমাজে 'বাহাদুর' ও বহুমানিত হইতে পারেন। কর্ম্মী, বিষয়ীর মুদ্দাফরাসের কার্য্য করে, বিষয়ীর পুত্র-পৌত্র-গণকে পরবর্ত্তিকালে বিষয়ী বা নাস্তিক হইবার জন্য লেখা-পড়া শিখাইয়া মানুষ করে; সুতরাং বিষয়ী স্বভাবতঃই কর্ম্মীকে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধন জানিয়া তাহার কার্য্য-কলাপের আদর করিয়া থাকে এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাকেই

সমর্থন করিতে চায়। অতএব বিষয়ীর সহিত কর্ম্মীর বন্ধুত্ব স্বাভাবিক। কিন্তু শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ কখনও কোন বিষয়ী বা কর্ম্মীর ভোগায় ভুলিয়া জড়ান্ধ বিচারের অধীন হন না, তাঁহারা ধর্ম্মাবরণে বিষয়ীর অন্ন অর্থাৎ বিষয়ীর পরিত্যক্ত মল গ্রহণ করেন না। তাঁহারা বিষয়ীর কুবিচার ও সম্পুষ্ট কুবিষয় নষ্ট করিবার জন্য এবং তাহার জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সুকৃতি উৎপাদনের জন্য বিষয়ীর নিকট গচ্ছিত মাধবের অর্থ—যাহা বিষয়ী অবৈধভাবে তাহার স্বোপার্জ্জিত বা বংশ-পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত সুতরাং 'নিজস্ব ভোগ্য' বলিয়া দাবী করেন,—সেই অর্থ স্বয়ং গ্রহণ ও ভোগ না করিয়া মাধবের সেবার্থই নিজ-গ্রহণ-রূপ ছলনা প্রদর্শন করেন। কর্ম্মীর ন্যায় প্রতিগ্রহরূপ নিজেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য কখনও গ্রহণ করেন না। কিন্তু যাহাদের কপাল মন্দ তাহারা মনে করেন যে, 'ভক্তি' ও 'কর্ম্ম' যখন বাহ্যাকারে দেখিতে উভয়ই এক, তখন ভক্তিচেষ্টা ও কর্ম্মচেষ্টায় কোন পার্থক্য নাই। যাহারা 'কায়মনোবাক্য, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি যথাসর্ব্বস্ব দ্বারা হরিসেবা করাই জীবের নিত্য ধর্ম্ম' শ্রীমদ্ভাগবতের এই বাণী বিশ্বাস করেন না, তাহারাই মনে করেন জড়স্বার্থহীন-দয়ার্দ্র ভক্ত হইতে স্বার্থপর, ফলাবটীপর কর্ম্মীই শ্রেষ্ঠ; কিংবা ভক্তের চেষ্টা ও ভক্তব্রুব, ব্যবসায়ী, কথক পাঠকের চেষ্টা সমজাতীয়া। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত, পুত্রের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহপরায়ণা গর্ভধারিণী জননীর চেষ্টা আর দেখিতে জননীর আকৃতি কিংবা তাহা অপেক্ষাও অধিকতর কৃত্রিম-স্নেহ-প্রদর্শনকারিণী বাল-ঘাতিনী পুতনারচেষ্টা সমজাতীয়া নহে।

(৬) কর্ম্মীর সেবাশ্রম বিষয়ীর সেবা বা ইন্দ্রিয়তর্পণের আলয় বলিয়া তাহা বিষয়ীর বিচারে শুদ্ধভক্তিমঠাদি কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর নির্গুণ স্থান হইতে শ্রেষ্ঠ। কেবল, বৈষ্ণবব্রুব মর্কটবৈরাগী প্রভৃতির আখড়া হইতে শুদ্ধ বৈষ্ণববরের অনুগত সদাচারী ভক্তদ্বারা সেবিত শ্রীমন্দিরের পার্থক্য আছে। প্রথমোক্ত স্থানে শ্রীবিগ্রহ উপবাসী থাকেন, কারণ শ্রীগীতায় ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন যে ভক্তের উপহৃত বস্তু ব্যতীত অভক্তের দ্রব্য তিনি গ্রহণ করেন না। যে আখড়া বা মন্দির শুদ্ধ কৃষ্ণসেবালয়ের পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র সেবাপরাধের আগার, যথায় গ্রাম্যকথা, স্ত্রীসঙ্গ, তামাক, পান, গাঁজা, তাস, পাশা, দাবাখেলা প্রভৃতি অসৎ কার্য্য হইয়া থাকে, সেই স্থান কলি বা মায়ার স্থান, সেই স্থানে কৃষ্ণ নাই। সুতরাং যাহারা ঐরূপ সেবাপরাধের সাহায্য করিয়াছেন বা করেন, তাহারাও পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সেই সেবাপরাধের ভাগী হন। আর যে স্থানে শুদ্ধভাবে ঠাকুর সেবা হয়, সেই স্থানে যে কোন প্রকারে আনুকূল্যকারি-ব্যক্তিগণ হরিসেবার ফলে দায়ভাক্ হইয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহাদেরও তদ্দ্বারা মঙ্গলোদয় হয়। তবে কোন প্রকারে বৈষ্ণবে প্রাকৃত বুদ্ধি বা বৈষ্ণব-চরণে অপরাধ ঘটিলে আর মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। কারণ 'সেবাপরাধ' কৃষ্ণ ক্ষমা করেন, কিন্তু কৃষ্ণ, নিজে বৈষ্ণবাপরাধ ক্ষমা করিবার ভার রাখেন নাই। অতএব সাধারণের আখড়াবাড়ী তৌর্য্যত্রিকের 'ক্লাব' বা ইন্দ্রিয়তর্পণের 'আড্ডা' এবং শুদ্ধসেবাময় শ্রীমন্দিরে আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে। একটী কলির স্থান, আর একটী কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের স্থান।

(৭) হরিকথা-প্রচারই ভগবানের আদেশ বটে, আবার অশ্রদ্দধানে হরিনামোপদেশ অকর্ত্তব্য—ইহাও একটি ভগবানের আদেশ। যাহারা হরিকথা শুনিবার ছলনা করে, হরিকথা-কালে অন্যমনস্ক হইয়া বিষয়চিন্তা করে অর্থাৎ শ্রবণের পরে পরমোৎসাহে ভজনে প্রবৃত্ত না হইয়া ভোগে প্রমত্ত হয়, তাহাদের নিকট হরিকথা বলিবে না।

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥

(গীতা ১৮।৬৭)

তপস্যাহীন, গুরু বৈষ্ণব ও ভগবানে ভক্তিহীন, সেবা-বিমুখ এবং ভগবৎসচ্চিদানন্দ মূর্ত্তির প্রতি অসূয়াপর ব্যক্তিকে কখনও ভগবৎকথা বলিবে না।

(৮) ভাড়াটিয়ার নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণার্থ বা বৃথা বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যে অর্থ-গ্রহণ, তাহার সহিত ভগবৎ-সেবানুকূল্য স্বীকারকে সমপর্য্যায়ে গণনা করা কি বারবণিতা ও পতিপরায়ণা সতী সাধ্বী গৃহলক্ষ্মীকে তুল্যজ্ঞান করারূপ মূর্খতা নহে? গৃহলক্ষ্মীকে বারবণিতার সহিত সমান মনে করিলে ঐরূপ সমন্বয়কারীর প্রকারান্তরে পরমপূজ্যা জননীকেও বারবণিতা-শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

(৯) শাস্ত্রে 'কর্ম্মনিন্দা' আছে বলিয়া যেরূপ 'দুর্গম-সঙ্গমনী'তে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু ভজনীয়-পরিচর্য্যাদি ভক্তিসেবানুকূল কার্য্যকে কর্ম্মের অন্তর্গত ত্যাজ্য বস্তু বিচার

করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তদ্রূপ ভাড়াটিয়ার অর্থগ্রহ তাদৃশ অপরাধময় কর্ম্ম অত্যন্ত নিন্দনীয় বলিয়া ভক্তের স্পষ্টভাবে পৃথিবীর সর্ব্বত্র নামকীর্ত্তন-প্রচারার্থ অধিক পরিমাণে আনুকূল্য-সংগ্রহ কখনও ত্যজ্য বা নিন্দনীয় নহে; পরন্তু শ্লাঘ্য। কারণ চিজ্জগতের হেয় বিকৃত প্রতিফলিত রাজ্যে যে জিনিষটী ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাতজন্য যত 'হেয়' বলিয়া প্রতিভাত, চিজ্জগতে সেই জিনিষটী সেই পরিমাণে অধোক্ষজ-সেবাসম্বন্ধী বলিয়া উপাদেয়। যেমন এজগতে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-গেহ-দেহের প্রতি আসক্তি অত্যন্ত 'হেয়' বলিয়া নিন্দনীয়, কিন্তু সেই আসক্তিই আবার বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে হইলে অত্যন্ত উপাদেয়। প্রাকৃত জগতের পরপুরুষের প্রতি পরস্ত্রীর কাম অত্যন্ত ঘৃণ্য, কিন্তু চিজ্জগতে একমাত্র পুরুষের প্রতি গোপরামাগণের কাম উদ্ধবাদির ন্যায় মহাভাগবতগণেরও শ্লাঘ্য। ভিক্ষাবৃত্তিকে 'সারমেয়বৃত্তি' বলা হয়, কিন্তু উহাই আবার ব্রাহ্মণের পক্ষে 'সাত্ত্বিক বৃত্তি', হরিসেবাপরায়ণ বৈষ্ণবের পক্ষে 'নির্গুণবৃত্তি', আর মর্কটবৈরাগীর পক্ষে তমোবৃত্তি।

(১০) যে স্থানে ভগবৎ-সেবানুকূল্য প্রচুর পরিমাণে সম্ভব, সেই স্থানে সেবানুকূল্য আহরণার্থ গমন ভগবৎ-সেবালৌল্য ও ভগবৎ সেবানিষ্ঠারই পরিচায়ক। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে একটী দৃষ্টান্ত আছে। মধুমক্ষিকাগণ বহু পরিশ্রমপূর্ব্বক মধু-আহরণ ও সঞ্চয় করিয়া থাকে। পাছে কেহ আসিয়া উহাদের বহু কষ্টে উপার্জ্জিত এবং ভোগ্য মধু গ্রহণ করে তজ্জন্য উহারা সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া থাকে। কিন্তু মধুহা অর্থাৎ মধুসংগ্রহকারি-ব্যক্তিগণ কোথায় ভাল ভাল মধুচক্র আছে; তাহার সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং যে স্থানে অধিক পরিমাণে মধু পাওয়া যাইতে পারে, সেই স্থানে গমন করিয়া মধুমক্ষিকাকর্তৃক বহু যত্নে সঞ্চিত মধুসকল গ্রহণ করিয়া থাকে। মধুমক্ষিকাগণ তাহাতে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়, কিন্তু মধুহাগণ ঐ সকল মধুমক্ষিকাগণকে বৃথা সঞ্চয় বা ভোগ করিতে না দিয়া, এমন কি মধুমক্ষিকাগণকে সপরিবারে তাহাদের স্বোপার্জ্জিত ও ন্যায্য প্রাপ্য বস্তু হইতে বঞ্চিত করিয়া সেই মধু গ্রহণ করে। সেই মধু ভগবানের পূজাদি কার্য্যে প্রযুক্ত এবং হরিজনের ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হইয়া বহু লোকের উপকার সাধন করে। তদ্রূপ বহু কষ্টে উপার্জ্জিত বিত্তদ্বারা বিষয়সুখভোগ করিতে অভিলাষী গৃহমেধিগণের ভোগসকল যতি অর্থাৎ সন্ন্যাসিগণ মধু-সংগ্রহকারীর ন্যায় তাহাদের ভোগ করিবার অগ্রেই গ্রহণ করিয়া থাকেন—

"ন দেয়ং নোপভোগ্যঞ্চ লুব্ধৈর্যদ্দুঃখসঞ্চিতম্।
ভুঙ্‌ক্তে তদপি তচ্চান্যো মধুহেবার্থবিন্মধু॥
সুদুঃখোপার্জ্জিতৈর্বিত্তৈরাশাসানাং গৃহাশিষঃ।
মধুহেবাগ্রতো ভুঙ্‌ক্তে যতির্বৈ গৃহমেধিনাম্॥"
ভাঃ ১১।৮।১৫, ১৬

অর্থাৎ লুব্ধবিষয়িব্যক্তিগণ অপরকে না দিয়া এবং নিজেও ভোগ না করিয়া যে ধন দুঃখে সঞ্চয় করিয়া থাকে, তাহা অন্যে ভোগ করিয়া থাকে। মধু-সংগ্রহকারিব্যক্তি যেমন মধুমক্ষিকাকর্তৃক সঞ্চিত মধু গ্রহণ করে, তদ্রূপ অর্থবেত্তা ব্যক্তিগণও সেই লুব্ধের সঞ্চিত ধন গ্রহণ করিয়া থাকে। অতিশয় কষ্টে অর্জ্জিত বিত্তদ্বারা বিষয়-সুখভোগে অভিলাষি-গৃহমেধিগণের সঙ্কলিত ভোগ্য বস্তুসমূহ যতিগণ মধু-সংগ্রহকারীর ন্যায় অগ্রেই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-পাঠে জানা যায় যে, কোন এক বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী হাড়াই ওঝা ও পদ্মাবতীর প্রাণধন, বালক-শিরোমণি শ্রীনিত্যানন্দকে—যে পুত্রকে তাঁহারা তাঁহাদের স্নেহামৃতে এতদিন পালন করিয়া বর্দ্ধন করিয়াছেন, যে পুত্র তাঁহাদের নয়নের তারা, যে পুত্র তাঁহাদের ভবিষ্যতের আশা-ভরসার একমাত্র সম্বল, যে পুত্র সৌন্দর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে অসমোর্দ্ধ—সেই নিত্যানন্দকে তাঁহার পিতামাতার নিকট হইতে পিতামাতার হৃদয়ে দুঃখ-সন্তাপ প্রদান করিয়া ভিক্ষা-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী-বিষয়ী কর্ম্মীর বিচারে অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য করিলেও প্রকৃত-পক্ষে পরম বৈষ্ণবোচিত কার্য্যই করিয়াছেন। কারণ তিনি এইরূপ উদাহরণের দ্বারা দেখাইলেন যে, জনক-জননী কেবলমাত্র নিজ-সুখের জন্য বালককে লালন-পালন করিয়া বড় করেন, কিন্তু কৃষ্ণ-সেবাভিজ্ঞ বৈষ্ণবগণ সেই পিতামাতার উপযুক্ত পুত্রকে উপযুক্ত কালে গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা জগতে হরিভক্তি প্রচারপূর্ব্বক জগতের নিত্য কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন। সেবা-চতুর বৈষ্ণবগণ প্রাকৃত জনক-জননীর উপর বালকের শৈশবাবস্থায় লালন-পালন-ভার প্রদান করেন, অর্থাৎ তাহাদের দ্বারা লালিত-পালিত হইয়া পরে যখন ঐ বালক সেবার উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হন, সেই সময় মধু-সংগ্রহ-

কারীর মধু-মক্ষিকাগণের দ্বারা সঞ্চিতমধু-গ্রহণের ন্যায় সেই কৃষ্ণের নিত্য সেবককে তাহার পিতামাতা-অভিমানকারী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া থাকেন। জগতের সভ্যসমাজ বৈজ্ঞানিক উন্নতি, কৃষি-বাণিজ্যের উন্নতি, শিল্পের উন্নতি প্রভৃতি যে সকল বহু যত্ন ও গবেষণার ফলে সম্পন্ন করিয়াছেন, সেই সকল পরিশ্রমের সমগ্র ফলটী কৃষ্ণসেবা-চতুর বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন; অর্থাৎ যাহাদের ইতর বিষয়ে প্রবৃত্তি রহিয়াছে, সেই সকল ব্যক্তিগণের উপর ইতর কার্য্যের ভার ন্যস্ত করিয়া কেবলমাত্র সেই কার্য্যের সুফলটী-দ্বারা কৃষ্ণসেবাভিজ্ঞ বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। ইহাদ্বারা পরোক্ষভাবে সেই সকল যত্নকারিব্যক্তিগণেরও মঙ্গল করা হয় অর্থাৎ যে পিতামাতা এত যত্ন করিয়া, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া—না খাইয়া,না পরিয়া পুত্রকে মানুষ করিয়াছিল, কিংবা বিষয়ী বহু কষ্টে যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল, কিংবা বৈজ্ঞানিক, শিল্পী যে গবেষণা-পরিশ্রম-সহকারে নানাবিধ অভিনব বস্তুর আবিষ্কার করিয়াছিল, সেই সমস্ত যত্নের ফলটী সমস্ত বস্তুর মালিক, সমস্ত ফলের ভোক্তা, সমস্ত যজ্ঞের একমাত্র অধীশ্বর শ্রীহরিতে কৃষ্ণ-সেবাভিজ্ঞ বৈষ্ণবগণকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইলে তত্তৎ কার্য্যে যত্নকারি-ব্যক্তিগণেরও মঙ্গল হয়। পিতামাতার পুত্রের লালন-পালন সার্থক হয়, বিষয়ী বা কৃপণের অর্থসংগ্রহ করা সার্থক হয়, বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান-আলোচনা সার্থক হয়, শিল্পীর শিল্পকার্য্যের সার্থকতা হয়।

অতএব বৈষ্ণব-যতিগণ যে স্থানে অধিক পরিমাণে সেবানুকূল্য বা কৃষ্ণ-সেবা-সম্ভার লাভের সম্ভাবনা, সেই স্থানেই গমন করিবেন। যে স্থানে কৃষ্ণসেবার বস্তুর অসদ্ভাব, সেই স্থানে সেবকগণ বৃথা ভ্রমণ করিয়া কেবলমাত্র নিজের বা বিষয়ীর ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে ইচ্ছুক নহেন। যেস্থানে গমন করিলে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ অধিক পরিমাণে হয়, সেই স্থানেই তাঁহারা গমন করিয়া থাকেন। কর্ম্মী বা ফল্গুত্যাগীর ন্যায় কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-চেষ্টা ছাড়িয়া জগতের বহির্ম্মুখ বিষয়ী কর্ম্মীরনিকট প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য অপস্বার্থপর বক-ধার্ম্মিক সাজেন না।

(১১) ফল্গুত্যাগী বা প্রচ্ছন্নকর্ম্মীদের মতে 'টাকা' —'কাঁটা' 'টাকা',—'মাটির বিকার' 'কামিনী'—'বাঘিনী' ইত্যাদি। এইরূপ গল্পও শুনিতে পাওয়া যায় যে, ঐ সকল ফল্গুত্যাগিগণের কাহারও কাহারও স্বপ্নেও টাকা স্পর্শ হইলে হাত বাঁকা হইয়া যাইত। ভক্তগণ কিন্তু ঐরূপ ভক্তি-বিরোধী বুজরুগিকে কখনও আদর করেন না। তাঁহারা বলেন,—কৃষ্ণসেবার্থ যে 'টাকা', তাহা কখনও বিষয়ীর-ভোগ্য টাকা বা কাঁটা নহে। তাহা কৃষ্ণ-সেবোপকরণ, সুতরাং চিদ্বস্তু—মাটির বিকার নহে—কৃষ্ণ-ভোগের বস্তু অচিৎ নহে। বেত্র-বিষাণ-বেণু, যামুন সৈকত প্রভৃতি কর্ম্মীর ইন্দ্রিয়-তর্পণের বস্তু বা ফল্গুবৈরাগীর নিকট মাটির বিকার মনে হইতে পারে, পরন্তু তাঁহারা চিদ্বস্তু। কৃষ্ণ কামের ইন্ধনস্বরূপিণী কামিনী অর্থাৎ কৃষ্ণ-সেবাতৎপরা স্ত্রী—'বাঘিনী' নহেন। কনক বা কামিনী কিছু ঘৃণার বস্তু নহে, তাহা-দিগকে যথাযোগ্য স্থানে অর্থাৎ কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত না করাই নির্ব্বুদ্ধিতা বা ঘৃণ্য-ব্যাপার। এ বিষয়ে পাকুল্যা হরিসভার শ্রীযুক্ত কালীকুমার পোদ্দার মহাশয় যে বিচারপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা মনোযোগসহকারে পাঠ করিলে বেনামি-পত্র লেখকগণের ভ্রান্তি দূর হইতে পারে।

(১২) এক জিনিসই ব্যবহার-ভেদে নিন্দনীয় ও বন্দনীয় হইয়া থাকে। এক অগ্নিদ্বারা আমরা যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ করিতে পারি, কৃষ্ণসেবার ভোগ রন্ধন করিতে পারি, আবার উহাদ্বারা জতুগৃহ দগ্ধ করিতে পারি, যুদ্ধে বহুলোকের প্রাণ নষ্ট করিতে পারি, বৌদ্ধগণের ন্যায় বিষ্ণুপ্রতিপাদক বেদ-শাস্ত্ররাশি পোড়াইয়া দিবার চেষ্টাও দেখাইতে পারি! আনুকরণিক জাতিগোস্বামী বা ভাড়াটিয়া সম্প্রদায়ের পক্ষে যে কার্য্য নিন্দনীয়, আবার আনুসরণিক শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ের সেই কার্য্যই বন্দনীয়। যেমন বেশ্যার পক্ষে যে বেশরচনাদি কার্য্য নিন্দনীয়, আবার সতী-সাধ্বীর পক্ষে পতিসেবার জন্য সেই বেশরচনাদিই প্রশংসনীয়। 'সধবা স্ত্রী' যদি বেশরচনাদি না করে, তবে তাহাকে 'অলক্ষ্মী' বলে।

(১৩) শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু উপদেশামৃতে এবং শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যভাগবতে কর্ম্মি জ্ঞানি বিষয়ি-গণের মঙ্গলের জন্য যে সকল কথা বলিয়াছেন, সেই সকল শিক্ষা লঙ্ঘন করিবার ফলে পত্র-লেখকগণ অভক্ত কর্ম্মী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর উপদেশ এই,—যেমন গঙ্গাজলে বুদ্বুদ, ফেন, পঙ্ক প্রভৃতি দৃষ্ট হয় বলিয়া গঙ্গাজল অপবিত্র হন না, তদ্রূপ প্রাকৃত চক্ষে বৈষ্ণবের বপুগত বা স্বভাবগত দোষ দর্শন করিয়া বৈষ্ণবকে 'বড়', 'ছোট', 'সমর্থ', 'অসমর্থ'-জ্ঞান করিলে বৈষ্ণবাপরাধী

ও নামাপরাধী হইতে হয়, তাহার নিস্তার নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবতকার বলিয়াছেন,—

দেখি 'মূর্খ' 'দরিদ্র' যে সুজনেরে হাসে।
কুম্ভীপাকে যায় সেই নিজ-কর্ম্ম-দোষে॥
বৈষ্ণব চিনিতে পারে কাহার শকতি।
আছয়ে সকল সিদ্ধি দেখয়ে দুর্গতি॥
যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দসুখ॥
বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥

(চৈঃ ভাঃ ম ৯।২৩৭, ২৩৮, ২৪০, ২৪১)

শ্রীতুলসীপত্র যে প্রকার দেখিতে আকারে ছোট, বড়, শুষ্ক বা পর্য্যুষিত বলিয়া কৃষ্ণসেবার অনুপযুক্ত নহে, তদ্রূপ অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের ও স্বভাবগত বা বপুগত দোষ দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রাকৃত বুদ্ধি করিলে ভীষণ অপরাধ ঘটে।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু সন্দর্ভে বলিয়াছেন,—যে তু সম্পত্তিমন্তো গৃহস্থাস্তেষাং ত্বর্চ্চনমার্গ এব মুখ্যঃ। তদকৃত্বা তি নিষ্কিঞ্চনবৎ কেবল স্মরণাদি-নিষ্ঠত্বে বিত্তশাঠ্যপ্রতিপত্তিঃ-স্যাৎ। পরদ্বারা সম্পাদনং ব্যবহারনিষ্ঠত্বস্যাল্পত্ব বা প্রতি-পাদকং ততোঽশ্রদ্ধাময়ত্বাদ্ধীনমেব তৎ। অর্থাৎ যাঁহারা সম্পত্তিশালী গৃহস্থ, তাঁহাদিগের কিন্তু অর্চ্চন মার্গই মুখ্য। তাঁহারা যদি ঠাকুর পূজা না করিয়া নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণের ন্যায় কেবলমাত্র স্মরণাদি-নিষ্ঠার অনুকরণ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের বিত্তশাঠ্যরূপ দোষই প্রতিপন্ন হইবে। কিংবা তাঁহারা যদি স্বহস্তে পূজা করিবার পরিশ্রম লাঘবার্থ (কেবলমাত্র অল্পব্যয়ে কার্য্য-সম্পাদনের জন্য এবং বিত্তদ্বারা ঠাকুরসেবার ঔজ্জ্বল্য সম্পাদনের পরিবর্ত্তে পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে ভোগের জন্য বিষয়-সম্পত্তি গচ্ছিত করিয়া রাখেন,) স্বয়ং পূজা না করিয়া অল্পব্যয়ে দরিদ্র পরের দ্বারা পূজা নিষ্পন্ন করান, তাহা হইলে তাহাদিগের ব্যবহার-নিষ্ঠত্বের অল্পতাই সূচিত হইবে। অতএব ঐরূপ কার্য্য অশ্রদ্ধাযুক্ত বলিয়া নিশ্চয়ই অত্যন্ত হীন ও গর্হণীয়। সম্পত্তিমান ভোগি-বিষয়ীর বিত্তশাঠ্যরূপ অনর্থ দূর করিবার চেষ্টাকে বিষয়ি-ভোগী ক্লেশকর মনে করিতে পারেন, কারণ বদ্ধজীবের স্বভাবই এই যে, সাধুগণ তাহাদের অনর্থ দূর করিতে উদ্যত হইলে, তাহারা তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের ব্যাঘাত হইতেছে দেখিয়া মনোধর্ম্মে বেদনা অনুভব করিয়া থাকেন। যেমন রোগী রোগনিবারক তিক্ত ঔষধ সেবনকালে চিকিৎসককে নিন্দা করিয়া থাকে, তদ্রূপ। নিত্যানন্দ প্রভু স্বগণের ভোজন সম্পাদনার্থ রঘুনাথকে আদেশরূপ দণ্ডপ্রদান অর্থাৎ দণ্ডমহোৎসব-লীলা দ্বারা অর্থশালী ভোগী বিষয়ীর (নিত্যানন্দগণ অর্থাৎ শুদ্ধভক্তের সেবাতেই বিত্তশাঠ্যরূপ অনর্থনাশ ও) নিত্যমঙ্গলোদয় রূপ শিক্ষা প্রদান করিয়া কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন?

"নিকটে না আইস, চোরা, ভাগ' দূরে দূরে।
আজি লাগ্‌ পাঞাছি, দণ্ডিমু তোমারে॥
দধি, চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।"

(চৈঃ চঃ অ ৬।৫০, ৫১)

এই বাক্য বলিয়া কি জগদ্গুরু নিত্যানন্দ প্রভু একটা খুব বড় রকম অর্থের দাবী করিয়াছিলেন? শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রতাপরুদ্রেব দ্বারা প্রতিবৎসর রথযাত্রাকালে ভক্তগণের সেবা করাইয়া কি প্রতাপরুদ্রের প্রতি টাকার দাবী করিয়াছিলেন? শ্রীশিবানন্দ সেনকে প্রতি বৎসর সকল গৃহস্থ ভক্তগণের যাতায়াতের ব্যয়ভারগ্রহণ করিতে আজ্ঞা দিয়া কি মহাপ্রভু শিবানন্দের প্রতি 'জুলুম' করিয়াছিলেন? শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু, শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী ধনাঢ্য ব্যক্তিগণকে শ্রীভগবানের মন্দিরাদি নির্ম্মাণ ও শ্রীভগবানের পূজার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার আজ্ঞা প্রদান করিয়া কি তাঁহাদের প্রতি 'জুলুম' করিয়াছিলেন? শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু বীরহাম্বীরকে শিষ্য করিয়া তাঁহার অর্থানুকূল্যে হরিভক্তি-প্রচার ও শ্রীবিগ্রহ-সেবাদির সুষ্ঠুব্যবস্থা করাইয়া কি বীরহাম্বীরের অর্থের প্রতি লোভের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন? ব্যবসায়ি-গুরুগণের নিজের-ইন্দ্রিয়-তর্পণার্থ বিত্তশালী শিষ্যবর্গের নিকট হইতে অর্থ-গ্রহণ আর শ্রীনিবাস আচার্য্যের বীরহাম্বীরের নিকট হইতে অর্থগ্রহণ কি সমান? শ্রীরসিকানন্দ প্রভু মহারাজ বৈদ্যনাথ ভঞ্জকে ও সমস্ত রাজপরিবারকে শিষ্যত্বে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাদের দ্বারা কিরূপ হরিসেবা করাইয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন এখনও উৎকল প্রদেশে রহিয়াছে। এই সকল মহাত্মগণ হরিভক্তি-প্রচারের জন্য যে সকল চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার সহিত ইন্দ্রিয়পরায়ণ, অর্থলুব্ধ কর্ম্মী বিষয়ীর পদাবলেহনকারী ভাড়াটিয়া সম্প্রদায়ের চেষ্টা সমান নহে।

শুদ্ধভক্তগণ অকৈতব শুদ্ধভক্তির প্রচারক। তাঁহাদের মধ্যে কপটতা নাই। তাঁহারা মুখে ও আচরণে এক। তাঁহারা নিরপেক্ষ সত্যের প্রচারক; তাঁহাদের মধ্যে 'যাত্রার দলে নারদ সাজার' অর্থাৎ লোক দেখান' এক-প্রকার, কাজের বেলা অন্য প্রকার,—এইরূপ বৃত্তি নাই। এইজন্য তাঁহারা কর্ম্মী, বিষয়ী, অন্যাভিলাষীর বা জ্ঞানী, যোগী অভক্ত সম্প্রদায়ের যে কোন পূর্ব্বপক্ষকে উপযুক্ত যুক্তি-দ্বারা খণ্ডন করিয়া দিতে পারেন। যেমন কামুকগণ সর্ব্বত্রই কামিনী দর্শন করিতে গিয়া মাতা, ভগ্নীকেও কামিনীরূপে দর্শন করে, তদ্রূপ কর্ম্মী ভোগী বিষয়ীও স্ব-স্ব বৃত্তি লইয়া ভক্তগণকে দর্শন করে। ইহা তাহাদের অত্যন্ত দুর্দ্দৈবের ফল।

বিষয়ী ভোগী কর্ম্মীর কোন বিষয়ে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসে বেদ, পুরাণ শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হইয়া যাইবে না। সত্য চিরকালই সত্য; কেহ বিশ্বাস না করিলেও সত্য। যে বিশ্বাস করিতে পারিল না, তাহারই পোড়া কপাল।

ভক্তগণ চিরকালই বিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবায় উৎসাহ-বিশিষ্ট। কিন্তু যে স্থানে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ না হইয়া ভক্তির ছলনায় ভোগীর ইন্দ্রিয়-তর্পণ হওয়ার সম্ভাবনা, সে স্থানে শুদ্ধ-ভক্তগণ ভোগী কর্ম্মীর খেয়ালী কথায় পড়িয়া নব উৎসাহ-বিশিষ্ট অর্থাৎ ভাড়াটিয়া ব্যবসায়ীর ন্যায় কর্ম্মী ভোগীর 'গোলামী' করিবেন না। ব্যবসায়িগণ অর্থলোভে, প্রতিষ্ঠা-লোভে বিষয়ীর খেয়াল-তৃপ্তি করিতে পারে। শুদ্ধভক্তগণ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের ক্রীতদাস, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সেবাতেই তাঁহাদের নব-নবায়মান উৎসাহ।

প্রবন্ধ-বিস্তার-ভয়ে আমরা আর অধিক না লিখিয়া এই স্থানেই ক্ষান্ত হইলাম। যদি কাহারও সৎসাহস ও সত্যানুসন্ধিৎসা থাকে, তাহা হইলে তিনি সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া যাইতে পারেন, আর যদি বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি নির্দ্দোষ বিষ্ণু-বৈষ্ণবে দোষ দর্শন করিয়া অধঃপাতেও যাইতে পারেন। কারণ মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—'স্বকর্ম্ম-ফলভুক্ পুমান্'।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা প্রথম খণ্ড লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক গৌড়ীয় কার্য্যালয়ে অনুসন্ধান করিবেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, ব্যাখ্যা এবং সংকীর্ত্তন হয়। সকলের যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীসজ্জন-তোষণী পত্রিকা ইংরেজী-সংস্কৃত ও হিন্দিসংখ্যা শীঘ্রই শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে পুনঃ-প্রকাশিত হইবেন। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ম্যানেজার শ্রীসজ্জন-তোষণীর নিকট পত্র লিখুন।

(প্রাপ্ত পত্র)

মাননীয় শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয়

শ্রীচরণসমীপেষু।

শ্রীশ্রীভাগবত-চরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবন্নতি-

পূর্ব্বকেয়ং বিজ্ঞপ্তিঃ।

মহাত্মা শ্রীযুক্ত বিদাণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসার মহারাজ গঙ্গা-পাণ্ডব-বর্জ্জিত মেদিনীপুর জিলান্তর্গত কাঁথি মহকুমাস্থ চন্দনপুর ও বিদ্যাধরপুর গ্রামে শুভাগমন করতঃ সর্ব্ব-সাধারণের সমক্ষে দুইটী বিরাট সভায় প্রথম দিবস শুদ্ধ-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সম্বন্ধে এবং দ্বিতীয় দিবস সদ্গুরু ও গৌর-সুন্দরের দয়া সম্বন্ধে বিশদ ভাবে বক্তৃতা করেন। আমি বহুস্থানে ভ্রমণ ও বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি; কিন্তু ঐরূপ সুযুক্তি ও শাস্ত্রের সুমীমাংসাপূর্ণ বাণী আর কোথাও শ্রবণ করি নাই। স্বামিজীর মুখের নিঃসৃত বাণী শ্রবণে আমার এতদিনের অন্ধকার-রাশি দূরীভূত হইয়াছে ও একমাত্র শান্তির বস্তু খুঁজিয়া পাইয়াছি। যাঁহা হইতে ঐ স্রোত প্রবাহিত হইয়াছেন, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম কবে দর্শন পাইব, এই আশা আমার হৃদয়ে চিরজাগরূক রহিল। আশাকরি, মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে এইরূপ হরিকথা-শ্রবণ করাইয়া আমাদের হরিবিমুখতারূপ ব্যাধি অপনোদিত করিবেন, শ্রীচরণে অলমিতি।

কৃপা-ভিখারী,

শ্রীগদাধর মণ্ডল

কবিরাজ—ভিষকৃতীর্থ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪, ২১শে মে ১৯২৭	৩৯শ সংখ্যা

সারকথা

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য

সর্ব্ব পাপ সেই দুই শরীরে জন্মিল।
বৈষ্ণবের নিন্দা-পাপ সবে না হইল॥
অহর্নিশ মদ্যপের সঙ্গে রঙ্গে থাকে।
নাহিক বৈষ্ণব-নিন্দা এই সব পাকে॥
যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দা মাত্র হয়।
সর্ব্বধর্ম্ম থাকিলেও তার হয় ক্ষয়॥
সন্ন্যাসি সভায় যদি হয় নিন্দা কর্ম্ম।
মদ্যপের সভা হৈতে সে সভা অধর্ম্ম॥

(চৈঃ ভাঃ ম ১৩।৩৮-৪১)

যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে সেই যায় ক্ষয়॥
প্রভু বলে, এই দুই মদ্যপ নহে আর।
আজি হইতে এই দুই সেবক আমার॥
সবে মিলে অনুগ্রহ কর এ দুয়েরে।
জন্মে জন্মে আর যেন আমা না পাসরে॥
যেরূপে যাহার ঠাঁই আছে অপরাধ।
ক্ষমিয়া এই দুই প্রতি করহ প্রসাদ॥
সর্ব্ব মহাভাগবতে কৈল আশীর্ব্বাদ।
জগাই-মাধাই হইল নিরপরাধ॥
প্রভু বলে উঠ উঠ জগাই মাধাই।
হইলা আমার দাস আর চিন্তা নাই॥
তো সবার যত পাপ মুঞি নিনু সব।
সাক্ষাতে দেখহ ভাই এই অনুভব॥
যার অঙ্গ পরশিতে রমা ভয় পায়।
সে প্রভুর অঙ্গ সঙ্গে মদ্যপে নাচয়॥

(চৈঃ ভাঃ ম ১৩।১৫৯, ২৮৯-২৯৭, ৩০৯)

মদ্যপেরে উদ্ধারিলা চৈতন্য গোসাঞী।
বৈষ্ণবনিন্দকে কুম্ভীপাকে দিলা ঠাঞি॥
নিন্দায় না বাড়ে ধর্ম্ম সবে পাপ-লাভ।
এতেকে না করে নিন্দা সব মহাভাগ॥

(চৈঃ ভাঃ ম ১৩।১১০-১১)

এ দুয়েরে পাপী হেন না করিহ মনে।
এ দুয়ের পাপ মুঞি লইনু আপনে॥
প্রত্যেক প্রত্যেক কৈল এই দুই জনে।
কারলাম আমি, ঘুচাইলাম আপনে॥
হেন জানি এ দুয়েরে সকল বৈষ্ণব।
দেখিবে অভেদ-দৃষ্ট্যে যেন তুমি সব॥
শুন এই আজ্ঞা মোর যে হও আমার।
এ দুয়েরে শ্রদ্ধা করি যে দিবে আহার॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যত মধু বৈসে।
সে হয় কৃষ্ণের মুখে দিলে প্রেমরসে॥
এ দুয়েরে বট মাত্র দিবে যেই জন।
তার সে কৃষ্ণের মুখে মধু-সমর্পণ॥
এ দুই জনেরে যে করিবে উপহাস।
এ দুয়ের অপরাধে তার সর্ব্বনাশ॥

(চৈঃ ভাঃ ম ১৩।৩১৬, ৩২০-২৫)

কীর্ত্তন-আনন্দে যত ভাগবতগণ।
শিশুপ্রায় চঞ্চল চরিত্র সর্ব্বক্ষণ॥
মহাভব্য বৃদ্ধ সব সেহ শিশুমতি।
এই মত হয় বিষ্ণুভক্তির শকতি॥

(চৈঃ ভাঃ ম ১৩।৩২৯-৩০)

ফাজিলামি কেন ?

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-শাস্ত্র সকলই জগতে দ্বিবিধ সর্গের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চতুর্যুগেই 'আসুর' ও 'দৈব' দ্বিবিধ সৃষ্টি যুগপৎ পরিলক্ষিত হয়। আসুরগণের অপর নাম—দুর্জ্জন; দৈবগণের অপর নাম—সুজন। নির্ম্মৎসর সুজনের প্রতি অসূয়া মৎসর-দুর্জ্জনের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি; আর দুর্জ্জনের মঙ্গল-চিন্তা পরম-করুণাময় সুজনের স্বাভাবিকী বৃত্তি।

সত্যযুগে দুর্জ্জন-হিরণ্যকশিপু ও তৎসমশীল অসুরগণ সুজনবর শ্রীপ্রহ্লাদের প্রতি অসূয়া প্রদর্শন করিয়াছিল। প্রহ্লাদ কখনও দুর্জ্জনগণের ইষ্টচিন্তা ব্যতীত অনিষ্টচিন্তা করেন নাই, তথাপি দুর্জ্জনগণ তাহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-বশে "গায়ে পড়িয়া" সুজন-প্রহ্লাদের প্রতি নানাভাবে বিদ্বেষ না করিয়া থাকিতে পারে নাই। ত্রেতাযুগে দুর্জ্জন-রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি, দ্বাপরে দুর্জ্জন কংস-জরাসন্ধ-শিশুপাল-দন্তবক্রাদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নানাপ্রকার অসূয়া প্রদর্শনার্থ ভগবদিচ্ছায়ই আবির্ভূত হইয়াছিল। নতুবা যে ভগবানের ইচ্ছামাত্র সমস্ত বিশ্ব মুহূর্ত্তে প্রলয়-জলধি জলে নিমজ্জিত হইতে পারে, যাহার একটিমাত্র ভ্রূভঙ্গি-বিস্তারে ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতাগণও ভয়ে কম্পিত হন, সেই ভগবান্ কিরূপেই বা ব্রহ্মাদি-সৃষ্ট ও ব্রহ্মরুদ্রাদি হইতে প্রাপ্ত বর অসুরগণকে তাঁহার সহিত বিদ্বেষ বা যুদ্ধাদি করিবার অবসর প্রদান করেন? অতএব শ্রীভগবান্ ঐরূপ লীলা-বিস্তার দ্বারা আমাদিগকে শিক্ষা দেন যে, দুর্জ্জন চিরকালই সুজনের হিংসা করিয়া থাকে। আরও একটী শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, দুর্জ্জনগণ আপাত-দৃষ্টিতে সুজন-গণের ন্যায়ই তপস্যাদিপরায়ণ, দেবতা-ভক্ত প্রভৃতি রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাতে সাধারণ লোক মনে করে যে, এই সকল ব্যক্তিও যখন তপস্যাদিপরায়ণ বা দেবতারাধনা-তৎপর, তখন ইহারা 'দুর্জ্জন' নহে। এইরূপে সাধারণ ব্যক্তি দুর্জ্জনগণ কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া প্রকৃত সজ্জনে সন্দেহ বিশিষ্ট হন এবং দুর্জ্জনের কথায়ই বিশ্বাস স্থাপন করেন, সজ্জনের পক্ষ গ্রহণ না করিয়া 'দুর্জ্জন'কেই 'সজ্জন' মনে করিয়া তাহাদিগের প্রতি আসক্ত হন। ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ জীবের বঞ্চিত হইবার সহস্রপ্রকার ছিদ্রের মধ্যে এইরূপ একটী ছিদ্র আছে জানিয়া মায়াদেবীও সেই সুযোগ পাইয়া তাহাদিগকে বঞ্চনা করে অর্থাৎ সুরগণের পক্ষাবলম্বন করিতে না দিয়া অসুরের পক্ষাবলম্বন করিবার বুদ্ধিপ্রদানে সাধারণ জীবকে ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত হইতে দূরে রাখে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন সত্যযুগে হিরণ্য-কশিপু বিষ্ণু-বিদ্বেষ করিবার জন্য বহুকৃচ্ছ্রসাধ্যতপস্যা-সহকারে ব্রহ্মার উপাসনা করিয়াছিল, ত্রেতায় রাবণ সজ্জন-বিরোধ করিবার জন্য রুদ্রের উপাসনা করিয়াছিল, দ্বাপরে কংস বিষ্ণু-বিরোধ করিবার জন্য শিবচতুর্দ্দশীতে ভূতরাজের আরাধনা করিয়াছিল। সুতরাং ইহাদের এই সকল কলাবটী দেখিয়া সাধারণ লোক সহজেই উহাদিগকেও 'ভক্ত', 'সজ্জন' প্রভৃতি মনে করিয়া বঞ্চিত হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা কৃষ্ণোন্মুখ, তাঁহারা মায়া কোন্ কোন্ স্থানে, কি কি প্রকারে জীবকুলকে বঞ্চনা করিতে পারে, তাহা চৈত্য-গুরুর কৃপায় বুঝিতে পারেন। সুতরাং তাঁহারা ঐ সকল ব্যক্তিগণের কপটতাকে 'ভক্তি' বা 'সুজনতা' মনে করেন না; কারণ তাঁহারা দুষ্টগণের স্বভাব জানেন,—

"দুষ্টোঽহঙ্কুরুতে তুষ্টঃ ক্লিষ্টঃ ক্লেশহরং ভজেৎ।
শিবোঽহংভাবধীর্ভোগে রোগে মৃত্যুঞ্জয়ার্চ্চকঃ॥"

(সূক্তিমল্লিকা)

অর্থাৎ দুষ্টব্যক্তির স্বভাবই এই যে, যখন সে কোন প্রকার অসুবিধায় না পতিত হয়, তখন 'আমার ন্যায় আর কে আছে'—এইরূপ মনে করিয়া অহঙ্কার করে; আর যখন অসুবিধায় পতিত বা ক্লিষ্ট হয়, তখন ক্লেশহর-দেবতার পূজা করিয়া থাকে। ভোগকালে তাহারা শিবোঽহং শিবোঽহং' উচ্চারণ করে, আর রোগকালে মৃত্যুঞ্জয়ার্চ্চক হইয়া পড়ে।

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর—এই তিন যুগের দুর্জ্জনগণের নাম প্রদত্ত হইল, কিন্তু কলিযুগে দুর্জ্জনের সংখ্যা অসংখ্য বলিয়া শাস্ত্রে নামবিশেষ প্রদত্ত না হইলেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"রাক্ষসা কলিমাশ্রিতা" ইত্যাদি

(চৈঃ ভাঃ আ ১৬শ অধ্যায় ধৃত বরাহ-পুরাণ বাক্য)

সুজনগণের হিংসা করাই উহাদের ধর্ম্ম।

শুনা যায়, অহিত অর্থাৎ জগতের পক্ষে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অমঙ্গলকর,—বিষ্ণু-বৈষ্ণববিদ্বেষ এবং নির্ম্মলা হরিকথার পরিবর্ত্তে গ্রাম্যকথা, সেই সকল অহিতবাদের প্রচারকারী কোন একটী ভক্তিবিদ্বেষী অসম্ভাষ্য, অস্পৃশ্য, শ্বপাকের ন্যায় দূর হইতেও ঈক্ষণের অযোগ্য গ্রাম্য-বার্ত্তাবহে শ্রীগৌড়ীয়মঠের নামে কতকগুলি সম্পূর্ণ অসত্যকথা মাৎসর্য্য ও বিদ্বেষমূলে প্রচারিত হইয়াছে। আমরা ঐ গ্রাম্যবার্ত্তাবহকে কখনও ভ্রমক্রমেও স্পর্শ করি না, কারণ ঐরূপ বৈষ্ণববিদ্বেষী অস্পৃশ্য বস্তু দৈবক্রমে দর্শন-পথে আসিলেও শাস্ত্রে সচেল গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থাই আছে।

শ্রীরামানুজ মধ্ব-শ্রীজীবাদি আচার্য্যগণ যেরূপ আসুরমত খণ্ডনার্থ অসম্ভাষ্য দুর্ভাষ্যাদিকে ও ঘৃণা-পূর্ব্বক দূর হইতে দর্শন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমরাও পূর্ব্বাচার্য্যগণের অনুসরণে উক্ত অসম্ভাষ্য, অহিতবাদপ্রচারকারী গ্রাম্যবার্ত্তাবহের অসত্যকথার প্রতিবাদার্থ উক্ত গ্রাম্যবার্ত্তাবহখানি গ্রাম্যবার্ত্তাবহের আফিস হইতে মূল্যদ্বারা প্রাপ্ত হইবার জন্য লোক প্রেরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু পাছে তাহাদের মাৎসর্য্যপ্রসূত অসত্য কথার মূলে কঠোর পরশু নিঃক্ষিপ্ত হয়, কিংবা ঐরূপ অধর্ম্ম ও অসত্য কথা প্রচারের জন্য ধর্ম্মাধিকরণে অভিযুক্ত হইতে হয়, এই ভয়ে তাহারা উক্ত পত্রখানি প্রদান করিতে অস্বীকৃত হয়।

যাহা হউক, পরমকৃপাময় ভগবান্ আমাদিগকে এইরূপ অসম্ভাষ্য, অস্পৃশ্য গ্রাম্যবার্ত্তাবহের কোন প্রকার সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ না দিয়াই আমাদিগকে সচেলগঙ্গাস্নানের প্রায়শ্চিত্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, এবং তৎসঙ্গে উক্ত জড়হিতাকাঙ্ক্ষী গ্রাম্যবার্ত্তাবহখানি যে অসত্য গ্রাম্যকথার প্রচারক তদ্বিষয়েও উহার স্বীয় ব্যবহার দ্বারাই সুধীলোকসমাজের নিকট সাক্ষ্যপ্রদান করাইয়াছেন।

আমরা লোক-পরম্পরায় শুনিতে পাইয়াছি যে, বিদ্বেষিগ্রাম্যবার্ত্তাবহ নাকি বলিয়াছে যে, কোন এক ব্যক্তি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন। বৈষ্ণববিদ্বেষীও পরকুৎসাকরণাপরাধে তাহাদের ন্যায় অপরাধফলে কারাগারে নিঃক্ষিপ্ত হয়। গ্রাম্যবার্ত্তাবহ জগতের অমঙ্গলকামনায় এই সকল কথা কি তাহাদের অসত্য কথা সৃষ্টির কারখানা হইতে গড়িয়াছে? যদি তাহাদের সাধারণ মনুষ্যোচিত জ্ঞানও থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের জানা উচিত ছিল যে, যেমন 'কামস্কাট্‌কায় অষ্টভুজ বিংশহস্ত পরিমিত মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে' প্রভৃতি 'আজগুবি' কথা প্রকৃতিজনরঞ্জনার্থ তাহাদের অসত্য কথা নির্ম্মাণের কারখানায় এরূপ কথা সৃষ্টি হইতে পারে; তদ্রূপ সমগ্র ভারতবর্ষে এবং ভারতাতিরিক্ত স্থানে সুপ্রচারিত একমাত্র নিরপেক্ষ ও নির্ব্ব্যলীক সত্যনিষ্ঠ ও সত্যপ্রচারকারী সজ্জনসঙ্ঘের বিরুদ্ধে অসত্যকথা সৃষ্টি করিবার কোন ক্ষমতা তাহাদের নাই। বিশেষতঃ, যাহার যে অধিকার, তাহা লইয়া থাকাই ভাল। 'আদার-ব্যাপারীর জাহাজের খবর' যেরূপ অনধিকারচর্চ্চার মধ্যে গণ্য, তদ্রূপ নগ্ননারী-চিত্র-অঙ্কনকারী ও অতিরঞ্জিত গ্রাম্য-খবর-প্রচারকারী গ্রামবার্ত্তাবহের শুদ্ধহরিকথা-কীর্ত্তনকারী শ্রৌতপন্থিগণের সম্বন্ধে আলোচনা অধিকারলঙ্ঘনাপরাধ বা 'ফাজ্‌লামী' মাত্র।

হিতবাদী (?) গ্রাম্যবার্ত্তাবহ, মাঝে মাঝে এইরূপ 'ফাজ্‌লামী' করিয়া থাকে, কিন্তু ঐরূপ 'ফাজ্‌লামী' করিবার পূর্ব্বে তাহার জানা উচিত—

"অথাপি ভগবদ্দোষং বৃথা যো মন্যতে নরঃ।
স দোষেষু শিলাক্ষিপ্তো দারুপ্রোতশরোপমঃ।
প্রত্যাকৃষ্টগুণোৎসৃষ্টে ধানুষ্কমনুধাবতি॥"

(শুদ্ধিসৌরভ ৪৬ সংখ্যা)

যেরূপ ধনুকের কর্ণে শর যোজনা করিলে শর শিলাকে বিদ্ধ করিতে না পারিয়া পুনরায় নিক্ষেপকারীর দিকেই ফিরিয়া আসে, তদ্রূপ যে মানব ভগবানে মিথ্যা দোষারোপ করে, সেই দোষরাশিতেই আরোপকারী পতিত হয়।

এরূপ শ্রেণীর গ্রাম্যবার্ত্তাবহের ত' দূরের কথা, উহার যাবতীয় অপভ্রষ্ট-দেবতা, অসুর, দৈত্য, দানবসকলে একত্র মিলিয়াও যদি সত্যের বিজয়-বৈজয়ন্তীর বিরুদ্ধে অভিযান করে, তাহা হইলেও তাহাতে কোন প্রকারে বিন্দুমাত্রও সত্যের ক্ষতি করিতে পারিবে না। হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস প্রভৃতি দুর্জ্জনের শতচেষ্টাও সজ্জনের কেশস্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই; অপিচ তদ্দ্বারা জগতে সত্যের ঔজ্জ্বল্য আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। কংস-রাবণাদি অসুরগণ মাৎসর্য্যমূলে নানাপ্রকার মিথ্যা অপবাদ "রটনা" করিলেও তাহা বাগীশ্বরীকর্ত্তৃক 'নিন্দা' না হইয়া 'বন্দনা'য় পরিণত হইয়াছে।

যে কথা এখন পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠ জানেন না, সেইরূপ

কথা অন্যায়ভাবে প্রচার করিবার বিদ্বেষী গ্রাম্যবার্ত্তাবহের কি অধিকার আছে? আমরা কিন্তু জানি যে, কোন এক পাশ্চাত্য-শিক্ষিত ব্যক্তি পাশ্চাত্য-দেশে বিষ্ণুর আংশিক শক্ত্যাবেশ-অবতার-বিশেষ-প্রচারিত ধর্ম্ম হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত ধর্ম্মের অনন্তকোটিগুণে ঔজ্জ্বল্য ও অসমোর্দ্ধত্ব প্রচার করিবার জন্যই পাশ্চাত্য-ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিতেছেন। ইহা দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের ধর্ম্মান্তরগ্রহণ প্রমাণিত হয় না। আর যদি স্বতন্ত্রতাবশে জীব সত্যভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলেই বা তজ্জন্য কোন বাস্তব সত্য-প্রচারকারি-সম্প্রদায় বা আচার্য্য দায়ী হইবেন,—এরূপ মূর্খতাপূর্ণ বিচার কিরূপে স্থাপিত হইতে পারে? এইরূপ মূর্খতাময় বিচার গ্রহণ করিলে গ্রাম্যবার্ত্তাবহের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদকগণের গ্রাম্য-কথা-কীর্ত্তন, নগ্ননারী-চিত্র-দর্শন, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ, কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি, শাস্ত্র-ব্যবসায়ের দ্বারা উদরভরণ, অমেধ্যাদি গ্রহণ, কলিসহচর বস্তুর সঙ্গ প্রভৃতি শত শত অসদাচরণের জন্য ভগবানকে দায়ী করিতে হয়। কারণ গ্রাম্যবার্ত্তাবহ-প্রচারকারিগণ জগতে আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে মাতৃকুক্ষিতে বিষ্ণুর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলেন যে, আমরা 'হরিকথা'-কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কিছু করিব না, কিন্তু তাহারা এখন আত্মার সেই নিত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গ্রাম্যকথা-কীর্ত্তনরূপ অনাত্ম অর্থাৎ শূদ্র-ম্লেচ্ছের ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কি তজ্জন্য বিষ্ণুকে দায়ী করিতে হইবে? কিংবা বলিতে হইবে, বিষ্ণুর সেবানিষ্ঠ ও সেবোন্মুখ-কিঙ্করগণও আত্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিকৃত ধর্ম্মান্তরগ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদের ন্যায় হইয়াছেন? অথবা ভগবান্ যখন তাঁহার অধীন জীবকে রক্ষা করিতে পারিলেন না, তখন ভগবানের ঐশ্বর্য্যবত্তা আছে বলিয়া অর্থাৎ তাঁহাকে 'ভগবান্' বলিয়া স্বীকার করা যাইবে না! মূর্খ অতাত্ত্বিক নাস্তিক সম্প্রদায় এরূপ মনে করিতে পারেন, কিন্তু সাত্বতশাস্ত্র বলেন যে, পরম করুণাময় ভগবান্ কখনও জীবের স্বতন্ত্রতায় হস্তক্ষেপ করেন না; জীব যে সকল কার্য্য করে, তাহাতে তাহার মূল কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বকালেই থাকে। প্রকৃতি সেই কার্য্যের সাহায্য করে বলিয়া তাহাতে প্রকৃতির গৌণ কর্ত্তৃত্ব এবং ফলদান বিষয়ে ঈশ্বরের অনুসঙ্গ-কর্ত্তৃত্ব। জীব স্বেচ্ছাক্রমে অর্থাৎ ভগবৎ-প্রদত্ত স্বতন্ত্রতা মহারত্নের অপব্যবহার ফলে অবিদ্যাভিনিবেশ করায় তাহার মূল-কর্ত্তৃত্ব কখনই লোপ হয় না। অতাত্ত্বিক মূর্খ-সম্প্রদায় এই সকল বিচার বুঝিতে অসমর্থ হইয়া অথবা দৈবকর্ত্তৃকই অসুবিধায় পতিত হইবার জন্য মনে করিয়া থাকে যে, সে যত কিছু অপকর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহা ভগবানের ইচ্ছায়ই করে, সুতরাং তাহার আহার, নিদ্রা, ভয়াদি অসৎ প্রবৃত্তির জন্য ভগবানই দায়ী!

শাস্ত্র ও বিচারে পরাঙ্মুখ গ্রাম্যবার্ত্তাবহের ঐরূপ মূর্খতা-পূর্ণ নাস্তিক-বিচার গ্রহণ করিলে স্বয়ং ভগবান্ হইতে আরম্ভ করিয়া বিষ্ণুর যাবতীয় অবতারাবলী, আচার্য্য ও ভগবদ্ভক্ত-গণকে তাহাদের ভগবত্তা ও ঈশ্বরত্ব হইতে খারিজ করিতে হয়; তাহা হইলে বলিতে হয় যে, গৌর-ভগবানের সেবা করিতে করিতে কালাকৃষ্ণদাসের ভট্ থারীর স্ত্রীধনে লুব্ধ হওয়ার জন্য গৌরসুন্দরই দায়ী। স্বয়ং ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা করিতে করিতে কালাকৃষ্ণদাসের কিরূপে ইতর বিষয়ে রুচি হইল? পরম করুণাময় শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ লীলা দ্বারা জানাইলেন যে, স্বতন্ত্র জীবের স্বতন্ত্রতার অপ-ব্যবহার ফলে এরূপ অনর্থের উদয় হইতে পারে। তজ্জন্য ঐ জীবই দায়ী, ভগবান্ দায়ী নহেন।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মহাবিষ্ণুর অবতার—জগতে ভক্তি শংসনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্যরূপে উদিত। তাঁহার পুত্রাভিমানী কতিপয় ব্যক্তি সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র-তার অপব্যবহার ফলে ধর্ম্মান্তর অর্থাৎ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া কি তজ্জন্য শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু দায়ী বা শক্তিমদ্‌বিগ্রহ মহাবিষ্ণুর সামর্থ্যাভাব মনে করিতে হইবে?

"প্রথমেত আচার্য্যের একমত গণ।
পাছে দুই মত হৈল দৈবের কারণ॥
কেহ ত' আচার্য্যের আজ্ঞায় কেহ ত' স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব পরতন্ত্র॥
আচার্য্যের মত যেই সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে সেইত অসার॥"

*　　*　　*

ইহার মধ্যে মালি পাছে কোন শাখাগণ।
না মানে চৈতন্য মালি দুর্দ্দৈব-কারণ॥
সৃজাইল জীয়াইল তারে না মানিলা।
কৃতঘ্ন হইলা তারে স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হইলা॥

(চৈঃ চঃ আ ১২।৮-১০, ৬৭, ৬৮)

অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু এইরূপ লীলা দ্বারা শিক্ষা দিলেন যে, জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ফলে আত্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু আত্মধর্ম্মযাজীকেই ভক্তিসংশনাচার্য্য স্নেহাদি দানে সম্বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন; কিন্তু ধর্ম্মান্তর গ্রহণকারীকে তিনি বর্জ্জন করিয়া থাকেন। ধর্ম্মব্যবসায়ী গুরুব্রুব-সম্প্রদায় অমেধ্যভোজী, বিষয়ী, কর্ম্মী, স্ত্রীসঙ্গী ও নানাপ্রকার অসদাচারী ব্যক্তিকেও অর্থের লোভে 'নিজশিষ্য' বলিয়া অঙ্গীকার করে, তাহার সঙ্গ করে ও সারমেয়ের ন্যায় ঐরূপ অসদাচারী শিষ্যের মল ভোজন করিয়া থাকে, কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্য ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত জীবকে 'স্বকর্ম্ম ফলভুক্' জানিয়া তাহাকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করেন। ইহাই প্রকৃত বৈষ্ণবাচার্য্য ও আচার্য্য-ব্রুব ধর্ম্মব্যবসায়িগণের মধ্যে পার্থক্য। ধর্ম্ম-ব্যবসায়িগুরুব্রুবগণ শিষ্য বেশ্যাসক্ত হইলে শিষ্যের বেশ্যার কর্ণে মন্ত্র দিয়া শিষ্যকে অধিকতর ভাবে বেশ্যাসক্ত হইবার সাহায্য করেন এবং তদ্দ্বারা শিষ্যের মনোরঞ্জন করিয়া ঐরূপ বৃষলীপতির মল গ্রহণ করে অর্থাৎ তাহার নিকট হইতে অধিক পরিমাণে অর্থাদি প্রাপ্ত হয়।

এইরূপ শ্রুত হয় যে, শঙ্কর নামক কোন এক ব্যক্তি প্রথমে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর নিকট আগমনের অভিনয় করিয়া পরে স্বতন্ত্রতাবশে আত্মধর্ম্ম-পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন এবং আসাম দেশে শুদ্ধভক্তি বা সনাতনধর্ম্ম বিরোধি-নির্ব্বিশেষ মতবাদ প্রচার করেন। উক্ত শঙ্কর নামক ব্যক্তির এইরূপ ধর্ম্মান্তর গ্রহণের জন্য কি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে দায়ী করিতে হইবে? অথবা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর শক্তির অভাব মনে করিতে হইবে? শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু ঐরূপ দুর্জ্জনের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া তাহার মঙ্গল কামনা করেন।

শ্রীবীরভদ্র প্রভুর প্রচারিত আত্মধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া 'নেড়ানেড়ি' নামক অসৎ-সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ক্ষীরোদকশায়ী মহাবিষ্ণু, যিনি জগৎসংস্থাতা—ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে ব্রহ্মারুদ্রাদি দেবতাগণ জগতে সনাতনধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যাঁহার নিকট যুগে যুগে আবেদন জানাইয়া থাকেন,—যিনি প্রতি জীবের অন্তরে অন্তর্যামিরূপে বিরাজিত—যিনি প্রাদেশমাত্রপুরুষরূপে সগর্ভযোগিগণ কর্ত্তৃক নিত্য আরাধিত, সেই মহাবিষ্ণু কি দায়ী হইবেন? ক্ষীরোদকশায়ী প্রভু জগতে ভাগবতধর্ম্মই স্থাপন করিয়া থাকেন; কিন্তু যাহারা দুর্দ্দৈববশে সেই ভাগবতধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে বা কোন প্রকার শুদ্ধভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হয়, তাহারা 'স্বকর্ম্ম-ফলভুক্'। বীরভদ্র প্রভুর সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। যতক্ষণ জীব কৃষ্ণোন্মুখ থাকে, ততক্ষণই তাঁহাকে হরিসেবক বলা যাইতে পারে, কিন্তু স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে পতিত হইয়া মায়ার উন্মুখ হইলে আর তাহাকে সেই পদবী প্রদত্ত হইতে পারে না। প্রাকৃত জগতেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যতক্ষণ কোন ব্যক্তি বিশ্বস্তভাবে রাজকার্য্য করে, ততক্ষণই রাজা তাহাকে রাজকীয় পোষাক ও রাজকীয় উপাধিতে ভূষিত করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি আবার কোন কারণ বশতঃ রাজকার্য্যে অবহেলা বা বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহাকে তখন রাজা হাতকড়ী দিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন। তদ্রূপ জীব যখন ভক্তিতে উন্মুখ হয়, কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-গণও তখনই তাহাকে বৈষ্ণবচিহ্ন ও ভক্তিসূচক উপাধিতে ভূষিত করিয়া থাকেন; কিন্তু যখন আবার স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করে, তখন তাহার নিকট হইতে সেই সকল বস্তু কাড়িয়া লওয়া হয়। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর রূপ কবিরাজ নামক জনৈক শিষ্যাভিমানী ব্যক্তি শুদ্ধভক্তিবিরুদ্ধ-মতবাদ সমর্থন করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীনিবাস আত্মজা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণী তাহার কণ্ঠি ছিঁড়িয়া দিয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর প্রভুর শিষ্যাভিমানী হরিবংশ একাদশীদিবসে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর নিকট আসিয়া দণ্ডবৎ করেন। আচার্য্যবর্য্য শ্রীল গোপালভট্ট পাদ হরিবংশের এই অনাচারের জন্য তাহাকে বর্জ্জন করেন। শুনা যায়, এইরূপ ঘটনার অব্যবহিত পরেই তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছিল।

আচার্য্যগণ কখনও স্বতন্ত্র জীবের স্বতন্ত্রতার অপ-ব্যবহারকে প্রশ্রয় দেন না। বিপথগামী শিষ্যকে কেশে ধরিয়া বিপথ হইতে উত্তোলন করেন; আর যে ব্যক্তি কিছুতেই সুপথে আসে না, তাহাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করেন, ইহাই বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আচরণ। কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারের জন্য আচার্য্য দায়ী হন না, ইহাই ভক্তিসিদ্ধান্ত-কোবিদগণের ও সর্ব্বসাত্বত শাস্ত্রের বিচার।

শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট অহিতবাদী গ্রাম্যবার্ত্তাবহ যে সমস্ত অসত্য কথা প্রচার করিয়াছে, তাহা তাহার পত্র হইতে উঠাইয়া লউক। উপযুক্ত প্রমাণাভাবে তিনি যদি মিথ্যা কথা প্রচার করেন, তজ্জন্য তাহাকে রাজদ্বারেও দায়ী হইতে হইবে। তাহার স্মরণ থাকা উচিত যে, তিনি 'মগের মুল্লুকে' বাস করেন না। সদাশয় গবর্ণমেণ্টের বিচারাধীনে তাহাকে বাস করিতে হয়। শ্রীগৌড়ীয় মঠের কোন ব্যক্তি কখনও কোন দিন কোন অন্যায় কার্য্য করেন না। মাৎসর্য্য-মূলে এই প্রকার সম্পূর্ণ অমূলক কথা প্রচারের জন্য আমরা অহিত-প্রচারক গ্রাম্যবার্ত্তাবহের ভাগ্যের প্রশংসা করিতে পারিতেছি না। "সত্যমেব বিজয়তে নানৃতম্"।

পারমার্থিক গৌড়

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বেদান্ত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম

'বেদান্ত' শব্দের ব্যাসবাক্য এইরূপ—'বেদসমূহের অন্ত—'বেদান্ত'। 'বেদের অন্ত' কথাটী দুই ভাবে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। 'অন্ত' শব্দে যেখানে 'শেষ' অর্থ করা হয়, সেস্থানে বেদের শেষ ভাগকেই 'বেদান্ত' বলা হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক বৈদিক শাখার স্বতন্ত্র 'ব্রাহ্মণ' আছে; আবার প্রত্যেক ব্রাহ্মণের সহিত 'আরণ্যক' সংযুক্ত। যেমন ঋগ্বেদের 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ', কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের 'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ' ইত্যাদি। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে'র সহিত সংযুক্ত'—ঐতরেয় আরণ্যক', 'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে'র সহিত সংযুক্ত 'তৈত্তিরীয় আরণ্যক' ইত্যাদি। 'ঐতরেয় উপনিষদ্' 'ঐতরেয় আরণ্য'কের শেষ পঞ্চাধ্যায়। আর 'তৈত্তিরীয় উপনিষদ্' তৈত্তিরীয় আরণ্যকে'র শেষ-ত্রি-অধ্যায়। এরূপ বিচারে বেদের বিবৃতি ও ব্যাখ্যাস্বরূপ 'ব্রাহ্মণ', 'ব্রাহ্মণে'র পরিশিষ্টরূপ 'আরণ্যক' এবং 'আরণ্যকে'র শেষ অংশ উপনিষদ্‌কেই 'বেদান্ত' বলিতে হয়। হেমচন্দ্র প্রভৃতি কোষকারগণেরও এই মত। আবার কাহারও মতে বেদের 'অন্ত' অর্থাৎ চরম শিক্ষা যাহাতে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই 'বেদান্ত'! এরূপ বিচারে উপনিষদ্ এবং শ্রুত্যর্থ-মীমাংসাস্বরূপ 'বেদান্ত-দর্শন' বা 'ব্রহ্মসূত্র' উভয়কেই 'বেদান্ত' মধ্যে পরিগণিত করা যায়। সদানন্দ যোগীন্দ্র বলেন,—"বেদান্তো নাম 'উপনিষৎ প্রমাণং তদুপকারিণি শারীরক-সূত্রাদীনি চ"।

আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বেদের সংহিতাংশের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সম্বন্ধ প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বর্ত্তমান অধ্যায়ে 'বেদান্ত' অর্থাৎ 'উপনিষদ্' বা 'শ্রুতিপ্রস্থান' এবং 'ব্রহ্মসূত্র' বা 'ন্যায়প্রস্থানে'র সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সম্বন্ধ বিচার করিব। প্রস্থানত্রয় বা মতান্তরে প্রস্থান-চতুষ্টয় সম্বন্ধে পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে বিশেষ আলোচনা হইবে বলিয়া এস্থলে তদ্বিষয়ে অধিক ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

বেদান্তের অপর নাম (১) 'উপনিষদ্' এবং (২) 'ব্রহ্মসূত্র'। উপনিষদের অপর নাম 'শ্রুতি'। 'উপ' পূর্ব্ব, 'নি' পূর্ব্ব, (বধ-অবসাদন-গত্যর্থ) 'সদ্' ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্' প্রত্যয় করিয়া 'উপনিষদ্' শব্দটি সাধিত হইয়াছে। উপরি-উক্ত ধাতুগত ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'উপনিষদ্' শব্দের এইরূপ অর্থ হইতে পারে—যাহা দ্বারা ব্রহ্মেতর বিষয়ে আসক্তি ('সদ্' ধাতু যেখানে বধার্থে প্রযুক্ত) বিনষ্ট হয়, যাহা দ্বারা পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা ('সদ্' ধাতু যেখানে অবসাদনার্থে প্রযুক্ত) উন্মূলিত হয় এবং যাহা দ্বারা নিঃসংশয়িতভাবে বা নিশ্চিতভাবে ('নি'—এই উপসর্গ হইতে আগত অর্থ) ব্রহ্মের সমীপে ('উপ'—এই উপসর্গের অর্থ) গমন করা যায়, ('সদ্' ধাতু যেখানে গত্যর্থে প্রযুক্ত) তাহাই 'উপনিষদ্'। রূঢ়ি, যোগ, যোগরূঢ়ি, মতাযোগ ও বিদ্বদ্-রূঢ়ি এই পঞ্চমুখ্যশব্দবৃত্তি দ্বারাই 'উপনিষদ্' বা 'শ্রুতি' শব্দের যে সহজ অর্থ উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহাই বৈদান্তিকব্রুব-নির্ব্বিশেষবাদিগণের মতবাদ-খণ্ডনের পক্ষে যথেষ্ট। 'উপনিষদ্' শব্দের দ্বারা অতি স্পষ্টভাবে উপগম্য, উপগন্তা ও উপগমন—এই তিনটী বস্তু ও ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে অর্থাৎ ব্রহ্ম—উপগম্য, জীব—উপগন্তা এবং তাহাদের মধ্যবর্ত্তী ক্রিয়া—উপগমন। ইহা দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের নিত্য-অবস্থান, এবং তাঁহাদের মধ্যে নিত্য-সম্বন্ধ অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। উপগম্য বস্তু নির্ব্বিশেষ হইলে বা উপগন্তার অবস্থান না থাকিলে কিংবা উপগমন কার্য্য উপগন্তা ও উপগম্যের মধ্যবর্ত্তী ক্রিয়ারূপে

না থাকিলে 'উপনিষদ্' শব্দেরও কোন সার্থকতা থাকে না ; তাহা হইলে 'ব্রহ্মবিদ্যা'ও 'মায়া' বা 'মিথ্যা' হইয়া যায়। 'উপনিষদ্' এইরূপ মতবাদ নিরাস করিয়া বলিতেছেন যে, উপগন্তার উপগম্যের সমীপে উপগমন করিবার সার্থকতা আছে। ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু ; যে বৃহদ্বস্তুর নিকট উপনীত হয়, সে বৃহদ্বস্তুর সমজাতীয় হইলেও ক্ষুদ্র। কারণ উপগন্তা যদি উপগম্যের ন্যায় সমপরিমাণে বৃহৎই হইতেন, তাহা হইলে উপগমন-কার্য্যের কোন সার্থকতাই নাই। ক্ষুদ্রই বৃহতের নিকট গমন করিয়া থাকে। অতএব জীব ব্রহ্মের সমীপস্থ হয়। "সমীপস্থ হয়" বলিলে ব্রহ্মের সহিত একীভূত হয়—এইরূপ স্বকপোল-কল্পনা অনাবশ্যক। ক্ষুদ্রবস্তু বৃহদ্-বস্তুর সমীপস্থ হইয়া বৃহদ্বস্তুর সেবা করে, ইহাই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। যদি বল, কেবলমাত্র 'সমীপস্থ হয়'—এইরূপ বাক্য হইতে 'সেবা করে'—এইরূপ অর্থ কিরূপে পাওয়া গেল ? তদুত্তর এই যে, সমীপস্থ বস্তুর যদি কোন প্রকার ক্রিয়া না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে 'চেতন' না বলিয়া 'জড়' বলিতে হয়। জড়বস্তুই ক্রিয়াহীন ; চেতন বা সজীবের লক্ষণই ক্রিয়াশীলতা। অতএব উপগন্তা যখন উপগম্যের সমীপে উপগমন করে, তখন তাহার সেবাই নিত্যধর্ম্মরূপে প্রকাশিত থাকে। ইহা দ্বারা উপগম্য ও উপগন্তার সমজাতীয়ত্বও প্রমাণিত হইল অর্থাৎ "নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ"— অ-দেব কখনও দেবতাকে অর্চ্চনা করিতে পারে না—এই ন্যায়ানুসারে উপনীত ব্যক্তি বা উপগন্তা নিশ্চয়ই উপগম্যের সমজাতীয় কিন্তু সমজাতীয় হইলেও তৎসঙ্গে সঙ্গে উপগন্তার উপগম্যের অধীনত্ব, পৃথকত্ব প্রকাশ করিতেছে ; তবে এইরূপ যুগপৎ সমজাতীয়ত্ব ও ভিন্নত্ব প্রাকৃত ভূমিকার অতীত স্থানে সিদ্ধ হইতেছে বলিয়া প্রাকৃত চিন্তা দ্বারা পরিমেয় নহে। অতএব রূঢ়ি, যোগ, যোগরূঢ়ি, মহাযোগ, বিদ্বদ্রূঢ়ি এই পঞ্চমুখ্য বৃত্তি শব্দ-দ্বারাই 'উপনিষদ্' শব্দটী অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের জ্ঞাপক। নামাত্মক শব্দ-ব্রহ্ম মধ্যে রূপ, গুণ, ক্রিয়া, স্বরূপ সমস্তই অন্তর্ভুক্ত। 'উপনিষদ্' নাম উচ্চারণ মাত্রই বিদ্বদ্হৃদয়ে অচিন্ত্য ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের উদয় হইয়া থাকে। উপগন্তার (জীবের) উপগম্য (ভগবানের) নিকট উপগমন-ক্রিয়া একমাত্র শ্রবণের পথদ্বারাই সাধিত হয়, এইজন্য উপনিষদের অন্য নাম 'শ্রুতি'। শ্রবণের ফলেই কীর্ত্তন ; শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রবণ-কীর্ত্তনকেই একমাত্র সাধন বলিয়াছেন। অতএব 'উপনিষদ্' ও 'শ্রুতির' নিরুক্তি গৌর ভগবানের সিদ্ধান্তেরই প্রচার করিতেছেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমদ্ গৌরচন্দ্রের প্রচারিত সনাতন-ধর্ম্ম অর্থাৎ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মই পরম মুখ্যাবৃত্তিতে নিখিল শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয়। নিম্নে শ্রুতির প্রমাণদ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তানুসারে আম্নায়-বাক্যই প্রমাণ, সেই প্রমাণের দ্বারা নিম্নলিখিত নয়টী প্রমেয় উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রমেয়—(১) কৃষ্ণস্বরূপ হরি জগন্মধ্যে পরমতত্ত্ব। (২) তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। (৩) তিনি অখিলরসামৃতসমুদ্র। (৪) জীবসকল হরির বিভিন্নাংশ-তত্ত্ব। (৫) তটস্থ গঠনবশতঃ জীবসকল বদ্ধদশায় প্রকৃতি কর্তৃক কবলিত। (৬) তটস্থ ধর্ম্মবশতঃ জীবসকল মুক্ত দশায় প্রকৃতি হইতে মুক্ত। (৭) জীব-জড়াত্মক সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ। (৮) শুদ্ধ ভক্তিই জীবের সাধন। (৯) শুদ্ধকৃষ্ণপ্রীতিই জীবের সাধ্য।

'আম্নায়বাক্য'ই যে মূল প্রমাণ, এবং 'ব্রহ্ম-সম্প্রদায়' (যাহা হইতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় গুরু-পারম্পর্য্যক্রমে জগতে প্রকাশিত) হইতেই যে 'সনাতনধর্ম্ম' প্রচারিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তদ্বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ,—

"ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদসত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥"

(মুণ্ডক ১।১।১, ১।২।১৩)

"অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি সর্ব্বাণি নিঃশ্বসিতানি ॥"

(বৃহদারণ্যক ২।৪।১০)

শ্রীকৃষ্ণই যে পরতত্ত্ব, তদ্বিষয়ে পরম-মুখ্যাবৃত্তি-যোগে শ্রুতি-প্রমাণ

"তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ।
তং রসেৎ তং ভজেৎ তং যজেৎ ॥
একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোপি সন্ বহুধা যো বিভাতি।
তং পীঠস্থং যে তু ভজন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥"

(শ্রীগোপালোপনিষদে কথিত হইয়াছে, পূর্ব্বতাপনী ২১ মন্ত্র)

"কৃষ্ণায় দেবকীনন্দনায়" (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ৫৭ সংখ্যাধৃত সামোপনিষদ্‌বাক্য)

"শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে"

(ছান্দোগ্য ৮।১৩।১)

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ-নিহিতং গুহায়াম্। পরমে ব্যোমন্ সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা-বিপশ্চিতা॥" (তৈত্তিরীয় ২।১)

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"

(বৃহদারণ্যক ৫ম অধ্যায়)

(ক্রমশঃ)

নিবেদন

(প্রাপ্ত)

সংসার অর্ণব-তরি, শ্রীবৈষ্ণব-পায়।
দীনহীন কায়-মনে, মিনতি জানায়॥
মায়ামুগ্ধ জীব আমি, সংসার বন্ধনে।
দিন দিন পড়িতেছি, সতত পিছনে॥
মধ্যকালে জরাগ্রস্ত হ'য়েছি পীড়ায়।
সেই কালে ভয়-ভক্তি, শ্রীনাম বলায়॥
বলিলে কি হ'বে তাহা, সুপ্ত লোভাসুর।
অন্ন-বস্ত্র কুচিন্তায়, সদা রাখে দূর॥
এতদিন গত হ'ল, গ্রাম্যবার্ত্তা বলি।
জীবনে অধীত বিদ্যা, নিস্ফল সকলি॥
ভাগ্য ক্রমে সাধুসঙ্গে, গৌড়ীয় বাণীতে।
শুনিতেছি সুসিদ্ধান্ত, কিছুদিন হ'তে॥
"ভক্ত প্রতি রাখ সদা, নিত্য-সিদ্ধ-জ্ঞান।
গুরু-বৈষ্ণবের বাক্যে, হও মতিমান॥
তা' না হ'লে মায়াবাদে, অর্থবাদী জন।
অহঙ্কারে ভুলাইবে, ভক্তির সাধন॥"
বহুদিন এই ভাবে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
নৈরাশ্যে বৈষ্ণব-পদে, পড়েছি লুটিয়া॥
একমাত্র গুরুদেব, তদভীষ্ট জন।
তাঁদের চরণে সদা, এই নিবেদন॥
থাকে যেন মতি-গতি, নাম-ধাম-রসে।
তাহা যেন নাহি ভুলি, সংসার তামসে॥
তথাপি যে জরাগ্রস্ত, গতাগতহীন।
প'ড়ে আছি কুগহ্বরায়, পরের অধীন॥
সেবাবিধি বৈষ্ণবের, আচরণ যত।
করিবার সাধ্য নাই, উহাতে বঞ্চিত॥
কেবল মনেতে রাখি, শ্রীগুরু-চরণ।
শ্রীনাম ও স্মৃতিপথে, করি সঙ্কীর্ত্তন॥
আর মাত্র শ্রীগৌড়ীয়, ভক্তির সিদ্ধান্ত।
সারাদিন দেখি তাহা, আদি-মধ্য-অন্ত॥
কেবল ভরসা এবে, গৌড়ীয়-বার্ত্তায়।
করেন করুণা যদি, সপ্তাহধারায়॥
তা' দেখি করিব সদা, নাম-গুণ-গান।
জনমের কুসিদ্ধান্ত, করিব নির্ব্বাণ॥
ভববন্ধ ছিঁড়িবে কি, থাকিবেক তাহা।
শ্রীগুরু চরণে তাহা দিয়াছি অর্পিয়া॥

শ্রীবিজয়গোবিন্দ সাহা বিদ্যাবিনোদ।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন:—

গৌড়ীয় পত্রের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গকে জ্ঞাত করা যাইতেছে—

(১) গ্রাহকগণ পত্রিকার বার্ষিক ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইবেন।

(২) কোন বিষয় জানিতে হইলে ডাক টিকিট পাঠাইবেন; বেয়ারিং-পত্র গ্রহণ করা হয় না।

(৩) পত্র লিখিবার সময়ে সর্ব্বদা **গ্রাহক নম্বর** উল্লেখ করিবেন এবং নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

(৪) কোন এজেণ্টের নিকট কেহ কিছু দিলে তাহার রসিদ লইবেন।

গৌড়ীয় কার্য্যাধ্যক্ষ

আঁধার ও আলো

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের একটা দার্শনিক গ্রন্থ, অনেক দিন হ'তে শুনে এসেছি। আমার কর্মস্থলে থাকবার সময় কয়েকবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ব্যাখ্যাও শুনেছি। গত রবিবার দিন গৌড়ীয়-মঠে গিয়েছি, এমন সময় শুনতে পেলুম, ফোনে 'রিং' কচ্ছে। গৌড়ীয়-মঠের একজন ব্রহ্মচারী এসে গৌড়ীয়-মঠ-রক্ষককে বল্লেন,— "—বাবু আমাদের 'শ্রীসনাতন শিক্ষা' পাঠ করবার জন্য ডাকচেন'। মঠরক্ষক মহাশয় বল্লেন, হরিকথা হবে এতে আর আপত্তি কি? ব'লে দাও, আমরা লোক পাঠাচ্ছি।' এরূপ কথা শুনে আমারও পাঠ শুনতে যাবার ইচ্ছে হ'ল। আমরা গাড়ী চ'ড়ে ঠাকুরদাস পালিত লেনে এসে উপস্থিত হলুম। সখানে কীর্ত্তন হ'ল, কীর্ত্তনের পরে পাঠ আরম্ভ হবে। পাঠ আরম্ভ হ'ল। এমন সময় এক ব্যক্তি সখান থেকে উঠে গিয়ে ক'জন লোককে ডেকে আনলেন। তা'র ভেতর একটা লোক এসে বসতে না বসতেই পাঠের মধ্যেই বক্তাকে নানা রকম অসংলগ্ন প্রশ্ন করতে লাগলেন। বক্তা শ্রীমদ্ভাগবতের "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তি-রধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি"—এই শ্লোকটা ব্যাখ্যা ক'রে 'অহৈতুকী ভক্তিই জীবের নিত্যধর্ম্ম' একথা বলছিলেন, এমন সময় সেই লোক বক্তাকে বাধা দিয়ে ব'লে উঠলেন, মশায়, 'অহৈতুকী ভক্তি' কখনও জীবে সম্ভব হয় না। বক্তা তখন মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক হ'তে অহৈতুকী ভক্তির কথা ব্যাখ্যা করলেন। তা'তে ঐ ব্যক্তি বল্লেন, অহৈতুকী ভক্তি মহাপ্রভুর সম্বন্ধে সম্ভব হ'তে পারে, মহাপ্রভু সেটি নিজের সম্বন্ধে বলেছেন। বক্তা বল্লেন, মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্, তাঁহার আবার ভক্তির আবশ্যক কি? তিনি জীবের জন্যই এই উপদেশ দিয়েছেন। ভক্তি মহাপ্রভুর সেবিকা, তিনি শক্তিমত্তত্ত্ব আর ভাগবতে "পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ"—এই বাক্যের 'পুংসাং' শব্দ হ'তেও জানা যায় যে, 'ভক্তি' জীবের জন্যই একমাত্র পরম ধর্ম্মরূপে উদ্দিষ্ট হ'য়েছে। তথাপি ঐ ব্যক্তি যেন সে সকল কথা কিছু বুঝতে পারলেন না এবং পাঠের মধ্যেই নানারকম বাগ্‌বিতণ্ডা করবার চেষ্টা করলেন। আমি তখন তাঁ'কে বল্লুম,—মশায়, পাঠের মধ্যে প্রশ্ন করা সম্পূর্ণ রীতি-বিরুদ্ধ। তিনি বল্লেন,—'এরূপ নিয়ম কোথায়ও নেই'। এরূপ ব'লে সে ব্যক্তি যেন গায়ে প'ড়ে নানারকম তর্ক করবার অছিলা খুঁজতে লাগলেন। আর তাঁর সঙ্গী কয়জনও তাঁ'র সঙ্গে যোগদান করলেন; দেখে স্পষ্টই বোধ হ'ল, এ' সবলোক এক দলের হরিকথা-বিরোধী কপট ব্যক্তি। বক্তা তখন বাধ্য হ'য়ে পাঠ বন্ধ করলেন। এইরূপ তর্ক বিতর্ক হচ্ছিল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য বাড়ীর কর্ত্তা (পরে শুনলুম তাঁ'র নাম নাকি বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) কিংবা শ্রোতাদের ভেতর কেউই সেই কুতার্কিককে থামাবার চেষ্টা করলেন না! একটা মারামারি করবার চেহারা লোক তখন এসে খুব আস্ফালন দেখিয়ে বক্তা মহাশয়কে বল্লেন, প্রভো, কৃপা ক'রে জগবন্ধু-সম্বন্ধে কিছু উপদেশ করুন। ইনিও অন্য জায়গায় বক্তা মহাশয়ের পাঠের সময় চ'লে যাচ্ছিল, আর তিনি ঐ সব লোকের নানাপ্রকার অশিষ্ট ব্যবহার লক্ষ্য কচ্ছিলেন, এবং তিনি উপস্থিত কীর্ত্তনকারীর সহিষ্ণুতা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা ক'রে সেই লোকটার প্রশ্নের উত্তর দানে উদ্যত হ'লেন। কিন্তু দুই এক মিনিটের মধ্যে ঐরূপ আস্ফালন দেখান কপট-তৃণাদপি-সুনীচের কপটতা ধরা প'ড়ে গেল। সেই লোক তখন শিষ্টাচার-লঙ্ঘন-দ্বারা নিজের (পরে শুনা গেল, ঐ ব্যক্তি নাকি সহরের একজন অসদাচারী বস্ত্র-ব্যবসায়ী।) খাঁটী চরিত্র-প্রকাশ করে ফেল্লেন। বস্তুতঃ, এই সব কপট মহাশয়েরা কেউই হরিকথা শুনবার জন্য বক্তাকে আহ্বান করেন নাই, তাঁদের ভাব দেখে মনে হ'ল, তাঁ'রা বহুকাল ধ'রে যেন কি এক ভয়ানক মাৎসর্য্যের আগুনে জ্বলছিলেন, বৈষ্ণববিদ্বেষ, বৈষ্ণবাপরাধ ও বৈষ্ণবের প্রতি অশিষ্টাচার সেই ভীষণ আগুনের ইন্ধন হ'বে মনে ক'রে তাঁরা ঐরূপ একটা ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এমন কি তাঁরা সামান্য ভদ্র-ব্যবহারটাও পর্য্যন্ত রাখতে পারেন নাই। আমি বহু সভা-সমিতিতে যোগ দিয়েছি, বহু ভদ্রলোকের সহিত মিশেছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এরূপ ছবি আমার জীবনে এই প্রথম দেখলুম! পরে শুনতে পেলুম, প্রথম তার্কিক মশাইটী একজন ব্যবসায়ী জাত-গোসাইর শিষ্য, বিচার-জ্ঞান ও ব্যক্তিতে বালক এবং

তাঁ'র সঙ্গীগণও প্রায় তাই। পরের ব্যক্তিটীর পরিচয় ত' পূর্ব্বেই দিয়েছি, তাঁ'রা কেউই শাস্ত্র বা সিদ্ধান্তের ধার ধারেন না—অসদাচরণ, গৌরাবতারী ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষই ইঁহাদের ব্রত।

Kenedy সাহেবের Chaitanya Movement নামক পুস্তকে ব্যবসায়ি-গুরুগণের কীর্ত্তিকলাপের কথা প'ড়েছি এবং সহজিয়া-সম্প্রদায়ের অনেক কথাও অনেক লোকের কাছে শুনেছি। সেদিনকার ঘটনা দেখে মনে হ'ল, এসব লোক আবার ধর্ম্মের ভাণ করে—যাদের সামান্য শিষ্টাচারের পর্য্যন্ত অভাব! বণিকের শিষ্য কখনও যে ভাল হ'তে পারে না, (এমন কি ভদ্রলোকও না হ'তে পারে)—এটি এতদিনে আমার ধ্রুবধারণা হ'ল। ধীরেন্দ্র বাবুর হৃদয়ে এরূপ মাৎসর্য্যবহ্নি সহসা প্রজ্জ্বলিত হ'বারই বা কারণ কি? তিনি না একদিন প্রাণগোপাল গোস্বামীর সিদ্ধান্ত-বিরোধাদি সম্বন্ধে অনেককথা ব'লেছিলেন? তিনি বিচক্ষণ গৃহস্থ হ'য়ে নিজের গৃহের পবিত্র প্রাঙ্গনে এরূপ দেবপ্রকৃতি লোকদের কি ব'লে স্থান দিলেন?

শ্রীচৈতন্যের নাম ক'রে জগতে কি ভণ্ডামি চ'ল্‌ছে তা' শিক্ষিত ভদ্রসমাজের একটু দেখা উচিত। সদ্‌ব্রাহ্মণ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট কদর্য্য ব্যবসায় ও নীচ সঙ্গ-পরায়ণ ব্যবসায়ী গুরুসম্প্রদায় কোন দিনই আদর লাভ ক'র্‌তে পারেন নাই। অধুনা নানাপ্রকার মনোরঞ্জক বাক্‌-চাতুর্য্য ও তোষামোদাদি-দ্বারা তাঁ'রা উচ্চজাতি ও শিক্ষিত সমাজের একটু কৃপাদৃষ্টি পাইতে পারেন কিনা,—তদ্‌বিষয়ে চেষ্টাপর হ'লেও তাঁ'রা কিন্তু তাঁ'দের বণিক স্বভাবটা ছাড়্‌তে পারেন নাই। শিক্ষিত-সমাজ কখনই এরূপ কপটব্যক্তি-গণের ভোগায় ভুল্‌বেন না। শ্রীসনাতন গোস্বামী অবর জাতির সঙ্গ করায় নিজকে 'নীচজাতি' ব'লে পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু এখন যাঁরা মুখে গোস্বামিগণের অনুগত ব'লে পরিচয় দেন, তাঁ'রা সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বপ্রকারে নীচজাতির সঙ্গ ক'রেও কি প্রকারে নিজদিগকে 'উচ্চজাতি' ব'লে পরিচয়দিতে চান, তাহা শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজ বিচার ক'র্‌বেন। যাঁ'রা শিষ্টদিগকে 'নীচ' রেখে নীচের সহিত সর্ব্বপ্রকার সঙ্গ ক'রে থাকেন, তাঁ'রাও নিশ্চয়ই 'নীচ' হ'য়ে যান। যা' হোক, এই সমস্ত কথা বিস্তার করা আমার উদ্দেশ্য নহে; আমি সেদিনকার ঘটনায় যেরূপ প্রত্যক্ষ ক'রেছি, তা' হ'তে আমার দৃঢ় ধারণা হ'য়েছে যে, গৌড়ীয়-মঠ-ব্যতীত বাঙ্গালা দেশে কোন নিষ্কপট, সর্ব্বদা সেবাপরায়ণ, সত্যি সত্যি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পথের অনুসরণকারী, আচার-প্রচার-পরায়ণ ভক্তসঙ্ঘ আর নাই ব'ল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। এ'রূপ পরম হিতকারি-সম্প্রদায়ের দ্বারা ব্যবসায়ি-সম্প্রদায়ের অহিতকর কার্য্যের ক্ষতি হ'চ্ছে ব'লে এবং যেখানে যত অসৎ ও কপট ব্যক্তি আছে, তা'দের সকল কপটতা ও ভণ্ডামী ধরা প'ড়ে যাচ্ছে ব'লে, তাঁরা অসন্তুষ্ট হ'চ্ছেন। সত্যস্বরূপ ভগবান্ সর্ব্বযুগেই সত্যের বিজয়-পতাকা সংরক্ষণ করেন। ব্যবসায়ি-গুরু ও অসদ্ ব্যক্তিগণের শিষ্যবর্গ এত fanatic হয়ে প'ড়ে যে, তাঁ'রা তাঁদের fanaticism রক্ষা কর্‌তে গিয়ে শিষ্টাচার পর্য্যন্ত লঙ্ঘন ক'রে থাকেন।

জগতে আলো ও আঁধার, সূর্য্য ও ছায়া পাশাপাশি দেখ্‌তে পাওয়া যায়, গত রবিবারের ঘটনা ও তার পরদিনের ঘটনায় তাই দেখতে পেয়েছি। পরদিন অর্থাৎ গত সোমবারে আমি গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হ'য়ে শুন্‌তে পেলুম যে, আজ সন্ধ্যার সময় কোন এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের বাড়ী তাঁ'দের পাঠ আছে; মঠস্থ ভক্তগণ আমাকে তাঁ'দের পাঠের সঙ্গী হ'তে অনুরোধ কর্‌লেন। আমি বল্লুম, কাল ও আপনারা 'বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের' গৃহে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন, তা'তে আমি ভাল করে 'বোষ্টোম' দেখে এসেছি। ওরূপ ব্যবহার সামান্য অশিক্ষিত বর্ব্বর ও অসভ্য জাতির মধ্যেও দেখা যায় না, আজ আর 'বোষ্টোম' দেখ্‌বার সাধ নেই। তা'তে মঠস্থ ভক্তগণ বল্লেন, আপনি, একবার 'চূণ খেয়ে মুখ পুড়েছে ব'লে কি 'দৈ' ব'লে জগতে কোন জিনিষ আদৌ নেই বল্‌তে চান? কা'ল চূণের আস্বাদ পেয়েছিলেন, আজ একটু সত্যি সত্যিই 'দৈ' আস্বাদ ক'রবেন আসুন। বৈষ্ণবের সাজ-পোষাক কিছু 'বৈষ্ণব', যাত্রার দলের সাজা নারদ, কিছু ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদ ন'ন,—ভগবান্ আমাদিগকে নানা প্রকার প্রত্যক্ষ ঘটনার ভেতর দিয়ে এ' সব শিক্ষা দেন। জগতে কপট ও নিষ্কপট, ভণ্ড ও ভক্ত বৈষ্ণবের সজ্জায় বক-ধার্ম্মিক ও প্রকৃত বৈষ্ণব, অ-সুর ও সুর—এই দুই প্রকার সৃষ্টিই যে র'য়েছে তা' পরম করুণাময় ভগবান্ আমাদিগকে বহুভাবে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আমি সাধুদিগের এই সব কথা শুনে তাঁ'দের অনু-গমন কল্লুম বটে; কিন্তু পথে অগ্রসর হ'তে হ'তে গত দিবসের

মালাতিলকধারী শিষ্টাচাররহিত ব্যক্তিগণের কাপট্যের নাট্য পুনঃ পুনঃ মনে জাগতে থাক্‌ল। তা'রপর উদ্দিষ্ট গৃহে সকলেই উপস্থিত হ'লে দেখ্‌লাম, গৃহস্বামী একটী প্রাচীন বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ; সাধু ব্রহ্মচারিগণকে অভ্যর্থনা কর্‌বার জন্য পূর্ব্ব হ'তেই অপেক্ষা ক'চ্ছেন। ভক্তগণ উপস্থিত হ'লে তিনি সকলকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কল্লেন্ এবং নিজে বৈষ্ণবগণের চরণ প্রক্ষালন কর্‌বার জন্য জল নি'য়ে এলেন, কিন্তু বৈষ্ণবগণ তাহা গ্রহণ ক'র্‌লেন না। তাঁ'রা স্বহস্তে অন্য স্থান হ'তে জল গ্রহণ ক'রে পা ধুলেন। বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণটী বড় চতুর, তিনি বৈষ্ণবগণের পদ-ধৌত-জল যে স্থানে প'ড়ে ছিল, গোপনে সে'স্থান হ'তে জল নিয়ে মস্তকে ধারণ কর্‌লেন এবং বৈষ্ণবগণের পদ-সম্মার্জ্জনী মস্তকে ধারণ ক'রে নৃত্য কর্‌তে থাক্‌লেন। তৎপরে সকলকে তিনি যথোপযুক্ত আসন প্রদান ক'রে, স্বহস্তে সকলকেই প্রসাদী মাল্য-চন্দনাদি দ্বারা বিভূষিত ক'র্‌লেন। কীর্ত্তন আরম্ভ হ'ল, কীর্ত্তনান্তে প্রহ্লাদ-চরিত্র পাঠ হ'ল। সেই পরম ভাগবতের গৃহে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, নৈয়ায়িক ও দার্শনিক (মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ প্রভৃতি) হ'তে আরম্ভ ক'রে বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁ'রা সকলেই অত্যন্ত মনোযোগের সহিত হরিকথা শ্রবণ ক'র্‌লেন এবং বিশেষ সন্তুষ্ট হ'লেন। পাঠান্তে শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ ও শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল মহাশয়ের শরণাগতি-কীর্ত্তনে সকলের চিত্ত দ্রবীভূত হ'ল। পরমভাগবত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মঠস্থ ভক্তগণকে তাঁ'র গৃহদেবতা শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীমন্দিরে নিয়ে গেলেন এবং বৈষ্ণবগণকে সম্ভাষণ ক'রে নিজের মোটার-যানে গৌড়ীয় মঠে পৌঁছিয়ে দিলেন।

ভগবান্ আদৈব ও দৈব দুইটী সৃষ্টি পাশাপাশি সাজিয়ে রেখেছেন। একজনের সামান্য শিষ্টাচারের পর্য্যন্ত অসদ্ভাব, আর একজনের প্রকৃত বৈষ্ণবোচিত আচরণ। একজনের কপটতা আর একজনের সরলতা, একজনের মাৎসর্য্য, হিংসা আর একজনের ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ অতি স্পষ্টভাবে অনুভূতির বিষয়। একজনের বাহিরে মালা-তিলক-ঝোলা, আকুপাকুভাব, ডিঙ্গিয়ে চলা—সব ঠিক আছে, কিন্তু অন্তরটিতে মৎসরতা বেশ ক'রে জাঁকিয়ে ব'সেছে—আর, আর একজন নিষ্কপট।

ধন্য ভাগবতবর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর গৌর-কারুণ্য কটাক্ষ-বৈভব মহোদয়, ধন্য আপনার বৈষ্ণব-সেবা-বৃত্তি। আপনি সত্য সত্যই মহাপ্রভুর করুণা-কটাক্ষে পতিত। আপনি সত্য সত্যই গৃহস্থ বৈষ্ণব। যাঁ'রা বৈষ্ণবগণের বিদ্বেষ করেন, তাঁ'দের আপনার ন্যায় সুবুদ্ধি হউক, তাঁ'রা কপটতা ও আত্মবঞ্চনাবৃত্তি ছেড়ে শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের চরণাশ্রয় করুন, তা' হ'লে তাঁ'রাও ধন্য হ'তে পারবেন। কপট প্রাকৃতসহজিয়াগণের মাৎসর্য্যানল দগ্ধ হৃদয় দেখে বড় দুঃখ হয়। তাঁ'রা অন্যায় জেদ ও গায়ের জোরে ব্যবসায়ী, ব্যভিচারী, অসদ্‌গুরুগণকে সমর্থন কর্‌তে গিয়ে এবং অসদ্‌গুরুগণ এরূপ শিষ্যগণের ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিতে গিয়ে, উভয়েই ক্রমে ভীষণ হ'তে ভীষণতর তমোরাজ্যে চলে যাচ্ছেন।

দর্শক—

(অধ্যাপক) **শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল** (এম, এ)

জাগ্রদাদি অবস্থা-চতুষ্টয়

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি নামক তিনটী অবস্থার পরিচয় মানব মাত্রই অবগত। এই অবস্থাত্রয় ব্যতীত আর একটী অবস্থা আছে, যাহার বিশিষ্ট পরিচয় মুক্ত পুরুষ ভিন্ন অপর কেহ জ্ঞাত নহে। মুক্তপুরুষগণলভ্য এই শেষোক্ত অবস্থাটী তুরীয় বা চতুর্থ নামে খ্যাত।

শ্রীভগবানই একমাত্র বাস্তব বস্তু। তিনি মূল-চেতন ও সর্ব্বশক্তিমান্ তত্ত্ব। চেতন-ধর্ম্ম অন্বিত থাকা হেতু তিনি স্বভাবতঃ ইচ্ছাময় এবং অঘটন-ঘটন-পটিয়সীরূপ অসীম শক্তির আধার বলিয়া তিনি নিত্যানিত্য বহুবিধ লীলার অভিনয়কারী। যদিও "শক্তি-শক্তিমতয়োরভেদঃ" এই শাস্ত্রোক্তি হইতে জানিতে পারা যায় যে, শক্তিমান্ হইতে শক্তির পৃথক্ সত্তা নাই, তথাপি স্বতন্ত্রেচ্ছাময় লীলাকল্লোল-বারিধি শক্তিমানের যখন যেরূপ ইচ্ছা স্বতঃই স্ফুরিত হয়,

তখন শক্তি নিজ-স্বরূপকে শক্তিমান-তত্ত্বে পূর্ণমাত্রায় অভিন্নরূপে সংরক্ষণ পূর্ব্বক দীপ হইতে দীপান্তর প্রকাশের ন্যায় শক্তিমানের সত্ত্বাকে আশ্রয় করিয়া অন্যান্য বহুবিধ আকারে আপনাকে পরিণত করেন। এবম্প্রকার বহুবিধ শক্তির পরিণতিগুলি প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত (যথা— চেতন ও অচেতন) এবং তাহারা শক্তিমানের সত্ত্বায় সত্ত্বাবান অর্থাৎ শক্তিমানের সত্ত্বাকে আশ্রয় না করিয়া নিজ-স্বরূপ প্রকাশ করিতে অসমর্থ। শক্তিমানের সত্ত্বায় সত্ত্বাবান হইলেও অজ্ঞ মানবগণের চক্ষে পৃথক সত্ত্বাবিশিষ্ট-রূপে দর্শনযোগ্য চেতন-পদার্থের ন্যায় ভাসমান বস্তুনিচয় 'জীব' নামে ও অচেতন অণুপদার্থের ন্যায় প্রকাশ-শীলবস্তু-গুলি 'জড়' নামে অভিহিত। যখন চেতন ও জড় উভয়-বিধ পদার্থই শক্তির পরিণতি ও মূল-চেতনরূপ শক্তিমৎ-তত্ত্বের ইচ্ছাপূর্ত্তির জন্য তদীয় শক্তি-কর্ত্তৃক অন্যাকারে প্রকটিত, তখন শক্তি-জাতীয়গণ তাহাদিগের একমাত্র কর্ত্তব্য সর্ব্বতোভাবে শক্তিমানের সেবা করা ও তাঁহার মহিমা-ঘোষণায় যথাসাধ্য নিযুক্ত থাকা। এই জন্য শাস্ত্রে অন্যত্র উক্ত হইয়াছে, 'তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি' নিত্য সেব্য-সেবকভাব-সংপৃক্ত যে জ্ঞান, তাহাকে অদ্বয়-জ্ঞান কহে। অদ্বয়জ্ঞানের জাগরূক অবস্থায় জীবগণ কায়-মনো-বাক্যে কেবলমাত্র শক্তিমানের সেবায় ব্যস্ত থাকেন ও জড়াকারে ভাসমান পদার্থসমূহকে শক্তিমানের সেবোপ-করণ বুঝিতে তাঁহারই সেবায় নিয়োগ করিতে উদ্‌গ্রীব হন। তাঁহারা অন্য কোন জীবের দ্বারা নিজ সেবা করাইতে চাহেন না ও শক্তিমানের সেবোপকরণগুলিকে ভোগ করিতে রুচিবিশিষ্ট হন না। নিজ সেবার পরিবর্ত্তে যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাঁহারা অন্য জীবকে শক্তি-মানের সেবায় নিযুক্ত করিতে ত্রুটি করেন না। শাস্ত্রানুসারে তাঁহারাই মুক্ত জীব ও তাঁহাদিগের কথিতপ্রকার সেবা-পর ভাবে যে অবস্থান, তাহাই 'তুরীয়' অবস্থার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় স্থল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে পুঞ্জীভূত সুকৃতি-অর্জ্জনের ফলে শ্রোতপন্থায় রুচি জন্মে ও সেই রুচি হইতে ব্রহ্মনিষ্ঠ-গুরুর আনুগত্য লাভ হয়, যাহার ফলে মানবগণ চরমগতিরূপ 'তুরীয়' অবস্থায় উপনীত হন, অন্যথা সম্ভবপর নহে।

দুর্ভাগ্যের প্রাবল্যে অদ্বয়-জ্ঞান লাভে অসমর্থ ব্যক্তিগণ দ্বৈত বা ভেদ-বুদ্ধির দ্বারা চালিত হন। ভেদ-বুদ্ধি-বশতঃ তাঁহারা চেতনাচেতন প্রত্যেক পদার্থকে স্বতন্ত্র সত্ত্বাবান্‌রূপে অবগত হন ও নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরস্পর পরস্পরের স্বার্থের ব্যাঘাত উৎপন্ন করিতে কুণ্ঠিত হন না। তাঁহারা মূল-চেতন বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন ও আপনা-দিগকে শক্তিমান্ পদার্থ বিবেচনা করতঃ, ভোক্তা সাজিয়া ভোগ্য বস্তু আহরণে সদা রত। শাস্ত্রে এই শ্রেণীর মনুষ্যদিগকে বদ্ধ, অজ্ঞানী বা জড়-ভেদ-বাদী কহে। ইঁহারা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি রূপ অবস্থাত্রয়ে বিচরণশীল ও পুনঃ পুনঃ দুঃখসঙ্কুল সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকেন, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে,—

"যদেতদ্বিস্মৃতং পুংসো মদ্ভাবং ভিন্নমাত্মনঃ।"

"ততঃ সংসার এতস্য দেহাদ্দেহো মৃতে র্মৃতিঃ॥"

জাগ্রৎ অবস্থায় ভোগ্য পদার্থগুলি ভোক্তা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তুরূপে বহির্জ্জগতের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে। স্বপ্নাবস্থায় সেই সমুদয় ভোগ্য-বস্তু, বহির্জ্জগতের পরিবর্ত্তে ভোক্তার আত্মাতে আত্মা হইতে ভিন্ন পদার্থরূপে প্রতীয়মান হয়। আবার সুষুপ্তি অবস্থায় ভোগ্য-বস্তুসমূহ ভিন্নাকার পরিত্যাগ করিয়া ভোক্তার সহিত একীভূত হয়, যে কারণ ভোক্তা আর তাহাদিগকে দর্শন করিতে সমর্থ হন না। যেহেতু সুষুপ্তিকালে ভোগ্য-বস্তুর আকার দৃষ্ট হয় না, তজ্জন্য জীবগণ সে সময় আপনাদিগকে ভোক্তা বলিয়া বুঝিতে অক্ষম হন। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থাগত ভোক্তৃ-ভোগ্য ভাবের বিরাম হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, সুষুপ্তিকালে জীবসমূহ মায়া-রচিত গুণ-নিগড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্গুণ ব্রহ্ম বা চিৎ রূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যথা শাস্ত্রে—"ইমাঃ লোকাঃ অহরহঃ ব্রহ্মলোকং গচ্ছন্তি, ন বিন্দন্তি অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ' অর্থাৎ এই প্রজাবৃন্দ প্রতিদিন ব্রহ্মলোকে গমন করেন, কিন্তু অজ্ঞতানিবন্ধন তাঁহারা ইহা জানেন না। ভোক্তৃত্বাদি মায়িক অহঙ্কার অস্তমিত হওয়ায় জীবগণ সুষুপ্তি দশায় নিজ বিশুদ্ধ চেতন বা ব্রহ্ম-রূপে অধিষ্ঠিত হন এবং সেই শুদ্ধ চেতন-রূপে মূল চেতন বা শক্তিমৎ-তত্ত্বস্থ নির্গুণ চিদানন্দবিকাশিনী শক্তির যে অংশটুকু অবস্থিত, তাহার ক্রিয়া হইতে নির্গুণ ব্রহ্ম-সুখ আস্বাদন করেন। দীর্ঘকাল-ব্যাপী গাঢ় নিদ্রার পর উত্থিত হইয়া মানবসমূহ বলিয়া থাকেন যে, 'তাঁহারা সুখে নিদ্রিত ছিলেন।' যখন নিদ্রা কালে বাহ্য পদার্থের সঙ্গ-লাভ অসম্ভব, তখন নিদ্রোত্থিত

ব্যক্তির উক্ত সুখ-স্মৃতিটুকু যে নির্গুণ ব্রহ্মানন্দকে লক্ষ্য করিয়া উত্থিত হয়, ইহা স্বীকার করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

বদ্ধ বা দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ গাঢ় পরিশ্রমের পর শ্রান্তিদূর করিবার জন্য নিশ্চেষ্ট বা জড়বৎ অবস্থান করিবার আশায় নিদ্রাকে আবাহন করেন। যেহেতু "নিদ্রাগত হইব" ইত্যাকার সংস্কার পোষণ করিতে করিতে নিদ্রিত হন, তজ্জন্য তাঁহারা নিদ্রাভঙ্গের পর "অচেতনবৎ নিদ্রিত ছিলাম" বলিতে বাধ্য হন। ব্রহ্মজ্ঞগণ কিন্তু "ব্রহ্ম চিন্তায় মগ্ন হইব" ইত্যাকার বুদ্ধিপূর্ব্বক ব্রহ্মবস্তুর ধ্যান করিতে করিতে বাহ্যচিন্তার উপরম ভূমিকায় ব্রহ্মসুখ আস্বাদনে সমর্থ হন ও ব্রহ্মচিন্তনের অভাব সময়ে (অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া জাগ্রৎ-দশায় উপনীত হইলে) দেহেন্দ্রিয়াদির সুষুপ্ত ভূমিকানুভূত ব্রহ্মানন্দের সুস্পষ্ট স্মৃতি উদ্রেকে অনুভব করিতে অসুবিধা বোধ করেন না। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" এই ন্যায়ানুসারে বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রহ্মানভিজ্ঞ দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট বদ্ধ জীব-সমূহ সুষুপ্তি-কালে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়াও, সংস্কারাভাবে তাঁহার যথার্থ পরিচয়-লাভে বঞ্চিত হন। পুত্রের রূপে পিতা যেরূপ আপনাকে দুঃখী বোধ করেন, অথবা প্রাণসম একমাত্র পুত্রের মৃত্যুকালে স্নেহবিহ্বলা জননী অত্যন্ত আসক্তি হেতু যেরূপ "নিজের মৃত্যু হইতেছে" ইত্যাকার প্রাণান্তপর্ণ-চিন্তাকে অকস্মাৎ হৃদয়ে অনুভব করিতে সমর্থ হন, সেই প্রকার অজ্ঞ জীবসমূহও সুষুপ্তিকালে প্রিয় বাহ্য দেহাদির অদর্শনে মনে করেন যে নিজ অস্তিত্বটুকু পর্য্যন্ত বুঝি বা হারাইয়া যায়। সুতরাং নিদ্রাকালে যাহারা নিজ অস্তিত্বের প্রতি সন্দিহান হন, তাঁহারা প্রতিদিন ব্রহ্মলোকে গমন ও ব্রহ্মানন্দরস আস্বাদন করিয়াও যে তাহা অস্বীকার করিবেন এবং তৎফলে নাস্তিকতার উচ্চ সীমায় উপনীত হইয়া আমৃত্যু ভোগান্বেষণে ব্যস্ত থাকিবেন, ইহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

পরম কারুণিক ও সর্ব্বজীবৈকসুহৃৎ মূল চেতনরূপ শক্তি-মণ্ডল শ্রীভগবান্ ত্রিতাপজনক দেহাত্মবুদ্ধি ছাড়াইবার জন্য বদ্ধ জীবদিগকে প্রতিদিন সুষুপ্ত দশায় নির্গুণ ব্রহ্মানন্দরস আস্বাদন করাইয়া থাকেন, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে,—

"যেন প্রসুপ্তঃ পুরুষঃ স্বাপং বেদাত্মনস্তদা।
"সুখঞ্চ নির্গুণং ব্রহ্মতমাত্মানমবেহি মাম্॥

বাহ্য-দশায় দৃশ্যমান কোন কোন পদার্থ—দীর্ঘকাল স্থায়ী বলিয়া বোধ হইলেও তাহারা যে ভবিষ্যৎ কালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। যদিও নশ্বর, তথাপি দীর্ঘকাল স্থিতিলাভ করে. এই হেতু তাহারা মোহ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় ও অজ্ঞব্যক্তি সকল সেই মোহে মুগ্ধ হইয়া বাহ্য বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়েন। এবম্ভূত মোহজাল ছিন্ন করাইবার উদ্দেশে পরপর ভাবে স্বপ্ন ও সুষুপ্তি নামক অবস্থাদ্বয়ের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। স্বপ্নাবস্থায় বহির্জ্জগৎ ও তদ্গত পদার্থসমূহ পূর্ব্ববৎ বাহ্য-দেশে অবস্থিত বলিয়া অনুভূতির বিষয় হয় না এবং আত্মাতে কল্পিত হওয়ায় বাহ্য-দেশ-গত মোহকে ধ্বংস করে। আবার সুষুপ্তি-অবস্থা উহাদিগকে আত্ম-দেশেও লক্ষ্য করা যায় না, অর্থাৎ উহাদিগের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপ লুপ্ত পরিণত বাহ্য পদার্থসমূহের প্রতিদিন বাহ্যদেশ হইতে বিচ্যুতি ও তৎপরে আত্ম-দেশ হইতে অপ্রকট হওয়ার বিষয় মুহুর্মুহু চিন্তাপথে উদিত হইলে উহাদিগকে গন্ধর্ব্ব-নগরের ন্যায় দেখিতে দেখিতে বিনাশযোগ্য অর্থাৎ মায়িক তাৎকালিক সত্য) বিষয় বলিয়া স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হওয়া যায়। যে পরিমাণে উহাদিগের নশ্বরতা বা মায়িকতা হৃদয়ঙ্গম হয়, তন্মাত্রায় মোহজাল ছিন্ন হইতে থাকে। মোহ যতই নিঃস্ব হয়, জীবগণ ভগবানের আকর্ষণ কৌশল বুঝিতে সমর্থ হন ও তাঁহার দয়া অনুভব করিতে করিতে তাঁহার প্রেমে আবদ্ধ হইয়া নিত্যকালব্যাপী পরমাদ্ভুত সেবানন্দরস-আস্বাদনে প্রবৃত্ত হন। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, যথা—

"এবং জাগরণাদীনি জীবস্থানানি চাত্মনঃ।
"মায়া মাত্রাণি বিজ্ঞায় তদ্-দ্রষ্টারং পরং স্মরেৎ॥"

শ্রীভগবান অন্তর্যামী বা পরমাত্মরূপে সকল জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি নামক অবস্থাত্রয়ের নিত্যকাল সাক্ষী। জীব যে সময় মুক্ত হন, সে সময় তিনিও সাক্ষীরূপে অবস্থিত হইতে পারেন। যদিও জীব সাক্ষীত্ব বা ব্রহ্ম-রূপতা প্রাপ্ত হন, তাহা হইলেও যে মূল সাক্ষী, তত্ত্বের কৃপায় জীবের সাক্ষীত্ব সিদ্ধ হয়, জীব তাঁহার স্থলে

অভিষিক্ত বা তাঁহার সহ সমানধর্ম্মবিশিষ্ট হন না। শ্রীভগবান্ আশ্রয় ও জীব আশ্রিত,—ইত্যাকার ভেদ অবশ্যম্ভাবিরূপে বর্ত্তমান থাকে এবং তন্নিমিত্ত মুক্ত-জীবগণ ব্রহ্মরূপতা-সিদ্ধির পরবর্ত্তিকালে অনন্যভাবে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত থাকিবার জন্য প্রয়াসযুক্ত হন। অরণ্যের মধ্যে একটী মনুষ্য প্রবিষ্ট হইলে তিনি যেমন অরণ্যরূপে পরিণত হন না, ব্রহ্মলোকগত জীবও সেইরূপ মূল ব্রহ্মতত্ত্বের সহ মিলিয়া তৎরূপে পরিণত হন না। ভোগ-বুদ্ধিরূপ অনর্থের ধ্বংসে মুক্তজীব তুরীয় অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন বলিয়া অবগত হওয়াই সমীচীন, যেহেতু শ্রীভগবান্ মায়ার অধীশ্বর ও মায়িক লীলার নিত্য সাক্ষী এবং তিনি তুরীয় অবস্থায় নিত্যকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বদ্ধ বা ভগবদ্বিমুখ ও সংসারক্লিষ্ট জীবদিগকে তুরীয় অবস্থায় লইয়া যান।

এই প্রবন্ধ পাঠে কেহ যেন স্থির না করেন যে, জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থাদ্বয় অপেক্ষা সুষুপ্তি দশার বিশিষ্টতা যখন উক্ত হইয়াছে, তখন নিদ্রাবশ হইয়া কুম্ভকর্ণের ন্যায় নিদ্রিত থাকাই মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুষুপ্তি-দশা যখন ভঙ্গ হইবার যোগ্য, (অর্থাৎ নিত্যকাল স্থায়ী নহে) তখন উহা কখনই লোভনীয় বিষয় হইতে পারে না। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি দশার বিচার হইতে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই মাত্র স্বীকার্য্য। অজ্ঞ মানববৃন্দ প্রত্যহই উক্ত অবস্থাত্রয়ে বিচরণ করেন, অথচ উহাদিগের ভিতর হইতে সার গ্রহণে উদাসীন থাকেন; তাঁহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়েই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

শ্রীঅতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর

প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ

মাননীয়

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়-সম্পাদক মহাশয়,

সমীপেষু—

মাননীয় শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয়!

অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদন এই। গত অগ্রহায়ণ মাসে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজজী অত্র-স্থানে (মতলবগঞ্জে) প্রচার-কালে "গুরু"-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তদবধি আমি নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রশ্ন লইয়া বড়ই সংশয়গ্রস্ত। আশা করি, কৃপাপূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকায় অনতিবিলম্বে প্রার্থিত প্রশ্নোত্তর প্রদানে সংশয় দূরীভূত করিয়া উপকৃত করিবেন।

প্রশ্ন।

১। দীক্ষাগুরু এবং শিক্ষাগুরুদেবের মধ্যে প্রভেদ কি?

২। মৎস্যভোজী ও স্ত্রীসংসর্গী কুলগুরু শিষ্যকে দীক্ষা-মন্ত্র দিতে পারেন কিনা?

৩। শিক্ষা-মন্ত্র নামক কোন পৃথক্ মন্ত্র আছে কিনা?

৪। সদ্গুরু কি করিয়া পাওয়া যায়? নিবেদনমিতি।

বিনয়াবনত দাসানুদাস

১৮ই বৈশাখ } শ্রীশ্যামলাল পাল
১৩৩৪ সন। } পোঃ মতলবগঞ্জ, জিঃ ত্রিপুরা।

উত্তর

১। যাঁহার দ্বারা মন্ত্রদান সম্পাদিত হয়, তিনিই 'দীক্ষাগুরু' এবং যাঁহাদের দ্বারা ভজন-শিক্ষা হয়, তাঁহারাই 'শিক্ষাগুরু'। দীক্ষাগুরুই শিক্ষাগুরু হইতে পারেন। দীক্ষাগুরু এক, কিন্তু শিক্ষাগুরু বহু হইতে পারেন। দীক্ষা এবং শিক্ষাভেদে শ্রীগুরুর দ্বিত্ব কথিত হইলেও উভয়েই অভিন্ন গুরুতত্ত্ব। দীক্ষা এবং শিক্ষাগুরুর লীলাভেদ থাকিলেও শিষ্যের নিকট উভয়েই সমতত্ত্ব ও সমভাবে পূজ্য। শ্রীগুরু-তত্ত্বে 'ছোটবড়' বা ভেদজ্ঞান নিরয়প্রাপক। শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ তদীয় ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"মন্ত্রগুরুস্ত্বেক এব নিষেৎস্যমানত্বাদ্বহূনাম্; শ্রবণগুরুভজনশিক্ষাগুর্ব্বোঃ প্রায়িকমেকত্বমিতি। শিক্ষাগুরোর্বহুত্বমপি জ্ঞেয়ম্।" অর্থাৎ মন্ত্রগুরু এক; অনেক গ্রহণের নিষেধ আছে। শ্রবণ-গুরু ও ভজন-শিক্ষা-গুরুর প্রায়ই একত্ব; শিক্ষা-গুরুর বহুত্ব।

২। মৎস্য-ভোজন ও স্ত্রীসংসর্গাদি দোষ সাধারণ নৈতিক বিচারেও অত্যন্ত ঘৃণ্য বলিয়া গর্হণযোগ্য। সুতরাং তদ্দোষনিষ্ঠ ব্যক্তি কখনও 'গুরু'-পদবাচ্য হইতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবতের 'অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ' শ্লোকে যে কলিস্থান-পঞ্চকের উল্লেখ আছে, তাহা আলোচনা করিলে স্পষ্টই উপ-লব্ধি হইবে যে, দ্যূত অর্থাৎ পাশক্রীড়াদি, পান অর্থাৎ মাদক

দ্রব্যাদি সেবন, যোষিৎসঙ্গ, প্রাণিহিংসা এবং শ্রীভগবান্ ও তৎপ্রিয়ভক্তগণের সেবা-ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে অর্থের অসদ্ব্যবহারাদি অধর্ম্মের অনুসরণকারিগণ কলির দাস, সুতরাং অসৎ। তাদৃশ 'অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার'। অসৎ অর্থাৎ অনিত্য বস্তু এবং তাহার সঙ্গকারী ব্যক্তির সঙ্গদোষে আমাদিগের প্রবৃত্তিও অসৎ বা অসত্যবস্তুকে সত্যভ্রমে আলিঙ্গন করিতে যাইয়া ভীষণ বিবর্ত্তে পতিত হইবে। এক অন্ধ আর এক অন্ধ ব্যক্তিকে পথ দেখাইতে গিয়া উভয়েই ঘোর অন্ধকূপে পতিত হয়। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ যে সমস্ত উপদেশ-বাক্য বলিয়াছেন, তাহার কয়েকটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথ-প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥

মহাঃ ভাঃ উদ্যোগপর্ব্ব ১৭৯।২৫

অর্থাৎ ভোগ্যবিষয়লিপ্ত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিবেকরহিত মূঢ় এবং শুদ্ধভক্তি-ব্যতীত ইতরপন্থানুগামী ব্যক্তি নামে-মাত্র গুরু হইলেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করাই বিধি। তাহাতে গুরুত্যাগ-জনিত কোন দোষ উদ্ভূত হইতে পারে না। বলি মহারাজের অসদুপদেষ্টা শুক্রাচার্য্যকে বর্জ্জন এবং প্রহ্লাদের দৈত্যগুরূপদেশ অমান্য-করণাদির উদাহরণ বিশেষভাবে আলোচ্য।

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভঃ সদ্গুরুর্দেবি শিষ্য-সন্তাপহারকঃ॥ (পুরাণবাক্য)

অর্থাৎ বৎসরান্তে একবার আসিয়া গুরুদক্ষিণাদিরূপ বার্ষিকাদিচ্ছলে শিষ্যের বিত্তাপহারক বহু গুরু পাওয়া যায়, কিন্তু শিষ্যের নিত্যমঙ্গল-প্রয়াসী সদ্গুরু অত্যন্ত দুর্লভ।

সুতরাং শ্রীভগবদ্ভজনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির দীক্ষাদানের লীলাভিনয়কারী, অসদাচারী, হিংসাপরায়ণ, স্ত্রীসঙ্গী, বাহ্যে কৃষ্ণভক্তের সজ্জা, অন্তরে ভীষণ কৃষ্ণাভক্ত অসদ্গুরুর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের নিকট নিষ্কপটে ব্যাকুল-ভাবে ক্রন্দন আর প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য যে, "হে ভগবন্, আমার হৃদয়ে এতাদৃশী সদ্বুদ্ধির প্রেরণা করুন, যাহাতে আমি সদ্গুরুপাদপদ্মে উপনীত হইতে পারি"। এরূপ নিষ্কপট ব্যক্তির নিকটই শ্রীভগবান্ তাঁহার নিজজন পাঠাইয়া তাঁহাকে ভবকূপ হইতে উদ্ধার করেন। অতএব "পরমার্থ-গুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্ব্বাদিপরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ"—শ্রীভক্তিসন্দর্ভের এই বচনানুসারে জানিতে হইবে যে, ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক অযোগ্য গুরুব্রুব পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তব্য। কেননা, "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।"—অবৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণুর অভক্ত অথবা কপট বিষ্ণুভক্তের উপদিষ্ট মন্ত্র শ্রবণে ভব-বন্ধন মুক্ত হওয়া দূরে থাকুক, ঘোর নরকে পতিত হইতে হয়।

৩। শিক্ষামন্ত্র বলিয়া কোন পৃথক্ মন্ত্রের কথা শাস্ত্রে উল্লেখ নাই!

৪। নিষ্কৈতুক ভগবদ্ভজনে প্রয়াসী হইয়া নিষ্কপটচিত্তে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইলে শ্রীভগবানই তাঁহার নিজজনকে মহান্তগুরুরূপে প্রেরণ করেন।

"কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

যিনি বাস্তব-সত্য লাভে একান্ত যত্ন-পরায়ণ, ভগবান্ তাঁহার নিকট সদ্গুরুরূপে অবতীর্ণ হন; আর যে ব্যক্তি বঞ্চিত হইতে অভিলাষ করে, ভগবান্ও তাহার নিকট "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—এই প্রতিজ্ঞা-নুসারে মায়াদেবীকর্ত্তৃক বঞ্চকগুরু প্রেরণ করিয়া থাকেন। সেবোন্মুখশ্রেয়ঃকামিব্যক্তি সদ্গুরুর সাক্ষাৎ পান, আর সেবা-বিমুখ প্রেয়ঃকামী ব্যক্তি অসদ্গুরু বা বঞ্চকের দেখা পান।

বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুর কৃপায় আমরা সদ্গুরুর সন্ধান পাই। সাধুগণের মুখনিঃসৃত শাস্ত্রীয় হরিকথা শ্রবণফলে আমাদের চিত্ত নির্ম্মল হইলে ভগবানই সেই সেবোন্মুখ নির্ম্মলচিত্তে বুদ্ধি-যোগ প্রদান করিয়া সদ্গুরু চিনিবার ক্ষমতা দান করেন।

উত্তরপ্রদাতা—
গুরু-বৈষ্ণবদাসানুদাসাভাস
শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী।

প্রাপ্ত পত্র

শ্রীবৈষ্ণবচরণাশ্রয়েষু:—

পূজনীয় সম্পাদক মহাশয়! শ্রীচরণে কোটী কোটী প্রণাম। জানিনা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কোন্ সুকৃতি-বলে আজ আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় লইবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। আপনাদের "শ্রীগৌড়ীয়" পত্রিকাখানি পাঠে তাহাকে চির-তরে নিজস্ব করিবার মানসে এই বর্ষের প্রথম হইতে গ্রাহক-

শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনারা যে কি ছলে এ হেন অমূল্য রত্ন সামান্য মূল্যে বিতরণ করেন, তাহা আমার ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের বুঝা দুঃসাধ্য। আজ দেখিতেছি, ঈশ্বরের কৃপা অহৈতুকীরূপে আমার উপর বর্ষিত হইতে চলিয়াছে। শুধু অর্থেই যে শান্তি আসে তা নয়; যদি তা হইত, তবে জগতের যত বড় ধনীদের দুঃখ-শোকাদি পাইতে হইত না। শান্তি একমাত্র গৌড়ীয়েতেই আছে। এমন অপূর্ব্ব রত্ন শব্দামূল্যে বিতরণ করিয়া যে আপনারা কি মহান্ উপকার করিতেছেন, তাহা আর কি বলিব! তবে কি না সাধুদের লক্ষণই এই যে, তাঁহারা জগতের দ্বারে দ্বারে অহৈতুকী কৃপা বিতরণের জন্যই ভ্রমণ করেন। এই পত্রিকাখানি যে কি বস্তু তাহা আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে অসমর্থ; তবে এইমাত্র প্রার্থনা যে, এই বৈকুণ্ঠবাণী জগতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলেই সর্ব্বাপেক্ষা উপকার হইবে এবং শীঘ্রই সত্যযুগের উদয় হইবে। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

সেবকানুসেবক—
শ্রীযতীন্দ্রনাথ পরামাণিক
শ্যামশেনপুর।

প্রচার-প্রসঙ্গ

সেদিন শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ গোস্বামী ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংসঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া প্রায় ৪।৫ ঘণ্টা কাল শ্রীগৌড়ীয়-মঠে অবস্থান করেন এবং শ্রীল পরমহংসঠাকুরের শ্রীমুখে হরিকথা এবং পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন, ভাবপ্রকাশিকা, ভাবদীপ, তাৎপর্য্যচন্দ্রিকা প্রভৃতি বেদান্ত-ভাষ্য-টিপ্পনীর সহিত বেদান্তের অপশূদ্র-প্রকরণ-ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন। তিনি বলিলেন যে, গৌড়ীয় মঠের প্রচারফলে শিক্ষিত সমাজের সকলেই আর কিছু বুঝুন আর নাই বুঝুন, এটা কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচলিত তথাকথিত বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে পৃথক্ এবং সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভিত্তির উপরে তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত ও সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

'ময়ূরভঞ্জরাজ্যের অন্তর্গত চাট্রা গ্রামে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ কতিপয় ভক্তসহ প্রচারার্থে গমন করিয়া তথায় পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বসা মহাশয়ের ভবনে পাঠ এবং কীর্ত্তনাদি দ্বারা গ্রামবাসীর ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয় করাইয়াছেন। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বসা মহাশয়ের সেবা-প্রবৃত্তি ও আগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তৎপর প্রচারকবৃন্দ শিরসা গ্রামে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ভর্ত্তৃহরিচন্দ্র বসা এবং তদীয় পিতৃব্য মহোদয়ের আগ্রহে একদিবস তাঁহার গৃহে পাঠ এবং কীর্ত্তনাদি করেন। তৎপর দিবস পরমভাগবত শ্রীযুক্ত আনন্দরাম সাউ মহাশয়ের আগ্রহে তদীয় গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে। ইঁহাদের এবং তত্রত্য পল্লীবাসিগণের আগ্রহ দেখিয়া প্রচারকবৃন্দ বিশেষ আনন্দিত। ভগবদিচ্ছায় ইঁহাদের সেবা প্রবৃত্তি দিন দিন উন্মেষিত হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

প্রচারকবৃন্দ রাঙ্গাডুকা গ্রামে আগমন পূর্ব্বক একদিন সর্ব্বসাধারণ-সমক্ষে জীবের নিত্যধর্ম্ম বিষয়ে এক সুগবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ আগ্রহের সহিত সেই সকল পরম-মঙ্গলের কথা শ্রবণ করিতে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত চিত্রার্পিতের ন্যায় উপস্থিত ছিলেন। আবার স্থানীয় ভক্তবৃন্দের উৎসাহ এবং আগ্রহে ভক্তবৃন্দসহ শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন-মুখে নগর-পরিক্রমা করা হয়। শ্রীপাদ জগদানন্দ প্রভুর সুললিত কীর্ত্তন শ্রবণে সকলেই পরম প্রীতিলাভ করেন। তৎপর দিবস পরমভাগবত শ্রীযুক্ত নীলকেতন দাস মহাশয়ের আগ্রহে তদীয় ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তনাদি হয়; শ্রোতৃবৃন্দের হরিকথা শুনিবার আগ্রহ বিশেষ প্রশংসার্হ। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত নীলকেতন দাস মহাশয় এবং তদীয় সুযোগ্য ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রামহরি দাস মহাশয় শুদ্ধাভক্তি-প্রচারে বিশেষ উৎসাহ ও যত্ন-প্রদর্শন করিয়াছেন। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দাস এবং শ্রীযুক্ত লালবিহারী দাস মহাশয়ের সেবাবৃত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য; ইঁহারা সবংশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র। শুদ্ধভক্তি-প্রচার বিষয়ে ইঁহাদের এতাদৃশী চেষ্টা গৃহস্থ ভক্তমাত্রেরই সর্ব্বান্তঃকরণে অনুসরণীয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ইঁহাদের নিত্য মঙ্গল বিধান করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সহদেব দাস মহাশয় এবং অন্যান্য সকল ভক্তেরই সেবাবৃত্তি বিশেষ ধন্যবাদার্হ। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪, ২৮শে মে ১৯২৭ | ৪০শ সংখ্যা

সারকথা

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য

হেন রস-কলহের মর্ম্ম না বুঝিয়া।
ভিন্ন-জ্ঞানে নিন্দে বন্দে সে মরে পুড়িয়া॥
নিত্যানন্দ গৌরচাঁদ যারে কৃপা করে।
সেই সে বৈষ্ণববাক্য বুঝিবারে পারে॥

(চৈঃ ভাঃ ম ১৩।৩৫৭-৫৮)

সবার করিল গৌরচন্দ্র সে উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার॥
শূলপাণিসম যদি ভক্ত-নিন্দা করে।
ভাগবত-প্রমাণ তথাপিহ শীঘ্র মরে॥
হেন বৈষ্ণব নিন্দে যদি সর্ব্বজ্ঞ হই’।
সে জনের অধঃপাত সর্ব্বশাস্ত্রে কহি॥
সর্ব্ব মহা প্রায়শ্চিত্ত যে কৃষ্ণের নাম।
বৈষ্ণবাপরাধে সেহ না মিলয়ে ত্রাণ॥

(চৈঃ ভাঃ ম ১৩।৩৮৬-৯০)

অচিন্ত্য গৌরাঙ্গতত্ত্ব বুঝনে না যায়।
সেই ক্ষণে ধরে সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়॥
কৃষ্ণ মোর প্রাণধন, কৃষ্ণ মোর ধর্ম্ম।
তোমরা মোহার ভাই বন্ধু জন্ম জন্ম॥

(চৈঃ ভাঃ ম ১৬।১৯, ৩৪)

নিরন্তর দাস্যভাবে বৈষ্ণব দেখিয়া।
চরণের রেণু লয় সম্ভ্রমে উঠিয়া॥
ইহাতে বৈষ্ণব সব দুঃখ পায় মনে।
অতএব সবারে করয়ে আলিঙ্গনে॥
গুরু-বুদ্ধি অদ্বৈতেরে করে নিরন্তর।
এতেকে অদ্বৈত দুঃখ পায় বহুতর॥
আপনেও সেবিতে সাক্ষাতে নাহি পায়।
উলটিয়া আরো প্রভু ধরে দুষ্ট পায়॥

(চৈঃ ভাঃ ম ১৬।৩৮-৪১)

তুমি সে করিলা চুরি আমি কিবা পারি।
হের দেখ চোরের উপরে করোঁ চুরি॥
এত বলি অদ্বৈতেরে আপনে ধরিয়া।
লোটায় চরণধূলি হাসিয়া হাসিয়া॥
মহাবলী গৌরসিংহ, অদ্বৈত না পারে।
অদ্বৈত-চরণ প্রভু ঘসে নিজ-শিরে॥
চরণ ধরিয়া বক্ষে অদ্বৈতেরে বলে।
হের দেখ চোর বান্ধিলাম নিজ কোলে॥
বিশ্বম্ভর বলে তুমি ভক্তির ভাণ্ডারী।
এতেকে তোমার চরণের সেবা করি॥
তোমার চরণধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপিলে।
ভাসয়ে পুরুষ কৃষ্ণপ্রেমরস-জলে॥

শ্রীচৈতন্য-লীলা-শিক্ষা

সর্প-ধারণ-লীলা

[১২]

শ্রীগৌর-গোপাল জানুচংক্রমণ-লীলা আবিষ্কার করিবার পর পরম নির্ভয়ে সর্ব্ব অঙ্গনে বিহার করিতে লাগিলেন। কিছুতেই ভয় নাই, অগ্নি, সর্প, যাহা দেখেন, তাহাই ধরিতে যান। যাঁহার নামে 'স্বয়ং ভয়' অর্থাৎ মহাকাল-রুদ্রও ভীত হন, সেই রুদ্রাধিপতি স্বয়ং-ভগবানে ভয়ের প্রসক্তি কোথায়? ভগবানে ত' দূরের কথা, তাঁহার ভক্তগণেও ভয় বা দ্বিতীয়াভিনিবেশ নাই। তাঁহারা কোন বস্তু হইতে ভীত নহেন বলিয়াই স্বর্গ, মোক্ষ ও নরককে তুল্য দর্শন করেন—

"নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥"

(ভাঃ ৬।১৭।২৮)

"মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ"—এই বেদমন্ত্রের প্রতিপাদ্য বেদপুরুষ ভগবান্ শ্রীগৌর-নারায়ণের প্রকট লীলাবিষ্কারের সন্ধান পাইয়া অগ্ন্যভিমানী দেবতা এবং সঙ্কর্ষণাবেশাবতার শ্রীশেষ স্ব স্ব আরাধ্য প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য আসিতেন। ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ও সেবকগণকে বাল্যলীলাচ্ছলে কৃপা ও তাঁহাদের সেবা-গ্রহণ করিতেন। এদিকে আবার বাৎসল্য-রসাশ্রয়ালম্বন শ্রীশচী-পুরন্দর-প্রমুখ আপ্তবর্গ শুদ্ধ প্রেমের স্বভাব-বশতঃ বালকরূপী ভগবানের ঐশ্বর্য্যবত্তাকে আদর না করিয়া গৌর-গোপালকে স্ব স্ব অলিন্দে ক্রীড়মান লাল্যশিশু বলিয়াই জানিতেন এবং তদনুরূপ সেবা করিতেন।

একদিন একটী সর্প পুরন্দর-প্রাঙ্গনে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছিল, গৌরহরি বালক লীলায় সেই সর্পকে হস্তদ্বারা ধারণ করিলেন। এই সর্প আর কেহই নহেন, তিনি সাক্ষাৎ অহিশয়ন ভগবানের সেবকবর সর্পরাজ শ্রীঅনন্তদেব। ঈশ্বরের সেবা-ব্যতীত এই ভক্তাবতারের আর অন্য কৃত্য নাই; ইনি সহস্র-বদনে নিরবধি কৃষ্ণগুণগান করেন, ইনি পরমবাগ্মী, অনুক্ষণ ভাগবতকথা-কীর্ত্তনই ইঁহার ধর্ম্ম। ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র ও সিংহাসন—এই দশদেহে কৃষ্ণসেবাই ইঁহার নিরন্তর কার্য্য—

সেই ত' 'অনন্ত' 'শেষ'—ভক্ত-অবতার।
ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর॥
সহস্র-বদনে করে কৃষ্ণ-গুণ-গান।
নিরবধি গুণ গা'ন, অন্ত নাহি পা'ন॥
সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁর মুখে।
ভগবানের গুণ কহে, ভাসে প্রেম-সুখে॥
ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন।
আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন॥
এত মূর্ত্তিভেদ করি' কৃষ্ণসেবা করে।
কৃষ্ণের শেষতা পাঞা 'শেষ' নাম ধরে॥

(চৈঃ ভাঃ আ ৫।১২০-১২৪)

অতএব শ্রীঅনন্তদেব আজ তাঁহার আরাধ্যদেবের সেবার্থ কুণ্ডলাকৃতি ধারণ করিয়া প্রভুর শয্যা রচনা করিলেন। অহিশয়ন-গৌরনারায়ণও শেষ-শয্যায় শয়ন করিলেন। বৎসল-রসাশ্রয়ালম্বনগণের সর্ব্বদা বিষয়-আলম্বনে লাল্যজ্ঞান বর্ত্তমান, সুতরাং গৌর-ভগবান্ ঐরূপ ঐশ্বর্য্যময়ীলীলা আবিষ্কার করিলে তাঁহারা শুদ্ধ-বাৎসল্য-প্রেমের স্বভাব বশতঃ ভীত হইয়া বিলাপ-ক্রন্দন এবং সর্প-ভীতি নাশার্থ পক্ষীরাজ গরুড়দেবের নামোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর বৎসল-রসাশ্রয়ালম্বনগণের হৃদয়োদ্বেগ প্রশান্তি ও তাঁহাদের সেবা গ্রহণার্থ ইচ্ছুক হইলে শ্রীঅনন্তদেব সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন; কিন্তু নিজ-সেবক শ্রীঅনন্তদেবের প্রস্থানকালে পুনরায় সর্প-ধারণেচ্ছমলীলা প্রদর্শন করিয়া বৎসল-রসসিন্ধু-ইন্দু শ্রীগৌর-গোপাল আশ্রয়ালম্বনগণের ভাবসিন্ধু-লহরিমালার বৈচিত্র্য বিবর্দ্ধন করিলেন। শ্রীঅনন্তদেবের প্রস্থান সময়ে নিমাইকে পুনরায় সর্প-ধারণার্থ উদ্যত দেখিয়া নারীগণ তাঁহাকে ধরিয়া আনিলেন এবং অঙ্কে স্থাপনপূর্ব্বক 'চিরজীবী হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। কেহ বা নিমাইর বিঘ্ন-বিনাশার্থ রক্ষাবন্ধন, কেহবা স্বস্তিবাণী-পাঠ, কেহ বা শালগ্রামের স্নানজল প্রভৃতি আনয়ন করিয়া, বালকের শিরে প্রদান করিলেন। কেহ বলিলেন, আজ বালকের পুনর্জ্জন্ম হইল। কেহ বলিলেন, জাতিসর্প বলিয়াই দংশন করে নাই, অন্য সর্প হইলে রক্ষা ছিল না।

বাৎসল্যরসাশ্রয়ালম্বনগণের এইরূপ উক্তি স্বাভাবিক, তাঁহাদের ভগবানে ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি নাই। যে ভগবানের একটীবার মাত্র ভ্রূভঙ্গিতে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবগণ ভয়ে কম্পিত হইতে থাকেন, যে ভগবানের অংশাংশ সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন, যে ভগবানের স্বাংশ শ্রীসঙ্কর্ষণ অহিকুল ও অন্তকাদির অন্তর্য্যামিরূপে জগতের সংহারকার্য্য সম্পাদন করেন, সেই পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীগৌরকৃষ্ণের বিঘ্নাদির সম্ভাবনা কোথায়? ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমশুদ্ধ-বৎসল-রস রসিকগণের নিকট আদরণীয় নহে; তাই তাঁহারা শুদ্ধপ্রেমে গৌরগোপালকে তাঁহাদের অলিন্দে ক্রীড়মান লালা-শিশু জানিয়াই তদনুসারে তাঁহার প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট। এই সব কথা বেদ-গুহ্য, যাঁহারা এই বেদ-গুহ্য কথা শ্রবণ ও ইহার তাৎপর্য্যমাধুরী উপলব্ধি করিতে পারেন, সংসার-কালসর্প তাঁহাদিগকে কখনও দংশন করিতে পারে না। তাঁহারা প্রোৎখাত-বিষদন্তকালসর্পতুল্য হৃষীক-সমূহের দ্বারা গৌর-হৃষীকেশের সেবায় প্রমত্ত হন।

[১৩]

পাদচারণ-লীলা

এইরূপে ক্রমে ক্রমে গৌরগোপাল পাদচারণ-লীলা আবিষ্কার করিলেন। নিমাইর শ্রীরূপ কোটিকন্দর্পকে তিরস্কার করিতে থাকিল। অকলঙ্ক গৌরেন্দুর অপরূপরূপ-মাধুরী দর্শনার্থ গগনের শশধরেরও সাধ হইত। সুবলিত মস্তকে চাঁচর-চিকুর, মুখপদ্মে নেত্রভৃঙ্গ, আজানুলম্বিত-বাহুযুগল, অরুণ-অধর, সকলসল্লক্ষণযুক্ত বিস্তৃত বক্ষ, সুঠাম-শ্রীঅঙ্গ, চম্পককলিকাঙ্গুলী, ভক্তসেবামৃতসিন্ধুনিধি-রাতুলপাদ-পদ্ম শচী-জগন্নাথের বাৎসল্যরসসাগরে নবনবায়মান লহরী বিস্তার করিতে থাকিল। গৌর-গোপালের রঞ্জিত-চরণ-চারণদর্শনে রক্তমোক্ষণভ্রম-হেতু শচীমাতার কখনও ভীতির সঞ্চার হইত। আবার কখনও ঐরূপ অলৌকিকরূপদর্শনে দরিদ্র বিপ্রদম্পতি বিস্মিত হইয়া নিমাইকে মহাপুরুষজ্ঞান ও তাঁহার অভ্যুদয়ে দারিদ্র্য-দুঃখের অবসানাশা প্রভৃতি হৃদয়ে পোষণ করিতেন। নিমাই সর্ব্বদা হরিনাম-শ্রবণে নৃত্য ও হাস্য করিতেন; যতক্ষণ পর্য্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি শ্রবণ করিতে না পাইতেন, ততক্ষণ নিমাইর ক্রন্দন নিবৃত্ত হইত না। উষঃকাল হইলেই নারীগণ নিমাইর নিকট আসিয়া নিমাইকে বেষ্টনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে 'হরিনাম' করিতেন। গৌরসুন্দর কখনও আনন্দে নৃত্য, কখনও ধূলিতে অবলুণ্ঠন, কখনও বা হর্ষভরে মাতৃক্রোড়ে উত্থান ও নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন করিতেন। এইরূপে নিমাই শৈশবলীলাবিষ্কারের সময় হইতেই সকলকে হরিকীর্ত্তনে প্রবর্ত্তিত করিলেন।

নিমাই অতি চাঞ্চল্য ও অতি চাপল্যলীলা বিস্তার করিতে থাকিলেন। পিতা মাতাকে না জানাইয়াই একাকী বাহিরে গমন ও অন্যের খাদ্য-দ্রব্যাদিতে অভিলাষ করিতে থাকিলেন। নিমাইর পরম-মোহনরূপে আকৃষ্ট হইয়া অপরিচিত ব্যক্তিগণও তাঁহাকে পরম আদরের সহিত নানাবিধ খাদ্য-দ্রব্যাদি প্রদান করিতেন; নিমাই সেই সমস্ত দ্রব্য (সন্দেশ, কদলী প্রভৃতি) লইয়া গৃহে আসিতেন এবং যে সকল নারী তাঁহার নিকট হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন, তাঁহাদিগকে প্রসাদস্বরূপ তাহা প্রদান করিতেন।

হরিনামকীর্ত্তনকারী ভগবৎপ্রসাদভাজন; কিন্তু তিনি স্বয়ং 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'সহিষ্ণু' বলিয়া কখনও নাস্তিক ব্যক্তিগণের ন্যায় এরূপ বিচার করেন না যে, "যদি আমি সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করি, তাহা হইলে আমার 'খাওয়া পরা' কিরূপে চলিবে? আমার পরিবারবর্গই বা কিরূপে প্রতি-পালিত হইবে?" কিংবা কীর্ত্তনকারী সহিষ্ণুতাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর কীর্ত্তনের বিনিময়ে স্বীয় উদর-ভরণ বা ভোগাদি বাঞ্ছা করেন না। যে-সকল অসহিষ্ণুব্যক্তি 'অভাবে পতিত হইতে হইবে'—এইরূপ কল্পনার আশ্রয়-পূর্ব্বক গৌরকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণপর, "কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ"—এই শ্রীমুখগাথা-প্রতিপাদ্য অপ্রতিহত কীর্ত্তন পরিত্যাগ কিংবা গৌরকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের বস্তুকে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে অর্থাৎ স্ব স্ব উদর-ভরণ বা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি অন্যাভিলাষ পরিপূরণার্থ নিযুক্ত করেন, তাঁহারা উভয়শ্রেণীই গৌরশিক্ষা হইতে বিচ্যুত—

> "গীতনৃত্যানি কুর্ব্বীত দ্বিজদেবাদি-তুষ্টয়ে।
> ন জীবনায় যুঞ্জীত বিপ্র পাপভিয়া ক্বচিৎ॥"

শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুর টীকা—

ক্বচিৎ কদাচিদপি জীবনায় নিজবৃত্ত্যর্থং ন যুঞ্জীত ন কুর্য্যাৎ। তত্র হেতুঃ পাপাস্তিয়া তথা সতি পাপং স্যাদিত্যর্থঃ। (শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৮।১১১ ধৃত স্মৃতিবচন)। বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সন্তুষ্টির নিমিত্ত বিপ্র নৃত্য-গীতাদি

করিবেন, কিন্তু জীবিকার্থ কখনও করিবেন না; জীবিকার্থ নৃত্য-গীতাদি করিলে পাপে নিমগ্ন হইতে হয়।

শ্রীগৌরসুন্দর বাল্য-লীলায় হরিনাম-কীর্ত্তনকারী নারীগণকে প্রসাদস্বরূপে সন্দেশ, কদলী প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিয়া দেখাইলেন যে,গৌরেন্দ্রিয়-তর্পণ-বিধায়িনী, কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির অনুক্ষণ অনুষ্ঠানকারিণী অবলা নারীগণেরও ভোজনাচ্ছাদনের জন্য চিন্তা করিতে হয় না। বিশ্বম্ভর যাহাদের প্রভু তাঁহাদের আবার সামান্য ভোজনাচ্ছদনের চিন্তা কি? যাহারা হরিনাম-চিন্তামণির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্ববিধ-চিন্তা-নির্মুক্ত হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে রত। তাঁহারা বণিক্ নহেন, তাঁহারা কীর্ত্তনের বিনিময়ে কোন ইতরবস্তুর অভিলাষ করেন না। নির্হেতুক কৃপাসিন্ধু গৌরসুন্দর এইরূপ অহৈতুক-কীর্ত্তনকারীর 'যোগক্ষেম' বহন করিয়া থাকেন। নিজ-ভৃত্যের জন্য অপরের নিকট হইতে নিজ গচ্ছিতধন যাজ্ঞা করিয়া তাহা স্কন্ধে বহনপূর্ব্বক আনয়ন করেন এবং তাহা নিজ নিত্যাভিযুক্ত ভক্তগণকে প্রদান করিয়া থাকেন। ভক্তগণ কিন্তু গৌরসুন্দরের দ্বারা নিজ-ইন্দ্রিয়-তর্পণ করাইয়া লইতে অভিলাষী হন না। যাহারা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাবস্থায় কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিবার চেষ্টান্বিত, সেইরূপ সেবোন্মুখ ব্যক্তিগণের জিহ্বায়ই নিরন্তর 'হরিনাম' নৃত্য করিতে থাকেন। তাঁহারাই গৌরসুন্দরের প্রসাদভাজন।

বালকরূপী নিমাই এইরূপে বাহিরে গমন-পূর্ব্বক সন্দেশ, কদলী প্রভৃতি বিবিধ সামগ্রী যাজ্ঞা করিয়া আনিয়া অনুক্ষণ কীর্ত্তনকারিণী স্ত্রীগণকে তাহা প্রদান করিতেন। নিমাইর এইরূপ বুদ্ধিমত্তা দর্শনে সুবুদ্ধিমতী নারীগণ পরমানন্দিত হইতেন এবং যাহাতে গৌরসুন্দরের প্রীতি বর্দ্ধিত হয়, অনুক্ষণ সেই হরিনাম-সংকীর্ত্তনেই রত থাকিতেন।

পারমার্থিক গৌড়

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বেদান্ত ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৯ সংখ্যার পর)

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ। বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্।

যাঁহা হইতে অপর কিছুই শ্রেষ্ঠ নয় এবং যাঁহা হইতে কিছুই অণু বা বৃহৎ নাই, সেই এক পুরুষ যৎকর্ত্তৃক সর্ব্ব-বস্তুই পূর্ণ হইয়াছে, তিনি স্থির হইয়া বৃক্ষের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়-মণ্ডলে অবস্থিত। কঠোপনিষৎ বলেন (২।২।৯);—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো, রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ ইত্যাদি।

যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভূতাগ্নিরূপে প্রতিবিম্বিত হয়েন, তেমন একই সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মরূপে প্রতিবিম্বিত হয়েন। যাহা বিম্বের সদৃশ হইয়াও তদধীন, তাহাকেই 'প্রতিবিম্ব' বলা যায়। জীবাত্মা বিম্বস্থানীয় পরমাত্মার প্রতিবিম্ব বলিয়া তৎসদৃশ হয়েন সত্য, কিন্তু তিনি কখনই বিম্বস্বরূপ হয়েন না, তদ্বহির্ভাগেই অবস্থান করেন। তিনি সূর্য্যমণ্ডলস্থানীয় পরমাত্মার বহিশ্চর কিরণ পরমাণুস্থানীয়।

ঈশাবাস্য বলেন (১৫শ মন্ত্র, বৃহদাঃ ৫।১৫।১ ব্রাহ্মণ)—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥

শুদ্ধভক্তিভিন্ন শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয় না; শ্রীভগবানের কৃপা ভিন্ন শুদ্ধভক্তি লভ্য হয় না; এই জন্যই বলিতেছেন,—নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মরূপ জ্যোতির্ম্ময় আচ্ছাদন-দ্বারা সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের মুখোপলক্ষিত শ্রীবিগ্রহ আচ্ছাদিত রহিয়াছেন। হে জগৎপোষক পরমাত্মন্! তুমি সত্যধর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ মাদৃশ ভক্তজনের সাক্ষাৎকারার্থ ঐ আবরণ উন্মোচন কর।

বৃহদারণ্যক বলেন (২।৫।১৪-১৫)—

অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু,
অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ
সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা ইত্যাদি ॥

শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার গুণ-পরিচয়-দ্বারা গৌণরূপে বেদ বলিতেছেন যে, আত্মারূপ কৃষ্ণই সর্ব্বভূতের মধু, অধিপতি ও রাজা।

অন্বয়ক্রমে ছান্দোগ্য (৮।১।২,৫, ৮।২।৫ ও ৮।১৩।১ মন্ত্রে) বলিয়াছেন,—

তদ্যেদ্ ব্রূয়ুর্যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম। স ব্রূয়ান্নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্যতি ইতি। এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যু-র্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ। স যদি সখিলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য সখায়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন সখিলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ইত্যাদি। শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে ইত্যাদি॥

এই বেদবাক্যের সাক্ষাৎ অর্থ এই যে, ব্রহ্মপুরে পদ্মপুষ্পসন্নিভ একটী অপ্রাকৃত ধাম আছে। ব্রহ্মসংহিতায় সেই ধাম এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে (২য় শ্লোক).—

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্॥

সেই পরব্রহ্মধাম বা গোকুল অমৃতের আশ্রয়। তাহা অনন্তের অংশ-দ্বারা নিত্য প্রকটিত। তাহাতে জরামরণাদি নাই। যে সকল চিৎকণজীব তথায় আছেন বা গমন করেন, তাঁহারা পাপপুণ্য-শূন্য, বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, ক্ষুধারহিত, পিপাসারহিত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প; একপ শুদ্ধ আত্মা অষ্টপ্রকার অপ্রাকৃত গুণযুক্ত। তাঁহাদের সখ্য প্রভৃতি যে রসে আনন্দ হয়, সেই রসই তাঁহারা তথায় ভোগ করেন। হ্লাদিনী মহাভাবযুক্ত শ্যামচাঁদকে নিত্য উপাসনা করেন।

বেদ এ স্থলে অন্বয়রূপে বা সাক্ষাৎ বর্ণন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম ও লীলা প্রকাশ করিলেন।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

শ্বেতাশ্বতর (৩।৮, ১৬)

এই মহাপুরুষকে স্বতঃপ্রকাশ প্রকৃতির অতীত বলিয়া জানি। তাঁহাকে অবগত হইয়াই জীব মৃত্যু অতিক্রম করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত মৃত্যু অতিক্রম করিবার অন্য কোন পন্থা নাই।

তাঁহার হস্তপদ সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন তাঁহার চক্ষু, শির, মুখ এবং কর্ণ সর্ব্বব্যাপক। তিনি যাবতীয় বস্তুকে আবৃত করিয়া (ব্যাপিয়া) অবস্থান করিতেছেন।

শ্বেতাশ্বতর (৪।২০) মন্ত্রে—

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এনমেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

ইঁহার রূপ প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। চক্ষুর্দ্বারা কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন না। যাঁহারা এই হৃদয়ে অবস্থিত পুরুষকে বিশুদ্ধচিত্তে ধ্যান-দ্বারা জানিতে পারেন, তাঁহারাই মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন (৬।৭),—

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥

তুমি ব্রহ্ম-রুদ্রাদি ঈশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর। তুমি ইন্দ্রাদি দেবগণেরও পরম দেবতা। তুমি প্রজাপতিগণেরও পতি (পালক)। তুমি পর (শ্রেষ্ঠ) তত্ত্বেরও শ্রেষ্ঠতত্ত্ব। তোমাকে আমরা জগদ্বন্দ্য লীলাপরায়ণ পরমেশ্বর বলিয়া জানি।

শ্রীকৃষ্ণই যে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন তদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ—

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ॥

সেই কৃষ্ণের প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন কার্য্য নাই, যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ পরিপূর্ণ-চিৎস্বরূপ, অতএব জড়দেহ যেরূপ সৌন্দর্য্য-পরিমিতি সহকারে এক সময়ে সর্ব্বত্র থাকিতে পারে না, সেরূপ নয়। কৃষ্ণবিগ্রহ সৌন্দর্য্য-পরিমিতির সহিত অপরিমেয়রূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র থাকিয়াও স্বীয় চিন্ময়-বৃন্দাবনে নিত্য-লীলা-বিশিষ্ট। এরূপ হইয়াও তিনি পরাৎপর বস্তু। অন্য কোন স্বরূপই তাঁহার সমান বা অধিক হইতে পারে না, যেহেতু তাহা অবিচিন্ত্য শক্তির আধার। তাঁহার অবিচিন্ত্যতা এই যে, পরিমিত জীববুদ্ধিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না। সেই অবিচিন্ত্য শক্তির নাম—পরা শক্তি। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান (সম্বিৎ), বল (সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (হ্লাদিনী) ভেদে ত্রিবিধা।

অজামেকাং লোহিত-শুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥

শ্বেতাশ্বতর (৪।৫)

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা, বহু প্রজার জননীস্বরূপা,

সমানরূপা, এক অজা নাম্নী প্রকৃতিকে অন্য এক অজ পুরুষ (জীব) সেবা করিতে করিতে ভজন করেন। অপর অজ পুরুষ (পরমাত্মা) ভুক্তভোগা ঐ প্রকৃতিকে ত্যাগ করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তি-সম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণ—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥

(শ্বেতাশ্বতর ৩।১৯ মন্ত্র)

ভগবানের প্রাকৃত হস্তপদ নাই অথচ তিনি যাবতীয় বস্তু গ্রহণ ও সর্ব্বত্র গমন করিতে পারেন। তাঁহার প্রাকৃত নেত্র নাই, অথচ তিনি ত্রিকাল দর্শন করেন এবং প্রাকৃত কর্ণশূন্য হইয়াও শ্রবণ করেন। তিনি যাবতীয় জ্ঞেয় বিষয় অবগত আছেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে আদি ও মহাপুরুষ বলিয়া থাকেন।

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥

ঈশাবাস্য (৫ম মন্ত্র)

সেই আত্মতত্ত্ব সচল ও অচল, দূরে ও নিকটে, বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান।

সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ ঈশাবাস্য (৮ম মন্ত্র)

পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী, শুদ্ধ, অকায়, অক্ষত, শিরারহিত, উপাধিশূন্য, মায়াতীত, কবি, সর্ব্বজ্ঞ, স্বয়ম্ভু ও পরিভূ। যিনি স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা নিত্যপদার্থসকলকে তত্ত্বদ্বিশেষদ্বারা পৃথগ্রূপে বিধান করিয়াছেন।

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুম্। স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি॥

তলবকার (৩।৬ মন্ত্র)

দেবাসুর-সংগ্রামে অসুরদিগকে পরাজয় করিয়া দেবতাগণ গর্ব্বিত হইলে ভগবান্ তাঁহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়া অগ্নিপ্রমুখ দেবতাগণের সম্মুখে একটী তৃণ স্থাপন করিলেন। অগ্নি সেই তৃণের সমীপবর্ত্তী হইয়া সকলশক্তি প্রয়োগ করিয়াও উহাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া দেবতাগণের সম্মুখে আসিয়া কহিলেন—"এই বরেণ্য পুরুষকে আমি জানিতে পারিলাম না।"

শ্রীভগবান্ বিভু হইয়াও মূর্ত্ত—

শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে।

ছান্দোগ্য (৮।১৩।১ মন্ত্র)

শ্রীকৃষ্ণই অখিলরসামৃতসমুদ্র—

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি॥ তৈত্তিরীয় (২।৭ অনুবাক)

—সেই পরমতত্ত্বই রস। সেই রসকে লাভ করিয়া জীব আনন্দলাভ করেন। কে বা শরীর ও প্রাণ চেষ্টা করিত, যদি সেই অখণ্ড তত্ত্বরসরূপী আনন্দস্বরূপ না হইতেন। তিনিই সকলকে আনন্দদান করেন।

আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি। স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্ আত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুনঃ আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ ভবতি। ছান্দোগ্য (৭।২৫।২)

আত্মারূপ কৃষ্ণই আমাদের সর্ব্বস্ব, জীব এইরূপ দেখিয়া, মনন করিয়া, জানিয়া, আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ হইয়া স্বরাট্ হন।

সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।

(মাণ্ডুক্য ১।২ মন্ত্র)

এই সমস্তই অবরব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তিনিঃসৃত তত্ত্ববিশেষ। আত্মস্বরূপ কৃষ্ণই পরব্রহ্ম। তিনিই চতুষ্পাৎ অর্থাৎ এক হইয়াও অচিন্ত্যশক্তি, কার্য্যক্রমে নিত্যই চতুর্দ্ধাস্বরূপে মহারসময়।

জীবসকল হরির বিভিন্নাংশ তত্ত্ব—

তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ।

(বৃহদাঃ ৪।৩।৯)

সেই জীব পুরুষের দুইটী স্থান অর্থাৎ এই জড়জগৎ ও অনুসন্ধেয় চিজ্জগৎ; জীব তদুভয়-মধ্যে স্বীয় সন্ধ্য তৃতীয় স্বপ্নস্থানস্থিত। তিনি সন্ধিস্থানে থাকিয়া জড়বিশ্ব ও চিদ্বিশ্ব উভয় স্থানই দেখিতে পান।

তদ্ যথা মহামৎস্য উভে কূলেঽনুসঞ্চরতি পূর্ব্বঞ্চ

অপরঞ্চৈবমেবায়ং পুরুষ এতাবুভাবন্তাবনুসঞ্চরতি স্বপ্নান্তঞ্চ বুদ্ধান্তঞ্চ। (বৃহদারণ্যক ৪।৩।১৮)

সেই তাটস্থ্যধর্ম্ম এইরূপ। যেরূপ মহামৎস্য একটী নদীতে থাকিয়া কখন পূর্ব্ব কখন পর এই দুই তটে সঞ্চরণ করে, সেইরূপ জীবপুরুষ জড় ও চিদ্বিশ্বের মধ্যে কারণ-বারিতে সঞ্চরণ করিবার উপযোগী হইয়া উভয়কূল অর্থাৎ স্বপ্নান্ত ও বুদ্ধান্ত কূলেতে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন।

তটস্থশক্তিপ্রসূত জীবসমূহ পরমেশ্বর হইতে নিঃসৃত হইয়াও পৃথক সত্তাবিশিষ্ট; সূর্য্যকিরণ-পরমাণু বা অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ তাহার উদাহরণস্থল, যথা—

যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি। (বৃহদারণ্যক ২।১।২০)

অগ্নির যেমন ক্ষুদ্রবিস্ফুলিঙ্গ উদিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বাত্মা কৃষ্ণ হইতে সকল জীব উদিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা স্থির হয় যে, তটস্থধর্ম্মবশতঃ মায়া ও চিদের উপযোগী যে বিভিন্নাংশ ক্ষুদ্রচেতন সকল উদিত হইয়াছে, তাহারা মূল আত্মস্বরূপ কৃষ্ণের অনুগতসত্তাবিশেষ। উভয়কূল দেখিতে দেখিতে ভোগেচ্ছার উদয় হইলেই তাহারা চিৎসূর্য্যস্বরূপ কৃষ্ণ হইতে বহির্ম্মুখ হয়, এবং নিকটস্থিত মায়াদ্বারা ভোগায়তন গ্রহণ করিতে আকৃষ্ট হয়।

তটস্থধর্ম্মবশতঃ জীব বদ্ধদশায় মায়া-কবলিত—

সংকল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈর্গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যা স্মবিবৃদ্ধজন্ম।
কর্ম্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী স্থানেষু রূপাণ্যভিসম্প্রপদ্যতে॥
(শ্বেতাশ্বতর ৫।১১ মন্ত্র)

ইচ্ছা, স্পর্শ, দৃষ্টি, মোহ, গ্রাস, অম্বু, বৃষ্টি দ্বারা বিবৃদ্ধি ধর্ম্মসহকারে অনুক্রমের সহিত জীব কর্ম্মানুগ বহুবিধ জড়শরীরগত রূপ ধারণ করেন।

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্ব্বৃণোতি।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ॥
(শ্বেতাশ্বতর ৫।১২ মন্ত্র)

জীব স্বীয় আদৃত প্রাকৃতগুণে স্থূল-সূক্ষ্ম অনেক রূপ প্রাপ্ত হন। ক্রিয়াগুণ ও আত্মগুণে পুনরায় অপররূপ দ্বারা আবৃত হন।

অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥
(শ্বেতাশ্বতর ৫।১৩ মন্ত্র)

এবম্ভূত মায়াবদ্ধ জীব এই গভীর সংসার-গহন-মধ্যে পতিত অবস্থায় কদাচিৎ সাধুসঙ্গ-বলে জাতশ্রদ্ধ হইয়া ভক্তিবৃত্তিদ্বারা অনাদি-অনন্ত-অবতারাবলি-বীজস্বরূপ বিশ্ব-মধ্যগত বিশ্বস্রষ্টারূপ পরমাত্মাকে জানিতে পারিলে সমস্ত মায়াপাশ হইতে পরিমুক্ত হন।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
(মুণ্ডক ৩।১।১ মন্ত্র) ও (শ্বেতাশ্বতর ৪।৬ মন্ত্র)

ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ ও জীব এই অনিত্যজগৎরূপ অশ্বত্থবৃক্ষে দুই সখার ন্যায় বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে একজন অর্থাৎ জীব স্বীয় কর্ম্মানুসারে পিপ্পল ফল সেবন করিতে লাগিলেন। অন্যটী অর্থাৎ পরমাত্মা ভোগ না করিয়া সাক্ষীস্বরূপে তাহা দেখিতে লাগিলেন।

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
(মুণ্ডক ৩।১।২) ও (শ্বেতাশ্বতর ৪।৭ মন্ত্র)

সেই একই বৃক্ষে অবস্থিত জীব মায়ামোহিত হইয়া শোক করিতে করিতে পতিত হইলেন।

স বা অয়মাত্মা যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি। সাধু-কারী সাধুর্ভবতি। পাপকারী পাপো ভবতি। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন।
(বৃহদারণ্যক ৪।৪।৫ ব্রাহ্মণ)

সেই বা এই (স্থূললিঙ্গদেহধারী) আত্মা যেরূপ যেরূপ আচরণ করেন, সেইরূপ সেইরূপ অবস্থা লাভ করেন। সাধু-আচরণের দ্বারা সাধু, পাপাচরণের দ্বারা পাপী হইয়া থাকেন। পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা পুণ্য এবং পাপকর্ম্মের দ্বারা পাপ হইয়া থাকে।

তটস্থ-গঠন-বশতঃ জীব মুক্তদশায় প্রকৃতিমুক্ত—

যস্য দেবে পরাভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥
(শ্বেতাশ্বতর ৬।২৩ মন্ত্র)

যাঁহার কৃষ্ণে পরাভক্তি অর্থাৎ শুদ্ধাভক্তির অধিকার-রূপা শ্রদ্ধা হয় এবং সাধুগুরুতে তদ্রূপ শ্রদ্ধা হয়, সেই মহাত্মার সম্বন্ধেই বেদতাৎপর্য্য কথিত ও প্রকাশিত হয়।

এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতি-রূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে। স উত্তমঃ পুরুষঃ। স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ॥
(ছান্দোগ্য ৮।১২।৩ ব্রাহ্মণ)

এই জীব মুক্তিলাভ পূর্ব্বক এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া চিন্ময়জ্যোতিঃসম্পন্ন নিজ চিন্ময় অপ্রাকৃত-স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন। তিনিই উত্তমপুরুষ। তিনি সেই চিদ্ধামে ভোগ, ক্রীড়া ও আনন্দ সম্ভোগাদিতে মগ্ন হন। বেদান্তমতে এই প্রকার মুক্তিই চরমমুক্তি।

(ক্রমশঃ)

মাননীয়

শ্রীল শ্রীযুক্ত 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-মহোদয়

শ্রীচরণকমলেষু

মহাশয়!

শ্রীনবদ্বীপনিবাসী কোন সাহিত্যিক মহাশয় তাঁহার রচিত কয়েকখানি গ্রন্থে কি প্রকার সিদ্ধান্তবিরোধ, রসাভাসাদি দোষের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শনকল্পে আপনাদের শ্রীপত্রিকায় একটু স্থান প্রার্থনা করিতেছি।

অনেক কোমলশ্রদ্ধব্যক্তি ঐ প্রকার গ্রন্থাদি পাঠে কতকগুলি ভ্রান্তধারণা হৃদয়ে পোষণ করিয়া শ্রীগৌর পাদপদ্মে অজ্ঞাত অপরাধ সঞ্চয় করিতে পারেন। তাঁহাদিগকে উহা হইতে সতর্ক করণোদ্দেশ্যেই আমি সুধীসমাজে ইহা জানাইতে প্রবৃত্ত হইতেছি। নচেৎ কাহাকেও তাঁহার আকাঙ্খিত জড়প্রতিষ্ঠা-(যাহাকে মহাজনগণ শূকরের বিষ্ঠার সহিত তুলনা করিয়াছেন) ভোগে বাধা প্রদান করিবার প্রবৃত্তি আমার নাই।

শ্রীবিশুদ্ধবৈষ্ণবজন-কিঙ্কর

শ্রীগুরুচরণ দাস।

১৮নং শুঁড়ি লেন, কলিকাতা

৩০।১২।২৬

১। গ্রন্থকার-রচিত 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াচরিত' গ্রন্থের ৬১ পৃষ্ঠায় "যুগলমিলন"-শীর্ষক কবিতায় লিখিত হইয়াছে—

বিশ্ববিধাতা, জগতের মাতা

মিলিয়াছে একসঙ্গে।

* * *

পিতা দিবে কোল, বোল হরি বোল,

মায়ে দিবে চুমো মুখে।

* * *

জগত-জননী, বিষ্ণুপ্রিয়া ধনী

পতিতের পিতা গোরা॥

গ্রন্থকার যে গৌরসুন্দরকে 'পিতা' বলিতেছেন, যে বিষ্ণুপ্রিয়াকে 'মাতা' বলিয়াছেন, সেই গৌরপিতাকে ও বিষ্ণুপ্রিয়া-মাতাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, দেখুন।

পিতা মাতাকে বলিতেছেন,—

"পরাণ সখি, তোমারে দেখি বড়ই সুখি হলাম আমি।

বাঁধন ছিঁড়ে, তোমায় ছেড়ে,যেতে কি পারে তোমার দাস॥"

পিতা মাতাকে 'পরাণ সখি' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। পুত্র তাহাই শ্রবণ করিয়া আনন্দানুভব করিতেছেন! শুধু তাই নয়, গ্রন্থকার পিতাকে মাতার 'দাস' বানাইয়া তবে ছাড়িয়াছেন! ধন্য মাতৃভক্তি!

২। নীলাচললীলাগ্রন্থের শেষখণ্ডে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"স্বরূপ-দামোদর ও গোবিন্দ তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্য-পালনে ত্রুটী করিয়াছ, তোমরা কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া গম্ভীরা-মন্দিরে নিদ্রা গিয়াছিলে এবং সেই কারণে প্রভুর প্রাচীরে মুখ ঘর্ষণে রক্তপাত হয়"। মনোধর্ম্মযুক্ত ব্যক্তিগণের বিচারে বা কোমলশ্রদ্ধাবানের দৃষ্টিতে ইহা উৎকট (!) গৌরভক্তি বলিয়া বিবেচিত হইলেও শ্রীগৌরভক্ত মহিমজ্ঞ কোন সজ্জনই ইহাকে 'গৌরভক্তি' বলিবেন না, পরন্তু ইহা শ্রীগৌর-পাদপদ্মে অপরাধ। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয়-স্বরূপ শ্রীদামোদর স্বরূপের গৌর সেবায় ত্রুটী হইতে পারে, এরূপ কল্পনাকারী ব্যক্তির স্বরূপ কি?

গ্রন্থকার আরও লিখিয়াছেন—'আজ যদি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াজী গম্ভীরায় উপস্থিত থাকিতেন, তিনি কি প্রভুর এই অবস্থা দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতে পারিতেন, না ঐরূপ রক্তপাত হইতে দিতেন"। কি কল্পনা-বল দেখুন, গ্রন্থকার কি একথা জানেন না যে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতা কোন প্রকারেই গম্ভীরা মন্দিরে যাইতে পারেন না, কারণ গৌরসুন্দরের মনোবাঞ্ছা-পূরণরূপ সেবাই তাঁহার একমাত্র কৃত্য। গম্ভীরায় শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমতী বার্ষভানবীর ভাবে বিভাবিত হইয়া কৃষ্ণান্বেষণ-লীলাই প্রকট করিয়াছেন। গ্রন্থকার কি প্রাকৃত স্ত্রীর কামবৃত্তি আজ গৌরগৃহিণী বিষ্ণুপ্রিয়া মাতার স্কন্ধে আরোপ করিতে চাহেন? বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা 'গৌর-ভোগী' না সেবিকা ছিলেন? সেবক বা সেবিকার সেব্যের

মনোবাঞ্ছা-পূরণই একমাত্র ধর্ম্ম। বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা সেবিকা হইয়া কি গৌরসুন্দরের কৃষ্ণান্বেষণ-লীলার বাধা-প্রদান করিতে পারেন? বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা কি গ্রন্থকারের বিচারে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিরতা প্রাকৃত স্ত্রী ছিলেন যে, তাই স্বামীর মনোবাঞ্ছা-পূরণে বাধা দিবার জন্য গঙ্গাতীরে গমন করিবেন? মাতার কামচিন্তাকারী পুত্রগণ রোদনের দ্বারাই পরিষ্কার করে।

৩। গ্রন্থকার শিক্ষাষ্টক পুস্তকের ৩০ পৃষ্ঠায় যে গ্রন্থের তিনি নিজেই প্রকাশক শ্রীপাদ......প্রভু-কর্তৃক সঙ্কলিত লিখিয়া আবার উক্ত পুস্তকের ভূমিকায় দীন......গোস্বামী লিখিয়াছেন। সাহিত্যিক মহাশয়ের কোন শিষ্য উক্তগ্রন্থের প্রকাশক-সূত্রে তাঁহাকে যদি "শ্রীপাদ......প্রভু" বলিয়া সম্মানিত করিতেন, সে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু নিজেই নিজের নামে 'শ্রীপাদ......প্রভু' লিখিয়া পরে আবার 'দীন...... গোস্বামী' লেখায় কি প্রকার দৈন্য প্রকাশ পায়, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ হইতে এই প্রকার আরও শত শত সিদ্ধান্তবিরোধ রসাভাসাদির পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে এবং প্রয়োজন হইলে পরে তাহা আমাদের শ্রীপত্রিকায় প্রকাশ করিব। গৌরনাগরীমতবাদ-পোষণ-কারিগণ সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস দোষ বুঝিতে পারেন না বলিয়াই, শ্রীল স্বরূপরূপের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া কল্পিত মতবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।

মন্তব্য

সিদ্ধান্তবিরোধ রসাভাস-পূর্ণ গ্রন্থাদি দেখিবার দুর্ভাগ্য না হউক, ইহাই আমরা শ্রীস্বরূপ-রূপানুগগণের নিকট প্রার্থনা করি। জগতে মনোধর্ম্মের প্রাবল্যে অসংখ্য মতবাদ সৃষ্ট হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে; কিন্তু আত্মধর্ম্ম সেরূপ নহে, তাহা নিত্য, সনাতন ও একমাত্র শ্রৌত-পথ লভ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতে সেই শ্রৌত-পন্থা বা ভাগবতধর্ম্ম বিস্তারের জন্য সপার্ষদে কৃপাপূর্ব্বক আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া যে সকল সিদ্ধান্ত-বিরোধ-রসাভাস-পূর্ণ মতবাদ জগতে প্রচারিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহা ব্যতিরেকভাবে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তের পুষ্টি-সাধন করিয়া জগতে বর্ত্তমান থাকিবে। কারণ আমরা শ্রীচতুঃশ্লোকী ভাগবতে "ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥"—এই শ্লোক হইতে জানিতে পারি যে, পরমার্থ শ্রীকৃষ্ণ-ব্যতীত যাহা প্রতীত হয় অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রতীতিতে যাহার প্রতীতির অভাব কিংবা কৃষ্ণের অপাশ্রিতরূপে যাহার প্রতীতি, তাহাই 'মায়া'। যাহা পরমাত্মা-রূপে প্রতীত হয় না, আবার কৃষ্ণের আশ্রয়ত্ব ব্যতীত যাহার স্বতঃপ্রতীতি নাই, তাহাই 'মায়া'। অতএব আত্মধর্ম্মের অপাশ্রিত ভাবরূপে মনোধর্ম্মসমূহ জগতে বিরাজিত থাকিয়া সনাতন-আত্মধর্ম্মের পুষ্টি-সাধন করিতেছে। জগতে যদি শাক্যসিংহ, উলূকা, অক্ষপাদ, ক্ষপণক, কপিল, পতঞ্জলি, চার্ব্বাক প্রভৃতির মতবাদ না থাকিত, তাহা হইলে কি আজ সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য উপলব্ধির বিষয় হইত? শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত আত্মধর্ম্মের হেয় প্রতিফলন বা অপাশ্রিত বৈচিত্র্যরূপে আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, গৌরনাগরী, জাতিগোস্বামী প্রভৃতির মতবাদ যদি আজ প্রচলিত না হইত, তাহা হইলে আজ শুদ্ধ আত্মধর্ম্মের মাহাত্ম্য-সৌন্দর্য্য কয়জন ব্যক্তিই বা উপলব্ধি করিতে পারিতেন?

প্রশ্ন-পত্র

সভক্তি কোটি কোটি ভূমিষ্ঠ দণ্ডবন্নতিপুরঃসর নিবেদনমিদম্—

মহোদয়,

আমি আপনাদের 'গৌড়ীয়' পত্রপাঠে জানিলাম যে, আপনারা এই পারমার্থিক পত্র-যোগে দেশের ও সমাজের প্রতি অহৈতুকী দয়া বিতরণ করিতেছেন। আপনাদের এরূপ পরোপকারিণী প্রচেষ্টা অতীব প্রশংসার্হ। বোধ করি, শ্রীমন্মহাপ্রভু আপনাদের দ্বারা যুগধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব জন-সমাজে প্রচারার্থই এই মর্ত্ত্যে আপনাদিগকে জগদ্গুরুরূপে অবতীর্ণ করাইয়াছেন। অতএব আপনারা জয়যুক্ত হউন।

এখানে কোন ধনী লোকের বাড়ীতে বহুলোকের সম্মাননা-জন্য গত বৈশাখের অক্ষয়তৃতীয়া দিবস বহু মৎস্য ধৃত হইতেছিল। সেই সময় তাঁহাকে বলা হইয়াছিল যে, আজ

যুগাদ্য পুণ্যাহ দিন, আজ এত প্রাণী বধ করা কি ভাল? এই প্রকার নিষেধ করায় ঐ কর্ম্মকর্ত্তা তথাকার কয়েক জন ভট্টাচার্য্যের নিকট ঐ কথা উত্থাপন করায়, ব্রাহ্মণগণ ঐ কর্ম্মকর্ত্তাকে উত্তেজিত করিয়া ও নিজে নিজে উত্তেজিত হইয়া আমাদিগকে ডাকিলেন এবং আমাদের কোন প্রমাণাদি না মানিয়া তাঁহারাই বিচারে জয় করিয়া লইলেন। তাঁহারা বলেন,—"প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলাঃ", "ন দোষো মগধে মদ্যে অন্যযোনৌ কলিঙ্গকে ওড্রে ভ্রাতৃবধূ-ভোগে গৌড়ে মৎস্যস্য ভোজনে", "জীব মারিল জীব-পোষি সে জীব বৈকুণ্ঠরে বসি"—এইরূপ যখন প্রমাণ আছে, তখন আমরা সর্ব্বাবস্থায় ইচ্ছানুসারে মৎস্য খাইতে পারি। তোমরা আমার কার্য্যকে পাপ বল কেন? তোমরা 'মূর্খ' 'নাস্তিক' ইত্যাদি বলিয়া উড়াইয়া দিলেন।

মৎস্যাদি ব্যবহার না করা কি নাস্তিকতা? এ বিষয়ে দয়া করিয়া প্রমাণ উদ্ধার করিয়া জানাইবেন ইতি।

ভবদীয় শ্রীচরণরেণু-প্রত্যাশী একান্ত ভৃত্য
শ্রীচৈতন্য-সমিতির-জনৈক সভ্য
শ্রীযোগেন্দ্রমোহন দাস
সিন্দুরটীয়া, মেদিনীপুর
১৩৩৪ সাল ৭ই জ্যৈষ্ঠ।

প্রাপ্ত প্রবন্ধ

রাঁচিতে একটি ভাগবত-পাঠীর বাসায় গিয়া দেখিয়াছিলাম যে, একটা অজ-মুণ্ড পড়িয়া আছে। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "এ কেন?" উত্তর "মায়ের প্রসাদ।" কহিলাম যে, "মার প্রসাদে যদি এত ভক্তি, তাহা হইলে মাকে যে মহিষটা বলিদান দেয়, সে প্রসাদ খান কি?" তিনি নিরুত্তর হইয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার বাসার আর যাই নাই। মাংস-ভক্ষণ করিয়া বা মৎস্য ভক্ষণ করিয়া সাত্ত্বিকগ্রন্থ শ্রীভাগবত স্পর্শ করিতে একটু-ভয়ও হয় না? মৃত-দেহ-পরিবর্দ্ধিত দেহে স্পর্শ করিতে দেহটা কাঁপিয়া উঠে না!

মৎস্যাশী ব্রাহ্মণ বিষ্ণু স্পর্শ করিবে না এবং মাংসাশী ব্রাহ্মণ শিবপূজা করিবে না—

মৎস্যাশী ন স্পৃশেদ্ বিষ্ণুং মাংসাশী ন যজেচ্ছিবম্।

এক্ষণ কয়জন ব্রাহ্মণ মৎস্য আহার করিয়া বিষ্ণু পূজা করেন না; মৎস্য যে তাঁহাদের শাক সব্‌জীর মধ্যে, বরং শাক-সবজী না হইলে চলে, কিন্তু মৎস্য না হইলে যে চলে না। একদিন একজন বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণব-পণ্ডিত একদা এক ব্রজবাসীর দোকানে কাপড় কিনিতে গিয়াছিলেন। বস্ত্র বিক্রেতা বস্ত্রের অধিক মূল্য বলাতে তিনি উঠিয়া আসিতে ছিলেন, তাহাতে দোকানী কহে যে,"একটা দাম না বলিয়াই যে চলিয়া যাইতেছেন? একটা দর বলুন না?" তাহাতে ব্রাহ্মণ কহিয়াছিলেন যে, "মাছ-বেচুনীর মত দ্বিগুণ দাম বলিলেন, তাহাতে কত মূল্য কহিব?" ইহা শুনিয়া বস্ত্র-বিক্রেতা ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে রাগে কহিয়াছিলেন যে, "আগর মৈঁ মছলি বিক্রী করতা হু, তুম্‌তো মছ্‌লী খাতো হো"—এই কথা বলায় তাঁহার ক্রোধের শান্তি হইয়াছিল। ব্রজবাসিগণ মৎস্য-ভক্ষণকে এতই দোষ বলিয়া জানেন। "মাছ খাও" বলিয়া তাঁহার ক্রোধের উপশম হইয়াছিল, আর আমাদের দেশের ব্রাহ্মণকুল, গোস্বামিকুল ও বৈষ্ণবকুলগণের ব্যবহার কি? একবার আমাদের দেশের একটী লোক যমুনায় স্নানে গিয়া কাপড় নিঙ্‌ড়াইয়া কাপড় শুখাইতে দিতেছিল, কাপড় হইতে একটী ছোট মৃত মৎস্য পড়িয়া গেল, তাহা দেখিয়া একটী ব্রজবাসিনীর এত দুঃখ হইয়াছিল যে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। তিনি কহিলেন, "আহা! কল্লেন কি!" একথা কতবার কহিলেন।

মৎস্যের কথা দূরে, শ্রীবৃন্দাবনধামের ব্যবহারই পৃথক্। একদিন একটি রজককে আমাদের দেশের একটী ব্রাহ্মণ খেজুর গুড় খাইতে দিয়াছিল, তাহাতে তিনি খাইলেন না, কহিলেন, "ওত গলা কাটার রস, ও খাবনা।" হায়! আমাদের দেশে এবিচার কেহ করেন কি? যদি এক্ষণ ব্রাহ্মণ-সমাজের দার্ঢ্য থাকিত, তাহা হইলে ঐ রজক কি 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া পরিগণিত হইতেন না? বৃক্ষের কি জীবন নাই? কত মহাত্মা লোক সেবার জন্য বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীরামচন্দ্র বনে যাইবেন শ্রবণ করিয়া পঞ্চ মুনি শ্রীরামচন্দ্রের সেবার জন্য পঞ্চবট হইয়া পঞ্চবটীতে ছিলেন। শ্যামকুণ্ড তীরে পঞ্চপাণ্ডব যে পঞ্চ বৃক্ষ হইয়াছিলেন, এখনও তাঁহাদের একটীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে যে পিতৃতর্পণের ব্যবস্থা সাংসারিকগণের

আছে, তাহাতে বস্ত্র-নিষ্পীড়নোদক দিবার বিধি আছে, কারণ পিতৃপুরুষ যদি কেহ বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের প্রীতির উদ্দেশে সেই জল দিবার বিধি করিয়াছেন।

পশ্চিম দেশে মৎস্যাশী "চামার"-পদবাচ্য; কারণ তথায় চামারগণই মৎস্য ভক্ষণ করিয়া থাকে।

ভূদেব! তুমি ব্রাহ্মণ বলিয়া যে ম্লেচ্ছাদিজাতিকে ঘৃণা কর, সেই ম্লেচ্ছজাতির মধ্যেও অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা মাংস এমন কি মৎস্যও ভোজন করেন না! পারস্য কবি শেখ সাদি কহিয়াছেন —গুলিস্তান্ ১।১০

তো কজ্ মিহ্নতে দিগর্ঁা বেগমী।
ন শায়েদ কে নামৎ নেহন্দ্ আদমী॥

অর্থাৎ অন্যের কষ্টে তোমার কষ্ট না হয়, তাহা হইলে তুমি মনুষ্যপদবাচ্যই নহ।

ভূদেব! ভগবান যে হস্তে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি তোমার বধ্য জীবকেও সেই হস্তে সৃষ্টি করিয়াছেন। যে দেশের লোকের শরীর মৎস্য-মাংসে গঠিত, সে দেশের একটী স্ত্রীলোকের হৃদয়ও জীব-হিংসায়—একটী ক্ষুদ্র পিপীলিকার প্রাণ নাশেও কাঁদিয়াছিল। তিনিও কহিয়াছেন—

"Turn, turn thy hasty foot aside,
Nor crush that helpless worm,
The frame thy wayward looks deride
Required a God to form.
* * * *
Let them enjoy their little day
Their humble bliss to receive.
Oh! do not take away
The life thou canst not give,

Mrs Opie.

তিনি এই কবিতাকে "Humanity" শিরোনামাতে ভূষিত করিয়াছেন, কারণ পশুতেই জীব বধ করে; যে মনুষ্য জীব বধ করে, সেত মনুষ্য নহে, পশু! এ বিশ্বপ্রেমিক দেবত্বপূর্ণহৃদয় রমণীর চরণোদ্দেশে কোটি কোটি প্রণাম করিতেছি; কিন্তু মৎস্যাশী বা রাক্ষসকে প্রণাম করিতে পারিনা; এরূপ হৃদয় যে অনেক উচ্চজাত্যাভিমানীরও নাই।

যে শরীরে জীবের প্রতি হিংসাবৃত্তি রহিয়াছে, সে ত' পশুর শরীর। পশু কাঁচা খায়, এ নর-পশু পাক করিয়া সুস্বাদ করিয়া খায়। সে পশু অভদ্র, এ পশু ভদ্র; সে পশু চতুষ্পদ, এ পশু অর্দ্ধ-চতুষ্পদ!

হায়! যে দেশে জীবের প্রতি দয়া নাই, সে দেশে যে কোন পাপে ও কত পাপে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তাহা লীলাময়ই জানেন!

কেবল যে হিন্দুধর্ম্মে হিংসা 'পাপ' বলিয়া বর্ণিত আছে, তাহাও নহে, বাইবেলেও নিষেধ আছে, যথা—

I delight not in the blood of bullocks or of lambs or of he-goats.

Isaiah I—11.

অন্যত্র—

It is good neither to eat flesh nor to drink wine.

Romans XV Chap. XIV—21.

অন্যত্র—

Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy.

Mathew V—7.

মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও কোরাণে হিংসার বিধান নাই, যথা—

লঁইে এনালাল্লাহা লাহু মোহা অলা দেমা ওহা অলাকেইয়েনা লোহুৎ তাক্ওয়া মিন্ কুম।

কোরাণ শরীফ্ কে সুরাহজ্জকী ৩৬ আয়ৎ।

অর্থাৎ, কোরবানীতে উৎসৃষ্ট প্রাণীর রক্ত ও মাংস অল্লাহ্ তালার নিকট পহুঁছে না; কিন্তু তোমাদের নিষ্ঠা তাঁহার নিকট যায়। (নিষ্ঠা অর্থাৎ পাপ হইতে সাবধান থাকা)। অন্যত্র

কলীলোম্ মিনাশ্শায়্ কছ্ওয়েরোম্ মিন্ কসর তুন্ ইবাদৎ।
রসুল হজরৎ মহম্মদ্ হদীসে।

অর্থাৎ অল্পমাত্র দয়াও বহু আরাধনা হইতে শ্রেষ্ঠ। যে মহাত্মা হজরৎ মহম্মদ ধর্ম্মের জন্য প্রাণের ভয়ে মদিনা পলায়ন করিয়া তথায় শেষ জীবন পর্য্যন্ত ছিলেন, যাঁহাকে আরব, পারস্য, তুরাক, আফ্গানিস্থান, বেলুচিস্তান প্রভৃতি দেশের সাধকগণ ভজনা করেন তিনি যে জীববধের আদেশ দিবেন, তাহাও সম্ভব নহে। যে গো-বিনা চাষ হইতে ও তজ্জন্য মনুষ্যগণ জীবিত থাকিতে পারে না, যে গাভী-ভিন্ন শিশু জীবন-ধারণ করিতে পারে না, তিনি অকৃতজ্ঞ হইয়া কখনও

সে গোজাতির বধ-বিধান করিতে পারেন না। কাবুলের বর্ত্তমান মহামুভব, ধর্ম্মপ্রাণ আমীর মহোদয়ও তাঁহার রাজ্যে গো-বধ নিষেধ করিয়াছেন। গো-বধ কেবল নৃশংস শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মা হজরৎ মহম্মদ গোবধের বিধি দেন নাই, তবে তমোগুণান্বিত মাংসাশি-গণের জন্য একটি মেষ বধ বিধি দিয়াছিলেন, তাহার ঘটনা কোরাণ-শরীফে ২৩ পারা (ভাগে) যাহা বর্ণিত আছে, তাহা এই—একদিন এব্রাহিমকে স্বপ্ন হইয়াছিল যে, তোমার পুত্রকে বলিদান দিতে হইবে। তাহাতে প্রথম দিনে তাঁহার বিশ্বাস হয় নাই, দ্বিতীয়দিনে ঐরূপ স্বপ্ন হওয়াতে তাঁহার কতকবিশ্বাস হইয়াছিল, তৃতীয়দিন রাত্রেও সেইরূপ স্বপ্নাদেশ হওয়াতে পরদিন প্রাতে পুত্র ইস্মাইলকে ডাকিয়া ঈশ্বরের আদেশ জ্ঞাপন করিলে পুত্র তাহাতে সম্মত হইয়া কহিয়াছিলেন, "পিতঃ! আপনি আপনার চক্ষুদ্বয়কে উত্তমরূপে আবৃত করিবেন, কি জানি যদি আপনার মায়া হয়, এবং অস্ত্রও খুব শাণিত করিবেন।" পিতা পুত্রকে মাঠে লইয়া গেলেন—চক্ষু বদ্ধ করিয়া যখন শাণিত অস্ত্রে পুত্রের গলা ছিন্ন হইল না, তখন ঈশ্বর আদেশ করিয়াছিলেন যে, "স্বপ্নে যেরূপ আদেশ করিয়াছিলাম, তাহাতে যখন তুমি সেইরূপ করিয়া পুত্রকে বধ করিতে গেলে, তখন আমি তোমার উপর পরম সন্তুষ্ট হইলাম। এক্ষণে হত্যা হইতে বিরত হও এবং তৎপরিবর্ত্তে এই মেষকে বধ কর। (১)

সাধারণ মনুষ্য তামসিক, তজ্জন্য কোন জীব বধ করিবার বিধি আছে। আমাদের শাস্ত্রেও প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গ কথিত হইয়াছে, কিন্তু প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তি-মার্গই ভাল। প্রবৃত্তি-মার্গও প্রবৃত্তির উদ্দামগতি বৃদ্ধির জন্য নহে, পরন্তু প্রবৃত্তির হেয়তা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া নিবৃত্তি-আনয়ন জন্যই উদ্দিষ্ট।

নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥ মনুসংহিতায়াম্ ৫।৫৬।

(১) উক্ত ঘটনাটি অস্মদ্দেশের কিম্বা বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী তোড়কোনা গ্রামে ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের ম্যাট্রিকুলেশন স্কুলের পারসি শিক্ষক সম্মানণীয় শ্রীযুক্ত মৌলভী ওবেদুল হক্ মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি। তৎকালে লেখক ঐ স্কুলের সেক্রেটারি ছিল। লেখক।

হিংসার প্রবৃত্তির গুণে মনুষ্যকে, ইতর তির্য্যক্ যোনি-সম্ভূত জীবও বিশ্বাস করে না। কাক, ফিঙ্গে প্রভৃতি পক্ষি-গণ গো, মহিষ, ছাগলের পৃষ্ঠেও উপবেশন করে, কিন্তু মনুষ্য দেখিলেই পলায়ন করে! সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব! তোমার কি ইহাতে একটু লজ্জাও হয় না? কোথায় তুমি জীবের শরণ্য হইবে, আশ্রয় স্থান হইবে, না, তুমি ভীতিপ্রদ হইয়াছ?

ধন্য তোমার রাক্ষসী বৃত্তি! জীবের মধ্যে তুমি ভয়ানক। সকল জীবের আহারই নির্দ্দিষ্ট আছে, কেহ ঘাস খায়, কেহ লতাপাতা খায়, কেহ জীব ধরিয়া খায়; কিন্তু তোমার শরীরে সকল জন্তুর প্রবৃত্তি আছে। গুরুদেব! ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণবগণ সকলে 'গৌড়ীয় মঠে' গিয়া দেখিয়া আইস, তাঁহা-দের কিরূপ গ্রহণীয় বস্তু। তাঁহারা শ্রীমহাপ্রসাদ-ব্যতীত অন্য বস্তু স্পর্শ করেন না। উক্ত শ্রীমঠের পূজ্যপাদ আচার্য্যবর শ্রীপাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজ কিরূপ অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবাময় জীবন অতিবাহন করেন, তাহা দর্শন করিয়াও জীবন সার্থক কর। তিনি যে কি কি মহৎ কার্য্য করিতেছেন, কত স্থানে ভক্তি-প্রচার-কেন্দ্র নির্ম্মাণ করাইয়া শ্রীবিগ্রহ স্থাপন, তাঁহার পূজাদির ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহা দর্শন কর।

গৌড়ীয় মঠের কার্য্য দেখিয়া তোমার মাৎসর্য্য হইতে পারে, কারণ তুমি এক বেলা একটি ক্ষুধিতকে অন্ন দিতে পার না; কিন্তু গৌড়ীয় মঠে গিয়া দেখ, প্রতি বেলায় কত ব্রাহ্মণ-অতিথি-অভ্যাগত, অকিঞ্চন বৈষ্ণবকে অকাতরে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরিত হইতেছে। সকলেই হরিকীর্ত্তনমুখে শ্রীমহাপ্রসাদ সেবন করেন। কে দিতেছে, কোথা হইতে আসিতেছে, তাহা নিশ্চয় করিবার উপায় নাই, তাহাতে মহারাজের কোন যত্ন নাই, তিনি এক দণ্ডমাত্র সম্বল করিয়া-ছেন, কিন্তু মহাপ্রভুতে তাঁহার এরূপ একান্তিকী ও দৃঢ়া ভক্তি যে কোথা হইতে সে সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে, তাহা মহাপ্রভুই জানেন। আমি এ সমুদায় দেখিয়া লিখি-তেছি, বিশ্বাস না হয় গিয়া দেখ। একবার সামান্য মাত্র প্রসাদ অবশিষ্ট ছিল কিন্তু আগন্তুক অনেকগুলি লোক আসিয়া পড়িয়াছিল (যদি এ প্রবন্ধ লিখিতে হইবে জানি-তাম তাহা হইলে লোক-সংখ্যা গণনা করিতাম) কিন্তু মহাপ্রভুর কেমন কৃপা! লোকগুলি প্রসাদ পাইয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। লোক-সকলকে প্রসাদ বিতরণ করাইবার

জন্য মঠরক্ষক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কি পরিশ্রম তাহা স্মরণ করিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। পরিক্রমাকালে ১০০০।১৫০০ লোকের প্রসাদ-সম্মান শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি জল টুকুও গ্রহণ করেন না, যেন সকলে মহাপ্রভুর এক একটী পার্ষদ! গোস্বামী প্রভু! মঠে কত জীব প্রসাদ পায় তাহা দেখিয়াও ত' তোমার আনন্দ হয় না?

"অন্নদঃ পিতরঃ প্রোক্তঃ।" পদ্মপুরাণে ক্রিয়াযোগসারে।

তুমি প্রসাদ না পাও আর পাইলেও তোমার উদর পূর্ণ হইবে না, কারণ তথায় পুঁষ রক্ত নাই, তাহা হইলে তুমি কি খাইবে? । কিন্তু কত লোকে প্রসাদ পাইতেছেন তাহা দেখিয়াও ত' তোমার আনন্দ হওয়া উচিত, কারণ তুমি স্বসুখাভিলাষী পশু নহ, তুমি যে ব্রাহ্মণ, এবং সকলজীব যে তোমার আত্মসম "বসুচায়্মদমো লোকো বয়ঞ্চ মনস্বিনঃ"। তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে।

নামধারী গোস্বামী হইলে হয় না —অন্তর গোস্বামিময় কর। আজ কাল কত চক্রাঙ্কী ব্রাহ্মণও "গোস্বামী" হইতেছেন! তাঁহাদের ব্যবহারও বাহির হইতেছে!

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী, বেদান্তভূষণ, ভক্তিরঞ্জন।
শ্রীরাধাকুণ্ড।

মন্তব্য

আমিষ নিরামিষ উভয়ই প্রাকৃত বস্তু। আমিষ-ভোজনকারী যেরূপ জীবহিংসক, নিরামিষ-ভোজনকারীও তদ্রূপই জীব-হিংসক। কারণ তৃণগুল্ম-লতাদি আচ্ছাদিত-চেতন হইলেও প্রাণহীন নহে। সুতরাং তাহারাও প্রাণী-মধ্যে গণ্য। তবে গুণবিচারে আমিষ-গ্রহণ তামস ও রাজস আহার, আর নিরামিষ-গ্রহণ বিদ্ধ সাত্ত্বিক আহার। তমঃ, রজো গুণ হইতে বিদ্ধ সত্ত্বগুণের শ্রেষ্ঠতা থাকিলেও তাহাও প্রাকৃত। আমিষ ও নিরামিষ উভয়বিধ বস্তুগ্রহণেই যখন জীবহিংসা হয়, তখন কেহ যদি উক্ত উভয়বিধ বস্তুগ্রহণ বাহ্যতঃ ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র বায়ু-ভোজী যোগী হইবার যত্ন করেন, কিংবা জলমাত্র গ্রহণ করিয়াও বাচিয়া থাকিতে চাহেন, তাঁহারও জীবহিংসা পাপ হইতে নিবৃত্তি নাই। কারণ বায়ু ও জলাদির মধ্যে আমাদের নগ্ন চক্ষুর অগোচর বহু বহু প্রাণী বিরাজ করিতেছে। প্রতি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে বহুবিধ প্রাণী বিনষ্ট হইতেছে।

এই জন্য সুবুদ্ধিমান্ সাত্বতগণ ঐরূপ উভয়বিধ প্রাকৃত আহার পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শুদ্ধসাত্ত্বিক বা নির্গুণ শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান পূর্ব্বক বিষ্ণুভক্তিময় জীবন যাপন করেন। মহাপ্রসাদ বিষ্ণুবস্তু; তাঁহারা মহাপ্রসাদকে ভোগ করেন না, পরন্তু তাঁহারা নিজদিগকে মহাপ্রসাদের 'ভোগ্য' বলিয়া জানেন। নিরামিষ ও আমিষ-ভোজী উভয়ই কিন্তু নিজদিগকে তত্তদ্বস্তুর 'ভোক্তা' বলিয়া অভিমান করেন। সাত্বতগণ বলেন, যদি অনুক্ষণ হরিসেবার্থ জীবন যাপিত না হয়, তাহা হইলে জীবের একটিমাত্র তণ্ডুলকণাও গ্রহণ করিবার অধিকার নাই। কারণ হরিসেবারহিত হইয়া ঐরূপ একটী তণ্ডুল-কণা গ্রহণ করিলেও জীবহিংসার পাপে লিপ্ত হইতে হয় - হরিসেবা-রহিত হইয়া একটীবার মাত্র নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিলেও অসংখ্য জীবহিংসার ভাগী হইতে হয়। অতএব তাঁহারা অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তন করেন, হরিকথা প্রচার করেন, হরির শ্রবণ, স্মরণ, দাস্য প্রভৃতি ভক্ত্যনুষ্ঠানার্থই মহাপ্রসাদ, মহা-মহাপ্রসাদ অর্থাৎ বিষ্ণু-বৈষ্ণবের কৃপা গ্রহণ করেন।

প্রাকৃতলোকের বিচার 'প্রাকৃত' বলিয়া একদেশী ও অসম্পূর্ণ, আর ভক্তগণের বিচার অপ্রাকৃত বলিয়া সর্ব্বদেশী ও সম্পূর্ণ। প্রাকৃতলোক ভোগকে গ্রহণ করিয়া ত্যাগকে বন্দনা করে, প্রাকৃত লোক আমিষ-ভোজনের নিন্দা করিয়া নিরামিষ-ভোজনের প্রশংসা করেন, কিন্তু অপ্রাকৃত বিষ্ণু-ভক্তগণ 'ভোগ' ও 'ত্যাগ', 'আমিষ' ও 'নিরামিষ,' উভয়বিধ কার্য্য ও বস্তুকেই প্রাকৃত জানিয়া হরিসেবা, হরিপ্রসাদ-সম্মান, হরিভক্তিকেই নির্গুণ ও পরমোপাদেয়-বস্তুরূপে জানেন। এইজন্য তাঁহাদের বিচার সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ও সর্ব্বদেশীয়।

আমিষ ও নিরামিষ-ভোজী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী, বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু এই উভয় পরস্পর বিরোধসম্প্রদায়ের বাগ্-বিতণ্ডা একমাত্র শুদ্ধভগবদ্ভক্তের চরণাশ্রয়েই প্রশমিত হইতে পারে।

নিরামিষ-ভোজীর মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা সম্পূর্ণ নাস্তিক, যাহাদের হৃদয় মাৎসর্য্য হিংসায় দগ্ধীভূত, যাহারা ঘোর অপস্বার্থপরায়ণ, যাহারা অনুক্ষণ পরের অনিষ্ট-চিন্তা ছাড়া ইষ্ট-চিন্তা করে না, যাহারা বাহ্যতঃ আমিষ-ভোজন না করিলেও নানাবিধ

নেশা ও স্ত্রীসঙ্গাদি ব্যসনে বিশেষ আগ্রহযুক্ত; আবার প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ অনেক ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা সদাচারের ছলনা করেন, নিত্যপ্রসাদ (?)-ভোজনের অভিমান করেন, কিন্তু তাঁহাদের চিত্ত বৈষ্ণব-বিদ্বেষ, বৈষ্ণব-নিন্দা, কনককামিনীপ্রতিষ্ঠা-লাভ-স্পৃহা-দ্বারা কলুষিত। তাঁহারা মহাপ্রসাদের সেবা করেন না, পরন্তু মহাপ্রসাদ বা কৃষ্ণকে ভোগ করিতে চান। এইজন্য তাঁহাদের প্রপঞ্চ জয় হয় না। এইরূপ আনুকরণিক সম্প্রদায়ের অনুকরণ করিয়া মহাপ্রসাদ-সেবার ছলে কৃষ্ণবস্তুকে ভোগ করিবার চেষ্টা করিলেও কোন মঙ্গল হইবে না; কেবল কপটতা বাড়িয়া যাইবে এবং তদ্দ্বারা আত্মহিংসা ও পরহিংসারই প্রসারতা হইবে। অতএব অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবাপরায়ণ মহাভাগবতের উচ্ছিষ্ট-গ্রহণ-ফলেই জীবের অনর্থনাশ ও কৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তির উদয় হয়, তাহার সাক্ষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনারদ মহারাজ।

প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ

প্রশ্ন

"কোন কায়স্থ-কুলোদ্ভব শাক্তের সন্তান বিংশবর্ষ বয়ঃক্রম-কালে অনুরাগভরে কুলধর্ম্ম, কুলাচার, কুলগুরু, কুলদেবতা ছাড়িয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং সদ্গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া বিষ্ণুদীক্ষিত হইয়া ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত উক্ত ধর্ম্মযাজন করিতে থাকেন। এক্ষণে তাঁহার মাতৃবিয়োগ ঘটিয়াছে, তিনি শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার কতদিন অশৌচ হইবে? আর কতদিনেই বা তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ বিধেয়? বলা বাহুল্য, তিনি যখন কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব হইয়াছেন, তখন তাঁহার লোকাচারে দৃষ্টি নাই।

বৈষ্ণব ও পণ্ডিতগণের কাছে তিনি ব্যবস্থা জানিতে গেলে, শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব ও পণ্ডিতগণ একমত না হইয়া নানা মত প্রকাশ করেন। কেহ বলেন,—পূর্ব্বাপর আচার-দৃষ্টে কার্য্য করাই কর্ত্তব্য, তাহা হইলে ৩১ দিনে শ্রাদ্ধ বিধেয়। কেহ বলেন,—কর্ম্মীদের মতে বর্ণধর্ম্ম-বিধানানুসারে অশৌচগ্রহণ ও শ্রাদ্ধাদি করিলে ভক্তিবিরোধী কার্য্য করা হয়, অতএব মহাদোষ ঘটে। আবার কেহ বলেন,—কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়। শাস্ত্রানুসারে ক্ষত্রিয়ের ১৩ দিনে শ্রাদ্ধ বিধেয়, বিশেষতঃ তাঁহার বংশাবলী সকলেই কর্ম্মমার্গের লোক। কর্ম্মকাণ্ড ছাড়িয়া তিনি যখন ভক্তি-মার্গে আসিয়াছেন, তখন কর্ম্মীদের কোন আচারই তাঁহার পালনীয় নয়। যেহেতু উহা মহাভক্তিবিরোধী, যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

> "ভক্তির বিরোধী যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
> সেই এক জীবের অজ্ঞান-তমোধর্ম্ম॥"

আবার কেহ কেহ ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ করিবার পক্ষেও আপত্তি উঠান। তাঁহারা বলেন,—কায়স্থ উপবীতধারী না হইলে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে অনধিকারী। ইহার উত্তরে কেহ বলেন,—যখন তিনি সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া শ্রীবিষ্ণু-দীক্ষিত ও ভগবন্নাম-ব্রতাদিপরায়ণ, তখন তিনি বৈষ্ণব, কৃষ্ণদাস, ভক্ত ও ভাগবত প্রভৃতি নামে অভিহিত। সুতরাং তাঁহার শূদ্রত্ব কোথায়! শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ইহা দৃষ্ট হয়। শ্রীগোস্বামিপাদগণ বৈষ্ণবের শূদ্রত্ব-নিরসন সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থে অনেক প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৩টী এই যথা—

> যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
> তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥
> ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
> সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥
> শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
> বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥

এক্ষণে "দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং"—এই প্রমাণ বলে তাঁহার দ্বিজত্ব সিদ্ধ। তাঁহার শূদ্রত্ব একেবারেই নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই তিন জাতিই দ্বিজ বলিয়া পরিগণিত। শাস্ত্রানুসারে কায়স্থ ক্ষত্রিয়; অতএব কোন কায়স্থ যদি ক্ষত্রিয়ত্ব হারাইয়া থাকে, পুনঃ সংস্কার-দ্বারা তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্ব বজায় হইতেছে। উপবীতধারণই যে মহাসংস্কার—ইহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত নহে। উপবীতধারীর ক্ষত্রিয়ত্ব অপেক্ষা ভগবদ্ভক্তের ক্ষত্রিয়ত্বে বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। কারণ দীক্ষাপ্রভাবে তাঁহার যখন দ্বিজত্বই সিদ্ধ, তখন তাঁহার ক্ষত্রিয়ের উপরিতন পদ-প্রাপ্তি ঘটিল, কারণ 'দ্বিজত্ব' শব্দে বিপ্রতা লিখিয়াছেন। যথা—ভগবদ্দীক্ষা-প্রভাবেন শূদ্রাদিনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমেব। এমতাবস্থায়

তাঁহার শূদ্রত্ব কোনমতেই থাকিতে পারে না। অতএব ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ বিধেয়।

আবার কেহ বলেন,—সর্ব্বধাম-মুকুটমণি মায়াতীত ধাম শ্রীবৃন্দাবন। সেখানে আবার অশৌচ কি? অশৌচাদি কর্ম্মবিধি সেখানে ঢুকিতেই পারে না।

অন্য কেহ বলেন,—শ্রীহরিভক্তিবিলাসে যখন অশৌচ-কাল-নিরূপণ-সম্বন্ধে কোন উল্লেখই নাই, তখন বৈষ্ণবের অশৌচ আদৌ নাই। বৈষ্ণব হরিনামবলে সদা পবিত্র। "ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে"—আয়তে পাবনো-পন্থো হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ"—পাবনঃ পরমশুদ্ধ ইত্যর্থঃ। যথা, কৌর্ম্মে—

বর্দন্তি যানি কোটিস্থ পাবনানি মহীতলে।
ন তানি তত্তুলাং যান্তি কৃষ্ণনামানুকীর্ত্তনাৎ॥

চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ। নাশৌচামিত্যাদি

এই প্রকার নানা মুনির নানা মত উপস্থিত। এক্ষণে এ বিষয়ের মীমাংসা সর্ব্বজনবিদিত ও সর্ব্বত্র প্রচারিত সুপ্রসিদ্ধ গৌড়ীয় পত্রে বাহির হইলে বৈষ্ণব-জগতের মহা উপকার হইবে। বহুলোক এই মীমাংসা ধরিয়া কার্য্য করিতে পারিবে।"

উপরি উক্ত প্রশ্নপত্রটী চব্বিশপরগণা বসিরহাট-নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসু মহাশয় আমার নিকট দিয়া শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকায় মুদ্রিত করিতে বলেন, একারণ আমি আপনাদের নিকট পাঠাইলাম। নিবেদন মিতি।

ভক্তজনকিঙ্কর
শ্রীবলহরি দাস। শ্রীধাম বৃন্দাবন

উত্তর

উপরি-উক্ত প্রশ্নটী বিস্তৃত বিচার মীমাংসার জন্য আমরা শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রটীর স্থানে স্থানে লৌকিকী ভাষার বিন্যাস দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ সেইগুলি নির্দ্দেশ না করিলে শুদ্ধ-বৈষ্ণব-বিচারের সম্পূর্ণতা ও সৌষ্ঠব সম্পন্ন হইবে না। কারণ ভাবই ভাষার প্রাণ, এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত, সাত্বত পুরাণ ও গোস্বামিগণের ভাষা লৌকিক, অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত বা নির্ব্বিশেষ জ্ঞানী প্রভৃতির ভাষা হইতে পৃথক্। ভাষা আমাদের হৃদ্গত ভাব, বৃত্তি এবং আমাদের সম্বন্ধজ্ঞান ও ভক্তিসিদ্ধান্ত-নিপুণতার অভিজ্ঞাপক।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ কৃষ্ণ-দাস বা বৈষ্ণব। শুদ্ধজীবাত্মাই বৈষ্ণব। শুদ্ধ জীবাত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তিতে কৃষ্ণসেবা-ব্যতীত অন্যাভিলাষ বা অন্য বৃত্তি নাই। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম কিংবা মোক্ষাদি অন্যাভিলাষ-রূপ কৈতব হৃদ্দেশ অধিকার করিলেই আমাদিগকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কিংবা শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য, বিদ্ধবৈষ্ণব প্রভৃতি ঔপাধিক অভিমানে অভিভূত করে। পরন্তু বৈষ্ণব নিরুপাধিক; ঔপাধিক বিচারে আমাদের যে যে অভিমান উপস্থিত হয়, তাহাই 'অবৈষ্ণবতা'। এই সকল অবৈষ্ণবাভিমান বা বিরূপাভিমান ছাড়িয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবোত্তমের নিষ্কপট আনুগত্য স্বীকার করিলে বৈষ্ণব হওয়া যায়।

জড়বস্তু বা জড়াভিমান কখনও চিদ্বস্তু বা চেতনা-ভিমান নহে। 'কায়স্থকুলোদ্ভব শাক্তের সন্তান' বস্তুটী বা ঐরূপ অভিমানটী 'বৈষ্ণব' বা 'বৈষ্ণবতা' নহে, ইহা বিরূপের অভিমান বা অবৈষ্ণবতা। সর্ব্বতোভাবে ঐরূপ অভিমান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক 'আমি কৃষ্ণদাসানুদাস, কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ সেবাই আমার ধর্ম্ম'—এইরূপ অভিমান বা সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করার নামই—'বৈষ্ণবীদীক্ষা প্রাপ্ত হওয়া' বা 'দ্বিতীয়-জন্ম লাভ হওয়া' অথবা 'বৈষ্ণব হওয়া'।

বিষ্ণুদীক্ষা-দ্বারা 'দ্বিতীয় জন্ম' বা 'দ্বিজত্ব' লাভ হইবার পর পুরুষের আর পূর্ব্বজন্মের কোন ইতিহাসের পরিচয় থাকিতে পারে না। পূর্ব্বজন্মের পরিচয় বা ইতিহাস বজায় রাখিয়া দ্বিজত্ব লাভ বা বিষ্ণুদীক্ষার অভিনয় —বিপ্রলিপ্সা মাত্র। যাঁহারা দীক্ষাগ্রহণ করিবার পরও পূর্ব্বজন্মের পরিচয়ে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে 'অদীক্ষিত' বা 'শোককারী শূদ্র' জানিতে হইবে। তবে যে কোন কোন স্থলে বৈষ্ণবোত্তম বা সহজ পরমহংসগণ দৈন্যভরে আপনাদিগকে 'শূদ্র', 'অধমচণ্ডাল', 'যবন', 'নীচজাতি' প্রভৃতি বলিয়া অভিধান করেন, তাহা তাঁহাদের বিরূপ-ধর্ম্মের বা অদীক্ষিতাবস্থার অভিমান নহে। তাঁহারা নিত্যদীক্ষিত অথাৎ নিত্যসিদ্ধ বা নিত্য দিব্যজ্ঞানে উদ্ভাসিত। যাহাদের পাপ, পাপবীজ, অবিদ্যা বিধ্বংসিত হয় নাই, তাহাদের পক্ষেই বিরূপগত অভি-মান সম্ভব; কিন্তু যাঁহাদিগের মধ্যে অবিদ্যার প্রসক্তিই নাই, তাঁহাদিগের ঐরূপ উক্তি যে বদ্ধজীবের বিরূপগত

উক্তির ন্যায় নহে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি ? অপ্রাকৃতের সহিত প্রাকৃতের, নিত্যসিদ্ধপর্য্যায়ের সহিত নিত্যবদ্ধ-পর্য্যায়ের ঈশ্বরকোটীর সহিত জীবকোটীর, সিদ্ধের সহিত সাধকের, গুরুর সহিত শিষ্যের ক্রিয়া, মুদ্রা, আচার, ব্যবহারের একাকার বা চিজ্জড়-সমন্বয়ে প্রয়াস করিলে তাহাকে বিদ্বদ্‌গণ 'প্রাকৃত-সহজিয়া বাদ' এবং ঐরূপ প্রয়াসকারীকে 'প্রাকৃত-সহজিয়া' বলেন।

সুতরাং সদ্‌গুরুর নিকট 'বিষ্ণুদীক্ষাক' ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র প্রভৃতি ঔপাধিক কর্ম্মকাণ্ডীয় সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতে পারেন না; সেই জন্যই শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু দীক্ষিত ব্যক্তির বিপ্র-সামান্য অর্থাৎ পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব নির্দ্দেশ করিলেন। কেবল 'বিপ্র' বলিলে পাছে লোকে বৈষ্ণবকে ব্যবহারিক ব্রাহ্মণের ন্যায় পুণ্য-কর্ম্মফল-ভোক্তা কর্মকাণ্ডীয় বদ্ধজীববিশেষ জ্ঞান করিয়া সর্ব্ববেদাস্ত্রবিৎকোটি সদাচারী ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও অনন্ত কোটিগুণে শ্রেষ্ঠ—ব্রাহ্মণ-গুরু-বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করেন, এই জন্য 'বিপ্র-সাম্য' শব্দ উল্লেখ করিলেন। আবার 'যথা কাঞ্চনতাং যাতি' শ্লোকের টীকায় 'নৃণাং' শব্দের অর্থ 'সর্ব্বেষামেব' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ যে কোন কুলে আবির্ভূত হউক না কেন, সকলেরই ('এব' শব্দের দ্বারা নিশ্চয় ও নিঃসন্দেহ); এবং 'দ্বিজত্বং' শব্দের অর্থ—'বিপ্রতা' ব্যাখ্যা করিয়া দীক্ষিত ব্যক্তির পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন করিলেন। আবার দীক্ষালক্ষণধারীর স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিলেন,—"দীক্ষায়াঃ সাবিত্র্যাদি-বিষয়কায়া ভগবন্মন্ত্রবিষয়কায়াশ্চ যানি লক্ষণানি ক্রমেণ যজ্ঞোপবীত-কমণ্ডলু-ধারণাদীনি তথা কুশশৃঙ্গাদি-তুলসীমালা-মুদ্রাদি-ধারণাদীনি তানি ধর্ত্তুং শীলমেষামিতি তথা তে।" পুনরায় দীক্ষিত ব্যক্তিগণের অপ্রাকৃতত্ব বিষয়ে বলিলেন,—"তেষাং ভৌতিকদেহেঽপি সচ্চিদানন্দরূপতা" অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণের দেহ প্রাকৃত নহে, দীক্ষাপ্রভাবে পুরুষের পাঞ্চভৌতিক দেহও সচ্চিদানন্দরূপতা প্রাপ্ত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুও এই কথাই বলিয়াছেন,—

প্রভু কহে,—বৈষ্ণব-দেহ—প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃতদেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১৯১-১৯৩)

সুতরাং দীক্ষিত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্যজ প্রভৃতি জাতি-সামান্যে দর্শন করা শাস্ত্র, আচার্য্য ও ভগবদাজ্ঞা লঙ্ঘন মাত্র। যাঁহারা বৈষ্ণবকে জাতি-সামান্যে দর্শন করেন, তাঁহারা বেদবিরোধি-বৌদ্ধাদির ন্যায় অসম্প্রদায়। মনে করুন, রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের গৃহে কোন একটী হরিসেবোন্মুখ পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন এবং তিনি যথাশাস্ত্র বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত। সেই দীক্ষিত পুরুষকে যদি অক্ষজ জ্ঞানে বিচার করিয়া রমেশ ভট্টাচার্য্যের পুত্র সুতরাং অন্যান্য ব্রাহ্মণবটুর অন্যতম কিংবা তাঁহাদের অপেক্ষা কিয়ৎপরিমাণে শ্রেষ্ঠ,—এরূপ বিচার করা যায়, তাহা হইলে দীক্ষিতব্যক্তির চরণে অপরাধ করা হইবে। কারণ যদি শাস্ত্র ও আচার্য্যগণের অভ্রান্ত-সিদ্ধান্তকে স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে দীক্ষিত ব্যক্তি অশুদ্ধ-শূদ্রকল্প কলি-সম্ভব ব্রাহ্মণগণ (হরিভক্তিবিলাস ৫ম বিলাস দ্রষ্টব্য) হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সামান্য ব্রাহ্মণ পুণ্যফলময় প্রাকৃত জীববিশেষ' আর উক্ত দীক্ষিত ব্যক্তি দীক্ষা-মাত্রেই পাপ পুণ্যরূপ প্রাকৃত ব্যাপার হইতে নির্ম্মুক্ত হওয়ায় 'অপ্রাকৃত'। তিনি 'ব্যবহারিক ব্রাহ্মণ' নহেন, তিনি 'পারমার্থিক ব্রাহ্মণ'। যাঁহারা পারমার্থিক ব্যক্তিকেও ব্যবহারিকের সমান করিতে চান, তাঁহারা দীক্ষিত ও অদীক্ষিতে, অপ্রাকৃতে ও প্রাকৃতে, শ্রীবিষ্ণুপাদোদকে ও কূপজলে, শ্রীশালগ্রামে ও রাস্তার খোয়ায়, শ্রীমহাপ্রসাদে ও ডাল-ভাতে, শ্রীনামমন্ত্র ও আভিধানিক শব্দে সাম্যবুদ্ধি করিয়া থাকেন। কূপ হইতে জল আনয়ন করিয়া যখন সেই জল দ্বারা শ্রীশালগ্রামের স্নান হয়, তখন সেই বিষ্ণু-স্নানজলকে যদি কেহ কূপজল জ্ঞান করিয়া তদ্দ্বারা নিজ-পদধৌত কিংবা শৌচকার্য্যাদি করিতে ধাবিত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে সাত্বতগণ পাষণ্ড, নাস্তিক বলিয়া থাকেন। তদ্রূপ কোন অবরকুলোদ্ভূত ব্যক্তি কিংবা প্রাকৃত বরকুলোদ্ভূত ব্যক্তি দীক্ষা দ্বারা দ্বিজত্ব অর্থাৎ পারমার্থিক বিপ্রত্ব লাভ করিলেও যদি তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্ব ব্যবহারিক ইতিহাস দ্বারাই বিচার করা হয়, তাহা হইলে সেইরূপ বিচারকারি ব্যক্তিও কি বিষ্ণুপাদোদকে কূপজলবুদ্ধি-কারীর ন্যায় অপরাধী নহে? এইজন্যই জগদ্‌গুরু শ্রীব্যাসদেব বলিলেন,—

"বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্যস্য বা নারকী সঃ"
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে পচি মরে॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪, ৪ঠা জুন ১৯২৭	৪১শ সংখ্যা

সারকথা

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য

বিনা তুমি দিলে ভক্তি কেহ নাহি পায়।
তোমার সে আমি হেন জান সর্ব্বথায়॥
তুমি আমা যথা বেচ তথাই বিকাই।
এই সত্য কহিলাম তোমার সে ঠাঞি॥
(চৈঃ ভাঃ ম ১৬।৭২-৭৫, ৮৫-৮৮)

চৈতন্যের কৃপাপাত্র কে চিনিতে পারে।
যখন চৈতন্য অনুগ্রহ করে যারে॥
বসিয়া আছয়ে প্রভু ঈশ্বর আবেশে।
ঝুলি কান্ধে শুক্লাম্বর নাচে কান্দে হাসে॥
শুক্লাম্বর দেখিয়া গৌরাঙ্গ কৃপাময়।
আইস আইস করি প্রভু বলয়ে সদয়॥
দরিদ্র সেবক মোর তুমি জন্ম জন্ম।
আমারে সকল দিয়া তুমি ভিক্ষুধর্ম্ম॥
আমিহ তোমার দ্রব্য অনুক্ষণ চাই।
তুমি না দিলেও আমি বল করি খাই॥
দ্বারকার মাঝে খুদ কাড়ি খাই তোর।
পাসরিলা কমলা ধরিল হস্ত মোর॥
এত বলি হস্ত দিয়া ঝুলির ভিতরে।
মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল চিবায় বিশ্বম্ভরে॥
শুক্লাম্বর বলে প্রভু কৈলা সর্ব্বনাশ।
এ তণ্ডুলে খুদ কণ বহুত প্রকাশ॥
প্রভু বলে তোর খুদ কণ মুঞি খাও।
অভক্তের অমৃত উলটি নাহি চাও॥
স্বতন্ত্র পরমানন্দ ভক্তের জীবন।
চিবায় তণ্ডুল কে করিবে নিবারণ॥
(চৈঃ ভাঃ ম ১৬।১১৩, ১১৭-১২৫)

গড়াগড়ি যায়েন সুকৃতি শুক্লাম্বর।
তণ্ডুল খায়েন মুখে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর॥
প্রভু বলে শুন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারি।
তোমার হৃদয়ে আমি সর্ব্বদা বিহরি॥
তোমার ভোজনে হয় আমার ভোজন।
তুমি ভিক্ষায় চলিলে আমার পর্য্যটন॥
প্রেম-ভক্তি বিলাইতে মোর অবতার।
জন্ম জন্ম তুমি প্রেম-সেবক আমার॥
কমলানাথের ভৃত্য ঘরে ঘরে মাগে।
এ রসের মর্ম্ম জানে কোন মহাভাগে॥
দশঘরে মাগিয়া তণ্ডুল বিপ্র পায়।
লক্ষ্মীপতি গৌরচন্দ্র তাহা কাড়ি খায়॥
(চৈঃ ভাঃ ম ১৬।১৩০-১৩৩, ১৩৬, ১৩৭)

মুদ্রার সহিত নৈবেদ্যের যেন বিধি।
বেদরূপে আপনে বলেন গুণনিধি॥
বিনে সেই বিধি কিছু স্বীকার না করে।
সকল প্রতিজ্ঞা চূর্ণ ভক্তের দুয়ারে॥
শুক্লাম্বর তণ্ডুল ইহার পরমাণ।
অতএব সকল বিধিভক্তির প্রমাণ॥
মুদ্রা নাহি করে বিপ্র, না দিল আপনে।
তথাপি তণ্ডুল প্রভু খাইল যতনে॥
বিষয় মদান্ধ সব এ মর্ম্ম না জানে।
সুত ধন কুলমদে বৈষ্ণব না চিনে॥
দেখি মূর্খ দরিদ্র যে বৈষ্ণবেরে হাসে।
তার পূজা বিত্ত কভু কৃষ্ণেরে না বাসে॥
(চৈঃ ভাঃ ম ১৬।১৩৮-১৪০, ১৪৩-৪৫)

সত্যের অপলাপ

সত্যই পরমেশ্বরের স্বরূপ-লক্ষণ। "সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্। সত্যাৎ সত্যঞ্চ গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যো হি নামতঃ"॥ সত্য-বলে বায়ু বহিতেছে, সূর্য্য-চন্দ্র উদিত হইতেছে, অগ্নি জ্বলিতেছে, বারিবহ বর্ষণ করিতেছে, জগতের সকল বস্তু এক দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন হইয়া স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে। অনাদিকাল হইতে ভূসুর ব্রাহ্মণগণ সত্যের উপাসক, বিশ্ববিভূষণ বৈষ্ণবগণ পরম সত্যের আরাধক। সত্য-বলে ব্রাহ্মণগণ বর্ণগুরু, বৈষ্ণবগণ অখিল জগদ্গুরু। "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম", "সত্যমেব বিজয়তে নানৃতম্" প্রভৃতি শ্রুতিমন্ত্র সত্যের বিজয়-দুন্দুভি ঘোষণা করিতেছে। সত্যের মহিমা স্থাপনার্থ একদিন সত্যপ্রিয় ঋষিগণ-"ন চৈতদ্বিদ্মো ব্রাহ্মণাঃ স্মো বয়মব্রাহ্মণা-বেতি"—(আমরা জানি না আমরা 'ব্রাহ্মণ' কি 'অব্রাহ্মণ') বাক্য উচ্চারণ করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। সত্যের মর্য্যাদা স্থাপনার্থ একদিন হারিদ্রুমত গৌতম অজ্ঞাতগোত্র মানবককে বেদসমীপে উপনীত করাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। "সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে" (মঃ ভাঃ শাঃ পঃ ১৮৯ অঃ)—যিনি সত্যনিষ্ঠ তাঁহাকেই নিঃসন্দেহে 'ব্রাহ্মণ' বলা যায়—এই বাক্যে ভারত ব্রাহ্মণের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সত্যযুগে 'তপঃ', 'শৌচ', 'দয়া' ও 'সত্য' এই চারি পাদে পূর্ণ থাকিয়া 'ধর্ম্ম' লোকের সুখবর্দ্ধন করে; কলিতে ত্রিপাদ লুপ্ত হইলেও 'সত্য'রূপ একপাদে ধর্ম্ম কোনরূপে অবস্থান করিতে থাকেন। যে ব্যক্তি ধর্ম্মের সেই অবশিষ্ট এক পাদ সত্যকেও ভগ্ন করিতে উদ্যত হয়, তাহাকে শ্রীভাগবত মূর্ত্তিমান্ 'দুর্দ্দান্ত কলি' এবং 'শূদ্র' বলিয়া থাকেন। কলি বা অশ্রৌত তর্কপন্থী শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের বিরোধী—বৈষ্ণব-মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক সাধুসমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়া দ্যূত, (নামমন্ত্র-ব্যবসায়দ্বারা অর্থসংগ্রহ), পান (নানাবিধ মাদকদ্রব্য সেবন), স্ত্রী (অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গ অথবা স্ত্রৈণতা), সূনা (নিজে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার না করা এবং শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত-প্রচারে বাধা প্রদান করিবার চেষ্টা প্রদর্শন দ্বারা জীব-হিংসা)—এই চারিটী অধর্ম্মস্থানে আশ্রয়-প্রাপ্ত; আবার এতগুলি অধর্ম্মস্থানেও সন্তুষ্ট না হইয়া বৈষ্ণবের প্রতি মৎসরতা ও বৈর আচরণ করিবার জন্য 'জাতরূপ' নামক একটী পদার্থের জন্য লালায়িত। নিরন্তর কৃষ্ণার্থে-অখিল-চেষ্ট বৈষ্ণব যখন মাধবের সেবোপকরণ 'জাতরূপ' 'কলির ভোগ্য নহে' বলিয়া প্রচার করেন, তখনই 'কলি' বৈষ্ণবের প্রতি মৎসরতা ও বৈর আচরণ করিয়া থাকে। কৃষ্ণসেবোপকরণে ভোগবুদ্ধি-ফলে 'মিথ্যা', 'গর্ব্ব', 'স্ত্রীসঙ্গজনিত কাম', 'হিংসা' ও 'বিরোধ' নামক 'অনর্থ-পঞ্চক' উদিত হয়। এই 'অনর্থ-পঞ্চক' হইতে মুক্ত হইবার জন্য শ্রীলোকাচার্য্য 'অর্থ-পঞ্চক' উপদেশ করিয়াছেন।

গৌর-নাগরী-মতবাদ-প্রচারমুখপত্রীর বৈশাখ-সংখ্যায় 'অসদভিপ্রায়' শীর্ষক প্রস্তাব লেখকের অর্থ-পঞ্চক-জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব লক্ষিত হয়। 'স্ব-স্বরূপ' জ্ঞানের অভাবে অর্থ-পঞ্চকের অবশিষ্ট 'পরস্বরূপ', 'পুরুষার্থ-স্বরূপ', 'উপায়-স্বরূপ' ও 'বিরোধি-স্বরূপ' জ্ঞানের আত্যন্তিক অসদ্ভাব অবশ্যম্ভাবী। অর্থ পঞ্চক-কার স্ব-স্বরূপার্থ মধ্যে যে 'নিত্য', 'মুক্ত', 'বদ্ধ', 'কেবল' ও 'মুমুক্ষু'—এই পঞ্চবিধ বিশেষ স্থাপন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে 'অসদভিপ্রায়-প্রস্তাব' লেখকের অসতী মতি প্রবেশ করিতে পারে নাই; তাই তিনি নিজের অসম্বদ্ধ প্রলপিত-বাক্যে নিজেই ধরা পড়িয়াছেন।

অসদভিপ্রায়-প্রস্তাব-লেখক তাঁহার প্রস্তাবের অন্তে "পণ্ডিত শ্যামসুন্দর" বলিয়া স্বীয় নামটী স্বাক্ষর করিয়াছেন। এইরূপ অনূচানমানিব্যক্তির প্রস্তাবের মর্ম্ম এই যে, 'শিষ্যবর্গ কেন স্ব স্ব ইষ্টদেবের নামোচ্চারণ বা নামোল্লেখ সময়ে' "ওঁ বিষ্ণুপাদ", 'অষ্টোত্তরশতশ্রী', 'চিদ্বিলাস', 'আচার্য্যবর্য্য' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিবেন? উক্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তির মতে এইরূপ শব্দ-প্রয়োগ 'বীরুদাবলী'র মধ্যে গণ্য এবং তাহা অশাস্ত্রীয়!

এইরূপ আচার শাস্ত্রীয় কি অশাস্ত্রীয় তাহা সপ্রমাণ শাস্ত্রযুক্তির সহিত বিচার করিবার পূর্ব্বে প্রস্তাবলেখকের স্বরূপ-বিচার আবশ্যক। প্রস্তাবলেখকের যুক্তি দেখিয়া মনে হয়, তিনি প্রাচীন গ্রন্থ ও পূর্ব্ব মহাজনগণের আচরণ স্বীকার করেন; কারণ তিনি নিজেই লিখিয়াছেন,—'প্রাচীন গ্রন্থে মহাপুরুষের নামের সঙ্গে Goods-train-বাহ্য লম্বা বস্তা উপাধি দেখা যায় না'।

দেখিবেন, তিনি যেন তাহার স্বীয় যুক্তিটী নিজের বেলায় অটুট রাখেন। নতুবা ন্যায় বলিবেন,—"তব যঃ খা কথং ব্যাঘ্রঃ স পরশু ভবিষ্যতি"। তিনি যখন প্রাচীন-গ্রন্থ-প্রমাণ স্বীকার করেন, তখন অবশ্যই সর্ব্বপ্রমাণশিরোমণি নিরবকাশ-শ্রুতি-প্রমাণ স্বীকার করিতে বাধ্য। যদি তিনি তাহা স্বীকার না করেন, তাহা হইলে সুধীসমাজ তাহাকে 'বেদ-বিরোধী নাস্তিক' বলিবেন এবং সেইরূপ নাস্তিকের যাবতীয় কথা 'অসম্ভাষ্য' ব্যক্তির প্রলপিত বাক্য-পর্য্যায়ে গণিত হইবে।

তিনি নিজেই নিজের নামের পূর্ব্বে 'পণ্ডিত' বিশেষণটী প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু এইরূপ অন্যানমানির প্রশংসা কোন প্রাচীন গ্রন্থে—সর্ব্বজনমস্কৃতপ্রমাণশিরোমণি শ্রুতিতে দৃষ্ট হয় না। এতদ্বিষয়ে বহু শ্রুতির মধ্যে মাত্র দুইটী শ্রুতি উদাহৃত হইতেছে,—

"স্বয়ং ধীরাঃ **পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ**।
দংদ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥"

(কঠ ১।২।৫)

—যাহারা আপনাদিগকে ধীর ও **"পণ্ডিত"** বলিয়া মনে করেন, সেই কুটিলস্বভাববিশিষ্ট অবিবেকিগণ দুর্গম-পথে অন্ধগণের দ্বারা পরিচালিত অন্ধের ন্যায় অধঃপতিত হয়।

"স্বয়ং ধীরাঃ **পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ**।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥"

(মুণ্ডক ১।২।৮)

—যাহারা আপনাদিগকে বিবেকী ও **'পণ্ডিত'** বলিয়া মনে করে, সেই সকল বিপথগামী অজ্ঞব্যক্তি অন্ধব্যক্তিদ্বারা পরিচালিত অপর অন্ধের ন্যায় বিপন্ন হইয়া থাকে।

বাহুল্যভয়ে শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের প্রমাণসমূহ উদ্ধৃত হইল না।

প্রস্তাব-লেখক কি নিজকে নিজেই 'পণ্ডিত'-বিশেষণে বিশেষিত করিয়া শ্রুতির প্রমাণানুসারে কুটিলস্বভাব ও অবিবেক-নিবন্ধন অন্ধ-পরিচালিত অন্ধের ন্যায় তমো-গর্ত্তে পতিত হইবার যোগ্য বলিয়া প্রমাণিত করেন নাই? বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিই পণ্ডিত; কিন্তু পণ্ডিতম্মন্য প্রস্তাব-লেখক বেদ-বিরোধী আচরণ প্রদর্শন করিয়া কোন্ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতে চান? শ্রুতির ভুলজন্য আদেশানুসারে তিনি যেরূপ প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়াছেন, তাহাতে তাহার কোন বাক্যের স্বারস্য থাকিতে পারে না। ইহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

কেবল তাহাই নহে, তিনি পূর্ব্বাচার্য্য ও মহাজনগণের প্রদর্শিত পথ লঙ্ঘন করিয়াছেন। অপ্রাকৃত-পণ্ডিতকুল-সম্রাট্ আচার্য্যাধিরাজ শ্রীশ্রীমদ্রূপগোস্বামিচরণ নিজ প্রবন্ধোপক্রমোপসংহারে স্বীয় নাম স্বাক্ষরকালে লিখিয়াছেন,—'বরাকরূপঃ', 'ক্ষুদ্ররূপেণ'; শ্রীরূপানুগবর মহা-মহোপদেশকাগ্রণী পণ্ডিতকুলাধিরাজ শ্রীলজীবগোস্বামী প্রভু প্রবন্ধোপক্রমে নাম স্বাক্ষরকালে লিখিয়াছেন,—'লিখতি-জীবকঃ' আর পণ্ডিতকুলচূড়ামণি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচরিতামৃত-প্রবন্ধোপসংহারে লিখিয়াছেন,—"আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গাটুনি" কিন্তু আজ অসদভিপ্রায়-প্রস্তাব-লেখক সেই সকল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতাচার্য্য হইতেও অধিকতর পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিবার জন্যই কি তাঁহাদের প্রদর্শিত পন্থা ও বেদাদি-শাস্ত্র-প্রমাণ লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হইয়াছেন? স্ব-আচরণদ্বারা প্রমাণিত এরূপ বেদ-বিরোধী, আচার্য্য-বিরোধী পণ্ডিত-ব্রুব ব্যক্তিই কি বলিতে বসিয়াছেন,—'মহাপুরুষের নামের সঙ্গে বস্তা বস্তা উপাধি কোন প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায় না'! তিনি কয়খানা প্রাচীন গ্রন্থ দেখিয়াছেন, তাহার প্রমাণ সুধী পাঠকগণ কিছু পরেই পাইবেন। তবে তাহার জানিয়া রাখা ভাল যে, প্রাচীন শব্দশাস্ত্র তাহার ন্যায় পণ্ডিত-ব্রুব ব্যক্তির জন্য বিশেষণ ও উপাধিগুলি সৃষ্টি করেন নাই; পরন্তু যাবতীয় বিশেষণ, নিরুপাধিক উপাধি, স্তুতি, বীরু-দাবলী, সহস্রনাম-স্তোত্র, অনন্তনাম-স্তোত্র, চাটু-পুষ্পাঞ্জলি, স্তব-কল্পতরু, স্তবরাজ, শতনামস্তোত্র, গোবিন্দ ও গোবিন্দ-ভক্তের জন্যই রচিত হইয়াছে। বিষ্ণুর আরাধনা হইতে তদীয় অর্থাৎ বৈষ্ণবের আরাধনা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কনিষ্ঠাধিকার-নিষ্ঠা পরিত্যাগপূর্ব্বক মধ্যম-ভাগবতগণ যাবতীয় 'বিশেষণ', উপাধি', 'বীরুদাবলী', 'চাটুপুষ্পাঞ্জলি ও 'স্তবাদি' দ্বারা গোবিন্দভক্তের পূজা করিয়া নিত্য-ধাম-পরিকরসহ বিরাজিত গোবিন্দের সেবা করিয়া থাকেন। কারণ অনুক্ষণ মুকুন্দ-ভক্তগণের গুণানুবাদ শ্রবণ-কীর্ত্তনই পাণ্ডিত্যের অবধি; আর

পণ্ডিতম্মন্যতা তমোরাজ্যে প্রবেশের দ্বার বলিয়া মূর্খতার পরাকাষ্ঠা। প্রমাণ—শ্রীমদ্ভাগবত, (ভাঃ ৩।১৩।৪)—

শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য
নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ ॥
তত্তদ্গুণানুশ্রবণং মুকুন্দ-
পাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্ ॥

—(হে মুনে,) যাঁহাদের হৃদয়-দেশে ভগবান্ মুকুন্দের পদারবিন্দ বিরাজিত, তাঁহাদের গুণানুবাদ পুনঃ পুনঃ শ্রবণই পুরুষগণের বহু-আয়াস-সাধ্য বেদ-অধ্যয়নের ফল,—ইহাই পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন।

অপরাধি-নির্ব্বিশেষবাদীর বিচারে অপ্রাকৃত বিশেষণ, নাম, উপাধি প্রভৃতিও প্রাকৃত বিশেষণ নাম ও উপাধির ন্যায় হেয়। কিন্তু চিদ্বিলাসপর বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তে অপ্রাকৃত উপাধিতে প্রাকৃতত্ব বা হেয়ত্ব নাই, তাহা পরমোপাদেয়। পণ্ডিত-ব্রুব অসদভিপ্রায় প্রস্তাবলেখক কি অবশেষে অপরাধি-নির্ব্বিশেষবাদীর সিদ্ধান্তানুসরণ করিলেন? "নিরস্তনিখিলদোষোঽনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়-কল্যাণগুণগণঃ" বিষ্ণু-বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত বিশেষণকে "Goods-train"-বাহ্যবস্তার ন্যায় 'হেয়' মনে করিয়া পণ্ডিত-ব্রুব ব্যক্তি কি ভগবান্ হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র বৈষ্ণবের চরণে অপরাধসঞ্চয় এবং নিজকে অতি সুস্পষ্টরূপে একজন "নির্ব্বিশেষবাদী অপরাধী" বলিয়া প্রমাণিত করেন নাই। তিনি একদিকে যেরূপ নিজেই নিজকে 'পণ্ডিত' বিশেষণে বিশেষিত করিয়া নিজ আত্মম্ভরিতা, অজ্ঞতা এবং বেদ-প্রমাণ ও প্রাচীন আচার্য্যগণের আচরণ লঙ্ঘনের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, অপর দিকে অনুগ-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক স্ব স্ব আরাধ্যদেবের শাস্ত্রীয় পূজা-প্রণালীর প্রতি বিদ্বেষ করিয়া শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণের চরণে যে ভীষণ অপরাধ করিয়াছেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার সত্য কথা শুনিবার কর্ণ হইবে না বলিয়াই মনে হয়। তিনি কয়খানা প্রাচীন-গ্রন্থ দেখিয়াছেন? যদি তিনি শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের গ্রন্থগুলির পাতাও উল্টাইতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, আচার্য্যানুগগণ আচার্য্যগণকে কিরূপ বীরুদাবলীর দ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন। আর যদি তাঁহার বৈষ্ণবের নিকট শ্রীভাগবত বা শ্রীচরিতামৃত পড়া থাকিত, তাহা হইলে—

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥" (ভাঃ ৫।১৮।১২)

শ্লোকটীর তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া আচার্য্য-বিদ্বেষ করিতেন না। যদি পণ্ডিতব্রুব মহাশয়ের শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভু সঙ্কলিত শ্রীহরিভক্তিবিলাসের প্রথম বিলাসের ৬০ সংখ্যা দেখা থাকিত, তাহা হইলে তিনি জানিতেন,—

"অভক্ত্যা ন গুরোর্নাম গৃহ্নীয়াচ্চ যতাত্মবান্।
প্রণবঃ শ্রীস্ততো নাম বিষ্ণুশব্দাদনন্তরম্।
পাদশব্দসমেতঞ্চ নতমূর্দ্ধাঞ্জলিযুতঃ ॥"

শ্রীনামামৃতব্যাকরণ প্রকরণান্তে শ্রীলজীবপাদকে তচ্চরণা-নুগ কেহ—"বেদবেদাঙ্গবেদান্তেতিহাসপুরাণাদ্যধ্যয়নাধ্যাপন-জনিতযশস্তোমসোমধবলীকৃতাদিঙ্মুখৈর্ম্মহামহোপাধ্যায়নিকরৈঃ পরমরহস্তমসিদ্ধিসন্দৈবশ্চনিষেবিতপাদপঙ্কজেন **পরমহংস-কুলমুকুটমণি** শ্রীমজ্জীবগোস্বামিপাদঃ" অথবা অন্য টীকাকার শ্রীলজীবপাদকে,— "অখিলবেদাঙ্গপুরাণোপ-পুরাণেতিহাসবেদান্তোপনিষদধ্যাপকপরমকারুণিক-ভাগবতা-গ্রগণ্য প্রাণিনিকায়জীবাতুক শ্রীমজ্জীবগোস্বামী"—প্রভৃতি বীরুদাবলীতে ভূষিত করিয়া কি পণ্ডিতব্রুবব্যক্তির মতে অশাস্ত্রীয় কার্য্য করিয়াছেন? কিংবা শ্রীআনন্দি-নামক-ভক্ত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামীকে—"শ্রীশ্রীপাদ-পরি-ব্রাজকরাজোবেদান্তসাঙ্খ্যবৈশেষিকপাতঞ্জলমীমাংসাগমনিগম-মহাপুরাণ-সেতিহাস-পঞ্চরাত্রালঙ্কার-কাব্য-নাটকাদি-রহস্য-সিদ্ধান্তানর্গল-পকৃত্বোজ্জ্বলীকৃতাসখ্যাস্তেবাসিক-জনান্তঃকর-ণকঃ প্রবোধানন্দসরস্বতী" প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া প্রাচীনপ্রথা লঙ্ঘন করিয়াছেন? জগতের বহু বহু হরিবিমুখ ব্যক্তিগণের আত্মম্ভরিতা, পণ্ডিত-মন্যতারূপ মূর্খতারাশিকে বিরজার পূর্ব্বপারে বিসর্জ্জন দিয়া তাহাদিগকে বিরজার কারণজলে স্নান করাইয়া বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবার জন্য পরমকারুণিক বৈষ্ণবগণ ঐরূপ Goods-train-বাহ্য বস্তা বস্তা উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন, ইহাই সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থে স্বর্ণাক্ষরে জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্ট হয়; উলূক সূর্য্যের কিরণ দেখে না বলিয়া সূর্য্যের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হইতে পারে না।

পণ্ডিতব্রুব, অসদভিপ্রায়-প্রস্তাব-লেখক নির্ব্বিশেষবাদী

অপরাধীর ন্যায় ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তকে নাম-রূপ-গুণ-বিশেষণ-উপাধিহীন করাইয়া 'নিজের দাঁড়ে ছোলা' এই প্রাকৃত ন্যায়ানুসারে নিজেই নিজকে 'পণ্ডিত' বলিতে চান, আবার তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া স্বস্বরূপাভিমান বিস্মৃতিতে নিজকে 'কৃষ্ণদাস' বা 'শ্যামসুন্দরদাস' বলিবার পরিবর্ত্তে নিজকে 'শ্যামসুন্দর' আখ্যায় ভূষিত করিতে চান!

বৈষ্ণব বা দীক্ষিত ব্যক্তি সর্ব্বদা নিজকে কৃষ্ণদাস্যসূচক নামে পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন, ইহাই পাঞ্চরাত্রিকগণের সিদ্ধান্ত; আর যাহারা 'বিষ্ণুবিরোধী' বা 'অদীক্ষিত', তাহারা নিজকে 'ভগবদ্দাস' বলিবার পরিবর্ত্তে 'স্বয়ং ভগবান্' বা কোনও 'প্রাকৃত নামে' অভিহিত করে। 'শ্যামসুন্দর' শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িতে উহা শ্যামল-তমাল-দ্যুতি যশোদানন্দন স্বয়ং-রূপ লীলাপুরুষোত্তমকে বুঝায়, আর অজ্ঞ বা বিপরীত-রূঢ়িতে শ্যামসুন্দর নামধারী অজ্ঞ প্রাকৃত ব্যক্তিকে বুঝাইয়া থাকে। পণ্ডিতব্রুব অসদভিপ্রায়-প্রস্তাব-লেখক নিজকে 'শ্যামসুন্দর' শব্দের কোন্ বৃত্তিতে পরিচিত করাইতে চান? যদি পণ্ডিতন্মন্যতা নিবন্ধন তিনি 'শ্যাম-সুন্দর' শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তির পক্ষপাতী হন, তাহা হইলে তাহাকে অস্মৎসম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমৎপূর্ণ-প্রজ্ঞানন্দ-তীর্থের ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যের সিদ্ধান্ত অপভ্রষ্ট-দেবতা-পর্য্যায়ে গণিত করাইবে। অপভ্রষ্ট দেবতাগণ বিষ্ণুবিরোধকল্পে বিষ্ণুর নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন, যেরূপ ভগবানের নাম 'বিষ্ণু' তদ্রূপ অসুরের নামও 'বিষ্ণু' আছে; যেরূপ বাগীশ্বরীপতি মধুকৈটভঘাতন ভগবান্ বিষ্ণুর নাম 'হয়গ্রীব', তদ্রূপ বেদাপহর্ত্তা অসুরের নামও 'হয়গ্রীব'। আর যদি 'শ্যামসুন্দর' শব্দটীর 'বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি' গৃহীত না হইয়া উহার অজ্ঞ বা বিপরীত রূঢ়িবৃত্তিই গৃহীত হয়, তাহা হইলেও পণ্ডিতের অজ্ঞতা বা বিপরীত বুদ্ধি 'সোনার পাথর বাটী'র ন্যায় পরস্পর-বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ পণ্ডিতা-ভিমানী ব্যক্তিকে অদীক্ষিত-অজ্ঞ-প্রাকৃত-অবৈষ্ণব-পরিচয়ে পরিচিত করাইয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সম্বন্ধে কোনও প্রকার চর্চ্চা করিবার ক্ষমতায় বাধা প্রদান করে।

অসদভিপ্রায়-প্রস্তাব-লেখক স্বীয় আচরণ দ্বারা এইরূপ আত্মস্বরূপ নির্ণয় করিলে তাহার বাক্যের যাথার্থ্যহীনতা সুধীগণের সহজেই উপলব্ধির বিষয় হইতেছে। অসদভি-প্রায়ের বশবর্ত্তী হইয়া কিরূপভাবে সত্যের অপলাপ-চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাও এক একটী করিয়া দেখান হইবে।

(১) প্রথমতঃ তিনি তাহার অসৎপ্রস্তাবে গৌড়ীয়-সম্পাদকগণের লিখিত বাক্যের বিপর্য্যয় করিয়া বাক্যাংশ উদ্ধার করিয়াছেন। ৫ম বর্ষ—১৯ সংখ্যা গৌড়ীয়ের ৩৩৫ পৃষ্ঠায় ঠিক এইরূপ লিখিত আছে—"ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর—যাঁহাকে পণ্ডিত সার্ব্বভৌম মহাশয় নাকি শিক্ষাগুরুরূপে স্বীকার (?) করিয়া গৌরবানুভব করেন, সেই সিদ্ধান্তাচার্য্য লিখিয়াছেন" কিন্তু অসদভিপ্রায়-প্রস্তাব-লেখকের উদ্ধৃতাংশে এইরূপ বাক্যাঙ্গহানি দৃষ্ট হয়,—"ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, যাঁহাকে পণ্ডিত সার্ব্ব-ভৌম মহাশয় শিক্ষাগুরুরূপে স্বীকার করিয়া গৌরবানুভব করেন, সেই সিদ্ধান্তাচার্য্য লিখিয়াছেন"। পণ্ডিতব্রুব মহাশয়ের জানা উচিত ছিল যে, একটী সামান্য অক্ষর ও শব্দের অভাবে বা আধিক্যে সমস্ত অর্থ বিপর্য্যয় হইতে পারে। বিচারাধিকরণে একটী শব্দের পার্থক্য ও মিলে একজনের ভীষণ দণ্ড ও আর এক জনের বিপুল পুরস্কার লাভ হইয়া থাকে।

(২) সৎসাহসী পণ্ডিত সার্ব্বভৌম মহাশয় বহুবার বহুলোক-সমক্ষে স্বমুখে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে তাঁহার 'শিক্ষাগুরু' বলিয়া উল্লেখ করা সত্ত্বেও গৌড়ীয়-সম্পাদকগণের সন্দেহ হইয়াছিল যে, যিনি শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবিৎ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিক্ষার কিঞ্চিন্মাত্রও গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি কখনও সৎসিদ্ধান্তবহির্ভূত গৌর-নাগরী মতবাদ সমর্থন করিতে পারেন না। (কারণ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কখনও ঐরূপ মতবাদ স্বীকার করেন নাই) এই জন্যই গৌড়ীয়-সম্পাদকগণ উপরি-উক্ত বাক্যমধ্যে "নাকি"—এই শব্দ ও বন্ধনীর মধ্যে "(?)"—এইরূপ প্রশ্নবোধক চিহ্ন প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

(৩) সৎসাহসী পণ্ডিত সার্ব্বভৌম মহাশয় যে কথা তিনি একবার নয়, দু'বার নয়, বহুবার বলিয়াছেন, সে কথা তিনি কখনই অস্বীকার করিবেন না, ইহাই আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস। তিনি প্রবীণ, বুদ্ধিমান, পণ্ডিত, লোকবরেণ্য; তাঁহার ন্যায় মহানুভবের দ্বারা কখনই সত্যের অপলাপ হইতে পারে না। তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে, তাঁহার উপাস্যদেব শ্রীরাধারমণের শ্রীমন্দিরে, তাঁহার নিজ বৈঠক-খানায় বসিয়া ৯।১১।২৬ তারিখে এবং বিভিন্ন তারিখে বহুবার (পরবর্ত্তিকালে এইরূপ সত্যের

অপলাপ-চেষ্টা হইবে জানিলে, তারিখ, বার, ঘণ্টা, টুকিয়া রাখা যাইত) যে কথা বলিয়াছেন, সে কথার সাক্ষী স্বয়ং বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীরাধারমণ—এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণ; তন্মধ্যে আমার ন্যায় একটী দীনব্যক্তিও সেইস্থানে সেই সময় উপস্থিত ছিল। আমি স্বকর্ণে প্রকৃতিস্থিত পণ্ডিতবর মাননীয় সার্ব্বভৌম মহাশয়ের শ্রীমুখ হইতে যে কথা শুনিয়াছি, তাহা কিছুতেই অবিশ্বাস করিতে পারি না। আপ্তোপদেশ বা শব্দপ্রমাণকে যদি অবিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে জগতে 'সত্য' বলিয়া কোন জিনিষ থাকিতে পারে না; চার্ব্বাক বা বৌদ্ধগণই আপ্তোপদেশের যাথার্থ্য স্বীকার করেন না। শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রাকৃত আকাশে শ্রীসার্ব্বভৌম মহাশয়ের মুখনিঃসৃত শব্দ পরিপূরিত রহিয়াছে—তাহা নষ্ট হয় নাই। কেহ যদি সত্যের অপলাপ করিবার চেষ্টায় পরমসত্য, শ্রীরাধারমণের উপাসক সার্ব্বভৌম মহাশয়কে সত্য হইতে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা করেন, তাহার সেই ব্যক্তিগত চেষ্টা কিছুতেই সার্ব্বভৌম মহাশয়ের প্রীতিকর হইবে না, ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

(৪) সার্ব্বভৌম মহাশয় এইরূপ কথা স্বমুখে বহুবার না বলিলে কেহ কখনও সার্ব্বভৌম মহাশয়ের প্রকটকালে সাধারণের পাঠ্য পারমার্থিকপত্রে ঐরূপ কথার বৃথা অবতারণা করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতে পারে না। এইরূপ কথা না লিখিলে কিছু—"ভক্তবরেণ্য সর্ব্বসভাজনভাজন শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় যিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণববৃন্দকে ধন্য ও কণ্টককোটি-রুদ্ধ ভক্তিমার্গকে নিষ্কণ্টক করিয়া ভ্রমবাত্যা-পরামুখ জীবের চিত্তভ্রমরকে শ্রীগৌরাঙ্গের যুগলপদারবিন্দমকরন্দ-পানের সৌভাগ্য প্রদান করেন, যিনি গৌরসুন্দরের পরম অন্তরঙ্গ ও গৌরাঙ্গ ভক্তবৃন্দের আদর্শ, সিদ্ধান্তবিৎ, সেই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর" (বিঃ গৌঃ ৪।৯ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীসার্ব্বভৌম মহাশয়ের স্বলিখিত বাক্য; কি জানি সার্ব্বভৌম মহাশয় যদি এই কথা মুদ্রিতাক্ষরে প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে অসদভিপ্রায়-প্রস্তাব-লেখক সার্ব্বভৌম মহাশয়ের এই সকল উক্তিও মাৎসর্য্যবশে অস্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না!) মহাশয়ের গৌরব কমিয়া যাইত না। পণ্ডিতব্রুব প্রস্তাব-লেখক সত্যাপলাপের চেষ্টা দেখাইয়া সত্যের উপাসক স্বীয় গুরুদেবকে অসত্যের প্রশ্রয়দাতৃরূপে প্রতিপন্ন করিলে স্বীয় গুরুদেবের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিবেন। কারণ সত্যো-পদেষ্টা শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে উপনীত করিবার সময়ে উপদেশ দিয়া থাকেন,—"ন সত্যাদ্গগা ইতি"।

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র জগতে সত্যের আদর্শ স্থাপনকল্পে পিতৃসত্য-পালন-লীলা প্রদর্শন করিয়া কৃচ্ছ্রসাধ্য বনবাস-লীলা অঙ্গীকার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া যদি পণ্ডিতব্রুব ব্যক্তি গুরুসত্য-পালনে পরাঙ্মুখ হন এবং পূজনীয় শ্রীগুরুদেবকে অসত্যের সমর্থনকারী বা প্রশ্রয়দাতৃরূপে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি কি স্ব-আচরণ দ্বারা নিজকে 'বিষ্ণু-বিরোধী' ও 'গুরু-বিরোধী' বলিয়া প্রমাণিত করিবেন না?

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রমাণে দৃষ্ট হয়—

"হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।"

ভক্তিসিদ্ধান্তবিদ্ গৌর-পার্ষদ ভক্তগণ—যাঁহাদের নিকট শ্রীল হরিদাস ঠাকুর নামকীর্ত্তনকারীর যোগ্য আদর্শ-প্রদর্শনকল্পে দৈন্যভরে তাঁহার প্রকটলীলায় নিজকে—'নীচজাতি', 'অধম', 'যবন' প্রভৃতি বলিয়া দণ্ডবন্নতি প্রভৃতি করিতেন—সেই গৌরভক্তগণ ঠাকুর হরিদাসের পাদোদক পান করিয়া কি ঠাকুর মহাশয়ের "লোকান্তরিত স্বাস্থকে" কষ্ট দিয়াছিলেন?

মহাভাগবতের সর্ব্বত্রই গুরুবুদ্ধি। মহাভাগবত শিষ্যকে নিজভোগ্য শিষ্যরূপে দর্শন করেন না, তাহাতেও গুরুবুদ্ধি করিয়া থাকেন। মহাভাগবত আত্মদর্শী; সুতরাং তিনি কুক্কুর-চণ্ডাল-গো-গর্দ্দভ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বস্তুতে অধোক্ষজভগবদ্দর্শন করেন। মহাভাগবতবর শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর—

"প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্।"

(ভাঃ ১১।২৯।১৬)

(ভগবান্ সকল দেহেই অন্তর্যামিরূপে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন জানিয়া কুক্কুর-চণ্ডাল-গো-গর্দ্দভ পর্য্যন্ত সকলকেই ভূমিতে দণ্ডবৎপ্রণাম করা কর্ত্তব্য)—"ব্রাহ্মণাদি-কুক্কুর-চণ্ডাল-অন্ত করি। দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি॥ এই সে 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' সবারে প্রণতি। সেই 'ধর্ম্ম-ধ্বজী' যার ইথে নাহি রতি॥" (চৈঃ ভাঃ অ ৩।২৮,২৯)—এই ভাগবতীয় বচনের আদর্শ ছিলেন। তিনি গুরুব্রুব-সম্প্রদায়ের ন্যায় শিষ্যের মাথায় পা উঠাইয়া দিতেন না। তাঁহার পাদ-পদ্ম

সন্নিধানে যাঁহারা উপবিষ্ট হইবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, সেই মহাভাগবতবর বালককেও ভূমিষ্ঠ দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া জীবকুলকে 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' শিক্ষা দিয়াছেন; কিন্তু যাহারা আত্মবঞ্চিত, তাহারা অহমিকায় স্ফীত হইয়া মহাভাগবতবরের শিক্ষাপ্রণালীর তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ এবং তাঁহার পাদ-পদ্ম হইতে শত যোজন দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

পণ্ডিতব্রুব প্রস্তাব-লেখক "শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণাভাজন মহাপুরুষ", "গৌরসুন্দরের পরমান্তরঙ্গ", "বৈষ্ণববৃন্দের আদর্শ" (তাঁহার ও তাঁহার গুরুদেবের বাক্য) পুরুষে জাতিবুদ্ধি করিয়া সর্ব্বলোক-নমস্কৃত শ্রীব্যাস-স্মৃতির ব্যবস্থানুসারে নিরয়-ফললাভের দায়ভাক্ হইয়াছেন। বৈষ্ণবগণ কখনও এইরূপ নিরয়-প্রাপক-সিদ্ধান্তের প্রচারক নহেন। কারণ শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"ন যস্য জন্মকর্ম্মাভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ॥"

যিনি নিজ ব্রাহ্মণাদি জন্ম-গৌরব, দান-প্রতিগ্রহাদি কর্ম্ম-গৌরব, বর্ণ-আশ্রম ও জাতি-গৌরব প্রভৃতি দ্বারা চর্ম্মময় কোষের আমিত্বে বাহাদুরী করেন না, তিনি হরির প্রিয়। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু সর্ব্বোচ্চ কর্ণাটব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াও যবনকুলে আবির্ভূত ঠাকুর হরিদাসের 'চরণবন্দন' করিয়াছেন,—

"হরিদাসের কৈলা তেঁহ (সনাতন) চরণ-বন্দন।"
(চৈঃ চঃ অঃ ৪।১৪)

শ্রীসনাতনকে এইরূপ কার্য্যের প্রশ্রয় প্রদান করিয়া ঠাকুর হরিদাস পণ্ডিতব্রুবের সিদ্ধান্তানুসারে কি মর্য্যাদা-লঙ্ঘনাপরাধে অপরাধী হইয়াছিলেন? অত্যন্ত মর্য্যাদাবিশিষ্ট ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াও শ্রীআলবন্দারু ঋষি শূদ্রকুলে আবির্ভূত শঠকোপদেবের চরণ-বন্দনামুখে বলিতেছেন,—

মাতাপিতা-যুবতয়স্তনয়া-বিভূতিঃ
সর্ব্বং যদেব নিয়মেন মদন্বয়ানাম্।
আদ্যস্য নঃ কুলপতের্ব্বকুলাভিরামং
শ্রীমত্তদঙ্ঘ্রি যুগলং প্রণমামি মূর্দ্ধ্না॥
(আলবন্দারুস্তোত্র ৭ম শ্লোক)

—আমাদিগের কুল-প্রভু প্রথমাচার্য্য বকুলাভিরামের শ্রীমৎপাদযুগলকে আমি মস্তক দ্বারা প্রণাম করিতেছি। আমার বংশীয় অধস্তন শিষ্যবর্গের সর্ব্বস্বই ঐ শ্রীমৎপাদযুগল। তাঁহাদের মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র এবং ঐশ্বর্য্য সমস্তই শঠকোপের শ্রীচরণ।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম কি সর্ব্ববর্ণাশ্রমীর প্রণতির একমাত্র পীঠ শ্রীদাস গোস্বামী প্রভুর সুশীতল-চরণনখ-স্তোত্র-মালা প্রচার করিয়া সর্ব্বজীবকে 'মর্য্যাদালঙ্ঘন' শিক্ষা দিয়াছেন? আচার্য্যপাদ শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কি শ্রীশ্রীনরোত্তমপ্রভোরষ্টকে পুনঃ পুনঃ—"নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায়" বাক্য বলিয়া অসদাচরণ করিয়াছেন?

পণ্ডিত-ব্রুবের প্রলপিত বাক্য তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীব্যাসদেবের সিদ্ধান্তের প্রতিপক্ষে যে সকল নিরর্থক বাক্য বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বৈষ্ণবানুগত্যের পরিবর্ত্তে কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তানুগত্যই প্রমাণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ তিনি সত্যাপলাপ-চেষ্টা প্রদর্শন করিয়া সামান্য নৈতিক কর্ম্মীর আদর্শ অপেক্ষাও স্বীয় আদর্শকে খর্ব্ব করিয়াছেন; তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত সত্যনিষ্ঠার অভাবের সহিত তাহার শ্রীগুরুদেবকে বিজড়িত করা ভাল হয় নাই। তিনি পণ্ডিতব্রুব ও অসত্যের পক্ষপাতী বলিয়া তাহার গুরুদেব তদ্রূপ নহে, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। অথবা গৌরনাগরী মতবাদনিরাসমূলা প্রবন্ধাবলীর সদ্‌যুক্তির উত্তর দিতে না পারিয়াই কি অপরের প্ররোচনায় এইরূপ সত্যাপলাপ-চেষ্টার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন? তিনি এইরূপ অবৈধ কার্য্যে গুরুর মাহাত্ম্য বর্দ্ধন করিবার পরিবর্ত্তে অন্যায়ভাবে গুরুর মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিতে বসিয়াছেন। ব্রাহ্মণ গোস্বামীকে সত্য হইতে ভ্রষ্ট করান উচিত নহে। ওঁ সত্যং পরং ধীমহি।

বৃত্তান্তজ্ঞ—
শ্রীসখীচরণ রায়।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের পত্রাবলী

স্নেহবিগ্রহেষু

আমি আজ প্রাতে পুরী হইতে পরমানন্দের সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়াছি। ষ্টেসনে আসিয়াই শুনিলাম, ভগবানের ইচ্ছায় তোতা আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। তোতাকে আপনার পুত্র জ্ঞান ছিল; সে একজন কৃষ্ণদাস। বৈষ্ণবের গৃহে আসিয়াছিল, বৈষ্ণবের পিতামাতাসূত্রে

আপনারা তাঁহার সেবা করিয়াছেন, তাহার যতটুকু সেবা গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা ছিল তাহা পাইয়াই সে চলিয়া গিয়াছে। তোতা শরীরটী আপনাদের নিকট হইতে পাইয়াছিল বটে, কিন্তু সে জীবাত্মা বৈষ্ণব। তাঁহার নিত্যকার্য্য ভগবৎসেবা। বৈষ্ণব নিজ নিজ কর্ম্মছলে প্রপঞ্চে আগমন করে এবং কর্ম্মনির্দ্দিষ্টকাল ভূতাকাশে অবস্থান করে, পরে তাহার যোগ্যতা অনুসারে বলদেব তাহাকে যেখানে পাঠান সেইখানেই চলিয়া যায়। সেই বলদেবের অভ্যন্তরে মহালক্ষ্মীর অবস্থান, মহালক্ষ্মীর অভ্যন্তরে ভগবান্—সুতরাং তোতা তাঁহার উপাস্য বস্তুর সেবা করিবার উদ্দেশে চলিয়া গিয়াছে। সে যখন সন্ধিনীবিগ্রহ নিত্যানন্দপ্রভু হইতে জাত জীবাত্মা বৈষ্ণব, তখন আপনি বিষ্ণুকে পুত্ররূপে স্থাপন করিতে শিখিলে আপনার আর অভাব বোধ হইবে না। তোতার অন্তর্য্যামিসূত্রে ভগবান্ অবস্থান করিয়াছেন, আপনি সেই ভগবানের সেবা করিয়াছেন, এখনও বলদেবের সেবা করুন। ভূতাকাশের জড়পিণ্ড পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে। তোতার জীবাত্মা শক্তিশক্তিমানের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে। আপনার ভোগ্যপুত্র তাহার ভোগ্য-পিতার সঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। সে ভগবদ্ভোগ্যবস্তু সুতরাং ভগবানের ভোগ্যরূপে বৈষ্ণবসূত্রেই তাঁহার কার্য্য। আমার ন্যায় আপনি মায়াবন্ধনে আবদ্ধ নহেন জানিয়াই ভগবান্ তাঁহার অসীমকৃপাবল প্রদান করিয়া আপনাকে শোকাভিভূত করিবেন না, ইহাই আমার ধারণা। শ্রীবাসের পুত্রের কথা স্মরণ করিবেন। 'শোক-শাতন' এবং শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিবেন। মহাপ্রভু যে সময় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সেই কালে বৃদ্ধ জননীকে, পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে এবং নবদ্বীপবাসী জনগণকে বলিয়াছিলেন যে, আমি মনুষ্য মাত্র, তোমাদের সহিত বিভিন্ন সম্বন্ধে অবস্থিত। আমি চলিয়া গেলে তোমরা আমার স্থলে কৃষ্ণের সহিত সেই সকল সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আমাকে স্বতন্ত্রভাবে হরিসেবা করিবার অবসর দিবে। আপনিও তোতার অভাবে ভগবৎসেবায় অধিক সময় পাইবেন। ভগবান্ যাহা করেন মঙ্গলের জন্য। আমি মায়াবদ্ধজীব অধিক আর কি বুঝাইব।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

অষ্টমবর্ষীয়

ভক্ত-বালকের প্রয়াণে

শ্রীহরিবাসর করিয়ে পালন
দ্বাদশী দিবসে নিশি অবসানে।
হরিগুণ-গান শুনিতে শুনিতে
চলিলে কোথায় কোন অভিমানে॥
পাপময়-ভূমি এ জড়জগৎ
তাই বুঝি নহে তব যোগ্য স্থান।
ছাড়ি দিলে দেহ সিদ্ধ সেবা-আশে
কৃষ্ণ পাদপীঠে করিলে প্রয়াণ॥
কণ্ঠে তব মালা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ভালে
সজ্জিত ভকত সাজে তব কায়।
মধুর কীর্ত্তন গুরুস্তব পাঠ
বিষ্ণুদূত যেন নেমেছ এথায়॥
প্রপঞ্চে আসিতে যবে হ'লো মন
মাতাপিতা তব হইল বৈষ্ণব।
বৈষ্ণব গেহেতে আবির্ভূত হলে
তোমার মহিমা কি আর কহব॥
বারাণসী-ধামে তোমাদের গেহে
প্রভুপাদ যবে করেন বিজয়।
আনন্দে তোমার হৃদ গদগদ
আত্মহারা হ'তো তাঁহার সেবায়॥
তব কৃষ্ণে প্রীতি বৈষ্ণবে আসক্তি
মনে পড়ে মোর প্রহ্লাদের স্মৃতি।
রাধাকৃষ্ণ পাশে বৃন্দাবন হতে
করিও ঈক্ষণ আমাদের প্রতি॥
জীবহিংসা দেখে দুঃখ পেয়ে মনে
প্রসাদ সেবন করিতে বলেছ।
অসতে বিতৃষ্ণা সৎসঙ্গে নিষ্ঠা
তোতা দাস নাম সার্থক করেছ॥
তোমার বিরহে সর্ব্বজন কাঁদে
কি ক'রে বুঝাব মন যে ব্যাকুল।
কেমনে রহিব হে ভক্তপ্রবর
তব স্মৃতি মোরে করিল আকুল॥
তব কচি মুখে শুনে হরিকথা
মনে হতো কত আশার সঞ্চার।
বুঝি কোন জন আসিল আবার
ভকতিসিদ্ধান্ত করিতে প্রচার॥
বল বল ওগো, অভাজন মোরা
কি দোষ করেছি চরণে তোমার।
কোন্ অপরাধে হারানু তোমারে
কাঁদালে সবারে, না আসিবে আর॥

শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

ওঁ পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুরের

কটক নগরে শুভ-বিজয় উপলক্ষে

ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলী

জয় শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী জয়,
জয় পরমহংস আচার্য্য-প্রবর ;
কৃপাবশে এসে উড়িষ্যা-প্রদেশে,
ধন্য কৈলে আজ কটক নগর ॥ ১ ॥

জীবের দুঃখেতে কাতর অন্তর,
ভ্রমিতেছ কত দেশ-দেশান্তর ;
গ্রীষ্ম বর্ষা শীতে ভীম ঝঞ্ঝাবাতে
জীবে শিক্ষা দিতে সদাই তৎপর ॥ ২ ॥

সুদীর্ঘ শরীর প্রেমে পুলকিত,
আজানুলম্বিত বাহু সুবলিত ;
সুকৃপা কটাক্ষে, সর্ব্বজীব-বক্ষে
বর্ষিতেছ প্রেম-সুধা নিরন্তর ॥ ৩ ॥

(তুমি) নিত্য স্বপ্রকাশ অপ্রাকৃত সত্য
(এ) বদ্ধজীব কিসে বুঝিবে সে তত্ত্ব
(সর্ব্ব) জীব-হৃদি মাঝে স্বরূপ বিরাজে
(কেবল) অনুভূতি হয় কৃপায় তোমার ॥ ৪ ॥

গৌরাভিন্ন-তনু গৌরাঙ্গ-প্রকাশ,
আমি বুঝিতে নারিয়া হ'য়েছি হতাশ ;
(প্রভু) বড় সাধ মনে ও রাঙ্গা চরণে
সতত স্মরণে জুড়াব অন্তর ॥ ৫ ॥

দারা-পুত্র-কন্যা ল'য়ে সমুদয়
তোমার চরণে ল'য়েছি আশ্রয়
(যেন) তব আজ্ঞামতে তোমার সেবাতে
নিযুক্ত থাকিতে পারি নিরন্তর ॥ ৬ ॥

ন্যাসী ব্রহ্মচারী (তব) পারিষদ্‌গণে,
সবে কৃপা কর এই অকিঞ্চনে।
দাস নটবরে পদধূলি দ'রে,
রেখ সদা, যেন না হই অন্তর ॥ ৭ ॥

কি দিয়া পূজিব (ও) রাতুল চরণ,
কাঙ্গালের আর কিবা আছে ধন
সুভক্তি-প্রসূনে গাথিয়া যতনে
আনিয়াছি মালা কর অঙ্গীকার ॥ ৮ ॥

শ্রীচরণরেণু প্রার্থী—
শ্রীনটবর মুখোপাধ্যায়

দেবাসুর সংগ্রাম

"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ"
(প্রাপ্ত)

মাননীয় শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয়,
শ্রীচরণ-সমীপেষু—

শ্রীশ্রীভাগবত শ্রীচরণে অসংখ্য প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন এই—
মহাশয়,

পঞ্চম খণ্ড, ৩৮ সংখ্যা গৌড়ীয় পত্রিকায় আপনি "বালিয়াটীর পত্রের উত্তর" স্তম্ভে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে নিম্নে দুই একটা কথা লিখিয়া আপনাকে জানাইতেছি। যদি ইহা গৌড়ীয়ে স্থান পাইবার উপযুক্ত হয়, তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহাকে গৌড়ীয়ের এক কোণে একটু স্থান দিলে বিশেষ সুখী হইব।

আজ প্রায় ৩৪ বৎসর হইল, ঢাকা জেলায় স্থিত প্রসিদ্ধ বালিয়াটী গ্রামে, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার তত্ত্বাবধানে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ-ভক্তিধর্ম্ম প্রচারকল্পে, এক মঠ স্থাপিত হইয়া, বর্ত্তমানে উহা শ্রীশ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণব-ধর্ম্মপরায়ণ, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের একান্ত ভক্ত, পূর্ব্ব বাড়ীর প্রসিদ্ধ জমিদার, শ্রীযুক্ত বাবু রাইমোহন রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বাবু রেবতীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়দের আন্তরিক ইচ্ছা ও চেষ্টাতেই উক্ত সভার প্রচারকগণ প্রথম বালিয়াটীতে শুভাগমন করিয়া, তথায় মঠ স্থাপন করেন, এবং উক্ত সহৃদয় জমিদারদ্বয়ের চেষ্টায় ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের মঙ্গলময় ইচ্ছায়, এই মঠ ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া, বালিয়াটী ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের শুদ্ধ-ভক্তি-পিপাসু বৈষ্ণবগণের মধ্যে শুদ্ধ-ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়া, তাঁহাদের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেছেন। বালিয়াটী বৈষ্ণবপ্রধান স্থান ; গ্রামবাসীদের মধ্যে অন্য মতাবলম্বী

লোক আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকবর্গ যে দিন বালিয়াটী গ্রামে প্রথম শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই বালিয়াটীতে একদল লোক প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহাদের চেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্য নানা প্রকার কৌশল-জাল বিস্তার করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু "সাধু যাহার ইচ্ছা, ভগবান তাঁহার সহায়"; এই প্রতিদ্বন্দীদের নানা প্রকার বিপক্ষতা আচরণের মধ্যেও বালিয়াটী মঠের ক্রমশঃই শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। গত অগ্রহায়ণ মাসে তথায় মহা সমারোহে শ্রীশ্রীগদাইগৌরাঙ্গবিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছেন, এবং প্রতিদিনই সুনিয়মিতরূপে বিগ্রহ-সেবা, ভক্তিগ্রন্থ-পাঠ, হরিসঙ্কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে।

আপনার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বেশ বুঝা যায় যে, বালিয়াটীর বিপক্ষদলের কোন ব্যক্তি উক্ত মঠস্থ অধ্যক্ষ ও সেবাইতদিগকে কটাক্ষ করিয়া "বেনামী" চিঠী লিখিয়াছেন। আধুনিক শিষ্টাচারের নিয়মানুসারে বেনামী চিঠীর কেহ কোন নোটীশই লন না, এবং তাহার জন্য বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া তাহা পরিত্যক্ত কাগজ পত্রের ঝুড়িতেই ফেলিয়া দেন। কিন্তু, আপনি ঐ পত্রের যেরূপ বিস্তৃত ও সদুপদেশপূর্ণ অথচ নিরপেক্ষ সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে পত্র-লেখকের বা তৎপক্ষের কোন প্রকার উপকার হওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলেও,—কেন না "চোরে না শুনে কভু ধর্ম্মের কাহিনী"—সর্ব্বসাধারণের, বিশেষতঃ গৌড়ীয়-পাঠকদের পক্ষে ইহা যে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত ও আচরিত শুদ্ধ-ভক্তি-ধর্ম্ম যেখানেই প্রচারের চেষ্টা হইতেছে, সেই স্থানেই এক দল প্রতিদ্বন্দী ইঁহাদের বিপক্ষতা আচরণ করিয়া, ইঁহারা প্রচারকদিগকে নানা প্রকার জব্দ করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা বালিয়াটীতে নূতন নহে। দুই বৎসর পূর্ব্বে গৌড়-মণ্ডলপরিক্রমা উপলক্ষে এই সভার সভ্যগণ বৈষ্ণবপ্রধান শ্রীধাম নবদ্বীপে নবদ্বীপবাসীকর্ত্তৃক যে প্রকারে উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত হইয়াছেন, তাহা গৌড়ীয়ের পাঠক সকলেই অবগত আছেন। ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন ঢাকা সহরে ইঁহাদের তত্ত্বাবধানে শ্রীশ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ প্রথম স্থাপিত হয়, তখন বৈষ্ণবপ্রধান ঢাকার স্বার্থপর ব্যবসায়িগুরুক্রবগণের অনুগ অনেকেই বণিক্ গুরুব্রুবগণের প্ররোচনায় ইঁহাদিগকে প্রীতির চক্ষে না দেখিয়া ঈর্ষ্যার চক্ষেই দেখিয়াছিলেন। এমন কি, ঢাকায় কোন কোন ভূতক পাঠক কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের আনুগত্যে শুদ্ধবৈষ্ণবতার সহিত বিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে ইঁহাদের প্রতি অশিষ্ট ব্যবহারই করিয়াছিলেন। বালিয়াটী গ্রামেও ঠিক তাহাই হইয়াছে (History repeats itself)। যখন এই সভার প্রচারকগণ বালিয়াটীতে প্রথম আগমন করেন, তখন ইঁহাদের বিপক্ষ দল, ইঁহাদিগকে জব্দ করার উদ্দেশ্যে মাননীয় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বাবু হরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, জমিদার মহাশয়ের সাক্ষাতে এক বৈঠক করেন। ঐ স্থলে তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিচারে বিপক্ষ দল পরাস্ত ও জব্দ হইয়া চলিয়া যান। তাহার পর হইতেই, বিপক্ষ দল মুখামুখী হইয়া ইঁহাদের সঙ্গে কোন বিষয়ের সুমীমাংসাজনক বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইতে ভয় করিয়া, গোপনে ইহাদিগকে নানা প্রকার জব্দ করিতে চেষ্টা করিতেছেন—এই "বেনামী" চিঠিই তাহার অকাট্য প্রমাণ। বিপক্ষ দলের মধ্যে যদি কেহ সৎসাহসী থাকিতেন বা সত্যের পক্ষপাতী হইতেন এবং শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকগণ বা অধ্যক্ষগণের বিরুদ্ধে, তাহাদের বক্তব্যের মধ্যে যদি কোন প্রকার সত্যের লেশও থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহারা ইঁহাদের বিরুদ্ধে এইরূপ বেনামী পত্র লিখিয়া নিজদিগকে এরূপ পেলো বা অন্তঃসারশূন্য বলিয়া লোকের নিকট পরিচিত করিতে সাহসী হইতেন না। আমি প্রায়ই বিদেশে থাকি, বৎসরে মাত্র ২।৪ দিনের জন্য বাড়ী যাইয়া থাকি (আমার বাসস্থান বালিয়াটীর অতি নিকটে, এক মাইলের মধ্যেই) বাড়ীতে যাইয়া বিপক্ষ দলের ইঁহাদের প্রতি ব্যবহারের কথা সময় সময় যাহা শুনিতে পাই, তাহা বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের পক্ষে উপযুক্ত ও সমীচীন কিনা তাহা বিপক্ষ দলই একবার ভাবিয়া দেখিবেন। জগতে নানা প্রকার মনঃকল্পিত মত, নানা প্রকার মনোধর্ম্ম চিরকালই আছে এবং চিরকালই থাকিবে। মনোধর্ম্মিগণ যাহার যেরূপ অভিরুচি বা প্রবৃত্তি তিনি সেইরূপ মত বা ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সংসারের দৈনন্দিন কার্য্য করিয়া থাকেন। সকলেই মনে করেন যে, তাহার নিজের মতই জগতের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাহাতে অন্য মতাবলম্বীদের কিছু যায় আসে

না। প্রত্যেকেই তাহার স্বধর্ম্মমত জগতে উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রচার করিতে পারেন; অবশ্য লোকের অভিরুচি অনুসারে কেহ এমত, কেহ অন্য মত গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহাতে কোন দলেরই আধ্যাত্মিক হিসাবে, কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া যদি কোন ব্যক্তি তাহার স্বীয় মত, নৈতিক বলের পরিবর্ত্তে, শারীরিক বা পাশবিক বল দ্বারা, প্রচার করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সঙ্ঘর্ষ ও অশান্তি অনিবার্য্য। কিন্তু, আত্মধর্ম্ম-প্রচারক বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পরিষদ্গণ, "অক্রোধ পরমানন্দ" শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আন্তরিক ও অন্তরঙ্গ ভক্ত। নবদ্বীপে ইঁহাদের প্রতি যে পাশবিক অত্যাচার হইয়াছিল, ইঁহারা তাহার কোন প্রকার প্রতিশোধ না লইয়া, অত্যাচারীদের মঙ্গল কামনাই করিয়াছিলেন।

ভগবানের উপর নির্ভর এবং সত্যই ইঁহাদের একমাত্র সম্বল। ইঁহারা অনেকেই ভগবানের নামে সংসারের "কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-বাঘিনীকে" পরিত্যাগ করিয়া, শুদ্ধ-ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচারের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক, জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর মঙ্গলময়ী ইচ্ছায়, ইঁহারা যে যে স্থানে মঠ স্থাপন করিয়াছেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সেই সেই স্থানেই ইঁহারা "বেনামী" চিঠী কেন লাঠীর ভয়েও ভীত হইবেন না; অধিকন্তু, ভক্তপ্রবর নামাচার্য্য শ্রীঠাকুর হরিদাসের সঙ্গে সুর মিলাইয়া আরও উচ্চৈঃস্বরে বলিবেন,—

"খণ্ড খণ্ড হই দেহ, যদি যায় প্রাণ,
তবু আমি বদনে, না ছাড়িব হরিনাম।"

নিবেদক—

বৈষ্ণব-পদরেণুপ্রার্থী
শ্রীহরিদাস সাহা
অধ্যাপক, ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ
১৩৩৪।১৩ই জ্যৈষ্ঠ

প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪০শ সংখ্যার পর)

অতএব যাহারা দীক্ষিত ব্যক্তিকে প্রাকৃত ব্রাহ্মণ বা অব্রাহ্মণ জ্ঞান করেন, তাহারা শাস্ত্র ও মহাজনগণের বাক্যানুসারে পাষণ্ডী, নারকী। 'কালাপাহাড়'-প্রকৃতির কোন কোন ব্যক্তি বলিতে পারেন, তোমরা আমাদিগকে 'পাষণ্ডী' 'নারকী' যাহাই বল, শাস্ত্র বা গোস্বামিগণ যাহাই বলুন, আমরা কিন্তু দীক্ষিত ব্যক্তিকে জাতি-সামান্যেই দেখিব; পারমার্থিককে ব্যবহারিকের সহিত সমান জ্ঞান করিব, বিষ্ণুপাদোদককে কূপজলই মনে করিব!

শুনা যায়, প্রশ্নকারী মহাশয়ের গুরুপুত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ নাকি বলিয়াছেন যে, তিনি (প্রশ্নকারী) যখন অব্রাহ্মণ তখন তাহার ৩০ দিনেই মাতৃশ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হওয়া উচিত এবং কর্ম্মজড়-স্মৃতির বিধানানুসারেই তাহা করা কর্ত্তব্য। প্রশ্নকারীর গুরুপুত্রগণের এইরূপ বিচার যদি প্রশ্নকারী মহাশয় গ্রহণ করেন, (কারণ গুরুপুত্র—গোস্বামি-সন্তান—নিত্যানন্দবংশ্য—তাঁহাদের বাক্য গুরুর ন্যায়ই সম্মানযোগ্য, নতুবা একাধারে গুরু ও গোস্বামীর অবমাননা হয়!) তাহা হইলে গুরুপুত্রগণের সহিত প্রশ্নকারী মহাশয়কে স্বীকার করিতে হইবে যে, হয় তিনি অদীক্ষিত, নয় তিনি অবৈষ্ণব-দীক্ষা ছলনায় পতিত। আর যদি তিনি গুরুপুত্রগণের বিচার স্বীকার না করিয়া আচার্য্য-গোস্বামিগণের বিচার স্বীকার করেন, তাহা হইলেও তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, গোস্বামীর পুত্র (?) 'গোস্বামী' হইতে পারে না, গুরুপুত্র (?) সর্ব্বদা 'গুরু' হইতে পারে না। অতএব কুলগুরু-প্রথা অগ্রাহ্য ও অশাস্ত্রীয়। কেবল বণিগ্গণের দ্বারা লোকছলনার্থ কল্পিত।

বর্ত্তমানে এইরূপ প্রকৃতির ব্যক্তিগণের হস্তে শাস্ত্রব্যাখ্যা ও ধর্ম্মকর্ম্মের ব্যবস্থা বলপূর্ব্বক গৃহীত হওয়ায় জগতে নানা বিধ উৎপাতের স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছে। প্রশ্নকারী যে 'নানামুনির নানা মত'র কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাও তাহারই একটী বিশেষ কারণ; এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সকল তথাকথিত নানামুনির নানা মত পরিত্যাগ করিয়া মহাজনের পথে চলিতে আদেশ করিয়াছেন। ঐ সকল তথাকথিত মুনিগণের বিদ্বদনুভব নাই; এই জন্যই তাহাদের শাস্ত্রের বাক্যসমূহ হজম হয় না। তাহারা বিদ্বদনুভবের অভাবে শাস্ত্র-সঙ্গতি এবং আপাতবিরুদ্ধবাক্যসমূহের সমন্বয় করিতে অসমর্থ বলিয়াই প্রকৃত শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না। তাহারা কোন সময় মুখে বলেন, বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি—অপরাধ, আবার পর মুহূর্ত্তেই তাহাদের কার্য্য-

কলাপ, ভাষা-ব্যবহার প্রভৃতি তদ্বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে ; তাহারা কখনও মুখে বলেন, সদ্গুরু গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, আবার পর-মুহূর্ত্তেই নিজের অসৎপ্রবৃত্তি সমর্থনের জন্য অসদ্গুরুকেই 'সদ্গুরু' পদবীতে কল্পনাবলে উঠাইয়া থাকেন। এইরূপ বৃত্তি প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়ের একটী বিশেষত্ব। যে দিন তাহারা ঐরূপ কপটতা বা কৈতব হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারিবেন, সেইদিন তাহাদের মঙ্গল হইবে, তৎপূর্ব্বে নহে। সেইরূপ কপটতা নির্ম্মুক্ত হইতে পারিলে তাহারা নিরপেক্ষ হইতে পারিবেন, তখন তাহারা গোস্বামীর পুত্রকে 'গোস্বামী' বলিবেন না, বুঝিতে পারিবেন গোস্বামী ইন্দ্রিয়ের দাস নহে— বুঝিতে পারিবেন গোস্বামিত্ব শৌক্র-পারম্পর্য্যে আবদ্ধ নহে—আত্মার ধর্ম্ম প্রাকৃত রক্তমাংস-শোণিত-মধ্যে নাই,—বুঝিতে পারিবেন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু অপ্রাকৃত বস্তু, তাঁহার প্রাকৃত বংশ-ধারা থাকিতে পারে না—সচ্ছিষ্য-পারম্পর্য্যে তাঁহার অপ্রাকৃত বংশধারা—সেই বংশীয়গণ কখনও কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের অনুগ, অনুগ্রহপ্রার্থী বা পদাবলেহী নহে। তাঁহারা হরিভক্তির প্রতিকূল কার্য্যকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা হরিভক্তির অনুকূল কার্য্যকেই স্বীকার করেন, তাঁহারা পতিতকে পতিতাবস্থা হইতে উত্তোলন করিয়া 'পতিতপাবন', 'নিত্যানন্দ-দাস' নামের সার্থকতা করেন—তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দের অনুগমনে দীক্ষিত উদ্ধারণঠাকুরে জাতি-বুদ্ধি করেন না অথবা অদৈব-সমাজে 'একঘরে' হইয়া থাকিতে হইবে (অর্থাৎ তৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে) এই ভয়ে শ্রীউদ্ধারণঠাকুরের দাসানুদাসগণের হস্ত-পাচিত পরম-পবিত্র, নির্গুণ মহাপ্রসাদ-গ্রহণে কুণ্ঠিত হইয়া শাস্ত্র-আজ্ঞা অপেক্ষা বহির্ম্মুখ-সমাজকে 'বড়' মনে করেন না, তাঁহারা নিত্যানন্দের আচরণকে মহাপ্রভুর আচরণের বিরোধী জানেন না।

বর্ত্তমানে শিষ্য-ব্যবসায়ি-গুরুব্রুব-সম্প্রদায় ও গোস্বামি-ব্রুব-সম্প্রদায়ের মধ্যেই যখন বৈষ্ণব-শাস্ত্রানুযায়ী শুদ্ধ শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠানাভাব লক্ষিত হয়, তখন কোন্ আদর্শ দেখিয়া তাঁহাদের শিষ্যসম্প্রদায়ের হৃদয়ে সৎসাহস থাকিবে? গৌড়ীয় ৫ম খণ্ড ২৫শ সংখ্যার ৪২১ পৃষ্ঠায় প্রবীণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী, বেদান্তভূষণ, ভক্তিরঞ্জন মহাশয় শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে "বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ" শীর্ষক প্রবন্ধে যে ব্যবস্থা-পত্র উদ্ধার করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের ব্যবস্থা—

শুদ্ধবৈষ্ণবানান্তু শ্রাদ্ধাদিকর্ম্মণি প্রবৃত্তির্নাস্তি। যদ্যপি বৈষ্ণবশ্রাদ্ধে কাপি বিহিতদিবসসংখ্যা নাস্তি, তথাপি লৌকিকাচারশ্রদ্ধাযুক্তাঃ কর্ম্মমিশ্রভক্তিশ্রিতাঃ স্ব স্ব-বর্ণাভিমানানুসারেণ স্মৃতিশাস্ত্রবিহিতমেব শ্রাদ্ধদিবসং নিরূপয়ন্তি। তথা চোক্তং—"বৈষ্ণব-পিতৃণামপি শ্রীবিষ্ণুদিনে শ্রাদ্ধ-গ্রহণাযোগাদ্" ; "একাদশ্যান্তু প্রাপ্তায়াং মাতাপিত্রোর্মৃতেঽহনি। দ্বাদশ্যাং তৎপ্রদাতব্যং নোপবাসদিনে কচিৎ॥" শ্রীহরিভক্তিবিলাসোক্তিবশাদেবৈতৎ প্রতিপাদিতং যদুপবাস-দিবসং পরিত্যজ্য তৎপরদিন এব শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদেষ বিধিঃ। পুনশ্চায়মেব বিশেষবিনির্ণয়ঃ বৈষ্ণবানান্তু প্রেতত্বং নাস্তীতি সুতরাং তেষু প্রেতবুদ্ধিং পরিত্যজ্য বৈষ্ণবধিয়া মহাপ্রসাদ-পিণ্ডেনৈব শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ। তথা চ শ্রীহরিভক্তিবিলাসোক্ত—"প্রাপ্তে তু শ্রাদ্ধবাসরে" ইত্যাদি গ্রন্থেন প্রতিপন্নং—যদ্-বিপ্র একাদশাহেন, ক্ষত্রিয়স্ত্রয়োদশাহেন, বৈশ্যঃ ষোড়শাহেন, শূদ্রস্ত্বেকত্রিংশাহেন এবমন্ত্যজশ্চ একচত্বারিংশদ্দিবসেন শ্রাদ্ধ-মনুতিষ্ঠতীতি সমাসঃ।"

নিষ্কিঞ্চন হরিনামৈকপরায়ণ বৈষ্ণবগণের শ্রাদ্ধাদি-অনুষ্ঠানে অবসরই নাই। যাহারা সম্পূর্ণ নিষ্কিঞ্চন হইতে পারেন নাই, তাঁহারাও বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত 'পারমার্থিক ব্রাহ্মণ' বলিয়া তাঁহাদের বিষ্ণুসেবাপরায়ণ ব্রাহ্মণের ন্যায় আচার পালন করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ একাদশ দিবসে বিষ্ণু-নৈবেদ্য দ্বারা সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণবসেবাদিমুখে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য ; আর যাঁহারা বিদ্ধ-বৈষ্ণব, তাঁহাদের প্রাকৃত অভিমান প্রবল থাকায় তাঁহারা স্ব স্ব অভিমানানুযায়ী বিষ্ণু-নৈবেদ্য দ্বারা শ্রাদ্ধাদি-কার্য্য সমাপন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণাভিমান থাকিলে একাদশ দিবসে, ক্ষত্রিয়াভিমানে ত্রয়োদশ দিবসে, বৈশ্যাভিমানে ষোড়শ দিবসে, শূদ্রাভিমানে একত্রিংশ দিবসে এবং অন্ত্যজাভিমানে এক-চত্বারিংশ দিবসে বিষ্ণু-নৈবেদ্য ও বৈষ্ণব-ভোজনাদি দ্বারা শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু সকলের পক্ষেই রাক্ষস-শ্রাদ্ধ বা প্রেত-শ্রাদ্ধ সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়।

(ক্রমশঃ)

প্রশ্নোত্তর

শ্রদ্ধেয় মহাত্মন্,

কৃপাপূর্ব্বক নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রশ্ন আপনাদের শ্রীপত্রে উত্তর সহিত প্রকাশ করিয়া আমাদের সন্দেহ ও ভ্রান্তি দূর করিবেন

প্রশ্ন

(১) শ্রীনামই কলিজীবের একমাত্র সাধ্য ও সাধন। কামিনী-কাঞ্চন-রত বদ্ধ জীব—যাহাদের নামে বিশ্বাস-ভক্তি নাই, অথচ শুকপাখীর ন্যায় নামের অক্ষর উচ্চারণ করিয়া থাকে, তাহাদের মুখে কি কখনও নামাভাস বা নাম উচ্চারিত হওয়া সম্ভব নহে? না কেবল 'ভেক-জিহ্বা সম' কল্‌কল্ মাত্র সার হয়?

(২) ব্যবসায়ী গুরু—কুলগুরু তাঁহাদের নিকট দীক্ষা প্রভৃতি গ্রহণ না করিলে অভিসম্পাত দেন; অভিসম্পাত ও সমাজের ভয়ে অনেকে তাঁহাদের নিকট হইতে দীক্ষাদি গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। যাহারা তাহা না মানিয়া নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব সদ্‌গুরুর নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণাভিলাষী, তাহাদের কি ঐরূপ কুলগুরু-ত্যাগের জন্য অপরাধ ঘটিবে?

(৩) আজকাল শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, কীর্ত্তন প্রভৃতি টাকা দরে 'ফেরি' চলিতেছে। ব্যবসায়ী প্রভু-সন্তানগণ অর্থের লোভে ঐরূপ পাঠাদি করিয়া থাকেন। এরূপ নাম প্রচার জীবকল্যাণদায়ক কি?

বৈষ্ণব-সেবাভিলাষী দাসাভাস
শ্রীললিতমোহন পাল চৌধুরী
পোঃ আঃ বোদা, জল্‌পাইগুড়ি
গৌড়ীয় গ্রাহক ৪০১১, তাং ১৩।৫।২৭

উত্তর

(১) কামিনীকাঞ্চন-রত বদ্ধজীব যদি শুদ্ধভগবদ্ভক্তের মুখনিঃসৃত শুদ্ধ নাম শ্রবণ-কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে অচিরেই তাঁহারও কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি শ্লথ হইয়া চিত্ত হরিসেবোন্মুখ হয় এবং সেই সেবোন্মুখ-চিত্তে ক্রমে নামাভাস ও শুদ্ধনামের উদয় হইয়া থাকে। সম্বন্ধ-জ্ঞান-রহিত নিরপরাধ নামোচ্চারণকে 'নামাভাস' বলে। 'শুক-পাখীর ন্যায় উচ্চারিত নামাক্ষর যদি অপরাধশূন্য হয় অথচ শুক-পাখীর যেরূপ নাম বা নামীর স্বরূপ জ্ঞানের অভাব, সেইপ্রকার কেবল মাত্র সম্বন্ধ-জ্ঞানাভাব থাকে, তাহা হইলে সেইরূপ নাম-উচ্চারণকে 'নামাভাস' বলা যাইতে পারে। 'নামাভাস' জীবের প্রধান সুকৃতির মধ্যে গণ্য হয়। ধর্ম্ম, ব্রত, যোগ, যজ্ঞাদি সর্ব্বপ্রকার শুভকর্ম্ম অপেক্ষা নামাভাস শ্রেষ্ঠ-ফল-প্রদ। হরিনামাক্ষর উচ্চারণ কখনও ভেক-জিহ্বার কোলাহলে পর্য্যবসিত হয় না। তবে যাহারা (১) সাধু নিন্দা—অসাধুকে 'সাধু' জ্ঞান এবং সাধুকে 'অসাধু' জ্ঞান করিয়া তাঁহার নিন্দা, (২) অন্যদেবে স্বতন্ত্র বুদ্ধি এবং কৃষ্ণনাম, রূপ, গুণ ও লীলাকে কৃষ্ণস্বরূপ হইতে পৃথক্ বুদ্ধি, (৩) নামতত্ত্বজ্ঞ গুরুর প্রতি অবজ্ঞা, (৪) নাম-মহিমা-বাচক-শাস্ত্রনিন্দা, (৫) শাস্ত্রে নামের যে মাহাত্ম্য ও ফল লিখিয়াছেন, তাহাকে 'অর্থবাদ' বা 'কল্পনা' মনে করা, (৬) নাম-বলে পাপ-বুদ্ধি, (৭) শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে 'নাম' উপদেশ, (৮) অন্য শুভকর্ম্মের সহিত হরিনামকে সমান জ্ঞান, (৯) নাম-গ্রহণ-বিষয়ে অনবধান, (১০) 'আমি' ও 'আমার' আসক্তিক্রমে নামের মাহাত্ম্য জানিয়াও তাহাতে প্রীতি-রাহিত্য—এই সকল অপরাধ হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে চেষ্টা না করিয়া অসাধুগণের সঙ্গে ও পরামর্শে অপরাধ বৃদ্ধি করিয়া থাকে, সেই সকল ব্যক্তির মুখোচ্চারিত শব্দসমূহ (নামাক্ষরের ন্যায় বাহ্যে প্রতিভাত হইলেও) ভেক-কোলাহলবৎ তাহাদের মৃত্যুর কারণই হইয়া থাকে। সাধুনিন্দাকারী বৈষ্ণবাপরাধী ব্যক্তি যে নামাক্ষর উচ্চারণের অভিনয় করে এবং বৈষ্ণব-নিন্দার সহিত ঐরূপ অভিনয়কে 'নাম-ভজন' বলিয়া মনে করে, সেই নামাক্ষর উচ্চারণের অভিনয় সেই আনুকরণিককে ঐরূপ অভিনয় করাইতে করাইতে নরকের পথে লইয়া যায়,—

"কোটি গঙ্গাস্নানে তার নাহিক নিস্তার।
গঙ্গা হরি-নামে তারে করিবে সংহার॥"

(চৈঃ ভাঃ ম ১০।৩০)

"কোটি জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

যাহারা নাম বিক্রয় করেন, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য নাম-গ্রহণকারীর অভিনয় করেন, তাঁহাদের নামবলে পাপ-প্রবৃত্তিরূপ অপরাধ হইয়া থাকে। তাঁহারা মনে করেন, যখন শাস্ত্রে শুনিতে পাওয়া যায়, নাম (নামাভাস) দ্বারা সর্ব্ববিধ পাপ দূরীভূত হয়, এমন কি একটীমাত্র নামোচ্চারণ-প্রভাবে যত পরিমাণ পাপ বিনষ্ট হয়, কোটিজন্মে মহাপাপীও তত পরিমাণ পাপ করিতে পারে না, আর যখন শ্রদ্ধায়, হেলায়, যে কোন ভাবে হরিনাম নিতে পারিলেই সুবিধা হয়, তখন আমরাও নাম লইয়া ব্যবসায়ই করি, আর তদ্দ্বারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহই করি সঙ্গে সঙ্গে নামের দ্বারাই আমাদের সর্ব্ববিধ পাপ নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ বিচারকারী ব্যক্তির অপরাধফলে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠায় উত্তরোত্তর আসক্তি বৃদ্ধি হয়। আর যাহারা শুদ্ধভগবদ্ভক্তের চরণাশ্রয় করিয়া তাঁহার উপদেশানুসারে নামভজন করিতে থাকেন, তাঁহাদের শীঘ্রই কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাসক্তি ও যাবতীয় বদ্ধভাব দূরীভূত ও চিত্ত শুদ্ধ হইতে থাকে এবং ক্রমে তাঁহাদের শুদ্ধচিত্তে স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীনাম-সূর্য্য অরুণোদয়রূপ নামাভাসের আবিষ্কার দ্বারা যাবতীয় কৈতব-কুজ্ঝটিকা অপসারিত করিয়া নির্ম্মল-নাম-ভাস্কররূপে উদিত হন।

(২) কামের অতৃপ্তিতে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্রোধবশতঃ লোকে অনন্যোপায় হইয়া অভিসম্পাতাদি করিয়া থাকে। যে সকল ব্যবসায়ি-কুল-গুরু তাহাদের অর্থার্জ্জনের পরমাশ্রয়স্থল একটি শিষ্য তাহাদের 'হাতছাড়া' হইয়া গেল দেখিয়া ক্রোধবশে অভিসম্পাতাদি করেন, সেইরূপ গুরুব্রুবগণের ঐরূপ আচরণদ্বারাই তাহাদের স্বভাবের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং ঐরূপ লোভী অসদ্ব্যক্তিগণ কখনই গুরুপদবাচ্য নহেন। ঐরূপ অসদ্-গুরুর অভিসম্পাতে তাচ্ছল্য প্রদর্শন করিয়া সত্যের অনুসন্ধান করাই একান্ত কর্ত্তব্য; ইহাই প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত ও পূর্ব্ব মহাজনগণের আচরণদ্বারা সমর্থিত। বলি মহারাজ কুল-গুরু শুক্রাচার্য্যের ঐরূপ অভিসম্পাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সত্যের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। বলি মহারাজ যখন বিষ্ণুকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে কৃত-সংকল্প হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার কুল-গুরু শুক্রাচার্য্য (শৌক্র-পন্থায় আচার্য্যত্ব সংরক্ষণ-প্রয়াসী ভগবদ্বিমুখ গুরুব্রুবগণের আদর্শ) তাঁহার প্রাপ্য ভাগ কমিয়া যাইতেছে দেখিয়া তাহাতে বাধা দিয়া বলিয়াছিলেন—ওরে মূঢ়! বিষ্ণুকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিলে তুই কিরূপে বাঁচিয়া থাকিবি?

"সর্ব্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ় বর্ত্তিষ্যসে কথম্॥"

(ভাঃ ৮।১৯।৩৩)

বলি মহারাজ ঐরূপ কুল-গুরুর পরামর্শ শ্রবণ করেন নাই। ঐরূপ কুলগুরুর অসৎসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবাচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। স্বার্থপর কুল-গুরুর অভিসম্পাতে ভীত হইয়া সত্যপথ পরিত্যাগ করেন নাই। যথা, শ্রীশুকোক্তি—

"এবমশ্রদ্ধিতং শিষ্যমনাদেশকরং গুরুঃ।
শশাপ দৈবপ্রহিতঃ সত্যসন্ধং মনস্বিনম্॥
দৃঢ়ং পণ্ডিতমান্যজ্ঞঃ স্তব্ধোঽস্যস্মাদুপেক্ষয়া।
মচ্ছাসনাতিগো যস্ত্বমচিরাদ্ভ্রশ্যসে শ্রিয়ঃ॥
এবং শপ্তঃ স্বগুরুণা সত্যান্ন চলিতো মহান্।"

(ভাঃ ৮।২০।১৪-১৬)

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—শিষ্য-বলি এইরূপ অশ্রদ্ধ হইয়া আদেশ পালনে পরাঙ্মুখ হইলে দৈব-প্রেরিতের ন্যায় হইয়া দৈত্যকুল-গুরু শুক্রাচার্য্য ক্রোধপূর্ব্বক সত্য-প্রতিজ্ঞ উত্তম-মনস্ক বলি মহারাজকে এই বলিয়া শাপ দিলেন,—ওরে অজ্ঞ, তুই নিজকে 'পণ্ডিত' মনে করিয়া আমার কথায় অশ্রদ্ধা করিতেছিস্, তুই অচিরে শ্রীভ্রষ্ট হইবি। মহাত্মা 'বলি' স্বীয় কুল-গুরু-কর্ত্তৃক ঐরূপ অভিশপ্ত হইয়াও 'সত্য' হইতে বিচলিত হইলেন না।

অভিসম্পাত বা সমাজের ভয়ে যাহারা শাস্ত্রব্যবসায়ী, মন্ত্রব্যবসায়ী অর্থাৎ 'নামাপরাধী' বা অযোগ্য কুল-গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণের অভিনয় করে, তাহাদিগের যে সমূহ অমঙ্গল হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' প্রভৃতি বৈষ্ণব-স্মৃতি-নিবন্ধগ্রন্থ তথা আচার্য্য শ্রীল জীব-গোস্বামী, শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর এবং অন্যান্য বহু আচার্য্যগণের বহু বহু প্রমাণ-বাক্য উদ্ধার করা যাইতে পারে। বাহুল্য-ভয়ে আমরা দুই একটী প্রমাণ-বাক্য উদ্ধার করিলাম,—

"স্নেহাদ্বা লোভতো বাপি যো গৃহ্লীয়াদদীক্ষয়া।
তস্মিন্ গুরৌ সশিষ্যে তদ্দেবতাশাপ আপতেৎ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ২।৫)

—স্নেহবশতঃ বা লোভবশতঃ যে গুরু দীক্ষা দেন এবং ভালবাসার খাতিরে বা কোনরূপ লোভের আশায় যিনি দীক্ষাগ্রহণ করেন, তাঁহারা উভয়েই দেবতার অভিশাপ প্রাপ্ত হন।

"পরিচর্য্যা-যশোলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্ গুরুর্ন হি ॥"

(বিষ্ণুস্মৃতি)

—শিষ্যের নিকট হইতে যিনি পরিচর্য্যা ও যশোলাভের বাসনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই গুরুপদবাচ্য নহেন।

"পরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্ব্বাদিপরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ ॥" (ভক্তিসন্দর্ভ ২১০ সংখ্যা)—ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক অযোগ্য গুরুক্রব পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

"বৈষ্ণববিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য এব। 'গুরোরপ্যবলিপ্তস্যে'তি স্মরণাৎ। তস্য বৈষ্ণবভাবরাহিত্যেন অবৈষ্ণবতয়া 'অবৈষ্ণবোপদিষ্টেনে'তি বচনবিষয়ত্বাচ্চ। যথোক্তলক্ষণস্য শ্রীগুরোরবিদ্যমানতায়াস্তু তস্যৈব মহাভাগবতস্যৈকস্য নিত্যসেবনং পরমং শ্রেয়ঃ।" (ভক্তিসন্দর্ভ ২৩৮ সংখ্যা)—গুরু, বৈষ্ণববিদ্বেষী হইলে 'গুরোরপ্যবলিপ্ত' শ্লোক স্মরণ করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। সেইগুরুর বৈষ্ণবতাভাব ও অবৈষ্ণবতা দ্বারা গুরুত্ব থাকিতে পারে না জানিবে। ভক্ত তাদৃশ গুরুকে 'অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন' বচনের বিষয় জানিয়া তাহাকে বিদায় দিবেন। উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট শ্রীগুরুদেবের অবর্ত্তমানে তাদৃশ কোন এক মহাভাগবতের নিত্য-সেবা করাই পরম শ্রেয়ঃ।

"মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৪০)

—মহাকুলপ্রসূত, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত ও সহস্র শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণও 'অবৈষ্ণব' হইলে গুরুপদে অভিষিক্ত হইতে পারেন না।

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ৪।১৪৪)

—'স্ত্রী-সঙ্গী' ও 'কৃষ্ণাভক্ত' অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্র লাভ করিলে নরক গমন হয়। অতএব যথাশাস্ত্র পুনরায় বৈষ্ণব-গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিবে।

অতএব প্রমাণিত হইল যে, অযোগ্য লৌকিক, কৌলিক ব্যবহারিক গুরু-পরিত্যাগে কোনপ্রকার প্রত্যবায় হইতে পারে না। উহা দ্বারা গুরুত্যাগ-দোষ হয় না, পরন্তু লঘুত্যাগ বা অসৎসঙ্গত্যাগরূপ বৈষ্ণবোচিত আচরণই হইয়া থাকে। ঐরূপ অসৎসঙ্গ ত্যাগ না করিলেই প্রত্যবায় ঘটিয়া থাকে। জগদ্গুরু-লীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু, অদ্বৈতপ্রভু হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি বৈষ্ণব-আচার্য্যগণের আচরণ লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা কেহই ব্যবহারিক কুল-গুরু বা (অযোগ্য 'প্রভু সন্তান' (?) কে) গুরুরূপে বরণ করিবার আচরণ দেখান নাই। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ সমস্ত শাস্ত্রই পরমার্থলিপ্সুগণকে ঐরূপ ব্যবহারিকগুরু পরিত্যাগে পারমার্থিক সদ্গুরুর চরণাশ্রয়ের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা ও কীর্ত্তন

গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার দিবস বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মি-সঙ্ঘের আগ্রহাতিশয্যে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংএ একটী বিরাট-সভায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকবৃন্দ বক্তৃতা ও কীর্ত্তন করিয়াছেন। বাংলা ও ইংরাজী প্রসিদ্ধ দৈনিকপত্র-স্তম্ভে এবং কলিকাতার বিভিন্নপার্কে এই বার্ত্তা বিঘোষিত হওয়ায় বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির তথায় সমাগম হইয়াছিল। প্রথমে শ্রীঅনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ মহোদয় উচ্চৈঃস্বরে সমগ্র দ্বারভাঙ্গা গৃহটীকে মুখরিত করিয়া "শুদ্ধ-ভকত-চরণ-রেণু ভজন-অনুকূল" এই কীর্ত্তনটী গান করেন, তৎপরে শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল্ মহাশয় তাঁহার স্বভাব-সুলভ ভক্তিবিগলিত গন্ধর্ব্ববিনিন্দিত সুমধুর ছন্দে ও মধুরকণ্ঠে শ্রীশরণাগতি হইতে সংকীর্ত্তন গান করেন। গান সমাপ্ত হইবার পর গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ মহোদয় পরা ও অপরা বিদ্যা-সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রধান সারথি পরলোকগত স্যর আশুতোষের জীবনীর আলোচনামুখে আরোহবাদ ও অবরোহবাদ, বিদ্যার চরম উদ্দেশ্য, বিদ্যার

চরম ফল সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, বিদ্বা ভাগবতাবধি-বাক্যের তাৎপর্য্য প্রভৃতি বিষয়গুলি শ্রুতি ও বেদান্তসূত্র, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি শাস্ত্র-প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করেন। সকলেই নিবিষ্টচিত্তে এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া গৌরভক্তগণের পরাবিদ্যা-সেবানিষ্ঠা-চমৎকারিতা-পরাকাষ্ঠার মাধুর্য্য স্ব স্ব যোগ্যতানুসারে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। বক্তৃতান্তে পুনরায় সুমধুর কীর্ত্তন দ্বারা সভার কার্য্য সম্পন্ন হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মি-সজ্ঘ শ্রীগৌড়ীয়মঠকে পুনরায় এইরূপ আহ্বান স্বীকার করিয়া অনুগ্রহ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এ মহাশয়ের এতদ্বিষয়ে আগ্রহ, উৎসাহ, যত্ন, সহৃদয়তা ও সৌজন্য বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা শুনিবার জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব। বিশেষতঃ যাঁহারা আচার-প্রচার-পরায়ণ ও অভৃতক, তাঁহাদের মুখেই হরিকথা সুষ্ঠুরূপে কীর্ত্তিত হয়, ইহা তিনি বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন; তাঁহার সত্যানুরাগ আদর্শস্থানীয়।

উড়িষ্যায়—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংসঠাকুর শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শুভাগমন করিয়া তথায় হরিকথা প্রচার করিয়াছেন। তিনি শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহোদয়ের সহিত আলালনাথে "ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে"র গৃহ-নির্ম্মাণাদি-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে গমন করেন। তথায় কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের ভক্তগণের প্রার্থনায় কটকে শুভাগমন এবং শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত-শিক্ষিত-ভক্ত-মহোদয়-মণ্ডিত সভায় "মহাপ্রভুর শিক্ষা" ও "শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব" সম্বন্ধে বিস্তৃত বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় তুলসীপুর মঠের মহান্ত মহারাজ, শ্রীযুক্ত নটবর মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন, রায়বাহাদুর জানকীনাথ বসু, শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, গভর্ণমেণ্ট প্লীডার; শ্রীযুক্ত শ্রীরামচন্দ্র বসু, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী মেজিষ্ট্রট, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, বি, এল; শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল; শ্রীযুক্ত মদনমোহন পট্টনায়ক, অবসরপ্রাপ্ত উকিল; শ্রীযুক্ত রাধামোহন পট্টনায়ক; শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ ঘোষ, অবসরপ্রাপ্ত ডিপুটী মেজিষ্ট্রেট; প্রভৃতি বহু বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থিত হইয়া মনোযোগ সহকারে শ্রীল পরমহংসঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত অগ্নিময়ী বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করিয়াছেন।

উড়িষ্যার রাজধানী কটক-সহরস্থিত সুপ্রাচীন তুলসীপুর মঠের মহান্তমহারাজ শুদ্ধভক্তিকথা-প্রচার এবং ভক্তিগ্রন্থাদি প্রচার-কল্পে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। তাঁহার এই আন্তরিক চেষ্টা এবং আদর্শ সেবাবৃত্তি দর্শন করিয়া সজ্জনমাত্রেই বিশেষ আনন্দিত।

শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের মঠরক্ষক পরমভাগবত শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সেবাপ্রবৃত্তি আজ নূতন নহে। তিনি অহরহঃ শ্রীমঠের উন্নতিকল্পে বিশেষ চেষ্টান্বিত। সম্প্রতি তিনি আবার শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত শ্রীশরণাগতি গ্রন্থখানির ২য় সংস্করণ উড়িয়া অক্ষরে ছাপাইবার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া শুদ্ধভক্তমাত্রেরই বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ যশোহর জিলার বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। তিনি সম্প্রতি পাইকড়া ও উজিরপুর গ্রামে স্থানীয় সজ্জনবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে কয়েকটী বিরাট-সভায় সনাতন-ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন এবং নগর-সংকীর্ত্তনাদি দ্বারা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কর্ণকুহরে নিত্যানন্দের আনীত নাম-প্রেম-বন্যার বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছেন। বহু সুপ্ত-আত্মা স্বামিজী মহারাজের মুখনিঃসৃত শ্রৌতবাণী শ্রবণে উদ্‌বুদ্ধ হইতেছেন।

নির্য্যাণ

কলিকাতা যোড়াবাগাননিবাসী পরম ভাগবত শ্রীমৎ ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় প্রকট-লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার দিবস শ্রীগৌড়ীয়মঠে একাদশ দিবসে শ্রীমহাপ্রসাদ নির্ম্মাল্যদ্বারা শুদ্ধ বৈষ্ণব-স্মৃতি-বিধানানুসারে তাঁহার শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পন্ন হইয়াছে। এই মহাত্মা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের অনুগ ও পরম প্রীতিভাজন। নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অতুলনীয়া। তিনি সদাচারী, শ্রীনাম-পরায়ণ, তৃণাদপি-সুনীচ, সহিষ্ণু, সরল, শান্ত, স্নিগ্ধ ও সজ্জন-প্রিয়। এইরূপ ভক্ত-সুহৃদের বিরহে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। তিনি শ্রীধাম মায়াপুরচন্দ্রের প্রতি যেরূপ আকৃষ্ট ছিলেন, তাহাতে তিনি তাঁহার উৎক্রান্তিকালেও শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের নামোচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের পদান্তিকে তাঁহার নিত্য-সেবার্থ চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের ইচ্ছাই সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ হউক।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

পঞ্চম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪, ১১ই জুন ১৯২৭ | ৪২শ সংখ্যা

সারকথা

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য

অল্প করি না মানিহ দাস হেন নাম।
অল্পভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান্॥
অগ্রে হয় মুক্তি তবে সর্ব্ববন্ধ নাশ
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥

কৃষ্ণের সেবক সব কৃষ্ণের শক্তি ধরে।
অপরাধী হইলেও কৃষ্ণ শাস্তি করে॥

হেন কৃষ্ণভক্ত নামে কোন শিষ্যগণ।
অল্পজ্ঞানে দ্বন্দ্ব করে অনুক্ষণ॥

সে সব দুষ্কৃতি অতি জানিহ নিশ্চয়।
যাতে সর্ব্ববৈষ্ণবের পক্ষ নাহি লয়॥

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে শক্তি যার।
চৈতন্য-দাস্য বহি বড় নাহি আর॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধরে প্রভু বলরাম।
সেই প্রভু দাস্য করে কেবা হয় আন॥
(চৈঃ ভাঃ ম ১৭।১০৩, ১০৪, ১০৬, ১০৭-১০৮, ১১১-১২)

সবার করিবে গৌরসুন্দর উদ্ধার
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার॥

মোর এই সত্য শুন সবে মন দিয়া।
যে আমারে পূজে মোর সেবক লঙ্ঘিয়া॥

সে অধম জনে মোরে খণ্ড খণ্ড করে।
তার পূজা মোর গায়ে অগ্নি হেন পড়ে॥
আমার দাসের যে সকৃৎ নিন্দা করে।
মোর নাম-কল্পতরু সংহারে তাহারে॥
তুমি ত আমার নিজ দেহ হৈতে বড়।
তোমারে লঙ্ঘিলে দৈবে না সহয়ে দড়॥
(চৈঃ ভাঃ ম ১৯।১১৩; ২০৭—২১১)

দুর্ব্বিজ্ঞেয় বিষ্ণু বৈষ্ণবের বাক্য কর্ম্ম।
তান অনুগ্রহে সে বুঝিয়ে তার মর্ম্ম॥
তবে যে কলহ দেখ সে কৃষ্ণের লীলা
বালকের প্রায় বিষ্ণু বৈষ্ণবের খেলা॥
(চৈঃ ভাঃ ম ১৯।২২০, ২৫৬)

সত্য কহি মুরারি আমার তুমি দাস।
যে না মানে মোর অঙ্গ সে যায় বিনাশ॥
সত্য সত্য করোঁ তোরে এই পরকাশ।
সত্য মুই, সত্য মোর দাস, তার দাস॥
ভাই বলি মুরারিরে কৈল আলিঙ্গন।
বড় স্নেহ করি বলে সদয় বচন॥
সত্য তুমি মুরারি আমার শুদ্ধ দাস।
তুমি সে জানিলা নিত্যানন্দের প্রকাশ॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২০।৩৬, ৩৯, ৪৮, ৪৯)

মুরারি দিলে সে প্রভু করয়ে ভোজন।
কভু না লঙ্ঘয়ে প্রভু গুপ্তের বচন॥
যত অন্ন দেয় গুপ্ত তাই প্রভু খায়।
বিহানে আসিয়া প্রভু গুপ্তেরে জাগায়॥
প্রভু বলে আরে বেটা জানিলা কেমনে।
খাও খাও বলি অন্ন ফেলিলি যখনে॥
তুই পাসরিলি তোর পত্নী সব জানে।
তুই দিলি মুঞি বা না খাইব কেমনে॥
কি লাগি চিকিৎসা কর অন্য বা পাঁচন।
অজীর্ণ-মোহার তোর অন্নের কারণ॥
জলপানে অজীর্ণ করিতে নারে বল।
তোর অন্নে অজীর্ণ ঔষধ তোর জল॥
এত বলি ধরি মুরারির জলপাত্র।
জল পিয়ে প্রভু ভক্তিরসে পূর্ণমাত্র॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২০।৬০-৬১, ৬৬—৭০)

পরা-বিদ্যা-পীঠ

অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদে দৃষ্ট হয়, একদা শৌনক আচার্য্য অঙ্গিরার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, —"কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি" —হে ভগবন্, কোন্ বস্তু সম্যক্ বিদিত হইলে পরিদৃশ্যমান্ সমস্ত পদার্থই অবগত হওয়া যায়? তদুত্তরে আচার্য্য অঙ্গিরা মহাশাল শৌনককে বলিয়াছিলেন যে, পরাবিদ্যা-বেদ্য ভগবানকে জানিলেই সর্ব্ব বস্তুর অভিজ্ঞান লাভ হয়। আরোহবাদী শ্রুতির এইরূপ অবরোহ-প্রণালীর বিরুদ্ধে জগতের বস্তু-বিজ্ঞান-দ্বারা যে ভগবদ্বিজ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করেন, তাহা শ্রুতির উপরি-উক্ত উপদেশানুসারে অশ্রৌত-পন্থা বলিয়া প্রমাণিত। জীব—যত বড়ই হউক না কেন, তাহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভায়, সর্ব্ববিধা চেষ্টায়ও সে জগতের সকল বস্তুর অভিজ্ঞান লাভ করিতে পারে না; জীবের প্রতি পদে পদে ভ্রম আছে, প্রমাদ আছে, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা আছে, বিপ্রলিপ্সা আছে। সুতরাং জীবের পক্ষে পরিদৃশ্যমান জগতের সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণ জ্ঞানপ্রাপ্তি একেবারে অসম্ভব।

সর্ব্বলোক-পিতামহ আদি কবি ব্রহ্মা এই জন্যই শ্রীনারদকে বলিয়াছিলেন যে, যিনি পৃথিবীর পরমাণুর পরিমাণ পর্য্যন্ত এক একটী করিয়া গণনা করিতে পারেন,তাদৃশ ব্যক্তিও বিষ্ণুর বীর্য্য বর্ণনা করিতে সমর্থ হন না। অতএব আরোহবাদ-দ্বারা যে ভগবদ্-বিজ্ঞান অসম্ভব, তাহাতে কোন সন্দেহের স্থল নাই। ভগবদ্-বিজ্ঞানের অভাবে পরিদৃশ্যমান সর্ব্ব বস্তুর বিজ্ঞানও অসম্ভব; ইহাও শ্রুতি-বাক্যে প্রমাণিত।

অধোক্ষজ শ্রীপুরুষোত্তম একমাত্র পরাবিদ্যা-বেদ্য। মুণ্ডকশ্রুতিতে যে ঋক্-যজুঃ-সাম-অথর্ব্ব, শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ-নিরুক্ত-ছন্দো-জ্যোতিষ প্রভৃতিকে অপরা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত এবং যদ্দ্বারা অধোক্ষজ বস্তু অধিগত হয়, তাহাই 'পরাবিদ্যা' বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেই 'পরাবিদ্যা'ই ভগবানের স্বরূপ-শক্তিরূপা ভক্তি-বিদ্যা—শব্দব্রহ্ম-নামেশ্বর বা বাগীশ্বরী-পতি শ্রীভগবানের ঈশ্বরী।

জগতে দুই শ্রেণীর "অস্তিবাদী" লোক দৃষ্ট হয়। এক শ্রেণী বলেন, ঋগাদি বিদ্যা যখন অপরাবিদ্যার মধ্যে পরিগণিত, তখন উহার প্রতি বিতৃষ্ণা পোষণ করিয়াই 'পাণ্ডিত্য'; আর এক শ্রেণী তাহার ঠিক বিপরীতবাদী হইয়া বলেন, ঋগাদি বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া 'মহামনা', 'অনূচানমানী' ও 'স্তব্ধ' হইয়া যাওয়াই 'পাণ্ডিত্য'। কিন্তু এই উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিরই মনোধর্ম্ম নিরাস করিয়া শ্রুতি বলেন,—"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি" (ছান্দোগ্য ৬।১।৩) যাঁহার বিষয় শ্রবণ করিলে জগতে আর কিছুই শুনিবার অবশিষ্ট থাকে না, যাঁহার বিষয় বুঝিতে পারিলে জগতে আর কিছুই বুঝিবার বাকী থাকে না, যাঁহার বিজ্ঞান লাভ হইলে জাগতিক কোন বিজ্ঞানের জ্ঞান অসম্পন্ন থাকে না, তাঁহাকে জানাই বিদ্যার উদ্দেশ্য।

ঋগাদি বিদ্যার প্রতি বিতৃষ্ণা বা আরোহবাদমূলে ঋগাদি-বিদ্যা-অর্জ্জন-ফলে নাস্তিক হইয়া যাওয়া উভয়ই অর্ব্বাচীনতা। সেইরূপ বিচারে 'নিরক্ষর' হইয়া থাকা বা খুব বেশী পড়িয়া শুনিয়া 'ছাবখারে যাওয়া' উভয়ই মূর্খতা।

বৈষ্ণব সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী; কারণ বিদ্বৎ সমাজে 'বিদ্যা ভাগবতাবধি' বলিয়া যে বাক্য শ্রুত হয়, তিনি সেই বিদ্যায় পরিনিষ্ণাত-মূর্ত্ত-ভাগবত। তিনি পুরুষার্থ-লাভরূপিণী পরাবিদ্যায় বিদ্বান্। এই বিদ্যা অপেক্ষা উচ্চ বিদ্যা আর নাই, ইহাতেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ও পরতমতা মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

চতুর্ব্বেদাধ্যয়নফলে আরোহবাদী তত্ত্বদ্বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য শ্রীবিষ্ণুর উন্মুখী হওয়ার পরিবর্ত্তে তদ্বিমুখ বা তদ্বিরোধী হইয়া পড়েন,চতুর্ব্যূহ-মহাবিষ্ণু-তত্ত্বকে প্রাকৃত ও 'অপবাদ' মনে করিয়া তাহা খণ্ডন করিবার জন্য প্রয়াসান্বিত হন। বিষ্ণুমায়া তাঁহাদিগকে ছলনা করেন বলিয়া তাঁহারা 'মুখে বেদ মানিয়াও' "(প্রচ্ছন্ন) বেদ-নিন্দক" বা বৌদ্ধাদি অপেক্ষাও অধিকতর নাস্তিক হইয়া পড়েন। কিন্তু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বলেন যে, বেদচতুষ্টয়-চতুর্ব্যূহ মহাবিষ্ণু তত্ত্বেরই শ্রীমূর্ত্তি। 'ঋগ্বেদ'—'বাসুদেব','যজুর্ব্বেদ'—'সঙ্কর্ষণ','সামবেদ'—'প্রদ্যুম্ন' এবং 'অথর্ব্ববেদ'—'অনিরুদ্ধ'। আথর্ব্বণ-ভাষ্যে পূর্ণপ্রজ্ঞা-নন্দাচার্য্যপাদ শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন,—

"ঋগাদ্যাপরাবিদ্যা যদা বিষ্ণুর্নবাচকঃ।
তা এব পরমা বিদ্যা যদা বিষ্ণুস্ত বাচকঃ॥"

ঋগ্-যজুঃ সাম-অথর্ব্ব, শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-ছন্দো-জ্যোতিষ প্রভৃতি যদি বিষ্ণুবাচক না হয়, তাহা হইলে তাহারা অপরা-

বিদ্যা, আর যদি তাঁহারা বাচ্য-বিষ্ণুর বাচক হন, তাহা হইলে তাঁহারাই পরা বিদ্যা। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বর্ণ, সমস্ত শব্দ, সমস্ত ধাতু, সমস্ত কারক, সমস্ত বিভক্তি, সমস্ত বাক্যই বিষ্ণুর বাচক। বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি-দ্বারা সমস্ত শব্দশাস্ত্রই বিষ্ণু-পর। ভগবান্ বিষ্ণুর নিঃশ্বসিত বেদাদি কখনই অপরা বিদ্যা হইতে পারে না, কিন্তু যাহারা বিষ্ণুমায়ার 'আবরণাত্মিকা' ও 'বিক্ষেপাত্মিকা' বৃত্তিদ্বয়ে মোহিত হইয়া সেই বিষ্ণুবস্তুকে অধোক্ষজ-পুরুষোত্তমের বাচক না জানিয়া ইন্দ্রিয়-ভোগ্য অক্ষজ-বাচ্যবস্তুর বাচক মনে করে, তাহাদের ভূমিকা দেবী-ধামের অন্তর্গত; সুতরাং তাহারা স্বরূপতঃ পরাবিদ্যার শ্রীমন্দিরে অবস্থান করিলেও বিরূপাভিমানে পৌত্তলিকের ন্যায় অধোক্ষজ শ্রীমূর্ত্তিকে 'অক্ষজ বস্তু' মনে করে বলিয়া তাহাদের সুচিরশ্রম কার্য্যতঃ পরাবিদ্যার ছায়াশক্তিস্বরূপা অপরা বিদ্যারই সেবায় পর্য্যবসিত হয়। কৃষ্ণ-সেবিকা অপ্রাকৃত বাগীশ্বরীতে তাহাদের সেবা নিযুক্ত না হইয়া তাঁহার ছায়ারূপা প্রাকৃত সরস্বতীতেই তাহাদের আরোহ চেষ্টা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তাই কোন বৈষ্ণবকবি জগতের অপরাবিদ্যানিষ্ঠ ব্যক্তিগণের অবস্থা দেখিয়া গাহিয়াছেন;—

"তার্কিকা ঘটপটেতি রটেয়ুর্মীমাংসিনঃ সদসদিতি বদেয়ুঃ।
শাব্দিকা জবগড়েতি জপেয়ুর্বালকৃষ্ণচরণং ন ভজেয়ুঃ॥"

সর্ব্বকালেই বহির্ম্মুখ জগতে এইরূপ দশা দৃষ্ট হয়। পরম-করুণাময় ভগবান্ বাগীশ্বরীপতি বিষ্ণু কখনও স্বয়ং অবতরণ, কখনও বা তাঁহার নিজ শক্ত্যাবেশ অবতার প্রেরণ করিয়া জগতের এই বহির্ম্মুখতারূপ অপরাবিদ্যানিষ্ঠতা মোচনপূর্ব্বক তৎসেবাতাৎপর্য্যময়ী স্বরূপশক্তি পরাবিদ্যার সৌন্দর্য্য-মহিমা উদ্ঘাটিত করেন। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীনবদ্বীপের চিত্র আমরা এইরূপ-ভাবে অঙ্কিত দেখিতে পাই—

ত্রিবিধ বয়সে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী প্রসাদে সবেই মহাদক্ষ॥
সবে মহা-অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে॥
নানা দেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নিশ্চয়॥

* * * *

যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাহারাহ না জানে সব গ্রন্থ-অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যম-পাশে ডুবি মরে॥
না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বিনা গুণ কার না করে কথন॥

* * * *

বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণনাম।
নিরবধি বিদ্যাকুল করেন ব্যাখ্যান॥

কিন্তু সেই সময় পরাবিদ্যার অধ্যাপক-আচার্য্যসূত্রে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য—

"ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্রের প্রচার।
সর্ব্বদা বাখানে কৃষ্ণপদ-ভক্তি সার॥"

আর, পাতালে ভাগবতবক্তা নাগ্য সঙ্কর্ষণের অবতারী পরাবিদ্যাপতি শ্রীবিশ্বরূপ—

"সর্ব্বশাস্ত্রে সকলে বাখানে বিষ্ণুভক্তি।
খণ্ডিতে তাঁহার ব্যাখ্যা নাহি কার শক্তি॥"
(চৈঃ ভাঃ আঃ ৭.১০)

আবার স্বয়ংরূপ বিষ্ণুপরতত্ত্ব বেদপতি ভগবান্ গৌর নারায়ণ জগতের বহির্ম্মুখতারূপ অপরাবিদ্যা-নিষ্ঠতা মোচন কল্পে স্বয়ং আচরণ করিয়া জগতে পরাবিদ্যার সৌন্দর্য্য প্রচার করিয়াছেন; তিনি অপরা বিদ্যার গর্ব্বে গর্ব্বিত দিগ্বিজয়ীর অনূচানমানিতা নিরাস করিয়া বলিয়াছেন,—

দিগ্বিজয় করিব,—বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বর ভজিতে সেই 'বিদ্যা সত্য' কহে॥

* * * *

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ পাদ-পদ্মে যদি চিত্ত-বিত্ত রয়॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৩।১৭৪,১৭৯)

সরস্বতীপতি গৌরনারায়ণ তাঁহার অধ্যাপনা-লীলায় বিদ্যার সার্থকতা বা উত্তম-অধ্যয়ন-তাৎপর্য্য জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

"আবিষ্ট হইয়া প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
সূত্র-বৃত্তি-টীকায় সকল হরিনাম॥
প্রভু কহে, সর্ব্বকাল 'সত্য' 'কৃষ্ণ নাম'।
সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণ বহি নাহি বলয়ে আন॥

আগম-বেদান্ত আদি যত দরশন।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে, কৃষ্ণপদ-ভক্তি ধন॥
মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়॥
কৃষ্ণের ভজনা ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে।
সে অধম কভু শাস্ত্র মর্ম্ম নাহি জানে॥
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি মরে॥
পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারেখারে।
কৃষ্ণ মহামহোৎসবে বঞ্চিল তাহারে॥

(চৈঃ ভাঃ ম ১ম)

একদিন শ্রীশচীদেবী নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"—বাপ, আজি কি পুঁথি পড়িলা?
কাহার সহিত কিবা কোন্দল করিলা॥
প্রভু বলে, আজি পড়িলাম কৃষ্ণনাম।
সত্য কৃষ্ণচরণকমল-গুণ-ধাম॥
সত্য কৃষ্ণ-নাম-গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে যে জন॥
সেই শাস্ত্র সত্য কৃষ্ণভক্তি কহে যায়।
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায়॥

"যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নৈব তৎ শাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥"

নিমাই পণ্ডিত পড়ুয়াগণ পরিবৃত হইয়া অধ্যাপনায় বসিয়াছেন,—

"সিদ্ধবর্ণ সমাম্নায়?" বোলে শিষ্যগণ।
প্রভু বোলে "সর্ব্ববর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ॥"
শিষ্য বোলে "বর্ণসিদ্ধ হইল কেমনে?"
প্রভু বোলে "কৃষ্ণদৃষ্টিপাতের কারণে॥
শিষ্য বোলে "পণ্ডিত! উচিত ব্যাখ্যা কর।"
প্রভু বোলে "সর্ব্বক্ষণ-শ্রীকৃষ্ণ সোঙর॥
কৃষ্ণের ভজন কহি—সম্যক্ আম্নায়।
আদি মধ্য অন্তে কৃষ্ণভজন বুঝায়॥"

(চৈঃ ভাঃ ম ১ম)

* * * *

পড়ুয়া সকলে বলে "ধাতু-সংজ্ঞা কার?"
প্রভু বলে, "শ্রীকৃষ্ণের শক্তি নাম যার॥
ভ্রমবশে অধ্যাপক না বুঝয়ে ইহা।
'হয়'—'নয়' ভাই সব বুঝ মন দিয়া॥
পড়ুয়া সকলে বলে বাখান'—উচিত।
'সত্য'—'কৃষ্ণ' সকল শাস্ত্রের সমীহিত॥
অনায়ন এই সে—সকল শাস্ত্র-সার।
তবে যে না লই, দোষ আমা' সভাকার॥
মূলে যে বাখান' তুমি, জ্ঞাতব্য সে-ই সে।
তাহাতে না লয় চিত্ত নিজ কর্ম্ম-দোষে॥"

বেদপতি ভগবান্ গৌর-নারায়ণ পড়ুয়াগণের মুখে এইরূপ উক্তি প্রকাশ করিয়া জানাইলেন যে, সাঙ্গ ঋগাদি শাস্ত্র সমস্তই কৃষ্ণ-তাৎপর্য্যময়, জীব নিজ বুদ্ধির দোষে কৃষ্ণেন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুকে নিজেন্দ্রিয়ভোগ্য মনে করিলেই তাহার কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি পরা বিদ্যার পাদপদ্ম সেবা হইতে বিচ্যুতি ঘটে; তখন দুষ্টা সরস্বতী বা অপরাবিদ্যাই তাহার অর্চ্চনের বিষয় হয়। যে স্থানে 'ন্যায়'—কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-ভক্তের গুণানুবাদরূপ সুন্যায় কার্য্যে নিযুক্ত না হইয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধরূপ অবৈধ বা অন্যায় কার্য্যে নিযুক্ত হয়, সেই স্থানে জীব ন্যায়-ভূমিকা হইতে বিচ্যুত হইয়া অন্যায় ভূমিকায় নীত। সেইরূপ অবস্থায় অবস্থিত ব্যক্তিকে ভগবদ্ভক্তগণ "ঘটপটিয়া মূর্খ" বলেন। নামাচার্য্য শ্রীঠাকুর হরিদাসের বা শুদ্ধ বৈষ্ণবের বিরোধার্থ যখন অন্যায়রূপে 'ন্যায়কে' প্রযুক্ত করিবার প্রচেষ্টা হয়, তখন উহা মূর্খতা ও জড়তা ব্যতীত আর কিছুই নহে,—

'ঘটপটিয়া মূর্খ' তুমি ভক্তি (পরাবিদ্যা) কাঁহা জান?
হরিদাস ঠাকুরেরে তুই কইলি অপমান!!

(চৈঃ চঃ অ ৩।১৯৯)

"যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৬২)

আবার, ব্যাকরণাদিজ্ঞান নিন্দিত হয় নাই; কারণ তাহা কৃষ্ণ-সেবা-তাৎপর্য্যময়, যথা—

"'ব্যাকরণ' নাহি জানে, না জানে 'অলঙ্কার'।
নাটকালঙ্কার-জ্ঞান নাহিক যাহার॥
কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার।"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

কিন্তু যদি ব্যাকরণ-নাটকালঙ্কার-জ্ঞান কৃষ্ণসেবা-তাৎপর্য্য রহিত হয়, তাহা হইলে উহা 'গ্রাম্য কবির' কবিত্ব বা বিমুখমোহিনীর অপরা বিদ্যার কুনাট্য মাত্র। আমরা বঙ্গদেশীয় বিপ্রকবির দৃষ্টান্তে ইহা দেখিতে পাই।

রামানন্দি-সম্প্রদায়-ভুক্ত 'সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ', 'কাব্য-প্রকাশ-অধ্যাপক' 'রামদাস' নামক কোন এক ব্যক্তি শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর সহিত নীলাচলে আগমন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করেন, কিন্তু সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই কাব্যশাস্ত্র-পণ্ডিতকে "অন্তরে মুমুক্ষু", "বিদ্যা-গর্ব্ববান্" জানিয়া তাঁহার প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনও কৃষ্ণ-সেবাতাৎপর্য্যময়ী বিদ্যাকে কিঞ্চিন্মাত্রও অকৃষ্ণ বস্তুতে নিযুক্ত করিবার প্রয়াস আদর করিবার আদর্শ দেখান নাই। শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণও শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই আদর্শেরই অনুগামী। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল ভট্টগোস্বামী রঘুনাথ প্রভুকে বৈষ্ণব পণ্ডিতের নিকট 'ভাগবত' অধ্যয়ন করিবার আদেশ করিয়া যাহারা কৃষ্ণসেবা-তাৎপর্য্যময়ী পরা বিদ্যায় ভোগ-বুদ্ধিরূপ অবৈষ্ণবোচিত-বৃত্তি প্রদর্শন করে, সেই সকল বিষ্ণুমায়ামোহিত অনুচান-মানী পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করিবার আদেশ করিয়াছেন। ঐরূপ দুঃসঙ্গ বর্জ্জন না করিতে শিখিলে, বিষ্ণুসেবাতাৎপর্য্যময় বেদ-বেদাঙ্গে অধিকার জন্মে না।

যাহাতে বেদপতি-গৌরবিহিতা পরাবিদ্যায় সকলের অধিকার ঘটে এবং যাহাতে সরস্বতীপতির আবির্ভাব-ক্ষেত্র-সর্ব্ববিদ্যাপীঠ শ্রীনবদ্বীপে বিষ্ণুকান্তা বাগীশ্বরীর লুপ্ত অর্চ্চনা পুনঃ প্রকাশিতা হইয়া বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের আত্মস্বরূপ-বৃত্তির সেবোন্মুখতা উদ্বুদ্ধ করে, তজ্জন্য শ্রীবাগীশ্বরীপতি গৌরসুন্দরের ইচ্ছায় "পরা বিদ্যাপীঠ" ও তদন্তর্গত অবিদ্যা-হরণ বেদবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। আপাততঃ দৈবসর্গের প্রসারণকল্পে ব্যাকরণ ও কাব্যের শ্রেণী খোলা হইয়াছে; পাঠার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইলে 'বেদান্ত', 'প্রস্থান চতুষ্টয়,' 'ন্যায়াদি দর্শন', 'স্মৃতি', 'জ্যোতিষ', 'উপনিষদ্', 'শ্রীমদ্ভাগবত', 'গীতা' ও অন্যান্য শাস্ত্রাধ্যাপনার শ্রেণীগুলিও খোলা হইবে।

ব্যাকরণই শাস্ত্রপ্রবেশের দ্বার, সুতরাং প্রাথমিক পাঠার্থীর পক্ষে ব্যাকরণজ্ঞান সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। প্রাতি-পদিক, শব্দ, বিভক্তি, ধাতু, প্রত্যয়, কারক, সমাস, তদ্ধিত সমস্তই বিষ্ণুবাচক; এই সত্যবীজ সুকোমলমতি পাঠার্থিগণের হৃদয়ে প্রথম মুখেই বপন করিবার জন্য গৌড়ীয়সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ-বিরচিত শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ এবং গোস্বামি-পাদ-রচিত বিশুদ্ধ কাব্য নাটকাদির (যাহা অধিকারোপযোগী) অধ্যাপনারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এইরূপ পরা-বিদ্যা-পীঠ অপ্রাকৃত-সারস্বত-তীর্থ সাধারণ বিদ্যা-পীঠের অন্যতম নহে। পরাবিদ্যানুশীলনই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। বিশেষতঃ এই পরাবিদ্যাপীঠস্থ অবিদ্যাহরণ বেদ-বিদ্যালয়ে মধ্ব ন্যায়, শ্রীমধ্ব-রামানুজ-বিষ্ণুস্বামী-নিম্বার্ক—এই সাত্বত সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের নিত্যানুভূতি এবং মাধ্ব গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের দর্শন-শাস্ত্রসমূহ তত্তৎ সম্প্রদায়-বৈভব-বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী বিশিষ্ট-বৈষ্ণব-পণ্ডিতবর্গের দ্বারা অধ্যাপিত হইবার ব্যবস্থা হইতেছে। বালক যুবা-প্রৌঢ়-বৃদ্ধ-জাতিবর্ণ-যোগ্যতানুসারে সদাচারপরায়ণ, বিনীত, স্নিগ্ধ, নিষ্কপট, ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি মাত্রেই এই পরাবিদ্যাপীঠস্থ অপ্রাকৃত বাণীর মন্দিরে উপবেশন করিবার অধিকার পাইবেন।

এইরূপ নির্ম্মৎসর মহদনুষ্ঠানে শ্রীচৈতন্য-মঠের সেবকগণ স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রেরই সহানুভূতি বাঞ্ছা করেন। কারণ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি-বাক্য-দ্বারা এইরূপ পরম সদনুষ্ঠানের সেবা করিলে নিঃসংশয়িত ভাবে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা ও স্বধর্ম্মপালনের মহৎ ফললাভ ঘটে,—

"এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥"

(ভাঃ ১০।২২।৩৫)

"ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥"

(চৈ চ আ ৯।৪১)

পরাবিদ্যাপীঠে প্রবেশার্থিগণ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ-যাত্রার পূর্ব্বেই অর্থাৎ ১৫ই আষাঢ় মধ্যে স্ব স্ব নাম-ধাম-যোগ্যতা উল্লেখপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

আচার্য্যাধিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা।
অথবা—পণ্ডিত শ্রীনন্দলাল কাব্যতীর্থ বি, এ
শ্রীচৈতন্য মঠ, বামন পুকুর পোঃ, শ্রীধাম মায়াপুর
সুপ্রাচীন নবদ্বীপ।

শ্রীনীলাচল-মহোৎসবে আহ্বান

দেখিতে দেখিতে আবার ভক্তজন-হৃদয়ে আনন্দের লহরী তুলিয়া শ্রীনীলাচল-মহামহোৎসব আগত হইল—"গৌর আমার, যে সব স্থানে, করল ভ্রমণ রঙ্গে। সে সব স্থান, হেরিব আমি, প্রণয়িভকত সঙ্গে॥"—গৌরজনবরের এই স্বাভীষ্ট-লালসাময়ী-গীতি-চন্দ্রিকা গৌরভক্তগণের সেবা-বৈভব প্রস্ফুটিত করিয়া দিল—বিপ্রলম্ভবিগ্রহ গৌরসুন্দরের পাদপরাগ নিষ্যাত-ক্ষেত্রে—কৃষ্ণান্বেষণলীলা-বিনোদ-ক্ষেত্রে—বিপ্রলম্ভরস পরিপোষক-গৌরজনগণের মুখকমলবিনিঃসৃত গৌরবিহিত-বিশুদ্ধ কীর্ত্তন মুখরিত-ক্ষেত্রে—মহামহাবদান্য-গৌর-পার্ষদগণের অধ্যুষিত পরমোদার প্রেমসমুদ্রের অপ্রাকৃত-রঙ্গে সর্ব্বাঙ্গ বিলুণ্ঠিত করিবার জন্য আবার হৃদয় নাচিয়া উঠিল।

আগামী ৩০শে ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৪১, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, ১৫ই জুন খৃঃ ১৯২৭ বুধবার দিবস শ্রীশ্রীনীলাচলচন্দ্রের স্নান-যাত্রা-বাসর। উক্ত দিবস হইতে শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে স্বর্গদ্বারে নীলাম্বুধির তটে অবস্থিত শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠে বার্ষিক মহা-মহোৎসব আরম্ভ হইবে এবং ৮ই আষাঢ় বুধবার নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের ভজনস্থলী—ভক্তিকুটী শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে তাঁহার ত্রয়োদশ বার্ষিক বিরহ মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। স্নানযাত্রার পর শ্রীনীলাচলচন্দ্র একপক্ষকাল নিভৃতে মহালক্ষ্মীর সহিত বিলাস করেন, সেই সময়কে 'অনবসর' বা 'নিভৃতকাল' বলে। সেই নিভৃতকালে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবদনচন্দ্র কাহারও দর্শন করিবার অধিকার নাই। সাধারণের তখন দর্শনের অবসর হয় না বলিয়া সেই পক্ষপরিমিত কাল "অনবসর-কাল" নামে কথিত হয়।

"আপনি আচরি, ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়"—এই ন্যায়াঙ্গীকার-লীলা-প্রদর্শনকারী মহাবদান্য বিপ্রলম্ভবিগ্রহ ভগবান্ গৌরসুন্দর নানাভাবে জীবকুলকে কৃষ্ণান্বেষণ ও স্বতন্ত্রেচ্ছ পুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়-সুখৈষণা শিক্ষা দিয়াছেন; তাই তিনি যে সময়ে শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত নিভৃতে ক্রীড়ামোদে রত থাকেন, সেই পক্ষপরিমিত কাল কৃষ্ণ-দর্শন-বিরহে উন্মত্ত হইয়া শোকাকুলা কৃষ্ণ-কিঙ্করীর ন্যায় কোন নিভৃত স্থানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিভৃতে কৃষ্ণার্থে ক্রন্দন করিবার জন্য গমনভঙ্গিলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন—

"অনবসরে জগন্নাথ না পাঞা দরশন।
বিরহে আলালনাথ করিলা গমন॥"

(চৈঃ চঃ ম ১।১২২)

*   *   *   *

"গোপীভাবে বিরহে প্রভু ব্যাকুল হঞা।
আলালনাথে গেলা প্রভু সবারে ছাড়িয়া॥"

(চৈঃ চঃ ম ১১।৬৩)

শ্রীমন্মহাপ্রভু অনেক সময় ভক্তগণের প্রতি কোন-লীলা প্রদর্শন করিয়া আলালনাথ গমন করিবার ইচ্ছা জানাইতেন, কখনও বা লোক-সঙ্ঘট্ট এড়াইয়া নির্জ্জনে বাস করিবার জন্য আলালনাথ গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। প্রকৃত-প্রস্তাবে আলালনাথ ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণের একটী গোপ্য-স্থান।

'আলালনাথ' শব্দটী অলবরনাথ বা আলোয়ারনাথ শব্দের অপভ্রংশ। তামিল ভাষায় দিব্যসূরি বা ভগবৎ-পার্ষদগণকে 'আলোয়ার' বলে। শ্রীসম্প্রদায়ের পূর্ব্বতন কোন আলোয়ার এইস্থানে চতুর্ভুজ-বাসুদেব শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাঁহাকে স্বীয় প্রাণনাথ-জ্ঞানে "আলোয়ার-নাথ" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

মহামহাবদান্য পরমকারুণিক গৌরজনের কৃপায় সেই আলালনাথ ব্রহ্মগিরিতে—দিব্যসূরিগণের অধ্যুষিতক্ষেত্রে—সর্ব্বোপরি সাবরণ গৌর-ভগবানের পাদপঙ্কজপরাগপূত-ক্ষেত্রে—বিপ্রলম্ভরসোদ্দীপন ভূমিতে বর্ষকাল যাবৎ শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ প্রকটিত হইতেছেন। শ্রীগৌর-পদানুসরণে সেই স্থানে অনবসরকালে শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে সংকীর্ত্তন মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় যথারীতি শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, শ্রীনগরসংকীর্ত্তন, দ্বারে দ্বারে হরিকথাপ্রচার, শ্রীক্ষেত্র-পরিক্রমা, কীর্ত্তনমুখে গৌরলীলাস্থলী সন্দর্শন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীমহাপ্রসাদ-সেবন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠিত হইবেন। এই সকল ভক্ত্যঙ্গ কৃষ্ণানুশীলনের সম্পূর্ণ অনুকূল। বিশেষতঃ শুদ্ধভক্ত-

সঙ্গে, অনুক্ষণ কীর্ত্তনরঙ্গে, কৃষ্ণ-কোলাহল-নিনাদিত ক্ষেত্রে বাস শুদ্ধকীর্ত্তন দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত মায়া-মরুতে সুদুর্লভ। গৌরজনগণের কৃপায় যখন এরূপ সুদুর্লভ বস্তুও অযাচিত ভাবে বিতরিত হইতেছে, তখন দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরই সেই সুবর্ণ-সুযোগ হারান' উচিত নহে। শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার সভ্য-মণ্ডলী বিশ্বের আপামর সকলকে এই গৌর-মনোহভীষ্ট-সংকীর্ত্তন-মহা-মহোৎসব-সেবায় যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। আশা করি, ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই এই সুমহৎ শুদ্ধ ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন ও সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণকে কীর্ত্তনসেবায় অধিকার প্রদান করিয়া উৎসাহিত করিবেন।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,
সমুদ্রধার, পুরী,
২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪।

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন —

আগামী ৩২শে জ্যৈষ্ঠ ১৫ই জুন, গৌরাব্দ ৪৪১, বুধবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-দিবস হইতে ১৬ই আষাঢ়, ১লা জুলাই শুক্রবার পর্যন্ত "শ্রীপুরুষোত্তম মঠে" বার্ষিক মহোৎসব হইবে। ১৪ই আষাঢ়, ২৯শে জুন বুধবার নিত্য-লীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের** ত্রয়োদশ বার্ষিক **বিরহমহোৎসব** হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ, শ্রীহরিকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে। **অনবসরকালে** ব্রহ্মগিরি **আলালনাথ শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয়মঠে** শ্রীগৌরানুগমনে শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠানমুখে **মহোৎসব** হইবে। মহোদয় কৃপাপূর্ব্বক সপরিকরে এই ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে পরমানন্দিত হইব। ইতি

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু **শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী,**
শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায়
(ভক্তিসারঙ্গ)।

প্রেরিত পত্র

সে আজ অনেক দিনের কথা—১২৭১ সাল। তখন শ্রীশ্রীব্রজবাসী মহাভাগবত সিদ্ধ জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীধাম নবদ্বীপে তাঁহার ভজন-কুটীরে ভজন করিতেন। সিদ্ধ জগন্নাথ বাবাজী মহারাজকে চিনেন না, এরূপ ব্যক্তি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে নাই। সদ্ ব্যক্তি মাত্রেই সেই মহাপুরুষকে প্রাণের সহিত ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং তাঁহার উপদেশ ও আদেশকে শিরোধার্য্য করিতেন ও এখনও করেন। তাঁহার বাক্য বেদ-বাক্যের ন্যায় 'অভ্রান্ত সত্য' বলিয়া জানিতেন ও জানেন। গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্র-মণ্ডল ও ব্রজ-মণ্ডলের তিনি একচ্ছত্র বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম-চক্রবর্ত্তী ছিলেন। এখনও তাঁহার নামে শত শত লোকের হৃদয় নাচিয়া উঠে; তাঁহার আদেশ জানিলে সকলের চিত্ত সেই আদেশ-উপদেশের প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হয়।

একদিন সেই মহাপুরুষ ১২৭১ সালে ভাবে তন্ময় হইয়া তাঁহার শিষ্য শ্রীশ্রীবিহারীলাল ব্রজবাসীকে—যিনি অনুক্ষণ সিদ্ধ বাবাজী মহারাজের সেবা করিতেন, বাবাজী মহারাজ কোন স্থানে যাইতে চাহিলে যিনি তাঁহাকে স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া যাইতেন, সেই সেবককে (তিনি লেখকের গুরুদেব ও ব্রজবাসী) ডাকিয়া বলিলেন,—"ওরে বিহারি! আজ আমাকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া চল্, আর দেখ্ সেখানে একখানা নৌকা পাওয়া যায় কিনা।" বাবাজী মহারাজ যখনই যে কিছু আদেশ করিতেন, তাঁহার সেবক (আমার গুরুদেব) তৎক্ষণাৎই সেই আদেশ পালন করিবার যত্ন করিতেন। আদেশ পাইয়া বাবাজী মহারাজের সেবক তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া চলিলেন ও নৌকা-বাহককে ডাকিলেন। সিদ্ধ বাবাজী মহারাজ আসিতেছেন দেখিতে পাইয়া নৌকা-বাহকগণ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। একসঙ্গে বহু নৌকা-বাহক আসিয়া প্রত্যেকেই তাঁহার নৌকায় বাবাজী মহারাজকে চড়াইবার জন্য প্রার্থনা জানাইতে থাকিলেন। কারণ তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, সিদ্ধ বাবাজী মহারাজ যে নৌকায় চড়িবেন, সেই নৌকা-বাহকের কখনও কোন অভাব হইবে না এবং তাঁহাদের

সর্ব্ববিধ মঙ্গল হইবে। বাবাজী মহারাজের ইচ্ছামত তাঁহার সেবক তাঁহাকে একটী নৌকায় উঠাইয়া দিলেন এবং নিজেও সঙ্গে চলিলেন। নৌকা ওপারে চরার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলে বাবাজী মহারাজ নিজ শিষ্য শ্রীবিহারীলাল ব্রজবাসীর সহিত এক মাইল দূরে গিয়া ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন, কিছুক্ষণ পরে অর্দ্ধ-বাহ্য-দশায় শিষ্যকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন—"ওরে, আজ পরম আনন্দের দিন। কোথায় আসিয়াছিস্, জানিস্? আমার পরম দয়াল প্রভু মহাপ্রভু এইস্থানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এখন যে স্থানে বসিয়াছি, এই স্থানে মহাপ্রভুর 'খোল-ভাঙ্গা-লীলা' হইয়াছিল। আর, তোকে প্রমাণ দেখাইয়া দিতেছি। এক কাজ কর, একটি মৃত্তিকাখননের যন্ত্র নিয়া আয়।" আমার গুরুদেব তখন বড়ই অপ্রস্তুত হইলেন, তিনি পূর্ব্বে জানিলে নবদ্বীপ হইতেই খনিত্রাদি যন্ত্র লইয়া আসিতেন; এখানে কোথায়ই বা সেই যন্ত্র পান! কি করেন, নৌকা-বাহকের কাছে গিয়া সন্ধান করিতে থাকিলেন; নৌকা-বাহকের নিকট খনিত্র না থাকিলেও লৌহময় অন্য প্রকার যন্ত্রাদি ছিল। অগত্যা সেই সকল যন্ত্র আনিয়া বাবাজী মহারাজের আদেশে আমার গুরুদেব মাটী খুঁড়িতে থাকিলেন। প্রায় পাঁচফুট আন্দাজ মাটি খনন করা হইল। তখন বাবাজী মহারাজ বলিলেন—"ওরে এখানে মহাপ্রভুর নিজ হস্তের খোলের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে"; বাবাজী মহারাজ একটা বৃহৎ খোলের চাড়া বাহির করিলেন। বাহির করিয়াই ভাবে বিভোর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে 'গৌর নাম' করিতে করিতে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে থাকিলেন। ধরণী-দেবী টলমল করিতে থাকিল। সিদ্ধ বাবাজী মহারাজের নৃত্য যিনি দেখিয়াছেন, তিনি এই কথা বুঝিতে পারিবেন। গুরু-শিষ্য উভয়েই নৃত্য করিতে থাকিলেন। সেই নৃত্য দেখিয়া নৌকা-বাহকগণও সেখানে আসিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। বাবাজী মহারাজের পুনঃ পুনঃ অশ্রুকম্প-পুলক হুঙ্কার প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার সকল হইতে থাকিল,—এক মহা প্রেমানন্দের তুফান ছুটিল; সিদ্ধ বাবাজী মহারাজ সকলকে ডাকিয়া বলিলেন,—"ওরে, এই স্থান, মহাপ্রভুর লীলা-স্থান, এই স্থানের নাম মহাপ্রভুর খোল-ভাঙ্গার ডাঙ্গা, এই স্থানে শ্রীবাস অঙ্গন ছিল, ঐ যে মহাপ্রভুর যোগপীঠ, জগন্নাথ মিশ্রের গৃহ—শচী দুলাল এইস্থানে হরিনামে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেন, ইহা গুপ্ত বৃন্দাবন—শীঘ্রই জগতে প্রকাশিত হইবে—বহু দূর দেশ হইতে এই স্থানে বহু লোক আসিয়া আবার মহাপ্রভুর নামে নৃত্য-গীতাদি করিবে—শীঘ্রই এইস্থানে মহাপ্রভু প্রকাশিত হইবেন।" এইরূপ অনেক কথা বলিয়া সিদ্ধ বাবাজী মহারাজ নৃত্য করিতে থাকিলেন। সকলেই বাবাজী মহারাজের মুখের এই সকল বাক্যকে 'বেদ-বাক্য' বলিয়া স্বীকার করিলেন। বাবাজী মহারাজ পুনরায় নবদ্বীপে গমন করিয়া লোক-দ্বারা তদানীন্তন নদীয়া জেলার ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়কে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। বাবাজী মহারাজ তাঁহার নিজ শিষ্য শ্রীবিহারীকে বলিলেন যে, ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের ন্যায় নিঃস্বার্থ, শিক্ষিত, সজ্জন বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য আর কেহই মহাপ্রভুর লুপ্ত-ধাম উদ্ধার করিয়া জগতে প্রচার করিতে পারিবেন না। এইজন্য তিনি তাঁহার অনুগত ভক্তিবিনোদ মহাশয়কে ডাকাইয়া মহাপ্রভুর জন্মস্থানের সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বলিলেন এবং মহাপ্রভুর জন্মস্থান ও লীলাভূমি জগতে প্রচার করিবার জন্য পুনঃপুনঃ উৎসাহিত করিতে থাকিলেন। পুজনীয় ভক্তিবিনোদ মহাশয় অবনত মস্তকে বাবাজী মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন; তিনি তখন সেইখানে বাবাজী মহারাজের একখানি আলোক চিত্র উঠাইয়া নিলেন।

ভক্তিবিনোদ মহাশয় তাঁহার স্ব-লিখিত জীবনীর একস্থানে লিখিয়াছেন যে, তিনি প্রথমে নবদ্বীপ যাইয়া মহাপ্রভুর লীলা স্থান অন্বেষণ করিয়া প্রথমে কিছু ঠিক করিতে পারেন নাই; তাহাতে তাঁহার হৃদয়ে বড় দুঃখ হয়। তিনি লিখিয়াছেন,—"একদিন সন্ধ্যার পর আমি ও শ্রী- * এবং * * বাবু ছাদের উপর উঠিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি। দশটা রাত্রে খুব অন্ধকার ও মেঘ হইয়াছে। গঙ্গা-পার উত্তরদিকে একটী আলোকময় অট্টালিকা দেখিলাম। শ্রী* * *কে জিজ্ঞাসা করায় সেও তদ্রূপ দেখিয়াছে বলিল। * বাবুকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, কিছুই দেখি নাই। তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। প্রাতে সেই রাণীর বাটীর ছাদ হইতে সেই স্থানটী ভাল করিয়া দেখিলে দেখিলাম যে তথায় একটী তাল গাছ আছে অন্য লোককে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, ঐ স্থান বল্লাল-দীঘি, তথায় লক্ষণ সেনের দুর্গ-চিহ্ন ইত্যাদি আছে। সে

সোমবারে কৃষ্ণনগর গিয়া পর শনিবারে বল্লাল-দীঘি গেলাম। তথায় রাত্রে আবার ঐ প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া পরদিন পদব্রজে ঐ সব স্থান দর্শন করিলাম এবং তত্রস্থ পুরাতন লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঐ স্থানটী শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া জানিলাম, শ্রীনরহরি ঠাকুরের পরিক্রমা-পদ্ধতি, ভক্তিরত্নাকর এবং চৈতন্য-ভাগবতে যে সমস্ত গ্রাম-পল্লীর উল্লেখ আছে, ক্রমশঃ সমস্ত দেখিলাম"।

সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীমায়াপুরে বহুবার আসিয়া কীর্ত্তন নর্ত্তন করিয়াছেন। মহাপ্রভুর যোগপীঠ দর্শন করিয়া পুনঃপুনঃ ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন এবং সকলের নিকট সেই গুপ্তধামের পুনঃপ্রকাশের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমি এই সকল কথা আমার গুরুদেব—যিনি শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সহিত অনুক্ষণ থাকিতেন, তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি। এখনও আমার গুরুদেব এই সকল কথা বলিয়া আনন্দ অনুভব করেন। তিনি অত্যন্ত প্রাচীন হইয়াছেন, প্রাপঞ্চিক কালের প্রায় শতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। এখন তিনি শ্রীব্রজধামে আছেন।

সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের বাক্য—বেদবাক্য; তাহাতে ভ্রম, প্রমাদ বা অপরকে বঞ্চনা করিবার প্রবৃত্তি কিংবা ইন্দ্রিয়ের অপটুতা নাই। ত্রিকালজ্ঞ অপ্রাকৃত বস্তু সমূহ অপ্রাকৃত সিদ্ধ-বৈষ্ণবগণের বিশ্বদনুভূতিদ্বারা জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ-সনাতনের দ্বারা কৃষ্ণকেলি-স্থান লুপ্ত-বৃন্দাবন উদ্ধার করাইয়াছেন, আবার শ্রীমন্মহাপ্রভুই তাঁহার পরম অন্তরঙ্গ ভক্ত সিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীশ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের হৃদয়ে উদিত হইয়া সজ্জন-বরেণ্য গৌরগত-প্রাণ শ্রীভক্তিবিনোদ মহাশয়ের দ্বারা তাঁহার স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীধাম জগতে প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন। যুগে যুগে যখন যখন সত্যের প্রচার হইয়াছে তখন তখনই সুর-বিরোধিগণ সত্যকে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছে। যখন জগতে স্বর্ণের আদর হইল, তখন সঙ্গে সঙ্গে কেমিকেলেরও সৃষ্টি হইল। যখন বঙ্গদেশে মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইলেন, কিছুকাল পরেই রাঢ়দেশে ভগবানের কাচকাচিয়া দৈত্যেরও আবির্ভাব হইল, যখন যেখানে যেখানে আসল আবির্ভূত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে নকলও সৃষ্টি হইয়াছে। জগতের অধিকাংশ লোক যদি সেই নকলের আদর করে, তাহা হইলেও সত্যের কিছু আসিয়া যায় না; সত্য চিরকালই সত্য। আধুনিক নব্য-দলে সত্যবিপর্য্যয় করিবার নানাবিধ চেষ্টা হইতেছে; তাহারা স্বার্থান্ধ হইয়া তাহাদের পিতা-পিতামহকে 'বোকা' মনে করিতেছেন, ইহা বড়ই দুর্গতির কথা। শ্রীধাম মায়াপুর জগতের শ্রেষ্ঠ-বৈষ্ণব-সম্রাটগণের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছেন। বৈষ্ণব-মণ্ডল চক্রবর্ত্তী সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজী-মহারাজ, সিদ্ধ মহাত্মা পরমহংস শ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ, সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী, কাল্‌নার বাবাজী মহাশয় সকলেই প্রাচীন শ্রীধাম মায়াপুরকে 'মহাপ্রভুর জন্মস্থান' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তদানীন্তন যাবতীয় শ্রেষ্ঠ-মনীষিগন একবাক্যে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ মহাশয় প্রকাশিত শ্রীধাম মায়াপুরই যে মহাপ্রভুর জন্মস্থান, ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কেবল কতিপয় স্বার্থপর ব্যক্তির ধর্ম্মব্যবসায় ও প্রতিষ্ঠার ক্ষতি হইতেছে জানিয়া তাহারা দেব-বিরোধ-কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছে। যাহা হউক, এইরূপ বিরোধে সত্যের মর্য্যাদা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর ভাবে জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহার সাক্ষ্য ও দৃষ্ট হইতেছে। শ্রীমায়াপুরের সেবা ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে, প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তির তথায় সমাগম হইয়া থাকে; ইহাতেও স্বার্থপর ব্যক্তিগণের একটা মাৎসর্য্যের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহাদের মৎসরতা সত্যের পুষ্টি ও তাহাদের অসুবিধা করিয়া দিতেছে, ইহা তাহারা তাহাদের সৌভাগ্যের উদয় হইলে ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবে।

যাহা হউক, আমি যাহা আমার গুরুদেবের মুখে শুনিয়াছি, সেই ঘটনাটী যথাযথ লিখিলাম। বৈষ্ণবগণ আমার অপরাধ লইবেন না।

বৈষ্ণব দাসানুদাস
শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্যামবাজার, কলিকাতা।

প্রার্থনা

শ্রীগুরুদেব!

তোমারি দেওয়া পূজার সম্ভার,
তাই দিয়া পূজি তোমা।
জানিনা তোমার পূজা কিসে হয়,
নিজ গুণে কর ক্ষমা॥ ১॥

আমি যে দুর্ম্মতি সদা অধোগতি,
নাহিক সদ্‌গতি লেশ।
ছিলাম পড়িয়া সংসার ভিতরে,
পে'তেছিনু দুঃখ শেষ ॥ ২
এহেন সময় করুণা করিয়া,
নিয়েছ চরণে টেনে।
করিলে আমার সব দুঃখ দূর,
অপার করুণা দানে ॥ ৩
এমন দুর্দ্দিনে তুমি বিনে আর,
দেখিনা সংসারে কেহ।
ছাড়ি সব সুখ জীবের লাগিয়া,
ভাবনা যে অহরহঃ ॥ ৪
উপধর্ম্ম আর অপধর্ম্ম সব,
ধরিয়া আপন মূর্ত্তি।
নানা বেশে ফিরে প্রতি ঘরে ঘরে,
নাশিছে সজ্জন কীর্ত্তি ॥ ৫
নিভিয়া গিয়াছে সত্যের আলোক,
আঁধারে ঢেকেছে ধরা।
সকলে নিদ্রিত নাইকো চেতনা,
জীয়ন্তে হয়েছি মরা ॥ ৬
ভাগবত-সূর্য্য অমল কিরণে,
স্ব-স্বরূপ দেখাইয়া।
অক্ষজ জ্ঞানেরে সমূলে নাশিয়া,
অধোক্ষজ জ্ঞান দিয়া ॥৭
এতই করুণা করিতেছ যদি,
মো হেন পামর জনে
দেওগো তোমার নিজজন সঙ্গ,
যাঁরা তব সেবা জানে ॥৮
তাঁদের সেবক হ'তে পারি যদি,
শিখিব তোমার সেবা।
জনমে জনমে এই অভিলাষ
(এ) অধম দাসেরে দিবা ॥৯

নিবেদক—
শ্রীরাধাচরণ (গোস্বামী)

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(৯) ভীষ্ম

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৭শ সংখ্যার পর)

অর্জ্জুন দ্রুতপদে আগমন করিয়া, এবারেও শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুন রথে আরোহণ করিলে, আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভীমবিক্রম ভীষ্মদেব আবার পূর্ব্ববৎ ভয়ঙ্কর শরজাল বর্ষণ করিয়া, পাণ্ডবপক্ষীয় অসংখ্য সৈন্য ও সেনানী সংহার করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন সহস্র চেষ্টাতেও তাঁহার বেগ রোধ করিতে পারিলেন না। সূর্য্যদেব অস্তগমন করিলেন। সকলে যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া, স্ব স্ব শিবিরে বিশ্রামলাভে যত্নবান হইলেন। এইরূপে নবম দিবসের যুদ্ধ শেষ হইল।

নিশাকালে আপন শিবিরে পাণ্ডবগণ বিপদ্‌বারণ শ্রীকৃষ্ণের পাদমূলে মিলিত হইয়া, দুর্জ্জয় দেবব্রতের বধোপায় স্থির করিতে এবং যাহাতে শীঘ্র জয়লাভ হয়, তাহার সুপথ অনুধাবন করিতে পরস্পর নানাবিধ যুক্তি-পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম যুদ্ধক্ষেত্রে বর্ত্তমান থাকিতে কৌরবদিগকে কেহই পরাজয় করিতে পারিবেন না। সুতরাং যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইলে অগ্রে ভীষ্মের প্রাণসংহার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব? তিনি পিতার সকাশে ইচ্ছা-মৃত্যু বর লাভ করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং মৃত্যুকে বরণ না করিলে, মৃত্যু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ শেষে যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন;—"চলুন আমরা সকলে তাঁহারই নিকটে গিয়া তাঁহাকেই এ বিষয়ে কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করি। তিনি সত্যই বলিবেন।" এই কথা বলিয়া শ্রীভগবান্ পাণ্ডবগণসহ ভীষ্ম-শিবিরে উপনীত হইলেন।

ভীষ্মদেব কপট মানুষ-বিগ্রহ বিশ্বাত্মা কেশবকে স্বজনসহ তাঁহার দ্বারে কৃপাপ্রার্থী হইয়া আনতমস্তকে সমাগত দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। পরে তাঁহাদিগকে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক বরণ করিয়া, মধুর কণ্ঠে কহিলেন,—"হে কৃষ্ণ, হে পাণ্ডবগণ, আমি তোমাদের প্রীতির জন্য কি করিব বল। তাহা দুষ্কর হইলেও আমি সর্ব্বপ্রযত্নে সম্পাদন করিব।"

অতঃপর তাঁহাদের মুখে তাঁহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, মৃত্যুর জন্য সদা প্রস্তুত সেই মহাত্মা গাঙ্গেয় লীলাময় শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্ম চাহিয়া দৃঢ়স্বরে আপন বধোপায় ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন; "কৃষ্ণার্জ্জুন ব্যতীত আমি কাহারও বধ্য নহি। এই ভূমণ্ডলে অন্য কেহই নাই, যিনি আমার বিক্রম সহ্য করিতে পারেন। কিন্তু আমার একটি সঙ্কল্প আছে;—আমি অস্ত্রকবচাদি-বিহীন, পতিত, পলায়মান ও ভীত ব্যক্তি, এবং স্ত্রীজাতি, স্ত্রীনামা, বিকলাঙ্গ, পিতার একমাত্র পুত্র ও শরণাগত জনকে অস্ত্রাঘাত করিব না। হে অর্জ্জুন, তুমি এক কার্য্য কর;—তোমাদের সৈন্যমধ্যে শিখণ্ডী নামে যে মহারথ দ্রুপদ তনয় আছেন, তোমরা জান, তিনি কিরূপে স্ত্রীলোক হইয়াও পুরুষ-রূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন; তুমি যুদ্ধস্থলে সেই ধনুর্দ্ধর শিখণ্ডীকে সম্মুখে লইয়া আমার প্রতি নিশিত শরজাল নিক্ষেপ কর। আমি তাঁহার প্রতি শরত্যাগ করিব না। এই সুযোগে তুমি আমাকে অসংখ্য শরাঘাতে বিদীর্ণ করিয়া পাতিত কর। তাহা হইলেই তোমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইবে।"

শ্রীকৃষ্ণসহ পাণ্ডবেরা প্রস্থান করিলেন। এইস্থলে আমরা শিখণ্ডীর একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। পূর্ব্বে যে কাশীরাজকন্যা অম্বার কথা বলা হইয়াছে; যিনি ভীষ্মের নিকট বিদায় লইয়া ইচ্ছামত প্রস্থান করিয়াছিলেন; তিনি শৌভপুরীর অধীশ্বর শাল্বরাজকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। শাল্বরাজও গোপনে তৎপ্রতি আপন অনুরাগ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। অম্বা মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহার অনুরাগ-ভাজন শাল্বের সমীপে উপস্থিত হইলে, তিনি কিন্তু আর তাঁহাকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না; অন্যপূর্ব্বা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। অম্বা ইহাতে দুই কূল হারাইয়া মহা বিপদে পড়িলেন। লজ্জায় লোকসমাজে আর মুখ দেখাইতে না পারিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে তপস্বীদের আশ্রমে অরণ্যে গমন করিলেন। তিনি তথায় সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিয়া জীবনযাপন করিতে সঙ্কল্প করিলেন; এবং তপস্বীদের চরণে পতিত হইয়া, আত্মকাহিনী বর্ণনা করিয়া সন্ন্যাসের উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা তাঁহার তৎকালোচিত কর্ত্তব্য বিষয়ে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় তথায় মহাপ্রভাব পরশুরাম উপস্থিত হইলেন। তিনি অম্বার দুঃখের কথা শ্রবণ করিয়া দয়া-পরবশ হইয়া কহিলেন,—"এই কন্যাকে এখন তবে ভীষ্মেরই গ্রহণ করা উচিত। ভীষ্ম আমার শিষ্য; তিনি নিশ্চয়ই আমার আদেশ পালন করিবেন। আমি স্বয়ং ইঁহাকে লইয়া তাঁহার নিকট যাইব। যদি তিনি আমার বাক্য রক্ষা না করেন, তবে যুদ্ধে তাঁহাকে বিনাশ করিব।"

তৃতীয় দিবসে পরশুরাম অম্বা-সহ ভীষ্মের সমীপে আগমন করিলেন। এবং তৎকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, পার্শ্বগত অম্বার বিপদের কথা সবিশেষ বর্ণনা করিয়া কহিলেন,—"হে ভীষ্ম, তোমারই জন্য এই নিরপরাধা রমণী বিপন্না হইয়াছেন; এক্ষণে তুমিই ইঁহাকে গ্রহণ করিয়া, ইঁহার ধর্ম্মলাভে সহায় হও। আমার আদেশ পালন কর।" ভীষ্মদেব উত্তর করিলেন,—"ইনি অপরের প্রতি অনুরাগিণী; তাহা নিজমুখেই স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং, ইঁহাকে আমি আর গৃহে স্থান দিতে পারি না। কোন্ ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া ভুজঙ্গীর ন্যায় পরপ্রণয়িণী রমণীকে স্বগৃহে আশ্রয় দিবে?" পরশুরাম পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিলেন,—"আমার বাক্য অবহেলা করিও না; ইঁহাকে গ্রহণ করিয়া আপনার কুল রক্ষা কর। তোমার দ্বারা পরিত্যক্তা হইয়া ইনি একান্ত আশ্রয়হীনা হইয়াছেন। তুমি আমার এই আদেশ অমান্য করিলে, কোনও কথা শুনিব না; আমি যুদ্ধে তোমাকে সংহার করিব।" মহাবল শান্তনব নির্ভয়ে আবার উত্তর দিলেন;—"আমি কাহারও ভয়ে কদাচ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারি না। এ বিষয়ে আপনি কৃপা করিয়া ক্ষান্ত হউন, অথবা অবিলম্বে যাহা করিতে ইচ্ছা হয় করুন।" শাস্ত্রে আছে, মহাত্মা মরুত্ত কহিয়াছেন,—

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥"
"স ত্বং গুরুরিতি প্রেম্ণা ময়া সম্মানিতো ভৃশম্।
গুরুবৃত্তিং ন জানীষে তস্মাৎ যোৎস্যামি বৈ ত্বয়া॥"
(মঃ ভাঃ উদ্যোগ ১৭৯ অঃ ২১)।

"কার্য্যাকার্য্য জ্ঞানহীন গর্ব্বিত পরম।
বিপথগামী যে গুরু ত্যাজ্য সেই জন॥"
গুরু বলি এত দিন দিয়াছি সম্মান।
হেরি বিপরীত এবে, করিব সংগ্রাম॥"

আমি এতদিন আপনাকে 'গুরু' বলিয়া সম্মান করিয়াছি ; কিন্তু, এক্ষণে আপনি গুরু-যোগ্য আচরণ (অর্থাৎ শিষ্যকে পরম শ্রেয়ঃপথে পরিচালন) করিতেছেন না ; সুতরাং আর আমি আপনাকে গুরু বলিয়া সম্মান দিতে প্রস্তুত নহি। আমি আপনার সহিত যুদ্ধই করিব। আপনি ব্রাহ্মণ ; আমিও ব্রাহ্মণকে বধ বা আঘাত করি না। কিন্তু, এক্ষণে আপনি যখন ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম-ত্যাগ করিয়া, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে অস্ত্রধারণ করিতেছেন, তখন আপনি স্বধর্মচ্যুত হইয়া ব্রাহ্মণত্ব হারাইতেছেন। অতএব, ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে আপনার প্রতি অস্ত্রাঘাত বা আপনার প্রাণসংহার ব্রহ্মহিংসা বা ব্রহ্মহত্যা বলিয়া গণ্য হইবে না। আর আমি ক্ষত্রিয় ; যুদ্ধে আহূত হইয়া যুদ্ধ করাই আমার ধর্ম্ম। আপনি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হউন।"

অবিলম্বে উভয়েই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে উপাগত হইলেন। ভীষ্ম-জননী গঙ্গা আসিয়া, পুত্রকে নিবারণ করিলেন। বলিলেন,—"ব্যোমকেশতুল্য পরাক্রমশালী পরশুরামের সঙ্গে বিবাদ করিও না ; বিপন্ন হইবে।" ধর্ম্মের প্রতিকূল আচরণে প্রবৃত্ত দেখিয়া, ধর্ম্মজ্ঞ গাঙ্গেয় তাঁহার জননী সুরবন্দিতা সুরধুনীর বাক্যও অগ্রাহ্য করিলেন। ভীষ্ম ও ভার্গবে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সমস্ত দেবতা, দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ সেই যুদ্ধ দেখিতে আসিলেন। শিবরামের যুদ্ধের মত এই যুদ্ধ দেখিতে দেখিতে ভীষণতর হইয়া উঠিল। দিনের পর দিন অতীত হইতে লাগিল, যুদ্ধের বিরাম নাই ; কেহ কাহাকেও পরাজয় করিতে পারিতেছেন না। ত্রয়োবিংশতি দিবস ঘোরতর যুদ্ধ হইল। শেষে নারদ-প্রমুখ মহর্ষিগণ ও ভীষ্মজননী জাহ্নবী আসিয়া উভয়কে ক্ষান্ত করিলেন। পৃথিবী শান্ত হইল।

পরশুরাম ভীষ্মের প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, অম্বাকে যথেচ্ছগমন করিতে আদেশ দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অম্বার অন্তরে এবার ভীষ্মের প্রতি ভয়ানক প্রতিহিংসাবৃত্তি প্রচণ্ড বহ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"যে প্রকারে পারি আমি ভীষ্মকে বধ করিব।" কালবিলম্ব না করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ অরণ্যে গমন এবং কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তপস্যায় তুষ্ট হইয়া শিব তাঁহাকে বর দিলেন,—তুমি দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া ভীষ্মকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে। "তুমি স্ত্রীলোক হইয়াও দৈবক্রমে পুরুষত্ব লাভ করিয়া প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে পারিবে। তোমার দেহান্তরে পূর্ব্বস্মৃতি লুপ্ত হইবে না।" অল্পদিন পরেই সেই অম্বা দ্রুপদতনয়া শিখণ্ডীরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। দ্রুপদরাজা এই কন্যাকে পুত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়া পুত্রের মত সাজাইয়া লালনপালন করিতে লাগিলেন। শিব তাঁহাকেও বর দিয়াছিলেন, তোমার কন্যা পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইবে। সেই ভরসাতেই দ্রুপদ, দশার্ণাধিপতি হিরণ্যবর্ম্মার কন্যার সহিত স্বীয় কন্যা শিখণ্ডীর বিবাহও দিলেন। ইহাতে আবার এক মহা অনর্থ উপস্থিত হইল। নববধূ স্বামীকে স্বজাতি জানিয়া, পিত্রালয়ে গিয়া তাহা পিতাকে বলিয়া দিল। মহাকোপে রাজা হিরণ্যবর্ম্মা দ্রুপদরাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। শিখণ্ডী দেখিলেন, তাঁহার জন্যই এই ঘোর বিপদ উপস্থিত। তখন তিনি লজ্জায় ও দুঃখে প্রাণত্যাগ করিবার জন্য এক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। দৈবক্রমে তথায় এক ঐশ্বর্য্যশালী যক্ষ, শিখণ্ডীর দুঃখের কথা শুনিয়া দয়াপরবশ হইয়া, নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য, তাঁহাকে নিজ পুরুষত্ব দিয়া আপনি তাঁহার স্ত্রীত্ব গ্রহণ করিলেন। শিখণ্ডী সানন্দে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। তথায় সকল অনর্থ অপগত হইল। এখানে যক্ষপতি কুবের আবার পূর্ব্বোক্ত যক্ষের স্বেচ্ছাচার দেখিয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন, তুমি যাবজ্জীবন স্ত্রীরূপেই থাক। সুতরাং শিখণ্ডীকেও আর রূপান্তরিত হইতে হইল না। তিনি দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া মহারথও হইলেন এখন তিনি পাণ্ডব পক্ষে যুদ্ধ করিতেছেন। ভীষ্মদেব তাঁহাকেই সম্মুখে লইয়া যুদ্ধ করিতে পাণ্ডবদিগকে পরামর্শ দিলেন। শিখণ্ডী চিহ্নমাত্রেই পুরুষ ছিলেন ; তাঁহার অপরাঙ্গ সমস্ত স্ত্রীলোকের মতই ছিল।

দশম দিবসে ভীষ্মদেবের সৈনাপত্যে শেষ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনের রথ চালনা করিয়া ভীষ্মের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অর্জ্জুন, মহারথ শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

(ক্রমশঃ

প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪১শ সংখ্যার পর)

প্রশ্ন

(৭) আজকাল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ কীর্ত্তন প্রভৃতি টাকা দরে ফেরি চলিতেছে। ব্যবসায়ী প্রভু সন্তানগণ অর্থের লোভে ঐরূপ পাঠাদি করিয়া থাকেন। এরূপ নাম প্রচার জীবকল্যাণ দায়ক কি ?

বৈষ্ণব সেবাভিলাষী দাসানুদাস

শ্রীললিতমোহন পাল চৌধুরী

উত্তর

(৭) শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীনাম, শ্রীমন্ত্র, শ্রীভগবন্নাম, রূপ গুণ লীলা কীর্ত্তন সাক্ষাদ্ ভগবদ্বস্তু। যাহারা ঐ সকল বস্তু লইয়া 'ফেরি' করে, তাহারা 'নামাপরাধী'। পারমার্থিক ত দূরের কথা, ব্যবহারিক রাজ্যেও দেখা যায় যে, কোন পূজনীয় বা প্রিয়বস্তু লইয়া কেহ ব্যবসায় করিলে তাহাকে সমাজে 'অপাংক্তেয়', 'অস্পৃশ্য' 'অসম্ভাষ্য,' 'অদৃশ্য' 'ঘৃণ্য' ব্যক্তি বলিয়াই জানেন। কেহ যদি নিজের উদর-ভরণ বা অর্থ-সংগ্রহের জন্য পূজনীয়াকেও অপর পুরুষের ইন্দ্রিয় তর্পণের বস্তু করেন, কিংবা নিজ আশ্রিতজনকে অপরের ভোগ্যারূপে পরিণত করেন, তাহাকে লোকে প্রশংসা করে না ; আর যেখানে সাক্ষাদ্ ভগবদ্বস্তুকে নিজ উদর-ভরণের যন্ত্র বা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি-সংগ্রহকার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, সে স্থানে যে কিরূপ ভয়ানক অপরাধের কার্য্য করা হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে ও এইসকল ব্যক্তিকে 'অপাংক্তেয়' বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। ভাগবতকে যাহারা পণ্যদ্রব্যরূপে পরিণত করিবার চেষ্টা করেন, সেই সকল নামাপরাধিদ্বারা কখনও নাম-প্রচার বা জীবের কল্যাণ হইতে পারে না। ঐরূপ নামাপরাধ কীর্ত্তন-শ্রবণ-কারী বক্তা ও শ্রোতার লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ ফল-লাভ, ইন্দ্রিয়-তর্পণাদি ভোগলাভ ঘটিলেও তদ্দ্বারা অনর্থ-মুক্তি বা আত্যন্তিক কল্যাণ হয় না। স্বরূপ-বিভ্রান্ত বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণই স্বাভাবিক-রুচি ; তাই শ্রোতৃ-বদ্ধজীব ঐরূপ বক্তৃ নামাপরাধিগণের বাগ্-বৈখরী, বিন্যাস-চাতুর্য্য, বর্ণন-ভঙ্গী, কাব্য-কুশলতা প্রভৃতিতে যে ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয়, তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া পড়ে ; ও আর বক্তৃ-বদ্ধ জীব লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠাদিতে যে ইন্দ্রিয়-তর্পণ আছে তাহাতে মুগ্ধ হয়, তাহার উপর আবার সোণায় সোহাগা সংযোগের ন্যায় সেই ইন্দ্রিয়-তর্পণের মধ্যে যখন বিমুখ-বিমোহিনী-বঞ্চনাময়ী মায়াদেবী ভক্তির সজ্জা ও অনুকরণ-চেষ্টারূপ একটী মহাজাল বিস্তার করেন, তখন জগতে এমন কোন্ বদ্ধজীব আছে যে তাহাতে আবদ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে ? ঐরূপ মোহজালে আবদ্ধ হইয়া অসদ্বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই মনে করেন যে, 'আমরা পরম শান্তি পাইতেছি' (ইন্দ্রিয় তর্পণকেই 'শান্তি' মনে করে) আমাদের ভাগবত কীর্ত্তন ও শ্রবণ হইতেছে—আমাদের মঙ্গল হইতেছে ! প্রকৃতপক্ষে উভয়েই কিন্তু ভগবানের দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া বিপরীত দিকে দ্রুতগতিতে অন্ধতামসে প্রবিষ্ট হইবার জন্য দৌড়াইতেছেন। অন্ধকর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধের যে দশা হয়, এইরূপ উভয়শ্রেণীর ব্যক্তিরও তদ্রূপ দশা হইবে—

> "শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
> শ্রোতার সহিত যম-পাশে ডুবি' মরে॥"
>
> (চৈঃ ভাঃ আঃ ১।৬৮)

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা (ভাঃ ৭)

যাহারা ব্যবসায়ি ব্যক্তিগণের মুখে ভাগবত কথা (?) কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করে, তাহারাও বক্তার সহিত 'যমপাশে ডুবিয়া মরে'। কিন্তু তাহারা বঞ্চনাময়ী মায়ার এইরূপ প্রলোভনে পতিত যে, তাহারা কিছুতেই এই সত্য কথা বুঝিতে পারে না এবং না বুঝিতে পারিয়া অনেক সময় মঙ্গলোপদেষ্টার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে।

'সাবধান! যদি কেহ মঙ্গল চাও, তাহা হইলে ব্যবসায়ী-বক্তার শ্রোতা হইও না—জানিও 'ভাড়াটীয়া' বা বণিক কখনও বৈষ্ণব নহে। কিন্তু বিমুখ-মোহিনী মায়া তাহার মোহিনীমূর্ত্তি এরূপভাবে তোমার নিকট উপস্থিত করিবে যে, তোমাকে কিছুতেই সত্য কথা শুনিতে দিবে না। ঐরূপ ব্যবসায়ী ভাড়াটীয়ার বাক্-চাতুর্য্য, অঙ্গ-ভঙ্গী, কাব্য-ব্যাকরণালঙ্কার-কুশলতা, বাগ্মিতা, কালোয়াতি, বামাকণ্ঠরব কখনও বা কৃত্রিম অশ্রুপুলক-গদ্গদকণ্ঠস্বর ;

তোমাকে কিন্তু মুগ্ধ করিয়া তাহার স্বরূপ চিনিতে দিবে না। মনে রাখিও, বালঘাতিনী পূতনা, যশোদা হইতে অধিকতর বৎসলতার ভাণ দেখাইতে পারে; বেশ্যার যেরূপ অন্যরের 'মন-ভুলান' সাজ-সজ্জা, অঙ্গভঙ্গী, বাক্-চাতুর্য্যাদিতে কুশলতা আছে, সতী-স্ত্রীর সেরূপ নাই। যাহারা ঐরূপ মোহে একবার মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা কিছুতেই সৎ-পরামর্শ শুনিবে না—হাত ধরিয়া টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিলেও তাহারা সেই মাদকতা ত্যাগ করিয়া আসিবে না, আর ঐ সকল তাহাদের মনগড়া নানাপ্রকার যুক্তি দেখাই। তাহাদের অসৎ কার্য্যের সমর্থন করিতে চাহিবে, তাহারা বলিবে—অমরাবতী পুরীতে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ পর্য্যন্ত যখন বারবনিতার নৃত্য-গীত শ্রবণ করিয়া থাকেন, তখন আমরা সেই আদর্শ কেনইবা গ্রহণ না করিব? যুগ-যুগান্তর হইতে এরূপ বারবনিতার নৃত্য-গীত সঙ্গাদি কার্য্য যখন (অসদ্ভোগি সম্প্রদায়ের মধ্যে) চলিয়া আসিয়াছে, তখন আমরা কেনই বা না সেই পুরাতন পন্থার অনুসরণ করিব? আর যদি আমরা বারবনিতাদিগকে (তাহাদের অসৎ কার্য্যে) প্রশ্রয় না দেই, তাহা হইলে তাহাদেরই বা জীবিকা-নির্ব্বাহ কিরূপে হইবে? এইরূপ নানাবিধ মনঃকল্পিত যুক্তি অসৎসঙ্গী 'প্রাকৃত-সহজিয়া ভোগিসম্প্রদায় তোমার নিকট উপস্থিত করিবে। মায়ার এই সকল বিমুখ মোহন-চাতুর্য্য-বৈচিত্র্যে যদি তুমি মুগ্ধ না হইতে চাও, তাহা হইলে নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের চরণাশ্রয় কর—'যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে'—'বৈষ্ণবপার্শ্বে ভাগবত কর অধ্যয়ন'—পরীক্ষিৎ মহারাজের আদর্শ গ্রহণ কর—শুকদেবতুল্য কৃষ্ণৈকশরণ, কৃষ্ণ-তত্ত্ববিৎ অপ্রাকৃত রসিককুল চূড়ামণি মহাভাগবতের মুখে শ্রীমদ্ভাগবতকথা শ্রবণ কর—'সতাং প্রসঙ্গান্মম' বীর্য্যসংবিদঃ—এই কথাটী ভুলিও না—সাধুগণ তীক্ষ্ণ শাস্ত্রোক্তিদ্বারা তোমার হৃদয়-গ্রন্থি—তোমার মনোধর্ম্মসমূহ ছেদন করিবেন—যদি তাহাতে বেদনা অনুভব করিয়া ভাড়াটীয়ার আপাত-সুখদ বাকচাতুর্য্য-বৈচিত্র্যকে বরণ কর, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে না, তুমি বঞ্চকের পাল্লায় পড়িলে—বঞ্চিত হইবে। মনে রাখিও দুর্লভ মনুষ্য জন্ম বঞ্চিত হইবার জন্য পাও নাই!' সাধুগণ আমাদিগকে এই সকল কথাই বলিয়া থাকেন; সুতরাং ব্যবসায়ী আনুকরণিক প্রচারকগণের দ্বারা কখনও জগতে নাম প্রচার বা জীবের কল্যাণ হয় না। তাহাদিগের দ্বারা জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত হয়। অতএব তাহাদের সঙ্গ দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য এবং সৎসঙ্গ গ্রহণীয়।

প্রচার প্রসঙ্গ

(প্রাপ্ত পত্র)

মাননীয়

শ্রীগৌড়ীয় সম্পাদক মহোদয়

সমীপেষু।

পতিতপাবন প্রভো, অস্মদ্দেশে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপপুরী মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে শুভ বিজয় করিয়াছেন। তিনি ক্রমে বিনানই, কেদারপুর প্রভৃতি অঞ্চলে হরিকথা প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। কেদারপুরের শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এবং তস্য তিন সহোদর ভ্রাতার বাড়ীতে মহারাজ চতুর্দ্দিবস অবস্থান পূর্ব্বক হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। উক্ত মহোদয়গণ উক্ত প্রচারকবরকে এবং সতীর্থ ভ্রাতাদের বিশেষ আদর ও যত্ন করিয়া বিশেষ গুণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, এবং হরিকথা শ্রবণে অতিশয় উৎসাহ এবং প্রশংসা জ্ঞাপন করিয়াছেন। হরিকথা প্রচারের সহায়তাপূর্ব্বক তাঁহারা শুদ্ধ বৈষ্ণব-মণ্ডলীর প্রশংসার্হ হইয়াছেন।

উক্ত মহারাজ কেদারপুরে হরিকথা প্রচারোদ্দেশে আসিয়াছেন জ্ঞাত হইয়া, আমরা বালিয়াটীতে শ্রীশ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছি। এখানে বহুলোক তাঁহার শ্রীমুখ গলিত মধুর হরিকথা শ্রবণে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছেন এবং হরি-ভজন করা জীব-মাত্রেরই যে একমাত্র কৃত্য তাহা অনেকেই অনুধাবন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উক্ত মহরাজ অতিশয় নিরভিমানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন, এবং আমরা হরিভজন ছাড়িয়া অন্যকার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়াতে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িয়া যাইতেছি, ইহা সুন্দররূপে তিনি

আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং তজ্জন্য সকলেরই প্রাণ অনুতাপে পূর্ণ হইয়াছে।

উক্ত মহারাজ এখানে আসিয়াছেন শুনিতে পাইয়া বালিয়াটীর নিকটবর্ত্তী সাটুরীয়া বন্দর হইতে কতিপয় ভক্ত মহারাজকে তথায় হরিকথা কীর্ত্তন করিবার নিমিত্ত আহ্বান করেন এবং মহারাজ সতীর্থ ভ্রাতাদের সহ আমাদিগকে লইয়া তথায় শুভ বিজয় করেন। সাটুরিয়াতে শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন সাহা তথায় ভক্তদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার দোকানে মহারাজ পদধূলি প্রদানপূর্ব্বক ৬২ ঘণ্টাকাল শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বহ্বীশ্বরবাদ নিরসন পূর্ব্বক এক ঈশ্বর কৃষ্ণ-উপাসনাই জীবমাত্রের বিধি এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। হরিকথা-কীর্ত্তনফলে সকলেই পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন। উক্ত সাহা মহাশয় হরিকথা পাঠ এবং কীর্ত্তনান্তে সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণপূর্ব্বক জীবে দয়ার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন।

অনন্তর মহারাজের শুভাগমন বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে ক্রমে প্রচারিত হইতে থাকিলে আমতা গ্রাম হইতে তাঁহার আহ্বান আসিল। একদিবস তথায় ঢাকা জজ কোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সাহা, বি, এ, ; বি, এল মহাশয়ের বাটীতে তাঁহার আগ্রহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। উক্ত দিবসও হরিকথা-শ্রবণে সকলের মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। অতঃপর আমতা গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত ষোড়শীলাল রায় মহাশয় মহারাজকে আপন গৃহে হরিকথা-কীর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করাতে তিনি সতীর্থ ভ্রাতাদের সহিত আমাদিগকে লইয়া তাঁহার বাটীতে শুভাগমন করেন। তিনি মহারাজের হরিকথা-প্রচারে সবিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দের যুগপৎ আচার এবং প্রচার লক্ষ্য করিয়া সনাতন শুদ্ধ বৈষ্ণব-মণ্ডলীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়াছেন, তিনি হরিকথা-প্রচারে বিশেষরূপে পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন, এবং ভবিষ্যতে করিবেন এরূপ আশা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার সৌহার্দ্দ প্রশংসনীয় এবং আদর্শ। ইতি।

হরিজনকিঙ্কর

শ্রীমোহিনীমোহন রায় চৌধুরী

বালিয়াটী

১৩৩৪ সন১৪ই জ্যৈষ্ঠ

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার বিনোদপুর গ্রামের এক বিরাট সভায় অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে জীবের নিত্যধর্ম্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার হইতে ১৭ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত উক্ত গ্রামে দক্ষিণপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বনচারী দত্ত মহাশয়ের ভবনে গ্রামস্থ বহু সজ্জনবৃন্দের সম্মুখে সন্ধ্যা ৬টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ক্রমাগত দুই দিবস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া বহুলোকের বহু সংশয় দূরীভূত করিয়াছেন। গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ উক্ত দক্ষিণপাড়া নিবাসী স্বধর্ম্মপরায়ণ শ্রীবনবিহারী হালদার মহাশয়ের গৃহে রাত্রে শ্রীচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে সদ্‌গুরুগ্রহণের অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিমূলে বহু উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সকলেই স্বামিজী মহারাজের মুখে শাস্ত্রযুক্তিমূলা শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিয়া বহু লাভবান্ হইয়াছেন। বিনোদপুর নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত অভয়চরণারবিন্দ দাসাধিকারী মহাশয় বিনোদপুর প্রচার-কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। তিনি প্রচারক-গণের প্রসাদাদির ব্যবস্থা করাইয়া তাঁহাদের শুদ্ধ হরিকথা প্রচারের আনুকূল্য পূর্ব্বক যথার্থ বৈষ্ণবগৃহস্থের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। হরিসেবাপরায়ণ ত্যাগী বৈষ্ণবগণের হরিসেবায় সর্ব্বতোভাবে আনুকূল্য করাই গৃহস্থ ভক্তগণের ধর্ম্ম। যাহারা তৎপরাঙ্মুখ, তাহারা গৃহব্রত বা গৃহমেধী সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। শ্রীমদ্ভাগবত সেই সকল গৃহমেধিগণের যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন। গৃহস্থ ভক্তগণ ত্যাগী বৈষ্ণব-গণের সেবা করিলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদেরও ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি ও হরিভজন হয়। স্বামিজী মহারাজ পাইকড়া গ্রামে ইতঃপূর্ব্বে হরিকথা প্রচার করিয়াছেন; যে সকল ভক্ত সত্যানুসন্ধিৎসু শুদ্ধ হরিকথাপ্রচারের সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহারাও মহাপ্রভুর পরম করুণাভাজন সন্দেহ নাই।

নারমা হইতে জনৈক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন,—

নারমা নারায়ণগড় মেদিনীপুর

গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ ইং ২৬।৫।২৭ তারিখে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম প্রচারক পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সার মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী ও আদর্শ গুরুগৌরাঙ্গ-

সেবক শুদ্ধভক্ত সহ মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় থানার অন্তর্গত নারমা গ্রামে শুভ বিজয় করেন। নারমা গ্রামের জমিদার পরমভাগবত শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ রায় ও শ্রীযুত দ্বারকানাথ রায় ভ্রাতৃদ্বয়ের সেবানুকূল্যে এবং কতিপয় ভক্তের আন্তরিক যত্নে সপ্তাহ-কাল শুদ্ধনাম সঙ্কীর্তন ও বক্তৃতামুখে কলিপাবনী হরিকথা কীর্তিত হইয়াছেন। সভাস্থলে বহু-সংখ্যক শ্রদ্ধাসম্পন্ন স্ত্রীপুরুষ, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, অধ্যাপক প্রভৃতি সমাগত হইয়াছিলেন। পূজ্যপাদ স্বামিজী মহারাজ বক্তৃতা-মুখে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা নিবন্ধন প্রাকৃত দর্শনই যাবতীয় সাম্প্রদায়িকতার উৎস--ভগবৎসেবার প্রকৃত অধিকারী কে? মানবজীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য কি? ইত্যাদি বিষয় অতীব প্রাঞ্জল ভাষায় বহুবিধ শাস্ত্রযুক্তি প্রদর্শন করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। স্বামিজীর বজ্রনিনাদী গম্ভীর স্বর-ঝঙ্কারে--শাস্ত্রযুক্তির তীব্র কশাঘাতে—নিরপেক্ষ কঠোর সত্যের সদম্ভ প্রচারোদ্যমে 'বেদাশ্রিত নাস্তিক সম্প্রদায়' লাঙ্গুল অবনত করিয়া অন্তরালে আত্ম-গোপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন—সংশয়বাদীর সন্দেহ নিরাকৃত হইয়া মেঘমুক্ত শশধরের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইয়াছে—কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের হৃদয়ে যথেষ্ট প্রীতি সঞ্চারিত হইয়াছে। স্বামিজীর তেজোগর্ভসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণে বিপথগামী অনেকের কল্যাণোদয় হইয়াছে। শ্রীশ্রী বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকগণের পদার্পণে এই গ্রামখানি তৃতীয় বার পবিত্রীকৃত হইল। বৈকুণ্ঠদূত স্বামিজী মহা-রাজের বার্ত্তানুকম্পা এই গ্রামবাসী বহু ভাগ্যবান জীবের দ্বারে দ্বারে বিতরিত হইয়াছে। সাধু বৈষ্ণবের পাদরজো-ভিষিক্ত হইয়া গ্রামখানি ধন্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। পতিত-পাবন দয়াল মহারাজ কৃপাকটাক্ষে বহু পাষণ্ডীর হৃদয় মন অধিকার করিয়াছেন। স্বামিজী মহারাজ এই গ্রামে এবং পার্শ্ববর্ত্তী সাগুনা, মণিনাথপুর, নয়াগ্রাম, ভুতরাঙ্গা, নিশ্চিন্তা' খেলনা, মাগুরা প্রভৃতি কতিপয় গ্রামে পদধূলি দিয়া উক্ত গ্রামবাসী সুকৃতিমান্ জনগণকে হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবার সুযোগ প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন।

মেদিনীপুর জেলার সবং থানার অন্তর্গত খরপরা গ্রামের সুকৃতিমান্ অধিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুত পুলিনবিহারী দে মহাশয়ের ভবনে গত ১৬।১।৭ তারিখের সন্ধ্যায় শ্রীশ্রী বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তি-সার মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী ও শুদ্ধভক্তসহ শুভবিজয় করেন। ঐ দিবস রাত্রিতে খরপরা গ্রামস্থ বহুনরনারী সমবেত হইলে স্বামিজী মহারাজ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও সংকীর্ত্তন করেন। পরদিবস পুলিনবাবু তাঁহার বাটীতে সন্ধ্যায় এক সভার আয়োজন করেন। সভাস্থলে ৩।৪ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। পূজ্যপাদ স্বামিজী মহারাজ সমবেত জনমণ্ডলীর সমক্ষে "হরিকথা কীর্ত্তনই কলিকালে জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য" এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের "সনাতনত্ব ও সার্ব্ব-ভৌমত্ব" সম্বন্ধে জলন্ত ভাষায় শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ এক বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামিজী মহারাজের মুখে নিরপেক্ষ সত্য কথা শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে এত-দঞ্চলে পদার্পণ করিয়া শুদ্ধ হরিকথা কীর্ত্তন করিবার জন্য আগ্রহের সহিত প্রার্থনা জানাইয়াছেন! বর্ত্তমান হরিকথা দুর্ভিক্ষের দিনে এইরূপ নিরপেক্ষভাবে দ্বারে দ্বারে নাম প্রচার জীবে দয়ার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। পূজ্যপাদ স্বামিজী মহারাজ পুলিন বাবুর বাটীতে কেন্দ্র করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে নিরলসভাবে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। এই গ্রামের অধিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুত রামপদ মিশ্র মহাশয়ের সেবাবৃত্তি প্রশংসনীয়।

আগামী ৩২শে জ্যৈষ্ঠ ১৫ই জুন বুধবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দিবস শ্রীসজ্জন-তোষণী ইংরেজী—সংস্কৃত ও হিন্দি সংখ্যা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত হইবে।

মুদ্রাকর-প্রমাদ-সংশোধন

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৯১	১ম	১ম	ভূত হন	ভূত হন না
৬৮২	১ম	২য়	"ন সত্যাগগা"	"ন সত্যাদগা"
৬৮৫	২য়	৪র্থ	অন্ধকার	অঙ্গীকার
৬৮৮	২য়	সর্ব্বশেষ	(ক্রমশঃ)	
৬৯১	২য়	১৩শ		(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৩রা আষাঢ় ১৩৩৪, ১৮ই জুন ১৯২৭	৪৩শ সংখ্যা

সারকথা

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য

মুরারি গুপ্তের দাসে যে প্রসাদ পাইল।
সেই নদীয়ায় ভট্টাচার্য্য না দেখিল॥
বিদ্যা ধন প্রতিষ্ঠায় কিছুই না করে।
বৈষ্ণবের প্রসাদে সে ভক্তিফল ধরে॥
যে সে কেন নহে বৈষ্ণবের দাসী দাস।
সর্ব্বোত্তম সেই এই বেদের প্রকাশ॥
(চৈ ভাঃ ম ২০।৭৩-৭৫)

প্রভু বলে, গুপ্ত! এ তোমার ব্যবহার।
কোন্ দোষে আমা ছাড়ি চাহ যাইবার॥
তুমি গেলে কাহারে লইয়া মোর খেলা।
হেন বুদ্ধি তুমি কার স্থানে বা শিখিলা॥
এখনে মুরারি মোরে দেহ এই ভিক্ষা।
আর কভু হেন বুদ্ধি না করিবা শিক্ষা॥
কোলে করি মুরারিকে প্রভু বিশ্বম্ভর।
হস্ত তুলি দিল নিজ শিরের উপর॥
মোর মাথা খাও গুপ্ত মোর মাথা খাও।
যদি আরবার দেহ ছাড়িবারে চাও॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২০।১২৪-১২৮)

সুকৃতি-মুরারি কান্দে ধরিয়া চরণ।
গুপ্ত কোলে করি কান্দে শ্রীশচীনন্দন॥
যে প্রসাদ মুরারি গুপ্তেরে প্রভু করে।
তাহা বাঞ্ছে রমা-অজ-অনন্ত-শঙ্করে॥
'সাধু নিন্দা' শুনিলে সুকৃতি হয় ক্ষয়।
জন্ম জন্ম অধঃপাত বেদে এই কয়॥
অনিন্দক হ'য়ে যে সকৃতে কৃষ্ণ বলে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে॥
চারিবেদ পড়িয়াও যদি নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম কুম্ভীপাকে ডুবিয়া সে মরে॥

চৈতন্য-চরণে যার আছে মতি গতি।
জন্ম জন্ম হয় যেন তাঁহার সংহতি॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২০।১৩০-১৩১,
১৪১-১৪৬, ১৪৮)

মুরারি, মোর দাস, আর গ্রন্থ ভাগবতে।
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভাল মতে॥
ভক্তের সঙ্কল্প প্রভু না করে লঙ্ঘন।
হাসে প্রভু শ্রীবাসের শুনিয়া বচন॥
প্রভু বলে তোমার নাহিক যাতে ইচ্ছা।
না উঠিব তোর বাক্য না করিব মিছা॥
শ্রীবাস বচনে সম্বরিয়া রাম ভাব।
ধীরে ধীরে রাজপথে চলে মহাভাগ॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২১।১৮, ৪০-৪২)

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥
জীবন্যাস করিলে শ্রীমূর্ত্তি পূজ্য হয়।
জন্ম মাত্র এ চারি ঈশ্বর বেদে কয়॥
বৈষ্ণবের কৃপায় সে পাই বিশ্বম্ভর।
ভক্তি বিনা জপ তপ অকিঞ্চিৎকর॥
বৈষ্ণবের ঠাঞি যার হয় অপরাধ।
কৃষ্ণকৃপা হইলেও তার প্রেমবাধ॥
আমি নাহি বলি এই বেদের বচন।
সাক্ষাতেও কহিয়াছে শচীর নন্দন॥
যে শচীর গর্ভে গৌরচন্দ্র অবতার।
বৈষ্ণবাপরাধ পূর্ব্বে আছিল তাঁহার॥
আপনে সে অপরাধ প্রভু ঘুচাইয়া।
মায়েরে দিলেন প্রেম সবা শিখাইয়া॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২১।৮০, ৮১; ২২।৭-১১)

মীমাংসা-প্রার্থনা

কলিযুগ-পাবন-স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার-শ্রীশ্রী-ভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যদেব-চরণানুচর-বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা-জন-ভাজন শ্রীরূপসনাতন-শ্রীশ্রীজীব-রঘুনাথদ্বন্দ্ব-ভট্টশ্রীগোপালানুশাসনা-নুগ-শুদ্ধবৈষ্ণবচরণ-সরসীরুহেষু—

মহোদয়! মেদিনীপুর চিরুলিয়াগড় নামক গ্রামে কোন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ভূম্যধিকারীর কুল উজ্জ্বল করিয়া এক মহাত্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভারত-খণ্ডে সুদুর্লভ ভূসুরকুলে আবির্ভূত হইয়া কৃষ্ণ-ভজনের একান্ত কর্ত্তব্যতার আদর্শ-স্থাপন-কল্পে তিনি নিষ্কিঞ্চন-মহাভাগবত-বৈষ্ণব-সদ্গুরুর চরণাশ্রয়পূর্ব্বক ভাগবত-ধর্ম্ম আচরণ করেন। সেই মহাত্মার নামানুসারে তাঁহার আবির্ভাব-ভূমিতে "শ্রীভাগবত-মঠ" নামে একটী শুদ্ধভক্তিপ্রচার-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। প্রতিবৎসর সেই স্থানে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট সেই মহাত্মার বিরহমহামহোৎ-সবোপলক্ষে বহু বৈষ্ণবাচার্য্য, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ-সজ্জনের সমাগম এবং শাস্ত্রব্যাখ্যা ও সংকীর্ত্তন-মহা-মহোৎসব হইয়া থাকে। গত বৈশাখ মাসে সেই গ্রামে শ্রীভাগবতমঠের দ্বিতীয় বার্ষিক মহামহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। গ্রামের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে বহু সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত সজ্জন ব্যক্তি উক্ত মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। এতদ্বিষয়ে সবিশেষ বিবরণ গৌড়ীয় ৫ম খণ্ড ৩৫ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য। তৎপূর্ব্ববৎসরের মহামহোৎসব-বিবরণী গৌড়ীয় ৪র্থ খণ্ড ৩৩ সংখ্যা এবং "হিজলী-হিতৈষী" (২রা বৈশাখ, ১৩৩৩ সাল) প্রভৃতি সাময়িক পত্রে দ্রষ্টব্য।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এইরূপ পরম বদান্য শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া আপামর সকলের আত্ম-কল্যাণ-অর্জ্জনের পথে বাধা প্রদান করিবার জন্য কতিপয় মৎসর ব্যক্তি একটী (বা কয়েকটী) ব্যবসায়ী বা ভূতকের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং সেই পবিত্র মহা-মহোৎসব-ক্ষেত্রের সীমানার বহির্দ্দেশের বহুদূরে ঢাক-ঢোল বাজাইয়া এবং কথকতা প্রভৃতি করিয়া মহামহোৎসবে সমুপস্থিত জন-সজ্জনকে আকৃষ্ট করিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাতে আকৃষ্ট না হওয়ায় সেই মৎসরদলের দলপতি ব্যক্তি নিরাশ হইয়া সদলে সেই স্থান হইতে পলায়ন করে। সমবেত জনমণ্ডলী সেই দলপতি ভূতককে শাস্ত্রীয় বিচার করিতে আহ্বান করিলে সে ভয়ে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে। এইরূপ কার্য্যে বিফল হইয়া তাহারা নাকি নিজগৃহে নিজেরাই একটী সভা (?) করিয়া তাহাতে চিকলিয়া শ্রীভাগবতমঠের সদাচার—যাহা কদাচার-রত তাহাদের কুদর্শনের নিকট বড়ই অভিনব বলিয়া মনে হয়—তদ্বিষয়ে শাস্ত্র-প্রমাণ-হীন নিজের মনগড়া মতলব-মত একটী 'ভাষপত্র' (?) প্রকাশ করে! শুনা যায়, ঐ সভাস্থ কতিপয় ব্যক্তি অমেধ্য-ভোজী, এমন কি একথাও শুনা গিয়াছে যে, কেহ কেহ নাকি গৃহে কুক্কুট পোষণ করিয়া তন্মাংসাদি ভোজনেও রত ছিলেন! আর তন্মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি ভূতকাধ্যাপক, দ্যূত পান-স্ত্রী-সূনা প্রভৃতি কলিসঙ্গের বস্তুতে অনুরাগী, ইতরদেবতা-যাজী, গ্রামযাজী, শূদ্রযাজী, ব্রাত্যযাজী, বহুযাজী, দেবল, পর্ব্বকার, শূদ্রান্ন-পুষ্ট, শ্রীহরি-নামে অর্থবাদকারী, অন্য শুভক্রিয়ার সহিত হরিনামকে সমান জ্ঞানকারী, কখনও বা হরিনাম যাগ-যজ্ঞাদি শুভকর্ম্ম হইতেও ন্যূন—এইরূপ মত-পোষণকারী, অধিকাংশ ব্যক্তি হরিবাসরাদি ব্রত-পালন-বিমুখ, ইতরব্রত-নিষ্ঠ, কেহ কেহ বিদ্ধোপবাস-নিষ্ঠ ইত্যাদি।

শুদ্ধবৈষ্ণব মহোদয়গণের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন এই যে, ঐরূপ কতিপয় বা বহু ব্যক্তির সমাবেশ কি 'সভা' পদবাচ্য এবং ঐরূপ সভার শাস্ত্রপ্রমাণহীন মত কি 'সিদ্ধান্ত' বলিয়া গ্রাহ্য? যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে ঐ সকল ব্যক্তির এরূপ অসতী অনধিকার চর্চ্চার জন্য শাস্ত্র ও সজ্জনগণ তাহাদের কি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা একটী ব্যবস্থা-পত্রে প্রকাশ করিলে তাহাদের মঙ্গল হইতে পারে। কারণ যাঁহারা ঐ প্রায়শ্চিত্তদ্বারা শুদ্ধ হইবেন, তাঁহারা অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন, আর যাহারা শাস্ত্রীয় প্রায়শ্চিত্ত করণে পরাঙ্মুখ হইবে, তাহারা সজ্জন-সমাজে শাস্ত্র-দ্বেষি পাষণ্ড-পর্য্যায়ে গণিত হইবে।

উপরি-উক্ত ব্যক্তিসকল শ্রীভাগবতমঠের নিম্নলিখিত সদাচার ও সৎসিদ্ধান্ত দেখিয়া অত্যাশ্চর্য্য হইয়াছে এবং ঐ সকল সদাচার ও সৎসিদ্ধান্ত তাহাদের মতে 'অসদাচার ও কুসিদ্ধান্ত' বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

(১) বট-বৃক্ষাদি ছেদন করিয়া তদ্দ্বারা কৃষ্ণ-নৈবেদ্য রন্ধন ও মহা-মহোৎসব।

(২) জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ-সেবন।

(৩ শ্রীনাম-কীর্ত্তন-মুখে ভগবানকে আহ্বান করিয়া তুলসীদ্বারা ভগবানকে নৈবেদ্য-নিবেদন।

(৪) পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির যাবতীয় দীক্ষা-লক্ষণ ধারণ।

(৫) ব্রহ্মা একজন মহত্তম জীব; কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

(৬) নিরীশ্বর-কাপিল-মত সাধুগণকর্তৃক অগ্রাহ্য।

(৭) কর্ম্মজড় স্মার্ত্তাবলম্বীর শ্রাদ্ধ—অদৈব শ্রাদ্ধমাত্র।

(৮) ভক্ত ও ভগবান অভিন্ন।

(৯) কনিষ্ঠাধিকারী কেবল-অর্চ্চাপূজক।

(১০) যোগাদিপন্থা অবরোহপন্থা নহে, তাহা-দ্বারা জীবের পরম প্রয়োজন লাভ হয় না।

(১১) শ্রেষ্ঠ যোগিগণও যোগভ্রষ্ট হন, অতএব যোগাদি পন্থা সভয়; ভক্তিপন্থা নির্ভয়।

(১২) জটাজুটধারী ভস্মাচ্ছাদিত সন্ন্যাসী বা পরমহংস বৈষ্ণবের সজ্জামাত্র গ্রহণকারী ব্যক্তি বা সমাজ মধ্যে গণ্য-মান্য ব্যক্তি হইলেই যে তিনি আত্মধর্ম্মের বক্তা হইতে পারিবেন, এরূপ নহে।

(১৩) অমেধ্য-ভোজি অসদাচারী ব্যক্তির মুখে শুদ্ধনাম উচ্চারিত হয় না।

(১৪) পরদারাসক্ত সহজিয়াগণ 'বৈষ্ণব'-পদবাচ্য নহে।

(১৫) শ্রীবুদ্ধদেব ও শ্রীশঙ্করাচার্য্য যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহা নৈমিত্তিক অর্থাৎ তাৎকালিক প্রয়োজনীয়তা-বিশিষ্ট ধর্ম্ম; তাহা জীবের নিত্যধর্ম্ম নহে।

(১৬) শ্রীব্যাসদেব-রচিত শ্রীমদ্ভাগবত ভ্রমপ্রমাদাদি-দোষ-রহিত, কেবল প্রাকৃত পাণ্ডিত্যদ্বারা ভাগবত ব্যাখ্যাত হইতে পারে না।

(১৭) অশ্রু-পুলকাদি সকল পুরুষে সকল সময়ে ভাবের লক্ষণ বলিয়া বিচারিত হইতে পারে না।

(১৮) ভগবানের পূজা হইতে ভক্ত-পূজা শ্রেষ্ঠ।

(১৯) ভক্ত উচ্ছিষ্টকে "মহা-মহাপ্রসাদ" বলে, তাহা সাধন-সম্পত্তি।

(২০) শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদ ও বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট অভিন্ন; উভয়ই পরম পাবন।

(২১) মহাপ্রসাদে 'ভাত-ডাল-বুদ্ধি' করিতে নাই।

(২২) কুকুরের মুখভ্রষ্ট মহাপ্রসাদও শ্রেষ্ঠ-ব্রাহ্মণগণের আরাধ্য।

(২৩) ভক্তের রসনাগ্রে ভগবান্ আহার করেন।

(২৪) অভক্ত-কৃত গ্রন্থাদি পাঠে অসৎসঙ্গ হয়, অতএব উহা পরিবর্জ্জনীয়।

(২৫) শ্রীবিগ্রহে দেহ-দেহী ভেদ নাই, তাহা সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ বস্তু।

(২৬) কনিষ্ঠাধিকারিগণের অর্চ্চা-পূজা অপেক্ষা সঙ্কোচিতানর্থ পুরুষগণের মনোময়ী অর্চ্চার মানস পূজা শ্রেষ্ঠ এবং নিবৃত্তানর্থ মহাভাগবত ঐকান্তিকগণের ভাব সেবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

(২৭) মানস-স্নান শ্রেষ্ঠ।

(২৮) বিরক্ত বৈষ্ণবগণের সর্ব্বদা হরি-কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য অনুষ্ঠান নাই।

(২৯) সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা হরিসেবা হইতে পারে।

(৩০) বিষয়কার্য্য ও হরিসেবায় 'প্রাতীতিক ভেদ' না থাকিলেও তাহাদের মধ্যে 'বাস্তবিক ভেদ' বর্ত্তমান।

(৩১) শ্রীহরি ও হরি-সেবকেরই সমস্ত বিষয়।

(৩২ লোক-দেখান-ধর্ম্ম বা প্রাকৃত বুদ্ধিতে অপ্রাকৃতের অনুকরণ 'প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ'।

(৩৩) নামপরায়ণ বৈষ্ণব নিত্য শুদ্ধ, নিত্য-স্নাত।

(৩৪) নামপরায়ণ বৈষ্ণব সন্ধ্যাবন্দনা-প্রাতঃস্নানাদি নৈমিত্তিক কর্ম্মের অধীন নহেন।

(৩৫) সন্ধ্যাবন্দনাদি নৈমিত্তিক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও শুদ্ধভাগবত-মুখ-বিগলিত হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ নিত্যধর্ম্মের যাজনে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয় না।

(৩৬) বৈষ্ণব দেব-ঋষি-পিত্রাদির ঋণে ঋণী নহেন।

উপরি-উক্ত আচার ও সিদ্ধান্তসমূহের নিন্দাকারী ব্যক্তিগণ সচ্ছাস্ত্র ও সাধুগণের সিদ্ধান্ত-ব্যবস্থানুসারে কিরূপ প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবে, তদ্বিষয়ে আমরা শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট উপযুক্ত শাস্ত্রীয়মীমাংসামুখে একটী ব্যবস্থাপত্র প্রার্থনা করিতেছি। আশা করি, এ বিষয়ে সদ্ধর্ম্ম-রক্ষক শুদ্ধবৈষ্ণবমণ্ডলীর কৃপা-কণা-লাভে আমরা বঞ্চিত

হইব না। শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-চরণে নিবেদন ইতি। সন ১৩৩৩, ৮ই আষাঢ়।

নিবেদক -

(স্বাক্ষর) শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী
" শ্রীসর্বেশ্বর পাণ্ডা
" শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়
" শ্রীশ্রীপতিচরণ দেবশর্ম্মা (রায়)
" শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ পড়িয়া
" শ্রীদাশরথী গিরি
" শ্রীসীতানাথ দাস
" শ্রীত্রিলোচন পড়িয়া
" শ্রীরুদ্রনারায়ণ গিরি
" শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস

চিরুলিয়া, মেদিনীপুর।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পক্ষ হইতে

পূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান-আশ্রম-মহারাজ

ও

পূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসার মহারাজ-দ্বয়ের

শাস্ত্রীয় মীমাংসা

"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭) প্রভৃতি বেদান্ত-সূত্রানুসারে শব্দগম্যবিষয়ে—শব্দই মূল প্রমাণ। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২০।৪)—

"পিতৃদেব-মনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বর !
শ্রেয়স্ত্বনুপলব্ধেঽর্থে সাধ্য-সাধনয়োরপি"

(উদ্ধব কহিলেন,—) হে ভগবন্, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর আপনার বৈভবাদি-বিষয়ে এবং সাধ্য-সাধনের জ্ঞান-বিষয়ে আপনার আজ্ঞারূপ বেদই পিতৃ-দেব-মনুষ্য-লোকসমূহের শ্রেষ্ঠ চক্ষুঃস্বরূপ।

নিম্নে শাস্ত্রপ্রমাণমুখে কর্ম্মজড়-ব্যক্তিগণের উপরি-উক্ত প্রলপিত বাক্যাবলী খণ্ডিত হইবে, কিন্তু সাধুগণ বলেন,—

"প্রায়ঃ সন্ত্যুপদেশার্হা ধীমন্তো ন জড়াশয়াঃ।
তিলাঃ কুসুমসৌগন্ধবাহিনো ন যবাঃ কচিৎ॥"

বুদ্ধিমান পুরুষগণই সাধু ও শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করিবার যোগ্যপাত্র। জড়বুদ্ধি ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। উদাহরণ - তিলরাশিই কুসুম-সৌরভ বহন করিতে পারে, যবরাশি তাহা পারে না।

সকলের সকল প্রতিকার আছে, কিন্তু যাহারা—বিধাতা-কর্ত্তৃকই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বুঝিবার যোগ্যতা-হীনতারূপ দুর্ভাগ্য লাভ করিয়াছে, তাহাদের কোনও প্রতীকার নাই। সাধারণ প্রাকৃত ন্যায়—"মূর্খস্য লাঠৌষধম্" ব্যবস্থা করিয়াছে, কিন্তু সাধুগণ বলেন, জড়মতি-মূর্খগণের সেই ঔষধেও কোন প্রতীকার হয় না—

"শক্যো বারয়িতুং জলেন হুতভুক্ ছত্রেণ সূর্য্যাতপঃ,
নাগেন্দ্রো নিশিতাঙ্কুশেন, চপলো দণ্ডেন গোগর্দ্দভৌ।
ব্যাধির্ভৈষজসংগ্রহৈশ্চ বিবিধৈর্মন্ত্রপ্রয়োগৈর্বিষম্,
সর্ব্বস্যৌষধমস্তি শাস্ত্রবিহিতং মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধম্॥"

জলসেচনে বহ্নি নির্ব্বাপিত হয়, ছত্রে প্রখর তপনকর নিবারিত হয়, নিশিত অঙ্কুশে মাতঙ্গ দলিত হয়, লগুড়-প্রহারে গো-গর্দ্দভের চাপল্য ভঞ্জন হয়, বৈদ্যের ঔষধে ব্যাধির উপশম হয়, মন্ত্রপ্রভাবে বিষম বিষ বিনষ্ট হয়; শাস্ত্রে সকলের সকল প্রতীকার কথিত হইয়াছে, কিন্তু ত্রিভুবনে জড়মতি মূর্খের কোন ঔষধ নাই।

তথাপি শিষ্টগণের সন্তোষ ও কোমল-শ্রদ্ধগণের মঙ্গলের জন্য শাস্ত্রযুক্তিমুখে প্রার্থিত প্রশ্নের সুমীমাংসা প্রদত্ত হইতেছে।

(ক) ভার্গবীয় মনুস্মৃতি বলেন,—

"অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্।
সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষত্ত্বং ন বিদ্যতে॥"

(মনুসংহিতা ১২।১১৪)

যাহারা সাবিত্র্যাদি ব্রতরহিত, যাহারা মন্ত্র-বেদাধ্যয়ন-রহিত, যাহারা জাতিমাত্রে ব্রাহ্মণ,—এইরূপ সহস্র সহস্র ব্যক্তি সমবেত হইলেও তাহাতে পরিষত্ত্ব নাই; কারণ তাহাদের ধর্ম্মনির্ণয়ের সামর্থ্যাভাব। ঐরূপ জনমণ্ডলীকে 'সভা' বলা যাইবে না। তাহাদের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য।

"একোঽপি বেদবিদ্ধর্ম্মং যং ব্যবস্যেদ্দ্বিজোত্তমঃ।
স বিজ্ঞেয়ঃ পরো ধর্ম্মো নাজ্ঞানামুদিতোঽযুতৈঃ॥"

(মনুসংহিতা ১২।১১৩)

বেদবিৎ একজন দ্বিজোত্তম যাহা 'ধর্ম্ম' বলিয়া ব্যবস্থা দিবেন, তাহাই 'পরমধর্ম্ম' বলিয়া জানিবে ; পরন্তু লক্ষ লক্ষ অজ্ঞানী যাহা বলিবে, তাহা ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

অতএব জিজ্ঞাস্য, 'ভীষপত্র'প্রদাতৃগণের স্বরূপ কি? তাঁহারা কি 'শুদ্ধভক্ত' অথবা 'কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত' ? যদি তাঁহারা শুদ্ধভক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের মধ্যে শুদ্ধভক্তি-প্রতিকূল নিম্নলিখিত আচরণসমূহের অবকাশ নাই ; আর যদি তাঁহারা তদ্বিপরীত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের শুদ্ধভক্তগণের সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার নাই। কারণ শব্দপ্রমাণ বলেন, কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তগণের বুদ্ধি ত্রয়ীর মধু-পুষ্পিত-বাক্যে এবং মহৎ-কর্ম্ম-জালে বিজড়িত ; সুতরাং তাঁহারা গুহ্য, বিশুদ্ধ ও দুর্ব্বোধ ভাগবত-ধর্ম্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাঁহারা—যম-দণ্ড্য।

"ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং ন বৈ বিদুঋষয়ো নাপি দেবাঃ।" ইত্যাদি (ভাঃ ৬।৩।১৯)

"প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং দেব্যা বিমোহিত মতির্বত মায়য়ালম্।" ইত্যাদি (ভাঃ ৬।৩।২৫) "তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্" ইত্যাদি (ভাঃ ৬।৩।২৮)

ভীষপত্র-লেখক ও তদনুগ-গণের মতের সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের নিকট কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য—

(১) "চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্" (গীঃ ১৭।১০)—এই প্রমাণ তাঁহারা স্বীকার করেন কিনা? তমোগুণান্বিত ব্যক্তি 'শূদ্র', 'অন্ত্যজ' প্রভৃতি পর্য্যায়ে গণিত কিনা?

(২) "যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে। মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ ॥" (মনুসংহিতা ৫।১৫)—(যে যাহার মাংস ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি তন্মাংসখাদক বলিয়াই কথিত হয় ; কিন্তু মৎস্যভোজী, সর্ব্বমাংসভোজী (যেহেতু মৎস্য, গরু-শূকরাদি যাবতীয় প্রাণীর মাংসই ভোজন করে, সুতরাং এক মৎস্য-ভোজনে সর্ব্বমাংসই ভুক্ত হয়)। অতএব মৎস্য-ভোজন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।)—এই সকল স্মৃতি-প্রমাণ স্বীকার করেন কিনা? যদি স্বীকার না করেন, তাহা হইলে শ্রুতি-স্মৃতি-বিরোধী, আর যদি স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহারা শাস্ত্রের আদেশানুসারে অখাদ্য-খাদক, সুতরাং শম-দম-উপরতি প্রভৃতি লক্ষণান্বিত না হওয়ায় তাঁহারা শাস্ত্র-পাঠের অনধিকারী কিনা? কারণ সূত্রভাষ্যকার বলেন,—"শান্তো-দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ।"

তাঁহারা—(৩) "ন চণ্ডিকান্নঞ্চ সামিষং বৃষলাহৃতং ভুঞ্জীত" (ভাঃ ৬।১৮।৪৯) ; স্বামিটীকা—চণ্ডিকান্নং ভদ্রকাল্যৈ নিবেদিতং) -ভদ্রকালীতে নিবেদিত অন্ন, আমিষযুক্ত অন্ন, এবং শূদ্রকর্ত্তৃক আহৃত অন্ন ভোজন করিবে না—এই ভাগবতীয় বচন পালন করেন কি না? যদি না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা ভাগবত-ধর্ম্ম সম্বন্ধে চর্চ্চা করিবার কিরূপে যোগ্য হইবেন?

তাঁহারা (৪) পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ, মূর্খো দেহাদ্যহংবুদ্ধিঃ। (ভাঃ ১১।১৯।৪১-৪২)—এই ভাগবতীয় বচনানুসারে বন্ধমোক্ষবিৎ পণ্ডিত কিনা? তাহা না হইলে তাঁহারা ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও অনধিকারী।

"অথবা মোহনার্থায় মোহিন্যা ভগবান্ হরিঃ।
অর্থিতঃ কারয়ামাস ব্যাসরূপী জনার্দ্দনঃ ॥
অসুরাণাং মোহনার্থং পাষণ্ডানাং বিবৃদ্ধয়ে ॥
আত্মস্বরূপাবিজ্ঞপ্ত্যৈ স্বলোকাপ্রাপ্তয়ে তথা।"

(কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ১৫০-১৫১)

—এই স্মৃতি-বচন অবনত মস্তকে গ্রহণ করেন কি না? যদি না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা শাস্ত্রপ্রমাণানুসারে অদৈব-সর্গের অন্তর্গত। (উপরি-উক্ত স্মৃতি-বচনের অর্থ এই—ব্যাসরূপি-জনার্দ্দন মোহিনী-কর্ত্তৃক যাচিত হইয়া অসুরগণের মোহনার্থ এবং পাষণ্ডগণের বিশেষ বৃদ্ধির জন্য, আত্মস্বরূপ না জানাইবার অভিপ্রায়ে এবং যাহাতে দুর্লভ নিজলোকের প্রাপ্তি না হয়, তন্নিমিত্ত বিদ্ধা একাদশী পালনের বিধান করাইয়াছিলেন)।

(৬) ভীষপত্র-প্রদানকারী ও তাঁহাদের অনুগগণ প্রেত-শ্রাদ্ধকে 'রাক্ষস-শ্রাদ্ধ' বলিয়া সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষ্ণু-নিবেদিত অন্নের দ্বারা দেবতা ও পিতৃপুরুষের তর্পণ করেন কিনা? যদি না করেন, তবে শাস্ত্রবচনানুসারে—পিতৃগণকে কুক্কুরমাংস ভোজন যন্ত্রণার ভাগী করাইতে হয়।

"যস্তু বিদ্যাবিনির্ম্মুক্তং মূর্খং মত্বা তু বৈষ্ণবম্।
বেদবিদ্যোঽদদাদ্বিপ্রঃ শ্রাদ্ধং তদ্রাক্ষসং ভবেৎ" ॥

(বিদ্যাহীন বৈষ্ণবকে মূঢ়বোধে অনূচানমানিগণকে শ্রাদ্ধ প্রদান করিলে বিপ্রকৃত সেই শ্রাদ্ধ রাক্ষসশ্রাদ্ধে পরিণত হয়)—এই ব্যাস-স্মৃতির ব্যবস্থানুসারে ভীষপত্র-

লেখকগণ শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করেন কিনা? যদি না করেন, তবে—

(৭) 'দেবল', 'বহুযাজী', 'গ্রাম-যাজী', 'শূদ্র-যাজী', 'ব্রাত্য-যাজী', 'পর্ব্বকার', 'ভৃতকাধ্যাপক', 'শূদ্রান্ন-পুষ্ট', 'পতিত-সংসর্গী', 'বেদানভিজ্ঞ', 'সন্ধ্যোপাসন-ভ্রষ্ট', 'পিতার সহিত বিবাদকারী' প্রভৃতি— "ব্রাহ্মণাপসদা-হ্যেতে কথিতাঃ পংক্তিদূষকাঃ। এতান্ বিবর্জ্জয়েৎ যত্নাৎ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি পণ্ডিতঃ॥"—(ইহারা ব্রাহ্মণাধম এবং পংক্তিদূষক বলিয়া কথিত। পণ্ডিত ব্যক্তি পিতৃকার্য্যে যত্নপূর্ব্বক ইহাদিগকে বর্জ্জন করিবেন)। ভাষপত্র-প্রদানকারিগণ ধর্ম্মশাস্ত্রকার বিষ্ণুর এই ব্যবস্থা-পত্র মান্য করেন কিনা?

(৮) ভাষপত্র-প্রদানকারিগণ ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন দশ-সংস্কার-গ্রহণের প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারেন কিনা? যদি না পারেন, তবে মহাভারত বন-পর্ব্ব ১৮০ অধ্যায়ের ব্যবস্থামতে—?

(৯) "যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদং অন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥"

—(যিনি বেদশাস্ত্র অধ্যয়নে যত্ন না করিয়া অন্যান্য বিষয়ে শ্রম করেন, তিনি জীবদ্দশাতেই সবংশে সত্বর শূদ্রতা লাভ করেন।)—ভাষপত্র-লেখকগণ মনু-স্মৃতির এই ব্যবস্থা কার্য্যকালে অবনত মস্তকে স্বীকার করেন কিনা? যদি না করেন, তবে?—

এই সকল প্রশ্নের প্রকৃষ্ট উত্তর দিতে না পারিলে কিংবা উপরি-উক্ত কোন না কোন একটী দোষে দুষ্ট থাকিলে ভাষপত্র-লেখকগণ শাস্ত্রানুসারে অবৈষ্ণব-পর্য্যায়ে গণিত হইবেন এবং তাঁহাদের উপর দেবদেব মহেশ্বর শিব নিম্নলিখিত আইন জারি করিবেন—

"শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্।"
"কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যে হ্যবৈষ্ণবাঃ।
তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং প্রমাদেনাপি বর্জ্জয়েৎ॥"

কূপ-মণ্ডূক সাগরের কথা শুনিলে তাহা ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হয়; তদ্রূপ জড়মতি অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গিগণও তাহাদের অধিকারে দিব্যসূরিগণের অপ্রাকৃত সদাচার ও সৎসিদ্ধান্ত ক্ষুদ্র-জড়-মস্তিষ্কে ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকে। তাহাদের অস্থির জড়-সিদ্ধান্ত নিরাস করিয়া সাত্বতগণ, বলিয়া থাকেন,

(১) সমস্ত বস্তুই কৃষ্ণ-সেবার উপকরণ। কৃষ্ণের ভোগ রন্ধনার্থ বৃক্ষাদি ছেদন অনুচিত কার্য্য নহে। ভক্তবর্গের উৎসবই শ্রীহরির উৎসবস্বরূপ, যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৯।১১৩ ধৃত শরৎপ্রদীপ-বচন "ভক্তক্ষণক্ষণো দেবঃ।" তবে কর্ম্ম-জড়গণ 'হরিসেবক' নহেন বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে বৃক্ষাদি-ছেদন, এমন কি নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস-গ্রহণও জীব-হিংসার কার্য্য। কারণ স্মৃতি বলেন, (সদাচার-স্মৃতি ৩০)

"ধর্ম্মো ভবত্যধর্ম্মোঽপি কৃতো ভক্তৈস্তবাচ্যুত।
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি যো ন ভক্তৈঃ কৃতো হরেঃ॥"

হে অচ্যুত, আপনার ভক্তগণের অনুষ্ঠিত অধর্ম্মও 'ধর্ম্ম' বলিয়া সিদ্ধ হয় এবং আপনার অভক্তগণের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মও 'পাপ' বলিয়া পরিগণিত হয়।

পুনরায়—পাদ্মবচন—

মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ॥

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, আমার নিমিত্ত কৃত ব্যাপার যাহা জড়-বুদ্ধি লোকের নিকট 'পাপ' বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহাও 'পরম ধর্ম্ম' বলিয়া বিবেচিত হইবে। আর আমাকে অনাদর করিয়া যে 'ধর্ম্ম' (কর্ম্ম-জড়গণের বিবেচিত ধর্ম্ম) তাহাও আমার প্রভাবে পাপরূপে পর্য্যবসিত হইবে।

স্কান্দে রেবাখণ্ডে শ্রীব্রহ্মোক্তি—

স কর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব।
স কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত॥
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে।
নিঃশেষধর্ম্মকর্ত্তা বাপ্যভক্তো নরকে হরে।
সদা তিষ্ঠতি ভক্তস্তে ব্রহ্মহাপি বিমুচ্যতে॥

পুনরায় পাদ্মে—

লিপ্যন্তে ন চ পাপেন বৈষ্ণবা বীতকল্মষাঃ।
পুনন্তি সকলান্ লোকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ধৃত শাস্ত্রবচন)

—হে কেশব! যিনি তোমার ভক্ত, তিনিই সর্ব্বধর্ম্মের একমাত্র কর্ত্তা, আর হে অচ্যুত! যে তোমার ভক্ত নহে, সে সর্ব্ববিধ পাপের কর্ত্তা। হে হরে! তোমার অভক্তগণ যদি ধর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করে, তবে তাহাও পাপমধ্যে গণ্য হয়। তোমার অভক্ত যদি নিঃশেষ-ধর্ম্মকর্ত্তাও হয়, তথাপি

সর্ব্বদা নরকেই অবস্থান করে, আর ভক্ত ব্রহ্মঘাতী হইলেও বিমুক্ত হয়।"

বিগতপাপ বৈষ্ণবগণ পাপের দ্বারা লিপ্ত হন না। সমকালে উদিত সহস্র সূর্য্যের ন্যায় তাঁহারা নিখিল লোককে পবিত্র করেন।

ভগবানের সৃষ্ট জীবকুলকে—(যাহাদিগকে সৃষ্টি বা পুনর্ব্বায় জীবন প্রদান করিতে অসমর্থ) কর্ম্মিগণ যে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য বিনাশ করেন,—বৃক্ষাদির ছেদন করেন এবং তদ্দ্বারা পুত্র-কন্যার বিবাহোৎসব কিংবা প্রেত-শ্রাদ্ধাদিতে ভোজনোৎসবাদি করেন, তাহাতে অসংখ্য জীব-হিংসা হয় বলিয়া তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তার্হ। তাঁহারা যে সকল জীব হনন করেন,—বৃক্ষাদি ছেদন করেন, তজ্জন্য তাঁহা-দিগকে পুনরায় সেই সেই যোনি লাভ করিয়া তাঁহাদের হিংসিত প্রাণিগণের দ্বারা হিংসিত হইতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগ-বতাদি শাস্ত্র (ভাঃ ১১।৫।১৪ দ্রষ্টব্য) তাঁহাদিগের জন্য এই প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন। কর্ম্মিগণের এই কঠোর প্রায়শ্চিত্ত হইতে নিস্তার নাই। যম সর্ব্বদা গৃহীত-দণ্ড হইয়া রহিয়াছেন, নারসিংহে—

"অহমমরগণার্চ্চিতেন ধাত্রা যম ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ।
হরিগুরুবিমুখান্ প্রশাস্মি মর্ত্ত্যান্ হরিচরণপ্রণতান্ নমস্করোমি॥"

আমি যম,—দেবতা-সঙ্ঘ-পূজিত বিধাতাকর্ত্তৃক লোকের হিত ও অহিতে নিযুক্ত হইয়া হরি-গুরু-বিমুখ মর্ত্ত্যগণকে দণ্ড প্রদান করিয়া থাকি আর যাঁহারা শ্রীহরিসেবারত সেই সকল পুরুষগণে প্রণতি বিধান করি।

কর্ম্মজড়মতিগণের ভৌম-বস্তুতে পূজ্য-বুদ্ধি; তাঁহারা সেই 'মাটিয়া বুদ্ধি' লইয়া প্রত্যেক বস্তুকে ভগবৎসেবোপকরণ-রূপে দর্শন করিতে পারেন না। তাই তাঁহারা স্থাবর-জঙ্গমকে বিষ্ণু-সম্বন্ধি বস্তুরূপে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাহাতে ভোগ-বুদ্ধি করেন। তাঁহারা অশ্বত্থাদি বৃক্ষকে বিষ্ণু-সম্বন্ধি-বস্তু জ্ঞানে পূজা না করিয়া তাহাকে দাঁড় করিয়া কিংবা সেখানে কোন কাল্পনিক গ্রাম্য-দেবতা স্থাপন করিয়া বিষ্ণু-ভোগ্য বস্তুর দ্বারা বিষ্ণুর সেবা করিবার পরিবর্ত্তে নিজের সেবা করিয়া লন! বিষ্ণু-সম্বন্ধি বস্তুকে স্ব-স্ব দগ্ধোদর-ভরণের যন্ত্র মনে করেন। শ্রীতুলসীকে বৃক্ষ-সামান্যে দর্শন করিয়া তাঁহার ক্রিমি-কাস-কফ-বায়ু-কুষ্ঠ-বাতরক্ত-মূত্রকৃচ্ছ্র-গাত্রদুর্গন্ধ-মেহদোষ-নাশক, জরায়ু-সঙ্কোচক, বৈদ্যুতিক-শক্তি-প্রকাশক প্রভৃতি গুণ লক্ষ্য করেন। অর্থাৎ বিষ্ণু-প্রিয় বস্তুর দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিবার পরিবর্ত্তে তদ্দ্বারা নিজ পূজা করিয়া লইবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করেন! ইঁহারা যে কি পরিমাণে অপরাধী, তাহা ইঁহারা অত্যধিক অপরাধ-নিবন্ধন বুঝিতে পারেন না। ইঁহারা নিত্য নিরয়ে পতিত, সুতরাং ইঁহাদের আর অধিকতর প্রায়শ্চিত্ত কি হইতে পারে? বৈষ্ণবগণ অশ্বত্থ শ্রীতুলসী প্রভৃতি কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বা কৃষ্ণ-প্রিয় বস্তুকে কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত করিয়া থাকেন। নিরয়-প্রাপক-ভোগ-নিকেতন-গৃহান্ধকূপের প্রাচীর-ভেদকারী অশ্বত্থ।টবৃক্ষকে ছেদন কিংবা অশ্বত্থবটবৃক্ষকে প্রতীকরূপে স্থাপন করিয়া তদ্দ্বারা উদর-ভরণাদি করিবার চেষ্টা পরম অপরাধময়ী চেষ্টা। বৈষ্ণবগণ সেরূপ চেষ্টাপর নহেন। তাঁহারা কৃষ্ণসম্বন্ধিবস্তুদ্বারা কৃষ্ণসেবা করেন। শ্রীতুলসীকে মূত্রকৃচ্ছ্র বা গাত্র দুর্গন্ধ-নাশকার্য্যে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা মহা অপরাধময়ী। বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণপ্রেয়া শ্রীতুলসীকে চন্দন-চর্চ্চিত করিয়া পরম পূতচিত্তে আত্মার সহিত কৃষ্ণ-পাদপদ্মে প্রদান করেন। সেই কৃষ্ণ-পাদ-পদ্মার্পিত তুলসীর মকরন্দের এমনই প্রভাব যে, ইহা সনকাদির ন্যায় আত্মারামগণেরও সেবোদ্দীপনের কারণ হয়। কর্ম্মজড়-ব্যক্তিগণের এই সকল কথা বুঝিবার সামর্থ্য নাই।

কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের বিচার মনোধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া তাঁহাদের 'ন্যায়' ও 'অন্যায়', 'ভাল' ও 'মন্দ' উভয়ই—ভ্রম। বিষ্ণু-সম্বন্ধিধাত্র্যশ্বত্থ-গো-বিপ্র প্রভৃতিকে বিষ্ণু-সেবায় নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহারা ঐ সকল বিষ্ণু-সম্বন্ধি বস্তুদ্বারা নিজ ভোগ করাইয়া লইবার দুর্ব্বুদ্ধি করেন। এক শ্রেণীর লোক গো-হিংসা করিয়া থাকেন। কর্ম্মিসম্প্রদায় আবার গো-বৎসকে তাহার প্রাপ্য দুগ্ধ হইতে বঞ্চিত করিয়া ঐ দুগ্ধের দ্বারা স্বীয় ইন্দ্রিয়-তর্পণের সামগ্রী কুকুর অথবা স্ব-ভোগ-সাধন দেহ কিংবা স্ত্রীপুত্রাদির পোষণ করিয়া থাকেন। ঐরূপ কার্য্যেও গো-হিংসা হয়। কিন্তু যেখানে ভগবদ্ভক্তগণ বিষ্ণুসেবার জন্য বিষ্ণুসম্বন্ধি বস্তুকে নিযুক্ত করেন এবং বিষ্ণু-সেবার্থ জগতে অবস্থান করিবার জন্য ভগবদুচ্ছিষ্ট গো-দুগ্ধাদি গ্রহণ করেন, সে স্থানে কোন প্রকার জীব-হিংসার অবকাশ নাই। কর্ম্মিসম্প্রদায় বলীবর্দ্দের দ্বারা স্ব-স্ব ভোগোপকরণ সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহাতেও গো-

জাতির প্রতি হিংসা হয়। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ বলিয়া থাকেন, গো-শকটাদিতে আরোহণ করিতে নাই, কিন্তু বলীবর্দ্দাদিকে নানাপ্রকারে তাঁহাদের ভোগ-সাধনে নিযুক্ত করিতে তাঁহাদের কোন আপত্তি নাই! ভগবদ্ভক্তগণ জড়-মতিগণের ঐরূপ মনোধর্ম্ম নিরাস করিয়া বলেন যে, বিষ্ণু-সেবাকার্য্যেই বিষ্ণু-সম্বন্ধি-বস্তুকে নিযুক্ত করিবার অধিকার আছে। ভোগি-কর্ম্মি-জীবের কোন প্রকার সেবায় তাহা নিযুক্ত করিলে বিষ্ণুর ভোগ্য বস্তুর প্রতি অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ করা হয়। বলীবর্দ্দ বিষ্ণুসেবার জন্য ভূমিকর্ষণকার্য্যাদিতে নিযুক্ত হইবে। বিষ্ণুভক্তগণ যখন কোন বিষ্ণুসেবার কার্য্যে গমন করিবেন, তখন বলীবর্দ্দ তাঁহাদিগের শকট বহন করিবে। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য যখন বিভিন্নস্থানে ভক্তি-প্রচারার্থ গমন করিতেন, তখন তিনি বলীবর্দ্দ-শকটে বহু শাস্ত্রীয় গ্রন্থ স্থাপন করিয়া এবং স্বয়ং তাহাতে আরোহণ করিয়া গমন করিতেন।

(১) কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত ও তদনুগ-গণের বিচারে জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে শ্রীমহাপ্রসাদ-গ্রহণ অত্যন্ত বিগর্হিত কার্য্য, কিন্তু সাত্বত স্মৃতি বলেন,—

"নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ॥
ব্রহ্মবন্নির্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।
বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ॥
কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ।
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রা যস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ৯।১৩৪ শ্লোক-ধৃত বিষ্ণুপুরাণ বচন)

—হে বিপ্রগণ! শ্রীহরির নৈবেদ্য ও অন্নপানাদি যে কিছু দ্রব্য সেবন করিতে কোন প্রকার খাদ্যাখাদ্য বিচার করিবে না। হে দ্বিজগণ! শ্রীহরির নৈবেদ্য ব্রহ্মের ন্যায় নির্ব্বিকার ও বিষ্ণু-সদৃশ। বিষ্ণুর নৈবেদ্যাদি সেবন করিতে যাহাদের সংশয়াদি চিত্তবিকার উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে কুষ্ঠব্যাধিযুক্ত ও পুত্রকলত্রাদিহীন হইয়া নিরয়গামী হইতে হয়, সেই নরক হইতে আর তাহাদের পুনরাগমনের সম্ভাবনা নাই।

আধুনিক কোন কোন কর্ম্মি সম্প্রদায়ের বিচারের বশবর্ত্তী হইয়া যাঁহারা জাতিভেদ প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য 'ছুঁৎমার্গ পরিহার' প্রভৃতি মতবাদ প্রচার করেন, এবং যথেচ্ছ আহার-বিহারাদিরূপ উচ্ছৃঙ্খলতাকেই বহুমানন করেন, তাঁহাদিগের মতবাদের সহিত কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট-ভোজি বৈষ্ণবগণের সৎসিদ্ধান্তের কোন মিল নাই। স্মৃতি বলেন, বিষ্ণুর উচ্ছিষ্ট ব্যতীত অতি উত্তম কুলজাত অবৈষ্ণবগণের অন্ন ও কুক্কুর মাংসের তুল্য। যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত পাদ্মোত্তর-খণ্ডস্থ শিবোমা-সংবাদে—"অবৈষ্ণবানামন্নঞ্চ পতিতানাং তথৈব চ। অনর্পিতং তথা বিষ্ণৌ শ্বমাংস-সদৃশং ভবেৎ॥" —অবৈষ্ণব ব্যক্তির অন্ন, পতিতের অন্ন এবং ভগবানে অনর্পিত অন্ন কুক্কুর মাংসের ন্যায়।

(ক্রমশঃ)

আনন্দ-সংবাদ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীসজ্জনতোষণী or "The Harmonist" নাম্নী মাসিক পত্রিকা সংস্কৃত-হিন্দি-ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছেন। উক্ত পত্রে বহু গবেষণাযুক্ত প্রবন্ধ এবং প্রামাণিক প্রাচীন গ্রন্থ রাজির, ইংরেজী, সংস্কৃত ও হিন্দি-ভাষানুবাদ প্রকাশিত হইবে। বর্ত্তমানে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়, শ্রীশরণাগতি, শ্রীউপদেশামৃত, শ্রীশিক্ষাষ্টক, শ্রীস্তবমালা প্রভৃতি গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তৎপার্ষদগণের জীবন-চরিত, বিষ্ণুতীর্থাদির ইতিহাস, চারি সম্প্রদায়ের দার্শনিক মত, শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ইংরেজী প্রবন্ধে প্রকাশিত হইতেছে। সংস্কৃত সজ্জন-তোষণী মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, চারি সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দার্শনিকতত্ত্ব, জীবন-চরিত এতদ্ব্যতীত শ্রীচৈতন্যভাগবতের সংস্কৃত-পদ্যানুবাদ প্রভৃতি প্রকাশিত হইবে। বহুবিধ রমণীয় হিন্দি প্রবন্ধও শ্রীসজ্জনতোষণীতে স্থান প্রাপ্ত হইবে। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩।৹ টাকা। ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যত্র—৬ শিলিং। প্রতি সংখ্যা—।৵৹ পাঁচ আনা।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠের

আয় তালিকা—

শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৪০

সংগৃহীত

মাঃ তীর্থমহারাজ—৫৫৮/১১

মাঃ অরণ্য মহারাজ—১০/১৫

মাঃ কানাইলাল মাইতি—১৪.

মাঃ অশ্বিনীকুমার সরকার—৪।০

মাঃ তরুণচন্দ্র বসু—১৩৸০

মাসিক চাঁদা—১২৩॥০

শ্রীমতী বনফুল রায়—২৬, শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র চন্দ—১১॥০, লক্ষ্মীনারায়ণ ব্যানার্জ্জী—৫॥০, কৃষ্ণমোহন পট্টনায়ক—৪৸০, হরিচরণ মহান্তি—৪৸০, রাধাশ্যাম মহান্তি—৪।০, নিত্যানন্দ নাগ—৪॥০, গোপালচন্দ্র পট্টনায়ক—৪, উদয়চন্দ্র পট্টনায়ক—৩।০, ধনেশ্বর পট্টনায়ক—৩, বসন্তকুমার ব্যানার্জ্জী—৩, শচীচরণ রায়—৩, বালকৃষ্ণ মহান্তি-রাধাকৃষ্ণ মহান্তি—৩, যদুনাথ মিত্র—৩, বিজয়গোপাল গুপ্ত—২৸০, N. G. Samaguli—২৸০, প্রবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—২।০, নটকৃষ্ণ মহান্তি—২।০, A. K. Sen—২, মুরলীধর বেহারা—২, গোপালচন্দ্র পট্টনায়ক—২, হরগোবিন্দ বসু—১৸০, চিন্তামণি প্রধান—১॥০, দেবেন্দ্রনাথ মিত্র—১॥০, বৃন্দাবন কাননগো—১॥০, G.V. Ranjan—১॥০. G. Giri—১।০, মহেন্দ্রশরণ বসু—১।০, নীলমণি পাণ্ডা—১।০, কৃষ্ণচন্দ্র রায়—১, প্রাণকৃষ্ণ অধিকারী—১, রাখালচন্দ্র দাস—১, পীতবাস পট্টনায়ক—১, কৈলাসচন্দ্র কাননগো—৸০, ফকিরচন্দ্র দাস—৸০, চারুচন্দ্র দাস—৸০, উপেন্দ্রনাথ পাল—৸০, রাধামোহন দোরা—॥০, সোমনাথ দাস—॥০, সুরেন্দ্রনাথ সরকার—॥০, সতীশচন্দ্র মুখার্জ্জী—।০ কৃষ্ণবাবু—।০, বিহারীবাবু—।০।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির—মাঃ শ্রীযুক্ত লালা আশুতোষ, ম্যানেজার—১৩০,

বাজাবাহাদুর, পুরী—১০০,

ময়ূরভঞ্জ ষ্টেট্—১১০,

শ্রীমতী রাণী চর্ষকুমারী—১০০,

„ রাণী শতরূপা—১০০,

„ তরঙ্গিণী ঘোষ—১০০,

„ সুনীতিবালা দেবী—১০০,

শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র মণ্ডলের মাতা—১০০,

অনাথনাথ বিশ্বাস—৩১,

মোহান্তমহারাজ, ইমারমঠ—৩০,

„ „ দক্ষিণ পার্শ্ব মঠ—৩০,

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র পরাক্রমবাহু অভিনব ভুজঙ্গ মান্ধাতা—২৮,

২৫, টাকা হিসাবে ৮ জন ২০০,

শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ আদক, গৌরহরি বেরা, হরিমোহন মাজি, উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, ঈশানকালী নন্দী, রাধিকাচরণ শচীচরণ রায়, চৈতন্য রায়।

২০, টাকা হিসাবে ৫ জন ১০০,

শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়কৃষ্ণ সামন্ত, Lady Chatterjee, সুন্দর কুমারী দাসী, বৈকুণ্ঠনাথ রায়।

১৫, টাকা হিসাবে ১০ জন ১৫০,

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সাহ, বৈকুণ্ঠনাথ শী, মহেশচন্দ্র বেরা, শিবনারায়ণ শ্রীচরণ মণ্ডল, মোহান্ত মহারাজ শ্রীযুক্ত রমানাথ রামানুজ দাস, রাঘবদাস মঠ, মোহান্তমহারাজ অচ্যুতানন্দ দাস, রঘুনাথবাড়ী, যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভূপতিনাথ বসু, হরিপদ লাহা, বারিপদা বাজার।

১০, টাকা হিসাবে ২৩ জন ২৩০,

শ্রীযুক্ত নন্দলাল রায়, কৃষ্ণচন্দ্র মণ্ডল, হরিচরণ ভূয়া, দ্বিভুজচন্দ্র মাইতি, উমেশচন্দ্র গুড়ে, কেদারনাথ পাত্র,

নিরঞ্জন পাত্র, পুণ্যময়ী দাসী, বিপিনবিহারী মিত্র, মোহান্ত-মহারাজ উত্তর পার্শ্বমঠ, বিপিনবিহারী মিত্র, ব্রজমোহন মিত্রের মাতা, বিপিনবিহারী মিত্র, সত্যদাসী দেবী, অপূর্ব্ব সুন্দরী দেবী, নটবর পোদ্দার, কুমার মন্মথনাথ দেব বাহাদুর, জেঠমল মাড়োয়ারী, অবোধকৃষ্ণ মোদক, গোষ্ঠবিহারী বিশ্বাস, রাধানাথ দাসাধিকারী, শিবপদ চট্টোপাধ্যায়, মা হরিদাস মজুমদার।

মোহান্ত মহারাজ নেউল দাস মঠ—৮৲

৭৲ টাকা হিসাবে ৫ জন ৩৫৲

শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মাণিক, কুঞ্জবিহারী সামন্ত রায় কহলী মহাপাত্র, গণেশচন্দ্র চন্দ, দাশরথী চাটার্জ্জী।

৬৲ টাকা হিসাবে ৭ জন ৪২৲

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দে, ললিতকুমার সিংহ, পশুপতি ব্যানার্জ্জী, পূর্ণচন্দ্র রায়, অনন্তরাম গুড়ে, রাজা বীরেন্দ্রনাথ সিংহ, মাতঙ্গিনী ঘোষ।

৫৲ হিসাবে ৫০ জন ২৫০৲ টাকা

শ্রীযুক্ত সত্যেশ্বর রায়, কানাইলাল মাইতি, গোষ্ঠবিহারী মণ্ডল, লক্ষ্মীনারায়ণ জানা, রাখালচন্দ্র প্রধান, সুরেশচন্দ্র মল্লিক, প্রফুল্লকুমার মল্লিক, তারকচন্দ্র গুড়ে, কৈলাসচন্দ্র মান্না, কমলকৃষ্ণ বিশ্বাস, গোবিন্দপ্রসাদ ঘোষ, রাজা সাহেব দেরাকোট, অবিদ্যাহরণ দাসাধিকারী, হরেকৃষ্ণ মাইতি, তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী বসু, রাজকৃষ্ণ দাস, শ্রীমতী গৌরী দাসী, রায় সূর্য্যকান্ত রায় বাহাদুর, যোগেন্দ্রলাল চৌধুরী, মোহান্ত মহারাজ সিদ্ধমঠ, মোহান্তমহারাজ বড় উড়িয়ামঠ, কুমুদকান্ত ভৌমিক, লোকনাথ মিশ্র, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নলিনচন্দ্র মিত্র, ভগবানলাল, ঝাবর দাস, রঘু দাস, মতিলাল দাস, রায় হরেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর, কুমার মন্মথনাথ দেবের মাতা, পানের মহাজনবর্গ, বালেশ্বর; গদাধর মহাপাত্র, গোপীনাথ বেহারা, বগলাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলদাসুন্দরী দাসী, মোহান্ত মহারাজ ত্রিমালীমঠ, কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র সাহা, প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের মাতা, কালীপদ মৈত্র, শ্রীশচন্দ্র বসু, ইন্দুভূষণ গাঙ্গুলী, বিনোদিনী দাসী, রাজবাহাদুর দেরাকোট; বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, Mrs. N. P. Sinha, সূর্য্যপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলকৃষ্ণ কুণ্ডু।

৪৲ টাকা হিসাবে ১৪ জন ৫৬৲

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ গাড়ুয়া, স্বরূপ মণ্ডল, বিপিনবিহারী সাহা, মোহান্তমহারাজ পাঞ্জাবীমঠ, বঙ্কিমচন্দ্র দাসাধিকারী, হেমন্তকুমারী দেবী, মহেশ্বর গিরি, হৃদয়চন্দ্র দে, হরিদাস বাবু, লক্ষ্মণ বিশ্বাস, কেনারাম গতি, ব্রজলাল মিত্র, পূর্ণচন্দ্র দত্ত, হরিপদ মণ্ডল।

৩৲ টাকা হিসাবে ২০ জন ৬০৲

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বলদেও প্রসাদ, মোহান্ত মহারাজ রাধাবল্লভ মঠ, গৌরগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, তারসুক রায়, সুরঞ্জন, তিলকচাঁদ হরিরাম, বালুকেশ্বর আচার্য্য, হরিবক্স মঙ্গলচাঁদ, নরহরি দেও, মোহান্তমহারাজ সমাধিমঠ, লালমোহন দত্ত, সাধুচরণ মহান্তি, যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ, চারুবালা দাসী, সুনীতিবালা দেবী, রাজেন বিশ্বাস, লোকনাথ পাত্র, S. V. Narsingh, চণ্ডীচরণ দোলুই, রাসবিহারী দত্ত।

২৲ টাকা হিসাবে ১১৬ জন ২৩২৲

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ মাইতি, বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ রায়, চৈতন্যচরণ বাগ, নিরদবিহারী সাউ, যোগেন্দ্রনাথ কোলা, অধরচন্দ্র কোলা, পরমেশ্বর সামন্ত, গোপীনাথ রাণা, রমানাথ মণ্ডল, শিবনারায়ণ ঘোড়ুই, উপেন্দ্রবাবুর কর্ম্মচারিবৃন্দ, শ্রীমতী রাসমণি, নিবারণচন্দ্র ঘোষ, বিহারীলাল, মণীন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, কে, কে, চাটার্জ্জী, ইন্দ্রনারায়ণ গতি, বলাইচন্দ্র গোস্বামী, কে, জি, গুপ্ত, যতীন্দ্রনাথ রায়, জগন্নাথ নাথ দাস, উপেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীনাথচন্দ্র জানা, সুরেন্দ্রনাথ পট্টনায়ক, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মহেন্দ্রনাথ মাইতি, সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, প্রমথনাথ বসু, পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ললিতমোহন মিত্র, তারাকিঙ্কর সিংহ, দুর্গারাম বসু, ভীমাচরণ ভট্টাচার্য্য, উপেন্দ্র মজুমদার, ক্ষীরোদচন্দ্র মণ্ডল, আশুতোষ মণ্ডল, ভূষণচন্দ্র প্রধান, রজনী সামন্ত, মহেশচন্দ্র সামন্ত, রাখালচন্দ্র দে, লালমোহন রায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র, দ্বারকানাথ সিংহ রায়, হেমন্তকুমার রায়, মানস-

রঞ্জন সেন, মোহান্তমহারাজ বার আখড়া, উপেন্দ্র কর, মহেন্দ্রনাথ কুম্ভকার, জলধরণী দাসী, নারায়ণ মিশ্র, কানাইলাল সিংহ, প্রসন্নময়ী দেবী, অধরচন্দ্র রায়, গজেন্দ্রনাথ সাহা, রাধাচরণ গোস্বামী, মোহান্তমহারাজ রামজী মঠ, ঐ বড়সস্ত মঠ, নিত্যানন্দ নাগ, দাতারাম জগন্নাথ, রূপরাম রামগোপাল, অটলবিহারী আচার্য্য, মাধবজী লালজী, নিশিকান্ত সান্যাল, ডাঃ অক্ষয়কুমার ঘোষ, হৃদয়চন্দ্র দে, সুবোধের মাতা, শ্যামাচরণ ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ দত্ত, কানাইলাল কর, ডাঃ বিজয়ানন্দ সেনগুপ্ত, শ্রীহরি গিরি, নন্দকিশোর দাস, খাসিরাম কানাইলাল দাস, রামজী ভগবান দাস, রামজী দেওয়ানজী, শিবাজী পেপাটী অমরসি আলিয়ে, চিন্তামণি সাহু, নরেন্দ্রনাথ দে, চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, খেরাউ সাউ, রাজেন্দ্রনাথ পাল, শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস, সেখ জামালউদ্দীন, সরযূবালা দাসী, আদিকন্দ পট্টনায়ক, রঘুনাথ মহাপাত্র, পদ্মলোচন মুদেয়াল, ব্রজলাল দীক্ষিত, শুকদেব সাহু, বৈকুণ্ঠনাথ মহান্তি, জগবন্ধু মহাপাত্র, রাজকিশোর পরিডা, জগন্নাথ পাড়ুয়া, বিনয়কৃষ্ণ মজুমদার, অধরচন্দ্র প্রামাণিক, গিরিশচন্দ্র কুণ্ডু, ইন্দুবালা দাসী, গিরিবালা দাসী, অমরা দাসী, পঞ্চানন রায়, প্রফুল্লকুমারী দেবী, সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনিবাস পোদ্দার, উপেন্দ্রনাথ সাহা, Dr. P. N. Das, বিহারীলাল মণ্ডল, গিরিজাপ্রসাদ সিংহ, অক্ষয়কুমার মিত্র।

১৷৷৹ টাকা হিসাবে ৫ জন—৭৷৷৹

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বেরা, মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী, মাধবরিক, কাশীনাথ পাণিগ্রাহী, শম্ভুনাথ পাহাড়ী, ব্রজেন্দ্র বসু।

১৲ টাকা হিসাবে ৩২৫ জন —৩২৫৲

নীরোদচন্দ্র জানা, উপেন্দ্রনাথ চন্দ, কামিনীকুমার মিত্র, বীরেন্দ্রনাথ বসু, ভীমাচরণ বসু, জ্ঞানদাচরণ পালধী, অক্ষয়কুমার দাস, শ্রীনাথ দাস, ধরণীধর ভাণ্ডারী, দয়ালচন্দ্র কর্ম্মকার, রমেশচন্দ্র কর, ধরণীধর রায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন, বনমালীচরণ পড়া, রাখালচন্দ্র দে, নানকচাঁদ চৌধুরী, বসন্তকুমার দে, নারায়ণচন্দ্র পাল, ঈশ্বরচন্দ্র সামন্ত, বিপিনবিহারী নাগ, সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, রাখালদাস পাত্র, সাগরচন্দ্র পাখিরা, গোবিন্দচন্দ্র মান্না, রাসবিহারী সাহুর মাতা, সঙ্গমচন্দ্র রায়, ত্রিলোচন রায়, অদ্বৈতচরণ মান্না, মহেন্দ্রনাথ সামন্ত, বিপিনবিহারী মণ্ডল, গিরীশচন্দ্র চন্দ্র, শশীভূষণ দাস, ক্ষীরোদচন্দ্র মুদলী, রাধাকৃষ্ণ রাউৎ, ঈশ্বরচন্দ্র খাড়া, ভূতনাথ মণ্ডল, প্রমথনাথ মণ্ডল, ডাঃ শশিভূষণ পাল, উপেন্দ্রনাথ মাজি, গোবিন্দচন্দ্র জানা, শশিভূষণ মান্না, ইন্দুভূষণ মল্লিক, সচ্চিদানন্দ বারীক, কৃষ্ণদাস পাল, চারুচন্দ্র বিশ্বাস, ধনলাল, রাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, নির্ম্মলচন্দ্র দে, শিশিরকুমার ঘোষ, কে, সি, সেন, প্রমথনাথ সরকার, প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য, আশুতোষ কাপালী, শ্যামাচরণ বসু, রামকৃষ্ণ মহাপাত্র পাণ্ডা, মুকুন্দ সাউ, তারিণীকুমার দত্ত, চন্দ্রশেখর পাড়ুয়া, চণ্ডীচরণ চাটার্জ্জী, সুশীলকুমার বসু, রজনীকান্ত দে, তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয়কুমার রায় চৌধুরী, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, নৃপেন্দ্রনাথ রায়, বিপিনবিহারী মাইতি, অধরচন্দ্র প্রামাণিক, শশীভূষণ রায়, নীলকণ্ঠ কর, শ্রীপতি সিং, রামদেও সিং, উপেন্দ্রনাথ খড়া, ধরণীধর নায়েক, ভুবনচন্দ্র দিণ্ডা, উপেন্দ্রনাথ মাইতি, গণেশচন্দ্র দাস, রামরাজ সিং, শ্রীনাথ সিং, জয়মঙ্গল সিং, নীলমণি রায়, ঈশ্বরচন্দ্র শীল, পঞ্চানন মণ্ডল, শরচ্চন্দ্র সরকার, Captain Gupta, শশিচরণ লাহিড়ী, অশ্বিনীকুমার দাস, যতীন্দ্র সেন, মণীন্দ্রনারায়ণ সেন, কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী, রাধাকৃষ্ণ কানন, লোকনাথ পট্টনায়ক, রামতারণ বৈরাগ্য, কৃষ্ণসুন্দর নাথ, কার্ত্তিকচন্দ্র চন্দ্র, নিবারণচন্দ্র নাথ, রাধারমণ দাস দালাল, দ্বারকানাথ দাস দালাল, J. N. Guin, B. L. Mitra, অক্ষয়কুমার দাস দালাল, পঞ্চগোপাল মুখার্জ্জী, যোগেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, রামকৃষ্ণ অধিকারী, মোহিনীমোহন লাহিড়ী, সুশীলকৃষ্ণ মল্লিক, সুধন্যমোহন সাহা, পীতবাস পট্টনায়ক, প্রাণশঙ্কর গুপ্ত, গোলোকপ্রসাদ রায়, হরিচরণ মোহন্ত, কৃষ্ণপ্রসন্ন বড়াল, রাজলক্ষ্মী দাসী, সত্যচরণ বসু, ক্ষীরোদাসুন্দরী দাসী, কৃষ্ণমোহন পট্টনায়ক, যদুনাথ মিত্র, রাধাকৃষ্ণ মাহান্তা, কৃষ্ণচরণ দাস, সিদ্ধেশ্বর ঘোষাল, সুরেশচন্দ্র ঘোষ, নৃপেন্দ্রনারায়ণ রায়, ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহান্তমহারাজ পাপুড়িয়া মঠ, যামিনীকুমার মিত্রের মাতা, হেমলতা দেবী, ডাঃ রাজমোহন দাস, রাধারাণী দেবী, গিরিবালা দেবী, R. N. Shaw, অন্নদা রায়, গোপালমোহন পট্টনায়ক, কুমুদচন্দ্র আদিত্য, ভূষণচন্দ্র পাল, হেমন্তকুমার সরকার, রামনারায়ণ সিং, রাসবিহারী মণ্ডল, বিন্দুবাসিনী দেবী,

বিভাসচন্দ্র মণ্ডল, পশুপতিনাথ সরকার, ইন্দিরাবালা দাসী, দুর্গাবালা দাসী, কীর্ত্তিবাস ভৌমিক, মদনগোপাল দে, মোহান্তমহারাজ বড়ঝাড়ু মঠ, মোহিতকুমার গাঙ্গুলী, সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, কৈলাসচন্দ্র দে, জগন্নাথ গঙ্গারাম, ভবচাঁদ এণ্ড কোং, রাধাগোবিন্দ রায়, Dr. A. C. Raio ভাগিরথী আপ্পা, সাধুচরণ সাউ, সুরেশচন্দ্র বর্দ্ধন, ডুঙ্গবসি দাস মুরলীধর, প্রসন্ন বাবু, নিস্তুরী নারায়ণ, বনমালী পহেলশ্যাম, কবিরাজ রমেশচন্দ্র গুপ্ত, বিলমরিয়া এণ্ড কোং, জগবন্ধু মহাপাত্র, দেবীরাম ভকত, কেদারনাথ বড়, জয়কৃষ্ণ মহাপাত্র, লক্ষ্মীন্দর মহান্তি, বিমলাচরণ রায় চৌধুরী, হেমচন্দ্র ঘোষ, জানকীনাথ বসু, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, সুশীলাবালা দাসী, আশুতোষ বসু, যদুনাথ ঘোষ, মজেশ্বর গিরি, মহাদেবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ফকিরচন্দ্র দাস, গোকুলচন্দ্র দাস, বাচুতারে নাইয়া, চারুচন্দ্র রায়, শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, ফকিরচন্দ্র দাস, গোকুলচন্দ্র দাস, বাচুতারে নাইয়া, চারুচন্দ্র রায়, শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী দাস, ভগবান দাস, সুপ্রকাশ-চন্দ্র দাস, হরিপ্রসাদ দাস, জয়নারায়ণ দাস, চুণিলাল কর, জয়নারায়ণ দাস, রাধানাথ সাউ, দীনবন্ধু পুষ্টি, বরেন্দ্রনাথ বসু, গোপীনাথ দাস, অনন্তপ্রসাদ পট্টনায়ক, মহেশ্বর মহান্তি, দেবেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীকৃষ্ণ দে, হনুমানবক্স ঘাসিরাম, বিজয়-নাথ দে, তরুণচন্দ্র বসু, পদ্মলোচন দাস, শ্যামাচরণ ঘোষ, দামোদর মহান্তি, গোকুলচন্দ্র দাস, বৈদ্যনাথ পাণ্ডা, বিপিন-বিহারী দাস, আশুতোষ বসু, যদুনাথ ঘোষ, কল্যাণজী ত্রিকণজী, বিভূতিভূষণ বসু, ব্রহ্মানন্দ পট্টনায়ক, চিন্তামণি সাই, নরেন্দ্রনাথ দে, সীতারাম জানা, দামোদর মহান্তি সুরেন্দ্রনাথ মিশ্র, বসন্তকুমার সেন, গঙ্গানারায়ণ উপাধ্যায়, হরগৌরী প্রসাদ, ফণীমাধব মুখার্জ্জী, কেদারনাথ ঘোষ, বঙ্কিমবিহারী দত্ত, শ্রীশচন্দ্র ভঞ্জদেও, প্রশান্ত রাও, পরমানন্দ পট্টনায়ক, কাশীনাথ বেহারা, অপর্ত্তি সাউ, সোমনাথ মহান্তি, বৈদ্যনাথ মিশ্র, রাধাশ্যাম দাস, ভীমচরণ দাস, হরপ্রসাদ পাণ্ডা, বিনোদবিহারী দাস, নীলাম্বর পাণ্ডা, দুর্গাচরণ মহান্তি, শ্রীনাথ মহান্তী, বাঞ্ছানিধি মহান্তী, জগবন্ধু বারিক, চৈতন্য মহান্তি, গৌরচন্দ্র রাণা, পাঙ্গু বেহারা, মার্কণ্ড বেহারা, শিবা বেহারা, রুদ্রচরণ পট্টনায়ক, দীনবন্ধু বেহারা, ফণী মহাপাত্র, হরেকৃষ্ণ সাউ, রাসবিহারী চইট্রায়, চন্দ্রশেখর হরিচন্দন, রুদ্রচরণ পট্ট- নায়ক, যদুনাথ বিশ্বাস, জগন্নাথ দাসাধিকারী, সতীশচন্দ্র দাসাধিকারী, সনাতন ব্রহ্মচারী, ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস, কুমুদবন্ধু দত্ত, পঞ্চানন বিশ্বাস, কালীপদ বিশ্বাস, প্রভাতচন্দ্র রায়, শ্রীনাথ সাহা, সত্যবাদী মিশ্র, ডঙ্গরসি দাস শিউলাল, দামোদর দাস, পরেশচন্দ্র চাটার্জ্জী, নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, সত্যনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী, হেরম্বানন্দ বাহুবলেন্দ্র, কৃষ্ণদাস শৃঙ্গারী, মোহান্তমহারাজ নেউলদাস মঠ, সুরেন্দ্র-নাথ দত্ত, হেমকান্ত সেনগুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ রায়, হরিমোহন ভৌমিক, রমেন্দ্রনাথ দত্ত, বিনোদিনী দাসী, নৃপেন্দ্রকুমার দে, সুখলাল নাগ, সত্যচরণ সুর, কালীচরণ ঘোষ, অচিন্ত্যধাম, চুণী বাবু, কৃষ্ণজীবন লাহিড়ী, উপেন্দ্রনাথ গঞ্জা, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কমল বাবু, মাণিকলাল মল্লিক, সখীসোণা দাসী. প্রিয়নাথ পাল, ব্রজবালা দাসী, মৃত্যুঞ্জয় রায়, রামচন্দ্র কুমার, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র বসু, মতিলাল মালাকার, ঘনশ্যাম মহান্তি, খগেন্দ্র বাবুর মাতা, রাসবিহারী বর্ম্মণ, ললিতকুমার বসু, জয়কৃষ্ণ দত্ত, যামিনী কর, মাতঙ্গিনী ঘোষ, শরচ্চন্দ্র মিত্র, অক্ষয়কুমার ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র সিংহ, মাখন-লাল চৌধুরী, সতীশচন্দ্র সেন. কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রোপ্রাইটর ভিক্টোরিয়া ক্লাব, উপেন্দ্রনাথ মল্লিক, উপেন্দ্র-নাথ ঘোষ, অপর্ণাচরণ সরকার, যোগেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা, নরেন্দ্রনাথ চন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র, রামপ্রসাদ চন্দ, জ্যোতীশ চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রচন্দ্র দে, অক্ষয়কুমার দে, সাতকড়িচরণ রায়, ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, রমানাথ পাণ্ডে, হেরম্বচন্দ্র চৌধুরী, নগেন্দ্রনাথ ভড়, গিরীশচন্দ্র সেন, বিভূতিভূষণ খাঁ, লছমী নারায়ণ আগরওয়ালা, বটকৃষ্ণ মান্না, ভবানীচরণ ঘোষ।

প্রণামী	...	...	৭০।২॥
খুচরা ভিক্ষা	...	...	২৮৬৮/২॥
উদ্বৃত্ত দ্রব্য বিক্রয়	...	...	১৮।৴৫
			৩২৫১।৶০

শ্রীপুরুষোত্তম মঠের

ব্যয় তালিকা—

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪০

দৈনন্দিন সেবা	...	...	৯০৯৭॥
মহাপ্রসাদাদি	...	...	৬৮৯৷০
পাথেয়	...	...	৩৬৬৶১৫

পারিশ্রমিক	...	...	৮৩॥৵১৫
গৃহশুল্ক, ট্যাক্স,মেরামতাদি...		...	১৪৫॥৶২॥
ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠের ব্যয়	...	...	৮৫০৲
বিবিধ	...	...	১৪১৮৵৭॥
ডাকখরচ	...	...	২৩॥৶০
			৩২০৪/৭॥
নগদ তহবিল	...		৪৭।/১২॥
			৩২৫১।৶০

পারমার্থিক-গৌড়

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বেদান্ত ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪০ সংখ্যার পর)

'জীব ও জড় সমস্তই কৃষ্ণ হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ' এই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত উপনিষদে মুখ্যাবৃত্তি দ্বারা কীর্ত্তিত হইয়াছে। মায়াবাদিগণ স্বকপোল-কল্পনাবশে লক্ষণা-বৃত্তি দ্বারা সেই সকল শ্রুতি-প্রমাণের বিকৃত-অর্থ করিয়া থাকেন। উপনিষদ্ বা বেদান্তে অভেদ ও ভেদ-মূলা দ্বিবিধা-শ্রুতি দৃষ্ট হয়। শ্রুতি-প্রমাণ যদি অভ্রান্ত সত্য হয়, তাহা হইলে উভয় পক্ষীয় বাক্যকে সমানভাবে সম্মান প্রদান করিতে হইবে। এক পক্ষীয় বাক্যসমূহের অধিকতর বা সর্ব্বকালিক সম্মান প্রদর্শন করিয়া অপর পক্ষীয় বাক্য-সমূহকে তদপেক্ষা অল্প বা তাৎকালিক সম্মান প্রদর্শন করিলে শ্রুতি-প্রমাণকে পরোক্ষভাবে অসম্মানই করা হয়। যাহারা কেবলমাত্র অভেদ-মূলা-শ্রুতির প্রাবল্য কল্পনা করিয়া ভেদ-মূলা-শ্রুতির তাৎকালিক প্রামাণ্য স্বীকার করেন,তাহারা প্রচ্ছন্ন বেদ-নিন্দক। কারণ তাহারা উভয়বিধ শ্রুতির প্রতি যুগপৎ সম্মান প্রদর্শন করিতে পারিলেন না,তাই কোন বেদান্তাচার্য্য বলিয়াছেন যে, যদি কাহারও সেবিত দুইটী গাভীর মধ্যে পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হয় তাহা হইলে উক্ত গো-দ্বন্দ্বের সেবক কি একটী গাভীকে হত্যা করিয়া আর একটী গাভীকে সংরক্ষণ করেন? কখনই তাহা নহে; পরন্তু উভয় গাভীকে সমানভাবে শান্ত করিবার চেষ্টা করেন। ম্লেচ্ছস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণই ঐরূপ স্থলে একটী গাভীকে হত্যা করিয়া অপর গাভীটীকে রক্ষা করিবার সঙ্কল্প করে। তদ্রূপ যে স্থানে ভেদ ও অভেদ-মূলা-শ্রুতির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, সেই স্থানে এক প্রকার শ্রুতির প্রাবল্য প্রদর্শন করিয়া অপর প্রকার শ্রুতির প্রতি অনাদর করিলে অর্থাৎ উভয়পক্ষীয় শ্রুতিই চরম-ফল-লাভকালে সমভাবে কার্য্যকরী নহে এইরূপ প্রস্তাব করিলে, শ্রুতি (পর্য্যায়শব্দ 'গো') বা গোমাতার বিনাশ-প্রবৃত্তিরূপ ম্লেচ্ছ হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করা হয়। কিন্তু শ্রীজগদ্গুরু লীলাভিনয়-কারী শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা করেন নাই। তিনি অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া ভেদ ও অভেদ উভয় সিদ্ধান্তনিষ্ঠ-শ্রুতির যুগপৎ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। ঔপচারিক ভেদাভেদকারী কিংবা কেবলাদ্বৈতবাদিগণ যেরূপ ভেদ-শ্রুতির তাৎকালিক প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া চরমে অভেদ-শ্রুতির প্রামাণ্য স্বীকার করেন, অচিন্ত্য-ভেদা-ভেদ-সিদ্ধান্তে সেইরূপ একদেশিতা প্রদর্শিত হয় নাই। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সিদ্ধান্তে বেদান্তের উভয়নিষ্ঠ শ্রুতি-প্রমাণের যুগপৎ প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। যথা—

(১) 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছাঃ ৩।১৪।১)

—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্মেরই বহিরঙ্গাশক্তি প্রকটিত।

(২) 'আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি' (ছাঃ ৭।২৫।২)

—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই আত্মা।

(৩) 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্'

(ছাঃ ৬।২।১)

—উদ্দালক স্বীয়পুত্র শ্বেতকেতুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—বৎস, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে একমাত্র নিত্য সত্তাবিশিষ্ট অদ্বয়তত্ত্বই বর্ত্তমান ছিলেন।

(৪) 'এবং দেবো ভগবান্ বরেণ্যো যোনিস্বভাবানধি-তিষ্ঠত্যেকঃ' (শ্বেঃ ৫।৪)—যেরূপ সূর্য্যদেব ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্ সকল দিক্‌কেই প্রকাশ করিয়া প্রদীপ্ত থাকেন, তদ্রূপ সর্ব্বারাধ্য সেই ভগবান্ একাকী কারণ-স্বভাব পৃথি-ব্যাদিতে অধিষ্ঠিত থাকেন।

ইত্যাদি বহুবিধ অভেদ-পক্ষীয়-শ্রুতি পাওয়া যায়; আবার—

(৫) 'ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' (তৈঃ ২।১)

—ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

(৬) 'মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি'

(কঠ ১।২।২২, ২।১।৪)

—পণ্ডিতগণ অবিকারী আত্মাকে দেবপিতৃমনুষ্যাদি শরীরে অবস্থিত দেশকালাদিদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, অতএব মহান্ ও সর্ব্বব্যাপী জানিয়া শোকে অভিভূত হন না।

(৭) 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদনিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোহশ্নুতে সর্ব্বান কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা' (তৈঃ আঃ ১ অনু)

—ব্রহ্মবস্তু সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও জড়দেশকালাদি-পরিচ্ছেদ-রহিত অধোক্ষজ বস্তু। যিনি সেই ব্রহ্মকে পর-ব্যোমে ও হৃদয়াকাশে অবস্থিত জানেন, তিনি ঐ সর্ব্বজ্ঞগামী ব্রহ্মের সহিত সর্ব্বপ্রকার অধোক্ষজ-ইন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছার কামনা লাভ করিয়া থাকেন।

(৮) 'যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োহস্তি কশ্চিৎ।' * * 'তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম' (শ্বেঃ ৩।৯)

যে পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন বস্তু নাই, যাহা হইতে অনুতর বা মহত্তর কিছুই নাই, তিনি বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলভাবে স্বীয় মহিমপুরে অর্থাৎ অন্তরঙ্গাশক্তির সন্ধিনী-প্রভাব-প্রকটিত তদ্রূপ-বৈভব নিত্যধামে স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন, অথচ সেই পুরুষ অচিন্ত্য শক্তিবলে যুগপৎ এই বিশ্বের অভ্যন্তরেও (পরমাত্মরূপে) বিরাজ করিতেছেন।

(৯) 'প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ' (শ্বেঃ ৬।১৬)

—সেই বিশ্বের কর্ত্তা, বিশ্ববেত্তা, আত্মযোনি, জ্ঞানী, কালকর্ত্তা, গুণী, সর্ব্ববেত্তা, প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞ পতি।

(১০) 'তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্'

(কঠ ২।২৩, মু ৩।২।৩)

—যে জীবাত্মা ভগবানের প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া পরমাত্মার কৃপা প্রার্থনা করেন, তাঁহারই নিকট সেই পরমাত্মা স্বয়ং-প্রকাশ-তনু প্রকাশিত করিয়া থাকেন।

(১১) 'তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্' (শ্বেঃ ৩।১৯)

—ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে সর্ব্বকারণ-কারণ, মহান-পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

(১২) 'যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ' (ঈশ ৮ম)

—তিনি স্বীয় অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে অন্য নিত্য পদার্থ-সকলকে তত্তদ্‌বিশেষদ্বারা পৃথকরূপে বিধান করিয়াছেন।

(১৩) 'নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি'

(কেন ৩।৬, ১০)

'এই পূজনীয় পুরুষ কে'—তাহা আমি বিশেষরূপে জানিতে পারিলাম না।

(১৪) 'অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যত ইতি।

(তৈঃ ২।৭)

—এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র অব্যক্তস্বরূপ ব্রহ্ম ছিলেন, সেই অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে এই ব্যক্ত জগৎ (ব্রহ্মের বহিরঙ্গা শক্তির পরিণাম) উৎপন্ন হইয়াছে; সেই ব্রহ্ম আপনাকে পররূপে প্রকাশিত করিলেন; সেই জন্য সেই পরব্রহ্মকে "সুকৃত" বলা হয়।

(১৫) 'নিত্যো নিত্যানাং' (কঠ ২।২।১৩, শ্বেঃ ৬।১৩)

—তিনি নিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য, চেতন বস্তু সমূহের মধ্যে বিভু চেতন।

(১৬) 'সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ" (মাঃ ২য়)

—এই সমস্তই অবর ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্ম-শক্তি-নিঃসৃত তত্ত্ববিশেষ; আত্মাস্বরূপ কৃষ্ণই পরব্রহ্ম; তিনিই চতুষ্পাদ অর্থাৎ এক হইয়াও অচিন্ত্যশক্তি ক্রমে নিত্যই চতুর্দ্ধা-স্বরূপে মহারসময়।

(১৭) 'অয়ম্ আত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু'

(বৃঃ ২।৫।১৪)

—এই পরমাত্মাই সর্ব্বভূতের অমৃত স্বরূপ। ইত্যাদি অসংখ্য বেদবচন দ্বারা নিত্যভেদ সিদ্ধ হয়।

(ক্রমশঃ)

দ্বাদশ-বৈষ্ণব

(ভীষ্ম)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে কহিলেন,—হে শিখণ্ডী, তুমি অবহিত হইয়া ভীষ্মকে আক্রমণ কর। অদ্য তাঁহাকে সংহার করিতেই হইবে। তুমি প্রাণপণ যত্ন কর। তোমার

কোনও চিন্তা নাই। আমি দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, দুর্য্যোধন, চিত্রসেন, বিকর্ণ, জয়দ্রথ, বিন্দ, অনুবিন্দ, সুদক্ষিণ, ভগদত্ত, মগধরাজ, সৌমদত্তি, রাক্ষস আর্য্যশৃঙ্গ, সুশর্ম্মা এবং অন্যান্য মহারথ কৌরবগণকে নিবারণ করিয়া তোমাকে রক্ষা করিব। তুমি পিতামহকে সংহার কর। জাতরোষ শিখণ্ডী পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া ভীষ্মের প্রতি প্রচণ্ডবেগে বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অবিচলিত চিত্তে জিতকাম ভীষ্মদেব তাঁহাকে কহিলেন,—শিখণ্ডিনি, তুমি যাহা ইচ্ছা কর, আমি তোমার প্রতি লক্ষ্যও করিব না। তুমি স্ত্রীলোক।* শিখণ্ডী দ্বিগুণ ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া বলিলেন,—হে ক্ষত্রিয়-ক্ষয়-কারিন্, তোমাকে আমি বিলক্ষণ জানি। আমার নিকট আজ আর তোমার রক্ষা নাই।"

কৃষ্ণ-সারথি অর্জ্জুনও মহাসিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া, কৌরবগণকে শরাঘাতে জর্জ্জরিত করিতে লাগিলেন। ভীত দুর্য্যোধন, ভীষ্মকে কাতর-কণ্ঠে কহিলেন,—"হে পিতামহ, সর্ব্বনাশ উপস্থিত। আমাদিগকে আপনি রক্ষা করুন। আপনা ব্যতীত আর আমাদের পরিত্রাণের উপায় নাই!" ভীষ্মদেব কহিলেন,—"হে দুর্য্যোধন, আমি যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, প্রত্যহ দশ সহস্র শত্রু সংহার করিয়া তবে যুদ্ধে ক্ষান্ত হইব; আজও আমি তাহাই করিব। আর এক কথা,—আজ আমি হয় আপনি নিহত হইব, না হয় পাণ্ডব-গণকে নিধন করিব; ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও।"

যুদ্ধমান মহাবিক্রম ভীষ্ম, বীরগণে পরিবৃত হইয়া, মেঘ-বেষ্টিত সুমেরু-শিখরীর মত শোভিত হইলেন। তাঁহার শরাসনমুক্ত সুতীব্র শরজালে শত শত, সহস্র সহস্র, পাণ্ডব-সৈন্য ধরাশায়ী হইতে লাগিল। তিনি আরোহিসহ দশ সহস্র কুঞ্জর, দশ সহস্র অশ্ব ও এক লক্ষ পদাতি সংহার করিয়া, নির্ধূম পাবক-শিখার মত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। মহারথ শিখণ্ডীও এদিকে, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া অপ্রতিহত-ভাবে অবিরত শত শত সুতীক্ষ্ণ বাণক্ষেপে ভীষ্মের সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধ, বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য, সেই কৃষ্ণৈকশরণ মহাযোগযুক্ত ভক্তরাজ ভীষ্ম, সহজ সহাস্য বদনে, সম্পূর্ণ নিশ্চলভাবে, সেই শিখণ্ডী-শরাসন-মুক্ত জলন্ত শরধারা, সূর্য্যকর তপ্ত ধরাবক্ষে বারি ধারার মত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল শায়ক-সহ মহাবীর পার্থের ভীষণতর শর-নিকর, বেগবান্ বিষধর সর্পের বিবর-প্রবেশের মত ভীষ্মদেবের মর্ম্মস্থান সকল ভেদ করিতে লাগিল। তাঁহার তেজঃপুঞ্জ বিশাল বপু, বিষম শরসমূহে এরূপ বিদ্ধ হইল যে, তাহাতে আর দুই অঙ্গুলি স্থানও অক্ষত রহিল না। তিনি সূর্য্যাস্তের অনতিপূর্ব্বে পুত্রগণের সমক্ষে, শ্রীকৃষ্ণের পাদমূলে, পূর্ব্বশির হইয়া ভূপতিত হইলেন!!! কিন্তু, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ ভূতল স্পর্শ করিল না; সর্ব্বাঙ্গ সম্মুখ ভাগে বিদ্ধ, এবং পশ্চাদ্‌ভাগে সরক্ত-ফলক-মুখে নির্গত শর-নিকর অপূর্ব্ব শরাসন সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে ভূমি হইতে উর্দ্ধে রক্ষা করিল। নিখিল ধনুর্দ্ধরগণের ধ্বজ-স্বরূপ ভীষ্মদেব সমুখিত ধ্বজের ন্যায় ধরাতল প্রাপ্ত হইলে, মহাবেগে বসুন্ধরা কাঁপিয়া উঠিলেন। জলধরগণ শোকাশ্রুরূপে বারিধারা বর্ষণ করিতে লাগিল! চারিদিক হইতে মর্ম্মভেদী হাহাকার উত্থিত হইয়া ভূতল ও গগন পূর্ণ করিল!

মহাভাগবত শান্তনব পিতার নিকট ইচ্ছামৃত্যু বর লাভ করিয়াছেন। তিনি এখনও জীবিতই আছেন। সুকোমল পুষ্পশয্যাশায়ী বিলাসীর মত তিনি অকাতরে এই শর-শয্যায় শয়ন করিয়া কৃষ্ণনাম জপ এবং সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছেন! কি কৌরব, কি পাণ্ডব, সকলেই যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া অবিলম্বে তথায় সমবেত হইলেন। ভীষ্ম বলিলেন,—তোমাদের সকলকে একত্র দেখিয়া আমি পরমানন্দ লাভ করিলাম। যাবৎ সূর্য্যদেবের উত্তরায়ন না আসে, তাবৎ আমি এই ভাবেই জীবিত থাকিব। মরণ আমার ইচ্ছাধীন। তোমরা আমার লম্বমান মস্তকে এখন উপাধান দাও। আমি বেশ সুখে শয়ন করি। (ক্রমশঃ)

* আকারাদপি ভেত্তব্যং স্ত্রী

প্রাপ্ত পত্র

মাননীয়

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয় পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়

মান্যবরেষু—

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে আমাদের বগুড়া সহরে শুভাগমন করেন। এখানে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সান্যালের গৃহে অবস্থান করিয়া স্থানীয়

প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ প্রামাণিকের আগ্রহে শ্রীযুক্ত রামরতন দাস মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। খেলার মাঠে সাধারণের জন্য 'সনাতন-ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। হিন্দু ও মুসলমান বহু ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে সেই সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। বহুলোকের আগ্রহ থাকিলেও অন্যস্থানে আহ্বান থাকায় সাধারণ্যে আর বক্তৃতা হয় নাই। তৎপর দিবস অর্থাৎ ১৩ই জ্যৈষ্ঠ হইতে তিন দিবস কাল পূজনীয় শ্রীপাদ স্বামিজী মহারাজ পরলোকগত হরচন্দ্র দত্তের হরিসভায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। ঐ সময় একটী ঘটনা ঘটে। সেটা আর কিছুই নয়, ভাড়াটিয়া পাঠকের দশম স্কন্ধ ভাগবত-পাঠের কীর্ত্তি। বগুড়া জিলার রায়খালী গ্রামের একটী যুবক পাঠক কয়েক মাস সহরে পাঠ করিতেছিলেন; পরে একটী গৃহে পারীক্ষিত পাঠ অর্থাৎ সাত দিবস ভাগবত পারায়ণ করেন। সরল গৃহস্বামী অকৈতবে স্ত্রী, কন্যা সকলে মিলিয়া পাঠক মহাশয়ের সেবা করেন। পাঠক মহাশয় মাঝে মাঝে চরণে আলতা পরিতেন। যাহা হউক, পূজনীয় ত্রিদণ্ডিগোস্বামিজীর প্রথম পাঠের দিন অনেকে সেই ভাড়াটিয়া পাঠককে ত্রিদণ্ডিগোস্বামিজীর পাঠ শুনিবার জন্য অনুরোধ করিলে পাঠক মহাশয় গৃহে ফিরিয়া যাইবেন বলিয়া আসেন নাই। কিন্তু গৃহস্বামী সস্ত্রীক পাঠ শুনিতে আসিলে ঐ পাঠক মহাশয় ঐ গৃহস্বামীর গৃহস্থিতা বিবাহিতা কন্যাকে হরণ করিয়া রাত্রিযোগে উধাও হইয়াছেন। এ কথা খুব প্রচার হইলেও সকলে চাপা দিবার ভাবে আছেন।

অধিকারী না হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের গোপীগণের অপ্রাকৃত কামক্রীড়ার কথা পাঠ করা দূরে থাকুক, মনে মনে আলোচনা করিলেও যে বিষম ফল ঘটে, তাহা শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা বহুবার তারস্বরে বলিতেছেন; কিন্তু তথাপি সুপ্ত গৃহস্বামিগণের চক্ষু খুলিতেছে না কেন? যাহারা ধর্ম্ম-ব্যবসায়-বাণিজ্যের দ্বারা সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, সেই সকল ভাড়াটিয়া ভাগবতপাঠক, কীর্ত্তনীয়া, বক্তা, দেবল প্রভৃতি যে অবৈধ অধমাধম পতিত বণিক, একথা গৃহস্থগণ বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না কেন? শ্রীভগবান্ সেব্য। তাঁহার সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। তাঁহার দ্বারা নিজের সেবা করাইয়া লওয়া ত' কর্ত্তব্য নহে। সাধারণ চামার যেমন চর্ম্মকে পণ্যদ্রব্য করিয়া ব্যবসায় করে, আমি অমুকের সন্তান (?) প্রভু (?) গোস্বামী (?) ইত্যাদি বলিয়া জড়দেহে 'আমি বুদ্ধি বিশিষ্ট' ব্যক্তিগণও কি সেইরূপ ধর্ম্মের ব্যবসা খোলে নাই! চামার বরং ভাল, কারণ তাহার বৃত্তি—শূদ্রবৃত্তি। ধর্ম্মব্যবসায়ীর বৃত্তি অত্যন্ত অবৈধ, চামার যদি শূদ্রবৃত্তিতে চামড়া বিক্রয় করিয়া সেই অর্থ শুদ্ধভক্তের হস্তে দিয়া হরিসেবা করে তবে সে ধার্ম্মিক হয়। আর বর্ত্তমানের ভাড়াটিয়াগণ সাক্ষাৎ ভগবত্তত্ত্ব ভাগবত, শ্রীনাম ও শ্রীবিগ্রহের সেবা খুলিয়া তল্লব্ধ অর্থ দ্বারা শৃগাল-কুক্কুর-ভোগ্য দেহ ও নিজ ভোগ্য স্ত্রীপুত্রাদির সেবা করিতেছে। তাহাতে ধর্ম্ম হওয়া দূরের কথা, গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন নরকের পথিক হইতেছে। ওহে সুপ্ত জীবকুল! একবার আপনারা জাগিবেন কি? এমন ভাবে ধর্ম্মের ব্যবসায়ী আপনাদের ধন, কুল, মান সবই যে হরণ করিতেছে, তাহা কি দেখিবেন না? শুদ্ধভক্তগণ সর্ব্বত্যাগী হইয়া গুরু-গৌরাঙ্গৈক-প্রাণে কায়মনোবাক্যে গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে কিরূপে শ্রীহরি ভজন করিতেছেন, তাহা কি দেখিবার অবকাশ আপনাদের নাই?

পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিগোস্বামিজী ১৯শে জ্যৈষ্ঠ রাজসাহী জেলায় পুটীয়া আগমন করিয়া তত্রস্থ চারি আনি রাজা-বাহাদুরের তরফের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর যত্নে সর্ব্বসাধারণের নিকট দুই দিন বক্তৃতা করেন ও ভক্তিমতি মহারাণী শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমারী দেবীর আগ্রহে তথায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। এই স্থানে ত্রিদণ্ডিগোস্বামিজী ঠাকুর-সেবা ও ধর্ম্মের নামে বর্ত্তমানে কিরূপ ব্যভিচার চলিতেছে, তাহা গুরুগম্ভীর স্বরে নির্ভীকতার সহিত সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন। সকলেই অবনত মস্তকে অকপটে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রচারকার্য্যে বগুড়ার ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র বাবুর পুত্রবর্গ, শ্রীযুক্ত হরমোহন দত্ত ও শ্রীমহেন্দ্রনাথ প্রামাণিক এবং পুঠিয়ার শ্রীমনোমোহন দত্ত মহাশয়গণের সেবা-চেষ্টা প্রশংসনীয়।

আশা করি, আমাদের ব্রাহ্মণ-সমাজ এই সকল ভাড়াটিয়া পাঠকগণকে অপাংক্তেয়, পতিত, অবৈধ বণিক্ জানিয়া দূরে রাখিবেন। নতুবা স্মৃতির অবমাননা করা হইবে।

নিবেদক—

শ্রীকেদারেশ্বর ভাদুড়ী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১০ই আষাঢ় ১৩৩৪, ২৫শে জুন ১৯২৭ | ৪৪শ সংখ্যা

সারকথা

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য

প্রভু বলে, ইহা না বলিহ শ্রীনিবাস।
তাঁকে নাহি দিব প্রেম-ভক্তির বিলাস॥

বৈষ্ণবের ঠাঞি তান আছে অপরাধ।
অতএব তান হৈল প্রেম-ভক্তি-বাধ॥

মহাবক্তা শ্রীনিবাস বলে আর বার।
এ কথায় প্রভু দেহত্যাগ যে সবার॥

তুমি হেন প্রভু যাঁর গর্ভে অবতার।
তাঁর কি নহিব প্রেম-যোগে অধিকার॥

সবার জীবন আই জগতের মাতা।
মায়া ছাড়ি প্রভু তানে হও ভক্তি-দাতা॥

তুমি যাঁর পুত্র প্রভু সে সর্ব্বজননী।
পুত্র-স্থানে মায়ের কি অপরাধ গণি॥

যদি বা বৈষ্ণব-স্থানে থাকে অপরাধ।
তথাপিও ঘুচাইয়া করহ প্রসাদ॥

প্রভু বলে, উপদেশ করিতে সে পারি।
বৈষ্ণবাপরাধ আমি ঘুচাইতে নারি॥

যে বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যার।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে নহে আর॥

দুর্ব্বাসার অপরাধ অম্বরীষ স্থানে।
তুমি জান দেখ ক্ষয় হইল কেমনে॥

নাড়ার স্থানেতে আছে তান অপরাধ।
নাড়া ক্ষমিলেই হয় প্রেমের প্রসাদ॥

অদ্বৈত-চরণ-ধূলি লইলে মাথায়।
হইবেক প্রেম-ভক্তি আমার আজ্ঞায়॥

(চৈঃ ভাঃ ম ২২।২৫—৩৬)

বুঝিয়া সময় আই আইল বাহিরে।
আচার্য্য চরণ-ধূলি লইলেন শিরে॥

পরম বৈষ্ণবী আই মূর্ত্তিমতী ভক্তি।
বিশ্বম্ভর গর্ভে ধরিলেন যাঁর শক্তি॥

আচার্য্য চরণ-ধূলি লইলা যখনে।
বিহ্বলে পড়িলা আই বাহ্য নাহি মানে॥

(চৈঃ ভাঃ ম ২২।৪৫—৪৭)

এখনে সে বিষ্ণু-ভক্তি হইল তোমার।
অদ্বৈতের স্থানে অপরাধ নাহি আর॥

জননীর লক্ষ্যে শিক্ষা-গুরু ভগবান্।
করায়েন বৈষ্ণবাপরাধ সাবধান॥

শূলপাণি সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিও নাশ পায় কহে শাস্ত্রবৃন্দে॥

ইহা না মানিয়া যে সুজন নিন্দা করে।
জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈবদোষে মরে॥

অন্যের কি দায় গৌর-সিংহের জননী।
তাঁহারেও বৈষ্ণবাপরাধ করি গণি॥

বস্তু বিচারিতে সেহ অপরাধ নহে।
তথাপিও অপরাধ করি প্রভু কহে॥

(চৈঃ ভাঃ ম ২২।৫২, ৫৪—৫৮)

আমার দুর্ব্বুদ্ধি !

শ্রীসনাতনগোস্বামিপ্রভুর নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভু যে, 'আত্মারাম'-শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একস্থানে একটী পদ পাইয়াছিলাম—

"**সুবুদ্ধিজনের** হয় কৃষ্ণ-প্রেমোদয়"

পদটী অনেকবার পড়িয়াছি, কণ্ঠস্থ করিয়া লোকের নিকটও বহুবার বলিয়াছি, কিন্তু সেই বাক্যটীর মধ্যে যে '**সুবুদ্ধি**' শব্দটী রহিয়াছে, তৎপ্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। আমি লোকের নিকট 'কৃষ্ণপ্রেমিক' বলিয়া পরিচিত হইতে চাই, সভা সমিতিতে কৃষ্ণপ্রেমের তুফান ছুটাই, ব্যাখ্যার সময় কৃষ্ণপ্রেমের বন্যায় জগৎকে রসাতলে ডুবাইয়া দিতেও দ্বিধাবোধ করি না; কিন্তু তথাপি দুর্ব্বুদ্ধি-পিশাচীর কবল হইতে নিস্কৃতি পাইলাম না!

পিশাচী আমাকে 'কৃষ্ণপ্রেমিক' সাজাইয়া আকাশে তুলিয়া দিয়াছে। কাজেই আমি আমার নিজের অবস্থা বিচার করিতে পারি না। সুবুদ্ধিদেবীর সহিত দেখা হইলে তিনি আমাকে হয় ত' আমার প্রকৃত অবস্থাটী জানাইয়া দিতেন। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি কিছুতেই সুবুদ্ধির কাছে যাইতে দিবে না! সাধুগণ আমাকে সুবুদ্ধিদেবীর নিকট লইয়া যাইতে চান, কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি রাক্ষসী আমাকে এত উচ্চে উঠাইয়া দিয়াছে যে, আমি সাধুগণকে আমা-অপেক্ষা 'ছোট' 'নীচ' প্রভৃতি জ্ঞান করিয়া তাহাদের কথায় কাণই দিই না।

আমি মনে করি, আমি ব্রাহ্মণ-কুলীন, আমি পণ্ডিত-সপ্ততীর্থ, আমি ধনী-ক্রোড়পতি, আমার গায় বল-শক্তি আছে, মস্তকে বুদ্ধি-মেধা আছে, আমার যথেষ্ট প্রতিভা-প্রতিপত্তি আছে, আর যা'রা সাধু, তা'দের ও'সব নাই বলিয়াই তা'রা 'মনের দুঃখে বনে' আসিয়াছে, তা'রা উপার্জ্জন করিয়া স্ত্রী-পুত্র-ভরণপোষণ করিতে পারে না বলিয়াই গৃহ ছাড়িয়াছে, তা'রা মহামহোপাধ্যায় পি-এইচ-ডি, ডি লিট্ হইতে পারিবে না বলিয়াই সাত্বতশাস্ত্র পড়িতেছে, তা'রা ব্রাহ্মণ কুলীন নহে বলিয়াই 'বৈষ্ণবের দাস' বলিয়া পরিচয় দিতেছে, গায়ে শক্তি নাই বলিয়াই মালা টানিতেছে, তাহাদের 'প্রতিভা' নাই বলিয়াই তা'রা জড়-বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্বিজ্ঞান আলোচনা করিতেছে, মস্তিষ্কে বুদ্ধি নাই বলিয়াই গৃহ-ভজন ছাড়িয়া দিয়া হরি-ভজন করিতেছে, মেধা নাই বলিয়াই মেধাবর্দ্ধক পুষ্টিকর অমেধ্যাদি-ভোজন পরিত্যাগ করিয়া 'শাক-পত্র-ফল-মূলে' উদরভরণ করিতেছে।

আমি দুর্ব্বুদ্ধি-পিশাচীর পরামর্শ শুনিয়া বলিয়া থাকি, 'কেন আমি আমার কৌলিন্য, পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, বুদ্ধি, মেধা, প্রতিভা, প্রতিষ্ঠা—এই সকল কৃষ্ণের তহবিলে জমা দিয়া কৃষ্ণকে 'বড়' করিয়া দিব! সেইগুলি ত' আমার ভাণ্ডারে রাখিয়া সুদে-আসলে ঐগুলিকে দ্বিগুণ হইতে দ্বিগুণতর করিয়া আমিও একটা 'কৃষ্ণ' সাজিতে পারি! কৃষ্ণকে দিলে আমার কি লাভ হইবে, লাভের মধ্যে 'কৃষ্ণ হওয়া'র পরিবর্ত্তে আমাকে কৃষ্ণ হইতে ছোট অর্থাৎ তাঁর অধীন—তাঁর দাস হইতে হইবে!' দুর্ব্বুদ্ধি-পিশাচী আমার এইরূপ বিপর্য্যয়-বুদ্ধি ঘটাইয়া থাকে। 'কৃষ্ণের দাস' হওয়াকে অর্থাৎ স্বরূপ-জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হওয়াকে দুর্ব্বুদ্ধি, 'অলাভ' ও ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর বিরূপে আচ্ছন্ন হওয়াকে 'পরমলাভ' বলিয়া পরামর্শ দেয়। দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে বলিয়া দেয়,—জগদ্ভরা এত লোক রহিয়াছে, কত মহামহোপাধ্যায়, কত পণ্ডিত-কুলীন, য়্যারিষ্টটল-গৌতম-গঙ্গেশ প্রভৃতির ন্যায় শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক, চার্ব্বাক-কপিল-কণাদ-হিয়াংচু-মিল-ক্যাণ্ট প্রভৃতির ন্যায় বড় বড় দার্শনিক, মনীষী, মেধাবী, হারাকিউলস্-নেপোলিয়ান-শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রভৃতির ন্যায় 'নামজাদা' বলবান্, কুবের-রাবণাদির ন্যায় মহা ঐশ্বর্য্যবান্, মদনের ন্যায় সৌন্দর্য্যবান্ ব্যক্তিগণ কেহই ত' কৃষ্ণের চরণে তাহাদের সর্ব্বস্ব দেয় নাই, তবে তুমি কেন জগদ্ভরা লোকের আদর্শ ছাড়িয়া তোমার পুঁজি-পাটাটা খোয়াইতে বসিবে?

দুর্ব্বুদ্ধির এইরূপ পরামর্শে আমি আমার জীবনটা কাটাইয়া দিই। যে কৌলিন্য-পাণ্ডিত্য-ঐশ্বর্য্য-বল-বুদ্ধি-মেধা-প্রতিষ্ঠার অহঙ্কারে মত্ত হইয়া এতদিন ধরাকে সরা দেখিতাম, সেইগুলি যখন সংসারের চাকুরীতে সওয়া ষোল আনা ব্যয় করিয়া ঘুণে বাঁশ বা সুনিষ্পেষিত ইক্ষুদণ্ডের পরিত্যক্ত অংশের ন্যায় অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়ি, তখনও কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি-পিশাচীর সঙ্গ ছাড়িতে চাই না। তখন স্ত্রী-পুত্র-পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ আমা হইতে আর এক ফোঁটাও

তাহাদের ইন্দ্রিয় তর্পণ দোহন করিয়া পাইবে না জানিয়া আমাকে 'কুলাঙ্গার' মনে করিয়া কোনও একটী 'পিঞ্জরাপোল' আশ্রয় করিবার পরামর্শ দেয়। দুর্ব্বুদ্ধি-পিশাচী তখনও কিন্তু আমাকে ছাড়ে না, আসিয়া আমার কাণে কাণে বলিয়া দেয়,—"দেখ, কিছুতেই কৃষ্ণের তহবিলে কিছু জমা দিবে না। এখন আর তোমার কৃষ্ণের দাসগণের নিকট যাইতে কোন ভয় নাই। কারণ তাহারা তোমার ন্যায় অসার হইতে এককোঁটা রসও নিংড়াইয়া লইয়া তাহা কৃষ্ণের তহবিলে জমা দিতে পারিবে না। যদিও তুমি এখন কৃষ্ণের তহবিল শূন্য বলে কিছু কিছু করিয়া আনিতে পারিবে। কাজেই তোমার কৃষ্ণের দাসত্ব স্বীকার করিতে হইবে না। কৃষ্ণকে কিছু দিয়া সেবা করিলে ত' তাঁহার দাস হইতে হইবে ? যখন তুমি তাঁহার সেবা করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে দিয়া তোমার সেবা করাইয়া লইতে পারিবে, তখন আর তুমি তাঁহার দাস হইলে কিরূপে ? অতএব আমার বুদ্ধি গ্রহণ কর। কোনও বৈষ্ণবের মঠ বা আশ্রমকেই তোমার পিঞ্জরাপোলরূপে নির্দ্ধারণ কর। সাবধান যে সে মঠে আখড়ায় যাইও না। কারণ যে-সকল বৈষ্ণবের আখড়ায় গাঁজা-ভাং তামাক-স্ত্রীসঙ্গ-তাস-পাশা-দাবা প্রভৃতি আছে, তা'রা বড় চতুর, তা'রা কিন্তু তোমাকে তা'দের ভোগের কণ্টক মনে করিয়া স্থান দিবে না। তা'রা তোমারই ন্যায় আমদানী-রপ্তানি লইয়া চিরজীবনটা কাটাইয়াছে। কিন্তু যা'রা পরদুঃখদুঃখী, পরোপকারী, তাঁ'রা ত' আর বণিক্ নহেন, তাঁ'দের কাজ কেবল জগৎকে বিতরণ, কেননা তাঁ'রা বিতরণ-কারী ঔদার্য্যময়বিগ্রহ ভগবানের সেবক বলিয়া অভিমান করেন। সুতরাং তাঁ'দের কাছে যাও।" সেখানে তোমার হরিভজনের কুটীর অর্থাৎ সারাজীবন সংসার-মরুভূমিতে পরিশ্রান্ত, ক্ষতবিক্ষত, নিঃশেষিত দেহের ক্লান্তি-মোচনের বিশ্রামাগার রচনা কর। দুর্ব্বুদ্ধি কখনও আমাকে এইরূপ পরামর্শ দিয়া থাকে।

কখনও বা আমি চপলার চকিত চমকের ন্যায় সুবুদ্ধি-দেবীর দর্শন পাইয়া হরিভজনার্থ সঙ্কল্প করি এবং সেই সঙ্কল্পের বশবর্ত্তী হইয়া সদ্গুরুর আনুগত্যে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় প্রবৃত্ত হই ; কিন্তু আমাকে হরিসেবায় একটু অমনো-যোগী দেখিতে পাইলেই আমার দুর্ব্বলতার ছিদ্রান্বেষিণী দুর্ব্বুদ্ধি কোথা হইতে যেন হঠাৎ আসিয়া আমার কাণে কাণে বলিয়া দেয়, 'কেন তুমি তোমার এমন সোণার দেহ কৃষ্ণের কাজে মাটী করিতেছ ? তোমার পাণ্ডিত্য-প্রতিভা, বল-বুদ্ধি কেনই বা কৃষ্ণের ভাণ্ডারে দিয়া নিজে ঠকিতেছ ? আরও দেখ, তুমি বাড়ীঘর সব ছাড়িয়াছ, স্ত্রী-পুত্র-পিতা-মাতার সঙ্গত্যাগ করিয়াছ, সন্ন্যাসী হইয়াছ, কিন্তু তোমারই যে আরও গুরুভাইরা আছে, তা'রা ত' সন্ন্যাসী না সাজিয়াও সাধু-গুরুর নিকট তোমা' অপেক্ষা বহুগুণে অধিক স্নেহসম্মান পাইতেছে। তুমি তা'দেরই অনুকরণ কর না কেন ? দুর্ব্বুদ্ধি পিশাচী আমার অপরাধ ও হৃদয়-দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি অনর্থের ছিদ্র নিরূপণ করিয়া প্রবীণ, তেজীয়ান, মহাভাগবত, সচ্চিদানন্দ পরমহংসগণের অনুকরণ করিবার পরামর্শ প্রদান করিয়া আমাকে 'ঢঙ্গ' প্রাকৃত-সহজিয়ায় পরিণত করাইয়া চিরতরে কৃষ্ণভজন হইতে বিচ্যুত করিতে চায়। আমি দুর্ব্বুদ্ধি-পিশাচীর বঞ্চনা বুঝি না।

কখনও বা দুর্ব্বুদ্ধি আমার কাছে আসিয়া বলে, "কেনই বা তুমি হরির জন্য এত খাটিতেছ ? যদি পুনরায় কৃষ্ণের সংসারই পত্তন করিতে হইল, সংসারের ন্যায় সেবা করিতেই হইল, তাহা হইলে তুমি নিজে 'কৃষ্ণ' সাজিয়াই ত' সেই সংসারে ভোগ করিতে পারিবে। কৃষ্ণভজন ত' পরিশ্রান্ত জীবনের শান্তি অর্থাৎ বিশ্রামানুসন্ধান ! প্রকৃতির শোভাদর্শন বা মুক্তবায়ু সেবনের জন্যই ত' ধামবাস, কায়িক পরিশ্রম হইতে বিশ্রাম লইবার জন্যই ত' 'হরিনাম', ক্ষুধা-বৃদ্ধি বা অর্থ-প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহ করিবার জন্যই ত' 'কীর্ত্তন-নর্ত্তন', ভীষণ পাপ-পঙ্কিল অতীত জীবনের অনুশোচনা ক্লেশের সাময়িক বিস্মরণ জন্যই ত' কাব্যনাটকাদির ন্যায় 'গোপী-গীতা'-শ্রবণ, বৃদ্ধাবস্থায় শিথিল ইন্দ্রিয়ের চিরাভ্যস্ত কামলালসা চরিতার্থ করিবার অভাবটা মনে মনে ধ্যান-দ্বারা পূরণ করিবার জন্যই ত' নির্জ্জন-ভজন। অতএব তোমার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যতটুকু পরিশ্রম দরকার, ততটুক মাত্র পরিশ্রম কর। সেখানেও পারত' তোমার পরিশ্রম লাঘব করিবার জন্য কৃষ্ণকে খাটাইয়া লও। একটী করতাল বা 'খঞ্জনী' লইয়া হরিনামের (?) গান, কথকতা প্রভৃতি করিয়া তোমাদের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ কর। কৃষ্ণকে খাটাইয়া খুব সহজে পয়সা-প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়, নিজে খাটিলে যে 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হয়। কৃষ্ণকে খাটাইয়া অর্থ সংগ্রহ কর, আর তাহা নিজের নিকট গচ্ছিত রাখ, কাহারও

অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে না। ইচ্ছামত তোমার প্রয়োজন পূর্ণ করিতে পারিবে। একটী কুটীর বাঁধ। সেখানে সেই ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে সুখে স্বচ্ছন্দে থাক। নির্জ্জনে বসিয়া মনে মনে যাহা চিন্তাই (স্ত্রী-চিন্তাই হউক, আর গৃহ-চিন্তাই হউক) করনা কেন, লোকের নিকট নিষ্কিঞ্চন ভজনানন্দী ভক্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইতে পারিবে।" কখনও বা ভিতরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জড়প্রতিষ্ঠাকামী থাকিয়াও লোকের নিকট 'নিষ্কিঞ্চন' বলিয়া প্রচারিত হইবার জন্য মুখে বলিবে বা সাময়িক পত্রের সম্পাদকের নিকটে পত্র লিখিয়া জানাইবে, 'আমার সুখ্যাতি যেন আপনার কাগজে প্রকাশিত না হয়! অর্থাৎ যেন আরও বেশী করিয়া প্রকাশিত হয় এবং তৎসঙ্গে আরও একটু কথা যেন যোগ থাকে যে, আমি প্রতিষ্ঠা চাই না, আমি কত বড় বৈষ্ণব! অর্থাৎ আমি কত বড় আনুকরণিক 'প্রাকৃত-সহজিয়া' যে মাধবেন্দ্রপুরী-লোকনাথ প্রভৃতি সহজ পরমহংস নিষ্কিঞ্চনগণকে অনুসরণ করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠাটী আমার তহবিলে আনিবার জন্য তাহাদের নিষ্কপট আচরণকে কপটতা করিয়া অনুকরণ করিতে শিখিয়াছি!' দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা করিবার জন্য এই সব পরামর্শ দিয়া থাকে।

কখনও বা দুর্ব্বুদ্ধি-পিশাচী আমাকে বলিয়া দেয়, "তোমার দ্বারা যে বৈষ্ণবগণ হরিসেবা করাইতেছে, ইহা কিন্তু তাহারা তোমার গ্রাসাচ্ছাদন দিবার বিনিময়ে তাহাদের প্রাপ্য মূল্য আদায় করিয়া লইতেছে। তোমার মূল্য এত কম হওয়া উচিত নহে। ইহা তোমার ভজন নহে। তোমার ইন্দ্রিয়-তর্পণটীই তোমার 'ভজন'। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণানুসন্ধানের পরামর্শ তোমার গ্রহণ করা উচিত নহে। তুমি যতটা সেই পরামর্শ না শুনিয়া নির্জ্জনে আপন মনে আমার সহিত বাস কর, সেইটুকুই তোমার ভজন হয়।"

দুর্ব্বুদ্ধি-পিশাচী এইরূপ ভাবে আমাকে আমার একমাত্র অনর্থ-নিবৃত্তির পথ—যাহা পরম করুণাময় শ্রীগুরুদেব আমার জন্য কৃপাপূর্ব্বক আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই সুপথ হইতে সর্ব্বাহ্না বিপথে লইয়া যাইবার জন্য, কতরূপেই না পরামর্শ দিতেছে। আমি কিন্তু তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

লোকের কাছে 'ভজনানন্দী' 'হরিসেবক' বলিয়া পরিচিত হইতে চাই বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কতটুকু হরিসেবা করিতেছি, আর কত অধিক পরিমাণেই বা নিজের সেবা অর্থাৎ নিজ-সুখ-শান্তি-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অন্যাভিলাষের অনুসন্ধান করিতেছি, তাহা দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে জানিতে দেয় না। প্রত্যহ হরিসেবায় আমার চিত্ত কতটুকু দৃঢ় অনুরক্ত ও পরিনিষ্ঠিত হইল, সারাদিনের মধ্যে এ বিষয়টুকু ভাবিবার কোন অবসর দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে কখনও দেয় নাই; পরন্তু অনেক রাজ্যের অনেক কথা ভাবিবার—ধ্যান করিবার যথেষ্ট অবকাশ দিয়াছে।

দুর্ব্বুদ্ধি কখনও বলিয়া দেয়, "প্রকৃত সাধুর কাছে যাইও না। যদি দৈবাৎ ঐরূপ সাধুর নিকট আসিয়া পড়, তাহা হইলেও তাঁহাদের কথায় মনোযোগ দিও না; প্রকৃত সাধুগণ এমনই মোহিনী-বিদ্যা জানেন, যে তাঁ'দের কথায় মনোযোগ দিলেই তাঁ'রা সমস্ত চিত্ত-বিত্ত হরণ করিয়া লন। এমন কি অবশেষে তাঁ'রা সর্ব্বনাশ করিয়া ছাড়েন। নকল সাধুগুরুর কাছে যাও, সেখানে গেলে তোমার সর্ব্বনাশ হইবার ভয় নাই। কারণ আমি যে তা'দের ও ঘাড়ে চাপিয়া আছি। তা'তে এ-কূল ও-কূল দুকূলই রক্ষা হইবে। লোকের নিকটও 'ভক্ত' 'বোষ্টম' প্রভৃতি বলিয়া প্রতিষ্ঠা লইতে পারিবে। অপর দিকে সংসারেরও সমস্ত সুখ ষোল আনা বজায় থাকিবে।" এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধির পাল্লায় পড়িয়া আমি লৌকিক শাস্ত্র হইতে আমার মনের মত বাক্যগুলি খুঁজিয়া লই। বলি, গৃহীদের ত্যাগীগুরু করা ভাল নহে। যেন আমরণ গৃহমেধী থাকাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য! আমি তখন আমা-অপেক্ষা সংসারে অধিক আসক্ত, আমা অপেক্ষা অধিকতর আমদানী-রপ্তানীর ব্যাপারী-মহাশয়কেই আমার ভোগ-বিবর্দ্ধন-যজ্ঞের ঋত্বিক্ বলিয়া বরণ করি। আমি যেমন, আমার আদর্শটীও তেমন না হইলে চলিবে কেন? দুর্ব্বুদ্ধি তখন আমাকে বলিয়া দেয় "ঐ সকল সাধুদের কথা শুনিও না। কুলগুরু ছাড়িতে নাই, তা'র অভিসম্পাতে সর্ব্বনাশ হইবে। আর তোমার গুরুই বা কোন্ অংশে কম? তা'র বাড়ীতেও ঠাকুর-সেবার নাম করিয়া স্ত্রী পুত্রের সেবা আছে, ঠাকুর-মন্দিরের নাম করিয়া সুপ্রশস্ত গৃহান্ধকূপ আছে, নিরন্তর ভাগবত-পাঠ-কীর্ত্তনের নাম করিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের একটা বড় মনোহারী দোকান আছে, সুতরাং তুমি যেরূপ বণিক্, তোমা-অপেক্ষা কোন অধিকতর বণিকই তোমার আদর্শ হওয়া উচিত। সমানে সমানে মিল হয়।

বিপরীত ধর্ম্মীর সঙ্গে তোমার সইবে কেন?" দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে এই সকল পরামর্শ দিয়া আমার মঙ্গলের পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়।

অনেক সময়ে সুকৃতি-বলে সদ্বুদ্ধির পরামর্শে সাধু-সদ্গুরুর নিকট আসিয়াও যদি আবার অন্যমনস্ক হইয়া পড়ি, তখন অবসর বুঝিয়া দুর্ব্বুদ্ধি আমার নিকট আসিয়া বলে, "তুমি কেনই বা এখানে আসিলে? এখানে আসিয়া যে বিষম ফাঁদে পড়িয়াছ, ইঁহাদের হাত এড়াইবারও যে জো নাই। সর্ব্বদা এঁ'দের অনুগত হইয়া থাকিতে হইবে। স্বাধীনভাবে থাকিলে কিম্বা অন্য কোন প্রকার গুরু—যিনি তোমার যথেচ্ছাচারিতা সমর্থন করিতে পারেন, তাঁহার উপদেশ লইলে এতক্ষণ যে কত মনের স্ফূর্ত্তিতে থাকিতে পারিতে, যেখানে সেখানে বেড়াইতে পারিতে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে পারিতে, পিতা-মাতা-স্ত্রী কাহারও মনে কষ্ট দিতে হইত না, পান-তামাক চা-চুরুট কিছুতেই কোন আপত্তি ছিল না। গোবিন্দদাস-বিদ্যাপতি শুনিবার নাম করিয়া বাসকগ্ন পড়িতে পারিতে, লীলামৃত, ভাবনামৃত, নীলমণি, গীতগোবিন্দ, পঞ্চাধ্যায় প্রভৃতির নাম করিয়া কাব্যরস-সম্ভোগ ও স্ত্রী-চরিত্রসমূহ ধ্যান করিতে পারিতে। সময়ে সময়ে কপট অশ্রু-পুলক-কম্প দেখাইয়া 'রসিক' বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারিতে। একাধারে ভোগ ও ভগবান্ এমন সুযোগ ছাড়িয়া কেনই বা বন্ধনের মধ্যে পড়িয়াছ। সাধু-সদ্গুরুর কাছে যে বড় কঠোরতা, তাঁর শাসন! একটু এদিক ওদিক হওয়ার জো নাই, একটু অভ্যাভিলাষ, একটু কপটতা থাকিলেই তাঁ'দের কাছে ধরা পড়িতে হয়। দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে এইরূপ কত কি পরামর্শ দিয়া থাকে।

কখনও বা দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে গুরু-বৈষ্ণব-নিন্দক আত্মঘাতী পাষণ্ডগণের সমালোচনা-দ্বারা গুরু-বৈষ্ণবকে বিচার করিতে—মাপিয়া লইতে পরামর্শ দেয়। আমাকে ভাবিতে দেয় না যে, আমি নিষ্কপটে হরিভজন করিতে আসিয়াছি; আত্মঘাতীদের উদ্দেশ্য ত' হরিভজন নহে। তাহারা আত্মবঞ্চিত, তাই অপরকে বঞ্চনা করিতে পারিলেই তা'রা তাঁ'দের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হইল বলিয়া মনে করে।

বহুরূপিণী দুর্ব্বুদ্ধি-পিশাচী আমাকে তাহার স্বরূপ বুঝিতে না দিয়া এ সকল বিচিত্র বেশে আমার নিকট আসিবার সাহস করে কেন? আমার দুর্দ্দৈব ও অনর্থই ইহার কারণ বলিয়া মনে হয়। যদি আমার সম্বন্ধ-জ্ঞানটী নিরন্তর টনটনে থাকিত, তাহা হইলে মুহূর্ত্তের জন্যও দুর্ব্বুদ্ধি আমার নিকট আসিবার কোন ছিদ্র পাইত না। শ্রীচরিতামৃতে শ্রীগোপীর উক্তিতে পড়িয়াছিলাম, "কৃষ্ণ যেন আম্র-আঁঠি"। 'কৃষ্ণ' যাহার নিকট 'আম্র-আঁঠি' তুল্য হইয়াছে, সেই পরম সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরই সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় হইয়াছে। সত্যিই কৃষ্ণনিষ্ঠ গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে আমার 'আঁঠি' হয় নাই, তাই দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে ইতর-পরামর্শ দিয়া আমার নিত্য আশ্রয়স্থল হইতে বিচ্যুত করিতে চায়। যাঁ'দের কৃষ্ণে আঁঠি হইয়াছে, এরূপ সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের নিরন্তর আনুগত্য ফলেই আমার সুবুদ্ধিদেবীর সহিত আমার দেখা হইতে পারে,—

> "কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গে **রতিবুদ্ধি** পায়।
> সব ছাড়ি' কৃষ্ণভক্তি **শুদ্ধবুদ্ধ্যে** পায়॥
> বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণ পায়।
> সেই **বুদ্ধি** দেন তাঁ'রে যা'তে কৃষ্ণ পায়॥
> *　　　*　　　*
> **সুবুদ্ধিজনের** হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়।"
>
> (চৈঃ চঃ মঃ ২৪শ)

দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে সর্ব্বদাই সদসদ্বিচার করিতে নিষেধ করে। কখনও বলিয়া দেয়, "তুমি যখন অন্ধ-বিশ্বাসের পথ ধরিয়াছ, তখন বিচার করার আবশ্যক কি? ও-সব নীরস জ্ঞানীদের জন্য! সদ্গুরু-অসদ্গুরু, সাধু-অসাধু, বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব, নাম-নামাপরাধ, ভক্তি-অভক্তি, কাম-প্রেম, কর্ম্ম-সেবা,—এ'সব বিচারের আবশ্যক কি? কেবল ভজন (আমার পরামর্শে তোমার ইন্দ্রিয়-তর্পণানুসন্ধান) করিয়া যাও।" পাছে সদসদ্বিচারফলে কুহকিনী দুর্ব্বুদ্ধির কুহক ধরা পড়িয়া যায়, এইজন্যই কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে ঐরূপ উপদেশ দিয়া থাকে, কিন্তু আমি তাহা বুঝি না। সাধুগণের কথায়, শাস্ত্রের কথায় অবিশ্বাস করি।

মায়াবিনী বহুরূপিণী দুর্ব্বুদ্ধি আমার সহিত যে কত ভাবে ছলনা করিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বহুরূপিণী দুর্ব্বুদ্ধির মাত্র কয়েকটা চিত্র আজ আমার বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট প্রকাশ করিয়া হৃদয়ের গুরুভার খানিকটা লাঘব করিলাম।

আমার বন্ধুগণ হয়ত' বলিবেন, "তোমার দুর্ব্বুদ্ধির কথা হাটে বাজারে ঘোষণা করিয়া লাভ কি?" এখানে আমার একটী কথা আছে। আমি বড় জড় প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী, সর্ব্বদাই লোকের কাছে আমার অনর্থ, হৃদ্দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি ঢাকিয়া রাখিয়া 'ভক্ত-প্রতিষ্ঠা' লইতে চাই। কিন্তু ইহাতে যে আমি প্রতি মুহূর্ত্তে বঞ্চিত হইতেছি, তাহা দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে বুঝিতে দেয় না। তাই, আজ আমি দুর্ব্বুদ্ধি-পিশাচীর হস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্য আমার গুরুবর্গের নিকট আমার রোগের কথা জানাইতেছি! রোগ যতই খারাপ ও গোপনীয় হউক না কেন, চিকিৎসকের নিকট ঢাকিয়া রাখিলে উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্যের অভাবে রোগ ত' আরোগ্য হইবেই না, অধিকন্তু যত বেশী দিন যাইতে থাকিবে, ততই রোগ অধিকমাত্রায় বাড়িয়া গিয়া দুশ্চিকিৎস্য হইয়া পড়িবে। তাই, আমার গুরুবর্গকে—আমার শুভানুধ্যায়ি বন্ধু-বান্ধবকে সদ্বৈদ্য ও সৎপরামর্শদাতা জানিয়া তাঁহাদের আমার রোগের কথা ব্যক্ত করিলাম। তাঁহাদের নিকট চরণ ধরিয়া আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছি—

"বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর
এ দাসে করুণা করি'।
দিয়া পদছায়া শোধহ আমারে
তোমার চরণ ধরি॥
ছয় বেগ দমি' ছয় দোষ শোধি',
ছয় গুণ দেহ দাসে।
ছয় সৎসঙ্গ দেহ হে আমারে
বসেছি সঙ্গের আশে॥

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ত্রয়োদশবার্ষিক

বিরহ মহা-মহোৎসবে

(১)

মরম মথিয়া
ভুবন ছাইয়া
উঠে কি আবার গভীর তান,
বিগলিত হিয়া
নয়নে ঢালিয়া,
গাহে সবে কাঁদি বিরহ-গান !

(২)

উথলে সাগর
লভিয়া সে স্বর,
মুখর নগর—'পুরুষ উত্তম';
কি করুণা গীতি !
কোন্ মহা স্মৃতি
অশোক কি ভাবে ভরে ভুবন !

(৩)

মনে কি যে হয়,
এমনি সময়,
এই দিনে সেই, লীলা পরিহরি,
গেলেন স্বধাম
ভকত-প্রধান
'ভকতি-বিনোদ' গাহি গৌরহরি !

কি নব শোভায়
পূর্ণ-শশি-প্রায়
করিয়া উজ্জ্বল ভারতাকাশ,
কি সুধা ঢালিয়া
ক্ষণে লুকাইয়া
গেল আজি ওরে, করি নিরাশ !

(৫)

পূর্ণ প্রস্রবণ
কি রস পরম
ঢালিয়া অজস্র হইল শেষ,
অতৃপ্ত-পিয়াস
তবু কি হতাশ
করি সবে, গত আপন দেশ !

(৬)

হায়, হায়, হায়,
পাব রে কোথায়
হেন নিধি আর এ মর ধামে,
নহাইবে ঘন
সে প্রেম-প্লাবন
কে আর তেমন গৌরাঙ্গ-নামে !

(৭)

নব নব তান
তুলিয়া সে গান
কে গাহিবে আর গভীর স্বরে,
প্রাণ ভরা তানে
কাহার সে গানে
প্রেমের অঙ্কুর উঠিবে পাথরে !

(৮)

হা হা প্রভু মোর,
গোরা-প্রেমে ভোর,
কৃপাম্বুধবর,—বিদরে হিয়া
বিরহে তোমার,—
চাহ একবার
কর কৃপা সেবা-অধিকার দিয়া

(৯)

এই পুণ্যধামে
তব প্রিয়-স্থানে
পূজা অর্ঘ্য আজি সাজাইয়ে শত,
সেবি তব পদ,
স্বগুণে বরদ,
লহ পূজা, পূর্ণ কর মনোরথ।

(১০)

কর আশীর্ব্বাদ,
যেন নির্ব্বিবাদ
অনুসরি, পূত পদাঙ্ক তব,
প্রিয় আচরণে
তোমার ভুবনে,
সেবি সদা গোরা-চরণ-পল্লব ॥

হরিগুরুবৈষ্ণব-কৃপাপ্রার্থী—
শ্রীশ্যামসেবক ব্রহ্মচারী
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-স্মৃতি

'সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ' গৌড়েশ্বর শ্রীলস্বরূপ-দামোদর প্রভুর শ্রীমুখকমলে আমরা সর্ব্বপ্রথম **'ভক্তি-বিনোদ'**—এই মহীয়ান্ নামটী নিনাদিত দেখিতে পাই। স্থান—নীলাচল, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদান্তিক; কাল—যখন গৌর-জলধর-বিচ্ছেদাবগ্রহম্লান ভক্তশস্য-নিচয়কে দর্শনামৃত-বারিধারা-বর্ষণে সঞ্জীবিত করিতেছিলেন; বক্তা—গৌড়ীয়-গণের ঈশ্বর—কৃষ্ণরসতত্ত্ববিদ্ জগদ্গুরু। বিষয়—'গৌর-কৃপাম্বুধির কৃপা-প্রার্থনা'।

মহাপ্রভুর দ্বিতীয় বিগ্রহ ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সম্রাট্ শ্রীস্বরূপ-দামোদর-প্রভু শ্রীচৈতন্যদয়ানিধি হইতে 'ভক্তিবিনোদ' নাম-

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাণী—

"এই গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে চারি শত বৎসরের মধ্যে অনেক প্রকার অনর্থের উদয় হইয়াছে। সেই সকল অনর্থ সম্পূর্ণরূপে উৎপাটন করা আচার্য্যের প্রধান কার্য্য।"

"যিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া ধর্ম্ম-শিক্ষা দেন, তিনিই আচার্য্য। কেবল বিত্ত উৎপন্ন করিয়া সাংসারিক উন্নতি লাভ করিলে আচার্য্যত্ব লাভ হয় না।" (সজ্জনতোষণী ৪র্থ খণ্ড ৩য় পৃঃ)

"কলি যত প্রবল হইতেছে পঞ্চসংস্কারাদির প্রতি ততই অবজ্ঞা হইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি যাঁহাদের কপটভক্তি তাঁহারাই জগৎকে নানাপ্রকারে ভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে।" (সজ্জনতোষণী ৪র্থ খণ্ড ৬পৃঃ)

"যিনি শুদ্ধভক্তি-অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন, কলি তাঁহার তৎকার্য্যে বাধা দিবার জন্য অনেক কুপ্রথা সৃষ্টি করে। মহাপ্রভুর চরিত্র ও উপদেশে যাহা করিবেন, তাহাতে কলির অধিকার নাই।" (সজ্জনতোষণী ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা)

নিধিটী আহরণ করিয়া জগতে প্রদান করিয়াছেন। ইহা হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, শ্রীভক্তিবিনোদপ্রভু অমন্দোদয়-দয় শ্রীচৈতন্য-দয়ানিধির সেই কৃপাশক্তি—যে কৃপা নিরন্তর ভক্তিবিনোদন অর্থাৎ জীবকুলকে স্বভাবে প্রেরিত করিয়া কৃষ্ণপ্রেমানন্দে মজ্জন, কৃষ্ণেতরতৃষ্ণারহিত অথবা বিপ্রলম্ভোন্মাদে মত্ত করিয়া মাধুর্য্য-মর্য্যাদা-প্রদান করেন—

"**শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া** সমদয়া মাধুর্য্য-মর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য-দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥"

'মহাপ্রভুর পরম মর্ম্মী,' 'প্রেমতনু' শ্রীস্বরূপ প্রভু শ্রীচৈতন্য-কৃপা-রত্নাকর হইতে ভক্তিবিনোদ-কৃপানিধিটী জগতে অর্পণ করিয়াছেন; তাই বিবুধগণ ঠাকুরকে সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ-নামে কীর্ত্তন করেন এবং স্বরূপানুগবর 'মহাপ্রভুর নিজজন' বলিয়া জানেন। ভক্তিসিদ্ধান্ত-পরীক্ষক শ্রীস্বরূপের অনুগ বলিয়া বিদ্বদ্গণ ভক্তিবিনোদপ্রভুকে ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিরোধ-রসাভাসাদি-দোষনির্ম্মুক্ত সংসিদ্ধান্তাচার্য্য, শুদ্ধভক্তিরস-বিনোদনকারিরূপে দর্শন করেন। গৌর-সুন্দরের 'প্রণাম-শ্লোক-চন্দ্রিকায়' 'ভক্তিবিনোদ'-নামটী প্রদীপ্ত হইয়াছিল বলিয়া কবিগণ ঠাকুরকে 'গৌর-পাদাব্জ-ভৃঙ্গরাজ' বলেন। বিপ্রলম্ভক্ষেত্রে—বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহের দ্বিতীয়বিগ্রহ শ্রীস্বরূপের শ্রীমুখকমলে 'ভক্তিবিনোদ' নামটী সর্ব্বপ্রথমে নৃত্য করিয়াছিলেন বলিয়া কোবিদগণ ঠাকুরের ভক্তি-বিনোদন-ক্রিয়ায় নিরন্তর কৃষ্ণান্বেষণোন্মাদ-চেষ্টা দেখিতে পান।

* * * *

অচৈতন্য জগতের জড়ানন্দানুভূতি মোচন করিয়া যিনি তথায় 'শ্রীচৈতন্য' বিতরণপূর্ব্বক সচ্চিদানন্দানুভূতির সন্ধান প্রদান করিয়াছেন, সেই সচ্চিদানন্দনামী ভক্তিবিনোদপ্রভুবর আর কি আমাদের নয়ন-পথে পদার্পণ করিবেন?

যিনি স্বরূপ-রূপের অনুগ, তাঁহার রূপের তুলনা কোথায়? সর্ব্ব-সুন্দর-সুন্দর কৃষ্ণসুন্দরের নয়নোৎসব-স্বরূপ, অসমোর্দ্ধ-সেবা-সৌন্দর্য্য-লহরী-স্বরূপ, স্বরূপের পরমাত্মীয়-স্বরূপ ভক্তি-বিনোদ প্রভুবর আর কি আমাদের নয়ন-পথে পদার্পণ করিবেন?

কৃষ্ণের নিখিল গুণ যাঁহাতে দেদীপ্যমান, তন্মধ্যে অমন্দোদয়-দয়া-গুণটী যাঁহাতে মরকত-মধ্য-মণির ন্যায় অতিশয়িতরূপে উজ্জ্বল, সেই গুণমণি ভক্তিবিনোদ প্রভুবর আর কি আমাদের নয়ন-পথে পদার্পণ করিবেন?

জীবকুলকে কৃষ্ণেতর-তৃষ্ণারহিত করাইয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত-কীর্ত্তনরূপ-অভিধেয়-সাধ্য মাধুর্য্য-পরাকাষ্ঠা অনর্পিতচর উন্নতোজ্জ্বল-রসামৃত-সিন্ধুর সন্ধান-প্রদর্শনরূপ ভক্তিবিনোদন-কার্য্যই যাঁহার লীলা, সেই ভক্তিবিনোদ প্রভুবর কি আমাদের নয়ন-পথগামী হইবেন?

শ্রীচৈতন্য-দয়ানিধির অদ্ভুততমা কৃপাশক্তিস্বরূপ শ্রীভক্তি-বিনোদ প্রভুবর জগন্মরুতে যে অমন্দোদয়-দয়ার মন্দাকিনী-সহস্রধারা প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহা তৃষ্ণার্ত্ত জীব অনন্ত কাল ধরিয়া পান করিতে পারিবেন। সেই কৃপা-স্বর্গঙ্গায় স্নান করিলে কাহার কখনও অমন্দ ফলের উদয় হয় না। তাহাতে কোন প্রকার মলিনতা নাই—কৈতব নাই—ছলনা নাই। পরন্তু মলিনবস্তুও সেই কৃপা-সুরধুনী-ধারা-স্পর্শে পবিত্র হয়—তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া সচ্চিদানন্দতা লাভ করে—কৃষ্ণার্চ্চনের যোগ্য হয়।

বর্ত্তমান বৈষ্ণব-ব্রুব-জগতে যে 'ঢঙ্গবাদ' বা **অনুকরণ**-পন্থা চলিয়াছে, বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তিপ্রবাহের মূলপুরুষ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাহা সম্পূর্ণভাবে গর্হণ করিয়া মহাজন-পদাঙ্ক**অনুসরণের** কথাই পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় তাঁহাদের অপরাধময়ী বুদ্ধি লইয়া তাঁহার আচার-প্রচার-প্রণালী বুঝিতে না পারায় অসৎসঙ্গ-বিবর্জ্জনকারী ঠাকুরকে তাঁহাদেরই একজন মনে করিয়া ঠাকুরের চরণে অপরাধ করিতেছেন এবং গৌড়েশ্বরের শিক্ষাপ্রণালী গ্রহণ করিতে না পারিয়া গৌড়ীয়-ব্রুব অগৌড়ীয় আনুকরণিক অশ্রৌতপন্থিমাত্র হইয়া পড়িতেছেন। পরদুঃখদুঃখী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই শ্রেণীর জন্য যে কিরূপ দুঃখ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার লেখনী ও জীবনী আলোচনা করিলে সুবুদ্ধিমানের উপলব্ধির বিষয় হয়।

আমরা নিম্নে তাঁহার অযাচিত-কৃপামৃত-তরঙ্গিণী হইতে কয়েকটী অঞ্জলি লইয়া সত্যানুসন্ধিৎসু পরমার্থ-পিপাসু-পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিতেছি। আশা করি, ইহাতে সত্যতৃষ্ণ মহাশয়গণের তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইবে।

ঠাকুরের আচার ও প্রচার

ঠাকুরের দুইটী ভবিষ্যদ্বাণী—

(১) কোন শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষ পুনরায় যথার্থ বর্ণধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন। (শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, ২য় বৃষ্টি, ৩য় ধারা)

(২) স্বল্পদিনের মধ্যে ভক্তিতত্ত্বে একটী মাত্র **সম্প্রদায়** থাকিবে। আর সকল সম্প্রদায়ই সেই ব্রহ্ম সম্প্রদায়ে পর্য্যবসান লাভ করিবে। (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা ৯ম পরিচ্ছেদ)

ঠাকুরের পরদুঃখকাতরতা—

অনেক স্থলে বিবর্ত্ত, ছলধর্ম প্রভৃতি দুষ্টমতকে দুষ্টগণ কর্ম্মবিপাকে 'শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা' বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন এবং বিচারশক্তিরহিত বিশ্বাসনিষ্ঠ অনেকেই সেই সকল দুষ্টমতকে প্রকৃত প্রস্তাবে 'মহাপ্রভুর মত' বলিয়া মানিয়া প্রকৃত উপদেশ হইতে বঞ্চিত থাকেন। তাঁহাদের দুঃখে আমরা নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃখ করিয়া থাকি। মহাপ্রভু দয়া করিয়া তাঁহাদিগকে অবিচারিত বিধান হইতে উদ্ধার করুন। (শিক্ষামৃত-ভূমিকা)

নিখিল বিশ্বে ঠাকুরের একটি উপদেশ—

হে ভ্রাতৃগণ, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের বিবরণ, উপদেশ ও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বিশেষ যত্ন-সহকারে স্বাধীন বিচারের সহিত নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিলে তাঁহাকে 'সর্ব্বাচার্য্য' বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। যতপ্রকার সাম্প্রদায়িক গুরুর বিষয় লিখিত আছে, সকলেই তাঁহার অধীন, এরূপ দৃষ্ট হইবে। শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যদেব সকল জীবের 'চৈত্যগুরু' হইয়াও পূর্ণভাবে আবির্ভূত হইয়াছেন, অতএব জীবসকল সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের স্বাধীনতারূপ পাদপদ্ম-মধু পান করিতে থাকুন। (শ্রীতত্ত্বসূত্র ৪৯ সংখ্যা)

গৌরবিহিত শুদ্ধ-নাম-সংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম-প্রচার-দ্বারাই মহাচিৎসমন্বয় সম্ভব, অন্য প্রকারে নহে—

কলিযুগের উপযুক্ত ধর্ম্ম যে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন, তাহা সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদ-শ্রীমন্মহাপ্রভু জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। ভারতবর্ষের কতিপয় মানবকে উদ্ধার করিবার জন্য যে তাঁহার অবতার, এমত নয়। কিন্তু জগতের সর্ব্বপ্রদেশে নিত্যধর্ম্মপ্রচার করিয়া জীব সকলকে উদ্ধার করাই তাঁহার প্রয়োজন ছিল। তিনি শ্রীমুখে নিম্নলিখিত কথাটী বলিয়াছেন,—

"পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥"

এই আবতক্য আজ্ঞা যে সত্বরই কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, সে **সমস্তই পরিপকাবস্থায় এক নাম-সংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম হইয়া পড়িবে, ইহা নিশ্চয় সত্য বলিয়া বোধ হয়।** * * আহা! যেদিন ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, রুশিয়ায়, প্রুশিয়ায় ও আমেরিকায় তদ্দেশস্থ ভাগ্যবন্ত পুরুষ সকল নিশান ডঙ্কা-খোল-করতালাদি লইয়া মুহুর্মুহুঃ নিজ নিজ নগরে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নামোল্লেখ পূর্ব্বক হরিনাম-কীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠাইবেন, সে দিন কবে হইবে! আহা! যে দিন বিজাতীয় শ্বেতবর্ণ পুরুষ-সকল একদিক হইতে 'জয় শ্রীশচীনন্দন কি জয়' এইরূপ ধ্বনি করতঃ প্রসারিত হইয়া অপরদিকে অস্মদ্দেশীয় ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গন পূর্ব্বক ভ্রাতৃভাব করিবেন, সে দিন কবে হইবে! যেদিন তাঁহারা বলিবেন, হে আর্য্য-ভ্রাতৃগণ! আমরা প্রেমসমুদ্র চৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় করিয়াছি, এখন তোমরা দয়া করিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন দাও, সে দিন কবে হইবে! যে দিন পবিত্র চিন্ময় বৈষ্ণব-প্রেমই সর্ব্বজীবের একমাত্র ধর্ম্ম হইবে ও সমুদ্রে নদীগণের ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম অনন্ত বৈষ্ণব-ধর্ম্মে আসিয়া মিলিত হইবে, সে দিন কবে হইবে! (সজ্জনতোষণী চতুর্থ খণ্ড ৪১ পৃঃ)

স্বদেশহিতৈষিগণের প্রতি—

প্রাচীন ঋষিগণ স্বপ্নেও জানিতেন না যে, স্বভাবজ ধর্ম্মটী ক্রমশঃ বংশজ হইয়া উঠিবে। মহৎ লোকের সন্তান মহৎ হয়, ইহাও কিয়ৎপরিমাণে স্বাভাবিক, কিন্তু এইটী কখন ব্যবস্থা হইতে পারে না। সংসারকে ঐ প্রকার অন্ধ-পরম্পরা-পথ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য স্বভাবজ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্বার্থপর ও অতত্ত্বজ্ঞ স্মার্ত্তদিগের হস্তে ধর্ম্মশাস্ত্র ন্যস্ত হওয়ায় যে বিপদাশঙ্কায় বিধান করা হইয়াছিল, সেই বিপদ ব্যবস্থাপিত বিধিকে আক্রমণ করিয়াছে। ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে। সুবিধানের মধ্যে যে মল প্রবেশ করিয়াছে, সেই মল দূর করাই **স্বদেশহিতৈষিতার লক্ষণ।** কিয়দংশে মল প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া, মূল ব্যবস্থাকে দূর করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। অতএব **হে স্বদেশহিতৈষি মহাত্মগণ!** আপনারা সমবেত হইয়া আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নির্দ্দোষ-ব্যবস্থা-সকলকে নির্ম্মল করতঃ প্রচলিত করুন। আর বিদেশীয় লোকের অন্যায় পরামর্শক্রমে স্বদেশের সদ্বিধি লোপ করিতে যত্ন পাইবেন না। যাঁহারা ব্রহ্মা, মনু, দক্ষ, মরীচি, পরাশর, ব্যাস, জনক, ভীষ্ম, ভরদ্বাজ প্রভৃতি মহানুভব-

গণের কীর্ত্তি-সন্ততি-স্বরূপ এই ভারতভূমিতে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা কি নবীন জাতিনিচয়ের নিকট সাংসারিক ব্যবস্থা শিক্ষা করিবেন? অহো! লজ্জা রাখিবার স্থান দেখি না! বর্ণাশ্রমব্যবস্থা নির্দ্দোষরূপে পুনঃ প্রচলিত হইলে ভারতের সকল প্রকার উন্নতিই হইতে পারিবে, ইহা আমার বলা বাহুল্য। (শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ২০৫ পৃঃ)

কর্ম্মিগণের প্রতি—

কর্ম্মব্যতীত বদ্ধজীব ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। নিতান্ত পক্ষে শরীর-নির্ব্বাহরূপ কর্ম্ম না করিলে জীবন থাকে না। জীবন না থাকিলে কোনক্রমেই প্রয়োজন-সিদ্ধির উপায় অবলম্বিত হয় না। অতএব কর্ম্ম অপরিত্যাজ্য। যখন কর্ম্মব্যতীত থাকা যায় না, তখন স্বীকৃত কর্ম্মসকলে পারমেশ্বরীভাব অর্পণ করা উচিত, নতুবা ঐ কর্ম্ম 'পাষণ্ড-কর্ম্ম' হইয়া উঠিবে। * * কর্ম্ম অকাম হইলেও উপদ্রব বিশেষ, অতএব উহা অধিকারভেদে, ব্রহ্মে জ্ঞানযোগ দ্বারা, ঈশ্বরে ফলার্পণ-ব্যবস্থাক্রমে অথবা ভগবানে রাগমার্গে অর্পিত না হইলে শিবদ হয় না যে কর্ম্মই করুন অর্থাৎ মোক্ষকাম, অকাম বা সর্ব্বকাম হইয়া যে অনুষ্ঠানই করুন, তাহাতে পরমপুরুষ পরমেশ্বরের যজন, তীব্র-ভক্তিযোগের দ্বারা করিবেন। (শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ২০৫-২০৬ পৃঃ)

সৎসম্প্রদায়-বিদ্বেষিগণের প্রতি—

সম্প্রদায়ের বিরোধিগণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ একটী মত লইয়া আপনাদিগকে 'অসম্প্রদায়ী' মনে করেন। ফলতঃ সেই মতবাদ লইয়া তাঁহারাও একটী নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। * * সম্প্রদায়প্রণালী জীবের পক্ষে নিতান্ত হিতকর। * * সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলে সাধু-পদাশ্রয়, সদ্ধর্ম্ম-শিক্ষা, ধর্ম্মালোচন এবং ক্রম-বৈরাগ্য অনায়াসেই লাভ হইবে। **যতদিন অসম্প্রদায়-বুদ্ধি প্রবল থাকিবে, ততদিন জীবনান্ত তর্ক বিতর্ক করিয়াও আত্ম-প্রসাদ পাইতে পারিবেন না।** সম্প্রদায়স্থ কোন কোন ব্যক্তি স্বার্থপর হইয়া কদাচার করেন দেখিয়া সম্প্রদায়-প্রণালীকে নিন্দা করা অসার-লোকের কার্য্য। সম্প্রদায়ে প্রবেশপূর্ব্বক সম্প্রদায়কে পবিত্র করিবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। বাজারে ভাল দ্রব্য সর্ব্বদা পাওয়া যায় না এবং অনেক প্রকার কৃত্রিমতা চলিতেছে দেখিয়া বাজার সংস্কার করাই বিধেয়, কিন্তু ঐ সকল কারণের জন্য বাজার-প্রণালী উঠাইয়া দিবার যিনি চেষ্টা করেন, তাঁহার বুদ্ধিকে কোন প্রকারে প্রশংসা করিতে পারি না। (সজ্জন-তোষণী—৪র্থ খণ্ড, ৬১-৬৩ পৃঃ)

ভক্তি-প্রচারক ও ভক্তিপ্রচারে উদাসীন ব্যক্তিগণের প্রতি—

আচার বা প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত হইতে গেলে প্রথমে সাধুদিগের ধর্ম্মশিক্ষা করা আবশ্যক। শিক্ষা করতঃ কেহ কেহ স্বয়ং আচার করিবার পূর্ব্বেই প্রচার-কার্য্য করিতে থাকেন। তাহাতে যথেষ্ট ফল হয় না। স্বয়ং আচরণ না করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিলে জগতে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হয়। ইতিহাসে এবং নরগণের দৈনন্দিন চরিত্রে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখা যাইতেছে। * * প্রচার করিতে হইলে অগ্রে স্বয়ং আচার করা আবশ্যক। রুচি-ক্রমে যে সকল ভক্তগণ সাধুদিগের ধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে ভজনানন্দে মগ্ন হইয়া প্রচার-কার্য্যে অনাদর করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা প্রচারকর্ত্তা জগতের অধিক উপকার সাধন করেন। (সজ্জনতোষণী—৪র্থ খণ্ড, ৩১ পৃঃ)

বিদ্ধমত-সম্বন্ধে ঠাকুরের উপদেশ—

আপনার দেশে ঐ সকল দুষ্টমত যদি থাকে, আপনি সেই সকল মতকে শোধন করিবার যত্ন করিবেন। ইহাতে ধূর্ত্ত ও তক্ষক লোকের সহিত যদি মনোবাদ হয়, তাহাও শ্রীমহাপ্রভুর খাতিরে স্বীকার করিবেন। মনুষ্যদেহ দুর্ল্লভ, ইহার একদিনও যেন অপব্যয় না হয়। * * যদি আমার কথায় আপনার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে কলি-নির্ম্মিত 'সহজিয়া', 'বাউল' প্রভৃতি মত সকল দূর করিয়া জীবের সহজধর্ম্ম যে 'কৃষ্ণরতি', তাহাই আশ্রয় করিবেন। (সজ্জনতোষণী—৪র্থ খণ্ড, ১১৬ পৃঃ)

ভাগবত-ব্যবসায়ীর প্রতি—

এই ব্যবসায়টী সহসা পরিত্যাগ কর। তুমি রসপিপাসু। রসের নিকট আর **অপরাধ** করিবে না। 'রসো বৈ সঃ (তৈঃ আঃ ২।৭) এই বেদবাক্যে রসই কৃষ্ণস্বরূপ। শরীর নির্ব্বাহের জন্য শাস্ত্রোক্ত অনেক প্রকার ব্যবসায় আছে, তাহাই অবলম্বন কর। সাধারণের নিকট ভাগবত পাঠ করিয়া অর্থগ্রহণ করিবে না। যদি রসিকশ্রোতা পাও, তবে **বেতন বা দক্ষিণা না লইয়া পরমানন্দে ভাগবত শ্রবণ করাইবে।** (জৈবধর্ম্ম অষ্টাবিংশ অধ্যায়)

নাম-মন্ত্র-কীর্ত্তন-ব্যবসায়িগণের প্রতি—

হরিনাম বিক্রয় করিয়া পয়সা সংগ্রহ করা ও সেই পয়সায় সংসার নির্ব্বাহের বৃত্তিস্বরূপ মনে করা নিতান্ত অন্যায় ও ভক্তি-বিরুদ্ধ কার্য্য। ইহাতে নামদাতা ও শ্রোতা উভয়েরই প্রেমফললাভের সম্ভাবনা থাকে না, প্রত্যুত পাপ সঞ্চিত হইয়া থাকে। পয়সা হরিনামের মূল্য নয়, একমাত্র শ্রদ্ধাই ইহার মূল্য; অতএব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নাম কীর্ত্তন ও শ্রবণ করাই সকলের উচিত।

(সজ্জনতোষণী ৮ম খণ্ড ৮ম সংখ্যা)

আচার্য্যাভিমানিগণের প্রতি

গোস্বামী মহাশয়গণ বৈষ্ণবদিগের বিশুদ্ধ মত অনাদর করতঃ স্বকপোলকল্পিত ও লোকাপেক্ষাজনিত যে সকল অদ্ভুত মত মধ্যে মধ্যে প্রচার করিয়া থাকেন, তাহা দেখিয়া আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আচার্য্যাসনে উপবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বাচার্য্য-বিরুদ্ধমত প্রচার করিলে ধর্ম্ম নিশ্চয়ই কলঙ্কিত হয়। * * নিঃস্বার্থ না হইলে আচার্য্যাসন-প্রাপ্তির অধিকার হয় না। (সজ্জনতোষণী, ৫।৬ ১১৪-১৫ পৃঃ)

পরমার্থলিপ্সুগণের প্রতি

(১) গুরুবরণবিষয়ে—

গুরুবরণ-কালে গুরুকে শব্দোক্ততত্ত্বে ও পরতত্ত্বে পারঙ্গত দেখিয়া পরীক্ষা করা হয়; সেরূপ গুরু অবশ্য সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বোপদেশে সমর্থ। দীক্ষাগুরু অপরিত্যাজ্য বটে, কিন্তু দুইটী কারণে তিনি পরিত্যাজ্য হইতে পারেন—শিষ্য যখন গুরুবরণ করিয়াছিলেন, তখন যদি তত্ত্বজ্ঞ ও বৈষ্ণবগুরু পরীক্ষা করিয়া না থাকেন, তাহা হইলে কার্য্যকালে সেই গুরুর দ্বারা কোন কার্য্য হয় না বলিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহার বহুতর শাস্ত্র-প্রমাণ আছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, গুরুবরণ-সময়ে গুরুদেব বৈষ্ণব ও তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন,কিন্তু সঙ্গ-দোষে পরে মায়াবাদী বা বৈষ্ণব-দ্বেষী হইয়া যান; এরূপ গুরুকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। (জৈবধর্ম্ম, বিংশ অধ্যায়)

(২) সঙ্গবিষয়ে—

অসৎসঙ্গ-পরিত্যাগ-ব্যতীত জীবের শ্রেয়ঃসাধন কোন প্রকারেই হয় না। যাঁহার অসৎসঙ্গ আছে, তিনি সহস্র সাধন করিয়াও ফললাভ করিতে পারেন না। আজকাল অনেকেই ভজন-লিঙ্গ স্বীকার করিয়া সাধনের অঙ্গসকল পালন করেন, কিন্তু বহুদিন পরে বিচার করিয়া দেখিলেও তাঁহাদের উন্নতি দেখা যায় না। * * অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে বৈষ্ণব-আচার হয় না। অসৎ দুইপ্রকার অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণভক্তিহীন। * * প্রতি হরিবাসরে একবার চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, গত পক্ষের মধ্যে আমাদের কতটুকু ভজনোন্নতি হইয়াছে। যদি দেখা যায় যে, কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই বা অবনতি হইয়াছে, তাহা হইলে অসৎসঙ্গকেই কারণ জানিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে যত্ন করিব। (সজ্জনতোষণী, ৫ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, ৯৩-৯৪ পৃঃ)

(৩) নামগ্রহণবিষয়ে—

নামাভাস ও নামের ভেদ না বুঝিয়া অনেকে মনে করেন যে, নাম অক্ষরময়, অতএব শ্রদ্ধা না করিয়া নামাদি গ্রহণ করিলেও ফল হইবে। তাঁহারা অজামিলের ইতিহাস ও "সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা" ইত্যাদি শাস্ত্রবচনের উদাহরণ দেন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, নাম-চৈতন্যরসবিগ্রহ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। সে স্থলে নিরপরাধপূর্ব্বক নামরসাশ্রয় না করিলে নামের ফলোদয় সম্ভব হয় না। শ্রদ্ধাবিহীন লোকের নাম উচ্চারণ করার ফল এই যে, পরে সশ্রদ্ধ নাম হইতে পারে। অতএব দুষ্টরূপে অর্থবাদ করিয়া নামকে জড়াত্মক অক্ষর-স্বরূপে যাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডের অঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা নিতান্ত বহির্ম্মুখ ও নামাপরাধী। (হরিনাম ৭ পৃঃ)

(৪) বৈধ-রাগানুগ-ভজনবিপর্য্যয়-চেষ্টা-বিষয়ে—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপাসনা-সম্বন্ধে বৈধ ও রাগানুগদিগের যে পৃথক্ উপাসনা-পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে, তাহা বিনষ্ট করিবার জন্য যেন কেহ চেষ্টা না করেন। (সজ্জনতোষণী, ৪র্থ খণ্ড, ৫ পৃঃ)

(৫) রসগান-শ্রবণ-কীর্ত্তন-বিষয়ে—

শ্রীরাধাগোবিন্দের শৃঙ্গারলীলা কীর্ত্তন ও শ্রবণ উভয়ই প্রধান উপাসনা ও নিত্যভজন। এই ভজনলীলা সর্ব্বসাধারণের নিকট গান করা অনুচিত ও অপরাধ। "আপন ভজনকথা, না কহিবে যথা তথা"—এই আচার্য্যবাক্য বিশ্বাস করিলে অর্থ-ব্যবসায়ী গায়কদিগের মুখে রসগান শ্রবণ করা অপরাধ হইয়া উঠে। * * গায়ক ও শ্রোতাদিগের এরূপ অপরাধ-ক্রিয়া আজকাল নিরঙ্কুশ হইয়া

পড়িয়াছে। জগতে অধিকাংশ মনুষ্য বিকৃত, তাহারা 'রং' ভালবাসে, প্রকৃত ভজনের নাম লইয়া যথেচ্ছাচার করিয়া থাকে। যে-পর্য্যন্ত এই কুপন্থা স্থগিত না হইবে, সে-পর্য্যন্ত শৃঙ্গাররসের গাম্ভীর্য্য থাকিবে না। হে ভক্তবৃন্দ! স্বার্থপর গায়ক ও জড়ানন্দপর শ্রোতাদিগের সভায় আপনারা রসগান শ্রবণ করিবেন না। শ্রাদ্ধ-সভাত' দূরে যাউক, বৈষ্ণবদিগের আখড়ায় এ পদ্ধতি যাহাতে না থাকে, তাহার যত্ন করুন। সর্ব্বপ্রকার অধিকারী যেখানে উপস্থিত, সেখানে 'নাম' ও 'প্রার্থনা' এবং দাস্যরসের গান হওয়া উচিত। যেখানে অমিশ্র-শুদ্ধ-রসিক-বৈষ্ণবমাত্র উপস্থিত, সেখানে রসগান শ্রবণ করুন এবং রসগান-শ্রবণ-সময়ে নিজ সিদ্ধ স্বরূপোচিত ভজনভাব অনুভব করুন। **ইহাতে গান-পদ্ধতি যদি উঠিয়া যায় যাউক, তাহাতেও বৈষ্ণবদিগের মঙ্গল হইবে!** অর্থলোভে ও ইন্দ্রিয়সুখের প্রত্যাশায় যেখানে সেখানে রসগানের প্রথা থাকিতে দেওয়া নিতান্ত **কলির কার্য্য**। (সজ্জনতোষণী, ষষ্ঠবর্ষ, ২য় সংখ্যা, ২১ পৃঃ)

(৬) বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে—

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বিনাশ করা কোন দেশ-হিতৈষী ব্যক্তির অভিপ্রেত নয়। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে যে মল প্রবেশ করিয়াছে, তাহাই দূর করা কর্ত্তব্য।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে পুনরায় স্বাস্থ্যলক্ষণে আনিতে হইলে নিম্নলিখিত বিধি পুনঃপ্রচলিত করিতে হয় যথা,—

(১) কেবল জন্মবশতঃ কোন ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা হইবে না।

(২) বাল্য সঙ্গ ও জ্ঞান-সংগ্রহক্রমে যে স্বভাব যাহাতে প্রবল দেখা যায়, সেই স্বভাব-অনুসারে প্রতি ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা উচিত। (সজ্জনতোষণী, ২য় খণ্ড, ১২৩ পৃঃ)

(৭) ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব সম্বন্ধে—

ব্যবহারিক ব্রাহ্মণত্ব কেবল জাতি-নিবন্ধন এবং পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব গুণ-নিবন্ধন। পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে না পারিলে বৈষ্ণবত্ব লাভ করা যায় না। উন্নতি-গর্ভ-ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্বে ভেদ নাই। ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতঃ উদিতশ্রদ্ধ হইলে জীব কৃতকৃত্য হইয়া ভক্তিলাভ করেন। ব্রাহ্মণত্বই বৈষ্ণবত্বের অধিকার বা সোপান এবং বৈষ্ণবত্বই ব্রাহ্মণত্বের ফল। (সজ্জনতোষণী, ৫ম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১১২ পৃঃ)

(৮) জাতি-বৈষ্ণব সম্বন্ধে—

আজকাল শুদ্ধভক্তির বিচার প্রায় রহিত হইতেছে। জাতি-বৈষ্ণবগণ বিশুদ্ধভক্তি-রহিত হইলেও 'বৈষ্ণব' বলিয়া সম্মান পাইবার দাবী করিয়া থাকেন এবং সেই দাবী অবিবেচক বর্ণাশ্রমী বৈষ্ণবের দ্বারা সম্মানিত হইতেছে। (সজ্জনতোষণী, ৪র্থ খণ্ড, ৪ পৃঃ)

ঠাকুরের কুসুমাদপি কোমল ও বজ্রাদপি কঠোর হৃদয়—

জীবের ক্লেশ দেখিলে বৈষ্ণবের হৃদয় কৃপায় আর্দ্র হয়, জীবের বৈষ্ণব-বিদ্বেষ বা ভগবদ্ভক্তি-বিদ্বেষ দেখিলে সে জীবের প্রতি কঠিন হইয়া তাহাকে উপেক্ষা করেন। সংসার যতক্ষণ ভজনানুকূল থাকে, ততক্ষণ তিনি স্বীয় স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির প্রতি অত্যন্ত কোমল-হৃদয় হন। সংসার যখন ভজনের প্রতিকূল হইয়া পড়ে, তখন তিনি **কঠিন-হৃদয় হইয়া স্ত্রী-পুত্রের ক্রন্দনের মধ্য হইতে চির-জীবনের জন্য বিদায় লইয়া থাকেন।** সদ্ধর্ম্ম দেখিলে মৈত্রী সহকারে তাঁহার হৃদয় কোমল হয়। সদ্ধর্ম্ম-বিরোধ দেখিলে তাঁহার হৃদয় বজ্রসম কঠিন হইয়া পড়ে। এই আশ্চর্য্য স্বভাব যে পুরুষে লক্ষিত হয়, তিনি মহানুভব বৈষ্ণব। (সজ্জনতোষণী, ৪র্থ খণ্ড, ১১শ সংখ্যা, ২১১পৃঃ)

ঠাকুরের জীবে দয়ার আদর্শ—

দ্বারে দ্বারে এইরূপ শিক্ষা দিতে দিতে যদি একটী জীবও এক বৎসরে উদ্ধার হইয়া কৃষ্ণভজন করে, তবে বৈষ্ণব নিজ-কার্য্যে বিশেষ সুখলাভ করেন। জীবের ভাগ্যোদয় না হইলে কৃষ্ণোন্মুখী প্রবৃত্তির উদয় হয় না। তৎকার্য্যে জীবকে সাহায্য করাই বৈষ্ণবের হৃদয়গত জীবে-দয়ার একমাত্র পরিচয়। জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করাই বৈষ্ণবের প্রধান কার্য্য। যে স্থলে স্থূল শরীরের রোগ-নিবৃত্তি বা ক্ষুন্নিবৃত্তি করাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়, সে স্থলে বৈষ্ণবতা নাই। * * সর্ব্বোচ্চ বৈষ্ণবদিগের হৃদয়ে জীবে-দয়া অত্যন্ত প্রবল। তিনি বলেন,—

"জীবের পাপ লয়ে মুঞি করি নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥"

(সজ্জনতোষণী, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা, ১৫২ পৃঃ)

শাস্ত্রীয় মীমাংসা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৩শ সংখ্যার পর)

কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত-পদাবলেহী প্রাকৃত সহজিয়াগণ বলিয়া থাকেন,—মহাপ্রভু কখনও শৌক্রব্রাহ্মণেতর ব্যক্তির প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করেন নাই। এরূপ বিচার সম্পূর্ণ প্রাকৃত। অদৈব ব্যক্তিগণ ভগবানের আচরণে চিরকালই এইরূপ মোহিত হইয়া শুদ্ধ ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনও কোন কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত বা বৈষ্ণব-বিচার-রহিত শৌক্রব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ স্বীকার করেন নাই। যথা,—(মহাপ্রভু)—"নিমন্ত্রণ মানিল তাঁরে 'বৈষ্ণব' জানিয়া।" (চৈঃ চঃ ম ৮।৪৯) শ্রীমন্মহাপ্রভু লোক-শিক্ষক-আচার্য্য, তাঁহার আচরণ শাস্ত্রের সহিত অমিল হইতে পারে না। তিনি শ্রীগোপালভট্ট প্রভু বা শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুর দ্বারা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে যে কথা প্রচার করাইলেন, সেই সমস্ত উপদেশ নিজেই ভঙ্গ করিয়া প্রাকৃত সহজিয়ার ন্যায় "পরোপদেশে পাণ্ডিত্য" কিন্তু নিজের বেলায় অন্যরূপ কপটাচরণের আদর্শ দেখান নাই। তাহার সাক্ষ্য তিনি শ্রীরঘুনাথ দাসগোস্বামিপ্রভুর নিকট হইতে পর্য্যুষিত, শুষ্ক মহাপ্রসাদ কাড়িয়া লইয়া তৎসেবন-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন; তিনি ম্লেচ্ছকুলে আবির্ভূত ঠাকুর হরিদাসকে তাঁহার সহিত এক পংক্তিতে আসিয়া প্রসাদ সেবন করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিয়াছেন। (মহাপ্রভু দ্বিজিহ্ব-কপট নহেন,—মনে মুখে ভিন্ন নহেন) (স্মৃতির বিচারানুসারে অপাংক্তেয় পতিত) সনোড়িয়া ব্রাহ্মণকে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য অতএব 'বৈষ্ণব' জানিয়া তাঁহার পাচিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন। 'শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্রে—যেখানে প্রচলিত সামাজিক নিয়মানুসারে কোনপ্রকার স্পর্শাদিদোষ স্বীকৃত হয় না, সেই স্থানেই ঐরূপ দাস গোস্বামীর হস্ত হইতে মহাপ্রসাদ গ্রহণ বা ঠাকুর হরিদাসকে এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন'! যদি জড়মতি কর্ম্মিগণ বা তদনুগ প্রাকৃত সহজিয়াগণের এইরূপ বিচার উপস্থিত হয়, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে,—শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদের ন্যায় মনোধর্ম্মের সংকীর্ণ বিচারে পরমবিভু বিষ্ণুবস্তু শ্রীজগন্নাথ ও তদভিন্ন ব্রহ্মবস্তু শ্রীমহাপ্রসাদকে খণ্ডিত বস্তু বলিয়া প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন না। কেবলমাত্র একটী স্থানবিশেষেই মহাপ্রসাদের (মহদ্বস্তুর) মাহাত্ম্য আবদ্ধ থাকিবে, অপর স্থানে নহে (অপর স্থানে শ্রীজগতের নাথ নাই, অপর স্থানে শ্রীবিগ্রহ নাই, অপর স্থানে শ্রীভগবানের প্রসাদ হয় না!—) এরূপ বিচার ভৌমবস্তুতে পূজ্যবুদ্ধি বা জলে তীর্থবুদ্ধিসম্পন্ন কর্ম্মীতে থাকিলেও লোকশিক্ষক মহাবদান্য মহাপ্রভুতে এরূপ বিচারের প্রসক্তি নাই। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে গমন করিয়া শ্রীমহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে ভোজন করিবার জন্য বলিতেছেন,—

> "মুকুন্দ হরিদাস লইয়া করহ ভোজন।
> তবে ত' আচার্য্য সঙ্গে লইয়া দুইজনে।
> করিল ভোজন, ইচ্ছা যে আছিল মনে॥"
>
> (চৈঃ চঃ ম ৩।১০৬, ১০৭)

শ্রীস্বরূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।" আচার্য্য কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবিধির অনুসরণে শৌক্রব্রাহ্মণকে পিতৃশ্রাদ্ধ-পাত্র ভোজন করাইবার পরিবর্ত্তে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণজ্ঞানে ঠাকুর হরিদাসকে পিতৃশ্রাদ্ধ পাত্র প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং যাঁহাকে গৌড়দেশের ভক্তিপ্রচারক আচার্য্যরূপে প্রেরণ করিলেন, সেই জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুদ্বারাও তিনি ঠাকুর উদ্ধারণাদির হস্ত-পাচিত অন্ন গ্রহণ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। লোকশিক্ষক তিন প্রভুর এইরূপ সুস্পষ্ট আচরণ ও উপদেশ থাকা সত্ত্বেও যে অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গিগণ বা অদৈব-প্রকৃতি কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তপদাবলেহি-প্রাকৃত-সহজিয়াগণ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈতাচরিত-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি পথ ধরিতে পারেন না, তাঁহাদের কপাল মন্দ; ক্ষীণপুণ্য বা পাপপ্রবণ (পাপিষ্ঠ)। তাঁহারা দৈবকর্ত্তৃক বিমোহিত। যুগে যুগে ভগবান্ এইরূপ অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গিগণকে 'ভোগা' দিয়া থাকেন এবং অসুরগণকে বিমোহিত করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(ভীষ্ম)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভূপতিগণ তৎক্ষণাৎ অতি সুন্দর ও সুকোমল উপাধান সকল আনয়ন করিলেন। ভীষ্মদেব তাহা দর্শন করিয়া সহাস্যে কহিলেন,—এ-রূপ উপাধান এ-শয্যার যোগ্য নহে। তারপর তিনি অর্জ্জুনের প্রতি চাহিয়া আজ্ঞা করিলেন,—'বৎস, আমাকে তুমি উপযুক্ত উপাধান দাও।' ধনঞ্জয়, তখনি তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া গাণ্ডীব গ্রহণ করিলেন, এবং সুতীক্ষ্ণ তিন শর নিক্ষেপ করিয়া, তাঁহার মস্তক বিদ্ধ করিলেন। ঐ শরত্রয়, উপাধান স্বরূপ হইয়া ভীষ্মদেবের লম্বমান্ মস্তক উর্দ্ধে সমভাবে রক্ষা করিল। তিনি তখন সকলের প্রতি চাহিয়া কহিলেন,—'যুদ্ধে এইরূপ শয্যায় এইরূপ উপাধানে শয়ন করাই ধর্ম্মনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য। আমি এখন এই ভাবেই শয়ন করিয়া, সাবিত্রী-মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণের উপাসনায় নিবিষ্ট থাকিয়া উত্তরায়ণের অপেক্ষা করিব। তোমরা আমার চারিদিকে পরিখা খনন করিয়া দাও। আর তোমরা বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হও। আমার মৃত্যুতে, আমার শোণিতেই এই পরিণামভীষণ সমরানল নির্ব্বাপিত হউক।

ভীষ্মদেবের প্রহরায় লোকজন রক্ষা করিয়া, নিশাগমে সকলে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন। পরদিনও যুদ্ধ স্থগিত রহিল। প্রভাতেই কৌরব ও পাণ্ডবগণ সহজ ভাবে সকলে শরশয্যাশায়ী শান্তনবের সমীপে সমবেত হইলেন। ভূপতিগণের প্রতি চাহিয়া ভীষ্ম পানীয় প্রার্থনা করিলেন।

দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ তৎক্ষণাৎ নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য এবং শীতলজলপূর্ণ কুম্ভ আনয়ন করিলেন। ভীষ্মদেব তাহা দেখিয়া স্মিতমুখে কহিলেন,—হে ভূপালগণ, আমি আর এখন প্রাকৃত জগতে জড় ভোগসুখের অপেক্ষায় তদনুরূপ বুদ্ধি বৃত্তিতে বদ্ধ নহি। এ-সকল আর আমার অপেক্ষিত বস্তু নহে। আমি এখন এ সকল অতিক্রম করিয়া, অবস্থান করিতেছি। আমাকে আমার যোগ্য পানীয় অর্জ্জুনই দিতে সমর্থ; সে-ই আমাকে দিবে। ঐই বলিয়া তিনি, পার্শ্বগত পার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অর্জ্জুনও তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া, অচিরাৎ গাণ্ডীবে জ্যারোপণ করিলেন; এবং সেই শরে ভীষ্মের দক্ষিণপার্শ্বে ভূমি ভেদ করিলেন। তাহা হইতে অমৃত-তুল্য দিব্যগন্ধ ও দিব্যাস্বাদযুক্ত বিমল বারিধারা উত্থিত হইল। তদ্দ্বারা ধনঞ্জয় যোগযুক্ত ভীষ্মের পরিতৃপ্তি সাধন করিলেন। তিনি সানন্দে কহিলেন,—হে অর্জ্জুন, হে মহাবাহো, জগতে যাহা সকলের অসাধ্য, তাহাও তুমি জগন্নাথ বাসুদেবের প্রসাদে অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পার! তুমি স্বজন সহ সর্ব্বোপরি জয়লাভ করিবে। আমি কৌরবগণকে এখনও নিষেধ করিতেছি, তাহারা এই বিফল উদ্যম ত্যাগ করিয়া পাণ্ডবদের সহিত সন্ধি স্থাপন করুক। যাহা হইবার হইয়াছে, অতঃপর ক্ষান্ত হউক। নতুবা পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর হইবে।'

অনন্তর মহাত্মা গাঙ্গেয় আত্মাকে পরমাত্মা-শ্রীভগবানে যোগযুক্ত করিয়া, তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

মহামতিম মহাসত্ত্ব ভীষ্মের এইরূপ অভাবনীয় পতনেও যুদ্ধের অবসান হইল না। তাঁহার শেষ বাক্যও জিগীষু কৌরবের কর্ণে প্রবেশ করিল না। করিবে কেন? আসন্ন-মৃত্যু দুর্জ্জন কখনও সুহৃদ্‌বাক্য গ্রহণ করে না। যুদ্ধ চলিতে লাগিল। দ্রোণ-কর্ণাদি মহারথিগণ একে একে সকলেই কৃষ্ণসখ পাণ্ডবদের দ্বারা নিহত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রই সমরে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। পাণ্ডবগণ যুদ্ধে জয় লাভ করিলেন। অষ্টাদশ দিবসে ক্ষত্রিয়কুল প্রায় নির্ম্মূল করিয়া এই কাল যুদ্ধের অবসান হইল।

যুদ্ধের পর, শ্রীকৃষ্ণের নিয়োগে, তৎসহ হতাবশেষ বীরগণ ও পঞ্চ পাণ্ডব, শরশয্যাশায়ী শান্তনবের সমীপে উপনীত হইলেন। পরম-কারণ শ্রীকৃষ্ণ, আজ আপনার প্রিয়ভক্ত ভীষ্মের প্রেমাঞ্জননির্ম্মলভক্তিচক্ষে, স্বীয় পরম স্বরূপ প্রকটিত করিয়া, উপনীত হইয়াছেন। তিনি প্রশান্ত-পাবকসদৃশ ভীষ্মকে ক্ষণকাল অবলোকন করিয়া, দীনভাবে কহিলেন, —শান্তনুকুমার, কেমন আছেন আপনি? আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধির কোনও রূপ বিকার ঘটে নাই ত? শরাঘাত ব্যথায় আপনার দেহ একান্ত অবশ হয় নাই ত? আহা, শরীরে একটি সূক্ষ্ম সূচিকা বিদ্ধ হইলে কত ব্যথা হয়; আর আপনি এইরূপ আশীবিষ তুল্য শত শত সুতীক্ষ্ণ শল্যে সর্ব্বদেহে বিদীর্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছেন! আপনি বিহ্বল হন নাই ত?

ভীষ্মদেব সেই সুধা সমধিক সুমধুর বাক্যে আনন্দে গদগদ হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের মুখ-কমলে নয়ন যুগল নিবদ্ধ করিয়া কহিলেন,—কৃষ্ণ হে, আমি তোমারই পাদপদ্ম স্মৃতি-প্রভাবে এখনও জীবিত ও সুস্থ আছি। আমার জ্ঞান বুদ্ধি অবিকল আছে। আমি তোমার আনন্দময় রূপ প্রত্যক্ষ করিতেছি। ঐ যে তোমার নবীন নীরদ-শ্যাম রূপ সুন্দর পীতবস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া বিদ্যুদ্দাম-রঞ্জিত মহামেঘের মত শোভা পাইতেছে! সচন্দন তুলসীদাম-শোভিত শ্রীপদ যুগল, মধুপূর্ণ প্রফুল্ল কমলের মত আমার ইন্দ্রিয়-মধুকরগণকে প্রবল আকর্ষণ করিতেছে! হে পুরুষোত্তম,—হে পুণ্ডরীকাক্ষ,—আমি তোমার দাস, আমি তোমার শরণাগত, তুমিই আমার গতি, আমাকে চরণে রক্ষা কর!

"তৎপ্রপন্নায় ভক্তায় গতিমিষ্টাং জিগীষবে।
যচ্ছেয়ঃ পুণ্ডরীকাক্ষ তদ্ধ্যায়স্ব সুরোত্তম॥"
(মঃ ভাঃ শান্তি ৫১।৯)।

বাসুদেব কহিলেন,—"হে পুরুষবর, আপনি আমার ভক্ত, তাই আমার এই আনন্দ বিগ্রহ দর্শন করিলেন। যে আমার ভক্ত নহে, অথবা যে জন কুটিল স্বভাব; অর্থাৎ যে জন নিষ্কপটে সাধু-গুরুর সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে না; আর, যে জন অশান্ত প্রকৃতি, চাঞ্চল্যের বশে নানা বিষয়ে ধাবিত হয়, সে জন আমার এইরূপ দর্শন পায় না। আপনি আমার সর্ব্বগুণান্বিত শুদ্ধ ভক্ত। আপনার নিমিত্ত আমার নিত্যধাম-সকল সদামুক্ত রহিয়াছে। তথা হইতে আর আপনাকে আবর্ত্তিত হইতে হইবে না। আপনি এখনও ষট্‌পঞ্চাশৎ দিবস জগতে প্রকটিত থাকিবেন। তারপর দিব্য-দেহে সেই নিত্যধামে গতি লাভ করিবেন। এক্ষণে, যুধিষ্ঠিরাদি আমরা সকলে আপনার মুখে ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য আসিয়াছি। আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন। (ক্রমশঃ)

প্রচার প্রসঙ্গ

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপতীর্থ-মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারী ও ভক্তের সহিত মেদিনীপুর জিলার বিভিন্ন স্থানে প্রায় একমাস কাল যাবৎ শ্রীগৌরবিহিত ভাগবত-ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। তিনি খড়্গপুর প্রচারকালে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর তাঁহার পুরুষোত্তম অভিযানমুখে কিছু সময়ের জন্য খড়্গপুর ষ্টেশনে অবতরণ করেন। সেই সময় রেলওয়ে কর্ম্মচারিবৃন্দ সংকীর্ত্তনযোগে শ্রীল পরমহংস ঠাকুরকে অভ্যর্থনা ও পুষ্পমাল্যাদির সহিত অভিনন্দন প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামিজী ও গোস্বামি-প্রভুর কৃপায় কর্ম্মকোলাহলরত রেলওয়ে কর্ম্মিসঙ্ঘ ও শ্রীগৌর-কীর্ত্তনে প্রাণের আবেগে যোগদান ও আচার্য্যবন্দন করিয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয় করিতে পারিয়াছেন। প্রচারকগণ সহর মেদিনীপুর, দাতন, বেলদা, জামিয়াপালগড়, মনোচোরপুরগড়, জাম্বনাষ্টেট্, গিড্‌নি, চাকুলিয়া, মাণিক পাড়া প্রভৃতি স্থান পবিত্র করিয়া বাকুড়া হইয়া শ্রীনীলাচল-মহোৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠের মহামহোৎসব বিপুল সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইতেছে। শ্রীশ্রীস্নানযাত্রা দিবস শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে একটী বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন বহির্গত হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা স্থানে সমুপস্থিত হন এবং তথায় উচ্চকীর্ত্তন নর্ত্তন সহকারে শ্রীস্নানযাত্রা সন্দর্শন করিয়া শ্রীধাম পরিক্রমা করিতে করিতে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সংকীর্ত্তন-সম্রাট্ শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের উচ্চকীর্ত্তন ও উদ্দণ্ডনৃত্যে এবং তৎসহ মৃদঙ্গ করতাল ও ভক্তবৃন্দের সমবেত কণ্ঠধ্বনিতে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রটী মুখরিত করিয়া আবার যেন চারিশত বৎসর পূর্ব্বের সংকীর্ত্তন-স্মৃতি প্রতি হৃদয়ে উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়াছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত শ্রীপুরুষোত্তম মঠে সমবেত হইয়া প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সুধারস পান করিতে-ছেন। শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবকবৃন্দ বিচিত্র শ্রীমহা-প্রসাদেরও বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। অনবসরকালে আলালনাথ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরানুগমনে কীর্ত্তন মহামহোৎসব হইতেছে। ত্রিদণ্ডিস্বামিজীগণ, ব্রহ্মচারিগণ ও ভক্তবৃন্দ সকলেই অক্লান্তভাবে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত আছেন। আগামী ১৪ই আষাঢ় ২৯শে জুন বুধবার দিবস শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। প্রতি বৎসরের মত চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব সেই উৎসবে যোগদান করিয়া বৈষ্ণব-তিরোভাব-তিথির সম্মাননা করিবেন।

ঐ দিবস শ্রীশ্রীঠাকুরের ভজনস্থলী শ্রীগোদ্রুমস্থ স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে, সমাধি মন্দিরেও সংকীর্ত্তন মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল।
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৭ই আষাঢ় ১৩৩৪, ২রা জুলাই ১৯২৭	৪৫শ সংখ্যা

সারকথা

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য

এ কালে যে বৈষ্ণবেরে বড় ছোট বলে।
নিশ্চিন্তে থাকুক সে জানিবে কত কালে॥

জননীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান্।
বৈষ্ণবাপরাধে করায়েন সাবধান॥

চৈতন্য-সিংহের আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন।
না বুঝি বৈষ্ণবনিন্দে পাইবে বন্ধন॥

বৈষ্ণবের নিন্দা করিবেক যার গণ।
তার রক্ষা সামর্থ নাহিক কোন জন॥

বৈষ্ণব নিন্দকগণ যাহার আশ্রয়।
আপনেই এড়াইতে তাহার সংশয়॥

বড় অধিকারী হয় আপনে এড়ায়।
ক্ষুদ্র হৈলে গণ সহ অধঃপাত যায়॥

যেবা জন অদ্বৈতেরে বৈষ্ণব বলিতে।
নিন্দা করে দ্বন্দ্ব করে মরে ভাল মতে॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২২।১১৯-২১, ১২৯-৩১,১৩৩)

সেবক হইলে এই মত বুদ্ধি হয়।
সেবক সে প্রভুর সকল দণ্ড সয়॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর সেবকের দাস।

চৈতন্য প্রভু সে ভক্ত বাড়াইতে জানে।
যেন করে ভক্ত তেন করয়ে আপনে॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২৩।৫১, ১২৭, ২৬৬)

যম কাল মৃত্যু মোর সেবকের দাস।
ভাঙ্গা এক ঘর মাত্র শ্রীধরের বাস্।
উঠরিলা গিয়া প্রভু তাহার আবাস॥

সবে এক লৌহ-পাত্র আছয়ে দুয়ারে।
কত ঠাঁই তালি তাহা চোরেও না হরে॥

নৃত্য করে মহাপ্রভু শ্রীধর অঙ্গনে।
জলপূর্ণ পাত্র প্রভু দেখিলা আপনে॥

ভক্ত প্রেম বুঝাইতে শ্রীশচী-নন্দন।
লৌহ-পাত্র তুলি লইলেন ততক্ষণ॥

জল পিয়ে মহা-প্রভু সুখে আপনার।
কারশক্তি আছে তাহা নয় করিবার॥

মরিনু মরিনু বলি ডাকয়ে শ্রীধর।
মোরে সংহারিতে সে আইলা মোর ঘর॥

বলিয়া মূর্চ্ছিত হৈলা সুকৃতি শ্রীধর।
প্রভু বলে শুদ্ধ মোর আজি কলেবর॥

আজি মোর ভক্তি হৈল কৃষ্ণের চরণে।
শ্রীধরের জলপান করিল যখনে॥

এখনে সে বিষ্ণুভক্তি হইল আমার।
কহিতে কহিতে পড়ে নয়নের ধার॥

বৈষ্ণবের জলপানে বিষ্ণুভক্তি হয়।
সবারে বুঝায় প্রভু হইয়া সদয়॥

দেখ ভাই এই সব ভক্তের মহিমা।
ভক্ত বাৎসল্যের প্রভু করিলেন সীমা॥

লৌহ জলপাত্র তাতে বাহিরের জল।
পরম আদরে পান করিল সকল॥

পরমার্থে পান ইচ্ছা হইল যখনে।
সুধামৃত ভক্ত জল হইল তখনে॥

ভক্তি বুঝাইতে সে এমত পাত্রে জল।
পরমার্থে বৈষ্ণবের সকল নির্ম্মল॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২৩।৩৯৮, ৪৩৩-৪২, ৪৫২-৫৫)

আমি জোলাই থাকিব

চরকা কাটিয়া সুতা তৈয়ার করা আমার বৃত্তি। আজ কাল স্বদেশী বিচারে হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে আমার জাতীয় ক্রিয়াই প্রধান হইয়াছে। আমি হিন্দু সমাজে জলাচরণীয় জাতি নই। আমি এক তর্ককাব্যতীর্থের নিকট দীক্ষিত হওয়ায় আমিও তর্কশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছি! দীক্ষিত হইয়াছি বটে কিন্তু গুরুর স্বরূপটী বুঝিবার কোন যত্ন করি নাই। আমার স্বরূপটী গুরু যাহা বুঝাইয়াছেন তাহাতে বুঝিয়াছি আমি জলাচরণীয় অন্ত্যজের মধ্যে অবস্থিত তজ্জন্য রাঁধিয়া পাচিত অন্নদ্বারা আমার দেবতাকে খাওয়াইবার অধিকার নাই। কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় আমার বাটীতে আসিলে আমার স্পৃষ্ট জল গ্রহণ করিবেন না; অনেক বলিয়া কহিয়া তাঁহাকে গোপনে পদধৌতির জল দিতে আরম্ভ করিয়াছি; তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি। কাব্যতীর্থজী নিত্যানন্দের অনুগত বলিয়া আমাকে গোপনে বলেন, নিত্যানন্দ জলাচরণীয় নহে এরূপ জাতির ভাত খাওয়ার দরুন্ সমাজে ঠেকা হন। আজও আমাদের সে ঠেকা যায় নাই। সুতরাং প্রকাশ্যে আমাদের ভাত জল তোমরা দিও না। বিশেষতঃ শিষ্য তৃণাদপিসুনীচ কিনা তজ্জন্য গুরু-সেবা বা দেব-সেবা তাহার নিজহস্তে করিতে নাই। আমাকে টাকা কড়ি দিলেই আমি তাহা আমার স্ত্রী-পুত্র পরিবারের সেবায় লাগাইয়া দিব তা হলেই দেবসেবা হইয়া যাইবে। দেবসেবা গুরুসেবা, গুরুর স্ত্রী-পুত্রাদি সেবা পৃথক্ নয়। আমি স্বরূপতঃ অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য জোলা বলিয়া আমার বেদ বেদান্ত পাঠে অধিকার নাই। ঐ সকল পড়িলে আমার তৃণাদপি ভাব চলিয়া গেলে কাব্যতীর্থ মহাশয়ের কাব্য ব্যাখ্যা করিবার কালে আমার শ্রবণাদি পিপাসা থাকিবে না। আমি একদিন পণ্ডিত মহাশয়কে বলিয়াছিলাম, শুনিতে পাই ভাগবতে লক্ষণানুসারে বৃত্তবর্ণের ব্যবস্থা আছে। তাহাতে তিনি আমাকে বলেন, তোমাদের পুরুষানুক্রমে শাস্ত্র পড় নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ চরকা কাটিতে কাটিতে হরিনাম করিলেই তোমাদের যখন সুবিধা হইবে তখন আমাদের জীবিকাটা তোমরা লইয়া ফেলিলে আমরা পুরুষানুক্রমে কাহার অন্নে পুষ্ট হইব? একেতো সমাজের অনুরোধে প্রকাশ্যে তোমাদের কাছে কিছু লইতে পারি না। তোমাদের সহিত মিশিতে পারি না; আবার তোমরা যদি ভাগবত পড় তা'হলে আমাদের ব্যবসাটা ক্রমশঃ উঠিয়া যায়। আমি ভাবিলাম গুরুদেবের কথামত আমার জোলা থাকাই উচিত। বিশেষতঃ গুরুদেব যখন বুঝাইলেন আবহমানকাল যুগী, তাঁতি, নবশাখ, ব্যবসায়ী শুড়ি, মালি, সোনারবেনে, জেলে জোলা তিলি তাম্‌লী বামুন কায়েৎ বদ্দি সব জাত নিজের নিজের জাত না খুইয়ে আমাদের খোয়াজাত দিয়েই ভজনসাধন কচ্ছে তখন আর নতুন করে তুমি আর পুথি পড়ো না। যা চলছে চলুক্। এবং তুমি ইংরাজি লেখাপড়া শিখেছ তখন সেই লেখাপড়া দিয়ে হরিভক্তিবিলাস খানা ও ভাগবত পুঁথি খানার বিচারটা গোলমাল করে দাও। যারা হরিভক্তিবিলাস, ভক্তিসন্দর্ভ, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থের প্রচার কচ্ছে তাদিগকে গালাগালি দিতে থাক আর তোমার তৃণাদপি জোলাগিরি বজায় রেখে তোমার মত বৈষ্ণবদিগকেও চামড়ার পরিচয়ে বাধ্য করাও তাহলে আমার মনোমত কার্য্য হবে। তুমি নরোত্তম দাসাদি আচরণশীল ভক্তগণকে লোকচক্ষে গর্হণ করিতে শিখাও তবেই তোমার ধর্ম্মসিদ্ধিও হবে; আমার আশীর্ব্বাদে জন্ম-জন্মান্তরে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে থেকেও চরকা চালাইতে পারিবে। আমি বলিলাম কাহারো কার্য্য প্রেস্ চালান তদ্দ্বারা যদি আপনার নাম দিয়ে তর্কাদি শাস্ত্র প্রচার করিয়া আমি আপনার কিছু উপকার করিতে পারি তাহাতে কি আপনার কিছু উপকার হবে না। তিনি তাহাতে সম্মত হওয়ায় আমি চরকাওয়ালা স্বরূপে তাঁতির কার্য্য থামাইয়া ইংরাজি তর্কশাস্ত্র ও খপরের কাগজ প্রভৃতি বাহির করিতে আরম্ভ করি। বিশেষতঃ পিতৃপুরুষদিগের ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিচার ছাড়িয়া আমি ভক্ত হইতে পারিব না সেদিকে আমার রুচি নাই। তাহাতে তৃণাদপি সুনীচতার ব্যাঘাত হয়ে যায়। আমি ভেক্ নিতে পারবো না যখন, তখন আমার জোলা পরিচয়টা বজায়ও থাকবে। শাস্ত্রের বিরুদ্ধে কার্য্য করাও হবে। হরিভক্তিবিলাসের বিচার যাহাতে প্রচারিত না হয় তজ্জন্য আমি ইংরাজি শিক্ষিত হইয়া সেই বিদ্যাদ্বারা বৈষ্ণবদিগকে অবমাননা করিব এবং যে যে হিন্দু যে যে জাতে আছে সেই সেই জাতের ধর্ম্মকে

বড় সাজিয়ে খোশপোষাকি ধর্ম্মমত বৈষ্ণব রাখাইব। গুরুদেব আমাকে আরও বুঝাইয়াছেন যে বৈষ্ণবের জাতি-সামান্য দর্শন মহাপ্রভুর অভিপ্রেত, মহাপ্রসাদে স্পর্শ দোষ বিচার অদ্বৈত প্রভুর ত্যজ্য প্রপৌত্রের আমল থেকে সমাজে চালান হয়েছে এখন আর কিছুতেই বৈষ্ণবদের পরমার্থ বিচার চালাইতে দিও না। "বৈষ্ণবে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্।" "বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্যস্য বা নারকী সঃ।" "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ" "দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্" "ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাঃ" প্রভৃতি বিচার মহাপ্রভুর সময় পর্য্যন্ত ছিল। এখন উহা বদল করিয়া দেওয়াই কলিজনোচিত। তোমরা বাবা নাগ সোনারবেণে যুগী তিলি বর্ম্মা সকল ব্যবসাদার মিলিয়া নিজের স্বধর্ম্ম অর্থাৎ বর্ণধর্ম্ম রক্ষা কর তা হইলেই বৈষ্ণব ধর্ম্মকে দমন করিতে পারিবে। আর যখন "শ্রী০ ভাগবতের শ্লোক আছে তখন তোমরা যতই জোলাগিরি বেণেগিরি চালাইতে পারিবে ততই তৃণাদপি শ্লোকের বৈষ্ণবতায় দীক্ষিত হইতে পারিবে। যতদিন তোমরা নিজ বর্ণধর্ম্মে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে পারিবে ততদিনই আমাদের সনাতন ধর্ম্মটা বজায় থাকিবে আমরাও জোলা বেণের ব্রাহ্মণ হইয়া—অচল-জল হইয়াও দু পয়সা পাইয়া অশূদ্র প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণের দুষ্প্রাপ্য অর্থগুলি হজম করিতে পারিব। মেদিনীপুর অঞ্চলে আমাদেরই একজন পণ্ডিত বৈষ্ণবদিগকে বেশ জব্দ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল কিন্তু কলিকাল সুতরাং "অস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ। কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য" শ্লোকের বিধানানুসারে বৈষ্ণবের প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায় আমাদেরই একজন জাতি-বৈষ্ণব-বংশের চামড়া দেখাইয়া অনেকগুলি শিষ্য পাইয়াছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা মুদ্রাযন্ত্র ও কয়েকজন নিরপেক্ষ লোক অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা হরিকথা লোকসমাজে আলোচনা করিয়া শুদ্ধ ভক্তির কথা বলিতেছেন। উহাদিগকে নির্য্যাতন করিতে না পারিলে আমাদের ব্যবসাটা ভাল চলবে না। সুতরাং বংশপরম্পরায় জাতিটাকেই বড় করা চাই, তা হলেই পরমার্থ আবরণ করিতে পারিবে এবং বংশপরম্পরাক্রমে অযোগ্যতা পোষণ তোমরাই যদি না করিবে, তা হলে আমাদিগকে আগেই অনশনে প্রাণ ছাড়িতে হইবে। তজ্জন্য আমিও তাহার কথায় স্বীকৃত হইলাম। শ্রী* * * জোলা।

সম্পাদকের পত্র

মাননীয় শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয় সমীপেষু—

আপনার প্রেরিত জ্যৈষ্ঠ মাসের বাঙ্গালা মাসিক পত্রের ১৫৭ পৃষ্ঠায় "বৈষ্ণব সংবাদ" শীর্ষক প্রবন্ধে গৌড়ীয় মঠের সংবাদ পাঠ করিলাম। ঐ প্যারা লিখিত সংবাদে জানিতে পারিলাম যে, জনৈক শিক্ষিত যুবক বৈষ্ণব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া কি বৈষ্ণব হওয়া? এবং ইহাই কি বৈষ্ণব সংবাদ? এই প্রবন্ধটী কি ঈর্ষাবশতঃ উদ্ধৃত হয় নাই? আপনি কি জানেন না গৌড়ীয় মঠে ত্যক্তগৃহ ব্যক্তি ব্যতীত অন্যে স্থায়ী ভাবে অবস্থান করে না। যে সকল গৃহস্থ বিষ্ণুর কার্য্য করিয়া দেন, তাঁহাদের যে মঠে তৎকালিক অবস্থান, উহা বৈষ্ণবধর্ম্ম শিক্ষার জন্য। উল্লিখিত গৃহস্থটী মঠে শিক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বেই নিজকার্য্যার্থ অন্যত্র গিয়াছেন। তিনি "প্রধান সংযোগী" ছিলেন এ কথা কোথা হইতে পাওয়া যায়? তিনি কোনদিন সপরিবারে মঠে বাস করেন নাই। তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এ সংবাদও আমাদের হস্তগত হয় নাই বরং তাহার নিকট হইতে যে পত্র আগত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইনি শ্রীপ্রাণ গোপাল পণ্ডিত মহাশয়কে গালি দিয়া 'আচার ও আচার্য্য' প্রকাশ করেন নাই। উক্ত পণ্ডিতের আদর্শ আচার বৈষ্ণব মাত্রেরই অগ্রহণীয় এই কথা প্রচার করাইয়াছিলেন। তাঁহার বৈষ্ণব ধর্ম্ম পরিত্যাগ (?) করার ছলনায় উক্ত পণ্ডিতের তরফে সদাচার সঞ্চিত হয় নাই। ভক্তিবিজয় প্রভু যাঁহার, তিনি ভক্তিবিজয়প্রভু; সুতরাং স্বরূপতঃ তিনি ভক্তিধর্ম্ম হইতে কোন দিন চ্যুত হইতে পারেন না। কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব খৃষ্টান হইয়া গেলেও বা মেদিনীপুর হিতৈষীর সম্পাদক ও পত্র লেখক বৈষ্ণব-বিদ্বেষী হইলেও স্বরূপে সকলে ভক্তিবিজয় প্রভুর দাস একথা কি আপনি বুঝেন না? আপনি কি বৈষ্ণবকে 'গুরু' বলিতে লজ্জিত হন? তাহা হইলে আপনার পূর্ব্বপুরুষ কি প্রকারে শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরকে 'সতীর্থ' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন? বৈষ্ণব-বিদ্বেষী অনভিজ্ঞ মেদিনীপুর হিতৈষী সম্পাদক, বৈষ্ণবসমাজবিদ্বেষী

বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত অবহেলা করিতে পারেন, কিন্তু আপনার ন্যায় অভিজ্ঞ পরিচয়াকাঙ্ক্ষী, ভাগবতের ব্যবস্থাকে পদদলিত করিতে পারেন না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। শ্রীহরিভক্তিবিলাসকে পদদলিত করিবার আস্পর্দ্ধা অনভিজ্ঞ গ্রাম্যবার্ত্তাবহের থাকিতে পারে,—কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত বা বৈষ্ণব-নামধারি প্রচ্ছন্ন স্মার্ত্তের থাকিতে পারে, আপনার তাহাতে অনুমোদন কখনও সম্ভবপর নহে, যেহেতু আপনি—

"শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্"

—এই বাক্যের লঙ্ঘন করেন না; তবে আপনার ঐ জাতীয় সম্পাদকের সহিত মিত্রতা করিবার উৎকণ্ঠা কেন হইল? আপনাকে কি আমরা স্মার্ত্তানুগ বৈষ্ণবস্মৃতি-অনভিজ্ঞ বলিতে পারি? হিতৈষী গ্রাম্যবার্ত্তাবহ সম্পাদকের গ্রাম্য-বার্ত্তা পরিহার করিবার উপদেশ আপনি মহাপ্রভুর নিকট পাইয়াও শ্রীগৌরসেবা হইতে কেন বঞ্চিত হন? আপনারই পূর্ব্বপুরুষের অন্যতম শিক্ষাগুরুকে লক্ষ্য করিয়া গৌরসুন্দর একদিন বলিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ অ ৬।২৩৬)—

'গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।'

আপনি বৈষ্ণবাচার্য্যের অধস্তন হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কি প্রকারে বৈষ্ণবপত্রিকা সম্পাদন করিবেন? হিতৈষিব্রুব গ্রাম্যবার্ত্তাবহের বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-রূপ পাপাচরণের সহিত আপনার ঈর্ষামূলক সহযোগিতা আছে, ইহাই কি আপনি জানাইয়াছেন? ষড় গোস্বামীকে লঙ্ঘন করিয়া মনগড়া বৈষ্ণব-বিদ্বেষি স্মার্ত্তসমাজে বাস করিলেই কি আপনার ভক্তিগৌরব বর্দ্ধিত হইবে? ভক্তিদেবীকে কিয়দ্দিনের জন্য বিদায় দিবার উদ্দেশেই কি আপনি আপনার পত্রিকার নেণু নির্ম্মাণ করিলেন? কোথায় উক্ত নেণু দ্বারা অবৈষ্ণবীয় চিন্তাস্রোত ধ্বংস করিবেন, তাহা না করিয়া বৈষ্ণব-বিচার-হত্যাকার্য্য দ্বারা নৃশংসতার পরিচয় প্রদান করিতে অগ্রসর হইলেন? মিথ্যা-সংবাদ-প্রচারকারী ব্যক্তিগণ ধর্ম্মাধিকরণে দণ্ডনীয় ইহা জানিয়া শুনিয়াও বিদ্বেষীর বহ্নি দ্বারা বৈষ্ণব মত দগ্ধ করিতে অগ্রসর হওয়া আপনার পক্ষে শোভনীয় নহে। গ্রাম্যবার্ত্তাবহ নগ্নমাতৃকন্যায় অবলম্বনে যে বিপথে গমন করিয়া জগতের নিকট ঘৃণ্য হন, আপনি গৌড়ীয়ে আলোচিত নগ্নমাতৃকন্যায়ে ব্যুৎপন্ন হইবার পরেও তাদৃশ অসৌজন্য-কূপে নিমগ্ন হইলেন কেন? গৌরনাগরী—সিদ্ধান্ত রক্ষিত হইল না বলিয়া কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের পক্ষাবলম্বন দ্বারা অসত্যের প্রচার ও বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-বিদ্বেষ পূর্ব্বক 'তৃণাদপি সুনীচতা' পরিত্যাগ করিতে হইবে, এরূপ বিচার কেন উদিত হইল? আপনার ন্যায় প্রবীণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির এরূপ বিচারহীনতা কি সজ্জন সমাজে আদরণীয় হইবে? না কর্ম্মজড়ের বিচারানুসরণ-ফলে আপনার পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি হইবে? অলমতিবিস্তরেণ।

শুদ্ধবৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীঅতুল চন্দ্র দেবশর্ম্মা

গৌড়ীয়-সম্পাদক সঙ্ঘপতি

মৎসরতা ভক্তি নহে

অহো! মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া জগতে আজ কি অসদ্মত, অসৎ-সিদ্ধান্তেরই না তাণ্ডব-নৃত্য চলিতেছে! মহা-প্রভু ও গোস্বামিগণের প্রচ্ছন্ন শত্রুতা করাই যেন একটা কালধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে, প্রচ্ছন্নবৌদ্ধগণ সনাতন-ধর্ম্ম-প্রচারের নামে ভারতের অধিবাসিগণের হৃদয়-ক্ষেত্রে যে বিষ্ণু-বিরোধ-বিষবৃক্ষ-বীজ ছড়াইয়া দিয়াছিলেন, সপার্ষদ-বিষ্ণু-পরতত্ত্ব ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর সেই বিষ-বৃক্ষাঙ্কুর উৎ-পাটিত করিবার জন্য ভক্তবেশে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। অহো! আজ সেই অঙ্কুর উৎপাটিত হইতে না হইতেই আবার একদল লোক মহাপ্রভুর প্রচ্ছন্ন শত্রু হইয়া সনাতন-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের---জীবের নিত্যশুদ্ধ-ধর্ম্মের সহিত কিরূপ অবৈধ ভাবেই না বিরোধ করিয়া সমাজকে রসাতলে দিতে অগ্রসর হইয়াছেন। অহো! জগৎ কি অবশেষে এতই স্ত্রীজিত হইয়া পড়িল যে, এখন প্রকৃতি-জনমণ্ডলী পঞ্চম-বেদ-মহাভারত, বেদান্তভাষ্য-ভাগবত, উপনিষৎ-স্বরূপিণী শ্রীগীতার সিদ্ধান্ত, উপদেশ সমস্তই জলে ভাসাইয়া দিয়া শেষে মেয়েলি শাস্ত্রকে 'শাস্ত্র' বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে অগ্রসর হইল! কপটতাই বৈষ্ণবতার লক্ষণ হইল! গ্রাম্য-কথাই 'হরিকথা', গ্রাম্য সংবাদই 'বৈষ্ণব-সন্দেশ' বলিয়া স্বীকৃত হইল! গ্রাম্য-কথা-নিপুণ ব্যক্তি 'কাঙ্গাল বাবাজী বোষ্টমে'র

সহযোগী সঙ্গী বন্ধু হইয়া পড়িল ! হায় হায় ! দাসগোস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভু সকল জীবকে বিশেষতঃ 'বাবাজী' অভিমানিগণকে যে উপদেশ-রত্নটী প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাকে লোষ্ট্রজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া অস্থিরতা প্রদর্শন করাই কি শেষে কাঙ্গাল বাবাজীর ধর্ম্ম হইয়া পড়িল!

অহো ! যাহারা মেয়েলি-শাস্ত্র ছাড়া সনাতন শাস্ত্রের ধার ধারে না, যাহারা নিষ্কিঞ্চন-শুদ্ধ-বৈষ্ণবের নিকট কখনও অভিগমন করে নাই, যাহারা লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে জরা-ব্যাধের মৃগস্বরূপ জ্ঞান করে, যাহারা দরিদ্রতাকে 'নারায়ণত্ব', প্রেতশ্রাদ্ধ, বিদ্ধ-একাদশী-পালন কিম্বা একাদশীতে ভোজন, মৎস্য-মাংস-গ্রহণ, স্ত্রৈণতা, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধ প্রভৃতিকে 'সমাজ-ব্যবস্থা' বলিতে চায়, সেই সকল শূদ্র অথবা ম্লেচ্ছ প্রকৃতির ব্যক্তিগণ আজ সনাতন-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম, দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে বসিয়াছে ! অহো ! ইহা অপেক্ষা আর ধৃষ্টতা কি হইতে পারে ? আর ঈর্ষামূলে,—শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের বিচারে অসমর্থ হইয়া সেই সকল গ্রাম্যবার্ত্তাকে—মেয়েলি কথাকে 'বৈষ্ণব-সংবাদ' বলিয়া প্রচার করিতে বসিয়াছেন, একজন কাঙ্গাল বাবাজী ! ইহাই কি কাঙ্গাল অর্থাৎ নিষ্কিঞ্চন বাবাজীর ধর্ম্ম ? নীলামের ইস্তাহার ও গ্রাম্যকথাপ্রচারকারীই কি নিষ্কিঞ্চন বাবাজীর সহযোগী ও বন্ধু ? অথবা কলির কাতা হইতে গ্রাম্যকথা-প্রচারকারী হিতবাদী-ব্রুব বৈষ্ণববিদ্বেষী ও কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত অবৈষ্ণব—শ্রীব্যাসদেবের বিচারে অসম্ভাষ্য ও অমেধ্যভোজীর ন্যায় অদর্শনীয়, তাহারাই কি কলির প্রাবল্যে বাবাজী গোস্বামী, ভক্তনাথের সঙ্গী হইয়া পড়িলেন ! বাবাজী, গোস্বামী কি শেষে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্মার্ত্ত ও অনাচারীর ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন ! শাস্ত্র প্রবাদ ইহাই বলেন যে, সঙ্গের দ্বারাই মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। নীলাম-ইস্তাহার-ঘোষণাকারী একটী গ্রাম্যবার্ত্তাবহের সম্পাদকের কথা আমি এরূপ শুনিয়াছি যে, তিনি যাঁহাদিগকে তাঁহার গুরুবর্গ বলিয়া জানেন—যাঁহাদের চিত্রপট সমূহ তাঁহার অফিস ঘরে ও বৈঠকখানায় সযত্নে সংরক্ষণ করিয়া তাঁহাদের পূজা অর্চ্চনা করেন এবং বোধ হয় তাঁহাদের নিকট হইতে বৈষ্ণব মত খণ্ডন করিবার অনুপ্রেরণা পান, তাঁহারা কেহ কেহ তাঁহাদের জীবিতাবস্থায় খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী বহু স্ত্রী ও পুরুষের গুরু বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীর হস্তস্পৃষ্ট অমেধ্য গ্রহণ করিতেন। বাবাজী নাথ তাঁহার গ্রাম্যকথা প্রচারকারী সহযোগীকে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়া এ বিষয় কতদূর সত্য জানিতে পারেন। এইরূপ ব্যক্তিই কি বলিতে বসিয়াছেন যে, যাঁহারা সনাতন-ধর্ম্মবক্তা শ্রীনারদ গোস্বামীর সিদ্ধান্ত—ছান্দোগ্যের সিদ্ধান্ত ভাগবতের সিদ্ধান্ত—শ্রীধরস্বামিপাদের সিদ্ধান্ত—মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্মের সিদ্ধান্ত—শ্রীসনাতন-গোপালভট্ট গোস্বামীর সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন, তাঁহারা যে অনায়াসে সমাজ ব্যবস্থাকে পদদলিত করিতে পারেন, ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে ?

নীলাম ইস্তাহারের কাগজের সমাজের ব্যবস্থা—মৎস্য-ছাগ-কুক্কুট-মাংস-ভক্ষণকারী ব্যক্তিগণের গঠিত সমাজের ব্যবস্থা—চা-চুরট-গাঁজা-ভাঙ্গ-মদ্য-পানকারিগণের সমাজের ব্যবস্থা—স্ত্রৈণ ও ব্যভিচারি-সম্প্রদায়ের সমাজের ব্যবস্থা—কর্ম্ম-জড়স্মার্ত্ত-বৈষ্ণব-বিদ্বেষি-গ্রাম্যবার্ত্তাপ্রচারকারী হিতবাদি-ব্রুব কাগজের সমাজের ব্যবস্থা—অথবা "অন্তঃশাক্তো বহিঃ শৈবঃ স্বার্থসিদ্ধার্থে সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ"—ন্যায়ানুমোদন-কারী প্রচ্ছন্ন-কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত কালনার গ্রাম্যবার্ত্তাবহের মেয়েলি শাস্ত্রের সমাজ-ব্যবস্থা—ধর্ম্মব্যবসায়, নামাপরাধ ও উৎপথগামী গুরুর অসদাচার-অসৎসিদ্ধান্ত-সমর্থনকারী বৈষ্ণববিদ্বেষিগণের কাগজের ব্যবস্থা—কিম্বা অপাংক্তেয়, পতিত ও নীচ-সংসর্গী ভক্তব্রুব বণিক্‌সম্প্রদায়ের স্বার্থপর সামাজিক ব্যবস্থাই যদি তথাকথিত সমাজের ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে ঐরূপ অদৈব-সমাজের ব্যবস্থাকে পদদলিত করিয়া বিবুধগণের ব্যবস্থাপিত দৈবসমাজ-ব্যবস্থাকে সম্মান করাই সৎসাহসের—সত্যনিষ্ঠার কার্য্য। ঐরূপ সৎসাহস ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া—জগতে সত্যের মর্য্যাদা স্থাপন করিতে গিয়া—ভাগবত-ভারত-স্মৃতির ব্যবস্থাপিত সত্যের বিজয়-ডিণ্ডিম ঘোষণা করিতে গিয়া—লুপ্ত-সনাতন-সাত্বত-স্মৃতি ব্যবস্থার বিজয়-বৈজয়ন্তী পুনরুড্ডীয়মান করিতে গিয়া যদি জগতের অনেক স্বার্থপর অনেক প্রতিষ্ঠাকামী—অনেক স্বসুখপর—অনেক আরাম প্রয়াসী—অনেক জাড্যগ্রস্ত অনেক অধার্ম্মিক-লোক-ভীরু—অনেক দুর্ব্বলচিত্ত—অনেক অবৈধধর্ম্মবণিকমহাশয়-গণের অপস্বার্থের ব্যাঘাত করার দরুন তাঁহাদের অপ্রীতিকর হইতে হয়, তাহাও সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী, দয়ার্দ্র-হৃদয়,

পরদুঃখদুঃখী আচার্য্য স্বীকার করিয়া থাকেন। অহো! আচার্য্যের হৃদয় বহির্ম্মুখ জীবের জন্য—পাষণ্ডগণের জন্য - কোমলশ্রদ্ধগণের জন্য এতদূর না কাঁদিলে কি—আচার্য্য এতদূর ত্যাগের আদর্শ না দেখাইলে কি—তিনি জগতের নিত্য হিত করিতে পারেন? মহাপ্রভুর নিজজন—পরদুঃখ-দুঃখী অভিন্ননিত্যানন্দ বলিয়া বৃত হইতে পারেন?

কলিঙ্গদেশের গ্রাম্যবার্ত্তাবহ কাগজখানার সম্পাদক সঙ্কীর্ণ মুখে উদার কথা বলিবার ধৃষ্টতা দেখাইয়া স্বীয় অযোগ্যতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি, তাহার বিদ্যাবুদ্ধি বেশী নয়, বিশেষতঃ তিনি বৈষ্ণবধর্ম্ম কোন পথে চলে তাহা কিছুই জানেন না। তিনি একজন সংসার ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ গৃহমেধী জীব মাত্র। তিনি শূদ্র, তাঁহার বেদে অধিকার নাই, তিনি কি করিয়া বৈদিক সনাতন ধর্ম্মের কথা জানিবেন? মনুসংহিতা বলেন যে, তাহার ন্যায় লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি যাহা বলিবে, তাহা উন্মত্তের প্রলাপের মধ্যে পরিগণিত হইবে।

(১) প্রথমতঃ তিনি নগ্নমাতৃকন্যায়াবলম্বী। তাহার বিদ্যার দৌড় খুব বেশী বলিয়া কথাটী একটু ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইতেছে। জীবমাত্রই মাতৃকুক্ষি হইতে দিগ্বসন ধারণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হয় অর্থাৎ নগ্ন থাকে। তদনুসারে বালিকাও অতি শৈশবকালে পিতৃগৃহে দিগ্বসনা হইয়াই অবস্থান করে; সেই বালিকা যখন প্রাপ্ত-বয়স্কা হয় ও স্বামিগৃহে গমন করিয়া পুত্রবতী হয়, তখন সেই পুত্রবতীর উপযুক্ত পুত্র যদি অপরের মুখে মাতার শৈশবকালে নগ্নাবস্থায় থাকিবার কথা শুনিয়া মাতাকে পরবর্ত্তীকালেও নগ্না বলিয়া প্রচার করে, সেরূপ পুত্র যেরূপ মাতার উপযুক্ত পুত্র তদ্রূপ যাহারা সাধারণ লোকদের শৈশবকালীয় পরিচয় দ্বারা বৈষ্ণবকে পরিচিত করাইতে চান, তাহারাও নিজ মাতাকে বিবসনা বলিবার ধৃষ্টতা করেন। সভ্য সমাজ এরূপ উক্তিকে অসৌজন্য বলেন।

(২) মেদিনীপুরের গ্রাম্যবার্ত্তাবহের কথিত 'ব্রাহ্মণ-শিক্ষিত যুবকটী' শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রধান সহযোগী ও শিষ্য ছিলেন—এরূপ কথা আমি কখনও শুনি নাই। আমি উক্ত শিক্ষিত ব্রাহ্মণটীকে ভাগবতব্যবসায়ি শ্রীযুত প্রাণগোপাল গোস্বামীর শিষ্য বলিয়াই জানি। আরও শুনিয়াছি যে, প্রাণগোপাল গোস্বামী নাকি উক্ত ব্রাহ্মণ মহাশয়কে তাহার একজন প্রধান সহযোগী ও বৈষ্ণব বলিয়া ঘোষণা পূর্ব্বক উক্ত ব্রাহ্মণকে তাহার জপের মালায় প্রত্যহ ঘৃত মাখিতে বলিতেন। মালায় ঘৃত মাখিলে মালা শীঘ্রই কালবর্ণ ধারণ করিবে এবং বহু জপ-সাধনের ফলে তাঁহার শিষ্যের মালা ঐরূপ কালবর্ণ হইয়া গিয়াছে, ইহা লোকের নিকট দেখাইয়া গোস্বামী মহাশয় একজন বড় গুরু-গোঁসাই সাজিতে পারিবেন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। আরও শুনিয়াছি যে, উক্ত গোস্বামী নাকি ঐ ব্রাহ্মণ যুবককে অষ্ট-কালীয় লীলা-স্মরণ-পদ্ধতি প্রদান করিয়াছিলেন এবং গোবিন্দলীলামৃত পাঠ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত কৃত্রিমভাবে চক্ষু দ্বারা জল ও কম্প-পুলকাদি প্রদর্শন করিবার ও নানা প্রকার পরামর্শ দিয়াছিলেন। ঢাকার একজন চাউল ও বস্ত্র ব্যবসায়ী রায় মহাশয়—শুনা যায়, যিনি ধর্ম্মপত্নী বিয়োগের পর উক্ত গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য হইয়া রক্তবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক নগরে নগরে কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন এবং পরে যিনি সেই রক্তবস্ত্র ত্যাগ করিয়া অন্য প্রকার ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই রায় মহাশয়ের হরিসভা হইতে পাঠক গোস্বামী উক্ত শিক্ষিত ব্রাহ্মণকে যে একখানি স্মরণ-মনন-পদ্ধতি-গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই গ্রন্থখানি উক্ত শিক্ষিত ব্রাহ্মণ যুবক আমাকে দেখাইয়াছিলেন। উক্ত শিক্ষিত ব্রাহ্মণ একদিন গোস্বামী মহাশয়ের পরামর্শে কিরূপ নৃশংসতা ও বৈষ্ণব-বিরোধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাহাও আমি উক্ত ব্রাহ্মণ মহাশয়ের মুখ হইতে শুনিয়াছি। প্রায় ছয় সাত বৎসর পূর্ব্বে যখন গৌড়ীয় মঠের কোন ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী ঢাকায় হরিকথা প্রচারার্থ গমন করিয়া উক্ত ব্রাহ্মণের বৈষ্ণবতার কথা শ্রবণ করেন এবং একদিন মধ্যাহ্ন কালে তাঁহার গৃহে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইয়া কিছু মহাপ্রসাদ যাচ্ঞা করেন, তখন উক্ত ব্রাহ্মণ মহাশয় ত্রিদণ্ডি-বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী মহারাজকে বলিয়াছিলেন,—'দেখুন, মধ্যাহ্নে বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী অতিথিরূপে ব্রাহ্মণ গৃহস্থের গৃহে উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাকে এমন কি শত্রুকেও যথোচিত সৎকার করা সদ্-গৃহস্থ মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ ইহা মহাপ্রভুর একটী বিশেষ শিক্ষা, কিন্তু আপনারা যাহাতে অনাহারে—অনাশ্রয়ে কষ্ট পাইয়া শীঘ্র এই স্থান পরিত্যাগ করেন, আমি * * শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের দ্বারা

সেইরূপ আদিষ্ট হইয়াছি।' এরূপ কথাও আমি শুনিতে পাইয়াছি। আরও শুনিয়াছি যে, উক্ত ব্রাহ্মণ মহাশয় ঢাকা হরিসভার সম্পাদকসূত্রে প্রাণগোপাল গোস্বামীকে বহু বার বহু অর্থ ব্যয়ে আনয়ন করাইয়া তাঁহার বিদায়কালে প্রভুপত্নীর জন্য উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ঢাকাই সাড়ী, নথ, সোণায় বাঁধা ঢাকাই শাঁখা, সোণার হার প্রভৃতি বহু বহু দ্রব্য প্রদান করিয়াছেন। এই সকল প্রমাণ হইতে জানিতে পারি যে, উক্ত ব্রাহ্মণ মহাশয় প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয়েরই একজন প্রধান সহযোগী ও শিষ্য ছিলেন। আরও যে সকল কথা শুনিয়াছি প্রয়োজন হইলে পরে তাহাও জানাইব।

গৌড়ীয় মঠ হইতে সপরিবারে এক ব্রাহ্মণ যুবক অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, এরূপ উক্তির ও ঈর্ষা ব্যতীত অন্য কোন ভিত্তি নাই। কারণ গৌড়ীয় মঠ সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থের নিরন্তর আবাস-স্থান। সে স্থানে সপরিবার কোন গৃহস্থ অবস্থান করেন না, ইহা সকলেই জানেন। ভগবানের সেবায় সকলেরই অধিকার, তদনুসারে গৌড়ীয় মঠের বিভিন্ন বিভাগে সাধারণ ব্যক্তিগণও সেবা করিয়া থাকেন। গৌড়ীয়-মুদ্রাঙ্কণ-কার্য্য-বিভাগে যাহারা কার্য্য করেন, উৎসবকালে যাঁহারা বিভিন্নভাবে সেবা করেন, কাঙ্গালী-ভোজনের সময় যে সকল স্বেচ্ছাসেবকগণ তাহাতে যোগদান করেন, তাঁহারা যে সকলেই গৌড়ীয় মঠের সহযোগী ও শিষ্য, এরূপ যুক্তি নিতান্ত স্বকপোল-কল্পিত।

(৪) গৌড়ীয় মঠে অনেকে শিক্ষার্থী হইয়া বহুদিন বাস করেন, কোন কোন গৃহস্থ ব্যক্তি নানাপ্রকারে সত্য-প্রচারের সহানুভূতি করিয়া থাকেন। তাঁহারা যতটা সত্যের জন্য চেষ্টা করেন, তদনুসারে ভক্তগণ অমানীমানদ-ধর্ম্মবশতঃ তাঁহাদিগকে সেবাকার্য্যে আরও উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য ভক্তিসূচক সম্মান প্রভৃতি প্রদান করিয়া থাকেন—ইহাই মানদ-বৈষ্ণব-সমাজের চিরন্তনী প্রথা। তাই বলিয়া ঐ সকল মনোধর্ম্মজীবি ব্যক্তির সকলেই গৌড়ীয় মঠের শিষ্য ও প্রধান সহযোগী, এরূপ অনুমান প্রাকৃত-ন্যায়শাস্ত্রও কখন সমর্থন করে না।

(৫) ব্রাহ্মণ যুবক সপরিবারে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, এরূপ কথা ব্রাহ্মণযুবকের স্বমুখ হইতে কিম্বা অন্য কোনও প্রকৃষ্ট প্রমাণ হইতে পাওয়া যায় নাই। বরং আমি শুনিয়াছি যে, উক্ত শিক্ষিত যুবক পাশ্চাত্য দেশে সন্ন্যাচার্য্য মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিবার জন্য এবং মহাপ্রভু সম্বন্ধে একখানি বৃহদ্গ্রন্থ প্রকাশ করিবার জন্য পাশ্চাত্য-ধর্ম্ম-সম্বন্ধি-শাস্ত্রসমূহ নিয়মিতভাবে আলোচনার্থ স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। অপর পক্ষের বিষয় বিশেষ ভাবে জ্ঞাত না থাকিলে নিজ মতের সৌন্দর্য্য প্রচার করা যায় না। শীঘ্রই তাঁহার রচিত পুস্তকটী আমেরিকা হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে, ইহাও শুনিতে পাইয়াছি।

(৬) মেদিনীপুরের গ্রাম্যবার্ত্তাবহের সম্পাদক শুদ্ধ-বৈষ্ণব-গুরুর নিকট অভিগমন করেন নাই, সুতরাং বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত মতে জীব—কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি। তটস্থধর্ম্মী জীবের স্বাতন্ত্র্য এবং সেই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার ও মনোধর্ম্মবশে অসদ্ব্যবহার করিবার যোগ্যতা আছে। সদ্গুরু পরমমুক্ত পুরুষ; তিনি কখনও কৃষ্ণদাস্য হইতে বিচ্যুত হইয়া অন্য ধর্ম্মগ্রহণ করেন না—অমুক্ত, গৃহ-ব্রত, মায়ামুগ্ধ, অন্যাভিলাষী গুরুব্রুবের ন্যায় ভাগবত-ব্যবসায়, নামমন্ত্র-ব্যবসায়, পতিত ও পতিতা শিষ্যগণের সংসর্গ, দ্যূত-পান-স্ত্রী-সূনা প্রভৃতি অনর্থের বশবর্ত্তী হন না। কিন্তু সাধক তাঁহার মনশ্চাঞ্চল্যে সাধনাবস্থায় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিতে পারেন। তজ্জন্য সদ্গুরু দায়ী নহেন। ইহাই মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত এবং সমগ্র-বৈষ্ণব-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। কালাকৃষ্ণদাস স্বয়ং-ভগবান্-মহাপ্রভুর নিকটে অবস্থান করিয়া সাক্ষাৎভাবে মহাপ্রভুর সেবা করিতে করিতে ভট্টথারীর-স্ত্রীর প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া মহাপ্রভুর তজ্জন্য মহাপ্রভুত্ব অস্বীকৃত হইতে পারে না বা মহাপ্রভু মায়ামুগ্ধ জীবের ন্যায় স্ত্রীর প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়াছেন, ইহাও বলা যাইতে পারে না।

মহাপ্রভু ব্যবসায়ি-গুরুগণের ন্যায় ঐরূপ অসদাচারী পতিত শিষ্যের সংসর্গ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন না। কালাকৃষ্ণদাসকে অন্যত্র পাঠাইয়া দেন, ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করেন। কিন্তু জাতিগোস্বামিগণ, গুরুব্রুবগণ, মৎস-মাংস অমেধ্য-ভোজনকারী মদ্যপায়ী বৃষলীপতি শিষ্যগণের সংসর্গ, তাঁহাদিগের অবৈধ যোষা কর্ণে মন্ত্র প্রদান, পতিতা স্ত্রীগণের গুরুত্ব প্রভৃতি স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগের পরি-ত্যক্ত বিষয় ভোজন করেন।

অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর ছয়জন পুত্রের মধ্যে শ্রীঅচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র এবং গোপাল ব্যতীত অপর তিন পুত্রাভিমানী গৌরবিমুখ হইয়াছিলেন বলিয়া—অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে দায়ী বা অদ্বৈতাচার্য্য 'গৌরবিমুখ' হইয়া পড়িয়াছিলেন বলা যায় না। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শঙ্কর নামা জনৈক সংযোগী ও শিষ্যাভিমানী ব্যক্তি আসাম দেশে অদ্বৈতাচার্য্যের মত-বিরোধী নির্ব্বিশেষ বাদ প্রচার করিয়া অদ্বৈতপ্রভু ও মহাপ্রভুর আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া অদ্বৈতপ্রভু নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়িয়াছিলেন, বলা যায় না। অদ্বৈত-প্রভু ঐরূপ গৌরবিমুখ পুত্রগণের ও শিষ্যগণের সর্ব্ব সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু ঐরূপ অবৈষ্ণবত্যাজ্য পুত্রগণকে স্কাৎনার ন্যায় উড়াইয়া দিয়াছেন। ঠাকুর হরিদাসের শিষ্যাভিমানী জগন্নাথ দাস মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া অতি বাড়িয়া গিয়াছিলেন বলিয়া ঠাকুর হরিদাসকে 'অতিবাড়ী' বলা যায় না। ঠাকুর হরিদাস ঐরূপ অতিবাড়ীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর শিষ্য হরিবংশ একাদশীর দিবসে তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে আসিয়াছিলেন বলিয়া গোস্বামী প্রভুপাদ হরিবংশকে শুদ্ধ-বৈষ্ণবাচার-ত্যাগকারী বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভোগবিলাসরত অসদ্ গুরুব্রুবগণ ঐরূপ তাম্বুলচর্ব্বণ-কারী কেন অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গী, মদ্যপায়ী, কুক্কুট মাংসভোজী শিষ্যের অসৎকার্য্যে প্রশ্রয় দিবার জন্যই সর্ব্বদাই নিযুক্ত। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাত্মজ শ্রীবীরভদ্রপ্রভুর শিষ্যগণ হইতে নেড়া-নেড়ীর দল ও নানাপ্রকার ব্যভিচার উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বীরভদ্রপ্রভুকে সেই দলের দলপতি বলা যায় না। তিনি ঐরূপ স্বতন্ত্র, অসংযতগণের সংসর্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর কোন শিষ্য সহজিয়াদিগের সঙ্গে যোগদান করিয়া সহজিয়া মত প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীকে 'সহজিয়া' বলা যায় না। তবে মূর্খ, অতাত্ত্বিক, মৎসর ব্যক্তিগণ ঐরূপ বলিতে পারে। শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর শিষ্য রূপকবিরাজ মহাপ্রভুর আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া অন্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু বা তাঁহার একান্ত অনুগত সম্প্রদায়কে তদন্তর্ভুক্ত বলা যায় না। শ্রীআচার্য্যপ্রভুর শিষ্যা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণী রূপ কবিরাজের কণ্ঠস্থিত মালা ছিঁড়িয়া দিয়াছিলেন। অতএব অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে বৈষ্ণবদ্বেষী হিতবাদী-সম্পাদকের শিষ্য ও অন্তেবাসিসূত্রে কাল্না ও মেদিনীপুরের গ্রাম্যবার্ত্তা-বহের সম্পাদকের ও তাঁহার মিত্র নাপ বাবাজীর অসম্বদ্ধ প্রলাপের অসারতা এবং খণ্ডদৃষ্টি প্রমাণিত হইল।

(৭) শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীযুক্ত প্রাণ-গোপাল গোস্বামী মহাশয়কে কোনও গালি দেন নাই; কিন্তু তিনি সাধারণ গুরুব্রুব ও ভাড়াটিয়া সমাজে যে সকল অবৈধ আচার-ব্যভিচার স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ের সদুত্তর পাইবার জন্যই শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয়কে ও বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারক পরিব্রাজকা-চার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজকে ত্রিশটী প্রশ্ন করেন এবং উক্ত গোস্বামী মহাশয়ের প্রদত্ত উত্তরগুলির নিরপেক্ষ সমালোচনার জন্য তিনি জনৈক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে তৃতীয় পক্ষ জানিয়া—তাঁহার নিকট সমালোচনা প্রার্থনা করেন। উক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রশ্নের উত্তর-প্রার্থী মাত্র; তিনি মীমাংসা বা সিদ্ধান্ত প্রদানকারী নহেন। যে কোন সাধারণ ব্যক্তির প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা আছে। সুতরাং বৈষ্ণববিদ্বেষপটু—মেদিনীপুরের গ্রাম্যবার্ত্তাবহ বা কুমিল্লার ভাড়াটিয়া-বণিক্-সম্প্রদায়ের সমর্থনকারী ব্যক্তিগণ অথবা নবদ্বীপের গৌরনাগরী কাঙ্গাল বাবাজী 'বদ্‌লে গেল মতটা' এইরূপ অসত্য ও ছলনাদ্বারা সৎসিদ্ধান্তকে লোপ করিতে পারিবেন না। মনোধর্ম্মি মানুষের ব্যক্তিগত মতামত বদল হইতে পারে, কিন্তু শাস্ত্র-সাধু-সত্য বদল হয় না। কোন ব্যক্তি সুস্থাবস্থায় যদি বলেন, একে একে দুই হয়, কিন্তু সেই ব্যক্তিই যদি বিকার রোগগ্রস্ত হইয়া বলেন যে, একে একে তিন হয়, তাহা হইলে কিছু পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত সত্য বিপর্য্যস্ত হইয়া যায় না। 'আচার ও আচার্য্য' গ্রন্থে বৈষ্ণবাচার্য্য যে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা অনাদি অনন্তকাল যত দিন পৃথিবীতে ধর্ম্ম থাকিবে—যতদিন পৃথিবীতে সূর্য্যচন্দ্র উদিত হইবে—যতদিন পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবগণ অবস্থান করিবেন—যতদিন জগতে বেদ, ভারত, ভাগবতের সম্মান থাকিবে, ততদিন আচার আচার্য্যের সুসিদ্ধান্ত বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাসে একটী যুগান্তর আনয়ন করিয়া নিরপেক্ষ সত্যানু-সন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই সত্যনিষ্ঠা বৃত্তির উদ্বোধন এবং সত্য পথের সন্ধান করিয়া দিবে। 'বদ্‌লে গেল মতটা'র

ছলনা দেখাইয়া কিছু জগতে ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার, ভাগবত-ব্যবসায়, নাম-মন্ত্র-ব্যবসায়, গুরুব্রুবের বেশ্যাশিষ্যানুবন্ধ, শৌক্রগত গোস্বামিত্ব, জাতি-গোস্বামীর অধস্তনগণের গরুড় পক্ষীর ন্যায় মৎস্যভোজন-সামর্থ্য, মদ্য-মাংস-স্ত্রী-স্বনা প্রভৃতি কলিসঞ্চব বস্তুর সঙ্গ করিয়াও আচার্য্যত্ব সংরক্ষণ, শিষ্যকে পতিত রাখিয়া,—দীক্ষার পূর্ব্বজাতির পরিচয়ে আবদ্ধ রাখিয়া তাহাদের পরিত্যক্ত দ্রব্য গ্রহণ করা সত্ত্বেও পতিত-পাবনত্ব ও সদাচারি-ব্রাহ্মণত্ব-সংরক্ষণ প্রভৃতি অসৎসিদ্ধান্ত ও অসৎকার্য্য কখনও 'সিদ্ধান্তরত্ন' 'সদাচার' বা 'ধর্ম্ম' বলিয়া জগতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। সত্য নিরপেক্ষ; তাহা কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্মানকারী নহেন। সাধুদিগের গর্হণ করিলেই ব্যক্তিবিশেষের বৈষ্ণব-বিদ্বেষাপরাধ হইতে অবসর নাই এবং তাঁহার অসদাচার পুষ্ট মত উন্নত বলিয়া স্বীকৃত হইবে না।

(৮) বৃশ্চিক-তাণ্ডুলিকন্যায়ানুসারে শৌক্র ও বৃত্ত-ব্রাহ্মণতা সিদ্ধ। বৃত্তব্রাহ্মণতাই জগতের পক্ষে হিতকর। হরিভক্তিবিলাস পঞ্চম বিলাসধৃত বিষ্ণু-যামল-বাক্য কলি-কালে শৌক্রবিচারে শুদ্ধতার অভাব এবং পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাদ্বারাই একমাত্র শুদ্ধি সম্ভব, বিচার করিয়াছেন। মহাভারত বনপর্ব্বে ১৮০ অধ্যায়ে শৌক্রবিচারে বর্ণনিরূপণ দূষিত কেন, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া ভারত বৃত্ত-ব্রাহ্মণতার পক্ষ সমর্থন এবং তৎসম্বন্ধে সহস্র সহস্র নজির দেখাইয়াছেন। ছান্দোগ্য, বজ্রসূচিকাদি-উপনিষদ্, শ্রীমদ্-ভাগবতের বহুস্থানে এইরূপ বৃত্তব্রাহ্মণতার বিচার ও নজির লিপিবদ্ধ আছে। বৃত্তব্রাহ্মণতা নাগ-নাথাদির অধীত-বিদ্যার কাছে বা মেয়েলি শাস্ত্রীয় সমাজের নিকট অভিনব মনে হইলেও উহাই উপনিষদ্, ভারত, ভাগবত শাস্ত্রের ব্যবস্থাপিত সমাজ-ব্যবস্থা। আর সমাজে যাঁহারা বর্ত্তমানে শৌক্রব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তাঁহারাও আদিতে যাঁহারা বৃত্ত বা দৈক্ষ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদেরই অধস্তন; ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত আলোচনা করিলে জানা যায়।

(৯) যাহারা কেবল শৌক্রপন্থার পক্ষপাতী, তাহাদের মতে অনেক সময় কেল্‌নার হোটেলে কুক্কুট-শূকর-গবাদির মাংস ভক্ষণ করিয়াও বাহিরে লোক-দেখান-ব্রাহ্মণ থাকা যায়, গোপনে ম্লেচ্ছ বা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী অসতী রমণীর সংসর্গে থাকিয়াও সমাজে 'ব্রাহ্মণ' থাকা যায়, সন্ধ্যা-উপাসনা-ভ্রষ্ট নাস্তিক হইয়াও 'ব্রাহ্মণ' থাকা যায়; কিন্তু বৃত্তব্রাহ্মণতার প্রমাণে দেখা যায় পৌত্রায়ণ শোকের বশবর্ত্তী হওয়া-কালে আর 'ক্ষত্রিয়' নাই, তখন তিনি 'শূদ্র'। আবার শোকাপগমে চিত্ররথসম্বন্ধীয় চিহ্ন দ্বারা 'ক্ষত্রিয়'। ভাগবত-পাঠে জানা যায়, ক্ষত্রিয় ত্রিবন্ধনের শৌক্রপুত্র ত্রিশঙ্কু চণ্ডালতা লাভ করে, পৃষধ্র শৌক্র ক্ষত্রিয় হইয়াও অজ্ঞাত গোবধ করিবার পর তাঁহার ক্ষত্রবন্ধুত্ব পর্য্যন্ত নাই—শূদ্ররূপে নির্দ্দিষ্ট। আবার বীতহব্য শৌক্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ-বৃত্তি প্রদর্শন-ফলে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। বৃত্তব্রাহ্মণতার বিচারে কেল্‌নার হোটেলে বা প্রসাদ ভিন্ন অপ্রসাদ-বস্তু-ভক্ষণকারী ব্যক্তি 'ব্রাহ্মণ' নহে; খাতায় রেভারেণ্ড বন্দ্যোপাধ্যায়-চক্রবর্ত্তী-চাটার্জ্জি-ভট্টাচার্য্য বা রেভারেণ্ড-গোস্বামী নাম না লেখাইয়া গোপনে ঐরূপ রেভারেণ্ড-দলের লোকও 'ব্রাহ্মণ'-'গোস্বামী' বলিয়া বিবেচিত নহেন। কিন্তু শৌক্রপন্থার পক্ষপাতিগণের মতে ভিতরে গোপনে গোপনে যত বড় রেভারেণ্ড-বন্দ্যোপাধ্যায়-ভট্টাচার্য্য-গোস্বামী থাকুন না কেন, তবুও তিনি 'ব্রাহ্মণ' 'গোস্বামী'! কারণ তিনি কপট; তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বা গার্ডেনপার্টিতে ম্লেচ্ছের পরিবেশিত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত অখাদ্য ভোজন করিয়া মুখ পুছিতে শিখিয়াছেন, পতিত ও পতিতা শিষ্যের পরিত্যক্ত বস্তু গোপনে হজম করিতে শিখিয়াছেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে হারিদ্রুমত-গৌতমই 'সরলতা' ব্রাহ্মণতার লক্ষণ বলিয়াছিলেন, নারদ-শুক কিংবা মহাপ্রভুর সময় ষড়্‌বেগজয়িত্বই গোস্বামিত্বের লক্ষণ ছিল, আর বর্ত্তমানের সমাজ-ব্যবস্থা বেদের মতের বিরুদ্ধে কপটতাকেই ব্রাহ্মণতার লক্ষণ, অবৈধ-গৃহমেধীয়তাই গোস্বামিত্বের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আর মেদিনীপুরের গ্রাম্যবার্ত্তাবহের সম্পাদক হিতবাদিব্রুব অহিতবাদীর কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-সম্পাদক, কুমিল্লার নাথ, কাল্‌নার প্রচ্ছন্ন কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তব্রুব প্রভৃতি সেই বেদবিরোধিসমাজ-ব্যবস্থাকে পদদলিত না করাই অর্থাৎ বেদের বিরুদ্ধাচরণ রূপ নাস্তিকতা বা ম্লেচ্ছধর্ম্মাবলম্বন করাই স্বীয় কূমতদ্বারা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিচার করেন।

(১০) প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টের অনুসরণকারিগণের উচ্চ নৈতিক চরিত্র আছে, ধর্ম্মভীরুতা আছে, পাপজ্ঞান আছে; কিন্তু যদি কেহ প্রীতিসন্দর্ভ বা ভাগবত পাঠ করিবার জন্য

করিয়া পর রমণীর প্রীতিতে আবদ্ধ হইয়া পড়েন, ভাগবত ভগবানকে দিয়া স্ত্রীর পদাভরণ নির্ম্মাণ বা উদরের সংস্থান করেন, দুরাচার পুত্রের দুষ্কার্য্য করিবার খরচ যোগান, তাঁহাদের যে নৈতিক চরিত্রটুকু পর্য্যন্তও নাই, সাধারণ পাপপুণ্য জ্ঞানটী পর্য্যন্ত নাই। ঐরূপ ব্যক্তি অপেক্ষা খৃষ্টের অনুসরণকারী ব্যক্তি সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। এই সকল নৈতিক চরিত্রহীন ব্যক্তি, পাপজ্ঞানরহিত ব্যক্তি খৃষ্টের অনুসরণকারী চরিত্রবান্ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে নীতি শিক্ষা করুন।

প্রবন্ধ বিস্তৃত হইয়া যাইতেছে বলিয়া আরও অনেক কথা বলিবার থাকিলেও বর্ত্তমান প্রবন্ধে গ্রথিত হইতে পারিল না। পরে আমি এই সকল কথা আরও বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিব। গৌড়ীয়ের মহানুভব পাঠক ও বৈষ্ণবগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন। অসম্মত-খণ্ডন ও সত্যের মর্য্যাদা স্থাপন করিতে গিয়া নিরপেক্ষভাবে অনেক সত্যকথা বলিতে হয়, এবং অনেক অপ্রীতিকর প্রসঙ্গও উত্থাপন করিতে হয়। এই দীন লেখকের সদুদ্দেশ্য বিচার পূর্ব্বক সুধী ও সদাশয় পাঠকগণ তাঁহাদের নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করিয়া তাঁহাদের ঐকান্তিকী সত্যনিষ্ঠা ও সত্যপ্রিয়তার আদর্শ প্রদর্শন দ্বারা মাদৃশ ক্ষুদ্র জীবের হৃদয়ে বল সঞ্চার করিবেন, ইহাই আমার একমাত্র ভরসা।

সদাশয়-বৈষ্ণব-শ্রোতৃবৃন্দের সেবাপ্রার্থী—
শ্রী * * চট্টোপাধ্যায়।

প্রার্থনা

শ্রীগুরুদেব!

(হেন) দিন কবে আমি পা'ব।
তোমার চরণে সকল সঁপিয়া
একান্তে শরণ ল'ব ॥ ১

মায়ার কবলে র'ব কত কাল,
ছাড়িয়া তোমার সেবা।
এ' সঙ্কট হ'তে ত্রাণ কর প্রভু,
নাহি মোরে উপেক্ষিবা ॥ ২

লক্ষ লক্ষ জন্ম (মোর)' গেল এই ভাবে,
কৃপায় জেনেছি তব।
এ' বারও গেলে জনম বিফলে
আবার কোথা বা যা'ব ॥ ৩

ছাড়ি অন্য কার্য্য সংসার বাসনা,
বিষয়-লালসা যত।
(কবে) অনন্যভাবেতে চরণ-সেবনে,
সকল হইবে হত ॥ ৪

সেবোন্মুখী বুদ্ধি কবে হ'বে মোর,
তবে গা'ব হরিনাম।
বিষয় ছাড়িয়া শুদ্ধ হবে মন,
হেরিব চিন্ময় ধাম ॥ ৫

অপরাধ সব দূরে পলাইবে,
অনর্থ না র'বে আর।
তোমার চরণ সতত চিন্তিব,
হইয়ে সংসার-পার ॥ ৬

সম্বন্ধ-জ্ঞানেতে ভক্তিতে শিখিব,
নির্হেতু কৃপার লাগি'।
আপন স্বরূপ কবে বা বুঝিব,
অনিত্য সম্বন্ধ ত্যাগি' ॥ ৭

সকল জগতে দেখিতে পাইব
কেবল তোমার মূর্ত্তি।
নাহি রবে তবে ভোগ-বুদ্ধি আর,
হ'লে ইষ্টদেবস্ফূর্ত্তি ॥ ৮

তোমার সেবক- চরণের ধূলি
মস্তক-ভূষণ রবে।
সেই পদ-জল পান করি যদি
সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হবে ॥ ৯

তাঁ'দের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া
আনন্দে থাকিব আমি।
এই কর প্রভু পতিত জানিয়া,
তুমিত' অন্তর-যামী ॥ ১০

সাধন-ভজন তোমারই কৃপা
অন্য বল কিছু নাই।
দাস-অনুদাস এ রাধাচরণে
শ্রীপদে দেও গো ঠাঁই॥ ১১

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-কিঙ্করাদম—
শ্রীরাধাচরণ (গোস্বামী

প্রতিবাদ

গত বৈশাখ মাসের 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-পত্র' লিখিয়াছেন যে, গৌড়ীয় পত্রিকা মধ্যে মধ্যে শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-বংশাবতংস পূজ্যপাদ শ্রীল রাধামোহন গোস্বামিভট্টাচার্য্য বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়কে স্মার্ত্তধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া কটাক্ষ করেন। কিন্তু উক্ত গোস্বামী ভট্টাচার্য্য স্মৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত হইলেও বৈষ্ণবমতাবলম্বী ছিলেন এবং মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম আচরণ করিতেন। বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা আরও বলেন যে, এইরূপ সিদ্ধান্ত নাকি কোন কোন ব্যক্তি তাঁহাদের অনুসন্ধান ফলে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, পারমার্থিকরাজ্যে আধুনিকগণের বিচার, সিদ্ধান্ত ও অনুসন্ধান অপেক্ষা প্রাচীন প্রামাণিক-গণের—পূর্ব্ব মহাজনগণের সিদ্ধান্ত ও গবেষণা সর্ব্ব বিষয়ে অধিকতর প্রমাণযোগ্য ও শিরোধার্য্য।

আধুনিক যুগে অনেকেই শুদ্ধ বৈষ্ণবতার স্বরূপ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। মুখে একটু 'হরি', 'কৃষ্ণ', 'রাম', 'গৌরাঙ্গ' শব্দ উচ্চারণ কিম্বা অন্য কোন উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া ভাগবতাদি দুই একখানা পুঁথি নাড়া চাড়া করিলেই আমরা তাঁহাকে 'বৈষ্ণব' এবং 'মহাপ্রভুর পরম ভক্ত' বলিতে কুণ্ঠিত হই না। অনেক বৈষ্ণব-সম্মিলনী ও হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভার সম্পাদক ও নেতা গৃহে সম্পূর্ণ স্মার্ত্তাচার, যথা—প্রেতশ্রাদ্ধ, একাদশীতে ভোজন কিম্বা বিদ্ধা একাদশী পালন, পঞ্চো-পাসনা, পঞ্চযজ্ঞ, অবৈষ্ণব-গুরুকরণ, এমন কি বৈষ্ণবোচিত ভদ্রবেশ ও মালা-তিলকাদি অগ্রহণ অধিক কি মৎস্য-মাংসাদি ভোজন, অবৈধ ও নীতি-বিগর্হিত-জীবন-যাপন করিয়াও যদি 'সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ'—এই প্রণালী অনুসারে সভা-সমিতিতে একটু কৃত্রিম ভাবুকতা দেখাইতে পারেন, কিম্বা লোক-দেখান গৌরভক্ত সাজিতে পারেন, অথবা বঙ্গদেশীয় বিপ্র কবির ন্যায় বিদ্ধ-মত-পোষক গৌর বা রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক গ্রন্থ লিখিতে পারেন (যেমন, মহাপ্রভু পায়ে কণ্টকবিদ্ধ হইয়া দেহত্যাগ করেন, ভগবান্ মায়া মিশাইয়া জগতে আসেন, স্বরূপ দামোদরের হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া যাওয়ায় তিনি দেহত্যাগ করেন; কৃষ্ণ জরা ব্যাধের বাণে কালগ্রস্ত হন!! ইত্যাদি ইত্যাদি যে সকল কথা সাত্বত-শাস্ত্রসিদ্ধান্তানুসারে পাষণ্ডোক্তি মধ্যে গণ্য), তিনিও আজকালকার বিচারে মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ও মহাবৈষ্ণব-মধ্যে গণ্য! আজকাল যদি কেহ মহাপ্রভুর নামে দুই একটী শ্লোক বা কবিতা রচনা করেন কিম্বা দুই একটী গান বাঁধেন কিম্বা মহাপ্রভুর নাম (?) করিয়া কীর্ত্তনের অভিনয় করেন (ঐ সকল যতই তত্ত্ববিরুদ্ধ, সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ, রসাভাস-দুষ্ট হউক না কেন), তথাপি তিনি মহাগৌরভক্ত বলিয়া বিবেচিত হন; আর যদি কোন স্বরূপরূপানুগ আচার-প্রচার-পরায়ণ মহাজন কোন গৌরবিহিত কীর্ত্তন বা সঙ্গীত প্রচার করেন, তাহা হইলে আধুনিকগণের বিচারে ঐ সকল গৌরবিহিত শুদ্ধ সঙ্গীত মহাজনগণের বাঁধা কীর্ত্তন বিনষ্ট করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা সংস্থাপনার্থ রচিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা কটাক্ষ করিতে কুণ্ঠিত হন না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, অনাদিবহির্ম্মুখতা আমাদিগের দ্বারা নানা ছলে বৈষ্ণব-বিরোধটী করাইয়া লন। বর্ত্তমানে এইরূপ বৈষ্ণবতার স্বরূপ বিচারের অনভিজ্ঞতার মূল কারণ এই যে, বিচারকগণ অধিকাংশই হরিবিমুখ, অথবা কোমলশ্রদ্ধ, কিংবা কনিষ্ঠাধিকারী প্রাকৃত ভক্ত। শুদ্ধ-বৈষ্ণবাচার্য্যানু-গত্যে মধ্যমাধিকার লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত যে 'বৈষ্ণব' ও 'অবৈষ্ণব' চিনিয়া লওয়া যায় না, একথা প্রাকৃত বা বিদ্ধ-সম্প্রদায় বুঝিতে পারেন না, তাই তাঁহারা অবৈষ্ণবকে 'বৈষ্ণব' ও বৈষ্ণবকে 'অবৈষ্ণব' মনে করেন। পঞ্চোপাসক স্মার্ত্তকেই 'গুরু' জ্ঞান করেন এবং তাঁহাকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া স্থাপন করিতে প্রয়াসী হন। যদি মহাপ্রভুর নামে দুই একটী শ্লোক বা কবিতা রচনা করিলেই কাহারও 'বৈষ্ণব' বলিয়া প্রমাণিত হওয়ার কারণ ছিল, তাহা হইলে ভক্তি-সিদ্ধান্ত-পরীক্ষক স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুর চরিত্রে

নাটক-লেখক বাঙ্গাল কবিকে 'বৈষ্ণব' বলিতে কুণ্ঠিত হইলেন কেন ? মায়াবাদী, স্মার্ত্ত, পঞ্চোপাসকগণ কৃষ্ণের স্তব করিয়া থাকেন, কিন্তু তাই বলিয়া কোন যথার্থ কৃষ্ণভক্ত তাঁহাদিগকে 'বৈষ্ণব' বা 'কৃষ্ণভক্ত' বলিবেন না। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঐরূপ শ্রেণীর বিদ্ধকৃষ্ণভক্তগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

"ধিক্ তাঁর কৃষ্ণসেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাঁহার স্তবন॥"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায় আমরা আধুনিক বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব-বিচারক পণ্ডিতগণকে আর একটী কথা শুনাইয়া রাখি,—'জগতে বৈষ্ণবধর্ম্ম নামে দুইটী পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম চলিতেছে। একটী শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম, আর একটী বিদ্ধ-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। বস্তুতঃ শুদ্ধ-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম এক ও অদ্বিতীয়, ইহার অন্যতম নাম নিত্যধর্ম্ম বা পরধর্ম্ম। বিদ্ধ-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম দুই প্রকার,—(১) কর্ম্মবিদ্ধ ও (২) জ্ঞানবিদ্ধ। স্মার্ত্তমতে যে সকল বৈষ্ণবধর্ম্মের পদ্ধতি আছে, সে সমস্তই কর্ম্মবিদ্ধ ; সেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মে বৈষ্ণব-মন্ত্র-দীক্ষা থাকিলেও বিষ্ণুকে কর্ম্মাঙ্গরূপে স্থাপন করা হয়। পঞ্চোপাসনার মধ্যে যে বিষ্ণুর উপাসনা আছে, তাহাতে দীক্ষা-পূজাদি সমস্তই বিষ্ণুবিষয়ক, কখনও রাধাকৃষ্ণবিষয়ক হইলেও তাহা 'শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম' নহে। অতএব বিদ্ধ-বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে পৃথক্ করিলে যে শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্মের উদয় হয়, তাহাই প্রকৃত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। কলিদোষে অনেকেই শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বিদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্মকেই 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' বলেন (জৈবধর্ম্ম)।

মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যকে সকলেই (বিদ্ধ) স্মার্ত্তমত-প্রচারক বলিয়া জানেন, কিন্তু তিনি তাঁহার শ্রাদ্ধ-তত্ত্বের উপক্রমে লিখিয়াছেন,—"প্রণম্য সচ্চিদানন্দং **কৃষ্ণং বেদান্তবিস্তৃতম্**। পার্ব্বণাদিশ্রাদ্ধতত্ত্বং বক্তি শ্রীরঘুনন্দনঃ।' তাঁহার এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ-প্রণাম-শ্লোক-সত্ত্বেও তিনি শুদ্ধ-বৈষ্ণবসমাজে 'বৈষ্ণব' বলিয়া স্বীকৃত হন নাই। কারণ তিনি যে শ্রাদ্ধতত্ত্বের উপক্রমে বেদান্তবিস্তৃত কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়াছেন, তন্মধ্যেই শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-বিগর্হিত 'প্রেতশ্রাদ্ধ' বা বৈষ্ণব-স্মৃতির ভাষায় 'রাক্ষস-শ্রাদ্ধের' ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। মায়াবাদিগণও কৃষ্ণ-বিষ্ণু-নারায়ণ-স্তব করিয়া চরমে সেই নারায়ণেরই নিত্য-রূপ-গুণ-লীলা-ধাম-পরিকরাদির বেদসিদ্ধ নিত্যত্বের ধ্বংস করিতে প্রয়াসী হন। তাঁহারা কৃষ্ণ-নারায়ণ-স্তব করেন বলিয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সমাজে 'বৈষ্ণব' বলিয়া গণিত হন না।

তদনুসারে শুদ্ধ-বৈষ্ণবসমাজ স্মার্ত্ত-রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের অনুগত মাননীয় রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য মহাশয়কেও কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তমতাবলম্বী বলিয়াই জানেন। অবশ্য বর্ত্তমান সময়ে সেই বংশীয় কেহ কেহ মাননীয় স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে মহাপ্রভুর অনুগত শুদ্ধ-বৈষ্ণব প্রতিপন্ন করিবার নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়া স্ববংশের কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তানুগত্যরূপ কলঙ্ক-কালিমা অপনোদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। এইরূপ চেষ্টা প্রশংসার্হ। কিন্তু নিরপেক্ষ সত্য, ব্যক্তি বা বংশবিশেষের সম্মানকারী নহে বলিয়া অন্যরূপ প্রমাণ প্রদান করিয়া থাকে।

মাননীয় শ্রীযুক্ত রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর পুত্রাভিমানী শ্রীবলরাম মিশ্রের অধস্তন। সংস্কৃত অদ্বৈতচরিতগ্রন্থ বলেন,—"অচ্যুতঃ কৃষ্ণমিশ্রশ্চ গোপালদাস এব চ। রত্নত্রয়মিদং প্রোক্তং সীতা-গর্ভাব্ধিসম্ভবম্। আচার্য্যতনয়েষ্বেতে ত্রয়ো গৌরগণাঃ স্মৃতাঃ॥ চতুর্থো বলরামশ্চ স্বরূপঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ। ষষ্ঠস্তু জগদীশাখ্য আচার্য্যতনয়া হি ষট্॥" উপরি-উক্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, শ্রীশ্রীল অচ্যুতানন্দ প্রভু, শ্রীকৃষ্ণমিশ্র এবং শ্রীগোপাল দাস সীতাগর্ভ-সমুদ্র-সম্ভূত এই আচার্য্যতনয়ত্রয়ই গৌরগণমধ্যে গণ্য হইয়াছেন। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামী শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু ও শ্রীকৃষ্ণমিশ্রকে গৌরগণের মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভুকে শ্রীগৌরসুন্দরের পরম প্রিয় ও শ্রীমদ্ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শিষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভুর গৌরৈক-প্রাণতার কথা কোটি-কণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীঅচ্যুতানন্দ, শ্রীকৃষ্ণমিশ্র ও শ্রীগোপাল শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের এই তিন গৌরভক্তপুত্রের নাম উল্লেখ করিয়া অপর তিন জনকে 'অসারগ্রাহী', (চৈঃ চঃ আ ১২।১) 'স্বতন্ত্র' (আ ১২।৯) 'অসার', 'আচার্য্য-আজ্ঞা-লঙ্ঘনকারী' (আ ১২।১০) 'ফাৎনা' (আ ১২।১২) 'কৃতঘ্ন' (আ ১২।৬৮) 'শুষ্ক কাষ্ঠসম', 'জীবন্মৃত', 'যমদণ্ড্য', 'চৈতন্যবিমুখ', (আ ১২।৭০-৭১) প্রভৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং অদ্বৈত-প্রভুর

'সারগ্রাহী' চৈতন্য-জীবন' সন্তানত্রয়কে প্রণাম ও 'অসার-গ্রাহী'কে প্রণাম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। এমন কি সেই সকল অসারগ্রাহি-অদ্বৈত-সন্তান-ত্রয়কে সারগ্রাহি অদ্বৈত-সন্তানত্রয়রূপ ধান্যরাশি হইতে ফাৎনার ন্যায় উড়াইয়া দিয়া অদ্বৈতাচার্য্য-শাখার সংস্কার বিধান করিয়াছেন। ঠাকুর বৃন্দাবনও তাঁহার গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে এই সব কথা ইঙ্গিতে উল্লেখ করিয়াছেন—"যদ্যপি অদ্বৈত কোটিচন্দ্র সুশীতল। তথাপি চৈতন্য-বিমুখের কালানল॥" ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল প্রামাণিক চৈতন্যলীলা-লেখকগণের প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, শ্রীঅচ্যুতানন্দ এবং তাঁহার অনুগত শ্রীকৃষ্ণমিশ্র ও শ্রীগোপাল এই তিন জন আচার্য্য-সন্তানই শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আজ্ঞা পালন করায় মহাপ্রভুর গণ ও শুদ্ধ-বৈষ্ণব বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। অপর তিন জন—"স্বমত কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্র। * * না মানে চৈতন্যমালী দুর্দ্দৈব-কারণ।" অতএব ইঁহারা শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভুর লেখনী অনুসারে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর ত্যাজ্য পুত্র মধ্যে গণ্য। মাননীয় শ্রীরাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য সেই ত্যাজ্য-পুত্রত্রয়ের অন্যতম শ্রীবলরাম মিশ্রের বংশধর। সুতরাং সেই বংশে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু বা শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত গৃহীত না হওয়ায় শুদ্ধবৈষ্ণবতা নাই; স্মার্ত্তানুগত্যেরই প্রাবল্য, ইহাই প্রামাণিক ইতিহাসসমূহ প্রমাণ করেন। মাননীয় শ্রীগোস্বামী ভট্টাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত-রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের অষ্টাবিংশতি-তত্ত্বের মলমাসতত্ত্ব, একাদশীতত্ত্ব, প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব ও শুদ্ধিতত্ত্বের টিপ্পনী রচনা করিয়া স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্যের আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। যে অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু একদিন শান্তিপুরে মহা মহা কুলীন সমাজের মধ্যে বাস করিয়াও এবং স্বয়ং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়াও বিদ্ধ-স্মার্ত্ত-সমাজ-বিধিকে পদদলিত করিয়া অহিন্দু-কুলে আবির্ভূত ঠাকুর হরিদাসকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-জ্ঞানে পিতৃশ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, (চৈঃ চঃ অঃ ৩।২২০) যে ভক্তি-সংরক্ষক আচার্য্য শান্তিপুরে নিজগৃহে ঠাকুর হরিদাসকে সঙ্গে করিয়া এক পংক্তিতে যদৃচ্ছাভাবে মহাপ্রসাদ ভোজন করিবার লীলা প্রদর্শন (চৈঃ চঃ মধ্য ৩।১০৭) করিয়াছেন, যে শুদ্ধভক্তি-প্রচারক আচার্য্য জগতে শুদ্ধভক্তির মর্য্যাদা স্থাপনার্থ জ্ঞান-ব্যাখ্যার ছলনা আবিষ্কার করিয়া মহাপ্রভুর হস্তে দণ্ড-গ্রহণ করিবার লীলা প্রদর্শন-দ্বারা ভক্তিবিরোধি-মায়াবাদস্মার্ত্ত-সিদ্ধান্তগ্রন্থাদি-ব্যাখ্যা-বর্জ্জন করিবার শিক্ষা (চৈঃ ভাঃ ম ১৯।১৪১) প্রদান করিয়াছেন, যে নিরপেক্ষ-সত্য-প্রচারক আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রতি,—"যদি মোর **পুত্র** হয়, হয় বা কিঙ্কর। **বৈষ্ণব-অপরাধী**, মুক্তি না দেখেঁ গোচর"॥ (চৈঃ ভাঃ ম ১৯।১৭৫) প্রভৃতি বাক্য বলিয়া নিরপেক্ষতা ও শুদ্ধবৈষ্ণবতার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর কুলে যদি তদ্বিপরীত আচরণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে কিরূপে অচ্যুতানন্দের অধস্তনগণ অর্থাৎ অচ্যুত-গোত্রীয় অদ্বৈতসন্তানগণ ঐরূপ বৈষ্ণববিরুদ্ধ আচরণকে স্মার্ত্তানুগত্য বলিবার পরিবর্ত্তে শ্রীঅদ্বৈতানুগত্য বলিবেন? ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ প্রভৃতি নিরপেক্ষ বৃদ্ধবৈষ্ণবগণ অচ্যুত-গোত্রীয় অদ্বৈতবংশ্যসূত্রে অনচ্যুত-গোত্রীয় অদ্বৈতবংশের যে সকল ঐতিহ্যবিষয়ে বিশেষ খবর রাখিতেন, তাহা অপেক্ষা আধুনিক অন্যাভিলাষী ব্যক্তিগণের অনুসন্ধানের মূল্য অনেক কম। উপরি-উক্ত মহাত্মগণ অনচ্যুত-গোত্রীয় অদ্বৈত-বংশে শুদ্ধবৈষ্ণবতার অভাব এবং স্মার্ত্তানুগত্যেরই যথেষ্ট ইতিহাস প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিছু দিবস পূর্ব্বেও (এখন আছে কিনা, অনুসন্ধান দ্বারা যে কেহ জানিতে পারেন) উক্ত বংশে বিষ্ণুমন্ত্র পর্য্যন্তও গৃহীত হইত না, এমন কি প্রেতশ্রাদ্ধ, পঞ্চোপাসনা, সধবার একাদশী নিষেধ, পরিবারবর্গের মধ্যে অনেকের মৎস্যাদিগ্রহণ প্রভৃতি বৈষ্ণব-সদাচারের বিরুদ্ধ আচারও যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ সেই বংশের কেহ কেহ মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত ও মায়াবাদীর অনুগত হইয়াও 'নিখিল-বৈষ্ণবশাস্ত্র-নিষ্ণাত শ্রীমদদ্বৈতবংশাবতংস পণ্ডিতপ্রবর প্রভুপাদ' প্রভৃতি নামে প্রচারিত হইবার যত্ন করিতেছেন, তদ্রূপ মহা-মহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্যের অনুগত মাননীয় রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য মহাশয়কেও মহাপ্রভুর মতাবলম্বী 'শুদ্ধ-বৈষ্ণবাচার্য্য' বলিয়া প্রমাণ করিবার যত্ন হইতেছে। আধুনিক কালে—'বন্দে মদনগোপালং **ফণিভূষণ-বিগ্রহম্**। (১) স্বেষ্টদৈবং **গুরুঞ্চৈব** বাঞ্ছাকল্পতরুং মুদা।' প্রভৃতি স্তব রচনা করিয়াও 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকের ব্যাখ্যা

'কোনটী নারায়ণপক্ষে, কোনটী সূর্য্যপক্ষে, কোনটী শিবপক্ষে, কোনটী দুর্গাপক্ষে' হইতে পারে, (২) এইরূপ তাৎপর্য্য নির্ম্মাণ করিয়া, শ্রীধরস্বামীকে কেবলাদ্বৈতবাদিরূপে স্থাপন প্রয়াস দেখাইয়া এবং 'পিবত ভাগবতং রসমালয়ং' পদের ব্যাখ্যায় (৩) জগদ্‌গুরু বৈষ্ণবাচার্য্য-স্বামি-বিরোধী মত যথা—আলয়ং—মোক্ষকালপর্য্যন্তং, সাধনদশামারভ্য সিদ্ধদশাপর্য্যন্ত-মিত্যর্থঃ ; অনুবাদ—সাধন কাল হইতে মোক্ষকাল পর্য্যন্ত ইত্যাদি ভাগবতান্বয়ানুবাদ করিয়া ; ঢাকা লক্ষ্মীবাজারের স্মার্ত্তসভায় বৈষ্ণব-বিদ্বেষি-স্মার্ত্তগণের মতপোষক বক্তৃতা প্রদান করিয়া এবং সাত্বত-পঞ্চরাত্র-মত শাঙ্করমতাবলম্বনে অপ্রামাণিক বলিবার যত্ন করিয়াও যদি বর্ত্তমান বৈষ্ণব-ব্রুব-সমাজে শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী মহাশয় অদ্বৈত-বংশাবতংস মহাবৈষ্ণবরূপে গণিত হন, তবে বহুদিবস পূর্ব্বে—আমাদের চক্ষের অন্তরালে—অতীতকালে—যে কালের ঐতিহ্যে আমরা সাধারণ লোক সম্পূর্ণ অন্ধকারেই আছি, সেই সময়ে আবির্ভূত মাননীয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্যের আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াও,—'ভট্টাচার্য্য' এই স্মার্ত্ত উপাধিতে বিভূষিত থাকিয়াও—স্মার্ত্তাচার্য্যের শ্রাদ্ধ-তত্ত্বাদির টীকা লিখিয়াও (কোন বৈষ্ণবাচার্য্য বৈষ্ণবগ্রন্থ ব্যতীত অপর বৈষ্ণববিরোধি গ্রন্থের টীকা লিখিবার প্রযত্ন করেন না) মহাপ্রভুর অনুগত 'শুদ্ধবৈষ্ণব' বলিয়া প্রচ্ছন্ন স্মার্ত্তানুগ বৈষ্ণবব্রুব সমাজে গণ্য হইবেন, এ বিষয়ে আর আশ্চর্য্য কি ? কিন্তু মাননীয় স্মার্ত্ত-গোস্বামি-ভট্টাচার্য্যের ন্যায় পরম পণ্ডিত ব্যক্তিও গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণ প্রভু বা শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুরের মতের বিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়াছেন বলিয়া শুদ্ধবৈষ্ণব-সমাজে মহাপ্রভুর অনুগত বলিয়া বৃত হইতে পারেন নাই। এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ প্রদত্ত হইতে পারিবে।

বৈষ্ণব-দাসানুদাস

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর দেবশর্ম্মা (ভট্টাচার্য্য বি,এ)

(১) ১৩৩২ সনের 'ভারতবর্ষের' পৌষ-সংখ্যায় "নিরাকার ঈশ্বরই সৃষ্টিকর্ত্তা" ও ভাদ্র-সংখ্যায় "জীব ও ঈশ্বরে ভেদ ও অভেদ" এবং ১৩৩৩ সালের বঙ্গবাসী পত্রিকা (খুব সম্ভব বৈশাখ মাসের কোন সংখ্যায়) "সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণ" শীর্ষক প্রস্তাবগুলিতে কথক শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামীর 'গুরুদেব' মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্ক-বাগীশ মহাশয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীবগোস্বামিচরণের-প্রতি কিরূপ কটাক্ষ ও তাঁহার সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক (?) বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা দ্রষ্টব্য।

(২) শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামীর 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকের তাৎপর্য্য পঞ্চোপাসকস্মার্ত্তের সিদ্ধান্তানুরূপ কিনা সুধী বৈষ্ণব-পাঠকগণ বিচার করুন।

(৩) কিন্তু কথক শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী যে শ্রীধরস্বামীকে কেবলাদ্বৈতবাদী বলেন, সেই শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্যের শুদ্ধবৈষ্ণবপর ব্যাখ্যা উক্ত গোস্বামীর মায়াবাদ-ব্যাখ্যা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। শ্রীধরস্বামীর টীকা যথা—

ন চ ভাগবতামৃতপানং মোক্ষেঽপি ত্যাজ্যমিত্যাহ—আলয়ং, লয়ো মোক্ষঃ অভিবিধাবাকারঃ লয়মভিব্যাপ্য, নহীদং স্বর্গাদিসুখবন্মুক্তৈরুপেক্ষ্যতে কিন্তু সেব্যত এব। বক্ষ্যতি হি—আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

প্রাপ্ত পত্র

কয়েকদিন পূর্ব্বে কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে আমার এক বন্ধুর নিকট "দেশবাসীর প্রতি নিবেদন" নামক একটী বিজ্ঞাপন দেখিতে পাই। তাহা হইতে জানিতে পারি যে, চাল্‌তা-বাগানে একটী প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে এবং তাহাতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম-সংক্রান্ত নানাবিধ ঐতিহাসিক দ্রব্য প্রদর্শন ও গান কীর্ত্তনাদি হইতেছে। আমি গত ১০ই আষাঢ় শনিবার দিন কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেই স্থানের অনুসন্ধান করিতে করিতে তথায় গিয়া উপস্থিত হই। আমি জন্মাষ্টমীর সময় দুই তিন বার গৌড়ীয় মঠের উৎসবে যোগদান করিয়াছিলাম, সেই উৎসব দেখিয়া আমার ধারণা ছিল যে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে বহু শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও ত্যাগী সন্ন্যাসী লোক আছেন। গৌড়ীয় মঠের উৎসবে সর্ব্ব সাধারণকে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট প্রসাদও বিতরণ করা হয়। প্রবাদ আছে, 'নৃত্যন্তি ভোজনে বিপ্রাঃ', আমিও সেই স্থানে সন্ন্যাসিগণের মুখে বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা, কীর্ত্তন ও তদন্তে উৎকৃষ্ট প্রসাদ ভোজন করিতে পাইয়া (আমার পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই শাক্ত-ধর্ম্মাবলম্বী) কিছুক্ষণের জন্য আমার কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করিয়াছিলাম।

আমি মহাপ্রভুর ধর্ম্মের প্রতি ঐরূপ উচ্চ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া গত শনিবার চাল্‌তাবাগান-প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্রই আমার কর্ণে বামাকণ্ঠ ধ্বনি পৌছিল। ঘরে ঢুকিয়া দেখি,

বস্ত্রালঙ্কার-ভূষিতা একটী সুন্দরী যুবতী তাহার গলদেশে বহু স্বর্ণপদক ঝুলাইয়া ব্যাসাসনের নিকট দাঁড়াইয়া নানাপ্রকার অভিনয় করিতেছে আর একঘর পুরুষ ও স্ত্রীলোক তাহার অভিনয় দর্শন ও শ্রবণ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া আমি চমাকত হইয়া উঠিলাম বুক 'দুড়্‌ দুড়্‌' করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আমরা দুর্ব্বল জীব, আসিলাম ভগবানের কথা শুনিতে, কি করিয়া হৃদয়ে বল পাওয়া যায়, কি করিয়া লোভ-লালসা পাপ-প্রবৃত্তি দূর হয়, কি করিয়া ভগবানের দিকে অনুক্ষণ চিত্ত ধাবিত হয়—কি করিয়া মায়া জয় হয়, কিন্তু দেখি এখানেও মায়ার অভিনয়—এখানেও মায়ার রঙ্গালয়। নিকটস্থ একটী লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম—মহাশয়, ঐ আসনে যে একটা গলায় মালা, নাকে তিলক মূর্ত্তি বসিয়া রহিয়াছেন, তিনি কে? লোকটী বলিলেন ইঁহাকে আপনি চিনেন না! ইহার নাম প্রভুপাদ * * * * গোস্বামী।

কিছুক্ষণ পরে অভিনয় শেষ হইলে দেখিলাম, উক্ত গোস্বামী মহাশয় ঐ সুন্দরী অভিনেত্রীর গুণপণা শতমুখে বর্ণন করিতে লাগিলেন এবং 'তুমি চিরসুখিনী হও' বলিয়া যুবতীটিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। উক্ত গোস্বামী মহাশয়ই স্ত্রীগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মীগণ! যেমন যজ্ঞ-পত্নীগণ তাঁহাদের পতির অজ্ঞাতসারে কৃষ্ণ বলরামকে অন্ন প্রদান করিয়াছিলেন, তোমরাও সেইরূপ আমাদিগকে অর্থ প্রদান কর; আমাদের এখন ছয় হাজার টাকার আবশ্যক, তোমরা যে কেহ ইচ্ছা করিলে একাই সেই টাকা দিতে পার, অথবা সকলে মিলিয়াও দিতে পার।" গোস্বামী মহাশয় অর্থযাচ্ঞার সময় স্ত্রীলোকদিগের যথেষ্ট সুখ্যাতিও করিলেন। পরে শুনিয়াছি যে, সেদিনকার এরূপ আবেদনফলে কোন একটী স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা রমণী তাহার গাত্রের যাবতীয় অলঙ্কার খুলিয়া গোস্বামী মহাশয়ের চরণে দক্ষিণা দিয়াছেন।

শনিবার দিন উক্ত স্ত্রী-সভায় একজন ব্যবসায়ী গায়ক হারমনিয়ম, তবলা, বেহালা প্রভৃতি লইয়া গান ধরিলেন। সেই গান সাধারণের কতদূর শ্রোতব্য জানিনা কিম্বা আপনাদের গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের তৎসম্বন্ধে কি মত তাহাও আমি ভাল করিয়া জানিনা, তবে আমি আমার সাধারণ বুদ্ধি হইতে বলিতেছি যে, ঐরূপ গান যদি সকল প্রকার স্ত্রীসভায় কিম্বা দুর্ব্বলচিত্ত মায়ামোহমুগ্ধপুরুষগণের নিকট গান করা হয়, তাহাতে অনেকের হৃদয়ে নানাপ্রকার কুরুচি ও কুভাবের উদয় হওয়াই সম্ভব। গায়ক যে সকল জড়কামোদ্দীপক চিত্র বর্ণনা করিলেন, তাহা আমি সাধারণে বর্ণন করিতে অসমর্থ। এইরূপ গান হইতেছে শুনিয়া এবং তচ্ছ্রবণে আমার অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া আমি অচিরেই সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম। দেখিলাম বালক, যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ কেহ পান চিবাইতে চিবাইতে, কেহ বা সিগারেট ফুকিতে ফুকিতে, কেহ বা রঙ্গরস করিতে করিতে সেই গান শুনিতেছেন। গায়ককে দেখিয়া মনে হইল, তিনি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নহেন। একজন ব্যবসায়ী মাত্র।

সাধারণের স্বোপার্জ্জিত অর্থ রঙ্গরস ও কুরুচিপ্রবর্ত্তনার্থ দাবী করা কতদূর সমীচীন! জগতে সাধারণের অর্থের দ্বারা সাধারণের বহু উপকার হইতে পারে বরং ঐ সকল অর্থ যদি জগতে যে সকল রঙ্গরস ও কুরুচি প্রথা শত শত বৎসর ধরিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সকল অনর্থ উৎপাটনে ব্যয়িত হয়, তবেই সাধারণের অর্থের সদ্ব্যবহার।

উক্ত প্রদর্শনীতে আরও দেখিলাম যে, 'মহাপ্রভুর হাতের লেখা' ও তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি বলিয়া কতকগুলি পুঁথি প্রদর্শিত হইতেছে আমি ইতঃপূর্ব্বে মহাপ্রভুর রচিত কোন গ্রন্থ আছে কি না, তদ্বিষয়ে বহু অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। কিন্তু সকল স্থান হইতেই জানিতে পারিয়াছি যে, মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক ও শ্রীরূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীধৃত কতিপয় শ্লোক ব্যতীত মহাপ্রভুর রচিত আর কোন পুস্তক নাই। মহাপ্রভুর রচিত পুস্তকাবলী থাকিলে ঐ সকল পুস্তকের কথা তাঁহার সমসাময়িক জীবনী লেখক এবং পরবর্ত্তী প্রামাণিক জীবনী লেখকগণ (বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, কৃষ্ণদাস কবিরাজ) উল্লেখ করেন নাই কেন? এই সকল কল্পিত দ্রব্য দেখাইয়া সাধারণ লোককে বিপথগামী করা পারমার্থিকের শোভনীয় নহে।

যতদূর শুনিলাম ও দেখিলাম, তাহাতে মনে হইল নবদ্বীপ-সহরাদির ন্যায় তীর্থস্থানে যেরূপ বিগ্রহের প্রদর্শনী খুলিয়া এক এক জনের উদর সংস্থান ও ধনাগার পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এস্থানেও ব্যবসায়ী বক্তা দ্বারা কথকতা এবং ব্যবসায়ী কীর্ত্তনীয়া দ্বারা রসকীর্ত্তন, স্ত্রীলোকের সঙ্গীত-অভিনয়, নানাবিধ রঙ্গরস ও নানাপ্রকার কল্পিত জিনিষ-পত্রের প্রদর্শনী খুলিয়া সাধারণ লোককে ভক্তি পথ জানিতে বাধা দেওয়া ঠিক নহে। ত্যাগী, নিঃস্বার্থপর মহাপুরুষগণ ছাড়া কোন যুগে কোন ব্যবসায়ী বা ইতরকার্য্যে অভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণের সম্মিলনী দ্বারা জগতে সত্যধর্ম্ম-প্রচারের ইতিহাস ও সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। বাংলার এখন যে দুর্দ্দিন পড়িয়াছে—অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, বাংলার স্ত্রীপুরুষ-বালবৃদ্ধ-

যুবা ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর কবলে কবলিত, প্রতিবৎসর বসন্ত-কলেরা তার উপর নূতন আমদানী 'বেরি বেরি' রোগে সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, নানা প্রকার অশান্তি, অসুবিধায়, অভাবে লোক ক্লিষ্ট ও জর্জ্জরিত। এই দুর্দ্দিনে রঙ্গরস করিবার সময় আর নাই। সাধারণের অর্থ কিম্বা ধনীর অর্থ দ্বারা ধর্ম্মব্যবসায়িগণের উদর স্ফীত বা ধনাগার পূরণ করিবার দিন আর নাই। এখন যদি একমাত্র নির্দ্দোষ নিষ্কলভাবে নিঃস্বার্থ ব্যক্তির দ্বারা, সর্ব্বস্ব ত্যাগিদ্বারা আবার মহাপ্রভুর প্রচারিত সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম-প্রচারিত হয়, তজ্জন্য সর্ব্বসাধারণের প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ব্যয়িত হয় এবং গুণকর্ম্ম-বিভাগানুসারে প্রাচীন যুগীয় দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পুনঃসংস্থাপন হয়, তবেই ভারতের সর্ব্ববিধ দুঃখের অমানিশার অবসান ও ভারতাকাশে সৌভাগ্য-রবির পুনরুদয় সম্ভব। বাঙ্গালার বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত মহাশয়গণ যুবকগণ মৈত্রেয়ী-অরুন্ধতী-শচী-পদ্মাবতীর দেশের মা-লক্ষ্মীগণ কখনই ব্যবসায়ীর প্রলোভনে মিঠা বুলিতে ভুলেন না, রঙ্গচঙ্গ দেখিয়া বুদ্ধি হারান না। একটী কথা এই যে, যেখানে ব্যবসায়, সেখানে ধর্ম্ম নাই—সেখানে সত্যানুরাগ—নিরপেক্ষ সত্যনিষ্ঠা নাই— কেবল আছে—অন্ধ পরম্পরা-ন্যায়—কেবল আছে লোকের চিত্তরঞ্জন করিবার কৌশল। সত্য—নিরপেক্ষ; উহা লোকের চিত্তরঞ্জন বা বহু লোকের মতামতের উপর নির্ভর করে না। জগতে সত্য অতি দুর্লভ, সত্যের বিরোধী বহু লোক; কিন্তু তথাপি শুনুন শ্রুতির বাণী—"সত্যমেব বিজয়তে নানৃতম্"।

শ্রীমনীগোপাল মুখোপাধ্যায়

[উক্ত প্রবন্ধের বর্ণন ও মতামতের জন্য সম্পাদক আস্থাবান্ নহেন। তবে লেখক শুদ্ধ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে কোনপ্রকার ভ্রম ধারণা পোষণ না করেন, এইজন্য বলা হইতেছে যে, (১) শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বিশুদ্ধ-মতে ধর্ম্মের নামে স্ত্রীলোকের সঙ্গীত প্রভৃতি শ্রবণ করা একান্ত নিষিদ্ধ। মহাপ্রভু বলেন,—"দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়গ্রহণ। দারুপ্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥" শ্রীমদ্ভাগবতও ৯ম স্ক, ১৯ অ, ১৫ শ্লোকে বলেন,—"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো বসেৎ। বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥" অন্যস্ত্রী-দর্শন বা তাহাদের মুখে সঙ্গীতাদি শ্রবণ ত' দূরের কথা, এমন কি নিজ মাতা, ভগ্নী এবং কন্যার সহিতও কখনও নির্জ্জনে বাস করা উচিত নহে। কেন না, বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান্ পুরুষেরও মন আকর্ষণ করিতে পারে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত অন্ত্যলীলা ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে 'স্ত্রীগান' শব্দটী শুনিবামাত্র মহাপ্রভু যে লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই শিক্ষা হইতেও জানা যায় যে, স্ত্রীসঙ্গীত বা অভিনয়াদি পুরুষের শ্রবণ কখনও মহাপ্রভুর প্রচারিত মত নহে। তবে স্ত্রীভক্তগণ বা পুরুষভক্তগণ স্বতন্ত্র হইয়া হরিভজন করিতে পারেন। (২) তবলা, বাঁয়া, হারমনিয়ম্ প্রভৃতি সংযোগে 'সখের গান' বা ভাড়াটিয়ার মুখে কীর্ত্তন কিম্বা হাটে বাজারে রসগান মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম নহে। যাঁহারা ঐ সকল ইন্দ্রিয়-তর্পণের প্রশ্রয় দেন, তাঁহারা মহাপ্রভুর প্রতি আস্থা-বিশিষ্ট নহেন—নামাপরাধী ও সমাজের শত্রু মাত্র। (৩) সমাজ-নীতি পদদলিত করিলে ধার্ম্মিক হওয়া দূরে থাকুক, সাধারণ নৈতিক সমাজেও 'অপাংক্তেয়', 'পতিত', বলিয়া বিচারিত হয়। (৪) শুদ্ধ-হরিকথা-প্রচারের দ্বারা সর্ব্ব সাধারণের যে আত্যন্তিক উপকার করা হয়, তদ্বিষয়েই সাধারণের অর্থ ব্যয়িত হইলে অর্থের সার্থকতা। (৫) 'শিক্ষাষ্টক' ও কয়েকটী শ্লোক ব্যতীত মহাপ্রভু-বিরচিত কোন গ্রন্থ বা হস্তাক্ষর নাই। গৌঃ সঃ]

পুরীধাম হইতে নিজস্ব সংবাদ-দাতার তার—

GAUDIYA Calcutta, 30 June.

The thirteenth Anniversary Mahotsab of Disappearance of His Divine Grace Thakur Bhaktivinode most successfully celebrated yesterday, it was unique unprecedented and unparrelled. A grand meeting presided by his Holiness Bharatimaharaj moved the audience by profonnd learned and heart-rending Lectures and Kirtan. Mahaprosad arrived at 3 P. M. and numberless pilgrims including all Sadhus of different local Maths were sumptuously fed upto dead hours of the night.

শ্রীপুরুষোত্তম-মহামহোৎসবের বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে। আলালনাথেও বিরাট্ উৎসব হইয়াছে।

রথাগ্রে নৃত্য—গত শুক্রবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ-যাত্রার দিবস শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠের ভক্তসঙ্ঘ শ্রীগৌরানুগমনে রথাগ্রে নৃত্য ও গৌরনিন্দিত কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীজগন্নাথদেবকে নীলাচল হইতে সুন্দরাচলে লইয়া গিয়াছেন। বিস্তৃতবিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীগোদ্রুমে সমাধিকুঞ্জে বিরহ-মহামহোৎসব—

শ্রীগোদ্রুমদ্বীপস্থ স্বানন্দসুখদকুঞ্জে গত বুধবার ওঁ বিষ্ণুপাদ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহামহোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবক সুকণ্ঠগায়কবর শ্রীযুক্ত প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সুললিত সংকীর্ত্তনে ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ, বি, এ মহাশয়ের ঠাকুরের জীবনী আলোচনা প্রভৃতিতে সমাধিকুঞ্জ মুখরিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের সেবকগণ ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দও উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সমাগত ভক্ত ও আবালবৃদ্ধবনিতাকে প্রচুর পরিমাণে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব ।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল ॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৪শে আষাঢ় ১৩৩৪. ৯ই জুলাই ১৯২৭	৪৬শ সংখ্যা

সারকথা

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য

করিলেন মাত্র শ্রীধরের জলপান ।
কি হৈল না জানি প্রেমের অধিষ্ঠান ॥
ভকত-বাৎসল্য দেখি ত্রিভুবন কান্দে ।
ভূমিতে লোটায় কেহ কেশ নাহি বান্ধে ॥
কি জল করিল পান ত্রিদশের রায় ।
নাচয়ে শ্রীধর কান্দে করে হায় হায় ॥
ভক্ত-জল পান করি প্রভু বিশ্বম্ভর ।
শ্রীধর-অঙ্গনে নাচে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ॥
খোলা-বেচা সেবকের দেখ ভাগ্য-সীমা ।
ব্রহ্মা-শিব কান্দে যার দেখিয়া মহিমা ॥

(চৈঃ ভাঃ ম ২৩।৪৮২, ৪৮৩, ৪৮৫,
৪৮৬, ৪৮৮)

যেখানে যেরূপ ভক্তগণে করে ধ্যান ।
সেইরূপে সেইখানে প্রভু বিদ্যমান ॥
ভক্ত লাগি প্রভুর সকল অবতার ।
ভক্ত বহি কৃষ্ণ 'কর্ম্ম' না জানয়ে আর ॥

(চৈঃ ভাঃ ম ২৩।৫০৬, ৫০৯)

চৈতন্যের যত প্রিয় সেবক প্রধান ।
তাঁহারা যে জ্ঞাত নিত্যানন্দের আখ্যান ॥
তবে যে দেখহ অন্যোন্যে দ্বন্দ্ব বাজে ।
রঙ্গ করে কৃষ্ণচন্দ্র কেহ নাহি বুঝে ॥
ইহাতে যে এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয় ।
আর বৈষ্ণবের নিন্দে সেই যায় ক্ষয় ॥
সর্ব্বভাবে ভজে কৃষ্ণ কারে নাহি নিন্দে ।
সেই সবগণ পায় বৈষ্ণবের বৃন্দে ॥

(চৈঃ ভাঃ ম ২৩।৫১৭-৫২০)

যে আবেশ দেখিতে ব্রহ্মার অভিলাষ ।
সুখে তাহা দেখে যত বৈষ্ণবের দাস ॥
ছাড়িয়া আপন বাস প্রভু বিশ্বম্ভর ।
বৈষ্ণব সবের ঘরে থাকে নিরন্তর ॥

(চৈঃ ভাঃ ম ২৪।২৬, ২৭)

ঈশ্বরে ঈশ্বরে সেই কলহের পাত্র ।
কে বুঝিবে বিষ্ণু বৈষ্ণবের লীলা মাত্র ॥
বিষ্ণু আর বৈষ্ণব সমান দুই হয় ।
পাষণ্ডী নিন্দক ইহা বুঝে বিপর্য্যয় ॥
সকল বৈষ্ণব প্রতি অভেদ দেখিয়া ।
যে কৃষ্ণচরণ ভজে সে যায় তরিয়া ॥

(চৈঃ ভাঃ ম ২৪।৯৯-১০১)

ব্রহ্মাদির যজ্ঞ-ভোক্তা শ্রীগৌর সুন্দর ।
শুক্লাম্বরের অন্ন খায় এ বড় দুষ্কর ॥
হেন প্রভু বলে জন্ম যাবৎ আমার ।
এমত অন্নের স্বাদ নাহি আর ॥
কি গর্ভথোড়ের স্বাদ না পারি কহিতে ।
আলগোছে এমত রান্ধিল কোন মতে ॥
তুমি হেন জন সে আমার বন্ধুকুল ।
তোমা সব লাগি সে আমার আদি মূল ॥
যে প্রসাদ পায়েন ভিক্ষুক শুক্লাম্বর ।
দেখুক অভক্ত যত পাপী কোটীশ্বর ॥

(চৈঃ ভাঃ ম ২৬।২৪-২৭, ৩০)

ভজনীয়-তত্ত্বানুসন্ধান

[শ্রীঅতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর, ধানবাদ]

ভজ্ ধাতুর অর্থ সেবা। সুতরাং ভজনীয়-তত্ত্ব অর্থে সেব্য-তত্ত্বকেই বুঝায়। দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেব্য বিষয় সম্বন্ধে বহুবিধ ধারণা মানব হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। কোন ব্যক্তি মনে করেন, পিতা মাতাই সেব্য বস্তু, কাহার মতে দেশ বা সমাজ সেব্য বিষয়, অপর কেহ অর্থ বা গৃহাদিকে সেব্য পদার্থ স্থির করেন, কোন কোন ব্যক্তির ধারণা, ধনী রাজা বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই সেব্য, অন্য কেহ আতুর বা দরিদ্রদিগকে সেব্য বলিয়া বুঝেন, কেহ কেহ মাদক দ্রব্যাদিকে সেব্য পদার্থরূপে অনুভব করেন এবং কোন কোন মনুষ্য পরতত্ত্বকে সেব্য বিষয়রূপে অবগত হইয়া থাকেন। ইহার অতিরিক্ত আরও অনেক প্রকার সেব্য-বিষয়াত্মিকা ধারণা মানব-বুদ্ধির দ্বারা নিরাকৃত হয়, যাহার তালিকা প্রবন্ধের বিস্তারভয়ে প্রদত্ত হইল না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্য কর্ত্তৃক সেব্য আকারে পরিলক্ষিত বিভিন্ন বিষয়সমূহের প্রত্যেকটী কি যথার্থ সেব্য বস্তু? যদি তাহা না হয়, তবে পুনশ্চ জিজ্ঞাস্য এই যে, তাহাদিগের মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত সেব্য বিষয় ও কি প্রকারে তাহা অনুসন্ধেয়? সেব্যতত্ত্ব বা ভজনীয়-তত্ত্বের অনুসন্ধানপর এই প্রশ্নদ্বয়ের শাস্ত্র ও যুক্তিমূলক সদুত্তর দিবার অভিপ্রায়ে বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

রাজা বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, পিতা মাতাদি গুরুজনবর্গ ও আতুর বা দরিদ্র ব্যক্তির স্থূল দেহ পরিত্যক্ত হইলে, ধনাদির ক্ষয়ে এবং মাদক দ্রব্যাদির অভাবকালে কেহ আর উহাদিগের সেবা করিতে সমর্থবান্ হন না। আবার ঐ সমুদয় পদার্থের সদ্ভাবসত্ত্বে যদি কাহারও মৃত্যু হয়, তাহা হইলেও তিনি আর পূর্ব্ববৎ উহাদিগের সেবায় নিরত থাকিতে পারেন না। স্থূলদেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশ, সমাজ এবং বিশ্বার সেবাও স্থগিত হইয়া যায়। কাযেই এক নশ্বর দেহ কর্ত্তৃক অন্য নশ্বর বিষয়ের নিত্যকাল সেবা সম্ভবপর নহে।

ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশাকালে মানব-চক্ষু সম্মুখস্থ পদার্থসমূহকে যথাযথরূপে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। এই নিমিত্ত রাত্রিকালে কেহ কেহ রজ্জুতে সর্পের আকার দর্শন করেন ও সর্প-ভয়ে ভীত হইয়া থাকেন। সেই সমুদয় ব্যক্তি যদি পুনশ্চ আলোক সাহায্যে ঐ কল্পিত সর্পকে দর্শন করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে তাহারা উহাকে পূর্ব্ববৎ সর্পাকারে দর্শন না করিয়া রজ্জুরূপেই দর্শন করিবেন ও অমূলক ভীতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন। রজ্জুতে সর্পবোধ যেমন কিয়ৎকাল মাত্র স্থায়ী ও কাল্পনিক, নশ্বর বাহ্য স্থূল পদার্থে সেব্যবুদ্ধিও সেই প্রকার প্রতীতিকাল মাত্র স্থায়ী ও অলীক। অন্ধকারের ব্যবধান বশতঃ যেরূপ রজ্জুতে সর্পবোধ জন্মে, মানব-বুদ্ধির অজ্ঞানাচ্ছন্ন ভূমিকায় তদ্রূপ বাহ্য স্থূল নশ্বর পদার্থে সেব্য বুদ্ধি স্থাপিত হয়। যেমন সর্ষপের পরিবর্ত্তে বালুকারাশিকে পেষণ করিলে তৈল প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ নিত্যবস্তুর পরিবর্ত্তে অনিত্য বাহ্য স্থূলপদার্থে সেব্যবুদ্ধি স্থাপন করিলে পরম মধুর সেবানন্দরসের অবিচ্ছিন্ন (তৈলধারাবৎ) আস্বাদন সম্ভবপর নহে।

এক্ষণে আমরা বুঝিলাম যে, (১) নশ্বর স্থূল বাহ্যবস্তু সমূহের নিত্যকাল সেবা অসম্ভব, (২) তাহারা প্রকৃত পক্ষে সেব্য বিষয় নহে, ও (৩) তাহাদিগের সত্তায়, বিবর্ত্তক্রমে নিত্য বস্তুর সেব্যত্ব, অজ্ঞানের দ্বারা রজ্জুসর্পবৎ আরোপিত হয় মাত্র। যে নিত্য বস্তুর সেব্যত্ব নশ্বর পদার্থে আরোপিত হয়, তাহার পরিচয় দিতে গিয়া কঠ-শ্রুতিকার বলিতেছেন,— "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাম্ যো বিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।" এই শ্রুতিমন্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীভগবানই একমাত্র আদি নিত্য চেতন বস্তু ও অন্যান্য নিত্য বস্তু সমূহের চেতনত্ব বা নিত্যত্ব তাহা হইতে সিদ্ধ। শ্রীগীতার "অজো নিত্যো শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" ইত্যাকার সিদ্ধান্তবচন হইতে আমরা অবগত হইতেছি যে, জীবগণের আত্মাসমূহ উপরি লিখিত শ্রুতিমন্ত্রে অন্যান্য নিত্য চেতন পদার্থ। যেহেতু জীবগণের আত্মস্বরূপগুলিও নিত্য, তন্নিমিত্ত সেই আত্ম-স্বরূপ সমূহের দ্বারা নিত্য আদি চেতন-তত্ত্বরূপ শ্রীভগবানের নিত্যকাল সেবা সম্ভবপর। শ্রীভগবান্ই যে একমাত্র সেব্য বা ভজনীয় বস্তু, তাহা নিম্নে লিখিত শাস্ত্রীয় প্রমাণসমূহ হইতে অবগত হওয়া যায়,—

(ক) ওঁ আহস্য জানন্তো নাম
চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো
সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসৎ।
(ঋগ্বেদ ১ মণ্ডল)।

(খ) মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং
কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।
(ভাগবত ১০।৮৭।২১ শ্লোকে
শ্রীধরধৃত সর্ব্বজ্ঞভাষ্যকার ব্যাখ্যা)।

(গ) অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ।
(গীতা ১০।৮)

(ঘ) আসামহো চরণ-রেণুজুষামহং স্যাম্
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥
(ভাগবত ১০।৪৭।৬২)

(ঙ) ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥
(হরিভক্তিবিলাস ১০ম বিলাস ৯১ শ্লোকধৃত বচন)

(চ) অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষম্ তমহম্ ভজামি॥
(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩২)

(ছ) তং নির্ব্ব্যাজং ভজ গুণনিধে পাবনং পাবনানাং
শ্রদ্ধা-রজ্যন্মতিরতিতরামুত্তমঃশ্লোকমৌলিম্।
প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত যন্নামভানো-
রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিম্॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।৫১)

(জ) অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।
(গীতা ৯।৩৩)

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, প্রকৃত সেব্য বা ভজনীয় বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার প্রাক্-কালে নশ্বর স্থূল বাহ্য পদার্থসমূহ যে ভজনীয় বস্তু নহে, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। যাঁহারা এবম্বিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য উৎসুক, তাঁহাদিগকে পরপর ভাবে আরও তিনটী পরমূলক বাধা অতিক্রম করিতে হইবে। সেই তিনটি বাধা যথা,—

(১) নানা দেবতায় সেব্য-বুদ্ধি, (২) অতিসূক্ষ্ম নশ্বর বাহ্য বা জড়-পদার্থে সেব্য-বুদ্ধি ও বহ্বীশ্বর-বুদ্ধি। আম্নায়-পারম্পর্য্যক্রমে লব্ধ বা শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধির সাহায্যে এই বাধা-ত্রয়কে অতিক্রম করিতে হয়। স্থূল নশ্বর বাহ্য পদার্থে সেব্য-বুদ্ধি যেরূপ সাধারণ নিত্যানিত্যবিবেকদ্বারাই অতিক্রম যোগ্য, পর-তত্ত্ব-মূলক এই বাধা-ত্রয় সেরূপ বিবেকদ্বারাই বিদূরিত হইবার নহে। পর-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই শাস্ত্রোজ্জ্বলা দিব্যজ্ঞানের অভাবে এই ভীষণ বাধাত্রয়ের করাল কবলে নিপতিত ও "ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ"। তাহারা ক্ষণিক পার্থিবসুখে যেরূপ বঞ্চিত, নিত্যানন্দ-লাভেও ততোধিক বঞ্চিত। ইঁহাদিগের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে দিব্য-জ্ঞান-লব্ধ ভক্তগণ অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, জীবগণের এক মাত্র ভজনীয় বস্তুই শ্রীভগবান্। সুতরাং জীবগণ যে শ্রীভগবানের সেবক-জাতীয় বস্তু, ইহা সুস্পষ্ট। সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে, যথা—"একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥" এই প্রমাণ বাক্য হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, দেবতাগণ যখন শ্রীভগবান্ হইতে ভিন্ন পদার্থ, তখন উঁহারাও তাঁহার দাস বা সেবক। সেবকগণ যেহেতু জীব-পর্য্যায় ভুক্ত, তন্নিমিত্ত দেবতাগণকে নিশ্চয়ই জীব-তত্ত্ব মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। সংসারে বারংবার যাতায়াত করিতে করিতে যে সমুদয় জীব প্রচুর পরিমাণে পুণ্য সঞ্চয় করিতে সমর্থ হন, তাঁহারা ভগবদিচ্ছায় কিয়ৎকালের জন্য দেবতাদিগের পদবী প্রাপ্ত হন। দেব-লোক-প্রতিষ্ঠিত দেবতাখ্য জীববৃন্দ, পৃথিবীতে অবস্থিত নরদেহধারী ভোগোন্মুখ জীবগণের পূজায় তুষ্ট হইয়া, তাহাদিগের ভোগের সহায়তা করেন। ভোগ-পন্থায় মানবগণকে পুনঃ পুনঃ সংসারে আসিয়া উচ্চ ও নীচযোনিতে জন্মগ্রহণ ও জীবিতকালে অজস্র দুঃখ উপভোগ করিতে হয়। সুতরাং ভোগের সহায়স্বরূপ দেবতাবৃন্দের আরাধনা ফলে নিত্যানন্দ-প্রাপ্তির আশা করা অনুচিত। যে সকল মনুষ্য, সর্ব্বজীবের উৎসরূপ শ্রীভগবানের সেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক, দেবতা বা অন্য

কাহার সেবায় নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদিগের চেষ্টা, বৃক্ষের মূলে জলসেচনের পরিবর্ত্তে শাখা পল্লবাদিতে জল সেচনের তুল্য বৃথা পরিশ্রম মাত্র। শাখা-পল্লবাদিতে জল সেচন করিলে বৃক্ষ যেরূপ শুকাইয়া যায়, দেবতা বা অন্য কোন জীবের আরাধনাকারী সেই প্রকার ক্রমশঃ অধোগতি-লাভ করিতে থাকেন। শ্রীভগবানের সত্তাকে আশ্রয় করিয়া দেবতাগণ নিজ নিজ সত্ত্বা রক্ষা করেন বলিয়া দেবোপাসনা গৌণ ভগবদুপাসনার মধ্যে পরিগণিত। সাক্ষাদ্ ভাবে ভগবদুপাসনার দ্বারা যে নিত্যানন্দরূপ চরম ফল-প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা কখনই গৌণোপাসনার দ্বারা লভ্য নহে। গৌণোপাসনা হইতে জীবগণ পূর্ণতা লাভরূপ উন্নতির পরিবর্ত্তে অংশ অপূর্ণতা লাভ করিয়াও অভাবগ্রস্ত হইয়া অধোগতিই প্রাপ্ত হন। যথা, শ্রীগীতায় ভগবদ্বাক্য—

"যেঽপ্যন্য-দেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥"
"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥"

অতএব দেবতাদিগকে স্বতন্ত্রবুদ্ধিতে নিত্য-সেব্য বিষয় মনে করা সমীচীন নহে। যত্নসহকারে যত শীঘ্র সম্ভব এই প্রকার অসৎবুদ্ধিকে পরিহার করা শাস্ত্র ও যুক্তিসঙ্গত।

দেবতায় সেব্যবুদ্ধিরূপ পরতত্ত্বমূলক বাধা অতিক্রম করিবার পর অতি সূক্ষ্ম বাহ্য বা জড়পদার্থে সেব্যবুদ্ধি স্থাপনের সম্ভাবনা আছে। অতি সূক্ষ্ম জড়তত্ত্বে সেব্যবুদ্ধি হইতে শূন্যবাদ ও সোঽহংবাদরূপ দুইপ্রকার অপসিদ্ধান্তের উদয় হইয়াছে। শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ স্থির করিয়াছেন যে, শূন্যই ধ্যেয় বা সেব্য বিষয় ও তাহার ধ্যান-প্রভাবে চেতনত্বের ধ্বংস সাধিত হইলে স্থূল-সূক্ষ্মদেহের উৎপত্তি রুদ্ধ হয় ও জীবগণ নির্ব্বাণ মুক্তিলাভে সমর্থ হন। তাহাদিগের বিশ্বাস যে, যাবৎ চেতনত্বের ধ্বংস সাধিত না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত জীবসমূহ সুখের আশায় ধাবিত হন ও অনিচ্ছাসত্ত্বে নানাবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকেন। যেহেতু চেতন থাকাকালে সুখের আশা প্রবুদ্ধ হয়, তন্নিমিত্ত উহার উচ্ছেদ ব্যতিরেকে দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ নাই, ইত্যাকার বৌদ্ধদিগের বিচার। বেদানুগ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ বলেন যে, চেতন-পদার্থের বিপরীত বস্তু যখনই জড়ত্বনামে প্রসিদ্ধ, তখন বৌদ্ধগণ ব্যক্ত বা বিশিষ্টাকারে দর্শনযোগ্য অচিৎ তত্ত্বের পরিবর্ত্তে ব্যক্ত ভাবরহিত জড়তত্ত্ব বা অব্যক্তা প্রকৃতিতে লীন হইবার জন্য উন্মত্ত। সুতরাং বেদ-বিরুদ্ধ শূন্যবাদ যে, জড়বাদেরই প্রকার ভেদ এবং তদাশ্রয়কারী বৌদ্ধগণ যে আত্ম হনন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর, ইহা কোন্ সুস্থ ব্যক্তি না স্বীকার করিবেন? সোঽহংবাদ অবলম্বনকারী জ্ঞানিগণ মুখে বলেন যে, তাহারা বেদ মানেন এবং চেতন ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। ইহাদিগের মতে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতারূপ ত্রিপুটিরহিত নির্ব্বিশেষ তত্ত্বই ব্রহ্ম এবং জীবগণ সেই প্রকার ব্রহ্ম বস্তুর আলোচনা করিতে করিতে ক্ষুদ্র জীবরূপতা পরিত্যাগপূর্ব্বক অবশেষে ব্রহ্মরূপে পরিণত হইয়া থাকেন। নাম ও রূপ আকারে যাহা কিছু মানবগণ কর্ত্তৃক অনুভূত হয়, সে সমুদয়কে ইহারা বাস্তব-সত্তাহীন বা মায়িক বস্তু বলেন এবং যাহাতে সে সমুদয় বিষয় আরোপিত হয় তাহাই নির্ব্বিশেষ বা জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতৃভাব শূন্য ব্রহ্ম বস্তু। পূর্ব্বে শাস্ত্রোদ্ধার পূর্ব্বক প্রদর্শিত হইয়াছে যে, জীবগণ সেবকজাতীয় বা আশ্রিত চেতন বস্তু এবং শ্রীভগবান্ সেব্য-তত্ত্ব ও আদি চেতন পদার্থ। চেতনপদার্থে যে চৈতন্য ধর্ম্ম বিরাজিত তাহার ক্রিয়া স্বভাবতঃই সিদ্ধ হয় ও তদ্দ্বারা এক চেতন বস্তু অপর চেতন বস্তুর অস্তিত্বাদি অনুভব করিয়া থাকেন। যে কালে কোন মনুষ্য অন্য কোন পদার্থের চেতন-সত্তার অস্তিত্বাদি অনুভব করেন, সেকালে অনুভবকারীর চেতনত্বের পরিচয় মূল-চেতন-স্বরূপ হইতে উচ্ছলিত হইয়া জড়দেহ ও মানসদেহ পর্য্যন্ত অভিব্যক্ত হয়। চেতনেতর সত্তার অস্তিত্বাদি অনুভবকালে কিন্তু তাহার চেতনত্বের পরিচয়, স্থূল ও সূক্ষ্ম জড় পদার্থ অবলম্বিত হইলে চেতনস্বরূপে ও দেহ-মনে এবং অতি সূক্ষ্ম জড়তত্ত্ব বা অব্যক্তা প্রকৃতি অবলম্বিত হইলে কেবলমাত্র চেতন-স্বরূপে অনুভবযোগ্য। অজ্ঞজীবগণ নিদ্রাকালে মনে করেন যে, তাহাদিগের চেতন ধর্ম্মের ক্রিয়া স্থগিত থাকে। সূর্য্য সদা প্রকাশশীল। রাত্রিকালে আমাদের চক্ষু সূর্য্যদর্শনে সমর্থ হয় না। যেহেতু রাত্রিকালে সূর্য্য দৃষ্ট হয় না, তজ্জন্য কি বলিতে হইবে যে সূর্য্য আর পূর্ব্ববৎ প্রকাশশীলভাবে অবস্থিত নাই? ইহা যিনি বলেন, তিনি যেমন বিজ্ঞ-সমাজে হাস্যাস্পদ হন, নিদ্রিত অবস্থায় সুপ্ত দেহমনঃকর্ত্তৃক চেতনসত্তা-

গত ক্রিয়ালক্ষিত না হওয়ায় যে ব্যক্তি মনে করেন যে, তৎকালে চেতনত্বের লোপসিদ্ধ হইয়া থাকে, তিনিও তদ্রূপ হাস্যাস্পদ। নিদ্রাবস্থা ও সোঽহংবাদীর ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ মুক্তি উভয়ই তুল্যজাতীয়। এই দুই অবস্থার মধ্যে পার্থক্য এই যে, নিদ্রা অল্পকালস্থায়ী ও ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ মুক্তি দীর্ঘকালস্থায়ী। নিদ্রা হইতে প্রতিদিনই জাগরণ সম্ভবপর; কিন্তু মহাপ্রলয়ের পর যাবৎ না ভগবদিচ্ছায় বিশ্ব পুনঃপ্রকটিত-হয়, তাবৎ-কাল পর্য্যন্ত সাযুজ্য-মুক্তি-প্রাপ্ত জীবের পুনরায় ভোগার্থে দেহধারণ অসম্ভব। সুতরাং সোঽহংবাদিগণ প্রচ্ছন্ন জড়বাদী। এই প্রকার জ্ঞানীদিগকে ধিক্কার দিবার জন্য ঈশোপনিষদে উক্ত হইয়াছে যথা,—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

অর্থাৎ যিনি অবিদ্যার সেবা করেন, তিনি অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন এবং যিনি নির্বিশেষ জ্ঞানরূপা বিদ্যারত, তিনি তাহা অপেক্ষাও অধিক অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করিয়া থাকেন। পিতামাতা-দেশ-সমাজ ইত্যাদি বাহ্য স্থূলদেহ অবিদ্যার স্থূল অভিব্যক্তি এবং অপরাবিদ্যা, শূন্যবাদ, দেবতাবাদ ও সোঽহংবাদ আদি সেই অবিদ্যার সূক্ষ্ম ও অতিসূক্ষ্ম বা কারণরূপ অভিব্যক্তি। সুতরাং অবিদ্যার সেবা বলিতে তাহার যাবতীয় আবির্ভাবের উপাসনাকে বুঝায়। উহাদিগের হেয়তা ঘোষণা করাই উক্ত শ্রুতি-মন্ত্রের অভিপ্রায়।

'ঈশ্বর' শব্দ ঈশিতার বাচক। সুতরাং ঈশ্বর ব্যতীত অন্য যে-সমুদয় পদার্থের অস্তিত্ব আছে, তাহাদিগকে ঈশ্বরের শাসনাধীন বস্তু বলিয়া অবগত হওয়া সমীচীন। ভিন্ন ভিন্ন দেশে পৃথক পৃথক্ রাজার বিদ্যমানতা দর্শনে যে সকল ব্যক্তি মনে করেন যে, হিন্দুর ঈশ্বর পৃথক্, খ্রীষ্টিয়ানের ঈশ্বর অন্য কেহ, মুসলমানের ঈশ্বর ভিন্ন বস্তু, শাক্তের ঈশ্বরী দুর্গা বা কালী, শৈবের ঈশ্বর শিব, গণপতি কাহারও ঈশ্বর, সূর্য্য অন্যের ঈশ্বর ইত্যাদি ইত্যাদি, তাঁহারা 'ঈশ্বর' শব্দের যথার্থ ধারণা সম্যগ্‌রূপে অবগত নহেন ও বহ্বীশ্বরবাদী। তাঁহারা যদি বুঝিতেন যে, যিনি এক জীবাত্মার ঈশ্বর, তিনিই অন্য সকল জীবাত্মার ঈশ্বর, তাহা হইলে পর-তত্ত্ব সম্বন্ধে পরস্পর কলহ বা মারামারি করিতে সাহসী হইতেন না। ঈশ্বর যে তিনি এক ও সকলেরই প্রভু, এই প্রকার ধারণা না থাকা-হেতু পরস্পর পরস্পরের সহিত বিবাদ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সুতরাং হৃদয় হইতে কলুষরাশি দূর করিতে হইলে জীব মাত্রেরই কর্ত্তব্য এবম্প্রকার বহ্বীশ্বর বাদের প্রশ্রয় না দেওয়া।

যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি উপরি-উক্ত চারিপ্রকার বাধা যথা (১) মনুষ্যাদিতে সেব্য বুদ্ধি, (২) দেবতায় সেব্য বুদ্ধি, (৩) অতি সূক্ষ্মজড়তত্ত্বে সেব্য বুদ্ধি ও (৪) বহু ঈশ্বরবুদ্ধি অতিক্রম করিতে সমর্থ হন, তিনিই প্রকৃত আস্তিক ও যথার্থ সেব্য-তত্ত্বের সেবাপ্রার্থী। তাঁহার বুদ্ধিই শুদ্ধ এবং তিনিই নিষ্কিঞ্চন। বৈষ্ণব-সংজ্ঞা তাঁহাতেই প্রযোজ্য। জীবের প্রকৃত ধর্ম্ম কি, তাহা তিনি সম্যক্‌রূপে অবগত। তাঁহাকে সাত্বতসম্প্রদায়ভুক্ত বা সাম্প্রদায়িকতা-দোষশূন্য প্রকৃত অসাম্প্রদায়িক কহে। দুস্তর ভব-সমুদ্র পার হইবার তিনিই যোগ্য পাত্র। শ্রবণ-মননাদি যাহা কিছু তাঁহার দ্বারা কৃত হয়, তদ্দ্বারা তিনি প্রকৃত ঈশ্বর বা ভজনীয় তত্ত্বেরই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের নাম জপ, তাঁহার ধ্যান বা পূজা, প্রার্থনা বা বিজ্ঞপ্তি যাহা কিছু সাধনাঙ্গ জ্ঞানে তিনি সাধন করেন, তাহা ভজনীয়তত্ত্বের অনুসন্ধানরূপ ক্রিয়ার প্রকার-ভেদমাত্র। দেহান্তে বৈকুণ্ঠ-গমন পূর্ব্বক সাক্ষাৎ সূত্রে শ্রীভগবানের সেবা লাভ করিবার প্রাগ্‌ভূমিকায় ভগবদুদ্দেশে যাবতীয় কার্য্য সাধন-ভক্তি-রূপে নিষ্পন্ন করা হয়, তৎসমুদয়ই ভজনীয়-তত্ত্বের অনুসন্ধান-মূলক। ভজনীয় বস্তুর অনুসন্ধান ফলে ভগবত্তত্ত্ব-গত সৌন্দর্য্য ও মধুরিমা ভজনেচ্ছুগণের হৃদয়ে ক্রমশঃ প্রকটিত হইতে থাকে। যাঁহার হৃদয়ে উক্ত সৌন্দর্য্য ও মধুরিমা যে মাত্রায় বিকসিত হয়, তিনি সেই পরিমাণে ভগবত্তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন। যে কালে উহারা পূর্ণরূপে বিকসিত হয়, সে সময় সাধক সর্ব্বতোভাবে ভগবৎপ্রেমে আবদ্ধ হন ও বিমল প্রেমানন্দরস চিরকালের জন্য আস্বাদন করিবার ভাগ্য লাভ করেন। ইহাই মানব জীবনের চরম প্রাপ্য বিষয়।

যাহার ইচ্ছা হইতে আমরা স্থূল দেহ লাভ করিয়াছি, তিনি ব্রহ্মা নামে অভিহিত। এই ব্রহ্মার ইচ্ছা পিতার বীর্য্যকে আশ্রয় করিয়া জীবের স্থূল দেহের উৎপত্তি সাধন করেন এবং সেই জন্য তিনি প্রজাপতি বা পিতামহ বলিয়া প্রসিদ্ধ। জীবের কল্যাণার্থে তিনি শ্রীব্রহ্মসংহিতা নামক একখানি অমূল্য সিদ্ধান্ত গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন। সেই গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই

পরমেশ্বর বস্তু। অতএব অসন্দিগ্ধে তাঁহার সিদ্ধান্তে বিশ্বাস স্থাপন করা ব্যতীত জীবের কল্যাণ লাভ করিবার উপায়ান্তর নাই। পিতামহের বাক্য স্বীকার করিতে যিনি অপারক বা অনিচ্ছুক, তিনি প্রকৃত পক্ষে কুলাঙ্গার মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের ত্রয়োদশ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব উপলক্ষে

হৃদয়োচ্ছ্বাস *

(১)

গৌর-সহচর করুণা সাগর
ভকতি-বিনোদ দীনৈক-শরণ।
(তব) বিরহ-উৎসবে মাতিয়াছি সবে
করিতে তোমার গুণ-সংকীর্ত্তন॥

(২)

শ্রীচরণে নিবেদন দয়াময়
(আজ) সবার হৃদয়ে হওতে উদয়
এ বড় ভরসা পূরিবেক আশা
ও চরণ হৃদে করি দরশন!

(৩)

(তুমি) গৌরাঙ্গ-সহিতে আসিয়া ভারতে
তাঁর লীলা পুষ্ট কৈলে ভালমতে
পুনঃ তব সেই নিত্য লীলাপীঠে
নিজ কার্য্য-শেষে করিলে গমন।

(৪)

ত্রিশতাব্দগতে পুনঃ এ ভারতে
ঘটিল বিপ্লব নেড়া-বাউলেতে
ভাসিল সকলে মায়াবাদ-স্রোতে
শুদ্ধভক্তি দূরে কৈল পলায়ন।

(৫)

'মায়াপুর' নাম গেল লুকাইয়া,
গৌর-জন্মস্থান হইল কুলিয়া
নাগরী দরবেস নেড়া-সহজিয়া
লোক-চক্ষে হলো বৈষ্ণবে গণন।

(৬)

হেন দুর্দ্দিবসে গৌরাঙ্গ-আদেশে
আসিলে এদেশে দীন-ভক্ত-বেশে,
ভাসাইলে শেষে শুদ্ধ-ভক্তি-রসে
বাল-বৃদ্ধ আপামর সাধারণ।

(৭)

ভক্তহৃদে শ্বেতদ্বীপ জাগাইয়া
স্থাপি মায়াপুরে গৌর বিষ্ণু-প্রিয়া
প্রকাশিলে সত্য অপ্রাকৃত-তত্ত্ব
যেই 'নবদ্বীপ'—সেই 'বৃন্দাবন'।

(৮)

'শিক্ষামৃত' আর 'সজ্জন-তোষণী'
'জৈবধর্ম্ম', 'হরিনাম-চিন্তামণি'
প্রকাশিলে সব তত্ত্ব-গ্রন্থ-খনি
(ভক্তি) সাধনের পথ কৈলে প্রদর্শন।

(৯)

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ প্রকাশিয়া
প্রেমে নাচাইলে শুদ্ধ-ভক্ত-হিয়া
মনোমত লতা বৃক্ষে সাজাইয়া
বৃন্দাবন-কুঞ্জ কৈলে উদ্দীপন।

(১০)

তোমার মহিমাগুণ অগণন
(এ) বদ্ধ জীব কিসে করিবে বর্ণন
হৃদে ধরি সাধু-মহান্ত-চরণ
পাইয়াছি বল করিতে কীর্ত্তন।

(১১)

গুরুদেব প্রভুপাদ-সরস্বতী
জাগালেন হৃদে এই ক্ষুদ্র গীতি
(তাই) ভকতি-বিনোদ-বিরহ-উৎসবে
করিতেছি এই উচ্ছ্বাস কীর্ত্তন।

---

* শ্রীপুরুষোত্তম মঠে ঠাকুর-বিরহোৎসবে বিদ্বৎসভায় রচয়িতা-মুখে গীত।

(১২)

ন্যাসি বেশধারি গৌরাঙ্গের গণ
সঙ্গে ব্রহ্মচারী শুদ্ধ-ভক্ত-গণ
কৃপা বিতরণে এ ভক্তিরতনে
ধূলি-কণা জ্ঞানে পদে দেহ স্থান।

(১৩)

ভকতি-বিনোদ প্রভু হে আমার
(আমি) কি দিয়া পূজিব চরণ তোমার
সু-ভক্তি-প্রসূনে গাঁথিয়া যতনে
আনিয়াছি মালা করহ গ্রহণ।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীনটবর মুখোপাধ্যায় (ভক্তিরত্ন)
কটক, উড়িষ্যা।

শাস্ত্রীয় মীমাংসা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪ সংখ্যার পর)

(৩) 'নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২ল ১০৮)

দুর্গমসঙ্গমণী—একমেব সচ্চিদানন্দরসাদিরূপং তত্ত্বং দ্বিধাবির্ভূতম্।

'কৃষ্ণনাম' চিন্তামণি-স্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্য-রসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত। কেননা, নাম-নামীতে ভেদ নাই।

সচ্চিদানন্দ রসময় ('আদি' পদে বিভিন্ন রসের বিষয়-বিগ্রহ) তত্ত্ব এক অদ্বয়বস্তু। সেই অদ্বয়তত্ত্বই **'বিগ্রহ'** ও **'নাম'**— এই দুইরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

বিশেষতঃ—যদ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা তৎ-সংযোগেনৈবেত্যুক্তং" (শ্রীজীব প্রভু) "যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈ-র্যজন্তি হি সুমেধসঃ" (ভাঃ ১১।৫।৩২), "মন্ত্রতন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ। সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রমনুসঙ্কীর্ত্তনং তব॥', (ভাঃ ৮।২৩।১৬) (শুক্রাচার্য্য কহিলেন,—) মন্ত্র হইতে (স্বরাদি ভ্রংশ দ্বারা), তন্ত্র হইতে (ক্রম-বৈপরীত্য-দ্বারা) এবং দেশ কাল পাত্র তথা বস্তু হইতে (দক্ষিণাদি দ্বারা) যে যে ন্যূনতা হয়, আপনার নাম-সঙ্কীর্ত্তন মাত্র সে সকলকে নিশ্ছিদ্র অর্থাৎ পরিপূর্ণ করে। অতএব শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন-মুখে যে কার্য্য হয়, তাহাই সুষ্ঠু ও নিশ্ছিদ্র।

(৪) অদীক্ষিত বা অবৈষ্ণবোপদিষ্ট ব্যক্তি কখনও বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির আচরণ বুঝিতে পারেন না; যদি তাঁহারা পুনরায় বৈষ্ণব-সদ্গুরুর পদাশ্রয় করেন, তবে পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিগণ বৈষ্ণব-গুরু কর্ত্তৃক কিরূপ ভাবে বিনির্দ্দিষ্ট হন, তাহা বুঝিতে পারিবেন। এই জন্যই সাত্বত স্মৃতিশাস্ত্র বলিয়াছেন,—"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥" (হঃ ভঃ বিঃ ৪।১৪৪) "অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ। তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌত-বর্ত্মনা॥" (হঃ ভঃ বিঃ ৫ম বিঃ ৩য় সংখ্যা-ধৃত বিষ্ণুযামল-বাক্য) "যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥" (হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ ৭ম সংখ্যা-ধৃত তত্ত্বসাগর-বচন) টীকা—'নৃণাং' শব্দে দীক্ষিত সকলেরই; 'দ্বিজত্বং' শব্দে বিপ্রতা অর্থাৎ ব্রাহ্মণতা (ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদিরূপ দ্বিজত্ব নহে)॥ "এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ। শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ॥" (মঃ ভাঃ অনুঃ শাঃ পঃ ১৪৩।৪৬) "তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।" (পাদ্মোত্তরখণ্ডে) "শালগ্রামাদি-পূজা তু যাগশব্দেন কথ্যতে।"

দীক্ষিত ব্যক্তি যদি অব্রাহ্মণই থাকিবেন, তাহা হইলে তাঁহার শালগ্রাম-পূজাধিকার কিরূপে লাভ হইবে? তাই শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৫।২২৪ সংখ্যার টীকায় শাস্ত্র-বচন উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,— নারদীয়ে—"শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিক ইতি।" ইতিহাসসমুচ্চয়ে। —"শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবমিতি।"

(৫) গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে জীব-কোটি ব্রহ্মার জন্ম শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। ব্রহ্মসংহিতা ৫।৫০ ও চৈঃ চঃ ম ২০।৩০২, লঘুভাগবতামৃতধৃত পাদ্মবচন ও দ্বারকায় সুধর্ম্মা-সভায় আগত চতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। "মূর্খদোষে কেহ কেহ না দেখে পুরাণ"—এই মহাজন-

বাক্যানুসারে মূর্খগণ 'ব্রহ্মা একজন জীব বিশেষ' এ কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেও প্রকৃত ঘটনা তাহাই। যোগ্য জীবের অভাবে কখনও কখনও গর্ভোদকশায়ী অংশে ব্রহ্মা হন।

(৬) নিরীশ্বর কাপিল-মত যে সাধুগণ কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ লঘুভাগবতামৃতধৃত পাদ্মবচন দ্রষ্টব্য। অগ্নিবংশজ কপিল, জীব ও সদ্বেদ-বিরুদ্ধ কুতর্ক পরিপূর্ণ সাংখ্যতত্ত্ব-প্রচারক, আর ভগবদাবেশাবতার কার্দ্দমি-কপিল (যাঁহার কথা শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে) সর্ব্ব-বেদার্থসম্বলিত সাংখ্য-তত্ত্ব-প্রচারক। নিরীশ্বর কাপিল মত বেদান্ত-সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২য় পাদে খণ্ডিত হইয়াছে।

(৭) কর্ম্মজড়স্মার্ত্তাবলম্বীর শ্রাদ্ধ যে আসুর শ্রাদ্ধ, তদ্বিষয়ে প্রমাণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অধিক জানিতে হইলে 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' ৯ম বিলাস ও পদ্মপুরাণ, মহা-ভারতাদি শাস্ত্র দ্রষ্টব্য। সত্যযুগে উপরিচর বসু নামে কোন মহাভাগবত জীবকুলকে আসুর শ্রাদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আদর্শ স্থাপনার্থ হরির অবশেষ দ্বারা পূর্ব্ব পুরুষগণের শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাভারত ও ভাঃ ৭।১৫।৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(৮) কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণ ভক্ত ও ভগবান্ অভিন্ন—একথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বেদ-ভাগবতাদিশাস্ত্র তারস্বরে ভগবান্ হইতে ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। ভক্ত-প্রেমবশ্য ভগবান্ ভক্তকে স্কন্ধে, শিরে, বক্ষঃস্থলে রাখেন; ভক্ত ভগবানের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেন। শ্রীরামচন্দ্র শ্রীগুহকের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়াছেন।

(৯) কেবল অর্চ্চা-পূজক কনিষ্ঠাধিকারী প্রাকৃত ভক্ত, তদ্বিষয়ে প্রমাণ—অর্চ্চায়াং এব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥ (ভাঃ ১১।২।৪৭)। সন্দর্ভ ও সারার্থদর্শিনী দ্রষ্টব্য।

(১০) যোগাদি-পন্থা-দ্বারা যে জীবের প্রয়োজন লাভ হয় না, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ—(ভাঃ ১১।২৪।১৪)

"যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গতয়োঽমলাঃ।
মহর্জনস্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য মদ্গতিঃ॥"

—যোগ, তপ ও সন্ন্যাস—ইহাদের গতি কর্ম্মগতি অপেক্ষা নির্ম্মল। ঐ সকল মার্গে যোগিগণ মহর্লোক, তপোলোক ও সত্যলোক লাভ করেন; কিন্তু ভক্তিযোগে ভক্তগণ আমার চিদ্ধাম বৈকুণ্ঠে গমন করেন। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে এতদ্বিষয়ে বিস্তৃত বিচার ও আলোচনা দ্রষ্টব্য।

এই স্থানে আছে ধন বলি' দক্ষিণে খুদিবে।
'ভীমরুল বরুলী উঠিবে, ধন না পাইবে॥
পশ্চিমে খুদিবে তাঁহা যক্ষ এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে, ধন হাতে না পড়য়॥
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজগরে।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে॥
পূর্ব্বদিকে, তাতে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের ঝাঁড়ি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥
ঐছে শাস্ত্র কহে—কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ ত্যজি'॥
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি'॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৩২—১৩৬)

(১১) শ্রেষ্ঠ যোগিগণও যে যোগভ্রষ্ট হন, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সৌভরি মুনি, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি বিখ্যাত যোগিগণ তাহার দৃষ্টান্তস্থল। যোগাদি-পন্থা সভয় ও ভক্তিপন্থা নির্ভয়, তদ্বিষয়ে শব্দ-প্রমাণ—

"যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্॥"
(ভাঃ ১০।৫১।৬০)

—অভক্তগণ প্রাণায়ামাদি দ্বারা চিত্তকে নিরোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু হে রাজন! তদ্দ্বারা তাঁহাদের চিত্ত বিষয়-মলশূন্য হয় না বলিয়া তাহা আবার বিষয়াভিমুখী হইয়া পড়ে।

প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ।
বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহকর্শিতাঃ॥
(ভাঃ ১১।২৯।২)

—হে পুণ্ডরীকাক্ষ! প্রায়ই দেখা যায়, যে সকল যোগী যোগমার্গে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা মনোনিগ্রহ-বিষয়ে ব্যাকুল হইয়া ক্লেশ পাইয়া থাকেন; কারণ তদ্দ্বারা তাঁহাদের মনোনিগ্রহ হয় না।

"অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতান্ যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্।
ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ॥"
(ভাঃ ১১।১৫।৩৩)

—এই নিমিত্ত যাঁহারা উত্তম যোগ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিযোগে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাঁহারা এই সকল চেষ্টাকে ভক্তি-পথের বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া থাকেন। মদীয় ভক্তগণ আমার দ্বারাই

সমস্ত সাধনের ফল প্রাপ্ত হন; সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল সাধন-চেষ্টা কালক্ষেপণের হেতু মাত্র। আমার সেবা ছাড়িয়া তাঁহারা সেরূপ বৃথা কালক্ষেপ করেন না।

এরূপ শত শত শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদত্ত হইতে পারে।

(১২) জটাজুটধারী কৃত্রিম সাধু বা ব্যবহারিক সমাজ-মধ্যে গণ্যমান্য ব্যক্তি হইলেই যে আত্মধর্ম্মের বক্তা হইবে, এইরূপ অনুমান প্রাকৃত ন্যায়শাস্ত্র দ্বারাও সিদ্ধ নহে। এতদ্বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণও যথেষ্ট আছে। ভাঃ ৬।৩।১৯, ২০, ২১ ও ২৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(১৩) অমেধ্যভোজী অসদাচারী ব্যক্তির মুখে শুদ্ধ নাম উচ্চারিত হইতে পারে না, এ বিষয়েও আশ্চর্য্যের কিছু নাই। প্রাকৃত সহজিয়া ও ভোগী সম্প্রদায় মনে করেন যে, ধর্ম্মের সহিত আহারের কোন সম্বন্ধ নাই। ঐরূপ অনুমান দ্বারা তাঁহারা ভোগ-বৃত্তিটী সংরক্ষণ করিবার চেষ্টা করেন। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ সকলেই একবাক্যে বলেন যে, প্রসাদ ব্যতীত অন্য অশুদ্ধ দ্রব্যগ্রহণকারী ব্যক্তি কখনও ভক্তিপথের দ্বারেও আসিতে পারেন না। এতদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ যথা—"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষস্তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসস্পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারস্তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে, তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে॥" (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৭।২৬।২)।

অর্থাৎ আহার শুদ্ধি হইলে (নির্গুণ বস্তু গ্রহণফলে) সত্ত্বশুদ্ধি হয় অর্থাৎ চিত্ত সুনির্ম্মল হয়। চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে ভগবদ্বিষয়িণী স্মৃতি নিশ্চলা হয়। স্মৃতি ভগবদ্বিষয়ে নিয়োজিত হইলে সর্ব্ববিধ অবিদ্যাগ্রন্থি সর্ব্বতোভাবে ছিন্ন হয়। সেই প্রকার অনর্থমুক্ত পুরুষই তমোরাজ্যের পরপার অর্থাৎ অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠধাম দর্শন করিবার অধিকারী; ইহাই শ্রৌত-পারম্পর্য্যাগত পরম সত্য। শ্রীকার্ত্তিকেয় এই কথা ভগবান্ সনৎকুমারকে বলিয়াছেন।

শ্রীগীতা (১৭।১০) বলিয়াছেন,—'অমেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্'। মদ্য-মাংসাদি অপবিত্র দ্রব্য সকল তামস-প্রিয়। শ্রীহরিনাম তমোগুণান্বিত ব্যক্তির জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না; অপবিত্র আঁস্তাকুড়ে ভগবান্ আসেন না। জিহ্বার লোভে লুব্ধব্যক্তির কৃষ্ণসেবা-লৌল্য নাই। সেবোন্মুখ জিহ্বাতেই স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীনাম অবতীর্ণ হন। অন্যত্র শ্রীনামের উদয় অসম্ভব—'সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ' (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

"তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্।
ন জয়েদ্রসং যাবজ্জিতং সর্ব্বং জিতে রসে॥"
(ভাঃ ১১।৮।২১)

—যে কাল পর্য্যন্ত রসনেন্দ্রিয়কে জয় না করিতে পারা যায়, সে কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বেন্দ্রিয় জয় করিয়াও পুরুষ জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন না। রস জয় হইলেই সকল জয় হয়।

জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥
(চৈঃ চঃ অ ৬।২২৭)

(১৪) পরদারাসক্ত সহজিয়াগণ 'বৈষ্ণব' নহে বা স্ত্রৈণ ব্যক্তিও বৈষ্ণব নহে, এ বিষয়ে সহস্র সহস্র শাস্ত্রপ্রমাণ প্রদত্ত হইতে পারে। দুই একটী প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে,—(ভা ৭।৬।১১,১৩ ও ১৭ শ্লোকে অসুর বালকগণের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের উপদেশ) "স্বীয় অনুকম্পিতা প্রিয়তমার সঙ্গ, রহস্য ও মনোহর আলাপাদি স্মরণ করিয়া গৃহব্রত গো-দাস কিরূপে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে? সে জিহ্বা ও উপস্থেন্দ্রিয়জাত সুখকেই বহু-মানন করায়, দুরন্তমোহগ্রস্ত হইয়া কিরূপে বৈরাগ্যযুক্ ভক্তির অনুষ্ঠান করিবে?"

(ভাঃ ৭।১৪।১২-১৩ শ্লোকেও যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীদেবর্ষির উক্তি) "যে ব্যক্তি প্রাণাধিক প্রিয়তমা স্ত্রীর প্রতি ভোক্তৃবুদ্ধি পরিত্যাগ করেন, তিনি নিশ্চয়ই ভগবান্ শ্রীঅজিতকে জয় করেন। অন্তিমে কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্মে পর্য্যবসান-যোগ্য এই তুচ্ছ দেহ কোথায়, এই দেহের নিমিত্ত যাহার সহিত সঙ্গ হয়, সেই স্ত্রীই বা কোথায়, আর পরম-মহান্, সত্য, সনাতন, আত্মাই বা কোথায়?"

(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৫ম লঃ)—"যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে নব নব রসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ। তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমাণে ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥" অর্থাৎ, 'যে অবধি নিত্য নব-নব-চিদ্রসনিলয় শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে আমার চিত্ত অনুরাগোদ্যত হইয়াছে, অহো, সেই অবধি স্ত্রীসঙ্গের কথা স্মরণ হইলেই আমার অতিশয় মুখ-বিকৃতি ও নিষ্ঠীবন-ত্যাগ হইতে থাকে

(ভঃ রঃ সিঃ উঃ বিঃ ৭ম লঃ)—ঘনরুধিরময়ে ত্বচা পিনদ্ধে পিশিত-বিমিশ্রিত-বিস্র-গন্ধভাজি। কথমিহ রমতাং বুধঃ শরীরে ভগবতি হন্ত রতের্লবেঽপ্যুদীর্ণে॥" অর্থাৎ, 'অহো, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে লেশমাত্র রতি উদিতা হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি গাঢ়রুধিরময়, চর্ম্মাবৃত, মাংসময়, আমগন্ধি (দুর্গন্ধযুক্ত) এই দেহে কেনই বা আর রমণ করিবেন ?'

অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥
(চৈঃ চঃ ম ২২।৮৪)

এই সকল প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী কখনও বৈষ্ণব-পদবাচ্য হইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের পত্রাবলী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ সংখ্যার পর)

কুর্দ্দুবাড়ীতে গাড়ী বদল করিয়া আমরা হড্‌গি পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে গাড়ী বদল করিয়া ছোট গাড়ীতে গডকের দিকে যাত্রা করিলাম। গাড়ীতে বিজাপুরের একটী উকিল ছিলেন, তাঁহার নাম দেশাই। তাঁহার সহিত কথোপকথনে জানিলাম যে, উড়ুপীর উত্তরাদি মঠের শ্রীমাধ্বযতিবর সেইকালে বিজাপুরে বাস করিতেছেন। তিনি আমার পূর্ব্বপরিচিত অধ্যাপক কেত্‌কারের কথা বলিলেন এবং তিনি সম্প্রতি বিজাপুরে আছেন, তাহাও জানাইলেন। মহারাষ্ট্রাধিপ শিবাজীর অনেকগুলি কীর্ত্তি বিজাপুরে আছে। রাত্রে আমরা বিজাপুর অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলাম। সেখানে অবতরণের সুযোগ হইল না। প্রাতে হড্‌গীতে গাড়ী বদল করিলাম এবং মধ্যাহ্ন কালের পূর্ব্বেই হুব্‌লিতে নামিলাম। তথায় মাধ্যাহ্নিক কৃত্য সমাপন করিয়া লোণ্ডাভিমুখে যাত্রা করি। হুব্‌লিতে একটী কৃষ্ণকায় রেলকর্ম্মচারী আমাদিগকে নানাপ্রকারে অযথা উদ্বেগ দিয়াছিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই আমরা লোণ্ডায় পৌঁছিলাম। রাত্রি দুইটার পূর্ব্বে আর গাড়ী না থাকায় আমাদিগের সে দিবস বিশেষ অসুবিধা হইয়াছিল। লোণ্ডায় বাজার ও বাসস্থান আদৌ নাই বলিলেও চলে। আমরা রেলওয়ে বিশ্রামাগারে রাত্রের অধিকাংশ কাটাইলাম। এখান হইতে অধিক পরিমাণে নারিকেলবৃক্ষ দেখা যাইতে লাগিল। এখানে আম কাঁঠালের গাছও আছে। রাত্র দুইটায় আমরা গোয়া যাইবার গাড়ী পাইলাম বটে, কিন্তু আমাদের গাড়ীতে একটী শ্বেতাঙ্গিনী সপুত্রিক মহিলা যাইতেছিলেন বলিয়া আমরা সেই গাড়ীতে উঠিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। আমাদের অসুবিধা দেখিয়া তিনি একটী প্রথমশ্রেণীর কক্ষে তাঁহার স্থান নিলেন। লোণ্ডার রেলবিশ্রামাগারে অবস্থিতিকালে পুনার একজন সম্ভ্রান্ত পার্শি ঠিকাদারের (contractor) সহিত আলাপে সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। তিনি আমাদের সুবিধার জন্য বিশ্রামাগার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পরিচিত বন্ধুর বাসায় চলিয়া যান। শেষরাত্রে গাড়ীতে অবস্থান করায় আমরা 'কাসল্ রক্' নামক জলপ্রপাত দর্শন করিতে সুবিধা পাই নাই। 'কোলেম' নামক ষ্টেশনে আরোহিদিগের যাবতীয় দ্রব্য শোধনের জন্য ঐ সকল ধূমায়িত করা হইয়াছিল, এবং প্লেগ-পরীক্ষক ডাক্তারগণ সকলের নাড়ীপরীক্ষা করিয়াছিলেন। অক্টেরয় ও কাষ্টামের লোকসকল তাঁহাদের ক্ষিপ্রতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 'সমুদ্রম্' ষ্টেশনে কতিপয় গোয়ানিজ্ সপরিবারে আমাদের গাড়ীতে উঠিলেন। তাঁহারা সেন্ট জেভিয়ার্স এর বার্ষিক অপ্রকট-মহোৎসবে যাইতেছিলেন ১০ টার সময় আমরা ভাস্কোডাগামায় অবতরণ করিলাম। তথায় নরসিংহরাও নামক জনৈক গৌড়-সারস্বত-ব্রাহ্মণের অধ্যুষিত-ধর্ম্মশালায় আমাদের বাসস্থান হইল। এই ব্রাহ্মণটী সবংশে সহযাত্রিগণে আমাদিগকে বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। আমরা তার পরদিন উড়ুপী যাইবার জন্য জাহাজের ব্যবস্থা করিতে 'মারমা গোয়ায়' গেলাম। সেখানে 'কিল্লিক্ নিক্সানের' স্থানীয় বড়বাবু একজন গৌড়সারস্বত-ব্রাহ্মণ, কাণে কিছু কম শোনেন, আমাদিগের জাহাজে সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন, প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি সন্ধ্যায় আমাদের বাসায় (ধর্ম্মশালায়) আসিলেন। যদিও এই সকল প্রদেশে নারিকেল বৃক্ষ অত্যন্ত অধিক, তথাপি ফলগুলি অত্যন্ত ছোট এবং দর অত্যন্ত বেশী। পর্ত্তুগীজ-রাজ্যে ভূমির কোন খাজনা নাই, কিন্তু নারিকেল বৃক্ষের দশমভাগে সরকারের প্রাপ্য। উহাই ভূমির কররূপে আদায় হয়।

এখানে এক পয়সার পোষ্টকার্ড ও দুই পয়সার খামের পদ্ধতি এখনও প্রচলিত আছে। তদ্দ্বারা পর্ত্তুগীজ রাজ্যে ও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই পত্রাদি লেখা যায়। এখানে চোরের প্রতি গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা আছে, শোনা গেল। এতদ্দেশের অধিবাসী অধিকাংশই সেণ্ট্ জেভিয়ার্স এর ভক্ত। কিছু দিন পূর্ব্বে এখানে খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারফলে স্থানীয় অধিবাসিগণ অনেকেই খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কৃষক, মাঝি প্রভৃতির বসনাদি না থাকিলেও গলদেশে এক একটী ক্রশ ঝুলিতেছে।

ভাস্কোডাগামা বা মারমা গোয়া হইতে মোটারযোগে-কারতোলিম্ পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। তথায় সমুদ্রের অংশ-বিশেষ নদী পার হইয়া অপর পারে মোটারের বন্দোবস্ত আছে। তদ্দ্বারা প্রাচীন গোয়া ও নবীন গোয়া উভয় স্থানেই যাওয়া যায়। ঐ গুলি আরব সাগর বেষ্টিত দ্বীপপ্রায়ভূমি।

আমরা পরদিবস মোটারযোগে তথায় গিয়াছিলাম। সেই দিবসও প্রাচীন গোয়ায় সেণ্টজেভিয়ার্স এর উৎসব হইতেছিল। অসংখ্য মানবশিরে সেই স্থান এতাদৃশ আকীর্ণ হইয়াছিল যে, পদব্রজে সেখানে গমন করাই কঠিন। পুণ্যার্থী খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ দলে দলে এরূপ ভিড় করিয়াছিলেন যে, শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রায়ও তাদৃশ জনসঙ্ঘ পরিলক্ষিত হয় না। আমরা নবগোয়ায় কয়েকটী ধর্ম্মাধিকরণ ও বিপণিবিশিষ্ট পণ্যবীথিকা দর্শন করিলাম। ছুটির দিন বলিয়া গভর্ণরের অফিস প্রভৃতির ভিতরে প্রবেশাধিকার পাইলাম না। প্রাচীন গোয়ায় উৎসব-উপলক্ষে শতসহস্র মটরকার ও টঙ্গাগাড়ী উপস্থিত ছিল। গোয়াপ্রদেশে প্রাচীন আর্য্যদিগের দেবমন্দিরাদি সম্প্রতি ত্যক্তগৃহরূপে অনাদৃতাবস্থায় পতিত আছে। এমন কি, কয়েকটী তীর্থস্থানে হিন্দুদিগের অভিযান নিষিদ্ধ হইয়াছে! পবিত্রোদক জলাশয়ে তীর্থস্নানাদি পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ! একদিন এই গোয়ায় শ্রীবিদ্যারণ্য ভারতী যাবনিক সৈন্যদিগকে পরাভূত করিয়া উত্তরপ্রদেশে সকলকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। তাহার কয়েক শতাব্দি পরেই এখানে পুর্ত্তুগীজরাজ্য হইয়াছে। আমরা মধ্যাহ্নের অনতিবিলম্বেই ভাস্কোডাগামা ফিরিয়া আসি ও বৈকালে রেলে মারমা গোয়ায় পৌছি। সঙ্গের দ্রব্যাদি স্বতন্ত্রভাবে মারমাগোয়ায় প্রেরিত হয়। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই আমরা 'বাহাদুরী' নামক কারগো-জাহাজে মাল্পি যাইবার জন্য স্থান লাভ করি। গোয়া হইতে মাল্পি যাইবার প্রথম-শ্রেণীর কেবিনভাড়া ১৭।৶০ উচ্চশ্রেণীর শুল্ক ৯।৶০ এবং নিম্নশ্রেণীর ৬৶০। ১১টা ১৫ মিনিট রাত্রে মারমা গোয়াবন্দর হইতে অর্ণবপোত কারবারারদিকে যাত্রা করিয়াছিল। পথে তদ্রি ষ্টীমার ষ্টেশন। 'তদ্রি' হইতে ৩ মাইল দূরে গোকর্ণ-তীর্থ। রাত্রি দুইটার সময় আমরা জাহাজ হইতে মাল্পি যাইবার জন্য নৌকায় অবতরণ করি। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সিন্ধু-মারুতের বিশেষ চাঞ্চল্য লক্ষিত হয়। কিন্তু রাত্রি শেষের দিকে মাল্পিতে নৌকায় উঠিবার সময় অনেকটা শান্ত ভাব পরিলক্ষিত হইল। আমরা অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই অর্থাৎ জাহাজ হইতে একঘণ্টা নৌকাপথে গিয়া মাল্পির চড়ায় পৌছিয়াছিলাম। অক্টেরয়ের কর্ম্মচারী না আসা পর্য্যন্ত আমাদিগকে নৌকায় কিছুক্ষণ বিলম্ব করিতে হইল। তথায় নামিয়া একটী পঞ্চোপাসক, সামান্য ইংরেজী জানেন,—এরূপ একজন ব্রাহ্মণের সহিত কথোপ-কথন হইল। ইত্যবসরে গো-শকটবাহীর মধ্যে একজন অধোক্ষজ প্রভুর একখানি পট্টবস্ত্র হরণ করিয়া ফেলিল। কিছুতেই তাহা আর পাওয়া গেল না। আমরা কয়েক খানি শকটে আরোহণ করিয়া প্রাতঃকালেই উড়ুপী পৌছিলাম।

(ক্রমশঃ)

প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ

মাননীয়

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়-সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

সপ্রণাম নিবেদনম্—মহাশয়; আমি গৌড়ীয় পত্রের গ্রাহক নহি, কিন্তু একজন গৌড়ীয় পাঠক ও গ্রাহক-সংগ্রাহক। শ্রীপত্রিকার নানাস্থানে পড়িয়াছি,—

আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখিভেকী, স্মার্ত্ত, জাত-গোসাঁই॥
অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী।
তোতা কহে এই তেরোর সঙ্গ নাহি করি॥

এই তেরটীর পরিচয় বিশেষভাবে বিস্তারিতরূপে জানিবার একান্ত লালসা। বিশদভাবে জানাইয়া বাধিত করিলে উপকৃত হইব।

'তোতা কহে'—এ 'তোতা' কে? তাঁহার জীবনী জানিতে ইচ্ছা করি। ইনি কি ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই দোষ চতুষ্টয় বৰ্জ্জিত? তাঁহার বাক্য কি বেদবাক্যের ন্যায় বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-মণ্ডলীর অবশ্যই প্রতিপাল্য? যদি আমার উপরি উক্ত প্রশ্নের উত্তরগুলি শ্রীগৌড়ীয় পত্রে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে বোধ হয় অনেকেরই উপকার হইতে পারে। ইতি—

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-কৃপাপ্রার্থী
শ্রীরামচন্দ্র দত্ত
শক্তিপুর, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর

অসমোর্দ্ধ পুরুষোত্তম ভগবান্ শক্তিমত্তত্ত্ব; শক্তি—তাঁহার আশ্রিত। সেই শক্তির দ্বিবিধ প্রকাশ,—অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। অন্তরঙ্গা শক্তি ভগবানের স্বরূপ-শক্তি এবং অতি উপাদেয়রূপে ভগবানে নিত্য আশ্রিতা। তদ্বিপরীত মায়া বা বহিরঙ্গা শক্তিরও শক্তিমত্তত্ত্ব ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। সেই মায়াশক্তি গর্হিতভাবে পূর্ণপুরুষ ভগবানেই আশ্রিত। ইহাই প্রমাণ চূড়ামণি বিদ্বদনুভব-স্বরূপ বাদরায়ণের সমাধিলব্ধ প্রত্যক্ষ এবং চতুঃশ্লোকীর "ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত" শব্দ-প্রমাণদ্বারা সমর্থিত। অতএব যেখানে যেখানে শ্রীভগবানের স্বরূপ বা তাঁহার স্বরূপশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেখানেই সম্যক্-প্রণিহিত-অমলচিত্ত বিদ্বদ্গণ স্বরূপশক্তি-সমন্বিত ভগবানের পশ্চাদ্ভাগে গর্হিত ভাবে আশ্রিত বহিরঙ্গা মায়াকে দর্শন করেন। ভক্তিযোগ-প্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্যগ্রূপে ভগবানে সমাহিত না হইলে, কেহই স্বরূপশক্তিসমন্বিত পূর্ণপুরুষ এবং অপকর্ষভাবে তদধীনা বহিরঙ্গা শক্তিকে দর্শন করিতে সমর্থ হন না। শ্রীনারদোপদিষ্ট ব্যাসদেব সমাধি-যোগে ভগবৎ স্বরূপ ও মায়ার স্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। বিশুদ্ধচিত্ত ভক্তিযোগী ব্যাসানুগগণও তাহা দর্শন করিতে পারেন; কিন্তু অপরে পারেন না। যেমন, ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি তাহাকে যে ভূত আক্রমণ করিয়াছে, ইহা কিঞ্চিৎ সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে না, তদ্রূপ জীবও বহিরঙ্গা মায়ার কবলে কবলিত থাকিয়া সেই বিমুখবিমোহিনী পিশাচিনীকে চিনিতে পারে না। ব্যাসদেব যেরূপ নারদের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া মায়ার স্বরূপ জানিবার অভিনয় ও আদর্শ দেখাইয়াছিলেন, তদ্রূপ মায়াবিমোহিত জীবও মায়ানির্ম্মুক্ত শ্রীগুরুদেবের কৃপায় ভক্তিযোগ-প্রভাবে শুদ্ধচিত্ত ও সম্যক্ প্রণিহিত হইয়া স্বরূপশক্তিসমন্বিত ভগবান্ ও তদপাশ্রয়া বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকে জানিতে পারেন।

উপরি-উক্ত পদ্যে যে তোতারাম দাস বাবাজী মহারাজের নাম দৃষ্ট হয়, তিনি সেই প্রকার ব্যাসানুগ অর্থাৎ ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের কোন এক মহাপুরুষ। ভক্তিযোগপ্রভাবে তাঁহার চিত্ত শুদ্ধীভূত এবং ভগবানে সম্যগ্রূপে সমাহিত ছিল, তাই তিনি একদিকে যেমন স্বরূপশক্তিসমন্বিত শ্রীভগবানের ঐকান্তিক সেবক ছিলেন, অপরদিকে আবার ভগবানের পশ্চাদ্ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিতা বিমুখবিমোহিনী মায়ার বিচিত্ররঙ্গ দর্শন করিয়া তাঁহার স্বভাবসুলভ পরদুঃখ-কাতরতা বশে মায়ার নাট্যগুলি পরমার্থ-পথে প্রবেশেচ্ছু-জনগণকে জানাইয়া তাঁহাদের সাধন পথের পরম বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীর কার্য্য করিয়াছেন। সর্ব্বকালেই মহাজনগণের এইরূপ অযাচিত করুণায় জীবকুল ত্রাত হইয়া থাকে। বেদান্তসূত্রে শ্রীব্যাসদেব ভট্টপ্রাভাকর, কণাদ, প্রশস্তপাদ, ক্ষণিকবাদি-বৈভাষিক, শূন্যবাদি-সৌত্রান্তিক, স্যাদ্বাদি মাধ্যমিক, বিজ্ঞানবাদি যোগাচার, চারুবাকনিপুণ চার্ব্বাক প্রভৃতি মায়াবৈচিত্র্যরঙ্গবাদিগণের মতবাদসমূহ বেদান্ত অর্থাৎ বৈদিক সনাতনধর্ম্মযাজ্ঞিগণকে জানাইয়া ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। ব্যাসানুগ-আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরসুন্দরও—

"নানামত গ্রাহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্।
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্॥"

ব্যাসানুগ মহাত্মা তোতারামও শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত নির্ম্মল বৈষ্ণব ধর্ম্ম—যাহা জীবমাত্রের নিত্যধর্ম্ম, সেই শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের যে সকল শ্যামাশস্য অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাহার

স্বরূপ অর্থাৎ সেগুলি যে প্রকৃত ধান্য নহে, তাহা উপরি উক্ত পদ্যে সংক্ষেপে জানাইয়া দিয়াছেন।

বর্ত্তমানে কলির প্রসারে মহাত্মা তোতারাম-কথিত ত্রয়োদশটী অসৎসঙ্গ আরও বিভিন্ন আকারে প্রসারিত হইয়া বিভিন্ন নাম-ধারণ করিয়াছে ও করিতেছে। উপরি-উক্ত তেরোটী বিদ্ধমতের বিস্তৃত পরিচয় একটী প্রবন্ধে অসম্ভব। যাহা হউক, আমরা ক্রমশঃ সংক্ষেপে উহাদের পরিচয় এবং ঐ সকল মতের শাস্ত্রযুক্তিমূলে সমালোচনা করিবার চেষ্টা করিব। অসৎসঙ্গিগণের কথা আলোচনা করিলে জগতের অধিকাংশ লোকেরই অপ্রীতিভাজন হইতে হয়। কারণ জগতের অধিকাংশই আমরা কৃষ্ণবিমুখ হইয়া অসৎসঙ্গে পতিত। শ্রীগৌড়ীয় ঐরূপ অপ্রীতিকর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াও লোকের মঙ্গলের জন্য চেষ্টান্বিত আছেন। অসৎসঙ্গের আলোচনায় অনেক অসৎকথাও প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হইবে। কারণ, তাহা না হইলে অসদ্ব্যক্তিগণের স্বরূপ সাধারণ ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিবেন না। আশা করি, এজন্য আমাদিগকে গৌড়ীয়ের সহিষ্ণু ও সদাশয় পাঠকবর্গ এবং কৃপাময় বৈষ্ণববর্গ ক্ষমা করিবেন।

উপরি-উক্ত তেরটী বিদ্ধ-সম্প্রদায়ই মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া থাকেন এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই তাঁহাদের মতটীই মহাপ্রভুর প্রচারিত মত বলিয়া দাবী করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইঁহারা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধমতের অনুশীলনকারী। ঐ সকল বিদ্ধমত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের ব্যতিরেক-ভাবে 'পুষ্টি' অর্থাৎ নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসুগণকে ঐ সকল কদর্য্য বিদ্ধমত বা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করাইয়া পরমোপাদেয় বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের নির্ম্মল সৌন্দর্য্যানুসন্ধানে সাহায্য করিলেও ঐ সকল মতের সহিত অন্বয়ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সর্ব্বসৎসিদ্ধান্তসম্মণির কোনও সম্বন্ধ নাই। উপরি-উক্ত ত্রয়োদশটী বিদ্ধমত শিক্ষার অভাব, কুরুচি, অপস্বার্থ, অসদভিপ্রায়, কপটতা, আত্মবঞ্চনা এবং মনোধর্ম্মের মুক্ত-প্রগ্রহবৃত্তি হইতে উদিত হইয়াছে।

ঐ সকল মতবাদিগণের সকলেই মনোধর্ম্মের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আনুকরণিক। সৎসিদ্ধান্তবিৎ শ্রৌতপন্থী সদ্গুরুর অনুসরণে আত্মধর্ম্মানুসন্ধান করিবার পরিবর্ত্তে অনুকরণ-প্রণালীর পক্ষপাতী হইলে যে বিপরীত ফল ফলে, তাহারই নিদর্শনস্বরূপ উপরি-উক্ত ত্রয়োদশটী বা তদনুরূপ অন্যান্য বিদ্ধসম্প্রদায়। ইহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-লেখক-গণের দু'একটী শব্দের কদর্থ ও বিপর্য্যয় করিয়া স্ব-স্ব-মতের প্রতিষ্ঠার্থ প্রযত্ন এবং অধোক্ষজ ভক্ত ও ভগবান্‌কে মনো-ধর্ম্মের কারখানায় ফেলিয়া (?) স্ব-স্ব-রুচি অনুসারে মাপিবার, গড়িবার অসতী প্রবৃত্তি ও রুচির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

১। আউল বাদ—'আউল' শব্দটী 'আর্ত্ত' বা 'আতুর' শব্দের পরিণাম। আর্ত্ত, আতুর, কাতর, বিহ্বল প্রভৃতি সমপর্য্যায় শব্দ। সাহিত্যে প্রেমার্ত্ত, প্রেমাতুর, কামার্ত্ত, কামাতুর, ক্ষুধার্ত্ত, ক্ষুধাতুর, শোকার্ত্ত, শোকাতুর প্রভৃতি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যাবনিক ভাষায় 'আউল' শব্দে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা সর্ব্বপ্রথম বুঝায়। শ্রেষ্ঠের অনুগত অবরগণ তাঁহাদের পূজ্যকে বা ভাইকে আউল বলিয়া থাকেন।

সর্ব্ববিধহেয়তাবিবর্জ্জিত সন্ধিনীশক্তি-প্রকটিত চিদ্বিলাস-রাজ্যে নায়ক বা বিষয়ালম্বন একজন; তিনি অদ্বয়জ্ঞান-ব্রজেন্দ্রনন্দন। সেই একমাত্র বিষয়ালম্বনের আশ্রয়ালম্বন অবশিষ্ট সকলেই। সেইরূপ বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বনের মধ্যে যে স্বাভাবিকী নিরুপাধিকা প্রীতি, তাহাই প্রেম। সেই প্রেমে কোনও প্রকার কামগন্ধ নাই। চিদ্বিলাস-রাজ্যের হেয়-প্রতিফলনস্বরূপ জড়বিলাসরাজ্যে ভোক্তাভি-মানী পুরুষের বহুত্ব-হেতু হৈতুককাম-ব্যতীত আর কিছুই নাই। জগতের বিচারে তাহা যতই শুদ্ধ ও উচ্চ হউক না কেন, তথাপি তাহা কৃষ্ণৈকসুখতাৎপর্য্য না হইলে নিশ্চয়ই কামগন্ধযুক্ত হইবে। কিন্তু অদ্বয়তত্ত্বব্রজেন্দ্রনন্দনের আশ্রয়া-লম্বনগণের নিরুপাধিকা প্রীতি সম্পূর্ণ নির্ম্মল; কারণ সেখানে—"প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ","স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ।" তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর। কাম অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর॥" অপ্রাকৃত আশ্রয়ালম্বনগণ যখন একমাত্র অধোক্ষজ বিষয়ালম্বনের সুখৈককামী হইয়া তাঁহার সেবাতুর হন, তখন যে ব্যাকুলতা, কাতরতা ও ও বিহ্বলতা, তাহা প্রাকৃত-নায়ক-নায়িকার হৃদ্রোগোত্থ কাতরতার সহিত সমান নহে। বিষয়ালম্বন কৃষ্ণের জন্য, অপ্রাকৃত আশ্রয়ালম্বনগণের যে অপ্রাকৃত সহজ আতুরতা, প্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থিত হইয়া তাহার অনুকরণ করিতে

গিয়াছে জগতে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে। সেই উৎপাত বিভিন্ন আকারে উপরি-উক্ত ত্রয়োদশটী বিদ্ধ-সম্প্রদায়ে দৃষ্ট হয়। 'আউল' নামক আনুকরণিক সম্প্রদায়টী সেইরূপ উৎপাতপূর্ণ মতবাদের অন্যতম। এই আনুকরণিক সম্প্রদায় কিরূপভাবে উৎপন্ন হইল, তাহা নিম্নে বিশ্লেষিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি লীলাগ্রন্থে অপ্রাকৃত প্রেমবিহ্বলতা বুঝাইতে 'আর্ত্ত' বা 'আতুর' শব্দ হইতে 'আউল' 'আউলায়' প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে;

যথা,—(১) নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
আউলায় সকল অঙ্গ অশ্রুগঙ্গা বয়॥
(চৈঃ চঃ আ ৮।২৩)

(২) ভাগবত পড়িতে প্রেমে **আউলায়** তাঁহার মন।
(চৈঃ চঃ অ ১৩।১২৬)

(৩) মন কৃষ্ণ-বিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী,
সে বিয়োগে দশ-দশা হয়।
সে দশায় ব্যাকুল হৈঞা, মন গেল পলাঞা,
শূন্য মোর শরীর **আউলায়**॥
(চৈঃ চঃ অ ১৪।৫১)

(৪) যেবা বেণু-কলধ্বনি, একবার তাহা শুনি',
জগন্নারী চিত্ত **আউলায়**।
(চৈঃ চঃ অ ১৭।৪৬)

(৫) কাজে নাহিক **আউল**।
(চৈঃ চঃ অ ১৯।২১)

উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তের সর্ব্বত্রই অপ্রাকৃত প্রেমবিহ্বলতা বুঝাইতে 'আউলায়' শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। শুদ্ধবৈষ্ণব-সাহিত্যে 'আউল' শব্দে অপ্রাকৃত, 'প্রেমাতুর,' 'প্রেমার্ত্ত,' 'প্রেমবিহ্বল,' 'প্রেমশিথিল', 'প্রেমপূর্ণ', 'নিষ্কিঞ্চন' প্রভৃতি অর্থ বুঝাইয়া থাকে; ইহাতে কোন-প্রকার হেয়তা বা কামগন্ধযুক্ততা নাই।

মনোধর্ম্মের দ্বারা আত্মবৃত্তির সহজ ভাব ও তদ্ব্যঞ্জক শুদ্ধশব্দের তাৎপর্য্য ধারণা করিতে অসমর্থ কতকগুলি অর্ব্বাচীন লোক তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণপর মনগড়া একটী অবৈধ মতবাদ সৃষ্টি করিয়া পরবর্ত্তিকালে তাহাকে 'আউল' সম্প্রদায় নামে অভিহিত করেন এবং "মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ-প্রভু, অদ্বৈতপ্রভু ও গোস্বামিগণ সকলেই আউল ছিলেন (কারণ শ্রীচরিতামৃতাদি শাস্ত্রে 'আউল'-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়)"—এইরূপ উক্তি করিয়া থাকেন। এই 'আউল'বাদ সহজিয়া ও কর্ত্তাভজা-মতেরই ভিন্ন আকার ও ভিন্ন পরিভাষামাত্র। ইহাদের মধ্যে পুরুষাভিমানি-ব্যক্তিগণ স্ত্রীদিগকে 'প্রকৃতি' বা ভোগ্য এবং নিজদিগকে 'পুরুষ' বা 'ভোক্তা' মনে করে এবং ঐরূপ পুরুষের 'ঢং' বা অনুকরণ করিয়া অবৈধভাবে বিলাসরত হওয়াকেই 'সাধন' বলে। এক একজন 'আউলে'র সহিত বহু 'প্রকৃতি' থাকে। উহাদের মধ্যে কেহ নিজস্ত্রী, কেহ বা পরস্ত্রী, বারবনিতা প্রভৃতি। ইহারা নিজস্ত্রী, পরস্ত্রী ও বারবনিতা কোন ভেদ করে না। ইহাদের কাহারও সহিত অ সমন্বয় হইবার সম্ভাবনা নাই। এমন কি ইহারা এত উদার যে, এক ব্যক্তির প্রকৃতিকে অপরে ভুলাইয়া লইয়া গেলে ইহারা সন্তুষ্ট হয়! বাউলদের মত আউলগণ দাড়ী গোঁপ রাখে না। ইহারা বলে,—"সর্ব্বপ্রকার সাধনের উদ্দেশ্যই—এক, বিরোধ কেবল ব্যবহারিক; অতএব সাধকমাত্রেরই তাহা ত্যাজ্য।" ইঁহারা মনে করে, বেদাদিশাস্ত্র "যাহা আছে, তাহা গুহ্য নহে। তাহাদের মনোধর্ম্ম ও উচ্ছৃঙ্খলতাই বেদাতীত, বা বেদ-গুহ্য সুতরাং তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট!"

এই বিদ্ধমতবাদ কোনও শুদ্ধবৈষ্ণব আচার্য্যের দ্বারা গৃহীত হয় নাই। এই অসৎ মতবাদ মহাপ্রভুর প্রচারিত নির্ম্মল প্রেমধর্ম্মের অপ্রাশ্রিত হেয়তামাত্র। এই বিদ্ধমত কোন প্রকারেই যে 'বৈষ্ণবমত' বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না, তাহা বহুবিধ যুক্তি দ্বারা প্রদর্শিত হইতে পারে,—

(ক) বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত সর্ব্বদাই মায়াবাদের বিরোধী; কিন্তু বিচার করিলে জানা যাইবে যে, আউলমত মায়াবাদেরই একটী প্রকার বিশেষ। কারণ বৈষ্ণবমতে আশ্রয়ালম্বনের বহুত্ব স্বীকৃত হইলেও বিষয়ালম্বনের বহুত্ব নাই। বিষয় আলম্বন এক অদ্বয়তত্ত্ব; কিন্তু আউল মতে বিষয় বা ভোক্তার বহুত্ব দৃষ্ট হয়। বহুপ্রকৃতির ন্যায় তাঁহাদের মধ্যে বহু পুরুষ স্বীকৃত হয়।

(খ) শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্তে জীবমাত্রই প্রকৃতি। কিন্তু আউলগণের মনোধর্ম্মীয় মতে জীবের মধ্যে কতকগুলি পুরুষাভিমানী, কতকগুলি প্রকৃতি-অভিমানী।

(গ) আউলগণ বিবর্ত্তবাদী, কারণ তাহারা দেহে

আত্মবুদ্ধি করিয়া কুণপ বা খোলসকেই 'পুরুষ' বা 'প্রকৃতি' বিচার করিয়া থাকে।

(ঘ) বৈষ্ণবমতে জীব কখনও নিজকে ঈশ্বর, ভোগী, সিদ্ধ, 'কৃষ্ণ' প্রভৃতি বিচার করে না; কিন্তু 'আউল'গণ সর্ব্ববৈষ্ণবশাস্ত্র-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নিজদিগকে 'কৃষ্ণ' 'ঈশ্বর' প্রভৃতি বিচার করিয়া অপরাধের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। সুতরাং আউলমত মায়াবাদেরই অন্যতম।

(ঙ) শুদ্ধবৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে জীব নিজকে বিষয়ালম্বন জ্ঞান করা দূরে থাকুক, এমন কি জীবের মূল আশ্রয়গণের সহিতও একত্ব-ভাবনা 'মায়াবাদ' বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। (শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর দুর্গমসঙ্গমনী দ্রষ্টব্য) এমতাবস্থায় আউলমত যে কখনই বৈষ্ণব-মত নহে, এবিষয়ে আর সন্দেহ কি ?

(চ) একমাত্র স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই লীলাপুরুষোত্তম; তাঁহার আসন গ্রহণ করিবার ধৃষ্টতা বা তাঁহার লীলাবিলাসের ঢঙ্গ বা অনুকরণ মায়াবাদ ও কৃষ্ণ-বিরোধ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

(ছ) শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং কৃষ্ণ হইলেও তাঁহার এই ঔদার্য্যাবতারে পরস্ত্রী-সম্ভাষণাদি কার্য্য নাই। অপ্রাকৃত রসাচার্য্য শ্রীস্বরূপ-রূপাদি গোস্বামিগণও কখনও ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেন নাই। ছোট হরিদাসের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দণ্ডলীলা প্রভৃতিই তাহার প্রমাণ। শ্রীগৌর বা গৌরপার্ষদগণকে পরবর্ত্তিকালের মনোধর্ম্মী ভোগপর-সম্প্রদায় তাহাদের ভোগ-যজ্ঞ প্রবর্ত্তনের মূলপুরুষরূপে প্রতিপন্ন করিতে চাহিলে তাহা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবাপরাধ বলিয়া গণিত হইবে।

(জ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মে কামকথার অবকাশ থাকা দূরে থাকুক, তাহাতে হৈতুক অভিলাষ পর্য্যন্ত তিরস্কৃত হইয়াছে। সেই প্রোজ্ঝিত-কৈতব-ধর্ম্ম কখনও ব্যভিচারযুক্ত মত হইতে পারে না। অতএব আউল মত কখন মহাপ্রভুর মত নহে।

(ঝ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম বেদান্ত ও বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সাত্বত-শাস্ত্রবিরোধী ও সচ্ছাস্ত্র-বিচারহীন আউলগণের মনোধর্ম্মের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

(ঞ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম অধোক্ষজ পুরুষোত্তমের প্রতি আত্মার অহৈতুকী, অপ্রতিহতা সহজবৃত্তি। আর আউলের ধর্ম্ম অক্ষজ রক্তমাংসের পিণ্ডের প্রতি হৈতুক কামবৃত্তি। একটী অপ্রাকৃত, আর একটী প্রাকৃত। একটী অব্যভিচারী আর একটী হেয়-ব্যভিচারী।

(ট) গোস্বামিগণ বা কোনও রূপানুগ মহাজন আউলমত স্বীকার করেন নাই। (ক্রমশঃ)

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-মহামহোৎসব

গত শ্রীস্নানযাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠের মহামহোৎসব, —প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীধাম-পরিক্রমা, কীর্ত্তন-মহামহোৎসব, দ্বারে দ্বারে হরিকথা-প্রচার প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠানমুখে সম্পন্ন হইয়াছে। অনবসর কালে আলালনাথ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠেও সংকীর্ত্তনাদি-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীপুরীধাম হইতে বহু যাত্রী এবং ভক্তগণ তথায় গমন করিয়া ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠের মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। পুরী শ্রীরাধাকান্ত মঠের ভক্তগণ এবং আলালনাথের পাণ্ডাগণ ও পুরী হইতে সমাগত যাত্রিগণ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। সকলকেই প্রচুর পরিমাণে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। পূজনীয় ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসার মহারাজ ও শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর অক্লান্ত সেবায় আলালনাথের ন্যায় দুর্গমস্থানেও বহু লোকের হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন করিবার সর্ব্ববিধ সুযোগ এবং সংকীর্ত্তনমুখে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করিবার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল। গত ১৪ই আষাঢ় বুধবার দিবস শ্রীপুরুষোত্তম মঠে নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী শ্রীভক্তি-কুটীতে তাঁহার ত্রয়োদশ বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঠাকুরের অপ্রকট তিথি-বাসরে অপরাহ্নে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সংলগ্ন রত্নাকর-তটস্থিত সুবৃহৎ প্রাসাদ-তুল্য ভবনে একটী সভা আহূত হয়। বেলা পাঁচ ঘটিকার সময় হইতে দলে দলে লোকসমূহ আগমন করিয়া সভায় যোগদান করিতে থাকেন। অবশেষে তাহা একটী বিদ্বন্মণ্ডলী-মণ্ডিত বিরাট সংসদে পরিণত হয়। এমন কি, জনতা এত অধিক পরিমাণে হইয়াছিল যে, প্রাসাদতুল্য ভবনের চতুর্দ্দিকে

লোকসমূহ দণ্ডায়মান হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় ভক্তবৃন্দের বক্তৃতা ও সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সভাপতির আসন সমলঙ্কৃত করেন। প্রথমতঃ কীর্ত্তনমুখে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রবীণ ভাগবত শ্রীযুক্ত নটবর মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন মহাশয় তাঁহার স্বরচিত একটী কবিতায় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের বন্দনা-গীতি গান করেন। তৎপরে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দো-পাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামীপ্রভু, পাটনা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ইতিহাস-পরীক্ষক ও কটক রেভেন্সা কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্, এ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ প্রভৃতি বহু বহু বক্তা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আচার ও প্রচার বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে পূজ্যপাদ সভাপতি মহোদয় তাঁহার স্বভাবসুলভ বাগ্মিতা ও ভক্তি-প্রাণতার সহিত স্বীয় আচার্য্যদেবের চরিত্র বর্ণন করিতে থাকিলে শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই হরিকথামৃত পান করিতে থাকেন। বহু সম্ভ্রান্ত মহিলারও সেই স্থানে সমাবেশ হইয়াছিল; তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র স্থানের ব্যবস্থা ছিল। বক্তৃতার পর উচ্চ সংকীর্ত্তনমুখে সভার কার্য্য সম্পন্ন হয়। তৎপরে সমাগত ভক্তসজ্জকে নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ শ্রীজগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। স্থানীয় বিভিন্ন মঠ হইতে চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ, বহু সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত পণ্ডিত মহোদয়গণ, দূর দেশান্তর হইতে শ্রীরথযাত্রা দর্শন-পিপাসু যাত্রিগণ, রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া অনিকেত কাঙ্গালগণ এবং বহু সম্ভ্রান্তবংশীয় মহিলাগণকে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবকগণ প্রচুর পরিমাণে সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীমহাপ্রসাদ সেবায় অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিগোস্বামিগণ গৌর-বিহিত পদাবলী ও শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করিতে থাকিলে প্রসাদসম্মানকারিগণও সেই সকল পদাবলী-অনুকীর্ত্তন করিতে থাকেন। শত শত লোকের সমবেত কণ্ঠধ্বনি প্রতি গৃহে মুখরিত হইয়া এক অপূর্ব্ব কৃষ্ণকীর্ত্তন কোলাহলের অফুরন্ত উৎস খুলিয়া দিয়াছিল।

এই উৎসবে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যমণ্ডলী ও মঠের ব্রহ্মচারিগণ বিশেষতঃ ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ যে অক্লান্ত গুরু-গৌরাঙ্গ-সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোভীষ্ট প্রচারের সহায়তা করিয়াছেন, তাহা পারমার্থিক মাত্রেরই অনুসরণীয়।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠের ভক্তগণ প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীগৌরানুগমনে গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ও তথায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-লীলা পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীরথযাত্রার দিবস শ্রীপুরুষোত্তম মঠের অগণিত ভক্তসজ্ঞ একটী বিরাট্-সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায় রচনা করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথাগ্রে সংকীর্ত্তন ও নৃত্য করিবার জন্য প্রস্তুত হন। রথযাত্রার দিবস তথায় মুষলধারে বৃষ্টি হইতে থাকিলেও শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায় শ্রীজগন্নাথ দেবের রথের অতি সম্মুখে সংকীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে করিতে গুণ্ডিচা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সংকীর্ত্তন-সেবায় এতদূর প্রমত্ত হইয়াছিলেন যে, বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত সংকীর্ত্তন-নৃত্য হইতে বিরত হন নাই।

গত ১৯শে আষাঢ় হেরা-পঞ্চমী দিবস হইতে কটক শ্রীসচ্চিদা-নন্দমঠের বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। উৎসবের সবিশেষ বিবরণ উৎসবান্তে শ্রীপত্রে প্রকাশিত হইবে।

নিমন্ত্রণ পত্র

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১৯শে আষাঢ় ৪ঠা জুলাই, গৌরাব্দ ৪৪১, সোম-বার শ্রীলক্ষ্মীবিজয় দিবস হইতে ২৬শে আষাঢ়, ১১ই জুলাই, সোমবার পর্য্যন্ত কটক "শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে" মহা-মহোৎসব হইবে। ২৪শে আষাঢ়, ৯ই জুলাই শনিবার উক্ত মঠে **শ্রীমন্মহাপ্রভু-বিগ্রহের অভিষেক** হইবে। এতদুপ-লক্ষে উৎসবকালে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ, শ্রীহরি-কীর্ত্তন ইষ্টগোষ্ঠী হইবে। মহোদয় কৃপাপূর্ব্বক সপরিকরে এই ভক্ত্যনুষ্ঠানেও যোগদান করিলে পরমানন্দিত হইব। ইতি

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু **শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ, শ্রীভক্তি-বিবেক ভারতী, শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। শ্রীঅতুল চন্দ্র দেবশর্ম্মা** বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ) **শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা** (শাণ্ডিল্য) **শ্রীপিয়ারীমোহন দেবশর্ম্মা** মুখোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৩১শে আষাঢ় ১৩৩৪, ১৬ই জুলাই ১৯২৭ | ৪৭শ সংখ্যা

মুদ্রাকর-প্রমাদ

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	
৪	১ম	১৭	দৃষ্ট হয়, উদ্ধৃত,	উদ্ধৃত দৃষ্ট হয়,	।
৫	১ম	৩২	শ্রীনরোত্তম,	শ্রীনরোত্তম	র ॥
৮	২য়	২০	গ্রহণ	গ্রহণে	।
১০	১ম	২১	ভক্ত্যুন্মুখ আচার্য্যের জীবনী-প্রচারে বঙ্গদেশের	আচার্য্যের জীবনী-প্রচারে ভক্ত্যুন্মুখ বঙ্গদেশের	ঙ্গ ॥
১৬	১ম	৫	মহামহোপাধ্যায় প্রমুখ	মহামহোপাধ্যায়-পুত্র-প্রমুখ	
১৬	২য়	১২	"সন্তুষ্ট হন না"—	ইহার পরে "উহা তাঁহাদিগের নিকট প্রীতিপদ হয় না" বাক্যটী আসিবে।	ার । চার ॥ ছাড়িয়া। ' ইহা ॥

এই জন্মে তুমি সব যেন আমা সঙ্গে।
নিরবধি আছ সংকীর্ত্তন-সুখ-রঙ্গে॥
যুগে যুগে অনেক আমার অবতার।
সে সকলে সঙ্গী সবে হয়েছ আমার॥
এই মত আরো আছে দুই অবতার।
কীর্ত্তন আনন্দরূপ হইবে আমার॥
তাহাতেও তুমি সব এইমত রঙ্গে।
কীর্ত্তন করিবা মহা-সুখে আমা সঙ্গে॥
এতেক বলিয়া প্রভু ধরিয়া সবারে।
প্রেম-আলিঙ্গন সুখে পুনঃ পুনঃ করে॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২৭।৬ ১৪, ১৬)

সর্ব্ব বেদে ভাবেন প্রভুরে দেখিতে॥
ক্রীড়া করে ভক্তগণ সে প্রভু সহিতে॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২৮।৬)

(চৈঃ ভাঃ অ ১।২৬৬-২৭০)

ক্ষণেকে উঠিলা প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
সবারে বলেন কেনে ভয় কর কার॥
এই না সম্মুখে সুদর্শনচক্র ফিরে।
বৈষ্ণবজনের নিরবধি বিঘ্ন হরে॥
কিছু চিন্তা নাহি কর কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
তোমা কিনা দেখ হের ফিরে সুদর্শন॥
(চৈঃ ভাঃ অ ২।১৪২-৪৫)

না দেখে মহাপ্রভু কহেন সবারে।
নিরবধি সুদর্শন ভক্তরক্ষা করে॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের পক্ষ হিংসা করে।
সুদর্শন অগ্নিতে সে পাপী পুড়ি মরে॥
বিষ্ণুচক্র সুদর্শন রক্ষক থাকিতে।
কার শক্তি আছে ভক্তজনেরে লঙ্ঘিতে॥
(চৈঃ ভাঃ অ ২।১৩৬ ১৪৮)

সম্পাদকীয়

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন মহাশয় গৌড়ীয়-সম্পাদককে জানাইয়াছেন,—

"হিতবাদী-সম্পাদক যেরূপ বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে চতুর্দ্দিক হইতে সমস্ত নিরপেক্ষ লোক উক্ত বৈষ্ণব-বিদ্বেষী সম্পাদকের কুমতের তীব্র প্রতিবাদ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। প্রকৃতিবাদী পঞ্চোপাসক স্মার্ত্ত—যে বৈষ্ণব আচার ব্যবহারের কোন ধার ধারে না, সে ত্রিজগদ্বরেণ্য শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রতি গায়ের জোরে ঈর্ষামূলে বিদ্বেষ করিবে, তাহা কোন নিরপেক্ষ সাধু ব্যক্তি সহ্য করিতে পারেন না ; এখন তিনি জাগতিক হিসাবে জগতের লোকের নিকট যত বড়ই হউন না কেন তাঁহাকে বৈষ্ণবাপরাধ হইতে নিরস্ত করান সাধু ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। আশা করি, আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। আমি একখানি প্রতিবাদ প্রবন্ধ পাঠাইলাম, তাহা আপনাদের পত্রে স্থান দিলে বিশেষ আনন্দিত হইব।'

নিবেদক—

শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী

কুচবিহার।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ পরীক্ষক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, মহাশয় গৌড়ীয়-সম্পাদককে লিখিয়াছেন,—

"হিতবাদী-সম্পাদকের বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সম্বন্ধে অন্যায়-ভাবে ভদ্র সমাজের শিষ্টাচার লঙ্ঘন করিয়া মতামত প্রকাশ করিবার কি অধিকার আছে? তিনি নিজে কতদূর বৈষ্ণব-ধর্ম্ম আচরণ করেন? তিনি কোন্ বৈষ্ণব-গুরুর কাছে কোন দিন অভিগমন করিয়াছেন কি? জাগতিক বদ্ধ জীবের মুক্তপুরুষ বৈষ্ণবগণের সম্বন্ধে আলোচনা করিবার কি যোগ্যতা আছে? নিজের ওজন বুঝিয়া ওরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা ভাল ছিল না কি? আমরা তাহার এরূপ অন্যায় কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই হিতবাদীর অশিষ্টাচারে দুঃখিত হইয়াছেন। তিনি যখন নিজে বৈষ্ণব নহেন, তখন তাহার চুপ থাকাই ভাল ছিল। সমগ্র সাধু ব্যক্তি তাহার এরূপ অবিবেচনার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া অচিরেই তাহার ভিত্তিহীন ঈর্ষামূলক কথাগুলিকে নিরস্ত করিবেন।'

আমরা বিভিন্ন স্থান হইতে এইরূপ বহু প্রতিবাদ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। স্থানাভাবে বর্ত্তমান সংখ্যায় সমস্ত পত্রগুলি প্রকাশ করিতে পারিলাম না। মাননীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন মহাশয়ের বিস্তৃত প্রতিবাদ-প্রবন্ধটীও এবার পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে পারিল না ; আশা করি, তজ্জন্য তিনি আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

গৌড়ীয়ের এই সংখ্যায় অনেকগুলি প্রতিবাদ-পত্র এক সঙ্গে প্রকাশিত হইল। গৌড়ীয়ের বৈষ্ণব-পাঠকগণ তাঁহাদের স্বাভাবিক বৈষ্ণবতা-নিবন্ধন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের—'ক্রোধ ভক্ত দ্বেষিজনে' এই আদেশ বাক্যটী স্মরণ করিয়া এবং পূর্ব্বাচার্য্যগণের বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-খণ্ডনরূপ আদর্শ বৈষ্ণবাচার স্মরণ করিয়া আমাদিগের ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। এইরূপ প্রবন্ধে তাঁহারা কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত, পঞ্চোপাসক, মায়াবাদীর স্বরূপ বিশদরূপে জানিতে পারিয়া ঐ সকল অসৎসঙ্গ ত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্গ গ্রহণ-রূপ বৈষ্ণবাচার—যাহা মহাপ্রভু সমগ্র জীবকে পালন করিতে আদেশ করিয়াছেন, তাহার আত্যন্তিক কর্ত্তব্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। কষ্ট-শান্তিপ্রয়াসিগণ অনেক সময় বাদ-বিসম্বাদ পছন্দ করেন না, কিন্তু অন্বয় ও ব্যতিরেক-বিচার-রহিত হইয়া কখনও পরাশান্তিদেবীর কৃপা পাওয়া যায় না। চতুঃশ্লোকী ভাগবত ও আচার্য্যগণের চরিত্র ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। ভক্তি-পথ আক্রমণ-কারীর প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলে নিজের ভক্তিবিষয়ে শিথিলতা প্রকাশ পায়। গৌড়ীয়ের সুধী পাঠকগণ ইহা বিশেষরূপে জানেন, সুতরাং বিস্তার নিষ্প্রয়োজন।

কল্যাণ-কামনা

'শ্রীভক্তিপ্রভা' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মধুসূদন তর্ক-বাচস্পতি মহাশয় 'কাজীর নিকট হিন্দুর পর্ব্বজিজ্ঞাসা-' ন্যায় অবলম্বন করায় সজ্জন-সমাজ বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন। কাজীর নিকট গিয়া 'দোল-দুর্গোৎসব' আছে

কিনা জিজ্ঞাসা করিলে মাননীয় কাজী মহাশয় নিশ্চয়ই তদুত্তরে বলিবেন যে, তাঁহাদের 'হাদিসে' ঐ পরবের উল্লেখ না থাকায় ঐরূপ 'অদ্ভুত' পর্ব্ব হিন্দুর হইতে পারে না। অথবা নর স্থানে নরসদৃশের সহিত আলাপ করিতে গেলে সে নিশ্চয়ই আলাপকারী সভ্য নরের কাপড়-চোপড় ছিঁড়িয়া দিবে। নির্ব্বিশেষবাদি প্রচ্ছন্ন নাস্তিকের নিকট যদি কেহ অশেষকল্যাণৈকগুণনিধি চিদ্বিলাসপরায়ণ ভগবানের অস্তিত্বের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে প্রচ্ছন্ন নাস্তিক মহাশয় নিশ্চয়ই বলিবেন, কৃষ্ণের লীলাবলীর কথা বেদে নাই, রাধিকার কথা ভাগবতে নাই, সুতরাং নব্যপ্রচারিত রাধাকৃষ্ণ উপাসনা অশাস্ত্রীয়। কিম্বা আধ্যাত্মিকজ্ঞান-গর্ব্বিষ্ঠ ডাক্তার ভুবনেশ্বর মিত্র মহাশয়কে যদি গৌরাঙ্গলীলা সমালোচনা করিবার মুকুব্বিয়ানা প্রদান করা যায়, তাহা হইলে উক্ত ডাক্তার মিত্র মহাশয় বলিবেন, গৌরাঙ্গ "বায়ু রোগগ্রস্তা জননীর গর্ভে জন্মলাভ করায় উত্তরাধিকারিসূত্রে স্নায়ুদৌর্ব্বল্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার প্রচারিত মত অদ্ভুত মত ও অগ্রাহ্য। শাক্তগণ তাঁহাকে শাক্তধর্ম্ম-বিরোধী এবং প্রাচীন মতের হিন্দুগণ তাঁহাকে বেদমূলক ধর্ম্মের উচ্ছেদক তথা স্মৃত্যাদিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিপ্লবকারী মনে করিয়া তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণাভাব চিরকাল পোষণ করিয়া আসিতেছেন। কেবল কিছুকাল হইতে এবং ইদানীং কতকগুলি লোক প্রাচীন সাধনভজন প্রণালীর সংস্কার ব্যপদেশে কিছু কিছু পরিবর্ত্তনকারী বিবেচনায় তাঁহাকে তদনুরূপ সম্মান ও আদর করিয়া থাকেন।" (ভুবনেশ্বর মিত্রের গে পারং হইতে উদ্ধৃত)

গ্রাম্যবার্ত্তাবহ হিতবাদীকে বৃত্তব্রাহ্মণত্বের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন যে, 'যখন তাঁহার গ্রাম্যবার্ত্তার মেয়েলি অভিধানে ঐরূপ শব্দ নাই, তখন শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রেও ঐরূপ শব্দ বা কথা থাকিতে পারে না।' কিন্তু তাঁহার ঐরূপ অর্ব্বাচীনা উক্তিতে মহাভারত-ভাগবত প্রভৃতি অশুদ্ধ হইয়া যাইবে না।

হিতবাদী-সম্পাদকের সিদ্ধান্ত-মতে 'বৈষ্ণবধর্ম্ম বেদ-প্রতিপাদক মুখ্যধর্ম্ম নহে'—এইরূপই মনে হয়। সুতরাং তিনি যে বেদ ও বৈষ্ণবধর্ম্মকে কতদূর সম্মান করেন এবং কতদূর বৈষ্ণবধর্ম্মের সমালোচনা করিবার অধিকারী, তাহা সুধী পাঠকগণই বিচার করিবেন। তাঁহার লেখনীর প্রতি অক্ষরে বৈষ্ণববিরোধ ফুটিয়া উঠিয়াছে। অধিক প্রমাণের প্রয়োজন হইবে না, তিনি ১৬ই আষাঢ়, ১৩৩৪ সাল তারিখের তাঁহার গ্রাম্যবার্ত্তাবহের স্তম্ভে শ্রীযুক্ত মধুসূদন তত্ত্বাচস্পতি-সঙ্কলিত 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাস' নামক গ্রন্থ এবং তৎপরবর্ত্তী সপ্তাহের বার্ত্তাবহে 'আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ' নামক আর একটী গ্রন্থের সমালোচনায় যে পরস্পর বিরুদ্ধ ব্যক্তিগত অভিসন্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার অন্তর্নিহিত বৈষ্ণববিরোধভাবটী সুবুদ্ধি-মান্ লোকলোচনের সম্মুখে উৎকটরূপে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। যে গ্রন্থে বৈষ্ণব-মত ও বাঙ্গালীর ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হইয়াছে, সেই গ্রন্থ বা সেরূপ সিদ্ধান্তই হিতবাদীর মতে 'বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বলকারী'! উপযুক্ত বাঙ্গালী বটে!

শ্রীমধুসূদন তত্ত্বাচস্পতি মহাশয়ের গ্রন্থ সমালোচনায় হিতবাদীর সম্পাদক বলেন,—'গ্রন্থকার শাক্তধর্ম্মের প্রতি যে অযথা আক্রমণ করিয়াছেন, তাহা আদৌ বৈষ্ণবোচিত হয় নাই।' হিতবাদিসম্পাদকের মত এই যে, অবৈধরূপে বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করা এবং সভ্য সমাজের শিষ্টাচার লঙ্ঘন করাই মনুষ্যোচিত; কিন্তু সত্য কথা প্রচার করা বৈষ্ণবোচিত নহে! হিতবাদিসম্পাদক সামান্য সভ্যসমাজের সৌজন্যটী পর্য্যন্ত জানেন না দেখিয়া সভ্যসমাজ তাঁহার দুর্ভাগ্যে দুঃখিত। জড়বার্ত্তাবহের সম্পাদক মহাশয়ের জড়াতীত-ভক্তি ও বেদান্তশাস্ত্রে প্রবেশাভাব ও সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িকভাবও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি বৈষ্ণবশাস্ত্রের মতামত প্রকাশ করিবার ধৃষ্টতা করেন অথচ জানেন না যে, শ্রীমদানন্দতীর্থ মধ্বাচার্য্য বেদান্তের 'উৎপত্ত্য-সম্ভবাধিকরণে ও 'অনুব্যাখ্যানে' কিরূপ প্রবল যুক্তিদ্বারা শাক্তেয়বাদ নিরাস করিয়াছেন! ব্রহ্মসূত্রের উক্ত অধিকরণে 'মহাবামা', 'মধ্যবামা' ও 'অনুবামা' এই ত্রিবিধ শক্তিপক্ষই খণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীরামানুজ, শ্রীবিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি শক্তি-পরিণামবাদী সাত্বত আচার্য্যগণও তামসোত্থ শাক্তেয়বাদ নিরাস করিয়াছেন। শ্রীজয়তীর্থ মুনি 'ন্যায়-সুধায়', বাদিরাজ স্বামী 'যুক্তিমল্লিকায়', শ্রীল জীবগোস্বামী-প্রভু 'সন্দর্ভে', শ্রীল বলদেব গোবিন্দভাষ্য-সিদ্ধান্তরত্নে

ইহার প্রমাণ বারান্তরে প্রদর্শিত হইবে।

ও শ্রীল রাধাদামোদর বেদান্তস্যমন্তকে শাক্তেয়বাদ নিরাস করিয়াছেন। ঐ সকল সাত্বত আচার্য্যের কার্য্য বৈষ্ণবোচিত হয় নাই, এইরূপ অর্ব্বাচীনের ন্যায় উক্তি আনখকেশাগ্র-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী আধ্যক্ষিক বিবর্ত্তবাদী বার্ত্তাবহ-সম্পাদকে সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু কোন শাস্ত্রবিদের ঐরূপ কুমতি নাই।

শাক্তেয়-মতপোষক তন্ত্র বেদের প্রতিযোগী, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আচার্য্যগণ প্রদান করিয়াছেন। শঙ্করমতাবলম্বী শ্রীঅপ্পয় দীক্ষিত 'পরিমল' ও 'ন্যায়দীপিকা'য় তন্ত্রমতের দোষারোপ করিয়াছেন; তবে সাত্বত আচার্য্যগণ ভারত-প্রশংসিত স্বয়ং নারায়ণপ্রোক্ত সাত্বত পঞ্চরাত্রাদিকে বেদের একায়নশাখা বা বেদানুগশাস্ত্র এবং শাক্তেয়মত প্রতিপাদক তামসিক তন্ত্রকে বেদবিরোধী বলিয়া জানাইয়াছেন। গ্রাম্যকথা বিক্রেতৃগণ এ সকল খবর রাখেন না।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে সাত্বত-তন্ত্রেরই প্রমাণ গৃহীত হইয়াছে। তবে যে সাত্বতশাস্ত্রের কোথায় কোথায় রাজস ও তামস শাস্ত্রের প্রমাণও দৃষ্ট হয়, উদ্ধৃত তাহার মীমাংসা মেয়েলিশাস্ত্রদর্শী গ্রাম্যবার্ত্তাবহ-সম্পাদকের জানা না থাকিলেও শ্রীজীবপাদ জানাইয়াছেন। 'সাত্বতশাস্ত্র ত' এই কথা বলেন-ই এমন কি তামসিক, রাজসিক, পাষণ্ডশাস্ত্রও এই কথা স্বীকার করেন', এইরূপ কৈমুতিক বিচার প্রদর্শনার্থই সাত্বতআচার্য্যগণ কোন কোন স্থানে তামস-রাজসশাস্ত্রাদির বচন উদ্ধার করেন। ইহা দ্বারা সমগ্র তামসশাস্ত্রটী প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইল না; এ বিষয়ের যথেষ্ট বিচার সন্দর্ভকারও প্রদর্শন করিয়াছেন।

গ্রাম্যবার্ত্তাবহের সম্পাদক শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-পাদসঙ্কলিত স্মৃতিনিবন্ধ গ্রন্থের মাৎসর্য্যভরে গায়ের জোরে আধুনিকত্ব প্রতিপাদন করিবার অসূয়া দেখাইতে পারেন; কিন্তু শ্রীগোপালভট্ট পরিবার পণ্ডিত শ্রীমধুসূদন গোস্বামী মহাশয় যে মনুস্মৃতির প্রমাণমূলে আধুনিকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই কথা অপস্বার্থের খাতিরে শুনিতে নারাজ।

হিতবাদী-সম্পাদক আরও লিখিয়াছেন যে, 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাস' নামক পুস্তক প্রণেতা 'তন্ত্রমায়াবাদের উপর অযথা আক্রমণ করিয়াছেন।' তাহা হইলে তিনি সর্ব্বাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ও জগদ্গুরু বৈষ্ণবাচার্য্য ও গোস্বামিগণ-বিগর্হিত মায়াবাদের একজন সমর্থনকারী।

হিতবাদীসম্পাদক যে অন্তঃশাক্তো বহিঃশৈব (স্বার্থসিদ্ধার্থে) সভায়াং বৈষ্ণবো মতের সজ্জা এবং বিপ্রলিপ্সার আশ্রয় গ্রহণকারী, প্রকৃতিবাদী, বৈষ্ণব-বিদ্বেষী, স্মার্ত্তানুগ এবং মহাপ্রভু ও তদনুবর্ত্তী শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্যগণের বিরুদ্ধমত-পোষণকারী ইহা তিনি অতি সুন্দররূপে তাহার আচার-ব্যবহারের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি শ্রীমহাপ্রভু, শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ প্রভুগোস্বামী, শ্রীল নরোত্তম প্রভু ঠাকুর শ্রীল শ্যামানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি বড় বড় নাম ও তাঁহাদের মতামত লইয়া 'সালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর'—এই প্রাকৃত ন্যায়াবলম্বনে পল্লবগ্রাহী অনভিজ্ঞের ন্যায় দুই একটা ধর্ম্ম করা বড় বড় কথা মুখে আওড়াইলেও তাহার অন্তর্নিহিত তামস শাক্তেয় অর্থাৎ বৈষ্ণববিরোধিভাব সুবুদ্ধিমান্ ও ভজনচতুর বৈষ্ণবদাস-ব্রাহ্মণগণের বুঝিয়া ফেলিতে বাকী নাই। হিতবাদী-সম্পাদক বোধ হয় মনে করিয়াছেন, উপরি-উক্ত আচার্য্যগণ কালের প্রাচীনত্ব-হেতু যখন সাধারণ লোকসমাজে প্রথিত-নামা হইয়াছেন, তখন উঁহাদিগের বিরুদ্ধে যদি কোন কথা বলা হয়, তাহা হইলে বিদ্বন্মণ্ডলীর অনেকেই তাহার প্রতিবাদ করিবে। অতএব তাঁহাদের প্রতি অন্তরে অশ্রদ্ধাভাব পোষণ করিয়াও বিপ্রলিপ্সার আশ্রয় পূর্ব্বক যদি তাঁহাদের নামগুলি অন্ততঃ মুখে স্বীকার করিয়া পাঁচপুঁথীর অধিকারী ইন্সপেক্টর বাবুর বিচারানুকূলে তাঁহাদের প্রচারিত মতের শুদ্ধ অনুসরণকারিগণের বিরোধ করি, তাহা হইলে কার্য্যতঃ মহাপ্রভু, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণেরই বিরোধ করা হইল, কিন্তু ধোঁকা দেওয়ার দরুণ অজ্ঞ লোকে বুঝিল,—'এই ব্যক্তি মহাপ্রভুকে মানেন কিন্তু আধুনিক ব্যক্তিগণের প্রাচীন মত মানেন না।'

প্রাকৃত লোকের নিকট কালের প্রাচীনতা দুর্জ্জনকেও 'সজ্জন' বলিয়া বিবেচনা করায়। এই প্রাকৃত ন্যায়ানুসারে হিতবাদী বার্ত্তাবহের সম্পাদকগণ বাচালতাবশে মহাপ্রভুর সম্পূর্ণ বিরোধিমত হৃদয়ে পোষণ করিয়াও সভাতে "মুরুব্বি" সাজিবার জন্য অন্য প্রকার পোষাক গ্রহণ করিয়াছেন। যদি হিতবাদী-সম্পাদক মহাপ্রভুর সময়ে বর্ত্তমান থাকিতেন তাহা হইলে তাহার আচার-ব্যবহার দ্বারা মনে হয় তিনিও স্মার্ত্ত 'পাষণ্ডী হিন্দু'—(চৈঃ চঃ আ ৭।২০৩) গণের সহিত কাজীর নিকট গিয়া বলিতেন—

হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাই।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল **কভু শুনি নাই** ॥
মঙ্গলচণ্ডী-বিষহরি করি জাগরণ ॥
তাতে নৃত্য, গীত, বাদ্য,—যোগ্য আচরণ ॥
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হইতে আসিয়া চালায় **বিপরীত** ॥

* * * *

'নিমাই' নাম ছাড়ি' **এবে বোলায় গৌরহরি**।
হিন্দুর **ধর্ম্ম নষ্ট** কৈল পাষণ্ডী সঞ্চারি' ॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে **নীচ বাড় বাড়**।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।২০৮-২০৯, ২...)

সশিষ্য নিত্যানন্দ উদ্ধারণ প্রভৃতি বণিগ্জাতির অচলনীয় জাতির (?) জল পরিচিত অন্ন গ্রহণ করেন, অদ্বৈত চৈতন্যের অনুমোদনে অহিন্দুর সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করেন, অহিন্দুকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-ব্রাহ্মণপ্রাপ্য শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করিয়া মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দনের মতকে উড়াইয়া দেন, শ্রীগোপাল ভট্ট কুক্কুরমুখভ্রষ্ট বিষ্ণুর প্রসাদ ভোজনে ব্রাহ্মণগণকে আদেশ ও বৈষ্ণববিদ্বেষি কর্ম্মজড়গণকে বঞ্চনা করিবার পরামর্শ দেন (হঃ ভঃ বিঃ ৯।১০৩), শ্রীসনাতন বিষ্ণুশ্রাদ্ধ মতকে মাৎসর্য্যপর কল্পিত মতবাদ বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে বলেন (হঃ ভঃ বিঃ ৫।২২৪), বৈষ্ণবী-দীক্ষায় দীক্ষিত নরমাত্রের বিপ্রত্ব এবং তাঁহাদিগকে জাতিসামান্যে দর্শনকারীর নিশ্চিত-নরকপ্রাপকত্ব নির্দ্দেশ করেন (হঃ ভঃ বিঃ ঐ), শ্রীল জীবগোস্বামী 'যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তম্' শ্লোক উদ্ধার করিয়া দীক্ষিত ব্যক্তির পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা, 'বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণ' শ্লোক উদ্ধার করিয়া হরিবিমুখ ব্রাহ্মণ হইতে বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠতা, 'সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ' এই গারুড় বচন উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে বৈষ্ণবের অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠতা, 'পিতৃগোত্রেণ যা কন্যা' প্রভৃতি বাক্য উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণবী-দীক্ষা দ্বারা নরমাত্রের অচ্যুত গোত্রতা (সন্দর্ভ) প্রভৃতি প্রতিপাদন করেন, শ্রীনরোত্তম, শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি শত সহস্র ব্রাহ্মণোত্তমকে স্বপদান্তিকে স্থান প্রদান করেন, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীরসিক মুরারি শত সহস্র শৌক্র ব্রাহ্মণকে চরণ-সেবায় অধিকার দেন, অহিন্দু হরিদাস বিশেষ-মর্য্যাদাকুলোদ্ভূত রামানন্দ বসুকে শিষ্য করেন, সুতরাং এই সকল ব্যক্তি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিরোধী—হিতবাদী-সম্পাদক তৎসমধর্ম্মশীল ব্যক্তিগণের সহিত একরূপ মত প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। বৈষ্ণব-বিরোধী পাষণ্ড মহাপ্রভুর সময়েও যথেষ্ট ছিল; তাহার সাক্ষ্য আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাই। এক ব্রহ্মবন্ধু পাষণ্ড সভাসদ নিত্যানন্দকে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-বিরোধী জ্ঞানে স্বীয় গোয়াল ঘরে স্থান দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। 'স্মার্ত্তপাষণ্ডী হিন্দুগণ' মহাপ্রভুর মতকে 'অশাস্ত্রীয় নব্য মত' ও যোগিপালগীতে মঙ্গলচণ্ডী-বিষহরি পূজা প্রভৃতিকে 'শাস্ত্রীয় মত' বলিয়া প্রচার এবং হরিনদী গ্রামের এক দুর্জ্জন স্মার্ত্ত ঠাকুর হরিদাসের মত 'শাস্ত্রবিরোধী নব্য মত' বলিয়া প্রতিপাদন প্রভৃতি করিবার ধৃষ্টতা দেখাইয়াছিলেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সময়েও বৈষ্ণব-বিরোধি স্মার্ত্তের অভাব ছিল না বলিয়াই ঠাকুর বৃন্দাবন প্রভুকে অপ্রিয় শাস্ত্রীয় সত্য-কথা তার স্বরে কীর্ত্তন করিতে হইয়াছিল—'কলিযুগে সকল রাক্ষস বিপ্রঘরে' ইত্যাদি। 'ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয়' ইত্যাদি। 'শ্বপাকমেব লেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্'। 'ওলে পাপি মার তাঁর শিরের উপরে', "ভাগবত যে না মানে, সে যবন সম' ইত্যাদি।

শুনিয়াছি, হিতবাদী চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত পুঁথি ছাপাইয়াছেন। তাঁহারা কি এ সকল অংশ বাদ দিয়া পুঁথি প্রকাশ করিয়াছেন? অথবা 'শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিবার' ন্যায় অবলম্বন পূর্ব্বক যে গ্রন্থের সিদ্ধান্ত গ্রন্থ-প্রকাশক নিজে মানেন না—স্বীয় চরিত্রে পালন করেন না এবং সর্ব্বতোভাবে আচার-প্রচারে তাঁহাদের বিদ্বেষ করেন, সেইরূপ সিদ্ধান্তপূর্ণ গ্রন্থ ছাপিয়া ভক্তিবিদ্বেষি-শরীর-পোষণোপলক্ষে অর্থরোজগারের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন? এইরূপ অবৈধ আচরণ-সমর্থনের জন্যই কি তাঁহার ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী, নামাপরাধী ভক্তিদ্বেষি জাতি-গোস্বামিগণের সহিত সহযোগিতা? শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থ গ্রাম্যবার্ত্তাবহ নহে। যে সকল মহাজন ও গ্রন্থের বাক্য সর্ব্বতোভাবে আচার প্রচার দ্বারা তিনি সম্মান করিতে শিক্ষা করেন নাই, সেইরূপ গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থের দ্বারা স্ত্রীপুত্র-পরিবার-পোষণ বা তাঁহাদের মতামত লইয়া অবৈধ মুরুব্বিগিরি করিবার ভার মহাপ্রভু বা ঠাকুর বৃন্দাবন প্রভু তাঁহাকে দেন নাই। এইজন্য তাহার বিষ্ণুর সত্য ধর্ম্মাধিকরণে দণ্ডিত হইতে হইবে।

শ্রীসৎক্রিয়া সারদীপিকা শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর বিরচিত নহে—এরূপ কথা তাহার ন্যায় অপ্রামাণিক ও শ্রীহরিভক্তিবিলাস-স্মৃতির সিদ্ধান্তবিরোধি ব্যক্তি গণের জোরে বলিলেই তাহা প্রমাণ' বলিয়া স্বীকৃত হইবে না। শ্রীগোপালভট্ট প্রভু শ্রীহরিভক্তিবিলাসে তাহার ন্যায় বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর যাবতীয় সিদ্ধান্তকে নিরাস করিয়াছেন। চার্ব্বাক-ব্রাহ্মণ 'বেদ'কে ভণ্ডধূর্ত্ত নিশাচরের প্রণীত পুস্তক বলিলে কিংবা শ্রীদয়ানন্দ সরস্বতী 'শ্রীমদ্ভাগবত' শ্রীব্যাসের রচিত নহে, শ্রীবোপদেবের রচিত প্রভৃতি প্রজল্পমুখে আভিসন্ধিমূলে চক্র বাজাইলেই সৎক্রিয়া সারদীপিকা', 'সংস্কারদীপিকা' বেদ, ভাগবত প্রভৃতি অপ্রামাণ্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে না। 'সৎক্রিয়াসারদীপিকা' গ্রন্থ-প্রচারে কম্মজড়-স্মার্ত্তগণের অপস্বার্থের ব্যাঘাত হয় বলিয়া তাহারা চার্ব্বাক, দয়ানন্দের ন্যায় শ্রীগোপাল ভট্টপাদের উপরি-উক্ত গ্রন্থকে গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে। 'সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা' নিবন্ধ বৈদিক প্রমাণগুম্ফিত গ্রন্থ মাত্র। তাহাতে শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসের ন্যায় শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও সংস্কার-তত্ত্বপদ্ধতি-মূলে সদাচার সংগৃহীত আছে। সুতরাং উহা কোনরূপেই অপ্রামাণ্য হইবার উপায় নাই। পরলোকগত বিপিনবিহারী গোস্বামীর সহিত 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা' সম্বন্ধে কোন কথাই শ্রীমদ্ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের কোনদিনই হয় নাই। পরলোক-গত যজ্ঞেশ্বর গোস্বামী হইতে নারায়ণ মন্ত্র মাত্রে দীক্ষিত উক্ত বিপিনবিহারী গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের প্রকটকালে সৎক্রিয়া-সার-দীপিকাসম্বন্ধে কোন গল্প সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। তবে মৃত প্রিয়নাথ নন্দী গোপনে গোপনে তাহার ঈর্ষামূলক লেখনী মধ্যে কি লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা সর্ব্ব-সাধারণে প্রচার করিলে তখনই তাহার প্রতিবাদ এবং ঐরূপ অভিসন্ধি-মূলা ভিত্তিহীন মিথ্যা কথা প্রচার করিবার জন্য তাহাকে উপযুক্ত প্রমাণের দ্বারা রাজদ্বারে অভিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা হইত। কথাগুলি সত্য নহে বলিয়াই তিনি ঐরূপ কথা শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট প্রেরণ করিতে সাহসী হন নাই। ছাপরা জিলার আদর্শ প্রবীণ বেদপাঠী বৈষ্ণব-পণ্ডিত লব্ধরত্ন শ্রীরামচরণ দাস বাবাজী মহারাজ এবং শ্রীপুরুষোত্তমের সাতাসন মঠ ও ঢাকা লোহজঙ্গের জমিদার পরলোকগত শ্রীচন্দ্রবিনোদ পাল চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে তিনটী বিভিন্ন স্থানে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ সঙ্কলিত 'সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা' ও 'সংস্কারদীপিকা' গ্রন্থ পাওয়া যায় এবং তাঁহারাই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট প্রদান করেন। গৌড়ব্রজ মণ্ডলের বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম সিদ্ধ জগন্নাথ দাস গোস্বামী মহারাজের অনুজ্ঞাক্রমেই ঠাকুর মহাশয় ইহার প্রচার-কার্য্যে অনুপ্রাণিত হন। বাবাজী মহারাজের ঐকান্তিক ইচ্ছাক্রমেই সেই দুই গ্রন্থের প্রতিলিপি ইঁহাদের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল। এতদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রমাণ শ্রীগৌড়ীয় মঠে সংরক্ষিত আছে। 'সৎক্রিয়া সার দীপিকা' 'সংস্কার দীপিকা' শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটকালেই তাঁহার সজ্জন-তোষণী পত্রিকার ১৫শ, ১১শ সংখ্যায় (৪১৯ গৌরাব্দে) প্রকাশিত হয়। তদানীন্তন বিবুধমণ্ডলী সকলেই এই গ্রন্থকে শ্রীগোপাল ভট্টের বিরচিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। রোগ-বিশেষ চিকিৎসক গৃহী বাউল বা ঘরপাগলা সম্প্রদায়ের নেতৃ মৃত প্রিয়নাথ নন্দী প্রমুখ পরাঙ্কসংখ্যক ব্যক্তির কল্পিত গল্পে ও তাহার আত্মীয় শ্রীমান্ সত্যেন্দ্র নাথ বোসের অভিসন্ধি মূলা ভিত্তিহীন কথায় শ্রীগোপাল ভট্টের সহিত 'সৎক্রিয়া-সার-দীপিকার' সম্বন্ধ নষ্ট হইবে না।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল ঠাকুর শ্যামানন্দ শ্রীল রসিক মুরারি যদি অব্রাহ্মণই হবেন, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই—"প্রাতিলোমং বৈ তদ্ যদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মুপেয়াৎ" (বৃঃ আঃ ২১।১৫) অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কখনও ক্ষত্রিয় (উপলক্ষণে বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ) জাতির নিকট উপনীত হইতে পারে না, এইরূপ কার্য্য সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।'—এই শ্রুতিবাক্য লঙ্ঘন করিয়া শত সহস্র ব্রাহ্মণের দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুর কার্য্য করিতেন না। শ্রীযামুনাচার্য্য আগম-প্রামাণ্যে ইহা বিশেষ রূপে বিচার করিয়াছেন। শ্রীল দাস গোস্বামী শ্রীল ঠাকুর মহাশয় প্রমুখ স্বতন্ত্র পরমহংসগণ একায়নশাখি বৈদিক ব্রাহ্মণ; সুতরাং তাঁহারা বাজসনেয় শাখা অবলম্বন করিতে বাধ্য, এইরূপ উক্তিতে বক্তার অজ্ঞানই অপরাধী। তাঁহারা কেবলমাত্র বৃত্তবিচারহীন শৌক্রসাবিত্র্য প্রণালীর জাতি ব্রাহ্মণ নহেন, পরন্তু সমগ্র ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিত্য গুরুদেব বৃত্ত ব্রাহ্মণ।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু দুর্গম-সঙ্গমনী টীকায় দৈক্ষ্য-সাবিত্র্য-ব্রাহ্মণেরই কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন,—

চণ্ডালকুলোদ্ভূত অদীক্ষিত ব্যক্তির (নামোচ্চারণ-মাত্রে) সবনযজ্ঞে যোগ্যতা প্রাপ্তির প্রতিকূল জাতিত্বাদির মূল প্রারব্ধ-পাপ বিদূরিত হইলেও তাহার দীক্ষা ব্যতীত সাবিত্র-জন্ম লাভ হয় না; যে হেতু অদীক্ষিত ব্যক্তির সাবিত্র-সংস্কার-গ্রহণ—শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত ব্যক্তির যেমন সবন যোগ্যতা-নির্ণায়ক বিশেষ পুণ্যময় সাবিত্র জন্মের অপেক্ষা থাকে, সেইরূপ চণ্ডালকুলোদ্ভূত অদীক্ষিত ব্যক্তির (নাম কীর্ত্তনমাত্রে) ব্রাহ্মণত্ব বা সবন-যোগ্যতা-লাভ হইলেও সাবিত্র-জন্মের অপেক্ষা আছে।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু তাঁহার ব্রহ্মসংহিতা-টীকায়ও দীক্ষিত ব্যক্তির উপনয়নের কথা স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন এবং সন্দর্ভে শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ এই ত্রিবিধ জন্মের কথা স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুও দিগ্দর্শনীতে 'দ্বিজত্ব' শব্দের অর্থ 'বিপ্রতা' এবং বৃহদ্ভাগবতামৃতের টীকায় দীক্ষিত ব্যক্তির মালা-তিলক-উপনয়ন চিহ্ন ধারণের অবশ্য আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং এতদ্বিষয়ে যাহারা অন্য প্রকার কদর্থ করিবার যত্ন করেন, তাহাদের সেই সকল কদর্থ যে কেবলমাত্র অভিসন্ধি-মূলক, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

হিতবাদী-সম্পাদক নিজে সৎসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব নহেন। যদি দূরে থাকিয়া অন্যান্য গ্রাম্যকথার ন্যায় 'শুদ্ধ-বৈষ্ণবতা' জানিয়া লওয়া যাইত, তাহা হইলে জগতে অপ্রাকৃত বৈষ্ণবতা' জাগতিক অন্যান্য ব্যাপারের ন্যায় একটা বিষয় হইত। হিতবাদীর বৈষ্ণববিদ্বেষকে বা পাঁচ সিকায় মালা বদলকেই 'বৈষ্ণবতা' বলা যাইত। তাহাদের ন্যায় ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

জ্ঞান কর্ম্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তি-যোগ
নানা মতে হইয়া অজ্ঞান।
তার কথা নাহি শুনি, পরমার্থ তত্ত্ব জানি,
প্রেমভক্তি ভক্তগণ পায়।

হিতবাদী সম্পাদক (১) **শাক্তেয়** মতবাদ সমর্থন করেন, (২) জ্ঞানকর্ম্মভক্তিকে সমজাতীয় মনে করেন, (৩) **মায়াবাদ** সমর্থন করেন, (৪) শ্রীশঙ্করাচার্য্যকে শ্রীরামানুজ হইতে শ্রেষ্ঠ বলেন, (৫) পঞ্চোপাসনা স্বীকার করেন, (৬) কর্ম্মজড় স্মার্ত্তবাদ পোষণ করেন, (৭) বৈষ্ণবকে জন্মমৃত্যুর অধীন জ্ঞান করেন, (৮) হাটে বাজারে রসকীর্ত্তন ও নাম কীর্ত্তন ব্যবসায় সমর্থন করেন, (৯) সামান্য ভদ্র-সমাজের ব্যবহার লঙ্ঘন করেন, (১০) মৎস্যমাংস-ভোজন সমর্থন করেন, (১১) দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরোধ করেন। (১২) বৈষ্ণবনিন্দা করেন। এইরূপ ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক শুদ্ধ-বৈষ্ণব মহাজনগণের আচার প্রচার সমালোচনা করিতে বসিয়াছেন! পারমার্থিকগণ তাঁহার ঐ সকল কথা প্রজল্প-জ্ঞানে কখনও শুনিবেন না।

শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য (গোস্বামী)
তালগড়ি, অধুনা শ্রীধাম বৃন্দাবন।

প্রেরিত পত্র

মাননীয়
শ্রীযুত গৌড়ীয়-সম্পাদক মহাশয় মান্যবরেষু —

মহাশয়,

হিতবাদী নামক একটী সাধারণ লোকপাঠ্য সংবাদপত্রে "অদ্ভুত গ্রন্থ" শীর্ষক একটী সম্পাদকীয় কুসাম্প্রদায়িক মন্তব্য পাঠে অবগত হইলাম যে হরিভক্তিবিলাস নামক বৈষ্ণব-স্মৃতির অসম্মান করিয়া যে সকল হরিবিমুখ-নব্যস্মৃতি হিতবাদী সম্প্রদায়ের অনুগত নব্য হিন্দুনামধারী সমাজে চলিতেছে, তাহাই অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বৈষ্ণববিদ্বেষ করাই 'হিতবাদ'। হরিভক্তিবিলাস-লেখক শ্রীগোপাল ভট্ট-রচিত সৎক্রিয়াসার-দীপিকা প্রাচীন স্মৃতি-নিবন্ধের স্থানে বহ্বীশ্বর-বিচারপর ভব-দেব পদ্ধতি অথবা রঘুনন্দনীয় আধুনিক সংস্কারতত্ত্বের অনুগমন করাই 'হিতবাদ'। তদুদ্দেশে শ্রীসৎক্রিয়াসার-দীপিকা' ও 'সংস্কার-দীপিকা' নাম্নী শ্রৌতপদ্ধতির অনাদর না করিলে সম্পাদক মহাশয়ের অভীষ্ট নিজ অবৈধ মতের প্রচার হয় না। হরিভক্তিবিলাসোদ্ধৃত যামলবাক্যে বা তন্ত্রসাগর নামক প্রাচীন স্মৃতিনিবন্ধে নব্যপন্থী সম্পাদকের রুচি নাই। তন্ত্র-সাগরাদি আকরগ্রন্থের সাহায্যেই বন্দ্যঘটীয় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের নব্যস্মৃতির অভ্যুদয়—একথা আজকালকার হিতবাদাশ্রিত নব্যদলের জানা নাই। এই তন্ত্রসাগর বৈষ্ণবদীক্ষা সম্বন্ধে তারস্বরে কি বলিয়াছেন—হিতবাদী প্রচারকের তৎসম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হওয়া আবশ্যক। তন্ত্রসাগর বলেন "যথা কাঞ্চনতাং

যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥” এই কথাই শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য শ্রীল গোপীনাথ দাস শর্ম্মা সংস্কার-দীপিকা টীকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীল গোপীনাথ গৌড় ব্রাহ্মণ এবং তাঁহারই বংশধরগণ সম্প্রতি বৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধারমণজীর সেবাধিকারী, পণ্ডিতবর শ্রীযুত মধুসূদন গোস্বামী তথা তাঁহার গুরুদেব ও অধ্যাপক নিত্যলোকপ্রাপ্ত সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত সগালাল গোপীলাল গোস্বামিদ্বয় হরিভক্তিবিলাস ও দিগ্‌দর্শিনী টীকাকে বিশেষ সম্মান করেন ও করিতেন। সুতরাং তাঁহাদের অনুগসূত্রে মৃত ডাক্তার নন্দী সম্প্রদায়ানুগত হিতবাদী-সম্পাদক কেন বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন বুঝা যায় না। কি কারণে অসৎ ক্রিয়া সার দীপিকার মতকে বহু মানন করিবার প্রবৃত্তি মৃত ডাক্তার নন্দীর হইয়াছিল, আমরা তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। উক্ত নন্দী ডাক্তারের অভিসন্ধিমূলে প্রচারিত গল্প শুদ্ধভক্ত সম্প্রদায় কেন গ্রহণ করিতে বাধ্য, তাহার নিরবকাশ শাস্ত্র-প্রমাণ আবশ্যক। নতুবা হিতবাদীর উক্তি অসৎ সম্প্রদায়ের ক্রিয়ার অসারতায় আবদ্ধ হইবে। ডাক্তার নন্দী শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারের বিদ্বেষী ছিলেন না, ইহা অগ্রে প্রমাণ না করিয়া হিতবাদী-সম্পাদক ন্যায়বিধি লঙ্ঘন করিলেন কেন? মানব রিপুর বশবর্ত্তী হইলে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয় এবং হিতজ্ঞান হারাইলে অহিতকে হিত বলিয়া স্থাপন করে। প্রমাণ বিষয়ে শব্দবৃত্তিতে রূঢ়ি যৌগিক ও যোগরূঢ়ি বৃত্তিত্রয় বর্ত্তমান। অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তিক্রমে যদি মৃত নন্দী মহাশয় সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সম্বন্ধে কুমত পোষণ করিয়া থাকেন, তাহার সমর্থনে অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি চালিত আখ্যায়িকাকে প্রমাণ বলিয়া কিরূপে গৃহীত হইবে? বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তি দ্বারা বৈষ্ণবাচার্য্য যাহা প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন তাহার সহ অজ্ঞরূঢ়ি বৃত্তি চালিত প্রমাণ কক্ষদানে অসমর্থ।

বিজ্ঞ মুরুব্বীর মত হিতবাদী-সম্পাদক তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে বসিয়াছেন, অথচ তন্ত্রশাস্ত্র কত প্রকার এবং তাহার প্রমাণ বিষয়ে কোন্ কোন্ প্রাচীন শাস্ত্রের কিরূপ অভিপ্রায় তাহা না জানিয়া “সবজান্তা ভাব” আজকাল পল্লবগ্রাহিতার চূড়ান্ত প্রদর্শন করিতেছে। যাহার যে বিষয়ে আদৌ অধিকার নাই, কার্য্যসিদ্ধির জন্য তাহাতে বাচালতা প্রকাশ চাণক্যও নিষেধ করেন। সাধারণ নীতিশাস্ত্রের যাবৎ মূর্খো ন ভাষতে তাবৎ শোভতে প্রভৃতি শিশুজ্ঞানের অভাব প্রদর্শনেও আজকাল সবজান্তা সম্পাদকশ্রেণী পশ্চাৎপদ নহেন। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা একখানি পদ্ধতিগ্রন্থ বা সংগ্রহ-পুস্তিকা। বেদমন্ত্র ও গৃহ্য সূত্র প্রতিপাদ্য প্রয়োগবিধি তাহাতে আছে। তাহার প্রতিপক্ষে বৌদ্ধ চার্ব্বাকাদি মতাবলম্বীর মতভেদ থাকিতে পারে। কোন হিন্দু নামধারীর সে বিষয়ে মতভেদ উপস্থিত হইলে তাহাকে বেদবিরোধী নাস্তিক সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত বলা হয়। উপধর্ম্মের যাজকগণে নাস্তিকতা অবস্থিত বলিয়া ডাক্তার নন্দী সম্প্রদায়ের বহির্ম্মুখতা ও হিংসা হিতবাদী-সম্পাদকে কিপ্রকারে সংক্রামিত হইল, তাহার সঠিক অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। গৌড়ীয় বৈষ্ণবব্রুব সম্প্রদায়ের মূর্খতা ও ব্যভিচারের কথা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। সেই প্রসিদ্ধির প্রতিষ্ঠাপনার সঞ্চালিত অস্পৃশ্য ঘরপাগলা সম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্পত্তি। শুদ্ধভক্তিপর গৌরানুগ সম্প্রদায় এই প্রকার গৃহী বাউলের বিচারের আদর না করায় তাহাদের সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা চাঞ্চল্যে যে সৎক্রিয়া সারদীপিকা সম্বন্ধে ভ্রান্তি, তাহাই নব্য হিতবাদী-সম্পাদকের বুদ্ধিকে গ্রাস করিয়াছে। “ধান ভানিতে শিবের গীত” প্রবাদের আশ্রয় গ্রহণ নব্য হিতবাদী-সম্পাদক সম্প্রদায় অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করিয়া স্বীয় গাত্রজ্বালা নির্ব্বাপণের যে চেষ্টা দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কাগজ পড়িয়া কেহই শ্রদ্ধান্বিত হইতে পারেন নাই। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ এইরূপ ভ্রান্ত-মতপ্রচারকারী ভক্তিবিদ্বেষের পৃষ্ঠপোষণ করেন না। বিশেষতঃ অনধিকারী ভিন্নপথের পথিকের ভক্তি বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার ধৃষ্টতা সাধারণ বিচারেই আদৃত হয় না। যাহারা মত পান স্ত্রী সঙ্গ ও জাতরূপের সঙ্গত্যাগ না করেন তাঁহাদের কলিজনোচিত মীমাংসা ভাগবত আদর করেন নাই, “দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা” প্রভৃতি কলিধর্ম্ম কাল্পনিক অশুদ্রব্রুব সম্প্রদায়ে আদৃত হইতে পারে, কিন্তু শ্রৌতবিচারে শুদ্ধ সনাতন-ধর্ম্মী কখনই নব্য পাশ্চাত্য শিক্ষিতাভিমানী অবৈষ্ণবগণকে উচ্চাসন দেন নাই। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রত্যেক উচ্চ উপাধিধারী অথবা আচার্য্য প্রভুর প্রত্যেক অধিকারী ভৃত্যবংশ শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের মালিক নহেন। ভক্তিবৃত্তির অভাবে প্রাকৃত অহঙ্কার তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত হইতে দেয় না। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকটকাল হইতে

চারিশত বর্ষকাল ব্যাপিয়া কি প্রকার শ্রীগৌরবিরোধের তাণ্ডবনৃত্য চলিতেছে এবং বিরোধি-সম্প্রদায় কিরূপ ভাবে বৈষ্ণববিদ্বেষে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া পূর্ব্বেই ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দ বলেন—

কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥

অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণবাচার প্রতিপালন না করিলে হিতবাদীর বিচারে নবীন গুপ্ত বাউল মতই ভক্তি বলিয়া গৃহীত হইবে।

শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা (মৌলিক)
ধানবাদ

আলোচকের আলোচনা

[নদীয়া-প্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

হিতবাদীর (১৬ ও ২৩ আষাঢ়ের) দুইটী প্রকাশে দুইখানি পুস্তকের সমালোচনা দেখিতে পাইলাম। একখানি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের ইতিহাস আর একখানি গ্রন্থ আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ।

আলোচকের অধিকার-বৈষম্যে আলোচনার প্রকৃত অধিষ্ঠান পরিবর্ত্তিত হয়। গ্রন্থদ্বয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য, উপকারিতা, মর্য্যাদা, ঐতিহ্য-যোগ্যতা প্রভৃতি আলোচকের যোগ্যতা, ঐতিহ্যজ্ঞান, সামাজিক মহত্ব, কামক্রোধ-মাৎসর্য্যাদির আতিশয্য বা দুর্ভিক্ষ, প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষা বা উদারতা, ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটবানুগতা বা বাস্তববিচার প্রভৃতির উপর নির্ভর করে।

বাতকফপিত্ত ত্রিধাতুক কুণপাভিমানে আলোচকের মতিগতি সর্ব্বদা এক না থাকায় বিচারবৈরুব্য অবশ্যম্ভাবী। আবার স্বার্থানুরোধে ব্যক্তিগত রুচি-তারতম্যে গ্রন্থের স্বরূপপ্রদর্শনে সম্পাদকে যে ভ্রান্তি জগজ্জঞ্জালের কারণরূপে পাঠকের ক্ষতি করে, তজ্জন্য তাঁহাদের স্বেচ্ছাচারী লেখনী দায়ী নহেন বলিতেও তাঁহারা ব্যস্ত।

ভদ্রসমাজে বাস করিয়া শিক্ষিত সমাজের রীতিদর্শনে যাহারা অন্ধ ও অশিষ্টানুগমনে যাহাদের উদ্দাম নৃত্য দেখা যায়, তাদৃশ ব্যক্তির সম্পাদক হইবার যোগ্যতা ও সাধারণ পাঠকের অশ্রদ্ধা উৎপন্ন করিবার জন্য সমালোচকের সজ্জা, নীতিবিগর্হিত বলিয়াই মনে হয়। ঈর্ষানলে যাহাদের চিত্ত দগ্ধ অঙ্গারসদৃশ, তাহারা নিরপেক্ষতা কাহাকে বলে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এই শ্রেণীর লোকের মুখে সংবাদপত্রের পাঠকগণ আস্বাদ গ্রহণ করিতে গিয়া রুচিবিকারবশতঃ নিজের অমঙ্গল করেন। হিতবাদী-সম্পাদকের খর্ব্বদৃষ্টি, শাস্ত্রজ্ঞানাভাব, সৎসমাজে বিচরণাভাববশতঃই ঐ প্রকার দুর্ব্বলতা সমালোচনাপ্রসঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছি। সর্ব্বশাস্ত্র-নিষ্ণাত, অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন সর্ব্বলোকনমস্কৃত ভগবদ্ভক্তগণের নামোল্লেখপ্রসঙ্গে সাধারণ সৌজন্যবিধি যিনি লঙ্ঘন করেন, তিনি আত্মপর-মর্য্যাদানীতি কখনও অধ্যয়ন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। পরলোকগত সাহিত্যিক নিবোধো নিবাসী ৺সাতকড়ি দত্ত মহাশয়-রচিত শিশুপাঠ্য তৃতীয় পাঠ পর্য্যন্ত পড়া থাকিলেও নৈতিকজীবনে "তবে আগে আপনার মুখ মিষ্টি কর" বা 'মর্য্যাদালঙ্ঘন' আদর করিবার বিষয় নহে—সম্পাদক জানিতে পারিতেন। দান-ভানিতে শিবের গীতের প্রসঙ্গ আনিয়া তিনি যে সত্যের অমর্য্যাদা স্থাপনোদ্দেশে তাঁহার মতের ও তাঁহার কুমত-প্রতিকূল আচার্য্যগণের চরণে অপরাধ করিবার দুঃসাহস করিয়াছেন, তাহা কোন সৎসমাজই আদর করিবেন না। তাঁহার ব্যক্তিগত অনভিজ্ঞতা বার্ত্তাবহের স্তম্ভমুখে সাধারণ্যে জানাইবার ইচ্ছা থাকিলেও সাহিত্য-ছলনায় সত্য-বিপর্য্যয় করিতে গিয়া সম্মানিত জনগণের মর্য্যাদা-হানি কেহই অনুমোদন করিবেন না। তাঁহাকে শিখাইতে হইবে না যে কোন ভদ্রলোকের নাম লিখিতে গেলে তাঁহার নামের অগ্রে শ্রীযুক্ত, Mr. Herr, M. প্রভৃতি প্রাপ্তাপ্রা লিখা আবশ্যক। যেমন তিনি আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজের লেখকের নামাগ্রে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি লিখিয়াছেন। যাঁহার সভ্যসমাজের রীতি-জ্ঞানের অভাব থাকে, তাঁহাকে পাঠক ক্ষমা করিতে পারেন কিন্তু এই দুইটী সমালোচনার মধ্যে একটীতে 'শ্রীযুক্ত' এবং অপরটীতে বিদ্বেষমূলে তাহা না দেওয়ায় তাঁহার অনভিজ্ঞতার পরিবর্ত্তে তাঁহার হিংসা ঈর্ষা নৃশংসতা বা

অন্য কোন রিপুবশবর্ত্তিতা জানিতে হইবে; তাঁহাদের সমাজের নিকট হইতে উহার মীমাংসা প্রার্থনা করি।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদবিচারে যিনি সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিয়া তাদৃশ রুচিবশে শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই, তাঁহার লিপিকৌশলের গুণগ্রাহিতাসূত্রে হিতবাদী-সম্পাদকের মুক্তহস্ত বাঁধা পড়িয়াছে। ইহা সম্পাদক মহাশয়ের প্রাক্তন গগনেণু, সুতরাং স্বীয় কণ্ঠে দৃঢ়ভাবে উহাই সংলগ্ন থাকায় তুলসীমালিকাযুক্ বৈষ্ণবজনের আদর করিতে তাঁহার নিরপেক্ষতার অভাব। মায়াবাদীর সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা হইতে মুক্ত হইবার জন্যই শ্রীমদ্রামানুজের সৎসম্প্রদায় প্রবর্ত্তন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের উদারতায় বৌদ্ধ জৈন নির্ব্বিশিষ্টাদ্বৈত পঞ্চোপাসনার সমন্বয়বিচারে ঔদাসীন্য না দেখাইতে পারিলেও তাহাও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার প্রকারভেদজনিত দোষতই, একথা ঘোষ মহাশয়ের ন্যায় হিতবাদী-সম্পাদকেরও বোধাতীত।

হিতবাদী-সম্পাদক বলেন—মায়াবাদপ্রচারক আচার্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়া "গ্রন্থকার বাঙ্গালী জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন"। মালাবার প্রদেশজাত জ্ঞানাবৃত বিদ্ধভক্ত ভক্ত্যাভাস আচার্য্যের জীবনী প্রচারে বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল কিরূপে হইল, ইহার একটু বিস্তৃতি জানিতে গেলেই স্বীকার করিতে হইবে—যিনি শাণ্ডিল্য অবজ্ঞা করিয়া বিষ্ণুভক্তির বিরোধসূত্রে নিত্যাবৃত্তি ভক্তিকে প্রাপঞ্চিকজ্ঞানে পরিহার করিবার জন্য আজীবন পরিশ্রম করিয়াছেন, যিনি একায়ন শাখা পঞ্চরাত্রের অবৈদিকতা স্থাপনে বিফলমনোরথ হইয়াছেন এবং ভাবীকালে যাহাতে শ্রীরূপগোস্বামি লিখিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-প্রকটিত "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গুকথ্যতে॥"—শ্রীগৌড়ীয়েশ্বরের এই উপদেশ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া অহংগ্রহোপাসনারূপ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম্মের সমর্থন হইতে পারে ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই গ্রন্থকার হইতে বাঙ্গালী জাতির মুখোজ্জ্বল হয় ইহা কিরূপ বিচার? শ্রীদামোদর স্বরূপ শ্রীরূপজীবাদি আচার্য্যবর্গের প্রতিকূল সম্প্রদায়ের মালিক হওয়ায় রাজেন্দ্রবাবু শঙ্কর চরিত লিখিয়া নিত্যা ভক্তি হইতে বাঙ্গালী জাতিকে মোহিত করিয়া প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদে নিহিত করায় বাঙ্গালী জাতি বা গৌড়ীয়ের মুখ উজ্জ্বল হয় নাই, ইহা বলিবেন—স্বদেশপ্রেমিক প্রসিদ্ধ গৌরভক্ত ঘোষজ শ্রীল শিশিরকুমার। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ইতিহাসলেখক হিতবাদী-সম্পাদকের আধুনিক ভ্রান্ত বিচারের আদর না করিয়া নিশ্চয়ই বলিবেন, ঐরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী সম্পাদক 'বৈষ্ণব-বিদ্বেষী,' 'গৌড়ীয়-বিদ্বেষী', 'আর্য্যাবর্ত্ত-বিদ্বেষী', 'তত্ত্ববাদানভিজ্ঞ', 'শাস্ত্রদর্শন-রহিত', 'ভগবৎসেবাবঞ্চিত,' 'বৈদেশিকপ্রেমোন্মত্ত,' এবং আরোও কত।

যে ভক্তিবিদ্বেষী হিতবাদী-সম্পাদক মায়াবাদপক্ষ হইয়া ভক্তিবিরোধকল্পে তত্ত্ববাদাচার্য্য শ্রীমদানন্দতীর্থ ভগবৎপাদাচার্য্যকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক শ্রীমৎ শঙ্করপাদকে তদুপরি আসন দেন এবং ভূইজন সব্বশ্রেষ্ঠের মধ্যে মায়াবাদপ্রচারকের শ্রেষ্ঠতরতা প্রচার করেন, তাহার অজ্ঞান অপনোদনকল্পে গৌড়ীয় মঠের যে কোন তত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণব, হিতবাদী-সম্পাদকের বহুজন্মার্জ্জিত ভক্তিবিরোধবাদরোগের চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করিতে সমর্থ। আজকাল উন্মত্ত সাহিত্যবাদিগণের একটা বিষম রোগ এই যে, বঙ্গভাষায় যে যত নাস্তিক্যবাদ স্পষ্ট করিতে পারিবে, সে ততই পণ্ডিত ও সাহিত্যাচার্য্য এবং ভাষার সমৃদ্ধিকারক।

হিতবাদীর সম্পাদক বৈষ্ণববিদ্বেষী সম্পাদকের মাৎসর্য্য, বেদান্তজ্ঞানে দরিদ্রতা, জ্ঞানবাদে অমৃতময়তারূপ সোনার-পাথর বাটীস্থাপন এবং ভক্তিকে "বাদ" বলিয়া অভিধানে সাহিত্যজ্ঞানে সমধিক দারিদ্র্য প্রভৃতির প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

ন্যাকা-বোকার স্বরূপ

—বলিতে গেলেই লোকে আমাকে চিনিয়া ফেলে। আমার জিবের জড়তা এখনও যায় নাই। তথাপি আমাকে বাচাল বলিয়া জানাইতেই হইবে। আমি শুভঙ্করীর ধারাপাত কড়া'কে গোণ্ডা'কে ভাল করিয়া শিখি নাই; কিন্তু অপরের কাগজের সম্পাদন-কার্য্যে ওস্তাদ বলিয়া লোককে ধাঁধা দিয়াছি। সেজন্য আমি একখানা 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের ইতিহাস' নামক গ্রন্থ মুরুব্বিয়ানার জন্য পাইয়াছি। আমি শ্মশ্রুগুম্ফবিহীন বালকের মত, কিন্তু আমার বয়স ৩৭ হইয়াছে। এরই মধ্যে দাঁত উঠিয়াছিল। সেই দাঁত দিয়া

বাহাদুরী করিয়া পোড়া চিবাইতে গিয়া দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি। এখন আর চিবনোর ক্ষমতা নাই। পুরুষানুক্রমে আমি কাগজের সম্পাদক, কিন্তু পরের মুখে ঝাল খাই ও খাদ্য চিবাইয়া লই। এই সুযোগ পাইয়া আমাকে 'ন্যাকাবোকা' সাজিতে হয়। 'হয়কে নয় করা' আর 'নয়কে হয় করা' স্বার্থপর দল আমাকে 'ফুটবল' করিয়া ফেলিয়াছে। সেইজন্য তাঁদের শিং ধরিয়া আমি 'ঢ' মারিতে যাই, পরিশেষে পরচুলো ও সাজানো শিং যে খসিয়া পড়িবে, তার চিন্তা করি না। নেকীদের কথাগুলো ধার ক'রে নিয়ে আমার 'ধ্যাকিক্ ডাল্ দেখান' একটা কাজ। কা'কে 'সৎ' বলে, কা'কে 'অসৎ' বলে—এ'-কথা বুঝতে গিয়ে আমি 'ন্যাকা' সাজি। সয়তানেরা আমাকে শিখণ্ডী সাজিয়ে বোকা বানায়। আমিও তাঁদের খেলার পুতুল হ'য়ে ন্যাংটি ওয়ালা মণ্ডলের বর্গীর মত ঢেউ গুনতে থাকি। কখনও বা কেনেডি সাহেবের 'চৈতন্য-মুভমেণ্টের' লেখার 'পলিসি' নিয়ে কতকগুলো অপদার্থ অদূরদর্শীর নিকট মিথ্যা সংবাদকে 'সত্য' বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাহার দোষ দেখাইবার জন্য চৈতন্যমহাপ্রভুর নীতিবিষয়ক উপলব্ধি যীশুর অপেক্ষা কম ছিল বলি। সে সুযোগ লইয়া আরও বলি যে—তাহার দলের লোকেরা বেশ্যার অপে আচার্য্য হইয়া জীবন ধারণ করে। একটী অনভিজ্ঞ সম্প্রদায়কে সাহিত্য-দর্শনাদিতে পণ্ডিত খেতাব দিয়া, তাহার মুখ হইতে দুর্নীতির বাক্যগুলি আদর্শচরিত্র-বৈষ্ণবের বাক্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মকে নিন্দা করি, কৃষ্ণকে নিন্দা করি, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠজনকে গর্হণ করি। আমার সাফাই—"আমি ন্যাকা বোকা", আর বৈষ্ণবেরা আমাকে আদালতে লইয়া গিয়া কষ্ট দিতে ঘৃণা বোধ করেন বলিয়া তাঁহাদিগকে যথা-ইচ্ছা গালি দিয়া সৌজন্যের সীমা অতিক্রম করি। আমি 'ন্যাকাবোকা' সাজিয়া বর্ণধর্ম্মের শাস্ত্রীয় বিচার নিজে বুঝিতে পারি না। ঢং দেখাই আর আমার ন্যাকামির সাহায্যে আমারই মত লোকদিগকে বোকা বানাই। আমি 'নয়মাতৃক ন্যায়' বুঝিতে না পারার ভাণ করিয়া মূর্খ-লোকচক্ষে বৈষ্ণবের প্রাগ্‌বর্ণ ও প্রাগাশ্রমের পূর্ব্ব পরিচয় দিয়া তাঁহাকে লোকসমাজে আমারই মত দ্যূত-পান-স্ত্রী সূনারত ও গোলাকার চক্র বিনিময়ের প্রাপ্য বস্তু মনে করি। কখনও বা রামখাঁর পদযুগল ধ্যান করিয়া নিতাই সদৃশ বৈষ্ণবকে গোয়াল বাড়ীতে জায়গা দিই। কখনও বা বলি, কাজীর বেটা আবার হরিনাম ক'রে তিরপুণীর গোপাল বামুনের নাক কাণ খসিয়েছিল, এ সব কথা মানি না। কখনও বলি, শচী পিসির ছেলে যা'দের উপাস্য, তা'রা আবার বেদ-বেদান্তের কি ধার ধারে? কখনও ন্যাকামি করিয়া বলি, বৈষ্ণবেরা আমারই মতন ভোগী, ত্যাগী গোছের। সুতরাং তা'রা আমারই মত যমের বাড়ী যাবে না কেন? কখনও বলি ভাগবতের অজামিলোপাখ্যান অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। আমরাও যমের বাড়ী যাবো, নারায়ণ নামোচ্চারণকারীও যমের বাড়ী যাবে। কৃষ্ণকে নমস্কার করলে যমের বাড়ী যেতে হয় না, বৈষ্ণবের নিকট কথা শুনলে জীবন্মুক্তি ঘটে, এসব কথা আমার মত ন্যাকা-বোকারা বুঝতে চায় না। আমার ন্যাকামি-বোকামি দেখিয়ে দু'পয়সা চাই। আমার বড় জাত্ হওয়া চাই। কিন্তু আমি ভিখিরীর বংশ একথা মনে থাকে না। আমার পূর্ব্বপুরুষেরা কাঁচকলানন্দ ছিলেন। সেজন্য আমিও মাঝে মাঝে কাঁচকলানন্দ শর্ম্মা হ'য়ে ডিঙ্গিয়ে চলি। আমাকে যখন ভার্গবীয় মনুসংহিতার "যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদান" দেখাইয়া আমার ঊর্দ্ধ চৌদ্দপুরুষের নাকি চৌদ্দ পুরুষকে যজ্ঞসূত্র পরাইবার অধিকার নাই দেখি, ও আমার নেওয়া যজ্ঞসূত্রটা কলিকালে ছিঁড়ে যায় এবং একায়ন শাখা বেদের তাৎপর্য্য গ্রহণে উহা পুনরায় ধারণ করিতে পারি না বুঝি, তখনই আমি ন্যাকামি জুড়ি ও লোকগুলিকে বোকামির জোঙালে জুড়ে দিবার ব্যবস্থা করি। আমি বলি, আমি যখন রেলগাড়ীতে উঠ্‌তে পেরেছি ও আমার মত লোকেরা রেলের গাড়ীর মধ্যে বসে আছে, তখন আর কাউকে গাড়ীতে উঠ্‌তে দেবো না। আবার মধ্যে মধ্যে বোকা সাজি। 'কাঠের বেড়াল ইঁদুর ধরতে পারে না' এ কথা শুনেও কাঠের বেড়াল সাজতে দৌড়াই। কখনও মনে করি, ইঁদুরের দলে জুটে জ্যান্ত বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বেঁধে দিলে আমাদের ইঁদুরের ব্যবসাটা ভাল চল্‌তে পারবে। আমার ন্যাকামী পদে পদে ধ'রে ফেলে, তাই আমি বোকা বনতে যাই। বৈষ্ণবধর্ম্ম অবৈদিক এবং বেদবিরুদ্ধ—এই কথা শঙ্করের 'উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণে' পড়্‌তে গিয়ে শাণ্ডিল্য ঋষিকে অপমান ক'রে বসি। আবার শ্রীঅপ্যয়দীক্ষিতের জুতোর ফিতে বাঁধ্‌তে গিয়ে, যামুনাচার্য্যের আগমপ্রামাণ্যের

দোষ দেখাইতে গিয়া বোকামি করি। কখনও ন্যাকা-বোকা সাজিয়া সৎক্রিয়াসারদীপিকার নিন্দা করিয়া বসি। ঐ পুঁথিখানাকে অন্য জাল পুঁথির সহিত সমান বলিয়া মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া কেল্লা জয় করিব মনে করি। কখনও বা বাটপেড়ে সেজে আম্রমুকুলগুলিকে আসসেওড়ার ফল ব'লে প্রতিপন্ন করিতে ব্যস্ত হই। কখনও বা আম্রমুকুল বখেলাইয়া দোলাইয়া সেওড়ার বাগানকে আমের বাগান বলিয়া লোকে বুঝাই। সেওড়া বাগানে আমের গাছ আছে বলিয়া লোককে ধোঁকা দি। কখনও বা শ্রৌতপণ্ডিত বলিয়া লকব লইয়া 'চাহারাম' জমিকে 'আউল' জমি সাজাই। কখনও বা ভাগবতের যস্য যল্লক্ষণং' শ্লোকটী বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণোত্তমতার অদ্বিতীয় নিদর্শন বলিয় ধোঁকা দি। আবার যখন ভারতে দেখি, ভারতের নানাস্থানে বৃত্তবর্ণেরই বিচারের শুষ্ঠুতা দেখান হইয়াছে, তখন চম্পট দেওয়া ছাড়া আর ন্যাকামির নাচ দেখাইতে পারি না। যখন হরিভক্তি-বিলাসের "অশুদ্ধাঃ শূদ-কল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।" "তেষাং আগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা" পাঠ করি, তখনই আমার এক গালে চুণ একগালে কালি দেওয়া মুখ দেখিবার জন্য যে সকল আয়না আমার সম্মুখে আছে, সেইগুলিকে লুকাইয়া ফেলিয়া মনে করি, আমার চুণ কালি গাল হইতে পুঁছিয়া গেল। কপটযুক্তি ও গুমোর ফাঁক হইয়া গেল। আমি যে সকল পুঁথিকে প্রমাণ বলিয়া ব্যবহারিক স্মার্ত্তের পেছন পেছন চলি, তখনই বৈষ্ণবস্মৃতি আমাকে পিছু হটাইয়া দেয়। আমি ন্যাকাবোকা সাজিয়া রামানুজের বেদান্ততত্ত্ব-সারের বিচারের দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন ক'রে 'দেচম্পট' পলিসি গ্রহণ করি। বালিঘাই সভায় যখন আমার ন্যাকামি-বোকামি ধরা পড়িয়াছিল, তখন আমি ভিন্ গাঁয়ে থাকিয়া পালিয়ে আসি ও দপ্তরীর বাড়ী হইতে "ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের তারতম্যের" ফর্ম্মাগুলি গোপনে সংগ্রহ করি। বাগ্-বাজারের আখড়ায় সেইগুলি তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া ভীমরুলের চাক ঘাটাইতে নাই,—পলিসি নেই। ভাগবতের নবমস্কন্ধ, হরিবংশ, মহাভারত, সংহিতা, উপনিষৎ, বৃশ্চিক-তাণ্ডুলিক ন্যায় প্রভৃতি বৃত্তবর্ণবিচারগুলি আলোচনা করিবার সময় আমার চক্ষু চড়কগাছ হয়। আমি যে ন্যাকাবোকা সাজেই নিজস্বরূপ দেখাই, তখনই সাতখুন মাপ। যেকাল পর্য্যন্ত আমরা নিজেরা বৈষ্ণবদিগের নিকট "প্রায়েণ বেদ তদিদং" বিচার শ্রবণ করি, সেই সময়ই আমাদের 'খোলাকেটে-বামুন মরে' প্রবাদটী হ'তেও আমাদের আচার্য্যকে সেয়ানা বলতে ইচ্ছা হয় না। ক'খানা সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও তত্ত্বসাগর বাতিল করে আঙ্গুল দিয়ে সূর্য্য ঢাকার মত ন্যাকামি ক'র্তে পা'ব, এখন সে ভাবনায় অস্থির হ'য়েছি। উপনীতে বশিষ্ঠ, মৎস্যকন্যায় ব্যাস উৎপন্ন হ'য়েছে ব'লেও তাঁহার বিভক্ত ঋক্, সাম, যজুঃ, শ্রীমদ্ভাগ-বতাদি পুরাণ, মহাভারতগুলির শাণিত ছুরিকা বা উদ্দণ্ড কথায় আমার ন্যাকামি ছাড়িয়ে দেবে ভাবি, তখন বোকামিই আমার একমাত্র সম্বল হয়। যখন শৌক্রসাবিত্র-দৈক্ষ্য বিচার ত্রিশির কণ্টকের ন্যায় আমাকে যন্ত্রণা দিতে থাকে, তখন ভার্গবীয় মনুর শ্লোক—"মাতুরগ্রেঽধিজননং" পুঁছে ফেল্‌তে ইচ্ছা করে। আর বাক্ দণ্ডের শ্লোকটা ভুলে গিয়ে ত্রিদণ্ড বিধির উপর ঝাল ঝাড়তে ইচ্ছে হয়। ন্যাকাবোকার নাচুনীতে অধিকারী বাচস্পতি মহাশয়ের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মে বৈদিকত্ব নষ্ট হ'বে না। আর তা'তেই "শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্" শ্লোকের স্মৃতিবিধান বৈষ্ণব-বিদ্বেষের প্রায়শ্চিত্তের পুঁথি হইতে উঠিয়া যাইবে না। আ ন্যাকা-বোকা মায়াদেবীর ন্যায় বহুরূপিণী হইয়া অনেক ঘটেই ন্যাকামি-বোকামি ক'রে অচিৎ হইতেই চিৎ প্রসব করিয়াছে, এইরূপ বেদবিদ্বেষী, বিষ্ণুবিদ্বেষী, বেদান্তবিদ্বেষি-মত প্রচার করি। শ্রীআনন্দতীর্থের শাক্তেয় মতবাদ-খণ্ডন দু'টী চক্ষু খুলিয়া দেখিব না। শ্রীজীব গোস্বামীর সন্দর্ভ পাড়ব না, ন্যাকামি করিব কেবল অধিকারীর পুস্তক লইয়া। বোকামি করিব, যেহেতু 'সৎক্রিয়াসারদীপিকা' ও 'সংস্কার দীপিকা' বৈষ্ণবের প্রামাণ্য গ্রন্থ সুতরাং তাহার মূলোৎপাটন করিবার গল্প সৃষ্টি করিব। যত কেনই না, ন্যাকামি করি, "যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর" তাহারা ন্যাকামি বোকামি ধরিয়া ফেলিবে। বাদীর ঘট হইতে আমার কাষ্ঠা ত্যাগ করাইবে। তবে আমার একটা ভরসাও আছে, যে সকল অনভিজ্ঞ পাঠক গ্রাম্যবার্ত্তাবহের সম্পাদকগুলিকে বুদ্ধিমান মনে করে, তাহাদের নিকটই আমি curtain lecture দিই। তাহারা আমার ন্যাকামি ধরিতে পারিবে না। কিন্তু গৌড়ীয় আমার বিষম শত্রু। আমি যে ঘটই আশ্রয় করি না, সেই ঘটকেই লৌহমুদ্গরের দ্বারা ভাঙ্গিয়া

ফেলে। আমার ন্যাকামি বোকামি ধরিয়া দেয়। তাই আজ আমি গৌড়ীয়কে হাত করিবার জন্য পাঁচ বৎসর ধরিয়াই চেষ্টা করিতেছি। কখনও ন্যাকামি করিয়া গ্রাম্যবার্ত্তাবহগুলিতে প্রচার করি যে, চাল্‌তে বাগানের তৌর্য্যত্রিক মন্দিরে গৌড়ীয় যান না কেন? তাহাদিগকে বহু যোজন দূরে রাখেন কেন? তারাও ত' ছড়া গান করে। রাইকানুর গানের ফোয়ারা ছড়াইয়া ইন্দ্রিয় তর্পণ করে। তাহাদিগের হইতে কি গৌড়ীয় ভিন্নমত, না তাহাদেরই বাস্তব ভাগবত সম্প্রদায় হইতে ভিন্ন মত? গৌড়ীয় বিলাস-সহচর তাম্বুল চর্ব্বণ করেন না, গৌড়ীয় অসরলতা কপটতাকে প্রশ্রয় দেন না, গৌড়ীয় দুশ্চরিত্রতাকে ভক্তিধর্ম্ম বলেন না, আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছারূপ ইন্দ্রিয় তর্পণকে সাধনভক্তি বলেন না, তাঁহারা আত্মহিংসা, দ্বিপাদ চতুষ্পাদ পশুহিংসা করেন না, সুতরাং বীরভোগ্যা বসুন্ধরায় তাঁহাদের স্থান নাই। বেদবিরুদ্ধ উপাসনা-প্রণালী গৌড়ীয় মঠ স্বীকার করেন না। মায়াবাদীকে শৌতমতাবলম্বী বলেন না। কর্ম্মী স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যকে 'বৈষ্ণব' বলেন না। কিন্তু বেদাবরোধী দলের ঘটেই আমার নিত্য অবস্থান। আমি খপরের কাগজের ঘটে, স্মার্ত্তের ঘটে, প্রজল্পিতকীর ঘটে, অর্ব্বাচীনের ঘটে নিরন্তর চাপিয়া বসিয়া আছি। সুতরাং গৌড়ীয়কেই আমি ভয় করি। তবে অনভিজ্ঞের সংখ্যা অধিক ও কাল কলি, ইহাই আমার ভরসা। বিবাদ বাধাইয়া ন্যাকাবোকা পাঠকদের নিকট হইতে বার্ত্তাবহের শুল্ক আদায়ের নামে কিছু ইন্দ্রিয় তর্পণের current coin ছোঁ মারিয়া লইব। আমার ন্যাকামি বুঝিতে ভোগি সম্প্রদায়ের বুদ্ধি নাই। তবে আমি বড়ই দুঃখিত হইতেছি যে, আমাদের গ্রাম্যবার্ত্তাগুলি শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত কোন সাধুই পড়েন না ও আমাকে কল্কে দেন না। আমার কতকগুলি কথা বলিলাম। আরও এইরূপ হাজার হাজার পত্র লিখিয়া প্রপঞ্চে অবস্থিত সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ বৈদিক সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীর নিকট উপস্থাপিত করিব। সম্পাদক মহাশয় দয়া করিয়া আমাকে একটু স্থান দিবেন। আপনার পত্রিকার গ্রাহক গৌড়দেশবাসী সকল স্বদেশী মহাত্মগণ, স্বদেশহিংসক স্বধর্ম্মহিংসকগণের সহিত আপনাদের মত-ভেদ আছে আমি জানি। সুতরাং আমাকে একটু স্থান দিলে আপনার পাঠক-সংখ্যা গ্রাম্যবার্ত্তাবহদের সকলকে পরাজিত করিবে।

শ্রীন্যাকা-বোকা-স্বরূপদাস

প্রতিবাদ পত্র

(প্রাপ্ত)

মাননীয় শ্রীযুক্ত হিতবাদী-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

আমার এই প্রতিবাদ-পত্রিকাখানি আপনার "অদ্ভুত গল্প" শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনা-নাশিনী হইলেও আশা করি, আপনি উহা আপনার পত্রে প্রকাশ করিবার সৎসাহস দেখাইতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। আপনার উচ্ছলতা ও অদূরদর্শিতা এবং ইতিহাস ও সত্যোপলব্ধির দুর্ভিক্ষের শোচনীয়তা দর্শনেই এইরূপ প্রতিবাদপত্রের অবতারণা। আপনার পত্রখানি কায়স্থজাতীয় শূদ্র ও অশুদ্ধ শূদ্রপ্রায় কলিসম্ভব সংস্কার-বর্জ্জিত বিপ্রসন্তানের সাহায্য-লাভে সম্পাদকীয়-স্তম্ভ আবর্জ্জনাদ্বারা পরিপূরিত হয় বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত সত্যপ্রিয় কোন ব্যক্তিই উহা স্পর্শ করেন না। শুদ্ধগৌড়ীয় সনাতনধর্ম্মিমাত্রেই জানেন যে, শ্বপাকের ন্যায় হিন্দুজাতির অদর্শনীয় বিষ্ণুবৈষ্ণবনিন্দাকারী জনগণ ও তাহাদিগের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার সহিত তাঁহাদের কোনপ্রকার সম্বন্ধ রাখিতে নাই। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর আশ্রিত কেহই আপনার শৌক্রজাতি মদমত্ত কাগজ বিগত দ্বাদশ বর্ষ হইতে স্পর্শ করেন না। আপনি শ্রীহট্ট সাকুটিয়ার বৈরাগী ব্রজমোহনকে এবং গুহি বাউলসম্প্রদায়ের নেতা মৃত প্রিয়নাথ নন্দীরদল ও তাঁহার আত্মীয় শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি অদূরদর্শি লোকের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া আপনার কাগজখানিকে যে নামে পরিচিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার সহিত বিদ্বৎ-সমাজের মতভেদ আছে। আপনার তথাকথিত "হিতবাদী" নাম সনাতন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী অভিজ্ঞ সমাজের নিকট হাস্যাস্পদ হইলেও আপনি যে কথায় আপনাকে সংজ্ঞিত করিতে ইচ্ছা করেন, সেইরূপ ভাবেই আপনার অভিধান হওয়া সঙ্গত। পরন্তু অপরের ভেদ-দর্শনে আপনি যেরূপ দুষ্ট হন, তাদৃশ বিভূষণে তাঁহাদের বিচারে তাঁহারা ভূষিত করিতে পারেন। আপনি যেরূপ বৈষ্ণব-বিদ্বেষে গোঁড়ামী করিতে গিয়া আধাঘোড়ে অর্থাৎ মিশ্র বা বিদ্ধ বৈষ্ণবোপসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও পুত্তলায়িত, তাদৃশ তাণ্ডব নৃত্য হইতে আপনাকে, ও

আপনার পালিত আশ্রিত বিদ্ধবৈষ্ণবগণকে ভক্তিপাদের মন্ত্র শিখাইবার জন্য এবং ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তির অসামান্য সৎসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করাইবার জন্যই শ্রীনারায়ণের ইচ্ছাক্রমে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সনাতনধর্মের পুনঃ সংস্থাপন প্রবৃত্তি। আপনার বিরুদ্ধমতাবলম্বী ঐকান্তিক বৈষ্ণববিদ্বেষী জনগণের মঙ্গলের জন্য শাস্ত্র তারস্বরে যে সকল উক্তি রাখিয়া গিয়াছেন, শ্রীজীবগোস্বামিপাদ সন্দর্ভগ্রন্থে তাহার উদ্ধার করিয়াছেন। সনাতন-ধর্ম প্রচারে বিসম্বাদিত শ্রেণীর শূদ্র-কায়স্থকুলোদ্ভূত স্মার্তের আশ্রিত ব্যাধিবিশেষের চিকিৎসক ডাক্তার মৃত নন্দী বাবু যেরূপ বৈষ্ণববিদ্বেষ আরম্ভ করিয়া তদনুগত সত্যেন্দ্র বাবু, ভবভূতি বাবু, শাস্ত্রী মহাশয় ও অধিকারী ইন্দ্রেশ্বরবাবু প্রভৃতি ভক্তের দ্বারা পুষ্ট হইয়া চালতিয়াবাগানের মিশ ও বিদ্ধগণের পোষণকল্পে ব্যস্ত হইয়াছেন, তাহাতে কুদর্শনীয় অদৈব বিচারপর সজ্জনগুলিকে সুষ্ঠুভাবে প্রশান্ত মহাসাগরের অপর পারে প্রেরণ করার জন্য শুদ্ধভক্তিমান্ বিদ্বজ্জনের চেষ্টা অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়াছে। আধ্যক্ষিকগণের পূজা কিন্তু শিক্ষাবরণায় ভ্রমপূর্ণ দিগ্দর্শিনী-গ্রস্ত বর্ত্তমানকালের বঙ্গভাষার ছাত্রগণকে যে প্রকার অকৃত-কর্ণধারের নৌকার ন্যায় অতল জলধিতে ডুবাইয়া দিতেছে, এবং সেই শিক্ষা লাভ করিয়া আপনার যে ভ্রান্ত ধারণা হইতেছে, তাহা সুজনগণ অধিক আদর করেন না।

ভারতাদি ঐতিহ্য পাঠে আপনি অবশ্যই স্বীকার করিতে বাধ্য যে, প্রাপঞ্চিক সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই সদসৎ-দেবাসুর, আলোক অন্ধকার, উচ্চাবচ প্রভৃতি বিচারে পক্ষদ্বয় বর্ত্তমান। অনূচানমানী হইয়া আপনি ভার্গবীয় বিচার বহু মানন করিতে পারেন, কিন্তু শ্রীমন্মাধ্বযতিরাজ বাদিরাজ স্বামী আপনাদের ন্যায় ভক্তিবিদ্বেষী সম্প্রদায়ের ভ্রান্তি-পূতিগন্ধ-রাশি যুক্তিমল্লিকার গন্ধসৌরভে বিদূরিত করিয়াছেন। ভাগ্যহীন বিদ্ধ ও মিশ্র গৌড়ীয়কসম্প্রদায় সেই সৌরভের আঘ্রাণলাভে বঞ্চিত হওয়ার জন্যই বৈষ্ণব-বিদ্বেষপর অপারমার্থিকের অশিষ্টাচারকেই 'শিষ্টাচার' বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। শ্রীবাদিরাজ যতীন্দ্র যে মল্লিকা-সুরভি-দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতের নাসায় মকরন্দবায়ু প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমোদিত গৌড়ীয় শুদ্ধব্রাহ্মণ-সমাজ ঐকান্তিক চৈতন্যানুগত্যে প্রতিপক্ষের কুদর্শন ও বৈষ্ণবশিষ্টাচারোল্লঙ্ঘন আরব সমুদ্রের অপর তটবিশেষে বিদ্বেষীর অকৃতকর্ণধার তরীকে তটস্থ করাইবে। 'অল্প-বিদ্যা-ভয়ঙ্করী', 'শফরী ফর্ফরায়তে'— ন্যায়াবলম্বনে প্রান্তীয়েরা যতই অনভিজ্ঞ সমাজের নিকট তারস্বরে শাস্ত্রের কদর্থ প্রচার করুন না কেন, তাহাদিগকে যে ঘটকুটিপ্রভাত ন্যায়ানুসারে কামাদি ষড়রিপুর অকৃত্রিম-সেবক অধোক্ষজ-সেবা হইতে চিরবঞ্চিত করাইতেছে, তাহা আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা দেবী তাহাদিগকে বুঝিতে দিতেছেন না। কিন্তু আধ্যক্ষিক বিচার নিরাসকল্পে ভাগবতসম্প্রদায় জগতের বিদ্বৎসমাজের সাহায্যে দেশবিশেষ-প্রচলিত কুসংস্কার-সমূহ জ্ঞানের বিকাররূপে প্রদর্শন করাইবে।

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"

এই শ্লোকের কদর্থ হইতে প্রতিপক্ষিগণ সৎপথে আনয়ন করিয়া অহৈতুকী অপ্রতিহতা অধোক্ষজ-সেবারূপা দয়ার অধিকারী করাইবে। অধিকারী ইন্দ্রেশ্বর বাবুর স্বকপোল-কল্পিত মত ও চেষ্টাদ্বারা কখনও শাক্তের মতবাদ ঐকান্তিক বৈষ্ণবধর্মের কোনও ক্ষতি করিতে পারে না। যেরূপ যে প্রকার হিমালয় সঞ্চালনে শক্তি নাই, আধ্যক্ষিক বৌদ্ধ চার্ব্বাক, লোকায়তিক, কাণাদ, পাতঞ্জল, গৌতমীয়, জৈমিনীয় তথা হেগেল, কাণ্ট, ব্যাসপুটিন প্রভৃতি সমস্ত অসংখ্য উদ্ভূত ও ভাবি অপরাবিদ্যাভিমানী অনূচানমানিগণের সমবেত শক্তিও তদ্রূপ কোন কালান্তরে বা স্থল মধ্যে উপনীত হইতে শক্তিবিশিষ্ট হইতে পারিবে না। তবু বলেন,—কামাদি ষড়্রিপুর সেবা করিয়া আমি আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া যে নির্লজ্জের ন্যায় ভাগবতসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কুযুক্তিজাল বিস্তার করিয়াছি, তাদৃশ অনুষ্ঠান আমার পক্ষে নিতান্ত লজ্জাজনক এবং ঐ মনিবগুলির ভৃতকস্বত্বে অভৃতক, অদেবল, দক্ষিণাপথাবলম্বী বামাচরণ-গণের কুমত পরিপোষণ-কল্পে আমি যে শুল্কলাভ করিয়াছি, তাহা আমার মজুরীর পরার্দ্ধাংশের এক অংশও বিনিময়ে প্রদান করিতে সমর্থ হয় নাই; এই জন্য আমি অদ্য কার্ষ্ণ-গণের অমন্দোদয় দয়ার প্রার্থী হইব। কুক্ষেত্ররা মায়া আর আমাকে নির্লজ্জ করাইতে পারিবে না। 'আমি বৈষ্ণবের চরণে ও শ্রীমদ্ভাগবতের আনুগত্যে অবস্থান করিয়া ভগবানেরই ভজন করিব, ভগবৎসৃষ্ট বর্ত্তমান কালে ভগবদ্-বিমুখ অবৈষ্ণবমন্যমান, অনূচানমানিগণকে তাহাদিগের

সুপ্তা নিত্যা ভক্তিকে জাগরণ করাইয়া ইহকালে ও জীবিতোত্তরকালের মঙ্গল বিধান করাইব। অনূচানমানি-গণের (pedants) ভক্তিবিদ্বেষ ও অনাত্মধর্ম্মের তাণ্ডব নৃত্য পরাবিদ্যাপীঠের উজ্জ্বল আলোকে অমানিশার সঙ্কবঙ্গের অভিনয় সমূহ যেরূপ দূরে পলায়ন করে সেইরূপ গৌণ-ভাবেই বিক্ষিপ্ত হইবে।

আপনি পি এইচ ডি বাবুর, সত্যেন্দ্র বাবুর, বৈরাগি-বজমোহনের ও প্রতিবাতুল উং-সম্প্রদায়ের নায়কগণের কথায় লমপথে চলিতেছেন ও জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত করিয়া উহাকেই ভক্তিবাদ বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন, এবং আপনার দলে সংখ্যাতীত Vox populi আছে জানিয়া শ্রুতির ও শ্রৌতপথের মর্য্যাদা করিতে যে দুঃসাহসিকতা করিতেছেন, তাহা অচিরেই পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। অবশ্য সত্যের বিরুদ্ধে যে সকল বাচালতা ও বিতণ্ডা আছে, তাহা আশ্রয় করার জন্য আপনার গ্রাম্য-বার্ত্তাবহ বহির্ম্মুখ অভক্তকুলে অর্থাৎ মিশ্র ও বিদ্ধভক্তকবাখ্য কুলে ও মায়াবাদী বৌদ্ধ-সঙ্ঘে লোকায়তিক প্রভৃতি যথেচ্ছা-চারী অশ্রৌতকুলে আদৃত হইতে পারে এবং আপনি তজ্জন্য কিছু প্রাকৃত অর্থেও লাভবান হইতে পারেন সত্য এবং তদ্বিষয়ে আমাদিগের বৈষ্ণববিদ্বেষীকে গৌণভাবে সাহায্য করা হইবে বলিয়া যে অপবাদ সম্ভাবিত হইতেছে, তাহা আচার্য্য-সেবার উদ্দেশে বিপরীতপক্ষকে গৌণভাবে উৎকোচ প্রদান মাত্র তজ্জন্য শুদ্ধভক্ত সম্প্রদায় আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু, শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীনরোত্তম শ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীসচ্চিদা-নন্দ ভক্তিবিনোদ প্রভু যে অমল সনাতন শ্রৌতধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহা শাক্তেয় মতবাদের অনুকূল নহে, তাহা মায়াবাদের অনুকূল নহে, তাহা আধাধোচে গৌড়ীয় মিছা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনুকূল নহে, উহা স্বাতন্ত্র্য সম্প্রদায়ের যমসদৃশ ও ভক্তাসার সুদর্শনসদৃশ। শ্রীসুদর্শন, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, শ্রীদ্রবিড় ন্যায়প্রচারক শঠকোপদাস, খৃষ্টপূর্ব্ব কালোদ্ভূত দেবেশ্বরতনয় শ্রীসর্ব্বজ্ঞ আদি বিষ্ণুস্বামী, মধ্যযুগীয় শ্রীরাজগোপাল দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিয়মানন্দ স্বামী, শ্রীনিবাসাচার্য্য স্বামী, শ্রীরামানুজ স্বামী, শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ-তীর্থাচার্য্য, শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থানুগপর্য্যায়, শ্রীবাড়োপাধ্যায়-তনয় শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীলোকনাথতনয় শ্রীনরোত্তম, শ্রীচৈতন্যতনয় পরমহংস শ্রীজগন্নাথ প্রমুখ ভগবদ্ বিষ্ণুপাদ সমূহ যে মহাজন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই মহাজন পথের প্রতিকূল সম্প্রদায় শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীপাদ কুমারিল্ল, শ্রীপাদ শবরস্বামী, শ্রীপাদ প্রশস্তপাদাচার্য্য, শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী, অপ্যয়দীক্ষিত, সংক্ষেপ-শারীরক-রচক-মধুসূদন-রামানন্দ-সরস্বতী-পূজিত-চরণ শ্রীসর্ব্বজ্ঞাত্ম মুনি, শ্রীপাদ বিদ্যারণ্য, আগমবাগীশ শাক্তেয়ানন্দ কৃষ্ণানন্দ, রঘুনন্দন, কমলাকর প্রভৃতি অসংখ্য শ্রৌত-সিদ্ধান্ত-বিরোধী কর্ম্মিশ্র কর্ম্মিজ্ঞানী ও মিশ্র মিছা ভক্ত-সম্প্রদায় একান্তিক বৈষ্ণবা-চার্য্যগণের দ্বারা নিগৃহীত ও বিধ্বংসিত হইয়া জগতে প্রতিপক্ষের নায়করূপে সম্মানিত হইয়াছেন। সেইপ্রকার পুলিস কমিশনরের অধিকারী বাবু, বৈষ্ণববিরোধী স্মার্ত্তদিগ জাতিগোস্বামিগণ, মহামহোপাধ্যায় তালপড়ির তর্কবাগীশ ও ভাটপাড়ার তর্করত্ন মহাশয়-প্রমুখ ব্যক্তি এই সুযোগে ভক্তিশাস্ত্রের বিদ্বেষ করিবার সুযোগলাভ এবং আপনি খবরের কাগজের বহু গ্রাহকলাভ প্রভৃতি গৌণ উদ্দেশ্য সফল করিবার সুযোগ পাইবেন। আপনাদিগকে গৌণভাবে সুযোগ দিবার জন্য শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্যের অনভিপ্রেত আপনাদের প্রতি সৎপথে আনয়নের অকৃত্রিম দয়া-চেষ্টা প্রকাশানন্দ সার্ব্বভৌমাদির প্রতি শ্রীগৌরসুন্দরের দয়ারূপ নজীর আমাদিগের কৃতাপরাধের অবশ্যই উপশম করিবে।

আপনার লিখিত প্রবন্ধের একবিন্দুও সত্যের সহিত মিল নাই, তাহা আংশিকভাবে প্রদর্শন করিতে হইলেও আমাদিগের প্রত্যেক বারে অন্ততঃ চই তিন কলম প্রবন্ধ দুই বৎসর কাল প্রকাশ করিতে হইবে। যেহেতু আপনারা তমিরাচ্ছন্ন বিচারের পক্ষায় বিশেষতঃ শ্রৌতশাস্ত্রে অনধিকারী আপনাদিগের ভবিচারে আমাদিগের বহু কথা কালাতি-পাত করিতে হয়, ইহা শ্রোতৃবর্গমাত্রেই অবগত আছেন। আপনাদের অসত্যকথার প্রতিবাদস্বরূপ কতিপয় প্রবন্ধ যখন আপনাদের কাগজে প্রচার করিবার জন্য কোনও শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন সেইগুলি আপনার প্রাণবাহিনীতে প্রচার করিবার সৎসাহস দেখাইলে তজ্জন্য পুন-রায় কতকগুলি অসত্য কথা প্রচার করিয়া স্বীয় শাস্ত্র-বৈমুখ্য প্রকাশ করিতেন না। উদাহরণ-স্বরূপ বলিতে পারি যে, বাঘনাপাড়ায় যজ্ঞেশ্বর গোস্বামীর শিষ্য বিদ্ধ-মতাবলম্বী বিপিনবিহারী গোস্বামী 'সৎক্রিয়াসার-

দীপিকা'-নাম্নী পুস্তিকার প্রচারকালে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের পরামর্শ-সভায় আহূত হন নাই। গ্রন্থ প্রচারের ৫।৭ বৎসর পরে তিনিও তাদৃশ একখানি গ্রন্থ আছে, জানিতে পারেন। উক্ত গোস্বামীর মহামহোপাধ্যায় প্রমুখ যে সকল কল্পিত কথা হৃষীকেশ পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্র বাবুর নিকট বলেন, তাহা সম্পূর্ণ কল্পনাময়ী। ঠাকুর মহাশয় সংগৃহীত 'সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা'-গ্রন্থ কল্পনাপ্রিয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণববিদ্বেষমূলে জাল পুঁথি নহে। উহাই শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি-গুম্ফিত গ্রন্থ এবং সংস্কার-দীপিকা ঐ গ্রন্থের পরিশিষ্ট তৎসন্দর্ভ শ্রীগোপীনাথ পূজারীর সঙ্কলিত। আপনার নগ্নমাতৃকন্যায়াবলম্বনপ্রথা ঘট্টকুটিপ্রভাত ন্যায়েও অপ্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং ভবিষ্যতে সভ্য সমাজের রীতি অনুসারে পরপক্ষকে সম্মানসূচক শব্দে অভিহিত করিবেন, নতুবা বিদ্বৎসমাজ আপনাকে সভা হইতে মর্য্যাদালঙ্ঘন জন্য অপসারিত করিবেন। শ্রীমন্মধ্বের প্রাচীন সাহিত্যে ও আচার্য্য শঙ্করের অনুগত সম্প্রদায়ের পরস্পর বাক্যাবলীতে যে সকল সাধারণ সভাজনানুমোদিত ব্যবহার অতিক্রান্ত হইয়াছে, তাদৃশ ব্যবহার খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্যের বিরুদ্ধে কখনই প্রযুক্ত হইতে পারে না। মুসলমানদিগের মধ্যে ও পাশ্চাত্য দেশে এক হস্ত দ্বারা সম্মান-বিধি প্রচলিত আছে, তাই বলিয়া তাঁহারা হস্তযুগদ্বারা ভারতীয় অভিবাদন-বিধির পথা পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে পাশ্চাত্য বিধি প্রচলন করিবার ব্যবস্থা দিতে পারেন না। সাধারণ অবৈষ্ণব হিন্দুশাস্ত্রেও গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাক বৈষ্ণবের প্রতি অসম্মানসূচক নিজ বিধি চালাইতে গেলে ধর্ম্মাধিকরণে দণ্ডার্হ কিনা, সে বিষয়ে আর কিছুদিনের মধ্যে মীমাংসা হইয়া যাইবে। যদি হজরত মহম্মদকে "পূর্ব্বধর্ম্মীজ্ঞানে অগ্নি উপাসক" বলিয়া তৎকৃত ধর্ম্মপ্রচারের পরবর্ত্তিকালেও "অগ্নি-উপাসক" রূপে নির্দ্দেশ করা হয়, তাহা হইলে হজরতের অনুগত সম্প্রদায় তাহাতে আপত্তি অবশ্যই করেন, প্রাকৃত সাহজিক বিষয়ে অবস্থিত থাকিয়া এই সামান্য ন্যায়টুকু আপনি বুঝিতে পারেন না। ইতিহাস-বর্ণনায় বিপিন বিহারী গোস্বামীকে 'চট্টোপাধ্যায়' বলা যাইতে পারে, পরন্তু রাজবল্লভ গোস্বামীর বংশজাত, সুতরাং তিনি কুলধর্ম্মে মন্ত্রাচার্য্য গোস্বামী নহেন,—ইহা বলিতে পারেন না। উক্ত গোস্বামীর অনুগত সম্প্রদায় তাঁহাকে তাঁহার বাল্যকালের নবরসিক উপ সম্প্রদায়ের অনুগত অভিধানে চিরদিন অভিহিত করিতে পারেন না। তিনি বর্দ্ধমানের উকিল বেলুন নিবাসী পরলোকগত রাখালদাস সরকারের বাসায় থাকা-কালে ও কাল্‌নায় শ্রীভগবান্ দাস বাবাজীর আনুগত্যে অবস্থান কালে তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রবেশাধিকার হইয়াছিল, তৎকালে তাঁহাকে উপসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া এবং তাদৃশ উপসম্প্রদায়ের অধীন শ্রীযুত অবলাকান্তের—গুরু এরূপ বলিলে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় আপনাকে ছাড়িয়া দিবেন না। সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয়কে 'মহামহোপাধ্যায়' নহেন, 'পি এইচ্ ডি' নহেন, 'গোস্বামী' উপাধিধারী নহেন, বলিয়া ভাগবতবাবু বলিলে তিনি সন্তুষ্ট হন না। রামানন্দী অর্থাৎ উহা তাঁহাদিগের নিকট প্রীতিপ্রদ হয় না। রামাৎ বৈষ্ণবগণ বিভিন্ন বর্ণ হইতে উদ্ভূত হইয়া রাম মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ায় বশিষ্ঠ গোত্রীয় ঋষিতনয়গণ ব্রাহ্মণ নহেন, তাঁহারা উর্দ্ধ্বশাতনয় ও বিভিন্ন বর্ণ—আপনাদিগের এই জাতীয় বিচার কলুটোলার মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেই ভাল হইত। কিন্তু যখন হিতবাদী নাম দিয়া কলুটোলার বাহিরেও অন্যত্র ঐ কাগজ প্রচারিত হইতেছে, তখন একটু সাবধানে স্ব স্ব অব্বাচীনতা প্রকাশ করা সুজন ও বিদ্বন্মণ্ডলীর অনুমোদিত নহে কি?

জাতি বৈষ্ণবের সহিত মতভেদ প্রদর্শন করিবার ছলনায় কতিপয় গল্প রচনা ধর্ম্মাধিকরণের বিচার্য্য বিষয় হয়,—একথা আপনি এখন বুঝিতে না পারিলেও বুঝিবার সময়ের বোধ হয়, বে বিলম্ব নাই। আপনার কতকগুলি অনভিজ্ঞতা প্রসূত লেখনী শ্রীগৌরগোবিন্দ অধিকারী মহাশয়ের সঙ্কলিত "প্রতীপ প্রিয়নাথের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর" প্রবন্ধে প্রোদ্ভাসিত আছে। উহা পাঠ করিলেই আপনার বল বুদ্ধি ভরসারূপ গৃহিবাউলদিগের বিচার-প্রণালীর অকর্ম্মণ্যতা বুঝিতে পারিতেন। ঐ গ্রন্থ বাংলা ভাষায় লিখিত আছে, সুতরাং সত্যেন্দ্র বাবু ও শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট পরামর্শ লইতে হইবে না। আপনার পল্লবগ্রাহিতা ও খর্ব্বদৃষ্টি চিকিৎসা দ্বারা কতকটা সংশোধিত হইতে পারে। 'গৌড়ীয় কণ্ঠহার' নামক গ্রন্থে ধৃত শ্রীযামুন বাক্যই আপনার পক্ষে ওকালতি করিয়া স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিবে—"তত্রাপ্যজ্ঞানমেব অপরাধ্যাত, ন পুনরায়ুষ্মতো দোষঃ"।

আপনারা আনখকেশ ভক্তিবিদ্বেষী, অথচ ভক্তিগ্রন্থ ছাপিয়া তাহার লাভাদি গ্রহণ করেন। ভগবান্ যাহাদিগের নিকট ভোগের বস্তু, তাহারা মহাপ্রভুর দ্বারা, শ্রুতিশাস্ত্রের দ্বারা দেবলের বৃত্তিক্রমে নিজের প্রাপঞ্চিক দেহকেই পুষ্ট করিয়া থাকেন। গৌরসুন্দরের আশ্রিত জনগণ এই প্রকার পাপাচরণ করেন না বা অপরাধ আবাহন করেন না।

শ্রীপ্রিয়নাথ দেবশর্ম্মা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব ।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল ॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৭ই শ্রাবণ ১৩৩৪, ২৩শে জুলাই ১৯১৭	৪৮শ সংখ্যা

সারকথা

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য

না জানিয়া সেবকে সেবক কথা কয় ।
তাহাতেও ঈশ্বরের মহাপ্রীত হয় ॥
সর্ব্বকাল ভৃত্যসঙ্গে প্রভু ক্রীড়া করে ।
সেবকের নিমিত্তে আপনে অবতরে ॥
যে মতে সেবকে ভজে কৃষ্ণের চরণে ।
কৃষ্ণ সেই মত দাসে ভজেন আপনে ॥
এই তান স্বভাব শ্রীভক্ত-বৎসল ।
(চৈঃ ভাঃ অ ৩।৭১-৭৪)

প্রিয়ভক্ত দেখি প্রভু পরম হরিষে ।
স্তুতি করি নৃত্য করে মহা প্রেম রসে ॥
বাহু তুলি বলিতে লাগিলা হরি হরি ।
দেখিলাম নয়নে পরমানন্দপুরী ॥
আজি ধন্য লোচন সফল ধন্য জন্ম ।
সফল আমার আজি হৈল সর্ব্ব ধর্ম্ম ॥
প্রভু বলে আজি মোর সফল সন্ন্যাস ।
আজি মাধবেন্দ্র মোরে হইলা প্রকাশ ॥
এত বলি প্রিয়ভক্ত লই প্রভু কোলে ।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ জলে ॥
(চৈঃ ভাঃ অ ৩।১৬৯-১৭৩)

প্রভু বলে আমি যে আছি পৃথিবীতে ।
নিশ্চয় জানিহ পুরী গোসাঞির প্রীতে ॥
পুরী গোসাঞির আমি নাহিক অন্যথা ।
পুরী বেচিলেও আমি বিকাই সর্ব্বথা ॥
সকৃৎ যে দেখে পুরী গোসাঞিরে মাত্র ।
সেহ হইবেক শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-পাত্র ॥

ভক্ত রক্ষা লাগি প্রভু করে অবতার ।
নিরবধি ভক্তসঙ্গে করেন বিহার ॥
অকর্ত্তব্য করে নিজ সেবক রাখিতে ।
তার সাক্ষী বালী-বধে সুগ্রীব-নিমিত্তে ॥
সেবকের দাস্য প্রভু করে নিজানন্দে ।
অজয় চৈতন্য-সিংহ জিনে ভক্তবৃন্দে ॥
(চৈঃ ভাঃ অ ৩।২৫৫-২৫৭, ২৬০-২৬২)

যে মুখে করিলা তুমি বৈষ্ণব-নিন্দন ।
সেই মুখে কর তুমি বৈষ্ণব-বন্দন ॥
সবা হৈতে ভক্তের মহিমা বাড়াইয়া ।
সংগীত কবিত্ব ভক্তি মত কর গিয়া ॥
কৃষ্ণ-যশ-পরানন্দ-অমৃতে তোমার ।
নিন্দা-বিষ যত সব করিব সংহার ॥
এই সত্য কহি তোমা সবারে কেবল ।
না জানিয়া নিন্দা যেবা করিল সকল ॥
আর যদি নিন্দ্য কর্ম্ম কভু না আচরে ।
নিরন্তর বিষ্ণু বৈষ্ণবের স্তুতি করে ॥
এ সকল পাপ ঘুচে এই যে উপায় ।
কোটি প্রায়শ্চিত্তেও অন্যথা নাহি যায় ॥
চল দ্বিজ কর গিয়া ভক্তের বর্ণন ।
তবে সে তোমার সব পাপ-বিমোচন ॥
নিন্দা পাতকের এই প্রায়শ্চিত্ত সার ।
কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর অবতার ॥
এই আজ্ঞা যে না মানে নিন্দে সাধুজন ।
দুঃখ-সিন্ধু-মাঝে ভাসে সেই পাপিগণ ॥
(চৈঃ ভাঃ অ ৩।৪৫৩-৪৫৯, ৪৬১, ৪৬১)

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

[স্থান—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কাল—শ্রীজগন্নাথ দেবের পুনর্যাত্রা, ২৪শে আষাঢ়, ৯ই জুলাই শনিবার অপরাহ্ণ, শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিগ্রহের অধিষ্ঠানবাসর।]

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥"

ইহজগতের কথা অথবা যে সকল কথা আমরা সচরাচর শুন্‌তে পাই, সে সকল কথা শুন্‌বার পর কর্ণ-ইন্দ্রিয় ব্যতীত অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা সে সকল কথা 'সত্য' কিনা, আমরা বিচার ক'রে থাকি। কিন্তু আমার শ্রীগুরুদেব আমাকে যে সকল কথা বলেন, শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যতীত অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই সকল কথা বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা আমার নাই। বিষয়টী ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অতীত বলে সেরূপ চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। যেমন ছয় হস্ত পরিমিত রজ্জুতে নাসাবদ্ধ বলী-বর্দ্দের শতসহস্র-যোজন দূরে অবস্থিত তৃণাঙ্কুর লভ্য হয় না, সেইরূপ আমার ন্যায় বামনেরও চন্দ্রস্পর্শ করার চেষ্টা নিষ্ফল। যে বস্তু আমি গ্রহণ ক'র্‌তে পারি না, সে বস্তু বিষয়ে যদি কোন কথা হয়, বর্ত্তমান অযোগ্যতার জন্য আমার সে স্থান পর্য্যন্ত যাবার অধিকার হয় না। যদি সেই বস্তু অন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হ'ত, তবে আমার পক্ষে তদ্বিষয়েই যত্ন করা প্রয়োজনীয় ছিল। ঐ প্রকার অনর্থক চেষ্টা দ্বারা সময় নষ্ট করা অন্যায়। তর্কপন্থা অবলম্বন ক'রে সে বিষয়ের কোনও সন্ধান ক'র্‌তে পা'র্‌বো না। তবে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত যে সকল কথা আমার গুরুদেবের মুখ হইতে কাণ দিয়ে শুনে থাকি, সে সকল কথা আমাকে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-দ্বারা জেনে নিতে হ'বে। 'প্রণিপাত' মানে শ্রবণ-বিষয়ে কোনও প্রকারে অমনোযোগী না হওয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে কাণ দিয়ে শুনা। পূর্ব্বে যে বিষয় আমার ইন্দ্রিয় দ্বারা বোধগম্য ছিল না, সে বিষয়টী আমি কর্ণ ইন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে গ্রহণ ক'র্‌তে পারি না। যে বিষয়টী গুরুপাদপদ্ম হ'তে শ্রবণ ক'রেছি, তাহা শ্রবণ-ব্যতীত অন্য উপায় দ্বারা জানা সম্ভব হয় না। প্রণিপাত-ব্যতীত অন্য উপায়ে জান্‌বার উপায় নাই। যে শব্দ আমার গুরুপাদপদ্মে পৌঁছিতে পারে, এমন শব্দ দ্বারা যে আমার বিজ্ঞাপ্যবিষয়, তাহাই—'পরিপ্রশ্ন'। যখন আমি প্রশ্ন করি, তখন আমার এরূপ অন্তর্নিহিত দুর্ব্বুদ্ধি থাকা উচিত নয় যে, আমি আমার প্রশ্নের উত্তর শুন্‌বে প্রস্তুত হ'ব না। সন্দেহবাদী (sceptic) হ'য়ে যে প্রশ্নের চেষ্টা, তাহা 'পরিপ্রশ্ন' নয়। যাবতীয় বস্তুর মীমাংসক-সূত্রে আমার যে অহঙ্কার, সেই অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হ'য়ে কেবল যে প্রশ্নের ছলনা, তাহাও 'পরিপ্রশ্ন' নয়। আর কেবল শ্রবণ কার্য্যটীই অবলম্বন করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ ক'রে যদি প্রশ্ন করি, তা' হ'লেও তাহাকে (আমার প্রশ্নের প্রাপ্তসিদ্ধান্ত) আপত্তিজনক জ্ঞানে আমার হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ যে প্রশ্নের সঞ্চার করাবে, সেইটীও 'পরিপ্রশ্ন' নয়।

পরজগৎ সম্বন্ধে যে সকল কথা সাধারণ তার্কিক সম্প্রদায় বলেন, সেই সকল অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি চালিত বাগ্‌বৈখরী বা শব্দাড়ম্বর মাত্র। শব্দবৃত্তি ত্রিবিধ—(১) রূঢ়ি, (২) যৌগিকী ও (৩) যোগরূঢ়ি। রূঢ়িবৃত্তি স্বতঃপ্রকাশিত, যেমন উচ্চকণ্ঠে ভর্ৎসনামুখে প্রযুক্ত শব্দের বৃত্তি; তাহা গরুতেও বোঝে, মানুষেও বোঝে, ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও বোঝে, ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিও বোঝে। নিরুক্ত শাস্ত্রে যেরূপ বলা হইয়াছে, তাহাই যৌগিকী-বৃত্তির নির্দ্দেশক। রূঢ়ি ও যৌগিকী-বৃত্তি যেখানে সংশ্লিষ্ট, সেখানে যোগরূঢ়িবৃত্তির কার্য্য। আমার অজ্ঞতা যে স্বতঃপ্রকাশিকা শব্দবৃত্তিতে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে, সেইস্থানে আমি অজ্ঞরূঢ়ি বৃত্তিদ্বারা পরিচালিত। আবার আত্মার স্বতঃপ্রকাশিত অনুভূতি বা বিদ্বদনুভব যে স্থানে শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ প্রকাশিত করিতেছে, সেস্থানে বিদ্বদ্‌-রূঢ়ির কার্য্য।

একটী সন্তান প্রসূত হ'লে আপনা থেকে জান্‌তে পারে, 'আমি খাব কি'? গোবৎসকে মাতৃদুগ্ধপানের কথা শিখাইয়া দিতে হয় না—কোন যৌগিক উপায় দ্বারা শিখাইয়া দিতে হয় না। ইহজগতে শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট যে বস্তু, সেই বস্তুর সহিত শব্দের ভেদ আছে, অর্থাৎ শব্দের সহিত শব্দিত বস্তুর মধ্যে ব্যবধান আছে। যেমন, 'ঝাউগাছ'—এই শব্দটী বলিবামাত্র ওষ্ঠ স্পন্দিত হ'য়ে সেই শব্দটী ভূতাকাশে প্রতিধ্বনিত এবং তৎপরে কর্ণে প্রবিষ্ট হইল; কিন্তু শব্দটী বস্তুর দ্যোতক মাত্র।

বেদান্তবিস্মৃত পরতত্ত্ব জ্ঞেয়বস্তুকে জানেন, প্রাকৃত-রসনা না থাকিলেও তিনি কীর্ত্তন করিতে পারেন, প্রাকৃত চক্ষু না থাকিলেও তিনি নিখিল বস্তু দর্শন করেন। আমাদের জ্ঞান তাঁহাকে জ্ঞেয় বস্তুরূপে জেনে নিতে পারে না। আমাদের কর্ণ তাঁহার কথা শ্রবণ ক'র্‌তে পারে না। যখন এই সকল কথা আমি গুরুপাদপদ্ম হইতে শুনিতে পাই, তখনই আমার পরিপ্রশ্নের উদয় হয়।

যে বস্তুতে অক্ষজরুচির কার্য্য নাই, এমন বিষয় যখন ভগবান্, তখন সাধারণ শব্দ দ্বারা উদ্দিষ্ট বস্তুর সহিত ভগবদ্‌বস্তু নিশ্চয়ই পার্থক্য-লাভ ক'রেছে। এখানে নিরুক্তি বিচার-নিপুণ বল্‌লেন, যাহা শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয়-দ্বারা জানা গেল না, তাহা কেবল 'শব্দ' মাত্র। কারণ জগতের আভিধানিক শব্দ দ্বারা যে ভাব বা বস্তু নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই ভাব বা বস্তু দ্বারা শব্দ সমর্থিত হইয়া থাকে।

এখানে ঐরূপ বিচারের সহিত পার্থক্য আছে—এখানে শব্দই বস্তু। শব্দটী যদি ব্রহ্ম অর্থাৎ বৃহৎ হয়—খণ্ডিত না হয়, তা' হ'লে শব্দ ও শব্দোদ্দিষ্ট বস্তুর মধ্যে ভেদ নাই। ইহজগতের শব্দ দ্বারা উদ্দিষ্ট বা সংজ্ঞিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তুর মধ্যে পরস্পর ভেদ আছে। যে শব্দ কৃষ্ণ ব্রহ্মার হৃদ্দেশে প্রতিধ্বনিত ক'রেছিলেন এবং যে শব্দ শ্রবণ ক'রে, সেই শব্দের অনুকীর্ত্তন বা গানের দ্বারা ত্রাণলাভ করা যায়, সেই শব্দটাই আমি গুরুমুখ হ'তে শ্রবণ ক'রেছি। সেই শ্রবণটার বিষয়ে পরিপ্রশ্ন মাত্র ক'রতে হ'বে। তদ্বিষয়ে আর কিছু অধিক ক'র্‌বার সামর্থ্য আমার নাই। প্রণিপাত-ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে সেই শ্রুতবিষয়ের অভিজ্ঞানলাভ হয় না। শ্রবণ অর্থাৎ সেবাপ্রবৃত্তি ব্যতীত সেই বস্তুর অভিজ্ঞান কোন দিনই হ'তে পারে না। প্রণিপাত দ্বারাই শ্রবণাধিকার লাভ হয়—শ্রদ্ধাবৃত্তি দ্বারাই শ্রবণে অধিকার। তর্কের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বস্তু অপসারিত ক'রবার দুর্ব্বুদ্ধি তখনই আমাদের হয়, যখন আমরা মনে করি, তর্কের দ্বারা আমরা বস্তুর অধিষ্ঠানকে নাড়াচাড়া ক'রতে পা'রবো। গুণজাত খণ্ডিত বস্তুতে এরূপ বিচার প্রযুক্ত হ'লেও নির্গুণ অদ্বয়তত্ত্বে এরূপ বিচার প্রযুক্ত হ'তে পারে না। শ্রবণ করা ব্যতীত অদ্বয়জ্ঞান বস্তু সম্বন্ধে অন্য কোন প্রকার চেষ্টা ক'রতে হবে না। অদ্বয়জ্ঞান-বস্তু যখন স্বয়ং এসে যাবেন, তখনই অদ্বয়জ্ঞানের সেবা ক'র্‌তে হবে। কেবল আমার পরিপ্রশ্ন করবার অধিকার মাত্র আছে,—"কি ক'রে অদ্বয়জ্ঞান সিদ্ধ হয়?" যেখানে সত্ত্বের সহিত রজস্তমোগুণের পার্থক্য স্থাপিত হ'য়েছে, সেখানেই অদ্বয়জ্ঞানের অভাব। অদ্বয়জ্ঞান 'তত্ত্ববস্তু' শব্দে কথিত হয়; সেখানে ভেদজ্ঞান ক'রতে হ'বে না—সেখানে তাঁহাকে পুতুল মনে ক'র্‌তে হ'বে না। অবশ্য শব্দ এবং শব্দিত বস্তু সেখানে অভিন্ন, সেই শব্দের কথাই হ'চ্ছে। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের উপর নির্ভর ক'রে আমরা যে যোগ্যতা অর্জ্জন করি, তাহা নানা প্রকার তর্কের দ্বারা প্রতিহত। অতর্ক্য অদ্বয়জ্ঞানকে তর্কদ্বারা প্রতিহত করার আবশ্যক হয় না। মনোধর্ম্মোত্থ বিচার সঙ্কল্প ও বিকল্পধর্ম্মযুক্ত। ইহাতে দু'টী পক্ষ আছে। কিন্তু সত্যসঙ্কল্প অদ্বয়জ্ঞানে দ্বিতীয়বস্তুই (বিকল্প) না থাকায় তর্করূপ সঙ্কল্প-বিকল্প নামক দ্বিতীয় বস্তুর কোন অধিষ্ঠানই নাই। যে বস্তু অতর্ক্য বস্তু, যেখানে তর্কের সম্ভাবনা নাই, সে বস্তু সম্বন্ধে বা সেখানে 'গ্রহণ ক'রবো কি না ক'র্‌বো'—এইরূপ 'সঙ্কল্প-বিকল্প' না ক'রে তত্ত্ববস্তুর সেবা করাই আবশ্যক—পূজ্যবস্তুকে পূজা করাই কর্ত্তব্য। অদ্বয়জ্ঞানে বৈকুণ্ঠ শব্দগুলি তর্কদ্বারা বিচারযোগ্য নহে। শ্রুতি বলেন, "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরু-মেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" অবিক্ষেপের সহিত সাতত্যই নিষ্ঠা। যাহার বৃহদ্বস্তুতে এইরূপ সাতত্য হইয়াছে, তিনিই 'ব্রহ্মনিষ্ঠ'। ব্রহ্মনিষ্ঠ বস্তুকে তর্কান্তর্গত করা যায় না। যিনি শ্রৌতপন্থায় পারঙ্গত, তিনিই 'শ্রোত্রীয়'। শ্রোত্রীয় পুরুষের আত্মবৃত্তিতে নিত্য সেবন-ধর্ম্ম সমুদিত থাকায়, তিনি তর্কের সেবা করেন না। কিন্তু তিনি যে দুর্ব্বিচারক বা অবিচারক, তাহাও নহে। তিনি বলেন, অতর্ক্য বা বিচারাতীত বস্তু তর্ক্য বা বিচারা-ধীন নহে। 'বৈকুণ্ঠ' মায়িক বস্তুর ন্যায় ভোগ্যবস্তু নহে। যাঁহার নিকট হ'তে আমরা শ্রৌতপন্থা শিক্ষা ক'র্‌বো তিনি কে? শ্রুতি বলেন, তিনি 'সৎ'—তিনি স্বরূপে অবস্থিত।

শ্রৌতবাক্য শুন্‌বার পর আমাদের যাবতীয় মেপে নেওয়ার ধর্ম্ম থেমে যায়। শ্রুতির বাণী সেবা ক'রবার পর যাবতীয় শ্রুতিবিরোধী অনুমান-প্রত্যক্ষ থেমে যায়। গুরু-পাদপদ্ম হইতে যে শব্দব্রহ্ম আমাদের শ্রুতিগোচর হয়, যদি অক্ষজরুচিবৃত্তিদ্বারা তাহা গ্রহণ করি, তাহা হইলে শব্দ-ব্রহ্ম বা বৃহদ্বস্তুতে খণ্ডত্ব আরোপ করার দরুণ শব্দ এবং শব্দিত বস্তুতে ভেদধর্ম্ম আসিয়া উপস্থিত হইবে। কিন্তু অদ্বয়জ্ঞান বস্তুতে

কোন প্রকার ভেদ নাই, কেন না তাহা বস্তুস্বরূপ। বস্তুবস্তুতে খণ্ডিত কথার আরোপ করা মানে, যে কথা নিজে বলছি, সেই কথাই নিজে ফিরিয়ে নেওয়া। 'বৈকুণ্ঠ' শব্দের সহিত শব্দ-শক্তি রূঢ়ির কোন ভেদ নাই। অজ্ঞ বা বিপরীত রূঢ়িতে অজ্ঞতা বা বিপরীত ধর্ম্ম যেমন সংশ্লিষ্ট, বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতেও বিদ্বত্তত্ত্ব তেমনই অবিভাজ্যরূপে সংশ্লিষ্ট।

(ক্রমশঃ)

ভজনের মূল প্রতিবন্ধক কি ?

প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়। সুতরাং মানবের বা বদ্ধজীবের সম্বল যাহা কিছু, তাহা সকলই প্রকৃতি হইতে সঞ্জাত বা প্রকৃতির বিকৃতি। তাই মানবের চিন্তা মানবের বুদ্ধি-অহঙ্কার প্রকৃতি ব্যতীত অন্য কিছু ভাবিতে পারে না। মানব প্রকৃতিকেই শ্রেষ্ঠ বা পূজ্য জ্ঞানে তাহার আরাধনায় নিযুক্ত হইয়া থাকে। কখনও প্রকৃতিকে 'ঈশ্বরী' মনে করিয়া ভুক্তিকামী হয়। প্রকৃতির নিকট ধন, জন, যশঃ কামনা করিয়া থাকে; কখনও বা প্রকৃতিকে জগৎকর্ত্রী-রূপে কল্পনা করিয়া চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বের সংখ্যা করিয়া থাকে, কখনও বা প্রকৃতির বৈচিত্র্যে অতৃপ্ত হইয়া প্রকৃতি-লয়কেই বহুমানন করে। আবার প্রকৃতিজাত-জ্ঞানে বিতাড়িত হইয়া প্রাকৃত-অনুমান-প্রমাণ-বলে অপ্রাকৃত বস্তুতে প্রাকৃতত্ব সন্দেহ করে এবং তৎফলে অপ্রাকৃত-ধারণায় অসমর্থতা-নিবন্ধন অপ্রাকৃত বস্তুকেও প্রকৃতির অন্তর্গত মনে করিয়া 'জগন্মিথ্যা', অপ্রাকৃত-নামরূপ—'অসত্য' বা অচিরস্থায়ী, পরাপ্রকৃতি অর্থাৎ শুদ্ধজীবস্বরূপের নিত্য সত্ত্বার নিত্য অধিষ্ঠান নাই, এইরূপ ভ্রান্ত কল্পনা করিয়া প্রচ্ছন্ন-প্রকৃতি-লয়বাদ বা নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রবাদের আবাহন করিয়া থাকে।

পূর্ব্বমীমাংসা এই অসীম শক্তিশালিনী প্রকৃতির মোহে অবাপ্ত হইয়াই প্রাকৃত কর্ম্মজড়বাদরূপ শৃঙ্খলে প্রাকৃত মানবকে আবদ্ধ করিতেছে, বৈশেষিকের অণু-পরমাণু-বিচার বা গৌতমের ষোড়শপদার্থের আলোচনা, সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব এবং তাঁহারই ঘনিষ্ঠ মিত্র পাতঞ্জল এই প্রকৃতি-সুন্দরীর রূপমোহ দর্শনেই ব্যস্ত।

আবার প্রাকৃত-সহজিয়াকুল "অপ্রাকৃত" কথাটী মুখে বলিয়াও প্রকৃতির প্রভাব হইতে রক্ষা পাইতে পারে নাই। কারণ তাহারা প্রকৃতিজাত মনকে সম্বল করিয়াই অপ্রাকৃত কথা বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে।

শুদ্ধ অপ্রাকৃত নবীনমদনের তোষণ ব্যতীত জগতে যাহা কিছু 'নানা মত নানা পথ', তাহা সমস্তই প্রকৃতিজাত ধারণা বা মনোধর্ম্মের বৈচিত্র্য। অপ্রাকৃত-রাজ্যে যে প্রকার অপ্রাকৃত বস্তুর রস-চমৎকারিতা বিস্তারের জন্য অপ্রাকৃত-বৈচিত্র্য বর্ত্তমান, তদ্রূপ অপ্রাকৃত রাজ্যের হেয় ও বিকৃত-প্রতিফলন-স্বরূপ প্রাকৃত রাজ্যেও এই সকল প্রাকৃত-বৈচিত্র্য বিরাজিত রহিয়াছে। প্রকৃতির অন্তর্গত একাদশেন্দ্রিয় দ্বারা পরিচালিত ও লব্ধজ্ঞান জীব এই সকল প্রকৃতি-বৈচিত্র্যকে 'প্রাকৃত' বলিয়া ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া উহাদিগের প্রাকৃত সামঞ্জস্য বা সমন্বয়বিধানের জন্য 'চিজ্জড়-সমন্বয়-বাদ-রূপ' একটা মতবাদ আশ্রয়পূর্ব্বক 'প্রকৃতিলয়' প্রাপ্ত হইবার আশা পোষণ করে।

প্রকৃতি জীবের ইন্দ্রিয়ের উপর এতদূর প্রভাব-বিস্তারিণী শক্তি-বিশিষ্টা যে, সে অপ্রাকৃত বস্তুকেও 'প্রাকৃত' করিয়া দেখাতে চায়। প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়গ্রামে অপ্রাকৃত বস্তুর ধারণা-যোগ্যতা নাই, একথা প্রাকৃত জীব বুঝিয়াও বুঝে না। শ্রীভগবানের অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ নিত্য শ্রীবিগ্রহ হইতে প্রাকৃত লোকের নিকট ভগবানের বিরাট্ ও ভূমা রূপ অধিক আদরের। শ্রীগীতার একাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া যে বিরাট্ রূপ প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা 'প্রাকৃত'; কিন্তু জগতের প্রাকৃত লোকের ধারণায় তাহাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিজ্ঞাত। স্বভাবকবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতিতে সমাধিস্থ হইবার কথা তাঁহার প্রাকৃত কবিতার মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আধুনিক প্রকৃতিবাদিগণ উক্ত কবিবরকে একজন বড় আস্তিক ও ঈশ্বরপরায়ণ বলিতে ব্যস্ত হইয়াছেন।

পাশ্চাত্য দেশের বহু কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিকগণের উপর এরূপ প্রকৃতির আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়। ফ্রান্সদেশের কমটির মতে মানব পরোপকারপর হইয়া নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম যাজন করিবে। মানবের অন্তঃকরণের বৃত্তির আলোচনা-ক্রমে ঐ বৃত্তির পরিপুষ্টিসাধন করাই 'ধর্ম্ম'।

তাহার পরিপুষ্টিসাধন করিতে হইলে একটী মনঃকল্পিত (প্রাকৃত) বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক একটী শ্রীমূর্ত্তি পূজা করা কর্ত্তব্য। বিষয়টী মিথ্যা হইলেও তাহা দ্বারা প্রবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ হয়। পৃথিবীই তাঁহার মহত্তত্ত্ব (Supreme Fetich) দেশই তাঁহার কার্য্যাধার, (Supreme Medium) মানব প্রকৃতিই তাঁহার প্রধান সত্ত্বা, supreme being। হস্তে একটী শিশু লইয়া একটী স্ত্রীমূর্ত্তি যেন সুপ্রসন্ন দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া আছেন, এইরূপ ভাবে প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং সায়ংকালে তাঁহার পূজা বিধান করিবে। এইরূপ চিন্তাস্রোত যে ঐ Comteতে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে; কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যরহিত হইয়া জননী জন্মভূমির পূজা, স্বদেশহিতৈষিতা প্রভৃতি যাহা কিছু, সমস্তই প্রকৃতি-পূজা।

প্রকৃতিজাত দেহ ও মনের দ্বারা পরিচালিত মানব মাত্রেই এইরূপ চিন্তাপ্রণালীকে নানা ভাবে প্রকাশিত করিয়া তাহাকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া কল্পনা ও প্রচার করে। বেদান্তে প্রকৃতিবাদীকে "স্মার্ত্ত" বলা হইয়াছে। কর্ম্মজড়, স্মার্ত্তবাদ ও প্রকৃতিবাদে কোনও ভেদ নাই।

এই প্রাকৃত চিন্তাস্রোত বা প্রকৃতিজাত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মর্ত্ত্য জ্ঞানই আমাদের ভজনের মূল শত্রু। এই প্রাকৃত-জ্ঞানই ভিন্ন ভিন্ন বৈচিত্র্যে প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে আত্মধর্ম্ম—চিৎপ্রকৃতির স্বভাবজ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিয়া থাকে। তাই অপ্রাকৃত-সহজধর্ম্ম বা শুদ্ধা ভক্তির গ্রাহক কোটীর মধ্যেও একটী পাওয়া দুর্লভ, আর প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্মের গ্রাহক আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই।

এই প্রকৃতি আমাদিগের দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত উপদেশ করিয়া আমাদিগকে 'পুরুষ' বা 'স্ত্রী' বলিয়া ধারণা করায়, তখন আমরা পরাপ্রকৃতি অর্থাৎ গীতোক্ত শুদ্ধ-সনাতন-জীবস্বরূপের নিত্য স্বভাব বা শ্রীল সনাতন প্রভুর শিক্ষোদ্দিষ্ট সনাতন ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইয়া পড়ি। প্রকৃতিই আমাদিগকে আমাদের বিরূপাবস্থা হইতে স্বরূপাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধা প্রদান করে।

প্রকৃতির প্রভাবে পরাভূত হইয়া কখনও আমরা পরা-প্রকৃতি শুদ্ধ জীবস্বরূপের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিতে ধাবিত হই এবং অপ্রাকৃত-প্রকৃতির বৈচিত্র্যকে প্রপঞ্চের অন্যতম বলিয়া কল্পনা করি। তখন আমরা অপরাধময় নির্ব্বিশেষ কেবলাদ্বৈতবাদী হইয়া শুদ্ধাদ্বৈতবাদীর তদীয় সর্ব্বস্ব অদ্বয়জ্ঞান, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর শক্তি-সিদ্ধান্ত, শুদ্ধ-দ্বৈত-বাদীর অপ্রাকৃত বিচার হইতে দূরে সরিয়া পড়ি। সুতরাং অচিন্ত্য ভেদাভেদ-সত্যের অচিন্ত্যত্ব অর্থাৎ অপ্রাকৃতত্ব বা অধোক্ষজত্ব আমাদের উপলব্ধির বিষয় না হওয়ায় আমরা বেদান্তৈক প্রতিপাদ্য সত্যকেও বহু মতবাদের অন্যতম 'বাদ' বলিয়া নিরস্ত হই।

অপরা প্রকৃতিই পরাপ্রকৃতি বা জীবের উপর আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় আনয়ন করিয়া জীবের অপ্রাকৃত জ্ঞানোদয়ের শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং জীবের জড়োন্মুখী রতি উৎপাদন করিয়া জড়ীয় বিভাব-অনুভাব-সাত্ত্বিক-ব্যভিচারী-সামগ্রী চতুষ্টয়ের মিলনে ঐ রতিকে জড়ীয় রসতার অবস্থায় আনয়ন করিয়াছে। আমরা জগৎকে ভগবৎসেবোপকরণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কখনও ফলভোগ কামনা করিয়া অন্যাভিলাষী ও কর্ম্মী হইয়া পড়িতেছি, কখনও বা ফলত্যাগ কামনা করিয়া জগন্মিথ্যাত্ব প্রচারপূর্ব্বক নির্ব্বেদজ্ঞানী প্রভৃতি হইতেছি। সুতরাং প্রকৃতিই আমাদের ভজনের মূল প্রতিবন্ধক। অপ্রাকৃত-বৈষ্ণব ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য গাহিয়াছেন,—

> সংসারে আসিয়া, প্রকৃতি ভজিয়া,
> পুরুষাভিমানে মরি।
> কৃষ্ণ দয়া করি, নিজে অবতরি,
> সংশোধনেন হরি' ॥
> এমন রতনে, বিশেষ যতনে,
> ভজ ভজ অবিরত।
> বিনোদ এখনে, শ্রীকৃষ্ণ চরণে,
> গুণে বাধা সদা নত ॥

প্রকৃতিতে অভিনিবিষ্ট হওয়াতেই আমাদের স্বরূপ-বিস্মৃতি ঘটিয়াছে। পরাপ্রকৃতিপতি শ্রীগৌরসুন্দর জগজ্জীবকে স্বরূপ-বিভ্রান্তি হইতে উদ্ধারার্থ নিজকে অদ্বিতীয়া প্রকৃতির কিঙ্করী জানাইয়া অদ্বিতীয় পুরুষোত্তম শ্রীব্রজরাজকুমারের সেবা শিক্ষা দিয়াছেন। ছোট হরিদাসকে লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবকে জানাইয়াছেন,(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ)—

বৈরাগী হঞা করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥
দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥

শ্রীল সনাতন প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবকে বৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্ত্ব শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন—(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ)

"অপ্রাকৃত দেহ তোমার প্রাকৃত কভু নয়।"

* * *

"ভদ্রাভদ্র জ্ঞান নাহি অপ্রাকৃতে॥

* * *

বৈষ্ণবদেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম-সমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥"

আনুগত্য

সমস্ত কৃষ্ণভজন ব্যাপারটী এক অপ্রাকৃত চিন্ময়-রাজ্যের কথা। প্রাকৃতাভিমানী জীবকর্ত্তৃক ইহা অনুষ্ঠিত হইবার বস্তু নহে। এ সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু গ্রন্থে—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

বলিয়া যে শ্লোকটি দৃষ্ট হয়, তাহার অর্থ অনুধাবন করিলে আমরা জানিতে পারি যে, কৃষ্ণের নাম, গুণ, রূপ ও লীলা সব চিন্ময়, অতএব অপ্রাকৃত। জীবের জড়েন্দ্রিয় এইগুলি-সম্বন্ধে কোনরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। ইহারা স্বপ্রকাশ তত্ত্ব। সেবা-পরায়ণ অধিকারী জীবের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার জিহ্বাদিতে স্বয়ং স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হন মাত্র।

"অপ্রাকৃত নহে কভু প্রাকৃতগোচর" এইবাক্যে শ্রীগৌরসুন্দর পরমার্থলাভ-বিষয়ে জীবের সমস্ত প্রকার প্রাকৃত চেষ্টাকে 'নিরর্থক' বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন'।

শ্রীমদ্ভাগবত হরিভক্তের 'তটস্থ লক্ষণ নির্দ্দেশছলে বলিতেছেন,—

ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ॥

অর্থাৎ যিনি জন্ম বা কর্ম্মের দ্বারা, বর্ণাশ্রম বা জাতির দ্বারা এই চন্ময় কোষের আসক্তি বাহাদুরী করেন না, তিনিই হরির প্রিয়।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, শ্রীহরির কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণও 'অপ্রাকৃত'। তাঁহারা এ জড়জগতে অধিষ্ঠিত বলিয়া আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হইলেও বস্তুতঃ তাঁহারা কোন অপ্রাকৃত রাজ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অপ্রাকৃত কলেবরে কৃষ্ণভজন করেন। কৃষ্ণভজন বিষয়ে জীবের জড়ানুভূতির অহংকার কেবল আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা মাত্র; আর অন্য কিছু নহে।

সাধু ও সাত্বতগণ জীবের স্বাতন্ত্র্যকে সর্ব্বপ্রকারে ধিক্কার প্রদান করতঃ আনুগত্যকেই এই অপ্রাকৃত ভজনলাভের একমাত্র পন্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'আনুগত্য' বলিতে অবশ্য অকিঞ্চন কৃষ্ণানুগতজনগণেরই আনুগত্য বুঝিতে হইবে। এই কৃষ্ণসেবাপরায়ণ জনগণই জীবের উপদেষ্টা বা গুরু। ইঁহাদের আনুগত্যে জীবনযাপন করা ব্যতীত অপ্রাকৃতানুভূতি লাভ করিবার সামর্থ্য জীবের নাই। গুরুকে কৃষ্ণসেবাদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াই 'বস্তুজ্ঞান' লাভ করিতে হইবে। তাই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন,—

তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়া জাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

কিন্তু আনুগত্য ব্যাপারটি আমরা যত সোজা মনে করি বস্তুতঃ ইহা তত সোজা নয়। অনুগত জনের সঙ্গলাভ-ব্যতীত কেবলমাত্র অন্যমনস্কভাবে শাস্ত্র-পাঠ বা শ্রবণে ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে আমরা সমর্থ নহি। আমরা 'অনুগত হইয়াছি' বলিয়া অভিমান করিতে পারি, এবং এইরূপ বৃথা অভিমানের ফলে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের কৃপালাভ হইতে চিরতরের জন্য বঞ্চিত থাকিতে পারি, কিন্তু যদি কোন দিন কৃষ্ণকৃপায় তদ্ভক্তসঙ্গলাভক্রমে তাঁহার সেবাময় জীবনের শুদ্ধকৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিময়ী চেষ্টাসমূহের পর্য্যালোচনা করিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিতে পারি, তাহা হইলে আনুগত্য-ধর্ম্মের গুরুত্ব উপলব্ধিক্রমে তল্লাভে আমাদের এতাবৎ কাল কৃত যাবতীয় চেষ্টাকে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর

জানিতে পারিয়া আমাদিগকে নিরতিশয় দুঃখে ও লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইতে হইবে।

আবার আমরা 'গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি' প্রত্যাশা করার ন্যায় আপনাতে আনুগত্যের সম্পূর্ণ অভাব বিদ্যমান সত্ত্বেও ভজনে ফলোদয়ের কামনা করি, এবং তদ্দর্শনে ভজন এবং ভজনীয় বস্তু-সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়ি। কিন্তু আমরা একটি বারও ভাবিয়া দেখি না যে, শ্রীমন্নিত্যানন্দের হাটে শ্রদ্ধামূল্যেই বস্তু বিতরিত হয়। প্রগাঢ় শ্রদ্ধার ফলেই শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি জন্মে এবং জাতরতি ব্যক্তিই নিষ্কপটে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে পারেন। বৈষ্ণবকে অভিন্ন-বিষ্ণুজ্ঞানেই সেবা করিতে হইবে। সেবা ছাড়া ভজন আর কিছুই নহে। শ্রীনামগ্রহণাদি কার্য্যও সেবাকল্পেই অনুষ্ঠান করিতে হয়, নতুবা ইহাও জীবের আরোহচেষ্টাই হইয়া পড়ে এবং পরিণামে ইহা অভীপ্সিত ফল দান না করিয়া জীবের চিত্তবৃদ্ধিরই কারণ হইয়া দাঁড়ায়। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন—

'ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা,　　নিস্তার পেয়েছে কেবা,
অনুক্ষণ খেদ উঠে মনে।
নরোত্তম দাস কহে,　　জীবার উচিত নহে,
শ্রীগুরুবৈষ্ণব সেবা বিনে॥

যতটুক আনুগত্যের ফলে হরিভক্তি লাভ হয়, তাহা যদি আমাদিগের মধ্যে না থাকে, তাহা হইলে আমরা তাহা (হরিভক্তি) কি প্রকারে আশা করিতে পারি? আমরা আমাদের দুর্দ্দৈবের ফলে বর্ত্তমানে হরিভক্তি লাভ করিতে পারিলাম না বলিয়াই যে ভক্ত ও ভক্তির প্রতি উদাসীন হইয়া অন্ধ তমিস্রপথে অধিকতর নির্ভয়ে বিচরণ করিব ইহাই বা কি প্রকারে ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে? কৃষ্ণভক্তিই যদি নিত্যবস্তু হয়, এবং তল্লাভই যদি আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে নিজ স্বাতন্ত্র্যের সদ্ব্যবহারক্রমে আনুগত্য-ময় জীবন লাভ করিবার জন্য কেনই বা না আমরা অধিক-তর উৎসাহের সহিত চেষ্টা করিব?

শ্রীল তুলসীদাস মহারাজ তাঁহার অমৃতনিঃস্যন্দিনী একটি দোঁহাতে বলিয়াছেন,—

সন্ত বড়ে পরমারথী, শীতল উন্‌কি অং।
তপন বুঝাওত আউরকে, ধরাওত আপুনা রং॥

ইহার অর্থ এই যে, সাধু পরমার্থবেত্তা, তাঁহার হৃদয় সংসার বাসনানলে উত্তপ্ত নহে। তিনি উপদেশ দানাদির দ্বারা শিষ্যের পূর্ব্বস্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া নিজের মত করিয়া তুলেন।

এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, সরলভাবে যদি আমরা ভক্তিলাভেচ্ছু হইয়া সদ্‌গুরুর নিকট গমন করি, এবং তাঁহার উপদেশানুযায়ী চলি, তবেই তাঁহার অহৈতুকী কৃপা-বারিতে সঞ্জীবিত হইতে পারি। গুরু শিষ্যের চালক, নিয়ামক বা শাস্তা। শিষ্যের সহিত ব্যবহারে তিনি শিষ্যের কোন উপদেশ বা অনুরোধের অপেক্ষা করেন না। গুরুর এবম্বিধ আচরণে শিষ্য যদি তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধ হন, তবে শিষ্য গুরুর অনুগত নন, প্রকারান্তরে গুরুকেই শিষ্যরূপে পরিণত করিতে উদ্‌গ্রীব, বলিতে হইবে। কারিকরের পুতুলের ন্যায় শিষ্যকে গুরুর নিকট অবস্থান করিতে হইবে, এবং তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে তৎপর থাকিয়া ভজনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। যিনি যত শীঘ্র আত্মধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত গুরুর মনকে নিজের 'মন' করিয়া লইতে পারিবেন, গুরুর 'কৃত্য'কে নিজ-কৃত্য বলিয়া বরণ করিতে পারিবেন, তিনি তত শীঘ্র গুরু-কৃপায় কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়া পূর্ণকাম হইবেন।

বৈষ্ণবগণের জীবন আনুগত্যময়। তাঁহারা বাক্যে ও কার্য্যে তাঁহাদের সেই আনুগত্যময় জীবনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমাদের মত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ মূঢ় ব্যক্তিগণের শিক্ষার জন্য এ মরজগতে রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সেই সুমধুর বাক্যাবলীতে তাঁহাদের স্বভাব এতদূর প্রস্ফুটিত রহিয়াছে যে, তাহা পাঠ করিলে আমাদের এই পাষাণ হৃদয়েও আনন্দ, বিস্ময় ও দৈন্যের সঞ্চার হইবে। আচার্য্যপ্রবর শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর গুরুগৌরাঙ্গের নিকট নিজের আনুগত্য এই-রূপ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। যথা,—

সর্ব্বস্ব তোমার,　　চরণে সঁপিয়া,
পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমি ত ঠাকুর,　　তোমার কুকুর,
বলিয়া জানহ মোরে॥
বাঁধিয়া নিকটে,　　আমারে পালিবে,
রহিব তোমার দ্বারে।
তব নিজজন,　　প্রসাদ সেবিয়া,
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা,

আমার ভোজন, পরম আনন্দে,
প্রতিদিন হবে তাহা ॥
বসিয়া শুইয়া, তোমার চরণ,
চিন্তিব সতত আমি।
নাচিতে নাচিতে, নিকটে যাইব,
যখন ডাকিবে তুমি ॥
নিজের পোষণ, কভু না ভাবিব,
রহিব ভাবের ভরে।
ভকতিবিনোদ, তোমারে পালক,
বলিয়া বরণ করে ॥

ঠিক্ এইরূপ সরলভাবে আমাদিগকে শ্রীগুরু-গোবিন্দের আনুগত্য করিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা নিজ স্বাতন্ত্র্যকে সম্পূর্ণরূপে বলিদান দিয়া শ্রীগুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে না পারিব, ততদিন পর্য্যন্ত অকিঞ্চন হইয়া ভক্তির যাজন করিতে সমর্থ হইব না, প্রকৃত আনুগত্যাভাবে কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান বা অভিনয় আমাদের ভোগেরই প্রকারভেদ মাত্র। গুরু-গৌরাঙ্গের প্রতি ভোগ্যবুদ্ধিবশতঃ আমরা ভক্তিদেবীর কৃপালাভ হইতে চিরকালের জন্য বঞ্চিতই রহিয়া যাইব।

কৃষ্ণ অব্যভিচারী ভক্তিযোগ-দ্বারাই সেবিত হন। সদ্‌গুরুর আনুগত্য ব্যতীত ভক্তি অব্যভিচারী হইতে পারে না। ব্যভিচারী ভক্তি জীবের সংসার-ধ্বংসক্রমে সুখসার শ্রীনন্দনন্দনের অপ্রাকৃত ভজনে সামর্থ্য বিধান করিতে পারে না। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন—

কিরূপে পাইব সেবা আমি দুরাচার।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার ॥
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল ॥
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি।
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিশাচী ॥
ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু কৃপা বিনে আর নাহিক উপায় ॥
অদোষদরশী প্রভু পতিত উদ্ধার।
এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার ॥

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, শ্রীনিত্যানন্দের পদাশ্রিত কাহারও নিরাশ হইবার প্রয়োজন নাই। জীবও নিত্য, তাঁহার ভজন-প্রণালীও নিত্য। যিনি যতটুকু এই নিত্য-ধর্ম্মের যাজন করিবেন, তিনি সেই পরিমাণে ফল পাইবেন। যিনি যতটুকু আনুগত্য করিবেন, তিনি ততটুকু বৈষ্ণবতা লাভ করিবেন। ফলদানে নিত্যানন্দ নিরপেক্ষ হইয়াও তিনি কাহাকেও ছাড়িতেছেন না। তাঁহার অহৈতুকী কৃপাই আমার মত পামরের একমাত্র ভরসা। নতুবা আর গতি কি ছিল। আসুন! আমরা সকলে সরল অন্তঃকরণে শ্রীহরির নিজনিজগণের নিকট প্রার্থনা করি,—

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ, করি মুই নিবেদন,
মুই বড় অধম দুরাচার।
দারুণ সংসার-নিধি, তাহে ডুবাইল বিধি,
কেশে ধরি মোরে কর পার ॥

আরো ও বলি—

আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ॥

শ্রীনিমানন্দ দাস অধিকারী (বি, এ, জি; বি, টি)

শাস্ত্রীয় মীমাংসা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৬শ সংখ্যার পর]

(১৫) ভগবদবতার শ্রীবুদ্ধদেব ও শঙ্করাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্য যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহা নৈমিত্তিক অর্থাৎ তাৎকালিক। এতদ্বিষয়ে আচার্য্যগণ শাস্ত্র হইতে বহু বহু প্রমাণ ও যুক্তিপ্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত (১।৩।২৪) ভবিষ্য-বুদ্ধাবতারের কথা বর্ণনপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধো নাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥"

বঙ্গানুবাদ—তৎপরে একবিংশাবতারে কলিযুগ সমাগত হইলে দেববিদ্বেষী তামসিক লোকসমূহের সম্মোহনের নিমিত্ত 'বুদ্ধ'—এই নামে অঞ্জনপুত্ররূপে গয়া-প্রদেশে অবতীর্ণ হইবেন।

জীব-সম্মোহন কার্য্যটী কোন নিমিত্ত উপলক্ষ্য করিয়া উদিত। দেববিদ্বেষ বা জীবের তামস ভাবও আত্মনিষ্ঠ ব্যাপার নহে। বিষ্ণুভক্তিরূপ সুগোপ্য অমূল্য নিধিটি সেই সকল দেববিদ্বেষী তামসিক লোকের নিকট হইতে গোপনে সংরক্ষণ করা সত্ত্বগুণনিধি শ্রীবিষ্ণুর একটী কার্য্য।

শ্রীভগবান্ বুদ্ধদেব যেইরূপ কোন নিমিত্ত বা প্রয়োজন সাধনের জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পরমকরুণাময় ভগবান্ বিষ্ণু যদি আজ কৃপাপূর্ব্বক ভক্তগণ-জীবাতু ভক্তিকে অদৈবপ্রকৃতি ব্যক্তিগণের নিকটে গোপন না রাখিতেন, তাহা হইলে ভক্তিরাজ্যে আরও কত কি ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত হইত, তাহা কে জানেন! সুতরাং শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর ঐরূপ অসুরমোহনকার্য্যটী নৈমিত্তিক অর্থাৎ তাৎকালিক—সার্ব্বকালিক নহে। এতদ্বিষয়ে পূর্ব্বপ্রজ্ঞপাদ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবাক্য উদ্ধার করিয়া বলেন

"মোহনার্থং দানবানাং বালরূপী পথিস্থিতঃ।
পুত্রং তং কল্পয়ামাস মূঢ়বুদ্ধির্জিনঃ স্বয়ম্॥
ততঃ সংমোহয়ামাস জিনাদ্যানসুরাংশকান্।
ভগবান্ বাগ্ভিরুগ্রাভিরহিংসাবাচিভির্হরিঃ॥"

মোহিত হইবার যোগ্যতাবিশিষ্ট অসুরাংশ ব্যক্তিগণই ভগবান্ শ্রীবুদ্ধদেবের প্রচারিত সত্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া অবৈষ্ণব 'বৌদ্ধ' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন। পরন্তু যাঁহারা বিষ্ণু-শ্রীবুদ্ধের প্রচারিত সত্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবার যোগ্যতাবিশিষ্ট ছিলেন, সেই সকল বিষ্ণুসেবোন্মুখ পুরুষ শ্রীবুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার এবং নিজদিগকে বিষ্ণ্বাত্মক 'বৈষ্ণব' জানিয়া অসুরগণের যোগ্যতানুযায়ী দেহ ও মনের নৈমিত্তিক ধর্ম্ম দূরে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিত্য আত্মধর্ম্ম বিষ্ণুভক্তিকেই বরণ করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্যের ব্রহ্মার নিকট ইন্দ্র ও বিরোচনের সমকালে সম-উপদেশ-গ্রহণ সত্ত্বেও পরস্পরের যোগ্যতার পার্থক্যে সত্যোপলব্ধির পার্থক্য এই প্রসঙ্গে বিচার্য্য। অতএব এস্থানে শ্রীভগবান্ বুদ্ধদেবের কার্য্যে কোনওপ্রকার বৈষম্যদোষ আরোপ করিতে হইবে না। মঙ্গলময় বিষ্ণুর কার্য্যের গম্ভীরার্থ সাধারণজীবের বোধগম্য নহে।

বিষ্ণুর কর্ম্ম-সচিব শ্রীশঙ্করের অবতারস্বরূপ আচার্য্য শঙ্কর যে সময়ে ভারতে উদিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার ন্যায় একটী গুণাবতারের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতে বেদশাস্ত্রের আলোচনা ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপ বিষ্ণুবিরোধি-বৌদ্ধগণের শূন্যবাদে শূন্যপ্রায় হইয়াছিল। যে সময়ে শূন্যবাদের ঢক্কানিনাদে ভারত পরিপূরিত হইল, সেই সময় সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবানের নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য প্রভৃতির কথা কে শুনিবে? যে হাটে 'শূন্য' বা 'নাস্তি'রবের কোলাহল, যেখানে কিছুই 'সত্য' বলিয়া স্বীকৃত হয় না, সেই হাটে অধোক্ষজ-চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যের কথা কিরূপে বিকাইবে? তাই, বিষ্ণুর ইচ্ছায় বিষ্ণুর কর্ম্মসচিব সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বমঙ্গলময় শম্ভু আচার্য্য শঙ্কররূপে উদিত হইয়া 'নাস্তি'বাদকে 'অস্তি'বাদে, 'শূন্য'বাদকে ব্রহ্মবাদে পরিণত করিবার চেষ্টা করিলেন। এবারও সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম ভক্তিমহাবস্তুটী বহির্ম্মুখ লোকের নিকট হইতে গোপন রাখিবার জন্য ভগবান্ বিষ্ণু নিজ ভৃত্য শঙ্করকে বলিয়া দিলেন—

"প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুরু।
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপায় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥"
(পঃ পুঃ উঃ ৬২ অঃ ৩১ শিবপ্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্য)

এই বহির্ম্মুখ-লোকবঞ্চনা কার্য্যটী বৌদ্ধাবতারের কার্য্যের ন্যায়ই নৈমিত্তিক বা তাৎকালিক। অতএব স্বয়ং শঙ্কর-বাক্য—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥
(পঃ পুঃ উঃ ২৫ অঃ ৭)

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত মায়াবাদ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ। কিন্তু এইরূপ কার্য্যে বিষ্ণুর আদেশ-পালক শঙ্করের কোন দোষ নাই। তথাপি তাঁহার প্রচারিত মত 'অসুরমোহন'-নিমিত্ত অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া সেই মতকে 'নৈমিত্তিক' না জানিয়া 'নিত্য'জ্ঞানে গ্রহণ করিলে জীবের নিত্যধর্ম্ম ভক্তি হইতে বিচ্যুতিরূপ সর্ব্বনাশ ঘটে। তাই, ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের বাক্য—

তাঁর দোষ নাহি তিঁহো আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে তা'র হয় সর্ব্বনাশ॥
(চৈঃ চঃ আ ৭।১১৪)

(১৬) শ্রীব্যাসদেব-রচিত শ্রীমদ্ভাগবত যে ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষরহিত একমাত্র অমল প্রমাণ, তদ্বিষয়ে শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ তত্ত্বসন্দর্ভে বিশেষ বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহারা ভাগবত-সিদ্ধান্ত হইতে যতটুকু বিচ্যুত, তাহারা সেই পরিমাণে নাস্তিক—এতদ্বিষয়ে আচার্য্যগণ বিশেষ বিচার করিয়াছেন বলিয়া বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভাগবত

বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য। যাহারা শ্রীমদ্ভাগবতকে সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করেন না, তাঁহারা বেদান্ত-বিরোধী—প্রকারান্তরে বেদ-বিরোধী—সনাতন ধর্ম্মবিরোধী।

'কেবল প্রাকৃত পাণ্ডিত্য-দ্বারা ভাগবত ব্যাখ্যাত হইতে পারে না'—একথাতেও আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। প্রাচীনগণ বলেন,—"ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া"। শ্রীমন্মহাপ্রভু দেবানন্দ পণ্ডিতের দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদিগকে ইহা শিক্ষা দিয়াছেন। স্মার্ত্ত, পঞ্চোপাসক, মায়াবাদী প্রভৃতি অন্তরে ভাগবত-বিদ্বেষী অনুচানমানিগণ, কিম্বা বৈষ্ণবাপরাধিগণ অথবা ভাগবতব্যবসায়ি নামাপরাধিগণ প্রাকৃত লোকের নিকট যত বড়ই পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত হউন না কেন, তাঁহাদিগের অপ্রাকৃত ভাগবতের তাৎপর্য্য-গ্রহণে সামর্থ্য নাই। তাঁহারা ভাগবত অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন করিবার অভিনয় প্রদর্শন করিলেও তাঁহাদের বুদ্ধি ভ্রষ্ট—

"যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাঁহারাও না জানে সব গ্রন্থ অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াঞা সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যম-পাশে ডুবি মরে॥
ভাগবত পড়াঞা কারো বুদ্ধি নাশ।
নিন্দে অবধূত চান্দে জগৎ নিবাস॥
মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা তপঃ প্রতিষ্ঠায়॥"

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

(১৭) অশ্রুপুলকাদি সকল ক্ষেত্রেই যে সাত্ত্বিকভাবের লক্ষণ বলিয়া বিচারিত হইবে, ইহা নহে। প্রতিষ্ঠাকামী আনুকরণিক কপট ব্যক্তিগণের কিম্বা নিসর্গপিচ্ছিল ভাব-প্রবণ দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিগণের অশ্রুপুলকাদি কখনই সাত্ত্বিক বিকার বা ভাব-লক্ষণ নহে। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের কোন কোন গ্রন্থে এরূপও কৈতবযুক্ত মত দৃষ্ট হয় যে, কেহ যদি চক্ষে পিপ্পলচূর্ণ ঘর্ষণ করিতে করিতেও অশ্রু বিসর্জ্জন অভ্যাস করে, তথাপি কালে তাহাও ভাবলক্ষণরূপে পরিণত হয়। এইরূপ কৃত্রিম পন্থা শ্রৌতপন্থা বা ভক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের এই সকল মতবাদ নিরাস করিবার জন্যই অপ্রাকৃত-রসিকরাজ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভাগবতীয় (২.৩।২৪) 'তদশ্মসারং' শ্লোকের টীকায় শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুর বাক্য উদ্ধার পূর্ব্বক এইরূপ ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন—

অশ্রু-পুলকাবেব চিত্তদ্রবলিঙ্গমিত্যপি ন শক্যতে বক্তুম্; যদুক্তং শ্রীমদ্রূপগোস্বামিচরণৈঃ—

"নিসর্গপিচ্ছিল-স্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ॥
সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ ক্বাপ্যশ্রু-পুলকাদয়ঃ॥ ইতি

(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৫২ শ্লোক)

* * ততশ্চ বহিরশ্রুপুলকয়োঃ সতোরপি যদ্ধৃদয়ং ন বিক্রিয়েত তদশ্মসারমিতি বাক্যার্থঃ। ততশ্চ হৃদয়বিক্রিয়া-লক্ষণান্যাসাধারণানি ক্ষান্তিনামগ্রহণাসক্ত্যাদীন্যেব জ্ঞেয়ানি। * * কনিষ্ঠাধিকারিণাং সমৎসরাণাস্তু সাপরাধচিত্তানাং নামগ্রহণবাহুল্যেঽপি তন্মাধুর্য্যানুভবাভাবে চিত্তং নৈব বিক্রিয়েত, তদব্যঞ্জকাঃ ক্ষান্ত্যাদয়োঽপি ন ভবন্তি, তেষামেব অশ্রুপুলকাদিমত্ত্বেঽপ্যশ্মসার-হৃদয়তয়া নির্দ্দেশঃ। কিঞ্চ! তেষামপি সাধুসঙ্গেনানর্থনিবৃত্তিনিষ্ঠারুচ্যাদিভূমিকারূঢ়ানাং কালেন চিত্তদ্রবে সতি চিত্তস্যাশ্মসারত্বমপগচ্ছত্যেব। যেষান্তু চিত্তদ্রবেঽপি সতি চিত্তস্যাশ্মসারতা তিষ্ঠেদেব, তে তু দুশ্চিকিৎস্যা এব জ্ঞেয়াঃ।"

(যদিও হরিনামে চিত্তদ্রবতার বাহ্যলক্ষণ 'অশ্রুপুলকাদি' তথাপি) ঐ 'অশ্রু' ও 'পুলক'ই (সকল ক্ষেত্রেই) যে চিত্ত-ক্ষোভের লক্ষণ, তাহাও বলিতে পারা যায় না। যেহেতু শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বলেন যে, যে সকল লোকের চিত্ত স্বভাবতঃই পিচ্ছিল অর্থাৎ উপরে শ্লথ, অন্তরে কঠিন (দুর্গম-সঙ্গমনী দ্রষ্টব্য) এবং যে সকল ব্যক্তি সাত্ত্বিকভাব উদয়ার্থ ধারণাবিশেষের দ্বারা অভ্যাসপর, এইরূপ লোকের হৃদয়ে সত্ত্বাভাস ব্যতীতও কোথাও কোথাও অশ্রু-পুলকাদি দেখা যায়। বাহিরে অশ্রু পুলকাদি সত্ত্বেও যে হৃদয় বিকৃত না হয়, তাহাই পাষাণ সদৃশ কঠিন। ভাবাঙ্কুরের মুখ্যলক্ষণসমূহ শ্রীরূপগোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ ৩য় লহরী ১১শ সংখ্যায় লিখিয়াছেন,—(১) ক্ষান্তি অর্থাৎ জাগতিক কোন ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও অক্ষুব্ধচিত্ততা, (২) অব্যর্থ-কালত্ব অর্থাৎ নিরন্তর ভগবৎসেবা-যুক্ততা, (৩) বিরক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বিষয়ে স্বাভাবিকী অরোচকতা (ভাঃ ১।১৪। ৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য), (৪) মানশূন্যতা—উত্তম হইয়াও আপনাকে নিষ্কপটে 'তৃণাধম'-জ্ঞান, (৫) আশাবন্ধ—ভগবৎসেবা-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে দৃঢ়া সম্ভাবনা, (৬) সমুৎকণ্ঠা—কৃষ্ণপ্রীতি লাভের জন্য

যে অত্যন্ত শ্রদ্ধা, (৭) নামগানে সদারুচি, (৮) ভগবানের গুণকীর্ত্তনে আসক্তি, (৯) তদ্বসতিস্থলে প্রীতি।

যে ভাগ্যবান্ পুরুষের সেবোন্মুখ জিহ্বায় শুদ্ধ হরিনাম উদিত হওয়ায় হৃদয়-বিক্রিয়া বা বিকার উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাতে উক্ত নববিধলক্ষণ নিশ্চয়ই দেখা যাইবে। অতএব অসাধারণ ক্ষান্তিই, নামগ্রহণে অসাধারণ আসক্তিই হৃদয়-বিকারের লক্ষণ বলিয়া জানিবে। মৎসরতাযুক্ত বৈষ্ণব-প্রায় প্রাকৃত ব্যক্তিগণের চিত্তে অপরাধ থাকায় বহুবার 'নাম' (অর্থাৎ নামাপরাধ) ... অভাবে তাঁহাদের চিত্ত দ্রব হয় না, সুতরাং চিত্তবিক্রিয়া-প্রকাশক 'ক্ষান্তি' প্রভৃতি নববিধ লক্ষণও তাঁহাদিগের মধ্যে দেখা যায় না। ঐরূপ ব্যক্তিগণের অশ্রু-পুলকাদি বাহ্য লক্ষণ থাকিলেও ইহাদিগের হৃদয় অপরাধ হেতু পাষাণ-তুল্য কঠিন, সুতরাং নিন্দার্হ। কিন্তু সাধুসঙ্গের দ্বারা অনর্থ নিবৃত্ত হওয়ার পর ইহাদেরও চিত্ত নিষ্ঠা, রুচি প্রভৃতি ভূমিকায় আরূঢ় হইলে কালে চিত্ত দ্রব হইতে পারে এবং তখনই চিত্তের কাঠিন্যরূপ অপরাধ বিদূরিত হয়। কিন্তু যাঁহাদের চিত্ত দ্রব হইলেও অপরাধ-নিবন্ধন চিত্তের কাঠিন্যই থাকিয়া যায়, তাঁহাদিগকে দুরারোগ্য জানিতে হইবে।

(ক্রমশঃ

প্রশ্নোত্তর-৳

মাননীয়

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়-সম্পাদক মহাশয়, সমীপেষু—

সভক্তিপ্রণতিপূর্ব্বক বিনীত নিবেদন এই যে,

আমি আপনাদিগের শ্রীগৌড়ীয় পত্রের ২২৪২ নং এর গ্রাহক এবং কয়েক বৎসর যাবৎ আপনাদের সুযুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও উপদেশাবলী পাঠে পরম তৃপ্তিলাভ করিয়া নিজকে ধন্য মনে করিতেছি। আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা এই যে, যেন আপনাদের কৃপাকণা হইতে কখনও বঞ্চিত না হই। অদ্য একটী বিশেষ বিষয়ে আপনাদের দ্বারস্থ হইতেছি। প্রার্থনা, দয়াপ্রকাশে উপদেশসহ উত্তর দানে কৃপণতা করিবেন না।

সমবেতভাবে বাদ্যাদি সহ "নগর-কীর্ত্তন" সর্ব্বত্র প্রচলিত প্রথা বর্ত্তমান আছে। উৎসবাদি উপলক্ষে এবং বিশেষ বিশেষ পর্ব্ব উপলক্ষে হিন্দুগণ সমবেতভাবে নগরে নগরে শ্রীনামকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। উক্তরূপ 'নগর-সংকীর্ত্তন' যে হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ ও হিন্দুগণের অবশ্য করণীয় তাহা কোন্ কোন্ শ্রীগ্রন্থে কোন্ কোন্ স্থানে আছে, অনুগ্রহ প্রকাশে আমাদিগকে জানাইবেন। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র-প্রমাণ আপনাদের ন্যায় মহাজনের অবশ্যই জানা আছে, তাই ভরসা করিয়া ঐ বিষয় জানিবার জন্য আপনাদেরই আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তব্য বিবেচনায় আপনাদিগকে এই ক্লেশ দিতে সাহসী হইয়াছি। 'শ্রীগৌড়ীয়' পাঠ করিয়া সর্ব্বদা দেখিতেছি যে, আপনারা দয়াপ্রকাশে জিজ্ঞাসুর প্রতি সর্ব্বদাই কৃপা-পরায়ণ। তাই আশা করি, সত্বর এ অকিঞ্চনের জ্ঞাতব্য বিষয়ের সদুত্তর প্রদানে বাধিত করিবেন। শ্রীচরণে বিনীত নিবেদন ইতি।

দীন কৃপাভিখারী

শ্রীকালীবর দত্ত

১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪   উকিল, পিরোজপুর, বরিশাল

উত্তর

শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন সনাতন ধর্ম্মের কেবল অঙ্গবিশেষ নহে, পরন্তু একমাত্র অপরিত্যাজ্য প্রধান নিত্য কৃত্য। শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন যে সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীর অবশ্য করণীয়, তদ্বিষয়ে সনাতন-ধর্ম্মশাস্ত্রে শত সহস্র প্রমাণ রহিয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটী মাত্র প্রমাণ উদ্ধৃত হইল। 'সংকীর্ত্তন' শব্দের অর্থ আচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু এইরূপ করিয়াছেন,—'বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সংকীর্ত্তনম্'—বহুলোকের একত্র মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে যে ভগবদ্-গুণানুবাদ, তাহাই 'সংকীর্ত্তন'। 'কীর্ত্তন' উচ্চৈঃস্বরে সাধিত হয় বলিয়া 'জপ' হইতে পার্থক্য লাভ করিয়াছে। যথা—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ব ২লঃ—'নামলীলাগুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্'। ক্রমসন্দর্ভে শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিয়া শ্রীহরিসংকীর্ত্তনের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা, অপরিত্যাজ্যতা এবং যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গ বা অনুষ্ঠানের হরিসংকীর্ত্তনৈকাধীনত্ব, কলিকালে হরিসংকীর্ত্তন ব্যতীত গত্যন্তরের অনস্তিত্ব প্রভৃতি প্রমাণ করিয়াছেন। যথা, "নামকীর্ত্তনঞ্চেদমুচ্চৈরেব প্রশস্তং। "নামাস্তিনুস্তস্ত

হংত্রপঃ পঠন্তিত্যাদেঃ। অত্র যথোপদিষ্টঃ কলিযুগপাবনাবতারেণ শ্রীভগবতা। তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিরিতি। ইয়ঞ্চ কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির্ভগবতো দ্রব্যজাতিগুণক্রিয়াদীনজনৈকবিষয়াপারকরুণাময়ীতি শ্রুতি-পুরাণাদিপ্রসিদ্ধিঃ। কলৌ চ দীনত্বং যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। অতঃ কলৌ তপোযোগবিদ্যা-যজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। সাঙ্গা ভবন্তি ন কৃতাঃ কুশলৈরপি দেহিভিরিতি। অতএব কলৌ স্বভাবত এবাতিদীনেষু লোকেষ্বাবির্ভূয় তাননায়াসেনৈব তত্তৎযুগগতমহাসাধনানাং সর্ব্বমেব ফলং দদদসৌ কৃতার্থয়তি। যত এব কলৌ ভগবতো বিশেষতশ্চ সন্তোষো ভবতি। অত কলিপ্রসঙ্গেন কীর্ত্তনস্য গুণোৎকর্ষ ইতি বক্তব্যম্। ভক্তিমাত্রে কালদেশাদিনিয়মস্য নিষিদ্ধত্বাৎ। তস্মাৎ সর্ব্বত্রৈব যুগে শ্রীমৎকীর্ত্তনস্য সমানমেব সামর্থ্যম্। কলৌ তু শ্রীভগবতা কৃপয়া তদ্‌গ্রাহ্যং ইত্যপেক্ষয়ৈব তত্তৎপ্রশংসেতি স্থিতম্। অতএব যত্রান্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা তৎ সংযোগেনৈবেত্যুক্তং যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধস ইতি। তত্র চ স্বতন্ত্রমেব নামকীর্ত্তনমত্যন্তপ্রশস্তং। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথেত্যাদেঃ।।"

অনুবাদ,—এই নামকীর্ত্তন উচ্চৈঃস্বরেই প্রশস্ত। "আমি লজ্জা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেবের নামসমূহ উচ্চারণ করিতে করিতে ও লীলাচেষ্টাসমূহ স্মরণ করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলাম" ইত্যাদি শ্লোকে ইহাই কথিত হইয়াছে। কলিযুগপাবনাবতার ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরও এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন,—"যিনি তৃণ অপেক্ষাও নীচ, বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু এবং স্বয়ং অমানী ও অপরে সম্মান প্রদানকারী, তিনিই সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরির কীর্ত্তন করিতে পারেন।" এই কীর্ত্তনাখ্যা ভগবদ্ভক্তি যে দ্রব্য, জাতি, গুণ এবং কর্ম্মবিষয়ে যিনি অতি দীনহীন বা দরিদ্র, তাঁহার পক্ষেই একমাত্র আশ্রয়ভূতা ও অপার দয়াময়ী, ইহা ("জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীভিঃ" ইত্যাদি শ্লোকমূলে) শ্রুতি ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে শুনা যায়, কলিযুগে (স্বাভাবিক অভাবমূলে) সাধারণতঃ লোকের দারিদ্র্য—সিদ্ধ, যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে—"অতএব কলিযুগে তপ, যোগ, বিদ্যা ও যজ্ঞাদি ক্রিয়াসমূহ বিচক্ষণ দেহধারী পুরুষকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেও, পূর্ণতা লাভ করে না;" অতএব কলিযুগে স্বভাবতঃই অতি দরিদ্র জীবগণের মধ্যে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়া অনায়াসেই তাহাদিগকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগোচিত মহামহাসাধনলভ্য সমস্ত ফলই প্রদান পূর্ব্বক কৃতার্থ করিয়া থাকেন; যেহেতু কলিযুগে এই সঙ্কীর্ত্তনদ্বারাই ভগবানের বিশেষ সন্তোষ জন্মে। এস্থলে কলিযুগমাহাত্ম্য বর্ণনপ্রসঙ্গে কীর্ত্তনেরই গুণোৎকর্ষ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণবর্ণন অভিপ্রেত; যেহেতু কেবলমাত্র এই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিবিষয়েই কালদেশাদি নিয়ম নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব সর্ব্বযুগেই শ্রীযুক্তা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির সামর্থ্য—সমান, কিন্তু কলিযুগে স্বয়ং ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ (প্রচারার্থ স্বীকার) করিয়াছেন, এই নিমিত্তই কীর্ত্তনের সেই সকল প্রশংসা স্থাপিত হইয়াছে। অতএব কলিযুগে যদি **অন্যান্য** (নব প্রকার বা চতুঃষষ্টি প্রকার বা সহস্র প্রকার) **ভক্তি** অনুশীলন করিতে হয়, তাহা হইলে সেই **কীর্ত্তনের সহযোগেই যে সেই সকল ভক্তি সাধন করিবে,**—ইহাই কথিত হইয়াছে; যথা—"সুমেধা অর্থাৎ পণ্ডিতগণ কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞ (ক্রিয়া) দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন।" তন্মধ্যে (অনধিকারীর রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা-কীর্ত্তনাদির নিমিত্ত অবৈধ অক্ষরাদি সংযোগপূর্ব্বক গান অপেক্ষা) কেবল স্বতন্ত্র শুদ্ধ নামকীর্ত্তনই অতিশয় প্রশস্ত। কেবলমাত্র হরিনাম, হরিনাম এবং হরিনামই কর্ত্তব্য, এতদ্ব্যতীত কলিযুগে আর অন্য কোন গতি নাই, নাই, নাই" ইত্যাদি শ্লোকেও এই কথা প্রমাণিত হইয়াছে, অর্থাৎ এই শ্লোকোক্ত দৃঢ় প্রমাণ-সমূহ কেবলমাত্র শুদ্ধ নাম-কীর্ত্তনেরই পরম প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিতেছে।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১১শ বিলাসে শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনের অবশ্যকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে শতশত বচন উদাহৃত হইয়াছে এবং ৮ম বিলাসে গীত, নৃত্য ও বাদ্য-মুখে হরি-সঙ্কীর্ত্তনের অবশ্যকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যথা—স্কান্দে বিষ্ণুনারদ-সংবাদে—"**গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ** নাট্যং বিষ্ণুকথাং মুনে। যঃ করোতি সঃ পুণ্যাত্মা ত্রৈলোক্যোপরি-সংস্থিতঃ॥" নারদীয়ে—"বিষ্ণোর্গীতঞ্চ নৃত্যঞ্চ নটনঞ্চ বিশেষতঃ। ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণজাতীনাং কর্ত্তব্যং **নিত্যকর্ম্মবৎ**॥" বিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীভগবদ্বাক্য,—"রাগেণাকৃষ্যতে চেতো গান্ধর্ব্বাভিমুখং যদি। ময়ি বুদ্ধিং সমাস্থায় গায়েথা মম সৎকথাঃ॥" হরিভক্তি-সুধোদয়ে—"যো গায়তীশমনিশং ভুবি ভক্ত উচ্চৈঃ। স স্রাক

সমস্তজন্মাপভিদেহজন্মনঃ ॥", "বীণানন্দকলঃ গায়ন্ ভক্তঃ পুণ্যাশ্রু বর্ষতি। তং সদা শ্রীধরনিলয়ানং স্বমনোবনম্ ॥" বারাহে—"নারায়ণানাং বিবিনা গানং শ্রেষ্ঠতমং স্মৃতং। গানেনারাধিতো বিষ্ণুঃ স্বকীর্তিজ্ঞানবচ্ছদা। দদাতি তুষ্টঃ স্থানং স্বং যথাস্মৈ কৌশিকায় বৈ ॥" লিঙ্গ পুরাণে—"বীণা-বাদন-তত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতি-জাতি-বিশারদঃ। তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিগচ্ছতি ॥" বিষ্ণুধর্মোত্তরে—"বাদ্যং দত্ত্বা তথা বিপ্রঃ শক্রলোকমবাপ্নুয়াৎ। স্বয়ং বাদ্যেন সংপূজ্য ভবৈশ্বানুচরো ভবেৎ ॥" শ্রীহরিভক্তিবিলাসে আরও লিখিত হইয়াছে যে, যাহারা শ্রীকেশবের প্রীতির উদ্দেশ্যে নৃত্য-বাদ্যাদিযুক্ত তাঁহার নামসংকীর্ত্তন না করেন,—"বাক্ষা কিং ন দগ্ধোঽসৌ গতঃ কিং ন রসাতলম্"—তাঁহারা কেনই বা পুড়িয়া মরেন না বা রসাতলে গমন করেন না। শ্রীমূর্ত্তির গমনকালেও কীর্ত্তন-নৃত্য-গীত-বাদ্যাদির সহিত গমনের ব্যবস্থা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যাহারা সেকালে শ্রীমূর্ত্তির অনুগমন না করেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে শাস্ত্রে এরূপ লিখিত হইয়াছে—"নানুব্রজতি যো মোহাদ্ ব্রজন্তং জগদীশ্বরম্। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাপি স ভবেদ্ ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥" (রথযাত্রা-প্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়ধৃত পুরাণবাক্য)—"মূঢ়তা-প্রযুক্ত যে ব্যক্তি, শ্রীমূর্ত্তির গমনকালে তাঁহার অনুগমন না করে, সে ব্যক্তি জ্ঞানাগ্নি-দ্বারা সকল কর্ম্ম দগ্ধ করিলেও, 'ব্রহ্মরাক্ষস' বলিয়া পরিগণিত হয় ॥"

মহামান্যা ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার অসামান্য সদাশয়-তায় নির্ব্বিবাদে সনাতনধর্ম্মযাজন ও আচার-প্রচারের পথ অতীব সুগম হইয়াছে। মহামান্যা মহারাণীর ঘোষণাপত্রই তাহার সাক্ষ্যস্থল। সুতরাং বর্ত্তমানকালের সম্বন্ধে ত' কোন কথাই নাই, চারিশত বৎসর পূর্ব্বেও যখন বঙ্গদেশ সম্পূর্ণ মুসলমান শাসনের অধীন এবং নবদ্বীপ নগরী যখন ফৌজদার কাজী সাহেবের একটী প্রধান শাসনরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেই সময়েও তদানীন্তন প্রবলপরাক্রান্ত মাননীয় কাজী মহাশয় বাধা প্রদান করিয়াও সনাতনধর্ম্মের অপরিত্যাজ্য ভক্ত্যঙ্গ বাদ্য নৃত্য-গীতাদি-মুখে উচ্চ নগর-সংকীর্ত্তন, সেই অবাধ-অপ্রতিহত সনাতন ভক্তিধর্ম্মের চিরপ্রবাহিতা গঙ্গোত্রী-ধারা রুদ্ধ করিতে পারেন নাই। এমন কি অবশেষে তদানীন্তন কাজী মহাশয়ও জীবমাত্রের নিত্যধর্ম্ম যে ভগবৎসংকীর্ত্তন, তাহাতে স্বয়ং দিব্যজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া সনাতন বৈষ্ণবদিগের নগরকীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠানে যাহাতে পরবর্ত্তিকালে কোনও প্রকারে বাধাপ্রদত্ত না হয়, তজ্জন্য নিজ বংশধরগণের 'তালাক' মধ্যে দিয়া গিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের অতি প্রামাণিক ও প্রাচীন গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এতদ্বিষয়ে সবিস্তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আজও শ্রীধামমায়াপুর নবদ্বীপের সন্নিকটে মৌলানা সিরাজুদ্দিন বা শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি বর্ত্তমান রহিয়াছেন এবং তৎসন্নিকটে তাঁহার বংশধরগণ বাস করিতেছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধামনবদ্বীপ-পরিক্রমার সময় সহস্র সহস্র লোক নগরসংকীর্ত্তন-মুখে সেই স্থান পরিক্রমা এবং কাজীর সমাধির প্রতি দণ্ডবন্নতি প্রভৃতি দ্বারা যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নগরসংকীর্ত্তনের অনেক উদাহরণ ও প্রমাণ দেখিতে পাই।

এই মত নগরে নগরে সংকীর্ত্তন।
করাইতে লাগিলেন শচীর নন্দন ॥

* * *

হরি ও রাম রাম, হরি ও রাম রাম।
এই মত নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম ॥
খোলাবেচা শ্রীধর যায়েন সেই পথে।
দীর্ঘ করি' হরি নাম বলিতে বলিতে ॥
শুনিয়া কীর্ত্তন আরম্ভিলা মহানৃত্য।
আনন্দে বিহ্বল হইলা চৈতন্যের ভৃত্য ॥
দেখিয়া তাঁহার সুখ নাগরিকগণ।
বেড়িয়া চৌদিকে সবে করেন কীর্ত্তন ॥

* * *

মন দিয়া শুন ভাই নগর-কীর্ত্তন।
যে কথা শুনিলে কর্ম্মবন্ধের মোচন ॥
করতাল মন্দিরা সবার শোভে করে।
কোটি সিংহ জিনিয়া সবেই শাক্ত ধরে ॥
প্রভুর শ্রীমুখ দেখি' সব নারীগণ।
হুলাহুলি দিয়া হরি বলে অনুক্ষণ ॥
চলে স্ত্রীপুরুষ সব লোক প্রভু-সঙ্গে।
কেহ কেহ না জানে পরমানন্দ রঙ্গে ॥
হইল সকল পথ খই কড়ি-ময়।
কেবা করে কেবা ফেলে হেন রঙ্গ হয় ॥

নগরে উঠিল মহা কৃষ্ণ কোলাহল।
হরি বলি' ঠাঞি ঠাঞি নাচয়ে সকল॥
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হৈল সম্প্রদায়।
আনন্দে নাচিয়া সব্ব নবদ্বীপ যায়॥
লক্ষ কোটি লোকে যে করয়ে হরিধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেন মত শুনি॥
মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল।
রামকৃষ্ণ জয়ধ্বনি গোবিন্দ-গোপাল॥
জয় কৃষ্ণ মুরারি-মুকুন্দ-বনমালী।
গায় সব নগরিয়া দিয়া হাতে তালি॥
জয় কোলাহল প্রতি নগরে নগরে।
ভাসয়ে সকল লোক আনন্দ-সাগরে॥

(চৈতন্যভাগবত মধ্য ২৩শ অধ্যায়)

নগর-সঙ্কীর্ত্তন-বিরোধীর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য,—

সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভেতে আমার অবতার।
কীর্ত্তন-বিরোধী পাপী করিমু সংহার॥
সব্ব পাতকীও যদি করয়ে কীর্ত্তন।
অবশ্য তাহারে আমি করিমু স্মরণ॥
তপস্বী সন্ন্যাসী জ্ঞানী যোগী যে যে জন।
সংহারিব যদি সব না করে কীর্ত্তন॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩শ)

ভাগবতাদি সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রে উচ্চ-সংকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য,—

যন্নাম গৃহ্ণন্নখিলান্ শ্রোতৃনাত্মানমেব চ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টপদাহিতে॥

(ভা ১০।৩৪।১৭)

পশু পক্ষী কীট আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে॥
জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে।
উচ্চ সংকীর্ত্তনে পর-উপকার করে॥
অতএব উচ্চ করি কীর্ত্তন করিলে।
শতগুণ ফল হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বলে॥

(চৈঃ ভাঃ আ ১৬)

অতএব শাস্ত্র-প্রমাণ ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব নজীর দ্বারা নগর-সংকীর্ত্তন সনাতনধর্ম্মের একটী অপরিত্যাজ্য প্রধান অঙ্গ, সিদ্ধান্তিত হইল।

দ্বাদশ বৈষ্ণব

ভীষ্ম

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪শ সংখ্যার পর)

ভীষ্ম, স্বয়ং শ্রীভগবানের মুখে এত কথা শ্রবণ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—লোকনাথ, তোমার কথা শুনিয়া আমার অন্তঃকরণ আনন্দসাগরে মগ্ন হইল! আহা, কে উপদেশ কোথায়, কাহাকে দিবে—কৃষ্ণ? তুমি থাকিতে উপদেশ দিব আমি? গুরু বিদ্যমান থাকিতে, এই অতি ক্ষুদ্র শিষ্য এমন ধৃষ্টতা করিবে কেমনে? হে অখিল-লোক-কর্ত্তা, তোমাতেই ত সকল বাক্য সদা বিদ্যমান রহিয়াছে; তোমা হইতেই ত বেদাদি সকল শাস্ত্রের অভ্যুদয় হইয়াছে!—তুমিই স্বয়ং উপদেশ দাও। নাথ,—ছলনা রাখ।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—গাঙ্গেয়, আপনার অন্তর দিব্য জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল আপনার নিরস্তরজস্তমঃ নির্ম্মলহৃদয়ে শুদ্ধ সত্ত্বগুণ মেঘনির্ম্মুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মত প্রকটিত। আপনি দিব্য দর্শনে সমস্ত প্রত্যক্ষ করিবেন। উপদেশ দান করুন।

সূর্য্যদেব অস্তগমন করিলেন। এ-দিবস আর কোনও কথা হইল না। সকলে বিদায় হইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। পরদিবস যথাসময়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রমুখ সকলে আবার তথায় আগমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে কুশল প্রশ্ন করিলে, ভীষ্মদেব তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন,—হে কৃষ্ণ, আমার আর কোনও কষ্ট, কোনও অভাব নাই। তোমাকে ধ্যান করিয়া, তোমার কৃপায়, আমি পুনর্জীবন লাভ করিয়াছি। আর, তোমার বাক্যে, বেদ-বেদান্তাধিগত সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব আমার অন্তরে অপূর্ব্বরূপে উদ্ভাসিত হইতেছে। তাহা আমি এখন উত্তমরূপে কীর্ত্তন করিতে পারিব। কিন্তু, একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, জনার্দ্দন,—তুমি থাকিতে আমি কেন উপদেশ দিব? এই অধমের প্রতি এ আদেশ কেন?

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—আমি আপনার কীর্ত্তি অক্ষয় করিয়া রাখিব। যত দিন পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত আপনার অশেষ কীর্ত্তি-কাহিনী সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইবে। আপনার এইবাক্য বেদবাক্যের ন্যায় চিরকাল আদৃত হইবে। আপনার বাক্য যে পালন করিবে, সে পরলোকে সমুদয়

সদনুষ্ঠানের সুফল ভোগ করিবে। কুরুপিতামহ, তাই আমার ইহাতে এত যত্ন। আমরা সকলেই উপস্থিত আছি। এক্ষণে, আপনি ধর্ম্মোপদেশ দিতে আরম্ভ করুন। মহারাজ যুধিষ্ঠির আপনাকে জ্ঞাতব্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনি তাহার উত্তর দিবেন।

তখন শ্রীকৃষ্ণের আদেশে কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মদেব তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন মত শাস্ত্রোপদেশ দিতে লাগিলেন। আর সকলে তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিয়া অবহিত হইয়া শুনিতে লাগিলেন। সকলে প্রত্যহ তথায় সমবেত হইতেন এবং সন্ধ্যায় বিদায় লইতেন। এইরূপে সাধু শান্তনব প্রাণের পরিত্যাগের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে বিবিধ উপদেশ দান করিলেন। তাহাই মহাভারতের বিরাট শান্তিপর্ব্ব ও অনুশাসনপর্ব্ব পূর্ণ করিয়াছে। আমরা সেই অগাধ সিন্ধু হইতে সাধু-কৃপায় কয়েকটি অমিয়নিধি আহরণ করিয়া আমাদের এই বৈষ্ণব-মঞ্জুষায় রক্ষা করিব।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"ক্লিশ্যমানেষু ভূতেষু তৈস্তৈর্ভাবৈস্ততস্ততঃ।
দুর্গাণ্যতিতরেদ্ যেন তন্মে ব্রূহি পিতামহ॥"

(শান্তিঃ ১১০।১)।

অর্থাৎ—হে পিতামহ, এই মায়াধিকৃত জগতে বিষয়বিমুগ্ধ জীবগণ নানাভাবে ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া, সতত কত ক্লেশ ভোগ করিতেছে। তাহারা কিরূপে এই দুর্গম বিষয় বিপাক হইতে উদ্ধার হইতে পারে, তাহা বলুন।"

উত্তরে ভীষ্মদেব পুরোবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চাহিয়া সকলকে কহিলেন, —

ঈশ্বরং সর্ব্বভূতানাং জগতঃ প্রভবাপ্যয়ম্।
ভক্তা নারায়ণং দেবং দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে॥
য এষ পদ্মপত্রাক্ষঃ পীতবাসা মহাভুজঃ।
সুহৃদ্‌ভ্রাতা চ মিত্রং চ সম্বন্ধী চ তবাচ্যুতঃ॥
য ইমান্ সকলাল্লোঁকাংশ্চর্ম্মবৎপরিবেষ্টয়েৎ।
ইচ্ছন্ প্রভুরচিন্ত্যাত্মা গোবিন্দ পুরুষোত্তমঃ॥
স্থিতঃ প্রিয়হিতে জিষ্ণোঃ স এষ পুরুষোত্তমঃ।
রাজংস্তব চ দুর্দ্ধর্ষো বৈকুণ্ঠঃ পুরুষর্ষভ॥
য এনং সংশ্রয়ন্তীহ ভক্তা নারায়ণং হরিম্।
তে তরন্তীহ দুর্গাণি ন চাত্রাস্তি বিচারণা॥

(শান্তি ১১০।২৪—২৮)।

অর্থাৎ,—হে রাজন্, এই যে সর্ব্বভূতপতি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন; এই যে পদ্মপলাশলোচন, পীতবসন নারায়ণ সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন; এই যে অচিন্ত্যপ্রভাব পরমেশ শ্রীগোবিন্দ, স্বীয় ভক্তগণের হিত-সাধনে সদা রত রহিয়াছেন; যিনি আমাদের একমাত্র পরমাত্মীয় জন;—তাঁহারই প্রতি যাঁহারা একান্ত অনুরক্ত,—তাঁহারই অভয় পদে যাঁহারা একান্ত আশ্রিত,—এক কথায় যাঁহারা তাঁহার ভক্ত, তাঁহারাই দুর্গম বিষয়-বিষবন হইতে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হইতে পারেন। আর যাঁহারা ভক্তির সহিত ভক্তের মুখে, এইরূপ ভক্ত ও ভগবানের কথা শ্রবণ করেন, তাঁহারাও বিষয়-বিষ-দাহ হইতে বিমুক্তি লাভ করেন। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

—০—

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত স্নানযাত্রার দিবস হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে পরাবিদ্যাপীঠ সারস্বততীর্থে প্রবীণ পণ্ডিতবর শ্রীনন্দলাল রায় বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি, এ, মহোদয় অবিদ্যাহরণ বেদবিদ্যালয়ে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের অধ্যাপনা করিতেছেন এবং শ্রীমন্মাধ্বর্ষতবরাস্তেবাসী বৈদান্তিকপণ্ডিতকুলমুকুটমৌলি "দ্বৈতবেদান্তবিদ্বান্" অধ্যাপক-কেশরী শ্রীমদদমার বিঠ্‌ঠলাচার্য্য মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে দেবভাষায় সপ্রস্থানচতুষ্টয় বেদান্তের অধ্যাপনা করিতেছেন। গৌড়ীয়-পত্রে পরাবিদ্যাপীঠের উপাধি-পরীক্ষাসমূহের গ্রন্থ-তালিকা ও নিয়মাবলী শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়বন মহারাজ বিহারের বহু স্থানে তাঁহার স্বভাব-সুলভ বাগ্মিতা দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তিনি ভাগলপুরে টাউনহলে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্তব্যক্তিদ্বারা অলঙ্কৃত একটী বিরাট সভায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি কাশীধামেও মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়াছেন। অধুনা তিনি মুঙ্গেরে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। স্বামিজী মহারাজ ইংরেজী, হিন্দি, সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় বিশেষ পারদর্শী এবং অনর্গল মধুরমন্দ্র-স্বরে বক্তৃতা-প্রদানে বিশেষ নিপুণ। তাঁহার ওজঃস্বিনী বক্তৃতা-প্রদানকালে সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অবস্থান করিয়া সর্ব্বাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের কথা শ্রবণ করেন।

কয়েক দিবস পূর্ব্বে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ যশোহর জেলার বহুস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়া বহু সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জন ব্যক্তির হৃদয়ে সত্যের বিমল আনন্দ প্রদান করিয়াছেন। স্বামিজী মহারাজ উক্ত জেলাস্থ নহাটা গ্রামে নগর কীর্ত্তন ও সন্ধ্যায় স্থানীয় শ্মশানকালীর মন্দির প্রাঙ্গণে পাণিঘাটি গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নে আহূত এক বিরাট সভায় বহু পণ্ডিত ও সজ্জন সমক্ষে 'জৈবধর্ম্ম' সম্বন্ধে দীর্ঘ ৩ ঘণ্টা কালব্যাপী এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা শ্রবণে সভাস্থ সকলেই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। পরে উক্ত গ্রামেই শ্রীযুক্ত শশীভূষণ ভদ্র মহাশয়ের বাটীতে 'সংসারধর্ম্ম' সম্বন্ধে একদিন এবং শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের বাটীতে 'গুরুতত্ত্ব' ও 'সম্বন্ধ জ্ঞানের' বিষয় দুইদিন আলোচনা করিয়া তত্রস্থ শুদ্ধ-ভক্তিকথা-শ্রবণেচ্ছু জনগণের পরমা সুকৃতি বিধান করেন। অতঃপর স্বামিজী মহারাজ রাজাপুর গ্রামে শুভাগমন করিয়া তত্রস্থ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন অধিকারী মহাশয়ের বাটীতে দিবস-ত্রয় অবস্থানপূর্ব্বক 'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজন'-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা তথা নগরকীর্ত্তন করিয়া গৃহস্থ ও গ্রামস্থ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই আত্মকল্যাণ বিধান করেন।

কটকে সংকীর্ত্তন-মহোৎসব

গত ২৪শে আষাঢ় ৯ই জুলাই তারিখ কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অধিষ্ঠান উৎসব উপলক্ষে সপার্ষদ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর কটকনগরীতে সমুপস্থিত হন। শ্রীলক্ষ্মীবিজয় হইতেই শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের মহা-মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছিল। শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত কটক নগরীতে গৌরজনবরের আগমনে কটক-নিবাসী সজ্জনগণ এবং শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের সেবকগণ সঙ্কীর্ত্তনমুখে অভ্যর্থনা এবং নানাপ্রকার আচার্য্যোচিত অভিনন্দন প্রদান করেন। ২৪শে আষাঢ় সায়ংকালে সঙ্কীর্ত্তনমুখে সচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীগৌরসুন্দরের অভিষেক হয়। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে অগণিত নরনারী-বালবৃদ্ধযুবার সমাবেশ হইয়াছিল। গৌরবিহিত কীর্ত্তনাচার্য্য, শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সেবক, সর্ব্ববৈষ্ণবগুণ-বিভূষিত পণ্ডিতবিদ্যাভূষণ শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব প্রভুর সুমধুর ভক্তি-সিদ্ধান্তরসময় সংকীর্ত্তনে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ সমুখরিত হইয়াছিল। তদুপরে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত সজ্জনমণ্ডিত সভায় শ্রীবিগ্রহ পূজা সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থমহারাজ এবং কতিপয় ভক্ত কিছুকাল শ্রোতবাণী কীর্ত্তন করেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আরাত্রিক, শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে সংকীর্ত্তন, স্তবপাঠ ও উদ্দণ্ড নৃত্যাদি-মুখে শ্রীবিগ্রহের শ্রীচরণ দর্শন অনুষ্ঠিত হয়। সংকীর্ত্তনের পর সমাগত ব্যক্তিগণকে বৈচিত্র্যপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু ও শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন প্রভুর অধ্যক্ষতায় ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণ প্রচুর পরিমাণে মহাপ্রসাদাদি বিতরণ করেন। ইহার কয়েক দিবস পূর্ব্বেও কটক সহরে একটী বিরাট নগরকীর্ত্তন বাহির হইয়াছিল। কটকবাসী বহু প্রাচীন লোক বলিয়াছেন যে, তাঁহারা এইরূপ বিরাট নগর সংকীর্ত্তন কটক নগরে পূর্ব্বে আর দর্শন করেন নাই। স্থানীয় উড়িয়া ও ইংরেজী সংবাদ পত্রে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের সংকীর্ত্তন উৎসব ও শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের কটক নগরীতে শুভাগমন পূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণকে হরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ প্রদানের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল পরমহংস ঠাকুর ২৫শে ও ২৬শে আষাঢ় পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে বক্তৃতা ও হরিকথা কীর্ত্তন করেন। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপকগণ, কলেজের ছাত্রগণ, স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান প্রথিত-নামা দেওয়ান বাহাদুর, শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র মহোদয়, অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ উকিল পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মদনমোহন পট্টনায়ক, পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রাধামোহন পট্টনায়ক, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্, এ, প্রবীণ ভাগবত শ্রীযুক্ত নটবর মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন প্রভৃতি সজ্জনগণ দুই বেলাই শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের মুখে হরিকথা শুনিবার জন্য উপস্থিত থাকিতেন। পরমভাগবত ভক্তিরত্ন মহোদয় সমবেত বৈষ্ণব-গণকে একদিন তাঁহার ভবনে ভিক্ষা করাইয়া আদর্শ বৈষ্ণব-গৃহস্থের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি শ্রীল পরমহংস ঠাকুরকে কটকবাসীর পক্ষ হইতে যে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহা পরবর্ত্তী সংখ্যায় গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইবে। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান দেওয়ান বাহাদুর মহাশয় শ্রীল পরমহংস ঠাকুরকে মটরযানে করিয়া কটক ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছেন এবং নানাভাবে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সৌজন্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।

From Pearymohan Mukherjee
Cuttack Chandnichauk, To Gaudiya, Calcutta,

Adhibash Ceremony of disappearance of Sanatan Goswami most successfully celebrated last evening. Big gathering held in Math compound. Elites of Town attended. Swamijis delivered lectures. All highly appreciated Jagannath Mahaprasad came in at 10 P. M. Everyone sumptuously fed.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৪ই শ্রাবণ ১৩৩৪, ৩০শে জুলাই ১৯২৭	৪৯শ সংখ্যা।

সারকথা

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য

বৈষ্ণব সেবার ফল কহে যে পুরাণে।
তার সাক্ষী এই সবে দেখ বিদ্যমানে॥
আজন্ম ধার্ম্মিক উদাসীন জ্ঞানবান্।
ভাগবত অধ্যাপনা বিনা নাহি আন॥
শান্ত দান্ত জিতেন্দ্রিয় নির্লোভ বিষয়।
প্রায় আর কতেক বা গুণ তানে হয়॥
তথাপিও গৌরচন্দ্রে নহিল বিশ্বাস।
বক্রেশ্বর প্রসাদে সে কুবুদ্ধি বিনাশ॥
কৃষ্ণ-সেবা হৈতে বৈষ্ণবের সেবা বড়।
ভাগবত আদি সব শাস্ত্রে কৈল দঢ়॥
এতেকে বৈষ্ণব-সেবা পরম উপায়।
ভক্ত-সেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায়॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গের প্রভাবে।
গৌরচন্দ্র দেখিতে চলিলা অনুরাগে॥
প্রভু বলে তুমি যে সেবিলা বক্রেশ্বর।
অতএব হৈলা তুমি আমার গোচর॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর পূর্ণশক্তি।
সেই কৃষ্ণ পায় যে তাহারে করে ভক্তি॥
বক্রেশ্বর হৃদয়ে কৃষ্ণের নিজ ঘর।
কৃষ্ণ নৃত্য করেন নাচিলে বক্রেশ্বর॥
যে তে স্থানে যদি বক্রেশ্বর-সঙ্গ হয়।
সেই স্থানে সর্ব্বতীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠময়॥
(চৈঃ ভাঃ অ ৩।৪৮১-৪৮৮, ৪৯৩-৪৯৬)

বিদ্যা-ধন-কুল-জ্ঞান-তপস্যার মদে।
যে মোর ভক্তের স্থানে করে অপরাধে॥
সেই সব জন হৈবে এ যুগে বঞ্চিত।
সবে তারা না মানিবে আমার চরিত॥
অচ্যুতেরে কোলে করি শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রেমজলে ধুইলেন তাঁর কলেবর॥
অচ্যুতেরে প্রভু না ছাড়েন বক্ষ হৈতে।
অচ্যুত প্রবিষ্ট হইল প্রভুর দেহেতে॥
(চৈঃ ভাঃ অ ৪।১২৪, ১২৫, ২০২, ২০৩)

বৈষ্ণব-নিন্দক তুই পাপী-দুরাচার।
ইহা হৈতে দুঃখ তোর কত আছে আর॥
এই জ্বালা সহিতে না পার দুষ্টমতি।
কেমতে করিবা কুম্ভী-পাকেতে বসতি॥
যে বৈষ্ণব নামে হয় সংসার পবিত্র।
ব্রহ্মাদি গায়েন যেই বৈষ্ণব-চরিত্র॥
যে বৈষ্ণব ভজিলে অচিন্ত্য কৃষ্ণ পাই।
সে বৈষ্ণব-পূজা হৈতে বড় আর নাই॥
শেষ রমা অজ ভব নিজ দেহ হৈতে।
বৈষ্ণব কৃষ্ণের প্রিয় কহে ভাগবতে॥
হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই জন।
সেই পায় দুঃখ জন্ম জীবন মরণ॥
বিদ্যা-কুল-তপ সব বিফল তাহার।
বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে পাপী দুরাচার॥
পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ।
বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন॥
(চৈঃ ভাঃ অ ৪।৩৫৪—৩৬২)

সাময়িক প্রসঙ্গ

বর্ত্তমান সময়ে ঠাকুর গোপাল লইয়া পুতুল খেলা সর্ব্বত্রই যেন একটা কালধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীভগবান্ বা বদ্ধজীবের প্রতি অসামান্য কৃপাময় শ্রীভগবদবতার শ্রীঅর্চ্চা-বিগ্রহ আমাদের পূজ্য বা সেব্য বস্তু, আর 'পুতুল' আমাদের ভোগ্য বস্তু। পুতুলকে আমরা যেমন ইচ্ছা তেমন গড়িতে পারি, যেমন ইচ্ছা তেমন নাচাইতে পারি, সর্ব্বপ্রকারে উহাদ্বারা আমরা ইন্দ্রিয়-তর্পণ করাইয়া লইতে পারি। 'পুতুল' আমার বশ্য বস্তু। আমার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য আমার 'ফরমায়েস' অনুসারে আমার কারখানায় গড়া, আমার পয়সায় কেনা সামগ্রীমাত্র। সাধারণ কথায়ও লোকে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর বশ্যত্ব ধর্ম্ম বুঝাইতে বলিয়া থাকে,—'এই বস্তু বা এই ব্যক্তি যেন ইহার পুতুল বা ক্রীড়নক হইয়া পড়িয়াছে'।

অধুনা তীর্থস্থানগুলির প্রায় সর্ব্বত্রই সেবা-শিথিলতা ও সেবা-বৈমুখ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এবার শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীরথযাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীনবযৌবনোৎসবের দিন শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে বজ্রপতন (?) রূপ দুর্ঘটনা কি ক্ষীণপুণ্য-জনের সেবা-বৈমুখ্যের নিদর্শন নহে? অবশ্য অপ্রাকৃত শ্রীক্ষেত্রে বা শ্রীভগবন্মন্দিরে বজ্রপতনাদি হেয় ব্যাপারের কোন স্পর্শও নাই; কিন্তু শ্রীভগবদিচ্ছায়ই আমাদের ন্যায় ভগবৎসেবাবিমুখ সেবাপরাধীর চৈতন্যোৎ-পাদনের জন্য ঐরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে।

বিভিন্ন স্থান হইতে সাধু সজ্জনগণ শাস্ত্র-দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিতেছেন যে, বোধ হয় শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সেবা-ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির সেবাপরাধ-ফলেই বা এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইল।

কৃপাময় ভগবান্ আমাদিগকে এত ভাবে পুনঃ পুনঃ আমাদের সেবাপরাধ ও সেবা-বৈমুখ্যের কথা জানাইয়া দিতেছেন, তথাপি আমাদের পাপ-পাষাণ হৃদয় কি জড়তা পরিত্যাগ করিতেছে! শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের এই ব্যাপার শুনিয়া আমরা কয়জন সেবাবিষয়ে সাবধান হইয়াছি? তপ্তলৌহে জলবিন্দু-পতনের ন্যায় আমাদের ভোগানল-তপ্ত হৃদয়ে ভগবান ও ভগবদ্ভক্তের প্রত্যক্ষ-শিক্ষাবাণীও পর মুহূর্ত্তেই বিলীনতা প্রাপ্ত হইতেছে।

শাস্ত্রে যে সকল সেবাপরাধের কথা বর্ণিত হইয়াছে, আমরা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। অবৈধ-স্ত্রী-সম্ভোগ, কুসুম্ভ অর্থাৎ গঞ্জিকাপান, পিণ্যাক অর্থাৎ অহিফেন্-ভোজন, ভগবদগ্রে তাম্বূল-চর্ব্বণ, তির্য্যক্পুণ্ড্র-ধারণ, অবৈষ্ণব-পাচিত অন্ননিবেদন, ভগবৎ-শপথাদি-করণ, নির্ম্মাল্য-লঙ্ঘন, দেব-কোশাপহরণ প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত সেবাপরাধ ত্যাগ করিতে আমরা কোন যত্ন করি না। শাস্ত্র বলেন,—

> "দেবকোশোপজীবী যঃ স দেবলক উচ্যতে।
> বৃত্ত্যর্থং পূজয়েদ্দেবং ত্রীণি বর্ষাণি যো দ্বিজঃ।
> স বৈ দেবলকো নাম সর্ব্বকর্ম্মসু গর্হিতঃ॥"

(শ্রীযামুনাচার্য্যকৃত আগমপ্রামাণ্যধৃত শাস্ত্র-বচন)

—যে ব্যক্তি দেব-সেবায় প্রদত্ত সম্পত্তিদ্বারা নিজ জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে 'দেবল' নামে কথিত হয়। যে দ্বিজ বৃত্তির নিমিত্ত তিন বৎসর যাবৎ দেব-পূজা করেন, সেই দেবলক সর্ব্বকর্ম্মে অত্যন্ত নিন্দিত।

কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সেবাধিকারী অভিমানিগণকে দেবকোশোপজীবী প্রভৃতি হইতে দেখা যায়। বর্ত্তমানে নবদ্বীপাদি সহরে "ভেটপ্রথা" নামক আর একটা নূতন দেবকোশোপজীবিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। যাহারা এইরূপ সেবাপরাধী, তাহাদের প্রদত্ত নৈবেদ্য যে ভগবান্ কখনও গ্রহণ করেন না, ইহা আমরা অনেকেই বুঝি না।

সেদিন কয়েকটী বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মুখে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের তিনটী প্রধান তীর্থস্থান শ্রীনবদ্বীপ, শ্রীপুরুষোত্তম ও শ্রীবৃন্দাবনের ধর্ম্মব্যবসায়িগণের ভীষণ অপরাধময় তাণ্ডব-নৃত্যের কথা শুনিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। তাঁহারা বলিলেন যে, কোন সময় কয়েকটী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নবদ্বীপ সহর দর্শন করিতে গমন করিলে স্থানীয় একটী বৃহৎ মন্দিরের অধ্যক্ষ—একজন বিখ্যাত ভেট-শুল্ক আদায়কারী উক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মুখ বন্ধ করিবার জন্য নানা প্রকার কৌশল-জাল বিস্তার করিলেন। এমন কি নিজে ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া মোটর-যানে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন। উক্ত বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ মন্দিরাধ্যক্ষ মহাশয়ের এই কপট সৌজন্য বুঝিতে পারিয়া সেই মোটর-

যানে আরোহণ না করিয়া পদব্রজেই নবদ্বীপ সহরে গমন করেন। যে কয়দিন তাঁহারা নবদ্বীপ সহরে উপস্থিত ছিলেন, সে কয়দিন মন্দিরাধ্যক্ষ সাধারণ লোকের নিকট হইতে ভেট গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা চলিয়া আসিবার অব্যবহিত পরেই 'পুনর্মূষিকো ভব' মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন। আরও শুনা গেল যে, বিশিষ্ট ও ক্ষমতাশালী বিভিন্ন ব্যক্তিগণ যাহাতে তাঁহার অর্থোপার্জ্জনের পথে কণ্টক না হন, তজ্জন্য ঐ মন্দিরাধ্যক্ষ সেই সকল ব্যক্তিকে বড় বড় মৎস্য, ঘৃত, আম্র প্রভৃতি ভেট প্রদান করিয়া থাকেন। হায়! এইরূপ কপটতাদ্বারা সাধারণ মানুষকে ভোলান যাইতে পারে বা অক্ষজ্ঞলোকগণের চোখে ধাঁধা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ভক্ত ও ভগবান্ কি এইরূপ কপটতায় ভুলিবেন?

নিজ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য ভগবানকে 'গোলাম' করিবার চেষ্টা, মৎস্যের উৎকোচ প্রদান করিয়া সত্য চাপিবার চেষ্টা কি সেবক বা গোস্বামীর ধর্ম্ম? ইহা কি একাধারে ভীষণ সেবাপরাধ, ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব এবং আত্ম ও লোক-বঞ্চনা নহে? মৎস্য, ঘৃত প্রভৃতির উৎকোচ অপরে গ্রহণ করিলেও নিরপেক্ষ সত্যধর্ম্ম-প্রচারক গৌড়ীয় তাহা কখনও গ্রহণ করেন না জানিয়াই গৌড়ীয়ের প্রতি অবৈধভাবে বিরোধ-চেষ্টা ব্যতীত ধর্ম্মব্যবসায়িগণের অন্য কোন প্রকার অস্ত্র নাই।

আর এক প্রকার ভেট-প্রথা বর্ত্তমান ধর্ম্মব্যবসায়ীর মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে; সেটা হইতেছে, সাধারণে বা ধনীর দ্বারে ভগবদ্বিগ্রহ-ভাগবত দেখাইয়া ভেট সংগ্রহ। গৌড়ীয় এতৎসম্বন্ধে বহুবার বহুভাবে লোকের নিকট জানাইতেছেন, তথাপি এখনও অনেকে ইন্দ্রিয়-তর্পণের খাতিরে ভাগবত-ব্যবসায়ি নামাপরাধিগণের দ্বারা বিস্তারিত অপরাধ-সংক্রামক-ব্যাধি হইতে দূরে থাকিবার যত্ন করিতেছেন না! ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে মনে হয় যে, রঙ্গালয়ে বারবনিতার অভিনয় বা বামাকণ্ঠরবে যাহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহারা যেমন উহার ভাবী-কুফলের কথা নীতিপরায়ণ ব্যক্তিগণের মুখে পুনঃপুনঃ প্রচারিত ও উপদিষ্ট হইতে শুনিয়াও ইন্দ্রিয়-তর্পণের বাধা হইবে বলিয়া কু-অভ্যাস ছাড়িতে পারে না, এবং এইরূপ অভিনয়াদি দর্শনে ও শ্রবণে অনেক ধর্ম্মকথা ও নীতি শিক্ষা করা যায় প্রভৃতির ছলনা দেখাইয়া অবাধগতিতে ইন্দ্রিয়-তর্পণেই গা ঢালিয়া দেয়, এক্ষেত্রেও তাহাই।

সেবাপরাধ হইতে নামাপরাধের গুরুত্ব অধিক। নাম-মন্ত্র-ভাগবত-ব্যবসায়িগণ নামাপরাধী। তাহারা দক্ষিণা-মার্গীয় কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের আদর্শে স্মৃতিশাস্ত্রোপজীবিকারূপ একটা সংসার-প্রাপক নামাপরাধের পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু 'ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত' (পৃঃ ২।৫২), "ধনশিষ্যাদি-ভির্দ্বারৈর্যা ভক্তিরুপপাদ্যতে। বিদূরত্বাদুত্তমতাহান্যা তস্যাশ্চ নাঙ্গতা॥" (পৃঃ ২।১২৮), শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীগোপাল-ভট্টপ্রভু ও দিগ্দর্শনীতে শ্রীসনাতনপ্রভু—"ন জীবনায় যুঞ্জীত বিপ্রঃ পাপভিয়া ক্বচিৎ॥" প্রভৃতি বাক্যে নাম-মন্ত্র-ব্যবসায়ীকে ভক্তি-দেবীর চরণে অপরাধী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সেদিন পূর্ব্বোক্ত বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ জানাইলেন,—নবদ্বীপ, বৃন্দাবনাদি তীর্থস্থানে এইরূপ একটা কমিটী সংগঠিত হইতেছে, যে কমিটীতে এইরূপ একটা মত প্রস্তুত হইবে যে, বৃন্দাবন-নবদ্বীপ-পুরুষোত্তমাদি স্থানে কোন বিধবা স্ত্রীলোক একাকী আসিয়া যেন বাস করিতে না পারেন। পরমপবিত্র তীর্থস্থানাদির এইরূপ কলঙ্কের কথা শুনিয়া কাহার হৃদয়ে দুঃখানুভব না হয়? এইজন্যই কি শ্রীমন্মহাভারতের বনপর্ব্বে শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিয়াছিলেন,—"কলৌ তু দৈত্যভূয়িষ্ঠং সর্ব্বং ক্ষেত্রং ভবিষ্যতি" অর্থাৎ কলিকালে তীর্থস্থানসমূহ দৈত্যগণের দ্বারা পরিপূর্ণ হইবে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথমন্দিরে বজ্রপাতন (?) এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে মন্দিরাভ্যন্তরে আরও কয়েকটী অরিষ্টদর্শনের কথাও শুনা গিয়াছে। অপ্রাকৃত ভগবদ্বসতিস্থলে এইসকল উৎপাতের অধিষ্ঠান না থাকিলেও অক্ষজ-অস্মিতায় অনুভূত অক্ষজ-জগতের মিথ্যাত্ব অঙ্গীকৃত না হওয়ায় গুণজাত জগতে গুণজাত জীবের উপর উহার কার্য্যকারিতা আছে। বদ্ধজীবের উহা এড়াইবার উপায় নাই। সুতরাং নিশ্চয়ই কোন ভীষণ সেবাপরাধের ফলে এইরূপ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, সজ্জনগণ এইরূপই ধারণা করেন।

কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমানে যিনি জগন্নাথ-মন্দিরের অধ্যক্ষরূপে নির্দ্দিষ্ট, তিনি বর্ত্তমান পুরুষোত্তমাধিপতির

মন্ত্রী হইলেও এবং তাঁহার রাজকার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা থাকিলেও শ্রীভগবৎসেবাধ্যক্ষের কার্য্যে তাঁহার যোগ্যতার অভাব কিছু অযৌক্তিক নহে। অতএব শ্রীমন্দিরের সেবাদি-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও পরিচালন-ভার সেরূপ কার্য্যের যোগ্য ব্যক্তির উপরই ন্যস্ত হওয়া আবশ্যক।

আমরা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জীবনী প্রসঙ্গে জানিতে পারি যে, তিনি কোন সময় শ্রীপুরুষোত্তম মন্দিরের পর্য্যবেক্ষণ ও সেবা-পূজাদির সুবন্দোবস্ত ও পরিচালনাদি কার্য্যের অধ্যক্ষ-স্বরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। উড়িষ্যার মঠসমূহে যাহাতে সেবা-পূজার বিশেষ সুবন্দোবস্ত হয়, তদ্বিষয়ে তিনি কিরূপ নিঃস্বার্থভাবে ও অতি আগনস্থানে যত্ন করিতেন, উহার আভাস তাঁহার "Maths of Orissa" নামক পুস্তক-পাঠে অবগত হওয়া যায়। এক সময়ে সাত্বত-সম্প্রদায়-চতুষ্টয় ব্যতীত ইতর সম্প্রদায়ের কয়েকটী বিশেষ প্রতিষ্ঠা-শালী ব্যক্তি শ্রীজগন্নাথমন্দিরে যাহাতে তাহাদের প্রভাব বিস্তারিত হয়, এইরূপ কয়েকটী কার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্বারা করাইয়া লইবার বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম-সংরক্ষক আদর্শ-সত্যনিষ্ঠ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইতর সম্প্রদায়ের ঐরূপ প্রস্তাবকে সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করিয়া গৌর-পদাঙ্কিত ভূমিতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের বিমল সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখেন। শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে 'মুক্তিমণ্ডপে'র পরিবর্ত্তে 'ভক্তিমণ্ডপ' প্রভৃতি রচনা করিয়া তথায় সজ্জনগণসহ সাত্বত-শাস্ত্রালোচনা ও মহাপ্রভুর কথা প্রচার এবং শ্রীজগন্নাথদেবের সেবার নানাপ্রকার সুবন্দোবস্ত সম্পাদন করেন।

কেহ কেহ বলেন, উড়িষ্যার সর্ব্বজন-সুপরিচিত সরকার বাহাদুরের সুবিশ্বস্ত, বিহার ও উৎকলদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, প্রবীণ, বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ, কর্ম্মঠ, কটক-নগরের বর্ত্তমান মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান দেওয়ান বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণমহাপাত্র মহোদয় শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সেবাধ্যক্ষপদে বৃত হইবার যোগ্য ব্যক্তি। এইরূপ অভিজ্ঞ ও সেবাবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির হস্তে সেবাভার নিযুক্ত হইলে সেবার সুষ্ঠুতা সম্পাদিত হইতে পারে। বর্ত্তমান দেওয়ান সাহেব মন্দির-সংক্রান্ত ভার ছাড়িয়া কেবল যদি বিষয়কার্য্যের ভার লইয়া সেবাকার্য্যের ভার যোগ্য হস্তে সমর্পণ করেন, তবে বোধ হয় ভালই হয়।

শ্রীক্ষেত্র ও উড়িষ্যার প্রধান নগর কটকসহরে শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখাস্বরূপে যে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ ও শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ স্থাপিত হইয়াছে, সেই মঠদ্বয়ের প্রচারকবৃন্দ উড়িষ্যার সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। উড়িয়া অক্ষরে কতিপয় ভক্তিগ্রন্থও কটক-নগরী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। নির্ম্মৎসর শ্রৌতপন্থি সাধুগণের দ্বারা নিরপেক্ষ সত্য কথা প্রচারিত হইলেই অস্বার্থপর ব্যক্তিগন তাঁহাদের স্ব স্ব মনোধর্ম্মীয় কুমত ও ইন্দ্রিয়-তর্পণ বাধিত হইবে বিচার করিয়া বিশেষ সন্তপ্ত হন এবং তজ্জন্য মৎসরতামূলে নানাভাবে সত্যপ্রচারের বাধা-প্রদান করিবার উদ্যোগ করেন। স্থানীয় নিরপেক্ষ সাধারণ ব্যক্তিগণ উড়িষ্যার বিভিন্ন সাময়িক পত্রে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ ও শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের কার্য্যাবলীর কথা প্রচার করাইয়াছেন। শুনা যায়, তাহাতে কতিপয় কুমতবাদিব্যক্তির মৎসরতা উৎপন্ন হইয়াছে।

'উৎকলদীপিকা' নামক একটী কাগজে একটী বেনামী লেখকের পত্রে কতিপয় মিথ্যা সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়পত্রে পূর্ব্বেই ঐ সকল মিথ্যা সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ ও ঈর্ষামূলক ভিত্তির কথা সর্ব্বসাধারণে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। উক্ত ভিত্তিহীন ঈর্ষামূলা কথারই পুনর্ব্বর্ণন 'উৎকলদীপিকা'য় প্রকাশিত হওয়ায় অনেকেই মনে করিতেছেন যে, কোন অপস্বার্থপর ব্যক্তি বা কুমতবাদি-সম্প্রদায় যাঁহার বা যে সম্প্রদায়ের কুমত গৌড়ীয়পত্রে খণ্ডিত হওয়ায় তাঁহার বা তৎসম্প্রদায়ের অপস্বার্থের ব্যাঘাত হইয়াছে, এইরূপ কোন ব্যক্তিই মৎসরতা, নীচতা, ও কাপুরুষতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অথবা ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সূর্য্যের রশ্মি পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে তাহার অপাশ্রিত প্রদেশে ছায়াটীও অনুগমন করিয়া থাকে।

কেহ কেহ বলিতেছেন যে, আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠের শাখামঠ শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্র শ্রীপুরুষোত্তম ও শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ একমাত্র কলিযুগাবতারী শচীনন্দন-গৌরসুন্দর ও তদঙ্গস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত ব্যতীত (১) পরবর্ত্তিকালে মনোধর্ম্মি-শিষ্যগণকল্পিত জীববিশেষকে গৌর-নিত্যানন্দের অবতার বলেন না বলিয়া, (২) গুরুর পদদেশে তুলসীপ্রদানরূপ পাষণ্ডাচারের অনুমোদন করেন না বলিয়া,

(৩) শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত তারক-ব্রহ্মনাম ব্যতীত অপর কোন ব্যাকরণদুষ্ট, তত্ত্ববিরুদ্ধ ও রসাভাসদোষযুক্ত নব-কল্পিত ছড়াকে 'মহানাম' বা 'নাম' প্রভৃতি বলেন না বলিয়া, (৪) যাঁহারা 'গৌড়ীয়-সম্প্রদায় শ্রৌতপন্থি-মধ্ব সম্প্রদায়ান্তর্গত নহে'—এইরূপ মতবাদ প্রচার করেন, তাঁহাদিগের নবীন মত শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যের বিরোধী মত, সুতরাং সেই কুমতকে গুরুত্যাগী অতিবাড়ী মতেরই প্রকারান্তররূপে বিচার করেন বলিয়া, (৫) একাদশীতে অন্নগ্রহণ মহাপ্রভুর অনুমোদিত নহে প্রচার করেন বলিয়া, (৬) 'সখিভেকিনামক দুষ্টমত শ্রীমন্মহাপ্রভু বা গোস্বামিবর্গের অনুমোদিত মত নহে,'—এই সত্য কথা প্রচার করেন বলিয়া, (৭) ধর্ম্মের আবরণে ব্যভিচারের প্রশ্রয়-প্রদান করেন না বলিয়া কতিপয় দুষ্ট-মতাবলম্বী ব্যক্তি তজ্জন্য অসন্তুষ্ট হইয়া শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বিরুদ্ধে বলিবার আর কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া দুই একটী ভিত্তিহীন ঈর্ষামূলা মিথ্যা কথা সেনানী পত্রের সাহায্যে বিচারহীন লোকগণের মধ্যে প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপ মৎসরতা চরম-দুর্ভাগ্যের পরাকাষ্ঠা ব্যতীত আর কি? নিজে সত্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছি বলিয়া অপস্বার্থের খাতিরে সাধারণকে সত্য জানিতে বাধা দিলে কিরূপ ভীষণ অপরাধ-পঙ্কে পতিত হইতে হয়, তাহা মৎসর ব্যক্তিগণ তাঁহাদের মৎসরতা কিয়ৎক্ষণের জন্য দূর করিয়া নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিবার সুবুদ্ধি প্রাপ্ত হউন, ইহাই আমরা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করি।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-মহিমা

ঠাকুর বৈষ্ণব চরণ সেবন
শ্রীকৃষ্ণ ভকতি মূল।
ইহা না জানিয়া জনম গোঙাল
ভজন সাধন ভুল ॥ ১ ॥

অন্য চেষ্টা সব দূরে পরিহরি
(শুদ্ধ) বৈষ্ণব কৃপা যাচিলে।
তাঁহার চরণে আশ্রয় লইয়া
শ্রীকৃষ্ণ-ভজন মিলে ॥ ২ ॥

বৈষ্ণব ছাড়িয়া কোন দিন কেবা
কৃষ্ণভক্তি লভিয়াছে।
থাক কৃষ্ণভক্তি কোন কালে কেহ
সংসার না তরিয়াছে ॥ ৩ ॥

বৈষ্ণব-চরণ পরশ পাইয়া
ধরণী পবিত্র হয়।
শুদ্ধ হরিনাম কীর্ত্তন শ্রবণে
(যায়) সব অমঙ্গল ক্ষয় ॥ ৪ ॥

বৈকুণ্ঠ বারতা জগতে আনিয়া
প্রতি জীবে করি দান।
সুষুপ্ত জীবেরে চেতন করিতে
নাহি কেহ বলবান ॥ ৫ ॥

কোটী কোটী জন্ম বেদ অধ্যয়ন
কোটী তীর্থ পর্য্যটন।
করে যদি কেহ ভক্তি নাহি পায়
বিনে বৈষ্ণব-সেবন ॥ ৬ ॥

বৈষ্ণব-মহিমা দেবেও জানে না
মানুষের কি শকতি।
সেই সে জানিবে, (যার) একান্ত জন্মিবে
বৈষ্ণব-চরণে রতি ॥ ৭ ॥

শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণব অভিন্ন বিগ্রহ
অচিন্ত্য চিন্ময়-তত্ত্ব ॥
বৈষ্ণব-করুণা যাহারে হইবে
সেই জানিবে গুরুত্ব ॥ ৮ ॥

জন্ম-মৃত্যু কভু বৈষ্ণবের নহে
জাতি-কুলাশ্রম ধর্ম্ম।
বৈষ্ণবের দেহ চিদানন্দ ময়
কে বুঝিবে তাঁর মর্ম্ম ॥ ৯ ॥

হেন বৈষ্ণবের পদ-রেণু-জল
আর ভুক্ত-অবশেষ।
যে জন লভিবে সেই ভাগ্যবান্
নাহি আর দুঃখ লেশ ॥ ১০ ॥

সংসার বন্ধন খসে পড়ে তার
হয়ে যায় মায়া পার।
কৃষ্ণদাস হ'য়ে বৈষ্ণব সঙ্গেতে
(পায়) কৃষ্ণ-সেবা অধিকার ॥ ১১ ॥

যদি বা বৈষ্ণব করুণা করিয়া
দিয়েছেন মোরে সঙ্গ।
আপন ভুলিয়া কাহারে কহিব
(মোর) বুদ্ধি ভ্রমে হয় ভঙ্গ ॥ ১২ ॥

শুন শুন প্রভু বৈষ্ণব-ঠাকুর
তুমি বাঞ্ছা-কল্পতরু।
কৃপার সমুদ্র পতিতপাবন
জগতজীবের গুরু ॥ ১৩ ॥

কোটী কোটী কোটী প্রণতি আমার
তোমার কমল পায়।
বৈষ্ণব মহিমা গাহিয়া গাহিয়া
(যেন) দাসের জনম যায় ॥ ১৪ ॥

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণ-কিঙ্করাধম
শ্রীরাধাচরণ

শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবে আহ্বান

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসবের দিন সমাগত-প্রায়। শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন-যাত্রার পূর্ব্ব দিবস হইতে উৎসবের অধিবাস-সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব ও মহানগর-সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব আরম্ভ হইবে। গৌড়দেশবাসীর নিরন্তর হরিভজন করিবার ইহা একটী প্রধান সুযোগ। গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধানা নগরী কলিকাতা সহরে গৌড়দেশবাসিগণকে গৌড়ীয়ের পরমেশ্বর গৌরসুন্দরের প্রচারিত সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথা আচরণশীল, নির্ব্যলীক ও নিঃস্বার্থ সাধুগণের দ্বারা শ্রবণ করাইবার জন্য এই গৌড়ীয় মঠ গৌরজনের ইচ্ছায় আবির্ভূত হইয়াছেন। অনেকের মনে হইতে পারে, গৌড়দেশে মহাপ্রভুর কথা-প্রচারকের অভাব কি? যেখানে সেখানে, হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে, গৃহস্থের দ্বারে, বিপণির সম্মুখে, রঙ্গ মঞ্চে, যাত্রা-অভিনয়ে, বায়স্কোপে, গ্রামোফনে, বারবনিতার মুখে, চপ-কীর্ত্তনে, পাঁচালিয়ার মুখে, ভাগবতপাঠে, কথকতায়-বক্তৃতায়, চলন্ত বাষ্পীয় যানে ভিক্ষুক বালকের মুখে, কল্পিতবস্তুর প্রদর্শনীতে, 'রিফ্রেস্‌মেণ্ট রুমে', 'রেষ্টুরেণ্টে', ক্লাব-হাউসে—সর্ব্বত্রই মহাপ্রভুর প্রচারিত কথা, বৈষ্ণব-পদাবলী-গান, রাধাকৃষ্ণের বিলাস-কথা শুনিতে পাওয়া যায়!

হে গৌড়দেশবাসিগণ! তোমরা জগতের সভ্যজাতির নিকট সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্ বলিয়া একবাক্যে স্বীকৃত। আমরা তোমাদিগের সেই বুদ্ধিমত্তার নিকট আমাদের আবেদন জানাইতেছি, তোমরা একটু অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। তোমরা আমাদের অত্যন্ত প্রিয় বান্ধব—ইহা মুখের কথা নয়, তোষামোদের কথা নয়, সত্য সত্য প্রাণের অন্তরতম প্রদেশের কথা। বান্ধবের নিকট হৃদয়ের দুঃখের কাহিনী না বলিয়া আর কাহাদিগকেই বা বলিব? এ হৃদয়ের গুরুভার আর কেহই বা লাঘব করিতে পারিবে? কিন্তু তোমাদের নিকট একটী ভিক্ষা, তোমরা যেন আমাদের এই দুঃখের কাহিনী বর্ণনকালে, 'ইহার সহিত তোমাদের কোন সম্বন্ধ নাই' মনে করিয়া ধৈর্য্যহীন হইয়া পড়িও না। আমরা সকলেই এক পরম প্রভুর দাস, আমরা পরস্পর সেই পরম প্রভুর সম্বন্ধে পরম আত্মীয়। আমাদের পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। স্বরূপস্থ হইলেই এই কথাগুলি আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু স্বরূপ-বিস্মৃত হইয়া আমরা মনে করি, আত্মরাজ্যের কথার সহিত বোধ হয়, আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই; দেহ ও মনের কথার সহিতই আমাদের সম্বন্ধ! যাঁহারা দেহ ও মনের উন্নতির কথা—দেহ ও মনের তর্পণের কথা বলিয়া দেন, তাঁহারাই বুঝি বান্ধব! কিন্তু হে ভ্রাতৃ-মণ্ডলি! হে আমার পরম প্রভুর সেবকগণ! হে আমার পরম আত্মীয়গণ! তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি—শপথ করিয়া বলিতেছি, যাহারা দেহ ও মনের প্রীতিপ্রদ কথা বলিয়া দেয়, যাহারা আপাতশ্রেয়ঃকথা বলিয়া দেয়—যাহারা প্রেয়ঃকথা বলিয়া দেয়, তাহারা মিত্রের বেশে পরম শত্রু। সরল শত্রুকে ধরা যায়, বুঝা যায়, শত্রুর স্বরূপ বুঝিয়া তাহার নিকট হইতে সাবধান হওয়া যায়, কিন্তু

প্রচ্ছন্ন শত্রু,—মিত্রের বেশে শত্রু, ভয়ানক বিশ্বাসঘাতী। হে গৌড়বাসি ভ্রাতৃবৃন্দ! অত্যন্ত আত্মীয়জ্ঞানে, জগতের কপটতার নৃত্য দেখিয়া, হৃদয়ে মর্ম্মাহত হইয়া, তোমাদিগের দুটী পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, তোমরা ভুল ভাবিও না; নির্লজ্জ হইয়া নিজের বিজ্ঞাপন নিজকে প্রচার করিতে হইতেছে বলিয়া সাধারণ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া লোকবঞ্চনাকারী লোকের কথায় পড়িয়া ভুল ধারণা পোষণ করিও না। রাজকীয় ভৃত্য চোরকে 'চোর' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দেয় দেখিয়া চোরও সেই সুযোগে নির্দ্দোষকে—সাধুকে 'ঐ চোর' 'ঐ চোর' বলিয়া দেখাইয়া দেয় বলিয়া রাজকীয় ভৃত্যকেও—নির্দ্দোষকেও 'চোর' ভাবিও না। চোর ধরাইয়া দিতে হইলে রাজকীয় ভৃত্যকে 'রাজপুরুষ' বলিয়া প্রচার করিতে বাধ্য হইতে হয়। এরূপ নির্লজ্জতা না দেখাইলে রাজকীয় পুরুষ 'চোর' ধরাইয়া দিতে পারেন না। হে বুদ্ধিমান্ ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমরা এ সকল ব্যবহারিক কথা খুব ভালরূপ জান।

অহো! দুঃখ রাখিবার স্থান দেখি না, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, দুঃখের কথা না কহিলেও নয়। আমার প্রাণের ভাই ত্রিতল ছাদে উঠিয়া সাধা-ঘুড়ি উড়াইতে উড়াইতে উহার আপাত-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ছাদ হইতে পড়িয়া যাইতেছে, কোন ভ্রাতা কি এমন নির্মম আছে, এমন স্বার্থপর আছে যে, প্রাণের মায়া মমতা বিসর্জ্জন দিয়াও ঘুড়ির মোহে মত্ত ভ্রাতার অপ্রীতিকর হইয়াও এবং ভ্রাতার নিজের বেশধারী সহস্র শত্রুগণের অগণিত গালিবর্ষণ সহ্য করিয়াও পরম আত্মীয় ভ্রাতাকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত না হইয়া উদাসীনতা অবলম্বন করিতে বা নিজ সুখচিন্তায় ব্যস্ত থাকিতে পারে?

হে গৌড়দেশবাসি আমার ভ্রাতৃগণ! তোমরা পথে-ঘাটে, রঙ্গালয়ে, ভাড়াটিয়ার মুখে যে সকল কীর্ত্তন ও হরি-কথার অভিনয় দেখিতে পাও, তাহাতে প্রাকৃত কলা আছে, সুর-তান মান-লয় আছে, লোকচিত্তহরণ করিবার কৌশল আছে, সেবাবিমুখ হৃদয়-তন্ত্রে তাৎকালিক ঝঙ্কার প্রদান করিবার পারিপাট্য আছে স্বীকার করি; কিন্তু হে বুদ্ধিমান্ গৌড়বাসিগণ! একবার আত্মস্থ হইয়া বিচার করিয়া দেখ, একমাত্র শ্রেয়ঃকাম হইয়া সত্যকাম হইয়া সুচিন্তা করিয়া দেখ, তাহাতে কি 'প্রাণ' দেখিতে পাও? জলন্ত আদর্শ সম্মুখে পাও? যদি নকল ও আসল এক হইত, তাহা হইলে মানুষের কথা দূরে যাউক, ঐ যে অজ্ঞান পশু, ঐ দেখ তৃণ-ভক্ষণকারী গাভী যখন মৃতবৎসা হইয়া পড়ে, তখন মানুষ উহার নিকট একটী প্রাণহীন কল্পিত বৎস প্রস্তুত করিয়া দেয়। কিন্তু ঐ অজ্ঞান পশুও তাহাতে সন্তুষ্ট হয় না। হে ভ্রাতৃগণ! আমাদের স্নেহময়ী জননীগণ কি প্রাণহীন নকল পুত্র লইয়া—পুতুল লইয়া তাঁহাদের হৃদয়ের স্বভাব-সুলভ স্নেহের উৎস খুলিয়া দিতে আনন্দবোধ করেন? তাই বলি, তোমরা বুদ্ধিমান্, বিচার হারাইও না। যে বিচার-শক্তিটীর জন্য তোমরা 'মানব' বলিয়া দাবী কর, সেইটী আপাত সৌন্দর্য্যের মোহে পড়িয়া—ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালে মুগ্ধ হইয়া জলাঞ্জলি দিও না। সাধুগণের আনুগত্যে বিচার-শক্তিটী নিয়মিত কর। তোমরা জান, 'অনু-করণ' ও 'অনুসরণ' স্বরূপতঃ এক নহে। আমি দু'পয়সা খরচ করিলেই কিম্বা কিছুমাত্র ব্যয় না করিয়াই মুহূর্ত্ত মধ্যে নারদ-ঋষির অনুকরণ করিয়া, তাঁহার ন্যায় সাধু সাজিয়া লোক ভুলাইতে পারি; কিন্তু সত্য সত্য যদি আমাকে ভক্তরাজ নারদের অনুসরণ করিতে হয়, তাহা হইলে আমার কত জন্ম-জন্মান্তর, কত সাধন-ভজন, কত পরিমাণ ভক্তের কৃপা, কৃষ্ণের কৃপা আবশ্যক, তাহা বুদ্ধিমান্ তোমরাই বিচার কর। তাই বলি—নির্লজ্জ হইয়া বলি—প্রভুর কথা বলিতেছি বলিয়া প্রভুর দাস-সূত্রে প্রভুর বার্ত্তাবাহক মাত্র জ্ঞানে হৃদয়ের অত্যন্ত আশা ভরসা ও সাহসের সহিত উচ্চকণ্ঠে চতুর্দ্দিক নিনাদিত করিয়া বলি যে, শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রধান কার্য্য জগতের আনুকরণিক সম্প্রদায়ের অনুকরণ চেষ্টারূপ তুষরাশি বা ফাংনা হইতে আনুসরণিক-সম্প্রদায়ের নিষ্কপট-ভগবৎ-সেবা-চেষ্টারূপ ধান্যরাশিকে পৃথক্ করা। অনন্তকাল ধরিয়া তুষরাশিতে ঘাত-প্রতিঘাত করিলেও তন্মধ্যে শরীরপোষক শস্য পাওয়া যাইবে না। অতএব ভেজালের পক্ষপাতি-সম্প্রদায়ের তুষরাশি বা ফাংনার সহিত যে ধান্য-শস্যের সমন্বয়-চেষ্টা, সেই চেষ্টা জীবের মঙ্গলের বাধক বলিয়া ফাংনা উড়াইয়া ধান্যরাশিকে পৃথক করা একটী মহাপ্রভুর বিশেষ অভিপ্রেত কার্য্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার জীবগণকে এই শিক্ষা দিয়াছেন।

হে আমার বুদ্ধিমান্ ভ্রাতৃগণ! এই ফাংনা-উড়ান-কার্য্যটী—নামহট্টের ঝাড়ুদারের কার্য্যটী জাড্যপ্রিয় আমাদের

নিকট আপাত-অপ্রীতিকর হইলেও ইহাতে আমাদিগের স্বাস্থ্যলাভ হইবে। আমরা নামহট্টের ঝাড়ুদার আচার্য্যের হস্তস্থিত শতমুখীর এক একটী মুগ মাত্র হইবার আস্পর্দ্ধা করিতেছি। তোমরা বুদ্ধিমান্ ও আমি ক্ষমার্হ; আমাদিগের এই আস্পর্দ্ধাটুকু, এই গর্ব্বটুকু নিজ গুণে ক্ষমা করিলে—কিছুকালের জন্য একটুকু ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিলে, আমরা তোমাদের নিত্যকালের বান্ধবের পদবী প্রাপ্ত হইতে পারি।

তাই শ্রীনামহট্টের ঝাড়ুদার-পরিচয়ে গৌরব অনুভবকারী ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদের প্রকটোৎসবের (আগামী ২৩শে ভাদ্রের) এক মাস পূর্ব্ব হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠে (আগামী ২৩শে শ্রাবণ শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা-দিবস হইতে) শুদ্ধকীর্ত্তন-যজ্ঞ আরম্ভ হইবে। নানাভাবে ভক্তগণ অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনে নিযুক্ত থাকিবেন। শ্রীব্যাসকূট বা শাস্ত্রানন্দী এবং দাসকূট বা ভজনানন্দী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ এই মাসাধিক কাল চিদ্বৈচিত্র্য হরিকথা কীর্ত্তন করিবেন। প্রত্যহ বেদ-উপনিষদ্-বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রের বিষ্ণুপর ব্যাখ্যা ও তৎসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য, শ্রীমদ্ভাগবতাদি-পুরাণপাঠ ও ব্যাখ্যা, সাত্বত স্মৃতি-পাঠ ও ব্যাখ্যা, পঞ্চরাত্র-পাঠ-ব্যাখ্যা এবং এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-পণ্ডিতমণ্ডলীর বক্তৃতা, আসরসংযোগে তত্ত্বাবিরুদ্ধ মহাজন-পদাবলী-কীর্ত্তন ও গৌরবিহিত শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন, কীর্ত্তনমুখে মহাপ্রসাদ-সেবন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইবে। এতদ্ব্যতীত ভক্ত ও ভগবানের বিশেষ বিশেষ তিথি উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশনাদিও হইবে।

হে গৌড়দেশবাসি ভ্রাতৃগণ! এই নামযজ্ঞ—নামাভাস বা নামাপরাধ-কীর্ত্তন যজ্ঞ নহে, ইহা শুদ্ধ নামযজ্ঞ—যাহার প্রাপ্য বস্তু পঞ্চম পুরুষার্থ। ইহাতে অনুকরণ-পন্থা নাই, শ্রৌতপন্থা বা অনুসরণপন্থায় এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইবে। এখানে ব্যবসায় নাই, ব্যক্তি বা জাতি বিশেষের অপস্বার্থ নাই, কল্পিত-বস্তু-প্রদর্শনী দ্বারা লোককে ভ্রমপথে চালিত করিবার কোন অন্তর্নিহিত অভিসন্ধি নাই, কোনপ্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণের আয়োজন নাই, তবে এখানে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণৈক-মুখে—ঈশাবাস্য, শ্রুতির আদেশপালনমুখে কৃষ্ণসেবকাভিমানে কৃষ্ণপ্রদত্ত বস্তুর সেবারূপ অনুষ্ঠান বা চিদ্বিলাস-সাহিত্য বর্ত্তমান আছে। জড়বিলাস-সাহিত্য বা জড়বিলাস-রাহিত্য না থাকিলেও চিদ্বিলাস-সাহিত্যরূপ ভগবদ্ভক্তি-প্রচারই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদনুগত জনের একমাত্র কৃত্য; ইহাই জীবের পরম মঙ্গলের হেতু।

হে গৌড়বাসি ভক্তবৃন্দ! আপনারা এই মহামহোৎসবে সবান্ধবে যোগদান করুন।

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড,
পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।
তারিখ—১৪ই শ্রাবণ, ১৩৩৪।

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ২২শে শ্রাবণ ৭ই আগষ্ট রবিবার হইতে ২৫শে ভাদ্র ১১ই সেপ্টেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীভক্তি-বিনোদ-আসনে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার মাসাধিকব্যাপী ভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাবমহোৎসব হইবে। মহাশয় কৃপা করিয়া উৎসবে যোগদান করিলে সভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন; নিম্নে উৎসবের তালিকা সংযুক্ত হইল। নিবেদন ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা (বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিসারঙ্গ)
শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা (সান্যাল)
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতরত্ন, (আচার্য্যত্রিক)
(শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদকগণ)।

শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন

উৎসব তালিকা

সোমবার ২৩শে শ্রাবণ ৮ই আগষ্ট শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা। বুধবার ২৫শে শ্রাবণ, ১০ই আগষ্ট শ্রীরূপগোস্বামীর অভিযান। শুক্রবার ২৭শে শ্রাবণ, ১২ই আগষ্ট শ্রীবলদেব জন্মোৎসব। শনিবার ৩রা ভাদ্র ২০শে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-

উৎসব। রবিবার ৪ঠা ভাদ্র ২১শে আগষ্ট নন্দোৎসব। বৃহস্পতিবার ১৫ই ভাদ্র ১লা সেপ্টেম্বর শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব। শনিবার ১৭ই ভাদ্র, ৩রা সেপ্টেম্বর শ্রীললিতা-সপ্তমী। রবিবার ১৮ই ভাদ্র, ৪ঠা সেপ্টেম্বর শ্রীরাধাষ্টমী ও শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামীর আবির্ভাব। শুক্রবার ২৩শে ভাদ্র, ৯ই সেপ্টেম্বর শ্রীজীবগোস্বামীর জন্মোৎসব। শ্রীভক্তি-বিনোদ প্রকটোৎসব। **সাধারণ মহোৎসব।** শনিবার ২৪শে ভাদ্র ১০ই সেপ্টেম্বর অনন্ত চতুর্দ্দশী। রবিবার ২৫শে ভাদ্র ১১ই সেপ্টেম্বর শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব।

দৈনন্দিন অনুষ্ঠান।

উষায়—অরুণোদয়-কীর্ত্তন। প্রাতে—শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, ব্যাখ্যা, হরিকথা ও ইষ্টগোষ্ঠী। পূর্ব্বাহ্নে—নগর-কীর্ত্তন। মধ্যাহ্নে—মহাপ্রসাদ-সম্মান। অপরাহ্নে—হরিকথা ও সদাচার-শিক্ষা। সন্ধ্যায়—শ্রীচরিতামৃত ব্যাখ্যা। প্রদোষে—হরিসংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান।

* দৈবানুরোধে ও উপবাস দিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য।

প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ

১। 'সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা' ও 'সংস্কার-দীপিকা' কাহার কৃত? গৌড়ীয় মঠ হইতে যাহা বাহির হইবে, তাহাই বা কাহার কৃত? গোপাল ভট্টের কৃত তাহার বা প্রমাণ কি? হিতবাদীর বাক্য সত্য কি না? কোন্ প্রমাণে অসত্য?

২। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিপিন-বিহারী গোস্বামীর সহিত যুক্তি করিয়া কি কারণে প্রকাশ করেন নাই? প্রিয়নাথ নন্দী কি প্রকাশ করিয়াছিলেন?

৩। শ্রীজীব গোস্বামীর "যন্নামধেয়—" শ্লোকের 'ক্রোণঠাসা' টীকার অর্থ কি? ঐ টীকায় কি বলে? দৈক্ষ্য-ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধে কি কি প্রমাণ আছে? ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণবগণ উপবীত গ্রহণ করিয়া ছিলেন কি না? গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সময়ের বা তৎপরবর্ত্তী বৈষ্ণব-গণ বর্ত্তমান বৈষ্ণবগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। মহাপ্রভুর সাময়িক বৈষ্ণবগণ উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না? কেন করেন নাই? তাঁহাদের চেয়ে বর্ত্তমান বৈষ্ণবগণ বুদ্ধিমান্ কি না?

৪। কোন গোস্বামীর নিকট গ্রহণ না করিয়া নিজে নিজে হরিনাম-মহামন্ত্র জপ করিলে ফললাভ হইবে কি না? মনে মনে গুরু-করণ একলব্যের মত চলিতে পারে কি না?

প্রশ্নকর্ত্তাঃ শ্রীহেমচন্দ্র পাল তমলুক, মেদিনীপুর।

উত্তর

১। 'সৎক্রিয়া-সারদীপিকা' ও 'সংস্কারদীপিকা' গ্রন্থ ষড়্ গোস্বামীর অন্যতম বৈষ্ণব-স্মৃত্যাচার্য্যবর্য্য শ্রীল গোপাল-ভট্ট গোস্বামিসঙ্কলিত। শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে বিস্তৃত টীকা ও অনুবাদ সহ যে গ্রন্থের সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছেন, সেই গ্রন্থরাজও শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুরই রচিত। উক্ত গ্রন্থরাজ যে, শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর কৃত তদ্বিষয়ে অসংখ্য প্রমাণ আছে, তাহার কতিপয় এই,—(ক) ছাপরা জিলার লীলাপ্রবিষ্ট পরমবৈষ্ণব পণ্ডিত শ্রীরাধারমণ ঘেরার প্রেমিক শিষ্য শ্রীরামচরণ দাস বাবাজীমহারাজ, শ্রীপুরুষোত্তম সাতাসন মঠের কুঞ্জবিহারী দাসের শিষ্য লক্ষ্মক্ষেত্র মহান্ত গোবিন্দ দাস ও শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে আনীত ঢাকা লৌহ-জঙ্গের জমিদার পরলোকগত শ্রীচন্দ্রবিনোদ পাল চৌধুরী—'শ্রীসৎক্রিয়া-সারদীপিকা' ও 'সংস্কারদীপিকা' নামক গ্রন্থ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়কে প্রদান করেন। অনুসন্ধান করিলে এখনও উক্ত গ্রন্থ বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যাইবে। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর মহাশয় উক্ত গ্রন্থত্রয় একত্র মিলাইয়া উহার মুদ্রাঙ্কণ জন্য লিপি প্রস্তুত করাইয়া সজ্জনতোষণী পত্রিকাভ্যন্তরে প্রকাশিত করিয়াছেন। (খ) গৌড় ও বঙ্গমণ্ডলের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ গ্রন্থপ্রকাশের ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে উক্তগ্রন্থ ভাবী প্রকৃতবৈষ্ণবসমাজের বিশেষ প্রয়োজনীয় জ্ঞানে এবং উহা শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদের সঙ্কলিত জানিয়াই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে উক্ত গ্রন্থ প্রচার করিতে আদেশ করেন। আজও তাঁহার নিজদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গুরুদেব সুপ্রাচীন শ্রীল বিহারীলাল ব্রজবাসী মহাশয় স্বয়ং সংস্কার গ্রহণ করিয়া-ছেন। সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের ন্যায় পর-হিতাকাঙ্ক্ষি-বৈষ্ণব-সম্রাটের আধুনিক উপলব্ধার্থ রা

কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তানুগ নগণ্য ব্যক্তিগণের ন্যায় লোক-বঞ্চনা-স্পৃহা ছিল না। তাঁহাতে ঐরূপ দোষারোপ করিলে ভীষণ-বৈষ্ণবাপরাধের-ফলে ভক্তিরাজ্য হইতে চিরতরে বিচ্যুত হইতে হইবে। (গ) 'সৎক্রিয়া-সারদীপিকা' ও 'সংস্কার-দীপিকায়' দাক্ষিণাত্যদেশবাসিবৈষ্ণবগণের সদাচারের প্রমাণ উল্লেখ আছে। উহা দাক্ষিণাত্যবাসী শ্রীল গোপাল-ভট্ট গোস্বামী প্রভুরই সঙ্কলিত। (ঘ) 'সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা' শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ন্যায়ই সদাচার-স্মৃতিনিবন্ধ-গ্রন্থ; সুতরাং উহাকে অপ্রামাণিক বলিলে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রকেও অপ্রামাণিক বলিতে হয়। (ঙ) শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ন্যায় বৈষ্ণবাচার্য্য ও মহাপুরুষ—যাঁহার জীবন সর্ব্বতোভাবে নির্দ্দোষ ছিল, যিনি কখনও কোন দুর্নীতির প্রশ্রয় দেন নাই, কলির স্থান-পঙ্কের কোন প্রকার দুর্গন্ধ কোন দিনই যাঁহার নির্ম্মল চরিত্রে স্বার্থপর কলুষিতচরিত্র জনগণের দ্বারা আরোপিত হইতে পারে নাই সুতরাং অনৃত বা সত্যের অপলাপ-চেষ্টারূপ কলিস্থানের যাঁহাতে আদৌ প্রসক্তি নাই, সেইরূপ 'নির্দ্দোষ', 'সত্যসার' 'অকাম' ও 'বিজিতষড়্‌গুণ' মহাপুরুষ যে গ্রন্থ স্বয়ং বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া ভাবি শুদ্ধ ভক্তসমাজের হিতের জন্য সিদ্ধ-বৈষ্ণব-মহাত্মার আদেশে স্বয়ং ঐ গ্রন্থের সম্পাদন ও অনুবাদাদি করাইয়া ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে 'শ্রীসজ্জনতোষণী' পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন এবং যে গ্রন্থের বিধি অনুসারে এখনও বৈষ্ণব-সমাজের বহু স্থানে বিশেষতঃ বৈষ্ণব-গৃহস্থগণের মধ্যে নানাবিধ কার্য্যকলাপাদি হইয়া থাকে, সেইরূপ গ্রন্থকে বৈষ্ণব-বিরোধী জড়ভোগী স্মার্ত্তকিঙ্কর, পঞ্চোপাসক, অসাম্প্রদায়িক, গৃহিবাউল বা শাক্তের মতাবলম্বী আধুনিক কোন কোন ব্যক্তি যদি ঈর্ষামূলে অপ্রামাণিক বলেন, তাহা কখনও নিরপেক্ষ সুধী-বৈষ্ণব-সমাজ গ্রহণ করিবেন না। (চ) প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন 'সৎক্রিয়া-সারদীপিকা' ও 'সংস্কারদীপিকা' গ্রন্থ শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর কৃত বলিয়া সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তখনও ইহা গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর রচিত নহে বলিয়া কেহই প্রতিবাদ করেন নাই। বরং অনেক সদাচার-সম্পন্ন বৈষ্ণবমহাত্মা ও পণ্ডিত উহা শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি-পাদেরই কৃতি জানিয়া তাঁহার সম্মান করিয়াছেন। অধুনা ধূত্র-যোগে নব্যমতবাদী কতকগুলি কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত ও তৎপদাশ্রিত কয়েকটী স্বার্থান্ধ নগণ্য ব্যক্তি ঈর্ষামূলে নূতন গল্প সৃষ্টি করিয়াছেন, শুনা যায়। (ছ) শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ—যাহা বহু বহু আচার্য্যগণের দ্বারা সেবিত হইয়াছেন, মধ্বমুনির ন্যায় বৃদ্ধ বৈষ্ণব, শ্রীধর স্বামীর ন্যায় পণ্ডিত-কুলাধিরাজ, অধিক কি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর যে গ্রন্থরাজকে সাক্ষাদ্ ভগবদ্ অবতার ও একমাত্র অমল প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই গ্রন্থ শ্রীব্যাসদেবের রচিত নহে—এরূপ সাক্ষ্য দিবারও যখন অসংখ্য লোক পাওয়া যায়, তখন একখানি গোস্বামি-গ্রন্থকে, অন্তরে-গোস্বামিমতবিরোধি কর্ম্ম-জড়স্মার্ত্ত ও তদনুগগণ লোপ করিবার চেষ্টা দেখাইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

হিতবাদীর বাক্যের আদৌ কোন ভিত্তি নাই, উহা আমাদের বিচারে সত্য নহে, কারণ উহা ঈর্ষামূলক ও নগণ্য অপস্বার্থান্ধবৈষ্ণবমতবিদ্বেষিগণের দ্বারা কল্পিত;—তিনি সৎসাম্প্রদায়িক গৌড়ীয় বৈষ্ণব নহেন; তিনি অবৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত। তিনি দূরে থাকিয়া সৎসম্প্রদায়ের আভ্যন্তরীণ সদাচারের কথা জানিতে পারেন না। নগণ্য অবৈষ্ণব-স্মার্ত্তগণের সম্বন্ধে শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু বলেন,—

(১) "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ **নিরয়ং** ব্রজেৎ, পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ।" (হঃ ভঃ বিঃ ৪।১৪৪)—অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্রলাভ করিলে নরকগমন হয়; অতএব যথাশাস্ত্র পুনর্বার বৈষ্ণব গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

(২) "অশুদ্ধাঃ **শূদ্রকল্পা হি** ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রোতবর্ত্মনা॥" (হঃ ভঃ বিঃ ৫।৩)—কলিতে অর্থাৎ বিবাদ-তর্কে শৌক্রব্রাহ্মণগণের শুদ্ধতা নাই, তাঁহারা—শূদ্রসদৃশ। তাঁহাদের বৈদিক-কর্ম্মানুষ্ঠানমার্গে নির্ম্মলতা নাই। পাঞ্চরাত্রিক বিধানেই তাঁহাদের শুদ্ধি।

(৩) "**শ্বপাকমিব** নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্। বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥" (হঃ ভঃ বিঃ ১০।১১৩)—অবৈষ্ণব বিপ্রকে কুক্কুরভোজনকারী চণ্ডালের ন্যায় দর্শন করিতে নাই। আর বৈষ্ণব অন্ত্যজকুলে অবতীর্ণ হইলেও ত্রিলোক পবিত্র করিয়া থাকেন।

(৪) "শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষ্যতে জাতি-সামান্যাৎ স যাতি **নরকং** ধ্রুবমিতি" ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ৫।২২৩ দিগ্‌দর্শনী)—ভগবদ্ভক্ত শূদ্র কুলেই প্রকটিত হউন,

আর নিষাদশ্বপচাদি অন্ত্যজকুলেই আবির্ভূত হউন, যে ব্যক্তি তাঁহাদিগকে জাতিসামান্যে দর্শন করে অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তকে 'শূদ্র' 'নিষাদ' বা 'শ্বপচ' বলে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই নরকে গমন করিয়া থাকে।

(৫) "নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্। পতন্তি **পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহা রৌরব**সংজ্ঞিতে"॥ (হঃ ভঃ বিঃ ধৃত স্কান্দবচন)—যে মূঢ়গণ বৈষ্ণব-মহাত্মদিগের নিন্দা করে, তাহারা পিতৃগণ সহ মহা-রৌরব নামক নরকে পতিত হয়।

(৬) হিতবাদিসম্পাদক অন্যদেবতার সহিত বিষ্ণুকে-সমান জ্ঞান করেন এবং শাক্তের মতবাদ সমর্থন করেন, কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীপাদ বলেন, "ন লভেয়ুঃ পুনর্ভক্তিং হরেরৈকান্তিকীং জড়াঃ। একাগ্র-মনসশ্চাপি বিষ্ণুসামান্যদর্শিনঃ॥" "যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স **পাষণ্ডী** ভবেদ্-ধ্রুবম্॥" (হঃ ভঃ বিঃ ১।৭৩)—যে সমস্ত জড়বুদ্ধি বিষ্ণু-সামান্যদর্শী অর্থাৎ অন্যদেবতার সহিত বিষ্ণুকে সমজ্ঞানকারী, তাহারা একাগ্রচিত্ত হইলেও ঐকান্তিকী হরিভক্তি প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি শ্রীনারায়ণকে ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবগণের সহিত তুল্যজ্ঞানে দর্শন করে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।

(৭) হিতবাদি-সম্পাদক মায়াবাদ সমর্থন করেন, কিন্তু শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভু মায়াবাদের নিন্দা করেন—"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং **বৌদ্ধ**মুচ্যতে। ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥" (হঃ ভঃ বিঃ ধৃত পাদ্মোত্তরবাক্য) শ্রীমহাদেব কহিলেন হে দেবি! মায়াবাদ অসৎশাস্ত্র, উহা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত। কলিকালে আমি ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিতে এই মায়াবাদ প্রচার করিব।

(৮) হিতবাদী শ্রীমন্মহাপ্রভু ও প্রভুপাদরূপ গোস্বামি-কথিত উত্তমাভক্তিকে **"অজ্ঞান-মিশ্রিত ও অজ্ঞানের উপযোগী** (ক) বলিয়া সমর্থন করেন, সুতরাং তিনি শ্রীরূপ গোস্বামী ও মহাপ্রভুর বিদ্বেষী—

(৯) হিতবাদি-সম্পাদক ভাড়াটীয়ার কথকতা ও কীর্ত্তন সমর্থন করেন, (খ) কিন্তু গোপালভট্ট গোস্বামীপ্রভু তাহার বিরুদ্ধে বলেন—"গীতনৃত্যানি কুর্ব্বীত দ্বিজদেবাদি-তুষ্টয়ে। **ন জীবনায় যুঞ্জীত বিপ্রঃ** পাপভিয়া কচিৎ"॥ (হঃ ভঃ বিঃ ৮।১১১)

বিপ্র, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের প্রীত্যর্থে নৃত্য-গীত করিবেন, কিন্তু জীবিকার্থ কদাচ করিবেন না, জীবিকার্থ নৃত্য-গীতাদি করিলে পাপে নিমগ্ন হইতে হয়। পাপী ও পাপসমর্থনকারী ব্যক্তি উভয়ই পাপী।

শ্রীগোপাল ভট্টগোস্বামী প্রভু হিতবাদীর মতকে বিষ্ণু-বিরোধ বা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত বলেন, সেজন্য মনে হয়, হিতবাদীর শ্রীল গোপাল-ভট্ট গোস্বামীর প্রতি অন্তরে বিজাতীয় ক্রোধ। 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থখানি বঙ্গদেশের বহুলোকে সম্মান করেন বলিয়া তিনি সোজাসোজি ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পারেন না। এই জন্যই তিনি শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা' যাহাতে হরিভক্তিবিলাসের সার সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, সেই সার গ্রন্থটাকে শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভুপাদের নহে বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা দেখাইয়া শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভুর প্রতি তাহার আন্তরিক প্রচ্ছন্ন বিরোধের শান্তি করিতে চাহেন। কিন্তু সাধুগণ বলিবেন, গোস্বামী আচার্য্যবর্য্যের চরণে

(ক) এতদ্বিষয়ে বিস্তৃত সমালোচনা পরে প্রদর্শিত হইবে। (খ) হিতবাদী ১৩৩৩ সালের ভাদ্র মাসের কোন একটি সংখ্যায় অমূল্যকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য নামক একজন ব্যবসায়ি-কথকের কথকতা ও গানের প্রশংসা দ্রষ্টব্য। উক্ত ব্যবসায়ী কথক-কীর্ত্তনীয়ার অদ্ভুত বিজ্ঞাপন কিরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের প্রচারের বিরোধী, তাহা সুধী পাঠকগণ নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটী হইতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। কিন্তু বৈষ্ণব-বিদ্বেষি-হিতবাদী ঐ মহাপ্রভুর মত-বিরোধী ব্যক্তির প্রশংসায় শতমুখ। ব্যবসায়ী কীর্ত্তনীয়া অধিকারী-অনধিকারী-নির্ব্বিশেষে সকলকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"কীর্ত্তন মূলক কথকতার আপনি নিম্নের কোন্ বিষয়টা শুনিতে ইচ্ছুক?

(১) বংশীধ্বনি (২) বস্ত্রহরণ (৩) রাসলীলা (৪) গোপীবিলাস (৫) মাথুর-বিরহ (৬) সখী-সংবাদ (৭) কলঙ্ক-ভঞ্জন (৮) নৌকা-বিলাস (৯) দানখণ্ড (১০) পূর্ব্বরাগ (১১) বাসক-শয্যা (১২) কলহান্তরিতা (১৩) বিদেশিনী-মিলন (১৪) প্রেমের বাঁধন (১৫) ভ্রমর সংবাদ ইত্যাদি। এই চিহ্নিত পালাগুলি পুত্রহারা জননী ও পতিহারা রমণীর হৃদয়ে ইহার প্রত্যেকটী মৃত-সঞ্জীবনী।"

সুধী পাঠক, আপনারা এই বিজ্ঞাপন হইতেই সকল কথা বুঝিয়া লইয়াছেন, ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ বিজ্ঞাপন-প্রচারকারী ব্যবসায়ী কীর্ত্তনীয়ার উচ্চ-প্রশংসাকারী হিতবাদী কি মহাপ্রভু ও গোস্বামিবর্গের প্রচারিত ধর্ম্মের শত্রু নহেন? আপনারাই বিচার করুন।

এইরূপ অপরাধ তাঁহার মঙ্গলের কারণ হইবে না। তিনি প্রকৃতিস্থ হউন।

হিতবাদীর বাক্য যে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি ঈর্ষামূলে সঞ্জাত, তাহার আরও প্রমাণ এই যে, মৃত প্রিয়নাথ নন্দী যশোহরাদি পূর্ব্বদেশীয় বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিক দিন বাস করায় তিনি শুদ্ধ-বৈষ্ণবতা সম্বন্ধে খুব কমই খবর রাখিতেন। তিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবোচিত ভদ্রবেশ ধারণ করিবার পরিবর্ত্তে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত বাউলের ন্যায় লম্বমান শ্মশ্রু সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তিনি শুদ্ধ বৈষ্ণব-সদাচারও পালন করেন নাই। বিশেষতঃ তাঁহার সংস্কৃত-শাস্ত্রাদিতে প্রবেশাধিকার ছিল না। তিনি ব্যাধিবিশেষের চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন, একথা অবশ্য স্বীকার্য্য। সেই মৃত প্রিয়নাথ নন্দীর কল্পিত গল্পই হিতবাদীর মূল প্রমাণ। মৃত প্রিয়নাথ নন্দীর গল্প কিছু আপ্তোপদেশ নহে। হিতবাদি-সম্পাদক তাহাকে মূল প্রমাণরূপে গ্রহণ করায় তাহা ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা-দোষ-চতুষ্টয়ের সমষ্টি বলিয়া সম্পূর্ণ অপ্রামাণিক। যদি মৃত-প্রিয়নাথ নন্দী বা তৎসমশীল-সম্প্রদায়ের কয়েকটী কল্পিত ভিত্তিহীন সৃষ্ট গল্প প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে ব্যাধিবিশেষের চিকিৎসক উক্ত ডাক্তার ও তৎমতসমর্থনকারী কতিপয় ব্যক্তি অপেক্ষা শত সহস্র গুণে পণ্ডিত, বিদ্বান্, সংস্কৃত-শাস্ত্র-পারদর্শী, বহুলোক-মান্য দয়ানন্দ সরস্বতী, প্রসিদ্ধ কবিরাজ মৃত গঙ্গাধর সেন বৈদ্য প্রভৃতি ব্যক্তিগণের মত —('শ্রীমদ্ভাগবত' ব্যাসদেবের রচিত নহে) প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হউক, অর্থাৎ সেই সকল মত যেরূপ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ, ঈর্ষামূলক ও শ্রৌতসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বলিয়া সত্য নহে, সেইরূপ মৃত প্রিয়নাথ নন্দী ও তন্মতানুগ হিতবাদি-সম্পাদকেরও বাক্য সত্য নহে।

২। নিত্য-লীলা-প্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত বিপিনবিহারী গোস্বামী মহাশয়ের কোন দিনই 'সৎক্রিয়া-সারদীপিকা' সম্বন্ধে কোন আলাপ হয় নাই। শুনা যায়, বিপিনবিহারী গোস্বামী মহাশয় শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর চরণে কয়েকবার বৈষ্ণব গুরুতে জাতিবুদ্ধিরূপ অপরাধ করায় শ্রীরূপানুগবর্য্য শ্রীল জীবগোস্বামী-চরণের শিক্ষায় সুশিক্ষিত শ্রীরূপানুগবর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পরবর্ত্তিকালে স্মার্ত্তমত পোষণকারী বিপিনবিহারী গোস্বামী মহাশয়কে আদর করিতে পারেন নাই। গ্রন্থ প্রচারের ৫।৭ বৎসর পরে তিনিও তাদৃশ একটী গ্রন্থ সংগ্রহে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন মাত্র!

ঠাকুর মহাশয়ের অপ্রকটের বহুদিন পরে শুদ্ধ-বৈষ্ণব-প্রতীপ মৃত প্রিয়নাথ নন্দী ডাক্তার বাবু অভিসন্ধিমূলে কি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি ও গোস্বামী মহাশয়ই জানেন। সুতরাং মৃত নন্দী মহাশয় বহু পরবর্ত্তিকালে তাঁহার ঘরে গোপনে গোপনে কি লিখিয়া রাখিয়াছেন, আমাদিগের জানা নাই।

৩। 'যন্নামধেয়' শ্লোকের বিস্তৃত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত 'গৌড়ীয়-কণ্ঠহার' নামক গ্রন্থে ও ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'আচার ও আচার্য্য' নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। উক্ত গ্রন্থদ্বয় বহুল প্রচারিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন। উক্ত গ্রন্থদ্বয় হইতে শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের টীকার তাৎপর্য্য বিষয়-সংশয়-পূর্ব্বপক্ষ-সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি—এই পঞ্চাঙ্গ ন্যায়-বিচার দ্বারা উপলব্ধির বিষয় হইবে। শ্রীদুর্গমসঙ্গমনী-টীকা যাহা বলেন, তাহাও তৎগ্রন্থে পাইবেন। ৪৭ সংখ্যা গৌড়ীয় আলোচ্য।

'দৈক্ষ-ব্রাহ্মণ' কথাটী আধুনিক, 'দৈক্ষ সাবিত্র্য-পদ্ধতি মতে ব্রাহ্মণ' ও 'শৌক্র-সাবিত্র্য-পদ্ধতি মতে ব্রাহ্মণ' বলাই শাস্ত্র-সঙ্গত। 'দৈক্ষ-সাবিত্র-ব্রাহ্মণ' অপর ভাষায় বৃত্ত-বর্ণ-বিচারে 'বৃত্ত-ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত হন। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে দৈক্ষ-সাবিত্র-ব্রাহ্মণের ভূরি ভূরি প্রমাণ ও নজির রহিয়াছে। 'গৌড়ীয় কণ্ঠহার', 'ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের তারতম্য বিষয়ক সিদ্ধান্ত', পঁচিশ বৎসরের সজ্জনতোষণী পত্রিকা, পাঁচ বৎসরের গৌড়ীয়ে এই সকল বিচার প্রচুর পরিমাণে লিপিবদ্ধ আছে। আমরা বারান্তরে পৃথক্ প্রবন্ধে চারি সাত্বত সম্প্রদায় তথা, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে যে দৈক্ষ-সাবিত্র্য বা বৃত্ত-ব্রাহ্মণতা চিরদিন স্বীকৃত আছে, তদ্বিষয়ে এক বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশ করিব।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপ্রভুর নিজ-ভক্তগণ—যাঁহারা বেদ-বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন, সকলেই উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন। যেখানে যোগ্যশিষ্যের গুরুর কার্য্য করার আবশ্যক হইয়াছিল, সেখানেই তাঁহারা শাস্ত্র-বিধিমতে ব্রাহ্মণাচার প্রবর্ত্তিত

করিয়াছিলেন। যেখানে শ্রীল সনাতনগোস্বামী প্রভু তত্ত্বসাগরের বচন উদ্ধার করিয়া দীক্ষাপ্রভাবে **নরমাত্রেরই 'বিপ্রতা'** প্রতিপাদন করিয়াছেন, যেখানে "পিতৃগোত্রেণ যা কন্যা স্বামি-গোত্রেণ গোত্রিকা। তথা দীক্ষাপ্রভাবেণ দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্"—প্রভৃতি বাক্যে দীক্ষিত ব্যক্তির গোত্রান্তর ও বিপ্রতার কথা শ্রুত হয়, যেখানে শ্রীল জীবগোস্বামীপ্রভু "যস্য যল্লক্ষণম্" এই ভাগবতীয় শ্লোক উদ্ধার করিয়া দীক্ষিত ব্যক্তির পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা-প্রমাণ করেন, যেখানে শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু কৈমুতিক-ন্যায় প্রমাণে বৈষ্ণবের আনুষঙ্গিক বিপ্রতার কথা কীর্ত্তন করেন, যেখানে শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শৌক্র-সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য এই ত্রিগুণিত জন্মের কথা স্বীকার করেন, যেখানে শ্রীজীবপ্রভু ব্রহ্মসংহিতার টীকায় নজিরসহ দীক্ষিত ব্যক্তির উপনয়নের কথা স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপন্ন করেন, সেখানে দীক্ষিত বৈষ্ণবের পারমার্থিক 'বিপ্রত্ব' সিদ্ধি হওয়ার পরও পারমার্থিক বিপ্রত্বের নির্দ্দেশ-সূচক লক্ষণ মালা-তিলক-উপনয়নাদি গৃহীত হয় নাই (দিগ্‌দর্শনীতে শ্রীসনাতন গোস্বামীপ্রভু মালা-তিলক-উপনয়নাদিকে দীক্ষার লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন)—এইরূপ বিচার গ্রহণ করিলে বন্ধ্যা স্ত্রীর 'প্রসূতি' আখ্যা লাভের ন্যায় উক্ত বিচার-সমূহ শব্দমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। যেখানে বৈষ্ণব-বিদ্বেষি পাষণ্ডগণ মাৎসর্য্যানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া দীক্ষিত-বৈষ্ণবগণের উপনয়নের প্রতি আক্রমণ করিয়াছেন, এবং যে স্থানে দুর্ব্বলহৃদয়, বহির্ম্মুখ-লোকভীরু সদাচারভ্রষ্ট, বিষহীন-সর্পসদৃশ আচার্য্যের অধস্তনগণ ঐ বৈষ্ণব-বিদ্বেষি-অদৈব-সমাজের মাৎসর্য্যানলে স্ব স্ব দীক্ষাসূত্র আহুতি প্রদান করিয়াছেন, সেইখানেই ব্রাহ্মণেতর বর্ণের গুরুত্বে অধিকার নাই, প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক শ্রীপাটে (যথা তড়া-আটপুরে শ্রীপরমেশ্বরী ঠাকুরের পাট প্রভৃতিতে) আচার্য্যবংশ্যগণের স্বহস্তে শ্রীমূর্ত্তি অর্চ্চন করিবার পর্য্যন্ত অধিকার নাই। ঐ সকল শ্রীপাটের অবস্থা দেখিয়া কেহ যদি মনে করেন যে, মহাপ্রভুর সময় কোন শূদ্রকুলে অবতীর্ণ বৈষ্ণবকে শালগ্রাম পূজায় অধিকার দেওয়া হইত না, সেইরূপ অনুমান যেমন অযৌক্তিক, তদ্রূপ কালপ্রভাবে অদৈব-সমাজ-শাসনের করাল-কবলে নিগৃহীত হইয়া দুর্ব্বল ও সদাচারভ্রষ্ট আচার্য্য সন্তানগণ একায়নশাখি পরমহংস বৈষ্ণবের অনুকরণে উপনয়ন-সংরক্ষণে শিথিলতা প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া মহাপ্রভুর সময়ে ও তৎপরবর্ত্তিকালে বৈষ্ণবগণ উপনয়ন গ্রহণ করেন নাই—এরূপ অনুমানেরও স্থান নাই। শ্রৌতব্রুব শঙ্করমতাবলম্বিগণ যেরূপ বোধায়ন বৃত্তির অস্তিত্ব, রামানুজাচার্য্যের পূর্ব্বে ছিল না—প্রমাণ করিবার অবৈধ চেষ্টা প্রদর্শন করিয়া শ্রীরামানুজ ও তচ্ছিষ্য-সম্প্রদায়ের দ্বারাই বোধায়নবৃত্তি কল্পিত হইয়াছে—এরূপ বলিতে চান, তদ্রূপ আধুনিক শুদ্ধ বৈষ্ণব-বিদ্বেষী কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত ও শুদ্ধবৈষ্ণব-সদাচার-ভ্রষ্ট স্মার্ত্তপদাশ্রিতগণ মহাপ্রভুর সময় কোন দীক্ষিত বৈষ্ণব উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না, তদ্বিষয়ে অনুমান-প্রমাণমাত্রবলে সংশয় প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু মহাপ্রভুর সময় ও তৎপরবর্ত্তিকালে একায়ন-শাখি পরমহংস-বৈষ্ণব ব্যতীত সকলেই উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদগণ হরিনাম মন্ত্র-মাত্রে বা ভাগবতী দীক্ষায় দীক্ষিত হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া স্বভাবতঃ দেহাদি সম্বন্ধে কদর্য্যশীল, বিক্ষিপ্তচিত্ত, অনর্থযুক্ত সাধারণ জীবেরও তাঁহাদের অনুকরণে শ্রীনারদাদি-ঋষিপ্রোক্ত পাঞ্চরাত্রিকমার্গ গ্রহণ করা উচিত নহে—এরূপ যুক্তি যেমন অযৌক্তিক, তদ্রূপ পরমহংস একায়নশাখি বৈষ্ণবগণের অনুকরণে অর্চ্চনমার্গের অধিকারী ব্যক্তিগণ বৈষ্ণব-দাস পারমার্থিক ব্রাহ্মণের সদাচারাদি গ্রহণ না করিয়াই একলাফে ছাতে উঠিবেন অথবা সেই ছলনায় কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত সমাজের অধীনতা স্বীকার করিবেন, ইহা কখনও মহাপ্রভু বা গোস্বামিগণের অনুমোদিত নহে। শ্রীনয়নী হোড়, শ্রীমঙ্গলবৈষ্ণব ঠাকুর, শ্রীঅভিরাম ঠাকুর, শ্রীখণ্ডের ঠাকুর, শ্রীপরমেশ্বরী ঠাকুর, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শিষ্য শ্রীরামহরি মহান্ত, শ্রীরসিকানন্দ মুরারি এবং অন্যান্য বহু আচার্য্যগণের মধ্যে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষার দ্বারা দ্বিজত্ব লাভের পর সাবিত্র-সংস্কার গৃহীত হইয়াছে। এখনও বহুস্থানে সেই প্রথাটী পালিত হইতে দেখা যায়; কিন্তু অনেকে স্ব-স্ব-সদাচার হইতে ভ্রষ্ট ও গৃহব্রতধর্ম্ম-পালন-হেতু অবৈষ্ণব-স্মার্ত্তসমাজের অপেক্ষাযুক্ত হওয়ায় এবং তাহাদের শাসনের করালকবলে নিজদিগকে কবলিত অভিমান করায় সেই সদাচারটী অবৈষ্ণব-স্মার্ত্তবহুল সর্ব্ব-

সাধারণে প্রদর্শিত হয় না। ইহা ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতার পরিচায়ক হইলেও পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষার পর সাবিত্র সংস্কার গ্রহণ-প্রমাণের অস্তিত্বই প্রতিপাদন করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেরূপ এখনও শ্রীগোপীবল্লভপুরে শ্রীল রসিকানন্দ মুরারি প্রভুর বংশে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার পর তদ্বংশ্যগণের মধ্যে কিছুকালের জন্য উপবীত গ্রহণ করিয়া পরে উহা পরিত্যাগ করা হয়। ঐরূপ সাবিত্র-সংস্কার-পরিত্যাগ পরমহংস বৈষ্ণবের পক্ষে সমীচীন হইলেও অর্চ্চনাধিকারী বা আচার্য্যের আসনগ্রহণকারী মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবের পক্ষে উচিত নহে। যথা—"বহিঃ সূত্রং ত্যজেদ্-বিদ্বান্ যোগমুত্তমমাস্থিতঃ। ব্রহ্মভাবময়ং সূত্রং ধারয়েদ্ যঃ স চেতনঃ॥" (ব্রহ্মোপনিষৎ ২৮ শ্লোক)

পরলোকগত বিপিনবিহারী গোস্বামী যেকালে চৌধুরি-যাদবানন্দ মহাপাত্র বি, এ, মহাশয়ের দ্বারা চালিত হইয়া গোপীবল্লভপুরের বৈষ্ণবাচার্য্যগণের বিরুদ্ধে যত্ন করিয়াছিলেন, সেই কাল হইতে বৈষ্ণবগণ সকলেই বৈষ্ণব-বিদ্বেষী স্মার্ত্তের আনুগত্যে বাস করা সঙ্গত নহে বুঝিয়াছিলেন। রাঢ়দেশের বৈষ্ণবগণের সহিত নিত্যানন্দ বংশের আদান-প্রদানের ইতিহাস জগতে অধিক প্রচারিত নাই বলিয়া দৈক্ষ-সাবিত্র-ব্রাহ্মণের পদ্ধতি ন্যূনাধিক বিপন্ন হইয়াছে ও অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি-চালিত স্মার্ত্ত-সমাজ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ হইয়াছেন।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে সমুদয় বৃটিশজাতি ক্রীতদাস প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য যে যত্ন করিয়াছিলেন, তাহার বিরুদ্ধে দাস-প্রথা যাহাতে উঠিয়া না যায়, এরূপ কতকগুলি আবেদন পত্র ও ক্রীতদাস-জাতিগণের নিকট হইতে বিচক্ষণ সরকার বাহাদুর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এখনও সেইরূপ সুগী, তেলী, সোণার-বেণে, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য প্রভৃতি জাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে তত্তদ্ জাতীয় অভিমান সংরক্ষণের যত্নে ও তদুপদেষ্টৃ-স্বরূপ স্মার্ত্ত ও স্মার্ত্তানুগ আচার্য্য-ব্রুবগণের প্ররোচনায় শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সদাচার পুনঃ প্রবর্ত্তনের বিরুদ্ধে আবেদন বা আক্রমণ-পত্র প্রদত্ত হইতেছে।

এই ত' গেল মহাপ্রভুর ও তাঁহার অব্যবহিত পরের কথা। কিছুকাল পূর্ব্বেও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় সংরক্ষক, গোবিন্দভাষ্যকার শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু খণ্ডাইত কুলে আবির্ভূত হইয়াও চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অনুমোদনানুসারে আচার্য্যের কার্য্য করিতে গিয়া দৈক্ষ সাবিত্র-সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখনও অনেক অধিকারী বংশে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষার পর দৈক্ষ-সাবিত্র-সংস্কার গ্রহণের প্রথা প্রচলিত আছে। ইহা যে কোন ব্যক্তি অনুসন্ধান করিলেই সর্ব্বত্র দেখিতে পাইবেন। মহাপ্রভুর সময়ে ও তৎপরবর্ত্তী কাল হইতে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা গ্রহণের পর দীক্ষিতব্যক্তির সাবিত্র-সংস্কার-গ্রহণ-প্রথা প্রচলিত না থাকিলে, এরূপ আচার কোথা হইতে আসিল? তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, কালক্রমে যেরূপ সর্ব্বত্রই সদাচারও শ্লথ হইয়া যায় ও নানাপ্রকার বিকৃত আকার ধারণ করে, তদ্রূপ এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। যেটী একমাত্র শিষ্যপরম্পরায় বৃত্ত-বর্ণ-বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেইটী কালক্রমে শৌক্র-বংশগত হইয়া পড়িয়াছে।

মহাপ্রভুর সময়ের বৈষ্ণবগণ অপেক্ষা বর্ত্তমান বৈষ্ণবগণ অধিক বুদ্ধিমান্ বা কম বুদ্ধিমান এই উভয়বিধ বিচারই অবৈষ্ণব-কর্ম্মমার্গীয় বিচার। বর্ত্তমান বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর সময়ের বৈষ্ণবগণেরই বৈভব-প্রকাশ। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে বেশী বুদ্ধিমান্ বা কম বুদ্ধিমান্—এইরূপ প্রাকৃত-বিচার বৈষ্ণব-গুরুতে কর্ম্মমার্গীয় জীববিশেষ-বুদ্ধি বা গুরু-বৈষ্ণবে মর্ত্ত্যবুদ্ধিরূপ ভীষণ অপরাধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ এক অদ্বয়তত্ত্ব। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ মহাপ্রভুর পরে উদিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা গৌর-জন নহেন বা মহাপ্রভুর সময়ের বৈষ্ণবগণ অপেক্ষা কমবুদ্ধিমান্—এইরূপ বিচার প্রাকৃত কর্ম্মীর বিচার মাত্র। তাঁহারা সকলেই গুরু-পর্য্যায়ে একই বস্তু অশ্রৌতপন্থী কর্ম্মিজীবগণের বুদ্ধি পরস্পর কম বেশী হয়, কিন্তু শ্রৌত-পন্থি নিত্যসিদ্ধ গুরু-বৈষ্ণবে সেরূপ প্রাকৃত হেয়তার প্রসক্তি নাই। ইহার বিপরীত অক্ষজবিচার অবৈষ্ণবতা বা দিব্যজ্ঞানের অভাব।

শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর নিকট হরিনাম-মন্ত্র গ্রহণ না করিলে জপ বা কীর্ত্তনের কোন ফললাভ হয় না, বৈষ্ণবতা লাভ করা যায় না। 'গোস্বামী' বলিতে জাতি-গোস্বামী বুঝিতে হইবে না। কারণ মহাপ্রভুর সময়ে বা ছয় গোস্বামীর সময়ে জাতি-গোস্বামীরূপ বিকৃত প্রথা ছিল না।

গোস্বামিগণ সকলেই ষড়্‌বেগজয়ী, ত্যাগিপুরুষ ছিলেন। মহাপ্রভু বা গোস্বামিগণ নাম-মন্ত্র, শাস্ত্রপাঠ, কীর্ত্তন প্রভৃতির ব্যবসায়ও প্রচলন করেন নাই। গোস্বামিগণ কেহই সংসারে প্রমত্ত বা বহির্ম্মুখ-সমাজের অধীন ছিলেন না; সুতরাং জাতি-গোস্বামিগণ মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের প্রচারিত পথের বিরুদ্ধপথে চলিয়াছেন ও নাম-মন্ত্রাদির ব্যবসায় দ্বারা নামাপরাধ করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদের নিকটে শুদ্ধ-হরি-নাম পাওয়া যায় না। তবে যেমন সর্ব্বত্রই বৈষ্ণব অবতীর্ণ হইতে পারেন, সেইরূপ জাতি গোস্বামী-বংশেও যদি কেন শুদ্ধ-বৈষ্ণব অবতীর্ণ হন—যিনি কোন প্রকার ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রশ্রয় প্রদান করেন না, অর্থ-প্রতিষ্ঠাদির বশীভূত হন না, স্মার্ত্ত-সমাজের আনুগত্য করেন না, বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করেন না, সর্ব্বদা আচার-প্রচার-পরায়ণ থাকেন, শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত হন, তবে সেইরূপ মহাপুরুষ-বৈষ্ণবাচার্য্য হইতে দীক্ষামন্ত্র বা মহামন্ত্র-গ্রহণ করা যায়। যদি প্রকৃত গোস্বামী মহান্তগুরু না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ব্যাকুলভাবে ভগবানের নিকট সদ্‌গুরু লাভের জন্য প্রার্থনা ও ঐকান্তিকতা জানাইলে তিনিই মহান্তগুরুকে দেখাইয়া দেন। তবে প্রার্থনা নিষ্কপট হওয়া চাই, মনোধর্ম্মোত্থ ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র না হয়। একলব্যের মত গুরুকরণ পরমার্থ-রাজ্যে হয় না। একলব্যের আদর্শে একাগ্রতা থাকিলেও (অসুরেরও একাগ্রতা, তপস্যাদি আছে) অন্তরে বৈষ্ণব-দ্বেষ, গুরু-বৈষ্ণবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি ও নাস্তিকতা বর্ত্তমান। একলব্যের আদর্শগ্রহণকারী কৃষ্ণের অনুকূল-কৃপা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবা প্রাপ্ত হন না। একলব্যের আদর্শে চলিলে পদে পদে বৈষ্ণবাপরাধ সম্ভব। গুরুর ঐকান্তিক আনুগত্যের অভিনয় দেখাইয়াও গুরুর অভিন্ন অঙ্গ বৈষ্ণবের চরণে অপরাধী ব্যক্তি নিষ্কপট গুরুকৃপা পান না সুতরাং কৃষ্ণকৃপাও পান না; তাই দেখিতে পাওয়া যায়, একলব্য অসুরের ন্যায় গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হইয়াছিলেন।

প্রাপ্ত প্রবন্ধ

সংসার-অর্ণব-তরী শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণে

—নিবেদন—

গৌড়ীয় বৈষ্ণব উপদেশ করিতেছেন, "শুদ্ধ-ভকত-চরণ-রেণু ভজন-অনুকূল"। এই বাক্যটী ভজন-বিঘ্ন-বিনাশক সদ্‌গুরুর উপদেশ, হবে না কেন? মহাজন-পথে পথিক যাঁরা, তাঁহারাই ত' তত্ত্বকোবিদ্। শ্রীগৌড়ীয়-পত্র আদি, মধ্য, অন্ত্য পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, নানাদেশে প্রচার-ক্ষেত্রে যতগুলি শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেই সকল শ্রীমঠে শ্রীমূর্ত্তি-পূজক, রক্ষক, সেবক এবং শ্রীশ্রীভক্তিপ্রচারক বৈষ্ণব আছেন, সকলেরই ভগবৎ-সেবায় একনিষ্ঠতা, ত্যাগে, স্বরূপোদ্বোধক ব্রহ্মচর্য্যে ও প্রচারক-প্রভুগণের ভগবত্তত্ত্ব-বিচারে "সার্ব্বজনীন একতা-মুখে" ঔদার্য্য।

এই শ্রীপত্রিকায় লেখকগণের সুসিদ্ধান্তপূর্ণ হরিকথা ও পরমহংসপাদপদ্মাশ্রিতাসিসম্পাদক-সজ্জের "তত্ত্ব বিচার" এবং শ্রীমঠের সেবা-কার্য্যে সর্ব্বদেশের সেবোন্মুখ নরনারিগণের অনুকূল সেবা-তৎপরতা-প্রকাশ সদাচারের উন্নত আদর্শ। এইরূপ আদর্শ জনই শুদ্ধ ভক্ত। বিমুখমোহিনী মায়ার যে কোন সজ্জা, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের ভগবৎসেবা বিঘ্ন করিতে পারিতেছে না। দিন দিন ইহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। অতএব ভগবৎসেবা-প্রচার এবং আচার শ্রীনামের দুই কার্য্যে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাপ্রচেষ্টাই 'সজ্জন তোষণী'। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শুদ্ধ ভজনের পথ-প্রদর্শক হওয়ায়, আচার প্রচারের সহিত তাঁহাদের শ্রীচরণ-রেণুই সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশক। এই জন্য "শুদ্ধ-ভকত-চরণ-রেণু ভজন-অনুকূল"। আর সব "যে তিমিরে, সেই তিমিরে"।

"শুদ্ধ-ভকত-চরণ-রেণু" সেবায় মাদৃশ বিকলাঙ্গ অভাজনের সাধ্য নাই। কেবল পরমুখাপেক্ষী। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের করুণায় সক্ষম চক্ষুদ্বয় এবং হস্ত দুখানি হরিকথা আলোচনা করিবার সহায়তা করিতেছে। সমর্থ-জীবন-কাল গ্রাম্য-কথায় অতিবাহিত করায় এই দুর্গতি। এখন মনের সাধ শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়া গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করি, বিকলাঙ্গতায় তাহা কি হইবে? একমাত্র সম্বল, শ্রীপত্রিকা-মুখে হরিজনগণের আচার, প্রচার, পাঠ, কীর্ত্তন সেবা। শ্রীবৈষ্ণব-চরণ-রেণু কিসে লাভ করিতে পারিব, এ নিরয়-গামীকে সেইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন, নতুবা এ জনম বিফলে যায়। ইহাই শ্রীশ্রীচরণে নিবেদন ইতি।১৩৩৪।১২ আষাঢ়

পরা-বিদ্যায়-কৃষ্ণৈক-শরণ

বিশুদ্ধ তুরীয় তত্ত্ব, অনাদি-চৈতন্য।
সর্ব্ব-চতুর্ব্যূহ অংশী, কারণ-অভিন্ন॥

বিভু সর্ব্বাধার ; সূক্ষ্মভূত মহাকাশে।
না হয় গোচর কোথা, আদি রূপ রসে ॥
অর্থ-বিধি লোক-ধর্ম্ম, অপরা বিস্তার।
শিক্ষা পীঠে যত কথা, প্রত্যক্ষ বিচার ॥
"সত্যং পরং" অতীন্দ্রিয়, পরতত্ত্ব ধন।
বৈষ্ণব-গুরুর শিক্ষা, করায় দর্শন ॥
পরা-বিদ্যা-বেদবিদ্, হরিজন-গণ।
সর্ব্ব-বর্ণে শিক্ষা দেন, শ্রীকৃষ্ণ—কারণ ॥
সর্ব্ব-শব্দে "নাদ-ব্রহ্ম", অভিধান ময়।
অন্যথা হইলে শব্দ, বিরূপতা পায় ॥
দেশ-কাল-পাত্র-বাক্যে, যত সর্ব্বনাম।
নামামৃত ব্যাকরণে, সূত্র শ্যাম-নাম ॥
কর্ম্ম-জ্ঞান-জপ-তপ, যত লোক-ধর্ম্ম।
সর্ব্ব সমাধান শ্রুতি, শ্রীগোবিন্দে মর্ম্ম ॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে শ্রেয়স্কর, যত উপাখ্যান।
"পরিত্রাণায় সাধূনাং" সকল প্রমাণ ॥
শব্দময় আকাশের, যত প্রতিধ্বনি।
উদয়াস্ত-গ্রহ-তারা সবে কৃষ্ণ খনি ॥
পরাবিদ্যা বেদ-বেদ্য, পুরুষ প্রধান।
বেদান্তের সুসিদ্ধান্ত, অমল প্রমাণ ॥
মনেতে কল্পনা করি, আরোহি-জনেরা।
সজ্জিত ক'রেছে কত, রূপের পসরা ॥
করিলে কি হবে তাহা, অশ্রৌত পন্থায়।
তাদের চরম-জ্ঞান, প্রতীকে লুকায় ॥
বৈষ্ণবের অধিকার, ভাগবতাবধি।
সে বিদ্যায় মূর্ত্তিমান, কৃষ্ণই অবধি ॥
পুরুষার্থ-লাভ রূপা, পরা-বিদ্যা ধন।
বৈষ্ণবের অধিকার, ভজনে অর্জ্জন ॥
শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-ছন্দঃ ও জ্যোতিষ।
চারিবেদে ব্রহ্ম-বিদ্যা, হইয়া হরিষ ॥
বৈষ্ণবে আশ্রয় করি, কৃষ্ণ-লীলা গায়।
বিষদ্ রুচিবৃত্তি দ্বারা, সজ্জন তোষয় ॥
সর্ব্বকালে বহির্ম্মুখী, বিশ্ববাসি জন।
স্বরূপে বিরূপ জ্ঞান, করয়ে পোষণ ॥
চারিযুগে কলিযুগ, সর্ব্বযুগ-সার।
হরিতে জীবের দুঃখ, গৌর অবতার ॥
লীলার প্রচার কার্য্যে, হরি-জন-গণ।
তত্ত্ববিদ্যা সর্ব্বশাস্ত্র, করিয়া মন্থন ॥
তুলিলেন নামব্রহ্ম, অমৃত মাখন।
ভক্তিশাস্ত্রে রাখিলেন, করিয়া গ্রন্থন ॥
পরা-বিদ্যা-পীঠে উহা, শ্রীবৈষ্ণব-গুরু।
সদাচারে শিক্ষা দেন, হ'য়ে কল্পতরু ॥
একমাত্র অধিকার, গুরু-বৈষ্ণবের।
আর মাত্র গুরুপদে, আশ্রয়ী জনের ॥
দিগ্বিজয় ফল যাহা, বিদ্যা তাহা নয়।
পরমে, চরমরতি, বিদ্যা তারে কয় ॥
হেন বিদ্যা শিখিবার, যদি থাকে মন।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে, লওহে শরণ ॥

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীবিজয়গোবিন্দ সাহা বিদ্যাবিনোদ।
(৩৯৫৬নং গ্রাহক)
সাং বাস্তিত্রৈর, পোঃ সোণাতলী।
(পাবনা) ১৩৩৪।১২ই আষাঢ়।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মহান্ত মহাশয় জানাইয়াছেন,—

বিগত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ বৈশাখী কৃষ্ণ দ্বাদশীতে ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের প্রপঞ্চ প্রকট তিথির মহোৎসব যথারীতি মহাসমারোহে তাঁহার শ্রীপাট দেনুড়ায় সুসম্পন্ন হইয়াছে।

The "Search-light." Wednesday July 20, 1927

A largely-attended public meeting, presided over by Mr. Justice Kulwant Sahay, was held at 7 P.M. on Saturday, the 16th July in the Behar Youngmen's Institute Hall. Sj. Tridandi Swami, Bhakti-Hriday Ban Maharaj of the Gaudiya Math, Calcutta, spoke on 'Eastern Philosophy' for over an hour and a half in English. Beginning with an exposition of what philosophy is, the speaker traced the evolution of the philosophical thoughts in India and observed that the system had reached its perfection in the doctrine of Bhakti. Devout Submission to God,—not a impersonal deity, but One having His purely spiritual form and spiritual region,—according to the speaker, was the easiest and surest way to salvation.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

পঞ্চম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২১শে শ্রাবণ ১৩৩৪, ৬ই আগষ্ট ১৯২৭	৫০শ সংখ্যা

সারকথা

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য

যে বৈষ্ণব নাচিতে পৃথিবী ধন্য হয়।
যার দৃষ্টিমাত্র দশদিকে পাপ ক্ষয়॥

যে বৈষ্ণব-জন বাহু তুলিয়া নাচিতে।
স্বর্গের সকল বিঘ্ন ঘুচে ভাল মতে॥

হেন মহাভাগবত শ্রীবাস-পণ্ডিত।
তুই পাপী নিন্দা কৈলি তাঁহার চরিত॥

এতেকে তোমার কুষ্ঠজ্বালা কোন্ কাজ।
মূল শাস্তি পশ্চাৎ আছেন ধর্ম্মরাজ॥

এতেকে আমার দৃশ্য-যোগ্য নহ তুমি।
তোমার নিষ্কৃতি করিবারে নারি আমি॥

সেই কুষ্ঠ-রোগী শুনি প্রভুর উত্তর।
দন্তে তৃণ ধরি বলে হইয়া কাতর॥

কিছু না জানিনু মুঞি আপনা খাইয়া।
বৈষ্ণবের নিন্দা কৈনু প্রমত্ত হইয়া॥

অতএব তার শাস্তি পাইনু উচিত।
এখানে ঈশ্বর তুমি চিন্ত মোর হিত॥

সাধুর স্বভাব ধর্ম্ম দুঃখীরে উদ্ধারে।
কৃত অপরাধীরেও সাধু কৃপা করে॥

এতেকে তোমারে মুঞি লইনু শরণ।
তুমি উপেক্ষিলে উদ্ধারিবে কোন্ জন॥

যাহার যে প্রায়শ্চিত্ত সব তুমি জ্ঞাতা।
প্রায়শ্চিত্ত বল মোরে তুমি সর্ব্ব-পিতা॥

বৈষ্ণব জনের যেন নিন্দন করিনু।
উচিত তাহার এই শাস্তি সে পাইনু॥

(চৈঃ ভাঃ অ ৪।৩৬৩—৩৭৪)

প্রভু বলে বৈষ্ণব নিন্দয়ে যেই জন।
কুষ্ঠ-রোগ কোন্ তারে শাস্তি সে এখন॥

আপাততঃ শাস্তি কিছু হইয়াছে মাত্র।
আর কত আছে যম-যাতনার পাত্র॥

চৌরাশী সহস্র যম-যাতনা প্রত্যক্ষে।
পুনঃ পুনঃ করি ভুঞ্জে বৈষ্ণব-নিন্দকে॥

চল কুষ্ঠ-রোগী তুমি শ্রীবাসের স্থানে।
সত্বরে পড়হ গিয়া তাঁহার চরণে॥

তাঁর ঠাঞি তুমি করিয়াছ অপরাধ।
নিষ্কৃতি তোমার তিঁহো করিলে প্রসাদ॥

কাঁটা ফুটে যেই মুখে সেই মুখে যায়।
পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায়॥

এই কহিলাম তোর নিস্তার উপায়।
শ্রীবাস-পণ্ডিত ক্ষমিলেই দুঃখ যায়॥

মহাশুদ্ধ-বুদ্ধি তিঁহো তাঁর ঠাঞি গেলে।
ক্ষমিবেন সব তোরে নিস্তারিবে হেলে॥

(চৈঃ ভাঃ অ ৪।৩৭৫—৩৮২)

সাময়িক-প্রসঙ্গ

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের কি প্রকার সেবা-বিগ্রহের প্রতি অনাদর হইতেছে, তাহা আমরা গত সপ্তাহের 'সাময়িক-প্রসঙ্গে' শ্রীক্ষেত্রের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া পাঠক-বর্গকে জানাইয়াছি।

'নামাপরাধ' ও 'সেবাপরাধ' প্রভৃতি বর্জ্জনে আমরা একান্ত উদাসীন। তাহার কারণ আমরা নাম-মন্ত্র-ভাগবত-ব্যবসায়ী নামাপরাধীর নিকট হইতে ভজন (?) এবং দেবলাদি-সেবাপরাধীর নিকট হইতে সেবা-প্রণালী (?) শিখিয়া থাকি।

আমরা পদ্মপুরাণোক্ত দ্বিতীয় নামাপরাধ-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই যে, বিষ্ণুই একমাত্র স্বতন্ত্র ভগবান্; শিবাদি দেবতা স্বতন্ত্র-পরমেশ্বর-বিষ্ণুরই অন্তর্গত। সেই শিবাদি দেবতাকে যাঁহারা স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বা বিষ্ণু হইতে পৃথক্ কল্পনা করেন, তাঁহারা নামাপরাধী। ঐরূপ বিচারে শিবপূজা কখনও বৈষ্ণব-রাজ শিবপ্রভুর প্রীতিকর হয় না; তাহাতে সেবাপরাধ হইয়া থাকে।

আবার বৈষ্ণব-প্রবর শম্ভুকে প্রচেতোগণের ন্যায় বিষ্ণুর প্রিয়তম অচিন্ত্যভেদাভেদপ্রকাশ শুদ্ধ-স্বরূপ গুরুরূপে কিম্বা শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণের আদর্শে শ্রীরুদ্রে শ্রীনৃসিংহদেবের অধিষ্ঠান জানিয়া বিশুদ্ধ স্বরূপে শ্রীরুদ্র পূজা করিবার পরিবর্তে তমোবর্দ্ধনকারি মোক্ষদাতৃরূপে বা স্বতন্ত্ররূপে পূজায় শাস্ত্রানুসারে হরিবৈমুখ্য ও ভৃগুশাপ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

শ্রীল জীবগোস্বামিচরণ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শিবপূজা বিষয়ে চারিটী অভিপ্রায় বিবৃত করিয়াছেন,—(১) শুদ্ধবৈষ্ণব-স্বরূপেই শিব—সর্ব্বজনমান্য; (২) শিবাধিষ্ঠানেও ভগবান্ বিষ্ণুই পূজ্য; (৩) স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে শিবপূজায় পাষণ্ডিত্ব বা ভৃগুশাপ অনিবার্য্য; (৪) বৈষ্ণব-প্রবর শিবের অবজ্ঞায় মহাদোষ।

সুতরাং যদি কেহ (১) সেই শুদ্ধসত্ত্ব বৈষ্ণব-রাজ গুরুদেব শম্ভুকে গঞ্জিকা, সিদ্ধি প্রভৃতি কলিসহচর বস্তুর প্রশ্রয়-দাতৃ আদর্শস্বরূপ মনে করেন, (২) বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয় বিষ্বক্সেন নামক ব্রাহ্মণের ন্যায় রুদ্রাধিষ্ঠানে রুদ্রান্তর্গামি-সঙ্কর্ষণ-বিষ্ণুর পূজা করিবার পরিবর্ত্তে অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি-পরিচালিত হইয়া শ্রীরুদ্রদেবকে অন্যভাবে পূজা করেন, (৩) ভগবদভিন্ন তত্ত্ব মহেশ্বরকে পরম-মহেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র মনে করেন, (৪) কিম্বা বৈষ্ণব-প্রবর শিবের অবজ্ঞা করেন, তাহা হইলে সেইরূপ বিচারে শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ শ্রীশিবপ্রভুর পূজা কখনও প্রীতিকর হয় না। তিনি সেবাপরাধ ও ভগবদতি-ক্রম সহ্য করেন না। দাক্ষিণাত্যের বিষ্বক্সেনবিপ্রপূজিত 'লিঙ্গস্ফোট' ও উড়ুপীর নিকট বাদিরাজস্বামি-পূজিত শিবলিঙ্গই তাহার প্রমাণ। অতএব এই সকল সেবাপরাধ বর্জ্জন করিয়া আমাদিগের শ্রীরুদ্রের পূজা করা আবশ্যক।

কয়েকদিবস পূর্ব্বে কলিকাতা মহানগরীর চৌরঙ্গী ও লোয়ার সার্কুলার রোডের সন্ধিস্থলে বৃক্ষতলা নামক স্থানে যে একটী শিবলিঙ্গ বিরাজিত ছিলেন, তাঁহাকে অবৈধভাবে চালিত করায় সনাতনধর্ম্মিমাত্রেরই হৃদয়ে কিরূপ দারুণ আঘাত লাগিয়াছে, তাহা সংবাদপত্র-পাঠকগণ অবগত আছেন। শাস্ত্রেও আছে,—"শিবলিঙ্গং ন চালয়েৎ।" কিন্তু সদাশয়া মহামান্যা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রবর্ত্তিত সুশাসনে—যেখানে কাহারও ধর্ম্মের প্রতি কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিবার কাহারও অধিকার নাই, তন্মধ্যে বাস করিয়াও সনাতন-ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ লঙ্ঘিত হইতে যদি দেখা যায়, তবে তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

শুদ্ধ-বৈষ্ণব-স্বরূপে শ্রীরুদ্র সর্ব্বজন-মান্য! শুদ্ধবৈষ্ণবগণ শ্রীশিবকে শ্রীবিষ্ণু হইতে অভিন্ন তৎ-প্রিয়তমরূপে দর্শন করেন। শ্রীগৌড়ীয়গণের পরমোপাস্য শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণ-প্রিয়তম শিবের অন্তর্যামি-সূত্রে শিব-হৃদয়ে—শুদ্ধচিত্ত বসুদেবে শ্রীবাসুদেবের অবস্থান বা ভক্তহৃদয়ে গোবিন্দের বিশ্রাম জগজ্জীবকে জানাইবার জন্য শ্রীশিবের প্রতি যে সম্মান-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠে অবগত হওয়া যায়,—

> শিব-প্রিয় বড় কৃষ্ণ তাহা বুঝাইতে।
> নৃত্য করে গৌরচন্দ্র শিবের সাক্ষাতে॥
>
> * * *
>
> সেই সব গ্রামে প্রভু ভক্তবৃন্দ সঙ্গে।
> শিব-লিঙ্গ দেখি দেখি ভ্রমিলেন রঙ্গে॥
>
> (চৈঃ ভাঃ অ ৩।৩৯, ৪০৪)

আমাদের সেবাপরাধ-নিবন্ধন বৃক্ষতলার 'বৈজু' বা 'বৈদ্যনাথ' শিব-লিঙ্গকে যেরূপ অবৈধভাবে চালিত করা

হইয়াছে, তজ্জন্য বৈষ্ণবগণ প্রাণে বিশেষ আঘাত পাইয়াছেন। আশা করি, এবিষয়ে সদাশয় সরকার বাহাদুর সকলের হৃদয়ের বেদনা দূর করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা অতি সত্বরই বিধান করিবেন, আর উপাসকগণের দিক হইতেও অবৈধ শিবারাধনার প্রশ্রয় যাহাতে আর না দেওয়া হয় এবং শুদ্ধভাবে মহেশ্বর শ্রীশিবের পূজার ব্যবস্থা হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হওয়া প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। আশা করি, আমরা শীঘ্রই বৃক্ষতলার শ্রীশিবলিঙ্গের সেবাপরাধ-রহিত শুদ্ধভাবে আরাধনা দেখিতে পাইয়া আনন্দিত হই

বর্ষশেষে নিবেদন

গৌড়ীয়-পত্র আজ পাঁচ বৎসর অতিক্রম করিলেন। এই পাঁচ বৎসরে গৌড়ীয়ে পরমার্থ-পথের পথিকগণের অনেক প্রকার সমস্যা, বিপদ-আপদের কথা আলোচিত হইয়াছে। এই গৌড়ীয় পাঠে, এই গৌড়ীয়ের সেবায় বহুজীবের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা ইহার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য পাইয়াছি।

গৌড়ীয়ের একটী বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে কোন-প্রকার এলোমেলো বা সামঞ্জস্যহীন কথার অবতারণা হয় না। গৌড়ীয়ের সত্যগুলি একসুরে বাঁধা। গৌড়ীয় পাঁচ বৎসরের আদিতে যে কথা বলিয়াছেন, মধ্যে যে কথা বলিয়াছেন, পুনঃ পুনঃ যে কথা বলিয়াছেন, পঞ্চমবর্ষশেষে যে কথা বলিতেছেন, তন্মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য নাই। গৌড়ীয়ের উপক্রম-উপসংহার-অভ্যাস একই সত্য প্রচার করিতেছেন। গৌড়ীয়ের আর একটী বিশেষত্ব এই যে, গৌড়ীয় যে কথা বলেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলেন। যাহা বাদপ্রতিবাদের দ্বারা কোন কালে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে—এরূপ কোন কথা গৌড়ীয় কখনও বলেন না। কারণ—গৌড়ীয় শ্রৌত-বাণীর প্রচারক। শ্রৌতকথায় কোন সংশয় নাই, উহা বাদ-প্রতিবাদের দ্বারা কখনও পরিবর্ত্তিত হইবার যোগ্য নহে।

গৌড়ীয়ের এই সকল শ্রৌতকথা যদি কাহারও অপ্রীতি-কর হয় বা 'গোঁড়ামি' বলিয়া মনে হয়, তবে আমরা সেই-রূপ পুরুষের দুঃখে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহার চরণযুগল ধরিয়া সবিনয়ে নিবেদন করি যে, তিনি কৃপাপূর্ব্বক ধৈর্য্য-ধারণ-পূর্ব্বক এই গৌড়ীয়ের সত্য কথাই পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতে থাকুন। ইহা নিরন্তর শ্রবণ করিতে করিতে হৃদয়ের গ্রন্থি ছিন্ন ও সর্ব্বসংশয় নিদূরিত হইবে, তখন গৌড়ীয়ের শ্রৌতবাণী বা সত্যকথা আর অপ্রীতিকর মনে হইবে না।' পিত্তরোগীর মুখে মিশ্রি তিক্ত বোধ হইলেও তাহার পক্ষে মিশ্রিই ঔষধরূপে ব্যবস্থিত। পিত্তাপগমে মিশ্রির স্বাভাবিক মিষ্টত্ব উপলব্ধি হইবে।

গৌড়ীয়ে অনেক সময় অসৎসিদ্ধান্ত ও দুষ্টমতসমূহ প্রবলভাবে খণ্ডিত হয়, তদ্দর্শনে কপট শান্তি-প্রিয় বা সম্ভোগ-রসপ্রিয় অনেকে হয় ত হৃদয়ে সুখানুভব করিতে পারেন না; তাঁহাদের চরণেও আমাদের সকাতর নিবেদন এই যে, আমরা এবং তাঁহারাও স্বরূপতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাস—যে মহাপ্রভু কখনও সিদ্ধান্ত-বিরোধ, তত্ত্ব-বিরোধ, রসাভাস প্রভৃতি দোষ সহ্য করিতে পারেন না—

> "রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত-বিরোধ।
> **সহিতে না পারে** প্রভু মনে হয় **ক্রোধ**॥
> রস রসাভাস যার নাহিক বিচার।
> ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিন্ধু **নাহি পায় পার**॥"

এইজন্য শ্রীস্বরূপ দামোদর ভক্তিসিদ্ধান্ত-পরীক্ষকরূপে মহা-প্রভুর সমীপে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন। যাহাতে স্বরূপ-রূপের অনুমোদন নাই, যাহা মহাপ্রভুর নিতান্ত অপ্রীতিকর, যাহাতে মহাপ্রভুর ক্রোধ উৎপন্ন করে,—এরূপ মত কি আমাদের 'মহাপ্রভুর দাস' বা 'মহাপ্রভুর দাসের দাস' বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক স্বীকার করা উচিত? স্বীকার করি, যদি পাঁচ মিশালে ধর্ম্মমত বা জগতের বিভিন্ন মনো-ধর্ম্মীর যাবতীয় সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া যায় এবং সকলই সমান, সকলই এক ভগবানকেই লক্ষ্য করে—এইরূপ বলিয়া গোঁজামিল দেওয়া যায় এবং তাহাতে সকল সম্প্রদায়ের লোকের নিকটই সুখ্যাতি-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পাওয়া যায়, তথাপি কিন্তু উহাতে স্বরূপ-রূপের সন্তুষ্টি হয় না বা মহাপ্রভুর প্রিয়ভাজন হওয়া যায় না। তুলাদণ্ডের একদিকে সর্ব্বজন-প্রিয়তা আর একদিকে মহাপ্রভু-প্রিয়তা রক্ষা করিলে, কোন্‌টী গুরুতর হইবে? কোন্‌টীর মূল্যই বা অধিক হইবে? আমাদের মনে হয়, জগতের সকল মনোধর্ম্মী লোকেরও যদি অপ্রীতিকর হইতে হয়, তাহাও ভাল, তথাপি গৌর ও গৌরজনের যাহাতে অপ্রীতি হয়, সেইরূপ

মত বা সেইরূপ চিন্তাস্রোত মুহূর্ত্তের জন্যও যেন আমাদের হৃদ্দেশ অধিকার না করে। ইহাও আমাদের একটী বর্ষশেষে নিবেদন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, তাহা হইলে কি তোমরাই একমাত্র সিদ্ধান্তজ্ঞান, মহাপ্রভুর কোন্‌টী অপ্রীতিকর, প্রীতিকর বুঝিতে পার, ভগদ্ভক্ত লোক আর কেহ তাহা বুঝিতে পারে না? আমরা আমাদের শুভানুধ্যায়ী এইরূপ প্রশ্নকারী পুরুষেরও চরণযুগল ধরিয়া সবিনয়ে নিবেদন করি আমাদের ন্যায় দাম্ভিকের দম্ভ করিবার একটী বিষয় আছে, স্বরূপ-রূপ ও তাঁহাদের অনুগগণই কোন্‌টী মহাপ্রভুর অপ্রীতিকর, বা কোন্‌টী প্রীতিকর, তাহা বুঝিতে পারেন, অপরে তাহা পারেন না। লৌকিকচক্ষে বৈষ্ণব-পরিচয়ে পরিচিত অপর ব্যক্তিগণ, যে মত বা সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া শতকণ্ঠে তাহার উচ্চ প্রশংসা করেন, শ্রীস্বরূপ সেই উচ্চ-প্রশংসিত মতকে নিতান্ত 'পাষণ্ডমত' বলিয়া পরিহার করেন। তাহার সাক্ষ্য আমরা বঙ্গদেশীয় বিপ্র কবির উদাহরণে দেখিতে পাই। বঙ্গদেশীয় বিপ্র মহাপ্রভুর সম্বন্ধে যে নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ আচার্য্য এবং তৎসঙ্গে বহু বৈষ্ণব 'পরমোত্তম' বলিয়া সেই নাটকের প্রশংসা করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীল স্বরূপপ্রভু সেই নাটকের কিয়দংশ শ্রবণ করিয়াই তাহাতে যে-সকল তত্ত্ব-বিরোধাদি দোষ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এবং বিপ্রকবিকে ভর্ৎসনামুখে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ভর্ৎসনা স্থির-চিত্তে পাঠ করিলে অনেক চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী, অনেক (লৌকিক) বিশ্বাস-ভক্তিভাবুকতার ধর্ম্মে বাদপ্রতিবাদের অবতারণার বিরোধী, অনেক ফল্গুশান্তিপ্রয়াসী, অনেক লোক-রঞ্জনকারী, অনেক জন-প্রিয়তা-সংগ্রহকারী ব্যক্তির চক্ষুরুন্মীলন হইতে পারে।

অনেক সময় সিদ্ধান্ত-বিরোধ বা দুষ্ট-মতাদি বিশেষ-ভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দিলে তত্তন্মতবাদী বা তন্মত সমর্থন-কারি ব্যক্তিগণ বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া পড়েন, তাঁহাদের চরণেও আমাদের ন্যায় দীনের সকাতর নিবেদন যে, তাঁহারাই যখন অমানী-মানদ-তৃণাদপি সুনীচতা-প্রতিপাদ্য উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব, সুতরাং গুণহীন আমরা তাঁহাদের ক্ষমার্হ। আমাদিগকে শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করিবার অবসর প্রদান করিয়া যদি তাঁহারা তাঁহাদিগের বৈষ্ণব-স্বভাবসুলভ সহিষ্ণুতাগুণের পরিচয় প্রদান করেন এবং মিষ্ট কথা ও লোক-রঞ্জনে অনভ্যস্ত আমাদিগের কর্কশ বাক্যগুলির কর্কশ আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহাদের নিজগুণে তন্মধ্য হইতে কোমল বিষয় আহরণ করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদেরও সেবার অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারি।

গৌড়ীয়ের গ্রাহক, অনুগ্রাহক প্রভৃতি গণের প্রতিও আমাদিগের নিবেদন এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের বহুমূল্য সময়ের কিয়দংশও যদি তাঁহাদের দীন ভ্রাতৃবৃন্দের দুই একটী কর্কশ কথা শুনিবার জন্য প্রদান করেন এবং তাঁহাদের সর্ব্বস্বের একাংশ দ্বারা গৌড়ীয়ের যে কোন প্রকার সেবা করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগের সেবার অধিকার পাইতে পারি। তাঁহারা আমাদিগকে যথেষ্ট স্নেহ ও আমাদের মঙ্গল কামনা করেন জানি, কারণ যদি স্নেহ নাই করিবেন, তবে আমাদের ন্যায় ব্যক্তির কর্কশ কথা—যে কথায় কোন প্রকার আপাত-মধুরতা নাই,—কোন প্রকার মনোহর সাজ-সজ্জা নাই,—কোন প্রকার গল্পলহরী বা উর্ব্বর মস্তিষ্কের উদ্ভট কল্পনাশক্তির পরিচয় নাই,—উপন্যাস, নবন্যাসের ন্যায় পত্রে পত্রে কৌতূহলোদ্দীপক চিত্র নাই,—ইতর বার্ত্তাবহের ন্যায় দেহমনের প্রয়োজনসাধক উপদেশ-সন্দেশ নাই, সেই সকল কর্কশ, অপ্রিয় সত্য কথাও আজ পাঁচ বৎসর যাবৎ ক্রমান্বয়ে শ্রবণ করিতেছেন কেন? আমরা তাঁহাদের ধৈর্য্যের প্রশংসা করি, এবং তাঁহাদিগকে মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের তৃণাদপি শ্লোকের সহিষ্ণুতামন্ত্রে দীক্ষিত দেখিয়া হৃদয়ে বিপুল আশা লইয়া আগামী বৎসরে আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত যাহাতে তাঁহাদের সেবা করিতে পারি—নিত্যকাল যাহাতে তাঁহাদের সেবা করিতে পারি, তজ্জন্য তাঁহাদের চরণে বর্ষশেষে এই নিবেদন জানাইতেছি।

পরিশেষে আমরা সকল জীবের চরণে কাকুবাদে জানাইতেছি যে, তাঁহারা সাধু বৈষ্ণব, নিজগুণে আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া—সকল অভিমান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের চরণে আত্মসমর্পণ করিবার আদর্শ দেখাইয়া আমাদিগকে তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণে উৎসাহিত করুন। ইহাই আমাদের বর্ষশেষে নিবেদন।

গৌড়ীয়ের ভিক্ষা কি ?

'গৌড়ীয়'—বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ। বৈকুণ্ঠের অপ্রাকৃত বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া তাহা জীবের দ্বারে দ্বারে বিতরণই গৌড়ীয়ের কার্য্য। গৌড়ীয় বলেন,—

'কৃষ্ণ বল সঙ্গে চল
এই মাত্র ভিক্ষা চাই'।

কিন্তু—'কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ'-ন্যায়াবলম্বী আমি গৌড়ীয়ের এই কথায় সন্তুষ্ট না হইয়া বলিতে পারি,—গৌড়ীয়ের ভিক্ষা যদি সকল জীবকে কৃষ্ণ-শিক্ষা-দান ও বৈকুণ্ঠ-যাত্রার সাথী করাই উদ্দেশ্য হইবে, তাহা হইলে তিনি আবার তাঁহার বার্ষিক ভিক্ষা-স্বরূপ মুদ্রা-ত্রয় যাচ্ঞা করেন কেন ?

কিম্বা হয় ত' আমি গ্রাম্যবার্ত্তাবহের শুল্কআদায়কারী কার্য্যাধ্যক্ষসূত্রে বলিতে পারি—'অন্যান্য বার্ত্তাবহের ন্যায় গৌড়ীয়ও যখন একটা নির্দ্দিষ্ট মূল্য বা অর্থ গ্রহণ করেন, তখন তাঁহারও কার্য্য এবং উদ্দেশ্য অন্যান্য প্রাকৃত বার্ত্তাবহেরই অনুরূপ'। কেবল গৌড়ীয়ে 'মূল্য' শব্দটীর পরিবর্ত্তে 'ভিক্ষা' শব্দটীর ব্যবহার-বৈষম্য দৃষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্যগত কোন পার্থক্য নাই; শব্দাড়ম্বরগত পার্থক্য মাত্র।

অথবা আমি নাম-মন্ত্র-কীর্ত্তন-ভাগবতব্যবসায়ী ভাড়াটিয়া-কথক-বক্তা-প্রভৃতি-সূত্রে বলিতে পারি,—'গৌড়ীয় অপ্রাকৃত-বস্তু-নাম-মন্ত্র-হরিকথা-ভাগবতাদি কীর্ত্তন-ব্যাখ্যা প্রভৃতির বিনিময়ে প্রাকৃত অর্থ বা দক্ষিণা গ্রহণাদি ধর্ম্ম-ব্যবসায়কে নিরয়প্রাপক অপরাধ বলিয়া প্রচার করেন, কিন্তু তিনি নিজের বেলায় অপ্রাকৃত বস্তু হরিকথার বিনিময়ে—ভাগবতাদি গ্রন্থের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করেন কেন ? তিনি লোকের দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া হরিকথা-দানের বিনিময়ে বার্ষিক ৩৲ চাঁদা, কিম্বা ভাগবত-গ্রন্থের প্রতি খণ্ডের বিনিময়ে নির্দ্দিষ্ট মূল্য-বিশেষ চান কেন' ?

কিম্বা হয় ত' নিজকে গৌড়ীয় অপেক্ষাও চতুর মনে করিয়া বলিতে পারি,—'গৌড়ীয় হয় ত' বলিবেন, আমি স্ত্রীপুত্র প্রতিপালনের জন্য অর্থ গ্রহণ করি না, তোমরা স্ত্রী-পুত্রের জন্য অর্থ গ্রহণ কর।' আমি গৌড়ীয়ের এই কথায় বলি, তাহাতেই বা কি ? আমার স্ত্রী-পুত্র আছে, আমি তাহাদের জন্য ধর্ম্ম-ব্যবসায় করিয়া অর্থ গ্রহণ করি, গৌড়ীয়ের স্ত্রী-পুত্রের পরিবর্ত্তে নিজের পোষণচিন্তা আছে, তাই তিনি নিজ পোষণের জন্যই অর্থ গ্রহণ করেন !

আমি ত' আমার কথা এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিলাম; আর আমি যেরূপ মনোধর্ম্মী, জগতে আমারই মত লোক পনর আনা উনিশ গণ্ডা তিন কড়া দুই ক্রান্তি কিম্বা তাহা অপেক্ষাও বেশী। সুতরাং আমার কথা—আমার চিন্তা-স্রোত—আমার পরিভাষা—আমার অক্ষজ-বিদ্যাবুদ্ধি বিচার-প্রণালী তাঁহারা আমার মুখ হইতে কথা পড়িতে না পড়িতেই বুঝিয়া লইবেন এবং আমার বিচারের সহিত তাঁহাদের কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ-হৃদয়ের তন্ত্রীগুলি সমতানে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠায় তাঁহারা আমার বাক্যই বেদবাক্য মনে করিবেন। কিন্তু বৈকুণ্ঠের বার্ত্তা-বহ গৌড়ীয়ের আচরণগুলি, কথাগুলি, বিচারপ্রণালীগুলি ও তদ্‌ব্যঞ্জক পরিভাষাগুলি এই প্রাকৃত দেবীধামের অন্তর্গত না হওয়ায় এবং আমার বিদ্যাবুদ্ধি-মস্তিষ্ক-স্নায়ু ও বিষয়গ্রহণের দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয়গুলি ওতঃপ্রোতভাবে প্রাকৃত ভূমিকায় সংলগ্ন থাকায় আমার গৌড়ীয়-কথা বুঝিতে একটু ধৈর্য্য ধারণ করিতে হইবে। গৌড়ীয় যদিও আমারই ন্যায় স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ সংযুক্ত শব্দের দ্বারাই কথা বলেন, তথাপি আমার স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণসংযুক্ত শব্দের অক্ষরূঢ়িবৃত্তি ও তাঁহার সেই সকল স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণাত্মক শব্দেরই বিদ্বদ্‌রূঢ়িবৃত্তির মধ্যে ভূলোক ও গোলোক ব্যবধান।

আমি বলিতে চাই, গৌড়ীয় কেন হরিকথা প্রচারের বিনিময়ে প্রতি বর্ষে তিন মুদ্রা ভিক্ষা বা মূল্য-যাচ্ঞা করেন ? এখানে গৌড়ীয় বলেন যে, বৈকুণ্ঠের অপ্রাকৃত অমূল্য-বার্ত্তা কখনও তিন মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করা যায় না। যে সকল ভক্তিবিরোধী নামাপরাধী ব্যক্তি বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাকে কোন প্রাকৃত মূল্যবিশেষের দ্বারা বিক্রয় করিবার নিরয়-প্রাপণী চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তাঁহারা ভক্তিরাজ্য হইতে বিচ্যুত হন। গৌড়ীয় অমূল্য বস্তু। কিন্তু অমূল্য হইলেও অপ্রাকৃতবৈকুণ্ঠবস্তুর অচিন্ত্য-বিরোধ-ধর্ম্ম-বশতঃ তাঁহার 'মূল্য' আছে। সেই 'মূল্য' আর কিছুই নহে—একমাত্র নিষ্কপট-শ্রদ্ধা-মূল্য।

গৌড়ীয়ের ভিক্ষা তিন মুদ্রা মাত্র নহে। গৌড়ীয়ের ভিক্ষা—**জীবের সর্ব্বস্ব**। গৌড়ীয় সর্ব্বস্বের ভিখারী। এই সর্ব্বস্ব ভিক্ষাটী অপ্রাকৃত কবির ভাষায়—

'কৃষ্ণ বল   সঙ্গে চল
এই মাত্র ভিক্ষা চাই'।

যাহাদের গৌড়ীয়কে সর্ব্বস্ব প্রদান করিবার বল-ভরসা নাই, তাঁহাদিগের জন্যই কৃপাময় বৈকুণ্ঠাবতার গৌড়ীয় তাঁহাদিগের সর্ব্বস্বের কোট্যংশের একাংশ-স্বরূপ একটী অকিঞ্চিৎকর নির্দ্দিষ্ট ভিক্ষা যাচ্ঞা করিয়া থাকেন। যেমন যাহারা বিষ্ণুতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে পারেন নাই, সেই সকল কনিষ্ঠাধিকারীর জন্য সর্ব্বপাপধ্বংসকারী বিষ্ণু পরম-কৃপাবতার শ্রীবিগ্রহরূপে 'পঞ্চোপচার', 'দশোপচার', 'ষোড়শোপচার' প্রভৃতি একটি নির্দ্দিষ্ট পূজাবিধি স্বীকার করিয়া ঐরূপ অধিকারীর জীবের আত্ম-ভোগ ও আত্ম-পূজা পিপাসারূপ অনর্থ ক্রমশঃ নষ্ট করিয়া থাকেন এবং গৃহস্থ-কুলকে বিত্তশাঠ্যরূপ অপরাধ হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া তাঁহাদের সেবা-সৌভাগ্যের উদয় করাইয়া থাকেন, সেই প্রকার অমূল্য, অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠবস্তু শ্রীগৌড়ীয়ও সর্ব্বস্ব ভিক্ষাদানে অশক্ত, সুদুর্ব্বল, অনর্থযুক্ত জীবের প্রতি সদয় হইয়া তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য জীবের সর্ব্বস্বের কিয়দংশ মাত্র ভিক্ষাস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে শুদ্ধ-হরিকথা-শ্রবণ ও শুদ্ধ-হরিসেবা করিবার সুযোগ প্রদান করেন। আমার ন্যায় অত্যন্ত প্রাকৃত অর্থাসক্ত বদ্ধ জীব—যে ব্যক্তি সর্ব্বক্ষণ নিজের ভোগের জন্যই অর্থাদি-চিন্তায় ব্যস্ত, যাহাতে বিত্তশাঠ্যরূপ-সেবাপরাধ বৃদ্ধি করিয়া নরকের পথে ধাবিত না হয়, তজ্জন্য কৃপাবতার বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ শ্রীগৌড়ীয় আমার ন্যায় প্রত্যেক ভোগিজীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া তাঁহাদিগকে বিত্তশাঠ্যরূপ-অপরাধ হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন।

আমার ন্যায় ভোগী জীবের সদুপায়ে বা অসদুপায়ে উপার্জ্জিত যে সকল অর্থ নানাপ্রকার বিলাস-ব্যসনে কিম্বা আমার ও আমার স্ত্রীপুত্রকন্যাগণের হরিবিমুখ শরীর পোষণে নিযুক্ত হইত, কিম্বা আমার ন্যায় ফল্গুত্যাগী বা মর্কট বৈরাগীর অর্থাদির প্রতি বাহ্য অনাদরকারীর ভোগ-যজ্ঞের উপকরণ বর্দ্ধন করিত অর্থাৎ আমি ফল্গুবৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক কৃষ্ণ-সেবোপকরণকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত না করায় কৃষ্ণসেবোপ-করণগুলি ভোগীর ভোগোপকরণে পর্য্যবসিত হইত, সেই সকল অর্থ বা সেবোপকরণ যাহাতে সর্ব্ব অর্থের মালিক শ্রীলক্ষ্মীপতির বার্ত্তাপ্রচাররূপ হরিসেবায় নিযুক্ত হয়, তজ্জন্যই অমূল্য অপ্রাকৃত বস্তু শ্রীগৌড়ীয় সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া সর্ব্বস্ব সমর্পণে সাহসশূন্য তাদৃশ জীবের নিকট হইতে শ্রীবিগ্রহের পঞ্চোপচার বা দশোপচার পূজা গ্রহণের ন্যায় একটী নির্দ্দিষ্ট ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

সুতরাং এই নির্দ্দিষ্ট ভিক্ষাটী গৌড়ীয়ের 'মূল্য' বা শাঁড়াশিয়া কথকবক্তার 'ভাড়া' বা 'ক্রয়ণ' স্বরূপ নহে। 'ভিক্ষা' শব্দটী 'মূল্য' শব্দের প্রতিশব্দ নহে বা লোক-বঞ্চনার উদ্দেশ্যে শব্দ-বৈখরী মাত্রও নহে। আমার ন্যায় কৃষ্ণবহির্ম্মুখ অবৈষ্ণব অনেক সময় মনে করেন যে, বাহ্যদর্শনে যখন 'সাধু' ও 'অসাধু', 'বৈষ্ণব' ও 'অবৈষ্ণবে'র চেষ্টা অনেকটাই সমান, তখন সাধু বা বৈষ্ণবগণ কেবলমাত্র বাগাড়ম্বর দ্বারা নিজ মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিয়া নিজদিগকে অসাধুর পর্য্যায় হইতে পৃথক করিবার প্রয়াস করেন। যেমন অনেক অবৈষ্ণবের ধারণা, "বিষ্ণু ও বৈষ্ণব আমাদেরই মত জন্ম-মৃত্যুর অধীন; কেবল নিজদিগের মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য 'জন্ম'কে 'আবির্ভাব' বা 'প্রকট', 'মৃত্যু'কে 'তিরোভাব' বা 'অপ্রকট' প্রভৃতি কতকগুলি বাগ্‌বৈখরী দ্বারা ব্যক্ত করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ ভাত ডালকে 'মহাপ্রসাদ', পাথরকে 'শালগ্রাম', পুতুলকে 'শ্রীবিগ্রহ' প্রভৃতি বড় বড় নামের দ্বারা সাজাইয়া সাধারণ বস্তুকে বড় করিয়া তুলিতে চান, পরন্তু ভাত ডাল ও মহাপ্রসাদে, পাথরে ও শালগ্রামে, পুতুলে ও শ্রীবিগ্রহে, প্রাকৃত জীবের জন্ম-মৃত্যুতে ও বিষ্ণু-বৈষ্ণবের প্রকট-অপ্রকটে স্বরূপতঃ কোনই ভেদ নাই।" এইরূপ বিষ্ণু-বিরোধিনী দুর্ব্বুদ্ধি লইয়া আমিও মনে করি, 'গৌড়ীয়ের ভিক্ষা শব্দটী সাধারণ বার্ত্তাবহের বার্ষিক মূল্য বা চাঁদারই প্রতিশব্দ মাত্র। কেবল 'ভিক্ষা' শব্দটীতে বাগ্‌-বৈখরীর সমাবেশ-প্রাচুর্য্য—এইমাত্র পার্থক্য'।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয় তাহা নহে। অমূল্য গৌড়ীয় ঐ প্রকার প্রাকৃত মূল্য বা চাঁদার বিনিময়ে বিক্রয় বা বিতরণের বস্তু নহেন। যাহারা গৌড়ীয়কে সেইরূপ বস্তু মনে করেন, করিয়াছেন বা করিবেন, তাঁহাদের প্রথম মুখেই শ্রীগৌড়ীয়ের চরণে প্রাকৃত বুদ্ধি বা ইতরবার্ত্তাবহ-সামান্য-বুদ্ধিরূপ জাতিবাধা থাকা-হেতু গৌড়ীয়ের অপ্রাকৃত কথায় প্রবেশাধিকারই হইবে না। তাঁহারা অপরাধ-নিবন্ধন শ্রীগৌড়ীয়ের শিক্ষা বুঝিতে পারিবেন না। আবার গৌড়ীয় যখন বুঝিতে পারিব না,—তখন গৌড়ীয় পড়িয়া কায কি?

এইরূপ ন্যাকা-বোকা সাজিয়া শ্রীগৌড়ীয়ের চরণ হইতে দূরে থাকিলেও মঙ্গল হইবে না ; কারণ,—

'পলাইবার পথ নাহি যম আছে পিছে' ॥

সুতরাং শ্রীগৌড়ীয়ের ঐ প্রকার অসামান্য-কৃপার কার্যটী আমার ন্যায় ভোগী জীবের ভাগবত পড়িয়া, কীর্ত্তন করিয়া, নাম মন্ত্র আদান-প্রদানের অভিনয় করিয়া অর্থসংগ্রহরূপ নরক-প্রাপক অপরাধের সহিত সমান নহে। অথবা ইহা 'দ্রাবিড়-প্রাণায়াম-ন্যায়ে' 'ভিক্ষা' শব্দটী প্রয়োগ করিয়া হরিকথার বিনিময়ে অর্থসংগ্রহও নহে। যদি আমি নাম-মন্ত্র-কীর্ত্তন-ভাগবত-ব্যবসায়ীর 'কুরণ' বা ভাড়ারূপ পাপময় কার্য্যের সহিত (শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৮।১১১ দ্রষ্টব্য) গৌড়ীয়ের কিম্বা গৌড়ীয়-ভাণ্ডারের গ্রন্থরাজির নির্দ্দিষ্ট ভিক্ষা গ্রহণ সমান জ্ঞান করি, তাহা হইলে বলিতে হয় যে পরম পূজনীয়া অকৃত্রিম স্নেহময়ী জননী ও বালঘাতিনী পূতনা কিম্বা সন্তানৈকমঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী জননী ও স্বার্থপরা কপট প্রেমযাচ্ঞাকারিণী এক জাতীয়া।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শ্রীগৌড়ীয় বা গৌড়ীয় ভাণ্ডারের গ্রন্থরাজির ভিক্ষা জীবের সর্ব্বস্ব ভিক্ষা। ইতর বার্ত্তাবহ বা ব্যবসায়িকুলের ইতর গ্রন্থ উহাদের বিনিময়ে কিছু মূল্য লইয়াই থাকেন। শ্রীগৌড়ীয় বা শ্রীগৌড়ীয়ের গ্রন্থরাজি ঐরূপ দক্ষিণামার্গীয় যমদ্বারের পথিকগণের ন্যায় ক্ষুদ্র বস্তুর বিনিময়ে ক্ষুদ্র মূল্য লইয়া সন্তুষ্ট নহেন। গৌড়ীয় ও গৌড়ীয়-ভাণ্ডারের গ্রন্থরাজি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদ্বস্তু, অসমোর্দ্ধ বস্তু, বৈকুণ্ঠবস্তুর প্রচারক বলিয়া জীবের **সর্ব্বস্ব** ভিক্ষা চাহেন। তবে জগতে হৃদ্দৌর্ব্বল্যগ্রস্ত অনর্থযুক্ত জীবেরই পরিমাণ অধিক বলিয়া ঐ সকল জাগতিক ব্যক্তি প্রথম মুখেই সর্ব্বস্ব ভিক্ষা দিবার বল হৃদয়ে পাইবে না এবং ঐ সকল দুর্ব্বল ব্যক্তিগণকে নিষ্কপটে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে বাধা দিবার পরামর্শদাতৃস্বরূপ অনেক শুক্রাচার্য্য জগতে আছেন জানিয়া, গৌড়ীয় ত্রিমুদ্রা-যাচ্ঞার ছলনায় জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া সর্ব্বস্ব সমর্পণকারী বলি মহারাজের আদর্শের কথা কীর্ত্তন করেন। যাঁহারা বলি মহারাজের আদর্শের কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া স্বার্থপর শুক্রাচার্য্যগণের পরামর্শ ও সহস্র বাধা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক সত্যনিষ্ঠা প্রদর্শন করেন, একমাত্র তাঁহারাই তখন বুঝিতে পারেন যে, গৌড়ীয়ের ঐ ত্রিমুদ্রা-যাচ্ঞা ত্রিবিক্রমের বলির নিকট ত্রিপাদ-ভূমি-যাচ্ঞারূপ-ছলনার ন্যায়। প্রকৃত পক্ষে ত্রিমুদ্রা-ভিক্ষা গৌড়ীয়ের উদ্দেশ্য নহে ; পরন্তু ত্রিমুদ্রা-ভিক্ষার ছলনায় জীবের **সর্ব্বস্ব** ভিক্ষা।

গৌড়ীয়—ভোগী বা ত্যাগী নহেন। আমার মত ভোগির ন্যায় 'গৌড়ীয়' নাম-মন্ত্র-ভাগবতাদি অপরাধময় বণিকৃবৃত্তি করিয়া স্ত্রীপুত্র বা নিজ পোষণের জন্য অর্থ গ্রহণ করেন না বা আমার মত ফল্গুত্যাগীর ন্যায় অর্থ—অনর্থের মূল, টাকা—'বাটা' প্রভৃতি মুখে বলিয়া হরিসেবোপকরণকে ভোগিগণের ভোগযজ্ঞের আহুতিরূপেও নিক্ষেপ করিবার পক্ষপাতী হন না। তিনি শুদ্ধ কৃষ্ণসেবক। নিজে নিখিল বস্তু দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বতোভাবে কীর্ত্তনমুখে কৃষ্ণসেবা করেন ও অপরকেও সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণকীর্ত্তনসংযোগে কৃষ্ণসেবা করিতে বলেন।

যাঁহার অর্থ নাই, তিনি তাঁহার হরিসেবা-সুপটু দেহ গৌড়ীয়কে ভিক্ষা-স্বরূপ দিতে পারেন, কিংবা যাঁহার তাহারও অভাব, তিনি তাঁহার বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, কৌলীন্য প্রভৃতি গৌড়ীয় চরণে ভিক্ষা দিতে পারেন। যদি একটীর অভাব থাকে তাহা হইলে গৌড়ীয় নিষ্কপট ভিক্ষা-প্রদাতার যে কোন একটী বস্তুর ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন। তবে কপটতা করিয়া 'হে প্রভো, আমি তোমাকে সর্ব্বস্ব দিয়া দিয়াছি' মুখে বলিয়া অর্থভাণ্ডারের চাবিটী কোমরে লুকাইয়া রাখিলে গৌড়ীয় কপটতা ধরিয়া ফেলিবেন। যাঁহার যাহা আছে, তাহাই নিষ্কপটভাবে গৌড়ীয়কে ভিক্ষারূপে দিতে হইবে—ইহাই গৌড়ীয়ের ভিক্ষা।

গৌড়ীয়—ভজন-চতুর ; সুতরাং ছলে-কৌশলে সেবা-শিথিল আমা-দ্বারা হরিসেবা করাইয়া লন। আমি এতদূর অর্থপ্রিয় যে, যদি আজ গৌড়ীয় কৃপা পূর্ব্বক আমার নিকট তাঁহার নির্দ্দিষ্ট ভিক্ষাটী গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে আমার ন্যায় জাড্যগ্রস্ত ব্যক্তি গৌড়ীয়ের পাতাগুলি পর্য্যন্ত উল্টাইবার পরিশ্রম স্বীকার করিতেন না। আমার উপার্জ্জিত অর্থ বা ভোগের ভাণ্ডার হইতে কিছু দিতে হইতেছে বলিয়া অন্ততঃ আমি আমার অত্যন্ত অর্থপ্রিয়তার দিক্ হইতেও গৌড়ীয়ের প্রতি একটু দৃষ্টি করিয়া থাকি অর্থাৎ যখন আমাকে প্রতি সংখ্যায় কিছু পয়সা দিতে হইতেছে, তখন এই পয়সাগুলির সার্থকতা করিবার জন্য অন্ততঃ গৌড়ীয় হইতে কিছু পাঠ করা যাউক, ক্ষণকালের জন্যও আমার হৃদয়ে এইরূপ একটু বিচার স্থান পায়।

যাঁহার যে বিষয়ে আসক্তি, তাঁহার সেই

আসক্তির বস্তুটীই গৌড়ীয়ের ভিক্ষা। যাঁহার ধনে আসক্তি, তিনি যদি ধন দিয়া গৌড়ীয় অর্থাৎ অপ্রাকৃত ভগবদ্বস্তুর সেবা করিতে প্রস্তুত না হন, তবে জানিতে হইবে, তাঁহার অনর্থে শ্রদ্ধা কিন্তু পরমার্থ বা ভগবানে শ্রদ্ধার অভাব। এমন লোকও আছেন, যাঁহারা অর্থ দ্বারা গৌড়ীয়ের সেবা করিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের দেহ-প্রাণ-পাণ্ডিত্য-কৌলীন্য প্রভৃতি দ্বারা নিষ্কপটে গৌড়ীয়ের সেবা করিতেছেন। গৌড়ীয় সেইরূপ ব্যক্তির নিকট সেই ভিক্ষাই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কেহ যদি গৌড়ীয়কে নিষ্কপটে সর্ব্বস্ব ভিক্ষা দেন, অর্থাৎ যাঁহার যাহা আছে, তাঁহার সেই সর্ব্বস্বটীর দ্বারা নিষ্কপটে গৌড়ীয়ের অশুল্ক সেবক হন, তাহা হইলে গৌড়ীয় আর তাঁহার নিকট তিনমুদ্রা-যাচ্ঞারূপ ছলনা করিবেন না। তখন গৌড়ীয় ত্রিবিক্রমের ন্যায় সর্ব্বস্ব সমর্পণকারীকে নিজস্বরূপ দেখাইয়া, তাঁহার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ পূর্ব্বক তাহার নিকট সত্যকথা কীর্ত্তন করিবেন।

আমার ন্যায় একটী কূপ-মণ্ডূক গৃহব্রত, নিজ ক্ষুদ্র অপস্বার্থ লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত, নিজের হরিবিমুখ দেহ-পোষণ-তোষণ-চিন্তা ও আমার ভোগোপকরণ স্ত্রী-পুত্রাদির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-চিন্তায় রত নামাপরাধী বণিকের পাপময় অসদাচারের সহিত মহা-মহাবদান্য, পরদুঃখদুঃখী, অমন্দোদয়া দয়া বিতরণকারী গৌড়ীয়ের সদাচার সমপর্য্যায়ে গণিত হইবার বস্তু নহে। গৌড়ীয়ের সম্পাদক-সঙ্ঘ ও সেবকগণ আমার মত ধর্ম্মবণিক্ ভোগী জীবের ন্যায় তাঁহাদের সেবার বিনিময়ে কিছুমাত্র গ্রহণ না করিয়া সর্ব্বস্ব শ্রীগৌড়ীয়-চরণে সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা নিজের পোষণ ভাবেন না; কারণ তাঁহারা আত্মসমর্পণকারী—তাঁহারা সম্প্রদানবাচিচতুর্থী বিভক্ত্যন্ত 'নমঃ' শব্দ-পরিপুটিত অপ্রাকৃত মন্ত্রে দীক্ষিত।

"নিজের পোষণ, কভু না ভাবিব,
রহিব ভাবের ভরে।
ভকতিবিনোদ, তোমারে পালক,
বলিয়া বরণ করে॥"

যাঁহারা নিজের পোষণ ভাবেন, তাঁহারা কি কখনও বিশ্বম্ভরে দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত হইয়া বিশ্বে বিশ্ব-বৈষ্ণব-বার্ত্তা প্রচার করিতে পারেন? তাই বলিতেছিলাম, গৌড়ীয়ের ভিক্ষা—জীবের সর্ব্বস্ব ভিক্ষা। গৌড়ীয় ও গৌড়ীয়-ভাণ্ডারের গ্রন্থরাজি পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন পরিভাষায় তারস্বরে—সকাতরে জীবের এই **সর্ব্বস্ব** ভিক্ষা করিতেছেন।

'গৌড়ীয়ের ভিক্ষা শুধু ত্রিমুদ্রা মাত্র নহে; পরন্তু ত্রিমুদ্রার ছলে সর্ব্বস্ব ভিক্ষা'—ইহা শুক্রাচার্য্যগণ অন্তরে বুঝিতে পারিয়াই তদ্বংশ্যাভিমানিগণকে বলিয়া থাকেন—

"ত্রিভিঃক্রমৈরিমাঁল্লোকান্ বিশ্বকায়ঃ ক্রমিষ্যতি।
সর্ব্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ় বর্ত্তিষ্যসে কথম্॥"

(ভাঃ ৮।১৯।৩৩)

—তুমি ত্রিপাদমাত্র ভূমি (গৌড়ীয়-পক্ষে—ত্রিমুদ্রামাত্র ভিক্ষা) দিতে প্রতিশ্রুত হইলে সত্য, কিন্তু বামনদেব (গৌড়ীয় পক্ষে—সাধারণ মনুষ্য জাতির বিচার হইতে যে গৌড়ীয়ের বিচার স্বতন্ত্র এবং প্রকৃতপক্ষে পরমোদার বা ত্রিলোক-বিস্তারী হইলেও সাধারণ বহির্ম্মুখ মনুষ্য-চক্ষে উহা অতিশয় গোঁড়ামিপূর্ণ, খর্ব্ব বা সঙ্কীর্ণ) তিন পদেই সমুদয় লোক আক্রমণ করিবেন (গৌড়ীয়পক্ষে—ত্রিমুদ্রা ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া ক্রমে জীবের কায়মনোবাক্যরূপ সর্ব্বস্ব আক্রমণ করিবেন)। তবে মূঢ়, বিষ্ণুকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া তুই অবস্থান করিবি কিরূপে? (গৌড়ীয়পক্ষে কায়মনোবাক্যরূপ সর্ব্বস্ব গৌড়ীয় অর্থাৎ বৈষ্ণব-গুরুর সেবায় প্রদান করিলে প্রাকৃত অস্মিতারূপ ভূমিকায় অবস্থান হেতু কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা বা বদ্ধ-জৈবদশা কোথায় দাঁড়াইবে?)

এই জন্যই শুক্রাচার্য্যগণ তাঁহাদের অনুগত সম্প্রদায় পাছে গৌড়ীয়ের ত্রিমুদ্রাভিক্ষার ছলনায় পড়িয়া সর্ব্বস্ব ভিক্ষা প্রদান করিয়া ফেলেন এবং বিষ্ণুকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিলে শুক্রাচার্য্যের শৌক্র-পরম্পরাগত কুলগুরুত্ব এবং বণিগ্‌বৃত্তি পাছে সংরক্ষিত না হয়, এই ভয়ে বলিয়া থাকেন যে, গৌড়ীয়ও 'দ্রাবিড়-প্রাণায়াম-ন্যায়ে' আমাদেরই ন্যায় ভিক্ষার ছলে অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শুক্রাচার্য্যগণের এইরূপ যুক্তিতে 'সাধ্যাবশিষ্টতা দোষ' বর্ত্তমান। এইরূপ সিদ্ধান্ত হেত্বাভাসযুক্ত। পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্রে এইরূপ যুক্তিকে ***'Argumentum adhominem fallacy'*** বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যেমন কোন সাধু ব্যক্তি সাধারণের হিতার্থে কোন প্রকৃত অসৎ প্রকৃতি ব্যক্তিকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—'এই ব্যক্তি চোর'। চোর যদি তখন আবার প্রকৃত সাধুকে বলিয়া উঠেন,—

'মহাশয়, আপনি আমাকে 'চোর' বলিতেছেন, আপনাকে যে আমি গতকল্য রায় মহাশয়দের বাগান হইতে ফুল চুরি করিতে দেখিয়াছি'! এই দৃষ্টান্তটীও উপরি-উক্ত হেত্বাভাসের উদাহরণ অর্থাৎ চোরের এইরূপ যুক্তিতে কিন্তু চোরের চৌর্য্যাপরাধটী 'সাধুত্ব' বলিয়া প্রমাণিত হইল না বা চোর তাঁহার চৌর্য্যাপরাধের বিরুদ্ধেও কোন যুক্তি প্রদান করিতে পারিলেন না। পরন্তু সাধারণ লোককে ধোঁকা দিবার জন্য এবং আপাততঃ তাঁহার অন্যায়কার্য্য-নির্দ্দেশকারীর মুখ বন্ধ করিয়া তাঁহার অন্যায় কার্য্য ঢাকিবার জন্য একটী কৌশল খেলিলেন মাত্র। কিন্তু সাধারণ লোক তাহা বুঝিতে না পারিয়া মনে করিল, যখন চোরও চুরি করে আবার চোরের নির্দ্দেশকারী সাধুও চুরি করে, তখন 'তুম্‌ভি চুপ, হাম্‌ভি চুপ' ন্যায়াবলম্বন করাই ভাল। সাধারণ লোকের তলাইয়া দেখিবার অবসর হইল না যে, চোর সাধারণ গৃহস্থের অপকার করিয়া নিজের ব্যক্তিগত ভোগার্থে চুরি করে। সুতরাং ঐরূপ চোর দণ্ডিত না হইলে জগতে গৃহস্থগণের বাস করা কঠিন হইবে। আর সাধুর মুখ বন্ধ করিবার জন্য প্রকৃত চোর যে সাধুকে 'ফুল-চোর' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই সাধুর কার্য্যটী প্রকৃত চৌর্য্যবৃত্তি নহে। সাধু দেবতা-পূজার জন্য ভোগীর অজ্ঞাতসারে তাহার বাগান হইতে ফুল আহরণ করিয়াছেন মাত্র। শাস্ত্রও বলেন, বিষ্ণুর জন্য ঐরূপ পুষ্প-হরণ চৌর্য্য বা অপরাধ-মধ্যে গণ্য নহে। সুতরাং সাধুর কার্য্যের দ্বারা কোন প্রকার অপরাধ বা গৃহস্থের অমঙ্গলের পরিবর্ত্তে অজ্ঞাতসারে গৃহস্থের সুকৃতিই হইয়া থাকে। ভোগী গৃহস্থ তাঁহার বাগানের ঐ ফুল নিজের চক্ষুরিন্দ্রিয় বা ঘ্রাণেন্দ্রিয়-তৃপ্তি কিম্বা নানা প্রকার বিলাসাদি ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত করিতেন; সাধু ভোগীকে ঐরূপ পাপকার্য্য হইতে রক্ষা করাইয়া উহা বিষ্ণুর পূজায় প্রদান পূর্ব্বক ভোগী গৃহস্থেরও মঙ্গল কামনা করিলেন।

সাধারণ লোক ধর্ম্মব্যবসায়িগণের এই সকল কপটতা ও কৌশল ধরিতে পারেন না। তাই তাঁহারা উহাদের কথায় ও উহাদের নানা প্রকার হেত্বাভাসযুক্ত সিদ্ধান্ততেই ভুলিয়া যান। বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ সুদর্শন গৌড়ীয় এই সকল কপটতার বিশ্লেষণ করিয়া জীবকুলকে বৈকুণ্ঠের যাত্রী ও পরম সত্যের সেবায় সর্ব্বস্ব সমর্পণার্থ উপযুক্ত চিদ্বলে বলীয়ান্ করিবার জন্যই ত্রিমুদ্রা-যাজ্ঞার ছলনায় জীবের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। পরন্তু গৌড়ীয়ের ভিক্ষা কোন খণ্ডিত বস্তু নহে—**গৌড়ীয়ের ভিক্ষা—জীবের সর্ব্বস্ব।**

গৌড়ীয়-সেবাকাঙ্ক্ষী জনৈক দীন

প্রেম

প্রেমের স্বরূপ কি? প্রেম সম্বন্ধে প্রাকৃত কবিবৃন্দ নানাভাবে বর্ণনা করিলেও মহাজনগণের সিদ্ধান্তে কোন বিরোধ নাই। তাই অপ্রাকৃত-কবি-শিরোমণি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী নিখিল বৈষ্ণবের প্রিয়-গ্রন্থরাজ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে "প্রেমের স্বরূপ নির্ণয় সম্বন্ধে" নিম্ন-লিখিত নিদর্শনগুলি মায়াবদ্ধ জীবকুলকে প্রদানপূর্ব্বক সমগ্র বিশ্বের চৈতন্য উৎপাদন করিয়াছেন,—

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম।
কামের তাৎপর্য্য "নিজসম্ভোগ" কেবল।
কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য্য "প্রেম"ত' প্রবল॥
অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর॥

শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর মনঃশিক্ষাচ্ছলে শিক্ষা দিয়াছেন,—

কি আর বলিব তোরে মন।
মুখে বল প্রেম প্রেম, বস্তুত ত্যজিয়া হেম,
শূন্য গ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন।
* * *
কামে প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই,
তবু কাম প্রেম নাহি হয়।
* * *
জীব চায় কৃষ্ণ ভজি, দেহ জড়ে যায় মজি,
শেষে জীব পাশরে আপনি।
* * *
সংসারে আসিয়া প্রকৃতি ভজিয়া
(আমি) পুরুষ অভিমানে মরি।

অপ্রাকৃত কবি-কুল-মুকুটমণি শ্রীচণ্ডীদাস-শ্রীবিদ্যাপতি-শ্রীজয়দেব-কৃত অপ্রাকৃত প্রেমরসময় গীতি-সমূহের মর্ম্মার্থ জড়বদ্ধ জীব আমরা কি বুঝিতে পারি? একে আর বুঝি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দাদি মায়িক জগতের ভোগোন্মুখী বৃত্তি লইয়া থাকা কালে কোটী জন্মেও সেই অপ্রাকৃত প্রেমের সঙ্গীত, আমাদের, পাপপঙ্কিল কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইবে না। দেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট ভ্রান্ত জীব আমরা কামের সহিত প্রেমের সাদৃশ্য থাকায়, 'হেয় কামকেই'

'উপাদেয় প্রেম' বলিয়া বরণ করিয়াছি। তাই বর্ত্তমানে আমাদের এ দুর্দ্দশা। সামান্য কাচখণ্ড আর মহামূল্য মণি দেখিতে একই প্রকার হইলেও চতুর জহুরী যেমন উভয়ের পার্থক্য বুঝিতে পারেন, সেই প্রকার কাম ও প্রেমে বাহ্য সাদৃশ্য থাকিলেও সুচতুর রসিক ভক্তগণ তাহাদের বিলক্ষণ প্রভেদটী বুঝিতে পারেন। বর্ত্তমানে আমাদের দুর্দ্দশার কথা আর কি বলিব? আমরা সদ্‌গুরুর শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারি নাই, তাই বর্ত্তমানে আমরা দুরন্ত কলির কবলে পড়িয়া 'কামকেই' 'প্রেম' বলিয়া মনে করিয়াছি। আমার শুক্তিতে রজতভ্রম হইয়াছে। মরুভূমির মরীচিকাকেই সুশীতল জল বলিয়া বুঝিয়াছি, বিবর্ত্ত বুদ্ধিতে কামের স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া 'কাম'কেই 'প্রেম' বলিয়া বঞ্চিত হইয়াছি।

—হায়! হায়! বিষকেই অমৃত বলিয়া গলাধঃকরণ করিয়াছি, তাই ক্রমশঃ আমি করাল মৃত্যুর কবলীভূত হইয়া পড়িতেছি। চতুর্দ্দিকেই দারুণ অন্ধকার দেখিতেছি। দারুণ কলিকল্মষ-বিষে আমার জীবন অবসন্ন হইয়া আসিতেছে।

—আমি কলির কিঙ্কর, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি বহু মূর্ত্তিতে নানাভাবে লোক-বঞ্চনারূপ কার্য্যে নিযুক্ত আছি। আমি আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা কামকেই 'প্রেম' বলিয়া প্রচার করিয়াছি। কারণ সকলেই কিছু শাস্ত্রজ্ঞ নহে। শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারে, এরূপ মনুষ্য অতীব বিরল। এক সদ্‌গুরুদেব ভিন্ন শাস্ত্রের প্রকৃত 'সত্য' উদ্‌ঘাটন করিয়া দিবার সামর্থ্য অন্য কাহারও নাই। আমি কখনও ধর্ম্মের মুখোস পরিয়া শাস্ত্রবক্তা হই। আমার আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা বা কামবৃত্তি এত দূর প্রবল যে, আমি ধর্ম্মশাস্ত্রকে—স্বয়ং ভগবত্তনুকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করিতে চাই এবং বিপ্রলিপ্সা-বশে সেই কামকেই 'প্রেম' বা 'ভক্তি' বলিয়া লোকবঞ্চনা ও সঙ্গে সঙ্গে আত্মবঞ্চনা করি। আমার কপটতা বুঝিতে পারে, সাধারণের এ শক্তি নাই। শ্রীবিগ্রহকে আমি পয়সা উপার্জ্জনের পুতুল করিয়া সর্ব্বসমক্ষে দাঁড় করাই। ইহা যে আমার আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছারূপ প্রবল কাম-বিকার, তাহা কি আমি একবারও চিন্তা করি? আমার গতি কি হইবে, আমি তাহা একবারও ভাবি না। বৈষ্ণব ঠাকুর! আমাকে কৃপা করুন, আমার ভ্রম যেন আমি বুঝিতে পারি, আমাকে এ সামর্থ্য প্রদান করুন। কিন্তু আমি আবার কি দুর্ভাগ্য—আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিরূপ কামের তাড়নায় কিরূপ বুদ্ধিভ্রষ্ট যে, আমার দুর্ব্বুদ্ধিটীর কথা স্বীকারটী পর্য্যন্ত করিতে চাই না। কোন বৈষ্ণব যদি আমাকে জানাইয়া দেন যে, আমার ঐরূপ চেষ্টা কাম মাত্র, উহা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণরূপ প্রেম নহে, তাহা আমি কিছুতেই স্বীকার করি না। বরং তাহার প্রতিবাদ ও বৈষ্ণবের সঙ্গে শত্রুতা করিতে বদ্ধ-পরিকর হই। অহো! রত্নাকরের ন্যায় এখনও ত অনুতাপানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে না! এখনও ত বুঝিতেছি না, যাহাদের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া—যাহাদের জন্য এই সমস্ত পাপাচরণ করিয়াছি, সেই স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি সংসার-বন্ধুজন কেহই যে পরিণামে আমাকে যম-যন্ত্রণার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। আমি অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণাবতারস্বরূপ ভাগবতকে আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণের—কামের ইন্ধন মনে করিয়াছি!

মুই মোর দাস আর গ্রন্থ ভাগবতে।
যার ভেদ আছে তার নাশ ভালমতে॥

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য মোহান্ধ আমি বুঝিতে পারি না। আমি গুরুদেবকে আমার কামযজ্ঞের ঋত্বিক্ করিয়াছি, সেব্য গুরুকে আমার ভোগ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম এবং দ্বিতীয় স্কন্ধ শ্রীভগবানের চরণদ্বয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্কন্ধ উরুদ্বয়, পঞ্চম স্কন্ধ নাভিদেশ, ষষ্ঠ স্কন্ধ বক্ষঃস্থল, সপ্তম ও অষ্টম স্কন্ধ শ্রীভগবানের বাহুদ্বয়, নবম স্কন্ধ কণ্ঠদেশ, দশম মুখমণ্ডল, একাদশ স্কন্ধ শ্রীললাটদেশ এবং দ্বাদশ স্কন্ধ শিরোভাগ। এই দ্বাদশ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের একটী মূর্ত্তবিগ্রহ। বিষয়ান্ধ কামুক হইয়া আমি তাহা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। গ্রন্থরূপী ভাগবতকে সচন্দন তুলসী পত্রদ্বারা অর্চ্চন করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার দ্বারা আমার অর্চ্চন করাইয়া লইতেছি শ্রীভাগবতকে আমার পূজক (?) করিয়া আমাকে ও আমার স্ত্রী-পুত্র-পরিবারাদিকে নানাবিধ খাদ্য-অলঙ্কার-বেশভূষা প্রভৃতি ষোড়শোপচারদ্বারা অর্চ্চন করাইবার দুর্ব্বুদ্ধি করিয়াছি! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি হইতে পারে, পাপ করিতে করিতে এতদূর পাষাণ হইয়া পড়িয়াছি যে, তাহা একবারও চিন্তা করি না। প্রকৃত গোস্বামী না হইয়াই আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ বা কাম পরিপূরণের জন্য অবৈধভাবে রাসলীলা, বস্ত্রহরণ কত কি কীর্ত্তন করিয়াছি। শিব না হইয়া বিষ পান করিতে গেলে মৃত্যু যেমন অনিবার্য্য, সেইরূপ 'গোস্বামী' না হইয়া, অনধিকারী হইয়া ঐরূপ অপ্রাকৃত লীলা-গ্রন্থাদি পাঠ ও কীর্ত্তনের অভিনয় দেখাইতে গেলেও যে আমার মৃত্যু লাভ করিতে ও চৈতন্য-চরণ-ভ্রষ্ট হইতে হইবে, ইহা আমার কামকঠিনচিত্তে আদৌ স্থান পায় না। দৈবী বিষ্ণুমায়া-মোহিত জীব আমি, কাম ও প্রেমের পার্থক্য বুঝিতে পারি নাই। সুতরাং আমি নিজে না বুঝিয়া এবং অপরকেও বুঝিতে না দিয়া অন্যায়ভাবে কত জীবের হিংসা করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই।

'কামের' তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য মাত্র 'প্রেম' ত প্রবল॥

এই শ্লোকের যথার্থ তাৎপর্য্য মায়াদেবী আমাকে বুঝিতে দেন নাই বলিয়া আমিও তাহা অপরকে বুঝিতে দেই না। মেঘ যেরূপ আমাদের চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া সূর্য্যদেবকে দেখিতে দেয় না, তদ্রূপ আমিও আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছারূপ

কাম মেঘজালদ্বারা 'প্রেম' সূর্য্যকে আমার ও লোক-লোচনের অন্তরালে রাখিয়াছি। কামের তাৎপর্য্য, নিজেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা অর্থাৎ দেহ, গেহ, মনের সুখরূপ নিজ সম্ভোগ, আর প্রেমের তাৎপর্য্য, সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীহরি-সেবারূপ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ। "কাম ও প্রেমের" এই প্রভেদ নিত্যকাল বর্ত্তমান; কিন্তু আমি দুর্দ্দৈব বশতঃ গোস্বামিশাস্ত্রের এই মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারি নাই। তাই শ্রীহরির ইন্দ্রিয়-তর্পণকে আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণের সহিত সম-পর্য্যায়ে গণনা করিয়াছি। শাস্ত্রে এই উত্তমা ভক্তির লক্ষণে বর্ণিত হইয়াছে—"অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ ব্যতীত ইতর অভিলাষশূন্য, জ্ঞান-কর্ম্মদ্বারা অনাবৃত, প্রাতিকূল্যভাব বর্জ্জনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণই উত্তমাভক্তি। এই কাম ও প্রেম দেখিতে এক হইলেও রসিক ভক্তগণ কামকে অন্ধতমের সহিত এবং প্রেমকে নির্ম্মল ভাস্করের সহিত উপমা দিয়াছেন। "কাম অন্ধতমঃ, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর"। "কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল। কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত প্রবল॥" কাম ও প্রেমে লৌহ এবং স্বর্ণের ন্যায় বিস্তর প্রভেদ বর্ত্তমান আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে এই কাম ও প্রেমের প্রভেদ বর্ণনা করিয়াছেন "ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥" হে জগদীশ, আমি ধন, জন ও সুন্দরী কবিতা কামনা করি না। আমার জন্ম-জন্মান্তরে সেব্য তুমি, তোমাতে যেন অহৈতুকী অর্থাৎ ধনং দেহি, জনং দেহি প্রভৃতি হেতুরহিতা ভক্তি থাকে। সুন্দরী কবিতা শব্দে—বেদকল্পিত ধর্ম্ম, ধন শব্দে—অর্থ, জন শব্দে—কলত্রাদি কামনার বিষয়সমূহ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। এই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণ কখনই শ্রীভগবানে শুদ্ধাভক্তি লাভ করিতে পারে না। 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'সোঽহং' প্রভৃতি উচ্চারণকারী ব্যক্তিগণ সাযুজ্য লাভের আশায় নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান করিতে গিয়া পরিণামে প্রস্তরাদিরূপ অচেতনাবস্থা প্রাপ্ত হন।

ইহা কখনই দুর্ল্লভ মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য নহে। যে ভক্তি অনিত্যা, যাহা ধন, জন, বিভূতি অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যাদি কামনা-হেতু শ্রীভগবানের শুদ্ধ সেবায় বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহা কখনই শুদ্ধা ভক্তি বা "প্রেম" শব্দবাচ্য হইতে পারে না।

প্রেম উপাদেয়, নির্ম্মল ও অমৃতস্বরূপ। কাম অনুপাদেয়, নশ্বর, তুচ্ছ আপাত সুখ ও মোহ উৎপাদক। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই স্থূলভূত এবং সূক্ষ্ম মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাত্মক দেহের অভ্যন্তরেই সূক্ষ্ম শুদ্ধ জীবাত্মা বাস করেন, তিনি অণুচৈতন্য হইলেও শুদ্ধস্বরূপ, তাঁহার বৃত্তি বিভুচৈতন্য শ্রীভগবানের সেবা। কিন্তু দুর্দ্দৈব বশতঃ জীব তাহা ভুলিয়া গিয়া, পঞ্চভূতাত্মক প্রপঞ্চ কারাগারে বদ্ধ, তমোরূপ নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া দেহ ও মনোরূপ পরিচ্ছদ গ্রহণপূর্ব্বক পুণ্য-পাপাদি নানা কর্ম্ম করিতে করিতে চৌরাশী লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। শ্রীগুরুকৃপায় কৃষ্ণোন্মুখী হইলেই জীবের নিস্তার,—তবেই জীব শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেমভক্তি লাভপূর্ব্বক ধন্য হইতে পারেন।

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীবিজ্ঞান আশ্রম।

অনধিকার চর্চ্চা

কি আশ্চর্য্য! বলি, যাহার যে অধিকার, তাহা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে কি ব্যবসায় চলে না? তদতিরিক্ত সীমায় হস্তক্ষেপ করিয়া সীমা লঙ্ঘন কি বর্ত্তমানকাল কলির একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম? শ্রীভগবান্ আছেন, পরকাল আছে, মরিতেই হইবে; চর্ম্ম, রক্তমাংস ও তজ্জনিত জড়াভিমান সমস্তই নশ্বর, অচিরস্থায়ী; ইহা কি একবারও মনে হয় না? হায়! জীব, তোমার কি এতই দুর্ভাগ্য যে, ভীষণ যন্ত্রণা-দায়ক সংসারকারাগারে মায়া-রজ্জুতে হাতে, পায়ে ও গলদেশে বাঁধা থাকিয়াও—প্রতিমুহূর্ত্তে কারাকর্ত্রী শ্রীদুর্গাদেবীর কৃপা প্রসাদ-ভোগ রত হইয়াও নিজের ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধির বিষয় হয় না?

যে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের হুহুঙ্কারে আসমুদ্র হিমাচলবাসী—সমস্ত পাপী, পাষণ্ডীগণ 'ত্রাহি ত্রাহি' রব-রোল তুলিয়াছে, যে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত ও দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠা-প্রচার-কার্য্য সত্যপিপাসু সুবুদ্ধিমানবগণ জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতেছেন, যে বৈষ্ণবাচার্য্য-গণের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার-চেষ্টা চিন্ময়ধাম-দর্শনকারি-মহাত্মগণ ও প্রবীণ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেছেন, আজ তাহা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার ফলে নিজস্ব গ্রাম্য-বার্ত্তাবহে অশিষ্টভাষা-প্রয়োগে কয়েক লাইন লিখিয়াই কি উড়াইয়া দেওয়া যাইবে! হিতবাদ-প্রচার-ছলনায় ঐরূপ মনে করাও কি নিজকে নিজে 'নগণ্য' বলিয়া পরিচয় দেওয়ার দৃষ্টান্ত নহে?

বর্ত্তমান কালে মানুষ যে প্রকার স্বাধীন-চেতা, তাহাতে দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না হইলে, এতদিনে ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইয়া যাইত। হাড়, মাংস, চর্ম্মের বড়াই করিয়া চর্ম্মের উপাসক 'চামার' হইয়া যাইত।

কেবল চামড়ায় আসক্ত বর্ণাভিমানী যে-সকল ব্যক্তি সমাজের 'নেতা', 'শাস্ত্রজ্ঞপণ্ডিত', 'গোস্বামী', 'পুরোহিত' প্রভৃতি বলিয়া দাবী করেন, তাঁহাদের অনেকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সদাচার-বর্জ্জিত। আর সাধারণ সমাজে ত সদাচার-ভ্রষ্ট লোকের অভাবই নাই।

কেহ বা যদিও মুখে 'সদাচার' মানেন, তথাপি গৃহমেধি-ধর্ম্মে রুচিবশতঃ স্ত্রী-পুত্র-পরিবার-পরিজনের আব্দারে পড়িয়া তাহাদের অসদাচরণের সাহায্য হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় দেখিতে পান না, এমন কি—পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিন কিম্বা তত্তৎসম্পর্কিত শালা, সম্বন্ধী, কিম্বা সম্বন্ধীর সম্বন্ধী,

কোন না কোন ব্যক্তি কেল্‌নার হোটেলে আতিথ্যগ্রহণ করায় তিনি সমাজে অপাংক্তেয় ও গোপনে স্পর্শদোষ হইতে নির্ম্মুক্ত নহেন। অতএব যাঁহারা ঐ প্রকার গোঁজামিল দেওয়া সমাজ লইয়া অবস্থান করেন, তাঁহারা প্রকৃত সদাচারী—বৈষ্ণবব্রাহ্মণগণের আচার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

যাঁহারা অনাদিকাল হইতে সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয়ে—শ্রীবিষ্ণু দীক্ষা-গ্রহণে পারমার্থিক বৃত্ত-ব্রাহ্মণ বলিয়া বিচারিত, তাঁহারা তথা-কথিত অসদাচারী বৃত্তচ্যুত বর্ণ-চতুষ্টয়ের সহিত সহযোগিতা রাখেন না। বরং অসৎসঙ্গবোধে তাহাদিগের নিকট হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া শ্রীবিষ্ণু সেবার উপযোগী বৈষ্ণবাচার রক্ষা করেন। তাঁহারা সমাজে কোনপ্রকার সম্মান বা বিবাহ-আদান-প্রদান-প্রয়াসী হইয়া—শ্রীকৃষ্ণদাসাখ্যার পরিবর্ত্তে অন্য কোন বৈষ্ণববিরোধি-প্রকৃতিবাদী স্মার্ত্তসমাজের 'চক্রবর্ত্তী ভট্টাচার্য্য' প্রভৃতি পদবীলাভের চেষ্টা করেন না। তাঁহারা শ্রীঅচ্যুত-গোত্র ভিন্ন অন্য কোন ফল-ভোগময় জড়-পরিচায়ক গোত্রের পরিচয় দিয়া থাকেন না। অবৈষ্ণবোচিত কোন প্রকার অনুষ্ঠানে তাঁহারা যোগদান করেন না। পতিতদ্বারা পরিবেষ্টিত পতিতপাবনের সজ্জাগ্রহণকারী গোস্বামিব্রুবগণের পতিত শিষ্যগণকে আহরণ করিয়া তাঁহাদের ইন্দ্রিয় তোষণের ইন্ধনে বাধা প্রদান করেন না। তাঁহারা নিজে গুর্ব্বভিমানী নহেন; একমাত্র শ্রীগুরুসেবকাভিমানে হরিসেবাই তাঁহাদের জীবনের চরম-লক্ষ্য। তবে যাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বা বর্ত্তমান জন্মার্জ্জিত সৎসঙ্গ ও সুকৃতির ফলে জানিতে পারিয়াছেন—'আমি পতিত, আমাকে উদ্ধার হইতেই হইবে' তাঁহারাই পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবে প্রপত্তির প্রয়োজন বোধ করিয়া বৈষ্ণব-সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান করেন। অবশ্য শ্রীসচ্চিদানন্দ গুরুদেবের কৃপায়—তাঁহাদের পাতিত্য আর থাকে না, ইহা বলাই বাহুল্য!

এখন গুর্ব্বভিমানী গুরুব্রুবগণ যদি এই প্রকার উদ্ধার-কামী পতিতের উপর পতিত-পাবন-গিরি দেখাইতে চাহিয়া মৎসরতা-বশে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের উপর যথেচ্ছাচারিতার সহিত অভদ্র ভাষা ব্যবহার করেন, তবে তাঁহাদিগকে বলিবার যোগ্য ভাষা 'আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ' অথবা—'রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য', প্রভৃতি শ্রীব্যাসপ্রযুক্ত ভাষা-ব্যতীত আর কি সমীচীনা ভাষা আছে? তাহারা অবৈষ্ণব, সুতরাং—"শ্বপাকমিব নেক্ষেত" আদেশ বাক্যই পালনীয়।

ব্যাসাবতার গৌরজন শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন যে প্রকার নিন্দকের মাথায় লাথি মারিয়া, নিন্দককেও কৃপা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, সেই প্রকারে—যদিও অসম্ভাব্য, তথাপি পরদুঃখ-দুঃখী-অভিমানি-ভক্তিহীন-দীন-জন-হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীগৌড়ীয় শাস্ত্রযুক্তিমূলক সুসিদ্ধান্ত দ্বারা ঐসকল বৈষ্ণব-বিরোধিগণের অপসিদ্ধান্ত-কুসিদ্ধান্ত খণ্ডিত বিখণ্ডিত করিয়া সর্ব্বসাধারণে কৃপা বিতরণ করিতেছেন। তথাপি দুর্ভাগ্যের তাড়নায় সংযত না হইয়া 'যারে দেখ্‌তে নারি তার চলন বাঁকা' এই প্রবাদ-বাক্যের সাক্ষ্য-স্বরূপ 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ইতিহাস' নামক গ্রন্থের সমালোচনা করিতে গিয়া বৈষ্ণবদ্বেষী-কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত—'ধান ভান্‌তে শিবের গীত' গাহিয়া ফেলিয়াছেন। 'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী' সুতরাং এই সকল আচার্য্য লঙ্ঘনকারী—গুর্ব্বপরাধী—হতশ্রীগণের নিকট শাস্ত্র শাসন-বাণী-কীর্ত্তন অরণ্যে রোদন মাত্র। সজ্জন-বিদ্বেষের জন্যই কি ইহাদের সংসারে অবস্থান! সজ্জন-বিদ্বেষের অবাধ গতির পন্থা আবিষ্কার করাই কি ইহাদের জীবনের প্রধান ব্রত? 'পিপীলিকার পক্ষ হয় মরিবার তরে' সুতরাং মৃত্যুই যাহাদের কাম্য বস্তু, তেমন গ্রাম্যবার্ত্তা-প্রচারকদের জন্য এই প্রকার কয়টী গ্রাম্য মেয়েলি প্রবাদ কথা বলিয়াই অদ্য উপসংহার করিলাম। কারণ গ্রাম্য মেয়েলী প্রবাদ কথায় তাহাদের যথেষ্ট রুচি দেখা যায়।

সাধু সাবধান! গ্রাম্যবার্ত্তাবহের সম্পাদকগণ সজ্জন-বিদ্বেষসূচক ভাষা-প্রয়োগে সর্ব্বসাধারণের প্রাণে ভীষণ আঘাত দিতেছেন। ইহার তীব্র প্রতিবাদ করার অধিকার সাধারণের নিশ্চয়ই আছে জানিবেন। বৈষ্ণববিদ্বেষিগণ মায়ার কুহকে পড়িয়া হিতাহিত জ্ঞানহারা হইয়া হিতবাদের ছলনায় যতই অহিতবাদ প্রচারের আয়োজন করুন না কেন, শ্রীগৌড়ীয় তাঁহার নিজস্ব সংবাদ কুমতবাদ-খণ্ডন নিরস্তকুহক সত্য নিত্যকাল প্রচার করিতেই থাকিবেন। আর শ্রীগৌড়ীয়ের বর্ত্তমান আচার্য্য, দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-ঠাকুরের জয় জয় ধ্বনি আরও প্রবল বেগে ঢক্কাবাদ্যে বিঘোষিত হইতে থাকিবে। সুতরাং—

"পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে॥
* * * *
দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে॥"

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবাভিক্ষু
শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী (ভক্তিরত্ন)

মুদ্রাকর-প্রমাদ

সংখ্যা	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৯	১৩	১ম	২৭	ব্রাহ্মণেতর	শৌক্রব্রাহ্মণেতর